বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

অষ্টম ভাগ।

তিমি—দেবহ্রদ।

(১৭।১ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল।

বিশ্বকোষ।

তিমি (পুং) তিম্-ইন্ বা তাম্যতি তম ইন্ অকারস্ত ইকারাদেশঃ। সমুদ্রচর সুবৃহৎ স্তন্যপায়ী মৎস্যাকার জীববিশেষ। কি জলচর কি স্থলচর জীবশ্রেণীর মধ্যে তিমির অপেক্ষা বৃহৎকায় জীব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। মৎস্যের ন্যায় ইহাদের পুচ্ছ (ল্যাজা) আছে। জলে সাঁতার দিবার জন্য মৎস্যের ন্যায় কাণের নীচে পাখ্না আছে। ইহাদের পা নাই, তলপেটের কিছু উপরে স্তন আছে, স্তনের দুটী বোঁটা, দুগ্ধাধার দেহের মধ্যেই থাকে, পালানের ন্যায় উচ্চ হয় না। ইহাদের বর্ণ ও আকারগত নানা প্রভেদ আছে, প্রাণীতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে তদনুসারে প্রায় ৩০।৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তিমির অস্তিত্ব ও তাহার মৎস্যজাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য সভ্যজগতে বিদিত হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 'তিমি', 'তিমিঙ্গিল', 'মহাতিমিঙ্গিল' প্রভৃতি শব্দে এই বৃহদাকার জীবের উল্লেখ আছে। আরিষ্টটল্ তাঁহার জীবতত্ত্বে তিমি, শুশুক ও মৎস্য পরস্পর বিভিন্ন শ্রেণীর জীব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, তিমি ঠিক অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস লয়, সঙ্গম করে, জীবিত ও আকারবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, স্তন্য দিয়া সন্তান পালন করে। ইহাদের ফুস্ফুস্ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক শারীরযন্ত্রের কার্য্যও অন্যান্য চতুষ্পদের ন্যায়।

তিমি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—দন্তহীন ও দন্তবিশিষ্ট। যাহাদের দন্ত নাই, তাহাদের মুখ মধ্যে কোমল অস্থিফলকবৎ একপ্রকার কোমলাস্থি জন্মে। ইহাদের খোম্না খুব ভারি ও মোটা হয়। ইহাদের গায় আঁইস (শল্ক) নাই। নাসিকার ছিদ্র অতি বৃহৎ। ইহারা জলজ তৃণ ও জীব জন্তু আহার করে। যাহাদের দন্ত নাই, ইংরাজ প্রাণীতত্ত্ববিদেরা তাহাদের বলিনিডি (Balænidæ) নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাদের উপর কাচকড়ার ন্যায় একপ্রকার কোমলাস্থি জন্মে, ইহাকেই ইংরাজীতে Balæn or whale-bone বলে, ইহাতেই এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। দন্তহীন তিমিও আবার চারিভাগে বিভক্ত। বলিনা (Balæna) অর্থাৎ সমপৃষ্ঠ দন্তহীন তিমি, কইমাছের পৃষ্ঠের উপরিভাগে কাঁটার ন্যায় ইহাদের ক্ষুদ্র পাখ্না বা পৃষ্ঠকণ্টক নাই, পৃষ্ঠ উষ্ট্রের ন্যায় কুব্জ নহে বা ষাঁড়ের ন্যায় ঝুঁটিবিশিষ্ট নহে। উদরে (মনুষ্যের ভুঁড়ি বাড়িলে যেমন স্তরাবলী দৃষ্ট হয় সেইরূপ) স্তর নাই। এই শ্রেণীতেই তিম্যস্থি (Balæn) খুব পুরু ও দৃঢ় হয়। এই তিম্যস্থি ঠিক দাঁতের ন্যায় তালুতে উপর সারি দিয়া জন্মে। এক এক জাতিতে এক এক দিকের মাড়িতে ৩১৪ খান পর্য্যন্ত তিম্যস্থি জন্মে। ইহার এক এক খানিতে আবার অভ্রের পাতের ন্যায় ১২ খানি পর্য্যন্ত পাত থাকে।

তিম্যস্থিগুলি তালুর মধ্যরেখা হইতে আড়ভাবে সমস্ত তালু জুড়িয়া থাকে। সংখ্যায় অধিক বলিয়া ইহা খুব ঘন হইয়া জন্মে। প্রত্যেক অস্থিখানির কলের দিকে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া কোমলাস্থিকণ্টকবৎ মাড়ির কাছে ঝুলিয়া থাকে। এই তিম্যস্থি ব্যবসায়ের একটী মূল্যবান্ উপকরণ, ব্যবসায়ীরা ইহাকে 'তিমিকণ্টক' নামে অভিহিত করেন। ইহাদের জিহ্বা কোমল, গলনালী অতিক্ষুদ্র, এমন কি অতি বৃহৎ শ্রেণীর তিমিতেও এক ইঞ্চির অপেক্ষা বড় ছিদ্র হয় না। মস্তক খুব বৃহৎ ও

সমস্তদেহের দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ হইবে। মাথার দুই পার্শ্ব সমান নহে। ডাহিনের অংশ বামাংশ হইতে বড়, মাংস রক্তবর্ণ, দৃঢ় ও খসখসে। গায়ে কাঁটা বা আঁইষ নাই, কেবল কসের কাছে কয়েকগাছা কণ্টকবৎ লোম হয়। ইহাদের চর্ম্মের ঠিক নিম্নে মাংসের উপরিভাগে ১ ফুট হইতে ২ ফিট্ পর্য্যন্ত পুরু স্পঞ্জের মত আচ্ছাদনের ভিতর চর্ব্বি থাকে। বৃহৎকায় তিমির শরীরের সমস্ত চর্ব্বির পরিমাণ ৭৫০ মণের উপর হয়। ইহার জন্যই ইহাদের শরীর উষ্ণ থাকে, ইহার জন্যই ইহাদের শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায় ও জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং ইহার জন্যই অতি গভীর

বৃহৎকায় তিমি।

জলেও জলের কোন ভার লাগেনা। ইহাদের গাত্রে আঁটুলীর মত পোকা হয়। এই পোকা অনেক রকম, তন্মধ্যে 'তিমির উকুণ' নামে এক শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের গাত্রেই জন্মে ও উপরের চর্ম্ম কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রে গেঁড়ি গুগ্‌লিও লাগিয়া থাকে। তিম্যস্থির সংখ্যা ও পরিমাণ দেখিয়া ইহাদের বয়স নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের পরমায়ু ৮০০ হইতে ৯০০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভ্রমশূন্য নহে বলিয়া বিবেচিত হয়।

তিমির উকুন।

এই দন্তহীন সমপৃষ্ঠ তিমি জাতির মধ্যে আবার কএকটী দেশভেদে উপভেদ আছে যথা—

১। *Balæna mysticetus* or the Right Whale—বৃহত্তিমি—গ্রীণলণ্ড।

২। *Balæna marginata* or the Western-Australian Whale—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় তিমি—প-অষ্ট্রেলিয়া।

৩। *Balæna Australis* or the Cape Whale, উত্তমাশা অন্তরীপের তিমি—উত্তমাশা অন্তরীপ।

৪। *Balæna Japonica* or the Japan Whale—জাপান দেশীয় তিমি—জাপান সাগর।

৫। *Balæna antarctica* or *Balæna Antipodarum* or the New Zeeland Whale—নিউজিলণ্ড দেশীয় তিমি—দক্ষিণ মহাসাগর।

৬। *Balæna gibbosa* or the Scrag-Whale অস্থিসার তিমি—আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর।

৭। *Balæna Hunterius Temminckii*—দক্ষিণ দেশীয় শিকারী তিমি—উত্তমাশা অন্তরীপ।

৮। *Balæna Hunterius Swedenborgii*—উত্তর দেশীয় শিকারী তিমি—উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর।

এই অষ্ট প্রকার তিমির মধ্যে বৃহত্তিমি (the Right Whale) অতি বিখ্যাত। ইহারা তুষারাবৃত উত্তর মহাসাগরেই থাকে, কখন কখন ইহাদিগকে ফ্রান্সের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত আসিতে দেখা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬০।৭০ ফিট্ হয়। ইহাদের পুচ্ছ ঠিক গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের পুচ্ছের ন্যায়, পুচ্ছ ২০।২৫ ফিট্ বিস্তৃত হয়। সম্মুখের পাখনা ৮।৯ ফিট্ দীর্ঘ ও ৪।৫ ফিট্ চওড়া হয়। মুখ ১৫।১৬ ফিট্ দীর্ঘ। চক্ষুদ্বয় মুখের কোল হইতে এক ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহাদের জলোৎক্ষেপের ছিদ্রদ্বয় খুব সূক্ষ্ম ও মস্তকের সর্ব্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। ইহাদের গাত্রবর্ণ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ (কাল মখমলের মত) পেটের দিক্ শাদা। বৃদ্ধ তিমির বর্ণ কিছু ধূসর। ইহারা কতদিন গর্ভ ধারণ করে, তাহা জানা যায় না। এক গর্ভে এক মাত্র সন্তান জন্মে। সদ্যজাত সন্তান ১০ হইতে ১৪ ফিট্ দীর্ঘ হয়। ইহাদের সন্তানস্নেহ অতি প্রবল, এইজন্য বৃহত্তিমি-শিকারীরা সময়ে সময়ে শাবকহত্যা করিয়া শাবকের জননীকে অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে ধরিয়া আনিয়া থাকে। তিমিপ্রসূতি স্থলে উঠিয়া চিতাইয়া পড়িয়া থাকে, সন্তান পেটের উপর উঠিয়া স্তন্যপান করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪।৫ মাইল বেড়াইয়া থাকে। জলের বেশী নীচে ইহারা বেড়ায় না, বেড়াইবার সময় মুখ হাঁ করিয়া চলে ও গালে জলের সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করিলেই মুখ বন্ধ করিয়া মৎস্যের ন্যায় জল বাহির করিয়া দেয়। ইহারা দৌড়াইবার সময়ে আরও দ্রুত চলে। শীকারের সময় ইহারা বর্ষাদ্বারা আহত হইলে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে অতি বেগে গভীর জলে তলাইয়া যায়। ইহাদের বেগ অতি প্রচণ্ড। পুচ্ছের ঝাপ্‌টায় বড় বড় শিকারী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া থাকে। তিমিরা জলের মধ্যে একাদিক্রমে অর্দ্ধঘণ্টারও কিছু অধিক কাল ডুবিয়া থাকিতে পারে। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য জলের উপর প্রতি ৮।১০ মিনিটে মুখ তুলিয়া ভাসিয়া উঠে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়েই জলোৎক্ষেপ করিতে থাকে, জলক্ষেপ সময় ইহাদের মাথার ছিদ্র দুটী দিয়া ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে জল উঠিতে থাকে। এই জল উর্দ্ধে ১০।১৫ হাত পর্য্যন্ত উঠে ও শব্দ হইতে থাকে। কখন কখন ইহারা ক্রীড়াচ্ছলে মস্তক নিম্নে রাখিয়া ঠিক সিধা হইয়া

জলের উপর পুচ্ছ দিয়া জল আন্দোলিত ও মুখে এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে, এই শব্দ ২।৩ মাইল দূর হইতে শুনা যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া বেড়ায় না, প্রায় একা কখন বা স্ত্রী পুরুষে একত্র বেড়াইয়া থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপের তিমির মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, বর্ণ সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা তীরের নিকট অল্পজলে বেড়াইয়া বেড়ায়। এই জাতীয় তিমি বিষুবরেখার নিকট হইতে দক্ষিণ মহাসাগরের তুষার-ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়াইয়া থাকে এবং উত্তরে জাপান পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিলণ্ডের নিকট তিমি-শীকারীরা ইহাদিগকেই অধিকাংশ ধরিয়া থাকে। আইস্‌লণ্ডের নিকট বৃহত্তিমির (the Right Whale) এক উপবিভাগ আছে, আইস্‌লণ্ডীয়েরা তাহাকে Nord-kapper বলে। ইহাদের শরীর বৃহত্তিমি অপেক্ষা সবল, মস্তক ক্ষুদ্র, নিম্নের কস গোল ও চওড়া, বর্ণ ধূসর, মস্তকের নিম্নাংশ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ও বৃহত্তিমি অপেক্ষা অধিকতর চতুর এবং ভয়ঙ্কর স্বভাব। গ্রীণলণ্ডের অধিবাসী ও এস্কুইমো জাতি বৃহত্তিমির মাংস খায় ও উদরের পাতলাচর্ম্ম পরিধান করে এবং অন্ত্রাবরক ঝিল্লী লইয়া জানালার শার্সীরূপে লাগায়।

দন্তহীন তিমির দ্বিতীয় ভাগের নাম *Megaptera* or the Humpbacked Whale বা কুব্জপৃষ্ঠ তিমি। এই শ্রেণীর পৃষ্ঠদেশ উষ্ট্রের ন্যায় কুব্জ। অনেকের মতে, এই কুব্জ ভাগ আর কিছুই নহে কেবল পিঠের পাখ্‌না বা পৃষ্ঠকণ্টকেরই রূপান্তর। ইহাদের সম্বন্ধে আর বড় বেশী কিছু জানা যায় না, তবে সাধারণতঃ ইহারা সমপৃষ্ঠ তিমিশ্রেণীরই মত। ইহাদের মধ্যে দেশভেদে নিম্নলিখিত কয়েকটী শাখা আছে।

১। *Megaptera Longimana* or the Johnston's Hump-backed Whales, বৃহৎ কুব্জপৃষ্ঠ তিমি—উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর।

২। *Megaptera Kuzira* or the Kuzira—কুজীয় তিমি বা জাপান দেশীয় কুব্জপৃষ্ঠ তিমি – জাপানসাগর।

৩। *Megaptera Americana* or the Bermuda Humpbacked Whale—বার্ম্মদা দ্বীপীয় কুব্জপৃষ্ঠ তিমি।

৪। *Megaptera poeskop* or The Cape Hump-backed Whale—উত্তমাশা অন্তরীপের কুব্জপৃষ্ঠ তিমি—দক্ষিণ আফ্রিকা।

৫। M. Eschrichtus Robustus—স্থূলকায় কুব্জ-পৃষ্ঠ তিমি *Balænoptera* or the Rorqual (or the pike whales) সুইডেন।

দন্তহীন তিমিশ্রেণীর তৃতীয় ভাগের নাম চঞ্চুমুখ তিমি। ইহাদের মুখ ক্রমসূক্ষ্ম বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। ইহাদের পৃষ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র পাখ্‌নার ন্যায় পৃষ্ঠকণ্টক আছে। বৃহত্তিমি অপেক্ষা ইহাদের গলায়ও লম্বালম্বি ভাঁজ পড়ে। জলে উদর ভরিয়া গেলে এই সকল ভাঁজ খুলিয়া পেট নিটোল হইয়া উঠে। তিমিজাতীয় জীবের মধ্যে এই শ্রেণীই বৃহৎ। এই তিমি অপেক্ষা বড় জীব আর জগতে নাই। উত্তরদেশীয় চঞ্চুমুখ তিমি ১০০ ফিটের অপেক্ষাও দীর্ঘ হয়। এই বৃহৎ শ্রেণীই ইংরাজীতে Rorqual নামে খ্যাত, এজন্য বাঙ্গালায় ইহাকে রর্কোয়াল বা বৃহৎকায় চঞ্চুমুখ তিমি বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীতে ২৫।২৬ ফিট্ দীর্ঘ এক জাতীয় তিমি আছে, তাহাকেই ইংরাজীতে Pike-whale বা বর্ষামুখ তিমি বলে। ইহাদের মুখাকৃতি ইংরাজী পাইক নামক বর্ষা অস্ত্র-ফলকের ন্যায়। এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। উত্তর য়ুরোপীয় রর্কোয়ালের বর্ণ শ্লেটের ন্যায় ধূসর, উদর আরও সাদা। ইহারা বৃটন দ্বীপের দক্ষিণে আসে না। জলে এক স্থানে স্থির হইয়া ভাসিয়া থাকে না, সাঁতার দিয়া বেড়ায়। ঘণ্টায় ৪।৫ মাইল চলিয়া বেড়াইতে পারে এবং অতি উচ্চ শব্দ করিয়া থাকে। ইহারা বর্ষাদ্বারা আহত হইলে এক দৌড়ে ৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। শিকারীরা এই জাতীয় তিমি ধরিতে যায় না। একে ইহাদের ধরাও বড় কষ্টকর ও বৃহত্তিমি ধরা অপেক্ষা বিপদ্জনক, তাহাতে আবার ইহাদের চর্ব্বি অল্প, তিমাস্থি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। রর্কোয়ালের গলনালী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এজন্য ইহারা মৎস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারে ও ক্ষুদ্র কীটাদি পাইলে তাহাদের এক এক ঝাঁক একবারে খাইয়া ফেলে। একটী রর্কোয়ালের উদরে একবার ৬ শত কড মৎস্যের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। এই জাতির দুইটী মাত্র উপভেদ দেখা যায়।

১। *Balænoptera rostrata*—উত্তরদেশীয় চঞ্চুমুখ তিমি—উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর পর্য্যন্ত।

২। *Balænoptera Swinhoa* or *Chinansis*—চীন-দেশীয় চঞ্চুমুখ—ফর্ম্মোজা দ্বীপের নিকট।

দন্তহীন তিমির ৪র্থ বিভাগের নাম Physalus অর্থাৎ পৃষ্ঠকণ্টকী। ইহারা দেখিতে ঠিক রর্কোয়ালের ন্যায়, তবে ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টক বৃহৎ ও প্রশস্ত। ইহারাও চঞ্চুমুখ বটে। প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগকে চঞ্চুমুখ তিমির এক উপবিভাগ বলাই যুক্তি সঙ্গত। ইহাদের স্বভাবাদি ঠিক রর্কোয়ালের মত। ইহাদের মধ্যে এই কয়টী ভেদ আছে—

১ম। *Physalus Antiquorum* or the Razor-back ক্ষুরপৃষ্ঠ—গ্রীণলণ্ড ও উত্তরমহাসাগর।

২। *Physalus Boops* বুপ—উত্তরসাগর।

৩। *Physalus fasciatus* or the Peruvian Finner—পেরুদেশীয় পৃষ্ঠকণ্টক—পেরু উপকূল।

৪। *Physalus Iwasi* or the Japan Finner—জাপানী পৃষ্ঠকণ্টক—জাপান উপকূল।

৫। *Physalus Australis* or the Southern Finner দক্ষিণ মহাসাগরীয় পৃষ্ঠকণ্টক—দক্ষিণ মহাসাগর।

৬। *Physalus Dugnidii*—অর্কেনিদ্বীপীয় পৃষ্ঠকণ্টক—উত্তরসাগর, অর্কেনি উপকূল।

৭। *Physalus Patachonicus*—আমেরিকার পৃষ্ঠকণ্টক—রাইওপ্লাটা উপকূল।

৮। *Physalus Sibbaldii*—সিবল্দী পৃষ্ঠকণ্টক—উত্তরসাগর।

৯। *Physalus sibbaldius borealis*—তুষারদেশীয় সিবল্দী—উত্তরসাগর।

১০। *Physalus sibbaldius schligelii*—যবদ্বীপীয় পৃষ্ঠকণ্টক—যবদ্বীপের উপকূল।

১১। *Physalus sibbaldius Antarcticus*—দক্ষিণ মেরুর পৃষ্ঠকণ্টক—বুনোআয়ার উপকূল।

১২। *Physalus Rudolphius laticeps* রডল্‌ফের পৃষ্ঠকণ্টক—উত্তরসাগর।

তিমির দ্বিতীয় শ্রেণী দন্তবিশিষ্ট, য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা

ইহাদিগকে ডেন্টিসিটি (Denticete) বলে। ইহারা প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত—(১) *Catodontidæ* বা তৈলকর তিমি, (২) *Kogia* or Short-headed Whales বা ক্ষুদ্রশীর্ষ তিমি ও (৩) Physeter বা তৈল-পৃষ্ঠ তিমি। দন্তবিশিষ্ট তিমির প্রথম শাখার নাসাছিদ্র দুইটী স্বতন্ত্র, তালু সমতল, মাঢ়ীতে দন্ত আছে এবং মস্তক খুব বৃহৎ হয়। ইংরাজীতে ইহারা সাধারণতঃ Catodon, Cachalot বা Sperm whale নামেই কথিত হয়। ইহাদের পুরুষজাতি গড়ে ৬৫ ফিট্ দীর্ঘ ও স্ত্রীজাতি গড়ে ৩৫ ফিট্ দীর্ঘ হয়। ইহাদের শরীরের বর্ণ সকল স্থানে সমান নয়, প্রায়ই উদর ও পুচ্ছভাগ শাদা হয়, অন্যাংশ কাল। ইহারা লাঙ্গুল-তাড়নে জল উৎক্ষেপ করিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। নাসাছিদ্র দিয়া ইহারাও ১০।১৫ মিনিট পরে জলোৎক্ষেপ করে। ইহাদের তৈলকর বসা খুব গাঢ় ও একটার শরীরে ৮০।৯০ মণ জন্মে; তাহা মস্তকগহ্বরে হয়। ইহাদের জলোৎক্ষেপ-ছিদ্রনালীর নিম্নে দক্ষিণাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র গহ্বরে তৈলবৎ তরল পদার্থ জন্মে, উহাই প্রকৃতি তিমি-তৈল (Spermacete Oil), প্রত্যেক প্রাণীতে এই তৈল প্রায় ৪০।৫০ মণ পাওয়া যায়। ইহার বসাতৈলকে Sperm Oil বলে। প্রকৃত তিমি-তৈল বসাতৈলের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই জাতীয় তিমি ভূমধ্য-সাগরেও প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহারা ৮০ ফিট্ পর্য্যন্তও দীর্ঘ হয়। ইহাদের মস্তক ভাগ এত বড় যে সমস্ত শরীরের এক তৃতীয়াংশ বলা যায়। সাধারণতঃ ইহাদের বর্ণ গাঢ় ধূসর বর্ণ। পূর্ণবয়স্ক তিমিকে শীকারীরা Bull-whale (ঋষভ তিমি) বলে। ইহাদের থোব্‌না এত থ্যাবড়া বা প্রশস্ত যে সমস্ত শরীরের উচ্চতাও প্রায় ততটা। মুখবিবর খুব বৃহৎ ও প্রশস্ত। নীচের মাঢ়ী অপেক্ষা উপরের মাঢ়ী কয়েক ফিট্ বড়। ইহাতে তিম্যাস্থি বা দন্ত নাই। নিম্নের মাঢ়ীতে দন্ত আছে, মুখ বন্ধ করিবার সময় সেই সকল দন্তপ্রবেশের জন্য উপরের মাঢ়ীতে গর্ত্ত আছে। ইহার বামচক্ষু দক্ষিণচক্ষু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের পৃষ্ঠের মধ্যস্থল কুব্জপৃষ্ঠ তিমির ন্যায় উচ্চ। সন্তরণের সময় এই কুব্জভাগ জলের উপর জাগিয়া থাকে। ইহারা ঘণ্টায় ৭ মাইল পর্য্যন্ত চলে। শীকারী কর্ত্তৃক তাড়া পাইলে আরও দ্রুত যায়। ইহাদের পাখ্‌না অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পুচ্ছের পাখ্‌না খুব প্রশস্ত। ইহারা যখন মাথা জাগাইয়া জলের মধ্যে বিশ্রাম করে, তখন বোধ হয় জলে যেন একখণ্ড কৃষ্ণপাহাড় জাগিয়া আছে। ইহাদের বসাময় ছাল বৃহত্তিমির ন্যায় মোটা হয় না, বক্ষে ১৪ ইঞ্চি ও অন্যত্র ৭।৮ ইঞ্চি মাত্র পুরু হয়। মস্তকের তৈল-গহ্বরের নিম্নে এক চাপ বসা হয়, তাহাকে Junk (জঙ্ক) বলে। ইহা হইতে বসা তৈল হয়। বসাময় ছাল তুলিয়া গালাইয়া তৈল করে। এই তৈল গালাইবার সময় তিমির চর্ম্মই জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করে। ইহারা জলজকীট ও অন্যান্য জীবাদি ভক্ষণ করে। ইহারা একত্র ৫।৬ শত মিলিয়া দল বাঁধিয়া বেড়ায়। ইহাদের দলে স্ত্রীজাতিই অধিক থাকে। ইহাদের পুরুষের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে দন্ত, মাঢ়ী বা থোবনার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এই তিমির প্রথম শাখার এই কয়টী ভেদ আছে—

১। *Catodon macrocephalus*—সমমণ্ডলের তৈলকর তিমি—সমমণ্ডলের সমুদ্র।

২। *Catodon cabeesi* মেক্সিকো দেশীয় তৈলকর তিমি—মেক্সিকো-উপকূল।

৩। *Catodon polycyphus* দক্ষিণ সাগরীয় তৈলকর তিমি—দক্ষিণ সাগর।

এই তিমির দ্বিতীয় শাখা ক্ষুদ্র মস্তক। তিমির মস্তকের ক্ষুদ্রতা ভিন্ন ইহাদের আর কোন আকৃতিগত প্রভেদ নাই—এই শ্রেণীতে দুটী মাত্র উপবিভাগ আছে—(১) Kogia breniceps or Short-headed Sperm-whale ক্ষুদ্রমস্তক তৈলকর তিমি—দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে ও (২) Kogia macbayii ভারতীয় ক্ষুদ্রমস্তক তৈলকর তিমি অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতমহাসাগরে বাস করে।

এই তিমির তৃতীয় শাখা কুব্জপৃষ্ঠ তৈলকর তিমির উপবিভাগ—(১) *Physter tursis* or the black fish কৃষ্ণ মৎস্য—স্কটলণ্ডের উপকূল এবং (২) Euphysetes Grayii বা অষ্ট্রেলিয়ার তৈলকর তিমি—দক্ষিণমহাসাগর।

এই জাতীয় তিমি শীকারীর বড় লোভের সামগ্রী। শীকারীরা ইহা পাইলে আর কিছুই চাহে না। ইহাদের শীকারে বড় বিপদ্ ঘটে। ল্যাজের ঝাপ্‌টায় প্রায়ই নৌকা উল্টাইয়া দেয়। ইহাদের শীকারের নিয়ম বৃহত্তিমির ন্যায়। শীকারীরা নৌকা করিয়া হারপুন্ নামক বড়শী লইয়া ইহাদের আক্রমণ করিয়া একত্র উপর্য্যুপরি বর্শা মারিতে থাকে। হারপুনের আঘাতে ইহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ইহাদিগকে মারা কষ্টকর হয় না। হারপুনে বড় দড়ি বাঁধা থাকে। আঘাত খাইয়া ইহারা ডুবিয়া যায়, সেই সময় মাছধরার ন্যায় দড়ি ছাড়িতে হয় ও নৌকা লইয়া দ্রুত ইহার সঙ্গে ঘুরিতে হয়, শেষে ভাসিয়া উঠিলে বর্শা রাখিয়া ধরিতে হয়। হারপুনের ফলা ঠিক বড়শীর ফলার ন্যায় উলটা-খোঁচ দেওয়া। ইহা দেখিতে নঙ্গরের ফলার ন্যায়। নৌকায় ৪০।৫০ জন শীকারী, দুইটা হারপুন ও ৫।৬ টা বর্শা থাকে। নৌকা হইতে হারপুন্ ছুঁড়িয়া মারিলেই নৌকা প্রথমে পশ্চাতে হটাইতে হয়। টান পড়ায় তিমি ভয়ে সম্মুখে দৌড়ায় না, জলের নীচেই ডুবিতে থাকে, এমন কি ২০০ হাত নীচে তলিয়া যায়। হারপুনের দড়ি তদপেক্ষাও বড় রাখিতে হয়। ২০।২৫ মিনিট পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে, তৎপরে শ্বাসকষ্ট হইলে আবার ভাসিয়া উঠে। কোন কোন সময়ে ইহারা ঝাপ্‌টা মারিয়া নৌকা নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। বর্শার আঘাতেই ইহারা মরে। কখন কখন তিমি আর ভাসে না। যেটা না ভাসে, সেটা আর পাওয়া যায় না। তিমির ঝাপ্‌টা নিবারণের জন্য নৌকার গাত্রে বড় বড় লৌহ কাঁটা লাগান থাকে। তিমি মরিলে শীকারীরা নৌকা করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় ও নৌকা হইতে জলের মধ্যে তিমির শরীরের উপর দাঁড়াইয়াই তাহার ছাল বসা ছাড়াইয়া কাটিতে থাকে। ইহাদের সঙ্গে জাহাজ থাকে, নৌকা জাহাজে বাঁধিয়া বা নঙ্গর করিয়া ঐরূপে বসা, তৈল, ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বসন্তকালে শীকার আরম্ভ হয় ও শরৎকালে শেষ হয়। নরওয়ের লোকেরা ৯ম শতাব্দী হইতে বৃহত্তিমি শীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসী স্পেনিয়ার্ড ও ফ্লেমিঙ্গগণ এই শীকার আরম্ভ করেন এবং ইংরাজেরা ১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ইংলণ্ডের উপকূল হইতে ৩ মাইলের মধ্যে যে তিমি ধৃত হয়, তাহা রাজসম্পত্তি। দূর সাগরে যে সর্ব্বপ্রথমে বড়শী মারিয়া তিমি আটকাইতে পারে, সে ব্যক্তিই তাহার অর্দ্ধাংশের অধিকারী হয়। অপর অনুচরেরা অর্দ্ধেক পায়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় নিয়ম নানারূপ আছে।

"অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজনবিস্তৃতঃ।" (ভরতধৃতবাক্য)

২ সমুদ্র। ৩ রাজবিশেষ, পুরুবংশীয় দুর্ব্বের পুত্র, এই তিমিরাজা ৪৭।৯ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন।

"তিমিং পুত্রং ততোরাজ্যে ন্যস্য স্বর্গং স্বয়ং গতঃ।
মুনিবেদমিতান্ বর্ষান্ নবমাসাধিকান্ তিমিঃ।
পালয়িত্বাখিলং রাজ্যং ভুক্ত্বা ভোগমনুত্তমং॥"

(রাজাবলী ১ পরি°)

তিমিকোষ (পুং) তিমেঃ কোষইব। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

তিমিঙ্গিল (পুং) তিমিং গিলতি ততঃ মুম্ (গিলেঽগিলস্য। পা ৬।৩।৭০) ১ বৃহৎকায় মৎস্যবিশেষ।

"অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম তথা চাস্তি তিমিঙ্গিলঃ।"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বাক্য)

২ দ্বীপবিশেষ।

"তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ।" (ভারত ২।৩১।৩)

(ত্রি) ৩ তদ্দ্বীপজাত।

তিমিঙ্গিলগিল (পুং) তিমিঙ্গিলং গিলতি তিমিঙ্গিল গৃ-ক, রস্য ল অগিলস্যেতি পর্য্যুদাসাৎ ন মুম্। অতি বৃহৎ মৎস্যভেদ।

"তিমিঙ্গিলগিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোপ্যস্তি লক্ষণঃ।"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃতবাক্য)

তিমিঙ্গিলাশন (পুং) তিমিঙ্গিলো মৎস্যঃ অশ্যতে যত্র অশ আধারে ল্যুট্। দক্ষিণস্থ দেশভেদ। দক্ষিণে লঙ্কা প্রভৃতি তিমিঙ্গিলাশন দেশ ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪।১১-১৬)। সোঽভিজনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। তস্য বহুষু লুক্। ২ তদ্দেশবাসী লোক সকল। ৩ তিমিঙ্গিলাশন দেশের রাজা।

তিমিজ (ক্লী) তিমিতো জায়তে জন-ড। মুক্তাভেদ, এই মুক্তা তিমিমৎস্য হইতে জন্মে, এই মুক্তা বেধনীয়, কিন্তু

অপরিমিত গুণশালী বলিয়া ইহার মূল্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা রাজাদিগের সুত, অর্থ, সৌভাগ্য ও যশঃসম্পাদক, রোগশোকহারক এবং কামপ্রদ। (বৃহৎস° ৮১ অ°)

তিমিত (ত্রি) তিম-কর্ত্তরি ক্ত। ১ নিশ্চল। ২ ক্লিন্ন, আর্দ্র, ভিজা।

তিমিতিমিঙ্গিল (পুং) মহামৎস্য ভেদ। এত বড় মাছ আর নাই। "তিমিঙ্গিলাঃ কচ্ছপাশ্চ তথা তিমিতিমিঙ্গিলাঃ।" (ভারত বনপর্ব্ব)

তিমিধ্বজ (পুং) দানব বিশেষ, ইহার নাম শম্বর, ইহার পুত্রের নাম সুবাহু, রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। (রামা° ২।৪৪।১১)

তিমির (ক্লী পুং) তিম্যতীতি তিম-কিরচ্ (ইষি মদি মুদীতি। উণ্ ১।৫২) ১ অন্ধকার। ২ চক্ষুরোগবিশেষ, ইহার বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—

দৃষ্টিবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন, যে মানবের দৃষ্টি পঞ্চ ভূতের গুণ হইতে সমুদ্ভূত। বাহ্যপটলে অব্যয় তেজ কর্ত্তৃক আবৃত, শীতলপ্রকৃতিবিশিষ্ট, খদ্যোতের বিস্ফুলিঙ্গদ্বয়ে নির্ম্মিত এবং মসুরদল পরিমাণে বিবরাকৃতিবিশিষ্ট, এই দৃষ্টিগত রোগ ও পটলের অভ্যন্তরস্থ তিমির রোগের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

দোষ বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দৃষ্টির প্রথম পটলে অবস্থিতি করিলে সকল রূপ অব্যক্তভাবে দৃষ্ট হয়। বিগুণিত দোষ দ্বিতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে দৃষ্টিবিহ্বল হয় এবং সর্ব্বত্র মক্ষিকা, মশক, কেশজাল, মণ্ডল, পতাকা, মরীচি ও কুণ্ডল সমূহ দৃষ্ট হয়। অথবা জলমগ্ন বা বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন বা তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির ভ্রান্তিতে দূরস্থিত বস্তু নিকটে ও নিকটস্থিত বস্তু দূরে জ্ঞান হয় এবং যত্ন করিলেও সূচীপার্শ্ব দৃষ্ট হয় না। দোষ তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে বৃহদাকার ও বস্ত্রাচ্ছন্নের ন্যায় এবং কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষুঃবিশিষ্ট আকৃতি সমস্ত বিপরীত ভাবে দেখায়। দোষ বলবান্ হইয়া দৃষ্টির অধোভাগে স্থিত হইলে সমীপস্থ দ্রব্য, ঊর্দ্ধভাগে স্থিত হইলে দূরস্থ দ্রব্য এবং পার্শ্বভাগে স্থিত হইলে পার্শ্বস্থ দ্রব্য দৃষ্ট হয় না। দোষ দৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে সমস্তই সঙ্কুচিতের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির দুই স্থানে দোষ অবস্থিত হইলে এক আকৃতি ত্রিধা এবং অনবস্থিত ভাবে থাকিলে বহুধা জ্ঞান হয়। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ জন্মে। এই তিমিররোগে এককালে দৃষ্টিরোধ করিলে লিঙ্গনাশ কহে। তিমির রোগ অতিশয় গভীর না হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পায় এবং নির্ম্মল তেজঃ ও জ্যোতিঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশ রোগের এই অবস্থাকে নীলিকা বা কাচ বলা যায়। এই লিঙ্গনাশ রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্ত্তৃক জন্মিলে আদিত্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ অথবা নীল বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা শ্বেত চামর বা শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্যায় অত্যন্ত স্থূল, অথবা মেঘশূন্য সময়ে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায়, অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের ন্যায় দেখায়। রক্ত কর্ত্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময়, কফজন্য এই রোগ জন্মিলে সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ তৈলাক্তের ন্যায়, সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা, অথবা হ্রস্ব ও দীর্ঘ বিষমভাবে দেখায় অথবা জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। পিত্ত কর্ত্তৃক পরিম্লায়িরোগ উদ্ভূত হয়। ইহাতে দিক্ সকল নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণের ন্যায় দেখায়। বায়ু কর্ত্তৃক দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পিত্ত কর্ত্তৃক পরিম্লায়িরোগ অথবা নীলবর্ণ, শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্ত্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্ণ হয়।

পরিম্লায়িরোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্তজন্য অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থূল কাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, রাত্র্যান্ধতা, ধূমদর্শী, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধতা এবং গম্ভীরক এই ৭ প্রকার রোগ জন্মে। দৃষ্টি স্থানে দুষ্টপিত্ত আশ্রয় করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ হয় এবং সকল পদার্থ পীতবর্ণ দেখায়। ইহাকে পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি বলে। দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে রোগী দিবাভাগে দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে দেখিতে পায়। দৃষ্টি শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায়।

তিন পটলেই অল্পদোষ অবস্থিতি করিলে সহসা নক্তান্ধতা জন্মে। ইহাতে দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে কফের অল্পতাপ্রযুক্ত দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়। শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও মস্তকের অভিতাপ দ্বারা দৃষ্টি অভিহত হইলে সকল পদার্থ-ই ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহাকে ধূমদর্শী কহে। ইহাতে দিবাভাগে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ অতি কষ্টে দেখা যায়।

রাত্রিকালে শৈত্যগুণ দ্বারা পিত্তের অল্পতাপ্রযুক্ত সেই সকল পদার্থ দেখিতে পায়, ইহাকে হ্রস্বজাড্য কহে। যে রোগে দৃষ্টি দোষাভিভূত হইলে নকুলের দৃষ্টির ন্যায় তাহাতে বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পায় এবং দিবাভাগে বিচিত্রবর্ণ দেখিতে পায়, তাহাকে নকুলান্ধ কহে। বায়ু কর্ত্তৃক দৃষ্টিস্থান বিরূপ হইলেও তাহার অভ্যন্তরভাগ অতিশয় গভীরভাবে প্রকাশিত হয়।

এই সকল রোগ ব্যতীত দৃষ্টিস্থানে সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত নামক দুইপ্রকার বাহ্যরোগ হয়, ইহার জন্য মস্তকের অভিতাপ জন্য দৃষ্টিহত হইলে সনিমিত্ত বলা যায়। এই রোগ অভিষ্যন্দ নিদর্শন দ্বারা জানা যায়। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ বা জ্যোতিঃ পদার্থের বা দীপ্তিমান্ পদার্থের সন্দর্শনে দৃষ্টিহত হইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ বলা যায়। এই রোগে দৃষ্টি স্পষ্ট বিমল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় দেখায়। দৃষ্টি অভিঘাত জন্য হত হইলে, বিদীর্ণ অবসন্ন বা হীন দেখায়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত ৭ অ°)

কুপিতদোষ বাহ্যপটলে অবস্থান করিলে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়, ইহাকে তিমির, কেহ কেহ বা লিঙ্গনাশ কহিয়া থাকেন। এই তমঃসদৃশ তিমিররোগ অচিরজাত হইলে রোগী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্ন্যাদির তেজ এবং রত্ন সুবর্ণাদি দীপ্তিশীল বস্তুর ন্যায় দেখিতে পায়, এই লিঙ্গনাশ রোগকেই নীলিকা ও কাচ কহে। (ভাবপ্র°) ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ দেখ।]

তিমিরনুদ্ (পুং) তিমিরং নুদতি খণ্ডয়তি নুদ-কিপ্। ১ সূর্য্য।
"তিমিরনুদো মণ্ডলং যদি স লেহঃ।" (বৃহৎস° ৫।৪৫)
(ত্রি) ২ অন্ধকার নাশক।

তিমিরভিদ্ (পুং) তিমিরং ভিনত্তি ভিদ-কিপ্। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ অন্ধকারনাশক।

তিমিররিপু (পুং) তিমিরস্ত রিপুঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ তিমিরনাশক।

তিমিরারি (পুং) তিমিরস্ত অরিঃ ৬তৎ। সূর্য্য।
"তিমিরারি স্তমো হন্তি প্রাতঃ স্ববধভীরবঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥" (উদ্ভট)

তিমিরি (পুং) তিমি মৎস্ত। (রাজনি°)

তিমিরিন্ (পুং) তিমিরং অস্ত্যস্ত তিমির-ণিনি। অন্ধকারকারী।

তিমির্ঘ (পুং) দৌরুশ্রুত।

তিমিষ (পুং) তিম-ইসক্। ১ গ্রাম্যকর্কটী, কাকুড়। ২ কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। ৩ নাটাম্র, তরমুজ। (শব্দার্থচি°)

তিমী (স্ত্রী) তিমি পৃষোদরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তিমি মৎস্ত।

তিমীর (পুং) বৃক্ষভেদ।

তিম্ম, তিম্মপ, এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক ক্ষুদ্র রাজা, সামন্ত বা সর্দ্দার ছিলেন। কৃষ্ণাজেলা হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক তিম্ম কৃষ্ণদেবরায়ের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ১৪৩১ শকে কোণ্ডবীড়ু অধিকার করেন। মঙ্গলগিরির শিলাফলকে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মঙ্গলগিরির গরুড়ধ্বজের মন্দিরে একখানি শিলালিপিতে উড়্রাজপুত্র তিম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়নগরের একখানি শিলাফলকে চিক তিম্মযদেব মহা অরসুর পুত্র তিম্মরাজের নাম ঘোষিত হইয়াছে। বেঙ্কটগিরির নায়ুড়ু বংশেও গণি-তিম্ম নামে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় পলনাড় ও কৃষ্ণার দক্ষিণাংশস্থিত প্রদেশে কতকগুলি দস্যুসর্দ্দার একত্র মিলিত হইয়া মহা উৎপাত করিতেছিল। ইনি বিজয়নগরাধিপ অচ্যুতদেবরায় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে শাসন করেন। এইরূপে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মল্লপুরের কৃষ্ণার কয়েক জন সর্দ্দারকে জয় করিয়াছিলেন। পরিশেষে রণক্ষেত্রেই তিনি নিহত হন। তাঁহার পুত্রও মুসলমান সর্দ্দারগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিয়র (দেশজ) মৎস্তজীবিজাতিবিশেষ। [তীবর দেখ।]

তিয়াত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি।

তিয়াদাদ্ (আরবী) তায়দাদ।

তিয়ারা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তিরশ্চ (ক্লী) [বৈদিক] শয্যাধারের তির্য্যক্ অবলম্ব।

তিরশ্চতা (ত্রি) তিরশ্চীন, তির্য্যগভূত।
"তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমানি" (ঋক্ ৪।১৮।২) 'তিরশ্চতা তিরশ্চীনাৎ' (সায়ণ)

তিরশ্চথা (অব্য) তির্য্যগ্‌ভাবে, গুপ্তভাবে।

তিরশ্চিরাজি (পুং) অঙ্গিরস বংশীয় ঋষিভেদ।

তিরশ্চী (স্ত্রী) ১ তির্য্যক্ জাতিঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ পশুপক্ষিদিগের স্ত্রী, চলিত কথায় মাদী। (পুং) ২ অঙ্গিরস বংশীয় ঋষিভেদ।

তিরশ্চীন (ত্রি) তির্য্যগেব স্বার্থে খ। তির্য্যগ্‌ভূত, বক্র। ২ কুটিল। "তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিমেষাং" (ঋক্ ১০।১২৯।৫) 'তিরশ্চীনস্তির্য্যগবস্থিত' (সায়ণ)

তিরশ্চীননিধন (ক্লী) সামভেদ।

তিরশ্চীনপৃশ্নি (ত্রি) তির্য্যগ্‌ভাবে দাগ করা।

তিরশ্চীনবংশ (পুং) [বৈ] মৌচাক।

তিরস্ (অব্য) তরতি দৃষ্টিপথং তৃ-অসুন্। ১ অন্তর্ধান, গোপন। ২ তির্য্যগ্, বক্র। ৩ তিরস্কার।

তিরস্কর (ত্রি) তিরস্করোতি ণিচ্ সলোপঃ তিরয়তি আচ্ছাদয়তি। তিরঃ করোতি কৃ-ট। আচ্ছাদক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"অহো বত স্বযশস্তিরস্করী" (ভাগ° ১।১০।২৮)

তিরস্করিন্ (ত্রি) তিরঃ করোতি কৃ-ণিনি। আচ্ছাদক।
"সো হত্যাসান্ত চ তদেশ্ম তিরস্করিণমন্তরা" (রামা° ২।১৫।২০)

তিরস্করিণী (স্ত্রী) তিরস্করিন্ সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ ততো ঙীপ্। পটময় আচ্ছাদক পদার্থ, ব্যবধারক

পট, কানাৎ, পর্দা। অদর্শনী বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না।

তিরস্কার (পুং) তিরস্ কৃ-ঘঞ্। ১ অনাদর, ভৎর্সনা। "ভ্রমাংশস্ত তিরস্কারাৎ অধিষ্ঠানপ্রধানতা" (পঞ্চদশী ৭।৮) কর্ত্তরি অণ্। (ত্রি) ২ অবজ্ঞাকারক।

তিরস্কারিন্ (ত্রি) তিরস্ করোতি কৃ-ণিনি। ১ আচ্ছাদক। ২ পটভেদ। (ত্রি) ৩ অবজ্ঞাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তিরস্কৃত (ত্রি) তিরস্-কৃ কর্ম্মণি ক্ত। ১ অবজ্ঞাত, অনাদৃত। ২ আচ্ছাদিত। ৩ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রবিশেষ।

"যস্ত মধ্যে দকারোঽস্তি কবচং মূর্দ্ধনি দ্বিধা।
অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত উদীর্য্যতে॥" (তন্ত্রসার)

যে মন্ত্রমধ্যে দকার আছে এবং মস্তকে কবচদ্বয় ও অস্ত্র আছে, তাহাকে তিরস্কৃতমন্ত্র কহে।

তিরস্ক্রিয়া (স্ত্রী) তিরস্-কৃ-ভাবে শ। ১ অনাদর। ২ তিরস্কার। ৩ আচ্ছাদন, কঞ্চুক।

"দ্বিপদ্বিষঃ প্রত্যুত সা তিরস্ক্রিয়া।" (মাঘ ২স°)

তিরস্য (পুং) তিরস্ কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্। অন্তর্ধান।

তিরানব্ব (দেশজ) ত্রিনবতি, তিন অধিক নব্বই।

তিরানব্বই (দেশজ) ত্রিনবতি।

তিরাশী (দেশজ) ত্র্যশীতি, তিন অধিক আশী।

তিরিজিহ্বিক (পুং) বৃক্ষভেদ।

তিরিটি (পুং) ইক্ষুগ্রন্থি, আকের গিরো। (শব্দমালা)

তিরিন্দির (পুং) এই নামে বিখ্যাত একজন রাজা।

"শতমহং তিরিন্দিরে সহস্রং।" (ঋক্ ৪।৬।৪৬)
'তিরিন্দিরে এতৎসংজ্ঞে রাজনি।' (সায়ণ)

তিরিম (পুং) তৃ-ইমক্। শালিভেদ। (রাজনি°)।

তিরিশ (পুং) তৃ-ইষক্। শালিভেদ, একপ্রকার ধান্ত।

তিরীট (ক্লী) তীর্য্যতে শিরোবিপদোঽনেনেতি তৃ-কীটন্ (কৃ-তৃ কৃপিভ্যঃ কীটন্। উণ্ ৪।:৮৪।) ১ কিরীট। (পুং) ২ লোধ্রবৃক্ষ।

তিরীটক (পুং) তিরীটএব স্বার্থে কন্। লোধ্রবৃক্ষ।

তিরীটিন্ (ত্রি) তিরীটং অস্ত্যস্তি তিরীট-ণিনি। মস্তকাচ্ছাদনযুক্ত।

তিরুকচুর, চেঙ্গলপট্টু জেলার মধ্যগত চেঙ্গলপট্টু নগরের ৪৷৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বেস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে দুইটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক প্রাচীন শিলালিপি আছে।

তিরুকম্বিলিয়ার, ত্রিশিরাপল্লী জেলার কট্টলই ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল অন্তরে স্থিত প্রাচীন গ্রাম ও নদী। এই স্থান প্রাচীন চের, চোল ও পাণ্ড্যরাজ্যের সীমা চলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত।

তিরুকলর, তঞ্জোর জেলার অন্তর্গত মন্নারগুড়ির ৮ ক্রোশ পূর্ব্বেস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানকার শিবমন্দির অতি প্রাচীন, তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি ও পাঁচখানি ফলকযুক্ত তাম্রশাসন আছে।

তিরুকবলই, তঞ্জোর জেলায় নাগপট্টনের ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম। একটী এখানে পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে কএকখানি শিলালিপি আছে।

তিরুকালূর, তিন্নেবেলি জেলার অন্তর্গত শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানের ২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে স্থিত একখানি বিখ্যাত গ্রাম। এখানে অতি প্রাচীন শিব ও বিষ্ণুমন্দির আছে। এখানকার স্থলপুরাণে বিষ্ণুমন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানকার চেলচোলপাণ্ড্যেশ্বরনামক দেবমন্দিরও অতি প্রাচীন। তথাকার শিলালিপিতে লিখিত আছে—৭০৭ কোলম্বাব্দে (১৫৩২ খৃঃ অব্দে) (ত্রিবাঙ্কুড়রাজ) মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা দেবসেবার জন্ত শাসন দিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যস্থলে একখানি প্রস্তরস্তম্ভে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুকূলম্, মলবার জেলার অন্তর্গত, মঞ্জেরির ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি পুরাতন গ্রাম। এখানকার শিবমন্দির অতি প্রাচীন। এখানে একটী দুর্গ আছে, টিপু সুলতান তাহা ব্যবহার করিতেন। এ ছাড়া কএকটা পাথরকাটা গোরস্থান আছে।

তিরুকোইলুর (তিরুকোবিলূর), আরকাডু জেলার তিরুকোইলুর তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। তিরুকোইলুর সহরে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। এই মন্দির অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী তিরুবণ্ণামলয়ের শিবমন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উৎসব-মণ্ডপের স্তম্ভে অতি সুন্দর কারুকার্য্য ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের দেয়ালের উপর তিনটী এবং মন্দিরের দরজার উপর একটী গোপুর আছে। এই মন্দিরে অনেক শিলালিপি দেখা যায়। কিউলুরের শিবমন্দির অপেক্ষা ইহা নূতন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, তাহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কণ্ঠে ১০৮টী শালগ্রামমালা, বক্ষে মহালক্ষ্মী বিরাজিত, বামপদের উপর ভর রাখিয়া দক্ষিণপদ ব্রহ্মলোকাভিমুখে বাড়াইয়া দিয়াছেন। অদূরে পদ্মযোনি সনকাদি ঋষি সকল পূজা করিতেছেন। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিষ্ণুর বাৎসরিক উৎসব হয়। ইহা ভিন্ন গরুড়বাহনোৎসব, তেপ্পকুল উৎসব, দোলোৎসব ও রথোৎসবাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

এইখানে নিত্য বেদপাঠ ও দেবনর্ত্তকীদিগের নৃত্য হইয়া থাকে। প্রতি শুক্রবারে অভিষেকাদি উৎসব হয়, এইজন্ত ঐ

দিন বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। গবর্মেণ্ট হইতে এই মন্দিরের ব্যয়-কারণ ১৮ শত টাকা নির্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মকর্ত্তা উক্ত টাকা লইয়া ইহার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। এখানে বিবপুর-গুণ্টাকুল রেলওয়ের ষ্টেসন আছে। এই ষ্টেসন পেন্নার বা পিণাকিনী নদীর বামভাগে দেবনুর নামক গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, পুরাকালে বালখিল্য মহর্ষিরা দেবনুর গ্রামের সন্নিকটে পিণাকিনীতটে তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ইতিহাস। পূর্ব্বে জিঞ্জীর হিন্দু রাজাদিগের অধীনে আরুকাড় ছিল। পরে বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীন হয়। প্রায় ১৬৫৪ খৃঃ অব্দে গোলকণ্ডার সুবাদার মেল্লুরের নরসিংহরায়কে পরাভূত করিয়া জিঞ্জী মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিয়া লন ও তথায় নবাব নিযুক্ত হন, তিনিই ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে শিবাজী জিঞ্জী অধিকার করিয়া দুর্গস্থাপন করেন, এই দুর্গ বিশেষরূপে সুদৃঢ় ছিল। শিবাজী স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে শাসনকর্ত্তা রাখিয়া যান। কিন্তু তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইহা অধিকার করিয়া লয়। জিঞ্জীর হিন্দুরাজগণই এখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিণ্ডীবনম্ রেল-ষ্টেসন হইতে তিরুবন্নামলয়ের দিকে ১৮ মাইল দূরে ভগ্নাবশিষ্ট জিঞ্জীর দুর্গ আছে।

তিরুকোইলূরের বিষ্ণুমন্দিরের অর্দ্ধমাইল দূরে পিণাকিনী নদীতীরে কিউলূর গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন শিবমন্দির আছে। এই মন্দির ৫০০ শত বৎসরেরও পুরাতন হইবে। এই মন্দির এবং পূর্ব্বোক্ত হরিকাণ্ডম্ নেল্লুরের শিবমন্দিরের ব্যয় কারণ গবর্মেণ্ট হইতে ৯ শত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে। এই টাকা ধর্ম্মকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে ব্যয়িত হয়। এই মন্দিরের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত অতি উচ্চ। ফাল্গুন মাসে ইহার উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় বৃষভ ও রথোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই সময় চারিদিক্ হইতে বহুলোকের সমাগম হয়।

তিরুকোষ্টুর, মদুরা জেলার মধ্যবর্ত্তী শিবগঙ্গার ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। এখানকার শিবমন্দির বিখ্যাত। একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, রঘুনাথ তিরুমলয়-সেতুপতি মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ১৬০১ শকে বিস্তর ভূমিদান করিয়াছিলেন।

তিরুক্করকাবুর, তঞ্জোর জেলার অধীন কুম্ভকোণের ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুক্করুকুণ্ডম্, চেঙ্গলপট্টু জেলার মধ্যবর্ত্তী চেঙ্গলপট্টু সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে স্থিত একখানি মনোহর প্রাচীন গ্রাম। এখানে হিন্দুরাজগণের সময় পাহাড় কাটিয়া একটী বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সুন্দর শিল্পকার্য্যযুক্ত একটী প্রাচীন মন্দির আছে। (Indian Antiquary, Vol. X. p. 198 দ্রষ্টব্য।)

তিরুক্কাটুপল্লী, তঞ্জোরের ৩॥০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চোলরাজ-নির্ম্মিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। অনেক যাত্রী ঐ শিবলিঙ্গ দর্শনে আসিয়া থাকে।

তিরুক্কারুবাশল, তঞ্জোর জেলার তিরুবালুর রেল-ষ্টেসনের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি আছে।

তিরুকোলকুড়ি, মদুরা জেলাস্থ একটী অতি প্রাচীন গ্রাম, মদুরা সহর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দিরে পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে খোদিত কএকখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে দুইখানি ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী সুন্দরপাণ্ড্যের ১১ শ ও ২০ শ বর্ষে এবং একখানি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী বীরপাণ্ড্যদেবের রাজ্যস্থ ৩১শ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

তিরুচঙ্গগোড়ু, (চলিত কথায় চেরুচেঙ্গোড়) শেলম্ (সালেম্) জেলার অন্তর্গত তিরুচেঙ্গোড় তালুকের সদর। অক্ষা° ১১°২২´৪৫´´ ও দ্রাঘি° ৭৭°৫৬´২০´´ পূঃ, শঙ্কগিরি দুর্গের সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে এক সমুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে সমতল ভূমি হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। সহরে ও গিরিচূড়ায় কএকটী শিবমন্দির আছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর ও কৈলাসনাথেশ্বরের মন্দির সমধিক বিখ্যাত। অর্দ্ধনারীশ্বরের মন্দিরে ১৫২২ শক হইতে ১৫৮১ শক মধ্যে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি আছে। কৈলাসনাথেশ্বর মন্দিরেও কএকখানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে একখানি পাঠে জানা যায়, ঐ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী গোপুর ১৫৮৫ শকে মদুরার বিজয়রঙ্গ চোক্কলিঙ্গ নায়ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানকার একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে—শৈলচূড়াস্থ মন্দিরের দেবসেবার জন্য ১৬৫৬ শকে মহিসুরের কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার অনেক জমি দান করেন।

এই সহরে হাজারের অধিক লোকের বা[illegible] ব্যবসাই এখানকার প্রধান। এখানে আ[illegible] কাষ্ঠের গোলা প্রস্তুত হয়।

তিরুচেন্দুর, তিন্নেবেলি জেলার তেঙ্কই আ[illegible]

একটী সহর। অক্ষা° ৮°২৯´৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°১০´৩০´´ পূঃ। শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে ৯ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণকোণে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানকার সুব্রহ্মণ্যস্বামীর মন্দির অতি বিখ্যাত। স্থলপুরাণে এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বর্ষে বর্ষে অনেক তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। এখানকার মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর, তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন শিলালিপি আছে। সমুদ্রের ধারে ষোড়শটী স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, তাহাতেও প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

তিরুচানুরু (বা অলমেলু মঙ্গপুরম্) আরুকাড়ু (আর্কট) জেলাস্থ একটী পুণ্যস্থান, নিম্ন তিরুপতির ১৷৹ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মী, বরদরাজস্বামী, কৃষ্ণস্বামী, অম্মবারু প্রভৃতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে এখানকার স্থলপুরাণে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কৃষ্ণস্বামী ও অম্মবারুর মন্দিরে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুচুনই, মদুরা জেলার একটী গ্রাম। মেলুরের ৭৷৹ ক্রোশ উত্তরে ত্রিশিরাপল্লীর পথে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দির পরাক্রম চোল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। তাহাতে অনেক শিলালিপি দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে একখানি আধুনিক শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ১৭০৫ শকে ঐ মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে।

তিরুচুলই, উক্ত জেলার মধ্যে রামনাদের ২২ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত একটী তালুকের সদর। এখানে পরাক্রম পাণ্ড্য নির্ম্মিত একটী বৃহৎ শিবালয় আছে। তজ্জন্য এখানে অনেক তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

তিরুছিরই, তঞ্জোরের মধ্যবর্ত্তী কুম্ভকোণের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুত্তানি (তিরুত্তণি) একটী প্রাচীন সহর। শোলিঙ্গম্ হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ও কারবেট নগরের জমিদারীর অন্তর্গত। অক্ষা° ১৩°১০´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৩৮´৪০´´ পূঃ। তিরুত্তানি এই নামের উৎপত্তি-বিষয়ে স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ প্রচলিত আছে—

পুরাকালে সুব্রহ্মণ্যস্বামী তারকাসুর, সিংহচক্রাসুর, সুরপদ্মাসুর প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। "তিরুত্তণিগৈ" শব্দের অর্থ সুবিশ্রাম, ইহা হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহারই অপভ্রংশ তিরুত্তানি। ইন্দ্র উপদ্রবশূন্য হইয়া স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সুব্রহ্মণ্যস্বামীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য আপন কন্যা দেবসেনাকে অর্পণ করেন। সুব্রহ্মণ্যস্বামী ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া এইখানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাহার পর বল্লীম্মা নামে আর একটী রূপবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিষয়ে দুইটী প্রবাদ আছে। ১ম প্রবাদ বল্লীম্মা কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডাল-কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মাতা আপন স্বামীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন, সদ্যোজাত শিশুকে বনে ফেলিয়া পতির অনুসরণ করিবেন। সুতরাং বল্লীর জন্ম হইবামাত্র তাহার মাতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিল। কোন অস্পৃশ্য জাতি তাহাকে লালন পালন করিয়াছিল, বল্লী যুবতী হইলে অতিশয় রূপবতী বলিয়া বিখ্যাত হইল। বল্লী পাহাড়ে বসিয়া পালকপিতার শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিত। একদিন সুব্রহ্মণ্যস্বামী ইহাকে দেখিয়া রূপে বিমোহিত হন। পরে ইহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে তিরুত্তানি হইতে এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ বল্লীর নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পরে সুব্রহ্মণ্য ইহাকে বিবাহ করিয়া তিরুত্তানিতে লইয়া আসেন। উত্তর আরুকাড়ুর অন্তর্গত চিত্তুর তালুকের মেলপদি গ্রামে বল্লীম্মার পালিত পিতার বাস ছিল। এই গ্রামের ১ মাইল পশ্চিমে যে স্থানে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ, পরে মিলন ও বিবাহ হয়, আজিও তথায় একটী মন্দিরে সুব্রহ্মণ্য স্বামী ও বল্লীম্মার মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। বল্লীর মাতা কোন অস্পৃশ্য জাতির কন্যা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে বল্লীর মাতা সুপ্রসিদ্ধ তামিল কবি তিরুবল্লুবরের ভগিনী ভিন্ন অপর কেহ নহে।

২য় প্রবাদ, কোন সময়ে লক্ষ্মী ও নারায়ণ হরিণ ও হরিণীরূপে কৌতুক ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হরিণরূপিণী লক্ষ্মী এই সময় একটী কন্যা প্রসব করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করেন। পরে সপত্নীকা নগরীর কুরব নামে কোন রাজা বল্লীমলয় নামক পর্ব্বতে ঐ কন্যাকে কুড়াইয়া পাইয়া লালন পালন করেন এবং তাহাকে বল্লীমলয়ের নিকট পাইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম বল্লীম্মা রাখেন। কোন সময়ে সুব্রহ্মণ্য স্বামী মৃগয়া করিতে যাইয়া ইহাকে দেখিতে পান, এবং ইহার রূপে বিমোহিত হইয়া রাজার নিকট এই কন্যার করপ্রার্থী হন। রাজা ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। সুব্রহ্মণ্য ইহাকে বিবাহ করিয়া স্বস্থানে আগমন করেন।

তিরুত্তানির মন্দির অতি পুরাতন। একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজাদিগের সময় ইহারমূল পত্তন হয় এবং বিজয়-নগরের রাজগণ কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার বর্দ্ধিত হয়। এই মন্দির একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, পাহাড়ে উঠিবার

দুইটী পথ আছে এবং উত্তর পথেই উত্তম সোপান আছে, যাত্রীদিগের থাকিবার জন্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি ছত্র আছে। মন্দিরের পার্শ্বে কুমার, ব্রহ্মা, অগস্ত্য, ইন্দ্র, শেষ, রাম, বিষ্ণু, নারদ ও সপ্তর্ষি নামে ছোট বড় নয়টী তীর্থ আছে। প্রত্যেক তীর্থের মাহাত্ম্য বিষয়ে স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। মন্দিরের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহাকে কৈলাসতীর্থ কহে। সুব্রহ্মণ্যস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তরময়-মূর্ত্তি প্রমাণ মানুষের মত ও চতুর্ভুজ। ইনি শৈশব-কালে কৃত্তিকা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে এই মন্দিরে বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব হয়, এই উৎসবে অনেক দূর হইতে যাত্রী আইসে। দেবসেনা ও বল্লীমাতার মন্দির পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পূজাদিও পৃথক্ রূপে হয়। তিরুতানি চারি অংশে বিভক্ত। ১ম, থান তিরুতানি, ইহা পর্ব্বতের উপরে ও দেবালয়ের পার্শ্বে; এখানে অধিকাংশ বৈদিক অর্চ্চক বাস করেন। ২য়, মঠ গ্রাম। এখানে ৩০টী মঠ, ১০টী ছত্র ও ২৩টী মণ্ডপ আছে, এই জন্য এই স্থানকে মঠম্ কহে। ৩য়, নল্লীনগুণ্টা, নল্লীন নামে কোন রাজা ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া পাহাড়ের চারিদিকে ব্রাহ্মণদিগের বাসের জন্য পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তদবধি রাজার নামে উক্ত গ্রাম হইয়াছে। ৪র্থ, অমৃতপুর—এই স্থানে এইরূপ প্রবাদ আছে, এখানকার বর্ত্তমান জমিদারের পিতামহ বেঙ্কট পেরুমলরাজ কোন সময়ে অতি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া এই স্থানে দুগ্ধ ও ঘোল খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন, এই অবধি এই স্থানের নাম অমৃতপুর হইয়াছে। দেবালয়ের দক্ষিণে ১ মাইল দূরে প্রড়ুবন নামক একটী বনে ৭টী কুণ্ড আছে, উক্ত কুণ্ডের নিকট সপ্তকুমারীদিগের মন্দির, কিন্তু এখন তাহা ভগ্নাবস্থায় আছে। কারবেট নগরের জমিদার এখানকার মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

তিরুত্তুরৈপুণ্ডি, তঞ্জোর জেলাস্থ তিরুত্তুরৈপুণ্ডি তালুকের সদর। তঞ্জোর হইতে ১৯ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে।

তিরুত্তুঙ্কল, তিন্নেবেলি জেলায় শাত্তুর তালুকের মধ্যস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার বিষ্ণুমন্দিরের বহিঃ-প্রাচীরে প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুত্তরকোশমঙ্গৈ, মদুরা জেলায় রামনাদের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। প্রবাদ এই রূপ, এখানে পাণ্ড্য-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানকার ভাস্কর ও শিল্পকার্য্যযুক্ত শিবমন্দির দেখিবার জিনিষ। ঐ মন্দিরে অনেক শিলালিপি খোদিত আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন লিপি ১৩০৫ শকে বীর পাণ্ড্যদেবের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

তিরুনন্‌রিয়ুর, তঞ্জোর জেলাস্থ মায়াবরমের ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটী অতি পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুনরুঙ্কুলম্, দক্ষিণ আর্কাড়ুর অন্তর্গত তিরুকোই-লুরের ৬॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও জৈন দেবমন্দির আছে। শিব-মন্দিরে কএকখানি বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এখানকার স্থলপুরাণে জৈন মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

তিরুনবারি, মলবার জেলার পোনানি তালুকের অন্তর্গত একখানি প্রাচীন গ্রাম। কুট্টিপুরম্ ও তিরুর রেলষ্টেসনের মাঝামাঝি অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বে কৃষিক্ষেত্রের উপর একটী আলি আছে। পূর্ব্বকালে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এখানে নরবলি হইত। প্রায় দুই শত বর্ষ হইল, এই প্রথা রহিত হইয়াছে। বন্দের নিকটই একটী পাহাড়কাটা গুহা দেখা যায়, এখানে দাঁড়াইয়া রাজা বলি দর্শন করিতেন। গ্রামের মধ্যে রামচন্দ্রের মন্দির আছে।

তিরুনামবল্লুর, দক্ষিণ আর্কাড়ুর অন্তর্গত তিরুকোইলূর সহর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক শিবমন্দির ও তাহাতে বিস্তর প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। ১১৫৪ শকের পূর্ব্বেও এই মন্দির বিদ্যমান ছিল, কারণ ঐ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পুরোহিতগণের সহিত দেবসেবার বন্দোবস্তের কথা বর্ণিত আছে। এ ছাড়া বিকৃত সংবৎসরে উৎকীর্ণ মহামণ্ডলেশ্বর নরসিংহদেব ও চোলরাজ কোনেরি-নম্মই-কোণ্ডনের কএক-খানি অনুশাসন লিপি আছে।

তিরুনাগেশ্বরম্, তঞ্জোর জেলাস্থ কুম্ভকোণ তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। জেলার মধ্যে এখানেই বস্ত্রবয়নাদির প্রধান আড্ডা। একটী অতি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে।

তিরুনিরইয়ুর, তঞ্জোর জেলাস্থ কুম্ভকোণের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে শিব মন্দির ও তাহাতে প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুপতি (ত্রিপতি) উত্তর আর্কাড়ু জেলায় একটী প্রধান

বৈষ্ণব তীর্থ ও চন্দ্রগিরি তালুকের প্রধান সহর। এখানে পাকাল জংসন শাখা-রেলের একটী ষ্টেসন আছে, ষ্টেসনটী নিম্ন তিরুপতি সহর হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ের উপর শ্রীনিবাসদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ঐ পাহাড় তিরুমলয় নামে খ্যাত। ইহা নিম্ন তিরুপতি হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে হইবে। তিরুমলয়ে উঠিবার ৪টী প্রধান পথ আছে। ১মটী নিম্ন তিরুপতি হইতে উত্তরদিকে। ২য়টী চন্দ্রগিরির দিক্ হইতে পূর্ব্বোত্তরাভিমুখে। ৩য়টী নাগপট্টন হইতে পশ্চিমদিকে ও চতুর্থটী বালপট্ট হইতে পূর্ব্বদিকে। ইহা ভিন্ন উপরে উঠিবার আরও অনেকগুলি খুঁড়ি পথ আছে। ইহাতে উঠিবার সিঁড়ি নিম্ন তিরুপতি হইতে ১ মাইল দূরে হইবে। এই পাহাড়ে ৭টী প্রধান শৃঙ্গ আছে, প্রত্যেকটী ভিন্ন ২ নামে প্রসিদ্ধ, যে শৃঙ্গটী শেষাচল নামে কথিত, তাহারই উপরে শ্রীনিবাসদেবের মন্দির আছে। এই কারণে কেহ কেহ সমস্ত পর্ব্বতকে শেষাচলম্ বলিয়া থাকে। এই গিরির অপর নাম ব্যঙ্কট্। স্কন্দপুরাণীয় ব্যঙ্কটাদ্রিমাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ এইরূপ দেখা যায়—

কোন সময়ে বিষ্ণু রমার সহিত অন্তঃপুরে ক্রীড়া করিতেছিলেন, শেষনাগ পুরদ্বারে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এমন সময় বায়ু আসিয়া অন্তঃপুরে যাইবার চেষ্টা করেন। শেষ তাহাকে নিষেধ করিলে বায়ু তাহার কথা না শুনিয়া বলপ্রয়োগে ভিতরে যাইতে চাহিলেন, তাহাতে দুইজনে অত্যন্ত কলহ আরম্ভ হয়। বিষ্ণু দ্বারদেশে কলহ শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, তোমরা কেন বিবাদ করিতেছ। বিষ্ণু বিবাদের কারণ অবগত হইয়া শেষকে কহিলেন, জগতে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। শেষ বিষ্ণুর কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবান্ বায়ু ও আমার মধ্যে কে বলবান্ তাহা প্রত্যক্ষ করুন। জাম্বুনদতটে ব্যঙ্কটগিরি আছে, আমি তাহা বেষ্টন করিয়া থাকিব, বায়ু আমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ স্বীকার করিব। শেষ ব্যঙ্কটগিরি বেষ্টন করিলে বায়ু প্রবল বেগে তাহাকে উড়াইয়া অর্দ্ধলক্ষ যোজন দূরে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ৩২ যোজন উত্তরে ও পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিমভাগে সুবর্ণমুখী নদীর বামভাগে ফেলিয়া দিয়াছিল। শেষ পতন জন্য বিশীর্ণ দেহ ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এবং এই গিরিশৃঙ্গে অনেক দিন ধরিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান করেন। বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শেষ এই বর প্রার্থনা করেন, আপনি যেমন আমার কুণ্ডলে বৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ ব্যঙ্কটস্থিত শৈলরূপ আমার দেহে নিত্য বাস করুন্। ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া তদবধি শঙ্খচক্র হস্তে শেষাচলে বাস করিতেছেন। তিনি ব্যঙ্কটগিরির উপরিস্থিত বলিয়া ব্যঙ্কটেশ বা ব্যঙ্কটপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণে দেখা যায় যে, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা গমন সময়ে সদলে এই স্থানে আসিয়া স্বামিতীর্থে স্নান করেন এবং এই পুরাণের ৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই পর্ব্বতে আসিয়া এক বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন ও যে তীর্থতটে তাহারা ছিলেন, তাহা পাণ্ডবতীর্থ নামে অভিহিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণে ব্যঙ্কটাচলমাহাত্ম্যে দেখা যায়, রামানুজাচার্য্য ব্যঙ্কটশৈলে আসিয়া আকাশগঙ্গার ধারে বিষ্ণুর পঞ্চ অক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিয়াছিলেন, বিষ্ণু তপে তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। রামানুজ কলির ৪১১৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ৯০০ শত বর্ষের পূর্ব্বেও এই স্থান মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

পর্ব্বতশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঝরণা ও তাহার নিকট ছোট ব; জলাশয় আছে। সে গুলি পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মধ্যে ৭টী প্রধান; ১ম স্বামিতীর্থ, ২য় বিয়দ্গঙ্গা, ৩য় পাপবিনাশিনী, ৪র্থ পাণ্ডবতীর্থ, ৫ম তুম্বীরকোণ, ৬ষ্ঠ কুমারবারিকা ও ৭ম গোগর্ভ। স্বামিতীর্থ লম্বা ১০০ গজ ও প্রস্থে ৫০ গজ, চারিদিকে গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা সোপান বাঁধান। এই তীর্থ দেবালয়ের নিকট। যাত্রিগণ ইহাতে অবগাহন করিয়া থাকে। পাপবিনাশিনী তীর্থ দেবালয় হইতে ৩ মাইল দূরে একটী সামান্য জলপ্রপাতের নীচে অবস্থিত, এই জলপ্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতক বিনষ্ট হয়। এখানে এইরূপ প্রবাদ আছে, পাপের তারতম্য হেতু জলের বর্ণ পর্য্যন্ত মলিন হয়। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে যে জলপ্রপাত তাহাই তুম্বুরকোণ (তুম্বিরকোণা) নামে পরিচিত। স্থলপুরাণের মতে—পূর্ব্বে এইখানে ঋষিগণ বাস করিতেন। এখন ইহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে কোন মানসিক করিতে হইলে কপিলতীর্থে স্নান করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত ব্যঙ্কটেশের কাঁটা গলায় ধারণ করিতে হয়। পরে স্বামিতীর্থে স্নান করিলে ঐ কাঁটা তাহার কপোলদেশ হইতে আপনি খুলিয়া পড়ে, এইরূপ প্রবাদ আছে। কপিলতীর্থের পশ্চাতে যে বৃহৎ গোপুর আছে, তাহা অলিপিলি নামে খ্যাত। এই গোপুরের দ্বার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক আসিতে পারে, ইহার পর কেবল হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতি যাইবার অধিকার নাই। এই স্থান হইতে উপরে উঠিবার পাকা সিঁড়ি আরম্ভ

হইয়াছে। এই সিঁড়ি প্রায় ১ মাইল লম্বা ও জমির সমতল হইতে ন্যূনাধিক এক হাজার ফিট উচ্চ হইবে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান আছে। সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী বৃহৎ গোপুর আছে, ইহা 'গালি-গোপুর' নামে খ্যাত, এই গোপুরের পশ্চাতে বৈকুণ্ঠ নামক মন্দিরে রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান। এই মন্দিরের ঈশানকোণে বৈকুণ্ঠগুহা নামে এক গুহা আছে। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশৈলে আগমন কালে তাহার অনুচরগণ এই গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই স্থান হইতে ব্যঙ্কটেশ মন্দিরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে।

তিরুমলয় গিরিস্থিত নগরটী অতি সামান্য। ইহা স্বামীতীর্থের ব্যঙ্কটস্বামী ও বরাহস্বামীর মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি বাস করিতে পায় না। এখানকার লোকসংখ্যা পনর ষোল শতের অধিক হইবে না। এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ছত্র আছে। এই ছত্র সকল মহিসুর ও কোচীনের রাজা এবং কালহস্তী ও ব্যঙ্কটগিরির জমিদারগণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্বে সহস্র স্তম্ভমণ্ডপ আছে, এই স্তম্ভের কার্য্য অতি পরিপাটী, ইহা গ্রেনাইট প্রস্তরস্তম্ভের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। রাস্তার দিকে তাহার প্রত্যেকটীতে বড় বড় মূর্ত্তি খোদিত। এই মণ্ডপের একাংশ পড়িয়া গিয়াছিল, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। ইহার একপার্শ্বে একখানি অপূর্ব্ব প্রস্তররথ পড়িয়া আছে, চন্দ্রচোল নামে এক রাজা এই প্রস্তরের রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহাতে ব্যঙ্কটেশের রথ হইত, এখন আর হয় না। এখানে স্বামীতীর্থে স্নান করিতে হয়। দেবালয় তিনটী ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, বাহিরের প্রাচীর কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, তাহার একপার্শ্বে একটী বৃহৎ অনুশাসনলিপি খোদা আছে। ইহার দরজায় একটী সামান্য গোপুর আছে; এই প্রাচীর লম্বায় ১৩৭ গজ ও প্রস্থে ৮৭ গজ। এই মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ইহার দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে এবং বামদিকের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম শোভিত। এই মূর্ত্তির সঙ্গে শক্তি না থাকায় অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে এখানে কেবল শিবমূর্ত্তিই ছিল, রামানুজের যত্নে সেই মূর্ত্তিতে শঙ্খ ও চক্র শোভিত দুইখানি সোণার হাত জুড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান বিষ্ণু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, কুলোত্তুঙ্গ চোলের পুত্র তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরে দেবদর্শন করিতে হইলে কিছু দর্শনী দিতে হয়। দেবের দুগ্ধস্নান দেখিতে হইলে ১৩৲ টাকা, তুলসীদ্বারা সহস্রনাম অর্চ্চনা ৭৲ টাকা ও কর্পূরালোকে দেবদর্শন করিলে ১৲ টাকা দিতে হয়। বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত অর্চনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। সাধারণের দর্শনের জন্য অর্দ্ধঘণ্টা দ্বার খোলা থাকে। আৰ্কাড়ু প্রদেশ ইংরাজশাসনাধীন হওয়া অবধি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দির ইংরাজ গবর্মেণ্টের তত্বাবধানে ছিল। পরে ইহার ভার মহন্তের উপর অর্পিত হয়, অদ্যাবধি মহন্তের উপর এই ভার আছে। এই দেবালয়ের বাৎসরিক আয় প্রায় ২১ হাজার টাকা ও ব্যয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা, অন্যান্য দেবালয় সদৃশ এই দেবালয়ে দেবাঙ্গনা নাই। এখানে পূর্ব্বে কোন কুলটা পদার্পণ করিতে পারিত না। এখন আর সে দিন নাই, ইহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা এই মন্দিরে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আজও মন্ত্রপুষ্পের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। দেবালয়ের হস্তলিপিতে তাঁহাদের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। পরীক্ষিৎ-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় প্রাচীর ও তাঁহার পুত্র জনমেজয় বহির্ভাগের প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে বিক্রম নামে অপর কোন রাজা এই মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী মহারাজ বর্ত্তমান মূলমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় ব্যঙ্কটেশ মাহাত্ম্যে এই বিষয়ের অস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়,—কোন সময়ে নারদ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, গঙ্গার দক্ষিণ এক সহস্র ক্রোশ অন্তরে ও পূর্ব্বসাগরের ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে এক মনোহর গিরি আছে। বিষ্ণু ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কলিযুগে চোলরাজপুত্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি ঐখানে থাকিব। এখানকার প্রধান উৎসব আশ্বিন মাসের ১০ দিন ব্যাপিয়া হয়। উৎসবের পঞ্চম দিনে গরুড়োৎসব ও দশম দিনে নারায়ণবনে পদ্মাবতীর সহিত বাৎসরিক কল্যাণোৎসব হইয়া থাকে।

ব্যঙ্কটেশস্বামীর মন্দিরের বাহিরে স্বামী-পুষ্করিণী-তীরে একটী সামান্য মন্দিরে বরাহস্বামীর মূর্ত্তি আছে। কেহ বলেন, কোন যজ্ঞ-বরাহ বিচরণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন, অতএব ইনি ঐ শৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই অবধি ঐখানে বরাহস্বামী প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাত্রিগণ ইহার পূজা আগে দিয়া ব্যঙ্কটেশস্বামীর পূজা দিয়া থাকেন। ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মন্দিরের নিকট গোগর্ভতীর্থের কাছে ক্ষেত্র বলিগুণ্ডি নামে এক প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে। কেহই

এ স্তম্ভের নিকট মিথ্যা কথা বলিতে সাহসী হয় না। যে সকল বিষয়ের সত্যাবধারণ করিতে বিচারক সমর্থ হন না, এখানে তাহা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, বাদী ও প্রতিবাদী গোগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ঐ স্তম্ভের নিকট আসিয়া যাহা বলে, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই রূপ শপথ করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীকে ৭৲ টাকা জমা দিতে হয়। তৎপরে খিচুড়ী, পুরী, অন্ন ও দধিমণ্ডীর ভোগ হইয়া থাকে। বৈরাগিগণ এই ভোগ প্রসাদ পায়।

নিম্ন তিরুপতি নগরটী কখন কখন স্বামীজী গোবিন্দ-পত্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সহর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। দেড় ক্রোশ দক্ষিণে স্বুবর্ণ-মুখী নদী প্রবাহিত। উত্তরে এক মাইল দূরে তিরুমলয়-গিরিমালার মনোহর শোভা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বহুদূর ব্যাপিয়া অগণন ছোট ছোট গিরিমালা বিরাজ করিতেছে। সহরের উত্তর দিকে ১ মাইলের মধ্যে তিরুমলয়ের গায়ে কপিলতীর্থ নামে জলপ্রপাত আছে, বর্ষাকালে এই প্রপাত হইতে যখন জল নির্গম হয়, তখন ইহা অতিশয় মনোহর শোভা ধারণ করে। প্রত্যেক যাত্রী তিরুমলয়ে উঠিবার পূর্ব্বে এই তীর্থে অবগাহন করিয়া থাকে। পর্ব্বতের পার্শ্বে একটী প্রস্তরময় হনুমানের মূর্ত্তি আছে।

এই সহর অতি প্রাচীন। অক্ষা° ১৩° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৭´ ৫০´´ পূঃ। ইহার পথ অতি অপ্রশস্ত। এখানকার লোকসংখ্যা ১৪২৪৫। এখানে ডিপুটী তহসীলদার ও ডিষ্ট্রীক্ট মুনসেফের আপিস আছে। এ স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টী দেবালয় বিদ্যমান। ইহার মধ্যে গোবিন্দস্বামী ও রামস্বামীর দেবালয় প্রসিদ্ধ। রামস্বামীর মন্দিরের গোপুর অতি উচ্চ ও পরিষ্কার। এখানে এইরূপ প্রবাদ আছে, গোবিন্দস্বামী ব্যঙ্কটেশস্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর। এখানকার বিষ্ণু মূর্ত্তিটী অতি বৃহৎ ও শেষ-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত।

নিম্ন তিরুপতির ৩ ক্রোশ পশ্চিমে চন্দ্রগিরি নামে একটী প্রাচীন সহর আছে। চোলরাজগণ এক সময়ে একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে উহা বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীনে আসে। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চন্দ্রগিরির রাজা শ্রীরঙ্গরায়ের নিকট হইতে মান্দ্রাজের বন্দর স্থাপনের সনন্দ পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তখনও চন্দ্রগিরির রাজগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন এবং এই রাজ্য মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন রাজা ও রাজধানী কিছুই নাই। কিন্তু রাজভবনের এক অংশ বিদ্যমান আছে, তাহাও এখন দেখিবার উপযুক্ত। তিরুপতিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্য, ভাস্কর্য্য ও হিন্দুরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক শিলালিপি তিরুপতির নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, এখানকার মহন্তের নিকট প্রায় দুই গাড়ী তাম্রশাসন রহিয়াছে।

২ পূর্ব্বোক্ত তিরুপতি ছাড়া গোদাবরী জেলায় এলূরু তালুকের মধ্যে আর একটী তিরুপতি আছে, ইহার অপর নাম দ্বারকা-তিরুমল।- উপরোক্ত তিরুপতির ন্যায় এই স্থানও মহাপুণ্য স্থান বলিয়া এই জেলায় অধিবাসিগণের নিকট প্রসিদ্ধ। এখানকার মন্দিরটীও তিরুমলয় নামক ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

তিরুপত্তুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শেলম্ (সালেম) জেলার একটী তালুক ও ঐ তালুকের প্রধান নগর। সহরটী অক্ষা° ১২° ২৯´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৩৬´ ৩০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। সহরের লোকসংখ্যা ১৬৪৯৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, তৎপরে মুসলমান। এখানে রাজকীয় কার্য্যালয়াদি সকলই আছে। জেলার মধ্যে এই স্থান হইতে নানাদিকে পথ বাহির হওয়ায় চারিদিক্ হইতে এখানে শস্য আমদানী হয়। এখানে চামড়ার ব্যবসাও মন্দ নয়। সহরের মধ্যে একটী অতি বৃহৎ সরোবর আছে, জেলার মধ্যে তত বড় পুকুর আর কোথাও নাই।

তিরুপরঙ্গাড়ু, দক্ষিণ আর্কাড়ুর অন্তর্গত আর্কাড়ু সহরের দশ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের মধ্যে প্রাচীন দেবমন্দিরে কএকখানি প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুপুড়ৈ মরুদুর, এই স্থান তিন্নেবেলি জেলার মধ্যে অম্বাসমুদ্রের দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে যেখানে ঘটনা নদী তাম্রপর্ণীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমের ধারে অবস্থিত। এখানে অনেক পবিত্র দেবমন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে খৃষ্টীয় ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে প্রদত্ত কোল-রাজ-অঙ্কিত কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ ও একখানি তাম্রশাসন আছে।

তিরুপুর, কোএম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী সহর ও রেল-ষ্টেসন। অক্ষা° ১১° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ ৩০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০০।

তিরুপোলুর, চেঙ্গলপট্টু জেলার অন্তর্গত কোভলঙ্গ সহরের ৩½ দক্ষিণপশ্চিমে ও চেঙ্গলপট্টু সহরের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির

আছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রধান আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর এই মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট হইতে কতকগুলি পরওয়ানা ও প্রাচীন তাম্রশাসন পাইয়াছিলেন।

তিরুপ্পংতিরুত্তি, তঞ্জোর জেলায় তিরুবাড়ী হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমে ও তঞ্জোর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে শিল্পকার্য্যখচিত এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পচট্টি, মহুরা জেলার মধ্যে শিবগঙ্গা জমীদারীতে তিরুপ্পুবনম্ নামক স্থানের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পট্টুর, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় মুশিরি তালুকে মুশিরি সহরের ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আছে।

তিরুপ্পত্তুর, মহুরা জেলায় তিরুমঙ্গলম্ তালুকের মধ্যে তিরুমঙ্গলম্ সহর হইতে ৮০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পদিকুন্‌রম্, চেঙ্গলপট্টু জেলায় কাঞ্চীপুর তালুকে কাঞ্চীপুরের ১½ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন, অতিসুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিবমন্দির ও অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে। তন্মধ্যে একখানি কৃষ্ণদেব মহারায়ের রাজত্বকালে ১৪৪০ শকাব্দে (১৫১৮ খৃষ্টাব্দে) খোদিত হয়। লিপিখানিতে মন্দিরার্থ জমীদানের কথা লিখিত আছে।

তিরুপ্পদিরিলিয়ুর, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় কুদালুর সহরের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে রেল ষ্টেসন এবং উত্তম কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও মন্দিরে অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পনন্দাল, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ সহরের ১১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক সম্পত্তিশালী শূদ্র প্রতিষ্ঠিত মঠ আছে। এই মঠে কদলন পত্রে লিখিত বহুসংখ্যক তামিল পুঁথি আছে। মঠে একখানি তেলগু ভাষায় ও তিনখানি তামিলভাষায় খোদিত তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তেলগু শাসনখানি এই মঠে তুরইয়ুর নামক স্থানে ভূমিদান পত্র, ইহা ১৬৬৬ শকে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) অনগিরি নাম স্থানে বেঙ্কটপতিরায়ের রাজত্বকালে খোদিত হয়। তামিল শাসনগুলির মধ্যে একখানি ১৬৫৭ শকাব্দে (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে) রামনাদের সেতুপতি সর্দার হিরণ্যগর্ভযাচি-কুমার মুত্তু বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কর্ত্তৃক রামেশ্বরের নিকট এই মঠে কতকটা ভূমিদানের জন্ত খোদিত হয়।

তিরুপ্পরকুম্মু, মলবার জেলায় বল্লবনাদ তালুকে অঙ্গদীপুরের ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে ৩৯টী ডলমেন (প্রাচীনকালে অসভ্য জাতীয় মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নার্থ চারিখণ্ড প্রস্তরের উপর একখণ্ড বৃহৎ প্রশস্ত দিয়া যে আসনবৎ স্থান প্রস্তুত হইত) আছে।

তিরুপ্পলক্কুড়ি, মহুরাজেলায় রামনাদ জমীদারীতে রামনাদ সহরের ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রের নিকটে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহার সম্মুখে একখানি খোদিত লিপি এবং মন্দির মধ্যে একখানি তাম্রশাসন আছে।

তিরুপ্পলাত্তুরই, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় ত্রিশিরাপল্লী সহরের ৩½ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি আছে।

তিরুপ্পাক্কুড়ি, চেঙ্গলপট্টু জেলায় কাঞ্চীপুর তালুকে কাঞ্চীপুর সহরের ৩½ ক্রোশ পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির এবং তাহাতে নানা প্রকার অক্ষরে খোদিত অনেকগুলি লিপি আছে।

তিরুপ্পার্কড়ল্, উত্তর আর্কাড় জেলার অন্তর্গত বালাজাপেটের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী পুণ্যতীর্থ। এখানকার বিষ্ণুমন্দির বিখ্যাত। স্থলপুরাণে বিষ্ণুমন্দির ও এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে বিস্তর প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। কাহারও মতে পূর্ব্বে শিবমন্দির ছিল, তাহাই এখন বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

তিরুপ্পাশূর, (ত্রিপাসুর, তিরুপাসুর) চেঙ্গলপট্টু জেলার মধ্যবর্ত্তী তিরুবল্লুরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষা° ১৩° ৮´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫৫´ পূঃ। এখানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বাস।

এস্থানও একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। হিন্দুরাজগণের সময়ে স্থাপিত একটী দুর্গ ও তন্মধ্যে একটী অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এখানকার স্থলপুরাণে এই স্থান ও শিবমন্দিরের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ঐ শিবমন্দিরের নানাস্থানে চোলরাজগণের সময়ের উৎকীর্ণ বিস্তর শিলালিপি আছে। এখানকার স্থলপুরাণে লিখিত আছে, মহারাজ করিকাল চোল কুরুম্বরদিগকে জয় করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পলিগারদিগের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত অনেকে এই দুর্গে আশ্রয় লইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে

সর্ আয়ার কুট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। কোম্পানীর আমলে এখানে নিম্নশ্রেণীর সৈনিক পুরুষেরা বাস করিত। তৎপরে অবসরপ্রাপ্ত গোরাসেনারাও অনেকে এখানে আসিয়া থাকিত।

তিরুপ্পিরম্বিয়ম্, এই স্থান তঞ্জোরজেলায় কুম্ভকোণের ২৷৷০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে পুরাবিদগণের দ্রষ্টব্য বিস্তর শিলালিপি খোদা আছে।

তিরুপুল্লাণি, ইহার সংস্কৃত নাম 'দর্ভশয়নম্'। মদুরাজেলায় রামনাদ জমিদারীর মধ্যে রামনাদ সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। স্থলপুরাণে ও সেতুমাহাত্ম্যে এই স্থান একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামেশ্বরের যাত্রিগণ প্রায় এই স্থান দর্শন ও এখানকার বিষ্ণুর দর্ভশয়ন মূর্ত্তির পূজাদি করিয়া যায়। সেতুমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—রামচন্দ্র লঙ্কাযাত্রাকালে সমুদ্রের ধারে আসিয়া বরুণদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিন দিন দর্ভ বা কুশশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থান দর্ভশয়ন নামে বিখ্যাত। এখানকার মূলমন্দিরস্থ শেষশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তিকেই পাণ্ডারা রামচন্দ্রের দর্ভশয়নমূর্ত্তি বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। দেখিলেই বোধ হয়, এক সময় এই স্থান সমুদ্রের ঠিক ধারেই ছিল, এখন সমুদ্র প্রায় তিনমাইল সরিয়া গিয়াছে। মূলমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর আছে, তাহাই সেতুমাহাত্ম্যে চক্রতীর্থ নামে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান ছিল, কিন্তু এখন তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরদিকে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহা রামতীর্থ। মন্দিরের প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৪০০ ফিট্ হইবে। প্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর। মূলমন্দির বড় না হইলেও উহার চারিদিকে বড় বড় মণ্ডপ আছে। বিজয়নাথ সেতুপতি এই প্রস্তরমণ্ডপগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানকার জগন্নাথজীর মন্দির প্রধান, প্রবাদ এইরূপ—তিরুমঙ্গের আষার নামে এক ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মূলমন্দির মরকতনীলপ্রস্তরে নির্ম্মিত। কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে এখানে চোলরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেকগুলি শিলালিপিতে এই মন্দিরের প্রসঙ্গ থাকায় তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

দর্ভশয়নের মন্দিরপার্শ্বে বরুণকুণ্ড। সেতুমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—রামচন্দ্র তিনদিন দর্ভশয়নে থাকিয়া যখন দেখিলেন, বরুণদেব আসিলেন না, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে শুষ্ক করিবার জন্য শরযোজনা করিলেন। সমুদ্র ভয়ে বেলা ছাড়িয়া একযোজন হটিয়া গেল। তখন বরুণ উক্ত কুণ্ড হইতে উঠিয়া স্তুতিবাদপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিলেন। তদবধি সেই কূপ বরুণকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে।

চক্র, বরুণ ও রামতীর্থ ব্যতীত এখানে সেতু ও অগস্ত্য নামে আরও দুইটী তীর্থ আছে। যাত্রিগণ যথানিয়মে এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। দর্ভশয়ন মূর্ত্তি ব্যতীত মহালক্ষ্মী, শ্রীদেবী, ভূদেবী, জগন্নাথ, কোদণ্ড রামস্বামী ও সন্তান রামস্বামীর কয়েকটী মন্দির আছে।

বিষ্ণুমন্দিরে বিস্তর প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুপুণ্ডি, তঞ্জোর জেলার নাগপটন সহরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুপুরাপুর (তিরুপুষ্যপুরম্)—কৃষ্ণা জেলায় বিমুকোণ্ড সহরের ৪ ক্রোশ উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে অসভ্য জাতির মৃত-সমাধি-নির্দ্দেশক কতকগুলি প্রস্তরাসন আছে।

তিরুপ্রঙ্গোত্তুর, মলবার জেলায় কোট্টয়ম্ সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী পাহাড়ে খোদিত গুহা আছে।

তিরুমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মদুরা জেলার একটী তালুক ও ঐ তালুকের প্রধান সদর। তালুকের পরিমাণ ৬২৫ বর্গমাইল। সহরটী অক্ষা° ৯°৪৯´২০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৮°১´১০´´ পূঃ। সহরে লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে বেল্লালর জাতি আসিয়া উপনিবেশ করে।

তিরুমঙ্গলকুড়ি, এই স্থান তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব মন্দির ও তাহাতে গ্রন্থাক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে।

তিরুমন্দুর (তিরুমান্দুর) ত্রিশিরাপল্লী জেলায় উদৈয়ার পলৈয়ম্ তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে সুন্দর ভাস্কর্য্যযুক্ত এক শিবমন্দির ও তাহাতে কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুমল-নায়ক, মদুরার একজন বিখ্যাত রাজা। ইহার প্রকৃত নাম 'মহারাজমান্তরাজশ্রী তিরুমল শেবরি নায়ণি আয্যলু গারু'। ত্রিশিরাপল্লী পরিত্যাগ করিয়া মদুরায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার যত্নে মদুরায় সুন্দর রাজ-প্রাসাদ ও অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি প্রথমেই বিজয়নগরের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া একবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় মহিসুরসৈন্য দিণ্ডিগুল নামক স্থানে আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নবিলিয়াস্‌ নামক প্রসিদ্ধ জেসুইট মদুরায় আগমন করেন, তখন মদুরারাজ তিরুমলের সহিত রামনাদের সেতুপতির ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে তিরুমল কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

তিনি বরাবর বিজয়নগর রাজ্যের নিকট তাঁহার অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ উপহার পাঠাইতেন। কিন্তু মধ্যে তাহা অবহেলা করায় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজকুমার তিরুমলকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিরুমল তঞ্জোর ও জিঞ্জীর নায়কদিগের সহিত যোগ দিলেন। বিজয়নগরের দলবল জিঞ্জী আক্রমণ করিল। এ দিকে তিরুমলের প্ররোচনায় মুসলমানেরা গিয়া বিজয়নগর আক্রমণ করিল। তথা হইতে তাহারা ক্রমশঃ মুসলমান-রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া বিজয়নগরের করদরাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন তিরুমল পলাইয়া আসিয়া মদুরায় আশ্রয় লইলেন। শেষে তিনি গোলকণ্ডার মুসলমান-রাজের সহিত যোগ দিয়া মহিসুর ও বিজয়নগরাধিকৃত অবশিষ্ট রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহিসুর-রাজ উদৈয়ার তিরুমলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিরুমলকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর জয়লক্ষ্মী (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) মদুরারাজের অঙ্কশায়িনী হইল। কিন্তু ঐ বর্ষেই তিরুমল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তিরুমলদেব, বিজয়নগরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। সুবিখ্যাত রামরাজের ভ্রাতা। বিজয়নগরের নানাস্থান হইতে তিরুমলের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজের অধঃপতন ঘটিলে তিরুমলই বিজয়নগর-রাজবংশের প্রাধান্য লাভ করেন এবং পেন্নকোণ্ড নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি ১৫৭০ হইতে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরঙ্গ রাজা হন।

তিরুমলপুরম্‌, এই স্থান উত্তর আর্কাড় জেলার বালাজাপেট তালুকের মধ্যে পুন্নৈর রেল-ষ্টেসনের ২।৹ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ণুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি খোদিত আছে। এই নামে তিন্নেবেলি জেলাতেও এক প্রাচীন স্থান আছে, তাহা তিন্নেবেলি সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকটেই এক বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

তিরুমালকাত্তান্‌কোট্টৈ, মদুরাজেলায় রামনাদের ১৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে অতি সুন্দর ভাস্করনৈপুণ্যযুক্ত এক পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুমুক্কুড়ল, ত্রিশিরাপল্লীর কুলিত্তলয় সহরের ৮ ক্রোশ পশ্চিমে অমরাবতী ও কাবেরী নদীর সঙ্গমের নিকট এই পুণ্যস্থান অবস্থিত। এখানকার অতিপ্রাচীন শিবমন্দিরে বিস্তর খোদিতলিপি আছে।

তিরুমুরুগন্‌পুণ্ডি, কোএম্বাতোর জেলায় তিরুপুর-রেলষ্টেসনের ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানকার দুইটী প্রাচীন দেবমন্দিরে কতকগুলি শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুমূর্ত্তিকোবিল (ত্রিমূর্ত্তিমন্দির) কোএম্বাতোর জেলায় একটী প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ১০°২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°১২´ পূঃ।

এখানে একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির এক সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির আছে, তজ্জন্য এই স্থান খ্যাত ও স্থলপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে প্রতি রবিবারে যাত্রীর সমাগম হয়।

দেবতার বার্ষিক উৎসবের সময় এখানে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া থাকে। এখানকার সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ দেখিবার জিনিস। ইহার পাশেই পাহাড়। খানিকটা পাহাড় ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অতিসুন্দর খোদকার্য্য ও বিষ্ণুপদচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

তিরুমোকুর, এই স্থান মদুরাজেলায় মদুরাসহর হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে, উভয় মন্দিরেই অনেকগুলি খোদিতলিপি দেখা যায়। একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে, ১৬২২ শকে দলবায় সেতুপতি এখানকার শিবমন্দির সংস্কার করেন।

তিরুবক্করৈ, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় বিল্লপুর সহরের ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরে এক গোপুরও আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে নানারূপ খোদিত লিপি আছে। এই মন্দির বেল্লূরের জনৈক রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

তিরুবঙ্কোর, এই স্থান ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের মধ্যে পদ্মনাভ তীর্থের ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তামিল অক্ষরের শিলালিপিযুক্ত দুই প্রস্তরস্তম্ভ ও সিরীয়ক খৃষ্টানদিগের একটী প্রাচীন গির্জা আছে। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে এক কুপ্রথা ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরমণীগণ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে পথের বাহির হইলেই পুলিয়ার নামক নীচ দাস জাতি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। এখানকার একখানি শিলা-

লিপিতে সেই কুপ্রথা রহিতের জন্য স্থানীয় রাজার আদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

তিরুবট্টার, ত্রিবাঙ্কুড়ের অন্তর্গত কলকুলমের ৩॥০ সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাচীন দেবমন্দির ও তাহাতে বিস্তর শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুবড়ন্দৈ, চেঙ্গলপট্টু জেলার চেঙ্গলপট্টু সহরের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং কোবলঙ্গ্ হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রতীরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব-মন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুবড়মাদুর, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ তালুকে কুম্ভকোণ সহরের ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এইস্থান অবস্থিত। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এখানে এক অতি প্রাচীন শিব-মন্দির ও তাহাতে তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ ১৪৬৬ শকাব্দে (১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে) রামরাজ বট্টলদেব রায়ের অধিকার কালে খোদিত এক শিলালিপি আছে। মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর, তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর গোপুর আছে। মন্দিরটী বৃহৎ।

তিরুবড়ি, দক্ষিণ আরকাড় জেলায় কুডলূর তালুকে কুড-লূর সহরের ১৪ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ও পনরোতি রেলওয়ে ষ্টেশনের অৰ্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। এখানে খোদিতলিপিবিশিষ্ট দুইটী প্রাচীন শিবমন্দির ও একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটী শিবমন্দিরের সম্মুখে এক অত্যুচ্চ গোপুর ও তদ্‌গাত্রে খোদিত লিপি আছে।

তিরুবড়িশূল (তিরুবদিশূলম্) চেঙ্গলপট্টু জেলার চেঙ্গল-পট্টু তালুকের পূর্ব্বাংশের পাহাড়ের উপর এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। কুরুম্বরেরা এখানেও একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অদোণ্ডৈর সময়ে অর্থাৎ ১১শ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বিজয়নগরের প্রতাপের সময় দুই জন সর্দ্দার এখানকার দুর্গ সংস্কার করাইয়া তদবলম্বনে বিজয়নগরের প্রভুত্ব অবহেলা করিতেন। বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাদের ধ্বংশ হইলে দুর্গও বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার নানা গল্প শুনা যায়।

তিরুবণ্ডুতুরৈ, তঞ্জোর জেলায় মন্নারগুড়ি সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। তাহাতে ৪৪৫৪ কলির গতাব্দে (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে) খোদিত মন্দির-সংস্কারবিষয়ক এক লিপি আছে।

তিরুবত্তিয়ূর, মান্দ্রাজের চেঙ্গলপট্টু জেলায় সৈদাপেট তালুকের মধ্যে মান্দ্রাজ নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে এইস্থান অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে ও বহির্ভাগে গ্রন্থ-অক্ষরে খোদিত শিলালিপি আছে। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রায়ার সাহেব ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই মন্দির ও শিলালিপি দেখিয়া যান।

তিরুবত্তূর, মান্দ্রাজের উত্তর আরকাড় জেলার, আরকাড় সহরের ১১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে চেয়ার নদীর উত্তরকূলে এই স্থান অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা জৈনদিগের একটী প্রধান সহর বলিয়া গণ্য ছিল। এখানকার দেবমন্দির পূর্ব্বে স্থানীয় পৌরাণিকমতাচারীদিগের হস্তে ছিল। ইহার সম্মুখে নদীর অপর পারে পূর্ণাবতী নামক স্থানে এক জৈন-মন্দিরের তলভাগ অবশিষ্ট আছে। কথিত আছে, এই মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই সকল দ্রব্যাদিদ্বারা তিরুবত্তূরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ণাবতীর মন্দিরের জৈন-প্রতিমা এখন মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার নিকটে একটী খাল আছে; শুনা যায় ঐ খালে মন্দিরের পিত্তলের কবাট ও ধন-রত্ন নিহিত আছে। মন্দির ধ্বংসকালে অনেক জৈনকে ফাঁসিতে, অস্ত্রাঘাতে অথবা ঘানিতে পিষিয়া বিনাশ করা হয়। মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রে ইহার প্রমাণ সুরক্ষিত আছে। মন্দিরে একখানি খোদিত ছবিতে একটী তাল গাছ আছে, সাধারণের বিশ্বাস মহাদেবের অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির প্রতিমা-স্বরূপ এই গাছ খোদিত। এই ছবির ফলকখানি অতি বিখ্যাত। ইহা একটী মণ্ডপে অবস্থিত ও উচ্চে ৮ ফিট্। মন্দিরের প্রাচীরে অনেক অস্পষ্ট খোদিত লিপি আছে।

তিরুবন্দিপুর (তিরুবন্দিপুরম্) দক্ষিণ আরকাড় জেলায় কুডলূর সহরের ২½ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। তাহার নানাস্থানে নানা অক্ষরে বহু খোদিতলিপি আছে। ভিতরের উঠানের প্রাচীরের গায়ে এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তিরুমণি-কুলি নামক নিকটস্থ গ্রামে এক বৃহৎ যথেষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। কথিত আছে, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহাতেও অনেক খোদিত লিপি আছে। পূর্ব্বদিকের প্রবেশদ্বারে বিমান গাত্রে ১৮ ইঞ্চি চওড়া ও ১৫ গজ লম্বা একখানি লিপি আছে। দ্বারের পার্শ্বে উভয় দেওয়াল খোদিত লিপিতে ভরা। বিমানের পশ্চিম প্রাচীরের বাহিরের পেটাতে এক খোদিত লিপি আছে, তাহা ১৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ২০ গজ লম্বা।

তিরুবন্নামলয় (তিরুবণ্ণামলয়) দক্ষিণ আরকাড় জেলার উত্তরপশ্চিম তালুক। ইহার পরিমাণ ৯৪৪ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৬ হাজার; হিন্দুই অধিক। এই তালুকের প্রধান সহরের নাম তিরুবন্নামলয়। ইহা ১২°১৩'৫৬" উত্তর

অক্ষাংশে ও ৭৮°৬৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। লোক সংখ্যা ১২ হাজার তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই ১০৫০০। বারমহাল হইতে চেঙ্গম গিরিপথের রাস্তার উপর এইটাই প্রথম সহর, এজন্য ঘাট পর্ব্বতের উপরিস্থ স্থানসমূহের ব্যবসায় এই সহরেই হয়। পর্ব্বতের উপর স্কন্ধাবার আছে। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা দশবার আক্রান্ত হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে বৃটীশদিগের একটি স্কন্ধাবর ছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল স্মিথ হায়দর আলী ও নিজামের সহিত যুদ্ধের সময় চেঙ্গম গিরিপথ দিয়া আসিতে আসিতে এই স্থানে নববলে বলীয়ান্ হইয়া উহাদিগের সহযোগিগণের অনেককেই এক এক করিয়া পরাস্ত করেন; কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা টিপুর হস্তগত হয়। টিপুর পতনে ইহা পুনরায় ইংরাজ হস্তগত হইয়াছে।

তিরুবন্নামলয় দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ। ইহা একটী রেলওয়ে ষ্টেশন, ষ্টেশন হইতে সহর এক-পোয়া পথ দূরে। ষ্টেশনটী অরুণাচল পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে। এই তীর্থ সংস্কৃত শাস্ত্রে অরুণাচল নামেই খ্যাত। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির তেজোমূর্ত্তি বিরাজিত। অরুণাচল গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৬৪ ফিট্ ও সহর হইতে ২০১৫ ফিট্ উচ্চ।

মহাদেবের তেজোমূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয়ে এইরূপ একটী সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে হরপার্ব্বতী কৈলাসের পুষ্পোত্তানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, পার্ব্বতী কৌতুক করিবার ইচ্ছায় পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মহাদেবের চক্ষু টিপিয়া ধরেন। মহাদেবের চক্ষু বন্ধ হওয়ায় বিশ্বসংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই ঘটনা দেবলীলায় ক্ষণকালের ব্যাপার হইলেও পৃথিবীতে অন্ধকার বহুকালব্যাপী হইল। চন্দ্রসূর্য্যের উদয় বন্ধ হইয়া গেল। আলোকাভাবে ত্রিভুবন হাহাকার করিতে করিতে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইল। শিব সমস্ত শুনিয়া পার্ব্বতীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অভি-সম্পাত করিয়া বলিলেন, 'যখন তোমা হইতে পৃথিবীর অমঙ্গল হইয়াছে, তখন তোমার পৃথিবীতে গিয়া তপস্তা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' পার্ব্বতী অভিশপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। বহুবৎসর অতীত হইলে আকাশবাণীতে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, 'কাঞ্চীপুরে গিয়া তপস্তা করুন'। পার্ব্বতী কাঞ্চীপুরে গিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। সেখানে বহু বৎসর অতীত হইলে পুনরায় দৈববাণীতে অরুণাচলে তপস্তা করিবার আদেশ হইল। পার্ব্বতী তাহাই করিলেন। এবার পার্ব্বতী পঞ্চাগ্নি তপ আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে মহাদেব তুষ্ট হইয়া পর্ব্বতশিখরে জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন দিলেন। পার্ব্বতীর প্রায়-শ্চিত্ত সমাপ্ত হইল। হরপার্ব্বতী তখন ঐ মূর্ত্তিতে অরুণাচলেই বাস করিলেন। অরুণাচলে এখন মহাদেব ও মহাদেবীর মূর্ত্তি আছে। মহাদেব তিরুবন্নামলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর নামে এবং মহাদেবী অপীতকুচাম্বল বা উন্নমামুই নামে অভিহিত। এখানে বিশ্বেশ্বর, সুব্রহ্মণ্য, চণ্ডিকেশ্বর প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ পূজা হয়। দাক্ষিণাত্যের বিধানানু-সারে অরুণাচলেশ্বরেরও দুই মূর্ত্তি আছে, একটী স্থাবর মূর্ত্তি ও অপরটী উৎসব মূর্ত্তি। মূলমূর্ত্তি প্রস্তরের ও উৎসব-মূর্ত্তি ধাতুর। অরুণাচলেশ্বর কতকালের প্রতিমা তাহা জানা যায় না; অনুমিত হয় চোলরাজদিগের সময়ে স্থাপিত হই-য়াছে। ইহার মন্দির দানাদার (Granite) পাথরে নির্ম্মিত।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গণ, তাহার পর চতুর্দ্দিকে দুরা-রোহ প্রস্তর-প্রাচীর। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধাদির সময় এই সকল অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত দেবমন্দিরাদি একপ্রকার সুদৃঢ় স্থান বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মুর্ত্তজ আলীখাঁ এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মুরারিরাও এই মন্দির অবরোধ করিয়াছিলেন। কর্ণাটকের নবাবের পক্ষ হইতে তখন মন্দির রক্ষা করা হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা এই স্থান অধিকার করে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তিয়াগারের কৃষ্ণরাও পুনরায় দখল করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ষ্টিফেন কর্ণাটকের নবাবের পক্ষ হইতে উদ্ধার করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা টিপুর হস্ত-গত হয়। শেষে ১৭৯৩ অব্দে টিপুর সহিত সন্ধি হইলে ইংরাজাধিকারে আইসে।

মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে চারিটী গোপুর আছে। মন্দিরটী একসারিতে সপ্তপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠ উৎসবমণ্ডপ নামে কথিত। ইহার পশ্চাতে পর পর অপর ছয়টী প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট ও অন্ধ-কার হইতে অন্ধকারতম। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বারে দীপা-লোক দিবার ব্যবস্থা আছে। দিবসেও ঐস্থানে আলোক দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষ প্রকোষ্ঠটী সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও অন্ধকারময়। এই গৃহের নাম মূলস্থান, এখানে দেবতার স্থাবর মূর্ত্তি বিরাজিত। এ গৃহে বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা নাই। এই অন্ধকার দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা আলো জ্বলে। মূলস্থানে পূজক ভিন্ন অপরের যাইবার অধিকার নাই। যাত্রীরা বিগ্রহ-দর্শনার্থ মূলস্থানের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পূজক ভিতরে

গিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ অষ্টোত্তরশত বা সহস্র নাম পাঠদ্বারা অর্চনা করেন। নারিকেল, কদলী, পাণ ও সুপারি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পরে পূজক কর্পূর জ্বালিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে আরতি করেন এবং সেই আলোকে যাত্রীরা দেবতাদর্শন করে। কার্ত্তিকী শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অরুণাচলেশ্বরের বার্ষিক উৎসব হয়; ইহাকে ব্রহ্মোৎসব বলে। উৎসবের শেষ দিনে জনতা বেশী হয়। উৎসব উপলক্ষে ৬।৭ লক্ষ লোক আসে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন। পুলিস ইন্সপেক্টর নিজে মন্দিরদ্বার রক্ষা করেন। মণ্ডপের ছাদের একপার্শ্বে সাহেবদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। ছাদ লোকে ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার পরেই অরুণাচলেশ্বরের ও অপীতকুচাম্বল দেবীর উৎসবমূর্ত্তি নানা মণিমুক্তার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাহক স্কন্ধে উৎসবমণ্ডপে আনীত হন। মূলস্থান হইতে মন্ত্রপূত কর্পূরালোক পরদা ঢাকা দিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আনা হয়, অমনি একটী হাউইবাজী ছুঁড়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরালোকের আবরণ খুলিয়া দেওয়া হয়। হাউই উপরে উঠিবামাত্র অরুণাচলের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে এক প্রকাণ্ড আলোক জ্বলিয়া উঠে। সেখানে এক কুণ্ড আছে। স্কন্দপুরাণ মতে, তাহাই ভগবতীর তপস্যার অগ্নিকুণ্ড। পূর্ব্ব হইতে এই কুণ্ডে ঘৃত, নববস্ত্র, কর্পূরাদি দেওয়া থাকে এবং এক লোক আলোক লইয়া প্রস্তুত থাকে। মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে হাউই উঠিলেই সে কুণ্ডে অগ্নি প্রদান করে। সেই আলোক বহুদূর হইতে দেখা যায়। এখানকার অনেকে এই দিন উপবাসী থাকে ও এই আলোক দেখিয়া জলগ্রহণ করে। এই মন্দিরের ব্যয়ের জন্য ইংরাজ-রাজ বাৎসরিক ৯ হাজার টাকা দেন। মন্দিরের অভিভাবক 'ধর্ম্মকর্ত্তা' নামে অভিহিত হন। প্রবাদ আছে, গৌতম মুনি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি চিরজীবী, এখনও প্রতি রাত্রে অরুণাচলেশ্বরের পূজা করিয়া যান।

২০ হইতে ৪০টী ব্রাহ্মণকুমার এখানে বেদ অধ্যয়ন করিতে পায়। নিত্য নিয়মিত যে ভোগ দেওয়া হয়, তাহা অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও পূজকেরা পাইয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যের নিয়মানুসারে এই মন্দিরেও দেবনর্ত্তকী আছে। তাহারা সংখ্যায় ৫০টী।

এখানে কতকগুলি ধর্ম্মছত্র আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণযাত্রী তিনদিবস বিনাব্যয়ে আহার পাইয়া থাকেন, শূদ্রজাতির জন্য পৃথক্ ধর্ম্মশালাও আছে। তাহাতে তাহারা থাকিতে পায় মাত্র, খাইতে পায় না, পাক করিবার জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে, আপনারা পাক করিয়া খায়।

এদেশের নটকোটা শেঠীরা প্রধান ধনী। তাঁহারা অনেক স্থানের অনেক দেবালয়ে ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

তিরুবমুত্তুর, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় বিল্লপুর সহরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। খোদিত শিলালিপি সহ প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

তিরুবয়ার (তিরুবাড়ী), তঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীতীরে তঞ্জোর সহরের ৩৷০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ১০°৫২´৪৫´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৯°৪´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। তঞ্জোর প্রথম আক্রমণের সময় শিবাজী এখানে স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। এখানে প্রস্তরের অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী অতি চমৎকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। এখানে উৎসবের সময় সহস্র সহস্র যাত্রী আসে। উৎসবের নাম সরথস্নান। এই স্থানের দেবতার নাম তিরুনন্দি বা ত্রিনন্দিকেশ্বর। পঞ্চনাথী নামক পুষ্করণীতে স্নানার্থ যাত্রী সংখ্যা আরও অধিক হয়, বহুদূর দেশ হইতে যাত্রী আসে। দশহরার দিনে গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য, পঞ্চনাথীতে এই দিনে স্নান করিলে সেই পুণ্য হয়। শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এই পুণ্য সরসী অবস্থিত। কথিত আছে, ন্যায়মিশ্র নামে এক ঋষি এখানে এক স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গের তপস্যা করেন। তুষ্ট হইয়া শিব প্রত্যাদেশ করেন যে লিঙ্গমূর্ত্তির নিকটে উত্তরাংশে তিনটী গোষ্পদ চিহ্ন আছে; তাহা খুঁড়িলে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। ঋষি তাহা খুঁড়িয়া একটায় ইষ্টকরাশি, একটায় চুণ সুরকী ও অপরটায় স্বর্ণরাশি পাইলেন, তদ্দ্বারা তিনি সেই স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের উপর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সরথস্নান সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ত্রিশূলী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশবে তিনি বনমধ্যে খেলা করিতে করিতে এক ঋষির দৃষ্টিপথে পতিত হন। কৌতুক করিবার জন্য বালক ত্রিশূলী ঋষির ভিক্ষাপাত্রে অর্থদানচ্ছলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন। ঋষি কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ত্রিশূলী বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এই সামান্য ঘটনা ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে তিনি বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন অতীত হইল, তাঁহার সন্তান হইল না। তিনি তজ্জন্য কাতর হইয়া নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রত নিয়মাদি করিতে লাগিলেন। এক দিবস স্বপ্নে সেই ঋষি দর্শন দিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার শৈশবাচরিত কুকর্ম্মের জন্য মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, সেই কর্ম্মদোষে তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি তখন প্রায়শ্চিত্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্থির করিলেন,

মোহমদে অভিভূত হইয়া শৈশবে ঋষিকে ভোজনার্থ যে প্রস্তর ভিক্ষা দিয়াছিলাম, এখন আমার তাহাই ভোজন করা উচিত। এই স্থির করিয়া তিনি অন্যান্য খাদ্য ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড খাইয়া বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার নাম হইল শিলাভরণ (শিলাভক্ষক)। প্রায়শ্চিত্তে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন ও বলিলেন যে, মৃত্তিকামধ্য হইতে এক সিন্দুক ও তন্মধ্যে একটী শিশু পাইবে। এইরূপে ত্রিশূলী যে শিশু পাইলেন, তাহার মনুষ্য দেহ, কিন্তু গো-মুখাকার। শিশু পাইয়া ত্রিশূলী তাহাকে শিবের নামে অর্পণ করিলেন। শিব তাহাকে নিজানুচর প্রমথগণের অধিনায়ক করিলেন। ইহারই নাম তিরুনন্দি বা ত্রি-নন্দী। ত্রিনন্দী শিবের বাহন বলিয়া খ্যাত। বশিষ্ঠ ঋষির ভগিনীর সহিত ত্রিনন্দীর বিবাহ হয়। ত্রিনন্দীকে প্রমথাধিপত্য-দানের সময় যে অভিষেক করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার মস্তকে শিবের হস্তস্থ কমণ্ডলুর জল, শিবের মস্তকস্থ গঙ্গা-জল, শিববাহন বৃষভমুখের জল ও চন্দ্র হইতে অমৃতধারা পতিত হয়। ত্রিনন্দীর মস্তক হইতে এই চারি প্রকার জল গড়াইয়া এক নদীধারার সহিত মিলিত হইয়া এক গহ্বরে সঞ্চিত হয়। সেই গহ্বরই বর্ত্তমান পঞ্চনাথী সরোবর। বর্ত্তমান শিয়ালী সহরের নিকটে পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের এক প্রিয়কানন ছিল। বৃষ্টির অভাবে ইহা বিশুষ্ক হইয়া উঠে। বরুণের অধিকারে জলরাশি থাকায় ইন্দ্র ইহার কিছুই প্রতীকার করিতে পারিলেন না, নারদ আসিয়া পরামর্শ দিলেন যে, পথিয়ম্ নামক পর্ব্বতশিখরে অগস্ত্য ঋষি কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল রাখিয়া দিয়াছেন। যদি তুমি পিল্লিয়র নামক দেবতার সাহায্যে তাহা হরণ করিতে পার, তাহা হইলে সুবিধা হয়। ইন্দ্র তাহাই করিলেন, পিল্লিয়র গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কমণ্ডলুতে জল খাইতে যান। অগস্ত্য সামান্য গো-বোধে তাড়া দেন। কমণ্ডলু উলটাইয়া পড়িয়া জল নদীরূপে প্রবাহিত হয়। এই নদীই পূর্ব্বোক্ত অভিষেক-বারির সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে পঞ্চনাথী হ্রদে সঞ্চিত হয়, তৎপরে ইহার অধিক জলরাশি অন্যস্থান হইতে ভাসিয়া কাবেরীনদী উৎপন্ন হয়।

ত্রিনন্দী উৎসবের সময় বাহকস্কন্ধে সাতটী স্বতন্ত্র স্থানে নীত হন। কথিত আছে, এই সপ্তস্থানে সাতজন ঋষি গুপ্তভাবে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার জন্যই এইরূপ করা হয়। পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ সুরথ এই উৎসবে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন।

তিরুবরঙ্গ (তিরুবরঙ্গম্) দক্ষিণ আরকাড় জেলায় কল্লকুর্চি সহরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে খোদিত লিপিবিশিষ্ট এক অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে।

তিরুবরম্বুর, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় তঞ্জোর রাস্তার উপরে ত্রিশিরাপল্লী সহরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে এইস্থান অবস্থিত। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ইহার নিকট একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর একটী সুন্দর শিবমন্দির আছে, দূর হইতে এই মন্দির যেন ছবি খানির মত দেখায়। ইহার প্রাচীরে অনেক শিলালিপি আছে। এস্থানের অপর নাম এরুম্বেশ্বর।

তিরুবল, ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে কুইলন্ সহরের ১৭ ক্রোশ উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন মন্দির আছে। ত্রিবন্দ্রমের প্রসিদ্ধ মন্দিরের পরই এই স্থানের মন্দিরের উল্লেখ করিতে হয়।

তিরুবলক্কড়, তঞ্জোর জেলায় শিয়ালি সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব-মন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি শিলালিপি এবং এখানকার কম্বমঋষি মঠে একখানি তাম্রশাসন আছে।

তিরুবলঞ্জুরি, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ তালুকে কুম্ভকোণ সহরের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক খোদিত-লিপি আছে। এই মন্দির অতি বৃহৎ ও সুন্দর গোপুরবিশিষ্ট।

তিরুবল্ল (তিরুবল্লম্) উত্তর আরকাড় জেলায় বেলূর সহরের ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম ও রেল ষ্টেশন। এখানকার বিশ্বনাথেশ্বর স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ। তাহার দেওয়ালের উপর অনেকগুলি অস্পষ্ট খোদিত লিপি আছে।

তিরুবল্লুবর, প্রসিদ্ধ তামিল কবি ও দার্শনিক। ইনি 'কুরল' নামে নীতিমূলক প্রসিদ্ধ কবিতাপুস্তক রচনা করেন। এই অপূর্ব্ব সর্ব্বজনসমাদৃত তামিল গ্রন্থখানি ১৩৩০ শ্লোকে রচিত। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ কিরূপে লাভ হয়, কুরলগ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তামিল পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এখন তামিলভাষায় যত প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তিরুবল্লুবরের কুরলই সর্ব্বপ্রাচীন। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, শৈব-সিদ্ধান্ত বা রামানুজ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গের আভাস না থাকায় এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে, যে সময়ে চের, চোল ও পাণ্ড্যরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়ে মান্দ্রাজের নিকট মাইলাপুর নামক স্থানে তিরুবল্লুবর ও তাঁহার ভগিনী বিজ্ঞাবতী আবিয়ার (উবৈয়ার) জন্মগ্রহণ করেন। আবার কাহারও মতে বিদুষী আবিয়ার কুলাত্তুঙ্গ-

চোলের সময় বিদ্যমান ছিলেন। যাহা হউক, এই সকল প্রবাদের কোনটী নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। বাস্তবিক কবি তিরুবল্লুবর ও আবিয়ারের জন্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপাখ্যান আছে, তন্মধ্যে 'কল্পপ্রাগম্' নামক তামিল গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি—

বহুকাল গত হইল, এক পিতামাতার ঔরসে সাতজন জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন, এই সাতজনের মধ্যে চারিজন স্ত্রী ও তিনজন পুরুষ। স্ত্রী চারিটীর নাম—আবিয়ার, উপ্পয়, বল্লী ও উরুবই, পুরুষ তিনজনের নাম—তিরুবল্লুবর, আদিগমন ও কব্বিলর।

ঐ সাত মহাত্মার জন্মবিবরণও বড়ই অদ্ভুত। তাঁহাদের পিতার নাম পেরলি ও পিতামহের নাম বেদমৌলি, উভয়েই সাধুপ্রকৃতি ও মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদমৌলি ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। এক দিন রাত্রিকালে তিনি দেখিলেন, একটী উজ্জ্বলতারকা কক্ষচ্যুত হইয়া একটী গ্রামে আসিয়া পড়িল। সেই গ্রামে তখন এক বালিকা ভূমিষ্ঠ হইল। ঐ গ্রামে নীচ পরিয়া জাতি বাস করিত। গণনা দ্বারা বেদমৌলি জানিতে পারিলেন যে, সেই অস্পৃশ্য পরিয়া-কুমারীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র পেরলির বিবাহ হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাতে অতিশয় বিচলিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অপরাপর ব্রাহ্মণদিগকে নিজের পুত্রের কথা গোপন করিয়া কহিলেন, 'অমুক পরিয়ার কন্যার সহিত আমাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ হইবে, এরূপ হইলে আমাদের সকলকেই পতিত হইতে হইবে।' তখনই সকলে সেই নবজাত কুমারীর পিতাকে ডাকাইয়া তাহাকেও সেই সকল কথা জানাইয়া বলিল, 'এখন তোমার মেয়েকে চাও, না ব্রাহ্মণদিগের জাতিরক্ষা করিতে চাও?' দরিদ্র পিতা ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করিতেই চাহিল। ব্রাহ্মণগণ সেই নির্দ্দোষ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনিয়া মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বেদমৌলি তাহাকে প্রাণে না মারিয়া দেশান্তরে দিয়া আসিতে বলিল। তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা সেই কুমারীকে একটী পেটিকায় বন্ধ করিয়া কাবেরীর স্রোতে ভাসাইয়া দিল। যে সময় ভাসাইয়া দেওয়া হয়, সেই সময় পেরলি পিতার আদেশে সেই বালিকার উরুতে একটী কৃষ্ণ তিলচিহ্ন দেখিয়া রাখিয়াছিল।

বহু দূরদেশে এক ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নান করিতেছিলেন। সেই পেটিকা নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই ব্রাহ্মণের নিকট আসিল। সেই পেটিকাতে ধন-রত্ন আছে ভাবিয়া ব্রাহ্মণ যেমন ধরিয়া খুলিলেন, এক সুন্দরী কুমারী তাঁহার নয়নগোচর হইল। ব্রাহ্মণের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। ভাবিলেন, তাঁহার ইষ্টদেব বুঝি দয়া করিয়া তাঁহাকে কন্যারত্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি তাহাকে আপনার গৃহে আনিয়া পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে কয়েকবর্ষ কাটিয়া গেল। পেরলিও তখন নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধপিতারও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নানাস্থান দর্শন করিয়া সাধু ও জ্ঞানিগণের সহিত শাস্ত্রালাপ ও জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে তিনি বালিকার প্রতিপালক সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েক বর্ষ তাঁহাকে অতি যত্নে আপনার গৃহে রাখিলেন। শেষে তাঁহার প্রতিপালিত কন্যার সহিত বিবাহ দিতে চাহিলেন, কুমারীকে সকলেই সেই ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়াই জানিত। সুতরাং পেরলি বিবাহে অসম্মত হইলেন না। ভবিষ্যগণনা আজ সুসিদ্ধ হইল। সেই নীচ পরিয়া-কন্যার সহিত ব্রাহ্মণবংশীয় পেরলির বিবাহ হইয়া গেল। উভয়ে মহাসুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিন পূজার পর কাপড় ছাড়িবার সময় পেরলি পত্নীর উরুতে সেই কালতিল দেখিতে পাইলেন। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া অপরাপর ব্রাহ্মণের নিকট পত্নীর পূর্ব্বকাহিনী জানিয়া লইলেন। এখন যে তিনি নীচ পরিয়া-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা আর জানিতে বাকি রহিল না; কিন্তু তিনি এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া মনের দুঃখে গৃহ ছাড়িলেন। শ্বশুর বা পত্নীর নিকট বিদায় লইবারও সময় হইল না।

সেই সময়ে ব্রাহ্মণ জামাতাকে যাইতে দেখিয়া ভাবিল, বুঝি তাঁহার কন্যা কিছু বলিয়াছে, সেই জন্য সে কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন, যেখানে তোমার স্বামী যাইবে, তুমিও গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, কখনও ইহার অন্যথা করিও না। কন্যা-পালক পিতার আদেশ প্রতিপালন করিল।

সাধ্বী পতির পাছে পাছে চলিল, কত ছত্র, কত পুণ্য-ক্ষেত্র অতিক্রম করিল। পতির সঙ্গ ছাড়িল না। পতির চরণ ধরিয়া কত সাধিল, কত মার্জ্জনা চাহিল, কিন্তু নির্দ্দয় পতির মন কিছুতেই টলিল না। এইরূপে পাঁচদিন কাটিয়া গেল। গভীর নিশিথে পেরলি যখন দেখিলেন, পথকষ্টে অবলা বালা গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, সেই সময় তিনি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে

অভাগিনীর আর দুঃখের সীমা রহিল না। তখন কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পিতার গৃহে ফিরিয়া যাইতেও আর ইচ্ছা হইল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদন এই দুইটী তাঁহার সম্বল। এই সম্বল লইয়া অভাগিনী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণের বড় দয়া হইল। ব্রাহ্মণ তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অভাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

ব্রাহ্মণ তাহাকে গৃহে আনিয়া রাখিলেন। তাহার সেবাশুশ্রূষায় গৃহস্থ সকলেই তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। এমন কি ব্রাহ্মণের অপরাপর কন্যাগণ সকলে তাহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিত। সেই সদাশয় ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তির এক অংশ সেই দুঃখিনী অবলাকে দিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখিনী সেই অর্থ দ্বারা একটী বৃহৎ ছত্র নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে প্রত্যহ অতিথি, তীর্থযাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসীর সেবার্থ ফল, মূল, দুগ্ধ, অন্ন প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেই ছত্রে এক দিন পেরলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছত্রাধিকারিণী প্রত্যেক সাধু সন্ন্যাসীর জীবনের ঘটনা ও সদুপদেশ শুনিত এবং তাঁহাদের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনীও বর্ণনা করিত।

যখন পেরলি আসিয়া ছত্রে উপস্থিত হন, তখন পরস্পরে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। কিন্তু যখন আপন পত্নীর মুখে তিনি তাহার দুঃখের ও তাহার ধর্ম্মচর্য্যার কথা শুনিলেন, তখন বাস্তবিক তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে উঠিয়াই কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। তাহা দেখিয়া ছত্রাধিকারিণী অতিশয় দুঃখিত হইল এবং তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কারণে আপনি কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে? আমার কি কর্ত্তব্যপালনে কোন ক্রটী হইয়াছে। বলুন, আমায় মার্জ্জনা করুন। আপনি যে ভাবে চলিয়া যাইতেছেন, আমার স্বামীও এই ভাবে আমায় ফেলিয়া গিয়াছেন।' জ্ঞানী পেরলি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; মনের আবেগে কহিলেন, 'হাঁ আমিই তোমার সেই স্বামী, তুমি আমার সেই প্রণয়িনী। তোমার ধর্ম্মশীলতায় বাস্তবিক আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার কথা যদি রক্ষা কর, তাহা হইলে আমি পুনরায় তোমায় গ্রহণ করিব।'

আজ বহুকাল পরে পতিকে পাইয়া সাধ্বী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিল, 'বলুন, আমি প্রাণ দিয়া আপনার কথা পালন করিব। আমি কি কখন আপনার কথা অবহেলা করিয়াছি?'

এত দিন পরে আবার উভয়ে মিলন হইল। এখন হইতে সতী আর পতীসঙ্গ ছাড়ে নাই। পতির সঙ্গে তীর্থপর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যথাকালে তাঁহাদের ৪টী কন্যা ও তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিল। পতির আদেশে সতী সেই সাত জনকেই শিশুকালে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই সাত জনের মধ্যে এক জনকে রাজা, এক জনকে ধোবা, এক জনকে কবি, এক জনকে পণ্ডিত, এক জনকে শুঁড়ী, এক জনকে ডোম, এক জনকে ব্রাহ্মণ এবং এক জনকে পরিয়া নামক অস্পৃশ্য জাতি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে কবি তিরুবল্লুবর পরিয়া জাতির হস্তে এবং তাঁহার ভগিনী আবিয়ার কবির যত্নে বর্দ্ধিত হন।

সাত জনই জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়া উঠিলেও তিরুবল্লুবর ও বিদুষী আবিয়ারের নামই তামিল-সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তামিলেরা তিরুবল্লুবরের "কুরল" গ্রন্থকে পঞ্চম বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কুরলের স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক কথা ও সদুপদেশ আছে, সেরূপ উচ্চ কথা কোন প্রাচীন তামিলগ্রন্থে দেখা যায় না। কেহ কেহ সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তিরুবল্লুবর বাইবেল পাঠ করিয়া তাহা হইতেই ঐ সকল ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে কবি ভগবদ্গীতার মর্ম্ম স্থানে স্থানে প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া কি দেশীয় কি পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন, তিরুবল্লুবর প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন, তিনি আপন বহুদর্শিতাগুণে যে সকল সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা কোন গ্রন্থের অনুকরণ নহে, তাহা দার্শনিকের হৃদয়ের মর্ম্মকথা—মানবের রীতিনীতির অভিজ্ঞতার নিদর্শন।

এই দার্শনিক কবির প্রকৃত নাম কি জানা যায় না। পরিয়া জাতির এক পুরোহিতশ্রেণীকে 'বল্লুব' বলে। বোধ হয় বল্লুব অর্থাৎ পুরোহিতগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিরুবল্লুবর নাম হইয়াছে।

তিরুবল্লুবরের ন্যায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধা ভগিনীর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। উবেই বা ঔবেয়ার শব্দের অর্থ মাতা বা পূজনীয়া রমণী। তাহা হইতেই চলিত কথায় লোকে আবিয়ার বলিয়া থাকে। আবিয়ারের রচিত 'আত্তি-শূড়ি', 'কোণ্ড্রেই-বেন্দন', 'মুদুরেই', 'নড়্কালি', এবং কল্বি 'ওলক্কম্' এই কয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। কাহারও মতে মুসলমান আগমনের পর কোন ব্যক্তি আবিয়ারের নাম দিয়া মুদুরেই নামক কবিতাপুস্তক রচনা করেন। আবিয়ারের রচিত একখানি কুরল পাওয়া

যায়। এখানি অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক। কোন কোন তামিল পণ্ডিত বলেন, আবিয়ারের নামে যে একখানি কুরল প্রচলিত আছে, সেখানি প্রকৃত পক্ষে বিদুষী আবিয়ারের রচনা নহে। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অভ্যুদয়ের পর ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে (১)।

তিরুবাঙ্কোড়, ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে ত্রিবন্দ্রম্ সহরের ২৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এই স্থানে মহাদেব-মন্দিরে, মোইলকোটু-অম্বলমে, কোল্লর অম্বলমে, নূতন গির্জ্জার নিকট উত্তরে একখানি প্রস্তরে ও পুরাতন রাস্তার নিকট কএকখানি প্রাচীন খোদিত লিপি আছে।

তিরুবালূর (তিরুবল্লূর) ১ তঞ্জোর জেলার অন্তর্গত নাগপট্টন রেলপথের ধারে অবস্থিত একটী সহর ও পুণ্যতীর্থ। এখানকার বিষ্ণুধাম বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১২৯৩৪।

২ চেঙ্গলপট্টু জেলায় আর একটী বিষ্ণুধাম আছে, তাহারও নাম তিরুবল্লূর। ইহা মান্দ্রাজ হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে হইবে। এখানকার লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক নয়। এখানে রেলষ্টেশন আছে। এখানকার বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য দূরদেশান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে। এখানে হৃত্তাপনাশিনী নামে একটী তীর্থ আছে। প্রবাদ এইরূপ, শালিহোত্রজ ঋষি বহুকাল এই হৃত্তাপনাশিনীর তটে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু দেখা দিলে, ঋষি বর চাহিলেন, 'যেন এই সরোবরে স্নান করিয়া মহাপাপীও হৃত্তাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।' বিষ্ণু তাঁহার মাথায় হাত দিয়া 'তাহাই হইবে' বলিয়া শপথ করেন, তদবধি এই তীর্থ হৃত্তাপনাশিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানকার অনন্তশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির একহাত শালিহোত্রজ ঋষির মাথায় ন্যস্ত রহিয়াছে দেখা যায়। একটী মন্দিরে কনকবল্লী দেবী বিরাজমান। প্রবাদ এইরূপ, ঐ মূর্ত্তি স্বর্ণসীতার অনুরূপ। এখানেও কএকখানি শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরোঅহ্ন্য (ত্রি) অহনি ভবং অহ্ন্যং ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। তিরোহিতো হ্ন্যঃ। পূর্ব্বদিনে অভিষুত যে সোম পরদিনে হুত হইলে তাহার এই সংজ্ঞা হয়। "তং পাত তিরোঅহ্ন্যং" (ঋক্ ১।৪৫।১০) 'তিরোঅহ্ন্যং এতন্নামকং পূর্ব্বস্মিন্নহ্ন্যভিষুতো যঃ সোমঃ উত্তরে হনি হূয়তে তস্যৈতন্নামধেয়ং।' (সায়ণ)

"তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি" (ঋক্ ১।৪৭।১) 'তিরোঅহ্ন্যং তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্ দিনে অভিষুতং তং সোমং।' (সায়ণ)

(১) Asiatic Researches, Vol. VII. p 345ff; Rev. Caldwell's Dravidian Grammar; The Cural of Tiruvalluvar by Rev. Drew; Indian Antiquary Vol. IX, p. 71ff.

তিরোজনং (অব্য) মনুষ্যের বাহিরে।

তিরোধা (স্ত্রী) তিরস্-ধা-ক্বিপ্। অন্তর্ধান।

তিরোধাতব্য (ত্রি) তিরস্-ধা-তব্য। আচ্ছাদনযোগ্য।

"তত্র স্থিতেন শিষ্যেণ কর্ণৌ হস্তাদিনা তিরোধাতব্যৌ" (মনু ২।২০০ কুলূক।)

তিরোধান (ক্লী) তিরস্-ধা-ভাবে ল্যুট্। অন্তর্ধান।

তিরোভবিতৃ (ত্রি) তিরস্ ভূ-তৃচ্। ১ তিরোভাব। ২ গুপ্তভাব।

তিরোভাব (পুং) তিরস্ ভূ-ভাবে ঘঞ্। ১ অন্তর্ধান, অদর্শন। ২ আচ্ছাদন। ৩ গুপ্তভাব।

তিরোভূত (ত্রি) তিরস্-ভূ-ক্ত। অন্তর্হিত, অদৃষ্ট।

তিরোবর্ষ (ত্রি) তিরঃ তিরোহিতঃ বর্ষাঃ যত্র। বৃষ্টি হইতে রক্ষিত।

"যত্র চাপশ্রুত স বৈ তিরোবর্ষাণি বর্ষতি।" (ভারত ৪।৫।২১)

তিরোহিত (ত্রি) তিরস্-ধা-ক্ত। ১ অন্তর্হিত, গুপ্ত। ২ আচ্ছাদিত। "ন চাসান্নং ন চ ন্যূনং ন দূরেন তিরোহিতং" (মনু ৮।২০৩)

তিরোহ্ন্য [তিরোঅহ্ন্য দেখ।]

তির্য্য (ত্রি) তিল-নির্ম্মিত।

তির্য্যক্ (অব্য) বক্র। পর্য্যায় সাচি, তিরস্। (অমর)।

"তির্য্যগূর্দ্ধং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্।" (রাম° ২।২৩।৪)

তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রভাবেন ক্ষিপ্তং। বক্রভাবে ক্ষিপ্ত।

তির্য্যক্তা (স্ত্রী) তির্য্যচ্-ভাবে তল্। বক্রত্ব।

তির্য্যক্ত্ব (ক্লী) তির্য্যচ্ ভাবে ত্ব। ১ বক্রত্ব। ২ পক্ষিপ্রভৃতির ভাব।

"দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥" (মনু ১২।৪০)

তির্য্যক্‌গতি (স্ত্রী) তিরশ্চী গতিঃ কর্ম্মধা। বক্রগতি, কুটিল গমন।

তির্য্যক্‌পাতিন্ (ত্রি) তির্য্যক্ পততি পত-ণিনি। ১ বক্র প্রসারিত। ২ কুটিল বৃত্তিযুক্ত। (শব্দার্থচি°)

তির্য্যক্‌প্রমাণ (ক্লীং) তির্য্যক্ প্রমাণং। কর্ম্মধা। বিস্তারপ্রমাণ।

তির্য্যক্‌প্রেক্ষণ (ত্রি) তির্য্যক্ প্রেক্ষণং যস্য বহুব্রী। বক্রদৃষ্টিকারী। "যস্থিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্য্যক্প্রেক্ষণঃ" (ভাগ° ৫।২৬।৩৬)। তির্য্যক্ প্রেক্ষণং কর্ম্মধা। ২ বক্রভাবে দেখা।

তির্য্যক্‌প্রেক্ষিন্ (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রং যথা তথা প্রেক্ষতে প্র-ঈক্ষ-ণিনি। বক্র দৃষ্টিকারী।

তির্য্যক্‌স্রোতস্ (পুং) তির্য্যক্ বক্রং স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যস্য বহুব্রী। পশু পক্ষী প্রভৃতি।

"তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্স্রোতাভ্যবর্ত্তত।
যস্মাৎ তির্য্যক্প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ১।৫।৮)

ভাগবতে ইহাদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—তির্য্যক্স্রোতাদিগের অর্থাৎ পশুপক্ষীদিগের সৃষ্টি অষ্টম। ঐ জাতীয় জীব ২৮ প্রকার। ইহারা জ্ঞানশূন্য এবং বহু তমোগুণবিশিষ্ট, এইজন্য আহারাদি মাত্র পরায়ণ। ইহাদের কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অভীষ্ট অর্থ পরিগ্রহ হয়, অন্তঃকরণে কোন জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ দীর্ঘ অনুসন্ধানশূন্য। ঐ অষ্টাবিংশতি-তির্য্যক্স্রোতা গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ এবং উষ্ট্র এই নয়প্রকার পশু দ্বিক্ষুর। গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গৌর (মৃগবিশেষ), শরভ এবং চমরী মৃগ এই সকল পশু একক্ষুর। কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং দ্বাদশবিধ জন্তু পঞ্চনখ এবং মকরাদি জন্তু, জলচর, কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লূক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি খচর, ইহারা তির্য্যক্স্রোতা অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতি। (ভাগ° ৩।১০।২১-২৫)

তির্য্যগ (পুং) তির্য্যগ্গ, কুটিলগামী পশুপক্ষ্যাদি।
"কর্ম্মভূমিকৃতং দেবা ভুঞ্জতে তির্য্যগাশ্চ যে।" (ভারত)

তির্য্যগন্তর (ক্লী) দ্রব্য দ্বয়ের মধ্যস্থানের পরিমাণ।

তির্য্যগয়ন (ক্লী) তিরশ্চাং অয়নং ৬তৎ। ১ পশু পক্ষীদিগের গতি। তির্য্যক্ অয়নং কর্ম্মধা। ২ বক্রগতি, কুটিল গতি।

তির্য্যগাগত (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রভাবেন আগতঃ। বক্রভাবে আসা।

তির্য্যগীক্ষ (ত্রি) তির্য্যক্ ঈক্ষ-অচ্। বক্রভাবে দেখা।

তির্য্যগীশ (পুং) কৃষ্ণের নামান্তর ভেদ। তিরশ্চাং ঈশঃ ৬তৎ। পক্ষিগণের অধিপতি।

তির্য্যগ্গ (ত্রি) তির্য্যক্ গচ্ছতি তির্য্যক্-গম-ড। কুটিলগামী।

তির্য্যগ্গত (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রভাবেন গতঃ। বক্রগামী।

তির্য্যগ্গতি (স্ত্রী) তিরশ্চী গতিঃ কর্ম্মধা। বক্রগতি, কুটিল গতি। (ত্রি) তির্য্যক্ গতিঃ যস্য। বক্রগমনশীল।

তির্য্যগ্গম (ক্লীং) তির্য্যক্ গমং গমনং। বক্রগমন।
"তির্য্যগ্গমেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা" (ভারত দ্রোণপ°)

তির্য্যগ্গমন (ক্লী) তির্য্যক্-গম-ল্যুট্। ১ বক্রগমন। (ত্রি) তির্য্যক্ গমনং যস্য। ২ বক্রগতিশীল বায়ু, বায়ুর গতি বক্র।
"তির্য্যগ্গমনবানেষঃ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।" (ভাবাপ°)

তির্য্যগ্জ (ত্রি) তির্য্যক্ জন-ড। ১ পক্ষী প্রভৃতি হইতে জাত। ২ পক্ষ্যাদি জাতি। "যস্মাদ্বীজপ্রভাবেন তির্য্যগ্জ ঋষয়োঽভবন্" (মনু ১০।৭২)

তির্য্যগ্জন (পুং) তির্য্যক্ জনঃ কর্ম্মধা। কুটিল লোক।
"যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্জনা অপি কিমুশ্রুত-ধারণা যে।" (ভাগ° ২।৭।৪৫)

তির্য্যগ্জাতি (স্ত্রী) তিরশ্চাং জাতিঃ ৬তৎ। পক্ষিজাতি।

তির্য্যগ্দিশ্ (স্ত্রী) তির্য্যক্ দিশ্-ক্বিপ্। উত্তরদিক্।

তির্য্যগ্ধার (পুং) তির্য্যক্ ধৃ-ঘঞ্। বক্রধার, যাহার পার্শ্ব বক্র।

তির্য্যগ্নাসা (স্ত্রী) তির্য্যক্ নাসা যস্য বহুব্রী। যাহার নাসিকা বক্র।

তির্য্যগ্যবোদর (ক্লী) যবের দানা। (Barley-corn.)

তির্য্যগ্যান (পুং) তির্য্যক্ যানং যস্য বহুব্রী। কুলীর, কাঁকড়া।

তির্য্যগ্যোন (পুং) শুকসারিকাদি পক্ষী জাতি।

তির্য্যগ্যোনি (স্ত্রী) ৬তৎ। পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতি।
"অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গীনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্যোনৌ চ জায়তে॥"
(মনু ৪।২০০)

গৃহী যদি ব্রহ্মচারীদিগের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্ত হয়। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ ও স্থাবর এই পাঁচভাগে তির্য্যগ্যোনি বিভক্ত।

তির্য্যগ্যোন্যন্বয় (পুং) তির্য্যক্ যোনীনাং অন্বয়ঃ ৬তৎ। পশুপক্ষ্যাদি জাতি।

তির্য্যগ্বিদ্ধ (ত্রি) তির্য্যক্ তির্য্যক্ভাবেন বিদ্ধঃ। সুশ্রুতোক্ত একপ্রকার শিরাবেধ। তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে শস্ত্রপাত হইলে যদি সমুদয় কাটিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তির্য্যক্বিদ্ধ হয়। এই তির্য্যগ্বেধ অতি দূষণীয়। (সুশ্রুত চিকি° ৮ অঃ) ২ বক্রভাবে বিদ্ধ।

তির্য্যঙ্নাস (পুং) যাহার নাসিকা বক্র।

তির্য্যচ্ (ত্রি) তিরো অঞ্চতি-তিরস্-অঞ্চ-ক্বিপ্, তিরসঃ তিরি আদেশঃ অঞ্চের্নলোপশ্চ। বিহঙ্গ প্রভৃতি।
"পাপানি চ নরঃ কৃত্বা তির্য্যগ্জায়েত ভারত।" (ভার° ১৩।১১১।১২৫)
মনুষ্য সকল পাপকর্ম্ম করিয়া তির্য্যক্ অর্থাৎ বিহঙ্গ প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
"ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥" (মনু ৫।৪০)
২ বক্রগামী।

তির্য্যঞ্চী (স্ত্রী) তির্য্যচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তিরশ্চী, পশুপক্ষীদিগের স্ত্রী।

তিল (পুং) তিলতি স্নিহ্যতি তৈলেন পর্ণোভবতি তিল-ক। স্বনামখ্যাত রবিশস্য বিশেষ (Sesamum Indicum)। পর্য্যায়—হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, স্নেহফল, ফলপূর।

'পঞ্চশস্য' মধ্যে ইহা গণ্য হইয়া থাকে। ইহা হইতে 'তৈল' জন্মে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইহারই তৈল প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহা 'তৈল' নামে পরিচিত হইয়াছে। পরে অন্যান্য তৈলকর বীজ (সর্ষপ, মসিনা, পোস্ত, বাদাম প্রভৃতি) হইতে নির্যাস আবিষ্কৃত হইলে তাহাও 'তৈল' নামেই অভিহিত হইয়া যায়। এখন 'তৈল' বলিলে অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে তিলের তৈল না বুঝাইয়া সর্ষপ তৈলই বুঝায়। দেশভেদে তিলের নাম যথা—

শস্য	তৈল	
তিল, তিয়, জিঙ্গ্লি	কৃষ্ণতৈল, বারিকতৈল, মিঠাতৈল, তিল-কা-তৈল	... হিন্দী।
তিল ...	তিলের তেল	... বাঙ্গালা।
রসি, খাসা, তিলি	„	... উড়িয়া।
তিরমিন ...		... সাঁওতাল।
তিল ...		... নেপাল।
তিল, তিলি ...		... মধ্যভারত।
তিল, তিলি, জিঞ্জিলি	মিঠা তেল	... উঃ পঃ প্রদেশ।
ভুস্রু, তিল ...		... কুমাউন।
তিল, তিলি, কুঞ্জড়		... পঞ্জাব।
তিল, কুঞ্জিত ...		... আফগানিস্থান।
তিল, থির ...		... সিন্ধু।
তিল, তল, বারিকতিল		... বোম্বাই।
তিল ...		... মহারাষ্ট্র, গুজরাট।
যেল্লুছেড়ি, মুব্বলু, এল্লু	নল-লেন্নি	... তামিল।
পোল্ল-মুব্বলু	মুব্বু, মুব্বলু, মাঞ্চমুনে	... তেলগু।
যল্লু	অচ্ছেলু, বোলেলু, এল্লু, বলেবয়ে	... কর্ণাটক।
কয়েল্লু, চিত্রাল্লু, এল্লু	শিটৎএলু, মিনিক-বিজন, নল্লেন্ন	... মলয়।
হ্নান ...	নাহ-সি	... ব্রহ্ম।
তল, তল-অস্ত	তুন্‌-পত্তল, তেল-তল	... সিংহল।
অল্ জুল-জুলান, সিমসিম্	ধোহ্ন-সিম্‌সিম্	... আরব।
রোঘেন শিরিন, রোঘেন, কুঞ্জড়	রোঘেন কুঞ্জড়	... পারস্য।
সেমসেম ...		... মিসর।
বেঞ্জাম ...		... সুমাত্রা।
সিসামাম ...	সিসেমি অয়েল	... ইংলণ্ড।
জুজিওলিন্, অল্‌জোঞ্জোলিন		... ফ্রান্স।
অল্ জোঞ্জোলি		... স্পেন।
জিজ্ঞিওলিনো জেরজেলিন		... ইটালী।
জের্‌জেলিম্		... পর্ত্তুগীজ।

তিল গ্রীষ্মমণ্ডলের শস্য। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই শস্যের আদিবাস আফ্রিকা ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। এপর্য্যন্ত ১২শ প্রকার তিল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফ্রিকায় দ্বাদশ প্রকার তিলের মধ্যে আট প্রকার বন্যভাবে জন্মে। তৈলকর বীজের চাষ আফ্রিকাতেও বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। গ্রীক, লাটিন ও আরবীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে সিসেম বা সিসেমাম শব্দ পাওয়া যায় (আরবীয় সিম্‌সিম)। থিওফ্রেষ্টাস্ ও দিওস্‌কোরিদিস্ লিখিয়াছেন, 'মিশরে সিসেম নামক তৈলকর বীজের চাষ হয়।' প্লিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে উহা ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। আরবীয় "সেমসেম" বা "সিমসিম" শব্দ হইতেই গ্রীক 'সিসেম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, তিল ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত। য়ুরোপ যখন আফ্রিকার বিবরণ মোটে জানিতে পারে নাই বা আফ্রিকায় যখন আরবীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই, তখন হইতে ভারতে তিল ব্যবহার প্রচলিত। পৃথিবীর প্রাচীনগ্রন্থ বেদে ইহার উল্লেখ দেখা যায় (অথর্ব্ব-বেদ ২।৮।৩,৬।১৪০।১; শুক্লযজুর্ব্বেদ ১৮।১২ ও শতপথব্রাহ্মণে ৯।১।১।৩।) এতদ্ভিন্ন হিন্দুর শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি কার্য্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে তিলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষায় এই শস্যের যতগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতে তিল এই নাম একপ্রকার অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে। অপর কোন

শস্তের নামের এরূপ সমতা ভারতবর্ষে নাই। জিঞ্জলি, জিঞ্জলি প্রভৃতি চলিত নামগুলি যদিও আরবীয় (জুল্ জুলান্) শব্দে রূপান্তর, তথাপি তাহাই যে আদিম নাম তাহা বলা যায় না। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তিলের জাতিভেদে গুণভেদ ইত্যাদি লিখিত আছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের শস্ত বলিয়া মধ্য-ভারতের কোন স্থানে বন্যতিল যদিও দেখা যায় নাই, তবুও হিমালয় আফগানিস্থান, পারস্ত, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে ইহার চাষ দেখিয়া বুঝা যায় যে যদি ইহা ভারতের আদি শস্ত না হয়, তবে ইহা যে আর্য্যগণ দ্বারা এদেশে প্রথম আনীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার আর্য্য নাম তিল ও ইরাণীয় নাম 'সেমসেম' দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, অতি পূর্ব্বে ইহা এমন এক স্থানে জন্মিত, যেখান হইতে ইহা সমভাবে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে চাষ হইতে হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা তদনুসারে বলেন যে, ইউফ্রেটীশ নদীতীর হইতে উত্তরভারত পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার কোন স্থানে ইহার আদিবাস ছিল। সেই স্থান হইতে আর্য্যজাতি হইতে প্রথমে ভারতে, পরে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতে প্রচারের পূর্ব্বে তিল আরব বা য়ুরোপে যায় নাই, ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রমাণে বিশ্বাস করা যায়। সম্প্রতি গবর্মেণ্ট হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বিবরণসংগ্রহ করিবার জন্ম যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহার অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পরেশনাথ পাহাড়ের ১৫০০ ফিট্ হইতে ৩৫০০ ফিট্ উর্দ্ধে এবং হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমাংশে এই জাতীয় শস্তের বন্যাবস্থার গাছ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের আকৃতিগত অনেকটা প্রভেদ আছে। চাষের তিলের ফুল শাদা ও বন্য তিলের ফুল কাল। পাতা, ডাঁটা, মূল ইত্যাদিরও অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

প্লিনি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থে জানা যায় যে, তিলের তৈল গুজরাট ও সিন্ধুদেশ হইতে লোহিতসাগর দিয়া য়ুরোপে রওনা হইত।

আইন-ই-আকবরীতে শ্বেততিল ও কৃষ্ণতিলের বিবরণ আছে। আশু (আউশ বা শারদ) শস্তের মধ্যে ইহা গৃহীত হইয়াছে। আগ্রা, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, মূলতান, মালব প্রভৃতি সুবায় ইহার চাষ হইত।

বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইহার কারবার বাড়িয়া গিয়াছে, বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।

চাষ। ভারতে গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহার চাষ হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ প্রদেশে ইহা শীতকালের শস্ত, অন্যত্র ইহা শারদ শস্ত এবং শীতপ্রদেশে ইহা গ্রীষ্মকালের শস্ত। পঞ্জাব-প্রদেশে বর্ষাকালে ইহার চাষ হয়। মধ্যভারতে ও মান্দ্রাজে বসন্তে ও শরতে দুইবার ফসল হয়। মধ্যভারত ও উত্তরভারতের বালুকাময় ভূমিতে ইহার যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টি দেখা যায়, ব্রহ্ম, আসাম ও বাঙ্গালার সজল জমীতে সেরূপ হয় না। তিল সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণী ঠিক জাতিগত বিভাগ কি চাষের অবস্থাগত বিভাগ তাহা বলা যায় না। বর্ণ ধরিয়া তিলের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও ধূসর। ভারতের কোথাও ইহার গাছ মরকুটে রকম হয়, এত ক্ষুদ্র হয় যে ১৮ ইঞ্চির অধিক দেখা যায় না, কোথাও ৩।৪ ফিট্ দীর্ঘ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ফুল শাদা, পাতা বড়, পাতার খোঁচগুলি অসমান, কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল পাটল বা রক্তবর্ণ, পাতা লম্বা, সরু এবং খোঁচহীন হয়। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় ভারতে তিল ধান্তের সহিত প্রায় এক সময়েই চাষ আরম্ভ হইয়াছে। [ধান্ত দেখ।] কোন কোন তিল পাকিতে তিন মাস, কোন কোন তিল পাকিতে ৮।১০ মাস বিলম্ব হয়। ইহার প্রাচীনত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে বিশ্বাস হয় যে তৈলকর বীজ যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে তিলই প্রথমে মনুষ্যের ব্যবহারে আসে ও ইহার তৈলই জগতের প্রথম তৈল।

পূর্ব্বভারতের তিল গাছ একটু স্বতন্ত্ররূপে জন্মে। শাদা তিলের পাতা কৃষ্ণ তিলের পাতা অপেক্ষা চওড়া হয়, ফুলের বর্ণ মলিন হয়, পাতার রং গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ হয়। শাদা তিলের আস্বাদ মিষ্ট, দানা মোটা ও বড় হয়।

বাঙ্গালা দেশে তিলের চাষ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যেরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঢাকা। লক্ষীনদীর তীরে ইহার চাষ খুব বেশী হয়। ধান্তের সহিত একত্রই ইহার চাষ হয়। ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সময় প্রথমতঃ পূর্ব্ব বৎসরের ধান্তের জমীতে গোড়াগুলি তুলিয়া রাশীকৃত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, তাহার পর লাঙ্গল দেয়। জমী যদি বেশী শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে লাঙ্গল দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মই দিয়া থাকে। সরস থাকিলে মই দিবার আবশুক করে না। প্রথম চাষের পর ১৫ দিনের মধ্যে আর একবার আড়ভাবে লাঙ্গল দিতে হয়। মাঘেই পাট করিয়া রাখে। তার পর আর ৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া প্রতি বিঘায় /১৷৷০ দেড় সের তিল ও ।০ দশ সের আমন ধান্ত একত্র মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া যায়। ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ৪।৫ ইঞ্চি চারা গজাইলে একবার

কোদালি দিয়া কোদ্‌লাইয়া দিয়া থাকে। চারা বড় ঘন হইলে এই সময় কতকগুলা উঠাইয়া ফেলে। কোদ্‌লাইবার ৮।১০ দিন পরে নিড়াইতে হয়, তৎপরে আবার পোনর দিন পরে আর একবার নিড়াইলেই ক্ষেত্রের কাজ হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল পাকিলে কাটিয়া লয় ও দিন কয়েক এক স্থানে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহার পর ঠেঙ্গা মারিয়া শস্য ঝাড়িয়া লয়। প্রতি বিঘায় ২।৩ মণ জন্মে। ঢাকার কোথাও কোথাও আশু (আউশ) আমন ও তিল একত্র এক জমীতে বুনিয়া থাকে। চৈত্রের শেষে একটা বৃষ্টি হইয়া গেলে পূর্ব্ব-মতে প্রস্তুত জমীতে প্রতি বিঘায় ।১।০ সের তিল ।০ সের আউশ ও ।৬ সের আমন একত্র মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া যায়। অঙ্কুর গজাইলে একবার আল্‌গা মই দেয়, তারপর জালি টানিয়া ১০।১২ দিন অন্তর ২।৩ বার নিড়াইয়া দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল কাটে। এই প্রথায় নাকি ফসল ভাল হয়।

মেদিনীপুর। কৃষ্ণ তিল ও শাঁকী (শঙ্খের ন্যায় শ্বেত) তিল, জঙ্গলী জমীতে আষাঢ় শ্রাবণে বপন করে ও অগ্রহায়ণ পৌষমাসে কাটে। খশলা তিল ইক্ষুক্ষেত্রে চৈত্র বৈশাখে বপন করে ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কাটে। ভাদু (ভাদ্রীয়) তিল জঙ্গলী জমীতে আষাঢ় শ্রাবণে বুনে ও ভাদ্রে কাটে।

হুগলী। কৃষ্ণতিল আষাঢ় শ্রাবণে বুনে ও ভাদ্র আশ্বিনে কাটে। কাঠতিল পৌষ মাঘে বুনে ও আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। খেঁসারির ন্যায় এই জেলায় তিলও ধানের জমীতে দ্বিতীয় ফসল রূপে বুনিয়া থাকে। বেশী জলে ধান বুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলেই এইরূপ করিয়া থাকে।

ফরিদপুর। এখানে উচ্চ জমীতে মাঘ ফাল্গুনে কালতিল বুনে ও আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। আর নিম্ন জমীতে শ্রাবণ ভাদ্রে শাদাতিল বুনে ও অগ্রহায়ণ পৌষে কাটে। এখানে তিল ও তিলের তৈল দুই তৈয়ারী হয়।

রঙ্গপুর। এখানে শ্রাবণ ভাদ্রে কৃষ্ণতিল বুনে, অগ্রহায়ণ পৌষে কাটে। উচ্চ শুষ্ক জমীতেই ফসল ভাল হয়। প্রায়ই ঠিকরি কলাইয়ের সঙ্গে একত্র বুনিয়া থাকে। জমীতে চারবার চাষ ও দুবার জালি টানিয়া দিতে হয়। ভাল ফসল হইলে প্রতি বিঘায় ১৷০ কি ২/ মণ জন্মে। সর্ষপের সহিত সমান দরে বিক্রীত হয়। রক্ত বা আশু (আউশ) তিল অল্পই বুনে; পৌষ মাঘে বুনে ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কাটে। ইহার দর সর্ষপের অপেক্ষা কম।

রাজশাহী। ধানের জমীতে চৈত্র বৈশাখে বুনে, আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। কৃষ্ণতিল বৈশাখে বুনে, অগ্রহায়ণে কাটে। এ জেলায় তিলের চাষ খুব কম।

বগুড়া। এখানে তিন প্রকার তিলই জন্মে। কৃষ্ণতিলই ভাল। বর্ষার শেষে বুনে ও হিমের আরম্ভে কাটে।

লোহার্ডাগা। তিল বা তিম্‌লি ভাদ্র আশ্বিনে উচ্চ জমীতে বুনে ও চৈত্র বৈশাখে কাটে। পালামৌ উপবিভাগের ইহা একটী প্রধান শস্য, দক্ষিণাংশে প্রচুর জন্মে। এখানে ইহার জন্য ক্ষেত্রে বেশী পাট আবশ্যক করে না। এদেশে প্রতি বিঘায় ১৷০ মণ জন্মে ও ১৸০ হইতে ২৲ টাকায় মণ বিক্রীত হয়।

আসাম। আসামে তিলের চাষ হয় এবং বাঙ্গালা দেশে রপ্তানী হয়। চাষ বাঙ্গালারই মত।

ব্রহ্ম। তিলের চাষ খুব কম। মান্দ্রাজ হইতে এখানে তিল আমদানী হয়। তিল দেশে না জন্মিলেও ব্রহ্মবাসীরা তিলের ব্যবহার বেশী করে।

বরার। এখানে ২৮৩৫৪৮ বিঘা জমীতে তিলের চাষ হয়; বিঘায় ১।০ এক মণ দশ সের হিসাবে জন্মে। নিজামের রাজ্যের ও বরার প্রদেশের তিলই অধিক পরিমাণে বোম্বাই দিয়া য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

মধ্যভারত। নাগপুর, নর্ম্মদা প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ বেশী হয়। এখানকার তিলও বোম্বাই দিয়া রপ্তানী হয়। এখানে শারদ ও বাসন্তী দুই ফসলেই তিল হয়। শরতের তিলকে মুঘেই তিল ও বসন্তের তিলকে হাওড়ি তিল বলে। গরীব কৃষকেই নূতন জমীতে ইহার চাষ করে। ইহার চাষে বেশী পরিশ্রম বা ব্যয় হয় না। জমীর জঙ্গল সাফ করিয়া অল্প লাঙ্গল দিয়াই ইহা বুনিয়া দেয়। এক মুঠা তিলে তিন বিঘা জমী বুনা হয়। একবার নিড়াইতে হয়। ভাল না পাকিলে ছাগ, মেষ, গবাদিতে ইহা নষ্ট করে না। পাকিলে তাড়াতাড়ি কাটিয়া তুলিতে হয়। অতি বিশ্রী কুব্‌বা জমীতেও প্রতি বিঘায় ২৷০, ৩/ মণ শস্য জন্মে ও ২৷০, ৩৲ টাকায় বিক্রীত হয়। বিঘাকরা খরচা টাকাটাক বাদ যায়। তিল কাটিয়া সেই জমীতে বাজরা বা জোয়ার বুনিলে তাহাতেই খরচা উঠিয়া সমস্ত লাভে দাঁড়ায়। অতি মন্দ, ঘানিতেও এখানে ।৯ তিলে ।৩ সের তৈল ও ।৬ সের খোল হয়। ঘানি খরচা ।৶১০ আনা বা ।৶০ লাগে। এখানকার ঘানিতে তৈল বাহির হইবার স্বতন্ত্র পথ নাই, তৈল ও খোল একত্র ঘানির কুঁড়াব্ উপর উঠে। জল দিয়া খোল ও তৈল পৃথক্ করিয়া লইতে হয় বলিয়া, এখানকার তৈল খারাপ।

পঞ্জাব। প্রায় সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর তিল জন্মে। করাচী বন্দর দিয়াই ইহার অধিকাংশ রপ্তানী হয়। রাবলপিণ্ডির পার্ব্বত্য জমীতে ইহা প্রচুর জন্মে। এদেশে

তিল প্রায় অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রের কিনারায় বুনিয়া থাকে। কৃষ্ণতিলই বেশী জন্মে। এখানে আবার গরম জলের আছড়া দিয়া কৃষ্ণতিলের খোসা উঠাইয়া বিক্রয় করে। বাঙ্গালায় ইহা ঘসাতিল নামে খ্যাত। এখানে /৫ সের তিলে /২ সের তৈল জন্মে।

ঝঙ্গ। সরস হাল্কা মাটিতে তিল হয়। এদেশে পাত্‌লা মৃত্তিকাস্তরাচ্ছাদিত বালুকার উপর তিল ভাল জন্মে। জৈায়ার, মাষ, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্র ইহা বুনিয়া থাকে। একটা কি দুইটা চাষ দিয়া জমী তৈয়ার করে। তিল ও বালি মিশাইয়া শ্রাবণ ভাদ্রে বুনিয়া থাকে। প্রতি বিঘায় বালিতে তিলেতে /৩া০ সের লাগে। উত্তরে বাতাস লাগিলে ফুল ঝরিয়া যায়।

মণ্টগোমারি। জোয়ার, মুথা, মুগ প্রভৃতির সহিত তিল বুনে। বর্ষাকালেই ইহার চাষ হয়। জলসেচনের সুবিধা থাকিলে অন্য সময়েও হয়। বৃষ্টির পর লাঙ্গল দিয়া অন্য শস্য বা মাটি মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া দেয়, তারপর আর একবার লাঙ্গল দেয়; কখন কখন লাঙ্গল-খাতের মধ্যে ছড়াইয়া দেয় মাত্র। প্রতি বিঘায় /d০ পোয়া বীজ লাগে। তিল ঘন জন্মিতে দেয় না। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, যব পাতলা করিয়া বুনিলে, তিল ঘন করিয়া বুনিলে, মহিষের এঁড়ে বাছুর হইলে ও বধূর কন্যা হইলে যে কষ্ট হয়, তাহার আর কথা নাই। এখানে কেবল কৃষ্ণতিল জন্মে। এদেশে বেশী বিদ্যুৎ হানিলে তিলের ক্ষতি হয়। তিল কাটিয়া আনিয়া গাছের মাথাগুলি একদিকে করিয়া গোল করিয়া সমস্ত কাঁড়ি সাজাইয়া রাখে। ইহার উপর খুব ভার চাপাইয়া দেয়। ইহাতে তিলের শুঁটিগুলি নরম হইয়া যায়, শেষে খড়ের দড়িতে প্রত্যেক গাছা সারি দিয়া গাঁথিয়া রৌদ্রে নিম্নমুখ করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। নিম্নে কাপড় পাতিয়া রাখে। রৌদ্রে শুঁটী ফাটিয়া কাপড়ে তিল ঝরিয়া পড়ে। এদেশে ।৫ সের তিলে /৬ সের তৈল হয়। তিলগাছে জ্বালানি কাষ্ঠ হয়।

কর্ণাল। এখানে তিলের শ্রেণীভেদ নাই। নূতন কঠিন জমীতে এ অঞ্চলে তিল ভাল হয়। নর্দ্দকের নিকট সেই জন্য তিলের চাষ কিছু বেশী হয়। জোয়ার শস্যের সহিত মিশাইয়া তিল বুনা হয়। জোয়ারের চাষ যেরূপ তিলের চাষও সেইরূপ। তিল কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। শুকাইলে শুঁটী ফাটিয়া লয়। তিলের গাছগুলিকে ডাঁস্‌ড়া বলে, ইহা ফেলিয়া দেয়। তিলসংগ্রহকারী কলুকে /৫ সের তিল দিয়া /২ সের তৈল লইয়া থাকে। রন্ধনে ও প্রদীপে এই তৈল ব্যবহৃত হয়। এদেশে তিলের গাছে বড় শুঁয়া পোকা লাগে এবং একবার শুকা ধরিলে আর বাঁচাইতে পারা যায় না।

উঃ পঃ প্রদেশ। এদেশে শ্বেত ও কৃষ্ণতিল জন্মে। কাল তিলকে 'তিল' ও শ্বেততিলকে 'তিলি' বলে। তিলি অপেক্ষা তিল পাকিতে বিলম্ব হয়। তিল জোয়ারের সহিত আর তিলি কার্পাসের সহিত মিশাইয়া বুনিলে ফসল খুব ভাল হয়। তিলের তৈল অপেক্ষা তিলির তৈল রন্ধনকার্য্যে ভাল হয়। হিমালয়ের নিম্নে দেহ্‌রা, পিলিভিত, বস্তি, গোরখপুর প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ মধ্যবিধ রকম হয়, কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে ইহার চাষ বেশ চলিত। আলাহাবাদেও তিল যথেষ্ট জন্মে। এদেশে ইহা খারিফ শস্য। মৌসুমের মুখে ইহার বপন ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ছেদন করে। হাল্কা জমীতে ইহা ভাল জন্মে। বুন্দেলখণ্ডে হাল্কা পীতবর্ণের জমী (রঙ্কর) ইহার বিশেষ উপযোগী। তিল উঠিয়া গেলে সে জমীতে নিকৃষ্ট কোদধান বা কুট্‌কী ছাড়া আর কিছু জন্মে না। তিনবার ঘন চাষ দিয়া কার্পাস জোয়ার প্রভৃতির সহিত ছড়াইয়া বুনিয়া যায়। কৃষকের ইচ্ছামত পরিমাণ মিশাইয়া লয়। খালি তিল বুনিলে প্রতি বিঘায় /২॥০ সের তিল লাগে। তিল পাকিলে আঁটি বাঁধিয়া আনিয়া ডগাগুলি ঊর্দ্ধে রাখিয়া শুকাইতে দেয়। শুঁটী ফাটিয়া তিল ঝরিতে আরম্ভ হইলে আছড়াইয়া পাছড়াইয়া তিল বাছিয়া লয়। গাছগুলিকে তিলসোঁটা বলে, তাহাতে জ্বালানি কাষ্ঠ হয়। অসময়ে বৃষ্টি হইলে ও ফুলের সময় বৃষ্টিতে ইহার বড় ক্ষতি হয়। আশ্বিনের বৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুই ফসল হয় না। জোয়ার বা কার্পাসের সঙ্গে জন্মিলে প্রতিবিঘায় আধ মণ ত্রিশ সের হয়, কিন্তু খালি তিলের ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১।/ মণ হইতে ২/ পর্য্যন্ত জন্মে।

সিন্ধুপ্রদেশ। তিল এখানকার এক প্রধান শস্য। সকল জেলাতেই ইহার চাষ হয়। মহম্মদখাঁ জেলার জমী এই শস্যের অত্যন্ত উপযোগী। এই জেলায় প্রতি আঠার দিনে তিলক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। সাড়ে চারিমাসে তিল পাকে, প্রতি বিঘায় ২॥/ মণ উৎপন্ন হয়। নৌশহরো জেলায় আষাঢ় মাসে সরস উৎকৃষ্ট জমীতে তিল বপন করে। প্রতি ক্ষেত্রে ৭।৮ বার জল সেচন করিতে হয়। ৫ মাসে পাকে। প্রতি বিঘায় ত্রিশ সের তিল জন্মে।

বোম্বাই প্রদেশে গুজরাট, খান্দেশ, পুণা, নাসিক, কর্ণাটক, কোঙ্কণ, রত্নগিরি প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ হয়। কাণাড়ায় বেশী বর্ষার জন্য তিল মোটেই জন্মে না। এ সকল

স্থানে শ্বেত ও কৃষ্ণতিলই জন্মে। ধূসরতিল একমাত্র গুজরাটে জন্মে। সেখানে বাজরার সহিত তিল একত্র বুনিয়া থাকে। কাঠিবাড় প্রদেশে আষাঢ়ী (শ্বেত) কালাকাটওয়া (কৃষ্ণ) ও পুরবিয়া (রক্ত) এই তিন প্রকার তিল জন্মে। শ্বেততিলের তৈল অন্য তিলের তৈল অপেক্ষা সুস্বাদু ও অধিক তৈলদ। সেখানে পুরবিয়া তিলই অধিক জন্মে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে গোদাবরী জেলায় তিল কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া রৌদ্রে তালপাতা চাপা দিয়া আট দিন ঢাকিয়া রাখে। তাহার পর আঁটি ধরিয়া নাড়িয়া ঝাড়িয়া লইলে বার আনা আন্দাজ তিল ঝরিয়া যায়। বাকি অংশ আর দুই তিন দিন শুকাইলেই ঝাড়িয়া লয়। কোএম্বাতোর জেলায় কি জলা, কি শুষ্ক, কি বাগানের জমী সকল স্থানেই তিল জন্মে। এদেশে 'কার' ও 'টাট্টু' এই দ্বিবিধ তিল জন্মে। প্রথম প্রকার তিলই উৎকৃষ্ট ও গ্রীষ্মকালে জন্মে। উত্তর আর্কাড় জেলায় বড় ও ছোট ভেদে তিল দুই প্রকার। এখানে ঠেঙ্গাইয়া তিল ঝাড়িয়া লয়। এদেশে ১৪ সের তিলে ১১ সের তৈল হয়। তিলতৈল এদেশে সকল প্রকার তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এদেশে ইহাই রন্ধনের তৈল। এই তৈলই সকলে মাখিয়া থাকে। এখান হইতে অধিকাংশ তিলই য়ুরোপে চালান হয়।

মহিসুরে 'বোল-এল্লু' 'কার এল্লু' ও 'গুর-এল্লু' এই ত্রিবিধ তিল জন্মে। এখানে তিলের গাছ পোড়াইয়া ছাই করিয়া সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

তিলের ব্যবসা। তিলের ব্যবসা অতি বিস্তৃত। বাঙ্গালায় ও আসামে যাহা জন্মে, তাহার কতকাংশ বঙ্গদেশেই খরচ হয় এবং অধিকাংশ মান্দ্রাজে রপ্তানী হয়। মান্দ্রাজে যাহা জন্মে ও বাঙ্গালা হইতে যাহা আমদানী হয়, তাহার ৮৴০ আনা অংশ ব্রহ্মে রপ্তানী হইয়া থাকে। এজন্য মান্দ্রাজে তিলের ব্যবসা বহুবিস্তৃত। অযোধ্যা ও উ: প: প্রদেশ হইতে যাহা জন্মে, তাহার কিছু বোম্বাইয়ে ও কিছু বাঙ্গালায় চালান হয়, অবশিষ্টাংশ তত্তদ্দেশেই খরচ হয়। মধ্যভারতের সমস্ত তিল বোম্বাইয়ে চালান হয়। বোম্বাইয়ে যাহা জন্মে ও যাহা আসে, তাহার মধ্যে দেশে যথেষ্ট খরচ হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা য়ুরোপে চালান হয়। সিন্ধু প্রদেশেরও অধিকাংশ য়ুরোপে রপ্তানী হয়। য়ুরোপে এই তিল হইতে সুইট অয়েল, অলিভ অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আবার এদেশে আসে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও কাশ্মীর প্রদেশ হইতে তিল ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে।

তিলের খোল গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে ও নিম্ন বাঙ্গালার গরীবেরা ময়দার সহিত মিশাইয়া ইহাতে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে। পশ্চিমে ইহার দর আছে।

তিলের ভেষজগুণ। তিল অর্শরোগের মহৌষধ। রক্তস্রাবী অর্শে তিল জল দিয়া বাটিয়া মাখন মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অতি উপকার দর্শে। তিললাড়ু, তিলকুটা, তিলবড়া প্রভৃতি তিলের খাদ্য অর্শরোগীর পথ্য। তিল ও তিলতৈল আমাশয় এবং মূত্ররোগাধিকারে অতি উপকারী। ইহা স্নিগ্ধকারক। রজঃরোধ-রোগে গরম জলে তিলচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে রোগীকে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া রাখিলে উপকার হয়। তিলসিদ্ধ জলে চিনি মিশাইয়া খাইলে কাশি নরম পড়ে। তিল ও তিসি-সিদ্ধজলে কামোদ্দীপন হয়, বন্ধ্যাদোষও নষ্ট হইতে পারে। অগ্নিদগ্ধ স্থানে তিল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। তিলফুলে পতিত শিশিরবিন্দু মীরঠে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া গণ্য। মৃদু বিসূচিকা, আমাশয়, দম্‌কা ভেদ, পীনস, শ্বেতপ্রদর ও মূত্রনালীর রোগসমূহে ইহার পাতা ভিজাইয়া সেই জলপানে উপকার হয়। দুটী টাটকা পূর্ণ পুষ্ট পাতায় দেড়পোয়া আন্দাজ জল দিয়া কিছুক্ষণ নাড়িলেই জল চটচটে হইয়া পড়িলেই পানীয় প্রস্তুত হয়। শুষ্কপত্রে গরম জল দিতে হয়। ভারতে তিলের পাতা ক্ষুদ্র হয়, সুতরাং বেশী সংখ্যা আবশ্যক। ডাক্তার এভার্স বলেন (মার্চ্চ ১৮৭৫), 'আমি তিলপাতা ভিজাইয়া তাহার আঠাবৎ পানীয় যতগুলি আমাশয় রোগে ব্যবহার করিয়াছি সকলগুলিই আরোগ্য হইয়াছে।' গর্ভিণীর পক্ষে তিল অপথ্য। ইহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে। তিলপাতা-ভিজান জলে চুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ভাজাতিলে অন্ত্রের শিথিলতা সম্পাদন করে।

কলে চিনি প্রস্তুতের সময় চিনির ময়লা দূর করিবার জন্য তিল ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—তিল চারিপ্রকার কৃষ্ণ, শুক্ল, রক্তবর্ণ ও আর একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিল আছে, তাহাকে বন্য তিল কহা যায়। তিলের গুণ—কটু, তিক্ত, মধুর, কষায় রস, গুরু, কটু, মধুর, বিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, বলকারক, কেশের হিতসম্পাদক, শীতলস্পর্শ, চর্ম্মের হিতকর, স্তন্যবর্দ্ধক, ব্রণের হিতকর ও দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, ঈষৎ মূত্রকারক, মলরোধক, বায়ুনাশক এবং অগ্নি ও বুদ্ধিপ্রদায়ক। এই চারিপ্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। শুক্ল তিল মধ্যম, অপর রক্তবর্ণাদি তিল সমস্তই হীনগুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্রকাশ)

জঙ্গলজাত তিলকে উপতিল কহে। ইহার তৈলের গুণ—

অলঙ্কর, কেশের হিতকর, কষায়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর; তিক্ত, বলকারক, কফ, বাত, ব্রণ ও কণ্ডুনাশক, কান্তিপ্রদ, বস্তি, অভ্যঙ্গপান, নস্য, কর্ণ ও অক্ষিপূরণে হিতকর। (রাজনি°)

তিলতৈল। সর্ষপের ন্যায় ঘানিতে তিল ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করে। তিলতৈল স্বচ্ছ, পরিষ্কার, তরল; ইহার বর্ণ মলিন পীতাভ রক্ত। ইহার গন্ধ নাই, পুরাতন হইলে গাঢ় হয় না বা শুষো গন্ধ হয় না। ভারতে তিলতৈল রন্ধনে, গাত্র মর্দ্দনে ও দীপে ব্যবহৃত হয়। দেশী সাবানও তিলতৈলে প্রস্তুত হয়। য়ুরোপে দীপে ও সাবানে লাগে। বাদামের তৈলে ও ঘৃতে তিলতৈল মিশাইয়া থাকে। ভারতে যে সকল য়ুরোপীয় 'অলিভ অয়েল' আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশ খাঁটী তিলের তৈল মাত্র। চীনের বাদাম, তিল ও কুসুমফুল একত্র পিষিয়া একপ্রকার তৈল হয়, ইহাকে গোরাতেল বলে। যাবতীয় ফুলেল তৈল তিলের তৈলে প্রস্তুত হয়। তিনগুণ ফুল ও তিনগুণ তৈলে ভিজাইয়া বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রৌদ্রে দিলে অতি সুন্দর ফুলেল-তৈল হয়, অথবা এক স্তর ফুল সাজাইয়া তাহার উপর তিল দিয়া দ্বিগুণ ফুল সাজাইয়া আবার তিল দিয়া ফুল চাপা দিয়া তাহার উপর রাখিতে হয়। এইরূপে তিলে ফুলের গন্ধ সংক্রমিত হয়, তখন সেই তিল ভাঙ্গিয়া তৈল গ্রহণ করিলে সে তৈল অতি সুগন্ধযুক্ত হয়। ব্যবসায়ীরা আতরে তিলতৈল মিশাইয়া আতরের দরের কমি বেশী করিয়া থাকে।

তিলতৈলের ভৈষজ্য গুণ। সকল প্রকার ঘায়ে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুইট অয়েল বা অলিভ অয়েল যেরূপে ব্যবহারে লাগে, ইহাও সেইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেহরোগে তিলতৈল মহা উপকারী। সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার লোম বা কণ্টকবৎ রোগ জন্মে। ডাক্তারেরা সন্না দিয়া এগুলি তুলিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিলতৈল মর্দ্দনে উহা নরম হইয়া ঝরিয়া যায় এবং প্রত্যেক কণ্টকের গোড়া একটী করিয়া জলপোরা ফুস্কুড়ি হইয়া ফাটিয়া যায় ও ঐ তৈল মর্দ্দনেই সারিয়া যায়। তিলের খোসা তুলিয়া তৈল বাহির করিলে তৈল অতি উৎকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণতিল প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তৈল প্রতিগ্রহ করিলে পাতিত্য জন্মে।

"ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ বৃত্ত্যর্থং সাধুতস্তথা।
অব্যয়মপি মাতঙ্গতিললোহাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (ব্রহ্মপু°)

তিলদানেও অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চার হয়।

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে উঠিয়া তিলদান করেন, তিনি সকল প্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন। প্রেতোদ্দেশে তিলদান করিতে হয়। যাহারা প্রেতোদ্দেশে হেমগর্ভ তিলদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণ তিলসংখ্যক বর্ষ স্বর্গলোকে বাস করে। হেমগর্ভ-তিলদান আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিন করিতে হয়।

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন ও আদ্যশ্রাদ্ধের দিন প্রথমে তিলদান করিয়া পরে অন্য দানাদি করিতে হয়। এই তিলদান যে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে, তিনি পতিত হন, এই জন্য এই দান মহাব্রাহ্মণ (অগ্রদানী) সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। [শ্রাদ্ধ দেখ।]

তিলদ্বারা পিতৃদিগকে তর্পণ করিতে হয়, কিন্তু সকল দিন তিলতর্পণ নিষিদ্ধ। গঙ্গাদি তীর্থে ও প্রেতপক্ষে (প্রতিপদ্ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত) তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। [তর্পণ দেখ।]

"তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

জন্মতিথি দিনে তিলদ্বারা স্নান, তিলভক্ষণ, তিলহোম, তিলপ্রদান, তিল বপন ও তিলোদ্বর্ত্তন করিলে চিরায়ু হয় এবং তাহার সকল প্রকার বিপদ্ বিনষ্ট হয়।

রাত্রিকালে তিল ভক্ষণ করিতে নাই এবং তিলমিশ্রিত দ্রব্যও ভক্ষণ করিতে নিষেধ আছে। সপ্তমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয় তিথিতে তিলতৈলে স্নান করিবে না। ২ তিলকালক, দেহস্থিত তিলাকার চিহ্ন বিশেষ, ইহা তিল নামে খ্যাত।

"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥" (কালিদাস)

৩ তিলতুল্য স্বল্প প্রমাণ।

"তিলং তিলং তং কৃত্বা চ চিক্ষিপুর্দিক্ষু সর্ব্বতঃ।
নগরান্নির্গতৈঃ সৈন্যৈর্হন্যমানাঃ পদে পদে॥"(রাজতর° ৪।৩২৮)

তিলস্য বিকারঃ অণ্। তৈল, তিলনির্য্যাস, তিলস্নেহ, তিল সদৃশ বস্তুজাত স্নেহ।

তিলক (ক্লী) তিলবৎ তিলপুষ্পইব কায়তি কৈ-ক। চন্দনাদি দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে ধারণীয় চিহ্ন, ফোঁটা। পর্য্যায়— তমালপত্র, চিত্রক, বিশেষক। (অমর)

দ্বাদশ তিলকের বিধি—প্রত্যেক বৈষ্ণব স্নানান্তে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম করিয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলক করিবে।

"দ্বাদশাঙ্গে ললাটাদৌ তিলকং হরিমন্দিরং।
স্নানান্তে বৈষ্ণবঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং কৃষ্ণনামভিঃ॥" (হরিভক্তিবি°)

ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটীতে দামোদর এই দ্বাদশ স্থানে

ইহাদের নাম স্মরণপূর্ব্বক তিলক ধারণ কর্ত্তব্য। (পদ্মপু° উ°) তিলকধারণ করিবার সময় ললাটে প্রথম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে, পরে ললাটাদিক্রমে তিলকধারণ কর্ত্তব্য।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥" (পদ্মপু°)

সম্প্রদায়ানুসারে মস্তকে কিরীটমন্ত্র ন্যাস করিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ধারণ করিবে।

কিরীটমন্ত্র। "ওম্ শ্রীকিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডল-চক্র-শঙ্খগদাপদ্মহস্তপীতাম্বরধরশ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ॥"
(হরিভক্তিবি° ৪ বি°)

ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে তিলক হরিমন্দির বলিয়া খ্যাত।

বাম বক্ষঃ, নেত্রান্ত, গণ্ড ও স্কন্ধ, ইহাতে শঙ্খ চিহ্নিত তিলক করিতে হইবে। এই প্রকার দক্ষিণ নেত্রান্ত প্রভৃতি স্থলে চক্রাঙ্কিত তিলক করিবে।

ললাটে কেশব, কণ্ঠে শ্রীমধুসূদন, বামবাহুতে বাসুদেব, সব্যবাহুতে দামোদর, নাভিতে নারায়ণ, হৃদয়ে মাধব, দক্ষিণ-পার্শ্বে গোবিন্দ, বামপার্শ্বে ত্রিবিক্রম, সব্যকর্ণমূলে বিষ্ণু, দক্ষিণ কর্ণমূলে মধুসূদন, শিরোমধ্যে হৃষীকেশ ও পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, হরির এই দ্বাদশ নাম পাঠ করিয়া তিলক করিতে হইবে। যে বৈষ্ণব এইরূপ তিলকধারণ করে, সে প্রতিদিন প্রেম ও ভক্তি প্রাপ্ত হয় *।

যে বৈষ্ণব গলদেশে তুলসীকাষ্ঠমাল্যধারণ ও দ্বাদশাঙ্গে পূর্ব্বোক্ত তিলক ধারণ করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন হয়, সেই সকল লোক দ্বারা জগৎ আশু পবিত্র হয়।

মধ্যদেশ ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাখ্যতিলক হরিমন্দির বলিয়া খ্যাত। নাসিকামূল হইতে আশ্রয় করিয়া শিরোমধ্যগত পর্য্যন্ত তিলক করিবে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকের মধ্যদেশে পীত রেখা থাকিলে রামানুজ তিলক কহে।

"যদূর্দ্ধপুণ্ড্রং তিলকং শোভনং তন্মনোহরং।
তন্মধ্যং পীতরেখঞ্চ শ্রীমদ্রামানুজং বিদুঃ॥" (পদ্মপু° উ°)

* "ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্।
বামবাহৌ বাসুদেবং সব্যে দামোদরন্তথা।
নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব মাধবং হৃদয়ে তথা।
গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে বামে চৈব ত্রিবিক্রমম্।
বিষ্ণুং সব্যে কর্ণমূলে দক্ষিণে মধুসূদনং।
শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ।
হরের্দ্বাদশনামানি পঠিত্বা তিলকানি তু।
যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো নিত্যং সপ্রেমভক্তিমাপ্নুয়াৎ।" (হরিভক্তিবি°)

যাহারা রামোপাসক, তাহাদের তিলক ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে সবিন্দুযুক্ত যদি হয়, তাহা হইলে হরির মৎস্যাদি সকল অবতারের উপাসকদিগের তিলক জানিবে।

দ্বিজগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক করিবে এবং ক্ষত্রিয়েরাও তাহাই করিবে। বৈশ্য ও শূদ্র মণ্ডলাকৃতি তিলক করিবে। যাহারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যদেশে ছিদ্রযুক্ত না করে, তাহারা নরাধম এবং তাহাদের ললাটে এই তিলক কুকুরের পাদ সদৃশ। যদি কোন দ্বিজাতির মস্তকে এই প্রকার তিলক দেখা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিবে।

ললাটের দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে মহেশ্বর ও মধ্যে বিষ্ণু নিত্য বাস করেন, এই জন্য মধ্যদেশ শূন্য রাখিবে। বর্ত্তুল, তির্য্যক্, অচ্ছিদ্র, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও তত (বিস্তৃত) এই ষড়্‌লক্ষণ তিলক নিরর্থক।

ত্রিপুণ্ড্রকের প্রমাণ দীর্ঘ হইবে। নাসিকার মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তিলক করিতে হইবে। শূদ্রের ইহা একাঙ্গুল, বৈশ্যের দুই অঙ্গুল, ক্ষত্রিয়ের তিন অঙ্গুল ও ব্রাহ্মণের চারি অঙ্গুল পরিমিত আয়ত হইবে। নাসিকাকে তিন ভাগ করিলে যে এক ভাগ হয় অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে অধঃস্থানই মূল বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ ও যতি যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক করিবে, তাহার নাম হরিমন্দির। বৈষ্ণব, বিপ্র, ভূপাল, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ করে, তাহাও হরিমন্দির নামে খ্যাত। নর বা নারী যদি কৃষ্ণপদে মতি রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তুলসীমালা ও হরিমন্দির (তিলক) ধারণ করিবে। দণ্ডাকার দুইটী রেখা মূলদেশে কোণক অর্থাৎ কোণযুক্ত এবং মধ্যছিদ্রযুক্ত, এইরূপ হইলেই তাহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কহা যায় *।

অধোমুখে পদ্মকলিকাকার মধ্যদেশ ছিদ্রযুক্ত এবং দুইটী যুগ্মরেখা হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক কহে। তীর্থমৃত্তিকা, যজ্ঞকাষ্ঠ, বিল্ব, অশ্বত্থ ও তুলসীমূলমৃত্তিকা, গোষ্পদ মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, মহানিম্ব, তুলসীকাষ্ঠমৃত্তিকা, কস্তুরী, কুঙ্কুম, ফল্গু, সিন্দূর, রক্তচন্দন, গোরোচনা, গন্ধকাষ্ঠ, জল, অগরু, গোময় ও ধাত্রীমূল এই সকল দ্বারা সন্ধ্যাদি সকল কার্য্যে তিলক করিতে হইবে।

* "দণ্ডাকারং দ্বিরেখং যৎ তিলকং মূলকোণকং।
মধ্যচ্ছিদ্রন্তু তৎ প্রাহুরূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরং।
অধোমুখাব্জকলিকাকারং তিলকমুত্তমং।
মধ্যচ্ছিদ্রং যুগ্মরেখমূর্দ্ধপুণ্ড্রং প্রকীর্ত্তিতং।" (পদ্মপু°)

প্রতিদিন স্নান করিয়া সকল বর্ণের তিলক করা আবশ্যক। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্ম এবং পৈত্রাদি কর্ম্ম তিলক না করিয়া করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। স্নান, সন্ধ্যা, পঞ্চযজ্ঞ, পৈত্র, হোমাদিকর্ম্ম, তিলক এবং দর্ভ ব্যতীত সকল নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্রক, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকার চারি বর্ণে এই চারি প্রকার তিলক করিবে।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ড্রকং।
অর্দ্ধচন্দ্রন্তু বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলঃ শূদ্রযোনিজঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকা দ্বারা, ত্রিপুণ্ড্র ভস্ম দ্বারা এবং তিলক চন্দন দ্বারা করিবে। (শ্রাদ্ধত°) যাহারা অশুচি ও অনাচারী এবং মনে মনে পাপ আচরণ করে, তাহারাও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিলে সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী যে কেহ যে কোন স্থলে মরে এবং যদি চণ্ডালও হয়, তাহা হইলে স্বর্গলোকে গমন করে। (ব্রহ্মপু°)

পৈত্রিক কার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র বা চন্দ্রাকার তিলক করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধ বা পৈত্রিক কার্য্য করিবে না।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং বা চন্দ্রাকারমথাপি বা।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা ন কুর্ব্বীত যাবৎ পিণ্ডান্ নির্বপেৎ॥" (বিশ্বপ্র°)

বেদনিষ্ঠ দ্বিজগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে না।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিশূলঞ্চ বর্ত্তুলং চতুরস্রকং।
অর্দ্ধচন্দ্রাদিবালিঙ্গং বেদনিষ্ঠো ন ধারয়েৎ॥
জন্মনা লব্ধজাতিস্তু বেদপন্থানমাশ্রিতঃ।
পুণ্ড্রান্তরং ভ্রমাদ্বাপি ললাটে নৈব ধারয়েৎ॥"
(দেবীভাগ°)

বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিশূল, বর্ত্তুল চতুরস্র বা অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন ধারণ করিবে না। বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল চিহ্ন যদি ধারণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় পতিত হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

"বেদমার্গৈকনিষ্ঠস্তু মোহে নাপ্যঙ্কিতো যদি।
পতত্যেব ন সন্দেহস্তথা পুণ্ড্রান্তরাদপি॥"
(নির্ণয়সি° স্মৃতস°)

তিলকসেবা বৈষ্ণবদিগের একটী মুখ্য সাধন। ইহারা ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দন ও অন্য মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। ললাট, কণ্ঠ, বাম ও দক্ষিণ বাহু, হৃদয়, নাভি, বাম ও দক্ষিণপার্শ্ব, বাম ও দক্ষিণকর্ণমূল, শিরোমধ্য এবং পৃষ্ঠদেশ এই দ্বাদশাঙ্গ। ইহাদিগের তিলক দ্রব্যের মধ্যে দ্বারকার গোপীচন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ব্যঙ্কটাদ্রির মৃত্তিকা ও তিলক ধারণও সর্ব্বোৎকৃষ্ট *।

পরম ভক্তিপূর্ব্বক ব্যঙ্কটাদ্রিস্থ হ্রদের মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক তিলক ধারণ করিবে। তাহা হইলে হরির সমান লোক লাভ হইবে। শ্রীবৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত দুইটী ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া দেয়, এবং ঐ দুই রেখার নাসামূলস্পৃষ্ট উভয় প্রান্ত অপর একটী ভ্রূমধ্য গত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেয় এবং ঐ দুই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে পীত অথবা রক্তবর্ণ অপর একটী ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন। রুলি দিয়া রক্তবর্ণ রেখা করে। হরিদ্রা ও চূর্ণের রুলি প্রস্তুত হয়।

তদ্ভিন্ন ইহারা হৃদয়ে ও বাহুযুগলে গোপীচন্দন মৃত্তিকা দিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিরূপ চিহ্নিত করিয়া থাকেন।

শঙ্খাদির মধ্যস্থলে এক একটী রক্তবর্ণ রেখা লক্ষ্মীস্বরূপা। কাশীখণ্ডেই এই সকল বৈষ্ণবাচার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা অপর কেহ শরীরে শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন অঙ্কিত করেন, এবং অঙ্গে গোপীচন্দন লিপ্ত করেন, তাহা হইলে তাহাকে দেখিলেই পাপ বিনষ্ট হয়।

অনেকের নিকট এই সকল তিলকের একখানি কাষ্ঠময় অথবা ধাতুময় মুদ্রা অর্থাৎ ছাপা থাকে। তাহারা তাহাই অঙ্গ বিশেষে অঙ্কিত করিয়া শরীর পবিত্র করেন। কেহ বা ঐ ধাতুময় মুদ্রা উত্তপ্ত করিয়া শরীরে অঙ্কিত করেন। কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে—যদি কোন নর শঙ্খাদি চিহ্ন উত্তপ্ত করিয়া শরীরে ধারণ করে, তাহা হইলে সে সকল পাতক ভোগ করিয়া শত কোটি জন্ম চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয় এবং নরক ভোগ করে। এরূপ লোকের সহিত আলাপ করিলেও নরক ভোগ হয় †।

শ্রীসম্প্রদায়দিগের ন্যায় রামানন্দী বা রামাৎদিগেরও তিলক সেবা তুল্যরূপ। কিন্তু ইহারা আপন আপন রুচিক্রমে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ বিশেষ

* "যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং করে সমাদায় ললাটপট্টে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধপুণ্ড্রং ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ॥"
(হরিভক্তিবি° ধৃত গারুড় বচন)
আদায় পরয়া ভক্ত্যা ব্যঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদং।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে॥" (হরিভক্তিবি° ২৬ অঃ)

† "তপ্তাহি তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ।
স সর্ব্বপাতকাভোগী চাণ্ডালো জন্মকোটিভিঃ॥
তং দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং হয়।
সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥" (বৃহন্নারদীয়পু°)

করিয়া থাকেন এবং প্রায়ই রামানুজীদিগের অপেক্ষা কিছু হ্রস্ব করিয়া অঙ্কিত করেন।

দাদুপন্থী সম্প্রদায় তিলকসেবা ও মালা ধারণ করে না। মূলকদাসী সম্প্রদায় ললাটে এক রক্তবর্ণ রেখা অঙ্কিত করেন।

রামসনেহী সম্প্রদায় ললাটে এক শ্বেতবর্ণ দীর্ঘপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকে।

সনকাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাতেরা ললাটে গোপী-চন্দনের দুইটী ঊর্দ্ধ এবং তাহার মধ্যস্থলে এক কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

বিট্ঠলভক্ত সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ললাটে দুইটী শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া থাকেন।

বল্লভাচারী সম্প্রদায় ললাটে দুই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসা-মূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন, ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটী রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিরূপ অঙ্কিত করেন এবং কেহ কেহ শ্যামবিন্দী নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অন্যরূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

চরণদাসী—এই সম্প্রদায় স্থিত লোকেরা ললাটে চন্দন বা গোপীচন্দনের একটী দীর্ঘ রেখা করিয়া থাকেন। উদাসীন শৈব কি বৈষ্ণব, তিলক দেখিলেই তাহা অক্লেশে জানা যায়।

বৈরাগীরা নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা করেন। আর শৈবেরা ললাটের বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিভূতি দিয়া তিনটী রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও শেষোক্তকে ত্রিপুণ্ড্র কহে। বৈষ্ণবেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও শৈবেরা ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকে। তিলকের ভেদে উৎকলে যেমন অতিবড়ী ও বিন্দুধারী প্রভৃতি সম্প্র-দায়কে জানা যায়, সেইরূপ হিন্দুস্থানেও হরিব্যাসী, রাম-প্রসাদী, বড়্গল্ প্রভৃতিকেও অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

নিমাৎ সম্প্রদায়ী হরিব্যাসীরা অন্য অন্য সকল অংশেই রামানন্দীদের মতন তিলক সেবা করে, বিশেষ এই যে—ললাটস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ শ্রী (ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যরেখার নাম শ্রী) না করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শ্যাম-বন্দী নামক কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বিন্দু করিয়া থাকে, শ্যামবিন্দীর অসংস্থান হইলে গোপীচন্দন দ্বারা শুভ্র-বর্ণ বিন্দু করিয়া থাকে। রামানন্দীরা ভ্রূযুগলের নিম্নস্থলে ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে গোপীচন্দন লেপন করিয়া যে অর্দ্ধ গোলাকৃতি বা তদনুরূপ এক প্রকার আকৃতি প্রস্তুত করে, তাহাকে সিংহাসন কহে। হরিব্যাসীরা ঐরূপ লিপ্ত সিংহাসন না করিয়া অর্দ্ধ গোলাকৃতি রেখামাত্র করিয়া থাকে। ঐ আকৃতি বা রেখার উভয় প্রান্ত ললাটস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নিম্ন-ভাগে লগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডের অন্তর্গত মুঙ্গীপট্টনে হরিব্যাসীদিগের আদি অবস্থান আছে। রামাৎ সম্প্রদায়ী রামপ্রসাদীরা ভ্রূমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু না করিয়া উহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ললাটদেশের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করে। সেই বিন্দুটী হরিব্যাসীদের অপেক্ষা বৃহত্তর। ইহাদের এই তিলককে বেণীতিলক কহে। ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত—সীতাদেবী স্বহস্তে রামপ্রসাদের কপালে এই তিলক অঙ্কিত করিয়া দেন। বড়্গল্ নামক রামাৎসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা উক্ত রূপ বিন্দু না করিয়া রামা-নন্দীদের মত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যদেশে রক্তবর্ণ শ্রী করে। কিন্তু তাহাদের ন্যায় ভ্রূর নিম্নস্থলে নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে সিংহাসন করে না। ঐ সম্প্রদায়ী লস্করী নামক বৈষ্ণবেরা রামানন্দীদের মত সিংহাসন করে। কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী করে।

চতুর্ভুজীদিগের তিলক রামানন্দীদিগের মতন, কেবল ললাটে শ্রী নাই। শ্রী স্থান শূন্য থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মে তিলকের বড় মহিমা। বাঙ্গালা দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব দলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈত প্রভুর পরিবারে বটপত্রাকৃতি, আচার্য্য প্রভুর পরিবারে তিল-পুষ্পাকৃতি, গৌরীদাস পণ্ডিতের পরিবারে রসকলিকাকৃতি ইত্যাদি নানা বৈষ্ণবদলে নানা প্রকার তিলক প্রচলিত আছে। এই সকল তিলক নাসিকাপৃষ্ঠে করা হইয়া থাকে। তদতিরিক্ত ঐ সকল বৈষ্ণব পরিবারের ললাটদেশেও নানা-রূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়।

গোপীচন্দনে শ্বেতবর্ণ শ্যামবিন্দী নামক মৃত্তিকাতে কৃষ্ণ-বর্ণ এবং হরিদ্রা, সোহাগা ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পীত ও রক্তবর্ণ তিলক করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিলক উপাদানে সোহাগার ভাগ অধিক হইলে রক্তবর্ণ হয়। নতুবা একরূপ পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

১ সৌবর্চ্চল লবণ, চলিত কথা সচল লবণ। ২ কৃষ্ণবর্ণ সৌবর্চ্চল লবণ। ৩ ক্লোম, ক্লৌপড়া, ফুলঘরা। (পুং) ৪ লোধ্রবৃক্ষ, লোধগাছ। ৫ মরুবক বৃক্ষ, গমকুরা ফুল গাছ। ৬ রোগভেদ, তিলকালক রোগ। ৭ অশ্বভেদ। ৮ অশ্বত্থবৃক্ষ বিশেষ। ৯ পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ পর্য্যায় *—বিশেষক, মুখমণ্ডনক,

* ইহা পুন্নাগ জাতীয় বৃক্ষ। কাণ্ডচ্ছেদ করিয়া রোপণ করিলে পুনরায় সজীব হয়। বসন্তকালে পুষ্পাদি দ্বারা ইহার শ্রী ধারণ করে।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, প্রিয়পুষ্পী, ছিন্নরুহ, দন্তরুহ, মৃতজীব, তরুণীকটাক্ষকাম, বাসন্তসুন্দর, দুষ্ররুহ, ভালবিভূষণসংজ্ঞ, পুন্নাগ, স্রেচক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, পুরুষ, ছত্রপুষ্পক। (রাজনি° ভাবপ্র°)

ইহার গুণ পাকে কটু, বাত, পিত্ত ও কফনাশক, বল, পুষ্টি ও মেদকারক, হৃদ্য ও লঘু। ইহার ত্বকের গুণ কষায়—উষ্ণ, পুংস্ত্ব, দন্তদোষ, কৃমি, শোফ, ব্রণ ও রক্তদোষনাশক। (রাজনি°) ১০ ধ্রুবকবিশেষ।

"পঞ্চবিংশতিবর্ণাঙ্ঘ্রিস্তিলকো ধ্রুবকো ভবেৎ।
ইষ্টশ্চক্রংপুটে তালে রসে বীরেংজুতেপি বা॥"(সঙ্গীত দামো°)

১১ মূত্রাধার। (ত্রি) ১২ শ্রেষ্ঠ।

"শ্রিয়ং-ত্রিলোকী তিলকঃ স এব" (মাঘ ৩।৬৩)।

তিলকক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।৪৬৯)

তিলকট্ট (ক্লী) তিলস্য রজঃ তিল-কটচ্ (অলাবুতিলোমাভঙ্গাভ্যো রজস্যুপসংখ্যানং। পা ৫।২।২৯ ইতি সূত্রস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা কটচ্।) তিলচূর্ণ, তিলের গুঁড়া। (শব্দার্থকল্পতরু)

তিলকরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।
(রাজতর° ৭।১৩১৯)

তিলকল্ক (পুং) তিলস্য কল্কঃ ৬তৎ। তিলচূর্ণ।

তিলকল্কজ (ত্রি) তিলকল্কাৎ জায়তে তিলকল্ক-জন-ড। তিলচূর্ণ হইতে জাত।

তিলকসিংহ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।৪৩২)

তিলককামোদ, খাড়ব রাগিণীবিশেষ। কামোদ ও বিচিত্রা বা কানাড়াকামোদ ও খট্‌যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

তিলকা (স্ত্রী) তিলস্তিল বীজকোষ ইব কায়তি তিল-কৈ-ক টাপ্। ১ হারভেদ। ২ অঙ্গে গন্ধাদি দ্বারা তিলপুষ্পাকার চিহ্ন। ৩ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে ৬টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের লক্ষণ।

"সগণ দ্বিতয়ং ভবতীহ যদা।
রসবর্ণপদা তিলকেতি তদা॥" (শব্দার্থচিন্তামণিধৃত লক্ষণ)

উদাহরণ—"বনমালিকথা সকলালি বৃথা।
পুনরেতি কথং মম দৃষ্টিপথং॥"

তিলকালক (পুং) তিল ইব কালকঃ কৃষ্ণবর্ণঃ। ১ দেহস্থিত তিল, গাত্রতিল। পর্য্যায়—তিলক, কালক, পিপ্লু, জড়ুল।
(হেম°)

ইহার লক্ষণ—

"কৃষ্ণাণি তিলমাত্রানি নীরুজানি সমানি চ।
বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান্ বিদ্যাৎ তিলকালকান্॥" (সুশ্রুত)

যাহার পরিমাণ তিলের মত এবং বর্ণ কৃষ্ণ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং কষ্টদায়ক নহে, তাহাকে তিলকালক কহে। বাত, পিত্ত ও কফের আধিক্য হইলে এই তিলকালক হয়। ২ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ কৃষ্ণ অথবা বিচিত্র বর্ণ বিষাক্ত, শূকে প্রলেপ প্রদান করিলে পুংচিহ্নের সমুদয় অংশ পাকিয়া উঠে, এবং মাংস খণ্ড সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া খসিয়া যায়। এই ব্যাধিকে তিলকালক কহে। সন্নিপাত হইতেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নি° ১৪ অ°)

কৃষ্ণ, শুক্ল অথবা বিচিত্রবর্ণ সবিষ শূক প্রয়োগ হেতু সমস্ত শিশ্ন সত্বর পাকিয়া উঠে এবং উহার মাংস কাল হইয়া গলিয়া পড়ে। এইরূপ সান্নিপাতিক শূকরোগকে তিলকালক কহে।
(ভাবপ্র°)

৩ তিলযুক্ত ব্যক্তি। (অমরটীকা) ৪ তিলক-অলক, যাহার অলকে তিলক আছে।

তিলকাশ্রয় (পুং) তিলকস্য আশ্রয়ঃ ৬তৎ। ললাট দেশ।

তিলকিট্ট (ক্লী) তিলস্য কিট্টং মলং ৬তৎ। তিলমল, তিলের খৈল। হিন্দীতে পীনা; পর্য্যায় পিণ্যাক, তিলখলি। ইহার গুণ লেখন, রুক্ষ, বিষ্টম্ভি, দৃষ্টিদূষণ। (ভাবপ্র°)

তিলকিত (ত্রি) তিলকোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সঞ্জাততিলক, অঙ্কিত।

"সৌজন্যামৃতবর্ষিভিস্তিলকিতং সৈন্যৈর্ন কিং মণ্ডলং।"
(রাজতর° ২।৪০)

তিলকিন্ (ত্রি) তিলকমস্ত্যস্য তিলক-ইনি। তিলকযুক্ত, তিলকধারী, তিলকধারণ করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "মৌলৌ চঞ্চলচূলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী॥" (গোপীনাথপুরের শিলালিপি)

তিলকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তিলকেশ্বর নাম তীর্থং। শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

তিলখলি (স্ত্রী) তিলস্য খলিঃ ৬তৎ। তিলের খৈল।

তিলঙ্গ, একটী প্রাচীন জনপদ। স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে এই জনপদের উল্লেখ আছে। ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। এখন তৈলঙ্গ নামে খ্যাত। [তৈলঙ্গ দেখ।]

তিলচিত্রপত্রক (পুং) তিলচিত্রাণি তিলবৎ বিচিত্রাণি পত্রাণি যস্য বহুব্রী, কপ্। তৈলকন্দ। (রাজনি°)

তিলচূর্ণ (ক্লী) তিলস্য চূর্ণং ৬তৎ। চূর্ণীকৃত তিল, তিলের গুঁড়া, তিলকুটা। পর্য্যায়—তিলকল্ক, পলল, পিষ্টক, ইহার গুণ মধুর, রুচ্য, পিত্ত, রক্ত, বল ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

তিলজুগা, উত্তর বেহারে প্রবাহিত একটী নদী। নেপালের তরাই হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাগলপুর জেলার মধ্য দিয়া

পুষ্প ছত্রাকৃতি। হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকেরা ফুল কপালের শোভার জন্য ব্যবহার করে।

তিলকেশ্বর গ্রামের নিকট দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বাঁকিয়া মুঙ্গেরের ফড়কিয়া পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে, আবার বলহর নামক স্থানে ভাগলপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া ঠিক পূর্ব্বমুখে গিয়া সৌরাবতী গ্রামের নিকট কুশী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বার মাসেই এই নদীতে নৌকা যাতায়াত করে। ইহা হইতে কতকগুলি শাখা নদী ও খাল বাহির হইয়াছে।

তিলতণ্ডুলক (ক্লী) তিলস্য তণ্ডুল ইব কায়তি-কৈ-ক। ১ আলিঙ্গন। (পুং) তিলস্য তণ্ডুলঃ ৬তৎ। ২ তিলের শস্য, নিস্তুষ তিল, মাজাতিল। ৩ তিলমিশ্রিত তণ্ডুল।

তিলতেজা (স্ত্রী) তিল ইব তেজয়তি চুরাদি° তিজ-অচ্ টাপ্। লতাভেদ। "কফজে তিলতেজাহ্বা দন্তীস্বর্জ্জিকচিত্রকাঃ॥" (সুশ্রুত চিকি° অ°)

তিলতৈল (ক্লী) তিলস্য স্নেহঃ তিল-তৈলচ্ (স্নেহে তৈলচ্। পা ৫।২।২৯ ইতি সূত্রস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা তৈলচ্।) তিলস্নেহ, তিলের তৈল; সকল প্রকার তৈল হইতে তিলতৈল প্রশস্ত।

"সর্ব্বেভ্যস্ত্বিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্যতে।" (সুশ্রুত)

ইহার গুণ—কষায়, স্বাদু, উষ্ণ, পিত্তকৃৎ, বাতনাশক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, মেধ্য, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিকারনাশক, বৃষ্য ও শ্রমনাশক।

ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, ঘৃষ্ট, ক্ষত, ভগ্ন, অগ্নিদাহ, অভ্যঙ্গ, বিষ, অঙ্গাবগাহন, পান, বস্তিক্রিয়া, নস্য, কর্ণপূরণ এই সকল স্থলে তিলতৈল বিধেয়। (হারীতস°)

তিলতৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, গ্রাম্য ধর্ম্মের উত্তেজক, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাশী, তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতাসম্পাদক, মেধা, শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিরাহিত্যসাধক, মূত্ররোধক, লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাৎ কষায়, পাচক, বাতশ্লেষ্মানাশক, ক্রমিঘ্ন, যোনিশূল, শিরঃশূল ও কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভাশয়ের শোষণকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, দুর্ভগ্ন, মৃগব্যালাদিদষ্ট এই সকল স্থলে এবং পরিষেচন, মর্দ্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই প্রশস্ত। (সুশ্রুত)

তিলদেশ্বর তীর্থ (পুং) তিলদেশ্বর ইতি নাম্না প্রসিদ্ধং তীর্থং। রেবানদীর তীরবর্ত্তী তীর্থ বিশেষ, ইহার নামান্তর তিলকেশ্বর তীর্থ। (রেবামাহাত্ম্য)

তিলদ্বাদশী (স্ত্রী) তিলভোজনাদিনিয়মযুক্তা দ্বাদশী। দ্বাদশীভেদ, মাঘমাস অতীত হইলে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত যে কৃষ্ণদ্বাদশী, তাহার নাম তিলদ্বাদশী, এই তিল দ্বাদশীতে স্নান, তিলদান, তিলহোম, তিলনৈবেদ্য, তিলমোদক ও তিলতৈল-দীপ প্রদান, এই ষট্ তিল বিশেষ পুণ্যজনক। এই দ্বাদশীতে ভগবান্ বাসুদেবের পূজা যাগ করিবে। এইরূপ ষট্ তিলব্রতী সবংশে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। মাঘমাসে * শুক্ল পক্ষে ভীমএকাদশীর পর দিন যে দ্বাদশী তাহাকে তিলদ্বাদশী কহে এবং ইহার নাম ষট্তিলা বা বরাহদ্বাদশী। † ইহাতে ষট্ তিলাচরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। যদি একবারও ষট্তিলী হইতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন পাপ থাকে না এবং ত্রিশ হাজার বৎসর স্বর্গলোকে বাস হয়। [দ্বাদশী ও ব্রত দেখ।]

তিলস্কুদ (ত্রি) তিলং তুদতি-তুদ-খশ্ মুম্। তৈলিক, তিলপীড়ক।

তিলধেনু (স্ত্রী) তিলনির্ম্মিতা ধেনু, মধ্যলো° কর্ম্মধা। বিধানপূর্ব্বক তিলনির্ম্মিত ধেনু। পদ্মপুরাণে ‡ লিখিত আছে— ষোড়শ আড়ক পরিমিতি তিল দ্বারা ধেনু করিবে। চারি আড়ক পরিমিত তিল দ্বারা বৎস করিবে। ইক্ষুদণ্ড দ্বারা পাদ, পুষ্পময় দণ্ড, গন্ধময়ী নাসিকা, গুড়ময়ী জিহ্বা করিবে

---

* মাঘান্তু সমতীতায়াং শ্রবণেন তু সংযুতা।
দ্বাদশী যা ভবেৎ কৃষ্ণা প্রোক্তা সা তিলদ্বাদশী।
তিলৈঃস্নানং তিলৈর্হোমঃ নৈবেদ্যং তিলমোদকং।
দীপশ্চ তিলতৈলেন তথা দেবং তিলোদকং।
তিলাশ্চ দেয়া বিপ্রেভ্যঃ ফলং হোমোপবাসতঃ।
ওঁ নমো ভগবতে তথো বাসুদেবায় বৈ যজেৎ।
সকুলঃ স্বর্গমাপ্নোতি ষট্ তিলদ্বাদশীব্রতী।" (অগ্নিপু° ১৮৮ অ°)

† "একাদশ্যাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্বাদশ্যাং ষট্তিলাচারঃ কৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলহোমী তিলোদকী।
তিলস্য দাতা ভোক্তা চ ষট্তিলী নাবসীদতি।
সকৃত্ ষট্তিলী ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে।" (তিথিতত্ত্ব)

‡ বিধানং তিলধেনোস্তং ব্রূহি শীঘ্রং দ্বিজোত্তম।
মুনিঃ প্রাহ বিধানং যৎ তচ্ছৃণুষ নরাধিপ।
ষোড়শাঢ়কৈর্ধেনুশ্চতুর্ভি র্বৎসকো ভবেৎ।
ইক্ষুদণ্ডময়াঃ পাদা দন্তাঃ পুষ্পময়াঃ শুভাঃ।
নাসা গন্ধময়ী তস্যা জিহ্বা গুড়ময়ী তথা।
স্থিতাং কৃষ্ণাজিনে ধেনুং বাসোভির্বাসিতাং শুভাং।
সূত্রেণ বাসিতাং কৃত্বা পঞ্চরত্নসমন্বিতাং।
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাং মন্ত্রপূতাস্তদাপয়েৎ।
অন্নং মে জায়তাং সদ্যঃ পানং সর্ব্বরসাস্তথা।
কামং সন্তাপয়াস্মাকং তিলধেনুমুপার্জ্জিতাং।
গৃহ্নামি ত্বাং দেবি ভক্ত্যা কুটুম্বার্থে বিশেষতঃ।
কুটুম্বকামং কুরুতাং তিলধেনো! নমোঽস্তু তে।
এবংবিধাং নরো দত্ত্বা তিলধেনুং নৃপোত্তম।
সর্ব্বকামসমাপ্তিঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ।" (পদ্মপু° স্বর্গখ°)

হইবে। এইরূপে তিলধেনু প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণাজিনে এই ধেনু স্থাপিত করিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং পঞ্চরত্নসমন্বিত করিতে হইবে। পরে মন্ত্রপূত করিয়া দান করিতে হইবে। এই তিলধেনু দান করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (পদ্মপু°)

তিলপর্ণ (পুং) তিলস্যেব পর্ণমস্য। ১ শ্রীবেষ্ট, সরল গাছের আঠা। (রাজনি°) (ক্লী) ২ চন্দন, রক্তচন্দন।

"রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনং।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎপ্রবালফলং স্মৃতং॥" (ভাবপ্র°)

তিলস্য পর্ণং ৬তৎ। ৩ তিল বৃক্ষের পত্র।

তিলপর্ণিকা (স্ত্রী) তিলপর্ণী স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। রক্তচন্দন।

তিলপর্ণী (স্ত্রী) তিলস্যেব পর্ণান্যস্যাঃ ঙীষ্। তিলপর্ণী নদী আকরো হস্ত্যস্যাঃ ইতি অচ্ ঙীষ্। (অমরটীকা) ১ রক্তচন্দনবিশেষ, তিলানী।

"চিত্রকস্তিলপর্ণী চ কফশোকহরো লঘুঃ।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

২ নদীবিশেষ। (অমরটীকা ২।৬।১৩২)

তিলপিচ্চট (ক্লী) তিলস্য পিষ্টকং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিলপিষ্টক, তিলকুটা।

তিলপিঞ্জ (পুং) নিষ্ফলস্তিলঃ তিল-পিঞ্জ। (তিলান্নিষ্ফলাৎ পিঞ্জপেজৌ। পা ৪।২।৩৬ বার্ত্তিক) নিষ্ফল তিলবৃক্ষ। (অমর)

তিলপিষ্টক (ক্লী) তিলস্য পিষ্টকং ৬তৎ। তিলপিচ্চট, তিলকুটা, তিলের পিটা। পর্য্যায়—পলল। ইহার গুণ বলকৃৎ, বৃষ্য, বাতঘ্ন, কফপিত্তকৃৎ, বৃংহণ, গুরু, স্নিগ্ধ, মূত্রাধিক্যকারক ও নিবর্ত্তক।

তিলপীড় (পুং) তিলং পীড়য়তি পীড়-অচ্। তৈলিক, তিলন্তুদ, তিলপীড়নকারী।

তিলপুষ্প (ক্লী) তিলস্য পুষ্পং ৬তৎ। ১ তিলের ফুল। ২ ব্যাঘ্রনখ বৃক্ষ, বাঘনখী।

তিলপুষ্পক (পুং) তিলস্যেব পুষ্পমস্য কপ্। বিভীতকবৃক্ষ। তিলস্য পুষ্পকঃ ৬তৎ। ২ তিলের ফুল। ৩ নাসিকা, তিলপুষ্পের সহিত নাসিকার উপমা হইয়া থাকে, এইজন্য তিলপুষ্প শব্দে নাসিকা।

"পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং খঞ্জনং শিখরস্তথা।
চামরং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহং॥"

'তিলপুষ্পং নাসিকাং।' (তন্ত্রসার)

তিলপেজ (পুং) নিষ্ফলস্তিলঃ তিল-পেজ (তিলান্নিষ্ফলাৎ পিঞ্জপেজৌ। পা ৪।২।৩৬ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা পেজ) নিষ্ফলতিলবৃক্ষ।

তিলভার (পুং) দেশভেদ।

"তিলভারাঃ সতীরাশ্চ মধুমত্তাঃ সুকন্দকাঃ।"
(ভারত ভীষ্ম ৯৩ অ°)

তিলভাবিনী (স্ত্রী) তিলং ভাবয়তি তিল ভূ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তৈলভাবিনী, তৈলবালক, জাতিফুলের গাছ। (রাজনি°)

তিলভৃষ্ট (ক্লী) তিলেন ভৃষ্টং ৩তৎ। তিলদ্বারা ভর্জ্জিত, তিলদ্বারা ভাজা জিনিস খাইতে নাই।

"তিলভৃষ্টং ন চাশ্নীয়াৎ।" (ভারত)

তিলভেদ (পুং) খাখস, চলিত কথায় পোস্তদানা।

তিলময় (ত্রি) তিলস্য বিকারঃ অসংজ্ঞায়াং ময়ট্। তিলবিকার।

তিলময়ূর (পুং স্ত্রী) তিলপুষ্পচিহ্নিতঃ ময়ূরঃ মধ্যলো°। ময়ূরভেদ, চিত্রগাত্র ময়ূরপক্ষী, তিলেময়ূর। পর্য্যায়—গুরুণ্টক।

তিলমিশ্র (ত্রি) তিলেন মিশ্রঃ ৩তৎ। তিলদ্বারা মিশ্রিত।

তিলরস (পুং) তিলস্য রসঃ ৬তৎ। তিলতৈল। (শব্দার্থক°)

তিলব্রতিন্ (ত্রি) তিলস্য ব্রতমস্ত্যস্য তিল-ব্রত-ইনি। তিলব্রতধারী, যাহারা তিলব্রত অনুষ্ঠান করে।

তিলশস্ (অব্য) তিলং তিলং তৎপরিমিতং করোতীতি মানার্থত্বাৎ বীপ্সায়াং কারকার্থে শস্। তিল তিল করিয়া অর্থাৎ ধীরে ধীরে।

"তিলশস্তদ্রথং চক্রে সাশ্বধ্বজপতাকিনম্।" (হরিব° ১৮৬ অ°)

তিলশৈল (পুং) তিলনির্ম্মিতঃ শৈলঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। দানের নিমিত্ত তিল-কল্পিত শৈল, দানের জন্য ১০টী পর্ব্বত কল্পিত হইয়াছে, এই তিলশৈল তাহার মধ্যে একটী। তিলশৈল দ্বিবিধ, প্রথম পর্ব্বতের তিলময় প্রধান মেরু, দ্বিতীয় ধান্য শৈলের পশ্চাৎ কল্পিত তিলময় বিষ্ণুগিরি। এই শৈলদানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, শুক্লতৃতীয়া, অমাবস্যা, বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞ, দ্বাদশী, পুণ্যদিন প্রভৃতিতে এই শৈল দান করিতে হয়। যথাশাস্ত্র এই শৈল দান করিলে মনুষ্য সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে।

দশদ্রোণ পরিমিত তিলদ্বারা যে শৈল কল্পিত হয়, তাহা উত্তম, পাঁচদ্রোণ তিলদ্বারা যাহা কল্পিত হয় তাহা মধ্যম, তিন দ্রোণদ্বারা যাহা হয় তাহা অধম।

এইরূপে যথাশক্তি ১০,৫ বা ৩ দ্রোণদ্বারা প্রথমে শৈল প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে এই মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করিতে হইবে। মন্ত্র—

"যস্মান্ মধুবধে বিষ্ণোর্দেহস্বেদসমুদ্ভবাঃ।
তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ছন্নো ভবত্বিহ॥
হব্যে কব্যে চ যস্মাচ্চ তিলা এবাভিরক্ষণম্।
ভবাদুদ্ধর শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহা দান করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না। তিলবিষ্ণুগিরি করিতে হইলে ঐ তিন পর্ব্বতের মধ্যে অনেক সুগন্ধি পুষ্প, সৌবর্ণ, পিপ্পল এবং হিরণ্ময় হংসযুক্ত করিয়া দিতে হয়, পরে পূর্ব্বোক্তরূপে যথাবিধি দান করিতে হইবে। (মৎস্যপু' ৮১।৮২ অ')

তিলস্নেহ (পুং) তিলস্য স্নেহঃ ৬তৎ। তিলতৈল।

তিলহর, ১ উ' প' প্রদেশে শাহজহানপুর জেলায় একটী তহসীল।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী সহর ও প্রধান সদর। অক্ষা' ২৭° ৩৭´৫০´´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৯° ৪৭´৩১´´ পূঃ। শাহজহানপুর নগরের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে রেলষ্টেসন আছে। এক সময় এই নগরের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল, সেইজন্য তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এখন ধনী মুসলমান অতি বিরল। এখানে গুড়ের ব্যবসা প্রধান। লোকসংখ্যা ১৭২৭৫, তন্মধ্যে ৮৮২৬ হিন্দু ও ৮৪১৩ মুসলমান।

তিলা (দেশজ) ১ একপ্রকার মাছ। (Cyprinus Tila)
২ চিহ্নিত, তিলযুক্ত।

তিলাঙ্কিতদল (পুং) তিলবৎ অঙ্কিতং দলং যস্য বহুব্রী। তৈলকন্দ। (রাজনি')

তিলার্দ্ধ (স্ত্রী) তিলস্য অর্দ্ধং ৬তৎ। অত্যল্প পরিমিত, তিলের অর্দ্ধ, অর্থাৎ অতি অল্প, চলিত কথায় এইরূপ ব্যবহৃত হয়, যথা—'আমার তিলার্দ্ধও সময় নাই।'

তিলান্ন (ক্লী) তিলমিশ্রিতং অন্নং মধ্যলো' কর্ম্মধা। কৃশর, তিলমিশ্রিত অন্ন, খিচুড়ী।

তিলাপত্যা (স্ত্রী) তিলস্যেব ক্ষুদ্রঃ অপত্যঃ বীজমস্যাঃ বহুব্রী। কৃষ্ণজীরক, কেলে জীরা।

তিলাম্বু (ক্লী) তিলমিশ্রিতং অম্বু মধ্যলো' কর্ম্মধা। তিলোদক, তিলমিশ্রিত জল।

তিলি (দেশজ) তৈলজীবি জাতিবিশেষ।
[তেলী ও তৈলিক দেখ।]

তিলিৎস (পুং) গোনস সর্প, বোড়া সাপ।

তিলিয়া (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

তিলিয়াগড়ী, সাঁওতাল পরগণায় অন্তর্গত একটী পরগণা ও এই পরগণায় মধ্যে স্বনামখ্যাত একটী গিরিপথ। তিলিয়াগড়ী গিরিপথের উত্তরভাগে রাজমহল পাহাড় ও দক্ষিণভাগে গঙ্গা। পূর্ব্বকালে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে গৌড়রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য এইস্থান ব্যবহৃত হইত।

তিলিয়াঘুঘু (দেশজ) একপ্রকার ঘুঘু।

তিলিয়ালতা (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

তিলিয়ালাউ (দেশজ) অলাবু বিশেষ। এই লাউয়ের গায় তিলের মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন থাকে। (Cucurbita punctata)

তিলিয়াবাইন্ (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

তিলিয়াবায়া (দেশজ) একপ্রকার পাখী।

তিলেতাল (দেশজ) অতি অল্পে বৃহৎ করা, সামান্য একটু (অর্থাৎ তিল পরিমাণ) ঘটনা হইয়াছে, তাহাকে বাড়াইয়া বৃহৎ (তাল পরিমাণ) করা। চলিত কথায় এইরূপ ব্যবহার হয়—"তিলে তাল করিয়াছে।"

তিলোত্তমা (স্ত্রী) তিলপ্রমাণৈঃ সর্ব্বরত্নানাং অংশৈরুত্তমা। স্বর্বেশ্যা, এক স্বর্গীয় বেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে প্রবল পরাক্রান্ত দুইটী অসুর ছিল, ইহারা দেবতার অবধ্য। আপনারা দুই ভাই বিবাদ না করিলে ইহাদের মৃত্যু দুর্ঘট। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই অসুরদ্বয়ের বিনাশ সাধন মানসে সমুদয় রত্নের তিল তিল গ্রহণ করিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করেন।

"তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্বিনির্ম্মিতা।
তিলোত্তমেতি তত্তস্যাঃ নাম চক্রে পিতামহঃ॥"
(ভারত আ' ২১১ অ')

"তিলোত্তমা নামপুরা ব্রহ্মণো যোষিদুত্তমা।
তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং নির্ম্মিতা শুভা॥"
(ভারত অনু' ১৪১।১)

ইহার ন্যায় রূপবতী রমণী স্বর্গরাজ্যে আর কেহ ছিল না। ইহার রূপলাবণ্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, একদা এই অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী মহাদেবকে প্রলোভিত করিবার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন মহাদেবও তাহাতে বিমোহিত হইয়া তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলেন, সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে মহাদেবের সুচারুবদন বিনির্গত হইল, এইরূপে সেই তিলোত্তমার দর্শন নিমিত্ত মহাদেবের চতুর্ম্মুখ হইয়াছিল।

"যতো যতঃ সা সুদতী মামুপাধাবদন্তিকে।
ততস্ততো মুখঞ্চারু মম দেবি বিনির্গতম্॥
তং দিদৃক্ষুরহং যোগাচ্চতুর্ম্মূর্ত্তিত্বমাগতঃ।
চতুর্ম্মুখশ্চ সংবৃত্তো দর্শয়ন্ যোগমুত্তমম্॥"
(ভারত অনু ১৪১।২-৩)

তিলোত্তমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

তিলোদক (ক্লী) তিলমিশ্রিতং উদকং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তিলমিশ্রিত জল।

"তেষাং দত্ত্বা তু হস্তেষু সপবিত্রং তিলোদকং।" (মনু)

তিলোদন (ক্লী) তিলমিশ্রিতং ওদনং মধ্যলো° কর্ম্মধা। কৃশর, তিলের খিচুড়ী।

"সর্ব্ব মাধুরিয়ামিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা।"

(শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।১৬)

'তিলমিশ্রং ওদনং কৃশরমিত্যর্থঃ।' (ভাষ্য)

তিল্পিঞ্জ (পুং) তিল-পিঞ্জ বেদে ত্রিচ্ছ (পিঞ্জচ্ছন্দসি তিচ্ছ। পা ৬।২।৩৭ বার্ত্তিক) বন্ধ্যাতিল।

"ইষীকাং জরতীমিষ্ট্বা তিল্পিঞ্জং দণ্ডনং নড়ং।"

(অথর্ব্ব ১২।২।৫৪)

তিল্য (ক্লী) তিলানাং ভবনং ক্ষেত্রং বা তিল-যৎ (বিভাষা-তিলমাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ১ তিলের ক্ষেত। (ত্রি) তিলায় হিতং হিতার্থে যৎ। ২ তিলের হিতকর।

তিল্ব (পুং) তিলতীতি তিল-বন্ (উষাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ লোধ্রবৃক্ষ। ২ শ্বেতবর্ণ লোধ্র। ৩ রক্তলোধ্র।

তিল্বক (পুং) তিল্ব-স্বার্থে কন্। ১ লোধ্র। ২ তিনিশ।

"ন্যগ্রোধাশ্বত্থতিল্বকহরিদ্রুস্ফূর্জবিভীতকপাপনামভ্যশ্চ।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২১।৩।২০)

'তিল্বকঃ তিনিশঃ।' (কর্ক)

তিল্বিল (ত্রি) দেবযজনস্থান।

"ভদ্রে ক্ষেত্রে নির্ম্মিতা তিল্বিলে বা।" (ঋক্ ৫।৬২।৭)

'তিলুঃ স্নিগ্ধা ইলা ভূমির্যত্র তৎ ক্ষেত্রং তিল্বিলং দেবযজনং।'

(সায়ণ)

তিষ্ঠ (ক্রিয়া) স্থা-লোট্ হি। তুমি থাক। অবস্থান কর।

তিষ্ঠা (দেশজ) স্থায়িত্ব।

তিষ্ঠান (দেশজ) থাকা।

তিষ্ঠদ্গু (অব্য) তিষ্ঠন্ত্যো গাবো যস্মিন্ কালে তিষ্ঠদ্গু-প্রভৃতিত্বাৎ নিপাতনাৎ অব্যয়ীভাবঃ। দোহনকাল, গোস্থিতি-সময়, সন্ধ্যাকাল।

"আ তিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবং।" (ভট্টি)

সন্ধ্যাকালে গোগণ দোহনের জন্য অবস্থান করে, এইজন্য সন্ধ্যাসময়ের নাম তিষ্ঠদ্গু।

তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতি (ক্লী) পাণিন্যুক্ত গণ বিশেষ, অব্যয়ীভাব সমাসে নিপাত প্রযুক্ত তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতি কতকগুলি শব্দ সিদ্ধ হয়, যথা—তিষ্ঠদ্গু, বহদ্গু, আয়তীগব, খলেযব, খলেবুস, লূনযব, লূনমানযব, পূতযব, পূয়মানযব, সংহৃতযব, সংহ্রিয়মাণযব, সংহৃতবুস, সমভূমি, সমপদাতি, সুষম, বিষম, দুঃসম, নিষম, অপসম, আয়তীসম, প্রৌঢ়, পাপসম, পুণ্যসম, প্রাহ্ন, প্ররথ, প্রমৃগ, প্রদক্ষিণ, অপরদক্ষিণ, সম্প্রতি, অসম্প্রতি। (পাণিনি)

তিষ্ঠদ্ধোম (ত্রি) তিষ্ঠতা হোমো যত্র। যজতিরূপ যাগ ভেদ, এই যাগে প্রদান (আহুতি) সকল বষট্কার এই মন্ত্রদ্বারা দান করিতে হয়।

"যজতিজুহোতীনাং কো বিশেষঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।২।৫)

'যজতীনাং যাগানাং জুহোতীনাং হোমানাঞ্চ পরস্পরং কো বিশেষ মাহ তিষ্ঠদ্ধোমা বষট্কারপ্রদানাঃ, বষট্কারেণ প্রদানং যেষু তে বষট্কারপ্রদানাঃ।' (কর্ক)

তিষ্য (পুং) তুষ্যন্ত্যস্মিন্ তুষ-ক্যপ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ পুষ্যা-নক্ষত্র। (ক্লী) ত্বিষ-দীপ্তৌ অঘ্ন্যাদিত্বাৎ যক্ নিপা° সাধুঃ। ২ কলিযুগ। তিষ্যং নক্ষত্রমস্ত্যস্য পৌর্ণমাস্যাঃ অচ্। ৩ পৌষমাস, পুষ্যানক্ষত্রে পৌষমাসের পূর্ণিমা হয়। (ত্রি) তিষ্যে নক্ষত্রে জাতঃ অণ্ তস্য লুক্। পুষ্যানক্ষত্রজাত।

"ততস্তিষ্যেঽথ সংপ্রাপ্তে যুগে কলিপুরস্কৃতে।
একপাদস্থিতো ধর্ম্মো যত্র তিষ্যে ভবিষ্যতি॥"

(ভারত শান্তি ৩৪২ অ°)

"তপস্যাদৃক্ ক বা তিষ্যে তিষ্যযোগঃ ক তাদৃশঃ।
ক বা ব্রতং ক বা দানং তিষ্যে মোক্ষস্ততঃ কুতঃ॥"

(কাশীখ° ৩৫ অ°)

(ত্রি) মাঙ্গল্য।

তিষ্যক (পুং) তিষ্য এব স্বার্থে কন্। পৌষমাস। (শব্দর°)

তিষ্যপুষ্পা (স্ত্রী) তিষ্যং মাঙ্গল্যং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। আমলকী।

তিষ্যফলা (স্ত্রী) তিষ্যং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। আমলকী।

তিষ্যা (স্ত্রী) তিষ্যং মঙ্গলং হেতুত্বেনাস্ত্যস্যাঃ অচ্। আমলকী।

তিসি (দেশজ) একপ্রকার তৈলকর শস্য। ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন দেশে ইহার নাম যথা—

হিন্দী (ভাষায়)	...	অল্সি, তিসি।
বাঙ্গালা	...	তিসি, মসিনা।
বিহার	...	তিসি, চিক্না।
উড়িষ্যা	...	পেশু।
উ° প° প্রদেশ	...	বিজরি।
কমায়ুন	...	তিসি, অল্সি।
কাশ্মীর	...	কিমুন্, আলিস্।
পঞ্জাব	...	আলিশ, তিসি, অলসি।
কাশঘর	...	জিঘির।
বোম্বাই	...	অলসি, অরসা, জবস।
গুজরাট	...	অল্সি।

তামিল (ভাষায়)	...	অল্‌শি, বিরাই।
তেলগু (ভাষায়)	...	আতসী, উল্লু, মূলু, মদন-গিঞ্জালু।
কর্ণাটক	...	অলশী, অলাশী।
মলয়	...	চেরু-চানা-বিত্তিন্নে-বিলুত্তা।
তুর্কী	...	জিগ্‌গর।
আরব	...	কত্তান বা বজরত কত্তান।
পারস্ত		জঘু, জখির, কুতান বা তুখ্‌মে-কুতান্।
হিব্রু (ভাষায়)	...	পিশ্‌তা।
সংস্কৃত (ভাষায়)		অতসী, উমা, ক্ষুমা, মালিকা, মস্থণ, শণ।
লাটিন (ভাষায়)	...	লাইনাম্।
ইংলণ্ড	...	লিনসিড্।
কেল্‌টিক্ (ভাষায়)	...	সিন।

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Linum Usitatissimum*। তিসি হইতে এদেশে তিসিবীজ, তিসিতৈল ও তিসিরখোল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহার গাছ হইতে পাটের ন্যায় একপ্রকার অংশু প্রস্তুত হয়, ইহাই লিনেন (*Linen*) বা বিলাতী সাটিন নামে এদেশে বিখ্যাত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, য়ুরোপে আর্য্যগণের বিস্তৃতির সময় তিসির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। মিশরের প্রাচীন সমাধি-মন্দিরে দেওয়ালের গাত্রে অঙ্কিত ছবির মধ্যে তিসি গাছ হইতে অংশু প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রনির্ম্মাণ করিবার সমস্ত কার্য্য সুস্পষ্ট চিত্রিত আছে। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের সমাধিবস্ত্র এই তিসির অংশু হইতে প্রস্তুত হইত। খৃষ্টজন্মের ২৩ শতাব্দী পূর্ব্বে মিশরে তিসির অংশুর ব্যবহার ভালরূপ জানা ছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। হিব্রু ও গ্রীক গ্রন্থে তিসির অংশুর ২৫৩০০ বার উল্লেখ আছে। সুইজর্লণ্ডের হ্রদমালার নিকট যে সকল প্রাচীন স্তূপাকারা বাসস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিসি বীজ, তিসি গাছ ও তিসির সূঁটী পাওয়া গিয়াছে। উত্তর য়ুরোপে শার্লামেন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদির ন্যায় তিসির চাষ প্রচলিত করেন, কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেনে খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীতে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

প্ল্যানচন নামক য়ুরোপীয় পণ্ডিত ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন যে তিসির তিনটী শ্রেণী আছে;—(১) *Linum usitatissimum*; (২) *L. humili* ও (৩) *L. angustifolium.* হিয়ার নামক আর একজন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ৩য় শ্রেণীর তিসিই চাষে উন্নতি লাভ করিয়া ১ম শ্রেণীর তিসি দাঁড়াইয়াছে। এই প্রথম শ্রেণীর তিসির আবার দুইভাগ আছে,—(ক) সামান্য (alpha vulgar) ও হুমিলি (Beta humili)। ইহার মধ্যে প্রথমভাগ ভারতবর্ষে ও দ্বিতীয়ভাগ পারস্তে চাষ হয়। লাইনাম্ অঙ্গষ্টিফোলিয়ম্ ভূমধ্যসাগরের উভয়পার্শ্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে জঙ্গলী অবস্থায় জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন মূল ভাষায় ইহার নাম যেরূপ স্বপ্রধান, তাহাতে বোধ হয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি দ্বারা ইহা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে।

ভারতেও তিসির প্রচলন বহু কালাবধি আছে। আজ কাল এদেশে তিসির বীজ ও তৈল ভিন্ন তিসির অংশুর ব্যবহার নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে ক্ষৌমবস্ত্র অর্থে রেশমী বস্ত্র বলেন, কিন্তু তাহা নহে, কারণ তিসির একটী নাম যখন 'ক্ষুমা', তখন তজ্জাত বস্ত্রকেই ক্ষৌমবস্ত্র বলিত। চীনে 'চুমা' নামে একপ্রকার ঘাস হয়, তাহার অংশুতে 'চুমা' নামে একপ্রকার বস্ত্র হয়, ইহাও দেখিতে ঠিক রেশমী বস্ত্রের ন্যায় ও রেশমী বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয় এতদনুসারে ক্ষৌমবস্ত্রও রেশমী বস্ত্র বলিয়া কথিত হয়। মনুসংহিতায় কথিত আছে, বৈশ্যেরা ক্ষৌমসূত্রের উপবীত ধারণ করিতেন।

তিসিবীজ। ভারতে তিসির গাছ হইতে তিসি বীজ, বীজ হইতে তৈল ও খোল উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত হয়। এদেশে তিসির অংশু তুলিবার রীতি নাই বলিয়া খুব পাত্‌লা করিয়া বুনিয়া থাকে। পাতলা করিয়া বুনায় গাছে ডাল বাহির হয় এবং ফুল বেশী হয়। বেশী ফুল হইলে বেশী ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে। য়ুরোপে কিন্তু অংশুরই আদর বেশী, সেই জন্য যাহাতে গাছে ডাল না হয় অথচ গাছ দীর্ঘ হয়, তজ্জন্য খুব ঘন করিয়া তিসি বুনিয়া যায়। ভারতে চাষের দোষে বা গুণে তিসির দানা পাতলা ও মোটা হইয়া থাকে, বর্ণেও পার্থক্য জন্মে। তিসি শাদা ও লালবর্ণের হয়। চাষের প্রণালী ও জঙ্গলীর গুণে রক্ততিসির আবার নানারূপ ভেদ আছে। তিসি-ব্যবসায়ী মহাজনেরাই তাহা চিনিতে পারে।

শ্বেততিসির বীজ রক্ততিসি অপেক্ষা পুষ্ট এবং বীজের খোসা পাতলা। ইহাতে তৈলও খুব বেশী জন্মে। ইহার খোলও হাল্‌কা ও স্বাদু। ইহা গম ও ছোলার দরে বিক্রয় হয়। জব্বলপুরে এই শ্বেত তিসি জন্মে। নর্ম্মদার দক্ষিণে এই তিলের ব্যবহারই বেশী। জব্বলপুরের শ্বেত তিল অন্য দেশে চাষ করিলে লাল হইয়া যায়।

অতি বৃষ্টিতে তিসির সমূহ ক্ষতি হয়। ইহার পাতায় গুটি বাঁধা একটী বিষম রোগ। ইহাতে শস্যের প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কয়েক প্রকার কীটাণুতে ইহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালার মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগে সর্ব্বত্র ইহা জন্মে না।

দেয়ারায় তিসি ভাল হয়। হাল্‌কা কর্দ্দমযুক্ত পচা জমী তিসির চাষের উপযোগী। এঁটেল মাটিতে বা বেলে মাটিতে তিসি হয় না। তিসির ক্ষেতের জল ভাল রূপে বাহির করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। বদ্ধ জলে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয়। কাদাটে ধেনো জমীতে জল শুকাইলেই এবং তাহার উপর ধান থাকিতে থাকিতে প্রতি বিঘায় ⁄২ সের তিসি ছড়াইলেই ইহার চাষ হইয়া গেল। শেষে ধান পাকিলে ধান কাটিয়া লয়। তিসি চৈত্র পর্য্যন্ত মাঠে থাকে। দেয়ারা জমীতে তিসি হয়। গম, ছোলা, সর্ষপ বা খেসারির সহিত মিশাইয়া বুনে, আর না হয় খালি তিসিই বুনে। তিন চার বার চাষ ও দুই তিন বার জালি টানিয়া দেয়। তিসি খুব গর্ত্ত করিয়া বুনিতে নাই। তিসি ছড়াইয়া মই দিলে বীজ ঢাকা পড়িয়া গেলেই ভাল হয়। প্রথমে অন্য ফসল বুনিয়া একবার লাঙ্গল দিতে হয়, তার পর তিসি ছড়াইয়া দুইবার মই দিলেই হয়। তিসি আশ্বিন ও কার্ত্তিকে বুনিতে হয়, চৈত্রে কাটিতে হয়। খালি তিসি বুনিলে প্রতি বিঘায় ⁄৩ সের ও মিশাইয়া বুনিলে ⁄১৷৷৹ সের বীজ লাগে। খালি বুনিলে বিঘায় ২⁄ মণ জন্মে। গঙ্গাতীরে ইহার ফসল ভাল হয়। স্যাঁতা জমীতে ভাল হয় না। ফসল সম্পূর্ণ পাকিবার অগ্রেই শিকড় সমেত গাছ তুলিয়া লইতে হয়।

শাহাবাদে ইহা যব, মসুর প্রভৃতির সহিতও বুনিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমে ও অযোধ্যায় সকল জেলাতেই ইহা জন্মে। কাশ্মীরের পশ্চিমাংশে ইহার বেশ চাষ হয়। ইহার তৈল সে দেশে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মে ইহার চাষ হয় না বলিলেই চলে। বোম্বাই প্রদেশেও বেশী হয়। পুণা, শোলাপুর, নাসিক, খান্দেশ, আহ্মদনগর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অল্পবিস্তর জন্মে। মধ্যভারত ও বেরারে অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, হায়দরাবাদেও মন্দ হয় না।

তিসির তৈল। বীজের পুষ্টি ও শ্রেণী অনুসারে ইহার তৈলের পরিমাণ জানা যায়। নূতন বীজ ভাঙ্গিলে পুরাতন বীজ অপেক্ষা তৈল বেশী হয়। পাতলা দানা অপেক্ষা মোটা দানায় বেশী তৈল হয়। জলৌনের শাদা দানায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। সচরাচর ⁄৪ সের বীজে ⁄১ সের তৈল পাওয়া যায়, কিন্তু দানা ভাল হইলে ⁄৩ সেরে ⁄১ সের হইয়া থাকে। শাহাবাদে এই তৈল প্রদীপে ব্যবহৃত হয়। পুড়িবার সময় এই তৈলে ধোঁয়া হয়। বিলাত হইতে যে সকল তিসির তৈল এদেশে আসে, তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া শুষ্ককারিতা গুণ অধিক এবং তৈল-চিত্র প্রভৃতি কার্য্যে তাহারই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এদেশে তিসি অন্যান্য তৈলকর বীজের সহিত ভেজালে ভাঙ্গা হয় বলিয়া এদেশের তৈলের শুষ্ককারিতা অনেক কম। এদেশের তৈল বিলাতে বেচিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে যাচাইয়া বাজার দর অপেক্ষা দশ পনর টাকা কম হওয়ায় সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মীর্জ্জাপুরের লাল তিসির তৈল বিলাতী তৈল অপেক্ষা অনেক পাতলা ও ভাল, কিন্তু ভাঙ্গিবার দোষে ইহার তেমন আদর হয় না। ঘানিতে তৈল ভাঙ্গিতে খরচও বেশী হয়। ১০০ পণ তৈলে প্রায় ৮০৲ টাকা খরচ পড়ে। বিলাতী বাষ্পীয় কলে ১০০ পণ তৈল ভাঙ্গিতে প্রায় ১৯৲ টাকা খরচ হয়।

তিসির সূতা। এখন য়ুরোপীয়গণের প্রাণপণ যত্নে ও চেষ্টায় ভারতে অনেক স্থলে তিসির সূতা প্রস্তুত হইতেছে। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করা হয়। এদেশের কৃষকেরা তিসির আঁশ তুলিতে কোন মতে সম্মত হয় না। তাহাদের বিশ্বাস যে বাপ পিতামহ যে কার্য্য করে নাই, তাহা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এই সকল অজ্ঞ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস উল্‌টাইতে সাহেবদিগকে যে কতকষ্ট পাইতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। লাভের কথা, উদাহরণ, বা উপদেশ কিছুতেই ইহারা ভুলে না। ডাঃ রক্‌স্‌বর্গ সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিশড়ার শণের কুঠিতে তিসির সূতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার প্রস্তুত সূতা ভাল হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এ, রজার্স নামে এক ব্যক্তির অধীনে একটী কোম্পানী গঠিত হয়। রিগা ও ওলন্দাজী বীজ সহ একজন বেলজিয়মের কৃষক ও বেলজিয়মবাসী এক তিসির সূতা-প্রস্তুতকারী য়ুরোপীয় যন্ত্রাদি লইয়া এদেশে আসে। এই কোম্পানীকে এদেশে আসিয়া চাষ আরম্ভ করিতে হয় নাই। ইহাদের উপদেশে এদেশের লোকেই এ বিষয়ে চেষ্টা করে। কাশীর নিকট বালিয়া নামক স্থানে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে যে চাষ হয়, তাহাতে কাজ ভাল হয় নাই। অসময়ে চাষ ও অসময়ে সূতা তুলিতে গিয়া সব নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে চেষ্টা হয়। তিন বৎসর চেষ্টার পর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সূতা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও কোমল হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের সহানুভূতি না পাওয়ায় এখানকার কার্য্য আর কয়েক বৎসর চেষ্টার পর বন্ধ হয়। শেষে নর্ম্মদার তীরে জব্বলপুরে এবিষয়ে কতকটা ফল হইয়াছিল। এখানকার তিসির গাছে বেশ ভাল সূতা হয়। শাহাবাদে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এখানে যে সূতা হয়, তাহা বড় কড়া। রুষিয়ার সূতার ন্যায় ইহাও কম দরে বিলাতে বিক্রয়

হয়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশেও চেষ্টা হয়। চট্টগ্রামে যে সুতা হয়, কোম্পানীর পরীক্ষায় তাহা দীর্ঘে কম হইলেও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ৪ প্রকার সুতা প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে ৩য় প্রকার সুতাই অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল।

এইরূপে নানা স্থানে তিসির সুতার জন্য চাষ আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ কৃষকেরা আপনা হইতে ইহা অল্পবিস্তর উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে লাহোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে শিয়াল-কোটে ও দীননগরে ইহার সুতা তুলিয়া চারপায়া প্রভৃতির জন্য দড়ি প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হয়। কাঙ্গড়া উপত্যকা হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে সুতার নমুনা বিলাতে পাঠান হয়, সেখানে তাহা খুব আদর পায় ও উচ্চদরে বিক্রীত হয়। ইহা হইতে ভারতবর্ষে রীতিমত ব্যবসা চালাইবার ইচ্ছায় বেলফাষ্ট সহরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেলফাষ্ট-ভারতীয় তিসি-সুতার কোম্পানী নামে একদল ইংরাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিয়ালকোটে ইঁহাদের এজেণ্ট আপিস স্থাপিত হয়। প্রথমে ইঁহাদের এত ক্ষতি হয় যে কারবার উঠিয়া যায় যায় হইয়াছিল, শেষে হোম-গবর্মেণ্টের বার্ষিক সাহায্যে ইঁহারা যে সুতা প্রস্তুত করেন, তাহা ভাল আইরিশ সুতার সহিত সমান হয়। কিন্তু বেশী জমী ও বেশী কৃষক না পাওয়ায় উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অপর এক কোম্পানী এই কার্য্য আরম্ভ করেন।

পেশাবরে তিসি হইতে গৃহকর্ম্মে ব্যবহারার্থ দড়ি প্রস্তুত করে। এতদ্ভিন্ন এখন আর পঞ্জাবে তিসির সুতার কোন ব্যবহার নাই বা লোকে করিতেও চাহে না। পঞ্জাবের তিসিতে কিন্তু ভাল সুতা হইবার কথা। উ° প° প্রদেশেও সুতা প্রস্তুত হয় না। এখানে বীজসংগ্রহের পর গাছগুলা আঁটী বাঁধিয়া সাত আটদিন পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া রাখে। প্রতি-দিন উল্টাইয়া দিতে হয়। ৭৮ দিন পরে (বেশী গরমের সময় ৪।৫ দিন পরে) গোড়া ভাঙ্গিয়া দেখিতে হয় যে পাটের ন্যায় পাকাটী আল্‌গা হইয়াছে কি না। তাহা হইলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত শিশিরে ভিজিতে দিতে হয়। পাতলা করিয়া মাঠে ছড়াইয়া রাখিয়া দেয়। যদি বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে আঁটী বাঁধিয়া কোণাকারে মাঠে দাঁড় করাইয়া রাখে। তৎপরে মুগুর মারিয়া পাকাটী ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। তাহার পর পরিষ্কার করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহা বোম্বাই হইয়া বিলাতে চালান হয়। দেশী কৃষকে এখন ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করে নাই।

মধ্যভারতে তিসির গাছ এক ফুটের বেশী বড় হয় না, কিন্তু তিসি যথেষ্ট জন্মে। এখানে ইহা রবি শস্যের সহিত জন্মে। বরারেও ঐরূপ। এই দুইস্থানে কোথাও সুতা হয় না।

সিন্ধু প্রদেশের উত্তর সীমায় তিসির সুতা হয়, জমীদারেরা তাহা হইতে দড়ি প্রস্তুত করান। সিন্ধুর আর কোন অংশে তিসির চাষ আদৌ নাই। বোম্বাইয়ে বীজে কেবল তৈল হয়। সুতা কোথাও হয় না। মান্দ্রাজেও তাহাই। বাঙ্গালায় ঐরূপ, কিন্তু এখানে যত্ন করিলে ইহার সুতায় দড়ি চট প্রভৃতি ভাল হইতে পারে। কলিকাতার নিকটে গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়ির টেঁকে ক্যাম্বিসের কলে একবার এই সুতায় পালের কাপড় ও ত্রিপলের কাপড় তৈয়ার হইয়াছিল। তাহা অতি উৎকৃষ্ট হয়।

ভারতে সকল দেশেই এখন তিসির বীজ সংগৃহীত হয়। গাছগুলি হয় গবাদিকে খাইতে দেয়, নতুবা পুড়াইয়া ফেলে, আর নহেতো ফেলিয়া দেয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা যদি আঁটি গুলি শুকাইয়া কাগজের কলে চালান দেয়, তাহা হইলে উভয়পক্ষে অনেক লাভ হয়।

তিসির ব্যবসায়। ভারতে তিসি কত খরচ হয় ঠিক জানা যায় না। এদেশে তিসির তৈলের ঘানি বা ভাল কল নাই। এক কল আছে তাহাতে যে তৈল হয়, তাহা এদেশেই বিক্রীত হয়। বড় মানুষের বাটীর কাঠকাঠরায় যে সবুজাদি রং দেয়, তাহা এই তিসির তৈলে গোলা হয়। বহু শত মণ বীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা হইতে বেশী যায়।

তিসির ব্যবহার। প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহার অংশু হইতে আপাততঃ দড়ি, চট, ত্রিপল, পাল প্রভৃতি হইতে পারে। আর যদি সুতা তোলা না হয়, তবে এখন আপাততঃ গাছগুলি শুকাইয়া কাগজের কলে চালান দিতে পারিলে বড় ভাল হয়। ইহার তৈলে গোলা রং, ছাপার কালী, অয়েল ক্লথ, নকল ইণ্ডিয়া রবার, তেলাবার্ণিশ ও নরম সাবান প্রস্তুত হয়। তৈল বিশুদ্ধ হইলে এই সকল দ্রব্য ভালই হয়, কিন্তু ভারতে মিশ্রিত তৈলই অধিক।

ঔষধে তিসির বহু ব্যবহার আছে। ঘা, ফোড়া প্রভৃতিতে তিসি বাটিয়া গরম করিয়া পুলটিস দেওয়া হয়। দম্‌কা দাস্ত ও মৃদুকাশি রোগে তিসি উপকার করে; মেহ ও মূত্র রোগে এবং লিঙ্গযন্ত্রের পীড়াতেও ইহা উপকারী। মূত্রবিরেচক হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ইহার ফুল উপকারী। দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে তিসি জলে সিদ্ধ করিয়া মেহরোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। বীজপূর্ণ চিনির সহিত মিশাইয়া খাইলে মেহরোগে উপকার হয় ও কামাগ্নি বৃদ্ধি করে। তিসি ভাজিয়া আটার ভাজার সহিত খাইয়া থাকে। লাড়ুতেও ইহা তিলের ন্যায় মিশাইয়া থাকে।

এদেশে তৈল অল্প হয়, সুতরাং খোলও অল্প হয়। কিন্তু কৃষিয়ার পরীক্ষা করা হইয়াছে, যে এই খোল গবাদিকে খাওয়াইলে উহাদের দুগ্ধে মাখন বেশী হয়।

তিস্‌কা (স্ত্রী) ত্রি-ভাবে কন্‌ তিস্‌ আদেশঃ (তিসৃভাবে সংজ্ঞায়াং কন্নুপসংখ্যানং। পা ৭।২।৯৯ বা°) গ্রামভেদ। (বার্ত্তিক)

তিসৃধন্ব (ক্লী) তিসৃভি রিষুভির্যুতং ধন্ব ধনুঃ বৈদিকপ্রয়োগে অচ্‌ সমাসান্তঃ অবিভক্তাবপি বেদে ত্রিস্রাদেশঃ। তিনটী বাণযুক্ত ধনু।

"তিসৃধন্বং দক্ষিণাং দদাতি।" (শতপথব্রা° ১১।১।৫।১০)

তিস্রা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী।

তিহন্‌ (পুং) তুহ-অর্দনে কনিন্‌ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ব্যাধি, পীড়া। ২ ব্রীহি। ৩ ধনু। ৪ সদ্ভাব। (সংক্ষিপ্তসা°)

তীক্ষ্ণ (ক্লী) তেজয়তি তেজ্যতে হনেন বা তিজ-ক্স দীর্ঘশ্চ (তিজেৰ্দীর্ঘশ্চ। উণ্‌ ৩।১৮) ১ খরস্পর্শ, উত্তাপ, উষ্ণতা। ২ বিষ। ৩ লৌহভেদ, ইস্পাত। ৪ যুদ্ধ। ৫ মরণ। ৬ শস্ত্র। ৭ শীঘ্র। ৮ সামুদ্রলবণ, করকচ্‌ লবণ। ৯ মুষ্ক, অণ্ডকোষ। ১০ চব্যক, চইগাছ। ১১ মরক। (হেমচ°) (ত্রি) ১২ তীক্ষ্ণতাযুক্ত। প্রতিভা, হীরক, কটাক্ষ, দুর্ব্বাক্য, নখ, লবণ, রবিকর, এই সকল তীক্ষ্ণ বস্তু। (কবিকল্পলতা)

"তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।" (মনু)

(পুং) ১৩ যবক্ষার। ১৪ শ্বেতকুশ। ১৫ কুন্দুরুক, কুঁদরুকী। ১৬ জ্যোতিষোক্ত নক্ষত্রগণ, আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্র। (ত্রি) ১৭ আত্মত্যাগী। ১৮ নিরালস্য। ১৯ যোগী। ২০ সুবুদ্ধি। ২১ শাণিত, ধারাল। ২২ অসহ্য।

"নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে।" (বাজসনেয়স° ১৬।৩৬)

'তীক্ষ্ণা অসহ্যা ইষবো বাণাঃ যস্য স তস্মৈ।' (মহীধর)

তীক্ষ্ণক (পুং) তীক্ষ্ণ সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ শ্বেত সর্ষপ। ২ মুষ্ক, অণ্ডকোষ।

তীক্ষ্ণকণ্টক (পুং) তীক্ষ্ণানি কণ্টকানি যস্য বহুব্রী। ১ ধুস্তূর, ধুতুরা। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তাপসতরু। ৩ বর্ব্বূর, বাবলাগাছ। ৪ করীর, বংশ। (ত্রি) ৫ তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত। তীক্ষ্ণং কণ্টকং কর্ম্মধা। ৬ তীক্ষ্ণ এমন কণ্টক। ধারাল কাঁটা।

তীক্ষ্ণকণ্টকা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণকণ্টক-টাপ্‌। কন্থারী বৃক্ষ।

তীক্ষ্ণকন্দ (পুং) তীক্ষ্ণঃ কন্দোমূলং যস্য বহুব্রী। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ।

তীক্ষ্ণকর্ম্মন্‌ (ত্রি) তীক্ষ্ণং কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। তীব্রকার্য্যকর, কার্য্যদক্ষ। পর্য্যায়—আয়ঃশূলিক। (ত্রিকা°)

তীক্ষ্ণকল্ক (পুং) তীক্ষ্ণঃ কল্কোযস্য বহুব্রী। তুম্বুরুবৃক্ষ। (রাজনি°)

তীক্ষ্ণকান্তা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণা উগ্রা কান্তা কমনীয়া কর্ম্মধা। মঙ্গলচণ্ডিকার মূর্ত্তিবিশেষ, তারাদেবী, উগ্রতারা।

"পীঠে দিক্করবাসিন্যা বিরূপা বসতে শিবঃ।
তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়া স্বেকা যোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা॥
পুরা ললিতকান্তাখ্যা বা শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা।
তস্যাস্তু সততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়ং নৃপ॥
কৃষ্ণা লম্বোদরী যা তু সা স্যাদেকজটা শিবা।
তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপূজয়েৎ॥"

(কালিকাপু° ৮০ অ°)

দিক্করবাসিনী দেবীর পীঠে স্বয়ং ভগবান্‌ শম্ভু লিঙ্গরূপে, বিষ্ণু শিলারূপে এবং ব্রহ্মা লিঙ্গরূপে অবস্থিত। আর এখানে দেবী দুর্গা তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুইরূপে বিহার করিয়া থাকেন। ললিতকান্তা নামে পরাৎপরা মঙ্গলচণ্ডিকার নামই তীক্ষ্ণকান্তা। তীক্ষ্ণকান্তাদেবী কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী ও একজটাধারিণী। এই দেবীকে সাধক সর্ব্বদা পূজা করিবে। মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ইহার ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে—"রেখে সুরেখে তথা তিষ্ঠন্তু" ইহাই তীক্ষ্ণকান্তার মণ্ডলন্যাস মন্ত্র।

নরান্তক, ত্রিপুরান্তক, দেবান্তক, যমান্তক, বেতালান্তক, দুর্দ্ধরান্তক, গণান্তক এবং প্রমান্তক এই কয়জন তীক্ষ্ণকান্তার দ্বারপাল। মণ্ডলের ৮ দিকে ইহাদিগকে পূজা করিতে হইবে। পূজা করিতে হইলে সম্বোধনান্ত এক একটী নাম, তৎপরে "বজ্রপুষ্পং" তৎপরে "স্বাহা" একত্র করিলে যাহা হয়, তাহাই এই দ্বারপালদিগের মন্ত্র। তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুই মূর্ত্তিতেই পাত্র, উপকরণ, স্নান, ন্যাস প্রভৃতি করিতে হইবে। চামুণ্ডা, করালা, সুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটাদেবীর এই ৬ জন যোগিনী।

"হে ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ।" ইহাই পীঠদেবী তীক্ষ্ণকান্তার গায়ত্রী। বিকট চণ্ডিকাদেবী ইহার নির্ম্মাল্যধারিণী।

মৃণ্ময় বা রুদ্রাক্ষে ইহার জপমালা করিতে হইবে। তীক্ষ্ণকান্তাদেবীর পূজাতে ইহাই বিশেষ, এতদ্ভিন্ন উপচার, বলিদান, জপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই কামাখ্যাপূজানুসারে করিতে হইবে। তীক্ষ্ণকান্তাদেবীর পানীয়ের মধ্যে মদিরা, বলির মধ্যে নরবলি এবং নৈবেদ্যের মধ্যে মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষুই প্রশস্ত এবং প্রীতিপ্রদ। ইহার পূজা করিলে সাধক অভীষ্ট লাভ করে। (কালিকাপু° ৮০ অ°)

তীক্ষ্ণগন্ধ (পুং) তীক্ষ্ণঃ প্রচণ্ডো গন্ধো যস্য বহুব্রী। ১ শোভাঞ্জনবৃক্ষ, সজিনাগাছ। ২ রক্ততুলসী। ৩ শ্বেততুলসী। ৪ কুন্দুরুকনামক গন্ধদ্রব্য।

তীক্ষ্ণগন্ধা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণগন্ধ-টাপ্‌। ১ শ্বেতবচা, শাদা বচ।

২ কস্তুরী। ৩ রাজিকা, রাইসরিষা। ৪ বচা, বচ। ৫ জীবন্তী।
"উগ্রা কুষ্ঠং তীক্ষ্ণগন্ধা বিড়ঙ্গং শ্রেষ্ঠং নিত্যং চাবপীড়ে করঞ্জং।"
(সুশ্রুত উত্তরত° ২৪ অ°)
৬ সূক্ষ্মৈলা, ছোটএলাচী। ৭ ক্ষুদ্রজনিকা, হাঁচোটী।

তীক্ষ্ণতণ্ডুলা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণা তণ্ডুলাঃ যস্যাঃ বহুব্রী। পিপ্পলী, পিপুল।

তীক্ষ্ণতা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণস্য ভাবঃ তীক্ষ্ণ ভাবে তল্-টাপ্। তীক্ষ্ণের ভাব, তীব্রতা, কটুতা, ধার।

তীক্ষ্ণতাপ (পুং) তীক্ষ্ণঃ তাপঃ যস্য। মহাদেব।
(ভারত ১৩।১৭।৫৪)

তীক্ষ্ণতৈল (ক্লী) তীক্ষ্ণস্য স্নেহঃ স্নেহে তৈলচ্ বা তীক্ষ্ণং তৈলং স্নেহো যস্য। ১ মুহীক্ষীর, সিজের আটা। ২ সর্জ্জরস। ৩ মদ্য, সুরা।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র (পুং স্ত্রী) তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রা যস্য বহুব্রী। ১ ব্যাঘ্র। (ত্রি) ২ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাযুক্ত।
"সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ সমাশ্চ শুভাঃ।" (বৃহৎসং ২৩ অ°)

তীক্ষ্ণদংষ্ট্রক (পুং) তীক্ষ্ণদংষ্ট্র-কন্। ব্যাঘ্র।

তীক্ষ্ণদন্ত (পুং) যে জীবের দন্ত অতি তীক্ষ্ণ বা ধারাল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি (স্ত্রী) তীক্ষ্ণা দৃষ্টিঃ কর্ম্মধা। সূক্ষ্মদৃষ্টি।

তীক্ষ্ণধার (পুং) তীক্ষ্ণা ধারা যস্য বহুব্রী। ১ খড়্গ।
"অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।" (খড়্গপূজামন্ত্র)
(ত্রি) ২ তীক্ষ্ণধারযুক্ত।

তীক্ষ্ণপত্র (পুং) তীক্ষ্ণানি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। তুম্বুরু গাছ, ধনিয়ার গাছ। (ত্রি) ২ তীব্রপত্রযুক্ত। তীক্ষ্ণং পত্রং কর্ম্মধা। তীক্ষ্ণ এমন পত্র।

তীক্ষ্ণপুষ্প (ক্লী) তীক্ষ্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। ১ লবঙ্গ। (ত্রি) ২ তিগ্মপুষ্পযুক্ত। তীক্ষ্ণং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৩ তীক্ষ্ণ এমন পুষ্প।

তীক্ষ্ণপুষ্পা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণপুষ্প-টাপ্। কেতকী। (রাজনি°)

তীক্ষ্ণপ্রিয় (পুং) যব।

তীক্ষ্ণফল (পুং) তীক্ষ্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ তুম্বুরুবৃক্ষ, ধনিয়া গাছ। (ত্রি) ২ তিগ্মফলযুক্ত। তীক্ষ্ণং ফলং কর্ম্মধা। ৩ তিগ্মফল।

তীক্ষ্ণফলা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণফল-টাপ্। রাজসর্ষপ, রাইসরিষা।

তীক্ষ্ণমঞ্জরী (স্ত্রী) পর্ণলতা, পানের গাছ।

তীক্ষ্ণমূল (পুং) তীক্ষ্ণং মূলং যস্য বহুব্রী। ১ শোভাঞ্জন, শিগ্রু, সজিনাগাছ। ২ কুলঞ্জন, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (ত্রি) ৩ তিগ্মমূলক। (ক্লী) তীক্ষ্ণং মূলং কর্ম্মধা। ৪ তিগ্মমূল।

তীক্ষ্ণরশ্মি (পুং) তীক্ষ্ণা রশ্ময়োযস্য বহুব্রী। ১ তিগ্মাংশু, সূর্য্য। (ত্রি) ২ তিগ্মরশ্মিযুক্ত। (পুং) তিগ্ম এমন রশ্মি।

তীক্ষ্ণরস (পুং) তীক্ষ্ণো রসো যস্য বহুব্রী। ১ যবক্ষার, সোরা। (ত্রি) ২ তিগ্মরসযুক্ত। (পুং) তীক্ষ্ণঃ রসঃ কর্ম্মধা। ৩ তিগ্মরস।

তীক্ষ্ণলোহ (ক্লী) তীক্ষ্ণং লোহং কর্ম্মধা। লোহভেদ, ইস্পাত।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি (পুং) তীক্ষ্ণা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রখরমতি।

তীক্ষ্ণবেগ (ত্রি) তীক্ষ্ণঃ বেগঃ যস্য বহুব্রী। অধিক বেগযুক্ত।

তীক্ষ্ণশূক (পুং) তীক্ষ্ণঃ শূকো অগ্রং যস্য বহুব্রী। ১ যব। ২ খরশূকযুক্ত। (ক্লী) তীক্ষ্ণং শূকং কর্ম্মধা। ২ খরশূক।

তীক্ষ্ণসারা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণঃ কঠিনঃ সারো যস্যা বহুব্রী। শিংশপা-বৃক্ষ, শিশুগাছ। (ত্রি) ২ তিগ্মসারযুক্ত। ৩ খরসার।

তীক্ষ্ণা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণ-টাপ্। ১ বচা। ২ সর্পকঙ্কালিকাবৃক্ষ, সাপ্-কাঁকলা। ৩ কপিকচ্ছু, আলকুশীলতা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, হিন্দীতে বড় মালকঙ্গুনী। ৫ অত্যম্লপর্ণীলতা। ৬ জলৌকা। ৭ কটুবীরা, লঙ্কামরিচ। ৮ তারাদেবী *। [তীক্ষ্ণকান্তা দেখ।]

তীক্ষ্ণাংশু (পুং) তীক্ষ্ণাঃ অংশবো যস্য বহুব্রী। তিগ্মরশ্মি, সূর্য্য।

তীক্ষ্ণাংশুতনয় (পুং) তীক্ষ্ণাংশুঃ সূর্য্যস্তস্যতনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যতনয়।

তীক্ষ্ণাগ্নি (পুং) ১ রোগবিশেষ, বুকজ্বালারোগ। ২ অজীর্ণ-রোগ। ৩ উদরস্থ অগ্নি তীক্ষ্ণ হইলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়।
"মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা তীক্ষ্ণাগ্নেঃ পচ্যতে সুখং।
অতএব হি কেনাপি মতস্তীক্ষ্ণাগ্নিরুত্তমঃ॥" (ভাবপ্র°)

তীক্ষ্ণাগ্র (ত্রি) তীক্ষ্ণঃ অগ্রো যস্য বহুব্রী। সূক্ষ্মাগ্র, যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ।

তীক্ষ্ণায়স (ক্লী) অয় এব আয়সং তীক্ষ্ণঞ্চ তৎ আয়সঞ্চেতি কর্ম্মধা। লোহবিশেষ, চলিত কথায় তীখা ইস্পাত। পর্য্যায়— লোহ, শস্ত্রায়স, শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্গ, মুণ্ডিত, অয়স্, চিত্রায়স, চীনজ। ইহার গুণ— উষ্ণ, তিক্ত; বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলনাশক এবং তীক্ষ্ণ। (রাজনি°)

তীক্ষ্ণায়সচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়।
"তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমং।
ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ধীমান্ সদ্যঃ শূলনিবারণং॥"
(রসেন্দ্রসার শূলাধিকার)

তীক্ষ্ণেষু (পুং) অসহ্য বাণযুক্ত। "নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে নমঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৬।৩৬) 'তীক্ষ্ণা অসহ্য ইষবো বাণা যস্য সঃ তীক্ষ্ণেষুঃ' (মহীধর)

* "হে ভগবত্যোকজটে বিদ্মহে পদ মন্ত্রতঃ।
বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্ন তারা প্রচোদয়াৎ।
এষা তু তীক্ষ্ণা গায়ত্রী পীঠদেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা।" (কালিকাপু°)

তীয়র (তীবর শব্দজ) ধীবর, জেলে, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ইহারা মৎস্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [তীবর দেখ।]

তীর (ক্লী) তীর-অচ্। নদ্যাদির কূল। নদীর গর্ভ হইতে সার্দ্ধ শতহস্ত পর্য্যন্ত পরিমিত স্থানকে তীর কহে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে যে পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত হয়, সেই পর্য্যন্ত গর্ভ, অর্থাৎ সেই স্থল হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্ত তীর।

"সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীর মুচ্যতে।
ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলং।
তাবদ্গর্ভং বিজানীয়াৎ তদন্তস্তীরমুচ্যতে।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

পুরাণ মতে, গঙ্গাদি পুণ্যনদীসমূহের তীরে পুণ্য বা পাপ করিলে তাহা চিরস্থায়ী হয়, এজন্য যত্নপূর্ব্বক পুণ্যনদীসমূহের তীরে পাপকার্য্য পরিহার করিবে এবং যথাশক্তি পুণ্যোপার্জ্জনে যত্নবান্ হইবে। (পুং) ২ সীসক। ৩ বাণ। ৪ ত্রপু, টিন।

তীরগ্রহ (পুং) দেশভেদ।
"তীরগ্রহাঃ শূরসেনাঃ ইজকাঃ কন্যকাঃ গুহাঃ।" (ভা° ভীষ্ম ৯ অঃ)

তীরগর (তীরকর) ১ তীরপ্রস্তুতকারী। ২ এক শ্রেণীর মুসলমান। আহ্মদনগর জেলায় ইহাদের বাস। পূর্ব্বে ইহারা যুদ্ধের জন্য তীর প্রস্তুত করিয়া দিত, এজন্য তীরগর নাম হইয়াছে। এখন আর তীরের আদর নাই। সুতরাং ইহারাও জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন ইহারা চোবদার বা দাসের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

তীরঘর (দেশজ) ১ তীর রাখিবার গৃহ। ২ হিন্দুরমণীগণের মধ্যে প্রথম ঋতু হইলে চারি দিন যে ঘরে আবদ্ধ থাকে, যে ঘরে কোন পুরুষ ঐ চারিদিন যাইতে পারে না, সেই ঘরকেও সাধারণে তীরঘর বলে। পূর্ব্বকালে চারিদিকে তীর পুতিয়া তাহার মধ্যস্থলে ঋতুমতী রমণীকে রাখা হইত, তাহা হইতেই তীরঘর নাম হইয়াছে। এখন কএকটী বাঁথারি কাটিয়া তীর স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

তীরণ (ক্লী) লতাভেদ, করঞ্জিকা। (নির্ঘণ্টপ্র°)

তীরন্দাজ্ (পারসী) শরনিক্ষেপনিপুণ ব্যক্তি, ধনুর্দ্ধর।

তীরভুক্তি (পুং) দেশবিশেষ, ইহা বিদেহের নামান্তর। ইহার অপভ্রংশ তীরহুত। [ত্রিহুত দেখ।]

তীররুহ্ (ত্রি) তীরে রোহতি রুহ-ক। বৃক্ষ।

তীরস্থ (ত্রি) তীরে তিষ্ঠতি তীর-স্থা-ক। ১ তীরস্থিত। ২ মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে নীত। চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় "তীরস্থ করা হইয়াছে।"

তীরাট (পুং) লোধ্র।

তীরান্তর (ক্লী) তীরস্য অন্তরং ৬তৎ। অপর পার।

তীরিত (ত্রি) তীর-ক্ত। কার্য্যসমাপ্তি।

তীরু (পুং) ১ শিব, মহাদেব।
"নমস্তেঽস্তু ভীবু হন্তায় তীরু তীরু হয়ায় চ।" (হরিব° ১৩৮ অঃ)
২ শিবস্তুতি।

তীর্ণ (ত্রি) তৄ-ক্ত। ১ উত্তীর্ণ, পারগত। ২ অভিভূত। ৩ আপ্লুত। ৪ অতিক্রান্ত।
"তীর্ণোহি তদা ভবতি হৃদয়স্য গেহান্।" (শ্রুতি)

তীর্ণপদী (স্ত্রী) তীর্ণঃ পাদো মূলমস্যাঃ অন্ত্যোলোপঃ কুম্ভপদ্যা° ঙীষ্। তালমূলী।

তীর্ণা (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠাখ্য বৃত্তিবিশেষ, পিঙ্গলছন্দশাস্ত্রোক্ত ষড়ক্ষর ছন্দবিশেষ, ইহার তৃতীয় ও ষষ্ঠ গুরু। লক্ষণ—
"যস্মিন্ বৃত্তে কর্ণঃ কর্ণঃ বেদৈর্বর্ণৈঃ সা স্যাৎ তীর্ণা।"
"গন্তৌ চেৎ কন্যেতি।" (পিঙ্গলছ°)

তীর্থ (ক্লী) তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ তৄ-থক্ (পাতৄ তুদি বচীতি। উণ্ ২।৩)। ১ শাস্ত্র। ২ যজ্ঞ। ৩ ক্ষেত্র। ৪ উপায়। ৫ নারীরজঃ। ৬ অবতার, অবতরণ। ৭ ঋষিজুষ্ট জল, যে জল ঋষিরা সেবন করিয়া থাকেন। ৮ পাত্র। ৯ উপাধ্যায়, গুরু। ১০ মন্ত্রী। ১১ যোনি। ১২ দর্শন। ১৩ ঘট্ট, ঘাট। ১৪ বিপ্র। ১৫ আগম। ১৬ নিদান। ১৭ বহ্নি। ১৮ পুণ্যস্থানাদি। কাশীখণ্ডে তীর্থের বিবয় এইরূপ লিখিত আছে—তীর্থ ত্রিবিধ জঙ্গম, মানস ও স্থাবর। জগতে ব্রাহ্মণগণ জঙ্গম তীর্থ। ইহারা পবিত্রস্বভাব এবং সর্ব্বকামপ্রদ। ইহাদিগের বাক্যোদক দ্বারা মলিন লোক সকল বিশুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে সেবা করিলে পাপ থাকে না এবং সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

"ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকং।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনাঃ জনাঃ॥" (কাশীখ°)

মানসতীর্থ। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ঋজুতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য ও তপস্যা, ইহার প্রত্যেকটী মানসতীর্থ; ইহার মধ্যেও মনের যে বিশুদ্ধিতা তাহাই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেশ ভ্রমণ করিলে আত্মার উন্নতি বা বহুদর্শিতা লাভ হয়, এজন্যও তীর্থযাত্রা হিন্দুগণ অতি পুণ্যদায়ক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তীর্থগমন করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, সাধুদিগের দর্শনে আত্মাও পূত হয়। যে সকল মহাত্মার আশ্রমে গমন করা যায়, তাহাদের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে জগতের অনিত্যতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কত শত লোক এই সকল আশ্রমে আসিয়া জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এই সকল চিন্তা করিয়া মন এক উদার ভাব ধারণ করে, এবং সর্ব্বদা পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা হয়, এই নিমিত্ত

প্রত্যেক মনুষ্যেরই আত্মার উন্নতির জন্য তীর্থযাত্রা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গ জলে আপ্লুত করিয়া স্নান করিলে তীর্থস্নান হয় না, যে সকল লোক ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত তীর্থস্নায়ী। যাহারা লোভী, ক্রূর, দাম্ভিক বা বিষয়াসক্ত, তাহারা শত শত তীর্থে স্নান করিলেও পাপ হইতে মুক্ত হয় না। কেবল শরীরের মলত্যাগেই মনুষ্য নির্ম্মল হয় না, মন হইতে মলকে দূর করিতে পারিলেই প্রকৃত নির্ম্মল হওয়া যায়। তীর্থগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তের শুদ্ধিলাভ। যদি অন্তঃকরণের ভাব পবিত্র না হয়, তাহা হইলে দান, যজ্ঞ, তপঃ, শৌচ, তীর্থসেবা, সৎকথা শ্রবণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করিলেও কোন ফললাভ হয় না। মনুষ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেই স্থানেই তাহার কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ। রাগদ্বেষ প্রভৃতি মল অপনয়ন করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে যাহারা স্নান করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়।

স্থাবরতীর্থ—গঙ্গাদি পুণ্য প্রদেশ। যেমন শরীরের অবয়ব বিশেষ পবিত্র বলিয়া গণ্য, তদ্রূপ এই পৃথিবীরও কতকগুলি প্রদেশ পুণ্যতম বলিয়া বিখ্যাত। স্থাবর ও মানস তীর্থে যাহারা নিত্য অবগাহন করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।*

তীর্থযাত্রা করিলে যে ফললাভ হয়, বিপুল দক্ষিণার সহিত বহুতর যজ্ঞদ্বারাও সে ফললাভ করা যায় না। যাহার হস্ত পদ ও মন সংযত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি-সম্পন্ন, তাহারই তীর্থফল লাভ হয়। প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে কোন উপায়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তাহারই তীর্থফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি দাম্ভিক নহে, যাহার আরম্ভ সকল নিষ্ফল হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত অঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, যিনি ক্রোধ রহিত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, স্থিরব্রত ও সমস্ত প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, তাহারাই তীর্থের ফলভোগ করেন। ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, শ্রদ্ধা ও ধীরতার সহিত তীর্থ ভ্রমণ করিলে পাপীজনও বিশুদ্ধ হয়, সাধুদের কথা আর কি বলিব। তীর্থানুসরণ করিলে তির্য্যগ্‌যোনি বা কুদেশে জন্ম হয় না। তীর্থভ্রমণকারী ব্যক্তি দুঃখী হয় না এবং অন্তিমে স্বর্গবাসী হয়। যাহার শ্রদ্ধা নাই, যে পাপাত্মা ও নাস্তিক, যাহার সংশয় দূর হয় নাই, যে নিরর্থক তর্ক করে, তাহাদিগের তীর্থের ফললাভ হয় না।

যাহারা শীতোষ্ণ সহ্য করিয়া ধীরভাবে বিধিপূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা করে, তাহারা স্বর্গগামী হয়।

তীর্থগমন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিবে, সে গৃহে সংযত হইয়া উপবাস করিয়া থাকিবে; তৎপরে যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণের পূজা করিবে। তৎপরে পারণ করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আনন্দে গমন করিবে। তৎপরে তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ করিলে তীর্থের ফলভোগী হওয়া যায়। তীর্থে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে না। কেহ অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য চাহিলে তাহাকে যথাশক্তি প্রদান করিবে, কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। তিলপিষ্ট ও গুড় দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধে অর্ঘ প্রদান ও আবাহন করিবে না। কালবিশুদ্ধ হউক বা না হউক, কোনরূপ বিঘ্ন না হইলেই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে। প্রসঙ্গাধীন তীর্থে গমন করিয়া যদি স্নান করে, তাহাতে তাহার স্নানের ফললাভ হয়, কিন্তু তীর্থযাত্রানিমিত্ত স্নানের ফললাভ হয় না। তীর্থগমনে পাপাত্মাদিগের পাপ বিনাশ হয় এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের তীর্থগমনে যথোক্ত ফললাভ হয়। যে অন্যের জন্য তীর্থে গমন করে, সে ১৬ ভাগ ফল প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রসঙ্গাধীন গমন করে, তাহার অর্দ্ধেক ফল, যাহার উদ্দেশে কুশের প্রতিকৃতি করিয়া তীর্থে স্নান করান যায়, তাহার অষ্টমাংশ ফললাভ হয়। তীর্থে উপবাস ও মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিলে শিরোগত পাপ সকল নষ্ট হয়। যেদিন তীর্থে আসিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয় এবং তীর্থে আসিয়াই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাশী, কাঞ্চী, মায়া, অযোধ্যা, দ্বারবতী, মথুরা এবং অবন্তী এ ৭টী পুরী মোক্ষপ্রদ এবং শ্রীশৈল ও কেদার ততোধিক মুক্তিপ্রদ।

তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বিশেষ মুক্তিপ্রদ। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যে নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তাহার আর কোথাও জন্ম হয় না। অন্যান্য যে সকল মুক্তিক্ষেত্র আছে, সে সব কাশীতে পাওয়া যায়, কাশীতেই জীবগণের নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, অন্য কোন তীর্থে তাহা হয় না। (কাশীখ° ৬ অঃ)

* "শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে।
যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিং॥
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা।
এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণং॥" (কাশীখ°)

ব্রহ্মপুরাণে তীর্থের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বিশুদ্ধ মনই পুরুষের তীর্থ। অন্তঃকরণ যাহাতে নির্ম্মল হয়, তীর্থ করিতে হইলে তাহাই আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ তাহার কোন তীর্থেই ফললাভ হইবে না। যেমন মদ্যপাত্র শত শতবার ধৌত করিলেও তাহা পবিত্র হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধাত্মালোক শত শত তীর্থজলে স্নান করিলেও তাহার ফল পায় না। দুষ্টাশয় দাম্ভিক লোকদিগের তীর্থ, ব্রত, দান প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল। মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া যে কোন স্থানে বাস করিলে সেই স্থানই তাহার পুষ্কর নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থ হয়।

"ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥" (পদ্মপু°)

তীর্থে গমন করিয়াও যাহাদের চিত্তের মল দূর হয় নাই, তাহাদের তীর্থগমনের কোন ফলই নাই। প্রয়াগতীর্থে গমন করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও কেশমুণ্ডন করিবে, অন্যথা কেশমুণ্ডন করিবে না। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে ও তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐশ্বর্য্য মত্ত যে ধনী যানাদি দ্বারা তীর্থযাত্রা করে, তাহার সকল তীর্থই নিষ্ফল হয়।

"ঐশ্বর্য্যলাভমাহাত্ম্যাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ।
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাৎ যানং বিবর্জয়েৎ॥" (মৎস্যপু°)

ইহাতে কেহ কেহ বলেন, যানদ্বারা তীর্থ গমন করিলে অর্দ্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, ছত্র ও পাদুকা লইয়া গমন করিলে তদর্দ্ধ বিনষ্ট হয়, তীর্থে তৈল ও মাংস ব্যবহার করিলে তাহার অর্দ্ধেক নষ্ট হয় ও তীর্থে মৈথুন আচরণে সকলই নষ্ট হয়।

"পুণ্যার্দ্ধং হরতে যানে তদর্দ্ধং ছত্রপাদুকে।
তদর্দ্ধং তৈলমাংসাভ্যাং সর্ব্বং হরতি মৈথুনে॥" (কর্ম্মলোচন)

সত্যযুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষারণ্য, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ। তীর্থে প্রতিগ্রহ করিবে না। নারায়ণ-ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরীনাথ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, পুষ্কর, ভাস্কর, প্রভাস, রাসমণ্ডল, হরিদ্বার, কেদার, সরস্বতী, বৃন্দাবন, গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থে যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করে, সেই তীর্থপ্রতিগ্রাহীলোক কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। তীর্থে গমন করিয়া প্রাণকণ্ঠাগত হইলেও দান গ্রহণ করিবে না। অকাল, মলমাস ও যাত্রোক্ত নিষিদ্ধ দিন পরিহার করিয়া তীর্থযাত্রা করিবে। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে অকালেও গমন করা যায়, অথবা সংক্রান্তিতে সকল তীর্থেই যাওয়া যাইতে পারে।

এই পৃথিবীতে কত তীর্থ আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এক পদ্মপুরাণেই সার্দ্ধ তিনকোটী তীর্থের উল্লেখ আছে।

"তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥" (পদ্মপু°)

এইরূপ অবস্থায় সকল তীর্থের নির্ণয় করা অসম্ভব। একমাত্র এই ভারতবর্ষ মধ্যেই যে কতশত তীর্থ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেখানে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, অথবা যেখানে কোন দেব বা মহাত্মা লীলা করিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট সেই স্থানই তীর্থ-রূপে গণ্য হইয়াছে। সকল তীর্থের নাম একত্র প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধ করা বৃথা। (বিশ্বকোষের যথাস্থানে সেই সেই নামে তীর্থ সমুদয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।)

এখানে মহাভারত হইতে প্রাচীন কতকগুলি তীর্থের উল্লেখ করিব।

পুষ্কর। ইহার নাম তীর্থরাজ—এই তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা দশ-কোটী তীর্থ আগমন করে, ইহাতে স্নানাদিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

জম্বূমার্গ—ইহাতে অশ্বমেধ সদৃশ ফল ও বিষ্ণু প্রাপ্তি হয়। তণ্ডুলিকাশ্রম—ইহার ফল দুর্গতিবিনাশ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি। অগস্ত্য-সরোবর—ইহাতে ত্রিরাত্র উপবাসে বাজপেয় যজ্ঞফল ও শাকভোজনে কৌমারলোক প্রাপ্তি হয়।

ধর্ম্মারণ্য—এইখানে কণ্বাশ্রম, প্রবেশমাত্রেই পাপক্ষয়, দেবপিতৃপূজা দ্বারা অশ্বমেধফল ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। যযাতিপতন—এই স্থানে গমনেই অশ্বমেধ ফল হয়।

কোটীতীর্থ—এখানে মহাকাল নিত্য বিরাজিত আছেন। স্নানে অশ্বমেধ তুল্য ফল হয়।

ভদ্রবট—নর্ম্মদা নদী, এখানে পিতৃদিগের তর্পণে অগ্নিষ্টোম তুল্য ফল হয়। দক্ষিণসিন্ধু—এখানে ব্রহ্মচর্য্য আচরণে অগ্নিষ্টোম তুল্য ফল ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। চর্ম্মণ্বতী নদী—এখানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে জ্যোতিষ্টোম তুল্য ফল হয়। অর্ব্বুদাচার্য্য—এখানে বশিষ্ঠাশ্রম, একরাত্র উপবাসে সহস্র গোদানতুল্য ফল হয়। পিঙ্গতীর্থ—এখানে ইন্দ্রিয় জয়ে সবৎস শত কপিলাদান তুল্য ফললাভ হয়। প্রভাস—এখানে হুতাশন স্বয়ং বিরাজিত আছেন, স্নানে অগ্নিষ্টোম সদৃশ ফল হয়। সরস্বতীসাগর-সঙ্গম—এখানে স্নানদ্বারা সহস্র গোদানতুল্য ফল ও তিন দিন উপবাসে পিতৃ এবং দেবতাদিগের তর্পণে অশ্বমেধ তুল্য ফল হয়।

বরদান—এখানে দুর্ব্বাসা বিষ্ণুকে বর প্রদান করিয়া-ছিলেন, স্নানে সহস্র গোদানতুল্য ফল হয়।

দ্বারবতীতে পিণ্ডারকতীর্থ—এখানে পদ্মচিহ্নযুক্ত মুদ্রা ও শূলচিহ্নিত পদ্ম আজিও দেখা যায়। মহাদেব স্বয়ং এস্থানে আছেন, স্নানদানাদি দ্বারা বহু সুবর্ণদান যজ্ঞ সদৃশ ফললাভ হয়। সমুদ্রসিন্ধুসঙ্গম—এখানে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে বরুণলোক প্রাপ্তি হয়। ভ্রিমীতীর্থ—এখানে মহাদেব স্বয়ং বিরাজিত আছেন। স্নানে অশ্বমেধফল ও মহাদেবের দর্শন পূজনদ্বারা সকল পাপনাশ হয়। বসুধারাতীর্থ—ইহার দর্শনে অশ্বমেধফল, স্নান ও তর্পণদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। সিন্ধূত্তম-তীর্থ—এখানে স্নানদ্বারা বহু যজ্ঞতুল্য ফললাভ হয়। ব্রহ্মতুঙ্গ-তীর্থ—এইখানে গমন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কুমা-রিকা ও শক্রতীর্থ—এখানে স্নান করিলে সকল পাপনাশ হয়।

পঞ্চনদতীর্থ—ইহাতে পঞ্চযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভীমা-স্থানতীর্থ—এখানে স্নান করিলে মনুষ্য দেবীপুত্র হয় এবং সহস্র গোদানতুল্য ফল লাভ করে।

গিরিকুঞ্জতীর্থ—এখানে স্বয়ং ব্রহ্মা বিরাজিত আছেন। ইহাকে প্রণাম করিলে সহস্র গোদান সদৃশ ফল লাভ হয়। বিমলতীর্থ—আজিও এখানে সৌবর্ণ ও রজতমৎস্য দেখা যায়। স্নান ও পানদ্বারা বাজপেয় সদৃশ ফল লাভ হয়। বিতস্তানদী—এখানে তর্পণদ্বারা বাজপেয় ফল ও স্বর্গলোকে গমন হয়। কাশ্মীরে বিতস্তা নামে তক্ষকনাগসদন তীর্থে স্নান দ্বারা বাজপেয় ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। শমপরাতীর্থ—এইখানে সায়ংসন্ধ্যাকালে স্নান ও সপ্তার্চ্চিকে চরু প্রদান করিলে সহস্র অশ্বমেধের ফললাভ হয়।

রুদ্রাস্পদতীর্থ—এইখানে মহাদেবকে দর্শন করিলে অশ্ব-মেধ সদৃশ ফল লাভ হয়। মতিমান্ পর্ব্বত—এইখানে তিন দিন উপবাস করিলে জ্যোতিষ্টোম সদৃশ ফল লাভ হয়। দেবিকা নদী—ইহা মহাদেবের স্থান, স্নান ও মহাদেব দর্শন এবং মহাদেবকে চরু প্রদান করিলে সকল কামনা সিদ্ধি ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। দীর্ঘসত্রতীর্থ—এস্থানে গমন মাত্রই দীর্ঘসত্রের ফল, রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল হয়। বিনশনতীর্থ—স্নানাদিতে বাজপেয় সদৃশ ফল লাভ হয়। শশ-পানতীর্থ—এখানে স্নানে শিবের ন্যায় দীপ্তি ও গোসহস্র দানতুল্য ফল লাভ হয়। কুমারকোটীতীর্থ—স্নানে এবং পিতৃ ও দেবতাদিগের পূজনে গবাময়ন যাগতুল্য ফললাভ হয়। রুদ্র-কোটীতীর্থ—এইখানে কোটী ঋষি মিলিত হইয়া আমি অগ্রে রুদ্রকে দেখিব এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলে রুদ্রদেব তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানে কোটী হইয়াছিলেন, এই-খানে স্নানে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ও কুল উদ্ধার হয়। সরস্বতী-সঙ্গমতীর্থ—এখানে জনার্দ্দন স্বয়ং বিরাজ করেন, স্নানে বহু সুবর্ণ যাগফল লাভ হয়। সর্ব্বাবসান তীর্থ, এইখানে গমনে সহস্র গোদান ফল প্রাপ্তি হয়।

কুরুক্ষেত্রতীর্থ—এখানে যাইলে সকল পাপক্ষয়, মচক্রুক দ্বারপালের পূজা করিলে গোসহস্র দান ফল প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুস্থান—এখানে স্নান ও দর্শনদ্বারা অশ্বমেধ ফল ও বিষ্ণু লোকে গমন হয়। পরিপল্লবতীর্থ—এইখানে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পৃথিবীতীর্থ—এইখানে সহস্র গোদানতুল্য ফল। শালূকিনীতীর্থে গিয়া স্নান করিলে সহস্র গোদানতুল্য ফল। সর্পির্দ্দধীতীর্থ—এইখানে গমনে অগ্নিষ্টোম ফল ও নাগলোক প্রাপ্তি হয়। অবর্ণকদ্বারপালতীর্থ—এইখানে একরাত্র বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

পঞ্চনদতীর্থ—এখানে স্নানে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। অশ্বিতীর্থ—এখানে উত্তম রূপ লাভ হয়। বরাহতীর্থ—স্নানে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। জয়ন্ততীর্থ—এইখানে রাজসূয় যজ্ঞফল লাভ হয়। একহংসতীর্থ—এখানে সহস্র গোদান-তুল্য ফল লাভ হয়। কৃতশৌচতীর্থ—এখানে গেলে পুণ্ডরীক যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়। মুঞ্জাবটতীর্থ—এখানে মহাদেবের স্থান, এক রাত্রি বাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্তি হয়। জামদগ্ন্যাহৃত পুষ্করতীর্থ—এইখানে স্নান ও পূজা দ্বারা হয়মেধ ফল লাভ হয়। রামহ্রদতীর্থ—পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিলে তাহাদের রক্তে ৫টী হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইখানে পিতৃ-তর্পণে বহুসুবর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়। বংশমূলকতীর্থে—এই তীর্থে স্নান করিলে স্বকুল উদ্ধার হয়। কায়শোধন—স্নানে দেহ শুদ্ধি হয়। লোকোদ্ধারতীর্থ স্নানে স্বকীয় লোকোদ্ধার ও শ্রীতীর্থে গমন করিলে উত্তম শ্রীপ্রাপ্তি হয়। কপিলাতীর্থ—এইখানে স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজনে সহস্র কপিলা দানের ফল হয়। সূর্য্যতীর্থ—স্নান, উপবাস ও পিতৃপূজনে অগ্নিষ্টোম ফল ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। গোভবনতীর্থ—এইখানে অভিষেক দ্বারা সহস্র গোদানের ফল হয়। শঙ্খিনীতীর্থ—স্নানে উত্তম বীর্য্য লাভ হয়।

ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থ—স্নানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুতীর্থ—স্নান, পিতৃ ও দেবতাপূজনে অশ্বমেধ ফল ও পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। অম্বুমতীতীর্থ—স্নানে সকল রোগনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। শীতবনতীর্থ—এখানে কেশমুণ্ডন দ্বারা পবিত্রতা ও শ্বানলোমাপহতীর্থে স্নান দ্বারা পরমগতি প্রাপ্তি হয়। দশাশ্ব-মেধিক তীর্থ-স্নানে নিশ্চলাগতি প্রাপ্তি হয়। মানুষতীর্থে ব্যাধপীড়িত কৃষ্ণ মৃগ সকল অবগাহন করিয়া মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্নানে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। আপগানদী—এইখানে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ ভোজন

করাইলে কোটী ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হয়। প্লক্ষোড়ুম্বর-তীর্থে সপ্তর্ষিকুণ্ডে স্নান করিলে সকল পাপনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

কপিলকেদার তীর্থে তপস্যা করিলে সকল পাপনাশ ও অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্তি, সরকতীর্থে বৃষধ্বজকে প্রণাম করিলে সকল কামনা সিদ্ধি ও শিবলোক প্রাপ্তি, ইলাস্পদতীর্থে স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজায় দুর্গতি বিনাশ ও বাজপেয় ফল, কিন্দানতীর্থে স্নানে অপ্রমেয় দান ফল ও কিংজপ্যতীর্থে স্নান করিলে অপ্রমেয় জপফল হয়। অম্বাজন্মতীর্থ—এই তীর্থ নারদের স্থান, এইখানে মৃত্যু হইলে অনুত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। বৈতরণী নদীতে স্নান ও মহাদেবের পূজা করিলে সকল পাপ মুক্তি ও পরমপদ প্রাপ্তি হয়। ফলকীতীর্থ ও মিশ্রকতীর্থ—নারদ এখানে সকল তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছিলেন, স্নান করিলে সকল তীর্থস্নান ফল হয়। মধুবটীতীর্থে স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজনে সহস্র গোদান তুল্য ফল, কৌষিকী-দৃশদ্বতীসঙ্গমতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপবিমুক্তি, কিন্দত্ত-কূপতীর্থে তিল প্রস্থ দান করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি ও পরম সিদ্ধিলাভ ও বেদীতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। অহঃ ও সুদিনতীর্থ—এই দুই তীর্থে দান করিলে সূর্য্যলোক লাভ হয়।

মৃগধূমতীর্থে স্নান ও বামনপূজা করিলে সকল পাপনাশ ও সূর্য্যলোক প্রাপ্তি, সরস্বতীতীর্থে স্নান করিলে স্বর্গে বাস ও নৈমিষকুঞ্জতীর্থে স্নান করিলে হয়মেধ ফল লাভ হয়।

কন্যাতীর্থস্নানে জ্যোতিষ্টোম ফল, ব্রহ্মস্থানতীর্থস্নানে শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি, সপ্তসারস্বততীর্থে স্নান ও জপ দ্বারা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, অগ্নিতীর্থস্নানে বহ্নিলোকলাভ, বিশ্বামিত্রতীর্থে স্নান দ্বারা ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মযোনিতীর্থে স্নান দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস, পৃথূদকতীর্থে অভিষেক করিলে অশ্বমেধ ফল এবং পাপীদিগের স্বর্গ লাভ হয়। মধুস্রবতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদান তুল্য ফল লাভ হয়। সরস্বত্যরুণাসঙ্গমতীর্থ—এইখানে ত্রিরাত্র উপবাস ও স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নাশ হয়।

অবকীর্ণতীর্থ স্নানে দুর্গতি বিনাশ হয়। শতসহস্রকতীর্থ ও সাহস্রকতীর্থ—এই দুই তীর্থে স্নানে সহস্র গোদান ফল; দান ও উপবাসে ফল শতগুণ বৃদ্ধি হয়। রেণুকাতীর্থ—এইখানে অভিষেক, পিতৃ ও দেবতাপূজনে সকল পাপনাশ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিমোচনতীর্থে স্নান করিলে সকল প্রতিগ্রহপাপ বিমুক্ত হয়। পঞ্চবটতীর্থগমনে মহৎ পুণ্য-লাভ ও স্বর্গ গমন হয়। তৈজসতীর্থ—এই স্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিয়াছিলেন। কুরু-তীর্থে স্নান করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। স্বর্গদ্বারতীর্থগমনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অনরকতীর্থগমনে দুর্গতি বিনাশ হয়। অগ্নিপুরতীর্থ—এইস্থানে পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাহ্রদকূপতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। স্থাণুবটতীর্থে স্নান ও একরাত্র উপবাসে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বদরীপাচনতীর্থ—এইখানে বশিষ্ঠের আশ্রম, ত্রিরাত্র উপবাস ও বদরীফল ভক্ষণ দ্বারা অশ্বমেধ ফল ও হরলোক প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্রমার্গতীর্থে অহো-রাত্র উপবাসে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। আদিত্যাশ্রমতীর্থ-স্নানে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। সোমতীর্থস্নানে সোমলোকে গমন হয়। কন্যাশ্রমতীর্থ—ত্রিরাত্র অবস্থান ও উপবাসে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। দধীচতীর্থ-স্নানে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। সন্নিহতীতীর্থ—এইখানে অমাবস্যায় দিন সকল তীর্থ আগমন করে। অমাবস্যার দিন ও সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সূর্য্য গ্রহণে স্নান মাত্রে সকল পাপনাশ ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। গঙ্গাহ্রদ-তীর্থস্নানে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

তৎপরে কারাপচনতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। সৌগন্ধিকবনতীর্থ—এইখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রত্যহ আগমন করেন, এই বন প্রবেশ মাত্রই সকল পাপনাশ হয়। প্লক্ষসরস্বতীতীর্থে স্নান, পিতৃ ও দেবপূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ঈশানাধ্যুষিততীর্থ—এখানে ত্রিরাত্রোপবাস ও শাকাহার করিলে দ্বাদশবর্ষ শাকাহারের ফল হয়।

সুবর্ণাক্ষতীর্থ—এইখানে মহাদেব স্বয়ং বিরাজিত আছেন, শিবপূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ও গাণপত্য প্রাপ্তি হয়। ধূমাবতীতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসে মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। রথাবর্ত্ততীর্থে আরোহণ করিলে মহাদেবের প্রসাদে পরমগতি প্রাপ্তি হয়। ধারাতীর্থস্নানে শোকনাশ হয়। গঙ্গাদ্বারতীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক-যাগ ফল হয়।

সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও সক্তাবর্ত্ততীর্থ—এই তিন তীর্থে পিতৃ ও দেবতা-তর্পণে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-তীর্থস্নানে দশাশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়। কনখল-তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা বাজিমেধ ফল ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কপিলাবটতীর্থে একদিন বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। কপিলনাগরাজতীর্থে অভিষেক করিলে সহস্র কপিলাদানের ফল হয়। ললিতিকা-তীর্থে স্নান করিলে দুর্গতি বিনাশ হয়। সুগন্ধাতীর্থগমনে

সকল পাপনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। রুদ্রাবর্ত্ততীর্থ-স্নানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গমতীর্থস্নানে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গ গমন হয়। ভদ্রকর্ণতীর্থে স্নান ও শিব-পূজা করিলে দুর্গতি বিনাশ হয়। কুব্জাম্রকতীর্থগমনে স্বর্গ-লাভ, অরুন্ধতীবটতীর্থে একরাত্র বাস করিলে সহস্র গো-দানের ফল ও কুলোদ্ধার হয়। ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থগমনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যমুনাপ্রভব-তীর্থস্নানে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। দর্ব্বী-সংক্রমণতীর্থগমনে বাজিমেধ ফল ও ব্রহ্মলোকে গমন হয়। সিন্ধুপ্রভবতীর্থে পঞ্চরাত্র বাস করিলে বহুসুবর্ণ যজ্ঞ ফল লাভ হয়। অর্থবেদীতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। বাশিষ্ঠীনদী-গমনে সর্ব্ববর্ণের দ্বিজত্ব লাভ ও স্নানোপবাসে ঋষিলোকপ্রাপ্তি হয়। ভৃগুতুঙ্গতীর্থ-গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ, বীরপ্রমোক্ষতীর্থগমনে সকল পাপনাশ, বিদ্যাতীর্থস্নানে সকল স্থলে বিদ্যালাভ এবং মহাশ্রমতীর্থে উপবাস করিলে শুভলোক প্রাপ্তি হয়।

মহালয়তীর্থে উপবাস ও এক মাস বাস করিলে আপনার সহিত ২১ পুরুষ উদ্ধার হয়। বেতসিকাতীর্থ-গমনে অশ্ব-মেধ ফল ও ঔশনসগতি প্রাপ্তি, সুন্দরিকাতীর্থ-গমনে রূপ-প্রাপ্তি, ব্রাহ্মণিকাতীর্থ-গমনে ব্রহ্মলোক লাভ, নৈমিষতীর্থে প্রবেশ করিলে সকল পাপনাশ, স্নানে সপ্তকুলোদ্ধার ও প্রাণত্যাগে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

গঙ্গোদ্ভেদতীর্থে তিন দিন উপবাস করিলে বাজিমেধ ফল-লাভ ও বিষ্ণুলোকে বাস হয়। সরস্বতীতীর্থে পিতৃ ও দেবতা-তর্পণে সারস্বতলোকে বাস হয়। বাহুদা নদী তীর্থে একরাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।

গোপ্রচারতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ নাশ ও দেবলোকপ্রাপ্তি, রামতীর্থস্নানে অশ্বমেধ ফললাভ, সাহস্রব তীর্থ-গমনে রাজসূয় ও অশ্বমেধ ফল, রাজগৃহতীর্থ-স্নানে কুবেরের মত সন্তোষলাভ, মণিনাগতীর্থে গমন করিলে সহস্র গো-দান তুল্য ফল ও সর্পবিষ ভয় নাশ হয়। গোতমবনতীর্থ—এইখানে অহল্যাহ্রদে স্নান করিলে পরম গতি লাভ হয়। শ্রীদেবী-তীর্থ-গমনে শ্রীপ্রাপ্তি, উদপান তীর্থ-অভিষেকে বাজিমেধ ফলপ্রাপ্তি, জনকরাজকূপতীর্থে অভিষেক করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, বিনশন-তীর্থ-গমনে বাজপেয় ফলপ্রাপ্তি, বিশল্যাতীর্থ-গমনে বাজপেয় ফল ও সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি, তপোবনতীর্থে অবস্থান করিলে গুহ্যক লোকে বাস, কম্পনানদী-গমনে পুণ্ডরীক যাগফল, বিশল্যা-নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ফল ও দেবলোকে চিরবাস, মাহেশ্বরী তীর্থ-গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার, দিবৌকঃপুষ্করিণী-গমনে দুর্গতিবিনাশ ও বাজিমেধ ফল লাভ, রামপদতীর্থ-গমন করিলে অশ্বমেধ ফল, মাহেশ্বরপদতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ, নারায়ণস্থান-তীর্থগমনে অশ্বমেধ ফল ও ইন্দ্রলোকে বাস এবং জাতিস্মরতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব লাভ হয়।

বটেশ্বরপুরতীর্থে কেশবের দর্শন, পূজন ও উপবাস দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বামনতীর্থ-গমনে দুর্গতি বিনাশ ও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, চম্পকারণ্য তীর্থে এক রাত্রি অবস্থান করিলে সহস্র গোদানের ফল, গোষ্ঠীবনতীর্থে একরাত্র উপবাসে অগ্নিষ্টোম ফল, কন্যাসংবেদ্য তীর্থে আহার জয় করিলে মনুলোকপ্রাপ্তি, নিশ্চীরা নদীতে গমন করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার এবং বশিষ্ঠাশ্রমে অভিষেক করিলে বাজপেয় ফল লাভ হয়।

দেবকূটতীর্থ-গমনে বাজিপেয় ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার হয়।

কৌশিকমুনিহ্রদ—এইখানে একমাস বাস করিলে অশ্ব-মেধ ফল লাভ হয়। সর্ব্বতীর্থবরহ্রদ—এইখানে বাস করিলে বহুসুবর্ণ যাগ ফল ও দুর্গতি বিনাশ হয়। বীরাশ্রমতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি, অগ্নিধারাতীর্থ-গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার, পিতামহ-সরে-অভিষেক করিলে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ, কুমারধারাতীর্থে স্নান করিলে কৃতার্থতা ও ব্রহ্মহত্যাপাপনাশ, গৌরীশেখরতীর্থে আরোহণ, স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজনে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গ গমন হয়। কোকামুখতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মর, নন্দাতীর্থ-স্নানে কৃতার্থতা, সর্ব্বপাপ নাশ ও স্বর্গগমন, ঋষভদ্বীপতীর্থ ও ঔদ্দালকতীর্থে অভিষেক করিলে সকল পাপ নাশ, ব্রহ্মতীর্থ-গমনে বাজপেয় ফলপ্রাপ্তি, চম্পাগমনে সহস্র গোদানের ফল, নরেতিকাতীর্থ-গমনে বাজপেয় ফল ও সংবিদ্যতীর্থে স্নান করিলে বিদ্যালাভ হয়। লৌহিত্যতীর্থে গমন করিলে বহুসুবর্ণ যাগফল, করতোয়াতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসে ১১ বৃষভ দানের ফল, কালতীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদান ফল ও স্বর্গ লাভ হয়। গঙ্গাসাগরসঙ্গমতীর্থে গমন করিলে শতাশ্বমেধ ফল, পরদ্বীপতীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাসে সকল কামনা সিদ্ধি, বৈতরণীতীর্থে গমন করিলে সকল পাপনাশ এবং বিরজাতীর্থগমনে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি লাভ হয়। প্রভবতীর্থ-গমনে সকল পাপ নাশ হয়। শোণ-ভাগীরথীসঙ্গমে পিতৃ ও দেবতাতর্পণে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। শোণপ্রভব, নর্ম্মদাপ্রভব ও বংশগুল্ম এই তিন তীর্থে স্নান করিলে বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি হয়। ঋষভতীর্থ-

গমনে সহস্র গোদান ফল, পুষ্পবতী তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদান ফল ও কুলোদ্ধার হয়। বদরিকাতীর্থ-স্নানে দীর্ঘায়ুলাভ ও স্বর্গ গমন হয়। মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া স্নান করিলে বাজিমেধ ফল, মতঙ্গকেদার-স্নানে স্বর্গলোকলাভ, শ্রীপর্ব্বত নামক রামতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল ও পরমগতি, ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয়ফললাভ, কাবেরীগমনে সহস্র গোদান ফল, কন্যাতীর্থ-স্নানে সকল পাপ নাশ, গোকর্ণতীর্থে উপবাস, স্নান, পূজা প্রভৃতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞাদির ফল, সপ্তবাপী-গমনে রূপ ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তি, বেণাতটে পিতৃ ও দেবতা-তর্পণে ময়ূর ও হংসযুক্ত বিমানপ্রাপ্তি, গোদাবরীতীর্থে গমন করিলে বায়ুলোকপ্রাপ্তি, বেণ্বাসঙ্গমে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপনাশ, বরদাসঙ্গম-স্নানে বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মস্থুণায় তিন দিন উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

কুশপ্লবন-তীর্থে স্নান ও উপবাস করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি, দেবহ্রদ, কৃষ্ণবেণ্বা-সমুদ্ভব, জ্যোতির্ম্মাত্র হ্রদ ও কণ্বাশ্রম এই ৪টী তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ, পয়োষ্ণী নদীতে স্নান ও তর্পণে সহস্র গোদান ফল, দণ্ডকারণ্য, শরভঙ্গাশ্রম ও কুশাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতিনাশ ও স্বকুলোদ্ধার হয়। সূর্পারক, রামতীর্থ, সপ্তগোদাবর, দেবপথ, তুঙ্গকারণ্য, মেধাবিক, কালঞ্জরপর্ব্বত, দেবহ্রদ, ত্রিকূটপর্ব্বত, ভর্তৃস্থান, জ্যেষ্ঠস্থান, শৃঙ্গবেরপুর, মুঞ্জাবট, প্রভৃতি তীর্থে স্নান, দান, গমন ও পূজাতর্পণাদি দ্বারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়।

প্রয়াগ, বাসুকিতীর্থ, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী ও দ্বারাবতী এই সকল তীর্থ মোক্ষদায়িকা। পুষ্কর, কেদার, ইক্ষুমতী, ভদ্রবর প্রভৃতি তীর্থ পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। বংশোদ্ভেদ, হরোদ্ভেদ, গঙ্গোদ্ভেদ, মহালয়, ভদ্রেশ্বর, বিষ্ণুপদ, নর্ম্মদাদ্বার ও গয়া এই সকল পিতৃতীর্থ। গয়ায় পিণ্ডদানের ন্যায় এই সকল তীর্থেও পিণ্ডদান মুক্তিপ্রদ। এই সকল পিতৃতীর্থ সর্ব্ব পাপহর, ইহাদের নাম স্মরণেই অধিক পুণ্য হয়, পিণ্ড প্রদানের কথা বলা অনাবশ্যক। গয়াশীর্ষ, অক্ষয়বট, অমরকণ্টকপর্ব্বত, বরাহ-পর্ব্বত, নর্ম্মদাতীর, গঙ্গা, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত, কনখল, কুজাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, নন্দহ্রিকা, সুগন্ধা, শাকম্ভরী, ফল্গু, মহাগঙ্গা, কুমারধারা, প্রভাস, সরস্বতী, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, নৈমিষারণ্য, বারাণসী, অগস্ত্যাশ্রম, কৌশিকী, সরযূতীর, শোণ, শ্রীপর্ব্বত, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী এই সকল তীর্থ শ্রাদ্ধে প্রশস্ততম। (বিষ্ণুসংহিতা।)

যাহা কিছু তীর্থফলের বিষয় বলা হইল, এ সকল জিতেন্দ্রিয়দিগের পক্ষে বুঝিতে হইবে। অজিতেন্দ্রিয়দিগের তীর্থগমনে মন পবিত্র হয়, বিষয়াসক্তি কম হয়, এই জন্য প্রত্যেকের তীর্থযাত্রা আবশ্যক। তীর্থে পাপ আচরণ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। এইজন্য তীর্থে হস্ত পদ ও ইন্দ্রিয়দিগকে বিশেষ রূপে সংযত করিতে হয়।

১৯ হস্তস্থিত তীর্থ, হস্তের স্থান বিশেষকে তীর্থ কহে; যথা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উত্তর হইতে যে রেখা তাহার নাম ব্রহ্মতীর্থ, আচমন কালে এই ব্রহ্মতীর্থে জল লইয়া আচমন করিতে হয়। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের শেষ ভাগ পিতৃতীর্থ, এই পিতৃতীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ ভিন্ন অন্য সকল শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি প্রদান করিতে হয়।

অঙ্গুলির অগ্রে দৈবতীর্থ, এই দৈবতীর্থ দ্বারা দৈবকার্য্য করিতে হইবে। কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অধোভাগের নাম কায় বা প্রাজাপত্যতীর্থ, ইহা দ্বারা পিতৃদিগের সহিত দেবতাদিগের কার্য্য করিতে হয় *।

২০ মন্ত্রী প্রভৃতি অষ্টাদশ রাষ্ট্রসম্পৎ, রাজা এই তীর্থে অবগাহন করিতে পারিলে কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ ইহাদিগকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলে রাজকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়।

অষ্টাদশ নাম—১ মন্ত্রী, ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, ৪ ভূপতি, ৫ দ্বারপাল, ৬ অন্তর্বংশিক, ৭ কারাগারাধিকারী, ৮ দ্রব্যসঞ্চয়কারক, ৯ কৃত্যাকৃত্যে অর্থের বিনিয়োজক, ১০ প্রদেষ্টা, ১১ নগরাধ্যক্ষ, ১২ কার্য্যনির্ম্মাণকারক, ১৩ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ১৪ সভাধ্যক্ষ, ১৫ দণ্ডপাল, ১৬ দুর্গপাল, ১৭ রাষ্ট্রান্তপাল, ১৮ আটবীপাল। এই অষ্টাদশ রাষ্ট্রসম্পৎ তীর্থ নামে অভিহিত।

* "কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি তীর্থেন যেন যেন যথাবিধি।
দেবাদীনাং তথা কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মোপাচমনক্রিয়াং॥
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতোরেখাপাণের্য্যা দক্ষিণস্য তু।
এতৎ ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পৈত্র্যং তীর্থমুদাহৃতং।
পিতৃণাং তেন তোয়াদিদানাদ্দান্দীমুখাদৃতে॥
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দিব্যক্রিয়াবিধিঃ।
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তেন প্রজাপতেঃ॥
এবমেভিঃ সদাতীর্থৈর্দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থেন কর্হিচিৎ॥
(মার্ক পু° ৩৪।১০৩-১০৭)

"যোনৌ জলাবতারে চ মন্ত্রাস্থষ্টাদশস্বপি।
পুণ্যক্ষেত্রে তথা পাত্রে তীর্থং স্যাৎ দর্শনেষ্বপি॥" (নীলকণ্ঠ)

২১ জলাশয় হইতে অরত্নিমাত্র প্রদেশ, অরত্নি মাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে শৌচকার্য্য করিবে।

"অরত্নিমাত্রং জলং ত্যক্ত্বা কুর্য্যাচ্ছৌচমনুদ্ধৃতে।
পশ্চাচ্চ শোধয়েত্তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ॥"

'তস্মিন্দেশে শৌচং ন কর্ত্তব্যং যস্মাদরত্নিমাত্রব্যবহিত-জলাৎ তৎস্থলমেবতীর্থং জলসমীপস্থাৎ।' (আহ্নিকতত্ত্ব)

২২ সন্ন্যাসীদিগের উপাধিভেদ, যাহারা তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণ-রূপ ত্রিবেণীসঙ্গমে তত্ত্বার্থভাবে স্নান করিয়াছেন, তাহারা তীর্থ উপাধির যোগ্য।

"ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥" (প্রাণতোষিণী)

অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহারাই এই তীর্থ উপাধি পাইতে পারেন।

২৩ অবসর।

"স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধং।" (ভাগ° ৩।১৯।৪)

তীর্থক (ত্রি) তীর্থ-কন্। ১ যোগ্য।

"অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ॥" (ভাগ° ১।১৯।৩২)

'তীর্থকাঃ যোগ্যাঃ কৃতাঃ' (শ্রীধর)

(পুং) ১ তীর্থকারী। ২ ব্রাহ্মণ। ৩ তীর্থঙ্কর।

তীর্থকর (পুং) তীর্থং শাস্ত্রং করোতি কৃ-ট। ১ জিন। ২ বিষ্ণু। চতুর্দ্দশবিদ্যার মধ্যে বাহ্যবিদ্যাপ্রণেতা এবং প্রবক্তা, ইনি হয়গ্রীবরূপে মধু ও কৈটভকে হত করিয়া সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সকল শ্রুতি ও অন্য বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন * এবং অরি ও দৈত্যাদিগকে মোহিত করিবার জন্য বাহ্যবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। (ত্রি) ৩ শাস্ত্রকর।

তীর্থকাক (পুং) তীর্থে কাকইব লোলুপত্বাৎ। তীর্থধ্বাঙ্ক্ষ, তীর্থস্থিত কাকের ন্যায় ব্যবহারী, লোলুপ, যেমন কাক ইতস্ততঃ খাদ্যানুসন্ধানে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, সেইরূপ কতকগুলি লোক তীর্থে গিয়া ও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কাকের মতন অর্থানুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, ইহারা অতিশয় পাপী, ইহাদের অনন্ত নরক হইয়া থাকে। (পুরাণ)

তীর্থকৃৎ (পুং) তীর্থং করোতি তীর্থ-কৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ জিনদেব। (ত্রি) ২ শাস্ত্রকার।

তীর্থঙ্কর (পুং) তীর্থং সংসারসমুদ্রতরণং করোতি কৃ-খ-মুম্চ। জিন। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য মতে, যিনি সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সাধারণ লোককে সংসারার্ণব হইতে তরণ করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন দশটী অবতার, জৈনগণের মধ্যেও সেইরূপ ২৪টী অবতার আছেন, সেই ২৪টীকে তীর্থঙ্কর বলে। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র তীর্থঙ্করের এই ২৫টী নাম দিয়াছেন—

"অর্হন্ জিনঃ পারগতস্ত্রিকালবিৎ ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা পরমেষ্ঠ্যধীশ্বরঃ।
শম্ভুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ জগৎপ্রভুস্তীর্থঙ্করস্তীর্থকরো জিনেশ্বরঃ॥
স্যাদ্বাদ্যভয়দসার্ব্বাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শিকেবলিনৌ।
দেবাধিদেববোধিদপুরুষোত্তমবীতরাগাপ্তাঃ॥" ১।২৪-২৫।

১ অর্হন্, ২ জিন, ৩ পারগত, ৪ ত্রিকালবিৎ, ৫ ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা, ৬ পরমেষ্ঠী, ৭ অধীশ্বর, ৮ শম্ভু, ৯ স্বয়ম্ভু, ১০ ভগবান্, ১১ জগৎ-প্রভু, ১২ তীর্থঙ্কর, ১৩ তীর্থকর, ১৪ জিনেশ্বর, ১৫ স্যাদ্বাদ্য, ১৬ অভয়দ, ১৭ সার্ব্ব, ১৮ সর্ব্বজ্ঞ, ১৯ সর্ব্বদর্শী, ২০ কেবলী, ২১ দেবাধিদেব, ২২ বোধিদ, ২৩ পুরুষোত্তম, ২৪ বীতরাগ, ২৫ আপ্ত।

জৈনগণের মতে—এই তীর্থঙ্কর দেবতা অপেক্ষাও প্রধান। কারণ দেবগণও তীর্থঙ্করদিগের পূজা করিয়া থাকেন।

জৈনাগমে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী এই দুইটী কালের কথা আছে। এখন যে কাল চলিতেছে, তাহার নাম অব-সর্পিণী, তৎপূর্ব্বে যে কাল হইয়া গিয়াছে, তাহার নাম উৎ-সর্পিণী। উৎসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন—

১ম কেবলজ্ঞানী, ২য় নির্ব্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্ব্বানুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিসুব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অস্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ২২শ শিবকর, ২৩শ স্যন্দন ও ২৪শ সংপ্রতি।

বর্ত্তমান অবসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন।

১ম ঋষভদেব, ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, ৪র্থ অভি-নন্দন, ৫ম সুমতি, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভ, ৭ম সুপার্শ্ব, ৮ম চন্দ্রপ্রভ, ৯ম সুবিধি (অপর নাম পুষ্পদন্ত), ১০ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ, ১২শ বাসুপূজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনন্ত-নাথ, ১৫শ ধর্ম্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুন্থুনাথ, ১৮শ অরনাথ, ১৯শ মল্লিনাথ, ২০শ মুনিসুব্রত, ২১শ নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শ্বনাথ ও ২৪শ মহাবীর বা বর্দ্ধমান।

---

† 'মনোবৎতীর্থকরো বহুরেতা বহুপ্রদঃ।' (ভারত ১৩।১৪৯।৮৭)

* 'চতুর্দ্দশবিদ্যানাং বাহ্যমন্যানাং চ প্রণেতা প্রবক্তা চেতি তীর্থকরঃ, হয়গ্রীবরূপেণ মধুকৈটভৌ হত্বা বিরিঞ্চয়ে সর্গাদৌ সর্ব্বাঃ শ্রুতীরন্যাশ্চ বিদ্যা উপাদিশৎ, বাহ্যবিদ্যা অসুরবৈরিণাং বঞ্চনায় চোপাদিশৎ ইতি পৌরাণিকাঃ কথয়ন্তি।' (টীকা)

বর্ত্তমান অবসর্পিনীর তীর্থঙ্করগণই এখন পূজিত। ভক্ত জৈনগণ শেষ ২৪ তীর্থঙ্করের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। এই ২৪ জনের মূর্ত্তিই দিগম্বর—তন্মধ্যে ঋষভ, বাসুপূজ্য ও নেমিনাথের মূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট এবং আর সকলের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ঠিক একপ্রকার, কেবল

ঋষভদেব। মহাবীর।
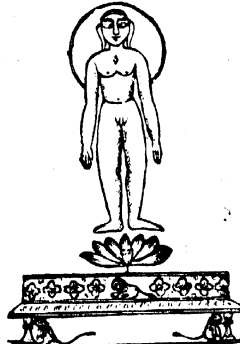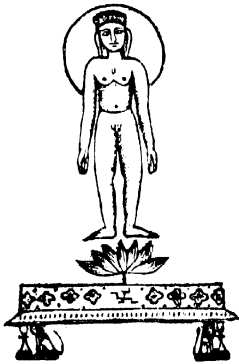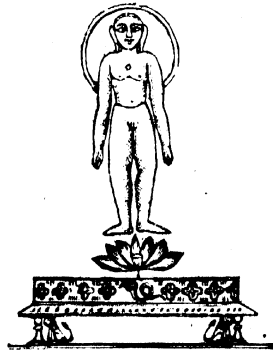
সুপার্শ্ব। পার্শ্ব।

প্রত্যেকের বর্ণ ও সিংহাসন মধ্যস্থ চিহ্ন দেখিয়া কোনটী কাহার মূর্ত্তি জানিতে পারা যায়। (এই ২৪ জনের শরীর ও চিহ্নের বিবরণ জৈন শব্দে ১৬৬-১৬৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।) সাধারণের দর্শনার্থ উপরে কএকটী প্রধান জৈন প্রতিমার চিত্র দেওয়া গেল, এতদ্দৃষ্টে অপরাপর তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। [জৈন শব্দে এবং জৈনপুরাণসমূহে ঐ সকল তীর্থঙ্করগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তীর্থতম (ক্লী) অয়মেষামতিশয়েন তীর্থং তীর্থ-তমপ্‌। শ্রেষ্ঠ-তীর্থ, তীর্থরাজ।

তীর্থদেব (পুং) তীর্থমিব শ্রেষ্ঠঃ দেবঃ। শিব, মহাদেব।

তীর্থধ্বাঙ্ক্ষ (পুং) তীর্থে ধ্বাঙ্ক্ষইব। তীর্থকাক।
[তীর্থকাক দেখ।]

তীর্থপদ্‌ (পুং) তীর্থং পাদৌ যস্য বহুব্রীহি সমাসে পাদশব্দস্থ পদাদেশঃ। হরি, কৃষ্ণ। "সনির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো গজাহ্বয়াত্তীর্থপদঃ পদানি।" (ভাগ° ৩।১।১৬) 'তীর্থপদঃ হরেঃ পদানি' (শ্রীধর) সমাসে পাদশব্দ স্থানে বিকল্পে পদাদেশ হয়, এই নিয়মানুসারে তীর্থপাদ্‌ ও তীর্থপদ্‌ এই দুইটী পদ হইবে।

তীর্থপাদীয় (পুং) বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত।
"যদ্‌গৃহস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ।" (ভাগ° ৪।২২।১১)

তীর্থভূত (ত্রি) তীর্থ-ভূ-ক্ত। তীর্থস্বরূপ।
"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।" (ভাগ° ১।১৩।১০)

তীর্থমহাহ্রদ (পুং) তীর্থরূপো মহাহ্রদঃ। স্বনামখ্যাত তীর্থভেদ।
"নন্দা চাপরনন্দা চ তথা তীর্থমহাহ্রদঃ।" (ভারত অনু° ১২৫ অ°)

তীর্থমৃত্যুযোগ (পুং) তীর্থে মৃত্যুবিষয়কঃ যোগঃ। যোগবিশেষ, এই যোগ থাকিলে মনুষ্যের তীর্থে মৃত্যু হয়। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে। জন্মকালীন চন্দ্র যদি উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন এবং দশম স্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে কিম্বা অষ্টমস্থানে শুক্র ও দ্বিতীয়স্থানে বৃহস্পতি, তাহা হইলে জাত ব্যক্তির তীর্থমৃত্যু হয়।

বৃষ রাশিতে রবি, নবম স্থানে বৃহস্পতি ও লগ্নে শুক্র অবস্থিতি করিলে ও অষ্টমস্থানে বুধের দৃষ্টি থাকে, তবে মনুষ্যের গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়।

লগ্নে শুক্র ও বৃহস্পতি অবস্থান করিলে যদি অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকে, এবং তাহার প্রতি লগ্নাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তবে জাত ব্যক্তির কাশীতে মৃত্যু হয়।

যাহার সিংহলগ্নে জন্ম, ষষ্ঠ স্থানে শনি, মিথুনে বৃহস্পতি এবং অষ্টম স্থানে লগ্নাধিপের দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তির কাশীতে মৃত্যু হয়।

যদি ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মাধিপতির ও লগ্নে লগ্নাধিপতির, মৃত্যুস্থানে মৃত্যুস্থানাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যের তীর্থ স্থানে মৃত্যু হয়।

যাহার জন্মকালে তিনটী গ্রহ রাশি ও লগ্ন হইতে ভিন্ন যে কোন গৃহে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি বিবিধ সুখ সম্পদ্‌ ভোগ করিয়া জাহ্নবীজলে প্রাণ পরিত্যাগ করে।

যদি লগ্নে, চতুর্থে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দশম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করেন এবং ঐ বৃহস্পতি যদি উচ্চস্থান স্থিত হন এবং জাত বালকের লগ্ন যদি মীন হয়, তাহা হইতে তাহার তীর্থমৃত্যু হয় এবং তাহাতে মোক্ষ হয়। (জ্যোতিষ)

তীর্থযাত্রা (স্ত্রী) তীর্থমুদ্দিশ্য যাত্রা। তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা, তীর্থগমন।

তীর্থরাজ (পুং) তীর্থানাং রাজা ৬তৎ। প্রয়াগ তীর্থ।

তীর্থরাজি (জী) (স্ত্রী) তীর্থানাং রাজিরত্র বহুব্রী। অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র, এইখানে সকল তীর্থই বিরাজিত আছে, এইজন্য কাশীকে তীর্থরাজি বলা যায়। কোন্ কোন্ তীর্থ হইতে কোন্ কোন্ তীর্থ কাশীতে আসিয়াছে, তাহার বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে যাবতীয় মুক্তিপ্রদ শুভ আয়তন আছে, তাহা সকলই এই কাশীতে আনীত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের স্থাণু নামক মহালিঙ্গ এইখানে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইখানে তাহার কলামাত্র আছে। তাহারই নিকটে লোলার্কের পশ্চিমভাগে সন্নিহতী নামক মহা পুষ্করিণী আছে, এই স্থানই কুরুক্ষেত্র তীর্থ। নৈমিষক্ষেত্র হইতে দেবদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত কূপের সহিত আসিয়াছেন, ঢুণ্ডিরাজের উত্তরভাগে অবস্থিত আছেন, ইহার সমীপে ব্রহ্মাবর্ত্তকূপ রহিয়াছে। গোকর্ণ হইতে মহাবল নামক লিঙ্গ, প্রভাস তীর্থ হইতে শশিভূষণ নামক লিঙ্গ, ঋণমোচন তীর্থের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছে, উজ্জয়িনী হইতে পাপনাশন লিঙ্গ, ওঁঙ্কারেশ্বলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন। পুষ্কর হইতে অয়োগন্ধেশ্বর লিঙ্গ মৎস্যোদরীর উত্তরদিকে, অট্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর লিঙ্গ ত্রিলোচনের উত্তরদিকে, মরুৎকোট হইতে মহোৎকটেশ্বর লিঙ্গ কামেশ্বরের উত্তরদিকে, বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর লিঙ্গ শূলীনের পশ্চিমদিকে, মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে মহাব্রত নামক মহালিঙ্গ স্কন্দেশ্বরের নিকটে এবং গয়াতীর্থ হইতে ফল্গু প্রভৃতি সার্দ্ধ অষ্টকোটী পরিমিত তীর্থের সহিত পিতামহেশ্বর এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রয়াগতীর্থ হইতে শূলটঙ্ক নামক মহেশ্বর তীর্থরাজের সহিত আসিয়া নির্ব্বাণমণ্ডপের দক্ষিণদিকে, মহাক্ষেত্র শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবৃদ্ধিপ্রদ মহাতেজ নামক লিঙ্গ, রুদ্রকোটিতীর্থ হইতে মহাযোগীশ্বর লিঙ্গ, ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস এবং কুরুজাঙ্গল হইতে চণ্ডীশ্বর এখানে অবস্থিত আছেন।

কালঞ্জর তীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্ নীলকণ্ঠ আসিয়াছেন এবং কাশ্মীর হইতে বিজয় নামক লিঙ্গ আসিয়া শালকটঙ্কটের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছেন। ত্রিদণ্ডাপুরী হইতে ভগবান্ ঊর্দ্ধরেতা এইখানে আসিয়া কুষ্মাণ্ডক নামক গণপতিকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন। মণ্ডলেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে শ্রীকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আসিয়া মণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন।

ছাগলাণ্ড নামক মহাতীর্থ হইতে ভগবান্ কপর্দ্দীশ্বর পিশাচমোচনতীর্থে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। আম্রাতকেশ্বর ক্ষেত্র হইতে সূক্ষ্মেশ্বর নামক লিঙ্গ আসিয়া বিকটদন্ত গণপতির সমীপদেশে অবস্থান করিতেছেন। মধুকেশ্বর হইতে জয়ন্ত নামক মহালিঙ্গ এইখানে লম্বোদর গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশৈল হইতে দেবদেব ত্রিপুরান্তক বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত আছেন। সোম্যস্থান হইতে ভগবান্ কুক্কুটেশ্বর, জালেশ্বর হইতে ভগবান্ ত্রিশূলী, রামেশ্বর হইতে জটীদেব, ত্রিসন্ধ্যক্ষেত্র হইতে দেবদেব ত্র্যম্বক, হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ হরেশ্বর, মধ্যমেশ্বর হইতে ভগবান্ শর্ব্ব, স্থলেশ্বর হইতে যজ্ঞেশ্বর নামক মহালিঙ্গ, হর্ষিত ক্ষেত্র হইতে তমোহারী হর্ষিত লিঙ্গ, বৃষভধ্বজ ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ বৃষেশ্বর, কেদারক্ষেত্র হইতে ঈশানেশ্বর নামক লিঙ্গ, ঈশানক্ষেত্র হইতে মনোহর ভৈরব মূর্ত্তি, কনখলতীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ ভগবান্ উগ্র, বস্ত্রাপথ নামক মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান্ ভবদেব, দারুবন হইতে ভগবান্ দণ্ডী, ভদ্রকর্ণহ্রদ হইতে ভদ্রকর্ণ হ্রদের সহিত সাক্ষাৎ শিব, হরিশ্চন্দ্র নামক পুর হইতে ভগবান্ শঙ্কর, কায়ারোহণ ক্ষেত্র হইতে আচার্য্য নকুলীশ পাশুপত ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত আগমন করিয়া অবস্থিত আছেন। গঙ্গাসাগর হইতে অমরেশ্বর, সপ্তগোদাবরী হইতে ভগবান্ ভীমেশ্বর, ভূতেশ্বর ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ ভস্মগাত্র, নকুলীশ্বর হইতে ভগবান্ স্বয়ম্ভু, হেমকুট পর্ব্বত হইতে বিরূপাক্ষ, গঙ্গাদ্বার হইতে হিমাদ্রীশ্বর, কৈলাস হইতে সপ্তকোটি অন্যান্য মহাবল গণনিচয়ের সহিত গণাধিপ, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ভূর্ভুবঃ সংজ্ঞক লিঙ্গ, জললিঙ্গ স্থল হইতে পবিত্র জলপ্রিয় লিঙ্গ এবং কোটীশ্বর তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠলিঙ্গ এইখানে আসিয়া অবস্থিত আছেন। এই সকল তীর্থ এই কাশীতে অবস্থিতি আছে বলিয়া ইহার নাম তীর্থরাজি। ঐ সকল তীর্থে স্নান দানাদি করিলে যে পুণ্য হয় এই কাশীস্থিত সেই সেই তীর্থে দানাদি করিলে তাহার শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। (কাশীখণ্ড ৬৯ অ°) [কাশী দেখ।]

তীর্থবৎ (ত্রি) তীর্থং বিদ্যতে ঽস্য তীর্থ-মতুপ্-মস্য বাদেশঃ। বহুসংখ্যক তীর্থবিশিষ্ট।

তীর্থবাক (পুং) তীর্থমেব বাকো বচনং যস্য বহুব্রী। কেশ, চুল।

তীর্থবায়স (পুং) তীর্থে বায়স ইব। তীর্থকাক। [তীর্থকাক দেখ।]

তীর্থশিলা (স্ত্রী) কোন তীর্থে স্নান করিবার প্রস্তরের ধাপ।

তীর্থশৌচ (স্ত্রী) তীর্থস্য ঘট্টস্য শৌচং পরিষ্কারঃ ৬তৎ। ঘট্টাদি পরিষ্কার।

"সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে।
তড়াগকূপকর্ত্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ॥" (আদিত্যপু°)
'তীর্থশৌচং ঘট্টপরিষ্কারঃ' (রঘুনন্দন)

তীর্থসেনি (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।
"মাধবীশুভবক্ত্রা চ তীর্থসেনিশ্চ ভারত।" (ভারত শল্য° ৪৭ অ°)

তীর্থসেবা (স্ত্রী) তীর্থে সেবা ৭তৎ। তীর্থগমন, তীর্থযাত্রা।

তীর্থসেবিন্ (পুং স্ত্রী) তীর্থং ঘট্টাদিজলপ্রাপ্তিস্থানং সেবতে সেব-ণিনি। ১ বকপক্ষী। (ত্রি) ২ তীর্থযাত্রী, যাহারা তীর্থে গমন করে।

তীর্থিক (পুং) ১ তীর্থকারী ব্রাহ্মণ। ২ বৌদ্ধমতে—বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ। ৩ তীর্থঙ্কর।

তীর্থীকরণ (ত্রি) পবিত্রীকরণ।
"দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ।" (ভাগ° ৫।১৮।৭)

তীর্থীভূত (ত্রি) তীর্থ-ভূ-অভূততদ্ভাবে চ্বি। তীর্থ স্বরূপ পবিত্র।
"গোভিঃ প্রবর্ত্তিতে তীর্থে কুর্য্যুস্তস্য পরিগ্রহম্।" (মনু ১১।১৯৭)
'গোভিঃ পবিত্রীকৃতত্বাৎ তীর্থীভূতে' (কুল্লূক)
গোগণ যে স্থানে বিচরণ করে সেই স্থল পবিত্র অর্থাৎ তীর্থ স্বরূপ।

তীর্থ্য (পুং) তীর্থে ভব-যৎ। রুদ্রভেদ। "নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ" (যজু° ১৬।৪২) সমানতীর্থে বসতি-যৎ। সতীর্থ, সহাধ্যায়ী, যাহারা এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে।

তীবর (পুং) তীর্য্যতে তৄ-ষ্বরচ্ (ছিত্বর ছত্বরেতি। উণ্ ৩।১) ১ সমুদ্র। তীরয়তি কর্ম্মসমাপ্তিং করোতি তীর-ষ্বরচ্। ২ ব্যাধ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে, এই জাতি রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে।
"সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্য যোষিতি।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ° ব্র° ১০ অ°)

পরাশরের পদ্ধতি অনুসারে এই জাতি চূর্ণক ঔরসে উৎপন্ন—ইহারা প্রধানতঃ মৎস্য ও হলব্যবসায়ী। এই জাতি অন্ত্যজ, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই তীবর জাতি হইতে তৈলকারের স্ত্রীতে দস্যু ও লেট জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তীবরী ও লেট হইতে ঝল্ল, মল্ল, মাঠর, ভড়, কোল, কন্দর এই ছয় জাতির উৎপত্তি।

বাঙ্গালা ও বেহারের কোন কোন স্থানে এই জাতি তিয়র, তিওর, রাজবংশী অথবা মাছুয়া নামে প্রসিদ্ধ।

কেহ কেহ তিয়র ও ধিময় জাতিকে এক জাতীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ধিময়েরা কাহার জাতিরই এক শ্রেণী। কাহারের সহিত তীবর জাতির কোন সংস্রব নাই। আকৃতি ও প্রকৃতিতে ধিময় জাতি অপেক্ষা তীবরদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে তিয়রেরা আপনাদিগকে রাজবংশী, ময়মনসিংহে তিলকদল এবং গঙ্গাতটস্থ তীবরেরা সূর্য্যবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ভাগলপুরে তিয়রের মধ্যে বামনযোগ্য ও গোবরিয়া এই দুই থাক দেখা যায়। বামনযোগ্যেরা সৎশূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে, ইহারা দশনামী গুরুর শিষ্য। কিন্তু গোবরিয়াগণ অতি হীন বলিয়া গণ্য, ইহারা মদ শূকর মাংস প্রভৃতি খায়।

বাঙ্গালার গোস্বামীগণ গোবরিয়াদের গুরুগিরি করিয়া থাকেন। পতিত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত।

তীবর জাতির মধ্যে চৌধুরী, ছড়িদার, মাল্লা, মন্ঝন (মহাজন), মরর, মুখিয়ার প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইৎবাল, কাশ্যপ, জয়সিংহ এইরূপ গোত্র আছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে তিয়রেরা তিন থাকে বিভক্ত—প্রধান, পরামাণিক ও গণ। প্রধানেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে পরামাণিক ও তাহার নীচে গণ। নিম্ন থাকের তিয়রকে উচ্চ শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিতে হয়, আবার তাহাতে কন্যার পিতাকে অধিক পণ না দিলে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। তবে বিধবারা আপন ইচ্ছানুসারে মৎস্যবিক্রয়, দড়ি ঘুনসি প্রস্তুত অথবা বৈষ্ণবী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

তীবরেরা সকলেই প্রায় বৈষ্ণব। ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম গাছের তলায় করিতে হয়। সেওড়া গাছই ইহাদের নিকট অতি পবিত্র। নিকটে সেওড়াগাছ না থাকিলে নিম, বেল বা গজালী গাছের তলায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালী তিওরেরা পৌষসংক্রান্তি দিন বুড়াবুড়ির উদ্দেশ্যে একটা শূকর বলি দেয়। আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিন গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে একটা শূকর ছানা, একটী কপোত ও খানিকটা দুগ্ধ উৎসর্গ করে। হিন্দুস্থানী তিয়রেরা দীয়ালির দিন কালীর নিকট একটা ছাগ বলি দিয়া থাকে।

মনসাদেবীকেও তিয়রেরা অতিশয় ভয় ভক্তি করিয়া থাকে। ঢাকা জেলায় লখিয়া নদীর কূলে যাহারা বাস করে, তাহারা পীর-বদর ও খাজাখিজিরের পূজা করে, আবার মানসিক সিদ্ধ হইলে কোন মুসলমানকে দিয়া মাদারের উদ্দেশ্যে একটা ছাগ অর্পণ করে। ঝড় ঝাপটের দিন তাহারা সৌভাগ্যকামনায় খলকুমারীর পূজা দেয়। বেহারের তিয়রেরা মঙ্গলচণ্ডী, জয়সিংহ ও লাল নামক গৃহ দেবতার

পূজা করে। পূর্ণিয়া অঞ্চলে এই জাতি প্রেমরাজ বা পমিরাজের পূজা দেয়। এখানকার ধীবরেরা বলে প্রেমরাজ, তাহাদের স্বজাতীয়। বহুরাগর নামক স্থানে প্রেমরাজ বাস করিতেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক গুণ ছিল; তিনি ইষ্টদেবের কৃপাভিক্ষা লাভ করিয়া একদিন নৌকাসহ অপ্রকট হইলেন। এই প্রেমরাজের উপর ধীবর জাতির প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বইজুআ নামে এক ধীবর প্রকাশ করে, যে পমিরাজ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আদেশ করিয়াছেন, 'আর যেন কোন তিয়র মৎস্য-জীবীর কাজ না করে, তাহারা যেন এমন কাজ করে, যাহাতে তাহাদের অবস্থা উন্নত হয়।' ধীবরসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় চারিহাজার ধীবর গাজিপুর, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া ঘর্ঘরানদীতটে পূর্ণিয়া সহরে মিলিত হইল। এখানে বোইজুয়ার ইষ্টদেবকে সকলে গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রীত্যর্থ ৩০০০ ছাগবলি দিল। ইহার পর কাশীতেও একবার সম্মিলনী হয়, তাহাতে এত ধীবর একত্র হইয়াছিল যে, শেষে জনতায় নরহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালী তিয়রেরা মাঘীসংক্রান্তিতে জালপালনী উৎসব করে, এই উৎসব দুই দিন হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত থাকে। এ সময়ে তিয়রেরা জাল দিয়া মাছ ধরে না। তবে বিক্রয় করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মাছ সংগ্রহ করিয়া রাখে। বেহার ও বাঙ্গালার তিয়রেরা অস্পর্শীয় বলিয়া গণ্য। গঙ্গাতীরে এক শ্রেণীর তীয়র আছে, তাহারা নলখাগড়ায় মাদুর প্রস্তুত করে বলিয়া নল-তিয়র নামে খ্যাত।

যেখানে নদী মজিয়া গিয়াছে বা মাছ ধরিবার সুবিধা নাই, তথায় ধীবরেরা চাষ, মাঝী মাল্লা বা দোকানীর কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ঢাকায় পঞ্চব্রত নামে এক শ্রেণীর ধীবর আছে, তাহারা আপনাকে কতকটা উন্নত বলিয়া বিবেচনা করে। এই জাতীয় এক শ্রেণী তাহাদের দাসত্ব করিয়া থাকে।

বেহারে তিয়রদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। ইহাদের মধ্যে এক এক জন মহাজন বা প্রধান থাকে, সে ব্যক্তি পঞ্চায়তের পরামর্শ অনুসারে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বা দণ্ড করিয়া থাকেন।

তীবরী (স্ত্রী) তীবর স্ত্রিয়াং ঙীষ্। তীবরপত্নী, তীবরদিগের স্ত্রী। ২ ব্যাধপত্নী।

তীব্র (ক্লী) তীব-রক্ বা তিজ নিশানে রন্ দীর্ঘঃ। (জসা বোবা। উণ্ ২।২৮ সূত্রে উজ্জ্বল°) ১ অতিশয়। ২ তীক্ষ্ণ। ৩ লৌহভেদ, ইস্পাত। ৪ তীর, নদীকূল। ৫ ত্রপু, টিন। ৬ লৌহমাত্র, সাধারণ লৌহ। ৭ অত্যুষ্ণ। ৯ কটু। (পুং) ১০ শিব। (শব্দর°) (ত্রি) ১১ অতিশয় যুক্ত। ১২ বৈরাগ্যের উপায়বিশেষ।

"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ।" (পাতঞ্জল ১।২১-২২)

কোন কোন ব্যক্তিকে তীব্রযোগী বলা যায়, যোগ-সাধনের উপায় ত্রিবিধ মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র অর্থাৎ তীব্র। যাহারা ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করে, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ ফল হইয়া থাকে। ইহাও তিন প্রকার, মৃদু উপায়, মধ্য উপায় ও তীব্র উপায়। পুনরায় ইহার প্রত্যেকটী ত্রিবিধ— মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্রসংবেগ, সুতরাং যোগিদিগের উপায় নয় প্রকার। যাহারা তীব্রসংবেগী তাহাদের সিদ্ধি সন্নিকট। প্রত্যেক যোগীর তীব্রসংবেগে যত্ন করা উচিত। (পাত° ব্যাসভাষ্য°)

তীব্রকণ্ঠ (পুং) তীব্রঃ কণ্ঠো যস্মাৎ বহুব্রী। শূরণ-ফল, ভক্ষণ করিলে কণ্ঠের পীড়া জন্মে, এইজন্য ইহার তীব্রকণ্ঠ নাম।

[ওল দেখ।]

তীব্রকন্দ (পুং) তীব্রঃ কন্দঃ মূলং যস্য। ১ শূরণ, ওল। ২ পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (মেদিনী)

তীব্রগতি (ত্রি) তীব্রা গতির্যস্য বহুব্রী। ১ শীঘ্রগতি। ২ বায়ু।

তীব্রগন্ধ (স্ত্রী) তীব্রঃ গন্ধো যস্য। তীব্রগন্ধযুক্ত। অতিশয় গন্ধবিশিষ্ট। তীব্রঃ গন্ধঃ কর্ম্মধা। ২ তীব্র এমন গন্ধ।

তীব্রগন্ধা (স্ত্রী) তীব্রগন্ধ-টাপ্। যবানী, জোঁয়ান।

তীব্রগন্ধিকা (স্ত্রী) যবানী, জোঁয়ান।

তীব্রজ্ঞানিন্ (ত্রি) তীব্র-জ্ঞান-ণিনি। অতিশয় জ্ঞানী।

তীব্রজ্বালা (স্ত্রী) তীব্রং যথা তথা জ্বালয়তি জ্বল-ণিচ-অচ্-টাপ্। ধাতকী, ধাঁইফুল। ইহার স্পর্শে গাত্রে ব্রণ জন্মে, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে এইজন্য ইহার নাম তীব্রজ্বালা। (ত্রি) ২ তীব্রজ্বালাযুক্ত। তীব্রা জ্বালা কর্ম্মধা। ৩ তীব্র এমন জ্বালা।

তীব্রতা (স্ত্রী) তীব্রস্য ভাবঃ তীব্র-তল্। উষ্ণতা, কঠোরতা।

তীব্রদারু (ক্লী) তীব্রং দারু কর্ম্মধা। তীব্রকাষ্ঠ।

তীব্রবন্ধ (পুং) তীব্রঃ বন্ধো যস্মাৎ বহুব্রী। তামসগুণ, তম-সম্বন্ধীয়।

তীব্রবেদনা (স্ত্রী) তীব্রা বেদনা কর্ম্মধা। ঘোর যাতনা, অতিশয় যন্ত্রণা।

তীব্রসংবেগ (পুং) তীব্রঃ সংবেগঃ কর্ম্মধা। তীব্রবৈরাগ্য। [তীব্র দেখ।]

তীব্রসব (পুং) একাহ যাগভেদ।

তীব্রসুত (ত্রি) সোমের অবয়বভূত প্রাতঃসবনিক।
"যস্ত তীব্রসুতং মদং মধ্যমন্তং॥" (ঋক্ ৬।৪৩।২)
'সোমস্ত অবয়বভূতং তীব্রসুতং। তীক্ষ্ণং সুতং অভিষবো যস্য স তীব্রসুতঃ প্রাতঃসবনিকঃ।' (সায়ণ)
তীব্রা (স্ত্রী) তীব্র-টাপ্। ১ কটুরোহিণী, কটুকী। ২ গণ্ড-দূর্ব্বা, গেঁটেদূর্ব্বা। ৩ রাজিকা, রাইসর্ষে। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী। ৫ তরনীবৃক্ষ। ৬ তুলসী। ৭ নদীবিশেষ। ৮ তীব্রবেগযুক্ত।
তীব্রানন্দ (পুং) তীব্র আনন্দোযস্য। শিব। (শিব সহস্রনাম)
তীব্রাস্ত (ত্রি) তীব্র বা তীক্ষ্ণ ফল বা অবশেষ।
তীসট (পুং) এক বৈদ্যক গ্রন্থকার।
তু (অব্য) ১ নিরর্থক পাদপূরণ। ২ ভেদ। ৩ অবধারণ। ৪ সমুচ্চয়। ৫ পক্ষান্তর। ৬ নিয়োগ। ৭ প্রশংসা। ৮ নিগ্রহ।
"উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানং তু কামতঃ।
স্নাত্বা তু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি॥" (মনু)
৯ সম্পর্ক। ১০ কিন্তু। ১১ আধিক্য।
(দেশজ) ১২ কুকুর-আহ্বানবাচক।
তুই (দেশজ) ত্বং তুমি এই শব্দের অপভ্রংশ, ইহা তাচ্ছিল্য, আত্মীয়তা ও স্নেহ প্রকাশ জন্য ব্যবহৃত হয়।
তুঁদ (তুদ শব্দজ) তুদ গাছ। [তুঁত দেখ।]
তুঁত (তুদ শব্দের অপভ্রংশ) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ।
ইহার ফল খায়, পাতায় গুটীপোকা প্রতিপালিত হয়, গবাদির আহার্য্য হয়, ছালে অংশু হয়, কচি সরু ডালে কাঠের আঁটি বাঁধিয়া থাকে, আঠায় গঁদ হয়। তুঁতের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নাম Morus। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে ইহার ৫টী শ্রেণী আছে—(১) Morus Alba বা শ্বেত তুঁত—ইহা পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম হিমালয়, পশ্চিম তিব্বত প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এখান হইতে উত্তর ও পশ্চিম এসিয়ায়, বোম্বাইয়ে ও বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শীতে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। ইহার ফুলে গর্ভ ও পরাগকেশর উভয়ই আছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহার বৃদ্ধি অধিক। বাঙ্গালা দেশে ইহার ফল ও পাতার জন্ম চাষ করে। ইহার ফলের রসে হাকিমী মতে গলক্ষত, আমাশয় ও বিমর্ষচিত্ততা আরোগ্য হয়। ইহার ছাল বিরেচক ও কৃমিনাশক। মাঘ ও ফাল্গুনে ইহার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে। স্থানভেদে ইহার বর্ণতারতম্য ঘটে। অতিশাদা ফল হইতে ঈষৎ রক্তাভ কৃষ্ণ বর্ণ ফলও হয়। ফলের আস্বাদও মিষ্ট, টক ইত্যাদি। বেলুচিস্থানে সিয়া (ধূসরবর্ণ), বেদানা (বীজহীন), পেড়ওয়ানী (কলমের চারা ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায়), সুস্বাদু শ্বেতফল বা শাহতুঁত (বড় ফল) ও খরতুঁত, কাশ্মীরে জন্মে, ইহার ফল শুকাইয়া বা মোরব্বা করিয়া রাখিয়া দেয় ও শরৎ কালে ব্যবহার করে। আফগানিস্থানে ইহার ফলের গুঁড়ায় রুটি করিয়া খায়; ঐ রুটি বল ও মেদবর্দ্ধক। কাশ্মীরে ইহার পাতাতেই রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। [রেশম দেখ।] গুটী হইয়া পাতা বাঁচিলে গাভীকে দেওয়া হয়। ইহাতে অতি মাত্রায় দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ সকালে /১ সের ও বিকালে /১ সের পাতা খাওয়াইলে /৩ সের দুধের গরুতে /৫ সের দুধ দিয়া থাকে।
তুঁত কাষ্ঠের বর্ণ পীত ও রক্তাভ পাটল। ইহা কঠিন, দৃঢ় এবং মসৃণ বলিয়া ইহাতে পালিস ও গঠন অতি সুন্দর হয়। জাহাজ, গৃহোপকরণ ও চাষের যন্ত্রাদি এই কাষ্ঠে অতি উত্তমরূপ প্রস্তুত হয়।
(২) Morus Atropurpuria বা চীনে তুঁত—চীনদেশীয় তুঁতের চারা হইতে এদেশে ইহার চাষ হইয়াছে। পঞ্জাবে শাহরণপুর বৃক্ষবাটিকা হইতে বারিদোয়াব পর্য্যন্ত ইহারই চাষ কিছু বেশী হয়। ইহাতেও গুটী প্রতিপালিত হয়। এই জাতীয় তুঁতের ফল খুব লম্বা, (পিপুলের ন্যায়) গোলাকার ও গাঢ় বেগুনি রং হয়।
(৩) Morus Indica বা দেশী তুঁত—হিমালয়, কাশ্মীর, সিকিম, বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে জন্মে, এখান হইতে চীনে ও জাপানে গিয়াছে। শীতে ইহার পাতা ঝরিয়া যায়। প্রথম বসন্তে নূতন পাতা গজায়। গ্রীষ্মে ফুল ধরে, বর্ষায় পাকে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ফল পাকিতে বিলম্ব হয়।
দেশভেদে তুঁতের নাম ভিন্ন। বাঙ্গালায় তুঁত, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুত, তুৎরি, আসামে মুনি বা বোলা, নেপালে কিম্বু বা ছোটা কিম্বু, পঞ্জাবে তুত, তুতরি বা করণ, বোম্বাইয়ে তুত, তুৎরি, আম্বর, সেতর বা তুলা আম্বর, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে তুৎ, কর্ণাটে হিপ্পল-নেরলি, তৈলঙ্গে কম্বলি বা কম্বলি বুচি, দ্রাবিড়ে কম্বিলিপুচ্ বা মহকত্তাই, আরবে ও পারস্যে তুৎ বা শহ্ তুৎ। সংস্কৃত ভাষায় তুদ।
গুটী বা রেশমকীট পোষণের জন্ম তুতগাছের বিশেষ আদর। চাষের প্রতি মনোযোগ থাকিলে যে কোন প্রকার উচ্চ বা নদীমাতৃকদেশে তুত জন্মিতে পারে। তবে এই গাছের পাট করিতে কিছু যত্ন লইতে হয়। এদেশে যেরূপ লাঙ্গল চলে, তাহাতে বড় সুবিধা হয় না। বর্ষা থামিলেই আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে নরম মাটিতে কোদালী দ্বারা এক হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতে হয়। ইট্ পাট্‌কেল যাহা থাকে, তাহা হয় সরাইয়া ফেলিবে, নয় গুঁড়া করিয়া দিতে হয়। তৎপরে দুইবার লাঙ্গল দিয়া ও মই দিয়া জমী চৌরস করিয়া লইবে। যদি বৃষ্টি না হয় অথবা জমি শুষ্ক থাকে, তাহা হইলে

যাহাতে জমীতে ভাল জল সরবরাহ হয়, তাহার উপায় করিবে এবং ভালরূপে বাতাস খেলিতে পারে তৎপ্রতিও মনোযোগী হইবে।

এরূপে জমি তৈয়ার হইলে একহাত অন্তর আধহাত গভীর সারিসারি গর্ত্ত করিয়া যাইবে। তুতের ডাল কাটা শাখা প্রশাখা হইতেই গাছ জন্মে। বড় গাছ হইলে মাথা অথবা সরু ও শুষ্ক শাখা লইবে না। ডাল কাটিতে হইলে অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার করিবে, যাহাতে মূলোচ্ছেদ না হয় তাহাতে লক্ষ্য রাখিবে। এইরূপে শাখা বা ডাল কাটিয়া আনিয়া তাড়া বাঁধিয়া পুষ্করিণীর ধারে পাঁকে বা কাদায় পুতিয়া রাখিবে। এমন ভাবে রাখিবে, যেন আর বেশী জল ঢুকিয়া পচিয়া না যায়। এ অবস্থায় একমাস রাখিবে মধ্যে মধ্যে জল ছিটা দিবে। যখন দেখিবে, সেই শাখা হইতে প্রায় দুই ইঞ্চি মাত্রার নবীন অঙ্কুর গজাইয়াছে, তখন তাহা রোপণ করিবার জন্য আনিবে।

তখন সেই তৈয়ারী জমির এক একটী গর্ত্তে দুই তিনটী ডাল ফেলিবে ও মাটি চাপা দিবে এবং কলসী করিয়া জলসেচন করিবে। কিন্তু যাহাতে অঙ্কুরগুলি মাটির চাপে ভাঙ্গিয়া না যায়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। যে পর্য্যন্ত না শিকড় গজায়, সে পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার করিয়া জল দিবে, যখন এক হাত করিয়া গাছ বড় হইয়া উঠিবে, সেই সময় যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্র জলে ডুবিয়া যায়, তাহা করিবে। সপ্তাহের পর কোদালী দিবে, কোদলাইলে গর্ত্তের উপরের মাটি গাছের চারিদিকে বেশ ছড়াইয়া পড়িবে। গাছ ২।৩ হাত বড় হইয়া উঠিলে আর বড় জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তবে দেড় মাস কি দুই মাস অন্তর জল দিলেই চলিবে।

ফাল্গুনমাসে সেই তুত গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িতে পারিবে। প্রথম প্রথম কেবল একএকটী পাতা ছিঁড়িতে হয়, কিন্তু গাছ বেশী বড় হইয়া উঠিলে পল্লব ছিঁড়িলে কোন হানি হয় না।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষেত এক একবার কোদলাইতে হয়, সে সময় আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। পাতা তুলিবার পূর্ব্বে চৈত্রমাসে পুকুরের পাঁক আনিয়া সার দিতে হয়। এমন কি অনেক স্থলে এক বিঘায় ৪০০ মণ পাঁক ঢালিয়া দেয়। তাহা রৌদ্র ও বাতাসে শুকাইয়া যায়। পরে কোদলাইবার সময় ক্ষেতের জমির সহিত মিশিয়া যায়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ক্ষেতে এইরূপ পাঁক দিতে হয়। এক একটা গাছ ১০।১২ বর্ষ থাকে, তৎপরে তাহার মূলাবধি কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহার শাখা প্রশাখা নূতন গাছ উৎপাদন করিবার জন্য পুতিয়া দেয়। এইরূপে আবার নূতন গাছ গজাইয়া উঠে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সেগুলি রাখা হয়। তৎপরে আবার নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করা উচিত।

বহুকাল হইতে চীনদেশে তুতের অংশু কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মার্কোপোলো আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন, এই অংশুজাত কাগজ কাপাসজাত কাগজের মত।

তুতের ফলেও এক দিব্য অম্ল মধুর সুগন্ধ আছে। এখনকার য়ুরোপীয়চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ শীতল, মৃদু বিরেচক, তৃষ্ণানাশক ও জ্বরঘ্ন। ইহার ত্বক্ কৃমিনাশক ও অতি বিরেচক, মূল কৃমিহর ও সঙ্কোচক। আলজিবের শিথিলতায় ও কণ্ঠপ্রদাহে ফলের রসে কুলী করিলে অনেকটা শান্তি বোধ হয়। আয়ুর্ব্বেদের মতও অনেকটা ঐরূপ। [তূদ দেখ।]

আসামে তুতকাঠে নৌকার দাঁড় ও কোন কোন আসবাব প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভাল চা-বাক্স তৈয়ার হইতে পারে। [রেশম শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তুঁতে (তুথ শব্দের অপভ্রংশ) উপধাতুবিশেষ। [তুথ দেখ।]

তুঁদ (দেশজ) বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ। [তুঁত দেখ।]

তুঁষ্ (দেশজ) ধান্যাদির অবশিষ্ট। [তুষ দেখ।]

তুক্ (পুং) তুজ-কিপ্। অপত্য, সন্তান।

তুক্ (দেশজ) ১ বশীকরণাদির জন্য প্রকরণবিশেষ, পরের অনিষ্ট সাধন জন্য মন্ত্র বা অন্য উপায়। ২ সঙ্গীতে কতকগুলি মাত্রা একত্র ছন্দে যোজনা করিলে তাহাকে তুক্ কহে।

তুক্তাক্ (দেশজ) মন্ত্র তন্ত্র।

তুকজ্যোতির্ব্বিদ্, একজন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্।

তুকাক্ষীরী (স্ত্রী) তুগাক্ষীরী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঔষধে ব্যবহৃত বাঁশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত পদার্থবিশেষ, বংশলোচন।

তুকারাম, মহারাষ্ট্র দেশের একজন সর্ব্বজনপূজিত ভক্তকবি। ভারতবর্ষ ধর্ম্মজীবন মহাপুরুষদিগের লীলাভূমি। প্রতিযুগে এবং দেশে দেশে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম-সঙ্গীত পর্য্যন্ত সকলই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের দেশে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক পদাবলীর অভাব নাই। হিন্দীতে তুলসীদাস, বাঙ্গালায় রামপ্রসাদ, তামিলে তিরুবল্লুবর এবং মহারাষ্ট্রে তুকারাম প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে বিরাজিত। রামপ্রসাদের সঙ্গীত না শুনিয়াছেন—

বা না জানেন, বঙ্গের এমন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান কেহ আছেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। রাজপথে, নগরে, পল্লীতে, নদীবক্ষে এমন স্থান নাই, যেখানে রামপ্রসাদের সঙ্গীত শ্রুত হয় না। রামপ্রসাদ বঙ্গদেশে যেরূপ অধিকার করিয়াছিলেন, তুকারাম মহারাষ্ট্র-দেশে তাঁহা অপেক্ষা আরও গৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন। এই ভক্ত মহাপুরুষ আপনার জন্মভূমে দেবাংশ বা দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। ইহার পদাবলী সকল অভঙ্গ নামে পরিচিত। এই সকল অভঙ্গ মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ের রত্নস্বরূপ। ভিক্ষুক হইতে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ পর্য্যন্ত ইহা সাদরে গান ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনেক ধর্ম্মমন্দিরে ইহা দেবীমাহাত্ম্যও বা গীতার ন্যায় সাদরে পঠিত হয়।

মহারাষ্ট্র-রাজধানী পুণার আট ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ইন্দ্রায়ণী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহার কূলে দেহুনামক গ্রাম। এই গ্রামে "মোরে" উপাধিধারী শূদ্রজাতীয় একটী প্রাচীন মরাঠী পরিবার বাস করিতেন। ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। এই বংশ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ। তুকারামের পূর্ব্বপুরুষগণ ভক্তি ও বৈরাগ্য বিষয়ে সেই সময় সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তুকারামের ঊর্দ্ধ সপ্তম পুরুষের নাম বিশ্বম্ভর, ইনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী, কিন্তু সাধারণ বণিকের ন্যায় অন্যায়াচারী ছিলেন না। তিনি অতিথি ও সন্ন্যাসী পাইলে পরম যত্নে তাহাদের সেবা করিতেন। রাত্রিকালে ভক্তবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

পণ্ঢরপুরের বিঠোবাদেবের পূজা ইহাদিগের কৌলিক রীতি ছিল। তদনুসারে প্রতি একাদশী তিথিতে তিনি পণ্ঢরপুরে যাইয়া বিঠোবা দেবের পূজা করিতেন। কিন্তু এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, বিঠোবাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, বৎস! আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি। তোমার আর ক্লেশ করিয়া পণ্ঢরপুরে যাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজ গ্রাম দেহুতেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বম্ভর ইহার পর স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট একটী আম্রকাননে বিঠোবার বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। দেহুর অনতিদূরে ইন্দ্রায়ণীতীরে একটী মন্দিরনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভক্তিভরে পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। ইহারা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তুকারামের ন্যায় বংশের গৌরবস্বরূপ পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তুকারাম ১৬০৭।৮ খৃঃ অব্দে বোল্হোবার ঔরসে ও কনকাঈর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারামের পিতা বোল্হোবা সদ্গুণসমূহে বিভূষিত ও ইহার মাতা অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। ইহার প্রথম পুত্রের নাম শাস্তজী। তুকারাম পিতার দ্বিতীয় পুত্র। কনকাঈ যখন গর্ভবতী হন, তখন সংসারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়াছিল এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম করিতেন। তুকারাম যে একজন ভক্তশিরোমণি হইবেন, ইহাতেই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তুকারামের পরেও কনকাঈর একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। একদিকে যেমন পুত্রকন্যা লাভে, অপরদিকে সেই প্রকার ধনসম্পদে বোল্হোবা ও কনকাঈর বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অবস্থা উন্নত হইলেই প্রায় সকলে ভগবানের নাম ভুলিয়া যায়, কিন্তু বোল্হোবা ও কনকাঈ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাংসারিক সকল প্রকার সুখ লাভ করিয়াও ভগবানের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি যথাসময়ে পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিলেন, কিন্তু ধন জন পুত্র প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়াও তাহার অহংভাব বর্দ্ধিত হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাস্তজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নচিত্তে ভগবদারাধনায় জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র শাস্তজীকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শাস্তজী বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সুতরাং এই ভার তিনি লইতে অস্বীকার করেন। বোল্হোবা তখন মধ্যমপুত্র তুকারামকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। পিতার আজ্ঞা অপরিহার্য্য, এই জন্য তুকারাম ত্রয়োদশ বৎসরে সংসারের গুরুতর ভার গ্রহণ করেন।

তুকারামের দুই বিবাহ। তাহার প্রথমা পত্নীর নাম রুক্মাবাই এবং দ্বিতীয়ার নাম অলবাই (ইনি সাধারণতঃ জিজিবাই বা জিজাই নামে পরিচিতা)। প্রথমা পত্নী কাশরোগগ্রস্তা বলিয়াই তুকারাম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠাই সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্রী ছিলেন। তুকারাম যদিও এত অল্প বয়সে সংসারের গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই গুরুভার বহনে অকৃতকার্য্য হন নাই, বরং তিনি অতি দক্ষতার সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

কৌলিক বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিল এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি অনেক ধনাঢ্য বণিকের বিশ্বাসভাজন হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। তুকারামের সকল বিষয়েই সৌভাগ্যের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের অবস্থা চিরদিন সমান যায় না। প্রায়ই সুখের পর দুঃখ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে।

তুকারামেরও এই সাংসারিক সুখের অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তুকারামের সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে তাঁহার পিতা, তাহার পর তাঁহার মাতা চিরদিনের মতন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন।

তুকারাম পিতৃমাতৃবিয়োগে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই শোকই সংসারবন্ধনের সমস্ত মল অপনীত করিয়া তুকারামের চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিল। ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যশীলতা তুকারামে পুরুষানুক্রমে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু সম্পদ, পিতামাতার স্নেহ, বিষয়ানুরক্তি ও সংসারের ভার একত্র হইয়া এতদিন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে অবসর প্রদান করে নাই। তুকারাম দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা একদিনও অনুভব করেন নাই, এতদিন সংসার তাহার নিকট সুখময় ছিল, কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুতে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। সংসার অনিত্য, দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তুকারাম ত্রয়োদশবর্ষ হইতেই সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু পিতা জীবিত ছিলেন বলিয়া সে ভার তত গুরুতর বোধ হয় নাই। কিন্তু এখন এই ভার তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল। ভবিতব্য অনতিক্রমণীয়, ইহা ভাবিয়া তিনি সাংসারিক কার্য্যে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিতে যত্নবান্ হইলেন। বিপদ্ বিপদের অনুগমন করিয়া থাকে, এই সময়ে আর একটী দুর্ঘটনা আসিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিল। এই সময় ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। শান্তজী একেই সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, পিতামাতার মৃত্যু অবধি আরও উদাসীন ভাব বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, এখন পত্নীর পরলোক গমনে আপনাকে সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত স্থির করিয়া তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

এই সময় তুকারামের বয়স অষ্টাদশবর্ষ মাত্র। তুকারাম যে কার্য্যের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, ক্রমেই তাহার পথ উন্মুক্ত হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের গৃহত্যাগে ভগবদ্ভক্তি আসিয়া তুকারামের হৃদয়ে অধিকার করিল। তুকারাম ভগবদ্প্রেমে ক্রমেই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সংসারের প্রতি ক্রমে ঔদাসীন্য জন্মিতে লাগিল। ব্যবসায়ের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ না থাকায় ক্রমে বাণিজ্যে বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। তুকারামের ধননাশ হইতে লাগিল। ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে হইলে আদান প্রদান বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু ইহার অর্থ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ব্যবসায়িগণ তুকারামের সঙ্গে আদান প্রদান বন্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তুকারাম যাহাদের নিকট টাকা পাইতেন, তাহারা ইহার ব্যবসায়ে ঔদাস্য দেখিয়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করিতে লাগিল। সুতরাং দিন দিন তুকারামের সংসারের অবনতি ঘটিতে লাগিল। সাংসারিক ব্যয় পূর্ব্ববৎ রহিল, আয়ের পথ ক্রমে একেবারেই বন্ধ হইতে লাগিল। তুকারাম অতি বিপদে পড়িলেন, শত চেষ্টা করিয়া সংসারিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। তাঁহার হৃদয় যে ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ ছিল, ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময় তুকারাম পূর্ব্বের ন্যায় মহাজনী ব্যবসায়ে আর উন্নতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অবস্থারূপ একটী মুদিখানার দোকান খুলিলেন। এই সময় তুকারাম যেখানে বসিয়া থাকিতেন, সর্ব্বদাই সেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

খরিদদার আসিলে মনে ভাবিতেন—দ্রব্য যদি কম হয়, তাহা হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে, ইহা ভাবিয়া খরিদদারের ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি দিতেন, কাজেই এই ব্যবসায়ে তাহার লাভ হওয়া দূরের কথা, আসল হইতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। মুদিখানার দোকানে লাভ নাই বিবেচনা করিয়া আবার আর একটা নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। এই সময় চারিদিক্ হইতে সকলেই তুকারামের নিন্দা করিতে লাগিল, একে সাংসারিক কষ্ট, তাহাতে চারিদিক্ হইতে আত্মীয় স্বজনের সুমিষ্ট গালিবর্ষণ। কেহ বলিতে লাগিল, তুকারাম অতি নির্ব্বোধ, কেহ বলিতে লাগিল তুকারাম অকর্ম্মণ্য ও ব্যবসায়কার্য্যে নিতান্ত মূর্খ। এই সকল কারণে তুকারামের মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুকারাম চেষ্টা করিয়াও মন কিছুতেই সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলেন না। তাহার হৃদয় যে ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহার বেগ দমন করা কাহার সাধ্য। তুকারাম কাজ কর্ম্ম করিতেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হরিভক্তিতে পূর্ণ থাকিত। ক্রমে ক্রমে লোকসান দিয়া তুকারামের মূলধন সকল ফুরাইয়া গেল। এই সময় অতিশয় সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইল।

তুকারাম এই কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আবার ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মূলধন তাহার কিছুই নাই, কাজেই অন্য ব্যবসায় তাহার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হইল। তখন তিনি ভারবাহী বৃষভের পৃষ্ঠে ধান্যের ভার দিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিবারাত্র পরিশ্রম, আহার নিদ্রা, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতিতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি স্বতন্ত্র, কাজেই তিনি লাভবান্ হইতে

পারিলেন না। কিন্তু তিনি সাংসারিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার যতই দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই বিঠোবাচরণে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তুকারামের অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল, তিনি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন প্রতিবাসী বণিকেরা আসিয়া তাঁহার কাগজ পত্র সকল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, তুকারামের রক্ষার আর উপায় নাই। তুকারাম দেউলিয়া হইয়াছেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে দেউলিয়ার ন্যায় কষ্টকর ও নিন্দা আর কিছুই নাই। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, মহাজন সকল আসিয়া তাঁহার দ্বার অবরোধ করিল, তখন তুকারাম অতিশয় বিপদে পড়িয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। এই সময় তাঁহার কএকজন আত্মীয় কেহ অর্থ সাহায্য করিয়া বা কেহ মহাজনদিগের নিকট জামিন হইয়া তুকারামকে এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। তুকারামের বন্ধুবান্ধবদিগের এইরূপ ধারণা ছিল, বিঠোবা-ভক্তিই তাঁহার অবনতির কারণ। বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বলিলেন, 'তুমি বিঠোবা-ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ কর, এ জগতে কে বিঠোবাকে ভক্তি করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে?' এই প্রকারে তুকারাম চারিদিক্ হইতে তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। গৃহে অবলাইএরও এইরূপ ধারণা ছিল; তিনিও সর্ব্বদা বলিতেন, বিঠোবা-ভক্তিতেই আমাদের এই অবনতি ঘটিতেছে। গৃহে স্ত্রী, বাহিরে বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলই তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে সংসারের দারুণ কষ্ট। তুকারামের কিছুতেই দৃক্পাত নাই, যে যাহা বলুক না কেন, সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বিঠোবা-প্রেমে নিমগ্ন থাকিতেন, সংসারের দুঃখ কষ্ট তাঁহার নিকট তত কষ্টকর বোধ হইত না। লোকের তাড়নায়, স্ত্রীর ভর্ৎসনায় আরও তাঁহার ভগবৎপ্রেম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বণিকদিগের ব্যবসা ভিন্ন জীবিকানির্ব্বাহের আর উপায় নাই। সুতরাং তুকারাম এবার শেষ উদ্যম করিলেন। যাহা কিছু সম্বল ছিল তাহা একত্র করিয়া কতকগুলি লঙ্কা ক্রয় করিলেন এবং তাহা লইয়া কোঙ্কণদেশে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গেলেন। যদিও ইনি নূতন দ্রব্য লইয়া ভিন্নদেশে গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি পূর্ব্ববৎই ছিল, নূতন ব্যবসায়ী দেখিয়া দলে দলে ক্রেতা আসিতে লাগিল। ক্রেতাগণ মূল্য দিয়া আপন ইচ্ছামত লইয়া যাইতে লাগিলেন, অনেকে ধার লইয়া গেলেন, এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে লাভ হওয়া দূরের কথা, মূলধনের কতক অপচয় হইল। লঙ্কা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু দৈবের এমনই বিড়ম্বনা যে, পথে আসিবার সময় এক প্রতারকের হস্তে পতিত হইলেন। এই প্রতারক তাঁহাকে কতকগুলি কৃত্রিম স্বর্ণালঙ্কার দিয়া তাঁহার নিকট যাহা ছিল, তাহা লইয়া চলিল। তুকারাম বাটী আসিয়া এই দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় আর এরূপ কখন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

এদিকে অতিশয় সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইল, অবলাই দেখিলেন স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাঁহার উপর লোকের বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে, কাহারও নিকট আর ধার পাওয়া কঠিন। অবলাই সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দুহিতা, তাঁহার উপর অনেকের বিশ্বাস ছিল, তিনি ২০০৲ শত টাকা কর্জ্জ করিয়া স্বামীকে অনেক বুঝাইয়া ব্যবসায়ের জন্য দিলেন। তুকারাম এই টাকা লইয়া বালাঘাট নামক স্থানে ব্যবসায়ের নিমিত্ত গমন করিলেন এবং এইবার ক্রয় বিক্রয়ে তাঁহার একচতুর্থাংশ লাভ হইল। তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণকে রাজানুচরগণ ঋণের জন্য বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার পত্নীও এই সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনুগমন করিতেছে। ব্রাহ্মণ ঋণ পরিশোধের জন্য ১২ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তুকারাম ব্রাহ্মণের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। তখন তিনি আপনার ব্যবসায়লব্ধ সমস্ত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঋণ মুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকার্য্য এবং দানের দক্ষিণান্ত স্বরূপ আরও দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। এইবার তুকারামের শেষ সম্বলও গেল।

তুকারাম গৃহে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল এবং সকলে তাঁহাকে পাগল স্থির করিলেন। অবলাই দরিদ্রতার পীড়নে একেই রুক্ষস্বভাবা হইয়াছিলেন। স্বামীর এই ব্যবহারে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তুকারামের গৃহে অবস্থান অতি কঠিন হইয়া উঠিল। এই সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, টাকায় দুইসের শস্য বিক্রয় হইতে লাগিল। এই দুর্ভিক্ষে তুকারামের পরিবারবর্গ অন্নাভাবে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম প্রতিবাসিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞার সহিত তাড়াইয়া দিত, কেহ কেহ বা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "এখন তোমার বিট্ঠলঠাকুর

কোথায়, বিট্টল-ভক্তির পরিণাম ত দেখিলে।" তুকারাম এই সকল কথায় একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত হইল। তুকারামের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই কাসরোগে পীড়িত ছিলেন, অনাহারে এবং ক্লেশে এই সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলই তুকারামকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে তুকারামের জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোজীও প্রাণত্যাগ করিল। তুকারাম সন্তোজীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন।

তুকারামের জ্ঞান এতদিন পূর্ণ বিকশিত হয় নাই, কিন্তু এইরূপ উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, সংসার কর্ম্মক্ষেত্র—সুখের স্থান নহে। সাংসারিক সুখ সমস্তই অলীক ও ভ্রান্তিমাত্র। প্রথমা পত্নী ও পুত্রের মৃত্যুতে তুকারামের সংসার-মোহ এতদিনে অন্তর্হিত হইল। তুকারাম ভাবিলেন, সংসারে সুখের আশায় কতই চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে কি ফল লাভ হইল উত্তরোত্তর কেবল দুঃখ ভোগ করিলাম। সংসারে দুঃখ পর্ব্বতপ্রমাণ, সুখ ভ্রান্তিমাত্র। তুকারাম ইহা ভাবিয়া সংসারবন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া দেহুর নিকটবর্ত্তী ভাম্বনাথ নামক একটী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবদারাধনা করিতে লাগিলেন। তুকারাম এই পর্ব্বতে আসিয়া শান্তিলাভ করিবার জন্য সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রাম আরাধনা ও চিন্তনের পর তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল *। তুকারাম যখন ভাম্বনাথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কানাইয়া চারিদিকে পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তুকারাম পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইন্দ্রায়ণী তীরে আগমন করিলেন। এই ৭ দিন তুকারামের অন্নাহার হয় নাই। তুকারাম স্নানাহার করিলে কানাইয়া তাঁহাকে সাংসারিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ব্যবসায়ে তুকারামের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইলেও তাঁহার পিতা লোকদিগকে যে সকল ঋণ দিয়াছিলেন, অনেকের নিকট তাহা এখনও পাওনা ছিল। কানাইয়া সেই সকল ঋণের কথা তুলিয়া তাঁহার নিকট কাগজপত্র চাহিলেন, তুকারাম কাগজপত্রগুলি আনাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, 'ভাই আর বৃথা আশা বহন করিবার আবশ্যক কি, অদ্য এইগুলি ইন্দ্রায়ণী জলে নিক্ষেপ করা যাউক।' কানাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি সংসারত্যাগী, আপনি পারেন, কিন্তু আমাকে যখন এই পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে, তখন আমার পক্ষে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়।' তুকারাম কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিলেন, আর অর্দ্ধাংশ ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আজি হইতে তোমরা নিশ্চিন্ত হও, এই কন্থা আমার শীতাতপের সম্বল হইবে, ভিক্ষাতেই আমি জীবন ধারণ করিব" এই বলিয়া তিনি কানাইয়াকে বিদায় দিলেন। তুকারামকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল, কেহ বলিল, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তুকারামের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, আর কেহ বলিতে লাগিল, তুকারাম জীবিকার জন্য এই সাধুভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তুকারামের নিন্দা ও স্তুতি একই সমান। এখন তুকারাম আপনার ইচ্ছানুরূপ নানাস্থানে ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

তুকারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বম্ভর দেহুতে বিঠোবার জন্য যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কার অভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তুকারাম এই মন্দির সংস্কার করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্থ কোথায় যে, ইহার কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য হইতে নিরস্ত হওয়া ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সুকঠিন। তুকারাম স্বহস্তে মন্দিরটির সংস্কার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং স্বয়ং মৃত্তিকা খনন করিয়া মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সদিচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্য কখন অসম্পূর্ণ থাকে না। ক্রমে প্রতিবাসিগণের সাহায্যে উপকরণ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। তুকারাম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্যে পরিশ্রম করিলেন এবং সাধারণের সাহায্যে এই মন্দির রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় হইতে তুকারাম নব অনুরাগে বিঠোবার পূজা ও নামকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য ভক্তগণ অভিনব পদাবলী রচনা করিয়া বিঠোবার চরণে উপহার প্রদান করিতেন, কিন্তু তুকারাম এইরূপ পদাবলী রচনা করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভক্তি গ্রন্থসমূহে অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ হইত না।

* তুকারামের চরিত্রলেখকগণ বলেন, বিঠোবা প্রথমে কৃষ্ণসর্পের আকারে তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইয়া অনেক ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু তুকারাম কিছুতেই ভীত হন নাই। তখন আকাশবাণী হইল, 'কৃষ্ণসর্পই তোমার আরাধ্য দেবতা' ইহাতে তুকারাম বলেন স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন ভিন্ন আমার পরিতোষ হইবে না, তখন বিঠোবা চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। তুকারাম এই মূর্ত্তি দর্শনে শান্তিলাভ করেন।

এইজন্য তিনি পূর্ব্বতন সাধু ভক্তদিগের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রাচীন ভক্ত-কবি নামদেবের অভঙ্গ, কবীরের পদাবলী, জ্ঞানেশ্বর কৃত গীতাব্যাখ্যা, অমৃতানুভব নামক অধ্যাত্মগ্রন্থ, যোগবাসিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার হৃদয় আরও ভক্তিবিগলিত হইল। ইহার স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, এইজন্য অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হইলেন। তখন তিনি ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তুকারামের ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে লাগিল।

তুকারাম্ দেহুতে প্রত্যাগমনের পরই সাধু ও সজ্জন দিগের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য ১০ জন একত্র হইত, পাছে ভক্তগণের চরণ কঠিন কঙ্করে ক্লিষ্ট হয়, এইজন্য তিনি সেই স্থান নিজ হস্তে মার্জ্জন করিতেন। সকলে যখন হরি-কথা শ্রবণের জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি তাহাদের পাদুকা রক্ষা করিতেন। তুকারামের জীবনে যেন আর কোন লক্ষ্য নাই, পরের উপকার ও সাধুদিগের সেবা করিতে পাইলেই তিনি চরিতার্থ হইতেন। তুকারামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অনেক লোক তাহাকে দিয়া বৃথা পরিশ্রম করাইয়া লইতেন, তুকারামের স্ত্রীর ইহা সহ্য হইত না। তিনি এইজন্য অনেকের সহিত কলহ করিতেন। তুকারামের জীবনীলেখকগণ তুকারামের স্ত্রীর বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া তাহাকে মুখরা প্রভৃতি বলিয়া দুষিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহাকে প্রকৃত পতিপরায়ণা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। অবলাই ধনবানের কন্যা, যখন ইহার বিবাহ হয়, তখন তুকারামের সমৃদ্ধির অবস্থা, ক্রমে অদৃষ্ট দোষে দরিদ্রতাপীড়নে তাহাকে সর্ব্বদা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। তুকারাম বিঠোবাভক্তিতে এই সমস্ত হারাইয়াছেন, তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল, এই কারণে অবলাই তুকারামকে অনেক সময় তিরস্কার করিত, কিন্তু তাহার একটী প্রধান গুণ ছিল, স্বামীকে ভোজন না করাইয়া নিজে কখন ভোজন করিত না। এইজন্য তুকারাম গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলে, অবলাইকে নদীতীর, প্রান্তর, পর্ব্বতগুহা, যেথান হইতেই হউক তুকারামকে অন্বেষণ করিয়া আহার না করাইয়া অবলাই কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। তুকারাম ভাম্বনাথ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবলাই আহার্য্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতেন। এক দিন এইরূপ অবস্থায় রৌদ্রে তপ্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তুকারাম ইহার ক্লেশ দেখিয়া সেই হইতে দেহুতেই থাকিলেন।

তুকারাম নামদেবের রচিত অভঙ্গ হইতে ধর্ম্মজীবন বিকাশের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সময় এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, বিঠোবা দেব উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, 'তুকারাম! আমার ভক্ত নামদেব যত অভঙ্গ রচনা করিবার মনন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, তুমি তাহা সমাপ্ত করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন কর, আমি তোমাকে সপ্রেমজ্ঞান প্রদান করিতেছি,' বিঠোবা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তুকারাম প্রথমে ভাগবতের দশমস্কন্ধবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ৯০০ শত শ্লোক বর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সঙ্কীর্ত্তনের সময় তুকারামের মুখ হইতে ভাবময়ী কবিতা অনর্গল নিঃসৃত হইত। ধর্ম্মবিদ্বেষিগণও তুকারামের এই উপদেশপূর্ণ পদাবলী শুনিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইত, এই সঙ্কীর্ত্তনের এমনই এক মোহিনীশক্তি ছিল, যে একবার তাহা শুনিত, আর তাহা ভুলিত না, তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিত।

আগে যাহারা তুকারামকে পাগল বলিয়া ঘৃণা করিত, এখন তাহারা তুকারামের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তুকারাম যে একজন প্রকৃত সাধু, তাহা সকলের দৃঢ় ধারণা জন্মিল। জনমানবহীন স্থানই তপস্যার উপযুক্ত, তুকারাম পূর্ব্বে ইহা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সংসারে থাকিলে তিনি নানাপ্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া সংসারের প্রতি বিরাগ হ্রাস হইল। তিনি পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিলেন। তুকারাম অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বহুদেশ হইতে কত লোক আসিতে লাগিল। এই সময় দলে দলে তুকারামের শিষ্য হইতে লাগিল। তুকারাম নব অনুরাগে ও উৎসাহে কীর্ত্তন করিতেন। তুকারামের শিষ্যদিগের মধ্যে গঙ্গাধরপন্থ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ও সন্তাজী নামে একজন তৈলিক এই দুইজনই প্রধান। তুকারামের পশ্চাৎ কীর্ত্তন ও কথকতার সময় ইহারা করতাল ও বীণা লইয়া ধূয়া ধরিতেন। গঙ্গাধরপন্থের উপর তুকারামের কবিতা লিখিবার ভার ছিল। এই সময় কপট ধার্ম্মিকগণ তুকারামের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। মম্বাজী বাবা গোঁসাই নামে একজন ব্রাহ্মণ ইহার

প্রতি প্রথম অত্যাচার আরম্ভ করেন। মম্বাজী গোঁসাই এই গ্রামে একটী মঠ করিয়া মোহান্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইঁহাকে সকলই ভক্তি করিত, এই তুকারামের প্রতি সকলের অনুরাগ দেখিয়া ইঁহাকে জব্দ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুকারামের একটী মহিষ এক দিন এই মন্দিরে বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, এই উপলক্ষ করিয়া মনের সাধে তাঁহাকে গালি দিলেন এবং মন্দিরের গা ঘেঁসিয়া কাঁটার বেড়া দিলেন। একদা সায়ংকালে একাদশীতে বিঠোবার দর্শনার্থ এই মন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, ইহার চারিদিকে কাঁটার বেড়া থাকায় দর্শকদিগের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তুকারাম স্বহস্তে কাঁটা উৎপাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মম্বাজী গোঁসাই তুকারামকে কাঁটা তুলিতে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঐ কাঁটা লইয়া তুকারামকে প্রহার করিতে লাগিলেন। একটীর পর একটী করিয়া ১০।১৫টী কণ্টকযষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। গোঁসাই প্রভু এইরূপে তুকারামকে প্রহার করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তুকারাম নিঃশব্দে সকল সহ্য করিল। তুকারামের এই অবস্থা দেখিয়া সকলেরই নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। তুকারাম এই প্রহার উপলক্ষ করিয়া কএকটী অভঙ্গ রচনা করেন।

তুকারাম যে কিরূপ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তিনি এইরূপে দণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অবলাই তাঁহার অঙ্গবেদনা লাঘবের জন্য শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারাম কিছু সুস্থ হইলে একাদশীর হরিজাগরণের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন হইল, কীর্ত্তন শুনিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, কিন্তু মম্বাজী গোঁসাই আসিলেন না, তখন তুকারাম তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি সেই লোককে ফিরাইয়া দিলেন। তুকারাম তখন নিজে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টি প্রহার করাতে প্রভুর শ্রান্তি হইয়াছে, ইহা আমারই দোষে ঘটিয়াছে, এখন আমাকে ক্ষমা করিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করুন।" মম্বাজী তুকারামের এই ব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিদ্বেষ ভাব দূর হইল এবং অন্তরের সহিত তুকারামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

দীক্ষা না হইলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, এইজন্য এক দিন বিঠোবা স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তুকারামকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অনুষ্ঠানে তুকারাম অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার কিছুতেই শান্তি হইত না। তুকারাম মনে ভাবিলেন, পুনঃসংসারে প্রবেশই আমার শান্তি না পাইবার কারণ। এই ভাবিয়া আবার কিছুদিনের জন্য সংসার পরিত্যাগ করেন। এই গ্রামের নিকটে বল্লালের বন নামে একটী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান করিয়া, বিঠোবা দেবদর্শন করিয়া অরণ্যে যাইতেন, এই সময় কোন দিন ফিরিয়া না আসিলে তুকারামের স্ত্রী অবলাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন, পরে ইন্দ্রায়ণীতীরে তুকারামকে ধরিলেন, অনেক বলিয়া কহিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন 'আমি আর ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করিব না'। কিন্তু অবলাই এ প্রতিজ্ঞা অনেক দিন রাখিতে পারিলেন না, কারণ তুকারামের তিনটী কন্যা দুই পুত্র ছিল। কন্যা তিনটীর নাম ভাগীরথী, কাশী ও গঙ্গা; পুত্র দুইটীর নাম মহাদেব ও বিঠোবা। একে এই পুত্র-কন্যাদিগকে প্রতিপালন, ইহার উপর প্রভূত অতিথিসমাগম, এইজন্য অবলাইকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত, কাজেই অনেক সময় ইহার জন্য তুকারামকে দুই চারি কথা বলিতে হইত। এ দিকে প্রথমা কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে, তুকারামকে এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন, এক দিন তুকারাম পাত্রানুসন্ধানে গমন করিয়া স্বজাতীয় তিনটী বালককে দেখিতে পান, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া একই দিনে তিনটী কন্যা সম্প্রদান করেন।

তুকারাম অবলাইয়ের হস্ত হইতে এইবার নিষ্কৃতি পাইলেন। তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল, অনেক দূর দেশ হইতে লোক আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তুকারাম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, শাস্ত্রজ্ঞানরহিত হইয়াই শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণের নিকট প্রচার করেন, ইহা কাহার কাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। মম্বাজীর ন্যায় রামেশ্বর ভট্ট নামক একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রামেশ্বর নিজে রাজমান্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন, তুকারাম শূদ্র হইয়া শ্রুতির মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। সকল ধর্ম্মকর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া নাম-মহিমা প্রচার ও ভক্তিপথস্থাপনে চেষ্টা করিতেছেন, গ্রামাধিকারী এই কথা শুনিয়া তুকারামকে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। তুকারাম বিষম বিপদে পড়িলেন। তুকারাম ভাবিলেন, রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইব, এই ভাবিয়া রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। রামেশ্বর অতিশয় গর্ব্বিত ছিল, এইজন্য বিপরীত

ফল ফলিল, রামেশ্বর বলিলেন, তুমি যে সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছ, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তুমি এই সকল অভঙ্গ ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ কর।

ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অপরিহার্য্য, এই জন্ত তুকারাম হৃদয়ের ধন সেই অভঙ্গগুলি ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

তুকারাম ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলেন। অন্নজল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার চরণ অনবরত ধ্যান করিতে লাগিলেন, ত্রয়োদশ দিন এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল। পরে বিঠোবা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি সেগুলি রক্ষা করিয়াছি, তুমি উদ্ধার কর।' গ্রামের লোকেরা এই কবিতা উদ্ধার করিয়া তুকারামকে প্রত্যর্পণ করেন। তুকারাম এই উপলক্ষে ৭টী অভঙ্গ রচনা করেন। পরে রামেশ্বরও তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাহুবলে, জ্ঞানবলে ও ভক্তিবলে মহারাষ্ট্রদেশ অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলের অবতার স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার রামদাস স্বামী, এদিকে ভক্তিবলে তুকারাম, মহারাষ্ট্রদেশে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। তুকারাম, শিবাজী এবং রামদাসস্বামী কেবল এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নহে, পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। তুকারামের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ ও সম্মিলন, তাহাদিগের উভয়েরই জীবনের এক একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিবাজী তুকারামকে পুণায় আনিবার জন্ত সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করেন, কিন্তু তুকারাম সম্পদ্‌কে বিষের মতন ভাবিতেন, কাজেই বহুজনাকীর্ণ পুণা সহরে তাঁহার যাইবার আদৌ ইচ্ছা হইল না। তিনি শিবাজীর জন্ত কএকটী অভঙ্গ রচনা করিয়া কারকুনকে বিদায় করিলেন। কিন্তু শিবাজী তুকারামের অভঙ্গ ও গুণ শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছিলেন, এই জন্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। শিবাজী রাজপদ তুচ্ছ করিয়া তুকারামের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন, শিবাজী প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা তুকারামকে উপহার প্রদান করিলেন। তুকারাম শিবাজী প্রদত্ত প্রভূত স্বর্ণরাশির দিকে একবার মাত্রও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না এবং কহিলেন, 'মহারাজ, হরিসেবকের নিকট মৃত্তিকা ও সুবর্ণমুদ্রায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই. ইহাতে মোহ ও আশা বৰ্দ্ধিত হয় মাত্র।' এ দৃশ্য বাস্তবিকই অবলোকনীয়। একদিকে রাজচক্রবর্ত্তী শিবাজী কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, অপরদিকে প্রভূত সুবর্ণমুদ্রা। শিবাজী তাঁহার নিস্পৃহতা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং নিজ রাজপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই সন্ন্যাসীর ক্ষমতা অধিক এই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া তুকারামের কীর্ত্তন ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন, পরে তুকারাম তাঁহাকে উপদেশ দিয়া পুণা সহরে প্রেরণ করেন। এইরূপে তুকারামের দিন দিন প্রতিপত্তি ও শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তুকারামকে দেবাবতার ও দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া সকলে অর্চনা করিতে লাগিল। এই সময় তুকারাম সর্ব্বদা বলিতেন, 'প্রভো আর কেন আমাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া চলুন।'

ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় এইখানে অনেক প্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তুকারাম এইবার হোলির কুৎসিত আমোদ রহিত করিয়া নামকীর্ত্তনের নির্ম্মল ভক্তির উচ্ছ্বাসে এইস্থান প্লাবিত করিলেন। এই রাত্রিতে ২৪টী অভঙ্গ রচনা করেন, তাহা "কায়ব্রহ্মকরণ" অর্থাৎ ব্রহ্মে দেহসমর্পণ নামে পরিচিত। পর দিন প্রাতে তিনি কীর্ত্তন করিয়া শিষ্যদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিব।' অবলাইকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, 'তোমায় বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে, আইস, আমরা দুইজনে একত্র হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করি।' অবলাই ভাবিলেন, প্রভু কোন তীর্থে গমন করিতেছেন, এই ভাবিয়া উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি একে গর্ভবতী, তাহাতে সংসার ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইব।' তুকারাম এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নামঘোষণা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। তুকারাম সত্য সত্যই যে মহাপ্রস্থান করিলেন, তাহা কাহারও বিশ্বাস হইল না। ১৫৭১ শকাব্দে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে তুকারাম মহাপ্রস্থান করেন, এই হইতে তুকারামকে আর দেখা যায় নাই। তুকারাম তিরোহিত হইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। সকলই হাহাকার করিতে লাগিলেন, তুকারামের দেহ পাওয়া যায় নাই বলিয়া তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া তাহার চরিতলেখকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তুকারাম তিরোভাব-কালে অবলাইকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমার গর্ভে এবার যে সন্তান হইবে, তাহার নাম নারায়ণ রাখিও এবং এই সন্তান বিশেষ ভক্তিমান্ হইবে, তুকারামের এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। নারায়ণ সত্য সত্যই বিশেষ হরিভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে শিবাজী হরিভক্ত শিশুকে দেখিতে দেহগ্রামে আসিয়াছিলেন এবং এই পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত কএকখানি গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়গণ এই সকল জায়গীর ভোগ-দখল করিতেছে।

তুকারাম যে সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সকলই প্রায় এই ভাবে লিখিত—

১। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ্ সকল অবস্থাতেই ভগবান্‌কে ভক্তি করিবে।

২। ত্রাতা, পাতা ও শরণরূপে তাঁহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবে।

৩। তিনি কেবল ভক্তিলভ্য। বাহ্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে লাভ করা যায় না।

৪। জীবের প্রতি অনুকম্পা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, আত্মানুভূতি, এই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ। ভস্মলেপনাদি ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অংশ মাত্র।

৫। দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলই ভগবানের কৃপার অধিকারী।

৬। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং অতি মধুর। তিনি আমাদের দূর নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ইহাই তুকারামের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এবং ইহা দ্বারাই তিনি মহারাষ্ট্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

তুকোজী হোলকর, ইন্দোরের একজন অধিপতি। মলহার রাওর পুত্র খণ্ডেরাও পিতার জীবদ্দশাতেই (১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে) কুম্ভের দুর্গের অবরোধ-কালে নিহত হন। ভারতপ্রসিদ্ধ অহল্যাবাইএর সহিত এই খণ্ডেরাওর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে মল্লিরাও জন্মগ্রহণ করেন। মলহার রাও ইহলোক পরিত্যাগ করিলে মল্লিরাও সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন আর রাজদণ্ড পরিচালন করিতে হয় নাই। অভিষেকের ৯ মাস পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

এ সময় মলহার রাওর আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। অহল্যাবাইএর এক কন্যা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক ভিন্ন শ্রেণীর সামন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এজন্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তিনি উত্তরাধিকার পাইলেন না। অহল্যাবাই এ সময় আপনার হস্তে রাজ্যশাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যপরিচালনা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ নয় ভাবিয়া স্বজাতীয় তুকোজী হোলকরকে (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে) সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। ইন্দোরের ইতিহাসে তুকোজী হোলকরের অভিষেক এই সময় হইতে ধরা হয়।

মলহার রাও হোলকরের সহিত তুকোজীর কোন নিকট সম্পর্ক ছিল না। তিনি মলহার রাওএর অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার বীর্য্যবত্তা, প্রভুভক্তি ও সাহসে পরিতুষ্ট হইয়া মলহার তাঁহাকে কতকগুলি সেনার নায়কপদে নিযুক্ত করেন। বুদ্ধিমতী অহল্যাবাই তুকোজীর দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম করিয়া লইলেন। অহল্যাবাইএর অনুমতি অনুসারে তুকোজী আপনার উচ্চপদের নিদর্শন স্বরূপ খেলাত পাইবার জন্য মহারাষ্ট্র-রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুণায় তুকোজী যথেষ্ট সম্মান-লাভ করিলেন।

তাঁহার সময় গঙ্গাধর প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। হোলকর রাজ্যে ইহারও বেশ ক্ষমতা ছিল। অহল্যাবাই সেনাপতিত্ব ছাড়া শীঘ্রই তুকোজীকে 'হোলকর' অথবা রাজসম্ভ্রম-সূচক উপাধি প্রদান করিলেন। অহল্যাবাই এমন কৌশলক্রমে এই সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, যে কেহই তাঁহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে নাই। তুকোজী নির্ব্বিবাদে ৩০ বর্ষ কাল এই উচ্চ সম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘ কাল অহল্যাবাইএর গুণে একদিনের জন্যও রাজ্যে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

অহল্যাবাই যে উপকার করিয়াছেন, কৃতজ্ঞ তুকোজী এক দিনের জন্যও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি অহল্যাবাই অপেক্ষা, বয়সে অনেক বড় হইলেও অহল্যাবাইকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। কিন্তু অহল্যাবাইএর অভিপ্রায় মত তাঁহার মুদ্রায় 'মলহার রাও হোলকরের পুত্র তুকোজী' এইরূপ অঙ্কিত থাকিত।

তুকোজী 'হোলকর' উপাধি গ্রহণ করিবার পর সসৈন্যে প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন। এই সময়ে সাতপুরগিরিমালার দক্ষিণাংশ তাঁহার শাসনাধীন এবং উত্তরাংশ অহল্যাবাইএর শাসনাধীন ছিল। তিনি যখন হিন্দুস্থানে ছিলেন, রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত স্বোপার্জ্জিত জনপদ হইতে নিজে কর আদায় করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই দূর দেশে থাকায় আপন ইচ্ছামত কার্য্য-করিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই অহল্যাবাইএর নিকট কার্য্য-বিবরণী পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য করিতেন।

বাস্তবিক যতদিন অহল্যাবাই বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন রাজপদ পাইয়াও তুকোজী কেবল প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজস্ব-আদায়কারী কর্ম্মচারীর ন্যায় কর্ম্ম করিতেন। এমন কৃতজ্ঞ, এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক আর হোলকর রাজ্যে দেখা যায় না।

তিনি যেমন প্রভুভক্ত আবার তেমনি মিত্রপ্রিয় ছিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধের পর মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত মহারাষ্ট্রবীরগণের একবার শেষ ইচ্ছা হয়। তখন তুকোজী হোলকর পুণায় গিয়া পেশবার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। পেশবার আদেশে রামচন্দ্রগণেশের সহিত তিনি যবনসমরে প্রেরিত হইলেন। এ সময় নাজিব্‌উদ্‌দৌলা একজন প্রধান মুসলমান সর্দার ছিলেন। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারই অধিকৃত নাজিবাবাদ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নাজিব্ খাঁর সহিত মলহাররাও হোলকরের মিত্রতা ছিল। তুকোজী সেই সূত্রে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে মাধোজী সিন্ধিয়া অতিশয় চটিয়া গিয়া বলিলেন, 'আমরা প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি, সন্ধি স্থাপন করিতে আসি নাই। আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শোণিতের কি প্রতিশোধ লওয়া হইবে না? তুকোজী মুসলমান ওমরাহের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতেছেন। পুণায় পেশবাকে সংবাদ দেওয়া হউক। আমরা তাঁহার আদেশবাহী মাত্র; তাঁহার আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিব।' কিন্তু তুকোজী সিন্ধিয়ার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। যাঁহার সহিত তিনি একবার কথা দিয়াছেন, তাঁহার আবার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। তিনি নাজিব্‌উদ্‌দৌলার সহিত পূর্ব্ব মিত্রতা রক্ষা করিলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রগণের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা জাট ও রাজপুত রাজ্যে অবলীলাক্রমে লুটপাট ও কর আদায় করিতে লাগিলেন।

নাজিব্‌উদ্‌দৌলা তুকোজীর উদার প্রকৃতিতে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়পুত্র জবিতা খাঁকে তুকোজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রদিগের করাল কবল হইতে তুকোজী ব্যতীত কেহই তাঁহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সময় সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানে একপ্রকার সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তুকোজী সহযোগীর উন্নতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীন সামন্তের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মালবে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে পেশবা মধুরাওর মৃত্যু ও রাঘব কর্ত্তৃক পেশবার কনিষ্ঠ সহোদর নারায়ণ রাওর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র সামন্তগণ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। হত্যাকারীর বিরুদ্ধে এই সময় "বারভাই" নামে মহারাষ্ট্র সর্দারগণ একদল করিয়াছিলেন, মাধোজী সিন্ধিয়া ও তুকোজী এই দলে যোগ দিয়াছিলেন। তাহাতেই বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত তুকোজীকে যুদ্ধ করিতে হয়।

নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর মধুরাও নামে এক পুত্র জন্মে। সর্দারগণ সেই মধুরাওকেই পেশবা পদে বরণ করেন; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা বালাজী জনার্দ্দনের হস্তে রহিল। (যিনি ইতিহাসে নানা ফড়নবিশ নামে খ্যাত) রাঘবের বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল গঠিত হয়, তাহাতে এই জনার্দ্দন যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল আপটনের মধ্যস্থতায় উভয়দলে এক সন্ধি হয়, কিন্তু সে সন্ধি রক্ষিত হয় নাই। অবশেষে সালবাই নামক স্থানে এক সন্ধি হয়, তাহাতেই যুদ্ধ ক্ষান্ত হয়।

পুণা গবর্মেণ্ট নিজামের সহযোগিতায় টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেন (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে), তাহাতে তুকোজী প্রধান কর্ম্মের ভার লইয়াছিলেন। পরবৎসর তিনি মহেশ্বরে উপস্থিত হইয়া অহল্যাবাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাতেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যায়।

প্রথম বাজীরাওয়ের ঔরসে এক মুসলমানরমণীর গর্ভে আলী বাহাদুর নামে এক পুত্র হয়। বুন্দেলখণ্ডের অধিকাংশ এই আলী বাহাদুরের ও সমস্ত ভারতবর্ষে মাধোজী সিন্ধিয়ার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্ত মহারাষ্ট্রগণ সচেষ্ট হন, এই বিষয়েও যোগ দিবার জন্ত তুকোজী আহূত হন, কিন্তু তুকোজী মাধোজী সিন্ধিয়ার জন্ত কোন সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। এই সূত্রে যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে তুকোজীও কোন উপকার পান নাই। অবশেষে হিন্দুস্থানের রাজস্বে হোলকর ও সিন্ধিয়ার সমান অংশ আছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। রণজী সিন্ধিয়া ও মলহার রাও হোলকরের মধ্যে দেনা পাওনা লইয়া যে হিসাবের গোল ছিল, তাহা এই সময় মিটান হয়। কয়েকটী জেলা দেনা পরিশোধের জন্ত তুকোজীকে দেওয়া হয়, কিন্তু মাধোজীর প্রাবল্যে তাহা হইতে তুকোজী বিশেষ কোন লাভ পান নাই। মাধোজী এই সময় পুণার দরবারে স্বীয় প্রভুতা স্থাপন করিতে উপস্থিত হইলে তুকোজী সর্দারগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়েন। সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি লুক দাদা লাখিরী গিহড় সঙ্কটে তুকোজীর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ডি-বয়েন নামক ফরাসী সেনাপতির পদাতিক দল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। সিন্ধিয়ার সৈন্য পলায়ন করিলে তুকোজীর সৈন্যগণ ইন্দোর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হয়, কিন্তু মালবের মধ্যে সিন্ধিয়ার কোন ক্ষতি করে নাই। এ যুদ্ধে সিন্ধিয়া

ও হোলকরের কোন স্বার্থ ছিল না, উভয় দলের সর্দারের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

তুকোজী মালবে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এই সময় বহুদিন হইতে সঙ্কল্পিত নিজাম আলী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পুণায় সর্দ্দারগণ একত্র হইতেছিলেন, তাঁহারা তুকোজীকে আহ্বান করিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। এ সময় তুকোজীর বয়স ৭০ বৎসর। মাধোজী সিন্ধিয়ার এই সময় মৃত্যু হইলে, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সর্দার বলিয়া সসম্মানে কালযাপন করেন, কিন্তু দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ক্ষমতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। নিজামকে পরাজিত করিবার জন্য যত যুদ্ধ হয়, তাহাতে হোলকর প্রকৃত পক্ষে সিন্ধিয়াকে পরামর্শ দানে সাহায্য করেন, বিশেষ কার্য্য কিছুই করেন নাই। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বীর পুরুষ, সমরকুশল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অহল্যাবাইএর নিকট যেরূপ বাধ্য, বশীভূত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, তজ্জন্য শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়।

তুক্রেশ্বরী প্াহাড়, আসামের মধ্যে গোয়ালপাড়া জেলাস্থ একটী পাহাড়। ইহার শিখরে জনৈক বিজনী-রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট, গঠনপ্রণালীতে যথেষ্ট কৌশল আছে। এখানে নানা স্থানের সন্ন্যাসী ও যাত্রী আসে। পর্ব্বতে কেবল সন্ন্যাসীর বাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন রাজা ও সন্ন্যাসিনীগণের মধ্যে একজন রাণী উপাধি পাইয়া থাকেন। ইহারাই এখানকার সামাজিক বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া মাননীয়।

তুক্ক (দেশজ) ১ বাণবিশেষ। ২ শ্লোকের শেষ ভাগ।

তুক্ষ (ত্রি) তুষ্-বাহুলকাৎ কস। তোষযুক্ত, সন্তুষ্ট। তুক্ষ পক্ষাদিত্বাৎ ফক্। তৌক্ষায়ণ, তৎসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

তুখড় (দেশজ) চালাক, নিপুণ।

তুখার (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থ জাতি ভেদ।

"যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তুখারাস্তুম্বুরাস্তথা।
অধর্ম্মরুচয়স্তাত বিদ্ধি তান্ বেণসম্ভবান্॥" (হরিবংশ ৫ অঃ)

মহর্ষিগণ মোহান্ধ ও মদগর্ব্বিত বেণকে নিগ্রহ করিয়া মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই জাতির উৎপত্তি হয়, ইহারা বিন্ধ্যগিরিতে অবস্থান করে। এইজাতি অসভ্য ও অধর্ম্মরতি, তুম্বুর বা তুখার নামে প্রসিদ্ধ। (হরিবংশ ৫ অঃ)

তুগা (স্ত্রী) তুজ-বাহুলকাৎ ঘ কিচ্চ। বংশলোচন, ইহা কফ কাশ, শ্বাস ও কামবিনাশক।

তুগাক্ষীরী (স্ত্রী) তুগা সাএব ক্ষীরী। বংশলোচনা।

তুগ্র (ক্লী) তুজ-রক্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ জস্য গঃ। বৈদিক কালের একজন রাজর্ষি। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম ভুজ্যু। ইনি দ্বীপান্তরবাসী শত্রুদিগকে শাসন করিবার জন্য আপনার পুত্রকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। [ভুজ্যু দেখ।]*

ভুজ্যু সমুদ্র পথে অনেক দূর গমন করিলে বায়ু দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অশ্বিনীকুমারের স্তব করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেনার সহিত ভুজ্যুকে নিজের নৌকায় করিয়া তাঁহার পিতার নিকটে তিন দিনে পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। (ঋক্ ১।১১৬।৩)

তুগ্র্য (ক্লী) ১ জল। "পিব স্বধৈনবানামুত যস্তুগ্র্যে স চ" (ঋক্ ৮।৩২।২০) 'যুসং তুগ্রমিত্যুদকনামসু পাঠাং' (সায়ণ) তুগ্রস্য রাজর্ষেরপত্যং বা যৎ। ২ তুগ্রপুত্র ভুজ্যু। "অস্তং বয়ো ন তুগ্র্যং" (ঋক্ ৮।৩।২৩) 'তুগ্র্যং তুগ্রপুত্রং' (সায়ণ)

তুগ্র্যা (স্ত্রী) তুগ্র্য-টাপ্। জল। (নিঘণ্টু) "আবঃ শমং বৃষভং তুগ্র্যাসু" (ঋক্ ১।৩৩।১৫) 'তুগ্র্যাসু জলেষু' (সায়ণ)

তুগ্র্যাবৃধ্ (ত্রি) তুগ্র্যা বৃধ্-কিপ্। উদকবর্দ্ধয়িতা, জলের বৃদ্ধিকর্ত্তা। "বর্ত্তব উক্‌থেষু তুগ্র্যাবৃধং" (ঋক্ ৮।৪৫।২৯) 'তুগ্র্যাবৃধং উদকস্য বর্দ্ধয়িতারং' (সায়ণ)

তুগ্বন্ (ত্রি) তুজ কনিপ্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ জস্য গত্বং। হিংসক। "সুবাস্ত্বা অধি তুগ্বনি" (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

তুঘান্ খাঁ, দিল্লীর সম্রাট্ আল্‌তমাসের একজন ক্রীতদাস, ইহার পূর্ণ নাম মালিক আইজুদ্দীন্-তুঘ্রিল্-তুঘান্ খাঁ। ইনি সুন্দর রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। ইহার গুণও যথেষ্ট ছিল, দয়া, দাক্ষিণ্য, মহিমা, ভদ্রতা, উচ্চাশয় ও লোকপ্রিয়তায় সকলেই ইহার সুখ্যাতি করিত।

সুলতান আল্‌তমাস ইহাকে ক্রয় করিয়া সর্ব্ব প্রথমে সাকি-ই-খাস্ (নিজ পানপাত্র-বাহক) পদে এবং তৎপরে সর্-দওয়াত-দার (প্রধান লেখ্যাধাররক্ষক) পদে নিযুক্ত করেন, পরে ক্রমশঃ বাদশাহী পাকশালের অধ্যক্ষ ও অশ্বশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে ৬৩০ হিজিরায় বদাউন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তুঘান্ খাঁ এই স্থানে

* "তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্ মমৃবাঁ অবাহাঃ।" (ঋক্ ১।১১৬।২)

'অত্রেয়মাখ্যায়িকা। তুগ্রো নামাশ্বিনোঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদ্রাজর্ষিঃ। স চ দ্বীপান্তরবর্ত্তিভিঃ শত্রুভিরত্যন্তমুপদ্রুতঃ সন্ তেষাং জয়ায় স্বপুত্রং ভুজ্যুং সেনয়া সহ নাবা প্রাহৈষীৎ সা চ নৌর্মধ্যে সমুদ্রমতিদূরং গত্বা বায়ুবশেন ভিন্নাসীৎ। তদানীং স ভুজ্যুঃ শীঘ্রমশ্বিনৌ তুষ্টাব।' (সায়ণ)

সুখ্যাতি লাভ করিলে পর তাঁহাকে বিহারের শাসন ভার দেওয়া হইল। ৬৩১ হিজিরায় লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মালিক যুঘনুতাতের মৃত্যু হইলে তুঘান্‌খাঁই শাসনকর্ত্তা হন। সুলতান আলতমাসের মৃত্যু হইলে তুঘান্ খাঁ ও আইবক নামক লখ্‌নোর (রাঢ়) প্রদেশের শাসনকর্ত্তার মধ্যে বিবাদ বাঁধে। মিনহাজ্ লিখিয়াছেন, এই সময়ে লক্ষ্মণাবতী দুইভাগে বিভক্ত ছিল—একভাগ লখ্‌নোর বা রাঢ় ও অপরভাগ বসনকোট বা বরেন্দ্র। তুঘান খাঁ বরেন্দ্রভূমে এবং আইবক রাঢ়ে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লক্ষ্মণাবতী নগরের অন্তর্গত বসনকোট সহরের অধিকার লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধে। আইবক সাহসী পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে আওর খাঁ বলিত। যুদ্ধে তুঘান্ খাঁ আওর খাঁর মর্ম্মস্থানে শরাঘাত করিয়া বিনাশ করেন। আইবকের মৃত্যুতে উভয় প্রদেশ তুঘানের অধীন হয়।

সুলতানা রজিয়ার রাজত্বকালে তুঘান্ খাঁ দিল্লীর দরবারে অনেক উপযুক্ত লোক ও উপহার প্রেরণ করেন। সুলতানাও চন্দ্রাতপ, রাজদণ্ড, পাঞ্জা, নহবত ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুঘান্‌কে সম্মানিত করেন। তৎপরে তুঘান্ ত্রিহুত আক্রমণ করেন এবং বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনেন।

সুলতান মুইজ-উদ্দীন্ বহরাম শাহের রাজত্বকালেও তুঘান্ খাঁ সম্রাটের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিয়াছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন্ মসায়ুদ শাহের রাজত্বের প্রথমে তুঘানের হিতৈষী বিশ্বাসী মন্ত্রী বহাউদ্দীন্ হিলাল সুরিয়ানী (সিরীয়াদেশীয়) অযোধ্যা, করা মাণিকপুর ও উর্দ্দদেশ অধিকার করিবার জন্ত পরামর্শ দেন। ৬৪০ হিজিরায় তুঘান খাঁ করা মাণিকপুরে উপস্থিত হন। তৎপরে অযোধ্যার সীমায় কিছুদিন বাস করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে চলিয়া আসেন।*

৬৪১ হিজিরায় জাজনগরের (উৎকলের) রাজা লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করেন। তুঘান খাঁ জাজনগরসৈন্তের উৎপাতনিবারণার্থ তাহাদিগকে তাড়াইয়া কত্তাসিনের নিকট দুইটা খাল পার করিয়া দেন। তাহারা এক বেতবনে লুকাইয়া থাকে। শেষে যখন মুসলমানেরা পানাহারের জন্ত শিবিরে ফিরিয়া আসেন, তখন হিন্দুসৈন্ত পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ মুসলমানকে বিনাশ করে। তুঘান খাঁ বিফল হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। রাজধানীতে আসিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। শর্ফ-উল্-মুলক্ দিল্লীদরবারে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত জানাইয়া সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ মসায়ুদ শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট্ কাজী-জলাল-উদ্দীন্ কসানীকে খেলাৎ, চন্দ্রাতপ, তাজ ও রাজচিহ্ন দিয়া প্রেরণ করেন এবং কমর উদ্দীনের অধীনে হিন্দুস্থানের সৈন্তদল (অন্তর্বেদ দোয়াবের এবং গঙ্গানদীর পূর্ব্বস্থ স্থানের সৈন্তদল) প্রেরণ করিলেন। আরও অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তমর খাঁ-ই কিরানকে সসৈন্তে লক্ষ্মণাবতীর সাহায্যার্থ আদেশ দিলেন।

৬৪২ হিজিরায় জাজনগরাধিপতি কত্তাসিনের যুদ্ধের প্রতিশোধ দিবার জন্ত লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ-উদ্দেশে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। রাঢ়ে এই সময়ে তুঘানের অধীনে কখর-উল্-মুলক্ করিম-উদ্দীন্ লাঘরী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জাজনগরের সেনাপতি প্রথমেই রাঢ় আক্রমণ করেন। যুদ্ধে করিম্ উদ্দীনের বহু সৈন্ত বিনষ্ট হয়। শেষে করিম সদলে লক্ষ্মণাবতীতে পলায়ন করেন। [চাটেশ্বর শব্দ দেখ।] জাজনগর সেনাপতি তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লী হইতে সৈন্ত আসিতেছে শুনিয়া তিনি শিবিরভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন। দিল্লীর প্রেরিত সৈন্তদল উপস্থিত হইয়া দেখিল, 'বিপক্ষ নাই, যুদ্ধ নাই', কাজেই তমর খাঁর সহিত তুঘান খাঁর বিবাদ বাঁধিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হইল। নগর-দ্বারেই তুঘান খাঁর শিবির ছিল, তিনি সসৈন্তে শিবিরে গিয়া অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু তমর খাঁর শিবির কিছু দূরে থাকায় তিনি অস্ত্রাদি ত্যাগের ছলে শিবিরে গিয়া অবশিষ্ট সৈন্তগণকে প্রস্তুত করিয়া হঠাৎ আসিয়া তুঘান্‌কে আক্রমণ করিলেন। তুঘান অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তুঘান খাঁর অনুরোধে মিন্‌হাজ-উদ্দীন্-সিরাজী উভয়ের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করেন। তমর খাঁ প্রস্তাব করিলেন যে, তুঘান খাঁ যদি তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতীরাজ্য ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া যান, তাহা হইলে সন্ধি হইতে পারে। তুঘান খাঁ এই আশ্চর্য্য প্রস্তাবে বুঝিলেন, ইহা তমর খাঁর প্রস্তাব নহে, দিল্লীর সম্রাট্‌ই তাঁহাকে এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নতুবা এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব তমর খাঁ করিতে সাহস পাইতেন না। যাহা হউক, তুঘান খাঁ রাজভক্তিবলে তাহাই করিয়া স্বীয় ধন রত্ন, হাতী ঘোড়া ও অনুচরবর্গ লইয়া ৬৪৩ হিজিরায় দিল্লী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণাবতী তমর খাঁর অধীন হইল। তুঘান খাঁ দিল্লীতে গিয়া মহাসম্মান প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহার রাজভক্তি এবং ক্ষতিপূরণের স্বরূপ তাঁহাকে তমর খাঁর

* এই সময়ে তবকত-ই-নাসিরির গ্রন্থকার মিনহাজ-উদ্দীন্ সিরাজী সপরিবারে তুঘান্-খাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং তুঘান্ খাঁর সহিতই লক্ষ্মণাবতী গমন করেন।

পরিত্যক্ত অযোধ্যার শাসনকর্তৃত্ব দেওয়া হইল। তাহার পর কয়েক মাস পরে সম্রাট্ নাসিরুদ্দীন্ মহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে তুঘান্ খাঁ অযোধ্যায় গমন করিয়া তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। এখানে তিনি বেশ সুখ শান্তি পাইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে রাত্রিতে অযোধ্যায় তুঘান্ খাঁর মৃত্যু হয়, ঠিক সেই রাত্রিতে বাঙ্গালায় তমর খাঁরও জীবনলীলা শেষ হয়।

তুঘ্রিল খাঁ, ইনি দিল্লীর সুলতান আলতমাসের একজন ক্রীতদাস। ইহার পূর্ণ নাম মালিক ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্-উজ্-বক্-ই-তুঘ্রিল খাঁ। তাঁহার সময়ে ইনি বাদশাহী পাকশালার সহকারী অধ্যক্ষ (নায়েব চাশনিগীর) ছিলেন। সুলতান রুকন্-উদ্দীন্-ফিরোজ শাহের সময়ে দুরবারের মুখপাত্র পদ (আমীর-ই-মজলিস্) পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি হস্তীশালার অধ্যক্ষ হন।

সম্রাটের ক্রীতদাসেরা যখন বিদ্রোহী হয়, তখন তুঘ্রিল খাঁও বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতান রজিয়ার রাজত্বকালে তুঘ্রিল খাঁ অশ্বশালাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। বহ্‌রাম শাহের রাজত্বে ৬৩৯ হিজিরায় তুর্কী মালিক ও আমীরগণ যখন দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন মালিক তুঘ্রিল খাঁ ও মালিক কয়রাক্‌স্ খাঁ বিপক্ষদলে থাকিয়াও শেষে সম্রাটের দলে মিশিয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু গুপ্ত শত্রু বোধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। শেষে দিল্লী উদ্ধার হইলে তাঁহার মুক্তি হয়। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে ইনি তবর-হিন্দ ও লোহরের শাসনভার প্রাপ্ত হন, তৎপরে কনোজের শাসনকর্ত্তা হইলেন। এই স্থানের ভার পাইয়া তিনি বিদ্রোহী হন, কিন্তু মালিক কুতুব-উদ্দীন্ হোসেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লীতে নীত হন। তৎপরে কিছুদিন পরে অযোধ্যার এবং তাহারও কিছুদিন পরে লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহার সহিত জাজনগরপতির (উৎকলরাজের) যুদ্ধ ঘটে। জাজনগরপতির মন্ত্রী সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুঘ্রিল দুইটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৃতীয় যুদ্ধে মালিক তুঘ্রিল খাঁ দিল্লীতে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন, পরে লক্ষ্মণাবতী হইতে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া জাজনগরের অধিপতির অধিকারভুক্ত অমর্দন দেশ হঠাৎ আক্রমণ করেন।

এখানকার রাজা পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। ধন রত্ন হস্তী অশ্ব সমস্তই তুঘ্রিলের হস্তগত হয়।

তুঘ্রিল্ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ছত্রাতপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ও অযোধ্যা আক্রমণে যাত্রা করেন। অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার নামে খুতবা * পাঠের আদেশ দেন এবং আপনাকে সুলতান মুঘিস্-উদ্দীন্ নামে প্রচার করেন। একপক্ষ পরে হঠাৎ একজন সম্রাটের অধীন আমীর আসিয়া সংবাদ দেন যে সম্রাট্-সৈন্য নিকটেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুঘ্রিল শুনিয়াই নৌকারোহণে একবারে লক্ষ্মণাবতীতে প্রস্থান করিলেন।

এই বিদ্রোহাচরণে মুসলমান ও হিন্দু সাধারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়া বাঘমতী নদী পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন। কামরূপাধিপতি পরাজিত হন। তুঘ্রিল কামরূপ-নগর ও ধন রত্ন অধিকার করেন। কামরূপাধিপতি কর দিয়া রাজ্য পাইবার আশায় বিশ্বাসী লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু তুঘ্রিল তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপ-পতি নিজ সৈন্য ও প্রজাবর্গকে অর্থ দিয়া বলিয়া দিলেন যে যত মূল্য লাগে তাহাই দিয়া কামরূপের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া আন। তাহাই হইল। তুঘ্রিল দেশের উর্ব্বরতায় বিশ্বাস করিয়া অসম্ভব দরে সমস্ত শস্য ছাড়িয়া দিলেন। তৎপরে মাঠের শস্য কাটিবার সময় কামরূপপতি চতুর্দ্দিকের জলপথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, তৈয়ারী শস্য ভাসিয়া গেল। মুসলমানেরা অনাহারে মরিবার ভয়ে লক্ষ্মণাবতীতে পলাইতে মনস্থ করিল। দেশ জলে ভাসিতেছে, পথ পাওয়া দায়, কাজেই পথপ্রদর্শকের সাহায্যে সকলে পার্ব্বত্যপথে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। শেষে এক সঙ্কীর্ণ পথে উপস্থিত হইলে হঠাৎ হিন্দুরা আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে শরাঘাতে তুঘ্রিল হস্তী পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যান ও হিন্দুদের হস্তে বন্দী হন। ক্ষুধাতুর সৈন্যদলও কতক মরিল, কতক বন্দী হইল। তুঘ্রিলের সন্তানাদি ও পত্নীবর্গও বন্দী হইলেন।

তুঘ্রিল কামরূপপতির সম্মুখে নীত হইলে, তিনি স্বীয় সন্তানকে দেখিতে চাহেন। পুত্রকে উপস্থিত করিলে তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তুঙ্গ (পুং) তুঙ্গ হিংসায়াং ঘঞ্ কুত্বাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ পুন্নাগ-বৃক্ষ। ২ পর্ব্বত। ৩ বুধগ্রহ। ৪ নারিকেল। ৫ গণ্ডক।

---

* কোরাণের কোন বিশেষ অংশ নমাজবিধানার্থ পাঠ করা হয়। ইহা আমাদের গায়ত্রীপাঠের ন্যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে খুতবা পাঠ অর্থে আমাদের "শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ" বাক্যের ন্যায় জগদীশের নাম স্থলে সেই ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হয়।

(ত্রি) ৬ উচ্চ, উন্নত। ৭ গ্রহবিশেষের রাশিভেদ, গ্রহদিগের উচ্চরাশি। জ্যোতিষে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যবনাচার্য্যের মতে মেষাদি-সপ্ত রাশি, সূর্য্যাদি সপ্তগ্রহের দশমাদি অংশ যথাক্রমে উচ্চ ও পরমোচ্চ। মেষ রাশির দশাংশ রবির উচ্চ ও দশাংশের শেষাংশই পরমোচ্চ। বৃষ রাশির তিন অংশ চন্দ্রের উচ্চ ও তৃতীয়াংশের শেষ অংশ পরমোচ্চ। মকর রাশির অষ্টাবিংশতি অংশ মঙ্গলের উচ্চ, অষ্টাবিংশতির পূরণাংশই পরমোচ্চ। কন্যারাশির পঞ্চদশাংশ বুধের উচ্চ, পঞ্চদশাংশের পূরণাংশই পরমোচ্চ। কর্কটরাশির পঞ্চাংশ উচ্চ ও পঞ্চাংশের শেষ অংশই পরমোচ্চ। মীন রাশির সপ্তবিংশতি অংশ শুক্রের উচ্চ ও সপ্তবিংশতিশেষাংশই পরমোচ্চ। তুলা রাশির বিংশাংশ শনির উচ্চ ও বিংশতির শেষ অংশই পরমোচ্চ। এই মেষাদি সপ্ত রাশির সপ্তম ভবনে রবি প্রভৃতি সপ্ত গ্রহের দশমাদি অংশকে যথাক্রমে নীচ ও দশাংশের শেষাংশই সুনীচ। এইরূপ চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, ইহাদের বৃশ্চিক, কর্কট, মীন, মকর, কন্যা ও মেষরাশিতে পূর্ব্বোক্ত উচ্চাংশ অনুসারে নীচ ও পরমনীচ বিবেচনা করিতে হইবে। এই সকল অংশ ত্রিভাগ গ্রহ সকলের ত্রিংশাংশ স্ফুট গণনায় জানিতে হইবে।

মেষরাশি রবির উচ্চ গৃহ, বৃষরাশি চন্দ্রের, মকর মঙ্গলের, কন্যা বুধের, কর্কট বৃহস্পতির, মীন শুক্রের ও তুলা শনির উচ্চ গৃহ জানিবে। গ্রহ সকল উচ্চ গৃহ স্থিত হইতে যদি পূর্ব্বোক্ত উচ্চাংশে থাকেন, তাহা হইলে গ্রহগণ সম্পূর্ণ বলী জানিতে হইবে। এই গ্রহগণের উচ্চ স্থানের নাম তুঙ্গ এবং পরমোচ্চ স্থানের নাম সুতুঙ্গ। গ্রহগণ নীচ গৃহে নীচাংশে থাকিলে বলহীন জানিতে হইবে। জন্মকালীন সিংহ, বৃষ, কন্যা ও কর্কট রাশিতে রাহুগ্রহ থাকিলে তুঙ্গ হয়। রাহুতুঙ্গ হইলে নানাধন রত্নভূষিত রাজরাজাধিপতি ও চিরায়ুঃ হয়।

"মৃগপতিবৃষকন্যাকর্কটস্থে চ রাহৌ
ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজরাজাধিপো বা।
হয়গজনরনৌকামণ্ডিতঃ সার্ব্বভৌমঃ
নৃপতিরমরপূজ্যো রাহুতুঙ্গী চিরায়ুঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

মূল ত্রিকোণকেও তুঙ্গ কহে। সিংহরাশি রবির মূল ত্রিকোণ গৃহ, বৃষরাশি চন্দ্রের মূল ত্রিকোণ, মেষ মঙ্গলের, কন্যা বুধের, ধনু বৃহস্পতির, তুলা শুক্রের ও কুম্ভ শনির মূলত্রিকোণ গৃহ জানিবে। ত্রিকোণাংশ রবি প্রভৃতি সপ্তগ্রহের সিংহাদি সপ্তরাশির বিংশাদি অংশ যথাক্রমে মূলত্রিকোণাংশ বলিয়া খ্যাত হয়। যথা—রবির সিংহ রাশির বিংশতি অংশ, মঙ্গলের মেষ রাশির দ্বাদশাংশ, বৃহস্পতির ধনুরাশির দশাংশ, শুক্রের তুলারাশির পঞ্চদশাংশ ও শনির কুম্ভরাশির বিংশতি অংশ মূলত্রিকোণাংশ, ইহার মধ্যে বুধ ও চন্দ্রের বিশেষ এই যে বুধের সূচ্চাংশের পর দশাংশ ও চন্দ্রের সূচ্চাংশের পর সপ্তবিংশতি অংশ মূলত্রিকোণ অর্থাৎ বুধের পঞ্চদশাংশ সূচ্চ, অতএব কন্যারাশির পঞ্চদশাংশের পর দশাংশ মূলত্রিকোণ এবং চন্দ্রের তৃতীয়াংশ সূচ্চের পর সপ্তবিংশতি অংশ মূলত্রিকোণ হইয়া থাকে। মিথুনরাশি রাহুর উচ্চগৃহ, কুম্ভরাশি মূলত্রিকোণ, কন্যা রাশি স্বগৃহ, শুক্র ও শনি মিত্র, সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল ইহারা শত্রু, আর মিথুনের বিংশতি অংশ উচ্চাংশ জানিতে হইবে। সিংহরাশি কেতুর মূলত্রিকোণ গৃহ, ধনু উচ্চ, মীনরাশি স্বগৃহ, শুক্র ও শনি শত্রু, সূর্য্য, মঙ্গল ও চন্দ্র ইহারা মিত্র, বৃহস্পতি ও বুধ ইহারা শত্রুও নহে এবং মিত্রও নহে; আর ধনু রাশির ষষ্ঠ অংশ কেতুর উচ্চাংশ জানিবে।

মেষে রবি, বৃষে চন্দ্র, কন্যাতে বুধ, কুলীরে গুরু, মীনে শুক্র, মকরে মঙ্গল এবং তুলাতে শনি থাকিলে তুঙ্গ হয়।

"আদিত্যমেষে বৃষভে শশাঙ্কে
কন্যাগতে জ্ঞে চ গুরৌ কুলীরে।
মীনে চ শুক্রে মকরে মহীজে
শনৌ তুলায়ামিতি তুঙ্গগেহাঃ॥" (সময়ামৃত)

তুঙ্গফল। রবি স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে মনুষ্য পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ধীরস্বভাবসম্পন্ন, অরোগী, অনেকের প্রতিপালক, দাতা, বহু সুখসম্ভোগকারী এবং মণ্ডলেশ্বর নৃপতি হয়।

জন্ম সময়ে বুধ স্বীয় উচ্চ স্থানে থাকিলে মানব কন্যা, পুত্র ও উত্তম রত্নসম্পন্ন, নৃপতি কর্ত্তৃক মাননীয়, রাজ্যের একদেশে অধিপতি, শাস্ত্রালাপে আমোদ যুক্ত এবং সর্ব্বদা সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

জন্ম সময়ে বৃহস্পতি স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য উত্তম মন্ত্রিসম্পন্ন, অতিশয় বলবান্, মাননীয়, ক্রোধী, অতিশয় ধনবান্, হস্তী, অশ্ব, যান ও উত্তম স্ত্রীর পতি এবং বহু লোকের প্রতিপালক হয়।

জন্ম সময়ে শুক্র স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য মিষ্টান্নভোজী, সকল গুণযুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ু, দাতা, দেবব্রাহ্মণভক্ত এবং উত্তম ভোগী হয়।

জন্ম সময়ে শনি স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাসকর, উত্তম কীর্ত্তিশালী, অতিশয় ধনবান্, দীর্ঘজীবী, রাজ্যের এক দেশের অধিপতি, পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়।

"একতুঙ্গে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুঙ্গে চ ধনেশ্বরঃ।
ত্রিতুঙ্গে চ ভবেদ্রাজা চতুর্থে চক্রবর্ত্তিনঃ॥"

জন্মকালীন একটী গ্রহ-তুঙ্গ হইলে রাজা হয়, দুইটী

গ্রহ তুঙ্গে ধনেশ্বর, তিনটী গ্রহ তুঙ্গে রাজা, চারিটী গ্রহ তুঙ্গ হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হয়।

যদি শত্রু, নিধন ও ব্যয় গৃহে গ্রহগণ তুঙ্গ হন, তাহা হইলে কথিত ফল সকল ব্যর্থ হয়, আর কেন্দ্র বা ত্রিকোণে হইলে যথোক্ত ফল হইয়া থাকে। লগ্নের সপ্তম, চতুর্থ ও দশম স্থান কেন্দ্র। (কোষ্ঠীপ্রদীপ) (ক্লী) ৮ কিঞ্জল্ক। ৯ উগ্র। ১০ প্রধান। ১১ উন্নত।

"তুঙ্গত্বমিতরা নাদ্রৌ নেদং সিন্ধাবগাধতা।" (মাঘ)

১২ শিব। ১৩ ক্ষত্রিয়পুত্র। ইনি তপঃ প্রভাবে নারায়ণকে তুষ্ট করিয়া বেণ নামে ইন্দ্র সদৃশ এক পুত্র লাভ করেন।

তুঙ্গক (পুং) তুঙ্গ স্বার্থে ক, সংজ্ঞায়াং কন্ বা। ১ পুন্নাগ বৃক্ষ। (ক্লী) ২ তুঙ্গ শব্দার্থ। ৩ অরণ্যরূপ তীর্থভেদ, পূর্ব্বে জিতেন্দ্রিয় সারস্বত মুনি এই অরণ্যে বাস করিয়া মুনিদিগকে বেদাধ্যাপনা করাইতেন। সেইখানে পরে বেদ সকল নষ্ট হইলে অঙ্গিরাতনয় "ওঁ" এই শব্দ যথাবিধি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই শব্দ উচ্চারিত হইলেই পূর্ব্বাভ্যস্ত বেদ সকল উপস্থিত হইল। তখন ঋষি ও দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারায়ণ, ভগবান্ পিতামহ প্রভৃতি সকলে মহাদ্যুতি ভৃগুকে যজনার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি ঋষিদিগের অধীন ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। আজ্যদ্বারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অরণ্য তুঙ্গকতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইল। পুরুষ বা স্ত্রী এই তীর্থে আসিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং এইখানে এক মাস বাস করিলে ব্রহ্মলোক লাভ ও সকল কুল উদ্ধার হয়।

(ভারত বনপর্ব্ব ৮৫।৪৬—৫৪)

তুঙ্গকূট (পুং) তুঙ্গং কূটমস্য। উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বতভেদ।

তুঙ্গতা (স্ত্রী) তুঙ্গস্য ভাবঃ তুঙ্গ-তল্। উচ্চতা, উগ্রতা।

তুঙ্গত্ব (ক্লী) তুঙ্গস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। উচ্চতা, উগ্রতা।

তুঙ্গধন্বন্ (পুং) তুঙ্গং উন্নতং ধনুর্যস্য বহুব্রীহৌ ধনুর্ধন্বনাদেশঃ। উচ্চধনুঃ।

তুঙ্গনাভ (পুং) তুঙ্গো নাভির্যস্য বহুব্রী। কীটভেদ।

[তুঙ্গীনাস দেখ।]

তুঙ্গপ্রস্থ (পুং) রামগড়ের নিকটস্থ একটী পর্ব্বত।

তুঙ্গবল (পুং) [তুঙ্গ দেখ।]

তুঙ্গভ (ক্লী) তুঙ্গং ভং কর্ম্মধা। সূর্য্যাদির উচ্চরাশি মেষ প্রভৃতি। [তুঙ্গ দেখ।]

তুঙ্গভদ্র (পুং) তুঙ্গোঽপি ভদ্রঃ। মদমত্ত হস্তী।

তুঙ্গভদ্রা (স্ত্রী) তুঙ্গা প্রধানা ভদ্রা নির্ম্মলা চ। নদীবিশেষ।

"তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যা কাবেরী চৈব হি।
দক্ষিণাপথনদ্যস্তাঃ সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতা॥" (মৎস্যপু° ১১৩।২৯)

দাক্ষিণাত্যের একটী বড় নদী। তুঙ্গ এবং ভদ্রা নামে দুইটী নদীর সংযোগে ইহা উৎপন্ন। মহিসুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় সহ্যপর্ব্বতের গঙ্গামূল নামক শিখর হইতে ঐ দুটী নদীই উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ কাণাড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মহিসুরের মধ্যে ১৪° উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ৪৩′ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় শিমোগাজেলার কুদলি নামক ব্রাহ্মণ-গ্রামে ইহাদের সম্মিলন হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রার প্রশস্ততা প্রায় অর্দ্ধ মাইল, তবে গভীরতাও বেশী। পশ্চিমস্থ বনের বড় বড় কাষ্ঠ নদী দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়নগরের রাজারা এই নদীতে ৭টী আনিকট নির্ম্মাণ করান। মহিসুর ও ধারবার জেলা হইতে বর্দ্ধা ও কুমদ্বতী দুইটী ও দক্ষিণদিকে বেল্লারী জেলা হইতে হগ্‌গরী এবং কর্ণুল হইতে হিন্দরী নদী আসিয়া মিলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা ৮ ক্রোশ বহিয়া আসিয়া কৃষ্ণা নদীতে মিশিয়াছে। তুঙ্গভদ্রার মোট দীর্ঘতা ২০০ ক্রোশ। বাঁশের বা বেতের তোলায় এই নদীতে যাতায়াত চলে। ইহার তীরে মহিসুরের মধ্যে হরিহর, বেল্লারীর মধ্যে কম্পিলি এবং কর্ণুল নগর অবস্থিত। হরিহর নগরে একটী ইষ্টকপ্রস্তরে নির্ম্মিত সেতু আছে। নদীতে কুম্ভীর যথেষ্ট। বেল্লারীর মধ্যে রামপুর নামক স্থানে ৫২টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত মান্দ্রাজ রেলের সেতু আছে।

এই নদীর চলিত নাম তুংভদ্রা। আয়ুর্ব্বেদে ইহার জলের গুণ—স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, স্বাদু, গুরু, কণ্ডু ও পিত্তাস্রদায়ক, প্রায় সাত্ম্যকর, মেধাকর। (রাজনি°)

তুঙ্গমুখ (পুং) গণ্ডক পশু, গাণ্ডার।

তুঙ্গরস (পুং) তুঙ্গঃ শ্রেষ্ঠো রসো যস্য। গন্ধদ্রব্যভেদ।

"কালাগুরুবিমিশ্রেণ তথা তুঙ্গরসেন চ।" (ভারত আ° ১২৭ অ°)

তুঙ্গবীজ (ক্লী) তুঙ্গস্য শিবস্য বীজং ৬তৎ। পারদ।

"তুঙ্গবীজসমাযুক্তং গোলযন্ত্রং প্রসাধয়েৎ" (সূর্য্যসি°)

'তুঙ্গো মহাদেবস্তস্য বীজং বীর্য্যং পারদ ইত্যর্থঃ।' (রঙ্গনাথ°)

তুঙ্গবেণা (স্ত্রী) নদীভেদ।

"বিনদীং পিঙ্গলাং বেণাং তুঙ্গবেণাং মহানদীং।"

(ভারত ভীষ্ম ৯ অ°)

তুঙ্গশেখর (পুং) তুঙ্গং উন্নতং শেখরং যস্য। ১ পর্ব্বত। (ত্রি) ২ উচ্চশেখরযুক্ত (ক্লী) তুঙ্গং শেখরং কর্ম্মধা। ৩ উন্নত এমন শেখর।

তুঙ্গা (স্ত্রী) তুঙ্গ-টাপ্। ১ বংশলোচনা। ২ শমী বৃক্ষ। (রাজনি°)

তুঙ্গারি (পুং) শ্বেতকরবীর বৃক্ষ।

তুঙ্গিন্ (ত্রি) তুঙ্গং মেষাদিকং স্থানমাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। ১ উচ্চস্থিত গ্রহ। (ত্রি) ২ প্রধান স্থানস্থ।

তুঙ্গিনী (স্ত্রী) তুঙ্গিন্ ঙীপ্। ১ মহাশতাবরী, বড়শতমূলী।

তুঙ্গী (স্ত্রী) তুঙ্গ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হরিদ্রা। ২ রাত্রি। ৩ বর্ব্বরী বৃক্ষ, বাবুই গাছ।

তুঙ্গীনাস (পুং) তুঙ্গী হরিদ্রেব পীতা নাসা যস্য বহুব্রী। কীটভেদ, তুঙ্গীনস, বিচিলিক, তালক, বাহক, কোষ্ঠাগারী, ক্রমিকর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনাভ, সর্ষপীক, অবল্গুলী, শম্বুক এই দ্বাদশ প্রকার কীট প্রাণনাশক। এই সকল কীটের দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় বিষকোপদৃষ্ট হয়, এবং সান্নিপাতিক অস্ত্র বেদনা ও তীব্র যাতনা জন্মে। ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে যেরূপ হয়; দষ্ট স্থান সেইরূপ হয় এবং তাহাতে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, বেদনা, বমন, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, সর্ব্বদা হাইতোলা, কম্প, শ্বাস, হিক্কা, দাহ, অতিশয় শীত, শরীরে পীড়কার উৎপত্তি, শোফ, গ্রন্থিমণ্ডলাকার চিহ্ন, দদ্রু, কর্ণিকা, বিসর্প প্রভৃতি কীটের প্রকৃতি অনুসারে এই সকল উপদ্রব হয়। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°)

তুঙ্গীপতি (পুং) তুঙ্গ্যাঃ রাত্রেঃ পতিঃ। চন্দ্র, নিশাপতি।

তুঙ্গীশ (পুং) তুঙ্গী সর্ব্বপ্রধানঃ ঈশঃ কর্ম্মধা। ১ শিব। ২ কৃষ্ণ। ৩ সূর্য্য। (শব্দর°) তুঙ্গ্যাঃ ঈশঃ ৬তৎ। ৪ চন্দ্র।

তুচ্ (পুং) ত্বচ কিপ্ সম্প্রসারণং, তুজ-কিপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অপত্য। "তুচে তনায় তৎসু" (ঋক্ ৮।১৮।১৮) 'তুচ্চ পুত্রায়' (সায়ণ) "তুচে তু নোভবন্ত" (ঋক্ ৮।২৭।১৪) 'তোজয়তি পিতুর্দুঃখাদিকমিতি তুচ্ পুত্র তস্মৈ' (সায়ণ) হেমচন্দ্র সকল স্থলে তুজ্ এই পাঠ করিয়াছে, কিন্তু বেদে সকল স্থলেই "তুচ্" চকারান্তই আছে।

তুচ্ছ (ক্লী) তৌতি অসারত্বং গচ্ছতি তু-ছ (ছোহন্দিকচিন্ত্যাং শুভুভ্যাংস্ত কিৎ পীপূঙোঃ স্বচ। উণ্ ২।৩৩) ইতি টীকাধৃত সূত্রত্বাৎ ছ, স চ-কিৎ। ১ পুলাক, তুষ, ভুষী, খোসা। ২ হীন। (ত্রি) তুদ কিপ্ তেন তং বা ছ্যতীতি ছো-ক। ৩ শূন্য। ৪ অল্প। "কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।" (ভাগ° ৭।৭।৪৫) ৫ নীলীবৃক্ষ। ৬ তুষ। ৭ মন্দ, অলীক।

তুচ্ছজ্ঞান (ক্লী) তুচ্ছস্য জ্ঞানং ৬তৎ। সামান্য বোধ, হেয় বলিয়া বিবেচনা।

তুচ্ছতা (স্ত্রী) তুচ্ছস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সামান্যতা, অসারতা।

তুচ্ছত্ব (ক্লী) তুচ্ছস্য ভাবঃ। অসারতা, হেয়ত্ব, সামান্যতা। "তদোপকর্ষে তুচ্ছত্বং" (সাংখ্যাহ্ ১৩৫)

তুচ্ছতাচ্ছল্য (দেশজ) হেয়জ্ঞান।

তুচ্ছদ্রু (পুং) তুচ্ছো হীনসারঃ দ্রুঃ কর্ম্মধা। তুচ্ছতরু, এরণ্ড-বৃক্ষ, ভেরাণ্ডা গাছ।

তুচ্ছধান্যক (ক্লী) তুচ্ছং ধান্যং স্বার্থে কন্। পুলাক, আগড়া, ভুষী।

তুচ্ছ্য (ক্লী) তুচ্ছ বেদে স্বার্থে ইবার্থে বা যৎ। ১ তুচ্ছপদার্থ। ২ তুচ্ছ কর্ম।

"তুচ্ছেনাভ্বপিহিতঃ যদাসীৎ" (ঋক্ ১০।১২৯।৩) 'তুচ্ছেন তুচ্ছকল্পেন সদসদ্বিলক্ষণেন।' (সায়ণ)

তুচ্ছা (স্ত্রী) তুচ্ছ-টাপ্। ১ তুষ। ২ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। (ভাবপ্র°) ৩ সূক্ষ্মৈলা, গুজরাটদেশীয় এলাচী।

তুচ্ছীকৃত (ত্রি) অতুচ্ছং তুচ্ছং কৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বি। অবজ্ঞাত।

তুজ্ (স্ত্রী) তুজ-কিপ্। ১ রক্ষণসমর্থ। "যঃ অযুক্ত তুজাগিরা" (ঋক্ ৫।১৭।৬) 'যো অগ্নিস্তুজা জগদ্রক্ষণসমর্থেন।' (সায়ণ)

তুজি (স্ত্রী) বলবান্। "নম্ভজয়ে রাজহসাতয়ে" (ঋক্ ৫।৪৬।৭)

তুজি (পুং) একজন রাজা। "ত্বং তুজিং গৃণন্তমিন্দ্র তুতো"। (ঋক্ ৬।২৭।৪) 'তুজিমেতন্নামধ্যং রাজানং' (সায়ণ)

তুজ্য (ত্রি) তুজ-হিংসায়াং অন্ত্রাদয়শ্চেতি যৎ। হিংস্য।

"যুবাহবনে ন তুজ্যাঃ অভবন্" (ঋক্ ৩।৬২।১) 'বন্দিনা শত্রুনা তুজ্যা হিংস্যা' (সায়ণ)

তুঞ্জ (পুং) তুজি বলে অচ্। ১ বজ্র। (নিঘণ্টু) ২ সেই ফল-দাতা, পূর্ব্বোক্ত ফলদানকর্ত্তা।

"তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা" (ঋক্ ১।৭।৭) 'তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি' (সায়ণ)

তুঞ্জীন (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ২।৭)

তুটিতুট (পুং) শিব।

"নমস্তুণ্ডায় তুট্যায় নমস্তুটিতুটায় চ।" (হরিবংশ ২৭৭ অঃ)

তুটুম (পুং স্ত্রী) তুটতি নাশয়তি দ্রব্যজাতং তুটবাহুলকাৎ উম। ইন্দুর। (ত্রিকা°)

তুড়ি (স্ত্রী) তুড়-ইন্ কিচ্চ। তোড়ন।

তুড়ুকী (দেশজ) লম্ফ, লাফ।

তুড়ী (দেশজ) রাগিণীবিশেষ। বসন্তরাগের ভার্য্যা, ইহার নামান্তর তোড়ী, তুড়িকা, তোড়ীর ও তৌড়ীর, এই রাগিণীর গ্রহ অংশ ও ন্যাস মধ্যম। সৌবীরী মূর্চ্ছনা, এই রাগিণী সম্পূর্ণা। কেহ কেহ বলেন, ইহার গ্রহাংশ ন্যাস ষড়জ। ইহার মূর্ত্তি—

'তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তরে বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ং ॥'
(কল্লিনাথ° হনুমান)

ইহার বর্ণ অতিশয় শুভ্র, ও বন মধ্যে হরিণদিগের চিত্ত-বিনোদন করিয়া বীণাপাণি হইয়া নিত্য বিরাজিত আছেন।

নারদসংহিতায় ইহার ধ্যান এইরূপ—

"মৃত্যামানাতি শুনীলমুক্তামুক্তালতাকল্পিতহারযষ্টিঃ।
চূতাঙ্কুরং পাণিযুগে বহন্তী জবারুণাক্ষী তুড়িকেয়মিত্যেবং॥"
(নারদসং)

এই রাগিণী নৃত্যশীলা, অতি সুনীলা, শুভ্রবর্ণা ও হস্তে চূতাঙ্কুর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, চক্ষু রক্তবর্ণ। এইরূপ মূর্তি-বিশিষ্টা রাগিণীর নাম তুড়িকা। সঙ্গীতসারসংগ্রহে মূর্তি এইরূপ বর্ণিত আছে।

"উরিরূপঞ্চেক্ষচ্ছচারুনেত্রা কুরঙ্গনাভিং দধতী করেণ।
সন্তাবয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠং তোড়ীয়মিন্দীবরদামরম্যা॥" (সঙ্গীতসা°)

এই রাগিণী মধ্যাহ্ন সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। মালকোষ ও কানড়া যোগে উৎপন্ন। স্বর গ্রাম—

সা ঋ গ॑ ম প ধ নি। (সং দা°)
সা ঋ গ ম ০ ধ ০। (না° পু°)

সুতরাং নারদপুরাণ মতে ওড়ব।

তুড়ী (দেশজ) অঙ্গুলীদ্বয়ের ধ্বনি, অঙ্গুলীস্ফোটন।

তুড়ীলাফ (দেশজ) উল্লম্ফন, লাফ।

তুণি (পুং) তুণ সংকোচে ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা তুণতি সঙ্কোচয়তি তুণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৩) তুন্নবৃক্ষ, তুঁদগাছ। পর্য্যায়—তুনি, তুন্নক, আপীন, তুনিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক। ইহার—গুণ কটু, বিপাক, কষায়, মধুর, তিক্তরস, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র°)

তুণিক (পুং) তুণি স্বার্থে-কন্। নন্দিবৃক্ষ। (রাজনি°)

তুণ্ড (ক্লী) তোড়নে অচ্। ১ মুখ।

"তুণ্ডযুক্তমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ।" (দেবীভাগ° ২।৩।২৭)

(পুং) ২ মহাদেব। (হরিব° ১৫।১৫) ৩ রাক্ষস-বিশেষ। (ভার° ৩।২৮৪।১) ৪ এক দানব, এই দানব অতিশয় বলশালী ছিল। আয়ুর পুত্র নহুষের হস্তে এই দানব নিহত হয়। (পদ্মপু°)

তুণ্ডকেশিকা (স্ত্রী) কার্পাসী, কাপাস গাছ। (রাজনি°)

তুণ্ডকেরী (স্ত্রী) প্রশস্তং তুণ্ডং প্রশংসায়াং কন্। তদীর্তে ঈরয়তি বা ঈর-অণ্ ক্রিয়াং ঙীষ্। ১ কার্পাসী, কাপাস গাছ। ২ বিম্বিকা, তেলাকুচা।

তুণ্ডদেব (পুং) তুণ্ডপ্রধানো দেবঃ তুণ্ডেন দীব্যতি দিব-অচ্। একজন রাজা।

তুণ্ডি (পুং) তুণ্ডতে নিষ্পীড়য়তি তুণ্ড-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ মুখ। ২ চঞ্চু। ৩ বিম্বিকা। ৪ বন্দা। (স্ত্রী) ৫ নাভি। (শব্দর°)

তুণ্ডিকা (স্ত্রী) তুণ্ডিরেব তুণ্ডি—স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। ১ নাভি। ২ বিম্বিকা, তেলাকুচা।

তুণ্ডিকেরী (স্ত্রী) কার্পাসী, কাপাস গাছ। ২ বিম্বিকা, তেলাকুচা। পর্য্যায়—তুণ্ডী, রক্তফলা, বিম্বী, বিম্বিকা। (বৈদ্যক রত্নমা°)

অমরকোষের টীকায় এইরূপ রূপান্তর আছে, তুণ্ডিকেশিকা, তুণ্ডিকেশী। (পুং) ৩ কীটবিশেষ। কুম্ভীনস, তুণ্ডিকেরী, শৃঙ্গী প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার বায়ব্য কীট। এই কীট দংশন করিলে বায়ু জন্য রোগ জন্মে।

৪ তালুগত রোগবিশেষ, ইহার লক্ষণ ফুলা, স্থূল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠিলে তুণ্ডিকেরী বলা যায়। (সুশ্রুত) এই রোগে যথা নিয়মে শস্ত্রকার্য্য উচিত।

তুণ্ডিকেশী (স্ত্রী) বিম্বিকা, তেলাকুচা। (শব্দচ°)

তুণ্ডিভ (ত্রি) তুণ্ডির্বৃদ্ধা নাভিরস্ত তুন্দি-ভ (তুন্দিবলি বটের্ভঃ। পা ৫।২।১৪০) বৃদ্ধনাভি, বৃহৎনাভিযুক্ত, স্থূলোদর, ভুঁড়িযুক্ত।

তুণ্ডিল (ত্রি) তুণ্ডি সিধ্মাদিত্বাদিলচ্। ১ বৃহৎ নাভিযুক্ত, ভুঁড়িযুক্ত। ২ মুখর। (উজ্জ্বল)

তুণ্ডেল (পুং) অসুরবিশেষ, ইহারা সর্ব্বদা গর্ভের পীড়া জন্মায়।

"উপেবন্ত মুষ্কবণং তুণ্ডেলমুতশালুড়ং।" (অথর্ব্ব ৮।৬।১৭)

তুৎ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, তুৎ গাছ।

তুৎপোকা (দেশজ) তন্তকীট, গুটিপোকা।

তুতকুড়ি, (Tuticorin) সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজেরা এইখানে প্রথম আবাস স্থাপন করে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা উহা অধিকার করিয়া লয়। তৎপরে প্রায় ১৭০০ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা এখানে একটী ছোট দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেই সময় তিনেবেল্লীর সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মুক্তা, ঝিনুক ও শঙ্খ সংগ্রহের জন্য ৭ শত বোট ব্যাপৃত থাকিত।

এই কার্য্যের ভার তাহাদিগের উপর নির্ভর ছিল। এই একচেটিয়া ব্যবসা ইহাদের অনেক দিন ছিল এবং ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আয় হইত।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তুতকুড়ি অধিকার করেন ও ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা আবার দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উহা আবার অধিকার করিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপন অধিকারে রাখিয়া পরে দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। দিনেমারেরা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উহা আবার

ইংরাজকে প্রত্যর্পণ করেন। অদ্যাবধি উহা ইংরাজাধিকারে আছে। যাত্রী সকল এই বন্দর হইতে কলম্বো গিয়া থাকেন। ইহার তীরে জল কম বলিয়া বড় জাহাজ তীরের নিকটে আইসে না, নৌযানক করিয়া যাত্রিগণ জাহাজে উঠিয়া থাকেন; এখানে কএকটী তুলা ও সূতার কল আছে, এইখানে তুলা ও সূতার গাঁইট বান্ধা হইয়া বিলাতে রপ্তানি হয়। এই স্থান হইতে মান্নার উপকূলে মুক্তা-ঝিনুক তুলিবার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। সমুদ্রতীরে বীচ্ নামে একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। এইখানে আম্র, বাতাবি ও কমলানেবু, কদলী প্রভৃতি নানাবিধ ফল পাওয়া যায়, নারিকেল ও তাল বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। তালের গুড় ও তালের চিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থলের স্বাস্থ্য উত্তম, কিন্তু মিষ্টজলের বড়ই অভাব, সম্প্রতি আর্টিজেন কূপ খনন হইয়াছে। সহরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহু অংশ প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী। এইখানে হিন্দুদিগের থাকিবার কএকটী ছত্র ও সাহেবদিগের জন্য একটী উত্তম হোটেল আছে। এইখানে তুতকুড়ি টারমিনশ নামে রেলের একটী ষ্টেশন আছে।

তুতান (পুং) মীমাংসকভেদ। তেন প্রোক্তং ঠক্। তৌতানিক, তুতানকথিত মীমাংসাদর্শন।

তুতিয়া (দেশজ) তুথ। [তুথ দেখ।]

তুতুরি, একজাতীয় ছোট শৃঙ্গযন্ত্র। এই যন্ত্র মাঙ্গলিক কর্ম্মে ও দেবমন্দিরে ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকোষ)

তুতুর্বাণি (পুং) তুর্ণোবনির্ভজনমস্ত বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণভজন। "যজ্ঞারজ্ঞাবঃ সমানাং তুতুর্বাণিঃ" (ঋক্ ১।১৩।১) 'তুতুর্বাণিঃ ত্বরমাণঃ সংভজমানঃ।' (সায়ণ)

তুথ (ক্লী) তুদতি পীড়য়ত্যনেন তুদ-থক্ (পাতৃ তুদেতি। উণ্ ২।৩) ১ গ্রাবা, প্রস্তর। ২ অগ্নি। ৩ অঞ্জন ভেদ। ৪ নীলী। ৫ সূক্ষ্মৈলা। ৬ উপধাতু বিশেষ, তুতে। পর্য্যায়—নীলাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুথক, ময়ূরগ্রীবক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুথ, শিখিকণ্ঠ, নীল, তুথাঞ্জন, শিখিগ্রীব, বিতুন্নক, ময়ূরক, তুত্থক, মূষাতুথ, মৃতামদ, হেমসার। (রসেন্দ্রচি°) তুতিয়া তাম্রের উপধাতু। ইহাতে তাম্রের ভাগ অল্পই আছে, কিন্তু ইহাতে তাম্রের প্রধানতায় তাম্রের গুণ অতি অল্প পরিমাণে আছে। অন্যান্য দ্রব্য সংযুক্ত আছে বলিয়া অপরাপর গুণও আছে। ইহার গুণ—ক্ষারসংযুক্ত, কটু, কষায় রস, বমনকারক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, ভেদক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং কফপিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক। (ভাবপ্র°) রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে—ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ—বিড়াল ও পারাবত বিষ্ঠায় তুঁতিয়া মর্দ্দন করিয়া পরে দশভাগের এক ভাগ সোহাগা মিশাইয়া মৃদুপুটে পাক করিতে হইবে। তাহার পর সৈন্ধবলবণের সহিত মধু দিয়া পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। প্রকারান্তরে—বিড়ালের বিষ্ঠাসহ তুঁতিয়া মর্দ্দন করিয়া এবং মধু ও সোহাগা চতুর্থাংশে মিশ্রিত করিয়া তিনবার পুট দিলে বমন ও ভ্রমিকর শক্তি রহিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। শোধনের অন্য প্রকার—তুঁতিয়ার অর্দ্ধাংশ গন্ধক মিশাইয়া চার দণ্ড পাক করিবে। বমন ও ভ্রমশক্তি রহিত হইলে পাক সিদ্ধ হয়। তুঁতিয়ার গুণ কটু, ক্ষার, কষায় রস, বিশদ, লঘু, লেখন, বিরেচক, চাক্ষুষ, কণ্ডু, কৃমি ও বিষনাশক। (রসেন্দ্রসারস°)

তুথক (ক্লী) তুথমেব স্বার্থে কন্। তুথ, তুঁতিয়া।

তুথা (স্ত্রী) তুথ-টাপ্। ১ নীলীবৃক্ষ। ২ ক্ষুদ্রৈলা। ৩ মহানীলী। (রাজনি°)

তুথাঞ্জন (ক্লী) তুথক তৎ অঞ্জনঞ্চেতি কর্ম্মধা। উপধাতুবিশেষ, অঞ্জনভেদ, তুঁতে। ২ ময়ূরকণ্ঠ, ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ তুঁতের মতন, এই জন্য ইহার নামও তুথাঞ্জন।

তুথ (পুং) তু-থক্ তুদ-থক্ পৃষো° সাধুঃ। ১ হননকর্ত্তা। "তুথোঽসিজনধায়ো নভোঽসি" (তাণ্ড্যব্রা° ১।৪।৩) 'তুথস্তেবধকর্ম্মণঃ তুথঃ রক্ষপ্রভৃতীনাং হন্তা' (ভাষ্য°)। ২ ব্রহ্ম। "তুথোঽসি বিশ্ববেদাঃ" (যজু° ৫।৩১) "ব্রহ্মৈব তুথঃ" (শ্রুতি) ৩ দক্ষিণাবিভাজক ব্রহ্মরূপ ঋত্বিক্‌ভেদ।

"তুথোবো বিশ্ববেদা বিভজতু" (যজু° ৭।৪২) 'কিঞ্চতুথো ব্রহ্মরূপঃ প্রজাপতির্বা যুষ্মান্ বিভজতু যথাযোগ্যবিভজ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ দদাতু' (বেদদীপ)

তুদাদি (পুং) তুদ আদি করিয়া ধাতুগণবিশেষ, এই গণীয় ধাতুর উত্তর স হয়। "তুদাদিভ্যঃ স" এই "স" প্রত্যয় হইলে গুণ হয় না, এই জন্য ইহার নাম অগুণ। [বিশেষ বিবরণ ধাতু দেখ।]

তুদ (ত্রি) তুদ-ক। ব্যথক। তস্যাপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎঢক্। তৌদেয়, তুদাপত্য।

তুন্দ (ক্লী) তুদতীতি তুদ-দন্ (অন্দাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৮) তুদের্ম্মচ ইত্যুক্তের্ম্ম তভোদস্ত লোপঃ। উদর, পেট।

তুন্দকূপিকা (স্ত্রী) তুন্দস্য কূপিকেব। তুন্দকূপ, নাভি।

তুন্দকূপী (স্ত্রী) তুন্দস্য কূপীবস্ত। নাভি।

তুন্দপরিমার্জ্জ (ত্রি) তুন্দং পরিমষ্টিতুন্দং পরিমৃজ্-ক তুন্দপরিমৃজ-অণ্। ১ মন্দ। "অলসাদস্তত্র তুন্দ পরিমার্জ্জ এব" (পা ৩।২।৫)

তুন্দপরিমৃজ (পুং) তুন্দ পরিমৃজ্-ক। ১ অলস। ২ মন্দ।

তুন্দমৃজ (ত্রি) তুন্দং মার্ষ্টি-মৃজ্ ক। ১ অলস। ২ মন্দ।

তুন্দবৎ (ত্রি) তুন্দং বিদ্যতে অস্য। তুন্দ-মতুপ্। তুন্দিল, ভুঁড়িযুক্ত, বৃহদোদর।

তুন্দাদি (পুং) পাণিনিকথিত শব্দ গণবিশেষ, এই তুন্দাদি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইলচ্ প্রত্যয় হয়। "তুন্দাদিভ্যঃ ইলচ্। (পা ৫।২।১১৭) তুন্দ, উদর, পিচণ্ড, যবব্রীহি।

তুন্দি (স্ত্রী) তুদ-ইন্ বাহুলকাৎ নুমচ। গন্ধর্ব্ববিশেষ। জটাধরের মতে এই শব্দ পুংলিঙ্গ। (স্ত্রী) নাভি। (ত্রিকা°)

তুন্দিক (ত্রি) অতিশয়িতং তুন্দমুদরমস্ত্যস্য তুন্দ-ঠন্। বিশাল-জঠরযুক্ত, ভুঁড়িবিশিষ্ট।

তুন্দিকর (পুং) তুন্দিং করোতি কৃ-অচ্। তুন্দিল, ভুঁড়িযুক্ত।

তুন্দিকা (স্ত্রী) তুন্দিক-টাপ্। নাভি।

তুন্দিত (ত্রি) তুণ্ডিল। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

তুন্দিন্ (ত্রি) তুন্দোঽস্ত্যস্য ইনি। তুন্দযুক্ত, ভুঁড়িযুক্ত।

তুন্দিভ (ত্রি) তুন্দির্ন্ধা নাভিরস্ত্যস্য তুন্দি-ভ (তুন্দিবলিবটের্ভঃ। পা ৫।২।১৩৯) তুন্দিল্, ভুঁড়িযুক্ত।

তুন্দিল (ত্রি) তুন্দ মস্ত্যস্তি তুন্দ-ইলচ্ (তুন্দাদিভ্য ইলচ্। পা ৫।২।১১৭) স্থূলোদর, ভুঁড়ে, বিশাল জঠরযুক্ত ব্যক্তি। পর্য্যায় পিচিণ্ডিল, বৃহৎ কুক্ষি, তুন্দিক, তুন্দিভ, তুন্দী (শব্দর°)

তুন্দিলফলা (স্ত্রী) তুন্দিলং বৃহৎফলং যস্যাঃ। ত্রপুষী, শশা।

তুন্ন (পুং) তুদ-ক্ত। ১ নন্দি, তুঁতগাছ। (ত্রি) ২ ব্যথিত। ৩ ছিন্ন। স্বার্থে-ক।

তুন্নবায় (পুং) তুন্নং ছিন্নং বয়তি তুন্ন-বৈ-অণ্। সৌচিক। সূচ্যাজীবী, দরজী। ইহারা তুন্ন প্রভৃতি বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের অন্ন অভক্ষ্য।

"শৈলূষ তুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্ন মেবচ।" (মনু ৪।২১৪) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও ইহাদের অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"শাস্ত্রবিক্রয়ি কর্ম্মার তুন্নবায়শ্বজীবিনাং।" (যাজ্ঞ° ১।১৬৩)

তুন্নসেচনী (স্ত্রী) তুন্নং ছিন্নং সীচ্যতেঽনয়া সিচ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। সূচীভেদ।

তুফান (আরবী) ১ ঝড় ঝাড়ী। ২ জোর বাতাস। ৩ বন্যা।

তুবড়ন (দেশজ) সঙ্কুচিত, কোঁকড়ান।

তুবড়ী (দেশজ) একপ্রকার আমের ক্রীড়াবিশেষ। মাটির খোলে বারুদ ও লৌহচূর্ণ মিশাইয়া এইরূপে বাজী প্রস্তুত হয়। ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে ইহার অভ্যন্তরস্থ দহ্যমান বারুদাদি বেগে নির্গত হইয়া রমণীয় শোভা উৎপাদন করে, এই তুবড়ীবাজী বিবাহ প্রভৃতি ও দেবপূজাদিতে লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ২ আর্য্যদিগের প্রাচীন একটী বিনন যন্ত্র। এই যন্ত্র আহিতুণ্ডিকেরা (সাপুড়িয়া) সর্প খেলাইবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্রপাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই বায়ুকোষ, উহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র, তাহাতে একটী ছিদ্র আছে। উহাই ফুৎকাররন্ধ্র। [তিত্তিরী দেখ।]

তুমি (দেশজ) ত্বং শব্দজ, তুঁহ ও আপনি এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থবোধক শব্দ। দ্বিতীয় পুরুষ।

তুমুর (ক্লী) তুমুল লস্য র। তুমুল।

তুমুল (ক্লী) তু সৌত্র ধাতু বাহুলকাৎ মূলক্। রণসঙ্কুল, হুড়াহুড়ি, পরস্পর আঘাত দ্বারা সঙ্কুল যুদ্ধ। (পুং) ২ কলিবৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। ৩ ব্যাকুল যুদ্ধ। (ত্রি) ৪ প্রচণ্ড, উগ্র, সঙ্কুলমাত্র।

"ববৌগন্ধশ্চতুমুলো দহ্যতামনিশং তদা।" (ভারত ১।৫২।১২°)

তুমুলযুদ্ধ (ত্রি) তুমুলং যুদ্ধং। ঘোরতর সংগ্রাম।

তুমূল (পুং ক্লী) কলিবৃক্ষ, বয়ড়া গাছ।

তুম্ব (পুং স্ত্রী) তুম্বতি নাশয়ত্যরুচিং তুম্ব-অচ্। অলাবু, লাউ। অলাবুর শুষ্ক ত্বক্।

"সশিক্যতুম্বকরকৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ।" (হরিবংশ ৬৪।৫)

[অলাবু দেখ।]

তুম্বক (পুং) তুম্ব-ণ্বুল্। অলাবু, রাজালাবু। (রাজনি°)

তুম্বর (ক্লী) তুম্বং তদাকারং রাতি-রা-ক। বাদ্যভেদ, তানপুরা। ২ তুম্বুরু গন্ধর্ব।

তুম্বরচক্র (ক্লী) তুম্বরং চক্রং কর্ম্মধা। রাজার জয়চর্য্যোক্ত চক্রভেদ। [চক্র দেখ।]

তুম্বরু (পুং) গন্ধর্ব্বভেদ। [তুম্বুরু দেখ।]

তুম্ববন (ক্লী) দেশভেদ, এই দেশ দক্ষিণে ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।১৪)

তুম্বা (স্ত্রী) তুম্ব-টাপ্। ১ অলাবু। ২ গবী। (ত্রিকা°)

তুম্বি (স্ত্রী) তুম্বতি নাশয়ত্যরুচিং তুম্ব-ইন্। অলাবু।

তুম্বিকা (স্ত্রী) তুম্ব-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ অলাবু। ২ কটু-তুম্বী, তিতলাউ। (রাজনি°)

তুম্বিনী (স্ত্রী) তুম্ব-ণিনি ঙীপ্। কটুতুম্বী। (রাজনি°)

তুম্বী (স্ত্রী) তুম্বি ঙীষ্। ১ অলাবু। ২ কুলিকবৃক্ষ। (রত্নমালা)

তুম্বীপুষ্প (ক্লী) তুম্ব্যাঃ পুষ্পমিব পুষ্পমস্য। অলাবু পুষ্প। (হারাবলী)

তুম্বুক (ক্লী) তুম্ব-বাহুলকাৎ উকঃ। অলাবু ফল। (পুং) অলাবু।

তুম্বুকী, ভারতবর্ষীয় একটী প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র, ইহার আকার ঢকার ন্যায়। (শব্দকোষ)

তুম্বুরু (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত জাতিভেদ। [illegible]

"যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তথাচাতুম্বুরাস্তথা।" (হরিবংশ [illegible])

তুম্বুরী (স্ত্রী) তুম্ববৎ আকারং রাতি রা-ক ঙীপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সুত্বং। ১ কুকুরী। ২ ধন্যাক, ধনে। (মেদিনী)

তুম্বুরু (স্ত্রী) কুস্তুম্বুরু, ধন্যাক। (পুং স্ত্রী) ১ তপস্বিবিশেষ। ২ অর্হদুপাসকভেদ। ৩ ফলবৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল মরিচের মত ব্যাপ্তমুখ হয়। পর্য্যায়—শূলঘ্ন, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ, দ্বিজ, তীক্ষ্ণকন্দ, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র, মহামুনি, স্ফুটন, সুগন্ধি। ইহার গুণ—কফ, বাত, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান, কৃমিনাশক ও অগ্নির প্রদীপ্তকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে ইহার পর্য্যায়—সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক। গুণ—তিক্ত, কটুরস, কটু, বিপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, লঘু, বিদাহী এবং বাতশ্লৈষ্মিক-রোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ওষ্ঠগতরোগ, শিরোরোগ, শরীরের গুরুত্ব, কৃমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস ও প্লীহা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগনাশক। (ভাবপ্র°)

তুম্বুরু (পুং) ১ একজন গন্ধর্ব্ব। এই গন্ধর্ব্ব মধু অর্থাৎ চৈত্র মাসে সূর্য্যের রথে অবস্থান করেন। ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর অতি প্রিয় পার্শ্বচর হইয়াছিলেন।

অদ্ভুত রামায়ণে লিখিত আছে—ত্রেতাযুগে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা হরিগুণ গান করিতেন। সকল সময়ই হরিগুণ-গান ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। তিনি বিষ্ণুস্থল নামক অনুত্তম হরিক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় মূর্চ্ছনার উন্নতিযোগে তালবর্ণে পূরিত করিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত হরিগুণ-গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে পদ্মাক্ষ নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৌশিকের গান শুনিয়া সর্ব্বদা তাহাকে অন্ন দান করিতেন। যখন কৌশিকের অন্ন চিন্তা বিদূরিত হইল, তখন তিনি আরও হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। পদ্মাক্ষও এই গান ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা শুনিতেন। ক্রমে কৌশিকের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন জ্ঞান ও বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ ৭টী শিষ্য হইল। পদ্মাক্ষ সকলকেই অন্নদান করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে মালব নামে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক বৈশ্য ছিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে হরিকে প্রতিদিন দীপমালা প্রদান করিতেন। মালতী নামে তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যাও প্রীতমনে হরিক্ষেত্রের চারিদিকে গোময় লেপন করিতেন। হরির গানের নিমিত্ত কুশস্থল হইতে ৫০ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া কৌশিকের কার্য্যসাধনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই গান অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কলিঙ্গরাজ এই গানের কথা শুনিয়া এইখানে আসিয়া কহিলেন, 'কৌশিক! তুমি সহচরগণের সহিত আমার যশোগান কর।' ইহা শুনিয়া কৌশিক কহিলেন, 'মহারাজ! আমার জিহ্বা বা বাক্য কখনও হরি ভিন্ন অন্য কাহারও এমন কি ইন্দ্রেরও স্তব করে না।' পরে তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই রাজাকে এইরূপ কহিলেন। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ভৃত্যদিগকে কহিলেন, 'তোমরা অতি উচ্চৈঃস্বরে আমার গুণগান কর, যাহাতে ইহাদের গান কেহ শুনিতে না পায়।' ভৃত্যগণ গান আরম্ভ করিলে সেই সকল ব্রাহ্মণ ও কৌশিক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কর্ণরোধ করিলেন এবং কাষ্ঠশঙ্কুদ্বারা পরস্পর পরস্পরের কর্ণভেদ করিলেন। পাছে রাজা বলপূর্ব্বক গানে নিযুক্ত করেন, এই ভয়ে স্ব স্ব জিহ্বাগ্র ছেদন করেন। রাজা এই ব্যাপারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহারা সকলে উত্তরমুখে মহাপ্রস্থান করিলে তাহাদের ভোগ শেষ হইল। অনন্তর হরি তাহাদিগকে স্বীয় পার্ষদ করিলেন। কৌশিক দিগম্বু নামে গণাধিপ হইল। সেই সময় কৌশিকের প্রীতি উৎপাদন জন্য মধুরাক্ষরদক্ষ, বীণাগুণতত্ত্বজ্ঞ গীত বিশারদগণের গানদ্বারা বিষ্ণুসভায় অদ্ভুত মহোৎসব আরম্ভ হইল। এই সভায় মহাত্মা তুম্বুরু এবং কৌশিক প্রাণ ভরিয়া হরিগুণ গান করিলেন। এই গান শুনিয়া নারদের মনে অতিশয় ক্রোধ হইল। নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া তুম্বুরুকে জয় করিবার জন্য বিষ্ণুর উপদেশানুসারে গানশিক্ষার্থ গানবন্ধু নামক উলূকেশ্বরের নিকট গমন করেন। তাহার নিকটে যথানিয়মে সহস্র বৎসর গান শিক্ষা করিয়া ইহার মনে কিছু অহঙ্কার জন্মিল, পরে তুম্বুরুকে জয় করিবার জন্য তাহার গৃহ নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি বিকৃতাকার স্ত্রী পুরুষ রহিয়াছে। তাহাদের কাহারও প্রকৃত অঙ্গ নাই, ইনি তাহাদিগকে এইরূপ বিকৃতাবস্থা দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, 'আমরা রাগ ও রাগিণী। আপনার গানদ্বারা আমাদের এই দুরবস্থা হইয়াছে। তুম্বুরু আমাদিগকে গানদ্বারা সুস্থ করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছি।' নারদ এই কথায় অতি লজ্জিত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ নারদের আক্ষেপ শুনিয়া কহিলেন, 'নারদ তুমি এখনও গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হও নাই। তুম্বুরুর সদৃশ হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। আমি কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার গানশিক্ষার উপায় করিয়া দিব।' পরে নারদ যখন সম্পূর্ণরূপে গীত অধিকৃত করিলেন, তখন তুম্বুরুর প্রতি তাঁহার দ্বেষভাব অপনীত হইল। (অদ্ভুত রামা°)

তুম্বুরুবীণা, ইহার চলিত নাম তম্বুরা বা তানপূরা। একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ড বা ধ্বনিপট্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, এইজন্য ইহার নাম তুম্বুরুবীণা, তম্বুরা বা তানপূরা হইয়াছে। গীত ও বাদ্যের সময় সুর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্র প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিত্তলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে, ইহার সুরবন্ধনক্রম এইরূপ—

পি—লৌ—লৌ—পি
স স স প

তানপূরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে বদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তুম্র (ত্রি) তুম-প্রেরণে আহরণে চ রক্। ১ প্রেরক। ২ হিংসক।

"সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং" (ঋক্ ৪।১৭।৮)। 'তুম্রং প্রেরকং' (সায়ণ) "অগত্যা তুম্রো বৃষভো মরুত্বান্" (ঋক্ ৩।৫০।১) 'তুম্রঃ আহন্তা তুমিরাহননার্থঃ।' (সায়ণ)

তুর (ত্রি) তুর-ক। বেগবিশিষ্ট।

"প্রতবৎসো নমউক্তিং তরস্যাহং" (ঋক্ ৫।৪৩।৯)

তুরকী (পারসী) তুরুষ্কদেশীয় মুসলমান জাতি। [তুর্কী দেখ।]

তুরগ (পুং স্ত্রী) তুরেণ বেগেন গচ্ছতি গম-ড। ১ ঘোটক। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ চিত্ত। (মেদিনী)

তুরগগন্ধা (স্ত্রী) তুরগস্যেব গন্ধোযস্যাঃ বহুব্রী। ১ অশ্বগন্ধা। (রাজনি°) (পুং) তুরগস্য গন্ধঃ ৬তৎ। অশ্বের গন্ধ, তুরঙ্গগন্ধাদিও এইরূপ।

তুরগদানব (পুং) তুরগাকারঃ দানবঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। কেশিদানব, এই দানব কংসের আদেশে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য তুরগ বেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ইহার অত্যাচারে এই স্থান জনপ্রাণিশূন্য হইল। দুরাত্মা তুরগরূপী দৈত্য গোপগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিয়া বনস্থলী একেবারে কম্পিত করিয়া তুলিল। কেহই আর সাহস করিয়া সেই বনে যাইত না। একদা ঐ দৈত্য কালপ্রেরিত হইয়া ঘোষপল্লীতে প্রবেশ করে। উহাকে দেখিয়া ঘোষগণ সকলই ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইল। কেশীও উর্দ্ধমুখে বিস্তৃত বদনে দশন বিকাশপূর্ব্বক অতিকঠোরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কৃষ্ণের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কৃষ্ণ ইহার সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (হরিব° ৮০ অ°)

তুরগপ্রিয় (পুং) তুরগাণাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। যব। (রাজনি°)

তুরগব্রহ্মচর্য্যক (স্ত্রী) তুরগস্যেব ব্রহ্মচর্য্যং তত্তঃ স্বার্থে কন্। স্ত্রীর অভাবহেতু অঙ্গনাত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্যভেদ, ভোগ্যা নারীর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অশ্বের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগরূপ ব্রত। (ত্রিকা°)

তুরগমেধ (পুং) তুরগেন মেধঃ ৩তৎ। অশ্বমেধ।

তুরগরক্ষক (পুং) তুরগস্য রক্ষকঃ ৬তৎ। অশ্বরক্ষক। (বৃহৎস° ১৫।২৬)

তুরগলীলক (পুং) সঙ্গীতের তালবিশেষ। "দ্রুতং দ্বন্দ্বং বিরামান্তং লঘুস্তুরগলীলকে।" (সঙ্গীতদা°)

এই তালে দুইটী দ্রুত, অন্তে লঘু ও বিরাম।

তুরগাতু (ত্রি) তুরেণ গাতুঃ গম বেদে ডাতু। ১ শীঘ্র গমনকারক। ২ তূর্ণ গমন, শীঘ্র গমন।

"অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেতৎ" (ঋক্ ১।১৬৪।৩০) 'তুরগাতু স্বব্যাপারায় গমনং।' (সায়ণ)

তুরগানন (পুং) তুরগস্য আননমিব আননমস্য। কিন্নরভেদ, ইহাদের মুখ অশ্বের ও অন্যান্য শরীর মনুষ্যের ন্যায়। ২ দেশভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৫)

তুরগারোহ (পুং) অশ্বারোহী। (বৃহৎস° ১৫।২৬)

তুরগিন্ (ত্রি) তুরগো বাহনত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। অশ্বারোহী। (হেম°)

তুরগী (স্ত্রী) তুরগবৎ গন্ধোঽস্ত্যস্য অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্, ততো ঙীষ্। ১ অশ্বগন্ধা। জাতৌ ঙীষ্। ২ অশ্বী, ঘোটকী।

তুরগীয় (পুং স্ত্রী) অশ্ব সম্বন্ধীয়। "খরতুরগীয়সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ" (মনু ১।২, কুল্লূক)

তুরগোপচারক (পুং) অশ্বসাদী, অশ্বারোহী। শনি অশ্বিনী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে অশ্ব, অশ্বসাদী, কবি, বৈদ্য এবং অমাত্যদিগের হানি হয়। (বৃহৎস° ১০।৩)

তুরঙ্গ (পুং স্ত্রী) তুরেণ গচ্ছতি তুর-গম্ খচ্-বা ডিচ্চ। ১ ঘোটক। (ক্লী) ২ চিত্ত (শব্দর°)। ৩ সৈন্ধব।

তুরঙ্গক (পুং) তুরঙ্গ ইব কায়তি কৈ-ক। ১ হস্তিঘোষা বৃক্ষ, হিন্দীভাষায় বড়ীতোরই। স্বার্থে কন্। ২ ঘোটক।

তুরঙ্গগন্ধা (স্ত্রী) [তুরগগন্ধা দেখ।]

তুরঙ্গদ্বিষণী (স্ত্রী) তুরঙ্গো দ্বিষ্যতেঽনয়া তুরঙ্গ-দ্বিষ্ বাহু° ক্যু ঙীপ্। মহিষী, স্ত্রী-মহিষ। (রাজনি°)

তুরঙ্গপ্রিয় (পুং) তুরঙ্গস্য প্রিয়ঃ ৬তৎ। যব। (রাজনি°)

তুরঙ্গম (পুং স্ত্রী) তুরং গচ্ছতি-গম-খচ্ মুম্। ঘোটক।

তুরঙ্গমশালা (স্ত্রী) তুরঙ্গমস্য শালা গৃহং ৬তৎ। অশ্বশালা, অশ্ব থাকিবার স্থান।

তুরঙ্গমেধ (পুং) অশ্বমেধ।

তুরঙ্গবক্ত্র (পুং) তুরঙ্গস্যেব বক্ত্রমস্য। অশ্বমুখাকার কিন্নরভেদ।

তুরঙ্গবদন (পুং) তুরঙ্গস্যেব বদনমস্য। অশ্বমুখাকার কিন্নরভেদ।

তুরঙ্গারি (পুং) তুরঙ্গস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ করবীর, করবী ফুলের গাছ। ২ মহিষ, ইহারা অশ্বদিগের স্বভাববৈরি। (রত্নমালা)

তুরঙ্গিকা (স্ত্রী) তুরঙ্গবৎ আকারোঽস্ত্যস্যাঃ। তুরঙ্গ-ঠন্। দেবদালীলতা, ঘোষা। (রাজনি°)

তুরঙ্গিন্ (ত্রি) তুরঙ্গো বাহনত্বেন অস্ত্যস্য। তুরঙ্গ-ইন্। অশ্বারোহী।

তুরঙ্গী (স্ত্রী) তুরঙ্গস্তৎগন্ধোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ অশ্বগন্ধা। জাতৌ ঙীষ্। ২ অশ্বী, ঘোটকী।

তুরণ (ক্লী) তুর ভাবে ক্যু। ক্ষিপ্রগমন "সুরেভস্তরণে তুরণ্য" (ঋক্ ১।১২১।৫)' তুরণে ক্ষিপ্রগমনে' (সায়ণ)

তুরণ্য (পুং) তুরণ্য কণ্ড্বাদিত্বাৎ ভাবে ঘঞ্। ত্বরা, শীঘ্র। "উষসস্তুরণ্যসৎ" (ঋক্ ৪।৪০।২) 'তুরণ্যসদ্ ত্বরয়া সীদতি' (সায়ণ)

তুরণ্যসদ্ (ত্রি) তুরণ্য-সদ-ক্বিপ্। যিনি শীঘ্র অবসন্ন হন। (ঋক্ ৪।৪০।২)

তুরণ্যু (ত্রি) তুরণ্য কণ্ড্বাদিত্বাৎ উণ্। ত্বরাযুক্ত।

"তুভ্যং শুক্রাস শুচয়স্তুরণ্যবঃ" (ঋক ১।১৩৪।৫)

'তুরণ্যবঃ ত্বরাযুক্তাঃ' (সায়ণ)

তুরপুণ (দেশজ) সূত্রধরদিগের অস্ত্রবিশেষ, এই অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠে ছিদ্র করা হয়।

তুরম্ (অব্য) তুর-অমু। ত্বরা।

"তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যঃ" (ঋক্ ৪।৩৮।৭)

তুরয়া (ত্রি) তূর্ণ, শীঘ্র। "তুরয়াউ গব্যুঃ" (ঋক্ ৪।২৩।১০) 'তুরয়াস্তূর্ণং' (সায়ণ)

তুরস্ (ক্লী) তুর-অসুন্। ত্বরা, শীঘ্র। (ঋক্ ১০।৯৬।৮)

তুরস্পেয় (ক্লী) তুরস্ পা-যৎ। তূর্ণপেয়। "আয়সস্তুরস্পেয়ে" (ঋক্ ১০.৯৬।৮) 'তুরস্পেয়ে তূর্ণং পাতব্যে'। (সায়ণ)

তুরাণ, (পারসীক শব্দ) ইরাণ অর্থাৎ পারস্যদেশের উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত মধ্য এসিয়ার সমস্ত দেশকে পারস্যবাসীরা 'তুরাণ' নামে অভিহিত করিত। হিন্দুরা যে ভাবে আর্য্য ও ম্লেচ্ছ এই দুই শব্দ ব্যবহার করেন, পারস্যবাসীরা ঠিক সেই ভাবে 'ইরাণ' ও 'তুরাণ' শব্দ ব্যবহার করে। তুরাণ দেশের লোককে তুরাণী বলে।

পাশ্চাত্যজাতিতত্ত্ববিদ কুভীয়ের মতে, মোঙ্গলীয় (জাফেতবংশীয়) জাতির আদি বাসস্থান সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত অল্টাই পর্ব্বতে। এই স্থান হইতে তাহারা উত্তর ও মধ্যএসিয়ার এবং গঙ্গানদীর উত্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, পূর্ব্বদিকে জাপান, কোরিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে তুরস্ক, তুর্কী, মোগল, ফিন প্রভৃতি জাতি এই বৃহৎ তুরাণী জাতির শাখা বলিয়া গণ্য।

অনৈতিহাসিক কাল হইতে একদল বীর জাতি যে হিমালয় হইতে অল্টাই পর্য্যন্ত বৃহৎ পর্ব্বতমালার অধিত্যকা প্রদেশে বাস করিত, ইহা সমস্ত প্রাচীন সভ্য জাতির আদিম অবস্থার বিবরণ অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়। এই জাতি সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া এসিয়া ও য়ুরোপে উর্ব্বর দেশ সমূহে লুটপাট করিত। এরূপ লুটের শব্দ যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চীন দেশের সীমায় হিয়োঙ্-নু-কর্ত্তৃক উৎপাত ও চীনের প্রবল পরাক্রান্ত চীন-রাজগণ কর্ত্তৃক তাহার দমন-বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারাই পূর্ব্বদিকে চীনসীমায় বাধা পাইয়া পশ্চিম দিকে হারমনরিচ নামক প্রাচীন গথিকরাজ্যে উৎপাত করে এবং এজেল বা অট্টিলার অধীনে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে গিয়া বাস করে। এই জাতির লোকই সময়ে সময়ে তুঘ্রিল বেগ, সেলুজুগ মহম্মদ (গিজনীর), চঙ্গেজ খাঁ, তৈমুর, ওথমান প্রভৃতির অধীনে চীন, বোগদাদ্, বাইজানটিয়ম্ ও ভারতবর্ষে উৎপাত করিয়াছে। এই জাতীয় লোকেরই এক শাখা তুরুস্কে আধিপত্য করিতেছেন। একশাখা মোগল নামে পরিচিত হইয়া ভারতবর্ষে বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। এই জাতীয় লোক কখন কোন সভ্যতর জাতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। ইহারা ইহাদের পার্শ্ববর্ত্তী সভ্যজাতির নিকট হইতে নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের বন্ধুভাবে বা প্রজাভাবে নহে, বরং তাহাদের অনেকের উপর প্রভুত্ব ও রাজত্ব করিয়াই শিক্ষা করিয়াছে।

তুরাণী জাতিকে বর্ত্তমানকালে তুর্কী-তাতারীয় জাতি বলিলেই বিশেষরূপে পরিচিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাসের চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা একস্ত্রী বিবাহ ও এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া জাতি ও সমাজ বন্ধনের চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তুরাণীরা ঠিক তদ্বিপরীতে চলিত। ইহাদেরও ধর্ম্মসমাজ ছিল, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিকভাব বেশী ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অশ্বমেধাদি (পশুবধমূলক যজ্ঞাদি) আর্য্যেরা অতি প্রাচীনকালে এই তুরাণীসংঘর্ষে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাইরাস্ নামক প্রাচীন পারস্য ভূপতির মহোৎসবে শ্বেত অশ্ব বলি একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশে এখনও এইরূপ অশ্ববলি প্রচলিত আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ভারতের তামিল, তেলগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় জাতি এবং কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিও এই তুরাণী জাতির অন্তর্গত। তাঁহারা প্রমাণার্থ বলেন যে, যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ করেন,

তখন তাঁহারা এদেশে প্রাচীন শক জাতিতে পরিব্যাপ্ত দেখেন। এই শক জাতীয়েরা উক্ত তুরাণী জাতির তাতার বা তুর্কী শাখার অন্তর্গত। আর্য্যেরা এই সকল শককে উত্তরভারত হইতে (দাস, দস্যু, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া) বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলে তাড়াইয়া দেন। ইহারাই দ্রাবিড়, মলয় ও সিংহলে ছড়াইয়া পড়ে। তেলগু, তামিল, কর্ণাটী, মলয় প্রভৃতি ভাষার ঘনিষ্ট সাদৃশ্য এরূপ অনুমানের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ বটে। ভীল, গোঁড়, তোড়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির ভাষাও আবার ঐ সকল দাক্ষিণাত্য ভাষার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকায়, ইহাদিগকে প্রাচীন শক জাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপবাসীর ভাষাও এই দাক্ষিণাত্যে অনেক ভাষার সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট, এই সকল অনুমানে নির্ভর করিলে বলা যায় তুরাণী জাতি এখন মধ্যএসিয়া ও উত্তর এসিয়ায় বাস করিলেও তুরাণী ভাষা নানারূপ বিকৃত হইয়া সমস্ত উত্তর ও মধ্য এসিয়ায়, উত্তর য়ুরোপে এবং দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ল্যাপলণ্ড, ফিন্‌লণ্ড, হঙ্গেরি, তুরুষ্ক, ক্রিমিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষাও এই তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। আর্য্য ও সমিতিক ভাষা ব্যতীত অন্যান্য য়ুরোপীয় ও আসিয়িক ভাষাই এই তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। চীনের ভাষা ইহার অন্তর্গত নহে। তুরাণী ভাষা বিকৃত হইয়া এখন উত্তরদেশীয় (Ural Altaic বা Ugro Tartaric) এবং দক্ষিণদেশীয় ভাষা এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর-তুরাণীয় ভাষার আবার মোঙ্গলীয়, মঙ্গোলীয়, তুর্কী, ফিনীয় ও সাময়দীয় এই পাঁচভাগে বিভক্ত। দক্ষিণদেশীয় ভাষাও তামিলীয়, গাঙ্গ্য, বহির্হিমালয় ও অন্তর্হিমালয় প্রদেশীয়, লৌহিত্য, তৈলঙ্গ ও মলয়প্রদেশীয় এই পাঁচভাগে বিভক্ত।

চীনের উত্তর হইতে সাইবিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী তঙ্গন্ নদীতীর পর্য্যন্ত মঞ্জসীয় ভাষা প্রচলিত। চীনান্তর্গত মাঞ্চু জাতীয় লোকে এই ভাষায় কথা কয়।

বৈকালহ্রদতীরবর্ত্তী স্থান মোঙ্গলীয় ভাষার আদিস্থান। সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে এই ভাষা চলে। চঙ্গেজ খাঁ ১২২৭ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলীয়, বুরিয়াত, ওলোট বা কালমক প্রদেশ একত্র করিয়া মোঙ্গল রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সময় হইতে মোঙ্গলীয়, তুঙ্গসীয় ও তাতারীয় ভাষাবাদী লোকেরা একদেশান্তর্গত হইয়া পড়ে।

ভারতে শতদ্রুতীরে উচ্চ ও নিম্ন কুমায়ন প্রদেশ হইতে ভোটান পর্য্যন্ত গাঙ্গ্যতুরাণী ভাষা অন্তর্হিমালয় অংশে প্রচলিত। ব্রহ্ম, আরম প্রভৃতি পূর্ব্বউপদ্বীপের উত্তরদেশীয় ভাষা, আসামের মিকির জাতির ভাষা ও বোদো, কাছাড়ী, কুকী, নাগা, গোড় প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গালার অসভ্য জাতির ভাষা; কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি পশ্চিমবাঙ্গালার অসভ্য জাতির ভাষা, ছোটনাগপুরের মুণ্ডা জাতির ভাষা লৌহিত্য-তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। তামিলীয়-তুরাণী ভাষার মধ্যে বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির ভাষা, গোঁড়ভাষা, কানাড়া প্রদেশের তুলুব জাতির ভাষা, কর্ণাটী ভাষা, নীলগিরির তোড়া জাতির ভাষা, ত্রিবাঙ্কুড়ের মলয়ালম্ ভাষা, তামিল ভাষা, তেলগুভাষা, তাপ্তী নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী ভীল, কুর, কোকু প্রভৃতির ভাষা গণনীয়। পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নিকল সাম্রাজ্য ও লিকু সাম্রাজ্যের ভাষা কতকটা উত্তরদেশীয় তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা তামিলের অনুরূপ। তুরুষ্কের ভাষা ও ব্যাকরণ অবিকল তুরাণীয় ভাষার ন্যায়।

তুরায়ণ (ক্লী) তুর-ক, তস্য অয়নং 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' ইতি সূত্রেণ ণত্বং। ১ অসঙ্গ। ২ যজ্ঞভেদ, এই যজ্ঞ বৈশাখ শুক্লপঞ্চমী বা চৈত্র শুক্লপঞ্চমীতে করিতে হয়।

"তুরায়ণং বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং" "চৈত্রস্য বা" (কাত্যা° ২৪।৮।১২) 'তুরায়ণং সত্রনাম' (কর্ক) ৩ পরায়ণ, আসক্ত।

তুরাসাহ্ (পুং) তুরং ত্বরিতং সাহয়তি সহ-ণিচ্ ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সূত্রেণ দীর্ঘঃ। ইন্দ্র। "সহেঃ ষাড়ঃ সঃ" (পা ৮।৩।৫৬)

তুরাদি শব্দের পর সহধাতুর যখন ষাড় রূপ হইবে, তখনই সহধাতুর স ষত্ব হইবে, ষাড় রূপ না হইলে হইবে না। তুরাষাট্, জনাষাট্ প্রভৃতির স ষত্ব হইল, কিন্তু তুরাসাহ্ জনাসাহ প্রভৃতির স ষত্ব হইল না।

"তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযৌ।" (কুমারস° ২।১)

তুরি, এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি। আফগানিস্থানের নিকটবর্ত্তী কুরম্ নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে এই জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে ৫০০০ যোদ্ধা আছে। ইহারা অপরাপর জাতির সহিত মিলিত হইয়া মীরঞ্জাই উপত্যকায় মহা উৎপাত করে। ইহারা ইংরাজদ্বেষী, সর্ব্বদা ইংরাজাধিকৃত্য কোহাট জেলায় উৎপাত করে। অপর জাতিকেও ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কোক একদল তুরি বিদ্রোহীকে যুদ্ধ করেন। ইহারা জয়ধ্বনিতে যাইতেছিল। ১৮৫৪ অব্দে সন্ধি হয়, কিন্তু কয়েকমাস পরে প্রায় ২০০০ তুরি মীরঞ্জাই আক্রমণ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে। কাবুল যুদ্ধে (১৮৭৮৮০ খৃঃ অব্দে) তুরিরা কোন গোলযোগ করে নাই।

সাউদপুর, বিজমোট, লোক, গোয়াকেট, উল্লু প্রভৃতি স্থানে একদল তুরি বাস করে। তাহারা উঁচু ভাড়া দিয়া

থাকে, কিন্তু বাউরি ও যেতারসিদের ন্যায় অতিশয় চৌর্য্য-পরায়ণ বলিয়া তাহারা শয়তানের বংশধর এবং ভূত প্রেত নামে আখ্যাত হয়।

তুরি (স্ত্রী) তুর্-ইন্। তন্তুবায়ের কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বয়নসাধন, মাকু, তাঁতির যন্ত্রবিশেষ।

তুরী (স্ত্রী) তুরি-ঙীপ্। ১ তুরি, মাকু, তন্তুবায়ের যন্ত্রবিশেষ। পর্য্যায়—তন্ত্রকাষ্ঠ, তুলি, তুলী। (শব্দর°) ২ ত্বরাযুক্ত। "রুচা নৃপতীব তুর্য্যৈ" (ঋক্ ১০।১০৬।৪) 'তুর্য্যৈ ত্বরমাণায়ৈ সংগ্রমবত্যৈ।' (সায়ণ)

তুরীপ (ত্রি) তূর্ণমাপ্নোতি ব্যাপ্নোতি তূর্ণ-আপ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণব্যাপক। "ত্বষ্টা তুষ্টা তুরীপোঽদ্ভুত ইন্দ্রাগ্নী" (যজু° ২১।২০) 'তুরীপঃ তূর্ণমাপ্নোতি তুরীপঃ।' (বেদদীপ)

তুরীয় (ত্রি) তুরীয় অচ্ চতুর্ণাং পূরণঃ চতুর্-ছ, আদ্যলোপশ্চ। ১ গতিযুক্ত। ২ চতুর্থের পূরণ। ৩ তারক।

"মনস্তুরীয়মথ পোষয়িত্ন্" (ঋক্ ৩।৪।৭) 'তুরীয়ং তারকং' (সায়ণ) ৪ চতুর্থী বৈখরীরূপা বাক্।

"তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" (ঋক্ ১৬৪।৪৫) 'তুরীয়ন্তু-পদং বৈখরীসংজ্ঞকং মনুষ্যা সর্ব্বে বদন্তি।' (সায়ণ)

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চারিটী বাক্য। ইহার মধ্যে বৈখরী বাক্যের নাম তুরীয়। এক নাদাত্মিকাবাক্য মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়াছিল এবং তাহার নাম পরা-বাক্. এই নাদোত্থিত বাক্য অতি সূক্ষ্ম এবং দুর্নিরূপণ (কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে) এবং ইহা কেবল যোগিগণই দেখিতে সমর্থ, এইজন্ত ইহার নাম পশ্যন্তীবাক্। পরে এই বাক্য বুদ্ধিগত হইয়া বিপক্ষ (বলিবার ইচ্ছা) প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার নাম মধ্যমা হইয়াছিল; অনন্তর যে সময়ে এই বাক্য মুখে স্থিত হইয়া তালু ও ওষ্ঠাদি ব্যাপার দ্বারা বাহিরে নির্গত হইতে লাগিল অর্থাৎ মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন তাহার নাম বৈখরী বা তুরীয় হইল। ইহার মধ্যে পরাদি তিনটী হৃদয়ের অন্তবর্ত্তিত্ব হেতু গুহা নিহিত হইল এবং চতুর্থ সংখ্যক তুরীয় বাক্য সকল লোকই উচ্চারণ করিতে লাগিল। (ঋক্ ১।১৬৪।৪৫ সায়ণ) ৫ সর্ব্বাধারভূত অনুপহিত চৈতন্ত, পরব্রহ্ম।

বেদান্তসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বন বা তদবচ্ছিন্ন আকাশ এবং বৃক্ষ বা তন্ন স্থিত আকাশ এবং জলাশয় বা তদগত প্রতিবিম্বিত আকাশাদির আশ্রয়রূপ অনুপহিত মহাকাশের ন্যায় এই সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্তদিগের আধারভূত যে অনুপহিত চৈতন্ত, তাহাকে তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্ত বলা যায় *। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—মঙ্গলস্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্তকে চতুর্থ বলিয়া মানি, তিনি আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। যেমন তপ্তলৌহ পিণ্ডের সহিত অভিন্ন রূপ অগ্নি "অয়ো দহতি" এই বাক্যের বাচ্য এবং লৌহপিণ্ড হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য বলা যায়, তদ্রূপ এই সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্তের সহিত অভিন্ন রূপ এই তুরীয় চৈতন্ত "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের বাচ্য এবং ভিন্নরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হয়। (বেদান্তসার)

তুরীয়ক (পুং) তুরীয় স্বার্থে ক। চতুর্থ।

"ভগিন্দশ নিজাদংশাৎ দত্তাংশন্তু তুরীয়কং।" (যাজ্ঞ° ২।১২৪)

তুরীয়বর্ণ (পুং) তুরীয়ঃ বর্ণঃ কর্ম্মধা। চতুর্থবর্ণ শূদ্র। (হলায়ুধ)

তুরুষ্ক, ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। তুর্কজাতি। তুর্কীস্থান। তাতারদেশ।

তুরুষ্ক, এসিয়া ও য়ুরোপের অন্তর্গত দেশ বিশেষ। এই দেশ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—এসিয়ক তুরুষ্ক ও য়ুরোপীয় তুরুষ্ক। ইহার মধ্যে এসিয়ক তুরুষ্কই বৃহৎ। এসিয়ক তুরুষ্কই এসিয়ার পশ্চিমান্তদেশ। ইহার উত্তরে কৃষ্ণসাগর ও এসিয়ক রুষিয়া, পূর্ব্বে পারস্ত, দক্ষিণে আরব ও ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। আকারে এই দেশ ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক। এই প্রদেশে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি আছে,—এসিয়া মাইনর, সিরীয়া, আর্ম্মেনিয়ার কতকাংশ, কুর্দ্দিস্থান (বা আসিরীয়া), অল্-জেজিরাহ্ বা মেসোপোটেমিয়া, ইরাক আরবী (বা কালদিয়া) ও আরবীস্থান (বা তুরুষ্কাধিকৃত আরব)।

বামনপুরাণে ভারতের উত্তরসীমা যে তুরুষ্ক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা এ তুরুষ্ক নহে, তাহা এখন তুর্কিস্থান নামে খ্যাত।

এসিয়া-মাইনর (ক্ষুদ্র এসিয়া)—একটী বৃহৎ উপদ্বীপ। ইহা কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগে উচ্চ মালভূমি। উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালা আছে। এই প্রদেশের প্রধান নদী কিজিল ইর্ম্মাক (লোহিত নদী, ইহার প্রাচীন নাম হালিজ) ও 'সকেরিয়া' কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। মিয়ান্দার, হরমুজ ও সরাবত নদী দ্বীপ উপসাগরে পড়িয়াছে। অঙ্গোরা নামক স্থানে লোমশ ছাগ পাওয়া যায়, ইহাদের লোমে এ দেশে শাল হয়। এই প্রদেশ আবার পশ্চিমে আনাতোলিয়া, মধ্যস্থলে কারামানিয়া, উত্তর-পূর্ব্বে রুম বা শিবস এইরূপ ভাগে বিভক্ত। স্মির্ণা এ প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ও বাণিজ্যস্থান। স্কুটারি,

* "বনবৃক্ষতদবচ্ছিন্নাকাশয়োর্জলাশয়জলতদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশয়োর্বা আধারানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিতচৈতন্যয়োঃ আধারভূতং চৈতন্যং তৎ তুরীয়মিত্যুচ্যতে।" (বেদান্তসা°)

আস্তারা, সিনোপ্, ত্রিবিজন্দ, কোনেহ্ (প্রাচীন নাম আই কোনিয়াম্), স্মির্ণা প্রভৃতি নগরগুলি প্রধান। ইহার পশ্চিমস্থ বেবা অন্তরীপই এসিয়ার সর্ব্বপশ্চিম অন্তরীপ।

সিরীয়া এসিয়া-মাইনরের দক্ষিণে আরবের উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টানদিগের পবিত্র স্থান প্যালেষ্টাইন এই সিরীয়ার মধ্যে। ইহাই পশ্চিম বিভাগ, জেরুসালেম ইহার প্রধান নগর, বেথ্লেহেম্ সহরে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। সিরীয়ার রাজধানী আলেপো। অন্তিওক বা আন্তাকিয়া একটী নগর এবং সৈদা (প্রাচীন সিদোন), তায়র (Tyre), একার, জাফ্‌ফা, গাজা প্রভৃতি কয়টী বিখ্যাত সহর আছে।

আর্ম্মেণিয়া প্রদেশ কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার সমস্তই পূর্ব্বে তুরুষ্কাধিকারে ছিল, পরে রুষ-তুরুষ্ক যুদ্ধের পর ইহার পূর্ব্বাংশ রুষরাজকে অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বাংশে আরারাট পর্ব্বত পারস্ত, রুষ ও তুরুষ্ক এই তিনটী বৃহৎ সাম্রাজ্যের সীমাস্বরূপ দণ্ডায়মান। ইহার শিখর-দেশ ঊর্দ্ধে দেড়ক্রোশ পর্য্যন্ত চিরতুষারে আচ্ছন্ন। এ প্রদেশে য়ুফ্রেতিস্ নদী দক্ষিণমুখে, কুর ও অরস্ পূর্ব্বমুখে, কাস্পীয় হ্রদে পড়িতেছে। আর্জরুম ইহার রাজধানী, ও ভান নগর ভান হ্রদতীরে অবস্থিত।

কুর্দ্দিস্তানের প্রাচীন নাম আসিরীয়া। এই প্রদেশ আর্ম্মেণিয়ার দক্ষিণে তাইগ্রীস নদীর উত্তরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা কুর্দ্দনামে খ্যাত। ইহারা কৃষিজীবী, কিন্তু দস্যুব্যবসায়ী ও ভয়ানক স্বভাব। ইহাদের ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেতোপাসনা ও অগ্ন্যু-পাসনা মিশ্রিত আছে। এখানে তাইগ্রীসতীরে প্রাচীন নগর নিনেভির ধ্বংসাবশেষ আছে।

অল-জে-জিরাহ্ প্রদেশের প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়া। ইহা কুর্দ্দিস্তানের দক্ষিণে তাইগ্রীস ও য়ুফ্রেতিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। তাইগ্রীস তীরে মোজল নগর ইহার রাজধানী। এখানে প্রাচীন কালে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহা-কেই মস্‌লিন্ (মস্‌লিন) বলিত।

ইরাক্ আরবী প্রদেশের প্রাচীন নাম কালদিয়া বা বাবিলোনিয়া। ইহা পারস্ত সাগরের নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই প্রদেশ অতি উর্ব্বরা ছিল, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, বোগদাদ নগর (তাইগ্রীস তীরে) ইহার রাজধানী। এই নগরই খলিফা-গণের রাজধানী ছিল। য়ুফ্রেতিস তীরে প্রাচীন নগর বাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বর্ত্তমান হিল্লেহ্ নগর অবস্থিত। য়ুফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস নদী এই প্রদেশে মিলিত হইয়া সাট্-অল্-আরব নাম ধারণ করিয়াছে। এই যুক্ত-নদীতীরে বসোরা বা বসরা নগর অবস্থিত। এই নগরের বাণিজ্য বহু বিস্তৃত। এখানকার গোলাপ ফুল অতি উৎকৃষ্ট।

য়ুরোপীয় তুরুষ্ক। ইহার উত্তরে অষ্ট্রিয়া, সার্ভিয়া ও রুমাণিয়া, পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর; দক্ষিণে ইজিয়ান সাগর ও গ্রীস এবং পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর। দানিয়ুব নদী উত্তরাংশে শাখা প্রশাখা লইয়া সমস্ত দেশে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে। দক্ষিণাংশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। এ দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও সাধারণতঃ নাতি-শীতোষ্ণ, কিন্তু সময়ে সময়ে অতিগ্রীষ্ম ও অতিশীত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় তুরুষ্কে এই কয়টী প্রদেশ আছে,—রুমে-লিয়া, পূর্ব্বরুমেলিয়া, অলবানিয়া ও বুলগেরিয়া।

কনষ্টাণ্টিনোপল্ বা ইস্তাম্বুল সহর তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের রাজ-ধানী। এই নগর বস্‌ফরসের তীরে অবস্থিত। নগরটী দেখিতে সুন্দর। অট্টালিকা প্রায় নাই, অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্ম্মিত। রাস্তা সরু ও গলিজ। কলিকাতা অপেক্ষা এই সহর ক্ষুদ্র।

গল্লিপোলি সহর দার্দ্দেনেলিস্ প্রণালীর তীরে অবস্থিত। এই সহর তুরুষ্ক রাজ্যের নৌ-সেনাগণের থাকিবার প্রধান আড্ডা। এড্রিয়ানোপল্ (রোমীয় সম্রাট এড্রিয়ান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত) তুর্কীগণের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহাই রাজ্যের দ্বিতীয় সহর। সলোনিকী (প্রাচীন থেসালোনিকা) দ্বিতীয় বন্দর।

বুলগেরিয়া প্রদেশে বুলগেরিয়া ও শুমলা, বলকান পর্ব্ব-তের গিরিবর্ত্মে অবস্থিত, ইহা দৃঢ় দুর্গবেষ্টিত। বর্ণা কৃষ্ণ-সাগরের তীরে একটী বন্দর। সিলিষ্ট্রিয়া, ত্রিনোভা ও সোফিয়া (বুলগেরিয়ার রাজধানী) আরও কয়েকটী প্রধান নগর।

আরবীস্তান বা তুরুষ্কাধিকৃত আরবপ্রদেশ। ইহার পরি-মাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গ মাইল। বোগদাদই ইহার রাজধানী। শাসনবিভাগানুসারে কুর্দ্দিস্তানের কতকাংশ ইহার অন্তর্গত। মেসোপোটেমিয়াও ইহার অধীন। ইংরাজেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিয়া যখন ভারতে আসেন, তখন হইতে এই প্রদেশের সহিত তাঁহাদের একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে। তখন বসোরায় তাঁহাদের একটী কুঠি ছিল, বন্দর আব্বাস নামক স্থানে তাঁহাদের একজন এজেণ্ট থাকিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই এজেণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা বোগদাদস্থ ইংরাজ প্রতিনিধির হস্তে গিয়াছে।

য়ুরোপীয় তুরুষ্কের অধিকাংশ স্থলই পর্ব্বতাকীর্ণ, বলকান পর্ব্বত এখন যদিও রুষের অধীন, তবু‌ও ইহার গিরিপথ-গুলি তুরুষ্কের ব্যবহারে আছে। এখানে খনিজের মধ্যে

লৌহই অধিক, তদ্ভিন্ন রৌপ্যমিশ্রিত সীসা, তামা, গন্ধক, লবণ, ফট্‌কিরি ও কয়লা উত্থিত হয়।

য়ুরোপীয় তুরস্কে ১৭৮ মাইল ও এসিয়া তুরস্কে ৫০০ মাইল মাত্র রেল হইয়াছে।

য়ুরোপীয় ও এসিয়ক তুরস্ক ব্যতীত তুরস্কের অধীনে আফ্রিকাতে কয়েকটী দেশ আছে। এই সমস্ত একত্র হইয়া য়ুরোপে তুরস্কসাম্রাজ্য বা অটোমান-সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তুরস্ক সাম্রাজ্য এক সময়ে সমস্ত দক্ষিণ য়ুরোপে ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়াছিল। রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের পর এখন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে আফ্রিকার ত্রিপলী, বার্কা, মিশর এবং এসিয়ায় এসিয়িক তুরস্ক ও তুরস্কাধিকৃত আরব মাত্র বর্ত্তমান।

তুরস্কে তুর্কী, য়িহুদী, গ্রীকচর্চ্চের খৃষ্টান ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকও আছে।

তুরস্কে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রধান। সম্রাট্‌ও মুসলমান। বর্ত্তমান সম্রাটের নাম সুলতান আবহুল হামিদ (২য়), ইঁহার জন্ম ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ও সিংহাসনারোহণ কাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে।

রাজ্যশাসনপ্রণালী। তুরস্কের সুলতান স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবার জন্য কিছুই নাই; আইন, দেশের চলিত প্রথা বা প্রজার অভিপ্রায়, কিছুতেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হয় না, তবে কোরাণ মানিয়া চলিতে হয়। কোরণানুসারে তাঁহার বিধি নিষেধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহার একটী পণ্ডিত-সভা আছে। এই সকল পণ্ডিত উত্তম কোরাণশাস্ত্রবিৎ ও ইঁহারা 'উল্‌মা' নামে কথিত। পণ্ডিতসভার সভাপতি সেখ-উল্‌-ইস্‌লাম ও মুখপাত্রকে মুফ্‌তি বলে। এই সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, ফৌজদারী, দেওয়ানী ও সামরিক সকল গোলমালের মীমাংসা কোরাণ মতে হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আইনও আছে। কোরাণানুসারে যে সকল বিধি রাজ্যারম্ভ কাল হইতে এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতসভা ও সুলতানগণ দ্বারা চলিত হইয়াছে তাহাই "কানুন-নামী" নামে চলিত হইয়া আছে। যুদ্ধ-সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে সুলতান একা কিছুই করিতে পারেন না; তাঁহাকে পণ্ডিতসভার মত লইয়া চলিতে হয়।

রাজসভায় সম্মানকর পদ দ্বিবিধ—বিদ্যায় সম্মান ও অস্ত্রের সম্মান। বিদ্যায় সম্মান ত্রিবিধ—রিজাল, খাজা ও আগা। রাজার মন্ত্রিসভার সদস্যেরা "রিজাল" নামে আখ্যাত, ইঁহাদের মুখপাত্র এবং প্রধান উজীর। ইঁহাদের ক্যেম্মা-বে (রাজধানীর সকল বিভাগের বিভিন্ন মন্ত্রিগণ), রইস-এফেন্দি (বিদেশী মন্ত্রিগণ), চাউশ-বাশী (শাসন-পরিচালক মন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারী দল) গণ্য। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দ "খাজা" নামে খ্যাত। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রধান কর্ম্মচারী দফ্‌তরদার নামে কথিত হন। নিশানজী-বাশী (সুলতানের মোহর-রক্ষক) ও দফ্‌তরআমিনী (রাজস্ব বিভাগের পরিদর্শক) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার মন্ত্রীসভার সদস্যও "উজীর" নামধারী। উজীরবর্গের নাম 'দেওয়ান'। নানাবিধ দেওয়ানী ও সামরিক কর্ম্মচারী 'আগা' নামে খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে "বোস্‌তনজী বাশী" (অন্তঃপুরোদ্যান-রক্ষীর অধ্যক্ষ), তোপজী বাশী (তোপখানা, গোলাগুলি, বারুদ ও কামানের অধ্যক্ষ), মিরি-আলম্‌ (মহম্মদের চিহ্নযুক্ত পতাকাবাহক) প্রভৃতি গণ্য।

সামরিক সম্মানও ত্রিবিধ—ইহা মন্ত্রী, পাশা ও বে-গণ পাইয়া থাকেন। উজীরেরা ত্রিচিহ্নধারী পাশা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দ্বিচিহ্নধারী পাশা ও বে-গণ এক চিহ্নধারী। বে-গণ পাশা নামে কথিত হন না। যুদ্ধের সেনাপতিরাও উজীরদিগের ন্যায় ত্রিচিহ্নধারী, ইঁহাদিগকে 'সিরকর' বলে।

সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে এক এক জন পাশা শাসনকর্ত্তা আছেন। ইঁহাদিগকে 'ওয়ালী' (প্রতিনিধি বা Viceroy) বলা হয়। ওয়ালীর অধীন থাকে বলিয়া প্রত্যেক প্রদেশকে ওয়ালীয়ত বলে। প্রত্যেক ওয়ালীয়ত আবার কতকগুলি সন্‌জক বা লিবায় বিভক্ত। প্রত্যেক লিবায় একজন 'কায়-মকান' (সহকারী প্রতিনিধি বা Lieutenant Governors) আছেন, প্রত্যেক লিবাও আবার কতকগুলি কাজায় (জেলা) বিভক্ত। প্রত্যেক কাজা আবার কতকগুলি 'নহিয়ে' (পরগণা বা মণ্ডল বা চাক্‌লায়) বিভক্ত। ওয়ালী ও লিবার শাসনকর্ত্তারা 'পাশা' উপাধিধারী, কাজা প্রভৃতির শাসকেরা 'বে' উপাধিধারী, পাশার হস্তে সামরিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিভাগের সকল ক্ষমতাই থাকে। পাশারা অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদিগের উপর প্রভু বটেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের কোন প্রভুত্ব নাই।

এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—তুর্কী ও রায়া। মুসলমানেরা (তুর্কী, কুর্দ, আরব, বোসনিয়াবাসী মুসলমান, আলবেনিবাসী মুসলমান ও প্রাচীন এপিরাবাসী মুসলমানগণ) সাধারণতঃ তুর্কী নামে অভিহিত। বিধর্ম্মী বিদেশী মাত্রই 'রায়া' নামে কথিত হয়।

ইতিহাস। ওস্‌মান্‌-লি-তুর্কীরা এসিয়ার তুরাণীয় জাতিরই এক শাখা। এসিয়া মাইনর, রুমেলিয়া, কারামান প্রভৃতি স্থলে ইঁহারাই প্রধান অধিবাসী। হিরোদোতাসের গ্রন্থে

বর্ত্তমান কিউ সহরের দক্ষিণপশ্চিমে 'ইয়ুরকি' নামে একজাতির উল্লেখ দেখা যায়। ঐ জাতির বসতি স্থানের নাম তাঁহারই গ্রন্থে তুর্কী (Turcæ) বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্লিনি ইহাকে 'তুর্ক' (Turk) বলিয়াছেন। য়ুরুক নামে এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল আদিম জাতি এখনও এসিয়া মাইনরে ও পারস্যে বর্ত্তমান আছে। তুর্কী ও তুরুষ্ক দেশের কথা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম য়ুরোপে বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার কয়েকশত পূর্ব্বে চীনেরা কিন্তু ইহাদের বিষয় অবগত ছিল।

তুর্কীদিগের কয়েকটী প্রাচীন বংশ বিভাগ আছে —(১) ওঘুজ (২) সেলজুক ও (৩) ওসমান-লি।

(১) ওঘুজ। প্রবাদ এই, তুর্কীস্থানে (মধ্য এসিয়ার তুরাণ দেশে) ওঘুজ খাঁ নামে একজন পরাক্রান্ত তুর্কী-নরপতি ছিলেন। ইহার পিতার নাম কারা খাঁ। ওঘুজ খাঁ ইব্রাহিমের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার রাজত্ব ইহার কয়জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলে তিন জন খাঁ (তিন শর বলিয়া খ্যাত) চীন পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পশ্চিমাঞ্চলে তিন জন খাঁ অক্ষু ও জক্‌জরতিস্ নদীর চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম খাঁ পার্ব্বতীয় খাঁ নামে খ্যাত। ইনি তুর্কমান (বর্ত্তমান কাস্পীয় সাগর তীরবর্ত্তী তুর্কী) জাতির আদিপুরুষ। দ্বিতীয় খাঁ সামুদ্রিক খাঁ নামে খ্যাত। ইনিই সেলজুকগণের আদিপুরুষ। তৃতীয় খাঁ স্বর্গীয় খাঁ নামে খ্যাত, ইনি কায়ি জাতির আদিপুরুষ। এই কায়ি জাতি হইতে ওস্মান-লি তুর্কীদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। ওঘুজেরা বহুকাল পারস্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া খ্রীষ্টীয় ৭১১ অব্দে আরবের সহিত বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। আরবেরা এই সময় বোখারা ও সমরকন্দ জয় করে। মোগল্রা খাঁ হারুণ ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তৎপরে অন্তর্বিদ্রোহে সেলজুকেরা প্রবল হইয়া ইহাদের রাজ্য অধিকার করে।

(২) সেলজুক। ১০ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেলজুকদিগের অধিপতি প্রবল হন। ইহার পৌত্র তুঘরিল বেগ ১১ শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই সময়ে বোগদাদে খলিফা অল্ কায়েম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র বেসানিরি পিতৃরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছা করায় সেলজুকপতি তুঘরিল কর্ত্তৃক নিহত হন। খলিফা সেলজুকপতিকে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া আমীর উল্-ওমরা-ই (রাজাধিরাজ) উপাধি প্রদান করেন, তাঁহার ভগ্নীকে নিজে বিবাহ করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘ্রিল-বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র অল্প্-আর্স্লান রাজা হন ও খলিফা কায়েমের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি পারস্যের উত্তরপশ্চিমাংশ, আর্ম্মেণিয়া, জর্জিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও সিরীয়া জয় করেন। ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গ্রীকসম্রাট্ রোমেনাসকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। ইহার পুত্র মালিক শাহ এসিয়া মাইনরের অধিকাংশ জয় করেন। ইহার পর ১৩০ বৎসর এই বংশীয়েরা অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহারা পশ্চিম এসিয়া প্রায় সমস্তই অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সেলজুকগণের শেষ নরপতি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন্ ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদিগের হস্তে বিনষ্ট হন। ইহার পর ইহার রাজ্য নানা সর্দ্দারে বিভাগ করিয়া লয়। [তুর্কীস্থান দেখ।] ইহাদের সময়ে কোনে নগরে রাজধানী ছিল।

(৩) ওস্মানলি। সুলেমান শাহ কায়ি জাতীয় রাজপুত্র ছিলেন, খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি খোরাসানের অন্তর্গত মহান নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। চঙ্গেজ খাঁর ভয়ে ভীত হইয়া তিনি ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০০ লোক সহ আর্ম্মেণিয়ার মধ্যে আখ্‌লাত ও আরজেনজান নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। ৭ বৎসর পরে কোনে নগরস্থ সেলজুকরাজ আলাউদ্দীন খোরাসান ও খারেজম্ অধিকার করিলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন; পথে জাবের সহরের নিকট য়ুফ্রেতিস্ নদী পার হইবার সময়ে ডুবিয়া যান। তাঁহার অনুযাত্রীরা এখানে তাঁহার এক সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। ইহারই এক পুত্র অর-তুঘ্রিল পশ্চিম দেশেই বাস করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া আলাউদ্দীন্ সেলজুকের অধীনতা স্বীকার করেন এবং মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সহায়তা করিয়া সে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। আলাউদ্দীন এইজন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অঙ্গোরা প্রদেশ জায়গীর দেন ও তাঁহাকে সামন্তরাজ বলিয়া স্বীকার করেন। অর-তুঘ্রিল ইহার পর আলাউদ্দীনকে গ্রীক ও মোগল যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি সেলজুক রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষক বলিয়া মহা সম্মানিত হন। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নামই ওসমান।

(১২৮৮-১৩২৬) ওসমান রাজা হইয়া গ্রীকগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অনেকগুলি স্থান জয় করেন। সেলজুকরাজ আলাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে ওসমান এসিয়া মাইনরের অনেকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১০ বৎসর পরে ইনি ব্রুসা অধিকার করেন। ইহারই সাম্রাজ্য-
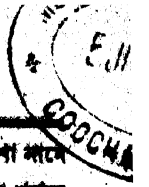
COOCH

সারে এ প্রদেশের কায়ি জাতীয় তুর্কীরা ওসমানলি নামে খ্যাত হয়। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ওসমানলি তুর্কীরা বসফরস্ উত্তীর্ণ হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করে। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উর খাঁ রাজা হন। ওস্মান মৃত্যুকালে উত্তরে বিথিনিয়া, পূর্ব্বে গালাসিয়া, দক্ষিণে ফ্রিগিয়া ও পশ্চিমে সঙ্গোরিয়াস্ নদী-তীর পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বাড়াইয়া গিয়াছিলেন। ইহাই তুরুক সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। বর্ত্তমান সম্রাট্ ইহারই বংশোদ্ভব।

(১৩২৬-১৩৫০)—উর খাঁ রাজা হইয়া স্বীয় ভ্রাতা আলা-উদ্দীন্‌কে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করেন। উর খাঁ স্বনামে মুদ্রা প্রচলন ও খুতবা পাঠের আদেশ দেন। ইনিই স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাজ্যশাসনের জন্ত ইনি যে সকল কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠিত করেন, আজ পর্য্যন্ত সেই সকল পদেই কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার শাসনপ্রণালী এখনও চলিতেছে। ইনি ভ্রাতৃবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিবার উদ্দেশে একদল নিয়মিত সৈন্ত গঠিত ও নিযুক্ত করেন। এরূপ সৈন্ত য়ুরোপে ইতিপূর্ব্বে কেহ গঠিত করেন নাই। এই কার্য্যে প্রধান বিচারক কারা খলীল চেন্দেরেলি তাঁহাকে পরামর্শ দেন। এই সৈন্তদলকে জেনিসেরি বলিত, ইহা হইতেই বর্ত্তমান তুরুকের জেনি-সেরি (নবগঠিত সৈন্তদল) কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে এই সৈন্ত লইয়া ফিলোক্রেনের যুদ্ধে সম্রাট্ উর খাঁ কনিষ্ঠ আন্দ্রনিকাসকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে তিনি নিকিয়া জয় ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ছয় বৎসর পরে (১৩৩৬ খৃঃ অব্দে) মিসিয়া জয় করেন। ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আন্দ্রনিকাস্ এক সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি তাঁহার এসিয়ার রাজ্যগুলি উর খাঁকে ছাড়িয়া দেন। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে স্বয়ং উর খাঁ বসফরস্ উত্তীর্ণ হইয়া থ্রেস আক্রমণ করেন। সম্রাট্ জন কাণ্টাকু-জেনাস্ স্বীয় কন্তার সহিত উর খাঁর বিবাহ দিয়া (১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। উর খাঁর পুত্র সুলেমান ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে দার্দানেলিস্ উত্তীর্ণ হইয়া জিম্পি দুর্গ (বর্ত্তমান চিনি) অধিকার করেন। তুর্কীদিগের য়ুরোপে রাজ্যাধিকার এই প্রথম ও অদ্যাবধি তাঁহাদেরই হস্তে আছে। সম্রাট্ জন কাণ্টাকুজেনাস্ ও তাঁহার অপর এক জামাতা প্যালিওলোগসের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, উর খাঁ দার্দানেলিসের বাম কূলস্থ গালিপোলি দুর্গ [illegible] অধিকার করেন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে উর খাঁর মৃত্যু হয়। [illegible] সাম্রাজ্য

বিভক্ত হইয়া যায়। প্রতি বিভাগে এক একজন পাশা রাজা হন। পারসীক "পদ-শাহ্" শব্দ হইতে পাশা শব্দের উৎপত্তি, ইহার অর্থ বাহারা পারিষদের শাহকে প্রধানতঃ রক্ষা করে।

(১৩৫৯-১৩৮৯)—উর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান অশ্ব হইতে পড়িয়া মারা যান, সুতরাং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ রাজা হন। তিনি রাজা হইয়াই অবশিষ্ট বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য অধিকার করিবার উদ্যোগ করেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি আদ্রিয়া-নোপল অধিকার ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। হঙ্গেরি, বোসনিয়া, সার্ভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার রাজগণ মুরাদের বিরুদ্ধে একত্র উত্থিত হন, কিন্তু তাঁহারা সকলে তুর্কীহস্তে ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্টরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে থ্রেস, বুল-গেরিয়া, মাকিদোনিয়া, থেসালি ও এপিরাস্ তুর্কীদিগের অধিকারে আসে। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে মুরাদ কারামানিয়ার সেলজুকরাজ আলাউদ্দীনকে বশীভূত করিয়া নিজ অধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে সার্ভিয়ারাজ লাজারাস্ বোসনিয়া, বুলগেরিয়া, হঙ্গেরি, পোলণ্ড ও ওয়ালাসিয়া-রাজগণের সাহায্যে তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে সার্ভিয়ার দক্ষিণে কোসোবা নামক স্থানে মুরাদের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রক্ত-নদী বহিতে থাকে। লাজারাস্ বন্দী হন। সাহায্যকারী রাজগণ পলায়ন করেন। প্রধান প্রধান বন্দীরা শিবিরেই মুরাদের সম্মুখে আনীত হন।

মিলোশ কোবিলেবিচ্ নামে একজন সার্ভিয়ার সেনাপতি মুরাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহার পদচুম্বনাদি করিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ান ও বস্ত্র মধ্য হইতে ভীষণ ছুরিকা বাহির করিয়া মুরাদের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দেন। মুরাদ সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ সার্ভিয়ার রাজা লাজারাস্ এবং নিজ হন্তা সার্ভিয়ার সেনাপতির শিরশ্ছেদনে আদেশ দিলেন। তাঁহার সম্মুখেই সে কার্য্য সমাধা হইল। মুরাদের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বয়াজিদ্ রাজা হন এবং সার্ভিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

(১৩৮৯-১৪০৩)—বয়াজিদ্ মুরাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনিই ওস্মান্-লি-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি প্রথমে আপনার কনিষ্ঠ সহোদর যাকুবের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্তান্তিনোপল্ আক্রমণ করেন। কএকজন করাসীবীর আসিয়া এই সময় নগর রক্ষা করেন। তৎপরে সাতবর্ষ পর্য্যন্ত অবরোধ চলিয়াছিল। এসিয়া [illegible] বয়াজিদ্ কারামানিয়া ও কএকটী সেলজুক

রাজ্য জয় করেন। এই সময় হঙ্গেরিরাজ সিগিস্মণ্ড বার্গণ্ডী-পতি জন, নেভারের কাউণ্ট ও বাছা বাছা ফরাসী অশ্বারোহী যোদ্ধৃবর্গের সাহায্যে বিপুল বিক্রমে বয়াজিদকে আক্রমণ করেন। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে নিকিপোলিক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বয়াজিদেরই জয় হইল। পরবর্ষে তিনি গ্রীক-দেশ আক্রমণ করেন, পরে হঙ্গেরিজয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তৈমুরের অভ্যুদয়ে তিনি এসিয়াস্থ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। শেষে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গোরার যুদ্ধে তৈমুরের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তৎপর বর্ষেই পিসিদিয়াস্থ আকসহরে তাতারশিবিরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

(১৪০৩-১৪১৩)—অঙ্গোরার যুদ্ধের পর তৈমুর কারা-মানিয়া, অইদিন প্রভৃতির সেল্জুক্ রাজকুমারদিগকে পুন-রায় পৈতৃক রাজ্যে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরে বিবাদ আরম্ভ করিল। এদিকে ওস্মানের সিংহাসন লইয়া সুলেমান, ঈশা ও মহম্মদ এই তিন পুত্রের মধ্যে গোলযোগ বাঁধিল। শেষে সুলেমান য়ুরোপে স্বাধীন হইলেন। ঈশা ও মহম্মদ সেলজুক্দিগকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার-পূর্ব্বক ক্রসায় ঈশা ও আমাসিয়ায় মহম্মদ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহম্মদের কাছে তিনবার পরাস্ত হইয়া ঈশা কারামানিয়ায় পলায়ন করেন। তৎপরে আর তাঁহার নাম শুনা যায় নাই। বয়াজিদের মুসা নামে আর এক পুত্র ছিল। তিনি মহম্মদের অধীন থাকায় সুলেমানকে আক্রমণ করিবার জন্য মহম্মদ তাঁহাকে প্রেরণ করেন। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে সুলেমান পরাস্ত হইলেন ও পথিমধ্যে প্রাণ হারাই-লেন। মুসা য়ুরোপে তুর্কীদিগের অধিপতি হইলেন। এখন মুসা ও মহম্মদে সমর আরম্ভ হইল। কারাপুনদীর উৎপত্তি-স্থানের নিকটবর্ত্তী চামুরলা ক্ষেত্রে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মুসা সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হইলেন। সুতরাং মহম্মদ এখন একমাত্র সুলতান হইলেন।

(১৪১৩-১৪২১)—রূপে, গুণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে সকল প্রকারে মহম্মদ (১ম) খ্যাতিলাভ করিলেন। চামুরলাক্ষেত্র হইতে তিনি বরাবর এসিয়ায় আসিয়া সেলজুক্দিগকে স্ব স্ব রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্তান্তিনোপলে গিয়া সম্রাট্ মানুএলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে মহাসমারোহে সম্রাট্ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঐ বর্ষেই মহম্মদ পুত্র (২য়) মুরাদকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(১৪২১-১৪৫১)—১৮শ বর্ষে মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২য় মুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পরই মুস্তাফানামে বয়াজিদের এক পুত্র আসিয়া সিংহাসনের দাবী করেন। মুরাদ জিনিশের নৌসেনাপতি অডর্ণোর সাহায্যে মুস্তাফাকে পরাজয় ও বিনাশ করেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরিরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে অনেক তুরস্ক-সৈন্য নিহত হয়, অবশেষে সন্ধি হইলে সব গোলমাল মিটিয়া যায়। মুরাদ শান্তিপ্রিয় ছিলেন। হঙ্গেরির সহিত সন্ধি হইলে তিনি জ্ঞানচর্চ্চার জন্য পুত্র মহম্মদের উপর রাজ্যভার দিয়া এসিয়ায় আগমন করেন। কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার দশ সপ্তাহ পরে মুরাদ শুনিলেন, হঙ্গেরির সৈন্যগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে আসিয়া হঙ্গেরিরাজকে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে হঙ্গেরিরাজ ও অপর কএকজন প্রধান সামন্ত নিহত হন। ইহার পর মুরাদ পুত্রের উপর আর একবার রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্প দিন পরে রাজ্যমধ্যে একবার বিদ্রোহ ঘটায়, তিনি আবার শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

(১৪৫১-১৪৮১)—২য় মুরাদের পুত্র ২য় মহম্মদ ২১শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময় তুরস্ক-রাজ্যের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইনি ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মে কনস্তান্তিনোপল, সার্ভিয়া, পিলপনিসাস্, ত্রিবিজন্দ, কাফা, ক্রিমিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। গ্রীক-দিগের যে শেষ স্বাধীনতা ছিল, ত্রিবিজন্দ জয়ের পর সেটুকুও বিলুপ্ত হইল। মহম্মদের পরাক্রমে য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ পর্য্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় চতুর ও রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, আইন ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

(১৪৮১-১৫১২)—২য় মহম্মদের মৃত্যুর পর ২য় বয়াজিদ্ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার সহোদর জেম্ রাজ্য পাইবার জন্য গৃহবিবাদ আরম্ভ করিলেন। কএকটী যুদ্ধের পর জেম্ রোড্স্দ্বীপে পলায়ন করেন, সেখানে আবার ধৃত হইয়া তিনি ফরাসীরাজের নিকট প্রেরিত হন। তথা হইতে জেম্ পোপের আশ্রয় পাইবার জন্য রোমে গমন করেন। পোপ আবার তাঁহাকে ৮ম চার্লসের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এইবার তাঁহার আয়ুও শেষ হইল।

এতদ্ব্যতীত বয়াজিদের রাজত্বকালে ইজিপ্ট, ভিনিশ, হঙ্গেরি, পোলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ায় যুদ্ধ বাধে। ইঁহারই সময় ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম রুষদূত কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হন। শেষ দশায় বয়াজিদ্ আপন পুত্র সেলিমের সহিত গৃহবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। শেষে সেলিমকে রাজ্য অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(১৫১২-১৫২০)—সেলিম যেমন নিষ্ঠুর আবার তেমনি কার্য্যকুশল ও বীর ছিলেন। তাঁহার সময় তুরস্কের ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজা হইবার পরই তিনি ছোট ভাই কোরকুদ ও পাঁচজন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ বিনাশ করেন। তৎপরে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে অপর ভ্রাতা আহ্মদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সেলিম শাহ-ইস্মাইলকে পরাভূত করিয়া তাব্রিজ অধিকার করিলেন। ইহারই অনতিপরে তিনি আর্ম্মেণিয়া হইতে কারামানিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিপতি আলাউদ্দৌলাৎকে আক্রমণ করেন। আলাউদ্দৌলাৎ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। তৎপরে (১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি ইজিপ্ট ও সিরীয়া অধিকার করিলেন। এই সময় তিনি মুসলমান-সমাজে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন। মক্কার অধিকারী কাবার চাবি আনিয়া সেলিমের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেলিম একজন গোঁড়া সুন্নি ছিলেন। শিয়া-দিগের উপর বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেন এবং যে সকল খৃষ্টান মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন, যে সকল বিধর্ম্মী জিজিয়া কর দিয়া থাকে, কোরাণে তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বিধি নাই। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে অধিক অহিফেন সেবনে সেলিমের মৃত্যু হয়।

(১৫২০-১৫৬৬)—প্রথম সেলিমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুলেমান রাজ্যারোহণ করেন। ওসমানলিদিগের রাজগণের মধ্যে ইনি অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজা হইয়াই সেই বৎসরেই ইনি বেলগ্রেড ও রোড্স্ দ্বীপ অধিকার করেন। সেই বৎসরেই ওয়ালাসিয়ার রাজা রাডুল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরিরাজ লুই সুলেমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মোহাকের যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করেন। সুলেমান হঙ্গেরিতে প্রবেশ করিয়া রাজধানী বুডা নগর এবং পরে ট্রানসিলভানিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণিতে প্রবেশ করিয়া ভিয়ানা নগর অবরোধ করেন, কিন্তু ৪ বৎসর পরে অবরোধ ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি পারস্য আক্রমণ করেন। শাহ তমাস্প তখন পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তুরস্কের অধীনস্থ বেদ্লিস্রাজ সেরিফ-বে বিদ্রোহী হইয়া পারস্যের শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই কারণেই পারস্যের সহিত যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তুর্কীরা বোগদাদ অধিকার করে, কিন্তু শাহ বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধকালে সাহায্য না করায় সুলতান বিজিত পারস্যাধিকার-গুলি ছাড়িয়া দেন। পারস্যের যুদ্ধকালে সুলতানের নৌসেনা-গণ ভিনিশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করে। ইজিয়ান সাগরের অনেকগুলি দ্বীপ এই যুদ্ধে তুরস্কের অধীন হয়। ট্রানসিল্ভানিয়ার রাজা জাপোলার মৃত্যু হইলে অষ্ট্রিয়ারাজ ফার্ডিনাণ্ড্ হঙ্গেরি অধিকার করেন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরি জয় করিতে সুলেমান সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-রাজ বুডা বা ওফেন নগর সহ হঙ্গেরির অধিকাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পরে হঙ্গেরি লইয়া আবার যুদ্ধ হয়। শেষে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইল, তাহাতে স্বীকৃত হয় যে সমস্ত হঙ্গেরিরাজ্য তুরস্কের অধীন, কেবল উত্তর হঙ্গেরিরাজ্য অষ্ট্রিয়ার অধিকারে থাকিবে এবং তিনি তজ্জন্য তুরস্কপতিকে বার্ষিক কর দিবেন। এই সন্ধির পূর্ব্বে সুলেমানের পুত্রদ্বয় সেলিম ও বয়াজিদ সম্রাটের মৃত্যুর পর কে উত্তরাধিকারী হইবে তাহা লইয়া বিবাদ করেন। কোনে নগরে উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বয়াজিদ আপন চারি পুত্রের সহিত পারস্যে গিয়া আশ্রয় লয়েন। সুলতান সেলিমকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলে পারস্যরাজ বয়াজিদ ও তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে সম্রাটের হস্তে প্রদান করেন। সুলতানের আদেশে সপুত্র বয়াজিদ ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে হত হন। ইহার সময়ে তুরস্কের নৌসেনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। নৌসেনাধ্যক্ষেরা সর্ব্বদা ইতালী, রোম ও আফ্রিকার বন্দরাদি আক্রমণ করিত এবং রেগিয়ো সোরেণ্টো, বুজিয়া, ওরাণ ও মেজর্কা দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে জার্ব্বার নিকট ইতালী ও স্পেনের একত্র নৌবল তুরস্কের নৌসেনার নিকট পরাস্ত হয়। আর এক দল তুর্কী নৌবল লোহিতসাগরে, পারস্যোপসাগরে ও ভারত-মহাসাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত, পর্ত্তুগীজগণের সহিত এই দলের সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। জার্ব্বার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুলতান সুলেমান মাল্টা জয় করিতে গমন করেন এবং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে নিজে এক বৃহৎ নৌ-বল লইয়া মাল্টা অবরোধ ত্যাগ করিয়া হঙ্গেরি যুদ্ধে উপস্থিত হন। সেই যুদ্ধে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সজিগেথ অবরোধ কালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(১৫৬৬-১৫৭৪)—সুলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় সেলিম রাজা হন। ইনি রাজ্যারোহণ করিয়াই জেনিসেরি-দিগের এক বিদ্রোহ দমন করেন ও অষ্ট্রিয়ারাজ দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়নের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে সন্ধির সর্ত্তই বজায় করেন। পরে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরবের অন্তর্গত

য়েমেন প্রদেশ ও সাইপ্রাস্ দ্বীপ অধিকার করিয়া লইলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে আফ্রিকার অন্তর্গত টিউনিস দখল করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তুরুষ্কের এত প্রবল নৌ-সেনাগণও লেপান্টোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার ডন জুয়ান কর্তৃক প্রায় একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

(১৫৭৪-১৫৯৫)—দ্বিতীয় সেলিমের পুত্র তৃতীয় মুরাদ রাজা হন। চিলদিরের যুদ্ধে তুরুষ্কসম্রাট্ এরিবান, জর্জ্জিয়া ও দাঘিস্তান জয় করেন। ক্রিমিয়ার খাঁ এই সময় রুষ কর্তৃক আক্রান্ত হন। তুরুষ্ক সেনাপতি ওস্মান পাশা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তিনি ক্রিমিয়া উদ্ধার করেন। ইহার রাজত্বের শেষ ভাগে পারস্তের সহিত আবার যুদ্ধ ঘটে, ট্রানসিলভানিয়া, মলদেবিয়া, ওয়ালাসিয়া প্রভৃতির রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ও য়ুরোপীয় রাজন্তবর্গের সহিত কোন কোন সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রথম বাণিজ্য ব্যবসায়ের সন্ধি ইহার সময়েই হয়।

(১৫৯৫-১৬০৩)—তৃতীয় মুরাদের পর তৎপুত্র তৃতীয় মহম্মদ স্বীয় ১৯টী ভ্রাতার ও ৭টী গর্ভবতী বেগমের প্রাণসংহার করিয়া রাজ্যারোহণ করেন। ইহার সমস্ত রাজত্বকাল অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন যুদ্ধেই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। সিজিলমণ্ড নামক ট্রানসিলভানিয়ার রাজা বিদ্রোহী হইয়া আবার বশীভূত হন ও অধীনতা স্বীকার করেন। ইহার রাজত্বকালে এসিয়ার দিলহোসেন বিদ্রোহী হন।

(১৬০৩-১৬১৭)—তৃতীয় মহম্মদের পুত্র প্রথম আক্মদ ২৪শ বর্ষে রাজ্যারোহণ করেন। দিল হোসেনের বিদ্রোহ পারস্তের প্রবল রাজা শাহ আব্বাসের সাহায্যে বিষম আকার ধারণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। পিতামহ কর্তৃক বিজিত রাজ্যত্রয় ইনি পারস্তরাজকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। অষ্ট্রিয়াসম্রাট্ দ্বিতীয় রোডল্ফ্ অন্তান্ত রাজন্তবর্গের সহিত একত্র হইয়া হঙ্গেরি আক্রমণ করেন। অনেকগুলি ভীষণ যুদ্ধ হয়। শেষে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে আক্মদ সিটভাটোরোক নামক স্থানে সন্ধি করেন। এই যুদ্ধে সুলতান অষ্ট্রিয়াকে তদধিকৃত উত্তর হঙ্গেরির কর ছাড়িয়া দেন। এ সময় নেদারলণ্ডের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। একদল কোশাক এই সময়ে এসিয়ার সাইনপ নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। সুলতান স্ত্রীলোক ও প্রিয়পাত্রগণের হস্তের ক্রীড়াপুতুল ছিলেন বলিয়া ইহার সময় তুরুষ্কসাম্রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়।

১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার ভ্রাতা প্রথম মুস্তাফা ছয়মাস রাজত্ব করেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণের চক্রান্তে ইনি কারারুদ্ধ হন।

(১৬১৮-১৬২২)—প্রথম আক্মদের পুত্র দ্বিতীয় ওসমান রাজা হন। পোলণ্ডের যুদ্ধ ইহার রাজত্বের প্রথম ও প্রধান ঘটনা। তুরুষ্ক সম্রাটেরা ক্রীতদাসী ভিন্ন অন্ত কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই সম্রাট্ সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীদিগের কন্তাগণের মধ্য হইতে তিনটী কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি প্রজাবর্গের অপ্রীতিভাজন হন। জেনিসেরিগণ বিদ্রোহী হয়। তাহারা মুফ্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সুলতানকে কারারুদ্ধ ও তাঁহার কুপরামর্শদাতাদিগকে বিনষ্ট করে। প্রথম মুস্তাফাকে কারামুক্ত করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল, কিন্তু তিনি উন্মাদ হওয়ায় দ্বিতীয় ওসমানের ভ্রাতা চতুর্থ মুরাদ সিংহাসন লাভ করিলেন।

(১৬২৩-১৬৪০)—চতুর্থ মুরাদ ১২শ বর্ষ বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। প্রথম দশ বৎসর তাঁহার মাতা তাঁহার অভিভাবিকা ছিলেন, শেষে তিনি নিষ্ঠুর অথচ কার্য্যদক্ষ সম্রাট্ হইয়া উঠেন। ইহার সময়ে বোগদাদের শাহ্ বিদ্রোহী হন এবং বোগদাদ পারস্তের অধিকৃত হয়। ক্রিমিয়ার তাতারগণ বিদ্রোহী হইয়া তুর্কী সেনাপতি কপুদান পাশাকে পরাস্ত করে। প্রায় দেড় হাজার কোশাক এই সময় বসফরসের তীরে মহা লুটপাট আরম্ভ করে। জেনিসেরিগণ তখন কাতর হইয়া আপনারাই কনস্তান্তিনোপলের একাংশে অগ্নি দিয়া সম্রাট্কে জানায় যে, 'আপনার তলবারির সাহায্য ভিন্ন রাজ্যের কষ্ট যাইবে না।' ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে এই কথায় যুবক সম্রাটের উৎসাহ হইল। অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া তিনি সৈন্তগঠনে মন দিলেন। দুই বৎসর পরে এসিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া আর্জরুম, এরিবান ও তাব্রিজ উদ্ধার করিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ উদ্ধার হইল। এই যুদ্ধে ৮০ হাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্তের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধিতে স্থির হইল, বোগদাদ্ রাজ্য তুরুষ্কের ও এরিবান পারস্তের অধীন হইবে। এই জয়লাভের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সম্রাটের মৃত্যু হয়।

(১৬৪০-১৬৪৮)—চতুর্থ মুরাদের পর তদীয় ভ্রাতা প্রথম ইব্রাহিম রাজা হন। কোশাকদিগের হস্ত হইতে আজফ জয় ও ভিনিসের যুদ্ধে কাণ্ডিয়া অধিকার ইহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা। বিলাসিতা ও লাম্পট্যদোষে দিবারাত্র মগ্ন থাকিতেন। জেনিসেরি-বিদ্রোহে ইনি নিহত হন।

(১৬৪৮-১৬৮৭)—প্রথম ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ৭ম বর্ষীয় পুত্র চতুর্থ মহম্মদ রাজা হন। প্রথম আক্মদের

মাতা ও ইহার পিতামহী ইহার অভিভাবিকা ছিলেন। নাবালক অবস্থায় সর্ব্বদা উজীর পরিবর্ত্তনে রাজ্যে অনেক গোলমাল ও ক্ষতি হইয়াছিল, ১৬৪৮ হইতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৫ বার প্রধান মন্ত্রী পরিবর্ত্তিত হয়, শেষে বৃদ্ধা সুলতানা মাহ্-পিক অন্তঃপুরষড়যন্ত্রে নিহত হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কেপ্রিলি প্রধান উজীর হইয়া রাজ্যের দুর্দশা দূর করেন। ট্রানসিলভানিয়ার রাজা রাগোজি অষ্ট্রিয়াকে কতক দেশ প্রদান করায় সম্রাট্ প্রথম লিওপোল্ডের সহিত বিষম যুদ্ধ হয়। তুরস্কসৈন্য কয়েক স্থান জয় করে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের এক যুদ্ধে তুরস্কসৈন্য পরাজিত হয়। পরে সন্ধি হইলে ট্রানসিলভানিয়া ও হঙ্গেরির আরও কতকাংশ অষ্ট্রিয়াসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুলতান ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে কাণ্ডিয়া জয় করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়েন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পোলণ্ডের কতকাংশ জয় করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরিতে বিদ্রোহ হয়, তাহার সাহায্য করিতে গিয়া তুরস্কের সহিত অষ্ট্রিয়ার আবার যুদ্ধ ঘটে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান উজীর কর়া মুস্তাফা ২ লক্ষ সৈন্য লইয়া ভিয়েনা নগর অবরোধ করেন, কিন্তু কাউণ্ট ষ্টারহেমবর্গের বীরত্বে ও কৌশলে সেবার ভিয়ানা উদ্ধার হয়। পোলণ্ডরাজ ও বাভেরিয়ারাজ অষ্ট্রিয়ার সহিত যোগ দিয়া তুর্কীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কর়া মুস্তাফা হঙ্গেরিতে পলাইয়া যান। ৬ হাজার পুরুষ, ১১ হাজার স্ত্রীলোক, ১৪ হাজার বালিকা ও ৫০ হাজার শিশু তুরস্কেরা ক্রীতদাস করিয়া আনে। অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণ অনুসরণ করিয়াছিল। ৩ বৎসর যুদ্ধের পরে তুরস্ক দানিয়ুব নদীর পরপারস্থ সমস্ত অধিকার হারাইতে বাধ্য হন। পরে ভিনিশীয়েরা ইহাদের সহিত যোগ দিয়া তুরস্কের সমগ্র গ্রীস রাজ্যাধিকার গ্রাস করিল। জেনিসেরিগণ বিদ্রোহী হইয়া সুলতানকে অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

(১৬৮৭-৯১)—তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় সুলেমান রাজা হন।

(১৬৯১-৯৫)—দ্বিতীয় সুলেমানের অপর ভ্রাতা দ্বিতীয় আহ্মদ রাজা হন। অষ্ট্রিয়ারাজ আবার কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া লয়েন। ভিনিশীয়েরাও কিয়স অধিকার করে। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ হয়।

(১৬৯৫-১৭০৩)—চতুর্থ মহম্মদের পুত্র দ্বিতীয় মুস্তাফা তৎপরে রাজা হন। ভিনিশীয়েরা কতকটা দমিত হয়, কিন্তু অষ্ট্রিয়গণ বলকান্ পর্ব্বতের নিকটে মহা উৎপাত আরম্ভ করে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রুষরাজ পিটার দি গ্রেট অষ্ট্রিয়ার সহযোগে আজফ গ্রহণ করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ভিনিশীয় সৈন্য তুরস্কদ্বয়কে পরাজিত হইলে কার্লোউইৎজের সন্ধি হয়। করিন্থ যোজকের উত্তরবর্ত্তী সমস্ত গ্রীস তুরস্কের অধীন হয়। অষ্ট্রিয়া তেমেশবার ব্যতীত সমস্ত হঙ্গেরি জয় করেন। ওসমানলিরা এই সকল রাজ্য হারাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে ও ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া দ্বিতীয় মুস্তাফাকে রাজ্যচ্যুত করে।

(১৭০৩-৩০)—দ্বিতীয় মুস্তাফার ভ্রাতা তৃতীয় আহ্মদ তৎপরে রাজা হন। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১৫ বৎসরে তাঁহাকে ১৪ জন প্রধান উজীর বদ্লাইতে হয়। তাঁহার রাজত্বকালে সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লস্ তুরস্কে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সূত্রে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘটে। বালতাজী মহম্মদের চক্রান্তে পড়িয়া পিটার দি গ্রেট সসৈন্যে তুরস্কহস্তে বন্দী হইতেন, কিন্তু রুষ-রাজ্ঞী ক্যাথারাইন্ প্রধান উজীরকে ঘুষ দিয়া চক্রান্ত হইতে উদ্ধার পান। আজফ নগর রুষিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মোরিয়া অধিকৃত হয়। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধে। তেমেশবার অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। পারস্যের সহিত তাহার পর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে উত্তর পারস্য অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আবার তাহা হস্তচ্যুত হয়। জেনিসেরিগণ এই কারণে বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। ইহার রাজত্বকালে তুরস্কে ছাপাখানা হয়।

(১৭৩০-৫৪)—তৎপরে দ্বিতীয় মুস্তাফার পুত্র প্রথম মাহ্মুদ রাজা হন। ইহার সেনাপতি তাব্রিজ দখল করেন। পারস্যপতি তমাস্পের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে ওসমানলিগণ সন্তুষ্ট না হইয়া বিদ্রোহী হয়। ওদিকে নাদি কুলিখাঁ পারস্য অধিকার করিয়া তুরস্কের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন ও তৃতীয় আহ্মদ যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি উদ্ধার করিয়া লয়েন (১৭৩৬)। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার সহিত তুরস্কের মনোমালিন্য ঘটে এবং অষ্ট্রিয়া রুষিয়ার সহিত যোগ দিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইয়া ওয়ালাসিয়া, সার্ভিয়া ও বেলগ্রেড তুরস্ককে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। রুষ মলদেবিয়া অধিকার করেন। শেষকালে পারস্যের ও আরবের ওহাবীদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যু ঘটে।

(১৭৫৪-৫৭)—প্রথম মাহ্মুদের পর তদীয় ভ্রাতা তৃতীয় ওসমান রাজা হন।

(১৭৫৭-৭৩)—তৎপরে তৃতীয় আহ্মদের পুত্র তৃতীয় মুস্তাফা সিংহাসনলাভ করেন। ইনি রুষ-সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া

ক্যাথারিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোলণ্ডকে রুষিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষার্থ এই যুদ্ধ ঘটে (১৭৬৮)। ইহার জীবদ্দশায় এ যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

(১৭৭৩-৮৯)—তৎপরে তৃতীয় আহ্মদের অপর পুত্র প্রথম আবদুল হামিদ (বা চতুর্থ আহ্মদ) রাজা হন। রুষিয়া কয়েক যুদ্ধে জয়লাভ করায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে রুষ কাবার্দা, আজফ, কিলবয়ণ্, কার্চ, য়েনিকেল, বোগ ও নিপর নদীর মধ্যস্থ প্রদেশ, কৃষ্ণসাগরে, বসফরসে ও দার্দানেলিসে অবাধগতি এবং মলদেভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার রক্ষাভার এবং তুরুষ্কসাম্রাজ্যের সমস্ত গ্রীক সমাজভুক্ত খৃষ্টানগণের উপর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন।

ক্রিমিয়ার খাঁ স্বাধীন হইলেন। তিন বৎসর পরে অস্ত্রিয়াকে বুকোনিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার পর রুষ ক্রিমিয়া গ্রাস করিলে তুরুষ্কে মহাযুদ্ধোদ্যোগ হইল। রুষিয়াও অস্ত্রিয়ার সহিত যোগ দিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধে তুরুষ্কেরা অস্ত্রিয়ার উপর কতকটা প্রাধান্যলাভ করে, কিন্তু রুষিয়ার নিকট পরাজিত হয়। ইহার পর সুলতানের মৃত্যু হয়।

(১৭৮৯-১৮০৭)—তৎপরে তৃতীয় মুস্তাফার পুত্র তৃতীয় সেলিম রাজা হন। এ সময়ে রুষ-অস্ত্রিয় যুদ্ধ চলিতেছিল। কয়েক যুদ্ধে তুরুষ্ক পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে তুরুষ্ক ধ্বংস হইত, কিন্তু ইংলণ্ড, প্রুসিয়া ও সুইডেন মধ্যস্থ হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সিষ্টাওয়াতে অস্ত্রিয়ার সহিত সন্ধি হয়। ইহাতে তুরুষ্ক হৃত রাজ্যগুলি ফিরিয়া পান। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জেসিতে রুষিয়ার সহিত সন্ধি হয়। তুরুষ্ক ক্রিমিয়ার দাবী ছাড়িয়া দেন ও নিষ্টর নদী উভয় রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই সময় বোনাপার্টি মিশর জয় করায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু ইংলণ্ড মিশর উদ্ধার করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তুরুষ্ককে প্রদান করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুলতান সেলিম রুষিয়া, নেপল্‌স্ ও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া আইওনীয় দ্বীপাবলী দখল করেন। সুলতান সেলিম এই সময় য়ুরোপীয় ধরণে সৈন্য গঠন করেন ও দেওয়ানীও পরিবর্ত্তিত করেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও রুষিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিল। ফরাসীর প্ররোচনায় রুষ ও তুরুষ্কে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধিল। ইংলণ্ড তুরুষ্কের সহায় হইলেন। রুষ দানিয়ুবের তীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। জেনিসেরি ও মুফ্‌তি মিলিত হইয়া সুলতানকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিল।

(১৮০৭-৮)—তৎপরে প্রথম আবদুল হামিদের পুত্র মুস্তাফা রাজা হন। ইনি তৃতীয় সেলিমের সংস্কারবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। রুষ কর্ত্তৃক তুরুষ্কের নৌবল পরাজিত হইল। রুশ্‌চুকনামক প্রদেশের পাশা মুস্তাফা বৈরক্তার হঠাৎ সসৈন্যে আসিয়া সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিতে চাহেন। কারারুদ্ধ তৃতীয় সেলিমকে এই বিদ্রোহের মূল বোধে সুলতান মুস্তাফা তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনিই অনতি-বিলম্বে পাশাকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।

(১৮০৮-৪০)—তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় মাহ্মুদ রাজা হন। ইনি সুলতান তৃতীয় সেলিমকে কারামুক্ত করেন ও তাঁহার উপদেশমত রাজত্ব করিতে থাকেন। এখন য়ুরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা রাখিয়া চলিতে হইলে তুরুষ্কে যে সমস্ত সংস্কার আবশ্যক, বৃদ্ধ সুলতান নব সুলতানকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পাশা মুস্তাফা প্রধান উজীর হইলেন। সংস্কারবিধি অবলম্বন করায় জেনসেরিগণ আবার বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহীরা অন্তঃপুর আক্রমণ করিল। রাজ্যরক্ষার্থ প্রধান উজীর রাজ্যচ্যুত সুলতান চতুর্থ মুস্তাফাকে নিহত করিলেন এবং নিজেও জেনিসেরিগণের ক্রোধের মুখে ভস্মীভূত হইলেন। সুলতান দ্বিতীয় মাহ্মুদ ওসমান-বংশধর বলিয়া প্রাণ পাইলেন। তিনিও স্বীয় সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য চতুর্থ মুস্তাফার শিশু পুত্রকে বিনাশ করিলেন। জেনিসেরিদিগের ইচ্ছানুসারে তিনি সংস্কারপ্রথা (নিজাম জেদিদ) পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক অধীন রাজ্য স্বাধীনতা অবলম্বন করিল, কাজেই বাধ্য হইয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বুকারষ্টে রুষিয়ার সহিত সন্ধি করিতে হইল। প্রথ ও বেসারেভিয়ার পূর্ব্বস্থ সমস্ত দেশ, চিলদিয়ের কিয়দংশ এবং দানিয়ুবের মোহানা রুষিয়াকে দিতে হইল। গ্রীকেরাও এই সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া তুরুষ্ককে একবারে হীনপ্রভ ও হীনবল করিয়া দিল। অনেক য়ুরোপীয় রাজ্য গ্রীসের পক্ষ হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার নৌবল একত্র হইয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নাভারিণোর যুদ্ধে তুরুষ্কের নৌবল একেবারে ধ্বংস করিল। এই যুদ্ধের পর গ্রীস সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। বাভেরিয়া-রাজবংশের ওথো প্রথম রাজা হইলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের পরে বিদ্রোহী দমন করিতে গিয়া আপন প্রিয় পত্নী ও শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষদিগকে হারাইয়া মাহ্মুদ জেনি-সরিদিগের মূলোচ্ছেদ করিলেন। তাহা হইতে তুরুষ্কে নবযুগের সূত্রপাত হইল। মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়া লইয়া বহু দিন হইতে রুষের সহিত বিবাদ চলিতেছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে

আক্কর্ম্মাণের সন্ধি অনুসারে গোলমাল মিটিয়া যায়। এই সময় মাহ্মুদ আপনার দল বল বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। তখনও গ্রীসের বিবাদ চলিয়াছিল। য়ুরোপীয় রাজগণ গ্রীসের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। মাহ্মুদ য়ুরোপীয় রাজন্য-বর্গকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গ্রীসে মুসলমান অধিকার স্থায়ী করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুষের সহিত যুদ্ধ বাধিল। রুষসেনাপতি ডিবিস (Diebitsch) সামলা নামক স্থানে তুর্কসৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া আড্রিয়ানোপল অধিকার করিলেন। এই সময় পাস্কিবিচ্ নামে আর এক রুষসেনাপতি আর্জ্রুম্ আক্রমণ করেন। মাহ্মুদ আড্রিয়ানোপলে (১৮২৮ খৃঃ অব্দে) রুষের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে গ্রীস্‌রাজ্য নির্ব্বিবাদে স্বাধীন হইল। মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়া স্বাধীন শাসনশক্তি লাভ করিলেন। এ ছাড়া কএকটী জনপদ রুষের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইজিপ্টের পাশা মহম্মদ আলীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সুলতানসৈন্যই পরাস্ত হয়। ইহার পর বর্ষে ইব্রাহিম পাশা কন্‌স্তান্তিনোপলের ৬৫ ক্রোশ দূরে কুট্টায়া নামক স্থানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইল, তাহাতে মহম্মদ আলী সমস্ত সিরীয়া রাজ্য এবং ইব্রাহিম পাশা আদানার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। এই সময় বিজয়ী ইব্রাহিম পাশার কবল হইতে কন্‌স্তান্তিনোপল রক্ষা করিবার জন্য রুষসম্রাট্ নিকোলাস্ জলপথে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই জন্য (১৮৩৩ খৃঃ অব্দে) আস্কিয়ার-স্কেলে-সিতে এক সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হইল যে, রুষের কোন বিপক্ষ দার্দেনেলিস্ পার হইয়া যাইতে পারিবে না। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে তুরুষ্কের নৌসেনাগণ ত্রিপলী অধিকার করিল। ইহার পর সুলতান মাহ্মুদ মহম্মদ আলীকে দমন করিবার জন্য আবার নূতন যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৪এ জুন ইব্রাহিম্ পাশার নিকট তুরুষ্কের সৈন্যদল সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইয়াছিল। তাহারই ছয় দিন পরে ২য় মাহ্মুদের মৃত্যু হয়।

২য় মাহ্মুদের পুত্র আবদুল মেজিদ্ ১৬শ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় নেজিব-যুদ্ধে পরাজয়, কপুদান পাশার বিশ্বাসঘাতকতায় মহম্মদ আলীর নৌসেনাদলের অপচয় এবং বিজয়ী ইব্রাহিম পাশার আগমনে যেন তুরুষ্ক-সাম্রাজ্য-বিলোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই সঙ্কটকালে সুলতান ইংরাজদিগের সহিত (লণ্ডনে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১৫ই জুলাই) এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি অনুসারে একদল ইংরাজ ও করাসী নৌসেনা আসিয়া একর, সিদন ও সিরীয়ার উপকূলবর্ত্তী কএকটী নগর অধিকার করিল। ঐ সকল স্থান ইব্রাহিম পাশা বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হইল। মহম্মদ আলী বার্ষিক কর দিয়া পুরুষানুক্রমে পাশা হইয়া রহিলেন।

এ সময় তুরুষ্কের গোঁড়া মুসলমানগণ মহা গোলমাল আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, এবার দেখিতেছি সকলেই খৃষ্টানের অনুকরণ করিবে, পূর্ব্ব রীতি-নীতি আর খাটিবে না। সুতরাং ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের অবনতি হইবে ভাবিয়া তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিলেন। রসীদ পাশা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিলেন, সুলতানের অধীন প্রজাগণের মধ্যে সকল ধর্ম্মের লোকই সমভাবে গৃহীত হইবে, সকলেই সমভাবে আপনাপন ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করিতে পারিবে, বিধর্ম্মীর উপর অন্যায় করিয়া কোন রূপ কর আদায় করা হইবে না। কিন্তু এই প্রস্তাব তুরুষ্কের বৃদ্ধ আমীর ওমরাহগণের ভাল লাগিল না, সুতরাং তাঁহারা সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে য়ুরোপীয় তুরুষ্কের মধ্যে অনেক খৃষ্টান প্রজা বাস করিত। তাহারাও এখন সুবিধা পাইয়া আপনাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রুষরাজের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের রাজদূতগণ তুরুষ্কের সভায় সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। কিন্তু এই সময় বুদ্ধিমান্ সুলতান নিরপেক্ষ আইন চালাইয়া খৃষ্টান প্রজাগণকে শান্ত করিলেন। বাস্তবিক এখনও য়ুরোপীয়গণ আবদুল মেজিদের সমুন্নত প্রকৃতির সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরির প্রধান রাজপুরুষগণ আসিয়া সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অষ্ট্রিয়া ও রুষসম্রাট্ তাঁহা-দিগকে ধরিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান তাঁহাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও আমার জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকি।"

পূর্ব্বে রুষের সহিত তুরুষ্কের কএকটী সন্ধি হইয়াছিল বটে; কিন্তু ঐ সকল সন্ধিতে রুষের স্বার্থ জড়িত ছিল। রুষ বরাবরই তুরুষ্কের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

তুরুষ্কের গ্রীসসমাজভুক্ত খৃষ্টানগণ সুলতানের বিরুদ্ধে রুষরাজের নিকট অভিযোগ করেন। আর পূর্ব্ব সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়া তুরুষ্কের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিলেন। রুষসৈন্য আসিয়া মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়া দখল করিয়া বসিল। তখন সুলতানও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সেনাপতি ওমার পাশা কল্‌কান্ ও দানিয়ুব নদীতীরস্থ দুর্গগুলি অধিকার করিয়া বসিলেন।

এদিকে ফরাসী ও ইংরাজ নৌসেনা বেসিক উপসাগরে আসিয়া লঙ্গর করিল। অক্টোবর মাসে তুরুষ্ক রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ইংরাজ ও ফরাসীদিগকে সাহায্য-দান করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন।

ছোট ওয়ালাসিয়ার দুই দলে কএকবার যুদ্ধ হইল, প্রতি যুদ্ধেই রুষসৈন্ত পরাস্ত হইতে লাগিল। নবেম্বর মাসে রুষের নৌসেনা শিবাস্তপোল বন্দর হইতে বাহির হইয়া সিহুচের পথে তুর্কীযুদ্ধজাহাজগুলি নষ্ট করিল। তৎপরে (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) রুষসৈন্ত দানিয়ুবনদী পার হইয়া দোব্রুচার দুর্গগুলি আক্রমণ করিল। এই সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল। ১৫ই জুন রুষগণ বহু চেষ্টা ও বিস্তর সৈন্ত ক্ষয়ের পর সিলিষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। তুর্কসৈন্তগণও দানিয়ুব পার হইয়া রুষসৈন্তের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। গিউরগেবো নামক স্থানে রুষসেনা হারিল। এতদ্দেশে অস্ত্রিয়ার সৈন্তগণ তুরুষ্কের অধিকারভুক্ত যে সকল জনপদ দখল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও এখন ছাড়িয়া দিল। ইতি-মধ্যে ইংরাজ ও ফরাসীর রণতরি কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিয়া ওডেসা নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। রুষরণতরি শিবাস্তপোল বন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মার্সাল সেন্ট আর্ণড ও লর্ড রাগলেনের অধীনে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্তগণ ক্রিমিয়া সহরে অবতরণ করিল। এই কালে যে কয়টী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, য়ুরোপীয় ইতিহাসে তাহাই 'ক্রিমিয়া-সমর' নামে খ্যাত।

২০এ সেপ্টেম্বর আল্মায় যুদ্ধ হয়। কুমার মেঞ্জিকোফের অধীন রুষসৈন্তবর্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অবিলম্বে ইঙ্গ-ফরাসী সেনা আসিয়া বালাক্লাবা ও কামিস্ বন্দর অধিকার করিল। ২৬এ সেপ্টেম্বর তাহারা শিবাস্তপোলের দক্ষিণাংশ দখল করিয়া রাখিল। এই সময় দারুণ শীতে শিবাস্তপোলের উপরে ইংরাজ ও ফরাসীসৈন্তগণ তুরুষ্ক-রাজ্য রক্ষার জন্ত যেরূপ দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভিতরে ও বাহিরে মহাবলশালী রুষসৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, রুষ আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের নিকট মুষ্টিমেয় ফরাসী ও ইংরাজসেনানী তুর্ক-সেনার সাহায্যে রুষের সেই বিপুল গৌরব খর্ব্ব করিল, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ সময় তুর্কসেনাপতি ওমার পাশাও যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া রুষসৈন্তকে বার-বার পরাভব করিয়াছিল, তুরুষ্কের পক্ষে মহাগৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শেষে ফরাসী রাজধানী পারী নগরে সন্ধি হইয়া উপস্থিত গোলমাল মিটিল। তুরুষ্কপতি বসারেবিয়া ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্ত্তী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ এবং নিস্তার ও দানিয়ুব নদীর উত্তরাংশ কতক প্রদেশ ফিরিয়া পাইলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবদুল আজিজ সিংহাসন লাভ করিলেন। ইহার সময় মণ্টেনিগ্রো তুরুষ্কের অধীন রাজ্যরূপে গণ্য হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবদুল হামীদ (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারই সময় বিখ্যাত রুষতুরুষ্ক সমর আরম্ভ হইল। রুষ আপনার প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত এবার ভীমবলে তুরুষ্ক আক্রমণ করিল। পদে পদে রুষের জয় হইতে লাগিল। অবশেষে তুরুষ্করাজ (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) রুষকে বটম, কার্স্ ও আর্ডাহান ছাড়িয়া দিলেন। রুষের যুদ্ধব্যয় স্বরূপ ৩২৲ কোটী টাকা দিতে সম্মত হইলেন, তদনুসারে তাঁহাকে প্রতি বর্ষে ৩১৮১৮০০৲ টাকা রুষগবর্মেণ্টকে দিতে হয়।

তুরুষ্করাজ্য পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত হইলেও এখন ইহার ভূপরিমাণ ৬৩৫০০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৪৬৬৮০০০।

তুরুষ্ক (পুং) গন্ধদ্রব্য ভেদ। তুরুষ্কদেশজাত ধূম্রবর্ণ সুগন্ধি গাঢ়তৈলবদ্দ্রব্য ভেদ, চলিত কথায় শিলারস (Oblibanum Indian incense, the resin of the Boswellia Serrata, the resin of the Ponus Longifolia) পর্য্যায়—যবন, ধূম্র, ধূম্রবর্ণ, সুগন্ধিক, সিহ্লক, সিহ্লসার, পীতসার, কপি, পিণ্যাক, কপিজ, কল্ক, পিণ্ডিত, পিণ্ডিতৈলক, করেবর, কৃত্রিমক, লেপন, সিহ্ল, কপিচক্ল, যাবন, তৈলাখ্য, পিণ্ডক, জাব, যবত্ত। (শব্দর°) ইহার গুণ সুরভি, তিক্ত, কটু, স্নিগ্ধ, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর-নাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—শিলারস যবন-দেশে উৎপন্ন হয়, এইজন্ত ইহাকে তুরষ্ক কহে। সিহ্লক, কপিতৈল ও কপি, শিলারসের এই কটী নাম প্রসিদ্ধ। গুণ—কটু, মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, কণ্ঠশোধক এবং ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষনাশক। (ভাবপ্রকাশ) ইহা মধুর সহিত ভাবনা দিলে শোধিত হয়।

"তুরুষ্কো মধুনা ভাব্যঃ কাশ্মীরঞ্চাপি সর্পিষা।" (চক্রপাণি)

২ শ্রীবাস বৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল। (বিশ্ব)

তুরুষ্কগৌড়, তুরস্কগৌড়। গৌড় দ্বিবিধ, তুরস্কগৌড় ও দ্রাবিড়-গৌড়, ইহা ওড়ব। ইহা বীর ও রৌদ্র রসে গীত হয়। ইহা "ঋ" ও "প" বর্জ্জিত। মূর্ত্তি—

"তুরুষ্কগৌড়আরুহ্যলগ্নৈর্নোপদ্মাঙ্কিঃ।
পদ্মকণ্ঠোপনীতঃ গোপীনঃ কবতাম্বুতঃ।" (সঙ্গীতদামো°)

তুর্ষর খাঁ, ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ যখন চিতোর আক্রমণ করিতে যান, তখন তুর্ষর খাঁ নামক একজন মোগল সর্দার ভারতবর্ষ লুঠের আয়োজন করেন। ১২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি যমুনাতীরে দিল্লীর নিকটে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। আলাউদ্দীন্ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন ও তাঁহার পূর্ব্বে উপস্থিত হন। আলাউদ্দীনের সৈন্যদল তখনও রাজপুতানায় পড়িয়া আছে, কাজেই তিনি অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, কেবল দিল্লীর উপকণ্ঠের বহির্দ্দেশ দিয়া পরিখা খনন করাইয়া দুই মাস বসিয়া রহিলেন। মোগলেরা বাহিরে থাকিয়া সহরে রসদ যোগান বন্ধ করিল ও নগরের উপকণ্ঠে লুঠপাট আরম্ভ করিল। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এক দিন রাত্রে এক মুসলমান ফকীরের কি এক আশ্চর্য্য উদ্ভাবিত কৌশলে মোগলেরা হঠাৎ ভীত হইয়া একবারে অবরোধ ছাড়িয়া দেশে প্রস্থান করিল। তুর্ষর খাঁ এত ভীত হইয়াছিলেন, যত দিন না দেশে পৌঁছিলেন, ততদিন তিনি পথে কোথাও থামেন নাই।

তুর্ফরী (ত্রি) তৃফ হিংসায়াং বা॰ অরী। হন্তা, দুই প্রকার সৃণি ভর্ত্তা ও হন্তা, অশ্বিনীদ্বয় ভর্ত্তা ও তুর্ফরী ও জর্ভরি হন্তা। (ঋক্ ১০।১০৬।৬ সায়ণ) [জর্ভরি দেখ।] *

তুর্ফরীতু (ত্রি) তৃফ-অরীতু পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হন্তা। [তুর্ফরী দেখ।]

তুর্য্য (ত্রি) চতুর্ণাং পূরণঃ চতুর-যৎ চ ভাগস্য লোপঃ। চতুর্থ।

"এক এবেশ্বরস্তুর্য্যঃ ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ।" (ভাগ॰ ৬।৫।১২)

তুর্য্য শব্দের একদেশি সমাস হয়, যথা তুর্য্যং ভিক্ষায়াঃ তুর্য্যভিক্ষা, পক্ষে ষষ্ঠী সমাস হয়, ভিক্ষাতুর্য্যং।

তুর্য্যগোল (পুং) কালজ্ঞানার্থ যন্ত্রভেদ।

"দলীকৃতং চক্রমুশন্তি চাপং কোদণ্ডখণ্ডং খলু তুর্য্যগোলং" (সিদ্ধান্তশি॰)

তুর্য্যবাহ্ (পুং) তুর্য্যং চতুর্থং বর্ষং বহতি বহ-ণ্বি। চতুর্থ বর্ষের পশু।

"তুর্য্যবাট্ বয়োহুষ্টুপ্ছন্দঃ" (যজু॰ ১৪।১৯) 'তুর্য্যবাট্ তুর্য্যং চতুর্থং বর্ষং বহতীতি পশুঃ অনুষ্টুপ্ছন্দো ভুয়োৎক্রান্তং তুর্য্যবাহং পশুং।' (বেদদীপ)

তুর্বণি (ত্রি) তুর্ণং বহতে বন্ সংভক্তৌ ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তুর্ণসংভক্ত। "তুর্বণিরহা বিশ্বেব তুর্বণিঃ" (ঋক্ ১।১৩০।৯) 'তুর্বণিস্তুর্ণবনিঃ ক্ষিপ্রং সংভক্তা।' (সায়ণ)

তুর্বন্ (স্ত্রী) শত্রুর হিংসন। "বৎপুংসস্তুর্ব্বণে" (ঋক্ ৮।৯।১৩) 'তুর্ব্বণে শত্রুণাং হিংসনে।' (সায়ণ)

তুর্ব্বশ (পুং) নৃপভেদ। "যথাবিথ নর্য্যং তুর্বশং যদুং" (ঋক্ ১।৫৪।৬) "নর্য্যাদীন্ হি রাজ্ঞঃ" (সায়ণ)। ইনি যযাতি পুত্র তুর্ব্বসু হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ঋগ্বেদে এক স্থানে ইহার যদুতুর্ব্বশ নাম দেখা যায়।

তুর্ব্বশে (অব্য) অন্তিক, নিকট। (নিঘণ্টু)

তুর্ব্বসু (পুং) যযাতি রাজার এক পুত্র। যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। যযাতি ইহাকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র! বিষয়ভোগে আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি তোমার যৌবন প্রার্থনা করি, সহস্র বৎসর তোমার যৌবন উপভোগ করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। তুর্ব্বসু যযাতির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি জরা লইতে স্বীকৃত নহি।

"ন কাময়ে জরাং তাত! কামভোগপ্রণাশিনীং।
বলরূপান্তকরণীং বুদ্ধিপ্রাণপ্রণাশিনীং॥" (ভারত আ॰)

যযাতি পুত্রের এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন—

তুমি আমার শরীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার যৌবন দিতে স্বীকৃত হইলে না, এই জন্য তুমি যেখানে রাজা হইবে, সেইখানে প্রজাদিগের সংকর হইবে এবং যাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, প্রতিলোমাচার, মাংসভক্ষক, সর্ব্বদা গুরুদার প্রসক্ত ও তির্য্যগ্-যোনি এই সকলের মধ্যে তুমি রাজা হইবে, এবং বিবিধ প্রকার কষ্ট অনুভব করিবে। (ভারত আ॰৮৪ অ॰)

তুর্ব্বসুর বংশ বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে নিম্নলিখিত রূপ আছে—তুর্ব্বসুর পুত্র বাহ্ন, তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশানু, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত অনপত্য হন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই প্রকারে যযাতি শাপপ্রভাবে তুর্ব্বসুর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় করিয়াছিল। (বিষ্ণুপু॰ ৪ অংশ ১৬ অ॰)।

তুর্ব্বীতি (পুং) রাজভেদ। "ক্ষুহত্রর্ণং তুর্ব্বীতিং নক্ষবে" (ঋক্ ১।৩৬।১৮)

তুল (দেশজ) পরিমাণ দণ্ডবিশেষ।

তুলট (দেশজ) হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট কাগজবিশেষ, পূর্ব্বে এই কাগজ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থ এই কাগজে লিখিত। ইহা অধিক চিরস্থায়ী হয়।

তুলনা (দেশজ) উপমা, সাদৃশ্য, দৃষ্টান্ত।

তুলকুড়কী (দেশজ) অতিক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

* "হণোব জর্ভরী তুর্ফরীতু নৈতোশেব তুর্ফরী-পর্ফরীকা" (ঋক্ ১০।১০৬।৬) 'তৃফ তৃম্ফ হিংসায়াং। অস্মাদৌণাদিক তুর্ফরী তারাধিতত পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিকারঃ। যথাস্মাৎ বাহুলকাদৌণাদিকোঽরীতু প্রত্যয়ঃ। উভৌ শব্দৌ নিঘণ্টৌ (৬।৫) পঠিতৌ। অপির্জ্জবতি ভর্ত্তা চ হন্তা চ অশ্বিনৌ প্রাণ ভর্ত্তারৌ তুর্ফরীতু হন্তারৌ' (সায়ণ)

তুলস্ত (পুং) তুরেণ বেগেন ভাতি ভা ড রস্ত লঃ। আযুধজীবিসঙ্ঘভেদ।

তুলসারিণী (স্ত্রী) তুরেণ বেগেন সরতি স্থ-ণিনি ঙীপ্। তূণ।

তুলসী (স্ত্রী) তুলাং সাদৃশ্যং স্যতি নাশয়তি সো-ক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ শকন্ধা°। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, (Oeymum Sanctum) "তুলসী" এই নামোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। এই অখিল জগতে যে দেবীর তুলনা নাই, তিনিই তুলসী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

"যস্যা দেব্যাস্তুলানাস্তি বিশ্বেষু চাখিলেষু চ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা" (শব্দার্থচি°)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে—তকার অর্থে মরণ, উকার যুক্ত হইলে মৃত অর্থাৎ মৃতব্যক্তি যাহার প্রভাবে "লসতি" দীপ্তি পায়, তাহার নাম তুলসী।

"তকারো মরণং প্রোক্তং তদ্যোগঃ স্যাদুকারতঃ।
মৃতা লসতি সেত্যেবং তুলসীত্যেব গীয়তে॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৭।৬৩)

পর্য্যায়—সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতরাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবদুন্দুভি।

ক্ষুদ্রপত্র তুলসীর পর্য্যায়—খরপত্র, জম্বীর, পত্রপুষ্প, ফণিজ্ঝক, অল্পপত্র, সমীরণ, মরুবক, প্রস্থপুষ্প।

গন্ধতুলসীর পর্য্যায়—সুগন্ধক, গন্ধনামা, তীক্ষ্ণগন্ধ, গন্ধফণিজ্ঝ, সুগন্ধ, দেবদুন্দুভি। বিষগন্ধের পর্য্যায়—বৈকুণ্ঠক, বিষগন্ধ, অন্নমানক।

শ্বেততুলসীর পর্য্যায়—অর্জ্জক, শ্বেতপর্ণাশ, গন্ধপত্র, কুঠেরক, অম্রার্জ্জক, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণগন্ধ ও সিতার্জ্জক।

কৃষ্ণ তুলসীর পর্য্যায়—কৃষ্ণার্জ্জক, কৃষ্ণবর্ণী, কালমাল, করালক, কালপর্ণী, সুরভি, মালকা কালমালক, বর্ব্বরী।

বর্ব্বরীতুলসীর পর্য্যায়—সুরভি, সুরভিষেবা, সুরসা, অপেতরাক্ষসী, বর্ব্বরী, কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা ও অজগন্ধিকা।

ইহার গুণ—কটু, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্ল তুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট।

বর্ব্বরী বা বাবুই তুলসীর গুণ—রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটুরস, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, রক্ত, কণ্ডু, কৃমি ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

ইহার উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ আছে—

তুলসী নামে এক গোপিকা গোলোকে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী ছিলেন। একদা রাধিকা ইহাকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া শাপ দেন যে, তুমি মানবী যোনি প্রাপ্ত হও। তুলসী এই শাপ শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, তুমি মনুষ্যযোনি গ্রহণ করিয়া তপস্যা দ্বারা আমার অংশ লাভ করিবে। এই শাপে ইনি ধর্ম্মধ্বজ রাজার ঔরসে ও তাঁহার পত্নী মাধবীর গর্ভে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহার নাম তুলসী। পরে তুলসী বনে গিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঘোরতর তপস্যায় সকলই উদ্বিগ্ন হইলেন। যত কঠোর তপস্যা হইতে পারে, তুলসীর তাহা কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, এই তপস্যায় ব্রহ্মা স্থির থাকিতে না পারিয়া তুলসীর নিকট আসিয়া কহিলেন, তুলসী তোমার অভীষ্ট বর লাভ কর।

তুলসী ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ আপনার নিকট লজ্জার আবশ্যক নাই। আমার নাম তুলসীগোপী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে ছিলাম, একদিন আমি গোবিন্দের সহিত সম্ভোগ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম এবং আমার সম্ভোগ তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। এমন সময় রাসেশ্বরী রাধা সেইখানে আসিয়া আমাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা ও আমাকে শাপ দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তপস্যা করিলে আমার চতুর্ভুজ অংশ প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করি।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমুদ্ভব সুদাম নামক গোপ রাধিকার শাপে দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম শঙ্খচূড়, গোলোকে তুমি ইহাকে দেখিয়া কাম পীড়িতা হইয়াছিলে, রাধিকার ভয়ে কোনরূপ অভিলাচরণ করিতে পার নাই। এখন ইহাকেই তুমি পতিরূপে গ্রহণ কর, পরে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে। নারায়ণের শাপে তুমি বৃক্ষ হইবে। তুমি অতি পূতা ও বিশ্বপাবনী। সকল পুষ্পের প্রধান ও নারায়ণের প্রাণাধিকা হইবে। তুমি না হইলে সকল পূজাই বিফল হইবে।' তুলসী ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য হউক। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াজন্য হেতু আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, শ্যামসুন্দর বিভুজ কৃষ্ণকে আমি

অভিলাষ করি, তোমার প্রসাদে গোবিন্দ সুদুর্লভ। কিন্তু এখন অগ্রে আমার রাধাভীতি মোচন করুন।’

ব্রহ্মা ষোড়শাক্ষর রাধিকামন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং ‘তুমি রাধার ন্যায় সুভগা হইবে’ এই বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তুলসীও তপস্যা শেষ করিয়া সুস্থচিত্তা হইলেন। এখানে শঙ্খচূড় নামক দানবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে তাহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। শঙ্খচূড় স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া দেবতাদিগের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। দেবগণ কিছুতেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে দেবগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে লইয়া শিবের নিকট গমন করিলেন, শিবও বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট ইহাদিগকে লইয়া যাইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, ‘আপনারা সকলে শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধ করুন, আমি শঙ্খচূড় রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করিব। পরে শঙ্খচূড় তোমাদের বধ্য হইবে।’ এই বলিয়া নারায়ণ ঐরূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তুলসী ইহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিয়া “তুমি পাষাণ হইয়া থাক” এই অভিশাপ প্রদান করেন। স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে জানিতে পারিয়া নারায়ণের চরণে পতিত হইয়া রোদন করেন। নারায়ণ বলেন, ‘তুমি এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর সদৃশী আমার প্রিয়া হও, তোমার এই শরীর গণ্ডকী নদী এবং কেশসমূহ তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক।’ তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। সেই অবধি নারায়ণ শিলারূপে আছেন এবং সর্ব্বদা তুলসীসংযুক্ত থাকেন, তুলসী ব্যতীত ইহার পূজাদি হয় না। (ব্রহ্মবৈ° ১০ প্রকৃতিখ° ১৩—২১ অ°)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে—পূর্ব্বকালে কৈলাসপুরে ধর্ম্মদেব নামে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক সাধুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম বৃন্দা। এই সাধ্বী ব্রাহ্মণী নিরন্তর ধর্ম্মচারিণী এবং পতির অনুগতা ছিলেন।

একদিন ধর্ম্মদেব ব্রাহ্মণসভায় সমাগত হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতেছিলেন, এদিকে ভোজনের সময় অতীত হইল। বৃন্দা গৃহে অভ্যাগত অতিথির পূজা করিয়া মনোহর কৈলাসশিখরে প্রতিবাসিগণের বাটীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মদেব গৃহে আগমনপূর্ব্বক পত্নীকে ক্ষুধাতুরা ও চঞ্চলা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সুদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি কহিলেন, ‘তুমি ক্ষুধার্ত্তা হইয়া স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ, এই জন্য তোমাকে রাক্ষসী দেহ ধারণ করিতে হইবে।’ বৃন্দা তৎক্ষণাৎ রাক্ষসী দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে আসিয়া যাবতীয় জন্তু ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসী পূর্ব্বস্মৃতিক্রমে গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব প্রভৃতিকে হিংসা করিত না। বহুসংখ্যক জীব নষ্ট হওয়াতে পৃথিবী অস্থিমালিনী হইয়া পড়িল। বৃন্দা আর কোন জীব না পাইয়া তিন দিন উপবাস করিলেন।

পরে জীবের জন্য কৈলাসে গমন করিলেন সেখানেও শৈব ভিন্ন আর কোন সত্ত্ব মিলিল না। তখন বৃন্দা ৭ দিন অনাহারে থাকিয়া শরীর ত্যাগ করিলেন।’ একদিন মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ‘এই রূপবতী বৃন্দা ধর্ম্মদেবের পত্নী। অভিশাপ বশে রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়াও ব্রাহ্মণ হিংসা করে নাই। ইহার দেহ নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে, আমার বচনানুসারে এই বৃন্দা ধরাতলে তরুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রীতিবিধান করুক। এই বৃন্দা তরুরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে ইহার পত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইবে। ইহার পত্র ভিন্ন মণি মুক্তা প্রভৃতি কিছুতেই বিষ্ণুর পূজা সমাহিত হইবে না। এই বৃন্দা তরুরূপিণী তুলসী নামে খ্যাত হইবে। ইহার পত্র পবিত্র হইতেও পবিত্রতম জানিবে। *এই তুলসীর প্রতিদলে বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিরাজিত থাকিবে। আমি ও পার্ব্বতী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব এবং নারায়ণ ইহার উপাস্য হইবেন।’

তুলসী কার্ত্তিকমাসে অমাবস্যা তিথিতে ধরাতলে তরুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহর্দ্ধর্ম্মপু° ৮ অ°)

তুলসীমাহাত্ম্য। কার্ত্তিকমাসে তুলসীদল দিয়া যাঁহারা নারায়ণের অর্চ্চনা করেন এবং দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, প্রণাম, অর্চ্চন, রোপণ ও সেবন করেন, তাঁহারা কোটিসহস্রযুগ হরিগৃহে বাস করেন। যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন, ঐ গাছের মূল যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততযুগসহস্র পরিমাণ তাঁহার পুণ্য বিস্তৃত হইতে থাকে। তুলসীদল দিয়া যে নারায়ণের পূজা করে, তাহার জন্মার্জ্জিত পাতক সকল বিনষ্ট

* যৎপূজা বিষ্ণুনা প্রোক্তং তন্ত্রে বহ্ব্যাখ্যানেষুতঃ।
সম্প্রাপ্তং কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা নিয়মেন জনার্দ্দনঃ।
পূজনীয়ো মহভক্ত্যা কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা তথা ধ্যাতা কার্ত্তিকে নমিতার্চ্চিতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পাপং হন্তি যুগার্জ্জিতং।
অষ্টধা তুলসী যৈস্তু সেবিতা দ্বিজসত্তম।
যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরং।
তাবৎ যুগসহস্রাণি তনোতি সুকৃতং হরিঃ।

হয়। বায়ু তুলসীর গন্ধ লইয়া যে দিকে গমন করে, সেই সেই দিক্ পবিত্র হয়। তুলসীবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃগণের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হয়। যাহার গৃহে তুলসীতলের মৃত্তিকা থাকে, তাহার গৃহে যমকিঙ্কর যাইতে পারে না। তুলসীমৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং সেই ব্যক্তি যদি ঘোরতর পাপী হয়, তাহা হইলে যমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিতেও সমর্থ হয় না। যিনি তুলসীমূলে দীপ দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। যাহার গৃহে তুলসীকানন আছে, তাহার গৃহ তীর্থস্বরূপ, নর্ম্মদা ও গোদাবরী স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র তুলসীবনসংসর্গে সেই ফল হয়। যিনি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণুপূজা করেন, তাহার আর গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অর্থাৎ তাহার মোক্ষ হয়।

পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি সরিৎ, বাসুদেব প্রভৃতি দেবতা, নিরত তুলসীদলে অবস্থিত আছেন।

"পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে॥" (পদ্মপু°)

যেখানে একটী মাত্র তুলসী বৃক্ষ আছে, সেইখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি ত্রিদশ সকল অবস্থিত আছেন।

পত্রমধ্যে কেশব, পত্রাগ্রে প্রজাপতি, পত্রবৃন্তে শিব সকল সময় অবস্থিত আছেন। ইহার পুষ্পে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গায়ত্রী, চন্দ্রিকা ও শচী প্রভৃতি দেবীগণ নিত্য বিরাজিত আছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, শমন, বরুণ, পবন ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ ইহার শাখাতে বাস করেন। আদিত্যাদি গ্রহ, বসু, মনু ও দেবর্ষি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকল দেবযোনি তুলসীপত্র আশ্রয় করিয়া আছেন।

যাহারা বৈশাখমাসে তুলসীবৃক্ষে সেচন করে, তাহারা অশ্বমেধের ফল লাভ করে। তুলসী সদৃশ এমন পুণ্য ও মুক্তিপ্রদ বৃক্ষ আর নাই।

তুলসী হস্তে করিয়া যদি কেহ মিথ্যা শপথ বা মিথ্যাকথা বলে, তাহা হইলে যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র থাকে, ততদিন তাহাকে ঘোর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিতে হয়।

তুলসীচয়ন নিষেধ। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিতে তুলসী চয়ন করিতে নাই। তৈল মর্দ্দন করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান না করিয়া নিশি ও সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিবাস পরিধান করিয়া যে তুলসী চয়ন করে, তাহারা হরির মস্তক ছেদন করে।

তুলসীচয়নবিধি। মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া ও পবিত্র বসন পরিধান করিয়া তুলসী চয়ন করিতে হইবে। তুলসীপত্র ধীরে ধীরে চয়ন করা কর্ত্তব্য, যেন শাখা কম্পিত না হয়। শাখা ভগ্ন হওয়া মহাপাপ, চয়নের পূর্ব্বে ভক্তি করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার করতালি ধ্বনি করিবে, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ পত্র চয়ন করিবে। চয়নমন্ত্র—"

"মাতস্তুলসি! গোবিন্দহৃদয়ানন্দকারিণি।
নারায়ণস্য পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোঽস্তু তে॥
কুসুমৈঃ পারিজাতাদ্যৈঃ সুগন্ধৈরপি কেশবঃ।
ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তিং চিনোমি ত্বামতঃ শুভে॥
ত্বয়া বিনা মহাভাগে সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলং।
অতস্তুলসি দেবি ত্বাং চিনোমি বরদা ভব॥
চয়নোদ্ভবদুঃখং যদ্দেবি তে হৃদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি ত্বাং নমাম্যহং॥"

(ক্রিয়াযোগসার)

"তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥" (স্কন্দপু°)

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া তুলসীদল চয়ন করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে লক্ষকোটি ফলপ্রদ হয়। দ্বাদশী প্রভৃতিতে তুলসীচয়ন করিতে নাই। বিষ্ণুপূজার জন্য এক দ্বাদশী ব্যতীত আর সকল নিষিদ্ধদিনে তুলসী চয়ন করা যায়।

"সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতঃ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

তুলসীকাষ্ঠমালামাহাত্ম্য। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রত্যেক বৈষ্ণবের তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে তুলসীমালা ধারণ করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। তুলসীমালা বৈষ্ণবদিগের চিহ্ন স্বরূপ। অন্য বচনান্তরে ব্রাহ্মণের কাষ্ঠমালা, যতির যানারোহণ ও বিধবার খট্টাশয্যা দেখিলে সচেল স্নান করিতে হয়।

"কাষ্ঠমালাধরং বিপ্রং যতিনং যানরোহিণং।
খট্টাস্থাং বিধবাং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ॥" (পদ্মপু°)

এই বচনানুসারে ব্রাহ্মণের তুলসীমালা ধারণ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবেরা ইহার উত্তরে বলেন—তুলসী কাষ্ঠেতর কাষ্ঠমালা ধারণ নিষেধ। তুলসীমালা ধারণ নিষেধ এ বচনের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন—ইহা বিপ্রেতর পর, তাহার পোষক এই বচন দিয়া থাকেন—

তুলসীবনপুষ্পাণি যো দদ্যাদ্ধরয়ে বুধঃ।
কার্ত্তিকে সকলং পাপং সোঽশ্ব বৎসরার্জ্জিতং দহেৎ।
যোপিতা তুলসী যাবৎ বর্দ্ধতে বসুধাতলে।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥" (পদ্মপু)

"তুলসীপত্রজাতেন মাল্যেন ভব ভূষিতঃ।
বিপ্রস্ত্বং ন চ তৎ কাষ্ঠমালাং গললগ্নাং ভুক্ত॥"

(আচারতত্ত্ব)

এতদ্ভিন্ন অপরের মত বিষ্ণুপূজাবিহীন বিপ্রের ইহা ধারণ করিতে নাই।

তুলসীর স্তব। "বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপূজিতাং বিশ্বপাবনীং।
পুষ্পসারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীং॥
এতন্নামাষ্টকঞ্চৈতৎ স্তোত্রং নামার্থসংযুতং।
যঃ পঠেত্তাঞ্চ সংপূজ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰)

যাহারা এই স্তব প্রতিদিন পাঠ করেন, তাঁহারা অশ্বমেধ ফল লাভ করেন। তুলসীপত্র দ্বারা গণেশপূজা করিতে নাই। "ন তুলস্যা বিনায়কং"। (স্মৃতি)

তুলসীবিবাহ ও তুলসীপ্রতিষ্ঠা বিধি। প্রথমে তুলসীবৃক্ষ গৃহে বা অন্যস্থানে রোপণ করিবে। পরে তিন বৎসর পূর্ণ হইলে সেইখানে একটী বেদিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর বিশুদ্ধকালে বা কার্ত্তিকমাসে বৈবাহিক নক্ষত্রে সেইখানে মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে ও কুণ্ডবেদী নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রতিষ্ঠা পূর্ণিমাতেও বিশেষ ফলপ্রদ।

তাহার পর শান্তিকর্ম্ম, মাতৃস্থাপন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিবাহ বিধির মত সকল করিতে হইবে। বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিবে, বৈষ্ণব বিধান দ্বারা বর্দ্ধনীকলস স্থাপন করিবে। এইখানে মণ্ডপে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করিতে হইবে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে শুভলগ্নে মন্ত্রপূর্ব্বক বিবাহকর্ম্মবৎ সকল কার্য্য সমাপন করিয়া হোম করিবে।

"ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা, নারায়ণায় স্বাহা, মাধবায় গোবিন্দায় বিষ্ণবে মধুসূদনায় ত্রিবিক্রমায় বামনায় শ্রীধরায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় উপেন্দ্রায় অনিরুদ্ধায় অচ্যুতায় অনন্তায় গদিনে চক্রিণে বিষ্বক্‌সেনায় বৈকুণ্ঠায় জনার্দ্দনায় মুকুন্দায় অধোক্ষজায় স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিতে হইবে; পরে যজমানপত্নী ও সগোত্র বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইহা প্রদক্ষিণ করিবে। বেদিকাতে তুলসীর পাণিগ্রহণে সূক্ত, শান্তিকাধ্যায়, জপ ও বৈষ্ণবসংহিতা পাঠ করিতে হইবে।

পরে নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর অভিষেকবিধি সমাপন করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দিতে হইবে। এইরূপে বিষ্ণুর সহিত দেবী তুলসীকে অর্চনা করিবে। যিনি এইরূপে বিষ্ণুর সহিত তুলসীপ্রতিষ্ঠা, তুলসীরোপণ ও তুলসীর সেবা করিয়া থাকেন, তিনি বিপুল ভোগ লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করেন। (হরিভক্তিবি॰ ১০ বিলাস)

"রোপয়েৎ তুলসীং যস্তু সেবয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য যথোক্তেন বিষ্ণুনা সহ মানবঃ॥
স মোক্ষং লভতে অন্তর্বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ং।
প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্ বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥"

(হরিভক্তিবি॰)

প্রত্যেকের গৃহে অন্ততঃ একটী তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

তুলসীকবি, একজন হিন্দিকবি। ইহার পিতার নাম যদু-রায়। ইনি ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে কবিমালা নামে একখানি হিন্দি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ৭৫ জন পূর্ব্ববর্ত্তী কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

তুলসীদাস, হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত কবি। কাহারও মতে, ইনি কনোজ ব্রাহ্মণ, আবার কাহারও মতে সরযূপারীণ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। কনোজীয় ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা বৃত্তিতে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তুলসীদাস আপনার কবিতাবলীতে লিখিয়াছেন, 'জাচো কুল-মঙ্গন' অর্থাৎ যে কুল মাগিয়া বেড়ায় সেই কুলেই আমার জন্ম। ইহাতে তাঁহাকে কনোজীয় না বলিয়া বরং সরযূপারীণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইহার দুবে উপাধি ও পরাশর গোত্র। ১৫৮৯ সম্বতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস ছিল যে জ্যেষ্ঠার শেষ ও মূলা নক্ষত্রের প্রথমে অভুক্তমূলে (গণ্ডে) জন্ম গ্রহণ করিলে সে পিতৃহন্তা ও অতি নীচ প্রকৃতি হয়। এরূপ পুত্রকে পিতা ত্যাগ করেন। যদি স্নেহবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আট বর্ষ তাহার মুখ দর্শন করিতেন না। ইহাই জ্যোতিষের আদেশ।

তুলসীদাসও ঐরূপ অভুক্তমূল নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বোধ হয় এইজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কালে এরূপ শিশুকে অপর কোন গৃহস্থ প্রতিপালন করিতে চাহিত না। সৌভাগ্যক্রমে তুলসীদাস এক সাধুর হাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিনয়পত্রিকায় লিখিত আছে—

"জননী জনক তজ্যো জনমি করম বিনু বিধিহুঁ সিরজ্যো অবডেরে।" অর্থাৎ জন্মিবার পর জনক জননী আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিধিও আমার ভাগ্য ভাল করিয়া করেন নাই, তাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।

সেই সাধুই তুলসীদাসের গুরু, তাঁহারই মতে তুলসী

ভারত পর্য্যটন করেন এবং তাঁহারই নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার কবিত্ত-রামায়ণ পাঠে জানা যায়—তাঁহার প্রকৃত নাম রামবোলা, তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম শুক্ল, মাতার নাম হুলসী, পত্নীর নাম রত্নাবলী, শ্বশুরের নাম দীনবন্ধুপাঠক ও পুত্রের নাম তারক। শৈশবেই পুত্রের মৃত্যু হয়। একটী দোহায় এইরূপ পরিচয় আছে—

"দুবে আত্মারাম হৈ পিতানাম জগ জান।
মাতা হুলসী কহত সব তুলসী হৈ শুন কান॥
প্রহলাদ উধারণ নাম করি গুরু কো শুনিএ সাধু।
প্রগট নাম রহি কহত জগ কহে হোত অপরাধু॥
দীনবন্ধুপাঠক কহত সসুর নাম সব কোই।
রত্নাবলী তির নাম হৈ সুত তারক গত হোই॥"

অনেকেরই বিশ্বাস, তুলসীদাস এ নামটী তাঁহার গুরুপ্রদত্ত। তাঁহার জন্মস্থান লইয়া নানা মত। কেহ বলেন দো-আবের অন্তর্গত তরী নামক স্থানে, কেহ বলেন হস্তিনাপুরে, কাহারও মতে চিত্রকূটের নিকটবর্ত্তী হাজিপুরে, আবার কেহ বলেন বান্দা জেলায় যমুনাতীরে রাজাপুর নামক স্থানে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আনুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা তরীগ্রামই তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যকালে শূকরক্ষেত্রে (বর্ত্তমান শোরোণ নামক স্থানে) তিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তবে তিনি সেরূপ সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারেন নাই। সাধুর কৃপায় যথাকালে পিতৃগৃহে স্থান পাইয়া মোটামোটী উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার যে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দখল ছিল না, তাহা তাঁহার রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী পাঠ করিলেই বোঝা যায়।

তাঁহার উপদেষ্টার নাম নরহরি। রামানন্দ যেরূপে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করেন, তুলসীদাস সেই মতের অনেকটা পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গোঁড়া বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের মত দ্বৈতবাদ মানিতেন না। অযোধ্যায় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে নির্ব্বিশেষাদ্বৈত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণে অনেক স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মত গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম তুলসীদাসের নিকট রাম নামে আখ্যাত।

শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী বিখ্যাত মধুসূদন সরস্বতী তুলসীদাসের একজন বন্ধু ছিলেন।

রামানুজ হইতে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুই একখানি তালিকায় তুলসীদাসের নাম পাওয়া যায়। যথা—

১ রামানুজস্বামী, ২ শটকোপাচার্য্য, ৩ কুরেশাচার্য্য, ৪ লোকাচার্য্য, ৫ পরাশরাচার্য্য, ৬ বাক্যাচার্য্য, ৭ লোকাচার্য্য, ৮ দেবাধিপাচার্য্য, ৯ শৈলেশাচার্য্য, ১০ পুরুষোত্তমাচার্য্য, ১১ গঙ্গাধরানন্দ, ১২ রামেশ্বরানন্দ, ১৩ দ্বারানন্দ, ১৪ দেবানন্দ, ১৫ শ্যামানন্দ, ১৬ শ্রুতানন্দ, ১৭ নিত্যানন্দ, ১৮ পূর্ণানন্দ, ১৯ হর্য্যানন্দ, ২০ শ্রর্য্যানন্দ, ২১ হরিবর্য্যানন্দ, ২২ রাঘবানন্দ, ২৩ রামানন্দ, ২৪ সুরসুরানন্দ, ২৫ মাধবানন্দ, ২৬ গরীবানন্দ, ২৭ লক্ষ্মীদাস, ২৮ গোস্বামীদাস, ২৯ নরহরিদাস ও ৩০ তুলসীদাস।

তুলসীদাসের শ্বশুর দীনবন্ধু রামের উপাসক ছিলেন, তাঁহার বালিকা কন্যা তুলসীদাসের সহিত বিবাহিত হইবার পরও অনেকদিন পিতৃগৃহে ছিলেন। তিনিও রামকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। যথাকালে রত্নাবলী তুলসীর গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইল। তুলসীদাস একদণ্ড পত্নীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি বড় স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিন তুলসীকে কিছু না বলিয়া তাঁহার পত্নী বাপের বাড়ী চলিয়া আসিলেন। তাহাতে তুলসীদাস অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পত্নীর পাছে পাছে গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। এ সময় রত্নাবলী বলিয়াছিলেন—

"লাজ ন লাগত আপু কী ধোরে আয়েহ সাথ।
ধিক ধিক ঐসে প্রেম কী কহা কহোং মৈং নাথ॥
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তা মোং জৈসী প্রীতি।
তৈসী জোং শ্রীরাম মহং হোত ন তৌ ভবভীতি॥"

তোমার কি লজ্জা হয় না যে তুমি আমার পাছু পাছু ছুটিয়া আসিয়াছ। নাথ! তোমার এরূপ প্রেমকে ধিক্, আমার অস্থিচর্ম্মময় দেহ তার উপর তোমার যেরূপ প্রীতি, এরূপ প্রেম যদি শ্রীরামের উপর থাকিত, তাহা হইলে তোমার ভবভয় থাকিত না।*

পত্নীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় তুলসীদাসের আত্ম চৈতন্য হইল। তিনি আর পত্নীর দিকে চাহিলেন না, ফিরিলেন না। রত্নাবলী ভাবিতেন না যে, এই সামান্য কথায় তাঁহার পতির

* ভক্তমাল ও ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে।—তুলসীদাসের পত্নী শিবিকা করিয়া পিতৃগৃহে যাইতেছিলেন, পথে স্বামীকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া উক্ত কটূক্তি কথা বলেন। কিন্তু অযোধ্যা অঞ্চলে প্রবাদ আছে, তুলসীদাস শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে রত্নাবলীই কটূক্তি কথা বলিয়াছিলেন।

হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। তিনি তুলসীদাসকে সেখানে রাখিয়া আহারাদি করিবার জন্ত কতসাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখনই তুলসীদাস রামনাম আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

প্রথমে অযোধ্যায় তৎপরে বারাণসীতে অনেকদিন বসবাস করেন। এই সময়ে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসেন।

সংসারত্যাগের পর রত্নাবলী তুলসীদাসকে একখানি পত্র লেখেন—

"কটি কী ধীমী কনক সী রহত সখিন সঙ্গ সোই।
মোহি ফটে কী ডর নহীং অনত কটে ডর হোই॥"

কনকবরণী ক্ষীণকটি (আমি) সখিগণ সঙ্গে আছি, আমার (বুক) ফাটে তাতে ভয় নাই, ভয় পাছে অন্তরমণী তোমায় ধরে।

তাহাতে তুলসী উত্তর করেন—

"কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ বাধি জটা সিরকেস।
হম তো চাখা প্রেমরস পত্নীকে উপদেস॥"

কি মধুর কথা! পতির পত্র পাইয়া রত্নাবলী আশ্বাসিত হইলেন। প্রাণ ভরিয়া পতির সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বহুবর্ষ অতীত হইল! তুলসীদাস এখন বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন গৃহবার্ত্তা কিছুই তাঁহার মনে নাই। নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ঘটনাক্রমে আপনার শশুরালয়ে আসিয়া একদিন অতিথি হইলেন। তাঁহার মনেই ছিল না যে এ তাঁহার শশুরবাড়ী! তাঁহারই বৃদ্ধা পত্নী অতিথিসৎকার করিতে আসিলেন। তিনিও প্রথমে আপনার স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি তুলসীদাসের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। তুলসীদাস স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি স্বহস্তে পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই একটী কথাবার্ত্তার পরই রত্নাবলী আপনার হৃদয়সর্ব্বস্বকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আপনার মনোভাব গোপন করিয়া কেবল বলিলেন, 'আপনাকে মরিচ আনিয়া দিব।' তুলসী উত্তর করিলেন, 'প্রয়োজন নাই, আমার ঝুলিতেই আছে।' 'তবে কি একটু ঝাল আনিয়া দিব?' 'তাহাও আমার কাছে আছে।' 'তবে একটু কর্পূর আনিয়া দিই?' তুলসী কহিলেন, 'তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।'

পরে সাধ্বী পতিকে কিছু না বলিয়াই তাঁহার চরণ ধৌত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তুলসীদাস নিষেধ করিলেন, সুতরাং রত্নাবলীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। সে নিশায় তাঁহার চক্ষে ঘুম আসিল না, কেবল এই চিন্তা—'কিরূপে আমি হৃদয়েশ্বরের চরণসেবা করিতে পারিব?' অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, যিনি সামান্ত দ্রব্য এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কি আপন ধর্মপত্নীকে একবারে ত্যাগ করিবেন? পরদিন প্রাতে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভুর! আপনি কি আমায় চিনিতে পারেন?' তুলসী উত্তর করিলেন, 'না।' 'আপনি কি জানেন, কাহার বাড়ীতে রহিয়াছেন?' 'না।' 'এই স্থানের নাম কি জানেন?' তাহাতেও উত্তর হইল—'না'। তখন রত্নাবলী একে একে সব পরিচয় দিয়া তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তুলসীদাস কোনমতে সম্মত হইলেন না। তখন রত্নাবলী অতি দুঃখিত ভাবে বলিলেন—

'খরিয়া খরী কপূর লোং উচিত ন পির তিয় ত্যাগ।
কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ অচল করৌ অনুরাগ॥'

যখন তোমার ঝুলিতে খড়ি হইতে কর্পূর অবধি স্থান পাইল, তখন প্রিয়তম! স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নহে। হয় আমাকেও ঝুলির ভিতর নাও, নয় (সর্ব্বত্যাগী হইয়া) সেই ভগবানে অনুরাগ কর।

স্ত্রীর কথায় সাধু তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি স্বীকার করিলেন, তাঁহার চেয়ে তাঁহার স্ত্রী অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। আজ তুলসীদাস সর্ব্বত্যাগী হইলেন। শেষের সম্বল ঝুলিটীও এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তুলসী বলিয়া জেলার অন্তর্গত ভৃগুর আশ্রম, হংসনগর, পারাশিয়া (পারাশরীয়) প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনের পর গারঘাটের রাজা গম্ভীরদেবের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া কিছু কাল তথায় বাস করেন। তথা হইতে ব্রহ্মেশ্বরনাথ নামক মহাদেবকে দর্শন করিবার জন্ত আরাজেলার মধ্যস্থিত ব্রহ্মপুরে গমন করেন। সেখান হইতে কান্ত-ব্রহ্মপুরে গিয়া অধিবাসিগণের রাক্ষসী নীতি দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এখানে মঙ্গলনামে এক আহীর পরম যত্নে তুলসীদাসের সেবা করেন। আহীরের আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া তুলসীদাস কিছু প্রার্থনা করিতে বলেন। দরিদ্র আহীর প্রার্থনা করিল, 'যেন ভগবানের উপর তাঁহার পূর্ণভক্তি থাকে, তাঁহার বংশ যেন দীর্ঘজীবী হয়।' তুলসীদাস কহিলেন, 'যদি তুমি (বা পরিবারের মধ্যে কেহ) চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া না থাক, কিম্বা কাহারও মনে কষ্ট না দিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে।' বলিয়া ও শাহাবাদ জেলার লোকেরা এখনও এই গল্প করিয়া বলিয়া থাকে, তুলসীদাসের কৃপা সফল হইয়াছে।

কাশী হইতে তুলসীদাস বেলা-পতোত নামক স্থানে যাত্রা

করেন। এখানে পণ্ডিত গোবিন্দমিশ্র নামে এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও রঘুনাথ সিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রস্তাবে বেলা-গতৌতের নাম রঘুনাথপুর হইল। এখন রঘুনাথপুর নামেই খ্যাত। এখানে যে চৌড়ায় তিনি উপবেশন করিতেন, এখনও তাহা ভক্তির চক্ষে লোকে দেখাইয়া থাকে। রঘুনাথপুরের নিকট কায়থ-গ্রামে জোরাবর সিং নামে এক ক্ষত্রিয় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন।

তুলসীদাস প্রথমে অযোধ্যায় আসিয়া স্মার্ত্ত বৈষ্ণবরূপে কিছুকাল বাস করেন। এই সময় ভগবান্ রামচন্দ্র একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে (হিন্দী) ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। ১৬৩১ সম্বতে তিনি রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন। অরণ্যকাণ্ড শেষ হইতে না হইতে বৈরাগী বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার মতভেদ হইল। তিনি বাধ্য হইয়া কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। লোলার্ককুণ্ডের নিকট অসিঘাটে তিনি থাকিতেন। এইখানে ১৬৮০ সম্বতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যেখানে তিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী ঘাট এখনও তুলসীঘাট নামে খ্যাত। তাহার পাশে উক্ত কবির প্রতিষ্ঠিত একটী হনুমান্ মন্দির আছে।

তাঁহার সম্বন্ধে কাশীধামেও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে—

শুনা যায়, রামায়ণ শেষ হইবার পরে এক দিন তুলসী মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতেছেন। এমন সময় একজন সংস্কৃতবৎ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে বলেন, 'সাধু! আপনি সংস্কৃত জানেন, তবে ভাষায় এরূপ রামায়ণ রচনা করিলেন কেন?' তুলসীদাস হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার ভাষা নিতান্ত নীচ ভাষা বটে, কিন্তু আপনার বাল্মিকীবর্ণন অপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম।' পণ্ডিত বলিলেন, 'কিরূপে?' তুলসী কহিলেন—

"মনিভাজন বিষ পায়ই পূরন অমী নিহারি।
কা ছাদির কা মন্দ্‌হির কহহু বিবেকবিচারি॥"

ঘনশ্যাম শুক্ল একজন কবি ছিলেন, তিনি সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করিতেন। একদিন কএকজন পণ্ডিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি কহিলেন, 'আমি তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব।' তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিলে ভক্ত কবি উত্তর করিয়াছিলেন—

"কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাচা।
কাম জো আবই কামরী কা লই করৈ কুমাচা॥"

এক সময় কতকগুলি ডাকাত তুলসীদাসকে মারিতে আসে। তিনি আপনার রক্ষায় চেষ্টা না করিয়া বলিয়াছিলেন—

"বাসর ঢাসনি কে ঢকা রজনী চহুং দিশি চোরা।
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে কপিকিশরিকিশোরা॥"

তুলসীদাসের কথায় হনুমান দেখা দিলেন। সেই ভীম আকার দেখিয়া ডাকাতেরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

অকবর বাদশাহের রাজস্বসচিব টোডরমল্ল তুলসীদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। ১৬৪৬ সম্বতে টোডরমলের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তুলসীদাস এই কয়টী কবিতা রচনা করেন—

"মহত্তো চারো গাংব কো মন কো বড়ঁউ মহীপ।
তুলসী যা কলিকাল মেং অথয়ে টোডরদীপ॥
তুলসী রাম সনেহ কো সির ধর ভারি ভার।
টোডর ধয়ে ন কান্ধ হু জগ কর রহেউ উতার॥
তুলসী উর থালা বিমল টোডর গুনগন বাগ।
সমুঝি সুলোচন সীঞ্চিহেং উমগি উমগি অনুরাগ॥
রামধাম টোডর গয়ে তুলসী ভয়েউ নিসোচ।
জিয়বো মীত পনীত বিনু যহী বড়ে সঙ্কোচ॥"

অম্বররাজ মানসিংহ ও জগৎসিংহ প্রভৃতি হিন্দুরাজ-কুমারগণ সদা সর্ব্বদা তুলসীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একদিন এক লোক তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব বড়লোক আপনার কাছে কি করিতে আসে?' তাহাতে তুলসী উত্তর করেন—

"লহৈ ন ফুটী কৌড়িহু কো চহৈ কহি কাজ।
সো তুলসী মহজো কিয়ো রাম গরীবনিবাজ॥
ঘর ঘর মাঙ্গে টূক পুনি ভূপতিপূজে পাই।
তে তুলসী তব রাম বিনু তে অব রাম সহাই॥"

এইরূপ তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

তুলসীদাস প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের মহাকবি। তাঁহার রচনার মাধুর্য্য, লিপিচাতুর্য্য ও আধ্যাত্মিকভাব-সন্নিবেশ অতি প্রশংসনীয়। হিন্দুস্থানী অতি উচ্চ রাজা মহারাজ হইতে দীন দরিদ্র ভিক্ষু পর্য্যন্ত তুলসীদাসের দোহা সমাদর করিয়া থাকেন। অনেক গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু সকলগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। এই কয়খানি গ্রন্থ তাঁহার নিজস্ব বলিয়া প্রচলিত আছে—

১ রামললা নহছু, ২ বৈরাগ্যসন্দীপনী, ৩ বরবৈ রামায়ণ, ৪ পার্ব্বতীমঙ্গল, ৫ জানকীমঙ্গল, ৬ রামাজ্ঞা (এই ছয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ), ৭ দোহাবলী (বা সৎসই), ৮ কবিত্তরামায়ণ বা কবিতাবলী, ৯ গীতরামায়ণ বা গীতাবলী, ১০ কৃষ্ণাবলী

বা কৃষ্ণগীতাবলী, ১১ বিনয়পত্রিকা, ১২ রামচরিতমানস, (এখন তুলসীরামায়ণ নামে খ্যাত)। শেষ ছয়খানি বৃহৎ গ্রন্থ।

তুলসীতুঙ্গারি, বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত বস্তাররাজ্যে বিস্তৃত একটী গিরিমালা। অক্ষা° ১৮°৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৩০´ হইতে ৮২°৪০´ পূঃ। ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম তুলসী, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯২৮ ফিট্ উচ্চ।

তুলসীদেবা (স্ত্রী) তুলসীং দেষ্টি তুল্যগন্ধত্বাৎ দ্বিষ অণ্ তত-টাপ্। বর্ব্বরী, বাবুই তুলসী। [বর্ব্বরী ও তুলসী দেখ।]

তুলসীপত্র (ক্লী) তুলস্যাঃ পত্রং ৬তৎ। তুলসীর পাতা। [তুলসী দেখ।]

তুলসীপুর, ১ অযোধ্যার গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরসীমায় হিমালয়, দক্ষিণে বলরামপুর পরগণা, পূর্ব্বে আরনালা নদী এবং বহ্‌রাইচ্ জেলা। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর গবর্মেণ্টের রক্ষিত বিস্তীর্ণ বনবিভাগ, তাহার পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিসমাচ্ছন্ন উচ্চ নীচ ভূমিখণ্ড। এখানকার জমি উত্তম হইলেও জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। এই জন্য এখানে লোকের বাসও অল্প, তেমন চাষবাসও হয় না।

পরগণার প্রধান অংশ সাঁতসেতে কিন্তু এ স্থানে ভাল ধান হয়। এতদ্ভিন্ন যব গম ও কলায় মন্দ হয় না। এখানে হিন্দুর বাসই অধিক। তন্মধ্যে থারুজাতির নামই উল্লেখযোগ্য। থারুদিগকে দেখিতে সর্ব্বাংশে তুরাণীয় জাতির মত হইলেও ইহারা আপনাদিগকে চিতোরের রাজপুতকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

বড় বেশীদিনের কথা নয়, তুলসীপুর পরগণার অধিকাংশই শালবনে ঢাকা ছিল। মাঝে মাঝে দুই এক ঘর থারু স্ব স্ব সর্দ্দারের অধীনে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে বাস করিত। সেই সকল থারুসর্দ্দারেরা দুই রকম কর দিত। এক 'দখিনাহা' বা দক্ষিণাংশে বলরামপুরের রাজা এবং অপর 'উত্তরাই' বা উত্তরাংশে দঙ্গ (বর্ত্তমান তুলসীপুরের) রাজা পাইতেন।

প্রবাদ আছে, প্রায় ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে এখানে মেঘরাজ নামে চৌহান্‌বংশীয় এক রাজা ও পরে তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন থারুদিগের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন।

প্রায় শতবর্ষ হইল, বলরামপুরের রাজা পৃথ্বীপাল সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নবলসিংহের রাজা হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলবারি-সর্দ্দার নবলকে তাড়াইয়া রাজ্য অধিকার করেন। চৌহানরাজ গিরিজদল আশ্রয় লইয়া দুই হাজার থারুর সাহায্যে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। তখন রাজ্যহারী পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে নেপালরাজ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি আবার বলরামপুরে আসিয়া নবলসিংহের আশ্রয় লইলেন। নবলসিং তাঁহার সাহায্যে তুলসীপুরের থারুসর্দ্দারগণকে দমন করিলেন এবং তাঁহাকে তুলসীপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও বলরামপুরের রাজাকে বার্ষিক দেড়হাজার টাকা কর দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার পুত্র দলীলসিং যথারীতি কর দিয়া আসিতেছিলেন। শেষে দানবাহাদুরসিং রাজা হইলে তিনি কর বন্ধ করিলেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল তুলসীপুরে মৃগয়া করিতে যান। রাজার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া বড়লাট অযোধ্যার নবাবকে বার্ষিক কর লইয়া তুলসীপুর পরগণা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দানবাহাদুরকে দিতে আদেশ করেন।

দানবাহাদুরের সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দানবাহাদুরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দৃগ্‌রাজসিং পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও মতে, দৃগ্‌রাজসিংহের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৃগ্‌রাজকেও বহুদিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই; তাঁহার পুত্র দিগ্‌নারায়ণসিং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পিতাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। দৃগ্‌রাজ বলরামপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট একদল সৈন্য পাঠাইলেন। দৃগ্‌রাজ সেই সৈন্য সাহায্যে নিজ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত পুত্রের হাতে আবার তাঁহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল। দিগ্‌নারায়ণ অবসরক্রমে পিতাকে অল্পকাল বন্দী করিয়া বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন।

অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটীশ শাসনাধীন হইলে দিগ্‌নারায়ণের নিকট গবর্মেণ্ট কর চাহিয়া পাঠান। কিন্তু হীনমতি দিগ্‌নারায়ণ করদানে সম্মত হইলেন না। তজ্জন্য তিনি বন্দী হইয়া লক্ষ্ণৌনগরে আনীত হইলেন। এই সময় বিদ্রোহ হয়। বন্দী অবস্থায় দিগ্‌নারায়ণের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রীও বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তুলসীপুররাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্মেণ্ট বলরামপুররাজকে অর্পণ করেন।

২ উক্ত পরগণার প্রধান নগর। এখানে তুলসীপুর-রাজগণের নির্ম্মিত একটী পুরাতন গড় আছে। প্রায় দুই শত বর্ষ হইল, তুলসীদাস নামে একজন কুরমি এই নগর স্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে তুলসীপুর নাম হইয়াছে।

তুলসীমঞ্জরী (পুং) তুলস্যাঃ মঞ্জরী। তুলসীর মুকুল। [তুলসী দেখ।]

তুলসীমালা (স্ত্রী) তুলস্যাঃ মালা। তুলসীর মালা। [তুলসী দেখ।]

তুলসীবাই, ইন্দোরপতি যশোবন্তরাও হোলকরের একজন প্রিয়সী। এই রমণী সামান্য নর্ত্তকী হইতে শেষে যশোবন্তরায়ের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। যশোবন্ত শেষাবস্থায় উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হইলে তুলসীবাই হোলকররাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। তাহার রূপের ছটায় মধুর কথায় ভাবভঙ্গিমায় অল্প দিন মধ্যে তুলসী সকলের হৃদয় অধিকার করিল। তাহার কোন পুত্রাদি হয় নাই। যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মলহার রাওকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তুলসীবাই রাজ্য চালাইতে লাগিল। দেওয়ান গণপতরাওর সহিত তাহার একটু মাখামাখি ছিল, সেই জন্য সর্দ্দারেরা সকলেই তুলসী বাইএর উপর চটিয়া যান।

রূপে অপ্সরা ও কথায় মূর্ত্তিমতী করুণা হইলেও তুলসী-বাইএর হৃদয় কূট অভিসন্ধিপূর্ণ ছিল। যাহারা তাহার কোনরূপে দ্বেষ করিত, তাহাদের কিরূপে সর্ব্বনাশ করিবে, তুলসীবাই সর্ব্বদা তাহার উপায় ভাবিত।

এই সময় মহারাষ্ট্রগণ বৃটীশশক্তি পরাভব করিবার জন্য সকলে দলবদ্ধ হন। তুলসীবাই সর্দ্দারদিগের অভিপ্রায়ে সেই দলে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু গণপতরাও দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রসর্দ্দারগণ যেরূপ একত্র হইতেছে, তাহাতে তাঁহার ও তুলসীবাইএর শীঘ্রই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি বৃটীশের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর প্রাতে বালক মলহাররাও তাঁবুর বাহিরে খেলা করিতেছিল, সেই সময় শত্রুগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং একদল সৈন্য আসিয়া তুলসীবাইকে ঘেরিয়া ফেলে। তুলসীবাই আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হইবার জন্য তিরস্কার করে। কিন্তু কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করিল না। শেষে তাহারই রক্ষীগণ তাহাকে পাল্কী করিয়া শিপ্রা নদীর তীরে লইয়া গেল এবং তাহার মাথা কাটিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল।

তুলসীবিবাহ (পুং) তুলস্যাঃ বিবাহঃ। তুলসীর বিবাহ। [তুলসী দেখ।]

তুলসীগ্রাম, জুনাগড়ের অন্তর্গত উনা বা উন্নতনগরের প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। এখানে কতক-গুলি বিষ্ণু, শিব ও হনুমানের মন্দির ও উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। প্রভাসখণ্ডে এই উষ্ণপ্রস্রবণ মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এখানে আসিয়া বৈষ্ণবেরা হাতে বিষ্ণুর শঙ্খ ও চক্রের ছাপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

তুলা (স্ত্রী) তোল্যতেঽনয়া তুল-অঙ্। ১ সাদৃশ্য, তুলনা। ২ গৃহের দারুবন্ধকাষ্ঠ, কড়িকাঠ। ৩ মান। ৪ শতপল পরিমাণ। ৫ ভাণ্ড, ভাঁড়। ৬ রাশিবিশেষ, রাশিচক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত, এই রাশি তাহার সপ্তমরাশি। (দুইটী নক্ষত্র ও একটী নক্ষত্রের চারিভাগের ১ ভাগে এক একটী রাশি হয়।) চিত্রা নক্ষত্রের শেষ ৩০ দণ্ড এবং স্বাতী ও বিশাখার আদ্য ৪৫ দণ্ড তুলারাশি হয়। ইহার স্বরূপ সংজ্ঞা—তুলাপুরুষ, চর, নানাবর্ণ, সম, উষ্ণস্বভাব, পশ্চিমদিকের স্বামী, বায়ু-প্রকৃতি, চিক্কণ, বক্রশূন্য, বনচারী, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্প সন্তানসংখ্যা, শূদ্রবর্ণ, উগ্রস্বভাব, দিনবলী, দ্বিপদ, সমান ও শিথিলাঙ্গ। (নীলকণ্ঠতা°)

যবনেশ্বরের মতে—পুণ্যাধর, পুরুষ, উচ্চাঙ্গ, নাভি, কটি, বস্তিদেশ, বীথি, বিক্রয়স্থান, নগর, পেষণশিলাদি, পথ, শুক্রবর্ণ, ধনাগার, অর্থাধিবাস অর্থাৎ সিন্ধুকাদির উপর, বাসগৃহের উপর এবং শস্যের ভূমি, পাহাড়ের পার্শ্ব, পর্ব্বতের চূড়া, বৃক্ষ, মৃগয়াস্থান, উত্তম বায়ু প্রভৃতি তুলা শব্দে এই সকল বুঝায়। (ভট্টোৎপলধৃত যবনেশ্বর)

ইহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ। ওজ, বিষম, চর, ক্রূর, (পুং) বায়ু, শীর্ষোদয়, পুণ্য, দিনবলী, বিচিত্রবর্ণ, শুক্রের ক্ষেত্র, শুক্রমূলত্রিকোণ, শনির উচ্চতুঙ্গ, রবির নীচ, পশ্চিমদিকের স্বামী, বনচর ও তীর্থস্থানাধিপ।

এই সকল সংজ্ঞাদ্বারা নানাপ্রকার গণনা হইতে পারে। যেমন হৃত বস্তুর প্রশ্নগণনায় ঐ রাশি কোন স্থানে অবস্থিত, তাহার জ্ঞান এবং ঐ রাশিদ্বারা যেরূপ শরীর বিভাগ আছে, সেই সেই স্থানে গ্রহগণের অবস্থানবশতঃ ব্রণাদির চিহ্ন এবং গ্রহগণের বলাবলে সেই সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি বা দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি জানা যায়।

এই রাশির আকার তুলাবান্ পুরুষের মত। ইহার অধিপতি দেবতাকার শুক্লদেব তুলাবান্ পুরুষ। এই রাশি কৃষ্ণবর্ণ ও অক্রিয়।

তুলা রাশিতে জন্ম হইলে দেবতা ব্রাহ্মণ ও সাধুগণের অর্চ্চনা-রত, বুদ্ধিমান্ পবিত্র, স্ত্রীবিজিত, উন্নতদেহ ও উন্নতনাসিকা-যুক্ত, কৃশ, চঞ্চল গাত্রবিশিষ্ট, অটনশীল, অর্থযুক্ত, হীনাঙ্গ, ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যকুশল, রোগী, বন্ধুদিগের উপকারী, ক্রোধী, বন্ধু দ্বারা নিন্দিত এবং বন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। (বৃহজ্জাতক)

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে, তুলা রাশিতে জন্ম হইলে অতিশয় দীর্ঘতাবিহীন, শিথিল গাত্রবিশিষ্ট, অর্থাদি দিয়া ব্রাহ্মণদিগের পরিতোষকারক, অতিশয় বহুভাষী, জ্যোতিষজ্ঞ ও ভূতগণের অনুরক্ত হইবে। (কোষ্ঠীপ্র°) [রাশি দেখ।]

* পরীক্ষাবিশেষ, এক প্রকার দিব্য, যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর লৌকিক প্রমাণ নাই, সেই স্থলে বিচারক এই পরীক্ষা দ্বারা অর্থনির্ণয় করিবেন। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষাস্তু তুলা স্মৃতা।" (বীরমিত্রোদয়)

যজ্ঞীয় বৃক্ষ যূপের ন্যায় মন্ত্র পাঠ করিয়া ছেদন করিবে, লোকপালদিগকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিতবর্গ চতুর্হস্ত, চতুরস্র ও ঋজুতুলা প্রস্তুত করিবেন। এই তুলার তিন স্থানে বলয় দিতে হইবে। ইহাতে ৬ হাত স্তম্ভ করিয়া দুই হাত অন্তর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের হস্তদ্বয় খনন করিতে হইবে এবং তাহাতে পট্টধারক ও কীলকাগ্র স্তম্ভের উপরি দুইটী ছিদ্র করিবে ও তাহার মধ্যে লৌহাঙ্কুশ পট্টক নিবিষ্ট করিবে। লৌহাঙ্কুশ পট্টকের মধ্যস্থিত অঙ্কুশ দ্বারা তুলার অধোবলয়স্থিত লৌহসংযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে তুলাদণ্ড স্তম্ভের মধ্যে বক্রভাবে থাকিবে। তুলার পার্শ্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের তোরণস্তম্ভ তুলা হইতে ১০ অঙ্গুলি উচ্চ হইবে। তোরণের উপর সূত্র গ্রথিত করিবে। তুলাদণ্ড পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ধারণ করিবে। পূর্ব্বদিক্যে তুলা ও পশ্চিমে কর্ত্তাকে তোলিত করিবে। পরে তুলার উপরে জল দিতে হইবে, যদি জল না ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে তুলা সমান জানিবে।

তুলাপ্রয়োগ। উপবাস করিয়া স্নানাদি সমাপন করিবে। পরে বিচারক জিজ্ঞাসা করিবেন, নিবেদিত বিষয়ের বিচার হউক। তাহার পর অভিযুক্তকে ওজন করিয়া অবতারণ করাইবে এবং ধর্ম্মের আবাহন করিতে হইবে। "ওঁ তৎসৎ" ইহা উচ্চারণ করিয়া তিন জন ব্রাহ্মণকে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং এই তিনজন ব্রাহ্মণ স্বস্তি, পুণ্যাহ, ঋদ্ধি, তিনবার পাঠ করিবে। পরে দিব্যাজ্য ভূতহোমের নিমিত্ত ব্রহ্মচতুষ্টয় ও ঋত্বিক্ চতুষ্টয় পাদ্যাদি দিয়া পূজা করিয়া বরণ করিবে। অসক্ত হইলে একটী ব্রহ্ম ও একজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিবে। পরে তুলার পুষ্পমালা ও পতাকাদি দিয়া সুশোভিত এবং ঐ তুলা ভূমিতে রাখিতে হইবে। বিচারক পূর্ব্বমুখে পুষ্প ও অক্ষত লইয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" উচ্চারণ করিয়া—

"এহেহি ভগবন্ ধর্ম্ম দিব্যে হস্মিন্ সমাবিশ।
সহিতো লোকপালৈশ্চ বস্বাদিত্যামরুদ্গণৈঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজা বিধি অনুসারে ধর্ম্মরাজের পূজা করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, অগ্নিকোণে অগ্নি, নৈর্ঋতে নির্ঋতি, বায়ুকোণে বায়ু ঈশানকোণে ঈশান, ইন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে অষ্টবসু, ধর, ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে দ্বাদশাদিত্য, ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অগ্নির পশ্চিমভাগে একাদশ রুদ্র, বীরভদ্র, শম্ভু, গিরীশ, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ভুবনাধীশ্বর, কপালী, স্থাণু, ভব, যম ও রক্ষের মধ্যে মাতৃগণ, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা; নির্ঋতির মধ্যে গণেশ, বরুণের উত্তরে অষ্টমরুৎ, শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত, প্রাণ, প্রাণেশ, জীব, উত্তর ভাগে দুর্গা ও ধর্ম্ম এই সকল দেবতাকে পূজাবিধি অনুসারে পূজা করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে হোম সমাপন করিবে।

এই পূজাহোম শেষ হইলে আর্দ্রবস্ত্র পরিহিত শোধ্যকে পশ্চিম দিক্যে ও ইষ্টক পূর্ব্বদিক্যে উত্তোলন করিবে এবং উত্তোলনীয় ঘটের উপরি জল দিলে যখন পরিমাণ সমান হইবে, তখন তাহাকে নামাইতে হইবে। পরে বিচারক—

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোহপি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

এই মন্ত্র ও অভিযোগের বিষয় ইনি দোষী বা নির্দ্দোষ এইরূপ প্রতিজ্ঞালিপি পত্রে লিখিয়া শোধ্যের মস্তকে রাখিবেন এবং ঘটে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবেন।

"ত্বং ঘটো ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ পরীক্ষার্থং দুরাত্মনাম্।
ধকারাদ্ধর্ম্মমূর্ত্তিস্ত্বং টকারাৎ কুটিলং নরং॥
ধৃতো ধারয়সে যস্মাৎ ঘটস্তেনাভিধীয়সে।
ত্বং বেৎসি সর্ব্বভূতানাং পাপানি সুকৃতানি চ॥
ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ।
ব্যবহারাভিশস্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি॥
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি।"

পরে বিচারক তুলাধারককে উদ্দেশ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—

"ব্রহ্মঘ্না যে স্মৃতা লোকা যে লোকাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধারয়তো মৃষা॥"

শোধ্য ব্যক্তি এই মন্ত্রে তুলা আমন্ত্রণ করিবে—

"ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দেবৈর্বিনির্ম্মিতা।
তৎ সত্যং বদ কল্যাণি সংশয়ান্মাং বিমোচয়॥
যদস্মি পাপকৃন্মাতস্ততো মাং ত্বমধো নয়।
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধং মাং সর্ব্বং বেৎসি কৃতাকৃতং॥"

পরে পূর্ব্বের ন্যায় শোধ্যকে পূর্ব্বদিকে ও ঘট পশ্চিমদিকে দিয়া তোলিত করিবে। যদি ঐ ব্যক্তি পাপশূন্য হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধে উঠিবে, পাপী হইলে নিম্নে নামিবে, সমান

থাকিলে পাপ অল্প জানিতে হইবে। সন্দেহ হইলে পুনর্ব্বার এইরূপে পরীক্ষা করা উচিত। কক্ষ, কীলক, শিক্য প্রভৃতি ভঙ্গ হইলে অশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব বীরমিত্রোদয়)

৮ তোলন, তুলাদণ্ড। স্বর্ণনির্ম্মিত তুলাদণ্ড প্রধান, রজত নির্ম্মিত মধ্যম, ইহার অভাবে খদিরকাষ্ঠদ্বারা তুলা করা উচিত। তুলার প্রভাবে সকল দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানা যায়। এই তুলা ব্রহ্মার দুহিতা আদিত্যা নামে বিখ্যাত। শণ-নির্ম্মিত চারিটী সূত্রে ষড়ঙ্গুল ক্ষোমবস্ত্রই শিক্য যন্ত্র, তাহার চারিপার্শ্বের সূত্রগুলি পরিমাণ দশাঙ্গুল। এইরূপ দুইটী শিক্যের মধ্যস্থলেও অঙ্গুলি পরিমিত সূত্রনির্ম্মিত কক্ষা রাখিতে হইবে। (যে সূত্র ধরিয়া ওজন করা যায়, তাহার নাম কক্ষা)। (বৃহৎসংহিতা ২৬ অ°)

তুলাকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান। কোরগ রাজ্যের পশ্চিমে সহ্যাদ্রির যে অংশ ব্রহ্মগিরি নামে খ্যাত, তাহারই উপর অক্ষা° ১২° ২৩´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ ১০´´ পূর্ব্বে গিরির পাদদেশস্থ ভাগমণ্ডল হইতে ২ ক্রোশ দূরে তুলাকাবেরী প্রবাহিত। উৎপত্তিস্থানের নিকট একটী অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। দেব দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। এই তুলাকাবেরীর অনেকগুলি মাহাত্ম্য পাওয়ায়, তন্মধ্যে কোনখানি অগ্নি-পুরাণীয়, কোনখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয়, আবার কোনখানি ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণীয় ইত্যাদি নামে প্রচলিত আছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—তুলা (কার্ত্তিক) মাসে এখানে গঙ্গা আগমন করেন, সে সময় এখানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ ও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

এইমাসে কোরগের প্রতি ঘর হইতে এক এক ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর পূজা দিতে আসে।

মন্দিরের দেবসেবার জন্য গবর্মেণ্ট হইতে বৎসরে ২৩২০৲ টাকা বরাদ্দ আছে।

তুলাকূট (ক্লী) তুলায়াঃ কূটং ৬তৎ। তুলামানের কূট, প্রকৃত পরিমাণ কম করা। তুলায়াং কূটং যস্য। তুলায় কূটকারক লোক, যে ওজনে কম করে।

"মানকূটং তুলাকূটং কণ্ঠমোষ্ঠং নিপীড়য়।" (কাশীখ° ৮ অ°)

তুলাকোটি (স্ত্রী) তুলাং সাদৃশ্যং কোটয়তে কুট-ইন্। ১ নূপুর। তুলায়া কুটতি কুট-ইন্। ২ মানভেদ, পরিমাণ বিশেষ, অর্ব্বুদসংখ্যা।

তুলাকোটী (স্ত্রী) তুলাকোটি স্ত্রিয়াং ঙীষ্। [তুলাকোটি দেখ।]

তুলাকোষ (পুং) তুলায়াঃ পরিমাণস্য কোষইব। তুলা-পরীক্ষা। (মিতাক্ষরা)

তুলাজা (তুলজা) কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ভাউনগর রাজ্যের মধ্যস্থিত একটী প্রাচীরবেষ্টিত নগর। অক্ষা° ২১° ২১´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪´ ৩০´´ পূঃ। পাহাড়ের ঢালুদেশে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে অতি সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত বিস্তর জৈন-মন্দির আছে। গিরিচূড়ায় প্রসিদ্ধ তুলজা-ভবানীর মন্দির ও একটী অতি মনোরম সরোবর বিদ্যমান। শত শত তীর্থযাত্রী তুলজাদেবী দর্শন ও সরোবরে স্নান করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণীয় তুলজামাহাত্ম্যে এই স্থানের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এখানকার পাহাড়ে খোদিত গুহা আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ সকল গুহায় চোর ডাকাতেরা বাস করিত।

তুলাজী (তুলজি)—তঞ্জোরের বিদ্যোৎসাহী একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার নাম দিয়া নিম্নলিখিত কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—১ আদিধর্ম্মসারসংগ্রহ, ২ ইনকুলতেজোনিধি (জ্যোতিষ), ৩ ধন্বন্তরিসারবিধি, ৪ মন্ত্রশাস্ত্রসারসংগ্রহ, ৫ রাজধর্ম্মসারসংগ্রহ, ৬ রামধ্যান, ৭ বাক্যামৃত (গণিত), সঙ্গীতসারামৃত।

তুলাজী অঙ্গ্রীয়, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রদস্যু কনোজী অঙ্গ্রীয়ার এক পুত্র। কনোজীর মত ইহার উৎপাতে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। শেষে বোম্বাই গবর্মেণ্ট ও মহারাষ্ট্র-সেনাপতি একত্র হইয়া অনেক কষ্টে তুলাজীকে পরাস্ত করেন।

তুলাদণ্ড (পুং) তুলায়াঃ দণ্ডঃ। মানদণ্ড, নিক্তী, দাঁড়ী।

তুলাদান (ক্লী) তুলয়া স্বদেহমানেন দানং। তুলাপুরুষ সংজ্ঞক মহাদান। [তুলাপুরুষ দেখ।]

তুলাধট (পুং) তুলায়ৈ তোলনায় ধটঃ। তুলাধার দণ্ড। (ত্রিকা°)

তুলাধর (ত্রি) তুলায়া মানদণ্ডস্য ধরঃ ধৃ-অচ্। ১ বাণিজক, বণিক্‌ধর্ম্মাপুরুষ। ২ তুলারাশি। ৩ সূর্য্য। ৪ তুলাগুণ। ৫ নিক্তীর দড়ি। (ত্রি) ৬ তুলাদণ্ডধারক। (মেদিনী)

তুলাধার (পুং) তুলা-ধৃ-অণ্। ১ তুলারাশি। ২ তুলাগুণ। ৩ বারাণসীনিবাসী একজন ব্যাধ। ইনি নিরন্তর পিতৃমাতৃ সেবা করিতেন, সেই পুণ্যে ইনি সর্ব্বদর্শী হইয়াছিলেন। কৃত-বোধ নামক এক ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণের আদেশে ইহার নিকট আসিলে ইনি তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলেন। কৃত-বোধ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হয় এবং ইহার বাক্যানুসারে তিনি পুনরায় পিতামাতার পরিচর্য্যায় কালক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৩ অ°)

৪ একজন বারাণসীনিবাসী বণিক, ইনি মহর্ষি জাজলিকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দান করেন।

"তুলাধারো বনিগ্‌ধর্ম্মা বারাণস্যাং মহাযশাঃ।
সোঽপ্যেবং নার্হতে বক্তুং যথা ত্বং দ্বিজসত্তম॥"

(ভারত ১২।২৬০।৮)

তুলাপুরুষদান (ক্লী) তুলাপুরুষস্য তুলোত্থিতপুরুষতারসম পরিমিতদ্রব্যস্য দানং ৬তৎ। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দান বিশেষ। ষোড়শ মহাদানের মধ্যে এই দান প্রধান ও আদিদান। এই দান অয়ন, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, যুগাদি, মন্বন্তরাদি, সংক্রান্তি, পৌর্ণমাসী, দ্বাদশী, অষ্টকা প্রভৃতিতে করিতে হয়। সংসার-ভয়ভীরু তীর্থ, গৃহ, বন, তড়াগ অথবা মনোজ্ঞ স্থানে এই মহাদান করিবে। জীবন অনিত্য, ধন অত্যন্ত চঞ্চল এই বিবেচনা করিয়া এইরূপ দানাদিতে প্রবৃত্ত হইবে। পুণ্য তিথিতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সপ্তহস্ত তোরণ এবং চারিদিকে চারিটী কুণ্ড ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বোত্তরে এক হাত বেদী করিবে, তাহাতে গ্রহাদি, ব্রহ্মা, শিব, অচ্যুত প্রভৃতি দেবতাকে ফল, বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মা, শিব ও অচ্যুতের প্রতিমাতে ও অন্য দেবতার স্থণ্ডিলে পূজা করিতে হইবে।

সাল, ইঙ্গুদী, চন্দন, দেবদারু, শ্রীপর্ণী ও বিল্ব এই সকল কাষ্ঠে তুলা প্রস্তুত করিতে হয়। তুলাদণ্ডের উচ্চতা ৫ হাত ও মধ্যে ৪ হাত ফাঁক দিতে হয়। লৌহ দ্বারা শৃঙ্খল করিতে হইবে। সুবর্ণযুক্ত রত্নমালা, মাল্যবিলেপন প্রভৃতি দ্বারা তাহা বিভূষিত করিবে এবং তাহাতে পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চপতাকা শোভিত করিবে।

ইহাতে বিধানদক্ষ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত করিবে। ঋগ্বেদী হইলে পূর্ব্বদিকে, যজুর্বেদী দক্ষিণদিকে, সামবেদী পশ্চিমদিকে ও অথর্ব্ববেদী হইলে উত্তরদিকে দুই জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হইবে। পরে বিনায়কাদি লোকপাল, আদিত্য প্রভৃতি গ্রহগণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদিগকে পূজা করিয়া এবং স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা হোমচতুষ্টয় জপ সূক্ত প্রভৃতি যজমান সহিত যথাবিহিত মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চিত করিবে। পরে দেবতা ও ঋত্বিক্‌দিগকে হেমভূষণ দান করিবে। পরে জাপকগণ শান্তিক অধ্যায় জপ করিবে। ইহাতে আদি অন্ত ও মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাচন করিবে।

পরে তিন বার তুলা প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্রে তুলা আমন্ত্রণ করিবে—

"নমস্তে সর্ব্বদেবানাং শক্তিস্ত্বং শক্তিসাক্ষিকা।
সাক্ষীভূতা জগদ্ধাত্রা নির্ম্মিতা বিশ্বযোনিনা॥
একতঃ সর্ব্বসত্যানি তথা ভূতশতানি চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে॥
ত্বং তুলে সর্ব্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্ত্তিতা।
মাং তোলয়ন্তী সংসারাদুদ্ধরস্ব নমোঽস্তু তে॥
নমো নমস্তে গোবিন্দ! তুলাপুরুষসংজ্ঞক।
ত্বং হরে তারয়স্বাস্মানস্মাৎ সংসারসাগরাৎ॥
পুণ্যং কালমথাসাদ্য কৃত্বাধিবাসনং পুনঃ॥
পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা তাং তুলামারুহেদ্ বুধঃ॥
সখড়্গচর্ম্মঃ কবচী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
ধর্ম্মরাজমথাদায় হৈমং সূর্য্যেণ সংযুতং॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার পর ব্রাহ্মণগণ তাহাকে তুলায় স্থাপন করিবে, ক্ষণকাল তুলায় থাকিয়া আবার এই মন্ত্র পড়িতে হইবে।

"নমস্তে সাক্ষীভূতানাং সাক্ষীভূতে সনাতনি।
পিতামহেন দেবি ত্বং নির্ম্মিতা পরমেষ্ঠিনা॥
ত্বয়া ধৃতং জগৎ সর্ব্বং সহস্থাবরজঙ্গমম্।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থে নমস্তে বিশ্বধারিণি॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া তুলা হইতে অবতরণ করিবে। পরে তুলাস্থিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক গুরুকে দিবে, আর অর্দ্ধেক অন্য সকলকে বিভাগ করিয়া দিবে। তুলাস্থিত দ্রব্য অধিকক্ষণ গৃহে রাখিবে না।

তুলাদানে একদিকে নিজে ও অন্যদিকে সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি দিয়া ওজন করিতে হয়।

দ্রব্যবিশেষে তুলা করিলে তাহার এইরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি অষ্টধাতুর তুলা করেন, তিনি মন, বাক্য ও কায়সম্ভব সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ধাতু থাকে, তত শত কোটি বর্ষ স্বর্গলোকে বাস করেন। পরে পুণ্যক্ষয় হইলে উচ্চ কুলে জন্ম হয় এবং ধন ধান্য প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হন। যিনি সুবর্ণ দ্বারা তুলা করেন, তিনি পূর্ব্বে দশপুরুষ ও পরে দশ পুরুষ পিতৃগণকে উদ্ধার করেন এবং আপনিও স্বর্গগামী হন ও কখনই তাহার দারিদ্র হয় না। যিনি রৌপ্যের তুলা করেন, তিনি স্বর্গগামী হন এবং পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। সুবর্ণহারী, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি মহাপাতকগ্রস্ত লোকও তাম্রের তুলা করিয়া নিষ্পাপ হয় ও স্বর্গলোকে বাস করে।

কাংস্যের তুলা করিলে ইন্দ্রের পদ, লোহার তুলা করিলে উত্তম স্থানলাভ, পিত্তলের তুলা করিলে স্বর্গ, সীসকের তুলা করিলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস, রাঙ্গের তুলা করিলে চন্দ্রের সাযুজ্যলাভ, ঘৃতের তুলা করিলে তেজস্বী এবং তৈলের তুলা করিলে অরোগী ও সুখী হয়।

যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে তুলাদানই সর্ব্বপ্রধান। জীবন ধারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যরই দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিত্তাদ্যনুসারে সুবর্ণাদি তুলা দান অবশ্য বিধেয়। (দানসাগর)

২ ব্রতভেদ, এই ব্রত ১৫ দিন বা ২১ দিন ধরিয়া করিতে হয়। ১৫ দিন সাধ্য ব্রতে পিণ্যাক, আচাম (ভাতের মাড়), তক্র, উদক, সক্তু এই ৫টী দ্রব্য তিন দিন করিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। ২১ দিন সাধ্য ব্রতে পূর্ব্বোক্ত ৫টী দ্রব্য তিন দিন করিয়া ১৫ দিন ও ৬ দিন বায়ুভক্ষণ অর্থাৎ উপবাস করিলে এই ব্রত করা হয়। *

তুলাপ্রগ্রহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ অপ্। তুলাদণ্ড, তুলার গুণ, নিক্তির দড়ি।

তুলাপ্রগ্রাহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ ঘঞ্। তুলাদণ্ড।

তুলামান (ক্লী) তুলার্থং তোলনার্থং মানং মীয়তে ঽনেন মা করণে ল্যুট্। ১ তুলাদণ্ড। ২ তুলাদণ্ডে পরিমাণ, ওজন।

তুলাযন্ত্র (পুং) তুলায়া যন্ত্রঃ ৬তৎ। তুলাদণ্ড।

তুলাযষ্টি (স্ত্রী) তুলায়াঃ যষ্টিঃ ৬তৎ। তুলাদণ্ড।

তুলারাম সেনাপতি, কাছাড়ের শেষ হিন্দুরাজা গোবিন্দচন্দ্রের একজন চাপ্রাশি। বিদ্রোহে তুলারামের পিতার মৃত্যু হইলে তুলারাম পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। এখানে তুলারাম আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য আসিয়া যখন কাছাড় রাজ্য আক্রমণ করে, সেই সময় তুলারাম তাহাদের অনেকটা সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ বাধ্য হইয়া তুলারামকে খানিকটা পার্ব্বতীয় ভূভাগ ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার পর তুলারাম মহুর ও দয়াং নদীর অন্তবর্ত্তী এবং দয়াং ও কাপিলী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বে তুলারাম 'সেনাপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। উত্তরে দয়াং ও যমুনা নদী, দক্ষিণে মহুর নদী, পূর্ব্বে ধনেশ্বরী এবং পশ্চিমে দয়াং নদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ তুলারাম সেনাপতির অধিকারে থাকে। এইস্থান সরকারী কাগজপত্রে তুলারাম সেনাপতির রাজ্য বা মহাল রজিলাপুর নামে উক্ত হইয়াছে।

তুলারাম গবর্মেণ্টকে প্রথমে প্রতিবর্ষে ৪টী হস্তী, পরে ৪৯০৲ টাকা করিয়া কর দিতেন। অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আপন সম্পত্তি আপনার দুই পুত্রকে ভাগ করিয়া দেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম নকুলরাম। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন।

তৎপরে তুলারাম সেনাপতির রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তুলারামের পরিবারস্থ ৫ জনকে খানিকটা লাখরাজ জমি ও সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া সমুদায় ভূভাগ উত্তরকাছাড়ের সামীল করিয়া লইলেন। প্রথম ঐ ভূভাগের পরিমাণ ১৮০০ বর্গমাইল ছিল।

তুলাবৎ (ত্রি) তুলা বিদ্যতে ঽস্য তুলা-মতুপ্ মস্য বঃ। তুলাধারী।

তুলাবীজ (ক্লী) তুলায়াঃ তোলনস্য বীজং ৬তৎ। গুঞ্জা, কুঁচ।

তুলাসূত্র (ক্লী) তুলার্থং তোলনার্থং সূত্রং। তুলাদণ্ডস্থিত সূত্র, প্রগ্রহ, নিক্তির দড়ী।

তুলি (স্ত্রী) তুরি রস্য লঃ। ১ তুরী, তন্তুবায়ের তুরী। ২ চিত্রকরের বর্ত্তিকা, ইহা দ্বারা ছবিতে রং দেওয়া হয়।

তুলিকা (স্ত্রী) তোলয়তি সাদৃশ্যং গচ্ছতি তুল বাহুলকাৎ ইকন্ সচ কিৎ। ১ খঞ্জনপক্ষী। (ত্রিকা°) ২ তুলি।

তুলিত (ত্রি) তুল-তৎকরোতীতি ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। পরিমিত, যাহা ওজন করা হইয়াছে, সদৃশীকৃত, যাহার তুলনা করা হইয়াছে।

তুলিনী (স্ত্রী) তুলমস্তি ফলে ঽস্যাঃ তুল-ইনি ঙীপ্ পৃষো° হ্রস্বঃ। শাল্মলী, শিমুল গাছ।

তুলিফলা (স্ত্রী) তুলি তুলযুক্তং ফলং যস্যাঃ পৃষো° হ্রস্বঃ। শাল্মলী, শিমুল গাছ। (রত্নমালা)

তুলী (স্ত্রী) তুরী-রস্য লঃ। ১ তন্তুবায়ের তুরী। (শব্দর°) ২ (দেশজ) তুলি।

তুলুব (তুনূ) দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন জনপদ। সহ্যাদ্রি ও সমুদ্র এবং কল্যাণপুর ও চন্দ্রগিরি নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ২৭' হইতে ১৩° ২৫' উ:, দ্রাঘি° ৭৪° ৪৫' হইতে ৭৫° ৩০' পূ:। মহাদ্রিখণ্ডে এই স্থান "তৌলব" দেশ নামে আখ্যাত হইয়াছে—

* "পিণ্যাকাচামতক্রোদকসক্তূনা-
মুপবাসান্তরিতোঽভ্যবহারস্তুলাপুরুষঃ" (মিতা°)
'এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাবিধি।'
তুলাপুরুষ ইত্যেব জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ।
এষাং পিণ্যাকাদীনাং পঞ্চানাং ক্রমে নৈকৈকস্য ত্রিরাত্রাভ্যাসেন পঞ্চদশাহব্যাপী তুলাপুরুষাখ্যঃ কৃচ্ছ্রো বেদিতব্যঃ। অত্র পঞ্চদশাহিকত্ব-বিধানাদুপবাসস্য নিবৃত্তিঃ। যমেন তু একবিংশতিরাত্রিকস্তুলাপুরুষ উক্তঃ।
আচামমথ পিণ্যাকং তক্রোদকসক্তূকান্।
ত্র্যহং ত্র্যহং প্রযুঞ্জানো বায়ুভক্ষস্ত্র্যহদ্বয়ং।
একবিংশতিরাত্রস্তু তুলাপুরুষ উচ্যতে।" (যম)

"ততঃ সহ্যাদ্রিশিখরে হৃদয়ে দৃষ্টবাহুনিঃ।...
নানাকল্পপ্রভবৈর্মালাকল্পরসাহুতিঃ॥
অবতীর্য্য দদর্শাথ তৌলবং দেশমুত্তমম্।
তৎক্ষেত্রং প্রাপ্তবান্ রামো মেধাবী ভৃগুনন্দনঃ॥
মহালিঙ্গেশ্বরং সম্যক্ পূজয়ামাস শাস্ত্রতঃ।"

(উত্তরার্দ্ধ ২১।৫৩-৫৭)

এই স্থানের অধিবাসীরাও সহ্যাদ্রিখণ্ডে "তৌলব" নামে বর্ণিত হইয়াছে। (সহ্যাদ্রি° ২।৫।৯)

এখন এই স্থান উত্তর কাণাড়া নামে খ্যাত। স্কন্দপুরাণীয় "তুলুবনাদ উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই প্রদেশে তুলুভাষা প্রচলিত। প্রায় চারিলক্ষ লোকে এই ভাষায় কথা কয়। ছয়টী প্রধান দ্রাবিড়ভাষার মধ্যে তুলুও একটী। এই ভাষায় কোন গ্রন্থাদি নাই। মলয়ালম্ অথবা কণাড়ী অক্ষরেই এ ভাষার লেখনকার্য্য সমাধা হয়।

কাণাড়ার ইতিহাসের সহিত তুলুবের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট।

তুলোপলা (স্ত্রী) তুলা ও উপতুলা, চতুর্থভাগের নাম তুলা, তৃতীয় ভাগের নাম উপতুলা।

"ভবতি তুলোপতুলানাং মূলং পাদেন পাদেন।"

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।৩০)

তুল্‌তুল্ (দেশজ) কোমল, চাপসহ।

তুলতুলিয়া (দেশজ) কোমল, চাপসহ।

তুল্য (ত্রি) তুলয়া সম্মিতং যৎ। (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) সাদৃশ্য। পর্য্যায়—সম, সদৃক্ষ, সদৃশ, সদৃক্, সাধারণ, সমান, সধর্ম্ম, সম্মিত, স্বরূপ। (জটাধর) এই সকল পদ উত্তর-পদস্থ হইলে তুল্যবাচক হয়। নিভ, সঙ্কাশ, নীকাশ, প্রতীকাশ, উপমা, ভূত, রূপ, কল্প, প্রভৃ এগুলিও তুল্য-পর্য্যায়। (শব্দর°) (পুং) ২ স্বনামখ্যাত গন্ধর্ব্ব।

(ভারত ২।১০৩।৭)

তুল্যকোণিক (Equiangular) যে সকল ক্ষেত্রের কোণ-গুলি পরস্পর সমান।

তুল্যজ্ঞ (পুং) তুল্যং জানাতি তুল্য-জ্ঞা-ক। তুল্য জ্ঞানী, সমানজ্ঞানী।

তুল্যতা (স্ত্রী) তুল্যস্য ভাবঃ তুল্য তল্ টাপ্। সাদৃশ্য, তুল্যত্ব।

তুল্যদর্শন (ত্রি) তুল্যং দর্শনং যস্য বহুব্রী। সমান দর্শন।

"চক্ষুঃ কৃপাং যদপি তুল্যদর্শনাঃ।" (ভাগ° ১।৫।২৪)

তুল্যপান (ক্লী) তুল্যৈঃ সহ পানং। তুল্য অর্থাৎ স্বজাতীয় ব্যক্তির সহিত পান, স্বজাতীয় অনেক লোকের সহিত পান করা। পর্য্যায়—সপীতি। (অমর)

তুল্যবল (ত্রি) তুল্যং বলং যস্য। ১ সমশক্তিসম্পন্ন। তুল্যং বলং কর্ম্মধা। ২ সমান বল।

তুল্যভাবন (স্ত্রী) তুল্যং ভাবনং। একপ্রকার রাশির সঙ্কলন।

তুল্যমূল্য (ত্রি) তুল্যং মূল্যং যস্য। ১ সমান মূল্যবিশিষ্ট। ২ সমান, সদৃশ।

তুল্যযোগিতা (স্ত্রী) কাব্যালঙ্কারবিশেষ, প্রধানে প্রস্তুত (প্রস্তাবিত) বা প্রস্তুত (অপ্রস্তাবিত) পদার্থসমূহের গুণ ক্রিয়া ও রূপের একধর্ম্ম সম্বন্ধ হয়, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়।

"পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্ম্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা॥" (সাহিত্যদর্পণ)

তুল্যরূপ (ত্রি) তুল্যং রূপং যস্য। একরূপ, সদৃশ।

তুল্যবৃত্তি (ত্রি) তুল্যা বৃত্তির্যস্য। এক ব্যবসায়ী।

তুল্যশস্ (অব্য) তুল্য বীপ্সার্থে-শস্। সমান সমান।

তুল্যাকৃতি (ত্রি) তুল্যা আকৃতি র্যস্য। সদৃশাকৃতি, সমান আকারবিশিষ্ট।

তুম্বল (পুং) ঋষিভেদ। [তৌম্বলি দেখ।]

তুবর (পুং ক্লী) তবতি হিনস্তি রোগান্ তু-বাহু° ষরচ্। ১ কষায় রস। (ত্রি) ২ কষায়রসযুক্ত।

"নাতিসান্দ্রদ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে।" (সুশ্রুত ১।৪৫)

৩ শ্মশ্রুহীন। ৪ ধান্যভেদ।

তুবরযাবনাল (পুং) তুবরঃ কষায়ঃ যাবনালঃ কর্ম্মধা°। ধান্যভেদ—লালজনার। পর্য্যায়—তুবর, কষায়যাবনাল, রক্ত-যাবনাল, লোহিতকুন্তন্ধুরধান্য। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, বিরে-চক, সংগ্রাহী, বাতনাশক, বিদাহী ও শোষকারক। (রাজনি°)

তুবরিকা (স্ত্রী) তুবরঃ কষায়রসোহস্ত্যস্যাঃ তুবর-ঠন্।

১ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ফটকিরি। ২ আঢ়কী, অড়হর। (ভরত)

তুবরী (স্ত্রী) তুবর স্ত্রিয়াং বিস্বাৎ ঙীষ্। ১ আঢ়কী, অড়হর। ২ ধান্যভেদ, তোরী। ইহার গুণ ধারক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক এবং কফ, বিষ, রক্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কোষ্ঠগত রোগনাশক। (ভাবপ্র°)

৩ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, ফটকিরি। পর্য্যায়—মৃৎ, সৌরাষ্ট্রী, মৃৎস্না, আসজ, মসী, সুরাষ্ট্রজা, মৃত্তালক, কালী, মৃত্তিকা, স্বত্যা, কাক্ষী, সুজাতা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, উষ্ণ, লেখন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, ছর্দ্দি ও পিত্ত ব্রণ মূত্রনাশক। (রাজনি°)

তুবরীশিম্ব (পুং) তুবর্য্যা ইব শিম্বা কলাপক্ যস্য। চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে গাছ।

তুবি (স্ত্রী) তুম্বী পৃষো° সাধুঃ। ১ তুম্বী, অলাবু।

তবতিবৃদ্ধ্যর্থঃ সৌত্রোধাতুঃ ইতি ই।(অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮)
২ বহু শব্দার্থ। (নিঘণ্টু ৩।১)

তুবিকূর্ম্মি (ত্রি) বহুকর্ম্মা, যুদ্ধে অনেক প্রকার কার্য্যকর্ত্তা। "তুবিগ্রাভং তুবিকূর্ম্মিং রভোদাং" (ঋক্ ৬।২২।৫) 'তুবিগ্রাভং তুবীনাং বহূনাং গ্রহীতারং তুবিকূর্ম্মিং বহুকর্ম্মাণং' (সায়ণ) "মহাব্রাতস্তুবিকূর্ম্মি" (ঋক্ ৩।৩০।৩) 'তুবিকূর্ম্মিঃ সংগ্রামে নানাবিধকর্ম্মণাং কর্ত্তা তুবিকূর্ম্মি করোতে রৌণাদিকো মি প্রত্যয়ঃ গুণে কৃতে ঋকারস্তোত্বং ছান্দসং'। (সায়ণ)

তুবিগ্র (ত্রি) প্রভূতগমন।
"তুবিগ্রেভিঃ সত্বভির্যাতি" (ঋক্ ১।১৪০।৯) 'তুবিগ্রেভিঃ প্রভূতং শব্দয়দ্ভিঃ প্রভূতগমনৈ র্বা' (সায়ণ)

তুবিগ্রাভ (ত্রি) বহুগ্রাহক। [তুবিকূর্ম্মি দেখ।]

তুবিগ্রি (ত্রি) পূর্ণগ্রীব, অনেক প্রকারে স্তোতব্য।
"তুবিগ্রয়ে বহুয়ে দুষ্টরীতবে" (ঋক্ ২।২১।২) 'তুবিগ্রয়ে পূর্ণগ্রীবায় গৃ-শব্দে ঔণাদিকঃ কর্ম্মণি ক প্রত্যয়ঃ তুবিভিঃ বহুভিঃ স্তোতব্যায়' (সায়ণ)

তুবিগ্রীব (ত্রি) বিস্তীর্ণকন্ধর।
"তুবিগ্রীবোবপোদরঃ" (ঋক্ ৮।১৭।৮) 'তুবিগ্রীবো বিস্তীর্ণকন্ধরঃ' (সায়ণ) প্রবৃদ্ধগ্রীবা। "তুবিগ্রাবা ইবেরতে" (ঋক্ ১।১৮৭।৫) 'তুবিগ্রীবাইব তুবীতি বহুনাম। প্রবৃদ্ধগ্রীবা ইব' (সায়ণ)

তুবিজাত (ত্রি) যাহা হইতে পৃথিব্যাদি বহু জন্মিয়াছে।
"ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্" (ঋক্ ৩।৩২।১১) 'তুবিজাত-বহূনি জাতানি পৃথিব্যাদীনি যস্মাৎ সোঽয়ং তুবিজাতঃ' (সায়ণ) এইস্থলে তুবিজাত ইন্দ্রের বিশেষণ।

তুবিদ্যুম্ন (ত্রি) তুবি বহু দ্যুম্নং ধনং যস্য। প্রভূত ধনেন্দ্র, প্রভূত ধনশালী। "তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ" (ঋক্ ১।৯।৬) 'হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধনেন্দ্র' (সায়ণ)

তুবিনৃম্ণ (ত্রি) প্রভূত বলযুক্ত।
"মহিশ্রবস্তুবিনৃম্ণং" (ঋক্ ১।৪৪।৭) 'তুবিনৃম্ণং প্রভূত-বলযুক্তং' (সায়ণ)

তুবিপ্রতি (ত্রি) বহু প্রতিগন্তা। "তুবিপ্রতি নরং" (ঋক্ ১।৩০।৯) 'তুবিপ্রতিং তুবীনাং বহূনাং প্রতিগন্তারং' (সায়ণ)

তুবিবাধ (ত্রি) বহুর বাধক, অনেকের পীড়ক।
"মহাবীরং তুবিবাধং" (ঋক্ ১।৩২।৬) 'তুবিবাধং বহূনাং বাধকং' (সায়ণ)

তুবিব্রহ্মন্ (ত্রি) বহুস্তোত্র, যাহার অনেক স্তোত্র আছে।
"তমং তুবিব্রহ্মাণমূতমং" (ঋক্ ৫।২৫।৫) 'তুবিব্রহ্মাণং বহুস্তোত্রং' (সায়ণ)

তুবিমঘ [তুবীমঘ দেখ।]

তুবিমন্যু (ত্রি) প্রবৃদ্ধমতি। "ভীমাসস্তুবিমন্যবঃ" (ঋক্ ৭।৫৪।২) 'তুবিমন্যবঃ প্রবৃদ্ধমতয়ঃ' (সায়ণ)

তুবিস্ (স্ত্রী) তু-বৃদ্ধৌ পূর্ব্বো বা ইসি কিচ্চ। ১ বৃদ্ধি। ২ প্রজ্ঞা। ৩ বল।
"ভীমস্তুবিষ্মাঁশ্চর্ষণিভ্য" (ঋক্ ১।৫৫।১) 'তুবিষ্মাবান্ প্রজ্ঞাবান্ বলবান্ বা' (সায়ণ)

তুবিম্রক্ষ (ত্রি) অনেকের বর্ষণে সংস্নেহনকর্ত্তা অর্থাৎ অনেক বর্ষণ করিয়া স্নিগ্ধকারক। "তুবিম্রক্ষো নদনুমাং।" (ঋক্ ৬।১৮।২) 'তুবিম্রক্ষ। সংস্নেহনকর্ত্তা, তুবীনাং বহূনাং বর্ষণেন সংস্নেহনকর্ত্তা।' (সায়ণ)

তুবিরাধস্ (ত্রি) প্রভূত ধনযুক্ত। "বিপ্র তুবিরাধসো নৄন্।" (ঋক্ ৫।৫৮।২) 'তুবিরাধসঃ প্রভূতধনান্।' (সায়ণ)

তুবিবাজ (ত্রি) প্রভূত বলযুক্ত। "সন্ত তুবিবাজাঃ" (ঋক্ ১।৩০।১৩) 'তুবিবাজাঃ প্রভূতবলাঃ।' (সায়ণ)

তুবিশগ্ম (ত্রি) বহু সুখযুক্ত। "যঃ শগ্মস্তুবিশগ্ম" (ঋক্ ৬।৪৪।২) 'হে তুবিশগ্ম বহুসুখেন্দ্র।' (সায়ণ)

তুবিশুষ্ম (ত্রি) বহুবল, অনেক বলসম্পন্ন। "যবাশিরং তুবি-শুষ্মতৃপৎ" (ঋক্ ২।২২।১) 'তুবিশুষ্মো বহুবলঃ।' (সায়ণ)

তুবিশ্রবস্ (ত্রি) বহু অন্নযুক্ত। "অগ্নি স্তুবিশ্রবস্তমং।" (ঋক্ ৫।২৫।৫) 'তুবিশ্রবস্তমং অতিশয়েন বহ্বন্নং।' (সায়ণ)

তুবিষ্টম (ত্রি) বহুতম। "তুবিষ্টমো নরাং ন" (ঋক্ ১।১৮৬।৬) 'তুবিষ্টমো বহুতমো' (সায়ণ)

তুবিষ্মৎ (ত্রি) তুবিস্ মতুপ্। ১ প্রজ্ঞাবান্। ২ বলবান্।
"ভীমস্তুবিষ্মান্।" (ঋক্ ১।৫৫।১) 'তুবিষ্মান্ প্রজ্ঞাবান্ বলবান্ বা'। (সায়ণ)

তুবিষ্বণস্ (ত্রি) প্রভূত ধ্বনিযুক্ত। "তুবিষ্বণসং সুযজং" (ঋক্ ৫।৮।৩) 'তুবিষ্বণসং প্রভূতধ্বনিং' (সায়ণ)

তুবিষ্বণি (ত্রি) মহাস্বন, মহাশব্দযুক্ত। "সুপ্যা তুবিষ্বণিঃ" (ঋক্ ১।৫৮।৪) "তুবিস্বনির্মহাস্বনঃ" (সায়ণ)

তুবিষ্বন্ (ত্রি) বহুশব্দ যুক্ত। "যস্মিন্ তুবিষ্বণি" (ঋক্ ৫।১৮।৩) 'তুবিষ্বণি বহুশব্দে' (সায়ণ)

তুবীমঘ (ত্রি) প্রভূত ধনযুক্ত। "সহস্রেষু তুবীমঘ" (ঋক্ ১।২৯।১) 'তুবীমঘ বহুধনেন্দ্র' (সায়ণ)

তুবীরব (ত্রি) বহুশব্দযুক্ত। "তুবীরবং পতির্দন্" (ঋক্ ১০।৯৯।৬) 'তুবীরবং বহুশব্দং' (সায়ণ)

তুবীরবৎ (ত্রি) তুবী মত্বর্থীয়ো রঃ ততো মতুপ্ মস্য ব। বহু স্তোতৃযুক্ত। "কথা কবিস্তুবীরবান্" (ঋক্ ১০।৬৪।৪) 'তুবীরবান্ বহুস্তোতৃযুক্তঃ তুবিশব্দ বো মত্বর্থীয়ঃ।' (সায়ণ)

তুবোজস্ (ত্রি) তুবি ওজঃ যস্য। বহুবল যুক্ত। "তুব্যোজসং গোঃ" (ঋক্ ৪।২৩।৮) 'তুব্যোজসং বহুবলং' (সায়ণ)

তুষ (পুং) তুষ-ক। ১ ধান্যত্বক্, ধানের খোষা, তুঁষ। ২ বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়াগাছ।

"তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ।" (হিতোপ°)

তুষগ্রহ (পুং) তুষেণ গৃহ্যতে গ্রহ কর্ম্মণি অপ্। অগ্নি। (ত্রিকা°)

তুষজ (ত্রি) তুষে জায়তে জন-ড। তুষজাত অগ্নি প্রভৃতি।

তুষধান্য (ক্লী) তুষাবৃতং ধান্যং। সতুষধান্য।

"তুষধান্যতীক্ষ্ণমন্ত্রাভিচারবেতালকর্ম্মজ্ঞাঃ।" (বৃহৎস° ১৫।৪)

তুষসার (পুং) তুষং সরতি অনুসরতি সৃ-অণ্। অগ্নি তুষের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয় এই জন্য তুষের নাম তুষসার।

তুষানল (পুং) তুষস্য অনলঃ। ১ তুষজাত অগ্নি, তুঁষের আগুন। ২ তুষাগ্নিতে আত্মদাহরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

"শ্রুত্বেতি তাং সত্বরমেষ গচ্ছন্
ব্যালোকয়ত্তং তুষরাশিসংস্থং।" (শঙ্করবিজয় ৭।৭৭)

তুষাম্বু (ক্লী) তুষস্য অম্বুঃ ৬তৎ। তুষোদক, কাঞ্জীক, কাঁজী, সতুষ যব কুটিয়া যে কাঁজী প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে তুষোদক কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ. উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাণ্ডু, ক্রিমি ও বস্তিগত শূলবিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

"তুষাম্বুদীপনং হৃদ্যং হৃৎপাণ্ডুপার্শ্বরোগনুৎ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং ভেদিসৌবীরকং তথা॥"

(সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অ°)

তুষার (পুং) তুষ্যত্যনেন শস্যাৎ তুষ-আরন্ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯।) ১ হিম্ নীহার, শিশির। ২ হিমকণ।

বিকিরণ শক্তিই তুষার উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজবিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুষার বিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়।

উষ্ণতার যত হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শ মাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুষারবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই তুষার সমুৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, এ কারণ বায়ুর বাষ্পও তুষাররূপে পরিণত হয় না। যে সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক তুষার সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকিরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন হওয়াতে তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে তুষার সঞ্চিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তেজ-বিকিরণের প্রতিবন্ধকতা হয়, তদ্দ্বারা তুষার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে। আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে ভূপৃষ্ঠ তেজ-বিকিরণ দ্বারা তাদৃশ শীতল হইতে পারে না, কেন না মেঘাবলী হইতে তেজবিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়। এ কারণ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে সেরূপ শিশির সমুৎপন্ন হয় না। বিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন হয় না। মন্দ মন্দ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে দ্রব্য সকল সমধিক শীতল হয় এবং তুষারোৎপত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে, কেননা তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলে বাষ্প কর্ত্তৃক বায়ু পরিষিক্ত হইয়া উঠে। নদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জলাশয়ের অন্তর্বর্ত্তী তেজ সংযোগে ধূমের অবয়ব সদৃশ বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে তুষারজ জল বলে। এই তুষারজ জল প্রাণিগণের পক্ষে অহিতকর, কিন্তু বৃক্ষাদির বিশেষ উপকারক। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শীতল, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং কফ, উরুস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ, মন্দাগ্নি, মেদ ও গলগণ্ডাদি রোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [বিশেষ বিবরণ শিশির দেখ।] ৩ শীতল স্পর্শ। (ত্রি) ৪ শীতল স্পর্শযুক্ত।

"অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।"
(নৈষধ)

৫ কর্পূরভেদ। ৬ দেশভেদ, হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী একটী দেশ। গ্রীকদিগের গ্রন্থে 'তোখারি' নামে বর্ণিত হইয়াছে। ৭ তুষারদেশোদ্ভব জাতি।

"তুষারান্ বর্ব্বরান্ কারাম্" (মৎস্যপু° ১২০।৪৫)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে ইহারা শক জাতিরই এক শাখা। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নানা স্থান আক্রমণ করে।

তুষারকণ (পুং) তুষারাণাং কণঃ ৬তৎ। হিমকণ, শিশির।

তুষারকাল (পুং) তুষারস্য কালঃ ৬তৎ। শীতকাল।

তুষারকর (পুং) ১ হিমকর, চন্দ্র। ২ কর্পূরভেদ।

তুষারকিরণ (পুং) হিমকিরণ, চন্দ্র।

তুষারগিরি (পুং) হিমালয়, হিমগিরি।

তুষারগৌর (ত্রি) তুষারবৎ গৌরঃ। ১ হিমের মতন ধবল। ২ কর্পূর।

তুষারন্ বিহার, প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। অযোধ্যার মধ্যে এই স্থান অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। মুসলমান আমলে এখানে জেলার প্রধান সদর ছিল। এখনও এই স্থান সুবাবিহার নামে খ্যাত। গঙ্গার প্রাচীন গর্ভের উপর নগর স্থাপিত। নগরের পশ্চিমাংশে উচ্চ ও মৃত্তিকাস্তূপ আছে। তাহার মধ্যে মধ্যে খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহম সাহেব বৃহদাকার ইষ্টক পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং যে অয়োমুখ বা হয়মুখ নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই তুষারন্-বিহার হইতে পারে। এখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল। এখনও এখানকার বুদ্ধ ও বুদ্ধির মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বোধ হয়, এই স্থানকে তুষারারাম-বিহার বলিত, তাহা হইতে অপভ্রংশে তুষারন্-বিহার নাম হইয়াছে। এখানকার অষ্টভুজার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

তুষারমূর্ত্তি (পুং) তুষারঃ মূর্ত্তির্যস্য। চন্দ্র, হিমাংশু।

তুষাররশ্মি (পুং) তুষারঃ রশ্মির্যস্য। হিমকর, চন্দ্র।

তুষারাদ্রি (পুং) তুষারস্য অদ্রিঃ। হিমালয় পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে অতিশয় হিম পতন হয়, এই জন্য ইহার নাম তুষারাদ্রি।

তুষিত (পুং) তুষ্যতি তুষ বাহুলকাৎ কিতচ্ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ বা। ১ গণদেবতা ভেদ, ইহাদের সংখ্যা দ্বাদশ, কিন্তু মন্বন্তরভেদে ইহাদের নাম ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের নাম—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রস, ঘ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি, মন। (সারসুন্দরী)

চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দ্বাদশ দেবতা বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে লোক হিতের জন্য অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে এই দ্বাদশ দেবতা দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (হরিবংশ ৩ অ°)

ইহাদের নাম তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহা, সুদেব, রোচন। কেহ কেহ ইহার সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ ৩৬, আর কেহ দ্বাদশ বলিয়া থাকেন। বিবেককার ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। এক এক মন্বন্তরে ১২ জন, আর তিন মন্বন্তরে ৩৬ জন, এই অভিপ্রায়ে "ষট্‌ত্রিংশৎ তুষিতা মতাঃ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু। (ভারত শান্তি ৩৮ অ°)

৩ বৌদ্ধ মতে স্বর্গভেদ।

তুষোত্থ (ক্লী) তুষাদুত্তিষ্ঠতি উদ-স্থা-ক। তুষোদক, কাঁজী।

তুষোদক (ক্লী) তুষস্য উদকং ৬তৎ। তুষাম্বু, কাঞ্জীক, কাঁজী, সতুষ যব কুটিয়া যে কাঁজী প্রস্তুত করা যায় তাহাকে তুষোদক কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাণ্ডু, কৃমি ও বস্তিগত শূলনাশক। (ভাবপ্র°)

সৌবীরকও তুষোদকের ন্যায় গুণসম্পন্ন। পক্ব অথবা অপক্ব যবের তুষ বাহির করিয়া যে কাঁজী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সৌবীর কহে। সৌবীর ও তুষোদকে প্রভেদ এই সতুষ যবের কাঁজী করিলে তুষোদক ও নিস্তুষ যবের কাঁজীর নাম সৌবীর। [সৌবীর দেখ।]

তুষ্ট (ত্রি) তুষ কর্ত্তরি ক্ত। ১ সন্তোষযুক্ত, তোষপ্রাপ্ত।

"তস্মিংস্তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" (পুরাণ)

২ বিষ্ণু। ইনিই একমাত্র আনন্দস্বরূপ ও আনন্দাশ্রয় এই জন্য তুষ্ট শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

তুষ্টি (স্ত্রী) তুষ-ভাবে ক্তিন্। ১ তোষ, তৃপ্তি। ২ বুদ্ধিভেদ, এই বুদ্ধি নয় প্রকার—

"আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যবিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৫১)

আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। বিষয়ের উপরতি হইতে বাহ্য পঞ্চ প্রকার, এই নয় প্রকার তুষ্টি। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক। প্রকৃতি সগুণ কি নির্গুণ, ইহা জ্ঞাত হইয়া এবং তত্ত্ব সকল প্রকৃতিরই কার্য্য, ইহা জানিয়া যে তুষ্টি হয়, এই তুষ্টিকে প্রকৃত্যাখ্য তুষ্টি কহে।

উপাদান—কেহ তত্ত্ব সকল না জানিয়া কেবল উপাদান গ্রহণ করে (উপাদান অর্থে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতিকে বুঝায়), ইহাকে উপাদানাখ্য তুষ্টি বলে।

কাল—কালক্রমে মোক্ষ হইবে, তত্ত্বাভ্যাসে নিষ্প্রয়োজন, এই প্রকার যাহার জ্ঞান হয়, এবং ইহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, এই তুষ্টিকে কালাখ্য তুষ্টি কহে।

ভাগ্য—আমার ভাগ্যে যদি মোক্ষ থাকে, তবে আমার মোক্ষ হইবে, এইরূপ ভাবিয়া যাহারা তুষ্ট থাকেন, এইরূপ তুষ্টিকে ভাগ্যাখ্যতুষ্টি কহে। উক্ত চারি প্রকারই আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

বাহ্য বিষয়ের উপরতি হইতে যে পঞ্চ প্রকার তুষ্টি অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ বিষয় হইতে বিরত হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহাকে বাহ্য তুষ্টি কহে। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ

ও হিংসা দর্শনহেতু শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের দোষ দর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম পঞ্চবাহ্যতুষ্টি। (সাংখ্যকা°)।

"আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ" (সাংখ্যদ° ৩।৪১)

তুষ্টি আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ৯ প্রকার। আধ্যাত্মিকী তুষ্টি ৪ প্রকার ও বাহ্যতুষ্টি ৫ প্রকার। আত্মভাবে বা আত্মবুদ্ধিতে গৃহীত বলিয়া আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির বিবেক জ্ঞানেই মুক্তি, এজন্য প্রকৃতিই উপাস্য, প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু উপাস্য নাই, এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, প্রকৃতি-তুষ্টি কহে, ইহার নাম অম্ভ। ব্রতধারণ ও সন্ন্যাসাদি ব্যতীত বিবেক জ্ঞানেও মুক্তি হয় না, এই সকলই মুক্তির প্রতিকারণ, এই ভাবিয়া অনেকেই ব্রতী হন এবং সন্তুষ্ট থাকেন, এই তুষ্টি উপাদানতুষ্টি, ইহার নাম সলিল। ব্রতী হইলাম, কালে মুক্ত হইব, এইরূপ তুষ্টিকে কাল, ইহার নাম ওঘ। ভাগ্যে থাকিলে মুক্তি হইবে, এইরূপ তুষ্টিকে ভাগ্য, ইহার নাম বৃষ্টি।

এতদ্ভিন্ন বিষয়ত্যাগজনিত ৫ প্রকার তুষ্টি আছে, তাহার বিবরণ এইরূপ।

ধনোপার্জ্জন বড়ই কষ্টকর, উহাতে প্রয়োজন নাই, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারতুষ্টি। ধনরক্ষা মহৎকষ্ট, ইহা ভাবিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার সুপারতুষ্টি। ধননাশে মহৎ-দুঃখ, উহা না থাকাই ভাল, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারপারতুষ্টি। বিষয় সকল ভোগকে আকর্ষণ করে, ভোগও দুঃখদায়ক, উহার ত্যাগই শ্রেয়স্কর। এইরূপ ত্যাগবুদ্ধি হইতে যে সন্তোষ জন্মে, সেই সন্তোষকে অনুত্তমাম্ভতুষ্টি কহে। বিষয় সম্পর্কে হিংসাদি নানা দোষ ঘটে, এই ভাবিয়া বিষয় বিমুখ হইলে তাহার যে সন্তোষ হয়, এই সন্তোষকে উত্তমাম্ভতুষ্টি কহে। এই ৯ প্রকার তুষ্টি জ্ঞানশক্তির উদ্বোধক বা উত্তেজক। ইহার অভাবে জ্ঞান-নাশক ও যোগনাশক বিপর্য্যয় বৃত্তি সকল প্রবল হইতে থাকে। (সাংখ্যদ°)। তুষ-কর্ত্তরি-ক্তিচ্। ৩ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে মাতৃভেদ। [কুলদেবতা দেখ।]

৪ শক্তিবিশেষ। (দেবীভাগ° ১।১৫।৬১)

তুষ্টিকর (ত্রি) তুষ্টিং করোতি তুষ্টি-কৃ-ট। সন্তোষকর, তৃপ্তিজনক।

তুষ্টিজনক (ত্রি) তুষ্টীনাং জনকঃ ৬তৎ। সন্তোষজনক, তৃপ্তিকর।

তুষ্টিদ (ত্রি) তুষ্টিং দদাতি দা-ক। আনন্দদায়ক।

তুষ্টিমৎ (ত্রি) তুষ্টিরস্ত্যস্য তুষ্টি-মতুপ্। ১ তোষযুক্ত, সন্তুষ্ট। (পুং) ২ উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা। (ভাগ° ৯।২৪।২৪)

তুষ্টু (পুং) তুষ বাহুলকাৎ তুক্। কর্ণস্থিত মণি। (শব্দচ°)

তুষ্য (পুং) তুষ কর্ত্তরি ক্যপ্। ১ মহাদেব। [তুষিতুষ্ট দেখ।]

তুস (পুং) তুষ পৃষো° ষস্য সত্বং। তুষ, ধান্যত্বক্।

তুস্ত (স্ত্রী) তুস-ক্ত। রেণু, ধূলি।

তুহর (পুং) তুহ-বাহু° করণ্। কুমারানুচর ভেদ।

তুহার (পুং) তুহ-বাহু° আরন্। কুমারানুচর ভেদ।

"তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্।" (ভারত ৯।৪৬ অ°)

তুহিন (স্ত্রী) তুহ্যতে হনেন তুহ ইনন্ গুণে কৃতে হ্রস্বশ্চ (বেপি-তুহ্যোর্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ২।৫২)। ১ হিম। ২ চন্দ্রের তেজ। (উজ্জ্বল)

"বিরহেণ পাণ্ডিমানং নীতা তুহিনেন দূর্ব্বেব॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৩২)

(ত্রি) ৩ শীতল।

তুহিনকণ (পুং) তুহিনস্য কণঃ ৬তৎ। হিমকণ।

তুহিনকর (পুং) তুহিনং করোঽস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

তুহিনকিরণ (পুং) চন্দ্র।

তুহিনকিরণপুত্র (পুং) তুহিনকিরণস্য পুত্রঃ ৬তৎ। চন্দ্রপুত্র, বুধ, ইনি তারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [তারা দেখ।]

তুহিনগু (পুং) তুহিনাঃ গোবস্য। শীত, চন্দ্র।

তুহিনদীধিতি (পুং) চন্দ্র।

তুহিনদ্যুতি (পুং) চন্দ্র।

তুহিনরশ্মি (পুং) চন্দ্র, তুহিন, কিরণ।

তুহিনশৈল (পুং) তুহিনস্য শৈলং ৬তৎ। হিমালয় পর্ব্বত।

তুহিনাংশু (পুং) চন্দ্র।

তুহিনাংশুতৈল (স্ত্রী) তুহিনাংশোঃ তৈলং ৬তৎ। কর্পূরতৈল।

তুহিনাচল (পুং) হিমালয়।

তুহিনাদ্রি (পুং) হিমালয়।

তুহুণ্ড (পুং) ১ দনুবংশীয় দানবভেদ। এই দানব অতিশয় পরাক্রমশালী ছিল। (ভারত আদি ৬৫ অ°) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আ° ১৮৬ অ°)

তূণ (পুং) তূণ্যতে পূর্য্যতে বাণৈঃ তূণপূরণে ঘঞ্। বাণাধার। পর্য্যায়—উপাসঙ্গ, তূণীর, নিষঙ্গ, ইষুধি, তূণী। (শব্দর°)

"তূণখড়্গাধরঃশূরো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।" (ভারত ৩।১৭।৩)

তূণক (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ; ইহার প্রত্যেক চরণে ১৫ অক্ষর থাকে, প্রথম হইতে এক একটীর পর এক একটী গুরু।

"তূণকং ভবেদিদং রজৌ রজৌ জতশ্চ রঃ" (বৃত্তর° টীকা)

তূণক্ষ্বেড় (পুং) বাণ, তীর।

তূণধার (পুং) তূণং ধারয়তি ধারি-অন্। তূণধারী, ধানুক।

তূণব (পুং) তূণস্তদাকারো হস্ত্যস্য কেশাদিত্বাৎ ব, তূণং তদা-কারং বাতি বা-ক ইতি বা। তূণাকার বাদ্যভেদ। "নৈষাবাণ্

বনস্পতিষু বদতি বা দুন্দুভৌ বা তূণবে বা” (তৈত্তি°স° ৬।১।৪।১)
তূণবধ্ম (পুং) তূণবং বাদ্যভেদং ধমতি ধ্মা-ক। তূণববাদ্যকারক।
“বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্মং” (যজু° ৩০।১৯) ‘তূণবং বাদ্যভেদং ধমতি তথাভূতং’ (বেদদীপ)
তূণবৎ (ত্রি) তূণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ তূণযুক্ত, ধানুষ্ক।
তূণি (পুং) তূণ। [তূণ দেখ।]
তূণিক (পুং) [তূণীক দেখ।]
তূণিন্ (পুং) তূণবদাকৃতিরস্ত্যস্যেতি তূণ-ইনি। নন্দীবৃক্ষ। পর্য্যায়—তূণী, তুন্নক, আপীন, তূণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক। ইহার গুণ—কটুপাক, কষায়, মধুর, লঘু, তিক্ত, শীতল, বলকারক, ব্রণ, কুষ্ঠ ও অম্লপিত্তনাশক। (ভাবপ্র°) (ত্রি) তূণযুক্ত।
“শঙ্খী চক্রী গদা খড়্গী শার্ঙ্গী তূণী তলত্রবান্।” (হরিব° ১৮।৩৫)
তূণী (স্ত্রী) তূণ্যতে পূর্য্যতে বাণৈঃ তূণ কর্ম্মণি ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তূণ, ইষুধি।
“তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণপঙ্‌ক্তি:” (রঘু ৯।৫৬)
২ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। ৩ বাতরোগ বিশেষ, লক্ষণ—মল ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অধোভাগে মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিতে থাকে, এইরূপ হইলে তাহাকে তূণীরোগ কহে। মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনা উৎপত্তি হইয়া বেগে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে। (সুশ্রুত ১ অ°)
“অধো যা বেদনা যাতি বর্চো মূত্রাশয়োত্থিতা।
ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তূণীত্যুপদিশ্যতে॥” (সুশ্রুত ১ অ°)
তূণীক (পুং) তূণী তূণ ইব কায়তি কৈ-ক। নন্দীবৃক্ষ। (রাজনি°)
তূণীর (পুং) তূণ্যতে পূর্য্যতে বাণৈঃ তূণ বাহুলকাৎ ঈরন্। তূণ, ইষুধি। এই শব্দে ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়।
তূণীরবৎ (ত্রি) তূণীর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তূণীরধারী, ধানুষ্ক।
তূতক (ক্লী) তুত্থ পৃষো° সাধুঃ। তুত্থ, তুতিয়া।
তূতুজান (পুং) তুজ-কানচ্ তুজাদিত্বাৎ অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহু° নলোপঃ। ১ ক্ষিপ্র। ২ প্রের্য্যমাণ। (নিঘণ্টু)
তূতুজি (স্ত্রী) তুজি বলে দানে বা তুজ-কি দ্বিত্বে তুজা° অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহু° নলোপশ্চ। ১ ক্ষিপ্র। (নিঘণ্টু) ২ দাতা।
“অজ্জেং তূতুজিং চিত্তূতুজিরশিশ্নং” (ঋক্ ৭।২৮।৩)
‘তূতুজির্দাতা’ (সায়ণ)
তূতুজ্যমানাস (পুং) তুজি-কর্ম্মণি শানচ্ দ্বিত্ব অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহুলকাৎ নলোপঃ তথাভূতঃ অসতি দীপ্যতে অস-অচ্। ক্ষিপ্র। (নিঘণ্টু)
তূতুম (ত্রি) তুদ-অচ্ দ্বিত্বে অভ্যাসদীর্ঘঃ পৃষো° সাধুঃ। ১ তূর্ণ।
“এতা বিশ্বা সবনা তূতুমা কৃষে” (ঋক্ ১০।৫০।৬)
‘তূতুমা তূর্ণানি’ (সায়ণ)
তূদ (পুং) তুদতি তুদ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। তূলবৃক্ষ, তুঁত গাছ। ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ, এই বৃক্ষ পার্শ্বপিপ্পল নামে খ্যাত।
তূদ, তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু এই কএকটী এক-পর্য্যায় শব্দ। পাকা তূদফল—গুরু, মধুররস, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। অপক্ব তূদফল—গুরু, সারক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য এবং রক্তপিত্তকারক। (ভাবপ্র°)
তূদী (স্ত্রী) দেশভেদ। তূদী অভিজনোঽস্য ঢক্। তৌদেয়, পিত্রাদিক্রমে তূদীদেশবাসী।
তূপর (পুং) শৃঙ্গহীন পশু। স্ত্রিয়াং টাপ্।
তূবর (পুং স্ত্রীং) তু-কিপ্ তুঃ বৃ-বৃত্যাং অচ্ বা তূপর পৃষো° পস্য ব। ১ অজাতশৃঙ্গপশু। ২ কালে অজাতশ্মশ্রুক পুরুষ, মাকুন্দে। ৩ অব্যক্তপুরুষ লক্ষণ। ৪ কষায় রস। (ত্রি) ৫ কষায়রসযুক্ত।
তূমকুর, মহিস্থর রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা, অক্ষা° ১২° ৪৩´ হইতে ১৪° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১০´ হইতে ৭৭° ৩০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বেল্লারি জেলা ও আর তিনদিকে মহিস্থর রাজ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ৩৪২০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।
এই দেশের অধিকাংশ ভূমিই সমতল। মধ্যে নদীবাহিত উপত্যকা ও কতক অংশে মহিস্থরের অধিত্যকা আছে। ইহার জমি কোথায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪০০ ফিট্ আবার কোথাও ৪০০০ ফিট্ উচ্চ, এখানে কাবেরী, জয়মঙ্গলা, পিণাকিনী ও শিম্‌শা নদী প্রবাহিত। এখানকার গিরিশৈলের গঠন বঙ্গলূরের মত। এখানে নানাবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে লৌহই বেশী। পাহাড়ের ঝরণা দিয়া স্বর্ণরেণুও ধৌত হইয়া যায়। নারিকেল বৃক্ষ যথেষ্ট। মধ্যে মধ্যে চন্দনবৃক্ষও জন্মে। এখানকার দেবরায়দুর্গনামক পাহাড়ে রক্ষিত রাজজঙ্গল আছে। এখানকার জমিও উর্ব্বরা।
বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই জেলা মহিস্থর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায় যে, প্রথমে চালুক্য ও তৎপরে বল্লালরাজগণ বহুদিন এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে এখানে পলিগারদিগের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের পূর্ব্বে গৌড়বংশীয় হলুখরহলী ও মুদিগিরির পলিগারগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হায়দরআলীর উৎপাতে এই বংশ অবসন্ন হইয়া পড়ে। হায়দরআলীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে

উত্তর হইতে মুসলমানেরা আসিয়া কএকবার তুমকুর আক্রমণ করে। মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর পিতা শাহজী এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর আক্রমণের পর শিরা নামক স্থানে রাজধানী হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা শিরা অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলীর অধিকারভুক্ত হয়।

এই সময় হইতে তুমকুর জেলার অবনতির সূত্রপাত হয়। হায়দরআলী ও টিপুসুলতানের সময় মুদ্গিরিতে রাজধানী হইল। টিপুর মৃত্যুর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তুমকুর মুদ্গির তালুকের অন্তর্গত হয়। তৎপরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহিসুরে বৃটীশ-শাসন প্রচলিত হইলে তুমকুর জেলা গঠিত ও তুমকুর নগর স্থাপিত হয়। অক্ষা° ১৩° ২০´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ ৫০´´ পূঃ, দেবরায়দুর্গনামক পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিম অংশে তুমকুর সহর অবস্থিত। অল্পদিন মধ্যেই এই সহরের উন্নতি দেখা যায়। এখানে অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য ও বাগান আছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১০৮৬, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

তুয় (ক্লী) তোয় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জল। (নিঘণ্টু) তু ভাবে ক্বিপ্ তাং যাতি যা-ক। ২ ক্ষিপ্র।

"দেব হরিভির্যাহি তুয়ং" (ঋক্ ৩।৫৩।৩) 'তুয়ং ক্ষিপ্রং' (সায়ণ) (ত্রি) ৩ ক্ষিপ্রতাযুক্ত। "অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়ান্" (ঋক্ ১০।২৮।৩) 'তূয়ানবিলম্বিতান্' (সায়ণ)

তুর্ (ত্রি) তুর-কর্ত্তরি ক্বিপ্। ১ বেগযুক্ত। ভাবে তুর-ক্বিপ্। ২ বেগ।

"পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ" (ভাগবত ২।৭।২৭)

'অদৃশ্যতূর্ভিঃ অলক্ষ্যবেগাভিঃ' (শ্রীধর)

তূর (ক্লী) তূর্য্যতে মুখং তূর-ঘঞ্। ১ বাস্তভেদ, সানাই। ২ তাড্যমান পটহাদি। (শব্দার্থচিং)

তূরী (স্ত্রী) তূরং তদাকারঃ পুষ্পাদৌ অস্ত্যস্যেতি তূর-অচ্ গৌরা° ঙীষ্। ধুস্তূরবৃক্ষ, ধুতরাগাছ।

তুর্কী, তুরাণীয় জাতির সাধারণ নাম। পারস্যবাসীরা এই জাতিকে তুরাণী ও অন্যান্য দেশীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দুরা ইহাদিগকে তুর্কী বলে। এই জাতির মধ্যে যাহারা এখন মধ্যএসিয়ায় বাস করে, তাহারা কতকাংশ মোগল ও কতকাংশ তাতারী নামে কথিত হয়।

বামনপুরাণে ইহারাই ভারতের উত্তরবর্ত্তী 'তুরুষ্ক' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীকেরা যে ভাবে এসিয়ক গ্রীকগণকে 'ক্রীদীয়' বলিত, আরবেরা ঠিক সেইভাবে আরব-বহির্ভূত সমস্ত দেশের মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানকে তুর্কী বলিয়া থাকে। তুরস্কের ওস্মানলি জাতি এই তুর্কী জাতিরই এক শাখা।

মধ্য এসিয়ার তুর্কীয়া এখন য়ুকুত, কৃষ্ণকায় (অমিশ্র) কিরঘিজ, সাধারণ কিরঘিজ (প্রকৃত পক্ষে কসাক), কর-কল্পক, তুর্কমান ও উজবক এই কয়ভাগে বিভক্ত। [মোগল, মাঞ্চু প্রভৃতি জাতির বিবরণ 'তাতার' শব্দে দেখ।] সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত উত্তর উপকূল হইতে হিন্দুকুশ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদমূল পর্য্যন্ত এবং য়ুরোপের এড্রিয়াটিক উপসাগর হইতে মধ্য এসিয়ার গোবিমরুর পূর্ব্বসীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে তুর্কী জাতির বাস। অতি প্রাচীনকালে যখন ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার পরও ইহাদের নাম প্রাচীন প্রথানুসারে রাখা হইত, আরবী বা পারসী শব্দে নামকরণ হইত না। তুর্কীদিগের আদিম রাজবংশের মধ্যে সেলজুক মুসলমান হইয়াও স্বীয় পুত্রগণের নাম মাইকেল, ইস্রায়েল, মুসা, য়ুনুস্ রাখিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার পৌত্র তুঘ্রিল নাম ধারণ করেন, কিন্তু তুঘরিলের পুত্রের আল্প্ আর্সলন নাম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশগত নাম অনেক পশুর সংজ্ঞা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা—মাজ্-ইৎ (পীড়িত কুকুর), কিরা-ইৎ (ধূসর কুকুর), ওয়ুর-আৎ বা ওইর-আৎ (ধূসর অশ্ব), কুঙ্গর্-আৎ বা কিঙ্গুর্-আৎ (বাদামী বর্ণের অশ্ব)।

চীনবাসীরা পূর্ব্বকালে সমস্ত তুর্কী জাতিকে হিউঙ্-নু নামে অভিহিত করিত। খৃষ্ট জন্মের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে এই হিউঙ্-নু জাতি চীনের পশ্চিমে মধ্যএসিয়ায় এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। চীনবাসীদিগের সহিত এই জাতির সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহারা চীন কর্ত্তৃক দমিত হয় ও ইহাদের সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাংশ চীনের অধিকৃত হয়। এই প্রদেশের হিউঙ্-নুগণ চীনের সাহায্যে উত্তর হিউঙ্-নুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমুর নদীর এবং সেলেঙ্গা নদীর অপর পারে ও অলটাই পর্ব্বতের পশ্চিমে তাড়াইয়া দেয়। এই তাড়া পাইয়া তাহারা পশ্চিম এসিয়ায় ও য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে উত্তর হিউঙ্-নু প্রদেশে মোঙ্গলীয় ও তুঙ্গসীয় জাতি প্রবল হইয়া দক্ষিণ হিউঙ্-নু প্রদেশ আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই তাড়া পাইয়া দক্ষিণ হিউঙ্-নুগণও পশ্চিমে য়ুরোপ পর্য্যন্ত পলায়ন করে। ইহার পর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তুলকিউ নামে এক ক্ষুদ্রজাতি প্রবল হয়। অতঃপর চীনবাসীরা তুর্কীদিগকে 'তুকিউ'

এই সাধারণ নাম প্রদান করে। অনেকের অনুমান এই 'তুকিউ' শব্দ হইতেই 'তুর্কী' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রবল হইয়া অল্‌টাই পর্ব্বতের ধার হইতে কাস্পীয় সাগরের তীর পর্য্যন্ত রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের রাজার নিকট গ্রীক-সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান সিমারর্কস্ নামে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। ৮ম শতাব্দীতে হই-হি (কাও-চি) জাতি প্রবল হইয়া তু-কিউ রাজ্য ধ্বংস করে। ইহারাও তুর্কী জাতীয় বটে এবং এক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত প্রবল ছিল, পরে চীনদিগের হস্তে উৎসন্ন হয়। ইহাদের একাংশ তুসুত প্রদেশে স্বাধীন ছিল। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা মোঙ্গলীয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া উইগুর জাতির সহিত মিলিত হয়। উইগুর জাতির নির্দ্দিষ্টাবাস ছিল না, সাধারণতঃ তুর্ফাণ, কাশঘর, হামিল, অকসু প্রভৃতি স্থানে তাঁবুতে বাস করিত। খৃষ্টীয় ৫৬৮ অব্দে তুর্কীরা য়ুরোপীয় রুষিয়ায় বল্‌গা নদীর তীর হইতে আজফসাগরের তীর পর্য্যন্ত ভূমিতে দৃঢ়রূপে বাসস্থান করিয়াছিল।

(ক) তুর্কমান। পারস্যের উত্তরাংশে, কাস্পীয় সাগরের পশ্চিমাংশে, আর্ম্মোণিয়ায়, জর্জ্জিয়ার দক্ষিণে ও শিরবনে ও দাঘিস্তানে এই তুর্কমান তুর্কীদিগের সাধারণ বাস। ইহারা ভ্রমণশীল জাতি। খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর মধ্যে ইহারা এ প্রদেশে আসিয়াছে। কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বতীরস্থ তুর্কমানেরা খিভা, ফর্গানা ও বোখারার উজবগ্ জাতীয় খাঁগণের অধীনে বাস করে। তাহারা আপনাদিগকে খাঁদিগের প্রজা বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে, তাহারা খাঁদিগের আহূত বন্ধুজাতি মাত্র। ইহার পূর্ব্বস্থ জনপদের তুর্কমানেরা চীনের অধীন। কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ খোরাসানের তুর্কমানেরা পারস্যের অধীন। ইহাদের অস্ত্রাবাদ, হিরাট ও বাল্‌খ্ নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগেও দেখা যায়। ইহারা কখন একজন রাজার অধীনে বাস করে নাই, করেও না। ইহাদের মধ্যে খল্‌ক্, তৈকি ও ভাইরি বিভাগ আছে। অক্সুনদীতীরে ইহাদের কতকাংশ গ্রাম পত্তন করিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর নাম—

(১) চন্দোর বা চুদের, ইহারা কাস্পীয় সাগর ও আরল হ্রদের মধ্যে বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৭টী তৈকি আছে। ইহাদের শিবির সংখ্যা ১০ হইতে ২০ হাজার।

(২) এরজারি বা ওয়জারি—ইহারা অক্সুনদীর বামতীরবাসী। শিবির সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ।

(৩) আলিচ বা অন্দখুই—অন্দখুই ও মার্ভের নিকটে বাস করে, শিবির প্রায় ১ শত।

(৪) করা—বন্যস্বভাব বিশিষ্ট—অন্দখুই ও মার্ভের মধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ১ হাজার।

(৫) সালোর—সাহসী প্রাচীন জাতি, মুর্ঘাব ও মার্ভের মধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ৬ হাজার।

(৬) সারিক—মুর্ঘাব নদীতীরে পঞ্জাবের নিকটে বাস করে; শিবিরসংখ্যা ৯।১০ হাজার।

(৭) তেকে—সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় ও ক্ষমতাশালী জাতি। গোল্‌কেন্‌দিগের উত্তর হইতে খিভা পর্য্যন্ত ভূমিতে ইহাদের বাস। মার্ভের অপর পারে অক্সুতীরেও ইহাদের অল্প বাস আছে। তাজেন্দের নিকটে আখাল তেকে ও মার্ভের নিকট মার্ভতেকে নামক ইহাদের সমস্ত শিবিরের দুইভাগ আছে। ইহাদের অল্প আবাদী জমী আছে। লুঠপাট ও পারস্যবাসীদিগকে ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের শিবিরসংখ্যা ৪০ হইতে ৬০ হাজার। মার্ভ ইহাদের কেন্দ্রস্থান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহাদের অনুরোধে মার্ভ রুষিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

(৮) গোল্‌কেন্—ইহারা কৃষিজীবী, গোর্ঘেন উপত্যকায় ৪৫ ক্রোশ ভূভাগে ইহারা ৮।১০ হাজার শিবিরে বাস করে। ইহারা পারস্যের অধীন। তেকেদিগের সহিত ইহাদের চিরবিবাদ। ইহাদের ১০টী বংশ আছে।

(৯) য়োমুট—ইহাদের দুইটী ভাগ আছে, তৈকি গোর্ঘেনয়োমুটগণ গোর্ঘেন নদীতীরে পারস্যের অধীনে বাস করে ও খিভা-য়োমুটগণ অক্সুনদীর বামতীরে মরুপ্রদেশে বাস করে। পারস্যবাসীদিগকে ইহারা ক্রীতদাস করিয়া থাকে। ইহাদের শিবিরসংখ্যা ৪০।৫০ হাজার।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ রাজবিধি নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ শিবিরে স্ব স্ব প্রধান। ইহারা বৃদ্ধকে ও বীরকে মান্য করে। তাতারবংশে তাতারী পিতামাতার সন্তান ইহাদের সমধিক আদরণীয়। পারস্যের বিপক্ষে যদি ইহারা একত্র হয়, তবে পারস্যের আর আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট্ ৭ ইঞ্চি। মুখ শ্মশ্রুবিহীন, চক্ষু গোল ও ক্ষুদ্র, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর সৌভ্রাত্রভাবে অবস্থান করে, কিন্তু বিদেশীর প্রতি বড় অত্যাচার করে, তবে আতিথেয়ী বটে। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে বাঁকা ক্ষুদ্র তরবারী (Sabre), দীর্ঘবর্শা, বন্দুক বা পিস্তল। তেকেজাতির কামান আছে। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী ও সতী। ইহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে। বিবাহের সময় বর কন্যার শিবির আক্রমণ করিয়া কন্যাকে হরণ করিয়া থাকে। কন্যার নিকট একটী মৃত ছাগল থাকে, বর

নেকক্তেবাষের অনুকরণে সেটীও লইয়া আসে। ইহারা সুন্নিমতাবলম্বী মুসলমান।

(খ) উজবক। ইহারা হুই-হি ও উইগুর জাতির বংশধর। প্রথমে ইহারা খোতান, হামিল, কাশঘর ও তুর্ফান সহরের নিকটে বাস করিত, শেষে জকুজর্তিশ (সর-ই-দরিয়া) পার হইয়া ১৬শ খৃষ্টাব্দে বাল্‌থ, খারিজম্ (খিভা), বোখারা ও ফর্গনা অধিকার করিয়া বাস করিতেছে। ফর্গনা ও বাল্‌খে ইহারা কৃষিজীবী হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ ভ্রমণশীল ও যুদ্ধপ্রিয়।

(গ) নোগাই।—কাস্পীয় সাগরের পশ্চিমে ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে এই জাতি বাস করে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইহারা কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বতীরে ও ইর্ত্তিশনদীতীরে বাস করিত। কাল্‌মক নামক মোগল জাতীয়েরা প্রবল হইয়া ইহাদিগকে পশ্চিমে অস্ত্রাকান প্রদেশে দূরীভূত করে। রুষিয়ার প্রথম পিটার ইহাদিগকে সেখান হইতে ককেশীয় পর্ব্বতের উত্তরে তাড়াইয়া দেয়। সেইখানেই এখনও ইহারা আছে। ইহাদের একদল এখনও বল্‌গা নদীর তীরে বাস করিতেছে, তাহারা কাল্‌মকগণের অধীনে আছে। ককেশীয় পর্ব্বতে বজিয়েন ও কুমিয়িক নামক আরও দুইটী জাতি আছে।

(ঘ) বশখির।—অল্‌টাই পর্ব্বতের দক্ষিণে এই জাতির অধিক দিন হইতেই বাস আছে। ইহারা এখন মোঙ্গলীয়দিগের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা মূর্খ, বন্ত ও রুষিয়ার অধীনে বাস করে। ইহাদের মধ্যে উফা গ্রামে মেশ্চেরাক নামে এক শ্রেণীর তুর্কী আছে, তাহারা পূর্ব্বে বল্‌গাতীরে বাস করিত।

(ঙ) করকল্পক। আরলহ্রদের তীরে এই জাতির বাস। ইহাদের কতক রুষিয়ার ও কতক খিভার খাঁয়ের অধীন।

(চ) সাইবিরীয়। সাইবিরীয়ার যে সকল তুর্কী আছে, তাহারা পূর্ব্বে আরল হ্রদের তীরে বাস করিত। শেষে সাইবিরীয়ার ঢুকিয়া শিবির নামে রাজ্য স্থাপন করে ও তাহার অধিপতি খাঁ উপাধি গ্রহণ করে। ইহাদের রাজ্যে টোবলস্ক, ইয়েনিসিস্ক ও টোমস্ক এই তিনটী প্রধান নগর। উরাণহাট ও বরথা প্রভৃতি তুর্কীরা ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট। লেনানদীর তীরে ইয়াকুট জাতির মূলও তুর্কীজাতি হইতে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈকাল হ্রদের তীরে বাস করিত।

(ছ) কিরঘিজ। দক্ষিণ সাইবিরিয়ার ওবি ও ইনিসি নদীর মধ্যে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিত। এখন সেখানে মোঙ্গলীয় জাতি বাস করিতেছে। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রুষেরা কিরঘিজদিগকে জয় করে, তাহার পর তাহারা ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়া ১৮শ শতাব্দীতে সাইবিরীয়ার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন চীনাধিকৃত তুর্কীস্থানের মধ্যে বুরুট নামক স্থানে বাস করিতেছে। কাশঘর সহরের নিকট হইতে ইর্ত্তিশনদীর তীর পর্য্যন্ত স্থানে ইহাদের বাস অধিক। এই স্থানে ইহাদের বৃহৎ সম্প্রদায় বাস করে, ইহারা রুষিয়ার অধীন। ইয়েম্বা হইতে আরল হ্রদের তীর পর্য্যন্ত ইহাদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং ইয়েম্বা হইতে সারাসু পর্য্যন্ত স্থানে মধ্য সম্প্রদায় বাস করে।

(জ) এসিয়া মাইনর ও সিরীয়ার তুর্কীজাতিরা সেলজুকদিগের বংশধর এবং য়ুরোপীয় তুরুস্কের ওসমানলি তুর্কীরাও তুর্কীজাতির এক শাখা। (ইহাদের বিশেষ বিবরণ তুরুস্ক শব্দে দ্রষ্টব্য)।

(ঝ) আধুনিক সামরিক তাজক জাতীয়েরা অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদেরও পুরাবৃত্ত নির্ণীত হইয়াছে। তুরুস্কে ইহারা বাস করে।

(ঞ) উইগুর। ইহারাই তুর্কীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা। ইহারা পূর্ব্বে চীনতাতারে বাস করিত। ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে (নেষ্টোরীয় খৃষ্টানদিগের নিকট অক্ষর ও লিখনপ্রণালী লইয়া, তুর্কী ভাষাকে লিখিত ভাষায় পরিণত করে। নেষ্টোরীয় খৃষ্টানেরা ৪র্থ শতাব্দীতে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের হস্তলিখিত পুস্তকাদি হইতেই মধ্য এসিয়ার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়, কিন্তু পুস্তকের সংখ্যা বড়ই অল্প হইয়া গিয়াছে। যখন য়ুরোপের অধিকাংশ আধুনিক সভ্যজাতি মূর্খ ও বন্য ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে পুস্তকের আদর খুব ছিল। খৃষ্টীয় ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইহাদের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় লিখিত আছে।

তুর্কীস্থান, মধ্য এসিয়ার পশ্চিমাংশকে সাধারণতঃ তুর্কীস্থান বলে। সাইবিরিয়ার দক্ষিণে ও আফগানিস্থানের উত্তরে, কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বে ও তিব্বতের পশ্চিমে প্রকৃত তুর্কীস্থান অবস্থিত। ইহার তিনটী বিভাগ আছে। (১) উত্তর বা রুষ তুর্কীস্থান কিরঘিজ জাতির ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের দেশ, বোখারা, খোকন্দ ও খিভার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত। (২) দক্ষিণ তুর্কীস্থান—এই ভাগে খিভার অপরাংশ, তুর্কমান এবং করকল্পকদিগের দেশ ও তাস্কন্দ। (৩) পূর্ব্বতুর্কীস্থান—চীনাধিকৃত বুচেরিয়া ইহার অন্তর্গত।

রুষ-তুর্কীস্থানের পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর ও আরলনদী, পূর্ব্বে পামীর মালভূমি, তিয়ানসান্ ও অল্‌টাই পর্ব্বত, উত্তরে

কিরঘিজ মালভূমির পর্ব্বতমালা। ইহা রুষিয়ার অধীনে পশ্চিম সাইবিরীয়ার সহিত একত্র শাসিত হয়।

রুষপতি পশ্চিম তুর্কীস্থানের মধ্যে প্রথমে জকজর্ত্তিশ নদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে অক্ষুনদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে তাসকন্দ (১৮৬৫) এবং তৎপরে খিভা (১৮৭৩ খৃঃ অব্দে) জয় করিয়া লইয়াছেন।

পূর্ব্ব তুর্কীস্থান কাশঘরিয়া বা ক্ষুদ্র বোখারা নামেও কথিত হয়। চীনেরা ইহাকে নান-লু বলে। পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানেরা ইহার অন্তর্গত ছয়টী সহরের নামানুসারে ইহাকে অল্‌টিসহর বা জেটিসহর বলে। ইহার পূর্ব্বে গোবিমরু। ইহার মধ্যে কিউএন্‌লন্‌, কারাকোরম্‌, মুষতাঘ (তুষার-পর্ব্বত), তাঘডুঙ্গ্‌বাস (পর্ব্বতেন্দ্র) প্রভৃতি বিখ্যাত পর্ব্বতমালা আছে। পামীর মালভূমি ইহার পশ্চিমে। কিউএন্‌লন্‌ পর্ব্বতে স্বর্ণখনি আছে। কারাকোরমে তামা, সীসা ও গন্ধক উৎপন্ন হয়।

খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালে ইহা চীনের অধীন ছিল। চঙ্গেজ খাঁ ইহা জয় করিয়া লয়েন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনেরা ইহা পুনরধিকার করিয়াছে। তৈমুর শাহই কাশঘরে প্রথম রাজা হন। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে তুর্ফান ও তাসিল সহরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এখনও তাহার চিহ্নমাত্র আছে। মহম্মদের বংশধরেরা খাজা নামে অভিহিত, তাঁহারাই ধর্ম্মযাজক ও অদ্ভুতকর্ম্মা। ইহারাই দুই দলে (শ্বেত ও কৃষ্ণ) বিভক্ত হইয়া কিয়দ্দিন এ প্রদেশে অরাজকতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। শ্বেত দলের সর্দ্দার খোজা অপাক কৃষ্ণ দলের সর্দ্দার ইস্মাইল কর্ত্তৃক কাশঘর হইতে ১৭শ শতাব্দীতে বিতাড়িত হন। তিনি জুঙ্গরিয়ার কালমক সর্দ্দার গল্‌দান্‌ খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে গলদান্‌ খাঁ তিয়ান্‌সান্‌ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ ভূভাগ আক্রমণ করেন এবং কাশঘরের খাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া আনেন। তিনি শ্বেত দলের সর্দ্দারকে (তাঁহার অধীন) ঐ সকল স্থানের শাসনভার প্রদান করেন। তৎপরে বহুবর্ষ ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। এক এক জন করিয়া অনেকেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। তবে জুঙ্গরিয়ার খানেরাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চীনেরা জুঙ্গরিয়া আক্রমণ করিয়া শ্বেত দলকে প্রশ্রয় দেয়। অবশেষে ইহারা তুর্কীস্থান অধিকার করিয়া বসে।

এখানে তুর্কীভাষা ও উইগুর অক্ষর প্রচলিত। প্রাচীন সিরীয়ক অক্ষর হইতে উইগুর অক্ষর বাহির হইয়াছে, এখানকার মোগল ও মাঞ্চু জাতিই ঐ অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে।

তুর্কীস্থানের প্রধান নগর তিনটী। ১ এল্‌চি—(অক্ষাং ৩৬° ৫০´ উঃ ও দ্রাঘিং ৭৮° ২০´ পূঃ, ৫০০০ ফিট্ উচ্চ), ২ য়র্কন্দ—(অক্ষাং ৩৮° ১০´ উঃ, দ্রাঘিং ৭৪° পূঃ, ৪২০০ ফিট্ উচ্চ), ও ৩ কাশঘর (অক্ষাং ৩৯° ১৫´ উঃ, দ্রাঘিং ৭১° ৫০´ পূঃ, ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ)। ইহার মধ্যে এল্‌চিতে বারমাসই শীত এবং কাশঘরে বারমাসই গরম। কাশঘরে বরফ পড়ে বটে, কিন্তু অধিককাল থাকে না। কিন্তু য়র্কন্দে বরফ পড়িয়া ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত পথঘাট ঢাকা থাকে।

তূর্ণ (ক্লী) ত্বর ভাবে ক্ত পক্ষে ইড়ভাব 'তত উট্ নিষ্ঠা-তস্য ন (জ্বরত্বরেতি। পা ৬।৪।২০) ইতি উট্। রদাভ্যাং নিষ্ঠাত ইতি। পা ৮।২।৪২ ইতি তস্য ন) ১ শীঘ্র। ২ ত্বরাযুক্ত।

"চূর্ণমানীয়তাং তূর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি সীদন্ত্যাকর্ণলোচনে॥" (উদ্ভট)

তূর্ণাশ (ক্লী) তূর্ণমশ্নুতে অশ্‌ অচ্‌। ১ উদক, জল। "প্রতিশ্রুতায় বো বৃষত্তূর্ণাং" (ঋক্ ৮ ৩২।৪) 'তূর্ণাশং উদকং ভবতি' (সায়ণ)

তূর্ণি (পুং) ত্বরতে ত্বর নি স চ নিৎ। "বহিশ্রিশ্রু যুদ্রাগ্নাহাত্ব-রিভ্যোনিৎ। উন্ ৪।৫১) ১ মল। ২ ত্বরা। ৩ মনস্‌ (ত্রি) ৪ ক্ষিপ্র। ৫ ক্ষিপ্রগামী। "অপো ফর্তুর্ণিশ্চরতি প্রজানন্‌" (ঋক্ ১০।৮৮।৬) তূর্ণিস্ত্বরমাণঃ' (সায়ণ)।

তূর্ণ্যর্থ (ত্রি) শীঘ্র গমনযুক্ত ত্বরিত গমনযুক্ত "প্রযতৎস্তোতা জরিতা তূর্ণ্যর্থঃ" (ঋক্ ৩।৫২।৫) তূর্ণ্যর্থঃ ত্বরিতগমনাঃ' (সায়ণ)

তূর্ত্ত (ক্লী) ত্বর-ক্ত উঠ্‌ বেদে ন নিষ্ঠাতস্য ন। ১ ক্ষিপ্র "যদ্বৈ-ক্ষিপ্রং তত্তূর্ত্তং" (শতপথব্রাং ৬।৩।২।২)।

তূর্য্য (ক্লী) তূর্য্যতে তাড্যতে তুর্‌ ণ্যৎ। বাদ্যভেদ।

"সতূর্য্যশতশঙ্খানাং ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ।
(ভারত ১।১১৩।৪৪)।

তূর্য্যখণ্ড (পুং) তূর্য্যস্য খণ্ডইব। বাদ্যভেদ দ্রগড়বাদ্য। কোন কোন স্থানে তূর্য্যগণ্ড এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তূর্য্যময় (ত্রি) তূর্য্যস্বরূপঃ স্বরূপে ময়ট্‌। তূর্য্যস্বরূপ। বাদ্যভেদ।

তূর্ব্ব (ক্লী) তুর্ব-অচ্‌ রেফে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিপ্র, তূর্ণ।

তূর্ব্বযাণ (ত্রি) তূর্ব্বং যানং যস্য। ক্ষিপ্রগামী "তূর্ব্বযাণো গূর্ত্তবচস্তমঃ" (ঋক্ ১০।৬১।২) তূর্ব্বযাণস্তূর্ণগমনঃ' (সায়ণ)

একজন রাজা। ইন্দ্র ইহার শত্রুনাশ করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য ইহাকে দিবোদাস হইতে অভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

তূর্ব্বি (ক্লী) তুর্ব-ইন্‌ দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিপ্র "বা বৃধানায় তূর্ব্বয়ে" (ঋক্ ১।৪২।৩)

তূল (ক্লী) তূলয়তে পূরয়তি সর্ব্বং ব্যাপকত্বাৎ তূল-ক। ১ আকাশ। ২ অশ্বত্থপত্রাকার বৃক্ষবিশেষ, পলাশপিপুল, তুঁত। পর্য্যায়—তূদ, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ট, পূষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার। গুণ—মধুর, অম্ল, দাহনাশক, বলকারক, কষায় ও কফনাশক। (রাজনি°) [তুঁত দেখ।] (পুং) ৩ কার্পাসাদি বীজজাত, বস্ত্রোপাদান, তূলা। পর্য্যায়—পিচু, পিচুল, পিচুতুল, তূলপিচু।

"সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশিমিবানলঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ঈষিকা শব্দের পর তূল শব্দ থাকিলে ঈষিকা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়। যথা "ঈষিকতূলং"।

তূর্য্যাচার্য্য (পুং) তূর্যস্য আচার্য্যঃ ৬তৎ। যিনি বাদ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

তূর্য্যাজীব (ত্রি) তূর্য্যং আজীবঃ জীবিকা যস্য। (Musician) বাদ্যব্যবসায়ী।

তূলক (ক্লী) তূল স্বার্থে কন্। তূল।

তূলকার্ম্মুক (ক্লী) তূলায় তূলস্ফোটনায় কার্ম্মুকমিব। তূলস্ফোটনার্থধনুঃ, তূলা ধুনিবার যন্ত্র, ধুনখারা। পর্য্যায়—পিঞ্জল। (ত্রিকা°) এই যন্ত্রে তূলা পরিষ্কৃত হয়।

তূলচাপ (পুং) তূলায় তূলস্ফোটনায় চাপইব। তূলকার্ম্মুক, তূলাধুনিবার যন্ত্র।

তূলনালিকা (স্ত্রী) তূলনির্ম্মিতা নালিকা। পিঞ্জিকা, তূলার পাঁইজ। সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে তূলার পাঁইজ করিয়া লইতে হয়।

তূলনালী (স্ত্রী) তূলনির্ম্মিতা নালী। তূলার পাঁইজ, পিঞ্জিকা।

তূলপিচু (পুং) পিচ-কুন্ তূলপ্রধানঃ পিচুঃ। তূলবৃক্ষ, তূলার গাছ।

তূলফল (পুং) অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

তূলমূল (ক্লী) কাশ্মীরের চন্দ্রভাগাস্থ একটী জনপদ।

"তূলমূলাপহর্ত্তা চ চন্দ্রভাগাতটে স্থিতঃ।" (রাজত° ৪।৬৩৯)

তূলবতী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীতে তুলী।

তূলবৃক্ষ (পুং) তূলস্য বৃক্ষঃ। তূলার গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ।

তূলশর্করা (স্ত্রী) তূলস্য শর্করেব। কার্পাসবীজ।

তূলসেচন (ক্লী) তূলস্য সেচনং ৬তৎ। তূলসূত্রকর্ত্তন, কাট্‌নাকাটা।

তূলা (স্ত্রী) তূল-অচ্ ততঃ টাপ্। কার্পাসী, কাপাসগাছ। ২ বর্ত্তি, শলিতা। (শব্দর°)

তূলি (স্ত্রী) তূল ইন্ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) স্বনামখ্যাত চিত্রকরোপকরণ, চিত্রকরের বর্ত্তিকা, তুলি।

তূলিকা (স্ত্রী) তূলিরেব স্বার্থে কন্। চিত্রকরোপকরণ, তুলী, পর্য্যায়—ঈষিকা, ঈষীকা, ইষীকা, তুলি, তূলী। ২ বীরণাদি শলাকা। ৩ দ্রবস্বর্ণপরীক্ষার্থ শলাকা। ৪ দ্রব সুবর্ণ ঢালিবার পাত্র, মুচি। তূল-ঠন্ কাপি অতইত্বং। ৫ শয্যোপকরণবিশেষ, তোষক।

"কঞ্চুকং তূলগর্ভঞ্চ তূলিকাং সুপবীথিকাং।" (কাশী° ৪।৯৭)

তূলিনী (স্ত্রী) তূলোঽস্ত্যস্যা ইনি ঙীষ্। ১ শাল্মলীবৃক্ষ। ২ লক্ষণাকন্দ। (ত্রি) ৩ তূলযুক্ত।

তূলিফলা (স্ত্রী) তূলি তূলবৎ ফলং যস্যাঃ। শাল্মলীবৃক্ষ। (রত্নমা°)

তূবর (পুং) তু-বাহুলকাৎ বরচ্ দীর্ঘশ্চ। ১ তুপরশৃঙ্গার্থ। ২ কষায় রস। (ত্রি) ৩ কষায়রসযুক্ত।

তূবরিকা (স্ত্রী) তূবর সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অতইত্বং। ১ আঢ়কী, অরহর। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, কট্‌কিরি।

তূবরী (স্ত্রী) তূবর গৌরা° ঙীষ্। ১ আঢ়কী। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

তূষ্ণীংশীল (ত্রি) তূষ্ণীংশীলং যস্য। মৌনাবলম্বী। পর্য্যায়—তূষ্ণীক।

তূষ্ণীক (ত্রি) তূষ্ণীং শীলং যস্য। (শীলে কো মলোপশ্চ। পা ৫।৩।৭৩ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা কঃ মলোপশ্চ।) মৌনী, মৌনাবলম্বী।

"আসীনমপি তূষ্ণীকমনুয়ান্ত্যি তং প্রজা।" (ভারত ৫।৩৪।২৩)

তূষ্ণীকাং (অব্য) তূষ্ণীম্ কাং (অকচ্ প্রকরণে তূষ্ণীমঃ কাং বক্তব্যঃ। পা ৫।৩।৭২ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা কাং) মৌন।

তূষ্ণীগঙ্গং (অব্য) তূষ্ণীং গঙ্গা যত্র বহুব্রীহ্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ। দেশভেদ। "তূষ্ণীগঙ্গে চ কৌন্তেয় সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ।" (ভারত বনপ° ১৩৫ অ°)

তূষ্ণীম্ (অব্য) তূষ বাহুলকাৎ নীম্। মৌন।

"তূয়মানং পরৈস্তূষ্ণীংনস তদ্রক্ষ মর্হতি।" (মনু ৪।১৪৭)

তূষ্ণীংশব্দ উপপদ হইলে ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা ও ণমুল্ হয়। যথা তূষ্ণীংভূয়ং তূষ্ণীম্ভাব।

তূষ্ণীম্ভব (পুং) তূষ্ণীংভূ-ঘঞ্। মৌনাবলম্বন, নিস্তব্ধতা।

তূষ্ণীম্ভূত (ত্রি) তূষ্ণীং ভূ-ক্ত। মৌন, নীরব, নিস্তব্ধ।

তূস্ত (ক্লী) তুস-বাহুলকাৎ তন্ দীর্ঘশ্চ। ১ রেণু। ২ জটা। ৩ চাপ। ৪ সূক্ষ্মপদার্থ, অণু।

তৃংহণ (ক্লী) তৃহ ভাবে ল্যুট্। হিংসন।

তৃকন্ (পুং) স্তেন, চৌর। (নিঘণ্টু) ইহার পাঠান্তর রিকন্।

তৃক্ষ (পুং) তৃক্ষ-অচ্। কশ্যপ ঋষি। তস্য অপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ তার্ক্ষ্য।

তৃক্ষাক (পুং) তৃক্ষ আকন্। ঋষিভেদ। তস্য অপত্যং শিবা° অণ্। অপত্য, তাহার অপত্য।

তৃক্ষি (পুং) তৃক্ষ-ইন্। ত্রসদস্যুর পুত্র ঋষিভেদ। "যেভিস্তৃক্ষিং বৃষণা" (ঋক্ ৮।২২।৭) 'ত্রসদস্যোঃ পুত্রং তৃক্ষিং' (সায়ণ)

তৃখ (ক্লী) তৃষ-ক পৃষো° সাধুঃ। জাতীফল, জায়ফল।

তৃচ (ত্র্যচ) (ক্লী) তিসৃণামৃচাং সমাহারঃ ত্রিস্র ঋচো যত্র বা, অচ্ সমাসান্তঃ সম্প্রসারণং। সমানদেবতা ও সমান ছন্দক ঋকত্রয়, এই ঋকের দেবতা ও ছন্দ সমান। (ত্রি) এই ঋক্‌যুক্ত অনুবাক সূক্তাদি।

"মধুবাতা তৃচং জপেৎ।" (হেমাদ্রি) সম্প্রসারণ না হইলে "ত্র্যচ" এইরূপ হয়।

তৃণ (ক্লী) তৃণ্যতে ভক্ষ্যতে তৃণ-ঘঞ্ বা তৃহ-ক্ন-হকারলোপশ্চ (তৃহেঃ ক্নো হলোপশ্চ। উণ্ ৫।৮) নড়াদি, চিনাখড়। পর্য্যায়—অর্জ্জুন, ত্রিণ, খট, খেট্ট, হরিত, তাণ্ডব। (শব্দর°)

"তৃণেন বাত্যেব তয়াহনুগম্যতে"। (নৈষধ)

(পুং) তৃণস্য অয়ং শিবা° অণ্। তার্ণ, তৃণজন্য বহ্নি। গোদিগকে তৃণ দিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্ষত্রে গৃহের জন্য তৃণ ও কাষ্ঠ আহরণ করিতে নাই। আহরণে অগ্নি, চৌরভয়, রোগ, রাজপীড়া ও ধনক্ষয় হয়।

"অগ্নিচৌরভয়ং রোগো: রাজপীড়াধনক্ষতিঃ।
সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বস্বাদিপঞ্চকে ॥"(জ্যোতিসারস°)

২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, রামকর্পূর। পর্য্যায়—কুতৃণ, তৃণ, সুগন্ধ, শীত, সুশীতল। (বৈদ্যকরত্ন°)

তৃণক (ক্লী) তৃণং স্বল্পার্থে কন্। ১ স্বল্পতৃণ। ২ চীনাক, চীনেধান।

তৃণকর্ণ (পুং) তৃণমিব কর্ণোহস্য। ঋষিভেদ, একজন ঋষি। তৃণকর্ণস্য অপত্যং শিবা° অণ্। তার্ণকর্ণ, তৃণকর্ণের অপত্য।

তৃণকাণ্ড (ক্লী) তৃণানাং সমূহঃ দূর্ব্বাদিত্বাৎ কাণ্ডচ্। তৃণসমূহ।

তৃণকীয় (ত্রি) তৃণ-মত্বর্থে-ছ নড়াদিত্বাৎ কুক্‌চ। তৃণভব।

তৃণকুঙ্কুম (ক্লী) তৃণসম্ভূতং কুঙ্কুমং। সুগন্ধ দ্রব্যভেদ, পর্য্যায়—তৃণাসৃক্, গন্ধি, তৃণশোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোত্থ, তৃণগৌর, লোহিত। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বায়ু, শোফ, কণ্ডু, কোষ্ঠ ও আমদোষনাশক, পরমভাস্বর। (রাজনি°)

তৃণকুটী (স্ত্রী) তৃণাচ্ছাদিতা কুটী। তৃণাচ্ছাদিত গৃহ, কুড়েঘর, খড়োঘর। (ত্রিকাণ্ড) পর্য্যায়—কায়মান।

তৃণকুটীরক (ক্লী) তৃণৌকঃ। (হেম°) তৃণনির্ম্মিত গৃহ, খড়ের ঘর।

তৃণকূট (পুং ক্লী) তৃণরাশি, তৃণস্তূপ।

তৃণকূর্ম্ম (পুং) তৃণময়ঃ কূর্ম্মঃ। তুম্বী। (শব্দমা°)

তৃণকেতকী (স্ত্রী) তবক্ষীর ভেদ।

তৃণকেতু (পুং) তৃণেষু কেতুরিব। ১ বংশবৃক্ষ, বাঁশগাছ। ২ তালবৃক্ষ।

তৃণকেতুক (পুং) তৃণকেতু-স্বার্থে কন্। বংশ, বাঁশ।

তৃণগড় (পুং) ১ সমুদ্রের একপ্রকার কর্কট। ২ কীটভেদ, উচ্চিলট, উচ্চিংড়া।

'উচ্চিঙ্গটস্তৃণগড়মৎস্যকোপনয়োঃ পুমান্।' (মেদিনী)

তৃণগন্ধা (স্ত্রী) তৃণবৎ গন্ধো যস্যাঃ। বিদারী, শালপর্ণী, শালপাইনগাছ।

তৃণগোধা (স্ত্রী) তৃণস্য গোধেব ক্ষুদ্রত্বাৎ। ১ চিত্রকোল, কৃকলাস, কাঁকলাস। ২ তৃণজলৌকা।

তৃণগৌর (ক্লী) সুগন্ধ দ্রব্যভেদ, তৃণকুঙ্কুম। (রাজনি°)

তৃণগ্রন্থি (স্ত্রী) তৃণমিব গ্রন্থির্যস্য। স্বর্ণজীবন্তীবৃক্ষ, সোণা জীবই। (হিন্দী)

তৃণগ্রাহিন্ (পুং) তৃণং গৃহ্লাতি তৃণ-গ্রহ-ণিনি। মণিবিশেষ, নীলমণি, কাফুরদানা। পর্য্যায়—শুকাপুট্ট, তৃণমণি। (হারাবলী)

তৃণচর (পুং) তৃণেষু চরতি চর-অচ্। ১ গোমেদমণি। (ত্রি) ২ তৃণচারিমাত্র।

তৃণজম্ভন্ (ত্রি) তৃণং জম্ভো ভক্ষং যস্য (জম্ভাসুহরিততৃণসোমেভ্যঃ। পা ৫।৪।১২৫) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ তৃণভক্ষক। তৃণমিব জম্ভো দণ্ডো যস্য। ২ তৃণতুল্য দন্তযুক্ত, তৃণবর্ণদন্তবিশিষ্ট।

তৃণজলায়ুকা (স্ত্রী) তৃণাকারা তৃণজাতা বা জলায়ুকা। জলৌকাভেদ, ছিনেজোঁক। "তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা আত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ং পুরুষঃ।"

(শতপথব্রা° ১৪।৭।২।৪)

তৃণজলূকা (স্ত্রী) জলৌকাভেদ, ছিনেজোঁক।

"যথা তৃণজলূকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ।" (ভাগ° ৪।২৯।৭৬)

তৃণজলৌকান্যায় (পুং) নৈয়ায়িকগণ এই ন্যায়ের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—তৃণ ও জলৌকার ন্যায় জীবের অপর দেহ সংযোগ দ্বারা পূর্ব্বদেহপরিত্যাগরূপ ন্যায়ভেদ।

জলৌকা যেরূপ একটী তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না।

তৃণজাতি (স্ত্রী) তৃণমেব জাতিঃ। উলপাদি খড়।

তৃণজীবন (ত্রি) তৃণেন জীবতি জীব-ল্যুট্। যে সকল জীব তৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে।

তৃণজ্যোতিষ (ক্লী) তৃণেষু মধ্যে জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মতঃ। জ্যোতিষ্মতীলতা, এই লতা রাত্রিকালে দীপ্তিযুক্ত হয়।

(শব্দার্থচি°)

তৃণতা (স্ত্রী) তৃণমিব তায়তে তায়-ক্বিপ্। ১ ধনু। তৃণস্য ভাবঃ তল্। ২ তৃণত্ব, তৃণের ভাব, তৃণের ধর্ম্ম।

তৃণদ্রুহ্ (পুং) তৃণ-দ্রুহ-ক্বিপ্। বাড়বাগ্নি।

তৃণদ্রুম (পুং) তৃণমিব দ্রুমঃ অসারত্বাৎ। ১ নারিকেল। ২ তাল। ৩ গুবাক। ৪ তালী, তাড়িয়াৎ গাছ। ৫ কেতকী, কেয়াগাছ। ৬ খর্জ্জুর। ৭ হিন্তাল, হেঁতালগাছ। ইহাদিগের নির্যাসগুণ—শীতল, লঘু, মোহন, বলকারক, হৃদ্য, তৃষ্ণা ও সন্তাপনাশক।

তৃণধান্য (ক্লী) তৃণবহুলং ধান্যং। ধান্যবিশেষ, নীবার, উড়িধান।

তৃণধ্বজ (পুং) তৃণেষু ধ্বজইব। ১ তালবৃক্ষ। ২ বংশবৃক্ষ, বাঁশগাছ।

তৃণধান্যক (ক্লী) তৃণধান্য-কন্। কঙ্গুধান্যাদি।

তৃণনিম্ব (পুং) তৃণাকারঃ নিম্বঃ। নেপালনিম্ব, কিরাততিক্ত, চিরেতা। (রাজনি°)

তৃণপ (পুং) তৃণং পাতি পা-ক। গন্ধর্ব্বভেদ।

তৃণপঞ্চমূল (ক্লী) তৃণরূপাণাং পঞ্চানাং মূলং। পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট পাচন। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু এই পাঁচটী তৃণপঞ্চ ইহার মূল।

"কুশঃ কাসঃ শরোদর্ভো ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবং।
পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণকং পঞ্চমূলকং॥" (রাজনি°)

শালি, ইক্ষু, কুশ, কাশ, শর এই পাঁচটীও তৃণপঞ্চক, ইহাদিগের মূলগুণ তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, অসৃক্ ও মূত্রনাশক। (রাজনি°)

তৃণপত্তি (পুং) রাজঘাস, কালাঘাস, কালাকর্পূর।

তৃণপত্রিকা (স্ত্রী) তৃণস্যেব পত্রমস্যাঃ ঠন্ টাপ্। ইক্ষুদর্ভ-তৃণ, গুণ্ডাশিনী তৃণ। (রাজনি°)

তৃণপত্রী (স্ত্রী) তৃণমিব পত্রমস্যাঃ ঙীষ্। তৃণপত্রিকা, গুণ্ডাশিনী।

তৃণপদী (স্ত্রী) তৃণস্যেব পাদোঽস্যাঃ অন্ত্যলোপঃ ঙীষি পদ্ভাবঃ। তৃণতুল্য মূলযুক্ত লতা, যে লতা তৃণের সদৃশ মূলবিশিষ্ট।

তৃণপাণি (পুং) ঋষিভেদ।

তৃণপীড় (ক্লী) তৃণস্যেব পীড়া যত্র। যুদ্ধভেদ।
"তৃণপীড়ং যথাকামং পূর্ণযোগং সমুষ্টিকং।" (ভারত স° ২২ অ°)

তৃণপুষ্প (ক্লী) তৃণস্য পুষ্পমিব। তৃণকুঙ্কুম, গন্ধদ্রব্যভেদ। (রাজনি°)

তৃণপুষ্পিকা (স্ত্রী) সিন্দুরপুষ্পীবৃক্ষ।

তৃণপুষ্পী (স্ত্রী) তৃণমিব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। সিন্দুরপুষ্পীবৃক্ষ, সিন্দুরিয়া ফুলগাছ। (হিন্দী)

তৃণপূলক (পুং ক্লী) ক্লীববিশেষ।

তৃণপূলী (স্ত্রী) তৃণস্য পূলঃ সংহতির্যত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চঞ্চা, চাঁচ, দরমা।

তৃণমণি (পুং) তৃণগ্রাহকোমণিঃ। তৃণগ্রাহিমণিভেদ, তৃণগ্রাহী।

তৃণমৎকুণ (পুং) প্রতিভূ, জামিন। (ত্রিকা°)

তৃণময় (ত্রি) তৃণস্য বিকারঃ তৃণ-ময়ট্। তৃণবিকার, তৃণরচিত।
"কুর্য্যাৎ তৃণময়ং চাপং শরীত মৃগশায়িকাং।"(ভারত ১।১৪৫ অ°)

তৃণময়ী (স্ত্রী) তৃণময়-ঙীপ্। তৃণনির্ম্মিতা।

তৃণমল্লিকা (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পভেদ, কাঠমল্লিকা ফুলগাছ।

তৃণমূল (ক্লী) [তৃণপঞ্চমূল দেখ।]

তৃণমেরু (পুং) রুদ্রাক্ষবৃক্ষ।

তৃণরাজ (পুং) তৃণেষু রাজতে রাজ-অচ্ বা তৃণস্য রাজা। তালবৃক্ষ।

তৃণরাজবর্গ (পুং) তৃণরাজানাং বর্গঃ। বৃক্ষসমূহ, গুবাক, তাল, হিন্তাল, তাড়ী, কেতকী, খর্জ্জুর, নারিকেল এই ৭টী বৃক্ষ তৃণরাজবর্গ। ইহাদের পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই।

"গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জ্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকঃ॥
তৃণরাজশিরাপত্রৈর্ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।" (আহ্নিকত°)

তৃণবল্বজা (স্ত্রী) তৃণরূপা বল্বজা। বল্বজাতৃণ, হিন্দীভাষায় সাবে বাগে। (রাজনি°)

তৃণবিন্দু (পুং) একজন মহর্ষি। এই ঋষি চতুর্বিংশ দ্বাপরে বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হন।
"তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসঃ ভার্গবস্তু ততঃপরং।" (দেবীভাগ° ১।৩।৩২)

তৃণবিন্দুসরোবর (পুং) তৃণবিন্দোঃ সরোবরঃ ৬তৎ। তৃণবিন্দু ঋষির সরোবর রূপ তীর্থ, এই সরোবর কাম্যকবনের নিকটবর্ত্তী মরুভূমির প্রান্তভাগে অবস্থিত। (ভারত বন ২৫৭ অ°)।

তৃণবীজ (ক্লী) তৃণস্য বীজং ৬তৎ। শ্যামাক, নীবার, উড়িধান।

তৃণবীজোত্তম (পুং) তৃণবীজেষু উত্তমঃ। শ্যামাক, তৃণধান্য।

তৃণবৃক্ষ (পুং) তৃণমিব বৃক্ষঃ অসারত্বাৎ। ১ নারিকেল। ২ তাল। ৩ গুবাক। ৪ তালী। ৫ কেতকী। ৬ খর্জ্জুরী। ৭ হিন্তাল।

তৃণশীত (ক্লী) তৃণেষু শীতং শীতলং। কতৃণ, গন্ধতৃণ, গন্ধখড়। (রত্নমা°)

তৃণশীতা (স্ত্রী) তৃণেষু শীতা। জলপিপ্পলী।

তৃণশূন্য (ক্লী) তৃণমিব শূন্যং ফলরহিতং। ১ কেতকীপুষ্প। ২ মল্লিকা। ৩ নাগরঙ্গ, নারাঙ্গালেবু। (ত্রি) তৃণেন শূন্যং। ৪ তৃণরহিত।

তৃণশূলী (স্ত্রী) তৃণং শূলমিব তীক্ষ্ণাগ্রং যস্যাঃ গৌরা° ঙীষ্। লতাভেদ।

তৃণশোণিত (ক্লী) তৃণকুঙ্কুম, কুঙ্কুম ঘাস।

তৃণশোষক (পুং ক্লী) তৃণমপি শোষয়তি শুষ-ণিচ্ অণ্। রাজিমৎ জাতীয় সর্পভেদ।

তৃণশৌণ্ডিকা (স্ত্রী) তৃণেষু শৌণ্ডিকা। লঘুকেতকী বৃক্ষ। (পারস্কর নিঘণ্ট)।

তৃণষট্‌পদ (পুং তৃণমিব ষট্‌পদঃ। বরোল, বোলতা। (হারা°)

তৃণসংজ্ঞক (পুং) তৃণং সংজ্ঞা যস্য। তৃণসমূহ। কুশ, কাশ, নল, দর্ভ, কাণ্ড, ইক্ষু, ইহারা তৃণসংজ্ঞক। (সুশ্রুত)

তৃণসারা (স্ত্রী) তৃণস্যেব সারো যস্যাঃ। কদলী গাছ।

তৃণসিংহ (পুং) তৃণেষু সিংহ ইব তন্নাশকত্বাৎ। কুঠার, কুড়ালী।

তৃণসোমাঙ্গিরস্ (পুং) দক্ষিণদিক্‌স্থিত যুধিষ্ঠিরের ঋত্বিক্ (পুরোহিত) ভেদ। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য এই ৭ জন ঋষি ধর্ম্মরাজের পুরোহিত এবং ইহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন। (ভারত অনুশা° ১৫০ অ°)

তৃণস্কন্দ (পুং) তৃণমিব স্কন্দতি স্কন্দ-অচ্। তৃণবৎ চঞ্চলস্বভাব, তৃণের মত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত। "তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ" (ঋক্ ১। ১৭২।৩) 'তৃণস্কন্দস্য তৃণবচ্চঞ্চলস্বভাবস্য' (সায়ণ)

তৃণহর্ম্ম্য (পুং ক্লী) তৃণাচ্ছাদিতো হর্ম্ম্যঃ। তৃণযুক্ত অট্টালিকা, অট্টালিকার উপরিস্থ তৃণনির্ম্মিত ঘর, পর্য্যায়—ময়ট। (হারা°)

তৃণাংঘ্রিপ (পুং) তৃণরূপঃ অঙ্‌ঘ্রিপঃ। মস্থানকতৃণ। (রাজনি°)

তৃণাগ্নি (পুং) তৃণজাতঃ অগ্নিঃ। তার্ণ অগ্নি, খড়ের আগুণ।

তৃণাঞ্জন (পুং) তৃণমিব অঞ্জনঃ। কৃকলাস, আঞ্জনাই।

তৃণাটবী (স্ত্রী) তৃণপ্রচুরা অটবী। তৃণময় বন।

তৃণাঢ্য (ক্লী) তৃণেষু আঢ্যং। পর্ব্বতজাত তৃণ।

তৃণাদি (পুং) তৃণ আদি করিয়া স প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ। তৃণ, নড়, মূল, বন, পর্ণ, বর্ণ, বরাণ, বিল, পুল, ফল, অর্জ্জুন, অর্ণ, সুবর্ণ, বল, চরণ, বসু এইগুলি তৃণাদি। (পাণিনি)

তৃণান্ন (ক্লী) তৃণস্য তৃণধান্যস্য অন্নং। উড়িধানের ভাত।

তৃণামল্ল (ক্লী) ত্রিমল্ল, তৃণবল্লীতীর্থ।

তৃণাম্ল (ক্লী) তৃণেষু অম্লং। লবণ তৃণ। (রাজনি°)

তৃণারণিন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ, তৃণ ও অরণি অগ্নিজননে যেরূপ পরস্পর নিরপেক্ষ কারণ, অর্থাৎ যে কারণে তৃণ হইতে অগ্নি জন্মে, সেই কারণে অরণি হইতে অগ্নি জন্মে না, অগ্নিজননের প্রতি দুয়েরই পরস্পর ভিন্ন কারণ। যেখানে এইরূপ কারণের পরস্পর ভিন্নতা বোধ হইবে, সেইখানে এই ন্যায় হইবে। [ন্যায় দেখ।]

তৃণাবর্ত্ত (পুং) তৃণং আবর্ত্তয়তি ভ্রময়তি আ-বৃত-ণিচ্-অণ্। ১ বাত্যারূপ বাতসমূহ, ঘূর্ণাবায়ু। ২ কংশরাজের অনুচর দৈত্যবিশেষ। একদা এই অসুর কংসের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত চক্রবাতরূপী হইয়া গোকুল আন্দোলিত করিয়াছিল, ঐ সময় ধূলিদ্বারা সকলের দৃষ্টিরুদ্ধ ও মহাশব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তৃণাবর্ত্তদানব চক্রবায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভারী হওয়ায় ভূরিভার বহন করা তাহার দুঃসাধ্য হইল। ক্রমে বায়ুবেগ মন্দীভূত হইতে লাগিল। যদিও ঐ দানব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আকাশ অতিক্রম করিল, কিন্তু তাহার পর আর যাইতে সমর্থ হইল না। তখন তৃণাবর্ত্ত বিজাতীয় গুরুত্ব হেতু ঐ অদ্ভুত বালককে পর্ব্বততুল্য বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ উহার গলদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দানব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না, বরং গলগ্রহণ হেতু অবিলম্বেই চেষ্টাশূন্য হইল এবং তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, তখন ঐ দানব অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে গতাসু হইয়া কৃষ্ণের সহিত ব্রজ মধ্যে পড়িয়া গেল, আকাশ হইতে শিলাতলে পতিত হওয়াতে সেই দানবের সমুদয় অবয়ব বিশীর্ণ হইয়া গেল। (ভাগ° ১০।৭ অ°)

তৃণাবল্লীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ, তৃণামল্ল তীর্থ।

তৃণাসৃজ্ (ক্লী) তৃণেষু অসৃগিব রক্তত্বাৎ। তৃণকুঙ্কুম, সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ।

তৃণাহ্বা (স্ত্রী) তৃণবিশেষ, চীনাঘাস।

তৃণেক্ষু (পুং) তৃণমিক্ষুরিব [illegible], হিন্দীতে সাবে বাগে।

তৃণেন্দ্র (পুং) তৃণং ইন্দ্রইব। তৃণরাজ, তালবৃক্ষ।

"ধ্বজস্তৃণেন্দ্রো দেবস্য ভবিষ্যতি রথাশ্রিতঃ।"

(ভারত অনু ১৪৭ অ°)

তৃণোত্তম (পুং) তৃণেষু উত্তমঃ। উখর্ব্বলতৃণ। (রাজনি°)

তৃণোত্থ (ক্লী) তৃণকুঙ্কুম, কুঙ্কুম ঘাস।

তৃণোদ্ভব (পুং) তৃণেষু উদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্। ১ নীবার ধান্যভেদ, উড়িধান। ২ তৃণজাত অগ্নি। (ত্রি) ৩ তৃণজাত মাত্র।

তৃণোল্কা (স্ত্রী) তৃণজাতা উল্কা। তৃণজা উল্কা, তৃণের মশাল, পাঁজালি।

"ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া।" (হিতোপদে°)

তৃণৌকস্ (ক্লী) তৃণনির্ম্মিতং ওকঃ। তৃণনির্ম্মিত গৃহ, খড়ের ঘর।

তৃণৌষধ (ক্লী) তৃণাত্মকং ঔষধং। এলবালুক নামক গন্ধ দ্রব্য।

তৃণ্যা (স্ত্রী) তৃণানাং সমূহঃ তৃণ-য। (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯) টাপ্। তৃণসমূহ, তৃণরাশি।

তৃতীয় (ত্রি) ত্রয়াণাং পূরণঃ ত্রি-তীয় সম্প্রসারণং (ত্রেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। পা ৫।২।৫৫) তিনের পূরণ, হিন্দীতে তেসরা।

"প্রথমাহে তৃতীয়ে বা চূড়াকার্য্যা যথাকুলং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

E JUN 1929 COOCH BEHAR

তৃতীয়ক (পুং) তৃতীয়-কন্। বিষম জ্বরবিশেষ। আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শির এবং সন্ধিস্থান এই ৫টী কফের স্থান। দিবা ও রাত্রি দোষের এই দুইটী প্রকোপ কাল। ইহার মধ্যে এক একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জ্বর প্রকাশ করে। দোষ কণ্ঠে স্থিত হইলে জ্বরদিবস হৃদয়ে থাকিয়া তৃতীয়দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর এক দিন অন্তর হয়। (সুশ্রুত)

"দিনমেকমতিক্রম্য যো ভবেৎ স তৃতীয়কঃ।" (ভাবপ্র°)

একদিন অতিক্রম করিয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। যে তৃতীয়ক জ্বর কফপিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমতঃ ত্রিকস্থান বেদনা করিয়া উপস্থিত হয়। বায়ু ও কফ হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা প্রথমতঃ পৃষ্ঠ-স্থানে বেদনা হয়, বায়ুপিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা প্রথমতঃ মস্তক বেদনা করিয়া উপস্থিত হয়। তৃতীয়ক জ্বর এই তিন প্রকার। (ভাবপ্র°) [জ্বর দেখ।]

তৃতীয়কবিপর্য্যয় (পুং) তৃতীয়ক জ্বরবিশেষ। যে জ্বর মধ্যে এক দিন হইয়া আদ্য এবং অন্তদিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে তৃতীয়কবিপর্য্যয় কহে।

"মধ্যে একং দিনং জ্বরং জনয়তি আদাবন্ত্যে চ দিনে মুঞ্চতীতি তৃতীয়কবিপর্য্যয়ঃ।" (ভাবপ্র°)

তৃতীয়তা (স্ত্রী) তৃতীয় ভাবে তল্। তৃতীয়ত্ব।

তৃতীয়প্রকৃতি (স্ত্রী) তৃতীয়া প্রকৃতিঃ প্রকারঃ। স্ত্রী ও পুরুষ অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় প্রকার, নপুংসক।

তৃতীয়যুগপর্য্যায় (পুং) তৃতীয়স্য যুগস্য দ্বাপররূপস্য পরিবর্ত্তঃ যত্র কালে। যেকালে দ্বাপর যুগের তৃতীয় পর্য্যায় উপস্থিত হয়। দ্বাপরযুগের পরিবর্ত্তাধার কলিসন্ধিরূপ কাল তৃতীয় যুগের পরিবর্ত্ত।

"দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।" (ভাগ° ১।৪।১৪)

তৃতীয়সবন (ক্লী) সূয়তে সোমোঽস্মিন্ তৃতীয়ং সবনং কর্ম্মধা। যজ্ঞভেদ, কালত্রয়ে সবনত্রয়যুক্ত অগ্নিষ্টোমাদির তৃতীয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে করিতে হয়। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে এইরূপ লিখিত আছে, প্রাতঃকালের যজ্ঞ যে সকল কর্ম্ম উচ্চস্বর দ্বারা করিতে হইত, তাহা উচ্চস্বরে না করিয়া প্রথমস্বরে, মধ্যাহ্নে যে সকল কর্ম্ম নীচ ও উচ্চস্বরে করিতে হইত, তাহা মধ্যমস্বরে ও সায়ংকালে যাহা নীচ ও মধ্যমস্বরে হইত, তাহা প্রথমস্বরে করিতে হইবে। *

তৃতীয়াংশ (পুং) তৃতীয়ঃ অংশঃ। তৃতীয় ভাগ।

তৃতীয়া (স্ত্রী) তৃতীয়-টাপ্। তিথিবিশেষ। [তিথি দেখ।]

তৃতীয়াকৃত (ত্রি) তৃতীয় ডাচ্-কৃ-ক্ত। বারত্রয় কর্ষিতক্ষেত্র, তিনবার চাষ দেওয়া ক্ষেত।

তৃতীয়াপ্রকৃতি (স্ত্রী) তৃতীয়া প্রকৃতিঃ (সংজ্ঞাপূরণ্যাশ্চ। পা ৬।৩।৩৮) ইতি ন পুংবদ্ভাবঃ। নপুংসক।

তৃতীয়াশ্রম (পুং ক্লী) তৃতীয়ঃ আশ্রমঃ। বাণপ্রস্থাশ্রম, গৃহস্থাশ্রমের পর এই আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

"উষিত্বৈবং গৃহে বিপ্রো দ্বিতীয়াদাশ্রমাৎ পরং।
বলীপলিতসংযুক্তস্তৃতীয়ন্তু সমাশ্রয়েৎ॥" (সম্বর্ত্তসংহিতা)

[বাণপ্রস্থ দেখ।]

তৃতীয়াসমাস (পুং) তৃতীয়া সহ সমাসঃ। সমাসবিশেষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, তৃতীয়া বিভক্তির সহিত এই সমাস হয় বলিয়া ইহার নাম তৃতীয়াসমাস। [সমাস দেখ।]

তৃতীয়িন্ (ত্রি) তৃতীয় অস্ত্যর্থে ইনি। তৃতীয়ভাগার্হ, তৃতীয় ভাগের যোগ্য।

"তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ।" (মনু ৮।২১০)

জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের অচ্ছাবাক্ নেষ্টা, অগ্নীধ্র ও প্রতিহর্ত্তা ইহারা প্রধান ঋত্বিকের তৃতীয়ী অর্থাৎ তৃতীয়ভাগী, (ইহারা প্রত্যেকে তৃতীয়ভাগ পাইবার যোগ্য।)

তৃৎসু (ত্রি) তৃদ্ বাহুলকাৎ সুক্। হিংসক। "গব্যা তৃৎসুভ্যো অজগন্যুধা নৃন্" (ঋক্ ৭।১৮।৭) 'তৃৎসুভ্যঃ হিংসকেভ্যঃ' (সায়ণ) ২ রাজর্ষিভেদ। "ব্যানবস্য তৃৎসবে গয়ং" (ঋক্ ৭।১৮।১৩) 'তৃৎসুং রাজর্ষিভেদং' (সায়ণ)

তৃদিল (ত্রি) তৃদ্-বাহু° ইলচ্। ১ ভেদক। ২ ভিন্ন। "তৃদিলা অতৃদিলাসঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।১১) 'তৃদিলা ভেদকাঃ অতৃদিলা অভিন্নাঃ' (সায়ণ)

তৃপৎ (পুং) তৃপ্নোতি প্রীণয়তি তৃপ-অতি (সংশ্চর্ত্তৃপদ্বেহৎ। উণ্ ২।৮৫) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ চন্দ্র। ২ ছত্র। ৩ ইন্দ্র। "তৃপৎসোম মপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং" (ঋক্ ২।২২।১) 'তৃপ প্রীণনে তুদাদিঃ আগমানুশাসনস্য অনিত্যত্বাৎ নুমভাবঃ। তৃপ্যন্ ইন্দ্র' (সায়ণ)

তৃপল (ত্রি) তৃপ্নোতি-তৃপ-কল (কলস্তৃপশ্চ। উণ্ ১।১০৬)। ক্ষিপ্র। "প্রহংসাসস্তৃপলং মন্যুং" (ঋক্ ৯।৯৭।৮)

---

* "প্রাতঃ সবনে প্রথমে উচ্চৈঃ কর্ম্মাণি।" 'প্রাতঃ সবনে যানি উচ্চৈঃ কর্ম্মাণি [illegible] কার্য্যাণি।' "মধ্যং প্রাতঃসবনে [illegible]" চরন্তি ইতি শাখান্তরাৎ।" "মধ্যন্দিনে [illegible]।" 'মাধ্যন্দিনে সবনে যানি কর্ম্মাণি নীচৈর্ব্বানি [illegible] মধ্যমেন স্বরেণ কার্য্যাণি [illegible]।' "উত্তমেন তৃতীয়সবনে।" 'তৃতীয়সবনে যানি নীচৈর্ব্বানি ও [illegible] তানি সর্ব্বাণ্যুত্তমেনৈব স্বরেণ কার্য্যাণি [illegible]' (কাত্যা° শ্রৌ° সূত্র ১।৩।১৮-১৯-২০ ক্ষ)

'তৃপলপ্রভর্মা: ক্ষিপ্রবাচী, তদ্যুক্তং যাস্কেন তৃপলপ্রভর্মা ক্ষিপ্রপ্রহারীতি' (সায়ণ)

তৃপলা (স্ত্রী) তৃপল-টাপ্। ১ লতা। ২ ত্রিফলা, হরীতকী, আম্‌লা, বয়ড়া।

তৃপলপ্রভর্ম্মন্ (ত্রি) ১ প্রস্তরাদি দ্বারা প্রহারকারক। "অপাংতমন্যুস্তৃপলপ্রভর্ম্মা" (ঋক্ ১।৮৯।৫) 'তৃপলপ্রভর্ম্মা গ্রাবাদিভিঃ ক্ষিপ্রপ্রহারী' (সায়ণ)

২ ক্ষিপ্রপ্রহারকারক। [তৃপল দেখ।]

তৃপানা (স্ত্রী) তৃপ-কানচ্। ১ লতা। (বাচ°)

তৃপ্ত (ত্রি) তৃপ-ক্ত। তৃপ্তিযুক্ত, সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত, হৃষ্ট, পূর্ণকাম। "অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা

স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।" (নৈষধ ৩।৯৩)

তৃপ্তা (স্ত্রী) তৃপ্ত-টাপ্। গায়ত্রীভেদ। "তর্পণা তৃপ্তিদা তৃপ্তা তামসী তুম্বুরুস্তুতা।" (দেবীভাগ° ১২।৬।৭৩)

তৃপ্তাংশু (ত্রি) তৃপ্তঃ অংশুর্যস্য। তর্পিতাবয়ব, যাহার শরীর তৃপ্ত হইয়াছে। "নযে সুতাস্তৃপ্তাংশবো" (ঋক্ ১।১৬৮।৩) 'তৃপ্তাংশবস্তর্পিতাবয়বঃ' (সায়ণ)

তৃপ্তি (স্ত্রী) তৃপ-ক্তিন্। ভক্ষণাদিদ্বারা আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি, সন্তুষ্টি। পর্য্যায়—সৌহিত্য, তর্পণ, প্রীণন, আসিতম্ভব। (শব্দর°) "নৈব তৃপ্তিং ব্রজামোহস্য সুধাপানেহমরা যথা।"

(দেবীভাগ° ১।১।২০)

তৃপ্তিকর (ত্রি) তৃপ্তিং করোতি কৃ-ট। প্রীতিপ্রদ, আহ্লাদজনক।

তৃপ্তিদা (স্ত্রী) তৃপ্তিং দদাতি দা-ক, টাপ্। গায়ত্রীভেদ। [তৃপ্তা দেখ।]

তৃপ্তিন্ (ত্রি) তৃপ্তোহস্ত্যস্য তৃপ্ত-ইনি (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১৩১) তৃপ্তিযুক্ত।

তৃপ্তিমৎ (ত্রি) তৃপ্তিঃ বিদ্যতে অস্য তৃপ্তি-মতুপ্। ১ তৃপ্তিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ উদক, জল। (নিঘণ্টু)

তৃপ্নু (ত্রি) তৃপ-ক্নু। তৃপ্তিশীল।

তৃপ্র (পুং) তৃপ্যত্যনেন তৃপ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ ঘৃত। ২ পুরোডাশ। (ত্রি) ৩ তর্পক। "ন দুরাশী র্নতৃপ্রা" (ঋক্ ৮।২।৫) 'তৃপ্রাস্তর্পকাঃ' (সায়ণ)। (ক্লী) ৪ দুঃখ।

তৃপ্রালু (ত্রি) তৃপ্রং দুঃখং ন সহতে অসহনে তৃপ্র-আলু। দুঃখাসহন, দুঃখ সহ্য করিতে না পারা।

তৃফলা (স্ত্রী) তৃম্ফতি পীড়য়তি তৃফ-কলচ্ টাপ্। ত্রিফলা।

[ত্রিফলা দেখ।]

তৃফু (স্ত্রী) তৃফতি পীড়য়তি তৃফ-উ। সর্পজাতি।

তৃক্ষাদি (পুং) ধাতুগণবিশেষ, তৃক্ষ, তুন্ক, দৃন্‌ফ, ঋন্‌ফ, গুন্‌ফ, উন্‌ফ, শুন্‌ফ এই কয়টী ধাতু তৃক্ষাদি।

তৃষ্ (স্ত্রী) তৃষ্-কিপ্। [তৃষা দেখ।]

তৃষা (স্ত্রী) তৃষ-টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। পর্য্যায়—ইচ্ছা, স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্, বাঞ্ছা, লিপ্সা, মনোরথ।

২ পিপাসা। ৩ কামকন্যা। ৪ লাঙ্গলীবৃক্ষ। "লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভোজনয়তে তৃষাং।" (হিতোপ°)

তৃষাভূ (স্ত্রী) তৃষায়াঃ ভূরুৎপত্তিস্থানং। ক্লোম, মূত্রাধার।

তৃষাহ (ক্লী) তৃষাং হন্তি হন-ড। ১ জল। ২ মধুরিকা, মৌরী।

তৃষিত (ত্রি) তৃষা জাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ তৃষ্ণান্বিত। ২ লুব্ধ। ৩ ইচ্ছুক।

"তৃষিতাস্ত্বাহবে ভোক্তুং নৃপমাংসানি বৈ ভৃশং।"

(হরিব° ৯২ অ°)

তৃষিতোত্তরা (স্ত্রী) তৃষিত উত্তরো যস্যাঃ। অশনপর্ণী বৃক্ষ, আরাটী গাছ।

তৃষু (ক্লী) তৃ-সুক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ক্ষিপ্র। (ত্রি) ২ ক্ষিপ্রতাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তৃষ্বী, ক্ষিপ্র। "তৃষ্বীমনুপ্রসিতিং" (ঋক্ ৪।৪।১) 'তৃষ্বীতি ক্ষিপ্রনাম' (সায়ণ)

তৃষুচ্যবস্ (ত্রি) তৃষু চ্যবঃ যস্য। ক্ষিপ্রগমনযুক্ত। "দিদ্যুৎ তৃষুচ্যবসো" (ঋক্ ৬।৬৬।১০) 'ত্রিষুচ্যবসঃ ক্ষিপ্রগমনাঃ' (সায়ণ)

তৃষুচ্যুৎ (ত্রি) তৃষু-চ্যুত্-কিপ্। ক্ষিপ্র গমনশীল। "তৃষুচ্যুত মা সাম্যং" (ঋক্ ১।১৪০।৩) 'তৃষুচ্যুতং অরণীভ্যাং ক্ষিপ্রং নির্গচ্ছন্তং' (সায়ণ)

তৃষ্ট (ত্রি) তৃষ-ক্ত বেদে বাহুলকাৎ ইড়ভাবঃ। ১ দাহজনক। "তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতৎ" (ঋক্ ১০।৮৫।৩৪) 'তৃষ্টং দাহজনকং' (সায়ণ) ২ তৃষিত।

তৃষ্টামা (স্ত্রী) তৃষ্টং দাহং অময়তি গময়তি অম-ণিচ্-অচ্। নদী। "তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে" (ঋক্ ১০।৭৫।৬) 'তৃষ্টাময়া নদ্যা'

(সায়ণ)

তৃষ্ণজ্ (ত্রি) তৃষ্যতি আকাঙ্ক্ষতি তৃষ-নজিঙ্ (স্বপিতৃষোর্নজিঙ্। পা ৩।২।১৭২) ১ লুব্ধ। ২ তৃষিত। "অসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে" (ঋক্ ১।৮৫।১১) 'তৃষ্ণজে তৃষিতায়' (সায়ণ)

তৃষ্ণা (স্ত্রী) তৃষ-ন, সচ কিৎ (তৃষিশুষিরাদিভ্যঃ কিৎ। (উণ্ ৩।১২) ১ পিপাসা, পানেচ্ছা। পর্য্যায়—উদন্যা, তৃষ্, তর্ষ, তৃষা, তর্পণ। (জটাধর) ২ লিপ্সা, লোভ। ৩ অপ্রাপ্তাভিলাষ। ৪ রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে লিখিত আছে—

সর্ব্বদা জলপানে তৃপ্তি না হইয়া পুনর্ব্বার জলের আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহাকে তৃষ্ণা বলা যায়। ইহা সংক্ষোভ, শোক, শ্রম, মদ্যপান, রুক্ষ, অম্ল, শুষ্ক, উষ্ণ ও কটুদ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, লঙ্ঘন এবং তাপ এই সকল দ্বারা পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া জলীয় ধাতুবাহী স্রোত সকলকে দূষিত করে। এই সকল স্রোতঃ-

পথ দূষিত হইলে অতিশয় তৃষ্ণা জন্মে। তৃষ্ণা সপ্তপ্রকার—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, শ্লেষ্মাজন্য, ক্ষতজন্য, ক্ষয়জন্য, (ধাতুক্ষয়) আমজন্য এবং কটু তিক্ত প্রভৃতি ভোজন জন্য।

তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ এবং মুখ সম্যক্ শুষ্ক, দাহ, সন্তাপ, মোহ, ভ্রম, বিলাপ, প্রলাপ, সামান্যতঃ এইগুলি তৃষ্ণার পূর্ব্ব লক্ষণ। বিশেষতঃ বায়ুজন্য তৃষ্ণায় মুখশোষ, শঙ্খদেশ, শিরোদেশ এবং গলদেশে তোদ (টনটনানি), স্রোতঃপথের অবরোধ, মুখের বৈরস্য এবং শীতল জলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অরুচি, মুখশোষ, পীতনেত্র, অত্যন্ত দাহ, শীতাভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং কণ্ঠ হইতে ধূমোদ্গম এইগুলি পিত্তজন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। জঠরানল কফ কর্ত্তৃক সংবৃত হইলে তাহার বাষ্প অবরুদ্ধ হয়, তাহাতে জলবাহিস্রোতঃপথ দূষিত হইয়া শুষ্ক তৃষ্ণা জন্মায়।

নিদ্রা, দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা, শীতজ্বর, বমন, অরুচি এইগুলি কফজন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। শোণিতজন্য পীড়া বা শোণিত নিঃসরণ হইলে তৃষ্ণায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও অধিক জলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ইহাকেই রক্তজন্য তৃষ্ণা বলা যায়। রস প্রভৃতি ধাতুক্ষয় জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে, দিবানিশি পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তাহার শান্তি হয় না। ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলে। আমজ তৃষ্ণাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন হৃদিশূল, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের অবসাদ এই সকল লক্ষণ জন্মে। অতিশয় স্নেহ, অম্ল বা লবণ কিম্বা গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলেও তৃষ্ণা জন্মে, ইহাকে ভোজনজন্য তৃষ্ণা কহে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষীণ, মানসিক ক্রিয়াহীন ও বধির হইলে এবং তাহার জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িলে রোগ অসাধ্য জানিবে। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৪৮ অ°) ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভয়, পরিশ্রম, বলক্ষয় এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণে পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে তালুতে গিয়া পিপাসা উৎপাদন করে। অম্ল, কফ, আমরস কর্ত্তৃক দূষিত দোষ সলিলবহ স্রোতঃসমূহকে দূষিত করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। তৃষ্ণা সাত প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ এবং অন্নজ। সুশ্রুতে 'সলিলবহস্রোতঃ' ইহাতে বহুবচন নির্দ্দিষ্ট থাকায় চরকের মতানুসারে জিহ্বা, হৃদয়, গলদেশ ও ক্লোমকে (মূত্রাধার) বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তৃষ্ণা হইবার সময় দোষ ঐ সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

তৃষ্ণার সামান্য লক্ষণ—তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে রোগীর তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, মুখবেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং সন্তাপ, মোহ, ভ্রম ও প্রলাপ এই সকল হইয়া থাকে।

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—বাতজন্য তৃষ্ণারোগে মুখের ম্লানতা ও বিরসতা, শঙ্খ (কপালাস্থি) ও মস্তকে বেদনা এবং রস ও অম্বুবাহিধমনী রুদ্ধ হয়। শীতল জল ব্যবহারে এই রোগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ লক্ষণ—পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে মূর্চ্ছা, অন্নবিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তাক্ষ, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতল সেবনাভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং ধূমনির্গমবৎ বোধ হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজন্য তৃষ্ণারোগে স্বকারণে কুপিত কফ জঠরাগ্নিকে আচ্ছাদন ও পাবক উষ্মাকে রুদ্ধ করে, ঐ অবরুদ্ধ উষ্মা অম্বুবহস্রোতকে শোষণ করিয়া কফ কর্ত্তৃক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিদ্রাধিক্য, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরতা এবং তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে।

ক্ষতজ লক্ষণ—শস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত ব্যক্তির বেদনা ও রক্তনিঃসরণ হেতু তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে।

ক্ষয়জ লক্ষণ—রসক্ষয় প্রযুক্ত যে তৃষ্ণা জন্মে তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে রোগী দিবারাত্রি সকল সময় জলপান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না, এবং রসক্ষয়ের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে সান্নিপাতিক তৃষ্ণা কহিয়া থাকেন।

রসক্ষয়ের লক্ষণ—রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, মুখশোষ, হৃদয়ের শূল, শোষ ও শূন্যতা হয়।

আমজ লক্ষণ—আমজ তৃষ্ণা সান্নিপাতিক তৃষ্ণার ন্যায় লক্ষণযুক্ত, ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের অবসন্নতা হয়।

অন্নজ লক্ষণ—স্নিগ্ধদ্রব্য, অম্ল, লবণ ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য এবং গুরুদ্রব্য সেবন দ্বারা শীঘ্রই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, এই তৃষ্ণাকে অন্নজা তৃষ্ণা কহে।

উপসর্গ তৃষ্ণার লক্ষণ—যে তৃষ্ণায় রোগীর স্বর ক্ষীণ, মূর্চ্ছা ও ক্লান্তি হয় এবং মুখশোষ, হৃদয়শোষ ও তালুশোষ উপস্থিত হয়, সেই ধাতুশোষণকারী তৃষ্ণা কষ্টসাধ্য জানিবে।

তৃষ্ণারোগের উপসর্গ ও অরিষ্ট—জ্বর, মোহ, ক্ষয়, কাস ও শ্বাসাদিযুক্ত অত্যন্ত মুখশোষাদি ঘোরতর উপদ্রবযুক্ত রোগহেতু কৃশ এবং বহির্বেগে কাতর, এই সকল ব্যক্তির তৃষ্ণারোগ মৃত্যুর কারণ জানিবে।

তৃষ্ণাচিকিৎসা—বাতজ তৃষ্ণারোগে বায়ুনাশক অথচ কোমল, লঘু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বাতজ তৃষ্ণারোগে গুড়সংযুক্ত দধি প্রশস্ত। পিত্তজ তৃষ্ণারোগে মধুর ও তিক্তদ্রব্যযুক্ত দ্রব্য এবং তরল ও শীতল দ্রব্য হিতকর।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ধনিয়া, বেণারমূল এবং শ্বেতচন্দন এই সকল মিলিত ২ তোলা, ছুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল করিয়া সেবন করিলে পিপাসা, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়। খৈচূর্ণ ৮ তোলা ৩৮ তোলা উষ্ণজলে ফেলিয়া একরাত্র রাখিবে, পর দিন মধু ৮ মাষা, গুড় ৪ মাষা, গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা এবং চিনি ৪ মাষা উহার সহিত মিলিত করিয়া চটকাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিক তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা শয্যা এবং শরীর আবৃত করিলে তৃষ্ণা এবং উগ্রদাহ নিবৃত্তি হয়। দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধু, মধু এবং নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া জলের সহিত নিরন্ত নাসিকাদ্বারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণা বিদূরিত হয়।

দাড়িম, বদর, লোধ্র, কথবেল এবং ছোলঙ্গ নেবু এই সকল একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

শীতলজল আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া পান ও অল্প মধুপান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধনের কাথ, চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নষ্ট হয়। আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খৈ, বটরোহক এই সকল চূর্ণ মধুদ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অত্যন্ত পিপাসা এবং দারুণ মুখশোষ নিবারিত হয়। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় তুল্য পরিমাণে জলমিশ্রিত দুগ্ধ বা অচ্ছতর মাংস রস কিম্বা অসম পরিমাণে মধুমিশ্রিত জল হিতকর। আমজ তৃষ্ণায় বিল্ব ও বচদ্বারা কাথ সেবনীয়। গুরুতর আহার করিয়া তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে বমি করিলে প্রতীকার হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষয়জ তৃষ্ণা ভিন্ন সকল প্রকার তৃষ্ণারোগ ভাল হয়।

মূর্চ্ছা, বমি, আনাহ, রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগীকে এবং রমণ ও মদ্যাকর্ষিত ব্যক্তিকে শীতল জল পান করিতে দিতে হইবে। হিতকর অন্ন পানীয় ও ঔষধদ্বারা তৃষিত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ তৃষ্ণা নির্বৃত্তি হইলে পর অন্য রোগের চিকিৎসা করিতে পারা যায়। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যদি জল না পায়, তাহা হইলে তাহার উৎকট ব্যাধি বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। তৃষ্ণাদ্বারা মোহ হয়, মোহ হইতে জীবন ধ্বংস হয়। এইজন্ত সকল অবস্থায় জল প্রদান করা উচিত। অন্ন আহার না করিয়াও জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জল না পাইলে শীঘ্রই তাহার জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° তৃষ্ণাধিকার)

তৃষ্ণাক্ষয় (পুং) তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়োযত্র। ১ শান্তি।

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈব কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥"
(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বচন)

তৃষ্ণা ক্ষয় হইলে সকল সুখের অধিকারী হয়। তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ পিপাসানাশ।

তৃষ্ণাঘ্ন (ত্রি) তৃষ্ণাং হন্তি তৃষ্ণা-হন্-টক্। ১ জল। ২ তৃষ্ণানাশক।

"নির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃষ্ণাঘ্নং শুচিশীতলং।"
(সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অ°)।

তৃষ্ণারি (পুং) তৃষ্ণায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। ১ পর্পট, ক্ষেতপাপড়া। (ত্রি) ২ তৃষ্ণানাশক।

তৃষ্ণালু (পুং) তৃষ্ণা অস্ত্যর্থে আলু। তৃষিত।

তৃষ্ণাতুর (পুং) তৃষ্ণায়াঃ আতুরঃ ৬তৎ। পিপাসাযুক্ত, পিপাসা-কাতর।

তৃষ্ণার্ত্ত (পুং) তৃষ্ণয়া ঋতঃ ৩তৎ। পিপাসাযুক্ত।

তৃষ্য (ত্রি) তৃষ ঋদুপধত্বাৎ ক্যপ্। ১ লোভ্য। ২ এষণীয়। (স্ত্রী) ভাবে-ক্যপ্। ৩ লোভ।

তৃষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষ্যামস্ত্যস্ত মতুপ্-বেদে দীর্ঘঃ মস্ত ব। তৃষ্ণাযুক্ত।

"অভ্যবর্ষীৎ তৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যাগতায়াং" (ঋক্ ৭।১০৩।৩)
'তৃষ্যাবতস্তৃষ্ণাবতঃ' (সায়ণ)

তে (অব্য) ১ ত্বয়া, তোমাকর্ত্তৃক। ২ গৌরী।

"তেশব্দেনোচ্যতে গৌরী ন শব্দেনোচ্যতে হরঃ।
তেন মাঙ্গলিকাশ্চয়ং শব্দস্তেন ইতি স্মৃতঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

তেওয়ার (তেবার) মধ্যভারতের বর্ত্তমান একটী ক্ষুদ্রগ্রাম। জব্বলপুর হইতে ইহা পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে বোম্বাই রাস্তার উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই পাথর কাটিয়া জীবিকার্জ্জন করে। প্রাচীন নগর করণবেল ধ্বংসাবশের মধ্য হইতে এবং মন্দিরাদি হইতেই ইহারা পাথর কাটিয়া আনে। এই গ্রামের পূর্ব্বাংশে একটী সুন্দর বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম বাল-সাগর। ইহার পাড়গুলি বড় বড় চতুষ্কোণ গ্র্যানিট পাথর ও লোহা দিয়া বাঁধান। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে একটী আধুনিক মন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলে বিস্তর কারুকার্য্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলিই আছে ভাল, কতকগুলি ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। করণবেল নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। তেওয়ার গ্রামের দক্ষিণপশ্চিমে একপোয়া পথ দূরে প্রাচীন করণবেল সহরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। এই সকল সংগৃহীত

প্রস্তর মধ্যে "বজ্রপাণি" বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহা একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। ইহার পাদপীঠে বৌদ্ধমন্ত্র "যে ধর্ম্মহেতু" ইত্যাদি খোদিত আছে। চন্দ্রাতপের নিম্নে বজ্রপাণি উপবিষ্ট। ইহার বামে বজ্রধর মনুষ্যমূর্ত্তি, দক্ষিণে জোড়করে মনুষ্যমূর্ত্তি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। বৌদ্ধমন্ত্রের নিম্নে এক দীর্ঘ খোদিতলিপি আছে। আর একটী প্রতিমা একখানি দীর্ঘাকার প্রস্তরফলকে আছে। শয্যার এক পুরুষমূর্ত্তি শয়িত। দক্ষিণ হাঁটু উঠান আছে ও তদুপরি বামহস্ত রক্ষিত, দক্ষিণ হস্ত মস্তকের উপরে স্থাপিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি জোড়করে অবস্থিত। মস্তকের নিকটে করজোড়ে এক স্ত্রীমূর্ত্তি উপবিষ্ট ও পদতলে করযোড়ে এক পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, ইহাতেও পাদপীঠে দুই পংক্তি খোদিতলিপি আছে, কিন্তু অক্ষর প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শয়িতমূর্ত্তি পুরুষের অবয়ব হইলেও ত্রিপুরাদেবী নামে গ্রামের লোকের মধ্যে খ্যাত। আর একটী পুত্তলিকার প্রতিমা আছে। মূর্ত্তিটী কুম্ভীরারূঢ়া চতুর্হস্তা দেবী মূর্ত্তি। স্থানীয় লোকে "নর্ম্মদা মাই" নামে ইহার পূজা করে। সম্ভবতঃ ইহা কোন প্রাচীন মন্দিরস্থ গঙ্গাপ্রতিমা। এতদ্ভিন্ন শিব, কৃষ্ণ ও ভৈরবাদির মূর্ত্তি আছে। একখানি বৃহৎ ফলকে উলঙ্গিনী গোপী বেষ্টিত বংশীবদন কৃষ্ণের মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর খোদিত হইয়াছে।

জৈনদিগের দিগম্বর সম্প্রদায়ের আদিনাথের মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরফলকও আছে।

করণবেল ও তেওয়ার গ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস পুরাণাদিতে বিখ্যাত। এই উভয় গ্রামের প্রাচীন নাম ত্রিপুর নগর। ইহা চেদিরাজ্যের রাজধানী। কথিত আছে, মহাদেব যে স্থলে ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করেন, সেই স্থলই ত্রিপুরনগর নামে বিখ্যাত হয়। নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থলস্থ প্রদেশে (এখনকার মধ্যভারতে) পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে প্রবলপরাক্রান্ত হৈহয় বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে চেদিরাজ্যও বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে উপরিচর, শিশুপাল, ভীষ্মক প্রভৃতি চেদিরাজের নাম পাওয়া যায়। উপরিচরবসুর রাজধানীর নাম মহাভারতে নাই, কিন্তু শুক্তিমতী নদীতীরে ছিল ইহা উল্লিখিত আছে। কালক্রমে চেদিরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ মহাকোশল নামে খ্যাত এবং মণিপুর (বর্ত্তমান শঙ্খিনদীর তীরস্থ রত্নপুরের উত্তরে অবস্থিত) এই খণ্ডের রাজধানী ছিল। অপর ভাগ চেদিনামেই খ্যাত ছিল। ইহার রাজধানীই বর্ত্তমান তেওয়ার বা ত্রিপুরনগরীতে ছিল। হৈমকোষে ত্রিপুরনগরের অপর নাম চেদিনগরী কথিত আছে। চেদি নাম কেন হইল, কিছু জানা যায় না। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন, মণিপুররাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার নাম হইতে "চিত্রাঙ্গদীদেশ" "চদেদি দেশ" "চেদী দেশ" এই রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মতে টলেমির "সাগেদ" নগরও এই চেদি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় "সাগেদ" সাকেত শব্দেরই রূপ। মহাভারত পাঠে বোধ হয়, মণিপুর কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রত্নপুরের প্রস্তরলিপিতে কলচুরীরাজ জাজল্ল সুরগণাধিপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। কানিংহাম্ কলচুরী শব্দের মূলানুসন্ধান করিতে গিয়া ঐ উপাধি হইতে ইহাকে "কুলসুর" শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। [কলচুরি দেখ।]

করণবেল গ্রামে এখনও অনেক ভগ্নাবশেষ আছে, তবে তেওয়ারের লোকেরা এইস্থান হইতে প্রস্তররাশি আনিয়া প্রাচীনকীর্ত্তির অবশেষ একপ্রকার নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছে। তেওয়ারের দেড় মাইল দূরে কারিমরাই পর্ব্বতের পাদমূলে একটী গুহা আছে। তন্মধ্যে দুই তিনটী করিয়া দুই সারি থাম আছে। ইহার মধ্যে মধ্যে বড় বড় প্রস্তরস্তূপ। থাম প্রত্যেকটী ১½ ফুট করিয়া মোটা। ইহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। লোকে এই গুহাকে বেনিয়ার বাড়ী বলিয়া থাকে। ইহার ২০০ ফিট্ দূরে দুইটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান। ইহা দালানের ন্যায়, কেবল থামের সারির উপর ছাদ দেওয়া ছিল, এখন নাই। ইহা ঘুরিয়া একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় একটী স্তূপের নিকট যাওয়া যায়। তাহার উর্দ্ধদেশ সমতল, প্রশস্ত ও ইষ্টকরাশিতে পরিব্যাপ্ত। এই স্তূপ বড় হাতিয়াগড় নামে খ্যাত। এখানকার ইষ্টকগুলি ৬ ফিট্ প্রশস্ত।

অন্যান্য ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরও এইরূপ ইষ্টকরাশি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময় এই সকল স্থান প্রাচীর দ্বারা দৃঢ় বেষ্টিত ছিল। একস্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার প্রাচীরাদি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত ছিল। ইহার তিনদিকে একটী ক্ষুদ্র নদী ঘুরিয়া গিয়াছে, এই নদীর নাম বনগঙ্গা। নদীর তীরে পাহাড়ের গাত্রগুলি দুরারোহ, এখানে এক বৃহৎ প্রতিমা আছে, তাহার তিনটী মস্তক, মস্তকে দীর্ঘ টোপর, প্রত্যেক মুখে ত্রিনয়ন। বামদিকের মুখ হইতে জিহ্বা দোলায়মান। প্রতিমার ৫ ফিট্ মাত্র অবশিষ্ট এবং নিম্নাংশ (কটিদেশ পর্য্যন্ত) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রস্তরখাদে জল সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র পুষ্করিণীবৎ হইয়াছে। করণবেলের নিকট

একটী পবিত্র পুষ্করিণী আছে। ইহার নিকটে একটী প্রস্তর-মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির শেষ চরণে "ঈশান সিংহ মূর্ত্তিকপহিত" এই কয়টী কথা আছে।

তেওরা, তালবিশেষ, তীব্র তাল, ইহার তিনটী পদ। এই তাল ৭ মাত্রার তাল। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেক দুই মাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রা বিশিষ্ট। বোল—

১ ১
। । । । । । ।
ধা ধিনি নাক ধাগে নাগে ধিনি নাক : : (সঙ্গীতদামো°)

তেঁই (দেশজ) সেই হেতু, প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যে এই শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়।

তেঁতুল (দেশজ) তিন্তিড়ী।

তেঁতুলিয়া (দেশজ) এক শ্রেণীর ইতর লোক, বাগ্দীজাতি।

তেঁতুলিয়াবিছা (দেশজ) এক প্রকার বৃশ্চিক, যাহাদের শরীরের বিভাগ সকল তেঁতুল বিচির ন্যায়।

তেঁহ (দেশজ) তিনি।

তেকাঁটাসিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

তেকাটা (দেশজ, ত্রিকাষ্ঠশব্দজ) দ্রব্যাদি ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত ত্রিভুজাকার আধার।

তেকাটাসিজ° (দেশজ) (Euphorbia antiquorum) বৃক্ষবিশেষ।

তেকালা (দেশজ) মৎস্যাদি বেধনার্থ তিন ফলা বিশিষ্ট লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

তেকোণা (দেশজ, ত্রিকোণ শব্দজ) ত্রিকোণ, তিনকোণবিশিষ্ট।

তেগবাহাদুর (তেজবাহাদুর) শিখসম্প্রদায়ের ৯ম গুরু। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র। হরগোবিন্দের তিনটী পত্নীর গর্ভে ৫ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দামোদরীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদত্ত এবং নান্কীর গর্ভে তেগবাহাদুরের জন্ম হয়। পিতার জীবদ্দশায় গুরুদত্তের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র হররায়কে হরগোবিন্দ বড়ই ভালবাসিতেন। এই হররায়কে হরগোবিন্দ আপনার গদি দিয়া যান। তাহাতে নান্কি পতির কাছে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে হরগোবিন্দ নান্কিকে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তেগবাহাদুর আমার গদি পাইবে। তুমি আমার কবচ রাখিয়া দাও, যখন তেগ গুরু হইবে, তখন তাহাকে দিও।"

গুরু হররায়েরও দুই পুত্র ছিল—রামরায় ও হরকিষণ। হররায়ের পর হরকিষণও অল্পবয়সে গুরু হইলেন। তাঁহার বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যবর্গকে বলিয়া যান, 'যাও, বিপাশানদীর তীরে বকালা গ্রামে তোমাদের গুরু অবস্থান করিতেছে।'

তেগবাহাদুর বহুদিন পাটনায় ছিলেন, তৎপরে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া গোবিন্দবালের নিকট বকালা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। হরকিষণের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগত শিখগণ তেগবাহাদুরকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু সোধিগণ হরকিষণের ভ্রাতা রামরায়কে গুরুপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। তাহাদের যত্নে রামরায় দিল্লীনগরে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু এই সময় হরগোবিন্দের একজন প্রধান শিষ্য মাখনশাহ দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনকার শিখসম্প্রদায়ের উপর তাঁহার অনেকটা প্রভুত্ব ছিল। এখন তিনিই গুরুবাক্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য বকালাগ্রামে আগমন করিলেন ও তেগবাহাদুরকে গুরু স্বীকার করিয়া নজরাণা প্রদান করিলেন। তেগবাহাদুর তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, 'আমাকে কেন? যে রাজা তাহাকে নজরাণা দিন।' অবশেষে মাতা ও মাখনশাহের চেষ্টায় তেগবাহাদুর গদিতে বসিলেন। তাঁহার মাতা সেই কবচ ও হরগোবিন্দের তরবারি আনিয়া দিলেন। তেগবাহাদুর তদুদ্দেশে বলেন, 'আমি ঐ সকল গ্রহণের উপযুক্ত নহি। আপনারা আমাকে তেগবাহাদুর (মহাযোদ্ধা) বলিয়া জানেন, কিন্তু আমার নাম হউক দেঘ বাহাদুর (অর্থাৎ পাকস্থালীর রক্ষাকর্ত্তা)।'

তাঁহার শেষ কথায় সমস্ত শিখসমাজ তাঁহাকে ভক্তিচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহাকেই শিখধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই শত শত লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এখন তেগবাহাদুর পিতা হরগোবিন্দ অপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

প্রথমে তেগবাহাদুর সোধিদিগের উচ্ছেদে মানস করিয়াছিলেন, কেবল মাখনশাহের কথায় তিনি ক্ষান্ত হইলেন। এখন তিনি মহা আড়ম্বরে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার আদেশপালনে সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিত। শিষ্যগণের প্রভূত উপহারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইল। তদ্দ্বারা কর্ত্তারপুরে একটী সুদৃঢ় দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইল। রামরায় এত দিন ছল খুঁজিতেছিলেন, এখন সুবিধা পাইয়া তিনি দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেবকে জানাইলেন, 'তেগবাহাদুর দিল্লীশ্বরের শত্রুতা করিবার জন্য দুর্গনির্ম্মাণ করিতেছে। শীঘ্রই তাহাকে দমন করা উচিত।' দিল্লীর দরবার হইতে তেগবাহাদুরকে ধৃত করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তেগবাহাদুর সপরিবারে দিল্লীতে আসিয়া জয়পুররাজের প্রাসাদে আশ্রয় লইলেন। জয়পুররাজ তাঁহার পক্ষ হইয়া সম্রাট্কে জানাইলেন, 'তেগবাহাদুর এক

জন শান্ত শিষ্ট ফকির, উচ্চপদলাভ বা রাজ্যের অনিষ্ট-সাধনে তাঁহার কখন ইচ্ছা নাই। নানাতীর্থ দর্শন করাই তাঁহার অভিপ্রেত।' যাহা হউক সে যাত্রা জয়পুররাজের যত্নেই তেগবাহাদুর এক প্রকার রক্ষা পাইলেন। পরে তিনি জয়পুরপতির সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি পাটনানগরে সপরিবারে অবস্থান করিতেন। তথায় তাঁহার পত্নী গুজরী ভাবী শিখগুরু প্রসিদ্ধ গোবিন্দসিংহকে প্রসব করেন। পাটনায় তেগবাহাদুর প্রায় ৫।৬ বর্ষ ছিলেন; পূজা ও ধ্যানে সর্ব্বদা অতিবাহিত করিতেন। এখানে তিনি শিখদিগের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কহলুররাজ দেবীমাধবের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা দিয়া আনন্দপুরে খানিকটা জমি ক্রয় করেন, সেই জমিতে তিনি মখোবাল নামক নগর পত্তন করেন। অদ্যাপি এই নগর শিখদিগের নিকট অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গে এক উদাসীর নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন, সেই উপদেশগুণে গুরু তেগবাহাদুর পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়াই একজন ডাকাত হইয়া উঠিলেন। হান্সি ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ তাঁহার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেক গৃহস্থ গৃহত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। এই সময় আদম হাফিজ নামে এক ধর্ম্মধ্বজী তেগবাহাদুরের সহিত যোগ দিয়াছিল। ক্রমে তেগবাহাদুরের দলে অনেক অস্ত্রধারী আসিয়া মিলিত হইল। মোগলসম্রাটের হস্তে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য অনেক পলাতক ব্যক্তি তেগবাহাদুরের আশ্রয় লইতে লাগিল। সম্রাট্ তাহাদের দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের সহিত একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। তেগবাহাদুর বন্দী হইলেন। দিল্লীতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি গোবিন্দকে তাঁহার পিতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। ভবিষ্যতে ইনিই গুরুগোবিন্দসিংহ নামে বিখ্যাত হইলেন। তেগবাহাদুর দিল্লীতে আনীত হইলে অরঙ্গজেব তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। শেষে তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু তেগবাহাদুর অসম্মত হইলেন।

প্রথমে তাঁহাকে কারাগারে রাখা হইল ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য যথেষ্ট উৎপীড়ন করা হইল। শেষে তেগবাহাদুর একদিন সম্রাট্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন, 'দরবারে আমি এক বুজরুকি দেখাইতে ইচ্ছা করি।'

দরবারে অরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। তেগবাহাদুর একখানি কাগজে লিখিয়া আপনার গলায় রাখিয়া জানাইলেন, 'আমার এই মন্ত্রপ্রভাবে কাটামুণ্ড জোড়া লাগিবে।' তিনি তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। সর্ব্বসমক্ষে তেগবাহাদুরের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। সকলে আশ্চর্য্যে চাহিয়া দেখিলেন, সেই টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে—"শির দিআ সর না দিআ" অর্থাৎ মাথা দিলাম, কিন্তু মনের কথা দিলাম না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল।

তেগবাহাদুর এইরূপে ১৩ বর্ষ ৭ মাস ২১ দিন গুরুগিরি করিয়াছিলেন। নির্দ্দয় সম্রাট্ অবিলম্বে তেগবাহাদুরের দেহ দিল্লীর সদর রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দিল্লীবাসী শিখগণ গুরুর পবিত্র শির দাহ করিল, তথায় একটী সমাধি মন্দির হইল। মাখনশাহের যত্নে মজবিশিখ বা ঝাড়ুদারেরা তাঁহার সেই ছিন্নশিরদেহ আনন্দপুরে বহিয়া আনিল। এখানে গুরুগোবিন্দ মহা সমারোহে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আনন্দপুরে তেগবাহাদুরের স্মরণার্থ একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল।

এখনও শিখসমাজ তেগবাহাদুরকে "সচ্ বাদ্‌শাহ" আখ্যা দিয়া মহাসম্মান ও অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তেগা (স্ত্রী) তিজ-পুংসি ঘ অস্ত গঃ। অপ্রসিদ্ধ দেবতাভেদ। "শাদং দন্তিরবকাং দন্তমূলৈ মৃর্দং বর্ষৈ স্তেগান্।" (শুক্লযজুঃ ২৫।১) 'তেগাং দেবতাং শাদাদয়োঽপ্রসিদ্ধদেবাঃ আদিত্যাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাঃ।' (বেদদীপ)

তেক্কুম্বলা, দক্ষিণ কাণাড়ার সমুদ্রকূলে কাসরগোড় হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে ইকেরি রাজাদিগের নির্ম্মিত একটা পুরাতন গড় আছে। গড়ের প্রবেশদ্বারে একখানি কর্ণাটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

তেঙ্করই, মদুরা জেলায় পেরিয়কুলম্ হইতে অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। এখানকার সুব্রহ্মণ্যের মন্দির অতি প্রাচীন। তাহাতে অনেক শিলালিপি আছে।

তেঙ্করই, তিন্নেবেলী জেলার তেঙ্করই তালুকের সদর। ইহার অপর নাম আড়বার তিরুনগরী, অক্ষা° ৮° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৭´৩০´´ পূঃ। তুতকুড়ি হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে তেঙ্করই সরোবরের ধারে একখানি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিতলিপি দেখা যায়।

তেঙ্কাশি, তিন্নেবেলী জেলার তেঙ্কাশি তালুকের সদর। অক্ষা° ৮° ৫৭´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২১´২০´´ পূঃ, তিন্নেবেলী সহর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

দক্ষিণকাশী শব্দের অপভ্রংশে তেঙ্কাশি নাম হইয়াছে।

এখানকার লোকেরা এই স্থানকে কাশীর ন্যায় পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করে। এখানকার বিশ্বনাথস্বামীর মন্দির প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরও অনেক শিবালয় আছে। তন্মধ্যে কাশীবিশ্বনাথ স্বামীর মন্দির অতি সুন্দর। এখানকার স্থলপুরাণে ঐ সকল মন্দির ও এখানকার তীর্থগুলির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঐ সকল মন্দিরে পাণ্ড্য-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময় এই দক্ষিণকাশী দুর্গম দুর্গপ্রাসাদপরিবেষ্টিত ছিল, পলিগারদিগের যুদ্ধকালে ঐ সমস্ত বিধ্বস্ত হয়। এখানকার লোকসংখ্যা ১২৮৬১।

তেঙ্গল (বা তেঙ্গলই) মান্দ্রাজ প্রদেশে বৈষ্ণবেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একের নাম বড়গল বা উত্তরবেদী এবং অপর সম্প্রদায় তেঙ্গল বা দক্ষিণবেদী নামে খ্যাত। রামানুজের সময় ইহারা এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তৎপরে রামানুজের শিষ্য মনবলমমুখি বা রাম্যজমত্রির মতাবলম্বীগণ তেঙ্গল এবং রামানুজের অপর শিষ্য বেদান্তচার্য্য বা বেদান্তদেশিকের অনুবর্ত্তী লোকেরা বড়গল নামে বিখ্যাত হয়। কেহ কেহ বলেন, কাঞ্চীপুরনিবাসী বেদান্তদেশিক এইরূপ প্রচার করেন, 'আমি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণকুলের আচার ব্যবহার সংশোধন ও দাক্ষিণাত্যে উত্তরাপথের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান্ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।' বড়গলেরা তাঁহার মত মানিলেও তেঙ্গলেরা কেহই তাহা মানিল না। তাহাতেই দুই দলে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয় সম্প্রদায়ই বিষ্ণুর উপাসক। বড়গলেরা বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণুশক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই বিষ্ণুর করুণা ও ক্ষমাস্বরূপ। তেঙ্গলেরা জীবাত্মার মুক্তিসাধন সম্বন্ধে ঐ বৈষ্ণবী শক্তির অনুকূলতা মানিয়া থাকেন, কিন্তু আর কোন বিষয়ে তাহার কার্য্যশীলতা স্বীকার করেন না। এই মতভেদ লইয়াই উভয়দলে বিরোধ ও বিষম বিদ্বেষ দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

এ ছাড়া তিলকসেবা লইয়াও অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। তেঙ্গলের তিলকের সিংহাসন আছে। বড়গলের তাহা নাই। উভয় দলই স্ব স্ব তিলক শাস্ত্রসম্মত ও প্রতিপক্ষের তিলক অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্মজনক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। সময়ে সময়ে এই তিলক লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

বড়গল ও তেঙ্গল পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলেও এক জাতি হইলে বিবাহে বাধা নাই।

তেচকো (দেশজ ত্রিচক্ষুশব্দজ) তিনচক্ষুবিশিষ্ট।

তেজঃপুঞ্জ (পুং) তেজসাংপুঞ্জঃ। তেজোরাশি।

তেজঃফল (ক্লী) তেজসে ফলমস্য তেজঃ ফলতি বা ফল-অচ্। বৃক্ষভেদ, তেজফল, পর্য্যায়—বহুফল, শাম্মলীফল, স্রুবফল, তেরফল, গন্ধফল, কণ্টবৃক্ষ। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধ, দীপন, বাতশ্লেষ্মা ও অরুচিনাশক, বালরক্ষাকারক। (রাজনি॰)

তেজকরণ (অপর নাম দুল্‌হারায়) গোয়ালিয়ারের এক জন রাজা। ভট্টকবি খড়্গরায় প্রভৃতির গ্রন্থে তেজকরণের আখ্যায়িকা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেওসার রাজা রণমলের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়। রণমলের পুত্র সন্তান না থাকায় তেজকরণকে স্বরাজ্য প্রদান করেন। তেজকরণ সম্বন্ধে খড়্গরায়, টডসাহেব ও জেনারেল কানিংহাম যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। [গোয়ালিয়ার শব্দ ৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

তেজকলম্ (পারসী) শীঘ্র লিখন। লেখার তেজ বা জোর।

তেজন (পুং) তেজয়তি শাস্ত্রং অগ্নিমিতি বা তিজ-ণিচ্-ল্যু। ১ বংশ, বাঁশ। ২ মুঞ্জ, মুজ। ৩ ভদ্রমুঞ্জ, রামশর। (ক্লী) ৪ দীপন। "শিরামুখ বিবিক্তত্বং ত্বক্‌স্থত্যাগেশ্চ তেজনং॥"

(সুশ্রুত চিকি॰ ২৪ অ॰)

তেজনক (পুং) তিজ-ণিচ্ ল্যু, সংজ্ঞায়াং কন্ বা। শরতৃণ, হিন্দীতে কাঁড়া।

তেজনাখ্য (পুং) তেজন আখ্যা যস্য। মুঞ্জতৃণ, মুজ।

তেজনী (স্ত্রী) তেজন-গৌরা॰ ঙীষ্। ১ মূর্ব্বা, শোঁচমুখী। ২ চবিকা, চই। ৩ তেজোবতী, তেজবল। ৪ জ্যোতিষ্মতী।

তেজপত্র (ক্লী) তেজয়তি তিজ-ণিচ্-অচ্ তেজং পত্রমস্য। স্বনামখ্যাত পত্র, তেজপাত। পর্য্যায়—গন্ধজাত, পত্র, পত্রক, ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ ভৃঙ্গ, চোচ, উৎকট। গুণ—কফ, বায়ু, অর্শ, হৃল্লাস ও অরুচিনাশক। (রাজব॰) ভাবপ্রকাশ মতে—লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদ, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তল, কফ, বাত, কণ্ডু, আম ও অরুচিনাশক। (ভাবপ্র॰) [তেজপাত দেখ।]

তেজপাত, তেজপত্র। ইংরাজী উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে দারুচিনি জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃতে ইহার পর্য্যায় মধ্যে তমাল নাম পাওয়া যায় এবং ইংরাজী উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে নাম *Cinnamomum Tamala* দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহা সংস্কৃত উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের তমাল জাতীয় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরাজী উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের ইহার আর একটী নাম Cassia Lignea বা Cassia Cinnamon.

তেজপাত দ্বিবিধ—তেজপাত *Cinnamomum Tamala* ও রাম তেজপাত বা পাতি বেরা (*Cinnamomum Obtusifolium*).

তেজপাতের গাছ বেশী বড় হয় না। ইহার পাতা শীতকালে ঝরেনা। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে ৩ হইতে ৭ হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থানে, বাঙ্গালায়, আসামে খসিয়া পর্ব্বতে, ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান দ্বীপে ইহা খুব বেশী জন্মে, সিন্ধুতীর হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত স্থানেও অল্প পরিমাণে জন্মে।

ইহার ছাল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। দারুচিনির ন্যায় তেজপাতের ছালও সুগন্ধবিশিষ্ট ও অধিকাংশ সময়ে দারুচিনির সহিত ভেজাল চলে। ছাল হইতে এক প্রকার তৈল ও পাতা হইতে এক প্রকার রং প্রস্তুত হয়।

ছাল।—দারুচিনির ন্যায় ইহার গুঁড়ি ও মোটা ডালের ছাল তুলিয়া দারুচিনির ন্যায় ব্যবহার করে। দারুচিনি অপেক্ষা ইহার ছাল পাত্‌লা হয়, কিন্তু দারুচিনির ন্যায় ইহার ছাল কোঁক্‌ড়াইয়া জড়াইয়া যায় না, ঠিক গোল নলের মত থাকে। দারুচিনির ছালের উপরিভাগ যতটা যত্নের সহিত চাঁচিয়া এক পুরু ছাল (বহিস্ত্বক্) বাদ দিয়া থাকে, ইহার ততটা বাদ দেয় না, এজন্য অনেক স্থলে ইহার গাত্রে ত্বক্ লাগিয়া থাকে দেখা যায়। ইহার শাখা বা গুঁড়ির ছাল অপেক্ষা শিকড়ের ছালে দারুচিনির গন্ধ অধিক। মণিপুর অঞ্চলে শিকড়ের ছালই তুলিয়া লয়, গাছের ছাল লয় না। তেজপাতের ছালের গুণও দারুচিনির ন্যায়, তবে ততটা উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু শিকড়ের ছালে ঠিক ততটা উৎকৃষ্ট গুণই দেখা যায়। চীনের কাণ্টন, কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ইহার বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

তৈল।—ইহার ছালের যে উপরের ত্বক্ চাঁচিয়া তেজপাতা বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইতেই এক প্রকার সুগন্ধ তৈল হয়। ।০ সের ছালে ।৴০ ছটাক আন্দাজ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল দেখিতে ম্লান, পীতবর্ণ ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু দারুচিনির তৈল অপেক্ষা গুণে হীন। এই তৈলে প্রধানতঃ সাবান (military soap) প্রস্তুত হয়।

ফুল ও ফল।—ইহার ফুল দেখিতে ঠিক লবঙ্গের মত। ফলও ঠিক লবঙ্গের ন্যায় অপ্রস্ফুটিত পুষ্পদলগুলি মুখে করিয়া থাকে। ফল বড় হইতে দেয় না। ইহাও ছালের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। পূর্ব্বকালে হিপোক্রাস্ (Hippocrus) নামক সুগন্ধ মদ্য ইহা হইতে প্রস্তুত হইত। য়ুরোপে ইহা Cassia bud নামে এবং বোম্বাইএ 'কালা নাগকেশর' নামে খ্যাত। চীন ও দক্ষিণ ভারত হইতে ইহা বোম্বাইএ রপ্তানী হয়। 'চীনা' ও 'মালাবারী' নামে ইহার দ্বিবিধ ভেদ আছে। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা ইহা ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ মসলারূপে ব্যবহার করে।

পাতা।—তেজপত্রের পাতা সাধারণতঃ ভারতে ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ মসলারূপে ও অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন রেশমে কোন রং করিবার সময় বা তাহাতে ছিট প্রস্তুত করিতে এই পাতা বহেড়া, হরীতকী ও আমলকীর সহিত ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ৫০০।৬০০ মণ পাতা রাম গঙ্গা ও সরদার মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ঔষধ।—ইহার ছাল ও পাতা মেহ ও বাতরোগে উত্তেজক রূপে এবং উদরাময় ও আমাশয়ে ইহার কেবল পাতা ব্যবহৃত হয়। হাকিমেরা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্লীহা, উদরাময়, পেটব্যথা, সর্পদংশন ও অহিফেণ বিষে ইহার পাতা ব্যবহার করেন। ইহার ফুল ও ফল লবঙ্গের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ও তৈলে মাথাধরা, আধকপালিয়া প্রভৃতির উপশম হয়। পিপুল, মধু ও তেজপাতার অবলেহ সেবনে কাশি, ছর্দ্দি, শুক হাঁপানি ইত্যাদি ভাল হয়। যদি প্রসবের স্রাব দূষিত হইয়া বেশী হইতে থাকে, তবে ইহার পত্রচূর্ণ খাওয়াইলে উপকার দর্শে। কবিরাজ মহাশয়েরা অনেক জ্বরের ঔষধে ইহার পত্র প্রয়োগ করেন। জাপানের এক শ্রেণীর তেজপাতের শিকড় হইতে যথেষ্ট কর্পূর জন্মে।

অনেকের মতে এই গাছ ভারতের আদিম গাছ নহে। চীনদেশ হইতে ইহা অতি পুরাকালে এদেশে আনীত হইয়া এখন বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তেজপাতের ব্যবহার ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে ছিল। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেও এই পত্র ভারত হইতে য়ুরোপে যাইত। প্লিনি মালবথ্রুম্ (Malabathrum) নামে যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় তমালপত্রম্ শব্দের অপভ্রংশ। চীন হইতে এদেশে ইহার ছাল ও পাতা প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার আমদানী হয় ও আরব, পারস্য ও তুরুস্কে প্রায় লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়।

তেজপাল, গুর্জ্জরের একজন বিখ্যাত মন্ত্রী। অশ্বরাজের পুত্র, বস্তুপালের ভ্রাতা, চৌলুক্যরাজ বীরধবলের বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী। ইহার পত্নীর নাম অনুপমা ও পুত্রের নাম লাবণ্যসিংহ। ইনি জৈন ধর্ম্মের একজন প্রধান উৎসাহদাতা। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে তেজপাল ও বস্তুপাল প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া অর্ব্বুদ ও গির্ণর পাহাড়ে তীর্থঙ্করগণের উদ্দেশে কএকটী অতি সুন্দর ও সুরম্য সৌধাবলী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। [আবু ও বস্তুপাল দেখ।]

তেজপুর, আসামের দরঙ্গ জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৬° ৩৭′ ১৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৯২° ৫৩′ ৫″ পূঃ, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কূলে ভোরোলি ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমে অবস্থিত।

এই নগরের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার দুইধারে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় মধ্যে সমতল ক্ষেত্রের উপর নগরটী নির্মিত। নগরটী অতি প্রাচীন। ইহার নিকটেই শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রাচীন দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কোন কোন প্রাচীন ভগ্নমন্দিরে শিলালিপি আছে। দেবদ্বেষী মুসলমানগণের উৎপাতে ঐ সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে—এখানে বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে রাজকীয় কার্য্যালয়, জেলখানা, ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দিন দিন এই সহরের উন্নতি দেখা যাইতেছে, অনেক স্থানে পাকা বাড়ী হইতেছে। বাণিজ্যেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়।

তেজল (পুং) তেজতি অতিশয়েন পালয়তি শাবকানিতি। তেজ-বাহুলকাৎ কলচ্। কপিঞ্জলপক্ষী। (রাজনি°)

তেজবতী (স্ত্রী) তেজোবতী।

তেজস্ (ক্লী) তেজয়তি তেজ্যতেঽনেন বা তিজ-অসুন্। ১ দীপ্তি। ২ প্রভাব। ৩ পরাক্রম। ৪ রেতস্। ৫ দেহজ-কান্তি। ৬ নবনীত। ৭ বহ্নি। ৮ সুবর্ণ। ৯ মজ্জা। ১০ পিত্ত। ১১ অধিক্ষেপ ও অপমানাদি অসহনরূপ নায়কের গুণভেদ।

"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ প্রযুক্তস্য পরেণ যৎ।
প্রাণাত্যয়েপ্যসহনং তত্তেজঃ সমুদাহৃতং॥"
(সাহিত্যদ° ৩।৬৪)

পরপ্রযুক্ত অধিক্ষেপ ও অপমান প্রভৃতি প্রাণনাশে ও অসহনের (সহ্য না করার) নাম তেজ।

১২ সার, রসাদি শুক্রান্তধাতুর সেই তেজঃপদার্থ।

গর্ভোৎপত্তিকালে তেজোধাতু অধিকাংশ জলধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়, পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। অধিকাংশ পৃথিবী ও আকাশ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণশ্যাম এবং অধিকাংশ জলীয় ও আকাশ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গৌরশ্যাম হয়। তেজোধাতু দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলিত না হইলে জাতান্ধ হয়, তেজ শোণিত আশ্রয় করিলে রক্তাক্ষ, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু পীতবর্ণ, শ্লেষ্মা আশ্রয় করিলে শুক্লাক্ষ ও বায়ু আশ্রয় করিলে বিকৃতাক্ষ (টেরা) হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান)

১৩ প্রাগল্ভ্য। ১৪ পরাভিভব সামর্থ্য, তেজ থাকিলে পরকে অভিভব করিবার সামর্থ্য থাকে। ১৫ শত্রুর অনভিভাব্যত্ব, যে গুণে শত্রুরা অভিভব করিতে পারে না। ১৬ অপ্রতিহতাজ্ঞত্ব, আজ্ঞা প্রতিহত হয় না। ১৭ চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ। ১৮ সত্ত্বগুণজাত লিঙ্গদেহ। ১৯ অশ্বের বেগ, অশ্বদিগের স্বাভাবিক স্ফুরণই তেজ, এই তেজ দুই প্রকার, সত্ত্বতোত্থিত ও ভয়োত্থিত, অশ্বদিগের প্রেরণ বিনা স্বাভাবিক অবচ্ছিন্ন যে স্ফুরণ, তাহার নাম সত্ত্বতোত্থিত তেজ। কশাঘাতাদিদ্বারা ও ভয় হেতু যে স্ফুরণ, তাহাকে ভয়োত্থিত তেজ কহে। * (ভোজরাজ) ২০ পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় ভূত। ইহার স্পর্শ উষ্ণ, রূপ শুক্ল ও ভাস্বর।

যে যে বস্তুর স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তেজ। এই তেজ, শব্দ ও তন্মাত্র সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য তেজের তিনটী গুণ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। (সাংখ্যদ°)

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে—ইহা দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য, পরমাণু রূপ নিত্য ও কার্য্যরূপ অনিত্য, এই অনিত্য অর্থাৎ কার্য্যরূপ তেজ শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে তিন প্রকার। শরীরতেজ আদিত্যলোকে প্রসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়-তেজ রূপগ্রাহক চক্ষু, বিষয় তেজ ভৌম, দিব্য, ঔদর্য্য ও আকরজ এই চারি প্রকার। ভৌম অগ্নি প্রভৃতি, দিব্য বিদ্যুদাদি, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের হেতু ঔদর্য্য, উদরে যে তেজ নিহিত আছে, সেই তেজদ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। আকরজ সুবর্ণাদি। ইহার ধর্ম্ম রূপ দ্রবত্ব প্রত্যক্ষযোগিত্ব। ইহার গুণ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, রূপ, দ্রব্য, বেগ, তেজের দ্রবত্ব, নৈমিত্তিক, কিন্তু ইহা সাংসিদ্ধিক দ্রব পদার্থ নহে, নিমিত্ত বশতঃ দ্রব হইয়া থাকে।

"অষ্টৌস্পর্শাদয়োরূপং দ্রবো বেগশ্চ তেজসি। ৩০
স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্তু স্যাদ্রূপং শুক্লভাস্বরং॥
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বন্তু নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ।
ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহ্নিস্বর্ণাদির্বিষয়োমতঃ॥" (ভাষাপ° ৪০-৪১)

রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, পাক, সন্তাপ, তীক্ষ্ণতা, বর্ণ (গৌরাদি) ভ্রাজিষ্ণুতা, অমর্ষ, শৌর্য্য, সাহস এই সকল তেজের গুণ অর্থাৎ তেজ হইতে এই সকল উৎপত্তি হয়। শরীরের মধ্যে তেজঃ পদার্থ থাকে বলিয়াই রূপবান্, দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় এবং ভুক্তদ্রব্য সকল পরিপাক হয়। ২১ তেজস্বী, উপচার হেতু তেজস্ শব্দে তেজস্বীকে বুঝায়।

"ত্রীণি তেজাংসি নোচ্ছিষ্ট আলভেত কদাচন।
অগ্নিং গাং ব্রাহ্মণঞ্চৈব" (ভারত অনুশা°)

* "তেজোনিসর্গজং সাহুঃ বাজিনাং স্ফুরণং রজঃ।
ক্রোধজম্ভ ইতি জেয়াশ্চয়োঽপি সহজা গুণাঃ॥"
তচ্চ দ্বিবিধং। সত্ত্বতোত্থিতং ভয়োত্থিতঞ্চ।
ধারাস্থু যোজিতানাঞ্চ নিসর্গাৎ প্রেরণং বিনা।
অবচ্ছিন্নবিবাতাতি তত্তেজঃ সত্ত্বতোত্থিতং।
কশাদ্যাঘাতভীত্যৈবং সাহসাৎ স্ফুরিতন্তু যৎ॥" (ভোজরাজ)

তেজসিংহ, প্রাগ্বাটবংশীয় একজন সামন্ত, ইহার পিতার নাম বিজয়সিংহ ও পিতামহের নাম বিক্রম। ইনি দৈবজ্ঞালঙ্কৃতি নামে একখানি জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তেজসিংহ, প্রসিদ্ধ শিখসেনাপতি। গৌড় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। ইহার প্রকৃত নাম তেজরাম। ইহার পিতার নাম নিধিরাম। ইনি মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়পাত্র খুশাল-সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। খুশালসিং রণজিতের দেউড়িবালা পদ প্রাপ্ত হন। খুশালসিংহের অনুমতি ভিন্ন রণজিতের সহিত কাহারও দেখা করিবার অনুমতি ছিল না। কাজেই যখন কোন বড়লোকের রণজিতের সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই তিনি অর্থদ্বারা খুশালসিংহকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইরূপে খুশালসিংহ একজন বড় ধনী ও শিখরাজ্যের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। মীরঠে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। তথা হইতে তিনি তেজরামকে শিখ দরবারে আনাইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তেজরাম শিখধর্ম গ্রহণ ও তেজসিংহ নাম ধারণ করিলেন। পিতৃব্যের ন্যায় তিনিও ক্রমে ক্রমে শিখ-দরবারে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ সেপ্টেম্বর জবাহিরসিংহের হত্যার পর মহারাণী ঝিন্দন লালসিংহকে প্রধান উজীর ও তেজ-সিংহকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু লালসিংহ ও তেজসিংহের উপর খালসা-সৈন্য বিরক্ত ছিল। নানা কারণে সেই বিরক্তিভাব ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই সময় খালসাসেনানীবর্গের ক্ষমতাও বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সকল রাজপুরুষই তাহাদিগকে ভয় করিত। এই কারণে তেজসিংহ খালসাসৈন্যের পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লালসিংহও তাহাতে যোগ দিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে বৃটীশসৈন্য ভিন্ন খালসাসৈন্যকে বিদলিত করিতে পারে কাহার সাধ্য? তাঁহারা দরবারে প্রচার করিলেন যে, বৃটীশ-সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া শিখরাজ্য আক্রমণ করিতে আসি-তেছে। এরূপ স্থলে তাঁহাদেরও বৃটীশ রাজ্য আক্রমণ করা উচিত হইয়াছে। একদিন দরবারে প্রধান প্রধান শিখ যোদ্ধা-গণের সমক্ষে দেওয়ান দীননাথ কএকখানি মিথ্যা পত্র পাঠ করিয়া জানাইলেন, "মাতৃভূমির রক্ষার জন্য এখন সকলেরই অস্ত্র ধারণ করা উচিত। মহারাণীর ইচ্ছা রাজা লালসিংহ উজীর ও তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হউন।"

স্বদেশানুরাগী খালসাসৈন্য মাতৃভূমির আসন্ন বিপদ্ জানিয়া সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে রাজা লাল-সিংহকে উজীর ও তেজসিংহকে সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করিল না। নীচাশয় তেজসিংহ এখন খালসা-সৈন্যের কর্তৃত্ব পাইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অকারণে প্রথম শিখযুদ্ধ ঘটিল। যেখানে যেখানে খালসা-সৈন্যের সহিত বৃটীশ সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেইখানেই দুর্মতি তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু রণোন্মত্ত শিখসৈন্য কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। আপনাদের সর্দ্দারের কূটনীতিতে বিজড়িত হইয়াও তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা সাতিশয় প্রশংস-নীয়। যেখানে ইংরাজের কিছুমাত্র জয়াশা ছিল না, তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় সেইখানেই ইংরাজ প্রভৃতি রক্তপাত করিয়া জয়ার্জ্জন করিয়াছেন। যে ফিরোজ সহরের যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, যে বিখ্যাত যুদ্ধে ইংরাজ সেনানায়কগণ স্বদেশে মহাসম্মানে বিভূষিত হইয়া-ছিলেন, সেই যুদ্ধ কেবল এই দুর্বৃত্ত তেজসিংহের বিশ্বাস-ঘাতকতায় শেষ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তেজসিংহ বিংশতি-সহস্র পদাতি ও পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি সম্মুখে লালসিংহের সৈন্যগণের পরাজয় ও পলা-য়ন দর্শন করিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত ও নিরুপায় বৃটীশ সৈন্যগণের অবস্থাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার জন্য সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু কাপুরুষ তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আপনার সৈন্যগণকে ভুলাইয়া শতদ্রুপারে ফিরাইয়া আনিলেন। তাহাতে তাঁহার সৈন্যগণের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। শেষে তাহারা তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া কতই অনুতাপ করিয়াছিল। ১ম শিখ যুদ্ধাবসানে তেজসিংহ বৃটীশ শিবিরে গিয়া গবর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় লাট তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। অবশেষে শিখ সৈন্যদিগের ভয়ে তেজ-সিংহ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কখন কে আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহার রাত্রে নিদ্রা হইত না। তিনি এক দৈবজ্ঞের পরামর্শ লইয়া নিরাপদে থাকিবার জন্য এক অদ্ভুত দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক শেষ দশায় অতি মনোকষ্টে তাঁহার জীবন বাহির হয়।

যদি সর্দ্দার তেজসিংহ প্রতিপদে বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে শিখ যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন রূপ পাঠ করিতাম। [শিখ যুদ্ধ দেখ।]

তেজস্কর (ত্রি) তেজঃ করোতি কৃ-ট। তেজোবৃদ্ধিকারক, তেজস্ক্রিয়।

তেজস্য (ত্রি) তেজসি সাধু-যৎ। তেজঃসাধন। "যাবামিত্রা বরুণা সহস্তা রক্তস্তা তেজস্যা তনূঃ।" (তৈ° স° ২।৩।১৩।১)

(পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৬।৪৭)

তেজস্বৎ (ত্রি) তেজস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তেজোযুক্ত, বীর্য্যবান্, তেজীয়ান।

তেজস্বতী (স্ত্রী) গুণবর্ম্মার কন্যা। কথাসরিৎসাগরে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। উজ্জয়িনীনগরে আদিত্য-সেন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি সসৈন্যে গঙ্গা-তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই প্রদেশে গুণবর্ম্মা নামে কোন ধনী ব্যক্তির তেজস্বতী নামে এক কন্যা ছিল। গুণবর্ম্মা আদিত্যসেনকে ইহার অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই কন্যা দান করেন। তিনি ইহাকে লাভ করিয়া ইহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া এককালে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে ইহার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল। রাজা ইহার রূপে এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ইহাকে ফেলিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। একদিন রাজা তাহাকে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নিজে অশ্বারোহণে প্রভূত সৈন্যের সহিত শত্রুরাজ্য আক্রমণে গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে মহিষীর প্রীতির জন্য অতিবেগে অশ্বচালনা করিলেন। অশ্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে নেত্রমার্গ অতিক্রম করিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও রাজাকে পাওয়া গেল না। তখন অমাত্যগণ মহিষীকে লইয়া রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজা দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যাটবী মধ্যে উপস্থিত হন। পরে আপনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে স্বেচ্ছা-গমনে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অশ্ব নিজ জাতীয় বুদ্ধিবলে রাজাকে উজ্জয়িনীতে লইয়া চলিল। এই সময় রাত্রি হই-য়াছে, নগরের দ্বাররুদ্ধ। রাজাও অশ্বারোহণে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়াছেন। শ্মশানের নিকটে ছান্দস ব্রাহ্মণগণের এক পল্লী ছিল, রাজা অগত্যা সেই পল্লীতে প্রবেশ করেন। সেইখানে একটী মঠ ছিল, রাজা ঐ মঠের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সময় তথাকার লোকদিগের সহিত কলহ হয় এবং এমন সময় বিদূষক নামে একজন ব্রাহ্মণ এইখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভবাবেশ দেখিয়া ইহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই বিদূষক তপো-প্রভাবে অগ্নির নিকট হইতে এক খড়্গ লাভ করিয়াছিলেন।

বিদূষক রাজাকে পরিচারক দ্বারা শুশ্রূষা করাইয়া শয়নের স্থান দেন এবং তাহার শরীররক্ষার জন্য নিজে জাগিয়া থাকেন। প্রভাতে রাজা জাগিয়া দেখেন, বিদূষক তাহার অশ্ব সজ্জিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তখন রাজা অশ্বা-রোহণে নগরে প্রবেশ করেন। রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজী প্রভৃতি অতি আনন্দিত হন। রাজা কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ বিদূষককে সহস্রগ্রামের আধিপত্য ও রাজ-পৌরোহিত্য অর্পণ করেন। বিদূষক আপনার ধন মঠস্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণেরা বিদূষককে অগ্রাহ্য করিয়া পরস্পর কলহ আরম্ভ করেন। এই সময় চক্রধর নামে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাদের একজন নায়ক আবশ্যক, ইহার মধ্যে যিনি অধিক সাহসী, তিনিই এই পল্লীর নায়ক হইবেন। তখন সকলই নায়ক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রধর তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ শ্মশানে তিনজন তস্কর শূলে মৃত আছে, যে ব্যক্তি তাহাদের নাসিকা ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে, তিনিই নায়ক হইবার যোগ্য। এই কার্য্যে সকলেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে কেবল বিদূষকই স্বীকার করিলেন। পরে বিদূষক অগ্নিদত্ত খড়্গ লইয়া নিশীথ রাত্রে শ্মশানোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। বিদূষক নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া ও শ্মশানে শূলত্রয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে শবত্রয় বেতালাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। তখন বিদূষক তাহাদের বেতালাবেশ দূর করিবার জন্য খড়্গাঘাত করিলেন এবং নাসিকাত্রয় ছেদন করিয়া বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিলেন। পরে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, একজন শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছে। বিদূষক প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আসনস্থ শব বেতালাবিষ্ট হইয়া ফুৎকারদান করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার মুখ হইতে অগ্নি এবং নাভি হইতে সর্ষপ নির্গত হইতে লাগিল। যোগী সেই সর্ষপগুলি লইয়া উঠিয়া শবকে চপেটাঘাত করিবামাত্র বেতালাবিষ্ট শব উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগী তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিলে শব চলিতে লাগিল। বিদূষক অলক্ষিত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ে এক কাত্যায়নী মন্দিরে উপস্থিত হইল, যোগী শব ত্যাগ করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিদূষক মন্দির ভিত্তিতে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া থাকিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে দৈববাণী হইল, "যদি তোমার বাঞ্ছিত ফল লাভের বাসনা থাকে, আদিত্যসেনের একমাত্র তনয়াকে আমায় উপহার দাও।" তাহা শুনিয়া যোগী বেতালযোগে নভঃপথে প্রস্থান করিল। বিদূষক ভাবিলেন, আমি অবশ্যই প্রতি-পালকের কন্যা রক্ষা করিব। এই ভাবিয়া অসিহস্তে তথায় প্রস্তুত থাকিলেন। যোগী রাজকন্যাকে লইয়া উপস্থিত হইলে বিদূষক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দৈববাণী

হইল, বিদূষক এই যোগী মহাবেতাল ও সর্ষপসিদ্ধ ছিল, কেবল পৃথিবী ও রাজকন্যা সম্ভোগের বাসনা করায় আজ বঞ্চিত হইল। তুমি ইহার সর্ষপগুলি গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে অদ্য রাত্রিতে আকাশমার্গে অভীষ্টদেশে গমন করিতে পারিবে।' বিদূষক তচ্ছ্রবণে সর্ষপগুলি গ্রহণ করিয়া রাজকন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন। পরে অশরীরী বাণী হইল, "মাসান্তে এখানে আসিও।"

বিদূষক প্রণাম করিয়া আকাশপথে রাজপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিজ শয্যায় রক্ষা করিলে রাজকন্যা বলিলেন, 'আর্য্য আপনি এখান হইতে গমন করিবেন না, তাহা হইলে ভয়ে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।' বিদূষক সেইখানেই থাকিলেন। প্রভাতে রাজা সকল অবগত হইয়া বিদূষককে পুরস্কার স্বরূপ কন্যা দান করিলেন। মাসান্তে রাজতনয়া তাহাকে দৈববাণীর কথা জানাইলে তিনি পুনরায় শ্মশানে গমন করিলেন এবং কাত্যায়নী মন্দিরসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, 'আমি বিদূষক আসিয়াছি।' গৃহাভ্যন্তর হইতে আদেশ হইল, 'অভ্যন্তরে প্রবেশ কর।' বিদূষক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটী সুন্দর বাসভবন ও অনাঘ্রাতরূপবতী একটী কন্যা। বিদূষক পরিচয়ে জানিলেন, ঐ কন্যা বিদ্যাধরকন্যা, উহার নাম ভদ্রা। পরে তাহার অনুরোধে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় থাকিলেন। এদিকে পর দিন রাজতনয়া পতিকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। কয়েকদিন অতীত হইল, তথাচ তাহার সন্ধান নাই। সকলই চিন্তিত হইলেন। অনন্তর ভদ্রা স্বীয় সহচরী যোগেশ্বরীর নিকট শুনিলেন, বিদ্যাধরগণ এজন্য তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

বিদূষককে বলিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন' আমি পূর্ব্বসাগরের পারস্থ কর্কোটক নগরীর পার্শ্বস্থিত শীতোদানদীর অপর পারে উদয়গিরির সিদ্ধাশ্রমে গমন করিব।' এই বলিয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্গুরী অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিদূষকও উন্মত্তবেশে 'হা ভদ্রে! করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।' পরে রাজা আদিত্যসেন ইহাকে এই অবস্থায় পাইয়া অনেক চিকিৎসা করাইলেন। পরে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া এবং চিকিৎসকের আদেশে তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অধিকার দিলেন। বিদূষক ভদ্রার অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন। দিবারাত্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিয়া দেবসেন রাজার দুঃখলব্ধিকা নাম্নে কন্যাকে বিবাহ করেন, তৎপরে তথা হইতে তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে স্কন্দদাস নামক বণিকের সহিত সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। কিছুদিন পরে স্কন্দদাসের অর্ণবযান সমুদ্র মধ্যে স্থির হইল। স্কন্দদাস কাতর হইয়া কহিল, 'যে আমাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে, আমি তাহাকে অর্দ্ধেক ধন ও আমার কন্যা দিব।' বিদূষক স্কন্দদাসকে কহিলেন, 'আমার কটিতে রজ্জু বাঁধিয়া সমুদ্রে নামাইয়া দিন, আমি আপনার অর্ণবযানের বাধা দূর করিব।' বিদূষক তাহাই করিলেন। কিন্তু স্কন্দদাস অর্থ দিবার ভয়ে তাঁহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বিদূষক অতি কষ্টে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে দৈববাণী হইল, 'বিদূষক, তুমি ধন্য, যে স্থানে তুমি উপনীত হইয়াছ, ইহার নাম নগ্নরাজ্য। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে আর সাত দিন গেলেই কর্কোটনগরে পৌঁছিবে।' সপ্তম দিনে তিনি কর্কোটনগরে পৌঁছিলেন, তথায় পূর্ব্বপরাজিত যমদংষ্ট্র নামা রাক্ষসের বামহস্ত ছেদন করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পরে যমদংষ্ট্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইলে তাহার সাহায্যে শীতোদানদী পার হইয়া উদয়গিরির তলে উপস্থিত হইলেন, তথায় ভদ্রার সহিত তাহার মিলন হইল। পরে যমদংষ্ট্রের সাহায্যে স্কন্দদাসের কন্যা এবং অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পত্নীগণের সহিত উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া সুখে শ্বশুরের রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎসা°) ২ গজপিপ্পলী। ৩ চবিকা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী।

তেজস্বিতা (স্ত্রী) তেজস্বিনঃ ভাবঃ তল্। তেজস্বিত্ব, প্রভাবশালিতা।

তেজস্বিত্ব (ক্লী) তেজস্বিনঃ ভাবঃ ত্ব। তেজোবিশিষ্টত্ব, বলবত্ব।

তেজস্বিন্ (ত্রি) তেজোঽস্ত্যস্য তেজস্-বিনি। তেজোযুক্ত। "তেজস্বিমধ্যে তেজস্বী দবীয়ানপি গণ্যতে।" (মাঘ)
(পুং) ইন্দ্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।১৯৮।২৯)

তেজস্বিনী (স্ত্রী) তেজস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ জ্যোতিষ্মতীলতা, লওয়া কটকী। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী, বড় মালকঙ্গুনী। পর্য্যায়—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা, তেজনী। ইহার গুণ—কফ, শ্বাস, কাশ, মুখরোগ ও বাতনাশক, কটু, তিক্ত ও অগ্নিদীপক। (ভাবপ্র°)

তেজঃসেন (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।৪০০)

তেজারৎ (আরবী) সুদ লইয়া কর্জ দেওয়ার ব্যবসা।

তেজারতী (আরবী) বৃদ্ধিজীবিকা, সুদ লইয়া কর্জ দিবার ব্যবসা, সুদে লইয়া টাকা ধার দিবার ব্যবসা।

তেজাল (দেশজ) তেজোযুক্ত।

তেজিত (ত্রি) তিজ-ণিচ্-ক্ত। শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত, পর্য্যায়—নিশিত, ক্ষুত, শাণিত, শাত, শাণাদিমার্জ্জিত, ক্ষুত, নিশাত, শিত, শাত। (জটাধর)

তেজিনী (স্ত্রী) তেজোবললতা। (Sanseviera Zeylanica)

তেজিষ্ঠ (ত্রি) তেজস্বিন্ অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্ বিনের্লুকি ভিত্তাবঃ। অতিতেজস্বী, অত্যন্ত প্রভাবশালী।

"তেজিষ্ঠয়া তিথিরস্ত বর্ত্তনী" (ঋক্ ১।৫৩।৮) 'তেজিষ্ঠয়া অতিশয়েন তেজস্বিন্যা' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্।

তেজীয়স্ (ত্রি) তেজো বিদ্যতে ইস্য তেজস্-ঈয়সুন্। তেজোযুক্ত, তেজস্বী। তেজস্বিন্ অতিশয়ার্থে ঈয়সুন্ বিনের্লুকি ভিত্তাবঃ। অতি তেজস্বী, অত্যন্ত তেজোযুক্ত।

"তেজীয়সাং নদোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

(ভাগ° ১০।৩৩।২৯) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তেজেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্ব নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°৯৪অ°)

তেজোনাথতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

তেজোমণ্ডল (ক্লী) চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল।

তেজোমন্থ (পুং) তেজো মন্থাতি মন্থ অণ্। গণিকারিকা বৃক্ষ, গনিয়ারী গাছ।

তেজোময় (ত্রি) তেজস্ প্রচুরার্থে বিকারে বা ময়ট্। ১ তেজঃপ্রচুর। ২ তেজোবিকার। ৩ জ্যোতির্ম্ময়।

"তস্ত তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।"

(মনু ৬।৩৯) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "তেজোময়ী বাক্" (শ্রুতি)

তেজোমাত্রা (স্ত্রী) তেজসাং সত্ত্বগুণানাং মাত্রা অংশঃ। তৈজস অংশ। অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ।

তেজোমূর্ত্তি (পুং) তেজঃ তেজস্বতী মূর্ত্তি র্যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ তেজোত্মক। ৩ তেজঃপ্রচুর।

"স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিপথর্কুনা।" (মনু ২।৯৩)

তেজোরাশি (পুং) তেজসাং রাশিঃ। তেজঃপুঞ্জ, তেজঃসমূহ।

তেজোরূপ (ক্লী) তেজঃ সর্ব্বপ্রকাশকং চৈতন্যং রূপং যস্য। ১ ব্রহ্ম, ইনি জ্যোতিরূপ প্রকাশাত্মক, ব্রহ্মের স্বরূপ জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয়।

"অশরীরং বিগ্রহবদিন্দ্রিয়বদতীন্দ্রিয়ং।
যদসাক্ষি সর্ব্বসাক্ষি তেজোরূপং নমাম্যহং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

তেজসাং রূপঃ। ২ তেজের রূপ।

তেজোবৎ (ত্রি) তেজস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য-ব। তেজোযুক্ত।

তেজোবতী (স্ত্রী) তেজবৎ ঙীপ্। ১ গজপিপ্পলী। ২ চবিকা। ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী, বড়মালকঙ্গুনী, হিন্দীতে তেজ্বতী, তেজ বন্ধল, নেপালী ভাষায় তেজবল। [তেজস্বতী দেখ।] ২ অগ্নির বিমান।

"মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসঃ।
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসমা॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৮ অ°)

রাজা বিহিতসেনের পত্নী। ইনি অতিশয় পতিপরায়ণা ও পতির প্রিয়া ছিলেন। (কথাসরিৎসা°)

তেজোবিদ্ (ত্রি) [বৈ] যাহার তেজ বা দীপ্তি আছে।

তেজোবিন্দূপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ ভেদ। নারায়ণ ইহার দীপিকা রচনা করিয়াছেন।

তেজোবীজ (ক্লী) মজ্জা। (নিঘণ্টুপ্র°)

তেজোবৃক্ষ (পুং) ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, ছোট গণিয়ারি গাছ।

তেজোবৃত্ত (ক্লী) তেজসো বৃত্তং ৬তৎ। বীর্য্যানুরূপ।

"চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃপশ্চরেৎ।" (মনু ৯।৩০৩)
'তেজোবৃত্তং বীর্য্যানুরূপং॥' (কুল্লূক)

তেজোহ্বা (স্ত্রী) তেজঃ হ্বয়তে স্পর্দ্ধতে হ্বে-ক। ১ তেজোবতী, তেজবল। ২ চবিকা।

তেড়া (দেশজ) তির্য্যক্, বক্র।

তেড়ামগজ (পারসী) বাঁকা ভাবে কাজ করা।

তেড়ালি (দেশজ) এক প্রকার তৈলাধার।

তেড়িয়াৎ (দেশজ) তালবৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ (Corypha Taliera) ইহার পত্রে উত্তম পুথি লেখা হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয়।

তেতা (দেশজ) ভিজা।

তেতান (দেশজ) ভিজান।

তেতেরিজা, কোন বক্র ভূমি বিভিন্ন অংশে বিভাগপূর্ব্বক জরীপ করিয়া তাহার ক্ষেত্রফল স্থির করাকে দোতেরিজা বা তেতেরিজা কহে।

তেতালা (দেশজ) ত্রিতল হর্ম্ম্য।

তেতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তেত্রিশ (দেশজ) ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

তেথর (দেশজ) ১ তিন স্থল। ২ তিন থাক।

তেথরী (দেশজ) ত্রিস্তরযুক্ত।

তেদনী (স্ত্রী) দেবতা ভেদ। "তেদনী মধুরকণ্ঠেনাপঃ" (শুক্লযজু° ২৫।২) 'তেদনীং দেবতাং' (বেদদীপ)

তেন (পুং) তে গৌরী ন শিবো যত্র। গানাঙ্গ ভেদ।

"তেনেতি শব্দস্তেন স্যাৎ মঙ্গলানাং প্রদর্শকঃ।"

তে এবং ন, এই দুইটী শব্দ মঙ্গলপ্রদর্শক। তে শব্দে গৌরী এবং ন শব্দে হর বুঝায়, এইজন্যই তেন এই শব্দটী

মাঙ্গলিক। গানের পূর্ব্বে হরগৌরীর প্রসাদ লাভের জন্ত এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

(ক্রি) তদ্-পুং ৩য়া এক বচন। তাহার দ্বারা।

তেনসেরিম্ (প্রকৃত নাম ত-নেং-থ-রি) ব্রহ্মদেশের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ, অক্ষা° ৯° ৫৮´ হইতে ১৯° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৫০´ হইতে ৯৮° ৩৫´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৬৭৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তন্মধ্যে সাতলক্ষ বৌদ্ধ। আমহার্ষ্ট, তাবয়, মাগু´ই, শয়েগিন্, তৌঙ্গ্ঙ্, মৌল্‌মেন্ ও সালউইন্ শৈলভূভাগ এই ৭টী জেলা তেনসেরিমের অন্তর্গত।

২ উক্ত তেনসেরিম্ বিভাগের মাগু´ই জেলার মধ্যবর্ত্তী নগর ও সহর; অক্ষা° ১২° ৫´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৯° ২´ ৫৫´´ পূঃ। ছোট ও বড় তেনসেরিম্ নদীর সঙ্গমে মাগু´ই নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। দুইশত ফিট্ উচ্চ পাহাড়ের ঢালুর পাশে লাল বালুপাথরের উপরে এই নগর নির্ম্মিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় ও বন জঙ্গলে আবৃত। এক সময় এই স্থান বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ব্রহ্ম ও শ্যামরাজের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এই নগর এককালে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এক সময় লক্ষ লোকের বাস ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তথায় ৫৭৭ জন মাত্র দেখা যায়।

১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাসীগণ বহু যত্নে এই নগর নির্ম্মাণ করেন, এখনও সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ অতীতকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্তম্ভে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা বলিয়া থাকেন, নগরের ভাবী উন্নতির জন্ম দেবতার প্রীত্যার্থে একজন রমণীর জীবন্ত সমাধি হইয়াছিল। এখনও নগরের চারিদিকে প্রায় ৪ বর্গ মাইল মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ আলংপয়া এই নগর অধিকার করেন এবং শাসনকর্ত্তার তীক্ষ্ণধার কৃপাণাঘাতে অধিবাসীগণের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই সময় হইতে শ্যামদেশীয়েরা এই স্থান অধিকার করিবার জন্ত কতবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন সে পূর্ব্বশ্রী গিয়াছে, একটী সামান্ত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

৩ মাগু´ই জেলার দুইটী নদী মিলিত হইয়া তেনসেরিম্ নাম গ্রহণ করিয়াছে; প্রায় আড়াইশত মাইল দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি মোহানা, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া আছে।

তেনাড় (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত।

তেন্দুখেরা, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৫৮´ পূঃ। গাদরবাড়া রেল-ষ্টেসন হইতে ১১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগরের ১ ক্রোশ দূরে উৎকৃষ্ট লৌহের আকর বাহির হইয়াছে।

তেপড়িয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Physalis grossularia)

তেপাগড় [তিপাগড় দেখ।]

তেপান্তর (দেশজ, ত্রিপ্রান্তর শব্দজ) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, জনশূন্ত বৃহৎ ময়দান।

তেপায়া (দেশজ, ত্রিপদ শব্দজ) ত্রিপদ, ত্রিপদবিশিষ্ট পাত্র।

তিপারা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। আরাকানে ইহারা মরুঙ্গ নামেই খ্যাত। এই জাতির প্রকৃত জাতিগত নাম তিপারা নহে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের সমধিক বাস বলিয়া তিপারা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ইহারা বাঙ্গালায় 'তিপারা' নামে পরিচয় দেয়। যুরোপীয় মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতিকে লৌহিত্যশ্রেণী ভুক্ত করিতে প্রস্তুত। ইহার আকার প্রকার অনেকটা বাঙ্গালীর মত হইলেও বাঙ্গালী অপেক্ষা শরীর গঠন অনেকটা বলিষ্ঠ ও মজবুত বলিয়া বোধ হয়।

ইহাদের চাষবাস মঘদিগের মত। লুশাই, মঘ ও হিন্দুদিগকে ইহারা আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে অসতী নাই বলিলেই হয়। বিবাহকালে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে হয় না। পানভোজন ও নাচ গান বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সময় বন ও নদীদেবতার উদ্দেশে একটী শূকরছানা বলি দেওয়া হয়। কন্তার মাতা একপাত্র সুরা লইয়া কন্তার হাতে অর্পণ করে। কন্তা বরের কোলে বসিয়া বরের হাতে সেই পাত্র দেয়। বর নিজে অর্দ্ধেক খায়, বাকি অর্দ্ধেক অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খাইতে দেয়। কন্তার পিতামাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হইলে, বরকে তিন বর্ষকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয়।

ইহারা কালী ও সত্যনারায়ণের পূজা করে। পূজায় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় না। ঔচাই নামে স্বজাতীয় একদল বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ মাঠের মধ্যে লইয়া আসে, একটা মুরগী মারিয়া খানিকটা চাউলের সহিত তাহা মৃতব্যক্তির পায়ের কাছে রক্ষা করে। তৎপরে নদী বা সরোবরের ধারে দাহ করে। যেখানে দাহ করা হয়, মৃতের আত্মীয়গণ উপরি উপরি ৭ দিন আসিয়া মৃতের উদ্দেশে তথায় একটা মোরগ মারিয়া চাউল সহ রাখিয়া যায়। তৎপরে মৃতের জন্ত আনিয়া

পাহাড়ের উপর রক্ষা করে এবং তাহার উপর একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মৃতের অস্ত্র শস্ত্র অতি যত্নে রাখিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণী রাজবংশী নামে অভিহিত। তাহারা আপনাদিগকে ত্রিপুরার রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

তেপালিতা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Erythrine indica)

তেপ্পদ, উপরাগদর্পণ নামক সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থকার।

তেম (পুং) তিম-ঘঞ্। আর্দ্রীভাব, আর্দ্রতা।

তেমত (দেশজ) তদ্রূপ, সেই প্রকার।

তেমন (ক্লী) তিম-ল্যুট্। ১ আর্দ্রীকরণ। কর্ম্মণি ল্যুট্। ২ ব্যঞ্জন। (দেশজ) সেই প্রকার, তদ্রূপ, তথাবিধ।

তেমনী (স্ত্রী) তেমন-ঙীপ্। চুল্লী ভেদ, উনান।

তেমা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তেমাত্রোপথ (দেশজ) তিন পথ দ্বারা সম্মিলিত, যেখানে তিনটী পথ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

তেমাথা (দেশজ) ১ তিন মস্তকবিশিষ্ট। ২ তিন পথ দ্বারা সম্মিলিত, তেমাথা পথ।

তেমোহানা (দেশজ) তিন নদীর সঙ্গমস্থান।

তেয়াত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩।

তের (দেশজ) ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩।

তেরই (দেশজ) মাসের ত্রয়োদশ দিন।

তেরি, ১ পঞ্জাবের কোহাত জেলার একটী তহসীল উপবিভাগ। এখানে যুদ্ধপ্রিয় খটক জাতির বাস। তাহাদের সর্দ্দার খাজা মহম্মদ খাঁ আফগান যুদ্ধে বৃটিশ গবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় সমস্ত তেরি উপবিভাগ জায়গীর পান।

২ উক্ত তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩৩° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৭´ পূঃ। এখানে প্রায় সাড়ে চারি হাজার লোকের বাস। জায়গীরদারের প্রাসাদ এই নগরে অবস্থিত, এতদ্ভিন্ন অনেক মস্‌জিদ ও সুন্দর অট্টালিকা আছে। নগরের মধ্যস্থলে বাজার, পান্থনিবাস, থানা, বিদ্যালয় ও ঔষধালয় রহিয়াছে।

তেরিতোই, কোহাত জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। মীর-জ্ঞাই হইতে দুইটী ক্ষুদ্র স্রোত বাহির হইয়া তিরি নগরের ৫ ক্রোশে দূরে একত্র মিলিত হইয়াছে। তেরিতোই নাম ধারণ পূর্ব্বমুখে আসিয়া সিন্ধুনদে পতিত হইয়াছে। এই নদী যে সকল পাহাড়ের উপর দিয়া প্রবাহিত, প্রায় তাহাদের নিকট লবণের খনি আছে।

তেরিজ (আরবী) বৃদ্ধি করা, যোগ করা।

তেরিদাল (তের্দাল) সাজলি নামক দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ২৯´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫´ ৩২´´ পূঃ কৃষ্ণানদীর ডানধারে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই সহর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এখনও দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটী প্রাচীন জৈনমন্দির, এতদ্ভিন্ন একটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

তের্ব্বারা, পালনপুরের কর্তৃত্বাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। উত্তর সীমায় দিওদর, পূর্ব্বে কাঁকরেজ, দক্ষিণে রাধণপুর ও পশ্চিমে ভারতরাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। এখানকার জমি সমতল, মাটি কাল ও বালুকাযুক্ত। বর্ষে একবার মাত্র ফসল হয়। মাটির ২০ হইতে ৫০ হাত নীচে জল পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এখানে বাঘেলা রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নবাব কমালউদ্দীন্ খাঁ দখল করেন। সেই অবধি রাধণপুরের নবাবের শাসনাধীন ছিল। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একদল মুসলমান আসিয়া নবাবের অধীনে ঘোড়-সওয়ার হইল। তন্মধ্যে বলুচ খাঁ প্রধান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পালনপুরের পলিটিকাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বলুচ্‌খাঁকে এই স্থান প্রদান করেন। বলুচ্‌খাঁর বংশধর এই রাজ্যভোগ করিতেছেন।

তেলকূপী, মানভূম জেলার মধ্যে দামোদর নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত একখানি গ্রাম। সুন্দর, সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ প্রাচীন দেবমন্দির এই গ্রামে অনেক আছে। ঐ সকল পুরাতন মন্দির কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ঠিক্ জানা যায় না। ঐ সকলের মধ্যে শিবমন্দিরই অধিক, তাহার পর বিষ্ণু-মন্দির, তৎপরে সূর্য্যমন্দির। ঐ সকলে বাঙ্গালী শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দির থাকিলেও তেমন শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই স্থানে দুইটী অক্ষর পাওয়া গিয়াছে, তাহাও খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর বলিয়া বোধ হয়। রাজা মানসিংহ কএকটী মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন। দামোদরের বন্যায় এখানকার প্রায় সমস্ত প্রাচীন ইষ্টকমন্দিরের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে, তবে প্রস্তরমন্দিরগুলি অধিকাংশই মাটিতে বসিয়া গিয়াছে অথবা ধূলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এখানে মহাবীরস্বামীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত একটী অতি প্রাচীন জৈনমন্দিরও আছে, স্থানীয় লোকেরা তাহাকে শ্রীরূপের মন্দির বলিয়া থাকে। এখানকার সমস্ত মন্দিরই বণিকদিগের যত্নে নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য ছল্‌মির ছাতাপুখুরে স্নান করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া তৈল মাখিতেন, সেই জন্য এই স্থান তৈলকূপী বা তেলকূপী নামে বিখ্যাত হয়।

এখানে পূর্ব্বে মহা ধূমধামে মেলা হইত। এই মেলার দিন অবিবাহিত সাঁওতাল-রমণী স্বইচ্ছায় পরপুরুষের সহবাস করিতে পারে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হয় না। এ সম্বন্ধে অনেক গান ও গল্প প্রচলিত আছে।

তেরেণা (দেশজ) সঙ্গীতের প্রকারভেদ।

তেরো (দেশজ) ত্রয়োদশ।

তেল (দেশজ, তৈল শব্দজ) স্নেহ, তৈল, তিলাদির রস।

তেল্গাগড়া (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। (Pimelodes Telgagra, *Buch.*)

তেল্চাটা (দেশজ) তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তেল্চুক্চুকিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, মসৃণ, তৈলাক্ত।

তেলঝরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (A species of Gelonium)

তেল্সার (দেশজ) কেন্দগাছ। (Ebony)

তেল্হাই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Sterculia urens)

তেলগু, তৈলঙ্গের ভাষা। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তেলঙ্গ (পুং) ১ তিলঙ্গ দেশ। ২ তিলঙ্গদেশের লোক। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তেলা (দেশজ) তৈলাক্ত, মসৃণ, পিচ্ছিল।

তেলাকুচা (দেশজ) লতাবিশেষ, বিম্বিকা। (Momordica monadelpha)

তেলাঙ্গশূরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Limodorum longifolium)

তেলাঙ্গা (দেশজ) তৈলঙ্গদেশের লোক। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তেলাঙ্গাচীনা (দেশজ) এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ। (Lagerstærmia Indica)

তেলাটিয়া (দেশজ) তৈলাক্ত।

তেলানী (দেশজ) তৈললিপ্ত, তৈলভূষিত।

তেলাপোকা (দেশজ) তৈলপায়িকা, আরসুলা। [আরসুলা দেখ।]

তেলি, ভারতের একটী বহুবিস্তৃত জাতি। ভারতের সকল স্থানেই ইহাদের বাস আছে। সাধারণতঃ যাহারা বীজ হইতে তৈল বাহির করে, তাহারাই তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কলুনামে একজাতি আছে, [কলু দেখ।] তাহারাই প্রধানতঃ তৈলনিকাশন ব্যবসায় করিয়া থাকে। বিহার, উড়িষ্যা, উঃ পঃ প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে তেলিরাই তৈল-নিকাশন করে। আজকাল অনেক স্থলে তেলিরা অন্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছে। বাঙ্গালায় তেলি, তিলি ও কলু এই ত্রিবিধ জাতিই মূলতঃ তৈলিক জাতি হইতে উৎপন্ন, তন্মধ্যে কলু জাতি পতিত। তেলির অপরাপর নাম—তৈলী, তৈলিক, তৈলকার, তৈলপাল ও কলু। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ আছে,—

(১) মহাদেব চিরকাল ছাই মাখিয়া থাকেন, হঠাৎ একদিন তাঁহার তৈলমর্দ্দনে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা মাত্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ঘর্ম্ম হইতে এক দিব্য পুরুষ উদ্ভূত হইল। এই পুরুষই তৈলিকদিগের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বা মনোহরপাল। শিববরে ইনিই প্রথম ঘানিগাছ প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ বলেন, প্রথম ঘানিগাছে ছইটী ষণ্ড জুড়িয়া দেওয়া হইত ও তাহাদের চক্ষুতে ঠুলি দেওয়া হইত না। কলুরা একটী ষণ্ড ও তাহার চক্ষুর ঠুলি ব্যবহার করায় পতিত হইয়াছে।

(২) একদিন ভগবতী স্নানের সময় হরিদ্রা মাখিয়া সেই মলা হইতে দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। ভগবতী সেই পুরুষদ্বয়কে শীঘ্র তৈল প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলেন। একজন অতি শীঘ্র তৈল প্রস্তুত করিয়া আনিল, কিন্তু অপরের আসিতে দ্বিগুণ বিলম্ব হইল। ভগবতী বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে বিলম্বে আসিয়াছিল, সে বলিল, পেষণী হইতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তৈল সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। যে দ্রুত আসিয়াছিল, সে বলিল, আমি পেষণীর তলদেশে একছিদ্র করিয়া দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা মূত্রধারার ন্যায় তৈল আপনা হইতেই পাত্রে সঞ্চিত হইয়াছিল, কাজেই সত্বর হইয়াছে। ভগবতী শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মূত্রনির্গমনের প্রণালীতে যে স্নেহ দ্রব্য সংগৃহীত, সেই দ্রব্য তাঁহার ভোগার্থ আনা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অতি ক্রোধ হইল। তিনি শেষোক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়া পতিত করিলেন। এই প্রথম ব্যক্তি তেলিদিগের ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কলুগণের আদিপুরুষ। এই প্রবাদদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে, কলুদিগের আদিপুরুষ প্রাচীন ঘানিগাছে আপনা হইতে যাহাতে তৈল সংগৃহীত হয়, তাহার উপায় বিধান করায় তৈলিকেরা তাঁহার সেই কার্য্যকে প্রচলিত প্রথা বিরুদ্ধ বলিয়া এবং তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া বোধ হয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত করে। তদবধি তাহার বংশধরেরা তৈলিক শ্রেণী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া 'কলু' নামে অভিহিত হইয়াছে।

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় আবার দুইটী শ্রেণী বিভাগ আছে—একাদশতেলী ও দ্বাদশতেলী। এরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—আদি তেলি মনোহরপাল বেপারীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নানাদেশে পণ্য বেচিতে যান। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। হঠাৎ একদিন বাটীতে সংবাদ আসিল যে, মনোহরের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া মনোহরের

জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অলঙ্কারাদি বিসর্জ্জন দিয়া বিধবার আচার অবলম্বন করেন এবং একাদশী করিতে থাকেন, কিন্তু কনিষ্ঠা স্ত্রী সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া সধবার আচারেই রহিলেন। কিছুদিন পরে মনোহর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সমস্ত ভ্রম দূর হইল। এই উভয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা দুই স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠার সন্তানেরা 'একাদশ' ও কনিষ্ঠার সন্তানেরা 'দ্বাদশতেলি' নামে অভিহিত হইল। একাদশ তেলির নামকরণ সম্বন্ধে শুনা যায় যে, আদি তেলি মনোহরপালের জ্যেষ্ঠা পত্নী বৃথা একাদশী করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সন্তানেরা একাদশীর পুত্র এই আখ্যায় উপহাসাস্পদ হইয়াছিল, কালক্রমে উহা হইতে 'একাদশ' শব্দমাত্র রহিয়া গিয়াছে। এই প্রবাদ অনুসারে একাদশ তেলি-শ্রেণীর স্ত্রীরা আজিও নাক বা কপালে ও হাতে উল্কী পরে না। দ্বাদশতেলির নামকরণ কিরূপে হয় জানা যায় না। একাদশ তেলিদিগের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ও আপনাদিগের শ্রেষ্ঠপ্রতিপাদনার্থ বোধ হয় মনোহরের কনিষ্ঠা পত্নীর সন্তানগণ রঙ্গচ্ছলে আপনাদিগকে 'দ্বাদশ' তেলি নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, যে মনোহরের প্রথমা স্ত্রীর একাদশ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর দ্বাদশটী সন্তান হয়। এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের বংশ আপনাদিগের পরিচয় দিবার সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য ঐরূপ নাম অবলম্বন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠার গর্ভজাত একাদশ ভ্রাতার বংশধরেরা একাদশ তেলি ও কনিষ্ঠার গর্ভজাত দ্বাদশ ভ্রাতার বংশধরেরা দ্বাদশ তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে কোটক (ঘরামী) জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুম্ভকার পুরুষের ঔরসে তেলি জাতির জন্ম হইয়াছে। উক্ত পুরাণে জাতিমালার মধ্যে এই শ্রেণীর গণনায় তেলিজাতি একাদশ, সম্ভবতঃ এই একাদশ সংখ্যা হইতেই সমস্ত তেলির নামই একাদশতেলি নাম হইয়া থাকিবে। অবশেষে 'দ্বাদশ' নামে এক শ্রেণী বিভাগ হইয়া গিয়াছে।

একাদশ ও দ্বাদশ ব্যতীত তেলিদিগের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা 'ঘনা' 'ঘানি' বা 'গাচুয়া' তেলি নামে অভিহিত হয়। ইহাদের ঘানি কলুর ঘানি হইতে বিভিন্ন প্রকার। কলুর ঘানিতে তৈলকর বীজ পেষিত হইলে গাছের নিম্নদেশস্থ এক ছিদ্র দ্বারা তৈল আপনি নির্গত হইয়া আসে, কিন্তু ঘনা তেলিদিগের ঘানিতে তৈল বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের ঘানিতে বীজ পেষিত হইয়া তৈল সেই আধারেই জমে, পরে একটা কাটিতে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ভিজাইয়া অন্য পাত্রে নিঙড়াইয়া লইতে হয়। উভয় প্রকার ঘানিতেই গোরুতে ঘানি ঘুরাইয়া বীজ পেষণ করে। বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের আর কোথাও তেলিদিগের মধ্যে তেলি ও কলুতে প্রভেদ নাই, সুতরাং দ্বিবিধ ঘানিও নাই। অন্যত্র সর্ব্বত্রই এদেশীয় কলুর ঘানিই প্রচলিত।

বাঙ্গালায় ঘনাতেলি ও কলু ভিন্ন অপর তেলিতে (একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতিতে) তৈল ভাঙ্গে না। তাহারা অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অধিকাংশ তেলিতে শস্যাদির মহাজনী কারবার করে। কেহ চিনি বা গুড়ের ব্যবসা, আবার কেহ মুদিখানার দোকানও করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এইরূপ ব্যবসাদার তেলির মধ্যে আবার দুইটী বিভাগ আছে, তৈলপাল বা মনোহর পাল ও তেলি। তৈলপালেরা সংখ্যায় অধিক ও অপেক্ষাকৃত ধনী, ইহারা "দোপাট্টি" তেলি নামে এবং অপর 'তেলিরা' "এক গাছি" নামে কথিত হয়। ইহাদিগের বিবাহের সময় বর আসিয়া এক চাঁপাতলায় দাঁড়ায় ও তথায় কন্যাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান হয় বলিয়া এ শ্রেণীর 'একগাছি' নাম হইয়াছে।

কলু ও ঘনা তেলিদিগের সহিত অন্য ব্যবসায়ী তেলিদিগের পার্থক্য এরূপ সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে অনেকেই ইহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তেলিরাও ভারতের অন্যান্য তৈলকার তেলি হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইবার জন্য তেলির পরিবর্ত্তে 'তিলি' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

ঢাকাজেলার উত্তরাংশে যেখানে বল্লালী কৌলীন্যপ্রথা নাই, সে সকল স্থানে প্রায় প্রত্যেক পরগণায় তেলিদিগের নানারূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায়। রায়পুর নামক স্থানে চারিটী শ্রেণী আছে, যথা—সতর (সপ্তদশ), বাইশ (দ্বাবিংশতি), চব্বিশ (চতুর্ব্বিংশতি) ও চার (চারি)। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে ১ম শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ, তৎপরে ২য়, তৎপরে ৩য়, তৎপরে ৪র্থ শ্রেণী। ইহারা সামাজিক নিয়মানুসারে কন্যার বিবাহ স্বশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীতে না দিলে নিন্দিত হয়, উচ্চশ্রেণীর কন্যাপ্রাপ্তির জন্য ইহারা বিস্তর পণ দেয়।

ইহারা বাঙ্গালায় সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও নবশাখদিগের ন্যায় আচারসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ নাই। বিহারে তেলিরা সৎশূদ্র নহে, বাঙ্গালায় কলুদিগের ন্যায় অনাচরণীয়। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় তেলিরা পরস্পর আদান প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ আছে;

বিধবা সাধারণতঃ কনিষ্ঠ দেবরকেই বিবাহ করে। বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা আছে। বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে।

বাঙ্গালার তেলিরা সাধারণতঃ চৈতন্যসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। আশ্বিনমাসে দেবীপক্ষে ইহারা গন্ধেশ্বরীর পূজা করে।

বিহারের কনোজিয়া তেলিরা পাঁচপীর ও গোরয়া নামক গ্রাম্যদেবতার বেশী ভক্ত। মঘইয়া তেলিরা কালিহাণ্ডি, জলপ্রেৎ ও ধর্ম্মরাজ নামক গ্রাম্যদেবতার অনুরক্ত। কনৌজিয়াগণ আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় বুধবারে এই সকল দেবতাকে ক্ষীরপুরী, মিষ্টান্ন ও রুটি পিষ্টকাদি দ্বারা পূজা করে, কিন্তু মঘইয়াগণ শ্রাবণ ও মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় বুধবারে ঐরূপে পূজা দেয়। শ্রাবণীয় শুক্ল মঙ্গলবারে কনৌজিয়াগণ গোরয়া দেবতার নিকট শুল্কপায়ী শূকরশিশু বলি দেয়।

তেলিদিগের মধ্যে যাহারা তৈল বিক্রয় করে, তাহারা কেবল তিল হইতেই তৈল করে, অন্য তৈলকর বীজ ভাঙ্গিলে জাতিভ্রষ্ট হয়।

ইহারা তিলতৈল প্রস্তুত করিতে দ্বিবিধ ঘানির কোন প্রকারই ব্যবহার করে না। প্রথমে তিল অল্প সিদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে কুটিতে দেয়।

তাহারা কুটিয়া কেবল খোসা তুলিয়া দেয়। তৎপরে তেলিরা একটী জালার ভিতর খোসা-তুলা তিল পুরিয়া গরম জল ঢালিয়া দেয়। ১২ ঘণ্টা গরমজলে ভিজিবার পর প্রাতঃকালে বাঁশের একটা ঘোটনা দিয়া বহুক্ষণ ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে তিল গলিয়া মণ্ডবৎ হইয়া উঠে। তখন তাহাতে আবার ঈষৎ গরম জল ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ থিতাইতে দেয়। তৎপরে থিতাইয়া জলের উপর তৈল ভাসিয়া উঠে। ইহা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা শুষিয়া লইয়া অন্যপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়।

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় চৌধুরী, দে, কুণ্ডু, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, মণ্ডল, সাহা, শেঠ ইত্যাদি উপাধি, উড়িষ্যায় ধবল, সামন্ত, কোলেমান ইত্যাদি উপাধি ও বিহারে বেহারা, চৌধুরী, দফাদার, গোরাই, কাপ্রি, নায়ক, পোদ্দার, সাহে, সাহা, তালুকদার ইত্যাদি উপাধি আছে।

তেলিদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগ ও গোত্রাদি আছে—

১। বাঙ্গালায় গোত্রবিভাগ—আলম্যায়ন, চন্দ্র ঋষি। আনরপুরীর মধ্যে কলমী, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, নাগ এবং বারেন্দ্র তেলিদিগের মধ্যে নাগ নিকলক, মিরাঋষি, শাণ্ডিল্য, সিন্ধুঋষি।

ইহাদের মধ্যে আবার আদিবাস স্থান বা কুলগত ব্যবসায় স্থান অনুসারে কতকগুলি বিভাগ আছে, যথা—

বিক্রমপুরী, চন্দ্রদ্বীপী, গঙ্গাবিষয়ী, সুবর্ণবিষয়ী, ফুলটিয়া, বড়পাট্টি, ছোটপাট্টি, লালপাড়া, গোবিন্দপুরী, বাহাদুরপুরী, বর্দ্ধমানী, ছাগলিয়া, ময়ূরেশ্বরী, সিংহাজারী, চীনপুরীয়া, হলুদবোনা, ফতেসিং, মনোহরশাহী, খড়্গসিং, কুতুবপুরী, মগধখণ্ডী, রাঢ়ী, সপ্তগ্রামীয়া, সেনভূমি, শিখরিয়া বা সিন্দুর-টোপা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন একাদশ, দ্বাদশ, ভজ (যাহারা বীজ ভাজিয়া তৈল করে) তেলি প্রভৃতি আছে।

২। উড়িষ্যায়—অভিরাম, একাদশ, গৌড়া, হলুদীয়া, ফুলটিয়া।

৩। বিহারে—আড়াইয়া, বড়ারিয়া, বিরাহুত, দেশী, হেরমানিয়া, জমকপুরী, কনৌজিয়া, খুসাথলিয়া, লখোর, মঘইয়া, সরবরিয়া, ত্রিহুতীয়, তুর্কিয়া।

৪। ছোটনাগপুরে—দক্ষিণী, হলুদীয়া, হিরাপেলা, কনৌজিয়া, মথুরিয়া প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

ইহাদের মধ্যে ইতর প্রাণী বা সামান্য বস্তুর নামে কতকগুলি গোত্র আছে, যাহার যে গোত্র, তাহাদের সেই দ্রব্যকে সম্মান করিতে হয়, যেমন নাগাশ, পাখী চাটা, বক হাড়োদ (কল), কাছুয়া, কাছিম (কচ্ছপ), কাঁশি (তৃণ বিশেষ), নাগ (সর্প), পাঁড়ুকী (ঘুঘু), তুলসী ইত্যাদি।

দাক্ষিণাত্যে সাতারা জেলায় তেলিদিগের দুইভাগ—লিঙ্গায়ত ও মরাঠা। এই দুই শ্রেণীতে আদানপ্রদান বা একত্র পানভোজনাদি নাই। তিল, নারিকেল ও শণ বীজ হইতে ইহারা তৈল প্রস্তুত করে। ইহারাই তৈল ও খোল বিক্রয় করে। লিঙ্গায়তগণ শিব ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করে না। জঙ্গম ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। মরাঠারা মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু। লিঙ্গায়ৎদিগের বিবাহপ্রণালী কুণবিদিগের ন্যায়। তবে বর কন্যার মধ্যে অন্তরপটবস্ত্র ধরা হয় না। ইহারা চারি দিন পর্য্যন্ত রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে না। এই জেলার তেলিরা শবদেহ সমাহিত করে ও দশাহ অশৌচ লয়। ইহারা স্বজাতীয় ব্যবসা ভিন্ন অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করে না। পুণা জেলায় তেলিরা শনিবার, সোমবার, পরদেশী ও লিঙ্গায়ৎ এই চারিভাগে বিভক্ত। শনিবার ও সোমবার তেলিরা উক্ত দুইবারে কোন কার্য্য করে না। ইহাদের আচার কুণবির ন্যায়। পরস্পর পানভোজন আদানপ্রদান নাই। প্রত্যেকেরই "ঘানা" (ঘানিগাছ) আছে। সকলেই মহারাষ্ট্রীয় তন্ত্র পরিচ্ছদধারী। স্ত্রীরা অতি সুন্দরী। ইহারা মাথায় ফুল পরে না। নারিকেল, তিল, চীনের বাদাম, সর্ষপ প্রভৃতির তৈল ভাঙ্গে। ইহারা স্মার্ত্ত। গণপতি, মারুতি প্রভৃতি ইহাদের গৃহদেবতা। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে। সন্তান জন্মের পর পঞ্চম দিনে

ইহারা 'সট্‌বাই' (ষষ্ঠী) দেবীর পূজা করে, ১২ বা ১৩ দিনে নব শিশুর নাম করণ করে। স্ত্রীদিগের রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ হয়, কিন্তু পুরুষের ২০।২৫ বৎসর বয়স না হইলে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। ইহারা শবদাহ করে, দশাহ অশৌচ লয়। কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শকট-চালক, মজুর, কৃষক ইত্যাদি হইয়াছে। মদ্য, মৎস্য ও মাংস ইহারা অবাধে ব্যবহার করে। আহ্মদনগর জেলায় তেলিরা কুণবির অংশ বলিয়াই বোধ হয়। তৈলকারের ব্যবসায় অবলম্বন করায় ইহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহাদের মধ্যে দিবাকর, দোলসে, গাইকোবাড়, লোখণ্ডে, মজর, সৈজন্দার, কাঠেবাড় ও বলমুঞ্জকর এই কয়টী বিভাগ আছে। এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের বিবাহাদি হয় না। আহ্মদনগরের অন্তর্গত সোনারী নামক স্থানের ভৈরব, নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরের দেবী, পুণার অন্তর্গত জেজুরীর খণ্ডোবাদেব এবং সাতারার অন্তর্গত সিগনা পুরের মহাদেব ইহাদের মধ্যে প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা শিখা ব্যতীত মস্তকের সমস্তাংশ মুণ্ডন করে, কিন্তু গোঁপদাড়ী রাখে। ইহাদের স্ত্রীরাও মাথায় ফুল পরে না। ইহারা অম্ল দ্রব্য খাইতে ভালবাসে। পুরুষেরা চন্দন ও স্ত্রীরা সিন্দুর নিত্য ব্যবহার করে। ইহারা পুণার তেলির ন্যায় ব্যবসায় করে। যোশী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা বৈষ্ণব।

দাক্ষিণাত্যের তেলিরা সাধারণতঃ সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখায় না এবং প্রাণান্তেও ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করে না, কেবল পুণা জেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহাও খুব অল্প।

তেলিচেরি [তল্লচেরি দেখ।]

তেলিয়াগড়ী [তিলিয়াগড়ী দেখ।]

তেলিয়াগর্জ্জন (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Dipterocarpus costalus.)

তেলু (পুং) নৃপভেদ। দেশে রাজন্যাদিত্বাৎ তৈলু-বুঞ্। তৈলবক — তেলুনৃপবিষয়।

তেলেনা, নে, তে, তেরে ইত্যাদি কতকগুলি আলাপের বোল লইয়া যে গান করা যায়, তাহাকে তেলেনা কহে।

তেবন (ক্লী) তেব ভাবে ল্যুট্। ১ ক্রীড়া। আধারে ল্যুট্। ২ কেলিকানন, প্রমোদকানন।

তেবার [তেওয়ার দেখ।]

তেশিরা (দেশজ) ত্রিশিরা, তিন শির বিশিষ্ট।

তেশিরাপাতী (দেশজ) এক প্রকার পাতী ঘাস, তিন শিরযুক্ত পাতঘাস। (a species of Cyperus)

তেশূল (দেশজ) ত্রিশূল।

তেষট্‌ (দেশজ) ত্রিষষ্টি, ৬৩, তিন অধিক ষাইট্।

তেসরা (দেশজ) মাসের তৃতীয় দিবস।

তেসূতী (দেশজ) বস্ত্রবিশেষ।

তেহরী (ওর্ছা বা উর্চ্ছারাজ্য) বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৪° ২৬´ হইতে ২৫° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ ৩০´´ হইতে ৭৯° ২৩´ পূঃ। ইহার উত্তরে ঝান্সি জেলা, পূর্ব্বে বিজাবর, চর্খারি ও গরৌলি রাজ্য, দক্ষিণে ললিতপুর, বিজাবর ও পন্নারাজ্য এবং পশ্চিমে ঝান্সি ও ললিতপুর জেলা। ভূপরিমাণ প্রায় ২০০০ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা তিনলক্ষের অধিক।

এই রাজ্যের প্রধান নগর ও বর্ত্তমান রাজধানী তেহরী এবং প্রাচীন রাজধানীর নাম উর্চ্ছা। উভয় রাজধানীর নামানুসারে কেহ তেহরী, কেহ বা উর্চ্ছা রাজ্য বলিয়া অভিহিত করে। তেহরীনগর রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ও উর্চ্ছা-নগর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে তিকমগড় নামে একটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে, তদনুসারে রাজধানী ও রাজ্য সময় সময় তিকমগড় নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই রাজ্যের অধিকাংশই গিরিজঙ্গল। যেথানে গ্রাম সেইখানেই একত্র বেশী লোকের বাস দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে গভীর জঙ্গল থাকায় চোর ডাকাতের পক্ষে বড় সুবিধা। বিশবর্ষ পূর্ব্বে এখানে ডাকাতের বড়ই উৎপাত ছিল, গ্রাম-বাসী ও পথিকদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

এখানে মোটামুটী চাষ বাস হয়, কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ নয়। প্রতি গ্রামেই একজন মণ্ডল থাকেন, তিনিই এক প্রকার ভূস্বামী। প্রজাদিগের অভাব হইলে তিনি টাকা অথবা বীজ যোগাইয়া থাকেন, পরে ফসল হইলে তাহার একটা অংশ পান। এজন্য অজন্মার বৎসরেও কৃষকদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয় না।

মধ্যভারতে যতগুলি বুন্দেলারাজ্য আছে, তন্মধ্যে উর্চ্ছা-রাজ্য সর্ব্ব প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান। সকল বুন্দেলাসর্দার পেশবার অধীনতা স্বীকার করিলেও উর্চ্ছারাজ কখন অবনতশির হন নাই। এজন্য এখনও বুন্দেলাসমাজে উর্চ্ছারাজ সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন।

উর্চ্ছা বা তেহরীর রাজগণ বুন্দেলারাজপুত। তাঁহারা আপনাদিগকে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন।

লালকবি রচিত ছত্রপ্রকাশ নামক হিন্দীকাব্যে বুন্দেলা-রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বুন্দেলা-কুলগৌরব মহারাজ ছত্রশালের সময় রচিত হয়। রামচন্দ্রের পর হইতে ছত্রশাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে নাম পাওয়া যায়। ছত্রপ্রকাশে লিখিত আছে, এই বংশীয় গজরথ গয়ায়, বলদেওরথ প্রয়াগে এবং ইন্দ্রদমন জগন্নাথে অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৩৪শ পুরুষে করমসহায় বারাণসী অধিকার করেন এবং তাঁহার অধস্তন ২৬শ পুরুষ রাজা প্রতাপরুদ্র উর্চ্ছানগরী স্থাপন করেন। ইনি আপন প্রিয়পুত্র মধুকর শাহকে রাজ্য দিয়া যান।

মধুকর ন্যায়পর, উদারপ্রকৃতি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবি কেশবদাস সনাঢ্যমিশ্র ও মহিলাকবি পরবীণ রাই পাতুরী মধুকরের সভা উজ্জ্বল করেন। মধুকরের পর তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎসিংহ উর্চ্ছারাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনিও একজন সুকবি ছিলেন, ইহার হিন্দি কবিতায় 'ধীরাজ-নরিন্দ' ভনিতা আছে। ইনি কোকিলকণ্ঠী পরবীণ রাই পাতুরীকে বড় ভাল বাসিতেন। সম্রাট্ অকবর পরবীণের মনোহারিণী কবিতা শুনিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চান। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ পরবীণকে পাঠাইতে অসম্মত হন। তাহাতে অকবর ক্রুদ্ধ হইয়া এককোটী টাকা জরিমানা করেন। কবি কেশবদাস দিল্লীতে গিয়া রাজা বীরবলকে 'দিয়ো করতারো হুঁহুঁ করতারী' ইত্যাদি কবিতা শুনাইয়া মুগ্ধ করেন। সেই কবিতার গুণে বীরবল ইন্দ্রজিৎকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি করিলেন।

তৎপরে নরসিংদেব রাজা হন। ইহার পরবর্ত্তী তিন রাজার সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তার পর সুপ্রসিদ্ধ ছত্রশালের পিতা চম্পটিরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় শাহজহান্ দুইবার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে সময় অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট্ হইবার চেষ্টা করেন, সেই সময় রাজা চম্পটিরায় ও তাঁহার প্রিয়পুত্র ছত্রশাল অরঙ্গজেবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অরঙ্গজেব সম্রাট্পদ লাভ করিলে পর সেই উপকার ভুলিয়া যান। চম্পটিরায়ের মৃত্যুর পরই অরঙ্গজেব বুন্দেলাদিগকে মুসলমান করিবার জন্ত বুন্দেলখণ্ডে একদল সৈন্ত প্রেরণ করেন। এ সময় ছত্রশাল জয়পুররাজের পক্ষে দক্ষিণাপথে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং অরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে বুন্দেলখণ্ডের পুনরুদ্ধার করিলেন। দতিয়া, সম্পতার, ঝান্সি ও রেবার কিয়দংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার সময় স্বাধীন বুন্দেলখণ্ডের আয় প্রায় ২ কোটী টাকা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা বুন্দেলখণ্ড রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন। সেই সঙ্গে তেহরী রাজ্যের আরও অনেক কমিয়া যায়।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তেহরীরাজের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের সর্ব্বপ্রথম সম্বন্ধ ঘটে। তেহরীরাজ বৃটীশের মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীগণ প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাদের দমনের জন্ত তেহরীরাজ বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত তেহরীরাজ্যের এক সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি মিত্ররাজ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তেহরীরাজ বিক্রমজিৎ মহেন্দ্র মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্‌কে নজর দিয়া বলিয়াছিলেন, "উর্চ্ছারাজ এই প্রথম অপর রাজের প্রাধান্ত স্বীকার করিলেন।" ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমজিতের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বেই তৎপুত্র ধরমপালের মৃত্যু হইয়াছিল, এখন বিক্রমজিতের ভ্রাতা তেজসিংহ রাজা হইলেন। তেজসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরজন সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সময় ধরমপালের পত্নী তারাইরাণী অপর একজনকে দত্তকগ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সুরজন সিংহকেই দত্তক স্বীকার করিলেন এবং তারাইরাণী বালকরাজের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন। তারাইরাণীর যত্নে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উর্চ্ছারাজ্য হইতে সতীদাহপ্রথা উঠিয়া যায়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি বৃটীশগবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তেহরীরাজ প্রতি বর্ষে ঝান্সিকে ৩০০০৲ টাকা দিতেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের পর ঝান্সি বৃটীশ অধিকারে আসিলে বৃটীশগবর্মেণ্ট ঐ তিন হাজার টাকা ছাড়িয়া দেন। এই সময় মোহনপুরের রাজস্ব ২০০৲ টাকাও ছাড় হয়।

সুরজনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবাপত্নী সর্দ্দারগণের ইচ্ছানুসারে হামীরসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হামীরসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ মহেন্দ্র প্রতাপসিংহ রাজা হইলেন। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'সবাই' উপাধি লাভ করেন।

তেহরীরাজ ১৫টী সারতোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহার ৪৪০০ পদাতি, ২০০ অশ্বারোহী, ৯০টা কামান ও ১০০ গোলন্দাজ আছে। রাজ্যের আয় ৯ লক্ষ টাকা।

তেহাই (দেশজ) এক তৃতীয়াংশ।

তেহাজা (দেশজ) তিনহাত দীর্ঘ বা প্রস্থ।

তেহাত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩, তিন অধিক সত্তর।

তেহারা (দেশজ) ১ তিনগুণ, তিন থাক।

তৈকায়ন (পুং) তিকস্ত ঋষেঃ গোত্রাপত্যং তিক্‌-ফক্‌। তিক ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈকায়নি (পুং স্ত্রী) তিকস্ত ঋষেঃ গোত্রাপত্যং তিক-ফিঞ্‌। তিক ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈকায়নীয় (পুং) তৈকায়নিঃ তস্ত অপত্যং যুবা তৈকায়নি-ছ। তৈকায়নির যুবা অপত্য।

তৈক্ষ্ণায়ন (পুং) তীক্ষ্ণস্ত ঋষেঃ গোত্রাপত্যং। তীক্ষ্ণ-ফঞ্‌। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্‌। পা ৪।১।১১০) তীক্ষ্ণঋষির গোত্রাপত্য।

তৈক্ষ্ণ্য (ক্লী) তীক্ষ্ণস্ত ভাবঃ তীক্ষ্ণ-ষ্যঞ্‌। ১ তীক্ষ্ণতা। ২ কঠোরতা। ৩ ক্রূরতা।

"দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।১৬৩)

'মাৎসর্য্যং ধর্ম্মানুৎসাহাভিমানকোপক্রৌর্য্যাণি ত্যজেৎ' (কুলূক)

তৈগ্ম্য (ক্লী) তিগ্মস্ত ভাবঃ তিগ্ম-ষ্যঞ্‌। তিগ্মতা, প্রখরতা।

তৈজনিত্বচ্‌ (স্ত্রী) একপ্রকার ক্ষুদ্র বীণা।

"সারাত্তিমপবাধতাং বিবস্তং তৈজনিত্বক্‌" (লাট্যায়নশ্রৌ° ৪।২।৯)

তৈজস (ক্লী) তেজসো বিকারঃ তেজস্‌-অণ্‌। ১ ঘৃত। ২ ধাতুদ্রব্য মাত্র।

"তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্তাশ্মময়স্ত চ।" (মনু ৫।১১১)

৩ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।১০৩) ৪ সাংখ্যোক্ত রজোগুণোৎপন্ন একাদশেন্দ্রিয়াদি।

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকারাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসস্তৈজসাদুভয়ং॥" (সাংখ্যকা° ২৫)

বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশক, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়, তামস হইতে তন্মাত্র, তৈজস হইতে এই উভয়ই প্রবর্ত্তিত হয়। অহঙ্কারের যখন সাত্ত্বিকাংশ প্রবল হইয়া রজ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন তাহার বৈকৃত সংজ্ঞা হয় এবং তাহাকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার বলা যায়। এই বৈকৃত (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্ম ইন্দ্রিয় সকলের সত্ত্বাংশ অধিক হওয়ায় নিজ বিষয় সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তামস ভূতাদি হইতে তন্মাত্র অর্থাৎ যখন তম দ্বারা সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারকে তামস কহে। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই তামস অহঙ্কারের ভূতাদি সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই ভূতাদি হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজস হইতে এই উভয়ই অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রজদ্বারা সত্ত্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারই তৈজস সংজ্ঞা লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক অহঙ্কার যখন বৈকৃত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করে, তখন তৈজস অহঙ্কারের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। সাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়, তৈজস অহঙ্কারের সহিত মিলিত না হইলে ইহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্ত তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপাদন করে। এই প্রকার ভূতাদি তামস অহঙ্কার নিষ্ক্রিয়, তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া তন্মাত্র সকলকে উৎপাদন করে। এইজন্ত তৈজস হইতেই এই উভয়ই একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজসই একমাত্র ইহাদের উৎপত্তির কারণ। তৈজসের সাহায্য ব্যতীত সত্ত্ব ও তম কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। (সাংখ্যদ°) (পুং) ৫ সূক্ষ্ম শরীর ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্ত।

"এতদ্ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্তং তৈজসো ভবতি তেজোময়ান্তঃকরণোপহিতত্বাৎ।" (বেদান্তসা°) ৬ সুমতিপুত্র।

"তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৬ অ°)

তৈজসাবর্ত্তনী (স্ত্রী) আবর্ত্ততেঽত্র আবৃত-ল্যুট্‌ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌, তৈজসানাং আবর্ত্তনী। মূষা, ধাতুদ্রব্য গলাইবার পাত্র, মুচী।

তৈজসী (স্ত্রী) গজপিপ্পলী, গজপিপুল।

তৈতল (পুং) ঋষিভেদ। তস্ত গোত্রাপত্যং তিকা° ফিঞ্‌। তৈতলায়নি, তৈতল ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈতিক্ষ (ত্রি) তিতিক্ষা শীলমস্ত, তিতিক্ষা ছত্রাদিত্বাৎ ণ। তিতিক্ষাশীল।

তৈতিক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তিতিক্ষস্ত ঋষেঃ গোত্রাপত্যং গর্গা° যঞ্‌। তৈতিক্ষ ঋষির গোত্রাপত্য। তৈতিক্ষ্যস্ত ছাত্রাঃ কণ্বা° অণ্‌ যঞো লোপঃ। তৈতিক্ষ্য ঋষির ছাত্রগণ।

তৈতির (পুং স্ত্রী) তৈত্তির পৃষো° সাধুঃ। তিত্তির পক্ষী, তিতিরী পাখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌।

তৈতিল (পুং) ১ গণ্ডক, গণ্ডার। (ক্লী) ২ জ্যোতিষোক্ত বব, বালব প্রভৃতি একাদশ করণান্তর্গত চতুর্থ করণ। তৈতিলকরণে বালকের জন্ম হইলে কলাপটু, ললনাভিলাষী, কন্দর্পনির্জ্জিত রূপবান্‌, বক্তা, গুণজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মকুশল ও সুশীল হয়।

"কলাসু দক্ষো ললনাভিলাষী সুমূর্ত্তিসর্জ্জিতকামদেবঃ।
বক্তা গুণজ্ঞঃ কুশলঃ সুশীলশ্চেত্তৈতিলাখ্যং করণং প্রসূতৌ॥"

(কোষ্ঠীপ্র°)। ৩ দেবতা। "শক্তিসদৃশেন দানেনাবাধিত ধরণীতলতৈতিলগণঃ" (দশকুমারচ°)

তৈতিলন্‌ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের প্রবরভেদ।

তৈত্তির (ক্লী) তিত্তিরীণাং সমূহঃ তিত্তির-অঞ্‌ (অনুদাত্তাদেরঞ্‌। পা ৪।২।৪৪)। তিত্তিরিপক্ষীসমূহ। তিত্তির স্বার্থে অণ্‌। ১ তিত্তিরপক্ষী। ২ গণ্ডক।

তৈত্তিরি (পুং) ১ কুক্কুরবংশ্য নৃপভেদ। ২ ঋষিভেদ, এই ঋষি কৃষ্ণ যজুর্বেদপ্রবর্ত্তক।

তৈত্তিরীয় (পুং) তিত্তিরিণা প্রোক্তং অধীয়তে ছন্। তিত্তিরি-প্রোক্ত শাখাধ্যায়ী সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

তৈত্তিরীয় নামের বিষয় ভাগবতাদি পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।—একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যগণকে যাগানুষ্ঠানের আদেশ করেন। শিষ্যমধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অসম্মত হইলে বৈশম্পায়ন বলেন, 'তুমি আমার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ কর।' যাজ্ঞবল্ক্য 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া পূর্ব্বশিক্ষিত বচনগুলি বমন করেন। অন্যান্য শিষ্যেরা সেই বমিত বচন তিত্তিরীপক্ষী রূপ ধরিয়া গ্রহণ করায় তাহার এই নাম হইয়াছে। [যজুর্ব্বেদ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তৈত্তিরীয়ক (পুং) তৈত্তিরীয় স্বার্থে কন্। তিত্তিরি ঋষি-কথিত শাখাধ্যায়ী।

তৈত্তিরীয়া (স্ত্রী) তিত্তিরিণা প্রোক্তা ছন্ টাপ্। যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। [যজুর্ব্বেদ দেখ।]

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ (ক্লী) কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবিশেষ, এই ব্রাহ্মণ বিবিধ সদুপদেশপূর্ণ। [যজুর্ব্বেদ দেখ।]

তৈন্তিড়ীক (ত্রি) তিন্তিড়িকেন সংস্কৃতং কোপধত্বাৎ অণ্। ১ তিন্তিড়ীক সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি। তস্য বিকারঃ বিকারার্থে অণ্। ২ তিন্তিড়ীক বিকার।

তৈনাত (আরবী) নিযুক্ত লোক।

"তবে তাথু কাবাৎ তৈনাত চলে তেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগরা॥" (শ্রীধর্ম্মম° ২।১৭৭)

তৈনিতি (আরবী) যাহাকে বিশেষ কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। গোমস্তার প্রার্থনামত সদরকাছারী হইতে যে লোক মফঃস্বলে প্রেরিত হয়, তাহাকে তৈনিতি কহে।

তৈমির (পুং) তিমিরমেব অণ্। নেত্ররোগভেদ। [তিমির দেখ।]

তৈমিরিক (ত্রি) তৈমিরো রোগোঽস্ত্যস্য ঠন্। তিমিররোগযুক্ত। "ন বাবয়েত্তৈমিরিকোর্দ্ধবাতগুল্মোদরপ্লীহমিশ্রমার্ত্তান্" (সুশ্রুত)

তৈমুর, [আমীর তৈমুর দেখ।]

তৈয়ার (হিন্দী) প্রস্তুত।

তৈয়ারী (হিন্দী) প্রস্তুত।

তৈর (ক্লী) তীরে ভবঃ অণ্। কুলথ।

তৈরণী (স্ত্রী) তীরে নয়তি নম-ড, ততঃ স্বার্থে অণ্ স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তৃণবিশেষ, পর্য্যায় তৈরণ, তৈর, কুন্তী, স্রাবন। ইহার গুণ শিশির, তিক্ত, ব্রণনাশক, অস্রবর্দ্ধন। (রাজনি°)

তৈরশ্চ (ত্রি) তিরশ্চামিদং তির্য্যচ্-অণ্ তস্য তিরশ্চাদেশঃ। তির্য্যগ্জাতিসম্বন্ধীয়।

তৈর্থ (ত্রি) তীর্থে দীয়তে কার্য্যং বা যুষ্টাদিত্বাৎ অণ্। ১ তীর্থে দেয়। ২ তীর্থকার্য্য। ৩ তীর্থরূপ আয়তন হইতে আগত দ্রব্যাদি।

তৈর্থক (ত্রি) তীর্থে দেশে ভবঃ ধূমাদি° বুঞ্। তীর্থদেশভব।

তৈর্থিক (ত্রি) তীর্থং সিদ্ধান্তনিশ্চয়ং নিত্যং অর্হতি ছেদাদি° ঠঞ্। ১ তীর্থসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ, শাস্ত্রকার, কপিল কণাদাদি। তীর্থং বেত্তি ঠঞ্ বা। ২ সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ। তীর্থে ভবঃ ঠঞ্। ৩ তীর্থভব।

তৈর্থ্য (ত্রি) তীর্থ সকাদিত্বাৎ ণ্য। তীর্থ সমীপাদি।

তৈর্য্যগয়নিক (ত্রি) তিরশ্চাং অয়নং সত্রভেদঃ তদেব ঠঞ্। সত্রভেদ, যজ্ঞবিশেষ। "অষ্টাদশভির্য্যগয়নাদিত্যাঃ সংবৎসর এব তৈর্য্যগয়নিকো ভবতি" (শ্রুতি)

তৈর্য্যগ্যোন (ত্রি) তির্য্যগ্যোনেরিদং অণ্। তির্য্যগ্যোনি পশু প্রভৃতির সর্গভেদ।

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥"
(সাংখ্যকা° ৫৩)

তির্য্যগ্যোনি পঞ্চবিধ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরভূত সকল। তত্র ভবঃ অণ্। তির্য্যগ্যোনিভব, তির্য্যগ্-যোনি হইতে যাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈর্য্যগ্যোন্য (ত্রি) তির্য্যগ্যোনেরিদং ষ্য। পশু পক্ষী প্রভৃ-তির সর্গভেদ।

তৈল (ক্লী) তিলস্য তৎসদৃশস্য বা বিকারঃ অঞ্। তিল সর্ষপাদিজনিত স্নেহ দ্রব্যভেদ।

"তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তত্তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাত্তিলসম্ভবং॥" (ভাবপ্র°)

বৈদ্যক মতে, তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায়। কিন্তু তিল হইতে যে স্নেহ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে তৈল বলা হয়। তিলের ন্যায় অন্যান্য স্নেহরসপ্রদায়ী বীজনির্য্যাসকেও সামান্যতঃ তৈল বলা হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ-বীজোৎপন্ন তৈল ব্যতীত কতকগুলি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কাণ্ড হইতে, কতকগুলির কাষ্ঠ হইতে, কতক-গুলি তৃণের পত্র ও মূল হইতেও তৈলবৎ নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহাও তৈল নামে কথিত হয়। জীবদেহ হইতে বসা ভিন্ন এক প্রকার তৈলবৎ রস পাওয়া যায়, তাহারও নাম তৈল। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা ও পর্ব্বতগহ্বরেও তৈলবৎ অতি তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাও তৈল নামে অভিহিত হয়।

তৈল জল অপেক্ষা গাঢ়, জলের সহিত কোন রূপে মিশ্রিত হয় না এবং স্নিগ্ধ, চিক্কণ ও মেদযুক্ত। যাহা জলের সহিত সর্ব্বাঙ্গীনরূপে মিশ্রিত না হয়, এইরূপ উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও মৃত্তিজ রসকেই সামান্যতঃ তৈল বলা হয়। ইহা কাগজে পড়িলে কাগজে শুষিয়া লয় এবং ইহাকে কতকটা স্বচ্ছ করিয়া তুলে।

তৈলের ব্যবহার নানারূপে হয়। আহার্য্য দ্রব্যে, গাত্র-মর্দ্দনে, ঔষধরূপে, নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতে ও আলোক উৎপাদনে তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মানুষের পক্ষে ধান্য, গম, ছোলা, ভুট্টা, কাঙ্গনি প্রভৃতি প্রধান আহার্য্য শস্যের পরই বোধ হয় তৈল বা তৈলাক্ত দ্রব্যের আবশ্যক হয়। তৈলকর দ্রব্য, তৈলজ দ্রব্য ও তৈল ব্যবসায়ের সর্ব্ব প্রধান দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। নানাবিধ তৈল এদেশে আমদানীও হয়, আবার এদেশ হইতেও রপ্তানী হয়।

তৈলের অবস্থা ভেদে তৈল দুই প্রকার—উদ্বায়ু (বায়ু-পরিণামী) ও স্থির তৈল।

১। উদ্বায়ু তৈল।—প্রায় জলের ন্যায় তৈল অতিশয় দাহ্য, তীব্রগন্ধ ও তীক্ষ্ণস্বাদ, সুরাসারে ইহা মিশিয়া যায়, জলে ভাল মিশে না, কাগজে পড়িলে ও উবিয়া গেলে কোন দাগ থাকে না। যদি উবিয়া গেলেও কাগজে দাগ থাকে, তবেই বুঝা যায় যে তৈলে ভেজাল মিশ্রিত আছে। উদ্ভিজ্জতৈল ভিন্ন অন্য কোন তৈল প্রায়ই উদ্বায়ু হয় না। সাধারণতঃ দ্রব্যাদি চুঁয়াইয়া উদ্বায়ু তৈল বাহির করিতে হয়। এই শ্রেণীর তৈলের কতকগুলি একবারে এত পাতলা হয় যে, হাতে লাগাইলেও তৈল বলিয়া বোধ হয় না। কমলানেবু, নেবু প্রভৃতির তৈলই এইরূপ। দারুচিনি, জয়ত্রী, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতির তৈল অপেক্ষাকৃত গাঢ়, জায়-ফলের তৈল, মরিচের তৈল প্রভৃতি জমিয়া মাখনের মত হইয়া যায়। পিপারমেণ্ট, মর্জোরম প্রভৃতির তৈল মৃদু উত্তাপে স্বচ্ছ দানা বাঁধিয়া যায়। উদ্বায়ুতৈলের পাত্রের আবরণ খুলিয়া উত্তাপ দিলে ইহা উবিয়া যায় ও সেই স্থানের বায়ুরাশিতে তাহার গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু পাত্রে আবরণ দিয়া উত্তাপ দিলে অতিবিলম্বে উবিয়া যায়, রং বদলাইয়া কাল হইয়া উঠে, গন্ধহীন হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ তৈলে প্রায় গ্যাস হয় না, কিন্তু জলাদি মিশ্রিত থাকিলে হয়।

২। স্থির তৈল (অর্থাৎ যাহা উত্তাপে উবিয়া না যায়), স্বভাবতঃ তরল বা উত্তাপে তরল হয়, স্নিগ্ধ, চিক্কণ ও মেদযুক্ত, অতিদাহ্য, মৃদু স্বাদ, ৬০০ ডিগ্রির কম উত্তাপে ফুটিয়া উঠেনা, জলে মিশে না, সুরাসারেও ভাল মিশে না, কাগজে লাগিলে দাগ থাকিয়া যায়।

স্থির তৈলে অঙ্গারক, উদজন ও অম্লজন আছে। বিশ্লেষণ করিলে তৈলে বিবিধ পদার্থ পাওয়া যায়, তৈলের তরলাংশকে পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্‌গণ Oleum বা (liquid portion of oil) বা তৈলসার বলে, ইহার স্বচ্ছ ও চিক্কণাংশকে margarine (a pearl-like substance in some oil) বা তৈলমৌক্তিক বলে। প্রাণীজতৈলে, বীজোৎপন্নতৈলেও জলপাই জাতীয় ফলের তৈলাদিতে Stearine (a proximate principles of fat) বা বসার গাঢ় অংশবৎ আর এক উপাদান পাওয়া যায়।

তৈলের ব্যবহার অনেক। সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিতে, দীপে পুড়াইতে, কলকব্জার সর্ব্বদা ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় নিবারণ করিতে, পশম প্রস্তুত করিতে, রং ও বার্ণিস প্রস্তুত করিতে, ব্যঞ্জনাদি, ঔষধে, ছাপিবার কালি প্রস্তুতে, ফলাদির আচার প্রস্তুত করিতে, কেশদেহাদির সংস্কারে এবং সুগন্ধি তৈল ও আতরাদি প্রস্তুত করিতে তৈলের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মৃত্তিজ তৈল (মেটে তৈল) তুরুস্কাধীন আরবে, উত্তর পারস্যের বাকটু নামক স্থানে, উত্তর ভারতে, চীনে ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। এক ব্রহ্মদেশেই প্রতি বৎসর প্রায় ২৪ হাজার মণ মেটেতৈল উৎপন্ন হয়। এই তৈল হইতে ছয় প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকার তুষারশ্বেত কঠিন মোম ও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মতে, সকল তৈলই বায়ুনাশক, কিন্তু তিলোদ্ভব তৈল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পর্য্যায়—ম্রক্ষণ, স্নেহ, অভ্যঞ্জন। (হেম)

তৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, গ্রাম্যধর্ম্মের উত্তেজক, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাশী, তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতাসম্পাদক, মেধা, শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিহিতকর, মূত্ররোধক, লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাৎ কষায়, পাচক, বাতশ্লেষ্মা ও কৃমি-নাশক, যোনিশূল, শিরঃশূল ও কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভা-শয়ের শোধনকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, দুর্ভগ্ন, মৃগব্যালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, এই সকল এবং পরিষেচন, মর্দ্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই প্রশস্ত।

বস্তিক্রিয়ায়, পানে, নস্যে, কর্ণরন্ধ্রপূরণে, অন্নপানের সংযোগে ও বায়ুশান্তির নিমিত্ত তৈল ব্যবহার করা যায়।

সর্ষপতৈল—অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, কটুবিপাক,

লঘু, রুক্ষতাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্ত-প্রকোপক এবং কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কৃমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। কৃষ্ণ, শ্বেত সর্ষপ (রাই সরিষা) হইতে উৎপন্ন তৈলও উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, অধিকন্তু মূত্রকৃচ্ছ্রোৎপাদক।

এরণ্ডতৈল—মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কটু ও পশ্চাৎ কষায়, সূক্ষ্ম, নাড়ীশোধনকর, ত্বকের হিতকর, বৃষ্য, পাকে মধুর ও বয়ঃস্থাপক। (যাহার ব্যবহারে শরীর শীঘ্র জীর্ণ হয় না), যোনি এবং শুক্রের শোধনকর, আরোগ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি ও বলোৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষনাশক।

নিম্ব, অতসী, শণ, কুসুম্ভ, মূলক, দেবতাড়, কৃতবেধন (ঘোষাফল), অর্ক, কাম্পিল্ল, হস্তিকর্ণ (সাল), পৃথ্বিকা (বড় এলাইচ), পীলু, করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু, সর্ষপ, সুবর্চলা (তিসি), বিড়ঙ্গ, জ্যোতিষ্মতী এই সকল বীজ ও ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু অথচ অনুষ্ণবীর্য্য, রসে ও পাকে কটু, সারক এবং বাতশ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের নিবৃত্তিকর।

শণবীজের তৈল—বাতঘ্ন, মধুর, বলকারক, কটুপাক, চক্ষুর অহিতকর, স্নিগ্ধোষ্ণ, গুরুপাক এবং পিত্তকর।

ইঙ্গুদীতৈল—কৃমিঘ্ন, ঈষৎ তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক এবং দৃষ্টি, শুক্র ও বলক্ষয়কর।

কুসুমবীজের তৈল—পরিপাকে কটু, সকল দোষের বর্দ্ধক, রক্তপিত্তজনক, তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গলা জ্বলে)।

কিরাততিক্ত (চিরেতা), তিনিশ, বিভীতক, নারিকেল, কোল, পীলু, জীবন্তী, পিয়াল কর্ব্বদার, সূর্য্যবল্লী, ত্রপুস, এর্ব্বারুক, কর্কারুক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল মধুর বীর্য্য ও পাকে মধুর, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, শীতবীর্য্য, চক্ষুর অহিতকর, মলমূত্রজনক ও অগ্নিমান্দ্যকর। মধুক, গম্ভারী ও পলাশের তৈল মধুর, কষায় ও কফ পিত্তের শান্তিকর।

তুবরক এবং ভল্লাতকতৈল—উষ্ণ, মধুর, কষায়, পশ্চাৎ তিক্ত, কটু, কফ, কুষ্ঠ, মেদ, মেহ ও কৃমিনাশক এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের দোষহারী।

সরল, দেবদারু, গণ্ডীর, শিংসপা ও অগুরু ইহাদিগের সারের তৈলের গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, দূষিত ব্রণের শোধনকর, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর।

তুম্বী, কোষাম্র, দন্তী, দ্রবন্তী, শ্যামা, সপ্তলা, নীলি, কম্পিল্ল এবং শঙ্খিনী ইহাদিগের তৈল তিক্ত, কটু, কষায়, শরীরের অধোভাগের দোষনাশক। কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর এবং দূষিত ব্রণের শোধনকর।

যবতিক্ত তৈল—সকল দোষের শান্তিকর, ঈষৎ তিক্ত, অগ্নিদীপ্তিকর, লেখন, পথ্য, পবিত্র ও রসায়ন।

ত্রৈকৈষিকা (বকপুষ্প) তৈল মধুর, অতি শীতল, পিত্তশান্তিকর, বায়ুপ্রকোপক ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

আম্রবীজতৈল—ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাতশ্লেষ্মা শান্তিকর, রুক্ষ, মধুর, কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর।

যে সকল ফলের তৈলের উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের গুণ—তৈলের ন্যায় বায়ুশান্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কার্য্যকারী ও সেইরূপ গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের তৈলত্ব স্বীকার করা যায়।

বাগ্‌ভট বলেন যে যে দ্রব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই তৈল সেই দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে। অতএব যে সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না, তাহাদের গুণ স্বীয় স্বীয় উপাদান কারণের গুণানুযায়ী বুঝিতে হইবে। তৈলাভ্যঙ্গ গুণ শরীর আর্দ্র হয়, কফ ও বায়ু নষ্ট হইয়া ধাতু পুষ্টি, তেজ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পদতলেমর্দ্দন করিলে সুনিদ্রা হয়, এবং চক্ষুর হিত ও পাদরোগ নাশ হয়। কিন্তু কফরোগীর পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয়, লোমকূপে এবং শিরামুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে নাড়ী তৃপ্ত হয়। তৈল দ্বারা মস্তক আর্দ্র করিলে শিরঃশূল, মাংস লোলিত ও টাকরোগ হয় না। কেশ ঘন, শক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন ও মুখ শ্রীযুক্ত হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মর্দ্দনে সর্ষপতৈল প্রশস্ত।

তৈলপক্ক খাদ্যের গুণ—বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটু, উষ্ণ, বায়ু ও দৃষ্টির অহিতকর, পিত্তকর, এবং ত্বক্ দোষোৎপাদক। তৈলপক্ক মাংস উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও গুরুপাক। তৈলপক্ক মৎস্য মুখপ্রিয়, রুচিকর ও লঘুপাক।

তৈল পুরাতন হইলেই অধিক গুণবিশিষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ সুশ্রুত' দ্রব্যগু°)

প্রাতঃস্নান, (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) ব্রত, শ্রাদ্ধ, দ্বাদশী ও গ্রহণ দিনে তৈল মাখিতে নাই।

"প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (কর্ম্মলোচন)

এই বচনে তৈল নিষেধ। তিলতৈলপর, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে তিলতৈল গ্রহণ করিবে না।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।

অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঘৃত, সার্ষপ তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল ও পক্ব তৈল তৈলাভ্যঙ্গে ইহারা অদুষ্ট, অর্থাৎ পক্বতৈল, সর্ষপ তৈল প্রভৃতি ভ্রক্ষণে দোষাবহ নহে।

বার বিশেষে তৈল গ্রহণ ফল। রবিবারে হৃদয় বিনাশ, সোমে কীর্ত্তিলাভ, মঙ্গলবারে মৃত্যু, বুধবারে পুত্রলাভ, বৃহস্পতিবারে অর্থনাশ, শুক্রবারে শোক ও শনিবারে দীর্ঘায়ুঃ-লাভ হয়।

"অর্কে নূনং দহতি হৃদয়ং কীর্ত্তিলাভশ্চ সোমে

ভৌমে মৃত্যু র্ভবতি নিয়তং চন্দ্রজে পুত্রলাভঃ।

অর্থগ্লানি র্ভবতি চ গুরৌ ভার্গবে শোকযুক্তঃ

তৈলাভ্যঙ্গাৎ তনয়মরণং সূর্য্যজে দীর্ঘমায়ুঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ঘৃত অপেক্ষা তৈল মর্দ্দন করিলে ৮ গুণ অধিক ফল হয়।

"ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দয়েৎ নতু খাদয়েৎ।" (বৈদ্যক)

তৈলক (ক্লী) স্বল্পং তৈলং, অল্পার্থে-কন্। অল্পপরিমাণতৈল।

তৈলকন্দ (পুং) তৈলপ্রধানঃ কন্দঃ। কন্দবিশেষ, পর্য্যায়—দ্রাবককন্দ, তিলাঙ্কিতদল, করবীরকন্দসংজ্ঞ, তিলচিত্রপত্রক। ইহার গুণ লৌহদ্রাবী, কটু, উষ্ণ, বাত, অপস্মার, বিষ ও শোকনাশক। (রাজনি°)

তৈলকল্কজ (পুং) তৈলাৎ তিলসম্বন্ধিনঃ কল্কাজ্জায়তে জন-ড। তৈলকিট্ট, তেলের কাট-খৈল।

তৈলকার (পুং) তৈলং করোতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ; কলু, তেলী, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে কোটক-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুম্ভকারের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পর্য্যায়—ধূসর, চাক্রিক, তৈলী। (হেমচ°) যাত্রা-কালে এই জাতি দেখিলে অমঙ্গল হয়।

"দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরো বর্ত্মনি বর্ত্মনি।

কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং॥"

(ব্রহ্মবৈ° গণপতিখ° ৩৫ অ°)

তৈলকিট্ট (ক্লী) তৈলস্য কিট্টং ৬তৎ। তৈলমল, খলি, খৈল। পর্য্যায়—পিণ্যাক, খলি, তৈলকল্কজ। ইহার গুণ—কটু, গৌল্য, কফ, বাত ও প্রমেহনাশক। (রাজনি°)

তৈলকীট (পুং) কীটভেদ, তেলিনী কীট।

তৈলক্য (ক্লী) তিলকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা তিলক-যক্ (পত্যন্ত পুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) তিলকের ভাব বা তিলক কার্য্য।

তৈলঙ্গ (পুং) দেশবিশেষ, শ্রীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ, ত্রিলিঙ্গ দেশ।

"শ্রীশৈলংতু সমারভ্য চোলেশান্মধ্যভাগতঃ।

তৈলঙ্গদেশো দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

(শক্তিসঙ্গম)

এখানকার ভাষা ত্রিলিঙ্গ বা তেলগু। [ত্রিলিঙ্গ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তৈলঙ্গস্বামী, একজন মহাপুরুষ। ভারতবর্ষ মহাপুরুষ গণের লীলাভূমি। কত শত মহাত্মা এইদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী কাশী-ধামের এক অমূল্য রত্ন; ইহাকে দেখিলে আভ্যন্তরিক তামসিক ভাব সকল বিদূরিত হয়, এবং সাত্ত্বিক ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যাহারা ইহার সৌম্যমূর্ত্তি একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহারাই এই কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন, বিদেশীয় যাত্রিক ও সাধু সকল যেরূপ ভক্তি-সহকারে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকাদি দর্শন করিতেন, এই মহাত্মাকেও সেইরূপ ভক্তি সহকারে দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া বিমল অনির্ব্বচনীয় পবিত্র সুখ অনুভব করিয়াছেন।

আমাদের দেশে সাধু পুরুষদিগের জীবনী নিতান্ত অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী সম্বন্ধেও তাহাই, অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, এস্থলে তাহাই প্রকটিত হইল। এই মহাত্মার প্রকৃত নাম ত্রৈলিঙ্গস্বামী. ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিজনা গ্রাম নামক জনপদস্থিত হোলিয়া নগর ইহার জন্মস্থান। ১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম নৃসিংহ-ধর। নৃসিংহধর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, তাঁহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম ত্রৈলিঙ্গধর, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শ্রীধর। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ত্রৈলিঙ্গের পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার মাতা বিদ্যাবতী ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ত্রৈলিঙ্গ তাহার মাতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করি-তেন, এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন, এবং এই সময় মাতার নিকট কিছু কিছু যোগশিক্ষাও করিয়াছিলেন, ত্রৈলিঙ্গের বয়স যখন ৫২ বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পর তাহার মাতার যে স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হইয়াছিল, ত্রৈলিঙ্গ তথা হইতে আর বাটী প্রত্যাগমন করেন নাই। শ্রীধর ত্রৈলিঙ্গকে গৃহে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ত্রৈলিঙ্গ শ্রীধরকে এই বলিয়া বিদায় করেন, 'ভাই, আর কেন, মায়াময় সংসারে আর আমি

প্রবেশ করিব না, যাহা কিছু পৈতৃকসম্পত্তি আছে, স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।' শ্রীধর তথা হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তথায় ত্রৈলিঙ্গের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সুচারু রূপে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ত্রৈলিঙ্গধর সেইস্থানে মাতার উপদিষ্ট যোগ অভ্যাস করিয়া বিংশতি বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এই সময় পশ্চিম প্রদেশে পাতিয়ালারাজ্যে বাস্তরগ্রামে ভগীরথস্বামী নামে এক সুপ্রসিদ্ধ যোগী বাস করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে একদিন ত্রৈলিঙ্গধর তাঁহার নয়নপথে পতিত হন। ঐ স্থানে উভয়ের অনেক বাক্যালাপ হয়, অনন্তর কিছুদিন উভয়ে একস্থানে অবস্থিতি করেন। পরে তথা হইতে ভগীরথস্বামী তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুষ্করতীর্থে গমন করেন, উভয়ে এই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিত করায় ত্রৈলিঙ্গধর ভগীরথস্বামীর নিকট বিশেষরূপ যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। এইস্থানে ভগীরথস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইলে তিনি ত্রৈলিঙ্গধরকে গণপতিস্বামী বলিয়া অভিহিত করিতেন। পরে ইহারা নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া যখন ৺ কাশীধামে উপনীত হইলেন, তখন কাশীবাসী লোক সকল ইহাকে ত্রৈলিঙ্গস্বামী বলিয়াই আহ্বান করিত। কিছুদিন পরে ভগীরথস্বামী পুষ্করতীর্থেই দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ত্রৈলিঙ্গস্বামীও তীর্থপর্য্যটন মানসে উক্ত স্থান হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন, তথায় মহারাষ্ট্রদেশীয় অন্ধরাও নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিষ্য করেন। কার্ত্তিকমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে মহাসমারোহে একটী মেলা হয়, এই মেলায় বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। ত্রৈলিঙ্গস্বামীর স্বদেশবাসী কএকটী যাত্রীও এইখানে আসিয়াছিলেন, উহারা ত্রৈলিঙ্গস্বামীকে পুনরায় গৃহে যাইবার জন্য বারম্বার বিরক্ত করায় তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে সুদামাপুরীতে গমন করেন। পরে এই স্থান হইতে নেপালে গমন করিয়া কিছুকাল যোগাভ্যাস করেন। এখানেও লোকাধিক্য দেখিয়া তিব্বতে গমন করেন, তথা হইতে মানস সরোবরে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগাভ্যাস করেন। পরে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া নর্ম্মদানদীতটে গমন করিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে অনেক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। এই আশ্রমে খাকীবাবা একদিন যথা সময়ে নদীতটে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন নদী দুগ্ধ রূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলিঙ্গস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ত্রৈলিঙ্গস্বামীও প্রশান্ত মনে সেই দুগ্ধ পান করিতেছেন। খাকীবাবা এই স্থানে আসিলেই নদী দুগ্ধরূপ পরিহার করিয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং এই রাত্রে যোগাভ্যাসে না গিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথায় অন্যান্য মহাত্মাদিগের নিকট এই অভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সকলেই স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও একান্ত আস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামীজী এইস্থান হইতে প্রয়াগধামে কিছুকাল অবস্থিত করেন, তাহার পর ৺কাশীধামে আসিয়া অসীঘাটে তুলসীদাসের বাগানে গুপ্তভাবে বাস করিতে থাকেন। এই সময় ৺কাশীধাম নানাপ্রকৃতির অসৎলোকে পরিপূত ছিল না। তখনকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই সাত্ত্বিকস্বভাব ও ধার্ম্মিক ছিলেন। স্বামীজী তুলসীদাসের বাগানে অবস্থিতিকালীন মধ্যে মধ্যে লোলার্ককুণ্ডে গমন করিতেন। অনেক উৎকটরোগী রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে সেই উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া দিতেন। ক্রমে অনেক লোক আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহার তাৎকালিক অমানুষিক কার্য্যকলাপ অতীব আশ্চর্য্যজনক। তিনি কোন দিন শীতকালে দুঃসহশীত স্বত্বেও জলের মধ্যে অবস্থান করিতেন। আবার গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন সাধারণ লোক বাহির হইতে সাহসী হইত না, তখন তিনি অবলীলাক্রমে দুঃসহ উত্তপ্ত বালুকায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। কখন অন্বেষণ করিয়া আহারাদি করিতেন না। যখন কোন খাদ্য দ্রব্য কেহ মুখের নিকট ধরিত, অবাধে তৎসমুদায় তিনি খাইয়া ফেলিতেন। তাহাতে কোন জাতি বা পাত্রাপাত্র কিম্বা খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। লোকে কোন সময়ে তাহাকে ২০।২৫ সের পরিমাণ জিনিস খাওয়াইয়া দিল, আবার পরক্ষণেই যে যাহা দিল অনায়াসে তাহাও খাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন, কিন্তু এই স্থানে আসিয়া অবধি প্রায় কাহার সহিত আলাপ করিতেন না। তবে সময়ে সময়ে দুই একটী মাত্র কথা কহিতেন। শাস্ত্রের কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় উপস্থিত হইলে স্বামীজীকে মধ্যস্থ রাখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। যত্ন করিয়া তাহাকে যে খাদ্য দেওয়া যাইত, অম্লান বদনে তাহাই খাইয়া ফেলিতেন। ৺কাশীধামে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ লোক আসিয়া

থাকেন, একদিন কোন ধনবান্ ব্যক্তি ২০ ভরির স্বর্ণ-বলয় স্বামীজীর হস্তে পরাইয়া দেন, কতকগুলি দুষ্ট বুদ্ধি (কাশীর গুণ্ডা) লোক উহা লইবার মানসে স্বামীজীকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান হইলে লইবে, এই মনে করিয়া ৭।৮ বোতল মদ খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বামীজীর ইহাতে কিছুই হইল না। পরে স্বামীজী নিজ হস্ত হইতে এই স্বর্ণবলয় খুলিয়া তাহাদিগকে দেন।

স্বামীজী সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন, একদিন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নীত হন। সাহেব উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তুমি কাপড় না পড়িলে খানা খাওয়াইয়া দিব। স্বামীজী সাহেবকে এই কথায় বলেন যে, তুমি আমার খানা খাইলে আমি তোমার খানা খাইব ; সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার খানা কি রূপ। স্বামীজী এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তৎক্ষণাৎ মল ত্যাগ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাহেবের চৈতন্য হইল, তিনি স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিয়া যথেচ্ছা বেড়াইতে অনুমতি দিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী যখন কাশীধামে আসিয়া হিন্দুদেবদেবীর অসারত্ব প্রমাণ ও অযথা নিন্দাবাদ করিয়া সাধারণ লোক-দিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মত সাধারণে প্রচার করিতেছিলেন, অনেক লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বীয়ধর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল, দিন দিন দয়ানন্দের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, পরে স্বামীজীর শিষ্যগণ এই সংবাদ মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীকে নিবেদন করিল। স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়া তাহার শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হস্তে একটু কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, দয়ানন্দ এই কাগজ পাঠ করিয়া কাশী পরিত্যাগ করেন, কাগজে যাহা লেখা স্বামীজী ও দয়ানন্দ ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই।

১৮০৫ শতাব্দীতে ৮ কাশীধামে পঞ্চগঙ্গার গর্ভে তৈলঙ্গ-স্বামী "লাট" নামে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং ইহার কিছুকাল পরে পঞ্চগঙ্গার উপরে যে আশ্রমে বাস করিতেন সেই আশ্রমে মহাসমারোহে ত্রৈলিঙ্গে-শ্বর নামে আর একটী শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঙ্গল-প্রসাদ ঠাকুর ইহার সেবক নিযুক্ত হন। এই আশ্রমে স্বামীজীর একটী মূর্ত্তিও বিদ্যমান আছে। কাশীবাসী ও যাত্রিগণ এই মূর্ত্তি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী দেহত্যাগ করিবার ১৫ দিন পূর্ব্বে মৃত্যুর বিষয় সেবকগণকে জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, সে গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, পরে কালপূর্ণ হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমস্ত দরজা খুলিতে অনুমতি দিয়া বাহিরে আসিলেন, বাহিরে আসিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন পরে আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

শকাব্দা ১৮০৯ পৌষমাস শুক্লাএকাদশীর দিন সায়ংকালে স্বামীজী কলেবর ত্যাগ করেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর প্রকাশিত "মহাবাক্যরত্নাবলী" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবাক্য-রত্নাবলীতে নিম্নলিখিত উপদেশপূর্ণ বিষয়গুলি লিখিত আছে।

বন্ধনমোক্ষবাক্য, বিশ্বনিন্দাবাক্য, উপদেশবাক্য, জীব-ব্রহ্মৈক্যবাক্য, মননবাক্য, জীবন্মুক্তবাক্য, স্বানুভূতিবাক্য, সমাধিবাক্য, অষ্টস্বরূপবাক্য, পুংলিঙ্গস্বরূপবাক্য, স্ত্রীলিঙ্গ-স্বরূপবাক্য, নপুংসকলিঙ্গস্বরূপবাক্য, আত্মস্বরূপবাক্য, ফলবাক্য ও বিদেহবাক্য।

মহাবাক্যরত্নাবলীতে ইহাই সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

স্বামীজী এই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। শিষ্যগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। এই মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ করা তাবার অসাধ্য। ইহার কৃপা লাভ করিয়া অনেক লোক দুঃসাধ্য ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, এই সকল লোকের মধ্যে অনেক লোক অদ্যাপিও জীবিত আছে।

অনেক লোক ইহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

ইহার শিষ্যগণ ইষ্টদেবের ন্যায় ইহারও নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিয়া থাকেন।

তৈলচোরিকা (স্ত্রী) তৈলং চোরয়তি চুর ণ্বুল্ পুষো° সাধুঃ। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলচৌরিকা (স্ত্রী) তৈলস্য চৌরিকেব। তৈলপায়িকা।

তৈলত্ব (ক্লী) তৈলস্য ভাবঃ তৈল-ত্ব। তৈলের ভাব, তেলের গুণ।

তৈলদ্রোণী (স্ত্রী) তৈলপূর্ণা দ্রোণী মধ্যলো° ক°। কণ্ঠ পর্য্যন্ত মজ্জনার্থ তৈলপূর্ণ কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। এই পাত্রে অবস্থান গুণ—বাতরোগ, ব্যাধি, কুষ্ঠরোগ, পঙ্গু, বাধির্য্য মিন্‌মিন, গদ্‌গদ, হনুস্তম্ভ, পৃষ্ঠপ্রচলিত, পবন, গাত্রকম্প, গ্রীবাভঙ্গ, অপতন্ত্র, ক্ষয়, কফিন মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তি এই সকল রোগে হিতকর। (রাজনি°)

রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহার শরীর তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হইয়াছিল। তৈলদ্রোণীতে মৃত শরীর রক্ষা করিলে শীঘ্র পচিয়া যায় না।

"তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিং।
রাজ্ঞঃ সর্ব্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যনন্তরং॥"
(রামা° ২।৬৬।১৪)

তৈলধান্য (ক্লী) তৈলোপযোগি ধান্যং। তৈলোপযোগি সতুষ শস্য। তিল, অতসী, তোরী এই তিন প্রকার সর্ষপ, দুই প্রকার রাজী, খস ও কৌসুম্ভবীজ ইহাদের নাম তৈলধান্য।
"তিলো হ্যতসী চ তোরী চ ত্রিবিধশ্চাপি সর্ষপঃ।
দ্বিধা রাজী খসশ্চৈব বীজং কৌসুম্ভসম্ভবং॥
এতানি তিলধান্যানীত্যুক্তেষু তিলাদিষু।"

তৈলপক (পুং) তৈলং পিবতি পা-ক। তৈলপায়িকা। তৈল হরণ করিলে পরজন্মে তৈলপায়িকা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।
"মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্গু স্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।" (মনু ১২।৬৩)
'তৈলং হৃত্বা তৈলপায়িকাখ্যঃ পক্ষী ভবতি' (কুল্লূক)

তৈলপর্ণক (পুং) তৈলোক্তমিব পর্ণং যস্য কপ্। গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ, গেঁড়েলা গাছ।

তৈলপর্ণিক (ক্লী) তৈলং তৈলযুক্তমিব পর্ণমস্য বা তিলপর্ণো বৃক্ষ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। ১ হরিচন্দন। ২ চন্দনভেদ। পর্য্যায়—শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ, চন্দ্রদ্যুতি। (ভাবপ্র°) ৩ বৃক্ষবিশেষ।
"কালীয়কা হুকূলাশ্চ হিঙ্গবস্তৈলপর্ণিকাঃ" (হরিব° ২২অ৬৮)

তৈলপর্ণী (স্ত্রী) তিলপর্ণে বৃক্ষে জাতঃ তত্র জাত ইত্যণ্ ততোঙীপ্। ১ চন্দন। ২ শ্রীবাস। ৩ সিহ্লক। (মেদিনী)

তৈলপা (স্ত্রী) তৈলং পিবতি পা-ক-টাপ্। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলপায়িকা (স্ত্রী) তৈলং ‹পিবতি পা-ণ্বুল্ টাপি অতইত্বং। কীটবিশেষ, তেলাপোকা। পর্য্যায়—পয়োষ্ণী, তৈলচৌরিকা তৈলপা, তৈলাম্বুকা, খলাধারা। (জটাধর)

তৈলপায়িন্ (পুং) তৈলং পিবতি পা-ণিনি। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলপিঞ্জ (পুং) তিলপিঞ্জ, নিষ্ফল তিল।

তৈলপিপীলিকা (স্ত্রী) তৈলপ্রিয়া পিপীলিকা। পিপীলিকাভেদ, রাঙ্গাপিপড়ে। পর্য্যায়—উদ্দংশা, কপিজাম্বিকা।

তৈলপীত (ত্রি) পীতং তৈলং যেন, সমাসে পরনিপাতঃ। পীততৈলক, যিনি তৈল পান করিয়াছেন।

তৈলপিষ্টক (পুং) তৈলস্য পিষ্টকঃ। তৈলকিট্ট, খৈল।

তৈলফল (পুং) তৈলপ্রধানং ফলং যস্য। ১ ইঙ্গুদী। ২ বিভীতক।

তৈলভাবিনী (স্ত্রী) তৈলং ভাবয়তি সদ্গন্ধং করোতি ভূ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। জাতীফুলগাছ, তৈলবাসক, জাতীপুষ্প বৃক্ষ, চামেলীফুলগাছ।

তৈলমর্দ্দন (ক্লী) তৈলস্য মর্দ্দনং। তেল মাখা।

তৈলমালী (স্ত্রী) তৈলানাং মালা সমূহো যত্র ততো ঙীষ্। বর্ত্তি, দীপদশা, পলিতা।

তৈলম্পাতা (স্ত্রী) তিলপাতোঽস্যাং বর্ত্ততে তিলপাত-ঞ মুম্ (যঞঃ সাস্যাঙ্ক্রিয়েতি ঞঃ। পা ৪।২।৫৮। ক্রেমস্তিলস্য পাতে ক্রে। পা ৬।৩।৭১) ১ স্বধা। স্বধা এই মন্ত্রোপলক্ষিত শ্রাদ্ধ।

তৈলযন্ত্র (পুং) তৈলমর্দ্দনার্থং যন্ত্রং। তিলাদি নিষ্পীড়নার্থ যন্ত্রভেদ, কলুর ঘানি।
"অমীমাংস্যাণি শৌচানি তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ" (স্মৃতি)

তৈলবক (পুং) তেলুনৃপস্য বিষয়ো দেশঃ রাজন্যা° বুঞ্। তেলুনৃপের দেশ।

তৈলবল্লী (স্ত্রী) তৈলাক্তেব বল্লী। লঘু শতাবরী, শতমূলী।

তৈলসাধন (ক্লী) তৈলং সাধয়তি সুগন্ধীকরোতি সাধ-ণিচ্ ল্যুট্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কাকলা। পর্য্যায়—কাকোল, কোলক, গন্ধব্যাকুল, কক্কোলক, কোষফল। (শব্দচ°)

তৈলস্ফটিক (পুং) তৈলাক্তঃ স্ফটিক ইব। তৃণমণি। গোমেদমণি। এক প্রকার মসৃণ কঠিন উদ্ভিদ্ পদার্থ, ইহা সমুদ্রতীরে জন্মে।

তৈলস্যন্দা (স্ত্রী) তৈলমিব স্যন্দতি স্যন্দ-অচ্। ১ শ্বেতগোকর্ণী। ২ কাকোলী। (পারস্কর নিঘণ্টু)

তৈলাক্ত (ত্রি) তৈলেন আক্তং। তৈলমর্দ্দিত।

তৈলাখ্য (পুং) তুরুস্ক নাম গন্ধদ্রব্য, শিলারস।

তৈলাগুরু (ক্লী) তৈলাক্তমিব অগুরু। দাহাগুরু নাম সুগন্ধ দ্রব্য।

তৈলাটী (স্ত্রী) তৈলেন তৈলপ্রদানেন অটতি দূরীভবতি অট-অচ্ গৌরা° ঙীষ্। বরটা নামক কীট, বোলতা।

তৈলাধার (পুং) তৈলস্য আধারঃ। তৈল রাখিবার পাত্র।

তৈলাম্বুকা (স্ত্রী) তৈলং অম্বু জলমিব পেয়ং যস্যাঃ কপ্ টাপ্। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলিক (পুং) তৈলং পণ্যত্বেনাস্ত্যস্য তৈল-ঠন্। তৈলকার, তৈলবিক্রেতা কলু।

তৈলিন্ (ত্রি) তৈলং নিষ্পাদ্যত্বেনাস্ত্যস্য তৈল-ইনি। ১ তৈলকার। ২ তৈলবৃক্ষ।

তৈলিনী (স্ত্রী) তৈলং ভক্ষ্যত্বেন আশ্রয়ত্বেন বা অস্ত্যস্য তৈল-ইনি-ঙীপ্। কীটভেদ, পর্য্যায়—তৈলকীট, বড়্বিন্ধ্যা, মক্ষনাশিনী। (রাজনি°)

তৈলিশালা (স্ত্রী) তৈলিনঃ শালা। যন্ত্রগৃহ, তৈলনিষ্পীড়নার্থ গৃহ, ঘানিঘর।

তৈলীন (ক্লী) তিলানাং ভবনং ক্ষেত্রং তিল-খঞ্। (বিভাষা তিলমাষেতি। পা ৫।২।৪) তিলক্ষেত্র, তিলের ক্ষেত্র।

"তিলোড্ডবোচিতং যত্তু তিল্যং তৈলীনমিত্যপি।" (শব্দরত্নাব॰)

তৈল্বক (ত্রি) লোধ্র। [তিল্বক দেখ।]

"সর্পিঃ পেয়ং ত্রৈফলং তৈল্বকং বা পেয়ং বা" (সুশ্রুত উ॰ ১০ অ॰)

তৈব্রক (ত্রি) তীব্র-বুঞ্ (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।২।৫৩) তীব্র। [তীব্র দেখ।]

তৈব্রদারব (ত্রি) তীব্রদারুণ ইদং রজতাদিত্বাৎ অঞ্। তীব্রদারুসম্বন্ধী।

তৈষ (পুং) তৈষী তিষ্যনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অস্মিন্ ইতি তৈষী সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি অণ্। পৌষমাস। শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্র পৌষমাসের নাম তৈষ, পৌষমাসের পূর্ণিমার দিন তিষ্যনক্ষত্রযুক্ত হয়।

তৈষী (স্ত্রী) তিষ্যেণ নক্ষত্রেণ যুক্তা তিষ্য-অণ্। 'তিষ্য পুষ্যয়োর্নক্ষত্রানি যলোপঃ' ইতি যলোপঃ ঙীপ্। পুষ্যনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী।

"তৈষ্যা নধীত পূর্ব্বাণাং" (আশ্ব॰ শ্রৌ॰ ৮।১৪।২২)

তো (পারসী) স্তবক, ভাঁজ, স্তর।

তোক (ক্লী) তৌতি পূরয়তি গৃহং তু-বাহুলকাৎ-ক। অপত্য, পুত্র, দুহিতা।

"তোকং পুষেম তনয়ং শতং হিমাঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১৪)

২ শিশু, বালক।

"তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াঃ" (ভাগ॰ ২।৭।২৭)

তোকবৎ (ত্রি) তোকং বিদ্যতেঽস্য তোক-মতুপ্, মস্য ব। পুত্রাদিযুক্ত, পুত্রপৌত্র সহিত। "সহস্রবৎ তোকবৎপুষ্টি মদ্বসু।" (ঋক্ ৩।১৩।৭) 'তোকবৎ পুত্রপৌত্রাদি সহিতং' (সায়ণ)

তোক্ম (পুং) তকন্তি হসন্তি আনন্দিতা ভবন্তি লোকা অনেন তক-বাহুলকাৎ ম ওত্বঞ্চ। ১ হরিদ্বর্ণ অপক যব। ২ হরিদ্বর্ণ। ৩ মেঘ। (ক্লী) ৪ কর্ণমল। ৫ নবপ্ররূঢ় যব, যবাঙ্কুর। "প্রায়নীয়স্য তোক্মানি" (শুক্লযজু॰ ১৯।১৩) 'তোক্মানি নবপ্ররূঢ়যবাঃ' (বেদদীপ) ৬ পল্লবাদির অঙ্কুর।

"গন্ধনির্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতম্বতে।" (ভাগ॰ ১০।২২।২৫) 'তোক্মাঃ পল্লবাঙ্কুরাঃ' (শ্রীধর)

তোক্মন্ (ক্লী) তক-মনিন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ওত্বং। ১ নবপ্ররূঢ় যব। ২ অপত্য। (নিঘণ্টু)

তোকক (পুং) পক্ষিবিশেষ। (Cuculus melanoleucus)

তোগলক্ (তুঘলক, তুগলক্)—সুলতান গয়াসুদ্দীন্ বলবনের একজন ক্রীতদাস। তাঁহার পুত্র (১৩২১ খৃষ্টাব্দে) খস্রুশাহকে বিনাশ করিয়া গয়াসুদ্দীন্ তোগলক্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশীয় রাজগণই তোগলক্ বংশ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তোগলক্ বংশে যে কয়জন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একটী বংশতালিকা দেওয়া হইল।

গয়াসুদ্দীন তোগলক্
(১৩২১-১৩২৫ খৃঃ অঃ)
- মহম্মদ খাঁ (উলুঘ খাঁ) (১৩২৫-১৩৫৩)
- সিপাসলর রজব
  - ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮)
    - মহম্মদ তোগলক নাসিরুদ্দীন্ (১৩৯০-১৩৯৪)
      - হুমায়ুন (১৩৯৪)
      - মাহ্মুদ (১৩৯৪-১৪১৪)
    - জাফর খাঁ
      - আবুবকর (১৩৮৯-৯০)
    - ফতেখাঁ
      - তোগলক শাহ গয়াসুদ্দীন (১৩৮৮-১৩৮৯)
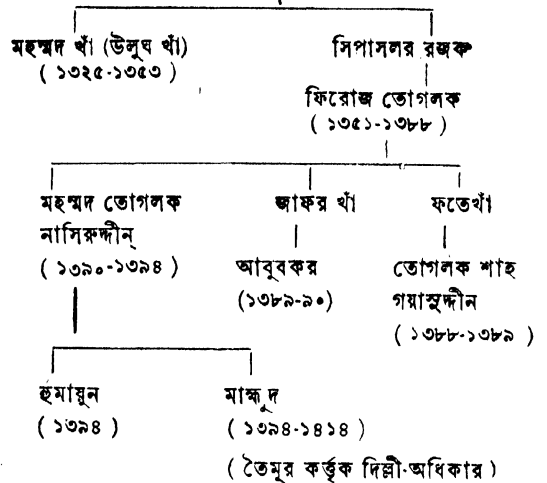
(তৈমুর কর্ত্তৃক দিল্লী-অধিকার)

তোটক (ক্লী) দ্বাদশাক্ষরপাদছন্দ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী অক্ষর থাকে। লক্ষণ—

"বদ তোটকমব্ধিসকারযুতং" (ছন্দোম॰)

ইহতোটকমম্বুধিসৈঃ প্রতিথং" (বৃত্ত॰ র॰)।

ইহার প্রত্যেকের আদি দুইটী বর্ণ লঘু, তাহার পর একটী গুরু, যথা—

। । ১ । । ১ । । ১ । । ১
ব দ তো ট ক ম ব্ধি স কা র যু তং"

৩।৬।৯।১২ এই কয়টী বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণ লঘু।

তোড় (দেশজ) নদীর প্রবল স্রোত।

তোড়ন (ক্লী) তুড়-ভাবে ল্যুট্। ১ ভেদন। ২ দারণ। ৩ হিংসন।

তোড়ল (ক্লী) তন্ত্রভেদ, তোড়লতন্ত্র।

তোড়া (দেশজ) ১ টাকার থলিয়া, বস্নী। ২ প্রকৃত তিরস্কার করা। ৩ পুষ্পগুচ্ছ, ফুলের তোড়া।

তোড়া, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নীলগিরিনিবাসী এক অসভ্য জাতি। কাহারও মতে তামিল 'তোরবম্' বা 'তোরম্' শব্দ হইতে তোড় বা তোড়া শব্দ বাহির হইয়াছে। ইহার অর্থ পশুপাল বা যূথ।

তোড়াদিগের মতে চারি পাঁচটী যূথ আছে, তন্মধ্যে দুইটী নিঃশেষপ্রায়।

এই জাতি দেখিতে লম্বা, শরীরানুরূপ গঠন, বলিষ্ঠ, স্বাধীন প্রকৃতি। ইহাদের নাসিকা বেশ লম্বা, ললাট বিস্তৃত, গণ্ডস্থল গোল, চিবুক ও ভ্রূর কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে যেন পাশ্চাত্য সভ্য জাতির এক শাখা বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের যেমন স্বভাব, পোষাকেও সেইরূপ একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা একখানি কাপড় জড়াইয়া পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মাথায় পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করে।

তোড়ারা স্বভাবতঃ অতি অপরিষ্কার থাকে। ইহাদের মধ্যে এক রমণী বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে। সচরাচর দুই চারি ভ্রাতায় এক রমণীকে বিবাহ করে।

গো মেষাদির পালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। সকলেই প্রায় দুগ্ধশালা গোয়ালঘর লইয়াই ব্যস্ত। ইহারা প্রধানতঃ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং নানা প্রকার কলায়াদি খায়।

ইহারা কুঞ্জবনে ঘর বাঁধিয়া বাস করে, তাহাকে 'মণ্ড' বা 'মল্‌ত' বলে। প্রতি মণ্ডে প্রায় ৫ খানি করিয়া কুটীর থাকে, তন্মধ্যে তিনখানি বসবাসের জন্য, একখানি দুগ্ধ দধি রাখিবার ভাণ্ডার ও অপরখানি গোয়ালঘর। ঘরগুলি দূর হইতে দেখিতে বাদামী, এক একখানি ১০ ফিট্ উচ্চ ১৮ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৯ ফিট্ বিস্তৃত, এই সকল ঘর বংশনির্ম্মিত ও গোময়াদি লিপ্ত। ঘরের ভিতর ৬ হইতে ১০ হাত পর্য্যন্ত চৌড়া। ইহার মধ্যে একস্থানে পিয়াল নামে মাটির ঢিপি, তাহা প্রায় ২ ফিট্ উচ্চ, তাহার উপর মৃগ বা মহিষ চর্ম্ম অথবা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করে। তাহার পশ্চাদ্দিকে উনান, তাহার চারি পার্শ্বে আসবাব থাকে। দুগ্ধ ভাণ্ডারটাই অপর সব ঘর অপেক্ষা কিছু বড়। এই ঘর মাঝে বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা থাকে। একভাগে দুগ্ধ ঘৃতাদি রাখা হয় ও অপর ভাগে তাহাদের ইষ্টদেবতার পূজা হয়।

তোড়াবন্দী (দেশজ) তোড়ায় রক্ষিত।

তোড়ামাচ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus kutla)

তোড়ী (স্ত্রী) তুড়-অচ্ গৌরা° ঙীষ্। তৈলসাধন ধান্যভেদ।

তোড়ী, বসন্তরাগের পত্নী, ইহার গ্রহ অংশ ও ন্যাস মধ্যম। সৌবীরী মূর্চ্ছনা। এই রাগিণী সম্পূর্ণা, কেহ কেহ বলেন ইহার গ্রহাংশ ন্যাস ষড়্জ। মূর্ত্তি—

"উন্নিদ্রপঙ্কেরুহচারুনেত্রাকুরঙ্গনাভিং দধতী করেণ।
সন্তোষয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠং তোড়ীরমিন্দীবরদামরম্যা॥"
(সঙ্গীতদা°)

নারদসংহিতায় ইহার মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

"সুনৃত্যমানাতি সুশীলযুক্তা মুক্তালতাকল্পিতহারযষ্টিঃ।
চূতাঙ্কুরং পাণিযুগে বহন্তী জবারুণাঙ্গী তুড়িকেরীতেয়ং॥"
(নারদসংহিতা)

ইহা মধ্যাহ্ন সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। (সঙ্গীতসা°) মালকোষ ও কানাড়া যোগে উৎপন্ন। সা বাদী স্বরগ্রাম—

সা	ঋ̂	গ	ম	প	ধ̂	নি̂
সা	ঋ	গ	ম	•	ধ	•

(নারদপু°)

সুতরাং নারদপুরাণমতে ওড়ব। (সঙ্গীতর°)

তোত্‌লা (দেশজ) অস্ফুটবাক্, অস্পষ্ট কথক, যাহার কথা বাধিয়া যায়, সহজে বাহির হয় না।

তোতলামী (দেশজ) অস্ফুট বাক্য বলা, তোতলা কথা বলা।

তোতা (হিন্দী) টিয়া প্রভৃতি পক্ষী।

তোতস্ (অব্য) তু-বাহুলকাৎ তসি। ১ কলত্র। ২ ত্বং তুমি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"বিযোম তোতোরায়ঃ" (শুক্লযজু° ৪।২২)

'তোতঃশব্দঃ কলত্রবাচী অব্যয়ং যদ্বা অব্যয়ানাং অনেকার্থত্বাৎ তোতঃ শব্দঃ যুষ্মদ্‌পর্য্যায়ঃ' (বেদদীপ)

তোত্র (ক্লী) তুদ্যতে তাড্যতেঽনেন তুদ-ষ্ট্রন্। (দাম্নীশস যুযুজস্তুতুদেতি। পা ৩।২।১৮২)

গবাদি তাড়নদণ্ড, পাঁচনী। পর্য্যায়—প্রাজন, তোদন, গজ-তাড়নদণ্ড, বৈণুক, বেণুক। ডাঙ্গস। "মাতুশ্চ সহিতং শক্তস্তোত্ত্রৈর্তুর্ম্মইব দ্বিপঃ।" (রামায়ণ ২।৪০।৪১)

তোত্রবেত্র (ক্লী) বিষ্ণুদণ্ড, বিষ্ণুর হস্তস্থিত দণ্ড।

তোদ (পু°) তুদ-ভাবে ঘঞ্। ব্যথা। (ত্রি) তুদতীতি তুদ-অচ্। ২ পীড়াদায়ক। "তোদো বাতস্য হর্য্যোরীশানঃ" (ঋক্ ৪।১৬।১১) 'তোদস্তোদকঃ' (সায়ণ)

তোদন (ক্লী) তুদ্যতেঽনেন তুদ-করণে ল্যুট্। ১ তোত্র। ভাবে ল্যুট্। ২ ব্যথা। ৩ ফলবৃক্ষবিশেষ, ইহার ফলের গুণ—কষায়, মধুর, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। "কষায়ং মধুরং রুক্ষং তোদনং কফবাতজিৎ।" (সুশ্রুত)

তোদপত্রী (স্ত্রী) তোদং তোদকং পর্ণমস্যাঃ গৌরা° ঙীষ্। কুধান্যভেদ।

তোপ (তুরকী) আগ্নেয়াস্ত্র, কামান।

তোপ্‌খানা (পারসী) তোপের স্থান যে স্থানে তোপ থাকে।

তোপচিনি, এক প্রকার বচভেদ। তোপচিনির অপর নাম দ্বীপান্তরবচ, অন্য দ্বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে দ্বীপান্তরবচ কহে। গুণ—ঈষৎ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, মলমূত্রবিশোধক এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও শরীরের বেদনানাশক, বিশেষতঃ ফিরঙ্গনামক রোগনাশক। (ভাবপ্র°)

তোপ্দাগ্ (তুরকী) তোপধ্বনি করা, লক্ষের দিকে কামান পরিত্যাগ করা।

তোফা (আরবী) অত্যুত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট।

তোবা (আরবী) পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ, খেদ। ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্ত প্রতিজ্ঞা।

তোমর (পুং ক্লী) তুম্পতি হিনস্তি তুম্প বাহুলকাৎ অর প্রত্যয়েন সাধুঃ। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহার চলিত নাম শাবরী বা শাবলী, সংস্কৃত অপর নাম শর্বলা, লৌহশাবল। এই শাবল দুই প্রকার দণ্ডযুক্ত ও সর্ব্বাবয়ব লৌহময়। ইহা প্রধানতঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। পঞ্চহস্ত প্রমাণ উত্তম, সার্দ্ধ চতুর্হস্ত প্রমাণ মধ্যম ও চতুর্হস্ত প্রমাণ অধম। এইরূপ ষড়ঙ্গুল তোমর, উত্তম, সার্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল মধ্যম ও পঞ্চাঙ্গুল অধম। (হেমা° প°)। ২ হস্তক্ষেপ্য দণ্ডবিশেষ, রায়বাঁশ। ৩ জনপদবিশেষ।

"তোমরান্ প্লাবয়স্তী চ হংসমার্গান্ সমূহকান্।"
(মৎস্যপু: ১২০।৫৭)

৪ পিঙ্গলছন্দশাস্ত্রোক্ত ৯ অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। ইহার ৩।৫।৮ বর্ণগুরু। লক্ষণ—

"প্রথমং সকং বিনিধায় জগণদ্বয়ঞ্চ নিধায়।
কুরু তোমরং সুখকারি ফণিরাজবক্ত্রবিহারি॥"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃতবচন) উদাহরণ—

"সখি! মাদকে মধুমাসি ব্রজ সত্বরং কিমিহাসি।
সহতে ন কিং বিহরামি কিমুপাবকং প্রবিশামি॥"

তোমর (তুয়ার) রাজস্থানের এক প্রাচীন রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজবংশ। এই শ্রেণীর রাজপুত এখন আর নাই বলিলেই হয়; আগরায় প্রায় তিনসহস্র ও বান্দা, ঝান্সি ও ফরক্কাবাদে মুষ্টিমেয় সংখ্যায় কয়েক ঘর আছে মাত্র। রাজপুতানায় ইহারা তুয়ার নামে খ্যাত। এই নাম কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় না। আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে এই তুয়ার বংশের বিবরণ আছে। কনিংহাম সাহেব বিকানীর, গড়বাল, কুমায়ুন ও গোয়ালিয়র হইতে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত হস্তলিখিত ইতিহাসাদি সংগ্রহ করেন, সে সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আবুলফজলের বর্ণনায় সত্যতা অনুভূত হয়। আবুলফজলের মতে দিল্লীতে তুয়ারবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণ রাজা হইয়াছিলেন।

নাম		রাজ্যারোহণ খৃষ্টাব্দ		রাজ্য ব° মা° দি।
১ অনঙ্গপাল	...	৭৩৬।৩।০	...	১৮।০।০
২ বাসুদেব	...	৭৫৪।৩।০	...	১৯।১।১৮
৩ গাঙ্গ্য	...	৭৭৩।৪।১৮	...	২১।৩।২৮
৪ পৃথিবীপালমল্ল (পৃথ্বী)		৭৯৪।৮।১৬	...	১৯।৬।১৯
৫ জয়দেব	...	৮১৪।৩।৫	...	২০।৭।২৮
৬ নীর বা হীরাপাল		৮৩৪।১১।৩	...	১৪।৪।৯
৭ উদয়রাজ	...	৮৪৯।৩।৪২	...	২৬।৭।১১
৮ বিজয় বা বচ	...	৮৭৫।১০।২৩	...	২১।২।১৩
৯ বিক্ষ বা অনেক	...	৮৯৭।১।৬	...	২২।৩।১৬
১০ রিক্ষপাল	...	৯১৯।৪।২২	...	২১।৬।৫
১১ সুখপাল বা অনেকপাল		৯৪০।১০।২৭	...	'২০।৪।৪
১২ গোপাল বা মহীপাল		৯৬১।৩।১	...	১৮।৩।১৫
১৩ সল্লক্ষণপাল	...	৯৭৯।৬।১৬	...	২৫।১০।১০
১৪ জয়পাল (২য়)	...	১০০৫।৪।২৬	...	১৬।৪।৩
১৫ কুমারপাল	...	১০২১।৮।২৯	...	২৯।৯।১৮
১৬ অনঙ্গপাল (২য়) বা অনেকপাল (২য়)	...	১০৫১।৬।১৭	...	২৯।৬।১৮
১৭ বিজয়পাল } তেজপাল }	...	১০৮১।১।৫	...	২৪।১।৬
১৮ মহীপাল	...	১১০৫।২।১১	...	২৫।২।২৩
১৯ অনঙ্গপাল (৩য়) } বা অক্রূরপাল }		১১৩০।৫।৪	...	২১।২।১৫
				অর্থাৎ (১১৫১।৭।১৯)

প্রবাদ এইরূপ যে তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল নামে এক রাজা প্রাচীন দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের পুনরুদ্ধার করেন। সম্বৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের পর ৭৯২ বৎসর দিল্লীনগর মনুষ্য বিরহিত ছিল, অবশেষে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তোমরবংশীয় অনঙ্গ কর্তৃক পুনর্নির্ম্মিত হয়। [দিল্লী দেখ।]

প্রথম অনঙ্গপালের পরবর্ত্তী কয়েকজন রাজা দিল্লীতেই রাজধানী রাখিয়াছিলেন। পরে কি জন্ত জানা যায় না, তাঁহাদের রাজধানী কনোজে উঠিয়া যায়। মাস্ফুদের ঐতিহাসিক গুটবী কনোজে তোমরবংশীয় রাজা জয়পালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইনি অনঙ্গপাল হইতে ১৪শ পুরুষ অধস্তন। ৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন সুবিখ্যাত মুসলমান ভৌগোলিক মস্থুদি এদেশে আসেন, তিনিও কনোজে তোমরবংশীয় রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন।

ফেরিস্তা বলেন, কনোজরাজ জয়পাল গজনীর মাহ্মুদের ১০১৭ খৃষ্টাব্দের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ মুসলমানের অধীনতা হইতে কনোজ উদ্ধারের জন্ত জয়পালের বিরুদ্ধে একত্র হন। ১০২১ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ এ সংবাদ পাইয়া এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই জয়পাল নিহত হন। তৎপরে ১০২২ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ আবার কনোজ অধিকার করিলে পর তোমরবংশীয় রাজকুমার কনোজ হইতে ৩ দিনের পথ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে

বারিনামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কনোজ দুইবার মুসলমান আক্রমণে রক্ষা পাইল না বলিয়াই বোধ হয় জয়পালের পরবর্ত্তী কুমারপাল বারিনামক স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময় আবার কনোজের রাঠোর-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব কনোজ রাজ্য মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করেন। চন্দ্রদেবের পুত্র পৌত্রের রাজ্যারোহণ সম্বন্ধে খোদিত লিপি আছে। তদ্দ্বারা জানা যায়, চন্দ্রদেবের পুত্র মদনপাল ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। এরূপ স্থলে ১০৫০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদেব রাজা ছিলেন স্বীকার করা যাইতে পারে। এ সময় তোমরবংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি দিল্লীনগরে পুনরায় রাজ্যস্থাপন ও তথায় লালকোট নামে দুর্গ স্থাপন করেন। লালকোটের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভে অনঙ্গপালের লালকোট নির্ম্মাণ সম্বন্ধে খোদিত লিপি আছে। তাহাতে লিখিত আছে "সম্বৎ ডিহলি ১১০৯ অনঙ্গপাল বহি"—অর্থাৎ ১১০৯ সম্বতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপাল দিল্লীতে লোকাবাস স্থাপন করেন। কুমাওনের পুঁথিতে আছে—"দিল্লীকা কোট করায়া লালকোট কহায়া।" দিল্লীর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লালকোট নাম দেন। এই লালকোট নাম কুতুব-উদ্দীনের সময় পর্য্যন্ত ছিল। "লালকোট তয়া নাগারো বাজতো-আ" কুতুব-উদ্দীন্ নিয়ম করিয়া দেন, লালকোটের সীমার মধ্যে অপর কেহ নাগারা বাজাইতে পারিবে না। এই নিয়ম কনিংহামের সময়ও প্রচলিত ছিল। অনঙ্গপাল লালকোটের মধ্যে 'অনঙ্গতাল' নামে ১৬৯ ফিট্ দীর্ঘ ও ১৫২ ফিট্ প্রস্থ এক দীর্ঘিকা খনন ও ২৭টী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করান। অনঙ্গতালের জল কুতুবমিনার প্রস্তুতের সময় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, এখনও শুষ্ক গর্ত্তমাত্র পড়িয়া আছে। আর মন্দিরগুলি মুসলমান হস্তে ধ্বংস পাইয়াছে। দুর্গের অংশ বিশেষ এখনও পূর্ব্ববৎ দৃঢ় আছে। ইনি বলরামগড় জেলার অনেকপুর নামে এক নগরও প্রতিষ্ঠা করেন, এই নগর এখনও স্বনামে গ্রামরূপে বর্ত্তমান আছে। ইহার পুত্র সূর্য্যপাল অনেকপুর নগরের নিকট ১০৬১ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী খনন করান। তাহাও বর্ত্তমান আছে। ইহার তেজপাল (বিজয়পাল) নামে এক পুত্র গুরগাঁও ও অলবরের মধ্যে তেজোরা নামক নগর স্থাপন করেন। অন্য এক পুত্র ইন্দ্ররাজ 'ইন্দ্রগড়' স্থাপন করেন। আর এক পুত্র রত্নরাজ আজমীরের নিকট তারাগড় স্থাপন করেন। আর এক পুত্র অচলরাজ ভরতপুর ও আগরার মধ্যে "অচেব" বা অচলের নামক স্থান স্থাপিত করেন, আর এক পুত্র দ্রোপদ অসি বা হাঁসিতে বাস করিতেন এবং আর এক পুত্র শিশুপাল শীর্ষ বা শিশবল স্থাপন করেন। ইহা এখন শিরশিপাটন নামে খ্যাত। এই সকল প্রবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলা যায়, দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজ্য উত্তরে হাঁসি হইতে দক্ষিণে আগরা, পশ্চিমে অলবর ও আজমীর হইতে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রবাদে তোমরবংশীয় কর্ণপাল নামে এক বিখ্যাত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। ইহারও ছয় পুত্র ছিল। তাঁহারাও নগরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক পুত্রের নাম বচদেব, ইনি নর্ণোলের নিকট 'বাঘোর' ও আজমীর-টোডার নিকট বাঘোরা বা 'বাচেরা' স্থাপন করেন, অন্য একপুত্র নাগদেব আজমীরের নিকটস্থ 'নাগোর' ও 'নাগদ' স্থাপন করেন, অন্য এক পুত্র কৃষ্ণরায় অলবরের উত্তরপূর্ব্বে 'কিষণগড়', আর এক পুত্র নেহালরায় অলবরের পশ্চিমে 'নারায়ণপুর', আর এক পুত্র শ্যামসিংহ অলবর ও জয়পুরের মধ্যে 'আজবগড়' এবং হরপাল অলবরের পশ্চিমে "হরসোরা" এবং উত্তরে 'হরসোলি' স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন অলবরের উত্তরপূর্ব্বে 'বাহাদুরগড়' স্বয়ং কর্ণপালের স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

কুতুবমিনারের একক্রোশ দূরে মহীপালপুর নামক গ্রামও এই বংশীয় রাজা মহীপালের কীর্ত্তি। এ বংশে মহীপাল দুইজন ছিলেন, তন্মধ্যে ইহা কাহার কীর্ত্তি তাহা নিরূপণ করা যায় না।

দিল্লীর দক্ষিণপশ্চিমে তুয়ারবতী বা তোমরাবতী নামে একটী জেলা আছে, এখানে আজিও একজন তোমরবংশীয় সর্দ্দার আছেন। ঢোলপুর ও গোয়ালিয়রের মধ্যে তোমরগড় বা তুয়ারগড় নামে একটী জেলা ও দুর্গ আছে; এখানকার জমীদারেরাও এই তোমরবংশীয়।

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পর তিনজন তোমররাজ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। শেষরাজা তৃতীয় অনঙ্গপাল বা অক্রূরপালের সময় চৌহান বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। কনিংহামের মতে, ইহা খৃষ্টীয় ১১৫১ অব্দে ঘটে।

বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর তৃতীয় অনঙ্গপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই গর্ভে সুবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরায় জন্ম হয়। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মাতামহ কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন।

গোয়ালিয়রে প্রায় দুই শতাব্দীকাল এক তোমর বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুহানিয়া বা বর্ত্তমান তোমরগড়ের জমীদারেরা আপনাদিগকে দিল্লীর অনঙ্গপালের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বংশের ইতিহাস-লেখক কবি খড়্গরায় তোমরবংশকে পাণ্ডুবংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজপুতেরাও তাহা স্বীকার করেন।

কনিংহাম সাহেব ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন জমীদারের নিকট হইতে একবংশপত্রিকা প্রাপ্ত হন। শিলালিপি হইতেও গোয়ালিয়ররাজ ৮ জন তোমর-নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। খড়্গরায়ের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া কনিংহাম্ গোয়ালিয়রের তোমররাজবংশাবলিকা এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

দিল্লীর দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পরবর্ত্তী তেজপাল সম্ভবতঃ এই বংশের আদিপুরুষ।

নাম			খৃষ্টাব্দ।
তেজপাল	...	...	১০৮১
মদনপাল	...	...	১১০৫
খণ্ডগির	...	...	১১৩০
রতনসিংহ	...	...	১১৫১
শ্যামচাঁদ	...	...	১১৭৫
অচলব্রহ্ম	...	...	১২০০
বীরসহায়	...	...	১২২৫
মদনপাল	...	...	১২৫০
ভূপতি	...	...	১২৭৫
কুমারসিংহ	...	...	১৩০০
ঘাটমদেব	...	...	১৩২৫
ব্রহ্ম	...	...	১৩৫০
রাজাবীরসিংহদেব	...	...	১৩৭৫
উদ্ধারণদেব, বিরমদেব ও লক্ষ্মীসেন	...		১৪০০
গণপতিদেব	...	...	১৪১৯
ডুঙ্গরসিংহ	...	...	১৪২৫
কীর্ত্তিরায় বা কীর্ত্তিসিংহ		...	১৪৫৪
কল্যাণসহায় বা কল্যাণমল্ল		...	১৪৭৯
মানসিংহ	...	...	১৪৮৬
বিক্রমাদিত্য	...	...	১৫১৬

রাজা বীরসিংহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে গোয়ালিয়রে রাজা হন। বিক্রমের সময় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র অধিকার করেন, তৎপরে এই রাজবংশ জমীদার রূপে গণ্য হন। তৎপরে খড়্গরায়ের গ্রন্থে কয়েকজনের নাম আছে।

রামসহায়	...	...	১৫২৬
শালিবাহন	...	...	১৫৬৫
শ্যামরায়	...	...	১৫৯৫
সংগ্রামসহায়	...	...	১৬৩০
কৃষ্ণসহায়	...	...	১৬৭০

তৎপরে তোমরগড়ের বংশপত্রিকা হইতে আর দুইটী নাম পাওয়া যায়—

বিজয়সিংহ	...	...	১৭১০
হরিসিংহ	...	...	

খিলজী-সম্রাট্ আলাউদ্দীনের সময় বীরসিংহদেব গোয়ালিয়রে স্বাধীন রাজা হন। ইহা সকল ঐতিহাসিকেরা বলেন। কিন্তু ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়, সুতরাং বীরসিংহের অভ্যুদয় ও আলাউদ্দীনের মৃত্যু এই দুই ঘটনার মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ বৎসরের অন্তর। খড়্গরায় ইহার সময় উল্লেখ কালে বলিয়াছেন যে দিল্লীতে নসরৎ খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন, আর ফজলআলী বলিয়াছেন, সিকন্দর খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন। এই দুই ব্যক্তির নাম ধরিয়া বিচার করিলে অনুমান হয় যে, বীরসিংহ তৈমূরের ভারতাক্রমণের কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। এই সময়ই সিকন্দর, হুমায়ুন ও নসরৎ দিল্লীতে একাধিপত্য পাইবার আশায় মহা প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিলেন।

বীরসিংহ গোয়ালিয়রের উত্তরে ঘুমঘোলি নামক স্থানে জমীদার ছিলেন। ইনিই বাদশাহের প্রধান উজীরের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বাদশাহের নিকট থাকিতেন। এই সুযোগে তিনি বাদশাহের নিকট হইতে গোয়ালিয়র দুর্গের অধ্যক্ষতা ও শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। ফজলআলী বলেন, একজন সৈয়দ তখন গোয়ালিয়রের দুর্গপতি ছিলেন, তিনি দুর্গাধিকার ছাড়িতে অস্বীকৃত হন। শেষে বীরসিংহ সৈয়দ ও তাঁহার সেনাপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যের সহিত অহিফেন মিশাইয়া দেন। নেশায় অচেতন হইলে বীরসিংহ সকলকে বন্দী করিয়া দুর্গ অধিকার করেন।

বীরসিংহ প্রভৃতি কয়েক জন দিল্লীর অধীন থাকিয়া খিজির খাঁকে কর দিতেন। বীরসিংহের পর বিরমদেব রাজা হন, শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ আছে, কিন্তু খড়্গরায়ের গ্রন্থে রাজা উদ্ধারণের নাম পাওয়া যায়। ইনি বীরসিংহের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি প্রকৃত পক্ষে রাজা হইয়াছিলেন কি না তাহার প্রমাণ নাই। বিরমদেবের পর শিলালিপিতে গণপতিদেবের নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মীসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রমাণ নাই, কেবল খড়্গরায়ের গ্রন্থে নামমাত্র উল্লেখ আছে।

১৪২৪ খৃষ্টাব্দে ডুঙ্গরসিংহ রাজা হইলে মালবের হোসেন শাহ গোয়ালিয়র অবরোধ করেন, শেষে দিল্লী হইতে মুবারক শাহ আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। মুবারক শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ডুঙ্গরসিংহের নিকট কর আদায় করিয়া লইয়া যান। তৎপরে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি আর ক্রম

দেন নাই। সুলতান মামুদ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং সসৈন্যে আসিয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। ডুঙ্গরসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ রাজধানী সম্রাটের ক্রোধবহ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য মালবের অধিকৃত নরবর দুর্গ অবরোধ করেন। সম্রাট্‌সৈন্য কাজেই গোয়ালিয়র ছাড়িয়া নরবর দুর্গের রক্ষার্থ ছুটিল। ডুঙ্গরসিংহ নরবরদুর্গে পরাজিত হইলেন, তিনি পিছাইয়া গোয়ালিয়রে আসিলেন ও সম্রাট্‌সৈন্য জয়ী হইয়া দিল্লী চলিয়া গেল, কৌশলে গোয়ালিয়র রক্ষা পাইল। ডুঙ্গর-সিংহের দীর্ঘ রাজত্বকালেই গোয়ালিয়রের পার্ব্বতীয় ভাস্করকর্ম্ম সকলের সূত্রপাত হয়। তখন ইহার ক্ষমতা উত্তরভারতে অতি বিখ্যাত ছিল। দিল্লী, জৌনপুর ও মালবের মুসলমান রাজগণ সময়ে সময়ে গোয়ালিয়রের সাহায্য লইতেন।

ডুঙ্গরসিংহের পর তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহ রাজা হন। ইহারই সময় পার্ব্বতীয় গুহামন্দিরের কার্য্য শেষ হয়। ইনি প্রথমতঃ জৌনপুরের সহিত একযোগে দিল্লীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ইহার পুত্র কীর্ত্তিরায় ও পৃথ্বীরায় দিল্লীর পক্ষা-বলম্বন করেন। বহ্লোল লোদীর সহিত জৌনপুররাজ মহম্মদ শর্কির যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পৃথ্বীরায় ফতেখাঁ হার্ভির হস্তে নিহত হন। কীর্ত্তিরায় তৎপরে ফতেখাঁকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন এবং তাহার শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক সেই মস্তক বহ্লোলকে উপহার পাঠাইয়া দেন। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে জৌনপুর-পতি হুসেন শর্কি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া গোয়ালিয়র জয় করেন। কীর্ত্তিরায় সন্ধি করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হন ও জৌনপুরের পক্ষ গ্রহণ করেন। জৌনপুরপতির মাতার মৃত্যু হইলে কীর্ত্তিরায়ের পুত্র কল্যাণমল্ল জৌনপুরে আত্মীয়তা রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বহ্লোল রাবিরি নামক স্থানে হুসেন শর্কীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন। কীর্ত্তিসিংহ তাড়াতাড়ি কয়েক লক্ষ মুদ্রা, তাঁবু, ঘোড়া, উট ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাঁহার সহিত কাল্পী আক্রমণার্থ গমন করেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিসিংহের মৃত্যু হয়, কল্যাণমল্ল রাজা হন। ইহার ক্ষুদ্র রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কল্যাণমল্লের পুত্র মানসিংহ রাজা হন। ইনি সিংহাসনে বসিতে না বসিতে বহ্লোল লোদী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং ৮০ লক্ষ মুদ্রা দিয়া উদ্ধার পান। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহ্লোলের মৃত্যু হইলে সেকন্দর লোদী সম্রাট্‌ হইয়া গোয়ালিয়ররাজ মানসিংহকে পোষাকাদি উপঢৌকন দেন। মানসিংহও আবার স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত এক সহস্র সৈন্য এবং উপহার দ্রব্যাদি পাঠাইয়া সম্রাটের সংবর্দ্ধনা করেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে নেহাল নামে এক দূত দিল্লীতে প্রেরিত হয়। সম্রাট্‌ তাহাকে গোয়ালিয়রের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে নেহাল অতি অভদ্ররূপে উত্তর দেওয়ায় দরবার হইতে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত হয় ও সেকন্দর নিজে গোয়ালি-য়রের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মানসিংহ সৈয়দ, বাবর খাঁ ও রায় গণেশ নামক তিনজন পলাতক ব্যক্তিকে সম্রাট্‌করে অর্পণ করিয়া স্বীয় পুত্রকে সম্রাটের নিকট উপহার সহ প্রেরণ করেন। সেবার ইহাতেই যুদ্ধ বন্ধ হয়, কিন্তু সেকন্দর ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আবার গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। এবার দেশের লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি দেশীয় লোকের চক্রান্তে পড়িয়া আহার্য্য সংগ্রহে কাতর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হন। শেষে শত্রুভয়ে তাঁহাকে এক গোপন স্থানে লুকা-ইতে হয় এবং সেখান হইতে একা কোন ক্রমে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য নষ্ট হয়। পর বৎসর সেকন্দর গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারে হতাশ হইয়া গোয়ালিয়রের অধীন হিম্মতগড় অধিকার করিয়া সম্মানরক্ষা করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র ধ্বংসের ইচ্ছায় অতিদূর দেশ হইতেও সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন। এই আয়োজন করিতে করিতে সেকন্দরের মৃত্যু হয়। ইব্রাহিম লোদী সম্রাট্‌ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা জলাল খাঁকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে মানসিংহের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তদনুসারে ৩০ হাজার অশ্বা-রোহী ও ৩ শত হস্তী আজিম হুমায়ুন নামক সেনাপতির অধীনে গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। অন্যান্য স্থান হইতে আরও সাত জন সেনাপতি আজিমের পক্ষাবলম্বন করিতে নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধে গোয়ালিয়র দুর্গ রাজা মান-সিংহের হস্তচ্যুত হয় ও যুদ্ধের কয়েক দিন পরে রাজা মানের মৃত্যু হয়। রাজা মান অতি সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, শত্রু মিত্র কর্ত্তৃক সমভাবে পূজিত হইতেন। কখনও কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন নাই। নিয়ামত উল্লা নামক এক ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে বাহিরে হিন্দু ভাব থাকিলেও তিনি অন্তরে মুসলমান ছিলেন। ইনিই গোয়ালিয়রের "মতিঝিল" নির্ম্মাণ করেন। তোমরগড় ও জিতবর জেলায় যে সকল ঝিল আছে, তাহাও রাজা মানের কীর্ত্তি। স্থাপত্যবিদ্যায়, ভাস্কর শিল্পে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তাঁহার প্রাসাদ ও তাঁহার রচিত সংগীতাবলীই ইহার নিদর্শন। তিনিই গুর্জ্জরী নামক মিশ্র রাগিণীর প্রতিষ্ঠাতা। স্বীয় গুর্জ্জরী মহিষী মৃগনয়নার প্রীত্যর্থে তিনি এই নবসুরের নামকরণ করেন। তাঁহা কর্ত্তৃকই গুর্জ্জরী রাগিণীর বহুল-গুর্জ্জরী, মালগুর্জ্জরী, মঙ্গলগুর্জ্জরী ও বিশুদ্ধ

ভুজ্জরী এই চারিটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। ইঁহার দুই শত মহিষীর মধ্যে মৃগনয়না শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন। রাজকার্য্যেও ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন, আবুলফজল তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার পর ইঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য কুক্ষণে রাজ্যলাভ করেন। এই সময়ে আজিম হুমায়ুন বাদিলগড়-তোরণ দগ্ধ করিয়া অধিকার করেন। ইহা গোয়ালিয়রের প্রথম দ্বার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোরণে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাও অবশেষে মুসলমানের হস্তগত হয়। লক্ষ্মণপুর নামক চতুর্থ তোরণ অধিকার কালে তাজ-নিজাম নামে দিল্লীর এক প্রধান সেনাপতির মৃত্যু হয়। শেষ দ্বার হাতীয়াপুর অধিকার কালে রাজা বিক্রম অপমানিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন। আগরায় নীত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে শামসাবাদ প্রদেশ জায়গীর দেন। গোয়ালিয়রের তুয়ার রাজ্য এইরূপে ধ্বংস হইল। মোগলের সহিত পাণিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর পার্শ্বে যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা বিক্রম নিহত হন।

বাবর পাণিপথে জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে সম্রাট্ হইলেন এবং স্বীয় পুত্র হুমায়ুনকে গোয়ালিয়রে পাঠাইলেন। রাজা বিক্রমের বংশধরেরা তাঁহাকে কতকগুলি হীরা মণি মুক্তা উপহার দেন। ইহার মধ্যে একখানি বৃহদাকার হীরক ছিল। ফেরেস্তা তাহার ওজন ৮ মিস্কল ৩২৪ রতি লিখিয়া গিয়াছেন। আরস্কিন্ ও টাবার্নিয়ার এই হীরকখানিকে 'কোহিনুর' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেখানি খিল্জী সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ পাইয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের শেষে রাজা মঙ্গলরায় নামক একজন তোমর বংশীয় বীর গোয়ালিয়রের আফগানশাসনকর্ত্তা তিতর খাঁকে উৎপীড়িত করায় বাবর রহিমদাদ নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। রহিমদাদ আসিলে তিতরখাঁ মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দুর্গে ঢুকিতে দিলেন না, কিন্তু মহম্মদ গাউস নামক এক ব্যক্তির কৌশলে রহিমদাদ দুর্গ অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মঙ্গলরায় (মঙ্গলদেব) গোয়ালিয়র অবরোধ করেন। ইনি কীর্ত্তিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া কথিত হন। তোমরগড়ের অন্তর্গত ধুন্ধারী, অম্বা প্রভৃতি ১২০ খানি গ্রামের ইনি জমীদার ছিলেন। ইঁহার বংশাবলী এখনও ঐ সকল গ্রামে আছে। ইঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

সম্রাট্ হুমায়ুন ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গে বাস করিতেন। এই সময় রাজা বিক্রমের পুত্র রামসহায় গোয়ালিয়র দুর্গের অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু মোগলসম্রাটের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া মনোদুঃখে সেরশার সঙ্গে যোগদান করেন এবং সেরশার সেনাপতি সুজাখাঁর সহিত যুদ্ধে গিয়া মালব জয় করেন।

ফেরিস্তা বলেন,—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবরের প্রধান মন্ত্রী রায়রাম খাঁ গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা সুহেল খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে উদ্যোগ করেন। সুহেল খাঁ এই সংবাদ পাইয়া উক্ত রামসহায়কে লিখিলেন যে, "আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন। ঘটনাচক্রে ইহা এখন আমার হস্তে আছে। সম্প্রতি মোগল বাদশাহ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সাধ্য নাই যে আমি তাঁহাকে বাধা দিই। আপনি যদি আমাকে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার হস্তে রাজ্য প্রদান করিতে পারি।" রামসহায় তাহা শুনিয়া গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন, কিন্তু একবাল খাঁ নামে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী এক জমীদার সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পথেই রামসহায়কে পরাজিত করিলেন। রাম পরাস্ত হইয়া মিবারের রাণার রাজ্যে পলায়ন করিলেন। ফজল আলী নামক ঐতিহাসিক বলেন, সেরশাহের পুত্রের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র বহ্বল্ নামক একজন ক্রীতদাসের হস্তগত হয়। সম্রাট্ অকবরের সময় রামসহায় রাজপুতগণের সাহায্যে গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। মোগলসেনাপতি কাবা খাঁ গোয়ালিয়র উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। রামসহায়ের সহিত কাবাখাঁর যুদ্ধ হয়। তিন দিন যুদ্ধের পর কাবা খাঁ জয়ী হন। অকবর যখন চিতোর অবরোধ করেন (১৫৬৮ খৃঃ অঃ), তখন সে যুদ্ধে গোয়ালিয়ররাজ শালিবাহন (রামসহায়ের পুত্র) রক্ষা পাইলেন। শালিবাহন কোন শিশোদীয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাণার নিকটেই বাস করিতেন। গোয়ালিয়র অকবরের অধীন হইলেও শালিবাহন রাজপুত-রাজসভায় গোয়ালিয়র-রাজ বলিয়া সম্মান পাইতেন।

তৎপরে রোহিতাশ্বের খোদিতলিপি দ্বারা জানা যায়, শালিবাহনের শ্যামসহায় ও মিত্রসেন নামে দুই পুত্র ছিল। ইহারা কালক্রমে অকবরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে শ্যামসহায়ের মৃত্যু হয়। এই মিত্রসেন মোগলাধীনে গোয়ালিয়রের দুর্গের অধ্যক্ষ হন। ইঁহার পর মিত্রসেনের আর কোন বিবরণ জানা যায় না। শ্যামসহায়ের বংশধর তোমরগড়ের জমীদারী ও নামমাত্র "গোয়ালিয়র-রাজ" উপাধি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। শ্যামসহায়ের দুই পুত্র—সংগ্রাম সিংহ ও নারায়ণ দাস। সংগ্রাম ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে 'গোয়ালিয়র-রাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং

তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণসিংহের ১৭১০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। কৃষ্ণসিংহের দুই পুত্র বিজয়সিংহ ও হরিসিংহ উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয় নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিসিংহের বংশধরগণ এখনও উদয়পুরে আছেন। ইহাদের অন্ত এক শাখা এখনও তোমরগড়ের জমীদারী ভোগ করিতেছেন।

তোমরগ্রহ (পুং) তোমরং গৃহ্লাতি গ্রহ-অচ্। তোমরাস্ত্র-গ্রাহী, তোমরধারী যোদ্ধা, রায়বেঁশে।

তোমরধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ তোমরস্ত ধরঃ। ১ অগ্নি। ২ তোমরধারী যোদ্ধা।

তোমরাণ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, তোরমাণ, ইনি ললিত রাজার পুত্র। (রাজতর° ৫।২৩৭)

তোমরিকা (স্ত্রী) তোমর সংজ্ঞায়াং কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ অত-ইত্বং। তুবরিকা। (শব্দর°)

তোয় (ক্লী) তু-বিচ্ তবে পূর্ত্ত্যৈ যাতি যা-ক বা তবতের্ব্বৃদ্ধি-কর্ম্মণঃ তু-যৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ জল। ২ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র।
"মৃত্তোয়ৈ শুধ্যতে শোধ্যং নদীবেগেন শুধ্যতি।" (মনু)
[জল দেখ।] ৩ লগ্নস্থান হইতে চতুর্থ স্থান।

তোয়কর্ম্মন্ (ক্লী) তোয়েন কর্ম্ম। তর্পণ, জলদ্বারা তর্পণ করিতে হয়।

তোয়কাম (পুং) তোয়ং জলং কাময়তে কম-অণ্। ১ পরিব্যাধ বৃক্ষ, জলবেতস গাছ। (ত্রি) ২ জলাভিলাষুক, জলপ্রার্থী।

তোয়কুম্ভ (পুং) তোয়স্ত কুম্ভইব। শৈবাল। (পারস্করনিঘণ্টু)

তোয়কৃচ্ছ্র (ক্লী) তোয়েন তোয়মাত্রপানেন কৃচ্ছ্রং ব্রতং। জলমাত্র পানরূপ ব্রতবিশেষ, এই ব্রত মাসসাধ্য, এই ব্রত করিতে হইলে একমাস জল খাইয়া থাকিতে হয়।
"মূলকৃচ্ছ্রং স্মৃতং মূলৈস্তোয়কৃচ্ছ্রং জলেন তু।" (মার্ক°পু°)

তোয়ক্রীড়া (স্ত্রী) তোয়স্ত ক্রীড়া ৬তৎ। জলক্রীড়া।

তোয়চর (ত্রি) তোয়ে জলে বিচরতি চর-অচ্। জলচর।
"কৃমিঃ কীটঃ পতঙ্গোঽথ পক্ষী তোয়চরো মৃগঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৩৩)

তোয়জ (ত্রি) তোয়ে জায়তে জন-ড। জলজ, জলজাত।

তোয়ডিম্ব (পুং) তোয়স্ত ডিম্বইব। মেঘোপল, করকা, শিল, বর্ষোপল।

তোয়দ (পুং) তোয়ং দদাতি দা-ক। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (ক্লী) ৩ ঘৃত। (ত্রি) ৪ বিধিপূর্ব্বক জলদাতা, জলদান করিলে অতিশয় ফললাভ হয়। অন্নদান করিলে প্রাণদান করা হয়। প্রাণদানের অধিক আর কিছুই নাই, কিন্তু জল ব্যতীত অন্নাদি কিছুই তৃপ্তিজনক হয়না, এই জন্ত জলদানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জলদাতা সকল কামনা ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া অক্ষয়স্বর্গ লাভ করে এবং সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)
"তোয়দো মনুজব্যাঘ্র! স্বর্গং গত্বা মহারস্থত।
অক্ষয়ান্ সমবাপ্নোতি লোকানিত্যব্রবীন্ মনুঃ॥"
(ভারত শান্তিপ°)

তোয়দাগম (পুং) তোয়দস্ত আগমঃ ৬তৎ। মেঘাগম, বর্ষাকাল।

তোয়ধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ তোয়স্ত ধরঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। ৩ সুনিষণ্ণশাক, শুষুনীশাক।

তোয়ধার (পুং) তোয়ানাং ধারা যত্র। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। ধারি ভাবে অচ্ তোয়স্ত ধারঃ। ৩ জলবর্ষণ।

তোয়ধারা (স্ত্রী) জলসন্ততি, জলের ধারা।
"শরান্ ব্যসৃজতাং শীঘ্রং তোয়ধারা ঘনাইব।"
(ভারত বিরাট ৩২ অ°)

তোয়ধি (পুং) তোয়ানি ধীয়স্তেঽত্র ধা-কি। সমুদ্র।
"সমস্তাম্মেরুমধ্যাত্তু তুল্যো ভাগেষু তোয়ধেঃ।" (সূর্য্যসি°)

তোয়ধিপ্রিয় (ক্লী) প্রীণাতি প্রী-ক তোয়ধিপ্রিয়ো যস্য। লবঙ্গ। (শব্দচ°)

তোয়নিধি (পুং) তোয়ং নিধীয়তে হস্মিন্ তোয়-নি-ধা-কি। সমুদ্র।

তোয়নিবী (স্ত্রী) তোয়ং সমুদ্রোদকং নীবীব যস্যাঃ আর্ষে ন কপ্। ১ পৃথিবী। "তোয়নীব্যাঃ পতিং ভুবে রত্ত্যাসিকলদগজা-হবয়ে।" (ভাগ° ১১।৫।৩৮) লোকেতু কপ্ প্রত্যয়ঃ।

তোয়পর্ণী (স্ত্রী) ১ ধান্তবিশেষ। ২ কারবেল্লতা, উচ্ছা।

তোয়পিপ্পলী, কাঁচড়াদাম শাক।

তোয়পুষ্পী (স্ত্রী) তোয়েন বহুজলদানেন পুষ্পাণ্যস্যাঃ। পাটলাবৃক্ষ।

তোয়প্রষ্ঠা (স্ত্রী) তোয়পুষ্পী।

তোয়প্রসাদন (ক্লী) প্রসাদয়তি প্র-সদ-ণিচ্ ল্যুট্, তোয়স্য প্রসাদনং। কতকফল, নির্ম্মল ফল, এই ফল ঘষিয়া জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়।

তোয়প্রসাদনফল (ক্লী) তোয়প্রসাদনায় ফলং। কতক-ফল; নির্ম্মলী ফল।

তোয়ফলা (স্ত্রী) তোয়প্রধানং ফলং যস্যাঃ। ১ ফললতাবিশেষ, তরমুজ। ২ ইর্ব্বারু, কাকুড়। (রাজনি°)

তোয়মুচ্ (পুং) তোয়ং মুঞ্চতি-মুচ্-কিপ্। ১ জলমুচ্, মেঘ। ২ মুস্তক।

তোয়যন্ত্র (ক্লী) ১ কালজ্ঞানার্থ ঘটীযন্ত্রভেদ। [ঘটীযন্ত্র দেখ।] ২ জলযন্ত্রভেদ, ফোয়ারা।

তোয়রাজ্ (পুং) তোয়েষু রাজতে রাজ-কিপ্। সমুদ্র।

তোয়রাশি (পুং) তোয়ানাং রাশিরিব। ১ সমুদ্র। ২ জলসমূহ।

"তোয়রাশিসন্তবাপি তৃষ্ণাং সংবর্দ্ধয়তি" (কাদ°)

তোয়বল্লিকা (স্ত্রী) তোয়বল্লী-কন্। কারবেল্লক।

তোয়বল্লী (স্ত্রী) তোয়ে জলসন্নিহিতস্থানে বল্লীর্ব্বল্লী। কারবেল্লক, করেলা, উচ্ছে।

তোয়বৃক্ষ (পুং) তোয়ে বৃক্ষইব। শৈবাল।

তোয়বিম্ব (স্ত্রী) তোয়োত্থিতং বিম্বং। জলবিম্ব, জলের উপরি-ভাগে ভাসমান অর্দ্ধ গোলাকার পদার্থ।

তোয়শুক্তিকা (স্ত্রী) তোয়জাতা শুক্তিকা মধ্যলো° কর্ম্মধা। জলশুক্তিকা, ঝিনুক।

তোয়শূক (পুং) তোয়স্য শূকইব। শৈবাল। (পারস্কর নিঘণ্টু)

তোয়সূচক (পুং স্ত্রী) তোয়ং জলবর্ষং সূচয়তি রবেণ সূচ-ণ্বুল্। ১ ভেক, ভেক শব্দ করিলে জল হয়। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ জলবর্ষণসূচক যোগভেদ।

তোয়াত্মন্ (পুং) তোয়ং আত্মা স্বরূপং যস্য। পরমেশ্বর।

"যস্য কেশেষু জীমূতাঃ নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥" (বিষ্ণুস্তুতি)

তোয়াধার (পুং) তোয়স্য আধারঃ ৬তৎ। জলাধার, পুষ্করিণী।

তোয়াধিবাসিনী (স্ত্রী) তোয়ং জলপ্রধানং স্থলং অধিবসতি অধি-বস-ণিনি। পাটলা বৃক্ষ।

তোয়ালয় (পুং) তোয়স্য আলয়ঃ। উদধি, সমুদ্র।

তোয়াশয় (পুং) তোয়স্য আশয়ঃ ৬তৎ। জলাশয়।

তোয়েশ (পুং) তোয়স্য ঈশঃ ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ শতভিষা-নক্ষত্র। (স্ত্রী) তোয়ং জলং ঈশঃ অধিষ্ঠাতাঽস্য। ৩ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

তোয়োদ্ভবা (স্ত্রী) তোয়ে উদ্ভবো যস্যাঃ। তোয়াপমার্গ।

তোরণ (পুং স্ত্রী) তুতোর্ত্তি ত্বরয়া গচ্ছন্ত্যনেন তুর করণে ল্যুট্। ১ বহির্দ্বার, দ্বারের অগ্রে স্থাপিত স্তম্ভদ্বয়ের উপরি নিবদ্ধ নানাবস্ত্র ও রত্নাদি দ্বারা খচিত ধনুরাকার লক্ষ্য। মালাদি-দ্বারা সজ্জিত পুরবহির্দ্বার। বন্দনমালা; বহির্দ্বারোপরিস্থ মঙ্গলসূচক মাল্য। তোলয়তি উন্নময়তি মস্তকং তুল ল্যু, লস্য র। ২ কন্ধরা। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৭)

তোরণমাল (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ, অবন্তিকা।

তোরণবৎ (ত্রি) তোরণং বিদ্যতেঽস্য তোরণ-মতুপ্ মস্য ব। তোরণবিশিষ্ট।

তোরণস্ফাটিকা (স্ত্রী) দুর্য্যোধনের সভার নাম। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ময়নির্ম্মিত সভাদর্শনে ঈর্ষায় এই সভা প্রস্তুত করেন। (ভারত সভাপ° ৫৫ অ°)

তোরমাণ, ১ কাশ্মীরের একজন পরাক্রান্ত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

২ পঞ্জাবের একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা। লবণ-শৈলস্থ কুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলাফলকে ইনি 'রাজমহারাজ তোরমাণ-শাহি জউল' নামে অভিহিত। ইহার সময়কার খোদিতলিপি দৃষ্টে কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন। (Epigraphia Indica, Vol. I. p. 239.)

৩ মালবসাম্রাজ্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা। কাহারও মতে—গুপ্ত সম্রাট্‌গণ হীনবল হইয়া পড়িলে হূণবংশীয় তোর-মাণ আসিয়া মালবরাজ্য অধিকার করেন। ইনি পরাক্রান্ত হূণরাজ মিহিরকুলের পিতা।

বুধগুপ্তের সময়ে (১৬৫ গুপ্ত সম্বতে) উৎকীর্ণ এরণের শিলালিপিতে মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণুর নাম আছে। কিন্তু তোর-মাণের ১ম বর্ষে উৎকীর্ণ এরণের স্বতন্ত্র লিপিতে ধন্যবিষ্ণু জীবিত ও মাতৃবিষ্ণু মৃত লিখিত। আবার এরণের আর এক-খানি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠে জানা যায়। ১৯০ (গুপ্ত সম্বতে) ভানুগুপ্ত এ অঞ্চলে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে হূণরাজ তোরমাণ বুধগুপ্তের (৪৮৪ খৃষ্টাব্দের) কিছু পরে এবং ভানুগুপ্তের (৫১০ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে পূর্ব্বমালবে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। [মিহিরকুল দেখ।]

তোরশ্রবস্ (পুং) অঙ্গিরা মুনি।

তোরা (পারসী) ১ পুষ্পস্তবক। ২ উষ্ণীষের ভূষণ।

"মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা" (বিদ্যাসু°)

তোল (পুং স্ত্রী) তুল্যতে পরিমীয়তে তুল-কর্ম্মণি ঘঞ্। তোলক, ৮০ রতি পরিমাণবিশেষ, তোলা, ভরি।

তোলক (পুং স্ত্রী) তোলমেব স্বার্থে কন্। তোল পরিমাণ, ১ তোলা, ৮০ রতিতে ১ তোলা, বৈদ্যক পরিভাষার মতে ৯৬ রতিতে ১ তোলা হয়। পর্য্যায়—কোল, দ্রঙ্ক্ষণ, বটক, কর্ষার্দ্ধ, কর্ষ। (বৈদ্যকপরি°)

"রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ॥" (রসেন্দ্রসার°)

তোলন (স্ত্রী) তুল-ল্যুট্। ১ তোলকরণ, ওজন করণ। ২ উত্তোলন, উত্থাপন, উঠান।

তোলপাড় (দেশজ) অত্যন্ত আলোড়ন, অতিশয় আন্দোলন।

তোলা (দেশজ) ১ উত্তোলন, উত্থাপন, উঠান। ২ যাহা সচরা-চর ব্যবহৃত হয়না, তুলিয়া রাখা হয়। ৩ তোল, একভরি, স্থানভেদে যোলমাষা, কোথায় বা এক ছটাকের চতুর্থাংশ। ৪ বাজারের বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কর বা ভিক্ষাস্বরূপ গৃহীত পণ্য দ্রব্যের কিয়দংশ।

তোলা উনান (দেশজ) তোলা আকা, রন্ধন করিবার স্থান, এই তোলা উনান ইচ্ছানুসারে রাখিয়া দেওয়া যায় এবং সময় মত ব্যবহারে লাগে।

তোলাপাড়া (দেশজ) মনে মনে আন্দোলন করা।

তোল্য (ত্রি) তুল-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ তোলনীয়। ভাবে ণ্যৎ। ২ তোলন।

"জীবানাং বয়সাং মৌল্যো তোল্যো বর্ণস্ত হেমনি।" (লীলা°)

তোশ (পুং) তুশ বধে ভাবে ঘঞ্। ১ হিংসা। কর্ত্তরি অচ্। ২ হিংসক। "যে রায় ইন্দ্র তোশতমাঃ" (ঋক্ ১।১৬৯।৫) 'তোশতি বধকর্ম্মা নিতোশয়তি নিবর্হয়তীতি তন্নামসু পাঠাৎ তোশতমাঃ নাশয়িতৃতমাঃ' (সায়ণ)

তোষ (পুং) তুষ ভাবে ঘঞ্। ১ সন্তোষ, তৃপ্তি, তুষ্টি। ২ সায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত প্রভৃতি দেবতার মধ্যে একজন দেবতা।

"তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতি।" (ভাগ° ৪।১।৭)

তোষক (ত্রি) তুষ্টিকারক, আনন্দদায়ক।

তোষক (পারসী) শয্যা, পাতলা গদি।

তোষণ (ক্লী) তুষ ভাবে ল্যুট্। ১ সন্তোষ। তুষ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ সন্তোষোৎপাদন।

"এতাবদেব পুরুষৈঃ কার্য্যং হৃদয়তোষণং" (ভারত সভা ১৬অ°)

(ত্রি) কর্ত্তরি ল্যু। ৩ সন্তোষজনক। করণে ল্যুট্। ৪ তোষসাধন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তোষদান (পারসী) কস্ত্রাদির আধার। খাপ।

তোষয়িতব্য (ত্রি) তুষ-ণিচ্-তব্য। তোষণীয়।

তোষল (পুং) কংসের অনুচর ভেদ। এই অসুর ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণহস্তে নিহত হয়। (ভাগবত)

তোষল (ক্লী) তোষং লুনাতি লূ বাহুলকাৎ ড। অস্ত্রভেদ, মুষলাস্ত্র।

"কৃষ্ণস্তোষলমুদ্যম্য গিরিকূটোপমং বলী।" (হরি° ৮৭ অ°)

তোষাখানা (পারসী) বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য গৃহসজ্জার উপকরণ রাখিবার স্থান।

তোষাম্ (তুষাম্) পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেলার হাঁসি নগরের ২৮ মাইল দক্ষিণে তোষাম্ নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এখানে বালুকাময় সমতল ক্ষেত্র হইতে একবারে ৮০০ ফিট্ উচ্চ এক পাহাড় আছে, এই পাহাড়ের গাত্রে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের যত্নে খোদিত কএকখানি শিলালিপি আছে। প্রবাদ এইরূপ পাতিয়ালার অমরসিংহ তুষাম্ পাহাড়ে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই দুর্গ দৃষ্টে বোধ হয়, অমরসিংহের বহুপূর্ব্বে ঐ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অমরসিংহ সংস্কার করিয়াছেন মাত্র।

কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে তুষার জাতির একটী সঙ্ঘারাম ছিল, তাহাতেই তুষারারাম বলিত, তাহাই অপভ্রংশে তুষাম্ বা তোষাম্ নাম হইয়াছে।

তোষামোদ (দেশজ) খোসামোদ, মন যোগান।

তোষিত (ত্রি) তুষ-ণিচ্-ক্ত। তৃপ্ত, তুষ্ট।

তোষিন্ (ত্রি) তুষ্যতীতি তুষ-ণিনি। তুষ্টিকারক।

তোষ্য (ত্রি) তুষ-ণ্যৎ। তোষণীয়।

তৌক্ষিক (পুং) ধনুরাশি।

তৌগ্র্য (পুং) তুগ্রের পুত্র। "তৌগ্র্যো বাং প্রোঢ়ঃ" (ঋক্ ১।১১৭।১৫) 'তৌগ্র্যঃ তুগ্রপুত্রঃ' (সায়ণ)

তৌজি (আরবী) প্রজার নাম, কত পরিমাণ জমী, খাজানা, ইত্যাদির হিসাব পত্র।

তৌতাতিক (ক্লী) তুতাতভট্টেন নির্বৃত্তঃ তুতাত-ঠক্। তুতাত ভট্ট কৃত দর্শনশাস্ত্র, কৌমারিল শাস্ত্র।

"নৈবাশ্রাবি গুরোর্ম্মতং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং।"

(প্রবোধচন্দ্রোদয় ২।৩)

তৌতাতিত, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের নামান্তর। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই নাম দিয়া কুমারিলের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কুমারিলভট্ট শব্দে কুমারিলের ধর্ম্মমতের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, কুমারিল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কুমারিল ৫ম শতাব্দীর বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক ইৎসিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার মতে, বাক্যপদীয়রচয়িতা ভর্তৃহরি ৬৫০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমারিল স্ব-রচিত মীমাংসাবার্ত্তিকে বাক্যপদীয় হইতে অনেক স্থলে বচনোদ্ধার ও তাহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসায় অর্হতের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈনগ্রন্থকার অকলঙ্কদেব অষ্টশতী নামক আপ্তমীমাংসার টীকায় প্রকাশ করেন যে অর্হতের কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই। কুমারিল তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানে সমন্তভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"সূক্ষ্মান্তরিতদূরার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ কস্যচিদ্যথা।" (সমন্তভদ্র)

অকলঙ্ক টীকায় লিখিয়াছেন 'অন্তরিত' অর্থাৎ 'কালবিপ্রকর্ষি অতীতাদি।' কুমারিল সমন্তভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন—

"এবং যৈঃ কেবলং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ।

সূক্ষ্মাতীতাদিবিষয়ং জীবস্য পরিকল্পিতম্॥

ন ত্বে তদাগমাৎ সিধ্যের চ তেনাগমো বিনা।

দৃষ্টান্তোপি ন তন্তান্তো নৃষু কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।" (তন্ত্রবার্ত্তিক)

আবার জৈনগ্রন্থকার বিদ্যানন্দ তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"ততো যদুপহসনকারি ভট্টেন

যৈরুক্তং কেবলং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ।

সূক্ষ্মাতীতাদিবিষয়ং সূক্ষ্মজীবস্য তৈরদঃ॥"

কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকে অনেক স্থলেই ঐ রূপ অকলঙ্কের অষ্টশতী ব্যাখ্যার কথা ও তাহার প্রতিবাদ লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের মত সমর্থন করিয়া নিজ অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে বহুস্থানেই কুমারিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই আমরা নিঃসন্দেহে কুমারিলের প্রকৃত সময় স্থির করিতে পারিব।

৮৬৩ শকে পম্প কর্ণাটী ভাষায় লিখিত আদিপুরাণে এবং ৮৮২ শকে সোমদেব আপনার যশস্তিলককাব্যে অকলঙ্ক দেবকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণশাস্ত্রবিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবার জিনসেনাচার্য্য ৭৬০ শকে জৈন আদিপুরাণে অকলঙ্ক-দেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জিনসেনাচার্য্য রাষ্ট্রকূট-রাজ ১ম অমোঘবর্ষের গুরু ছিলেন। তিনি আদিপুরাণের একস্থানে প্রভাচন্দ্রের চন্দ্রোদয় নামক ন্যায় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্রের ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয় এবং বিদ্যা-নন্দের অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে উভয় গ্রন্থকারই অকলঙ্কদেবের শিষ্য বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে প্রভাচন্দ্র বাণভট্টের কাদম্বরী ও ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় উদ্ধৃত করিয়া-ছেন। আবার জৈন গ্রন্থকার ব্রহ্মনেমিদত্ত লিখিয়াছেন—অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ (১ম) কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক। গুজরাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায়, ৬৭৫ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার খুল্লতাত কৃষ্ণরাজ উত্তরাধিকার লাভ করেন। জিনসেনাচার্য্য উত্তরপুরাণে লিখিয়াছেন—৭০৫ শকে কৃষ্ণরাজের পুত্র বল্লভরাজ রাজদণ্ড প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইৎসিংএর মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে বাক্য-পদীয়-রচয়িতা ভর্তৃহরির মৃত্যু হয়। কুমারিল বাক্যপদীয়ের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অকলঙ্কদেবের শিষ্য প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুমারিলও অকলঙ্কের অষ্টশতীর অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অকলঙ্কদেব কোন স্থানে কুমারিলের মতের প্রতিবাদ করেন নাই। এরূপ স্থলে কুমারিল ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্তৃহরির পরবর্ত্তী, অকলঙ্কদেবের সমসাময়িক হইলেও তৎপরে গ্রন্থ রচনা করেন এবং অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্রের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজের সময়ে (৬৭৫ শকের পরে এবং ৭০৫ শকের পূর্ব্বে) বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং কুমারিলভট্টও ঐ সময় আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তৌতিক (ক্লী) ১ মুক্তা। (পুং) ২ শুক্তি।

তৌদী (স্ত্রী) বিষনাশক বৃক্ষভেদ, ঘৃতকুমারী। "তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী বা অসি" (অথর্ব্ব° ১০।৪।২৪)

তৌম্বরবিন্ (পুং) তুম্বুরুণা কল্পাপ্যন্তেবাসিনাং প্রোক্ত-মধীয়তে ইনি। তুম্বুরুপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, তুম্বুরুপ্রোক্ত শাখা-অধ্যয়নকারক।

তৌর (ক্লী) যাগভেদ।

"সংবৎসরমহরহস্তোরেণ যজেত" (লাট্যা° শ্রৌ° ১০।২০।১)

তৌরযান (ক্লী) তূর্ণং যানমস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণ গমনযুক্ত।

তৌরশ্রবস (ক্লী) তোরশ্রবসা অঙ্গিরসা দৃষ্টং সাম অণ্। সামভেদ।

"তৌরশ্রবসে মাধ্যন্দিনে পবমানে" (কাত্যা° শ্রৌঃ ২৫।১৪।১৪)

'তৌরশ্রবসে সামনী' (কর্ক)

তৌরায়নিক (ত্রি) তুরায়ণং যজ্ঞং বর্ত্তয়তি তুরায়ণ-ঠঞ্। (পারায়ণতুরায়ণচান্দ্রায়ণং বর্ত্তয়তি। পা ৫।১।৭২) তুরায়ণ-যজ্ঞকারী।

তৌর্য্য (ক্লী) তূর্য্যে মুরজাদৌ ভবং তূর্য্য-অণ্। তূর্য্যবাদ্য, মুরজাদি ধ্বনি, পাকোয়াজ বাজনা।

তৌর্য্যত্রিক (ক্লী) ত্রয়োংশাঃ যস্য ত্রিসংখ্যায়াং কন্। তৌর্য্যোপলক্ষিতং ত্রিকং। সমুদিত নৃত্য গীত ও বাদ্য, নট-সম্বন্ধীয় নৃত্য গীত ও বাদ্য। ইহা একটী কামজ ব্যসন, ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত।

"তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ" (মনু ৭।৪৭)

বিষ্ণুগৃহে বা দেবালয়ে এই তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্য করিলে পুণ্য হয় এবং অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। (বরাহপু°)

তৌল (ক্লী) তুলা এব স্বার্থে অণ্। স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়াঃ কচিৎ লিঙ্গবচনানি অতিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তেঃ দেবতাদিবৎ ক্লীবতা। ১ তুলা, তুলাদণ্ড। (পুং) ২ তুলারাশি।

তৌলকর (ত্রি) তৌলং করোতি-কৃ-ট। পরিমাপক, কয়াল।

তৌলিক (পুং) তুলয়া তুলিকয়া জীবতি তুলি-ঠক্। চিত্রকার।

তৌলিকিক (পুং) তুলিকয়া জীবতি তুলিকা-ঠক্। চিত্রকার, পটুয়া, পর্য্যায় রঙ্গাজীব, চিত্রকৃৎ, তৌলিক। (শব্দমালা)

তৌলিন্ (পুং) তুলৈব তৌলং তৎ বিদ্যতে অস্য ইনি। তুলারাশি।

তৌল্য (ত্রি) তুলয়া পরিচ্ছিন্নং ষ্যঞ্। ১ তুলাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তুল্যমেব স্বার্থে অণ্। ২ তুল্য।

তৌল্বলায়ন (পুং) তুল্বলস্য ঋষেরপত্যং যুবা, তুল্বল-ইঞ্-ফক্। তুল্বল ঋষির যুবা অপত্য।

তৌল্বলি (পুং) তুল্বলস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। তুল্বলঋষির অপত্য।

তৌল্বল্যাদি (পুং) পাণিনুক্ত গণ বিশেষ। তৌল্বলি, ধারণি, পারণি, রাবণি, দৈলীপি, দৈবতি, বার্কলি, নৈবকি, দৈবমতি, দৈবযজ্ঞি, চাফট্টকি, বৈল্বকি, বৈঙ্কি, আনুরাহতি, পৌকয়সাদি, আনুরোহতি, আয়ুতি, প্রাদোহনি, নৈমিশ্রি, প্রাড়াহতি, বান্ধকি, বৈশীতি, আসিনাসি, আহিংসি, আসুরি, নৈমিষি, আসিবন্ধকি, পৌষ্করেণুপালি, বৈকর্ণি, বৈরকি, বৈহতি। (পাণিনি ২।৪।৬১)

তৌবরক (ত্রি) তুবর্য্যা ইদং অণ্ স্বার্থে কন্। তুবরী সম্বন্ধীয় স্নেহাদি। "ঋতে ভল্লাতকস্নেহাৎ স্নেহাস্তৌবরকাস্তথা।" (সুশ্রুত) ২ তুবরক।

তৌবিলিকা (স্ত্রী) ঔষধভেদ। "তৌবিলিকে! হ্বেলয়াবায় মৈলব ঐলয়ীৎ" (অথর্ব্ববেদ ৬।১৬।৩)

তৌষায়ণ (ত্রি) তুষস্য অদূরদেশাদি পক্ষাদিত্বাৎ ফক্। তুষের অদূরদেশাদি।

তৌষার (ত্রি) তুষারস্যেদং তুষার-অণ্। তুষার সম্বন্ধীয় জল। [তুষার দেখ।]

ত্মন্ (পুং) আত্মন্ আলোপঃ। আত্মা। "ত্মনমূর্জ্জং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ" (ঋক্ ১।৬৩।৮) 'ত্মনং আত্মানং আত্তোহস্যত্রাপি ছন্দসি দৃশ্যতে, ইতি আত্মনঃ আকারলোপঃ সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ উপধাদীর্ঘাভাবঃ' (সায়ণ) ত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার একবচন স্থানে ত্মা হয়।

"উপ ত্মন্যা বনস্পতে" (ঋক্ ১।১৮৮।১০)

ত্যক্ত (ত্রি) ত্যজ-ক্ত। কৃতত্যাগ, বর্জ্জিত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। পর্য্যায়—হীন, সমুজ্ঝিত, উৎসৃষ্ট, ধূত, বিধুত, বিনাকৃত, বিরহিত, নির্ব্যূঢ়। (ত্রিকাণ্ড)

ত্যক্তব্য (ত্রি) ত্যজ-তব্য। ত্যজনীয়, ত্যাগের যোগ্য।

ত্যক্তৃ (ত্রি) ত্যজ্-তৃচ্। ত্যাগকারী।

ত্যগল (পুং) গ্রন্থকর্ত্তাভেদ, কেহ কেহ ইহার নাম তিগল এইরূপ বলিয়া থাকেন।

ত্যগ্রারি (স্ত্রী) সামভেদ।

ত্যজন (ক্লী) ত্যজ-ল্যুট্। ত্যাগ, বর্জ্জন, পরিহার।

ত্যজনীয় (ত্রি) ত্যজ-অনীয়র্। ত্যাগের যোগ্য।

ত্যজস্ (পুং) ত্যজ ভাবে অসুন্। ১ ত্যাগ। "ইন্দ্রস্য ন ত্যজসা" (ঋক্ ১।১১৬।১২) 'ত্যজসা ত্যাগেন' (সায়ণ) (ত্রি) কর্ত্তরি অসুন্। ২ ত্যাগকর্ত্তা। "চিত্তারয়তি মহি ত্যজঃ" (ঋক্ ১০।১৪৪।৬) 'ত্যজো দুঃখস্য বর্জ্জয়িতৃ' (সায়ণ) করণে অসুন্। ৩ ক্রোধ।

ত্যজ্যমান (ত্রি) ত্যজ-শানচ্। যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে।

ত্যদ্ (ত্রি) ত্যজ-অদি সচ ডিৎ (ত্যজিতনীতি। উণ্ ১।১৩১) আকাশ, বায়ু।

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥" (ভাগ° ১০।২।২৬)

'সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্ তেজাংসি ত্যদ্ শব্দেন বায়ুরাকাশৌ' (শ্রীধর) ভাগবতের এই শ্লোকে ত্যদ্ শব্দে বায়ু ও আকাশ অভিহিত হইয়াছে।

৩ সর্ব্বদা পরোক্ষাভিধানার্থ বস্তু। ৪ প্রসিদ্ধ। এই শব্দ সর্ব্বনাম ইহার রূপ ত্যদাদির ন্যায় হইবে পুংলিঙ্গে স্য, ত্যৌ, ত্যে। স্ত্রীলিঙ্গে স্যা, ত্যে, ত্যাঃ। ক্লীবলিঙ্গে ত্যদ্, ত্যে, ত্যানি ইত্যাদি। অব্যয়ীভাবসমাসে এই শব্দের অচ্ সমাসান্ত হয়। যথা ত্যস্য সমীপে উপত্যদং ইত্যাদি।

ত্যদাদি (পুং) পাণিনীয়গণসূত্রোক্ত শব্দ সমূহ—ত্যদ্, তদ্, যদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, এক, দ্বি, যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ, কিম্। অত্র বিধিতে অর্থাৎ টি স্থানে অৎ হয় এই বিষয়ে দ্বি শব্দ পর্য্যন্ত গ্রহণই ভাষ্যকারের অভিলষিত। ত্যদাদির টি স্থানে অৎ হয়, ইহাতে ত্যদ্ হইতে কিম্ পর্য্যন্ত বুঝায়, কিন্তু ভাষ্যকার বলেন, অত্র বিধিতে দ্বি পর্য্যন্ত গ্রহণ জানিবে। (পাণিনি)

ত্যাগ (পুং) ত্যজ-ভাবে ঘঞ্। উৎসর্গ, বর্জ্জন, ইহা আমার নয় এইরূপ মূর্ত্তদ্রব্যের স্বত্বধ্বংসানুকূলব্যাপার বিশেষ।

"ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।" (মনু ৮।৩৮৯)

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ত্যাগের যোগ্য নয় অর্থাৎ ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে নাই।

২ দান। ৩ বিবেকিপুরুষ। (শব্দর°) ৪ সর্ব্বকর্ম্মফল বিসর্জ্জন, ত্যাগের বিষয় গীতায় এইরূপ লিখিত আছে—

সংন্যাস ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, সংন্যাসেরই একটু বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ কহে। বিচক্ষণ লোক সকল কাম্যধর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে সংন্যাস এবং সমস্ত কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাকে ত্যাগ

বলিয়াছেন। অতএব সন্ন্যাসের বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইল। ত্যাগ এবং সন্ন্যাস বিষয়ে কোন কোন ঋষিগণের জটিল সিদ্ধান্ত দেখিয়া আপাততঃ মতদ্বৈধ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে মতদ্বৈধ বা বিরোধ বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, জীব দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে কোন ক্রিয়া করে, তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাও অন্যান্য দোষের ন্যায় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা নিষ্পাদ্য সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য। আবার কেহ কেহ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যাজ্য নহে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেন, ইহার মীমাংসা এইরূপ—ত্যাগ ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম কখনই পরিত্যাজ্য, নহে, ইহা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ যজ্ঞ দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা মনীষিদিগের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব আসক্তি ও ফলকামনাপরিশূন্য হইয়া এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মনীষিগণ বন্ধন ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা কর্ম্ম। অমুক কার্য্য দ্বারা আমার অমুক প্রকার সুখ সাধন হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম কহে। কাম্যকর্ম্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ফল হইয়া থাকে, সুতরাং মুক্তি না হইয়া বন্ধনই হইল। এইজন্য যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক কোন প্রকার সুখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবল মাত্র মুক্তি অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি জড়পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, সেই ভ্রান্তির বিনাশই তাঁহারা প্রার্থনা করেন, এই জন্য কাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কখনই পরিত্যাগ করেন না। কারণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের যথাবিধ অনুষ্ঠান করিলে জীবের কখন বন্ধন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মোহবশে এই সকল কর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে তামসত্যাগ কহে। যাহারা কায়ক্লেশে ও অর্থভয়াদি ভয়ে অতিশয় কষ্টজনক বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহাকে রাজস পরিত্যাগ কহে। এইভাবে কর্ম্মত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল হয় না। যাহারা সমস্ত আসক্তি-ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতাবোধে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মে আসক্তি ও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করাকেই কর্ম্মত্যাগ বলে। ক্রিয়ার ত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলে না।

যিনি অকুশল কর্ম্মকেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ করেন না এবং শুভজনক কার্য্যেও আসক্ত হন না, তাহারাই বাস্তবিক কর্ম্মত্যাগী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিদ্যমানতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রাণীরই অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবে না। কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া না হইয়াই পারে না। এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও ক্রিয়া নিবৃত্ত থাকে না, অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কথাদ্বারা ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু যাহারা কর্ম্মের ফলত্যাগী, তাহারাই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য।* (গীতা ১৮ অ°) (ত্রি) ত্যাগকর্ত্তা, দাতা। "মিথো যত্ত্যাগমুভয়াসো" (ঋক্ ৪।২৪।৩) 'ত্যাগং ত্যাগকর্ত্তারং দাতারং' (সায়ণ)

ত্যাগপত্র (ক্লী) ত্যাগস্য পত্রং। ১ দানপত্র। ২ দারপরিত্যাগলিপি।

ত্যাগশীল (ত্রি) ত্যাগএব শীলং যস্য। দানশীল, আত্মসুখপরিত্যাগী।

ত্যাগস্বীকার (পুং) আত্মস্বার্থবিসর্জ্জন, আত্মসুখপরিত্যাগ।

---

* "সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥
শ্রীভগবানুবাচ।
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং।
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥" (গীতা ১৮।১-১০)

ত্যাগিন্ (ত্রি) ত্যজতীতি ত্যজ-ঘিনুন্ (সম্পৃচানুরুধাঙ্ যমেতি। পা ৩।২।১৪২)। ১ দাতা। ২ শূর। ৩ বর্জ্জনশীল। ৪ কর্ম্মফলত্যাগী, বিবেকী।

"ন হি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥" (গীতা ১৮।১১)

ত্যাগিম (ত্রি) ত্যাগেন নিবৃত্তঃ ত্যাগ-মপ্। ত্যক্ত, ত্যাগদ্বারা নিষ্পন্ন।

ত্যাজ্য (ত্রি) ত্যজ্যতে ইতি ত্যজ কর্ম্মণি ণ্যৎ, ত্যজেশ্চ ইতি ন কুত্বং। ১ বর্জনীয়, ত্যাগের যোগ্য। ২ দানের যোগ্য।

ত্যাদৃশ্ (ত্রি) ত্যস্তইব দৃশ্যতেঽসৌ ত্যদ্ দৃশ-ক্বিপ্। তাদৃশ, তাহার ন্যায়।

ত্রঙ্গ (পুং) ত্রগি-অচ্। পুরভেদ, নগরীবিশেষ, এই নগরী হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী।

ত্রপমান (ত্রি) ত্রপ-শানচ্। লজ্জমান, যে লজ্জা পাইয়াছে।

ত্রপা (স্ত্রী) ত্রাপ্যতে ইতি ত্রপ-অঙ্ ততষ্টাপ্। ১ লজ্জা, ব্রীড়া। কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) ২ সলজ্জ। ৩ কুলটা। ৪ কুল। ৫ কীর্ত্তি। (শব্দচ°)

ত্রপাক (পুং) ত্রপতে লজ্জতে ত্রপ-আক। (আকঃ ধজাদেঃ। উণ্ ১।২১৯) ইতি উণাদিকোষধৃতসূত্রত্বাৎ আকঃ। ম্লেচ্ছবিশেষ।

ত্রপানিরস্ত (ত্রি) ত্রপয়া নিরস্তঃ। নির্লজ্জ, লজ্জারহিত।

ত্রপান্বিত (ত্রি) ত্রপয়া অন্বিতঃ। লজ্জাযুক্ত।

ত্রপারণ্ডা (স্ত্রী) ত্রপায়াং রণ্ডেব, লজ্জাহীনত্বাৎ তথাত্বং। বেশ্যা, গণিকা। (ত্রি) লজ্জাহীনা।

ত্রপাবৎ (ত্রি) ত্রপা বিদ্যতেঽস্য, ত্রপা মতুপ্, মস্য ব। লজ্জাশীল।

ত্রপিত (ত্রি) ত্রপ-ক্ত। ত্রপাযুক্ত, লজ্জিত।

ত্রপিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ইষ্ঠন্। প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা তৃপ্র-শব্দস্য ত্রপ্ আদেশঃ। অতিতৃপ্র, অতিশয় লজ্জিত, অতিশয় লজ্জাশীল।

ত্রপীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ঈয়সুন্ তৃপ্রস্য ত্রপ্ আদেশঃ। ত্রপিষ্ঠ, অতি লজ্জিত।

ত্রপু (ক্লী) অগ্নিং দৃষ্ট্বা ত্রপতে ইব ত্রপ-উস্। ১ সীসক। ২ রঙ্গ, টিন।

ত্রপু অর্থাৎ টিনকে হিন্দীতে কলই, রাঙ, বা কটৈল, তামিলে তগরম্, মলয়ে তিম, ফলঘ, ব্রহ্মে খৈম, আরবে কস্দির, য়েনাস্ ও পারস্যে উরজিজ্ বলে। (It. *Latta, banda, stagnata*; Fr. *Fer blanc*; Ger. *Weissblech, zinn*; Rus. *Blacha, shest.*)

এই ধাতু দেখিতে রূপার মত, পরিষ্কার থাকিলে অতি উজ্জ্বল দেখায়। ইহাতে অল্প বিস্বাদ আছে। ঘষিলে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয়। সোনার মত না হইলেও সীসা অপেক্ষা টিন কঠিন। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.২৯। ইহা বড়ই ঘাতসহ, যত ইচ্ছা পিটিলেও ভাঙ্গে না; এমন কি, একখানি টিনে $\frac{১}{১৪০০}$ পাতলা পাত করা যায়। .০০৭৮ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট টিনের সূত্রে যোল সেরের সের ওজনের জিনিস ঝুলান যাইতে পারে। ইহা পিটিয়া যেমন পাতলা করা যায়, কিন্তু তেমন চওড়া করা যায় না। ইহা বড় কোমল, সহজেই নোয়ান যায়। তামা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সহিত সহজেই টিন মিশ্রিত হইতে পারে। অপর ধাতু কলাই বা ঢাকিবার জন্ত বহুপরিমাণে টিন ব্যবহৃত হয়। টিনের পাত দিয়া মুড়িলে লোহে মরিচা ধরে না। অগ্নিসংস্পর্শে টিন লোহের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তাহাতে লোহের শ্বেতবর্ণ হয়। বোধ হয়, এই জন্তই ইংলণ্ডে টিনের পাত শ্বেতলোহ (White iron) নামে খ্যাত। টিনের দ্রাবকে অতি পাতলা লোহের পাত ডুবাইয়া সাধারণতঃ 'শ্বেতলোহ' প্রস্তুত হয়। বিলাতে শ্বেতলোহের বড় আদর।

তাম্রের পাকপাত্রাদিতে সহজেই কলঙ্ক ধরে, কিন্তু টিনের পাত দিয়া কলাই করিলে আর কলঙ্ক পড়ে না। নাইট্রিক, মিউরিয়াটিক, নাইট্রো-সালফিউরিক ও টার্টারিক এসিডে টিন দ্রব করিয়া অনেক রঙে মিশান হয়, তাহাতে রঙের স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির নিকট টিন পরিচিত। যজুর্ব্বেদে আমরা সর্ব্বপ্রথম 'ত্রপু' শব্দের উল্লেখ পাই—

"লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।" (শুক্লযজুঃ ১৮।১২)। এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদ (১১।৩।৮), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৪।১৭।৭) প্রভৃতি শ্রুতিতে এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে 'ত্রপু' অর্থাৎ টিনের উল্লেখ আছে। নপুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একমাষা ত্রপু ও সীসক-দান ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'উরগে আয়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপুসীসকম্।' (৩।২৭৩)

মহাভারতে ত্রপু রৌপ্যের মল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"সুবর্ণস্য মলং রূপ্যং রূপ্যস্যাপি মলং ত্রপু।
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসস্যাপি মলং মলম্ ॥"

(ভারত উদ্যো° ৩৮ অঃ)

ভারতে যেমন বৈদিক যুগ হইতে ত্রপুর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, য়ুরোপেও সেইরূপ বহুকাল হইতে টিন প্রচলিত। হিরোদোতস্, দিওদোরস্ সিকিউলস্ ও ষ্ট্রাবো ফিনিকীয় বণিকদিগের কাসিতেরিদেশ বা টিন দ্বীপে যাত্রার

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাবিদ্‌গণ সিলিদ্বীপ ও বিলাতের কর্ণওয়ালকে প্রাচীন কাসিতেরিদেশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক এখনও কর্ণওয়াল নামক স্থানে খনি হইতে যে পরিমাণে টিন বাহির হইতেছে, য়ুরোপের আর কোন স্থান হইতে এরূপ টিন পাওয়া যায় না।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ অথবা ফিনিকীয় বণিকগণ টিন লইয়া কি কি প্রস্তুত করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যজ্ঞে ত্রপুর প্রয়োজন হইত, যজুর্ব্বেদ হইতে আমরা এই টুকু সন্ধান পাই। স্মৃতিতে ত্রপু মূল্যবান্ জিনিস মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই ত্রপু ও তাম্র একত্র মিলিত হইলে কাংস্য হয়, তাহাও ভারতবাসী বহুপ্রাচীনকাল হইতে জানিতেন।

"যথা ত্রপুতাম্রয়োঃ সংযোগে ধাত্বন্তরস্ক কাংস্যস্যোৎপত্তিঃ।"

হাজারিবাগ, ধারবার, গুজরাট ও মধ্যভারতের বস্তার রাজ্যের স্থানে স্থানে টিন-পাথর (Tin-stone) পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাল টিন কোথাও পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশ, মলয়প্রায়োদ্বীপ, বাঙ্কা, যবদ্বীপ ও চীনের কোন কোন স্থানে টিনের খনি আছে। তন্মধ্যে মলয়-প্রায়োদ্বীপের টিনের খনি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এত টিন আর কোথাও নাই। পূর্ব্বকালে এখান হইতেই ভারতে টিন আসিত। এখানে তাবয়-নগরে ১৫৮৬ খৃষ্টীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাফ্‌ফিচ আসিয়া লিখিয়াছেন,—

'I went from Pegu to Malacca, passing many of the sea-ports of Pegu, as Martaban, the island of Tavoy, whence all India is supplied with tin, Tenasserim, the island of Junk-Ceylon, and many others.'

এখনও মলয় হইতে ভারতে টিন আসে। এখান হইতে প্রতি বর্ষে ১২।১৩ লক্ষ টাকার টিন রপ্তানি হয়।

টিন খনির মধ্যে দুই প্রকার অবস্থায় পাওয়া যায়। কখন কখন সিকতাঞ্জন, তাম্র, সীসক প্রভৃতির সহিত চাপড়া হইয়া থাকে, ইহাকে টিন-লৌহ বলে। ইহা গলাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে টিনখণ্ড হয়। অপর অবস্থায় গুঁড়া বালি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত থাকে, এই গুঁড়া টিন অকৃত্রিম টিন বলিয়া গণ্য।

ত্রপুকর্কটী (স্ত্রী) ১ ত্রপুষী, কাঁকুড়। ২ শসা।

ত্রপুটী (স্ত্রী) সূক্ষ্মেলা, ছোট এলাচি।

ত্রপুল (স্ত্রী) ত্রপতে অগ্নিসংস্পর্শেন লজ্জতে ইব ত্রপ-বাহু' উলচ্। রঙ্গ, রাঙ্।

ত্রপুষ (ক্লী) ত্রপ বাহু' উষ। ১ রঙ্গ। ২ ত্রপুষী ফল, শসা। পর্য্যায়—কণ্টকিফল, সুধাবাস, সুশীতল। ক্ষুদ্রফলের গুণ—নীল, বল, তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ক ফলের গুণ—অম্ল, উষ্ণ, পিত্তল. কফ ও বাতনাশক। বড় ফলের গুণ—মূত্রল, শীত, রুক্ষ, পিত্ত ও অস্রকৃচ্ছ্রনাশক। (রাজব')

ত্রপুষী (স্ত্রী) ত্রপুষ গৌরা' ঙীষ্। কর্কটী, কাঁকুড়।

ত্রপুস (ক্লী) ত্রপ বাহুলকাৎ উস। ১ রঙ্গ। ২ কর্কটী।

ত্রপুসা (স্ত্রী) ত্রপুসী, মহেন্দ্রবারুণী।

ত্রপুসী (স্ত্রী) ত্রপুস গৌরা' ঙীষ্। ১ মহেন্দ্রবারুণী। ২ ফল লতাবিশেষ, শসা, (Cucumber) পর্য্যায়—পীত-পুষ্পা, কাওালু, ত্রপুকর্কটী, বহুফলা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, কণ্টকীলতা, সুধাবাসা। ইহার ফলের গুণ—রুচ্য, মধুর, শিশির, গুরু, ভ্রম, পিত্ত, বিদাহ ও বমননাশক। (রাজনি') ইহা দুই জাতি দেখা যায়। ভূমিচারিণী বা ভূয়ে শসা। ইহার ফল খর্ব্বাকৃতি ও স্থূল। প্রায় শীত হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ইহা জন্মায়। মঞ্চচারিণী বা মাচাশসা কেহ বা পালাশসা বলে। ইহা দেখিতে দীর্ঘ ও স্থূল। কাহার ফল শ্বেত বা কাহার ফল সবুজ বর্ণ দেখা যায়। ইহার গাত্রে একরূপ জলবৎ আটা আছে, তজ্জন্য লোকে ইহাকে ক্ষীরা কহে। ইহা প্রায় বর্ষা হইতে শরৎ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ত্রপ্বাদি (পুং) রঙ্গাদি সপ্তধাতু যথা—ত্রপু, সীস, তাম্র, রজত, কৃষ্ণলোহ, সুবর্ণ, লোহমল।

ত্রপ্সা (স্ত্রী) ঘনীভূতশ্লেষ্মাদি। "ত্রপ্সয়া কর্ষণৈঃ ক্ষিপ্তা বাষ্ঠৈর্ব্বা চূষ্ঠতাং ত্রজেৎ।" 'ত্রপ্সা ঘনীভূতশ্লেষ্মাদি।' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ত্রাপ্স্য (ক্লী) ঘনেতর দধি, পাতলা দই। (বিদ্যাবিনোদ)

ত্রয় (ক্লী) ত্রি-তয়প্। ১ ত্রিতয়, ত্রিত্ব সংখ্যা, তিন।

"বেদত্রয়াৎ নিরদুহৎ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।" (মনু) (ত্রি) ২ ত্রিত্ব সংখ্যাযুক্ত। প্রমাণ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ।

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ ত্রিবিধাগমং।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতাঃ॥" (মনু)

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) ১ ত্র্যধিকাপঞ্চাশৎ, ত্রিশব্দস্ত ত্রয়স্ আদেশঃ। তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, ৫৩, তিপ্পান্ন। ২ ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সংখ্যাযুক্ত।

ত্রয়যাব্য (পুং) ত্রয়ং জন্মত্রয়ং যাতি যা বাহু' আয্য। জন্মত্রয়-প্রাপ্ত। "সুষুর্ন ত্রয়যাব্য" (ঋক্ ৬৷২৷৭) 'ত্রয়যাব্যো জন্মত্রয়ংপ্রাপ্তঃ' জন্মত্রয়ং পর্য্যন্তে।

"মাতুরগ্রেহধিজননাৎ দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়া ইতি জন্মত্রয়ং স্মৃতং॥" (সায়ণধৃত)

এই জন্মত্রয় মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম প্রথম, মৌঞ্জিবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার দ্বিতীয়, যজ্ঞদীক্ষা তৃতীয়।

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ (স্ত্রী) ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ, ত্রিশব্দস্য ত্রয়স্ আদেশঃ। তিন অধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা, ৪৩, তেতাল্লিশ।

ত্রয়ঃষষ্টি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা ষষ্টিঃ। তিন অধিক ষষ্টি সংখ্যা, ৬৩, তেষট্টি।

ত্রয়স্ আদেশ বিশেষ, অশীতি শব্দ ও বহুব্রীহি সমাস ভিন্ন সংখ্যাবাচক উত্তরপদ পরে থাকিলে ত্রি শব্দ স্থানে ত্রয়স্ আদেশ হয়। যথা ত্রয়োদশ প্রভৃতি। অশীতি শব্দ পরে থাকিলে হয় না—যথা ত্র্যশীতি। (পাণিনি ৬।৩।৪৮)

ত্রয়স্ত্রিংশ (ত্রি) ত্রয়স্ত্রিংশৎ পূরণে ডট্। তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ (ত্রি) ত্র্যধিকা ত্রিংশৎ, ত্রি শব্দস্য ত্রয়স্ আদেশঃ। তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যা, ৩৩।

ত্রয়স্ত্রিংশৎপতি (পুং) ত্রয়স্ত্রিংশতো দেবানাং পতিঃ। ১ ইন্দ্র। বেদে ৩৩টী দেবতার কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও ইন্দ্রের "ত্রয়স্ত্রিংশৎপতি" নাম হইয়াছে। ২ প্রজাপতি। ইনি দেবতাদিগের অধিপতি; অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিংশৎ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ। "কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা স্ত একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি" (শতপথব্রা° ১১।৬।৩।৫)

ত্রয়স্ত্রিংশস্তোম (পুং) ত্রয়স্ত্রিংশৎস্তোমা অস্য। যজ্ঞভেদ।

ত্রয়স্ত্রিংশিন্ (ক্লী) ত্রয়স্ত্রিংশৎ ঋচঃ সন্ত্যস্মিন্ ইনি ডিচ্চ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ঋক্ দ্বারা গীয়মান সামভেদ।

"ত্রয়স্ত্রিংশি নাম সাম মাধ্যন্দিনে পবমানে ভবতি" (তৈত্তি° ১।২।২।৪)

ত্রয়ঃসপ্ততি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা সপ্ততিঃ। তিন অধিক সপ্ততি, ৭৩ সংখ্যা।

ত্রয়ী (স্ত্রী) ত্রয়-ঙীপ্। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সর্গের আদিতে ঋঙ্ময় ব্রহ্মা, সর্গস্থিতিতে যজুর্ময় বিষ্ণু, স্বর্গনাশে সামময় রুদ্র, ইহারা ত্রয়ী।

"ব্রহ্মায় পুরুষোরুত্রত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ং।
সর্গাদাবৃঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাশুচিধ্বনিঃ।" (মনু)

২ পুরন্ধ্রী। ৩ সুমতি। ৪ সোমরাজীবৃক্ষ। ৫ ভবানী, দুর্গা।

"ঋগ্‌যজুঃসামভেদেন সাঙ্গবেদগতাপি বা।
ত্রয়ীতি পঠ্যতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধিনী॥" (দেবীপু° ৪৫ অঃ)

ত্রয়ীতনু (পুং) ত্রয়ী বেদা এব তনুঃ শরীরং যস্য। সূর্য্য। "ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যং আত্মানং যজন্তে" (ভাগ° ৫।২০।৪) বেদ সকল সূর্য্য হইতে বিস্তৃত অর্থাৎ প্রচারিত হইয়াছে, এইজন্য সূর্য্যের নাম ত্রয়ীতনু।

ত্রয়ীধর্ম্ম (পুং) ত্রয্যা বেদত্রয়েণ বিধীয়মানো ধর্ম্মঃ। বৈদিক ধর্ম্ম, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ প্রভৃতি।

ত্রয়ীময় (পুং) ত্রয্যাত্মকঃ ময়ট্। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ ত্রয়ীধর্ম্মাত্মক। ৩ বারাহ রূপ।

"ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং।" (ভাগ° ৩।১৩।৪০)

(পুং) ৪ পরমেশ্বর। (ভাগ° ২।৪।১৭)

ত্রয়ীমুখ (পুং) ত্রয়ীমুখে যস্য। ব্রাহ্মণ, বিপ্র।

'অবদানং কর্ম্মশুদ্ধং ব্রাহ্মণস্তু ত্রয়ীমুখঃ।' (হেম° ৩।৪৭৫)

ত্রয়োদশ (ত্রি) ত্রয়োদশানাং পূরণঃ ত্রয়োদশন্ ডট্। ত্রয়োদশ সংখ্যার পূরণ, তেরই।

ত্রয়োদশন্ (ত্রি) ত্র্যধিকা দশ। তিন অধিক দশ সংখ্যা, ১৩, তের সংখ্যা। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। ২ ত্রয়োদশ সংখ্যাযুক্ত, কোন সময়ে ত্রয়োদশ মাসে সংবৎসর হয়, মলমাস হইলে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হয়।

"সংবৎসরা কচিৎ ত্রয়োদশমাসাঃ" (মলমাসতত্ত্বধৃত শ্রুতি)

ত্রয়োদশ বাচক শব্দ—১ অপক্ষপাতিতা, ২ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ৩ অমৎসরতা, ৪ ক্ষমা, ৫ লজ্জা, ৬ তিতিক্ষা, ৭ অনসূয়া, ৮ ত্যাগ, ৯ ধ্যান, ১০ সরলতা, ১১ ধৈর্য্য, ১২ দয়া, ১৩ অহিংসা, এই সমুদায়ই সত্য স্বরূপ (ভারত শান্তি ১৬২ অ°।) ত্রয়োদশ দোষ—১ কাম, ২ ক্রোধ, ৩ মোহ, ৪ মদ, ৫ মাৎসর্য্য, ৬ ঈর্ষা, ৭ শোক, ৮ নিদ্রা, ৯ অকার্য্য প্রবৃত্তি, ১০ অসূয়া, ১১ কৃপা, ১২ ভয়, ১৩ প্রতিবিধানেচ্ছা। (ভারত শান্তি ১৬৩ অঃ)

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু (পুং) গুগ্‌গুলু ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বর্ব্বূর (বাবলা), অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, রাস্না, শ্যামালতা, শুলফা, শঠী, যবানী ও শুণ্ঠী এ সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমস্ত ঔষধ যত তাহার তুল্য পরিমাণ গুগ্‌গুলু এবং গুগ্‌গুলুর অর্দ্ধাংশ ঘৃত, উহার সহিত মিলিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণ প্রাতঃকালে জল, যূষ, মদ্য, উষ্ণজল, দুগ্ধ বা মাংসরস ইহার কোন একটীর সহিত সেবন করিলে ত্রিকশূল, জানুশূল, হনুস্তম্ভ, বাহুগত বাত, সন্ধি, অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জাগত বাত, কোষ্ঠগত বায়ু, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, বায়ুজন্য হৃদ্রোগ ও যোনিরোগ, ভগ্নাস্থি, শল্য, বিদ্ধজন্য পীড়া, খঞ্জতা, গৃধ্রসী এবং পক্ষাঘাত রোগ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ দ্বিতীয়কা°)

ত্রয়োদশী (স্ত্রী) ত্রয়োদশ টিত্বাৎ ঙীপ্। তিথি বিশেষ, ইহা চন্দ্রের ত্রয়োদশ কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিজনিত কাল। ইহা

ধর্ম্মের তিথি অর্থাৎ এই তিথি ধর্ম্মের উদ্দেশে কার্য্য করিবার তিথি। [তিথি দেখ।]

ত্রয়োনবতি (ত্রি) ত্র্যধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি, ৯৩, তিরানব্বই সংখ্যা।

ত্রয়োবিংশতি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা বিংশতিঃ। ত্রয়োবিংশতি সংখ্যার পূরণ, ২৩।

ত্রয্যারুণ (পুং) ২ মান্ধাতাবংশীয় ত্রিধর্ম্মার পুত্র নৃপভেদ। "রাজ্ঞঃ ত্রিধর্ম্মণশ্চাসীৎ বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণঃ সুতঃ।" (হরিব° ১২ অঃ) ২ পঞ্চদশ দ্বাপরের ব্যাস। ৩ ভরতবংশীয় উরুক্ষয়ের পুত্র এক রাজা।

ত্রয্যারুণি (পুং) একজন মুনি, ইনি লোমহর্ষণের শিষ্য, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীতের সতীর্থ। (ভাগ°)

ত্রস (ক্লী) ত্রস্যতি বিভেত্যস্মিন্ ত্রস্ ঘঞর্থে ক। ১ বন, অরণ্য। (ত্রি) ত্রস্-অচ্। ২ জঙ্গম। ৩ ত্রসরেণু।

ত্রসদস্যু (পুং) পুরুকুৎসের পুত্র ও মান্ধাতার এক পৌত্র।

ত্রসন (ক্লী) ত্রস ভাবে ল্যুট্। ১ ভয়। ২ উদ্বেগ। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) ৩ ত্রাসযুক্ত।

ত্রসর (পুং) ত্রস বাহু° অরন্। তন্তুবায়ের উপকরণ বিশেষ, ভাস্থনী, মাকু। পর্য্যায়—সূত্রবেষ্টন, তসর। (অমরটী° ভরত)

ত্রসরেণু (পুং) ত্রসশ্চঞ্চলত্বাৎ ভীতইব রেণুঃ। সূক্ষ্মকণা, ছিদ্রাগত সূর্য্যকিরণে যাহা দৃষ্ট হয়, ৬টী পরমাণুতে বা তিনটী দ্ব্যণুকে একটী ত্রসরেণু হয়, পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু যখন ত্রসরেণু হয় অর্থাৎ ৬টী পরমাণু একত্র হয়, তখনই প্রত্যক্ষ হয়।

"জালান্তরগতে ভানৌ সূক্ষ্মং যৎ দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥" (মনু ৮।১৩২)

"পরমাণুদ্বয়েনাণুস্ত্রসরেণুস্ত তে ত্রয়ঃ।" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

বৈদ্যক মতে ত্রিংশ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়।

"জালান্তরগতে সূর্য্যকরে ধ্বংসী বিলোক্যতে।
ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয় ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ॥" (বৈদ্যকপরিভাষা)

সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইলে সেই আলোকে যে ক্ষুদ্র পদার্থ বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহারই এক একটী ত্রসরেণু।

(স্ত্রী) ২ সূর্য্যপত্নীভেদ। (ত্রিকা°)

ত্রস্নুর (ত্রি) ত্রস-উরচ্। ভীরু।

ত্রস্ত (ত্রি) ত্রস-ক্ত। ১ ভীত। ২ চকিত। ৩ শীঘ্র।

ত্রস্নু (ত্রি) ত্রস্যতীতি ত্রস-ক্নু (ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা ৩।২।১৪০) ত্রাসশীল, ভয়চকিত, ত্রাসযুক্ত।

ত্রাণ (ক্লী) ত্রৈ ভাবে ল্যুট্ বা ক্তঃ পক্ষে তস্য নত্বং। রক্ষণ। "আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক) ত্রায়তে ইতি কর্ত্তরি ল্যু। ২ রক্ষিতা। ত্রায়তেঽনেন ইতি করণে ল্যুট্। ৩ কবচ, অস্ত্র।

ত্রাণা (স্ত্রী) ত্রাণ-টাপ্। ত্রায়মাণা লতা। (রাজনি°)

ত্রাত (ত্রি) ত্রৈ-ক্ত, বিকল্পে তস্য নত্বাভাবঃ। ১ রক্ষিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ রক্ষণ।

ত্রাতব্য (ত্রি) ত্রৈ-তব্য। ত্রাণের যোগ্য।

ত্রাতৃ (ত্রি) ত্রৈ-তৃচ্। ত্রাতা, রক্ষাকর্ত্তা।

ত্রাপুষ (ত্রি) ত্রপুষা নির্ব্বৃত্তং অণ্ দুক্ চ। রঙ্গনির্ম্মিত পাত্রাদি, রাং দ্বারা প্রস্তুত পাত্র প্রভৃতি।

ত্রামন্ (ত্রি) ত্রৈ পালনে মনিন্। ১ রক্ষক। "তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্ব্বযাণং" (ঋক্ ১।৫৩।১০) 'ত্রামভিত্বদীয়ৈ ত্রায়কৈঃ' (সায়ণ)

ত্রায়ন্তিকা (স্ত্রী) ত্রায়মাণালতা।

ত্রায়ন্তী (স্ত্রী) ত্রৈ-কিপ্, ত্রাং অয়তি ই-শতৃ ততঃ ঙীপ্। ত্রায়মাণালতা।

ত্রায়মাণ (ত্রি) ত্রৈ-কর্ম্মণি শানচ্। রক্ষ্যমাণ। "পাতু নো দুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ" (অথর্ব্ববেদ ৬।৪।১)

ত্রায়মাণা (স্ত্রী) ত্রায়মাণ-টাপ্। ক্ষুদ্র ডুমুরাকৃতি ফললতা বিশেষ, বলাডুমুর, (Ficus heterophylla) পর্য্যায়—বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনাম্নিকা, কৃতত্রা, ত্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, সুকামা, বার্ষিকী, গিরিজা, অনুজা, মাঙ্গল্যার্হা, দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী, ত্রাণা। ইহার গুণ—শীত, মধুর, গুল্ম, জ্বর, কফ, অস্র, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, গ্লানি, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে কষায়, তিক্তরস, সারক, পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ, ভ্রম, শূল ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

ত্রায়মাণাঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধিভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ১ সের, কল্কার্থ বলাডুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল। আমলকীরস ১ সের, দুগ্ধ ১ সের, কল্কার্থ কটকী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভূম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন, উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা।

এই ঘৃত পান করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বিসর্প, পৈত্তিক জ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যর°)

ত্রায়মাণিকা (স্ত্রী) ত্রায়মাণালতা।

ত্রায়বৃন্ত (পুং) অনূপদেশজাত গণ্ডীর নামক শাকবিশেষ, গুড়িয়া।

ত্রায়োদশ (ত্রি) ত্রয়োদশ্যাং ভবং অণ্। ত্রয়োদশীভব, ত্রয়োদশীতে যাহা হয়।

ত্রাস (পুং) ত্রস ভাবে ঘঞ্। ১ ভয়। ২ মণির দোষভেদ।

ত্রাসকর (ত্রি) ত্রাস-কৃ-ট। ভয়জনক।

ত্রাসদস্যু (স্ত্রী) ত্রসদস্যুর স্তোত্রসম্বন্ধি সামভেদ। "সত্রাজং ত্রাসদস্যবং" (ঋক ৮।১৯।৩২) 'ত্রাসদস্যবং ত্রসদস্যুনাম রাজর্ষিঃ, তস্য স্তোত্রব্যহেন সম্বন্ধিনং' (সায়ণ)

ত্রাসদায়িন্ (ত্রি) ত্রাসং ভয়ং দদাতি দা-ণিনি। ভয়দাতা, পর্য্যায়—শঙ্কুর। 'ত্রাসদায়ী তু শঙ্কুরঃ' (হেম ৩।১৪৩)

ত্রাসন (স্ত্রী) ত্রস-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ ভয়োৎপাদন। (ত্রি) কর্ত্তরি ল্যু। ২ ভয়োৎপাদক।

ত্রাসনীয় (ত্রি) ত্রস-ণিচ্ অনীয়র্। ত্রাসনের যোগ্য, তাড়নীয়।

ত্রাসিত (ত্রি) ত্রস্-ণিচ্ ক্ত। ভীত, বিভীষিত, যাহাকে ভয় দেখান হইয়াছে।

ত্রাসিন্ (ত্রি) ত্রস-ণিচ্-ণিনি। ভয়শীল, ভয়যুক্ত, ভীত।

ত্রাহি (ক্রিয়া) ত্রৈ-লোট্ হি। রক্ষাকর, বাঁচাও, ইহার কর্ত্তা "ত্বং" তুমি। ত্রাহি বলিলে 'তুমি রক্ষা কর' বুঝাইবে।
"ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব।" (নারায়ণ প্রণাম)

ত্রি (ত্রি) তরতীতি তৄ-ড্রি-(তরতে ড্রিঃ। উণ্ ৫।৬৬)। ত্রিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট, তিন, তিনবাচকশব্দ কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ; অগ্নি—দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয় ; ভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ; গঙ্গামার্গ—মন্দাকিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী ; শিবচক্ষুঃ—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ; গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ; সন্ধ্যা—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা ; রাম—পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম। (কবিকল্পলতা) এই শব্দ বহুবচনান্ত।

ত্রিংশ (ত্রি) ত্রিংশৎ-ডট্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮)। ত্রিংশতের পূরণ, ত্রিংশত্তম। "ত্রিংশাংশকস্তথা রাশের্ভাগইত্যভিধীয়তে।" (সূর্য্যসি°)

ত্রিংশক (ত্রি) ত্রিংশতা ক্রীতঃ বুন্-ডিচ্চ। ত্রিংশৎ সংখ্যান্বিত দ্রব্য দ্বারা ক্রীত।

ত্রিংশচ্ছত (স্ত্রী) ত্রিংশদধিকং শতং। ত্রিংশৎ অধিক শত সংখ্যা। "ত্রিংশচ্ছতং বর্ম্মিণঃ" (ঋক্ ৬।২৭।৬) 'ত্রিংশচ্ছতং ত্রিংশদধিকা শতসংখ্যাকা' (সায়ণ)

ত্রিংশৎ (ত্রি) ত্রয়ো দশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্‌ক্তিবিংশতিত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, ত্রিশ, ৩০।
"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।" (মনু)

ত্রিংশৎক (ত্রি) ত্রিংশৎ পরিমাণমস্য কন্। ১ ত্রিংশৎপরিমাণ। অবয়বে কন্। ২ তৎসংখ্যা।
"অমাত্যাঃ পৃথক্ তেষাং ত্রিংশৎকং পরিচক্ষতে।" (কামন্দক)

ত্রিংশতি (স্ত্রী) ত্রিংশৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ত্রিংশৎসংখ্যা। ২ ত্রিংশৎসংখ্যেয়।

ত্রিংশত্তম (ত্রি) ত্রিংশতঃ পূরণঃ তমপ্। ত্রিংশৎসংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিংশৎপত্র (স্ত্রী) ত্রিংশৎসংখ্যানি পত্রাণি-দলানি অস্তিপুষ্পমস্ত। কুমুদ, মালফুল। (শব্দমা°)

ত্রিংশাংশ (পুং) ত্রিংশত্রিংশৎ পূরণোহংশঃ। রাশির ত্রিংশৎ পূরণভাগ, ত্রিংশাংশের বিষয় জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে ত্রিশ দিয়া ভাগ করিলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাহার নাম ত্রিংশাংশ। এই ত্রিংশাংশ মেষাদি রাশির মধ্যে যেরূপ বিধানে ব্যবহৃত হয়, তাহার নিয়ম এই প্রকার—

মেষাদি দ্বাদশ রাশি 'বিষম' ও 'সম' সংজ্ঞায় বিভক্ত হইয়াছে। যে ৬টী রাশি বিষম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই পাঁচগ্রহ ক্রমে ৫।৫।৮।৭।৫ অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন। প্রত্যেক রাশি ত্রিশ অংশে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব যে কোন বিষমসংজ্ঞক রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে সেই রাশির প্রথম অংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি, আর ষষ্ঠাংশ হইতে দশমাংশ পর্য্যন্ত শনিগ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি হন। একাদশাংশ হইতে অষ্টাদশ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, ১৯ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধ, ২৬ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত শুক্র ত্রিংশাংশপতি হইয়া থাকেন।

যেরূপ ৬টী বিষম রাশির ত্রিংশাংশ-বিচার কথিত হইল, ৬টী সমরাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গলগ্রহ ক্রমে ২ ত্রিংশাংশের অধিপতি হইবেন। (কোষ্ঠীপ্র°)।

সংকৃত্যমুক্তাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—
"কুজার্কিগুরুসৌম্যানাং ভাগাঃ শুক্রস্য চ ক্রমাৎ।
পঞ্চ পঞ্চাষ্টসপ্তেষু ক্ষেত্রমোজঃস্থ রাশিষু॥
ত্রিংশাংশা ব্যত্যয়াদেতে যুগ্মরাশিষু কীর্ত্তিতাঃ।" (সংকৃত্যমু°)

রাশি সকলকে ত্রিশভাগে বিভক্ত করিয়া মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র ইহারা ক্রমে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ৬ বিষম রাশিতে ৫।৫।৮।৭।৫ ভাগের অধিপতি হন এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন এই ৬ সমরাশিতে ইহা বৈপরীত্যানুসারে অর্থাৎ শুক্র, বুধ, শনি, মঙ্গল ক্রমে পঞ্চ, সপ্ত, আট, পঞ্চ ও পঞ্চভাগের অধিপতি হন।

ত্রিংশাংশ ফলাফল—মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে স্ত্রীবিজয়ী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, আত্মবিষয়ে গর্ব্বিত, তস্কর-কার্য্যকারী এবং দুঃখ ও বিত্তবিহীন হয়। যদি বুধের ত্রিংশাংশে

জন্ম হয়, তবে উৎকৃষ্ট বিভব ও সুখসম্পন্ন; নানাপ্রকার রত্নসমন্বিত ও দিন দিন তাহার কোষাগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে শ্রেষ্ঠ কামিনীর বল্লভ, নিত্যভাগ্যসম্পন্ন, রাজপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু হইবে। শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই পুরুষ শ্রীমান্, বহু আশাযুক্ত, দানধর্ম্মপরায়ণ, দেবতাদিগের অর্চ্চক এবং নৃত্যগীতসমাযুক্ত হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বালক পাপাত্মা, লোভী, পরনিন্দক, পরদাররত ও ধনবান্ হয়। প্রকারান্তর—

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সকল ধাতুবিষয়নক্তা, সর্ব্বদা ক্রিয়াযুক্ত, ধন ও দারবর্জ্জিত, তস্কর, মলিন দেহ ও ধূর্ত্তস্বভাব হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে মলিন, ধূর্ত্ত, সর্ব্বদা কাতর, সত্য ও শৌচবিহীন, সেবাপরায়ণ, কৃপণ ও নীচস্বভাব হয়।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্মিলে উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, সুন্দর শরীর, বুদ্ধিমান্, ভোক্তা, ধনী, সুখী, গুণাঢ্য ও বিষম লোচন হইয়া থাকে।

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সর্ব্বদা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সুত, কীর্ত্তি ও জয়যুক্ত, প্রজ্ঞাবিবেককুশলী, গুণবান্, উত্তম আশ্রয়যুক্ত, দিব্যাঙ্গনা ও সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত হইবে।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে বহুগুণপরিপূর্ণ, সুন্দর, মনোহর দৃষ্টিসম্পন্ন, যুবতীর আমোদদাতা, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, ব্রাহ্মণ ও গুরুভক্ত, দানশীল ও কৃপালু হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

ত্রিক (ক্লী) ত্রয়াণাং সঙ্ঘঃ কন্। ১ ত্রিত্বসংখ্যা। ২ পৃষ্ঠবংশাধর, পৃষ্ঠদণ্ডের অধোভাগ মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ। ৩ কটিভাগ। ৪ ত্রিফলা। ৫ ত্রিকটু। ৬ ত্রিপথ সংস্থান, তেমাথা রাস্তা। ত্রিষু কায়তি কৈ-ক। ৭ গোক্ষুর। ৮ ত্রিমদ।

"গুড়্চীসারসংযুক্তাৎ ত্রিকত্রয়সমন্বয়াৎ।

বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরস্বরঃ॥" (সুখবোধ)

তৃতীয়েন রূপেণ গ্রহণং যস্ত কন্ পূরণপ্রত্যয়স্ত বা লুক্। ৯ তৃতীয়ক। (ত্রি) ত্রয়ঃ অধিকাঃ শুল্কং লাভো বৃদ্ধির্বা যত্র শতাদৌ। ১০ তিন অধিক লাভাদিযুক্ত শতাদি অর্থাৎ শতকরা তিন টাকা সুদ।

"দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমং।

মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াৎ বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৮।৪২)

১১ সন্ধিভেদ, স্ফিগস্থি ও পৃষ্ঠবংশাস্থির যে সন্ধি তাহার নাম ত্রিক।

"স্ফিগস্থ্নোঃ পৃষ্ঠবংশাস্থ্নো র্যঃ সন্ধিস্তৎ ত্রিকং স্মৃতম্।" (সুশ্রুত)

ত্রিককুদ্ (ত্রি) ত্রীণি ককুদসদৃশানি ধ্বজতুল্যানি শৃঙ্গানি যস্য ককুদস্য অন্ত্যলোপঃ (ত্রিককুৎ পর্ব্বতে। পা ৫।৪।১৪৭) ১ ত্রিকূটপর্ব্বত। ত্রিককুদ্‌শব্দের পর্ব্বত অর্থ বুঝাইলে অন্ত্যলোপ হয়, অন্য স্থলে হয় না। (ত্রি) ত্রিককুদ্-অন্ত্যযুক্ত পুং বাহু° অন্ত্যলোপঃ। ২ বিষ্ণু, পূর্ব্বে বিষ্ণু একদন্ত ও ত্রিককুদ্ বরাহমূর্ত্তিধারণ ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর এক নাম ত্রিককুদ্ হইয়াছে। (ভারত শা° ৩৪৪ অঃ) ৩ দশরাত্রসাধ্যযজ্ঞভেদ। "ত্রিককুদ্বা এষ যজ্ঞো যদ্দশরাত্র" (কৃষ্ণযজুঃ ৭।২।৫।২)

ত্রিককুভ্ (পুং) ত্রেধা কং পীতং উদকং স্কুভ্নাতি স্কুনভ-কিপ্ ছান্দসঃ সলোপঃ। ১ উদানবায়ু। "উদানো বৈ ত্রিককুপ্-ছন্দঃ।" (শতপথব্রা° ৮।৫।২।৪) ২ নবরাত্রসাধ্য যজ্ঞভেদ। 'মহা ত্রিককুপ্‌ব্যূঢ়ো নবরাত্রঃ। সমূঢ়ত্রিককুপ্‌সমূঢ়ঃ"।

(আশ্বলায়নশ্রৌ° ১০।৩ ২১)

ত্রিককুব্ধামন্ (পুং) মূর্দ্ধাধোমধ্যাভেদেন তিসৃণাং ককুভাং দিশাং সমাহারঃ ত্রিককুব্ তৎ ধাম আশ্রয়োযস্য। বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°)

ত্রিকট (পুং) ত্রীন্ বাতাদিদোষান্ কটতি আবৃণোতি-অচ্। গোক্ষুর বৃক্ষ।

ত্রিকটু (ক্লী) ত্রয়াণাং কটুরসানাং সমাহারঃ। শুণ্ঠী, মরীচ ও পিপুল একত্র এই তিন দ্রব্য। ত্র্যূষণ, ব্যোষ, কটুত্রয়, কটুত্রিক। ইহার গুণ দীপন, কাস, শ্বাস, ত্বক্‌রোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদ, শ্লীপদ ও পীনসনাশক। (ভাবপ্র° রাজনি°)

ত্রিকটুক (ক্লী) ত্রিকটু। (চক্রদত্ত)

ত্রিকটুকাদ্যমোদক (পুং) মোদক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, সজিনামূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গ, কটুকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী, কেয়ার মূল, শালপানী, আতইচ, চিতা, সৌবর্চ্চল, জীরা, হবুষা এবং ধনে এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, তাহার পর যবের ছাতু ।১॥০ সাড়ে এগার সের, ঘৃত তিন পোয়া, তিলতৈল তিন পোয়া এবং মধু তিন পোয়া এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা প্রত্যহ দুই তোলা করিয়া খাইলে কঠিন প্রমেহ আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র° তৃতীয়ভাগ° প্রমেহাধি°)

ত্রিকটুগুটিকা (স্ত্রী) গুটিকা ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, গুগ্‌গুল একপোয়া এই সকল একত্র করিয়া গোক্ষুরের কাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষ, কাল ও বলানুসারে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা মেহ, বাতরোগ, বাতরক্ত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও প্রদর নষ্ট হয় এবং বায়ু স্বপথগামী হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° তৃতীয়খ° প্রমেহাধি°)

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ত্তি ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

ত্রিকটু, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও মদনফল এই সকল মিলিত ২ তোলা, মধু ৮ তোলা এবং গুড় ২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া এক বৃদ্ধাঙ্গুলিপরিমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঘৃত মাখাইয়া গুহে প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্র° তৃতীয়ভা°)

ত্রিকণ্ট (পুং) ত্রয়ঃ কণ্টাঃ কণ্টকাঃ অস্য। ১ গোক্ষুর। ২ স্নুহীবৃক্ষ। ৩ মৎস্যভেদ, টেংরামাছ। ৪ পত্রগুপ্ত। (ক্লী) ৫ মিলিত বৃহতী, অগ্নিদমনী ও দুরালভা, পর্য্যায়—কণ্টকারী-ত্রয়, কণ্টকাত্রয়, কণ্টকত্রয়। (রাজনি°)

ত্রিকণ্টক (পুং স্ত্রী) ১ লঘুপর্ণ মৎস্য, টেংরামাছ। (ত্রি) ২ কণ্টকত্রয়ান্বিত। (পুং) ৩ গোক্ষুর বৃক্ষ।

ত্রিকণ্টককাথ (পুং) কাথ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্য সমভাবে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে এই কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, প্রতিশ্যায় এবং ঊর্দ্ধগত রোগ আরোগ্য হয়। এই কাথ সায়ংকালে সেবন করিতে হয়। (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মণ্ডূর, ঘৃত, শর্করা, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, কান্তলৌহ এক তোলা, প্রস্তর বা লৌহখলে শুঁঠ, পিপুল, মরীচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিতা, বিড়ঙ্গের কাথে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। আদি মধ্য ও অন্তে অনুপান বিশেষে সেবন করিলে সুদারুণ পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

ত্রিকদ্রুক (পুং) জ্যোতিঃ গো ও আয়ুঃ নামক। "ত্রিকদ্রুকেষু পাহি সোমমিন্দ্র" (ঋক্ ২।১১।১৭)

'ত্রিকদ্রুকেষু জ্যোতি র্গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকেষু' (সায়ণ)

ত্রিকর্ম্মন্ (পুং) ত্রীণি কর্ম্মাণি যস্য। দ্বিজ; যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই ৬টী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এই ৬ কর্ম্মের মধ্যে বৃত্তির নিমিত্ত যাজন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন ভিন্ন অবৃত্ত্যর্থ দান, ইজ্যা ও অধ্যয়নরূপ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে ত্রিকর্ম্মা কহে।

"ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যয়নজীবকঃ।
ত্রিকর্ম্মা ত্রিপরিক্রান্তো মৈত্র এষ স্মৃতঃ দ্বিজঃ॥"
(ভারত অনু ১৪১অ°)

ত্রিকলিঙ্গ [কলিঙ্গ শব্দ ২৯৯ পৃষ্ঠা ও ত্রিলিঙ্গ শব্দ দেখ।]

ত্রিকশ (ক্লী) ত্রিস্ণাং কশানাং ভদাঘাতানাং সমাহারঃ। কশাঘাতত্রয়, তিনবার কশাঘাত করণ।

ত্রিকশূল (ক্লী) ত্রিকস্য শূলং ৬তৎ। রোগবিশেষ। ত্রিকের শূল অর্থাৎ বেদনাবিশেষ। নিতম্বের অস্থিদ্বয়ের এবং বংশের অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থানকে ত্রিক কহে। ঐ সন্ধিদ্বয়ে কিম্বা উহার যে কোন সন্ধিতে বায়ু কর্ত্তৃক বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিকশূল বলা যায়। ত্রিকশূলে বস্ত্রের সহিত বালুকা-স্বেদ প্রদান করিবে এবং রোগীর পশ্চাদ্ভাগে বনঘুঁটিয়ার আগুন সর্ব্বদা ধারণ করিবে। (ভাবপ্র°)

ত্রিকা (স্ত্রী) ত্রিধা কায়তি কৈ-ক, ততটাপ্। কূপসমীপস্থ জলোদ্ধারক ত্রিদারুময় যন্ত্রভেদ, কূপসমীপে রজ্জুধারণার্থ দারুযন্ত্রবিশেষ।

ত্রিকাণ্ড (পুং) ত্রীণি কাণ্ডান্যস্য। ১ অমরসিংহ কৃত কোষ-ভেদ, ইহার তিনটী কাণ্ড—স্বর্গবর্গাদিকাণ্ড, ভূমিবর্গাদিকাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড, এই তিনটী কাণ্ড আছে বলিয়া ইহার নাম ত্রিকাণ্ড হইয়াছে। ২ নিরুক্ত, ইহারও তিনটী কাণ্ড আছে—প্রথম কাণ্ড নৈঘণ্টুক, দ্বিতীয় নৈগম, তৃতীয় দৈবত।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।
তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা মতঃ॥"
(নিঘণ্টু অনুক্রমণিকাভাষ্য)

ত্রিকাণ্ডী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং কাণ্ডানাং সমাহারঃ ঙীপ্। কাণ্ডত্রয়। ত্রীণি কাণ্ডানি প্রমাণমস্য মাত্রচ্ দ্বিগোস্তস্য লুকি ক্ষেত্রপরত্বে ঙীপ্। ক্ষেত্রভক্তি, ত্রিকাণ্ডমিত রজ্জ্বাদি।

ত্রিকায় (পুং) ত্রয়ঃ কায়াঃ অস্য যদ্বা ত্রিকং অয়তি অয় অপাদানে অচ্ ঘঞ্ বা। বুদ্ধ। (হেম°)

ত্রিকার্ষিক (ক্লী) কর্ষায় হিতং ঠক্ ত্রয়াণাং বাতপিত্তকফানাং কার্ষিকং। ১ নাগর, অতিবিষা ও মুস্তারূপ মিলিত ঔষধভেদ। (রাজনি°) ২ ত্রিকর্ষ পরিমাণ, ৬ তোলা।

ত্রিকাল (ক্লী) ত্রয়াণাং কার্য্যকালভূতভবিষ্যৎকালানাং সমাহারঃ। ১ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়। ২ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন রূপ কালত্রয়। "ত্রিকালং পূজয়েদ্দেবীং" (তন্ত্র)

ত্রিকালজ্ঞ (পুং) ত্রিকালং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবেত্তা, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের বৃত্তান্ত জানেন।

ত্রিকালদর্শিন্ (পুং) ত্রিকালং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। ১ ঋষি। (ত্রি) ২ ত্রিকালজ্ঞ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবেত্তা। "প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী জনো ভবতি।" (বৃহৎস° ২১।৪)

ত্রিকুল (দেশজ) পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই তিন কুল, যাহাদের তিন কুলই সমান তাহাদের পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান দোষাবহ নহে। [কুলীন শব্দ দেখ।]

ত্রিকূট (পুং) ত্রীণি কূটানি শৃঙ্গাণ্যস্য। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত লবণসমুদ্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কাপুরাধার। পর্য্যায়—

সুবেল, ত্রিককুৎ, ত্রিকূট, ত্রিশৃঙ্গ, চিত্রকূটক। (শব্দর॰) ইহা একটী পীঠস্থান, এইখানে ভগবতী রুদ্রসুন্দরীরূপে বিরাজিত আছেন।

"মালাবলী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী।"

(দেবীভা॰ ৭।৩০।৬৬)

২ ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যস্থ পর্ব্বত, সুমেরুর পুত্র। এই পর্ব্বত সাগর ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই স্থানে দেবর্ষিগণের বাসস্থান এবং অপ্সর, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণগণের ক্রীড়াভূমি। ইহার তিনটী শৃঙ্গ,—প্রথম শৃঙ্গ সুবর্ণময়, এই শৃঙ্গ দিবাকরের আশ্রয়স্থান। দ্বিতীয় রজতময় শৃঙ্গ, নানাপুষ্প সমাযুক্ত ও গন্ধাদিবাসিত, এই শৃঙ্গে নিশাকর অবস্থান করেন। তৃতীয়শৃঙ্গ তুষারসন্নিভ এবং সর্ব্বদা বৈদুর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণির কিরণে প্রদীপ্ত, এই শৃঙ্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; নৃশংস, নাস্তিক ও পাপী লোক সকল ইহা দেখিতে পায় না। (বামনপু॰)

ত্রিকূট (ক্লী) ত্রিকূটঃ পর্ব্বতঃ উৎপত্তিস্থানত্বেন অস্ত্যস্য অর্শ আদিত্বাৎ অচ্। সিন্ধুলবণ, সামুদ্রলবণ।

ত্রিকূটলবণ (ক্লী) ত্রিকূটং সামুদ্রমিব লবণং। দ্রোণীলবণ।

ত্রিকূটবৎ (পুং) ত্রীণি কূটানি অস্ত্যস্য ত্রি-কূট-মতুপ্, মস্য ব। ১ ত্রিকূট পর্ব্বত। "হিমবান্ পারিপাত্রশ্চ সহ্যঃ শুক্ত ত্রিকূটবান্।"

(ভারত আশ্ব॰ ৪৩ অ॰)

ত্রিকূটা (স্ত্রী) ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার)

ত্রিকূর্চ্চক (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রভেদ। "বিশেষেণ বালবৃদ্ধকুমারভীরুনারীণাং রাজ্ঞাং রাজপুত্রাণাঞ্চ ত্রিকূর্চ্চকেন বিস্রাবয়েৎ" (সুশ্রুত) বালক বৃদ্ধ ভীরু রাজা প্রভৃতির অস্ত্রক্রিয়াতে ত্রিকূর্চক শস্ত্র ব্যবহার করিবে।

ত্রিকোণ (ক্লী) ত্রয়ঃ কোণা যত্র। ১ যোনি। ২ কামরূপপীঠবিশেষ, করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত শতযোজন বিস্তৃত সর্ব্বসিদ্ধি ক্ষেত্র। [কামরূপ দেখ।]

৩ লগ্নস্থান হইতে নবম ও পঞ্চম স্থান। ৪ ত্রিভুজক্ষেত্রভেদ। ৫ মোক্ষ। (শব্দচ॰) (ত্রি) ৫ ত্রিকোটিযুক্ত পদার্থ, ত্র্যস্র, ত্রিকোণবস্তু, হল, শিবচক্র, কামাখ্যা, বহ্নিমণ্ডল, একার, বজ্র, শৃঙ্গাট, শকটাদি, যোনি। (কবিকল্পলতা)

ত্রিকোণফল (ক্লী) ত্রিকোণং ত্র্যস্রং ফলং যস্য। শৃঙ্গাটক, পানিফল। ২ ত্রিভুজক্ষেত্রফল।

ত্রিকোণভবন (ক্লী) ত্রিকোণস্থান, লগ্নস্থান হইতে নবম ও পঞ্চম স্থান।

ত্রিকোণমণ্ডলভূমি (স্ত্রী) নদীর মোহানাস্থিত মাত্রাশূন্য বকারের ন্যায় দ্বীপ, "ব" দ্বীপ (Delta)।

ত্রিকোণমিতি (ত্রিকোণ+মিতি—পরিমাণ) শাস্ত্রভেদ। ত্রিকোণ বা ত্রিভুজের বাহু ও কোণের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রথমে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু গণিতশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির কলেবর পুষ্ট হয় ও বীজগণিতের বিষয়ও ইহার অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। এখন ত্রিকোণমিতি বলিতে যে গ্রন্থে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বহুভুজ যে কোন রূপ ক্ষেত্রের বাহু ও কোণ লইয়া আলোচনা করা হয়, তাহাই বুঝায়। পূর্ব্বে গ্রীকগণ এই শাস্ত্র প্রকাশ করেন। আমাদের এই ভারতবর্ষেও পূর্ব্বকাল হইতে ত্রিকোণমিতি প্রচলিত, গণিতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত হয়। ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতেন, সকলগুলিই লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিষয় কার্য্যে ব্যবহারের জন্য বোধ হয় রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিত ইহার প্রথম প্রণয়ন করেন।

ত্রিকোণমিতি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—সরল ত্রিকোণমিতি (Plane trigonometry) ও বর্ত্তুল ত্রিকোণমিতি (Spherical trigonometry), এতদ্ভিন্ন আরও একটী শ্রেণী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাকে বৈশ্লেষিক ত্রিকোণমিতি (Analytical trigonometry) বলা যায়।

সাইন, কোসাইন, টাঞ্জেট, কোটাঞ্জেট, সীকাণ্ট ও কোসীকাণ্ট এই শব্দগুলি ত্রিকোণমিতিতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এইগুলি সমস্তই অমিশ্র রাশি। নিম্নে ইহাদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—

মনে কর ক খ গ একটী সমকোণ ত্রিভুজ, খ কোণ একটী সমকোণ।
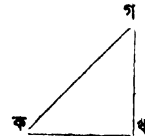
$\frac{খগ}{কগ}$, $\frac{কখ}{কগ}$, $\frac{খগ}{কখ}$ ইহারা যথাক্রমে ক কোণের সাইন (sine), কোসাইন (cosine) ও টাঞ্জেট (tangent) নামে অভিহিত হয় ও ইহাদের বিপরীত অনুপাত $\frac{কগ}{খগ}$, $\frac{কগ}{কখ}$ ও $\frac{কখ}{খগ}$ যথাক্রমে কোসীকাণ্ট (cosecant), সীকাণ্ট (secant) ও কোটাঞ্জেন্ট (cotangent) নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন কোণ বিশেষের (যথা ক কোণ) সাইন প্রভৃতি লিখিত হইলে সাইন ক, কোসাইন ক এইরূপ ভাবে লিখিত হয়। এই সমস্ত রাশির বর্গ প্রভৃতি লিখিত হইলে (সাইন ক)², (কোসাইন ক)² প্রভৃতি না লিখিয়া সাইন²ক, কোসাইন²ক এইরূপ লিখিবার রীতি আছে।

রেখাগণিতের মতে দুইটী ভিন্ন সরল রেখা ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে একত্র সম্মিলিত হইলে কোণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু

ত্রিকোণমিতির মতে কোণের উৎপত্তি অন্যরূপ ভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে ও এই মতই উচ্চ গণিতশাস্ত্রে গ্রাহ্য।

মনে কর কখ একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা ও ক একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দু। কপ অপর একটী রেখা প্রথমে কখ এর সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত থাকিয়া ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণায়মান রেখা ও কখ এই নির্দ্দিষ্ট রেখার আভিমুখ্যের দ্বারা খকপ কোণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেখাগণিতের মতে খকপ কোণ বলিতে ঐ সূক্ষ্ম কোণকেই বুঝায়। কিন্তু ত্রিকোণমিতির মতে খকপ কোণের বহুসংখ্যক পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু যতবার একটী সম্পূর্ণ ঘূর্ণন শেষ হয়, ততবারই ৪ সমকোণ যোগ করিতে হইবে।
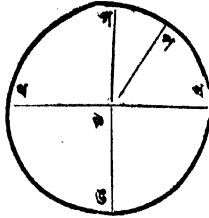
খক রেখাকে ঘ বিন্দু পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর ও গকঙ এই লম্ব টান। যখন কপ রেখা কগ রেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন এক সমকোণ অঙ্কিত হইবে। পরে কখ রেখার সহিত মিলিত হইলে দুই সমকোণ কঙ এর সহিত মিলিত হইলে ৩ সমকোণ ও পুনরায় কখ রেখার সহিত মিলিত হইলে ৪ সমকোণ অঙ্কিত হইবে।

রেখাগণিতের সহিত ত্রিকোণমিতির আরও একটু অনৈক্য আছে। রেখাগণিতের কোণের পূর্ব্বে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে বিপরীত দিকে ঘূর্ণন জন্য উৎপন্ন কোণ বিভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত হয়। গণিতজ্ঞেরা এক মত হইয়া পূর্ব্বচিত্রে চিহ্নিত দিকে উৎপন্ন কোণকে যোজক ও বিপরীত দিকে উৎপন্ন কোণকে বিয়োজক চিহ্নে চিহ্নিত করেন।

এইরূপ রেখা সম্বন্ধেও বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। খ ঘ এর উপরিদিকে ক গ এর সমান্তর যে সমস্ত রেখা টানা হইয়াছে, তাহাতে যোজক ও বিপরীত দিকে টানিলে বিয়োজক চিহ্ন হয়। আবার ৪ চিত্রে যে সমস্ত রেখা কখ এর সহিত সমান্তর করিয়া গ ঙ এর দক্ষিণ দিকে টানা হইয়াছে, তাহারা যোজক ও বিপরীত দিকে টানিলে বিয়োজক চিহ্ন চিহ্নিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কখ এই রেখার দৈর্ঘ্য +৮ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে ক ঘ রেখার দৈর্ঘ্য −৮ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।
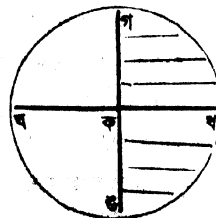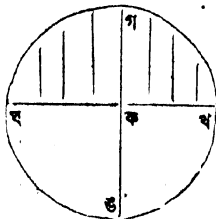
একটী সমকোণকে ৯০ সমান ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ ডিগ্রি বলে ও প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০ সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ মিনিট ও এইরূপে ১ মিনিটকে ৬০ সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে এক সেকেণ্ড বলে। ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেণ্ডের চিহ্ন যথাক্রমে °, ′, ″। ৫ পাঁচ ডিগ্রি ৬ মিনিট ৯ সেকেণ্ড লিখিতে হইলে ৫° ৬′ ৯″ লিখিত হয়।

কোণ মাপ করিবার আরও একটী প্রক্রিয়া আছে, তদনুসারে একটী সমকোণকে ১০০ ভাগে ভাগ করিতে হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক গ্রেড্ বলে ও প্রত্যেক গ্রেড্কে ১০০ ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে ১ মিনিট বলে ও প্রত্যেক মিনিটকে ১০০ ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে ১ সেকেণ্ড বলে। ইহাদের চিহ্ন যথাক্রমে গ্রে, ′, ″। পনর গ্রেড্ ছয় মিনিট ও সাত সেকেণ্ডকে অঙ্ক লিখিতে হইলে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—১৫ গ্রে ৬′ ৭″। ফ্রান্সে এইরূপ প্রক্রিয়ায় কোণ মাপ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই।

উপরিউক্ত দুইটী ভিন্ন আরও একটী প্রক্রিয়া আছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রচলন আছে ও উচ্চ গণিতে কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়া দ্বারাই কোণ মাপ করা হইয়া থাকে। কোন বৃত্তের পরিধিকে তাহার ব্যাসদ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত বৃত্তের পক্ষে এক। এই সংখ্যাটী গ্রীক্ বর্ণ (π) ইহা দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, ইহার পরিমাণ ৩·১৪১৫৯...অর্থাৎ প্রায় $\frac{২২}{৭}$; যদি কোন বৃত্তের পরিধি হইতে উহার ব্যাসার্দ্ধের সমান করিয়া এক অংশ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পরিধিখণ্ডের অভিমুখী কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ সকল বৃত্তের পক্ষেই সমান, এই পরিমিতি কোণকে এক রেডিয়ান্ (radian) বলে। যেরূপ ডিগ্রি ও গ্রেড্ প্রভৃতি দ্বারা কোণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ এই রেডিয়ানের পরিমাণেও কোণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যদি ক ও খ দুইটী অনুপূরক (complimentary) কোণ হয়, তাহা হইলে খ অর্থাৎ ক+খ=৯০°

সাইন্ ক=কোসাইন্ খ
কোসাইন্ ক=সাইন্ খ
টাঞ্জেণ্ট ক=কোটাঞ্জেণ্ট খ

সীকাণ্ট ক=কোসীকাণ্ট খ
কোসীকাণ্ট ক=সীকাণ্ট খ

ক ও খ যদি পরিপূরক (supplementary) কোণ হয় অর্থাৎ ক+খ=১৮০°, তাহা হইলে

$\text{সাইন ক} = \text{সাইন খ}$

$\text{কোসাইন্ ক} = -\text{কোসাইন্ খ}$

$\text{টাঞ্জেণ্ট্ ক} = -\text{টাঞ্জেণ্ট্ খ}$

উপরিউক্ত সম্বন্ধ হইতে সীকাণ্ট্, কোসীকাণ্ট ও কোটাঞ্জেণ্টের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। যথা—

$$\text{সীকাণ্ট্ ক} = \frac{১}{\text{কোসাইন্ ক}} = \frac{-১}{\text{কোসাইন্ খ}} = \text{সীকাণ্ট্ খ}$$

এইরূপ

$$\text{কোসীকাণ্ট ক} = \frac{১}{\text{সাইন্ ক}} = \frac{১}{\text{সাইন্ খ}} = \text{কোসীকাণ্ট্ খ}$$

$$\text{কোটাঞ্জেণ্ট ক} = \frac{১}{\text{টাঞ্জেণ্ট্ ক}} = \frac{-১}{\text{টাঞ্জেণ্ট খ}} = \text{কোটাঞ্জেণ্ট খ}$$

১ হইতে ৩৬০° পর্য্যন্ত কোণসমূহের সাইন্ প্রভৃতির পরিমাণে ও চিহ্নের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত চিত্র দৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

ক	০°		৯০°		১৮০°		২৭০°		৩৬০°
সাইন ক	০	+	১	+	০	—	−১	—	০
কোসাইন ক	১	+	০	—	−১	—	০	+	১
টাঞ্জেণ্ট ক	০	+	∞	—	০	+	∞	—	০
কোসীকাণ্ট ক	∞	+	১	+	∞	—	−১	—	∞
সীকাণ্ট ক	১	+	∞	—	−১	—	∞	+	১
কোটাঞ্জেণ্ট ক	∞	+	০	—	∞	+	০	—	∞

স্তম্ভের শীর্ষ লিখিত কোণের পরিমাণ হইলে, সাইন্ প্রভৃতির পরিমাণ যাহা হইবে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ স্তম্ভে তাহাই লিখিত হইয়াছে।

কোণের পরিমাণ ০ হইতে ৯০°, ৯০° হইতে ১৮০°, ১৮০° হইতে ২৭০°, ২৭০° হইতে ৩৬০° হইলে তাহাদের পূর্ব্বে কি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে, ২ ৪ ৬ ৮ স্তম্ভে তাহাই লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ত্রিকোণে ৬টী অংশ আছে, ৩টী কোণ ও ৩টী বাহু, ইহার মধ্যে ১টী বাহু ও অপর ২টী অংশ জানা থাকিলে তিন অংশের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কেবল এক স্থলে ইহার একটু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। যদি কোন ত্রিভুজের কোণগুলিকে ক খ গ বলা যায় ও উক্ত কোণের বিপরীত বাহুর নাম ক খ ও গ হয় তাহা হইলে

$$\frac{\text{সাইন ক}}{ক_১} = \frac{\text{সাইন খ}}{খ_১} = \frac{\text{সাইন গ}}{গ_১}$$

$$\text{ও কোসাইন্ ক} = \frac{খ_১^২ + গ_১^২ - ক_১^২}{২ খ_১ গ_১}$$

$$\text{কোসাইন্ খ} = \frac{গ_১^২ + ক_১^২ - খ_১^২}{২ গ_১ ক_১}$$

$$\text{কোসাইন্ গ} = \frac{ক_১^২ + খ_১^২ - গ_১^২}{২ ক_১ খ_১}$$

এতভিন্ন $ক+খ+গ = ১৮০° = \pi$ ও অন্যান্য ত্রিকোণমিতির বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহৃত হয়। উক্ত নিয়মগুলি ও রেখাগণিতের কয়েকটী প্রতিজ্ঞার সাহায্যে ত্রিকোণের নির্ণেয় বিষয় বাহির করা যায়।

বর্ত্তুল ত্রিকোণমিতি গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও পথ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোন সমতল কোন বর্ত্তুলের কেন্দ্র ভেদ করিয়া ইহাকে দ্বিখণ্ড করে, তাহা হইলে প্রত্যেক বর্ত্তুলচ্ছেদকে মহাবৃত্ত বলে। এইরূপ ৩ মহাবৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ অসমতল ক্ষেত্রকে বর্ত্তুল ত্রিকোণ (spherical triangle) বলে। সরল ত্রিকোণমিতিতে যে সমস্ত নিয়ম ব্যবহৃত হয়, বর্ত্তুল ত্রিকোণমিতিতেও তাহা হইয়া থাকে। অবশ্য এস্থলে বর্ত্তুলের ধর্ম্ম রাখিয়া নিয়ম খাটাইতে হইবে।

ত্রিক্ষার (ক্লী) ত্রয়াণাং ক্ষারাণাং সমাহারঃ। ক্ষারত্রয় মিলিত, স্বর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার ও টঙ্কণক্ষার। (রাজনি°)

ত্রিক্ষুর (পুং) ত্রীণি ক্ষুরাণীব অগ্রাণি যস্য। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, কুলেখাড়া। (রত্নমা°)

ত্রিখ (ক্লী) ত্রিধা খং আকাশোঽবকাশঃ ফলেঽত্র। ত্রপুষ।

ত্রিখট্ব (ক্লী) ত্রিস্যণাং খট্বানাং সমাহারঃ। খট্বাত্রয়।

ত্রিখট্বী (স্ত্রী) ত্রিখট্ব-ঙীপ্। (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ত্রিখট্ব।

ত্রিখর্ব্ব (পুং) সামবেদের শাখা-বিশেষাধ্যায়ী। "তামেত্য° ত্রিখর্ব্বা উপাসতে।" (তাণ্ড্যব্রা° ২।৯।২৩) 'ত্রিখর্ব্বাঃ শাখিনঃ' (ভাষ্য)

ত্রিগঙ্গ (অব্য) তিস্রো গঙ্গা নদ্যো যত্র বহুব্রীহ্যর্থে "নদীভিশ্চ" ইতি সূত্রেণ অব্যয়ীভাবঃ। ১ তীর্থভেদ।

"সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ ইন্দ্রমার্গে চ তর্পয়ন্।" (ভারত ৩।৮৪।২৬)

ত্রিগণ (পুং) ত্রয়াণাং ধর্ম্মার্থকামানাং গণঃ বর্গঃ। ত্রিবর্গ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। "গুণানুরাগাদিব সখ্যমীয়িবান্ন বাধিতেঽস্য ত্রিগণঃ পরস্পরং॥" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১।১১)

ত্রিগন্ধক (ক্লী) ত্রয়াণাং গন্ধকদ্রব্যাণাং সমাহারঃ। ত্রিজাতক। (পারস্করনিঘণ্টু)

ত্রিগম্ভীর (পুং) ত্রিভিঃ গম্ভীরঃ। যাহার সত্ত্ব স্বর ও নাভি গম্ভীর, তাহাকে ত্রিগম্ভীর কহে, এই ত্রিগম্ভীরযুক্ত পুরুষ সুখী হয়।

"স্বরেণ সত্ত্বনাভিভ্যাং ত্রিগম্ভীরঃ শিশুঃ শুভঃ।" (কাশীখ° ১১ অ°)

"নাভিঃ স্বরসত্ত্বমিতি প্রদিষ্টং গম্ভীরমেতত্ত্রিতয়ং নরাণাং॥" (বৃহৎসং ৬৮।৮৫)

ত্রিগর্ত্ত (পুং) ত্রয়ো গর্ত্তা যত্র। ১ দেশবিশেষ, এই দেশের বর্ত্তমান নাম জালন্ধর, বৃহৎসংহিতার কূর্ম্মবিভাগের উত্তরদিকে এই দেশ অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৫) [জালন্ধর দেখ।] ২ ত্রিগর্ত্তদেশস্থ ভূমি।

ত্রিগর্ত্তক (পুং) ত্রিগর্ত্ত এব স্বার্থে কন্। ত্রিগর্ত্ত দেশ।

ত্রিগর্ত্তষষ্ঠ (পুং) ত্রিগর্ত্তঃ ষষ্ঠো বর্গো যস্ত। আয়ুধজীবিসঙ্ঘভেদ।

"আহুস্ত্রিগর্ত্তষষ্ঠাংস্তু কৌণ্ডোপরথদাণ্ডিকী।
ক্রৌষ্টুকির্জালমালিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোঽথ জালকিঃ॥" (সিদ্ধান্তকৌ°)

ত্রিগর্ত্তা (স্ত্রী) ত্রয়ো যোনিস্থাঃ গর্ত্তা যস্তাঃ। ১ কামুকী স্ত্রী, কামুকী স্ত্রী একযোনিকা হইলেও মৈথুনকালে ত্রিযোনিকা তুল্য হয়, এই জন্ত ইহাদের নাম ত্রিগর্ত্তা। ২ ঘুর্ঘুরিকাকীট, কুমীরকে পোকা।

ত্রিগর্ত্তিক (পুং) ত্রিগর্ত্ত দেশ।

ত্রিগুণ (ক্লী) ত্রয়াণাং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সমাহারঃ। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক প্রধান। সত্ত্ব, রজঃ ও তম হইতেই প্রথমে প্রধান উৎপন্ন হয়, এই প্রধানের নাম বুদ্ধিতত্ত্ব, এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়।

"ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্তমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্ বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥"
(সাংখ্যকা° ১১)

ত্রিগুণ অবিবেকী, বিষয়, সামান্ত, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী। প্রধান ব্যক্ত সদৃশ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী যাহার বিবেক অর্থাৎ ভেদ নাই, এইটী গো এইটী অশ্ব ইহা যেরূপ পৃথক্ করা যায়, এইটী ব্যক্ত এই গুলি গুণ ইহা সেরূপ পৃথক্ করা যায় না। এইজন্ত যাহা যাহা গুণ, তাহাই ব্যক্ত; গুণ ও ব্যক্ত একই। বিষয় ভোগ্য বলিয়া যাহাকে ভোগ করা যায়, এরূপ পদার্থ ভোগ্য, ত্রিগুণ বা ত্রিগুণোৎপন্ন ব্যক্ত ভোগ্য পদার্থ, এই জন্ত ব্যক্তের নাম বিষয়। এই ব্যক্ত সকল পুরুষের ভোগ্য।

সামান্ত গণিকাবৎ সকলের ভোগ্য এই হেতু ব্যক্ত সামান্ত। অচেতন সুখ, দুঃখ ও মোহের বোধাভাব, এই হেতু ব্যক্ত অচেতন। প্রসবধর্ম্মী বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছে এই জন্ত ব্যক্ত প্রসবধর্ম্মী। অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হইয়াছে।

এই ত্রিগুণ অভিন্ন ভাবে জড়িত। ব্যক্তও ত্রিগুণ, অব্যক্তও ত্রিগুণ, যাহার কার্য্য এই মহদাদি তাহারাও ত্রিগুণ। এইটী গুণ, এইটী প্রধান, ইহা পৃথক্ করা যায় না। ত্রিগুণ বা প্রধান অচেতন ইহার অনুমান এইরূপ, অচেতন মৃৎপিণ্ড হইতে অচেতন ঘটেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্ত প্রধান বা প্রধানোৎপন্ন অহঙ্কারাদি সুখ, দুঃখ ও মোহে চেতনাযুক্ত হন না, এই জন্ত ত্রিগুণ অচেতন। এই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকাশার্থ, প্রবৃত্ত্যর্থ ও নিয়মার্থ, পরস্পর পরস্পরে অভিভূত, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের জননহেতু, পরস্পর মিথুন সম্বন্ধ ও পরস্পর পরস্পরে বর্ত্তমান এবং ইহা সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক। সুখ সত্ত্ব, দুঃখ রজঃ ও মোহ তম; সত্ত্ব গুণপ্রকাশার্থ অর্থাৎ প্রকাশ সমর্থ। রজ প্রবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-সমর্থ, তম নিয়মার্থ অর্থাৎ নিয়মসমর্থ, নিয়ম শব্দে স্থিতি। অতএব সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ যথাক্রমে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীলরূপে পরিগণিত হয়। পরস্পর পরস্পরে অভিভূত অর্থাৎ প্রত্যেক গুণ অপর দুইটী গুণকে অভিভূত করিয়া থাকে। যখন সত্ত্ব গুণ উৎকট হয়, তখন রজ ও তমোগুণ আপনাপন গুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া প্রীতি ও প্রকাশস্বভাবে অবস্থিতি করে। যখন রজোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া অপ্রীতি ও প্রবৃত্তিধর্ম্মে অবস্থিতি করে। তমোগুণ যখন উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইয়া বিষাদ ও স্থিতিশীল ধর্ম্মে অবস্থিতি করে। এই ত্রিগুণ পরস্পর মিথুনভাবে সংবদ্ধ। রজ সত্ত্বকে লইয়া মিথুন, সত্ত্ব রজকে লইয়া মিথুন অর্থাৎ ইহারা পরস্পরের সহায়। ত্রিগুণ পরস্পর পরস্পরে বর্ত্তমান অর্থাৎ গুণ সকল গুণেই অল্পাধিক ভাবে থাকিবে। ইহার একটী উদাহরণ দিলে যথেষ্ট হইবে। এক সুন্দরী স্ত্রী স্বামীর সুখ, সপত্নীর দুঃখ ও লম্পটের মোহের হেতু হয়। তাহাতে এই ত্রিগুণ আছে বলিয়াই সে এই রূপ প্রকৃতি অনুসারে সুখ, দুঃখ ও মোহের কারণ হয়। এইরূপ জগতের সকল বিষয়ই বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল, তমোগুণ গুরু ও আবরক। ইহারা একত্র মিলিত হইয়া প্রদীপের ন্যায় কোন বিশেষ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। যখন সত্ত্বগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি লঘু, বুদ্ধি প্রকাশ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়। রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল অর্থাৎ যেরূপ একটী বৃষ অন্য বৃষকে দেখিতে পাইলে উপষ্টম্ভকের অর্থাৎ রজো দ্বারা চালিত হয়। তখন এই রজোগুণের আধিক্য হয় বলিয়া চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তম গুরু ও আবরণক, যখন তমের আধিক্য হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু (ভারবিশিষ্ট), ইন্দ্রিয় সকল আচ্ছন্ন অর্থাৎ স্বকার্য্যে অসমর্থ হয়।

এস্থলে এইরূপ বলা যাইতে পারে, ত্রিগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে কিরূপে প্রদীপের ন্যায় কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে? ইহা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যথা প্রদীপে তৈল, অগ্নি ও বর্ত্তি তিনটী পদার্থ বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও একত্র সংযোগে আলোক দ্বারা অন্য অন্য পদার্থকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজ ও তম পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও স্বার্থসাধনক্ষম হয়। (সাংখ্যকা°) কেহ কেহ বলেন, ত্রিগুণ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণ পদার্থ না দ্রব্য পদার্থ? ইহাতে গুণ শব্দ থাকায় গুণ পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা গুণ পদার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে ইহার মীমাংসায় এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্ত্বাদীনি দ্রব্যানি ন বৈশেষিকবদ্‌গুণাঃ সংযোগবত্ত্বাৎ লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাত্বাচ্চ শ্রুত্যাদৌ তু গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদি রজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে" (সাংখ্যদ° ভাষ্য ১।৫৯)

সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্রব্য পদার্থ, গুণপদার্থ নহে। সংযোগত্ব হেতু লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্বাদি দ্রব্য পদার্থেরই ধর্ম্ম, গুণ পদার্থের ধর্ম্ম নহে। ইহাকে দ্রব্যপদার্থ না বলিয়া গুণ পদার্থ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ পুরুষরূপ পশু বন্ধন করিবার জন্য প্রকৃতি ত্রিগুণ মহদাদি রজ্জু নির্ম্মাণ করে, এই জন্য ইহাকে গুণ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।] (ত্রি) ২ সত্ত্বাদিগুণযুক্ত। "মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ।" (মনু)

জগৎ ত্রিগুণময় এক আত্মাভিন্ন আর সকল পদার্থে-ই ত্রিগুণ বর্ত্তমান। ৩ তিন দ্বারা গুণিত। ৪ ত্রিশিখ। "ত্রিগুণপরিবারপ্রহরণঃ" (কিরাতার্জ্জু°) 'ত্রিগুণঃ ত্রিশিখঃ' (মল্লিনাথ)

ত্রিগুণা (স্ত্রী) ত্রয়ো গুণা যস্যাঃ। ১ দুর্গা। ২ মায়া। ৩ স্বনামখ্যাত বীজভেদ। (ভক্সা°)

ত্রিগুণাকর্ণ (ত্রি) ত্রিগুণৌ কর্ণৌ যস্য। ত্রিগুণ কর্ণরূপ লক্ষণান্বিত। লক্ষণপরস্থ কর্ণ শব্দ ত্রিগুণ শব্দের পরে থাকিলে ত্রিগুণ শব্দের অকারের দীর্ঘ হয়। লক্ষণপরস্থ না হইলে হয় না। (পা ৬।৩।১১৫)

ত্রিগুণাকৃত (ত্রি) ত্রিগুণং কর্ষণং কৃতং ত্রিগুণ-ডাচ্ (সংখ্যায়াশ্চ গুণান্তায়াঃ। পা ৫।৪।৫৯) বারত্রয় কৃষ্টক্ষেত্র, তিনবার লাঙ্গল দেওয়া ক্ষেত।

ত্রিগুণাত্মক (স্ত্রী) ত্রয়োগুণাঃ তেজোবন্নরূপা আত্মানো যস্য। ত্রিগুণবিশিষ্ট, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রধান। বেদান্ত মতে অজ্ঞান।

ত্রিগুণিত (ত্রি) ত্রিভির্গুণিতঃ। ত্রিরাবৃত্ত, তিনবার গুণিত।

ত্রিগুণী (স্ত্রী) ত্রয়োগুণা পত্রে যস্যাঃ। বিল্ববৃক্ষ, ইহার পত্র ত্রিগুণাত্মক। "ত্রিগুণ্যাঃ সবিতরি বিগুণে ক্ষীরিকামূলমিন্দৌ" (জ্যোতি°) 'ত্রিগুণী শ্রীফলবৃক্ষঃ' (প্রমিতা°)

ত্রিগুল (তিগুল) বোম্বাই প্রদেশবাসী এক জাতি। যাহাদের তিন পুরুষ গোলক তাহারাই ত্রিগুল নামে খ্যাত হইয়াছে। কোন কোন স্থানের ত্রিগুলেরা বলিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ মাতা ও শূদ্র পিতার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। প্রবাদ আছে, পেশবাগণের আধিপত্যকালে যে সকল ব্রাহ্মণরমণী ও ব্রাহ্মণবিধবা পরপুরুষ সহবাসে গর্ভবতী হইত, তাহাদিগকে মরাঠাগণের প্রধান তীর্থ পন্ঢরপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা প্রসবের পর নবজাত শিশুকে বিলাইয়া দিত। এই জন্যই পন্ঢরপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ত্রিগুলের সংখ্যা অধিক।

ইহাদের মধ্যে আঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, হরিতাশ্ব, কাশ্যপ, লোহিত ও শ্রীবৎস গোত্র আছে। ইহারা স্মার্ত্ত বা ভাগবত, দেখিতে প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণের মত। ইহারা প্রধানতঃ পর্ণজীবী, পাণছাড়া অনেকে শস্যব্যবসা, মহাজনী, দোকানী বা চাকুরী করিয়া থাকে। সকলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। আহার ব্যবহার চাল চলন সমস্তই দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের মত। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহারাও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। কিন্তু অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ইহাদের সহিত আহার বা বিবাহ সম্বন্ধ করে না। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত। বারাণসী, নাসিক, আলন্দি, পন্ঢরপুর ও তুলজাপুর এই কয়টী ইহাদের প্রধান তীর্থ।

ইহাদের মধ্যে কএকটী বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথম প্রসবের সময় রমণীরা পিতৃগৃহে আসিয়া থাকে। সন্তান জন্মিবার পর আঁতুর-ঘরে তিনমাস প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়। প্রসবের পর প্রথম দশদিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া শান্তিপাঠ ও পাঠান্তে প্রসূতিকে ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে তিনি প্রসূতি ও শিশুর কপালে ভস্ম লেপন করিয়া আসেন। এদেশে যেমন ৬ষ্ঠ দিনে পুরোহিত আসিয়া ষষ্ঠী-রাত্রি-পূজা করেন, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে ৫ম দিনে ধাত্রী যথারীতি ষষ্ঠীপূজা করিয়া থাকে। এই দিন চারিজন ব্রাহ্মণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শান্তিপাঠ করিতে থাকেন, প্রাতে তাহারা কিছু দক্ষিণা ও পাণ সুপারি লইয়া বিদায় হন। একাদশ দিনে প্রসূতি ও শিশু স্নানাদি করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। শিশু জন্মিবার তিন মাস পরে প্রসূতির শাশুড়ী আসিয়া পুত্রবধূ ও পৌত্রকে স্বগৃহে লইয়া যান।

১০ম বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইহাদের উপনয়ন হয়।

ত্রিগ্রামী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং গ্রামাণাং সমাহারঃ। ১ তিন গ্রামের মিলন, যেখানে তিনটী গ্রাম মিলিত হইয়াছে। ২ একটী গ্রাম। "অথান তীক্ষ্ণপুরুষৈস্ত্রিগ্রাম্যাং গৌড়পার্থিবং।" (রাজতর° ৪।৩২৩)

ত্রিঘণ্টা, নগর বিশেষ। এই নগর হিমালয় শৃঙ্গে অবস্থিত এবং ইহা বিদ্যাধরগণের আবাসভূমি। (কথাসরিৎসা°)

ত্রিচক্র (পুং) ত্রীণি চক্রাণি যস্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। "অর্বাঙ্‌ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু" (ঋক্ ১।১৫৭।৩)

ত্রিচক্ষুস্ (পুং) ত্রীণি চক্ষূংষি যস্য। ত্রিনেত্র, মহাদেব।

ত্রিচতুর (ত্রি) ত্রয়ো বা চত্বারো বা বিকল্পার্থে ডচ্ সমাসান্তঃ। ত্রিত্ব চতুষ্ক সংখ্যাযুক্ত, তিন বা চারি।

ত্রিচত্বারিংশ (ত্রি) ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ পূরণে ডট্। ত্র্যধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা পূরণ, ১৪৩ সংখ্যার পূরণ।

ত্রিচত্বারিংশৎ (ত্রি) ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ। তিন অধিক চত্বারিংশৎ, তেতাল্লিস্. ৪৩।

ত্রিচিৎ (পুং) ত্রীন্ অগ্নীন্ চিনোতি স্ম চি-ভূতে-কিপ্। অতীতাগ্নিত্রয় চয়নকারী।

ত্রিচিত (পুং) ত্রিভিঃ ত্রিভাগোৎসেধাভিরিষ্টকাভিঃ চিতঃ। গার্হপত্য অগ্নিভেদ। "ত্রিচিতমিত্যেকে" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।১।২২) 'গার্হপত্যং কুর্ব্বন্তি তত্র চ ত্রিভাগোৎসেধা ইষ্টকা ইতি সম্প্রদায়ঃ। অস্মিংশ্চ পক্ষে প্রথমচিতিঃ লোকং পৃণানাং পূরণং মৃগ্যং।' (কর্ক)

ত্রিচিনপল্লী (ত্রিশিরাপল্লী) ত্রিচিনাপল্লী জেলাস্থ প্রধান নগর। এই নগর দক্ষিণ কর্ণাটে কাবেরী নদীর দক্ষিণদিকে পুঁদিচেরী হইতে ১০৭ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ৪৯′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘিঃ ৭৮° ৪৪′ ২১″ পূঃ।

এই নগরের উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে, পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস পর্ব্বতের গুহামধ্যে বাস করিত। তাহার চারিদিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রাক্ষসের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে পারিত না। পরে সুরবদিস্তান নামে কোন সাহসী বীরপুরুষ এই রাক্ষসকে বিনাশ করেন, সেই অবধি ইহার নাম ত্রিশিরাপল্লী হইয়াছে। সুরবদিস্তান ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করিয়া তথাকার জঙ্গল কাটাইয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি কোন্ সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুরবদিস্তান ত্রিশিরা রাক্ষসের ভয় হইতে এই জনপদকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সুব্রহ্মণ্যনামে অভিহিত হইয়া কাবেরীনদীর উভয় তীরে শিবালয়ে অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন।

কথিত আছে, চোলরাজগণ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চশতাব্দী হইতে এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধের অশোকরাজের বিজয়স্তম্ভে যে অনুশাসন খোদিত আছে, তাহাতে চোলরাজের নাম পাওয়া যায়। উরেয়ুর নামক স্থানে চোলরাজদিগের রাজধানী ছিল, উহা ত্রিশিরাপল্লীর এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখন এই সহরে বহু লোকের বাস আছে।

যে সময়ে রামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে থাকিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে করিকাল নামে জনৈক চোল ত্রিশিরাপল্লী শাসন করিতেন। খৃষ্টাব্দ ১০১৭ (৪১১৮ কল্যব্দে) শ্রীরামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, ১৭ বৎসরের সময় তিনি কাঞ্চীপুর এবং তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে অধ্যয়ন করিতে যান। তদনন্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কাঞ্চীপুরে ফিরিয়া আইসেন। পরে তিরুপতি হইয়া শ্রীরঙ্গমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিতে যান। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের কম হইবে না। তাহারও বহু পরে তিনি শ্রীরঙ্গমে মানবলীলা পরিত্যাগ করেন। সুতরাং চোলরাজ করিকাল ১০৬০ খৃঃ অব্দের পর কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতপ্রচারের বিপক্ষতা করিয়া থাকিবেন। মধুরাপুরীর বিবরণে দেখা যায় যে সুন্দরপাণ্ড্য উরেয়ুর পোড়াইয়া দেন এবং উরেয়ুর পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার পুত্র করিকালকে কুম্ভকোণের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। মিঃ টেলার সাহেব পরম্পরাগত বিবরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, উরেয়ুর বালিবর্ষণে ধ্বংস হইলে চোল রাজধানী কুম্ভকোনে উঠিয়া যায়।

১০৭১ খৃঃ বিজয়বাহু লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; তাঁহার রাজত্ব কালে চোলরাজ সিংহল আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। সিংহলরাজও ১১১৬ খৃঃ অব্দে চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। ইনিও কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ হইতে ১১৮৬ পর্য্যন্ত সিংহলরাজ্য শাসন করেন। পাণ্ড্যকুলশেখর সিংহলরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে চোলরাজ পাণ্ড্যরাজকে নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরাক্রমবাহু প্রতিশোধ লইবার জন্য চোলরাজ্য আক্রমণ করিয়া কএকটী দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

মুসলমানেরা কোন্ সময়ে ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত বিবরণ নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। হজরৎ সুলতান আলীউদ্দীন্ সাহেব ১২৯০ খৃঃ অব্দে মধুরাপুরী জয় করিয়া আপনাদেরশাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনানায়ক-মল্লাল

রাজধানী বারসমুদ্র লুঠ করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ সম্বন্ধে কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও অন্ততঃ তাহারা ত্রিশিরাপল্লী লুঠপাট করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়।

তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণে জানা যায়, তঞ্জাবুরের শেষ রাজা বীরশেখর ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বিজয়নগরের সেনানায়ক কত্তিয়াননাগনায়ক বীরশেখরকে পরাভূত করিয়া ত্রিশিরাপল্লী, তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায় আপন শ্যালক সেবাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীতে অতিশয় দস্যুর ভয় হয়। বিশ্বনাথনায়ক মধুরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে দস্যুর প্রভাব জানিতে পারিয়া তঞ্জাবুর-রাজকে ত্রিশিরাপল্লীর বিনিময়ে বল্লাম নামক দুর্গ অর্পণ করেন এবং নিজে এখানে আসিয়া দেখেন, ত্রিশিরাপল্লী অতি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং দুর্গ সংস্কার করিলে অতি সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, ইহা বিবেচনা করিয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ত্রিশিরাপল্লীর পুরাতন প্রাচীর সংস্কার করেন, একটী নূতন প্রাচীর প্রস্তুত করেন এবং ইহার পশ্চাৎভাগে পরিখা খনন করিয়া দুর্ভেদ্য করেন। ঐ পরিখার জল আনিবার জন্য কাবেরী নদী পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হয়। এই সময় কাবেরী নদীর উভয়দিকের জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ হয়, নানাদেশ হইতে উত্তম উত্তম শিল্পকর প্রভৃতি আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকে। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণদিগের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এই নগরটী সুখসমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সময় ইনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের রঙ্গনাথস্বামীর মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে গোপুর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইনি কখন বা মধুরায় কখন বা ত্রিশিরাপল্লীতে অবস্থান করিতেন। এই সময় হইতে চাঁদসাহেব কর্ত্তৃক অধিকার কাল (১৭৩৬ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত মধুরাপুরী ও ত্রিশিরাপল্লী নায়করাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। [মদুরা দেখ।] নায়করাজগণ অধিকাংশ সময় ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিয়া রাজকার্য্য করিতেন। তিরুমল ১৬২৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মধুরাপুরীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। ইহার পুত্র অলকাদ্রি (মুত্তুবীরপ্প) ত্রিশিরাপল্লী দুর্গের পুনঃ সংস্কার করেন। ইহার পুত্র চোক্কনাথ ১৬৬১ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ত্রিশিরাপল্লীতে রাজধানী করেন। নায়করাজগণ তাঁহার সময় হইতে ১৭৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশিরাপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে শেষ নায়করাজ বিজয়রঙ্গচোক্কনাথের মৃত্যু হয়, তিনি অপুত্রক থাকায় তাহার বিধবাপত্নী মীনাক্ষীদেবী বঙ্গারুতিরুমলের পুত্র বিজয়কুমার মুত্তুতিরুমলকে দত্তক লইয়া আপনি নাবালকের অছি হইয়া আপন হস্তে শাসন ভার লইলেন। এই সময় বঙ্গারুতিরুমল প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্যের দাওয়া করিলেন। ইনি খ্যাতনামা তিরুমলনায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কুমার মুত্তুর প্রপৌত্র। ইহার পিতা কুমার তিরুমল রঙ্গকৃষ্ণ মুত্তুবীরপ্পার সময়ে কয়েক দিন মাত্র যুবরাজের কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন ইহার প্রপিতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, তখন ইনি কিছুতেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। দলবায় বেঙ্কটাচার্য্য তিরুমলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে বেঙ্কটাচার্য্য আপন মনোরথ সিদ্ধির উপায় না দেখিয়া আরুকাড়ুর নবাব দোস্ত আলীর পুত্র সুবেদার আলীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে কহেন, "আপনি বঙ্গারুতিরুমলকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতে পারিলে আপনাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিব।" সুবেদার আলী সুবিধা বুঝিয়া চাঁদসাহেবের সহিত ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহসা বলপূর্ব্বক রাণীর সৈন্য সামন্তকে পরাজয় করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ বুঝিয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিবার ছলনায় আপন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বঙ্গারুতিরুমল এই দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মীনাক্ষীদেবীর পক্ষ হইতে কেহই আসিল না। তখন তিনি বঙ্গারুতিরুমলকে প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী স্থির করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন এবং ৩০ লক্ষ টাকার খত লিখাইয়া লইলেন, ঐ টাকা আদায় করিবার ভার চাঁদসাহেবের হস্তে দিয়া নবাবপুত্র আরুকাড়ু গমন করেন। নবাবপুত্র গমন করিলে মীনাক্ষীদেবী চাঁদসাহেবকে বলিয়া পাঠান, যদি রাজদণ্ড বঙ্গারুতিরুমলের পরিবর্ত্তে তাহারই হস্তে রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি ১ কোটি টাকা দিবেন। চাঁদসাহেব এই টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বঙ্গারুতিরুমলকে ইহারই হস্তে অর্পণ করেন। চাঁদসাহেব আপন কথা রক্ষা করিবার জন্য মীনাক্ষীদেবীর নিকট কোরাণ হস্তে করিয়া শপথ করেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি কোরাণের পরিবর্ত্তে একখানি ইট উত্তম কাপড়ে জড়াইয়া উহাই হস্তে লইয়া শপথ করেন। ধনাগারে টাকা না থাকায় মীনাক্ষীদেবী ১ ক্রোড় টাকার বস্ত্রাদি

প্রদান করেন। মীনাক্ষীদেবী বঙ্গারুতিরুমলকে মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক দুর্গে প্রবেশ করেন এবং রাণীকে আপন ভবনে নজরবন্দীরূপে রাখিয়া স্বয়ং শাসন-ভার গ্রহণ করেন। রাণী আপনার উদ্ধারের উপায় না পাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এইবার চাঁদসাহেব একবারে নিষ্কণ্টক হইলেন। বঙ্গারুতিরুমল নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া সাতারায় যাইয়া মহারাষ্ট্রপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাষ্ট্র সেনা-নায়ক রঘুজীভোন্‌স্লে একদল সৈন্য লইয়া কর্ণাট প্রদেশে গমন করেন। আরকাড়ুর নবাব দস্তআলী তাহার গতিরোধ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খৃঃ অব্দে ২০এ মে তারিখে বেলুরের নিকট পরাভূত হইয়া নিহত হন। রঘুজীভোন্‌স্লে ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিয়া ১৭৪১ খৃঃ অব্দে ২৬এ মার্চ্চ তারিখে দুর্গ অধিকার করেন এবং চাঁদসাহেবও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া সাতারায় পাঠাইয়া দেন ও সেনা-নায়ক মুরারিরাওকে ত্রিশিরার শাসনভার অর্পণ করিয়া ১৪ হাজার মহারাষ্ট্র সেনা রাখিয়া সাতারায় গমন করেন। বঙ্গারুতিরুমল ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা করেন। রঘুজীভোন্‌স্লে যুদ্ধের ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা চাহেন। বঙ্গারুতিরুমল তাহাই প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে নিজাম্ উল্‌মুল্‌ক আসফজাহ ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিতে আসিলে মুরারিরাও দুর্গ ত্যাগ করিয়া যান। তদবধি ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী নিজামের আদেশে আরকাড়ুর নবাবের অধীন হইয়া যায়। বঙ্গারুতিরুমল পুনরায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য নিজামের শরণাপন্ন হইলেন। নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলেন, যুদ্ধব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা ও বাৎসরিক পেশকাষ ৩০ লক্ষ দিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা অন্বরউদ্দীন্ বঙ্গারুতিরুমলকে দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০০ টাকা ও তাহার পুত্রকে ৩৫০ টাকা বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং মধুরাপুরী অর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। বঙ্গারুতিরুমল সেই বৃত্তি ভোগ করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজাম্ উল্‌মুল্‌কের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গ পিতৃপদে অধিরূঢ় হন। এই সময় চাঁদসাহেব সাতারা হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিজামের এক দৌহিত্র মুজাফরজঙ্গ চাঁদসাহেবের ষড়যন্ত্রে নাসিরজঙ্গের প্রতিদ্বন্দী হইলে ফরাসীরা মুজাফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংরাজেরা নবাব অন্বরউদ্দীনের ও নিজাম নাসিরজঙ্গের পক্ষ হইলেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২৩এ জুলাই আরকাড়ু হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে অম্বুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে অন্বরউদ্দীন্ পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিশিরাপল্লীতে পলায়ন করিয়া আরকাড়ুর নবাব নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে চাঁদসাহেব পুঁদিচারিতে ফরাসী গবর্মেণ্টের সাহায্যে কর্ণাটকের নবাব নাম গ্রহণ করেন। চাঁদসাহেব ফরাসী সৈন্যদিগের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইয়া ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করেন। এই সময় মহম্মদ আলী অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে পড়েন। তখন তিনি মহিসুররাজের নিকট অর্থ ও সেনা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্বাক্ষরিত এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান, "আমাকে এই আশু বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলে ত্রিশিরাপল্লীপ্রদেশ অর্পণ করিব।"

মহিসুর-সেনানায়ক দলবায় নন্দীরাজ ও মহারাষ্ট্র-সেনা-নায়ক মুরারিরাও নবাবের সাহায্যার্থ আপন আপন সেনা লইয়া কৃষ্ণনারায়ণপুরের নিকট আসিয়া পৌছিলে, ফরাসী-সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করে। কাপ্তেন কোপ এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ গমন করেন এবং পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর কাপ্তেন দল্টন এই যুদ্ধে সাহায্য করেন। নন্দীরাজ ও মুরারিরাও আপন আপন সেনা লইয়া ত্রিশিরাপল্লী পর্য্যন্ত আসেন। এ দিকে তঞ্জাবুররাজ মহম্মদআলীর সাহায্যার্থ আপন সেনানায়ক মঙ্কোজীর সহিত ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী ও ২০০০ হাজার পদাতি সৈন্য পাঠাইলেন। পদুকোট্টাইর তণ্ডীমান ৪০০ শত অশ্বারোহী ও ৩০০ শত পদাতিক লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর মেজর লরেন্স সেণ্ট ডেভিদ্ দুর্গ হইতে ৪০০ শত গোরা ও ১১০০ শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লী অভিমুখে আসিতে আসিতে ফরাসী রকের সন্নিকট ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গাভ্যন্তরে আসিয়া পৌছি-লেন। তিনি চাঁদসাহেবকে পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চাঁদসাহেব এই সময় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বিষ্ণুমন্দিরে ও ফরাসীরা জম্বুকেশ্বরে ছাউনি করিয়াছিল। উভয়পক্ষে কএকটী সামান্য সামান্য যুদ্ধ হইয়া যায়। ক্রমে বিপক্ষদিগের রসদ আসা বন্ধ হইলে ফরাসীসেনানায়ক জম্বুকেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গ-মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন মেজর লরেন্স শ্রীরঙ্গ-মের সম্মুখ দক্ষিণদ্বার অবরোধ করেন। এই সময় ক্লাইব উত্তর-দিকে কোলরুণ নদীর তীরে, তঞ্জাবুরসেনানায়ক মঙ্কোজী বিষ্ণু-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকস্ পালৈয়মের নিকট এবং মহিসুর-সেনানায়ক নন্দীরাজ পশ্চিমদিকে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

চাঁদসাহেব এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে অবরুদ্ধ হন। ফরাসীরা চাঁদসাহেবের সাহায্যার্থ আসিতেছে ক্লাইব এই সংবাদ শুনিয়া গোপনে ১০০ গোরা, ১০০০ সিপাহী ও দুই হাজার মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া ফরাসীসৈন্যের গতিরোধ করিতে যান। বলিকন্দপুরের সম্মুখে একটী তুমুল যুদ্ধের পর ক্লাইব জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ১০০ শত ফরাসী, ৪০০ শত সিপাহী ও ৩৪০টী দেশীয় অশ্বারোহীর সহিত ফরাসী সেনানায়ক বন্দী হন। চাঁদসাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তঞ্জাবুর-সেনানায়ক মঙ্কোজীর সহিত সন্ধি করেন। চাঁদসাহেব মঙ্কোজীর উপর বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। মঙ্কোজী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চাঁদসাহেবকে স্বহস্তে হত্যা করেন। ফরাসীদিগের পরাভব ও চাঁদসাহেবের মৃত্যু এই সংবাদ শুনিয়া ফরাসীশাসনকর্ত্তা ডুপ্লে অতিশয় মনঃক্ষুন্ন ও দুঃখিত হইলেন।

পরে ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসের প্রথমে ফরাসীদিগের নূতন সেনা আসিলে বিপক্ষেরা রাত্রিকালে ত্রিশিরাপল্লী অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে দল্টন-ব্যূহের নিকট আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে ৩৬০ জন ফরাসীসেনা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ১৭৫৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদিগের রসদ কলিয়ুর নামক স্থানে আসিলে ফরাসিসেনানায়ক এই রসদ কাড়িয়া লন এবং পদ্দুকোট্টাই প্রদেশ লুঠপাট করিয়া তঞ্জাবুরাভিমুখে অগ্রসর হন। অতঃপর আগষ্ট মাসের শেষে ইংরাজ ও ফরাসীতে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, পরে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যুদ্ধ বন্ধ হয়। মহিসুর-সেনাপতির নাম এই সন্ধিতে না থাকায় তিনি এ সন্ধিতে বাধ্য হন নাই এবং বলিয়া পাঠান 'আমি এ নিয়মে বাধ্য হইব না।'

কাপ্তেন স্মিথ ১৫০ জন গোরা ও ৭০০ সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দুর্গটী বিশেষরূপ সংস্কার করেন। ফরাসীরা এই দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

১৭৬০ খৃঃ মে মাসে হায়দর আলী মহিসুরের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে স্বয়ং কর্ণাটিকে আসিয়া ত্রিশিরাপল্লী ও মথুরার সর্ব্বত্র লুঠপাট করিতে লাগিলেন। জলপ্রণালীর বাঁধ সকল কাটিয়া দিয়া সমস্ত আবাদী জমী নষ্ট করিয়া দেন এবং কর্ণেল বেলিকে (Ballie) বন্দী করিয়া মহিসুরে পাঠান। পরে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ অবরোধ করেন। সার আয়ারকূট পরাভূত হইয়া পিছু হটিতে থাকেন। কিন্তু ১লা জুলাই তারিখে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হন, সার আয়ারকূট জয় লাভ করেন।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে হায়দর আলী মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাহার পুত্র টিপু কর্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া মহিসুরে প্রত্যাগমন করেন। ১৭৯২ খৃঃ মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের সহিত নবাবের সন্ধি হয়।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপুর মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইলে অন্যান্য কাগজের সহিত নবাব হায়দর আলীর স্বাক্ষরিত কএকখানি পত্র পাওয়া যায়। নবাব ইংরাজ বিরুদ্ধে টিপুর সহিত লিপ্ত থাকায়, ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কারণে বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই প্রদেশ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। নবাব বৃত্তিভোগী হইলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ আর নাই, দুইটী দ্বার তাহার সাক্ষী স্বরূপ আছে। দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পরিখার খাদ পূর্ণ করিয়া ইহার উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, দুর্গের ভিতর পুরাতন রাজবাটী অদ্যাপি রহিয়াছে, ইহাতে তহসীলদারের কাছারী, মুন্সেফ কাছারী, স্থানীয় কোষাগার ও ঔষধালয় হইয়াছে।

ত্রিশিরাপল্লী দুর্গস্থ পর্ব্বত তয়ুমানস্বামীমলয় নামে অভিহিত, পর্ব্বতে উঠিবার দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত পাকা সিঁড়ি আছে। সোপানের উপর চাতালের বামপার্শ্বে মহাদেব তয়ুমানস্বামীর মন্দির। সম্মুখের পর্ব্বত কাটিয়া একটী ঘর প্রস্তুত হইয়াছে, কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় উহাতে বারুদ থাকিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। চোলরাজগণ দ্বারাই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে মহাদেবের উৎসব হয়, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ত্রিশিরাপল্লী ইংরাজাধিকৃত হইবার পর অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানে জেলার জজ, কালেক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অবস্থিতি করেন।

এখানে এস, পি, জি, হাইস্কুল ও ওয়েস্লিয়েন স্কুল, ইংরাজদিগের একটী সেনানিবাস এবং দাক্ষিণাত্যের রেলের একটী প্রধান কার্য্যালয় আছে। এখানকার লোকসংখ্যা ৯০৬০৯, তন্মধ্যে ৬৭২৪৮ হিন্দু। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

ত্রিজগৎ (ক্লী) ত্রিগুণিতং জগৎ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালরূপ লোকত্রয়, ত্রিভুবন, ত্রিলোক।

ত্রিজট (পুং) তিস্রঃ জটাঃ যস্য। মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৭)

ত্রিজটা (স্ত্রী) তিস্রো জটাঃ যস্যাঃ। রাক্ষসীভেদ, এই

রাক্ষসী রাবণের অন্তঃপুরে সীতার রক্ষিকারূপে নিযুক্ত ছিল। সীতার প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিত। অন্যান্য রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি অত্যাচার করিলে ত্রিজটা তাহাদিগকে নিবারণ করিত। ত্রিজটা স্বপ্নে রাক্ষসদিগের অমঙ্গল করিয়াছিল এবং ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত সীতাকে বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিত। (রাম° সুন্দরা° ২৭-৩০ স°)

২ বিল্ববৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষের তিনটী পত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন। বৃন্ত শক্তিরূপী, বৃন্ত মূলে যজ্ঞ, সমগ্র এই পত্র ব্রহ্ম স্বরূপ। এই পত্র দ্বারা হর বা হরিকে অর্চনা করিবে। শক্তিপূজার এই পত্র অতিশয় প্রয়োজন। এই পত্র দ্বারা পূজা করিলে কৈবল্যলাভ হয়।* (জ্ঞানভৈরবীতন্ত্র ৩ প°)

ত্রিজাত (ক্লী) ত্রিগুণিতং জাতং সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা°। তুল্যভাগ ত্বক্ এলাপত্র রূপ মিলিত সুগন্ধি দ্রব্যভেদ। [নাগর দেখ।]

ত্রিজাতক (ক্লী) ত্রিজাত স্বার্থে কন্। মিলিত তুল্যভাগ ত্বক্, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাত। গুড়ত্বক্, এলাচি ও তেজপত্র এই তিনটী সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চতুর্জ্জাতক বলে। ত্রিজাত ও চতুর্জ্জাতক এই উভয়ই রেচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মুখগত দুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ, বায়ু ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

(দেশজ) তিন পিতার ঔরস জাত।

ত্রিজীবা (স্ত্রী) ত্রিষু রাশিষু জীবা। তিন রাশির জ্যা, ৩৪৩৮ সংখ্যা রূপ জ্যার অর্দ্ধরূপ পদার্থ।

"লম্বজ্যাগ্নত্রিজীবাপ্তঃ।" (সূর্য্যসি°) 'ত্রিজ্যয়া গজাগ্নিবেদরাম ৩৪৩৮ সিতয়া ভক্তঃ।' (রঙ্গনাথ)

ত্রিজ্যা (স্ত্রী) ব্যাসার্দ্ধ রেখা।

ত্রিণ (ক্লী) তৃণ পৃষোদরা° সাধুঃ। তৃণ, তৃণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে উজ্জ্বলদত্ত লিখিয়াছেন—

"রেফেকারসংযুক্তমব্যুৎপন্নং শব্দান্তরমস্তি।
'উৎক্ষিপ্তত্রিণপত্রপ্রাংশুবিহগঃ সৌম্যাম্বনঃ পূজিতঃ'॥" (বরাহ)

ত্রিণতা (স্ত্রী) ত্রিষু স্থানেষু নতা নত শব্দঃ (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ১ ধনু। (ত্রিকাণ্ড°) (ত্রি) ২ তিনস্থানে নত।

ত্রিণত্ব (ক্লী) ত্রিণস্য ভাব ত্রিণ-ত্ব। তৃণের ভাব, তৃণত্ব।

ত্রিণয়ন (পুং) ত্রীণি নয়নানি যস্য। শিব, মহাদেব।

ত্রিণব (পুং) ত্রিরাবৃত্তানব তচ্ সমাসান্তঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বং। সপ্তবিংশাবৃত্ত সামস্তোমভেদ। "সামসী ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ স্তোমৌ" (শুক্লযজু° ১০।১৪) 'ত্রিণব ইতি প্রথম-পর্য্যায়ে প্রথমাং ত্রির্গায়েৎ মধ্যমাং পঞ্চকৃত্বঃ উত্তমাং সকৃৎ, দ্বিতীয়-পর্য্যায়ে প্রথমাং সকৃদ্গায়েন্মধ্যমাং ত্রিরুত্তমাং পঞ্চকৃত্বঃ, তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথমাং পঞ্চকৃত্বো মধ্যমাং সকৃদুত্তমাং ত্রির্গায়েৎ, সোঽয়ং ত্রিরাবৃত্তনবসংখ্যোপেতত্বাৎ ত্রিণবস্তো বজ্রসমানঃ' (বেদদীপ°।) সপ্তবিংশতিবার আবৃত্তি করিতে হইলে প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম তিনটী, মধ্যম ৫টী, উত্তম ১টী; দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রথম এক, মধ্যম তিন, উত্তম পাঁচ; তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথম পাঁচ, মধ্যম এক, উত্তম তিন, এই তিনটী পর্য্যায়ে ৯টী করিয়া তিন নয় ২৭ বার আবৃত্ত সামস্তোম, এই সমষ্টি স্তোম সকল আবৃত্তি করিলে ত্রিণব হয়।

ত্রিণাক [ত্রিনাক দেখ।]

ত্রিণাচিকেত (পুং) ত্রিঃ কৃত্বশ্চিতো নাচিকেতঃ অগ্নির্যেন, পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বং। ১ যজুর্ব্বেদের একদেশ গ্রন্থ। ২ অধ্বর্য্যু-ভেদ, যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী।

"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।" (শ্রুতি)

"ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ" (মনু ৩।১৮৫) যজুর্ব্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত নামে খ্যাত। ৩ নারায়ণ। (ভারত ১২।৩৩৮।৪)

ত্রিত (পুং) ১ দেবতাভেদ। ২ ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপ ঋষিভেদ। ৩ গৌতম মুনির পুত্র, ইহার একত ও দ্বিত নামে দুই ভ্রাতা ছিল, ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী ও মহাতাপস ছিলেন। ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে অপর ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহর্ষিগণ ইহার গুণসমূহ দেখিয়া ইহাকে গৌতমের ন্যায় পূজা করিতেন। কোন সময়ে ইহার ভ্রাতৃগণের অনুরোধে পশু সংগ্রহার্থ তাহাদের সহিত অন্য গ্রামে গমন করেন। পরে পশুসংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন-কালে ইহার ভ্রাতৃদ্বয় লোভে ইহাকে অরণ্যে ফেলিয়া পশু লইয়া পলাইয়া যায়। এমন সময়ে এক বৃক সম্মুখে আসিলে ইনি ভয়ে যেমন ধাবমান হইবেন, অমনি এক কূপে পতিত হইলেন। ঐ কূপ তৃণলতাসঙ্কুল ও অতি

---

* "শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ত্রিজটোত্তমম্।
পত্রং ব্রহ্মময়ং দেবি অদ্ভুতং বরবর্ণিনি।
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।
বিষ্ণুপ্রীতিকরশ্চৈব মম প্রীতিকরঃ সদা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ পত্রে বৃন্তে চ শক্তিরূপিণী।
বৃন্তমূলে তু যজ্ঞং স্যাৎ পত্রং ব্রহ্ম বিদং প্রিয়ে।
এবঞ্চ ত্রিজটাপত্রৈ র্হরং বা হরিমর্চ্চয়েৎ।
কৈবল্যং ভবে তেনৈব শক্তিপূজা বিশেষতঃ।" (জ্ঞানভৈরবীতন্ত্র ৩ প°)

গভীর। তিনি এইখানে পতিত হইয়া সোমযাগ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে দেবগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। দেবতাদিগের বরে ইনি কূপ হইতে উদ্ধার পাইলেন। সেই কূপোদকে সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল এবং এই স্থান উদপানতীর্থ নামে অভিহিত হইল। এই তীর্থে জলপান করিলে সোমপানের ফল লাভ হয়। পরে ইহার ভ্রাতৃগণ ইহার অভিশাপে বৃক রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। (ভারত শল্য° ৩৭ অ°) ত্রিষু ক্ষিত্যাদিস্থানেষু তায়মানঃ তায়-ড। ৩ তিনদিকে বিস্তীর্ণ প্রখ্যাত কীর্ত্তি।

"যস্ত ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্ব্বমর্দ্দয়ৎ" (ঋক্ ১।১৮৭।১)

ত্রিতক্ষ (ক্লী স্ত্রী) ত্রয়াণাং তক্ষ্ণাং সমাহারঃ অচ্ সমা°। তক্ষত্রয়, সূত্রধরত্রয়।

ত্রিতন্ত্রীবীণা, বীণাবাদ্য বিশেষ, ইহার আকার কচ্ছপী বীণার ন্যায়। কেবল ইহার খোল কাষ্ঠনির্ম্মিত, এবং ইহাতে তিনটী আবদ্ধ থাকে, এই বীণায় তিনটী তার কচ্ছপীর নায়কীসুর ও পঞ্চমের অনুরূপ। বাদনকার্য্যও কচ্ছপীর ন্যায় সম্পন্ন হয়। (যন্ত্রকো°)

ইহার আধুনিক নাম সেতার, এটী বীণার অনুকল্প, ত্রি শব্দকে পারস্য ভাষায় সে বলে, এই জন্য আমীর খসরু তিনটী তারবিশিষ্ট ত্রিতন্ত্রীকে সেতার নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ত্রিতয় (ক্লী) ত্রয়ো হবয়বা অস্য ত্রি-তয়প্ (সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২) ত্রয়, ত্রিত্ব সংখ্যা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহার নাম ত্রিতয়।

"ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরাত্রিতয়ং চরেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ত্রি) ২ ত্রিপ্রকার। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিতল (ত্রি) তেতালা, ত্রিতল গৃহ।

ত্রিতাপ (ক্লী) ত্রয়াণাং তাপানাং সমাহারঃ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয়। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বিপর্য্যয়জনিত জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগাদি শারীরিক দুঃখ। কাম, ক্রোধ, প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংবাদজনিত দুঃখ মানসিক। আধিভৌতিক চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপতন প্রভৃতি হইতে দুঃখোৎপত্তি হইলে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। মানবগণ প্রতিনিয়ত ত্রিতাপে অভিভূত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সকলই ত্রিতাপ নাশের জন্য। ত্রিতাপের নাশই মোক্ষ। নিরন্তর ত্রিতাপে মানব পীড়িত হইয়া পরে তাহার শাস্ত্র জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলেই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ।]

ত্রিদণ্ড (পুং) ত্রিদণ্ডং চতুরঙ্গুলগোবালবেষ্টনাত্মোক্তসম্বদ্ধং অস্ত্যস্য, অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ সন্ন্যাসাশ্রম।

"যস্বসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি॥" (ভাগবত)

(ক্লী) ত্রয়াণাং দণ্ডানাং সমাহারঃ। যতিদিগের চতুরঙ্গুল গোবালবেষ্টিত পরস্পরসম্বদ্ধ দণ্ডত্রয় যথা—বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড।

ত্রিদণ্ডক (ক্লী) ত্রিদণ্ড-স্বার্থে কন্। ত্রিদণ্ড।

ত্রিদণ্ডিন্ (পুং) ত্রিদণ্ডমস্ত্যস্য ইতি ইনি। ত্রিদণ্ডধারী যতি, যাহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী পদবাচ্য। দণ্ডত্রয় ধারণ করিলেই ত্রিদণ্ডী হওয়া যায় না, কাম ও ক্রোধ সংযত করিয়া সর্ব্বভূতে যিনি এই ত্রিদণ্ডের যথা ব্যবহার করেন, তিনিই ত্রিদণ্ডীপদবাচ্য এবং সিদ্ধিলাভের অধিকারী।

"বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥"

(মনু ১২।১০-১১)

ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলে তাহাদিগের প্রেতত্ব দূর হয়, ত্রিদণ্ডীদিগের আত্মশ্রাদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পর একাদশ দিনে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে পার্ব্বণন্তু বিধীয়তে॥" (লিখিতসংহিতা)

২ যজ্ঞোপবীত। (লোকপ্রসিদ্ধি)

ত্রিদল (ত্রি) ত্রীণি দলানি যস্য। ত্রিপত্রবিশিষ্ট বিল্ববৃক্ষ।

ত্রিদলা (স্ত্রী) ত্রীণি দলানি প্রতিপত্রং যস্যাঃ। গোধাপদীলতা, লোয়ালে লতা।

ত্রিদলিকা (স্ত্রী) ত্রীণি দলানি যস্যাঃ কপ্ কাপি অতইত্বং। চর্ম্মকষলতা, চামরকষা।

ত্রিদশ (পুং) তৃতীয়া দশা যস্য, ত্রিশব্দস্যাত্র ত্রিভাগবৎ তৃতীয়ার্থকতা বা ত্রিস্রো জন্মসত্তা-বিনাশাখ্যাঃ ন তু মর্ত্ত্যানামিব বৃদ্ধি-পরিণামক্ষয়াখ্যাঃ দশা যস্য বা, ত্রীন্ তাপান্ দশতি দন্‌শ বএর্থে ক পৃষো° সাধুঃ বা ত্র্যধিকাঃ ত্রিয়াবৃত্তাঃ দশ পরিমাণমস্য। দেবতাসকল স্থির যৌবন সম্পন্ন, দেবতা-

দিগের জন্ম, সত্তা ও বিনাশাখ্যা অবস্থা আছে, কিন্তু এই অবস্থা মর্ত্যদিগের ন্যায় বৃদ্ধি, পরিণাম ও অপক্ষয় নহে। দেবতা সকল মনুষ্যদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ নাশ করেন, দেবগণের সংখ্যা ছিল আবৃত্তি দশ, অর্থাৎ তিন দশ ত্রিশ। ত্রিংশৎসংখ্যা দেবতাদিগের পরিমাণ হয়, কিন্তু দেবগণের পরিমাণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ, এ স্থলে এক ত্রিশব্দতত্রতাষায়া উচ্চারণেহেতু ত্রয়স্ত্রিংশতের বোধ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দেবতাদিগের নাম ত্রিদশ হইয়াছে।

এই ত্রয়স্ত্রিংশৎজন প্রধান দেবতা, ১২ অর্ক, ১১ রুদ্র, ৮ অষ্টবসু, ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশ, কেহ বা বলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া তেত্রিশ। (ত্রি) ত্রিংশৎ পরিমিত। তিস্রোদশাঃ আগ্রদাস্তবস্থা যস্য। (পুং) ৩ জীব।

ত্রিদশগুরু (পুং) ত্রিদশানাং দেবানাং গুরুঃ ৬তৎ। দেবগুরু, বৃহস্পতি।

ত্রিদশগোপ (পুং) ত্রিদশো দেবভেদ ইন্দ্রঃ গোপো রক্ষকোঽস্য। ইন্দ্রগোপকীট, রক্তবর্ণ কীটভেদ, কেন্নুই। [ইন্দ্রগোপ দেখ।]

ত্রিদশত্ব (ক্লী) ত্রিদশস্য ভাবঃ ত্রিদশ-ত্ব। দেবত্ব।

ত্রিদশদীর্ঘিকা (স্ত্রী) ত্রিদশানাং দেবানাং দীর্ঘিকা। স্বর্গঙ্গা। (হেম)

ত্রিদশপতি (পুং) ত্রিদশানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্দ্র।

ত্রিদশমঞ্জরী (স্ত্রী) ত্রিদশপ্রিয়া মঞ্জরী যস্যাঃ, সংজ্ঞাত্বাৎ ন কপ্। তুলসী। (রাজনি॰)

ত্রিদশবধূ (স্ত্রী) ত্রিদশানাং বধূঃ। অপ্সরা, বিদ্যাধরী। ত্রিদশবণিতা প্রভৃতিরও এই অর্থ।

ত্রিদশবর্ত্মন্ (ক্লী) ত্রিদশানাং বর্ত্ম। নভস্, আকাশ। ত্রিদশবণিতা। [ত্রিদশবধূ দেখ।]

ত্রিদশসর্ষপ (পুং) ত্রিদশপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ। দেবসর্ষপ, সর্ষপভেদ। (বৈদ্য॰ পার॰)

ত্রিদশাঙ্কুশ (পুং) ত্রিদশস্য অঙ্কুশঃ। বজ্র। (শব্দার্থচি॰)

ত্রিদশাচার্য্য (পুং) ত্রিদশানাং আচার্য্যঃ। সুরগুরু বৃহস্পতি।

ত্রিদশাধিপ (পুং) ত্রিদশানাং অধিপঃ। ত্রিদশের অধিপতি, ইন্দ্র।

ত্রিদশাধ্যক্ষ (পুং) ত্রিদশানাং অধ্যক্ষঃ। বিষ্ণু। "ত্রিপদ ত্রিদশাধ্যক্ষঃ" (বিষ্ণুস॰)

ত্রিদশায়ন (পুং) ত্রিদশানাং অয়নং যত্র। বিষ্ণু।

ত্রিদশায়ুধ (পুং) ত্রিদশানাং আয়ুধঃ। বজ্র, ইন্দ্রের ধনু।

ত্রিদশারি (পুং) দেবানাং অরিঃ ৬তৎ। দেবশত্রু, অসুর। (অমর॰)

ত্রিদশালয় (পুং) ত্রিদশস্য আলয়ঃ ৬তৎ। ১ স্বর্গ। ২ সুমেরুপর্ব্বত। (হলায়ুধ)

ত্রিদশাবাস (পুং) ত্রিদশানাং আবাসঃ। ১ স্বর্গ। ২ সুমেরুপর্ব্বত।

ত্রিদশাহার (পুং) ত্রিদশানাং আহারঃ। অমৃত, সুধা।

ত্রিদশেশ্বর (পুং) ত্রিদশানাং ঈশ্বরঃ। ইন্দ্র।

ত্রিদশেশ্বরী (স্ত্রী) ত্রিদশেশ্বর-ঙীপ্। দুর্গা।

"সুরাধ্যক্ষা ত্রিদশা দেবী নন্দিনী দুর্দ্দিনির্মলা।
তেষাঞ্চ নন্দিনী মন্দী ঈশত্বাৎ ত্রিদশেশ্বরী॥" (দেবীপু॰ ৪৫ অঃ)

ত্রিদালিকা (স্ত্রী) ত্রিদলিকা বৃক্ষবিশেষ, চর্মকষা, চামরকষা।

ত্রিদিনস্পৃশ্ (পুং) ত্রিদিনং চান্দ্রদিনত্রয়ং স্পৃশতি স্পৃশ-ক্বিপ্। ত্র্যহস্পর্শ, ক্ষয়াহ, অবমদিনভেদ। "তিথ্যত্রয়মেকো দিনবারঃ স্পৃশতি যত্র তত্তত্তাবমদিনং। ত্রিদিনস্পৃক্দিনত্রয়স্পর্শনাদহঃ॥" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৬০ দণ্ড অহোরাত্রের মধ্যে যদি দুইটী তিথির সম্পূর্ণ অবসান হয়, তাহাকে অবমদিন কহে এবং একটী তিথি যদি তিনটী বারকে স্পর্শ করে, তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ কহে। অবম ও ত্র্যহস্পর্শে কোন শুভ কার্য্যাদি করিতে নাই, কিন্তু স্নান ও দানাদিতে শুভকর। [অবম দেখ।]

ত্রিদিব (পুং) ত্রয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ দীব্যন্ত্যত্র, দিব-ঘঞ্ বা দীব্যন্তি ইতি দিবাঃ দিব-ক, ত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ দিবা ক্রীড়কা যত্র। ১ স্বর্গ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বর্গে অবস্থান করেন, এই জন্য স্বর্গের নাম ত্রিদিব। ২ আকাশ, নভস্। (ক্লী) ৩ সুখ। (শব্দার্থচি॰)

ত্রিদিবা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মৎস্যপু॰ ১১৩।৩১)

ত্রিদিবাধীশ (পুং) ত্রিদিবস্য অধীশঃ। ইন্দ্র।

ত্রিদিবেশ (পুং) ত্রিদিবস্য ঈশঃ। দেবতা।

ত্রিদিবেশ্বর [ত্রিদিবাধীশ দেখ।]

ত্রিদিবোদ্ভবা (স্ত্রী) ত্রিদিব উদ্ভবো যস্যাঃ। ১ সূক্ষ্মৈলা, বড় এলাচ। ২ গঙ্গা। (ত্রি) ৩ স্বর্গভবমাত্র।

ত্রিদিবৌকস্ (পুং) ত্রিদিব ওকোঽস্য। দেবতা।

ত্রিদৃশ্ (পুং) ত্রিস্রঃ দিশঃ নেত্রাণি যস্য। বা ত্রীণি ভূতাদীনি পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। ত্রিনয়ন, শিব।

ত্রিদোষ (ক্লী) ত্রয়াণাং দোষাণাং সমাহারঃ। ১ বাত পিত্ত কফজ দোষত্রয় বিকারবিশেষ। ২ ত্রিদোষজ রোগভেদ।

ত্রিদোষজ (ত্রি) ত্রিদোষাজ্জায়তে জন-ড। ত্রিদোষজনিত বাতাদি সন্নিপাতজ রোগভেদ। বাত, পিত্ত ও কফজনিত সন্নিপাত প্রভৃতি রোগ। [জ্বর দেখ।]

ত্রিদোষজ ব্যাধি রোগে, অত্যন্ত শূল, ভুক্ত দ্রব্যের অপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, ভ্রম ও মোহ হয়। এই

রোগী সর্ব্বদা উষ্ণ, নীল বা রক্তবর্ণ লবণাম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ বমন করে।

ত্রিদোষঘ্ন (ত্রি) ত্রিদোষং হন্তি হন-টক্। ত্রিদোষনাশক।

ত্রিধন্বন্ (পুং) সুধন্বা রাজার এক পুত্র। এই ত্রিধন্বার ত্রয্যারুণ নামে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ এক পুত্র জন্মে। (হরিবংশ ১২ অ°)

ত্রিধা (অব্য) ত্রি-প্রকারে ধাচ্। ত্রিবিধ, ত্রিপ্রকার।

"জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।" (গীতা ১৮।১৯)

ত্রিধাতু (পুং) ত্রীন্ ধর্ম্মার্থকামান্ দধাতি পুষ্ণাতীতি ধা-তুন্। ১ গণেশ। (ত্রিকা°) (স্ত্রী) ত্রয়াণাং ধাতূনাং সমাহারঃ। ধাতুত্রয়।

ত্রিধাত্ব (স্ত্রী) ত্রিধা-ভাবে ত্ব। ত্রিপ্রকারত্ব, তিন প্রকারের ভাব।

ত্রিধামন্ (পুং) ত্রীণি ভূরাদীনি সত্ত্বাদীনি বা ধামানি যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ অগ্নি। ৪ মৃত্যু। (স্ত্রী) ত্রয়াণাং ধাম্নাং সমাহারঃ। ৪ ধামত্রয়, ঙীপ পক্ষে নঙীপ্। ৫ স্বর্গ।

"হংসো হংসেন যানেন ত্রিধাম পরমং যযৌ।"

(ভাগ° ৩।২৪।২০)

'ত্রিধাম তৃতীয়ং ধাম স্বর্গঃ'(শ্রীধরস্বামী) (ত্রি) ৬ ত্রিসংখ্যান্বিত।

ত্রিধামূর্ত্তি (পুং) ত্রিধা মূর্ত্তি র্যস্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ মূর্ত্তিত্রয়যুক্ত পরমেশ্বর।

ত্রিধারক (পুং) তিস্রো ধারা অগ্রাণ্যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্। গুণ্ডতৃণ। যাবকন্দ কসের।

ত্রিধারস্নুহী (স্ত্রী) ত্রিষু ভাগেষু ধারা যস্যাঃ সা এব স্নুহী। স্নুহী-বিশেষ, তেকাটাসিজ। পর্য্যায়—ত্র্যস্র, ধারাস্নুহী। (রাজনি°)

ত্রিধারা (স্ত্রী) ত্রিষু স্থানেষু ধারা প্রবাহা অস্যাঃ। ধারাত্রয়া-ন্বিতগঙ্গা, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে গঙ্গার তিনটী ধারা আছে, এইজন্য গঙ্গার নাম ত্রিধারা।

ত্রিধাবিশেষ (পুং) ত্রিধা ত্রি প্রকারো বিশেষঃ। সূক্ষ্মাদি ত্রয় রূপ শরীর বিশেষ, সূক্ষ্ম শরীর এক, মাতাপিতৃজ দ্বিতীয়, মহাভূত তৃতীয়, এই তিন প্রকার বিশেষ শরীর। ইহার মধ্যে সূক্ষ্মশরীর নিয়ত, মাতাপিতৃজ শরীর রস, ভস্ম, বা বিষ্ঠা রূপে পরিণত হয়।

"সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।"(সাংখ্যকা°)

ত্রিধাসর্গ (পুং) ত্রিধা ত্রিপ্রকারঃ সর্গঃ। ভূতাদি সর্গ।

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।

মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতোঽয়ং ত্রিধাসর্গঃ॥" (সাংখ্যকারিকা)

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, পৈশাচ, এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ ও স্থাবর এই পঞ্চবিধ তির্য্যগ্ সর্গ। মানুষ সর্গ একবিধ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সকল জাতিই এই মানুষসর্গের মধ্যবর্ত্তী। এই তিন প্রকার সর্গ। প্রাকৃতিক সৃষ্টি মাত্রেই এই তিন প্রকার সর্গের অন্তর্ভূত।

ত্রিনয়ন (পুং) ত্রীণি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপাণি নয়নানি যস্য, পূর্ব্ব-পদাৎ সংজ্ঞায়ামিতি প্রাপ্তে ক্ষুভ্নাদিষু চ ইতি নিষেধাৎ ন ণত্বং। ১ শিব, মহাদেব। মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাবির্ভাবের বিবয় এইরূপ লিখিত আছে—একদিন পার্ব্বতী পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের নেত্রদ্বয় করতল দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। মহাদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্‌কার শূন্য হইল। তখন মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র জ্যোতিতে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। ঐ জ্যোতি ক্ষণকাল মধ্যে অন্ধকার সকল নাশ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। পার্ব্বতী এই অবস্থা দেখিয়া মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন, দেবি! তুমি না জানিয়া আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করায় সমুদয় লোক আলোক-বিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। (ভারত অনুশাসন° ১৪০ অ°) (ত্রি) ২ লোচনত্রয়যুক্ত।

ত্রিনয়না (স্ত্রী) ত্রীণি নয়নানি যস্যাঃ, টাপ্। দুর্গা।

ত্রিনবতি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি সংখ্যা, তিরানব্বই। ২ তৎসংখ্যেয়। (ত্রি) তত্র পূরণে ডট্। ত্রিনবত।

ত্রিনবতিতম (ত্রি) ত্রিনবতি-তমপ্। ত্রিনবতি সংখ্যার পূরণ।

ত্রিনাক (পুং) নাস্তি অকং দুঃখং যস্মিন্ নাকঃ পুণ্যলোকঃ তৃতীয়ং নাকং। ১ তৃতীয় নাক। ২ উত্তম স্থান।

"যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে" (ঋক্ ৯।১১৩।৯)

ত্রিনাভ (পুং) ত্রয়ো লোকা নাভৌ যস্য অচ্ সমাসান্তঃ। বিষ্ণু।

ত্রিনিষ্ক (ত্রি) ত্রিভি র্নিষ্কৈঃ ক্রীতং ঠঞ্, তস্য বাহু° লুক্। তিন নিষ্ক দ্বারা ক্রীত।

ত্রিনেত্র (পুং) ত্রীণি নেত্রাণি যস্য। মহাদেব, শিব।

ত্রিনেত্র, মালাবারের দক্ষিণ রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, এখন তয়নেত্তর নামে বিখ্যাত। বিখ্যাত প্রাচীন নগর-ধানের পার্শ্বে অবস্থিত।

স্থানমাহাত্ম্যের মতে সুরাষ্ট্রের এক অংশের নাম দেব-পত্তন, এখানে ত্রিনেত্রেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন। ত্রিনে-ত্রেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে এই স্থান ত্রিনেত্র বা তয়নেত্তর নামে খ্যাত হইয়াছে। ত্রিনেত্রমাহাত্ম্যের মতে সত্যযুগে মান্ধাতা এখানে একটী সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—

ত্রিপথগামিনী গঙ্গায় ঈশানকোণে সংগালেশ্বর নামে তীর্থ আছে। এইখানে তীর্থমাহাত্ম্যে মৎস্য সকল ত্রিনেত্র হইয়াছিল। এখানে স্নান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কেন এখানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার মৎস্যগণই বা কেন ত্রিনেত্র হইয়াছিল? ইহার উত্তরে মহাদেব বলেন, কোন কারণে অজ্ঞানান্ধ ঋষিগণ মহাদেবকে শাপ দেন। এই সময় কতকগুলি ঋষি এখানে আসিয়া আরাধ্য দেবতা মহাদেবকে শাপগ্রস্ত দেখিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানে মহাদেবও ঋষিগণের শাপে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়াও মহাদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন না। কিন্তু তাঁহারা সকলে মহাদেবকে না দেখিলেও ত্রিনেত্র হইয়াছিলেন। তখন হইতে এই স্থান একটী প্রধান তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সংগালেশ্বর নামে মহাদেব মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহারাও মহাদেবের দর্শনলাভ না করিয়াই ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহারা ধ্যানে মহাদেবের স্বরূপ জানিতে পারিয়া মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন, যেন এইখানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবাহিত হন। তথনই মহাদেবের অনুগ্রহে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ভূমিভেদ করিয়া তথায় উত্থিত হইল এবং ইহার মৎস্যগণ ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত হইল। (স্কান্দে প্রভাসখণ্ড ২১৪ অ:)

এখানকার সঙ্গালেশ্বর মহাদেবই ত্রিনেত্রেশ্বর নামে খ্যাত। এই স্থানে বিস্তর লোকের বাস।

ত্রিনেত্রচূড়ামণি (পুং) ত্রিনেত্রস্য চূড়ামণিঃ শিরোভূষণং চন্দ্র। (ত্রিকা॰)

ত্রিনেত্ররস (পুং) সন্নিপাতরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শোধিত পারা, গন্ধক ও মারিত তাম্র সমভাগে লইয়া ঐ তিনের পরিমাণ যত, তত গব্য দুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনন্তর তীব্রতর রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া পুনরায় নিসিন্দা ও সজিনার কাথ দ্বারা একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে উহাকে গোলকাকৃতি করিয়া একটী অন্ধমূষায় স্থাপনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর পাক করিবে। পরে খলে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে, এই সমুদয় চূর্ণের ৮ অংশের এক অংশ বিষের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। পঞ্চকোলের কাথ কিম্বা আদার রসের সহিত সেবন করিলে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়। (ভাবপ্র॰)

ত্রিনৈষ্কিক (ত্রি) ত্রিভিঃ নিষ্কৈঃ ক্রীতং ত্রিনিষ্ক-ঠঞ্ ঠক্ বা উত্তরপদস্য বৃদ্ধিঃ। তিন নিষ্ক দ্বারা ক্রীত।

ত্রিপক্ষ (পুং) তৃতীয়ঃ পক্ষঃ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। তৃতীয় পক্ষ, আদ্য শ্রাদ্ধকালে কোনকারণে সপিণ্ডীকরণ না হইলে ত্রিপক্ষে করিতে পারা যায়। "ষষ্ঠে মাসি ত্রিপক্ষে বা।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ত্রিপচ্ছস্ (অব্য) ত্রিপদে। (শাঙ্খা॰ শ্রৌ॰ ১।১।১৪।১৩)

ত্রিপঞ্চ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ পঞ্চ। পঞ্চদশ সংখ্যাবিশিষ্ট, ১৫ সংখ্যাযুক্ত। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

ত্রিপঞ্চাঙ্গ (পুং) ত্রিপঞ্চ পঞ্চদশ অঙ্গানি যস্য। সমাধিভেদ, এই সমাধিতে ১৫টী অঙ্গ। যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, সুকালতা, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান, সমাধি, এই পঞ্চদশ অঙ্গ।

"যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশঃ সুকালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্স্থিতিঃ॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥"

(শব্দার্থচি॰ ধৃত বাক্য)

ত্রিপঞ্চাশ (ত্রি) ত্রিপঞ্চাশৎ পূরণে ডট্। তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ, তিপ্পান্ন, ৫৩। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ। ১ তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা। ২ ত্রিপঞ্চাশৎ সংখ্যাযুক্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম (ত্রি) ত্রিপঞ্চাশৎ পূরণে তমপ্। ত্রিপঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিপটু (পুং) কাচ। (পারস্করনিঘণ্টু)

ত্রিপতাক (স্ত্রী) তিস্রঃ পতাকা ইব রেখা যত্র। ১ রেখাত্রয়াঙ্কিত ললাটদেশ। ২ মধ্যমা ও অনামিকা ব্যতীত অঙ্গুলিত্রয় উন্নত হস্ত।

ত্রিপথী (স্ত্রী) [তিরুপতি দেখ।]

ত্রিপত্র (পুং) ত্রীণি ত্রীণি পত্রাণি যস্য। ১ বিল্ববৃক্ষ। (স্ত্রী) ২ দলত্রয়যুক্ত বিল্বপত্র। বিল্ববৃক্ষ পরমতীর্থ, ইহার তিনটী পত্রের ঊর্দ্ধপত্র সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, বামপত্র ব্রহ্মা, দক্ষিণ পত্র বিষ্ণু।

"ঊর্দ্ধপত্রং হরোজ্ঞেয়ঃ পত্রং বামং বিধিঃ স্বয়ং।
অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রজ্ঞানবিজ্ঞান॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু॰ ১১।৯)

(ত্রি) পত্রত্রয়যুক্ত। ত্রয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। পত্রত্রয়।

ত্রিপত্রক (পুং) ত্রিপত্র সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পলাশ বৃক্ষ। (স্ত্রী) ত্রয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। সংজ্ঞায়াং কন্। ২ তুলসী, কুন্দ, মালূর (বিল্ব) পত্রত্রয়।

"তুলসীকুন্দমালূরপত্রাণ্যাহুস্ত্রিপত্রকং।" (দেবীপু॰)

ত্রিপথ (ক্লী) ত্রয়াণাং পথাং সমাহারঃ, অচ্ সমা° । 'পথ-সংখ্যাব্যয়াদেঃ' ইতি ক্লীবত্বং। ১ মার্গত্রিতয়। ত্রয়ো পন্থানো-যত্র, অচ্ সমা° । ২ ত্রিমার্গযুক্ত, তেমাথাপথ। "বিবধাত্রী ক্রম-স্তাল্পত্রিপথে বা ভজেন্নিশি।" (গুপ্তসাধনতন্ত্র)

ত্রিপথগা (স্ত্রী) ত্রিপথে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালমার্গে গচ্ছতীতি গম-ড। গঙ্গা ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া গঙ্গার নাম ত্রিপথগা।

"গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥" (রামা° ১।৪৪।৬)

[বিশেষ বিবরণ গঙ্গা দেখ।]

ত্রিপথগামিনী (স্ত্রী) ত্রিপথ-গম-ণিনি-ঙীপ্। গঙ্গা।

ত্রিপদ্ [ত্রিপাদ্ দেখ।]

ত্রিপদ (পুং) ত্রীণি পদানি অস্য। ত্রিবিক্রম, পরমেশ্বর। "ত্রীণি পদানি বিচক্রমে।" (শ্রুতি) ২ অরত্নির দশমভাগ রূপ পদত্রয়যুক্ত প্রক্রম।

"পঞ্চারত্নিঃ পুরুষো দশপদো দ্বাদশাঙ্গুলং পদং প্রক্রমস্ত্রি-পদঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৮।২১) 'পুরুষস্য সমবিভক্তস্য যঃ পঞ্চমো ভাগঃ সোঽরত্নিঃ তস্য দশমো ভাগঃ পদং পদস্য দ্বাদশো ভাগঃ অঙ্গুলং ত্রিভিঃ পদৈরেকঃ প্রক্রমঃ।' (কর্ক) (ত্রি) ৩ তিনপদ যুক্ত। "দ্বিপদা যাশ্চতুষ্পদা ত্রিপদা যাশ্চ ষট্পদাঃ।" (বাজসনেয়সং ২৩।৩৪)

ত্রিপদা (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পাদাঃ মূলানি যস্যাঃ। টাপি পাদস্য পদ্ভাবঃ। হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। পর্য্যায়—গোধাপদী, স্রুবহা, হংসপদী। (বৈদ্যকর°) (ত্রি) ত্রয়ঃ পাদাঃ চরণানি যস্যাঃ। ত্রিপাদযুক্ত, গায়ত্রীর তিনটী চরণ এই জন্য গায়ত্রীকে ত্রিপদা বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিপদা গায়ত্রীই একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়।

"ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥" (মনু ২।৮)

ত্রিপদিকা (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পদাঃ যস্যাঃ ত্রিপদী ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপ্। অর্ঘ্যার্থ ধাতুনির্ম্মিত ত্রিপাদযুক্ত শঙ্খাধার, পূজাকালীন শঙ্খ রাখিবার পাত্র, এই পাত্রের উপর শঙ্খ রাখিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। "তত্র ত্রিপদিকামারোপ্য শঙ্খং স্থাপয়েৎ।" (পূজাপদ্ধতি)

ত্রিপদী (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পাদাঃ অস্যাঃ অন্ত্যলোপঃ সমা°, ঙীপি পদ্ভাবঃ। ১ ত্রিপাদযুক্ত। ২ গায়ত্রীছন্দঃ, ইহার প্রত্যেক পদে ৮ অক্ষর, অতএব তিনপদে ২৪ অক্ষরে এই ছন্দ হয়। "ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুরে।" (ঋক্ ১।২২।১৭) ৩ হস্তিদিগের পাদবন্ধনার্থ রজ্জুভেদ। ৪ অর্ঘ্যাধার পাত্রভেদ, তেপায়া। ৫ ছন্দোবিশেষ। লক্ষণ—

"পজ্ঝটিকাস্তা যদি যমকান্তা
দ্বাদশ পরিণতমাত্রা।
কিন্নরগীতি তদিতি নিবীতি
স্বার্দ্ধসমাক্ষরগাত্রা ॥" (কাব্যোদয়)

ত্রিপদীছন্দে তিনটী করিয়া পদ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল আছে, তৃতীয় পদটী যুগ্ম চরণের তৃতীয় পদের সহিত মিলে। ত্রিপদী লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ত্রিপদী—লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে ২০টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টী করিয়া ১২টী এবং তৃতীয় পদে ৮টী। যথা—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর—
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস"

কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল থাকে না। যথা—

"রতি কহে আহা, তুমি ইন্দুবালা
দানবকুলের মণি।
না দেখি শচীরে, তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি।"

ভঙ্গ লঘুত্রিপদী—ভঙ্গলঘু ত্রিপদীর প্রথম দুই চরণে দুই পদ থাকে। ঐ দুইটী পদ আটটী করিয়া সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল লঘু ত্রিপদী। যথা—

"সাধিলাম পায়ে ধ'রে, তবু না চাহিল ফিরে,
মরি মরি মরি, কহ সহচরি,
কেমনে পাইব তারে।"

ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী—ভঙ্গদীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইপদ থাকে, ঐ দুইটী পদ দশটী করিয়া অক্ষরে সম্বদ্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী যথা—

"হায় হায় কি কব বিধিরে,
সম্পদ ঘটায়ে ধীরে ধীরে,
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
নিয়ে লয় সুখের নিধিরে।"

ত্রিপাপ্র (পুং) চক্রের দশটি অঙ্কের মধ্যে একটী। (জ্যোতি)

ত্রিপরিক্রান্ত (পুং) ত্রিষু বৃত্তার্থং কর্ম্মসু পরিক্রান্তঃ চেষ্টমানঃ। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ।

"ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যয়নজীবকঃ।
ত্রিকর্ম্মা ত্রিপরিক্রান্তো মৈত্র এষ স্মৃতো দ্বিজঃ॥"

(ভারত অনু° ১৪১ অ°)

ত্রিপর্ণ (পুং) ত্রীণি ত্রীণি পর্ণানি যস্য। পলাশ। (Butea frondosa) (ত্রি) ত্রিদল পত্রত্রয়।

ত্রিপর্ণিকা (স্ত্রী) ত্রীণি ত্রীণি পর্ণানি যস্যাঃ সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, টাপি অতইত্বং। কন্দবিশেষ, এক প্রকার মূল বিস্তৃত ত্রিদলান্বিত কন্দজাতীয় লতাভেদ। পর্য্যায়—বৃহৎপত্রা, ছিন্ন-গ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দবহুলা, অম্লবল্লী, বিনারুহা, ত্রিপর্ণী। ইহার গুণ—মধুর, শীত, শ্বাস, কাস, বিষ ও ব্রণবিনাশক। (রাজনি°) ২ যবাস।

ত্রিপর্ণী (স্ত্রী) ত্রীণি ত্রীণি পর্ণানি যস্যাঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শালপর্ণী, শালপাইন্। ২ বনকার্পাসী, বনকাপাস। ৩ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে গাছ।

ত্রিপর্য্যায় (ত্রি) তিন পর্য্যায় বা তিন থাকযুক্ত।

ত্রিপাঠ (পুং) ত্রয়াণাং পাঠঃ। তিন পদক্রমসংহিতার পাঠ।

ত্রিপাঠিন্ (পুং) ত্রীন্ পদক্রমসংহিতারূপগ্রন্থান্ পঠতি পঠ-ণিনি। বেদের পদক্রমসংহিতারূপগ্রন্থাধ্যায়ী, যিনি বেদের পদক্রমসংহিতা পাঠ করেন।

ত্রিপাণ (ক্লী) ত্রিঃ কৃত্বঃ পানং উদকপানং যস্য, বৃত্তৌ সুচো লোপঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বং। ১ ত্রিঃকৃত্বঃপায়িত সূত্রভেদ, যে সূত্রকে তিনবার ভিজান হইয়াছে। ২ বল্কল।

"তার্প্যং পরিধাপয়তি ক্ষৌমং ত্রিপাণং বা"

(কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৫।৯)

"ত্রিপাণং ত্রিঃকৃত্বঃ পায়িতং বা সকৃদিতি বিকল্পঃ। বয়ন-কালে উদকেন ত্রিস্তর্পয়িত্বা যদূয়তে সূত্রং তত্তৃপ্যং তস্য বিকারঃ তার্প্যং ত্রিঃ পায়িতৈস্তন্তুভির্ব্যূতমিত্যর্থঃ। কেচিৎ ত্রিপাণং বল্কলমিত্যাহুঃ।" (কর্ক)

ত্রিপাদ (পুং) ত্রয়ঃ পাদাঃ অস্য, সংখ্যাপূর্ব্বত্বেঽপি সমাসান্ত-বিধেরনিত্যত্বান্নান্ত্যলোপঃ। পরমেশ্বর।

"অয়ং ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।" (হরিবংশ ১৮১ অ°)

ত্রিপাদ্ (পুং) ত্রয়ঃ পাদা অস্য, সংখ্যা পূর্ব্বত্বাদন্ত্যলোপঃ। ত্রিবিক্রম, বিষ্ণু; ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি প্রার্থনা করেন, অমিততেজা বলি তথাস্তু বলিয়া ভগবানকে ত্রিপদ ভূমি অর্পণ করেন। অমনিই ভগবানের বামনরূপ তিরোহিত হইল, তৎক্ষণাৎ বলিকে সর্ব্বদেবময় বিরাট্রূপ দেখাইলেন। এই সময় বলি দেখিলেন, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, আকাশ মস্তক, চন্দ্র, সূর্য্য চক্ষুদ্বয় ইত্যাদি। বলি ভয়ানক বিশ্বরূপ দেখিয়া বিমোহিত হইল। তখন ভগবানের একপদে বলির সমগ্র ভূমি, শরীরে আকাশ, বাহুদ্বয়ে দিক্ সকল আক্রান্ত হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় পদ-ক্ষেপণ করিলেন, স্বর্গে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র স্থান হইল। কিন্তু তৃতীয় চরণ রাখিবার কিছুমাত্র স্থান রহিল না, তখন ঐ চরণ স্বর্গ হইয়া মর্ত্তলোক, জনলোক এবং তপোলোকের উপরি সত্যলোকে গিয়া উপনীত হইল। ভগবানের এই চরণ অতিশয় দুর্লভ। (ভাগবত ৮।২০ অ° ও হরিবংশ ২৬২ অঃ) [বামন ও বলি দেখ।]

ত্রিপাদিকা (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পাদিকা মূলানি যস্যাঃ কপ্ ততটাপ্ টাপি অত ইত্বং। হংসপাদীলতা। পর্য্যায়—হংসপাদী, হংস-পদী, কীটমাতা, ত্রিপদিকা। (ভাবপ্র°)

ত্রিপাপচক্র (ক্লী) ত্রিপাপস্য চক্রং। জ্যোতিষোক্ত ত্রিপাপ-বিষয়ক চক্র। এই চক্র দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ ফল জানা যায়। জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

রাশিচক্রে অশ্বিনী হইতে ২৭টী নক্ষত্র আছে, প্রত্যেক মনুষ্যই ইহার কোন না কোন নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এইজন্য ২৭টী নক্ষত্রে একটী চক্র লিখিত হইল। এই চক্র দেখিলে প্রত্যেকই যে কোন বৎসরের শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবেন। [১৮৭ ও ১৮৮ পরপৃষ্ঠায় ত্রিপাপচক্রের চিত্র দেখ।]

এক অঙ্ক হইতে ৩৬ অঙ্ক পর্য্যন্ত এবং ৩৭ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত ও ৭৩ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বৎসরের সংখ্যা। এই চক্রে গ্রহগণের নাম সম্পূর্ণ না লিখিয়া আদ্যক্ষর মাত্র লিখিত হইল।

এক বর্ষ হইতে ৩৬ বর্ষ পর্য্যন্ত যেরূপ ত্রিপাপ অর্থাৎ কেতুপতাকী, কেতুকুণ্ডলী ও শুক্রকুণ্ডলী যে যে বর্ষে যে সকল গ্রহ অধিপতি হইবে, ৩৭ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত ও ৭৩ হইতে ১০৮ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত গ্রহ অধি-পতি হইবে। ইহাতে একটী দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে।

মনে কর এক ব্যক্তির কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার প্রথম বর্ষে কেতুপতাকী গণনায় রবিগ্রহ ও কেতুকুণ্ডলীগণনায় বুধগ্রহ এবং শুক্রকুণ্ডলীগণনায় বুধগ্রহ বর্ষাধিপতি হয়। এই তিনটী গ্রহগতনে ইহার প্রথম বৎসরে ত্রিপাপচক্রে রবি, বুধ ও বুধের বর্ষ হইল। এইরূপ উক্ত ব্যক্তির প্রতি বৎসরে তিন তিনটী গ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই, যে বর্ষে তিনটী পাপগ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে, সেই বর্ষে তাহার পীড়া ও অমঙ্গল হইবে এবং যে বর্ষে তিনটী শুভগ্রহ বর্ষাধিপতি হয়, সেই

বৎসর নানাবিধ মঙ্গল হয়। এইরূপ পাপ ও শুভগ্রহের মিশ্রিত বর্ষ হইলে ফলেরও তারতম্য হইবে। তিনটী পাপগ্রহ বর্ষাধিপতি হইলে যে মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে এমন নহে, তাহার সহিত সপ্তশূক্ত কোঠাতে যদি সেই বর্ষ সপ্তশূক্ত পতন হয়, মুকুন্দদশা গণনায় যদি সেই বর্ষ পাপগ্রহের বর্ষ হয় এবং নাক্ষত্রিকী দশাগণনায় যদি পাপগ্রহের দশা হয় কিম্বা তাহার অন্তরে ও প্রত্যন্তরে পাপগ্রহ যোগ হয়, লগ্নচক্রের অষ্টমাধিপতির গ্রহের দশা বা অন্তর্দশাদি হয়, অথবা তাজকাদিগণনায় মুন্থাদি অশুভ, অন্যান্য মতে রিষ্ট সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

কোন্ বর্ষে ত্রিপাপ বর্ষ হইবে, তাহা সহজে জানিবার জন্যই পরপৃষ্ঠায় চক্র দেওয়া হইল।

ত্রিপাপচক্রে ১ হইতে ২৭টী নক্ষত্র তির্য্যক্স্তম্ভে অঙ্কিত হইয়াছে, প্রত্যেক স্তম্ভের অন্তর্গত উপর্য্যুপরি তিনটী গ্রহ অঙ্কিত হইয়াছে। এইরূপে ৩৬টী শ্রেণীতে গ্রহসংস্থাপনপূর্ব্বক ঐ ৩৬টী বর্ষাধিপতির গ্রহের উপর ১—৩৬ অঙ্ক, ৩৭—৭২ অঙ্ক এবং ৭৩—১০৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিত হইল, ইহা দ্বারা যাহার যে জন্মনক্ষত্র সেই নক্ষত্র অনুসারে তাহার ত্রিপাপচক্রে কোন্ গ্রহ পতিত হইবে, তাহা অতি সহজে জানা যাইবে। সপ্তশূক্ত জানিতে হইলে তদনুসারে গণনা করিতে হইবে। [সপ্তশূক্ত দেখ।]

ত্রিপাপচক্রফল—ত্রিপাপচক্রে যে বর্ষে চন্দ্র ও বুধ বর্ষপতি, সেই সেই বর্ষে শুভফল জানিবে; আর যে বর্ষে রাহু ও শনি বর্ষপতি হইবে, সেই বর্ষে মৃত্যু তুল্য ফল, বৃহস্পতিবর্ষ হইলে সুখ, মঙ্গল ও রবি বর্ষপতিতে দুঃখ হয়। কেতুপতাকী, কেতুকুণ্ডলী ও শুক্রকুণ্ডলী এই তিন মতেই যদি পাপগ্রহের বর্ষ হয়, তবে সেই বর্ষে জীবন সংশয় হইয়া থাকে। রবি ও মঙ্গলের বর্ষে দুঃখ, কেতুর বর্ষে মহাক্লেশ, চন্দ্র ও বুধের বর্ষে সুখ, বৃহস্পতি ও শুক্রের বর্ষে রাজ্যলাভ, এবং রাহু ও শনির বর্ষে অত্যাক্লেশ হয়।

ত্রিপাপচক্রে দুই রবি থাকিলে ক্লেশ, দুইচন্দ্র থাকিলে সুখ, দুই মঙ্গল থাকিলে অগ্নিভয় ও পীড়া, দুই বুধ থাকিলে ধনসঞ্চয়, দুই শনি থাকিলে সর্ব্বনাশ, দুই বৃহস্পতি থাকিলে রাজভোগ, দুই রাহু থাকিলে অল্পভয় ও দুই শুক্র থাকিলে নানাপ্রকার সুখভোগ হয়। ত্রিপাপচক্রে তিন রবি থাকিলে বিত্তনাশ, তিনচন্দ্র থাকিলে রৌপ্য ও শুভ বস্ত্রলাভ, তিন মঙ্গল থাকিলে জীবনসংশয়, তিন বুধ থাকিলে রত্নলাভ, তিন শনি থাকিলে বধ ও বন্ধন, তিন বৃহস্পতি থাকিলে অতুল ঐশ্বর্য্য, তিন রাহু থাকিলে অস্ত্রাঘাত, তিন শুক্র থাকিলে সর্ব্বস্ব লাভ এবং তিন কেতু থাকিলে জ্বরপীড়া হয়। ত্রিপাপের বৎসরে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ) ত্রিপাপের বিষয় খনার বচন—

"রবি বৎসর শুষ্ক ফল, শিরঃশূল গায়ে জ্বর।
ঘর পোড়ে মানুষ মরে, অনেক বিঘ্ন রবি করে।
বুধের বৎসর ঘরে হয়, ভ্রমণ মরণ তাহার হয়।
ছেদ পীড়া স্ত্রী পুত্র, রোগ মরণ খায়ে পাত্র।
শোকবন্দি থাকে অর্থে, ধনসর্ব্বস্ব নাশে বুধে।
শনি মঙ্গল ভূমিসুত, তোমার বৎসর যমের দূত।
ঘর পোড়ে দস্যুতে মারে, যথাসর্ব্বস্ব রাজায় হরে।
রাহুর বৎসর ভাড়ুকা পায়ে, নানাদুঃখ অবশ্য পায়ে।
হাতে পায়ে নাই গোটা স্থানভ্রষ্ট নাই পোটা।
শনির বৎসর শূন্যভোগ বন্ধুবিচ্ছেদ করায় রোগ।
শিলায় স্তম্ভ খসে পড়ে, যত অর্জ্জে সব হরে।" (খনা)

ত্রিপিটক (ত্রি, তিন+পিটক, পেটরা বা ঝুড়ি) বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁহার ৫০০ শিষ্য পাটলীপুত্রের সমীপবর্ত্তী কোন গুহায় সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করেন, এইটীই বৌদ্ধদিগের প্রথম সমিতি, এইরূপ ধর্ম্মসমিতির নাম সঙ্ঘ। তাঁহারা প্রভুর উপদেশগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করেন, (১) শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ, (২) তৎপ্রদর্শিত নিয়ম বিধি, (৩) তৎকথিত ধর্ম্ম মত। এই তিনটী সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামে খ্যাত। প্রথম পিটকে নীতি বা বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয় লিখিত আছে; দ্বিতীয় পিটকে সূত্রাবলী ও তৃতীয় পিটকে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিটক কখন কখন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূত্রগুলি শাক্যমুনিকৃত বলিয়া কথিত। ইহাতে কথোপকথনচ্ছলে নীতিশাস্ত্র ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। নারায়ণ, জনার্দ্দন, শিব, ব্রহ্মা, পিতামহ, বরুণ, শঙ্কর, কুবের, শক্র, বাসব, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ এই ধর্ম্মগ্রন্থে আছে। ইণ্ডিয়া আফিসের লাইব্রেরীতে চীন ভাষায় লিখিত যে বৌদ্ধ ত্রিপিটক আছে, তাহা ২০০০ খণ্ডে বিভক্ত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে "অথকথা" নামক পালিভাষায় যে টিপ্পনী ছিল, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র তাহা সিংহলে লইয়া গিয়া তথায় সিংহলী ভাষায় উহার অনুবাদ করেন ও বুদ্ধঘোষ প্রায় ৪৩০ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে পালি ভাষায় পুনর্ব্বার অনুবাদ করেন। মতান্তরে, রাজা বত্তগমনীর রাজত্বকালে (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮৮—৭৬ অব্দে) সিংহলের বাজকগণ কর্ত্তৃক ও কনিষ্ক যে ধর্ম্ম সভা আহ্বান করেন (১০—৪০ খৃষ্টাব্দ)

	[illegible]	১ ৩৭ ৭৩	২ ৩৮ ৭৪	৩ ৩৯ ৭৫	৪ ৪০ ৭৬	৫ ৪১ ৭৭	৬ ৪২ ৭৮	৭ ৪৩ ৭৯	৮ ৪৪ ৮০	৯ ৪৫ ৮১	১০ ৪৬ ৮২	১১ ৪৭ ৮৩	১২ ৪৮ ৮৪	১৩ ৪৯ ৮৫	১৪ ৫০ ৮৬	
১৫ স্বাতি	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	
১৬ বিশাখা	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	
১৭ অনুরাধা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	
১৮ জ্যেষ্ঠা	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	
১৯ মূলা	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	
	গুরুকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	
২০ পূর্ব্বাষা	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	
	গুরুকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	
২১ উত্তরাষা	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	
	গুরুকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	
২২ শ্রবণা	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	র
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র
	গুরুকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
২৩ ধনিষ্ঠা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	গুরুকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
২৪ শতভিষা	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
২৫ পূর্ব্বভাদ্র	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	র	কে	চ	বু
২৬ উত্তরভা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ
২৭ রেবতী	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু

পাপ চক্র।

১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২
৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮
শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু
রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ
বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
[illegible]	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা
	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু
	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ
	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু
	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র

তাহাতেই ঐ মতগুলি লিপিবদ্ধ হয়। সিংহলের রাজকেরা যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহা সিংহলী ভাষাতেই লিখিত ও পরে ৫ম খৃষ্টাব্দে উহা পালি ভাষায় অনুবাদিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসভায় সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত মত দীর্ঘকাল একভাবে কার্য্যকারী হয় নাই। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিত। মহাবংশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের দেহত্যাগের পর ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮ বার এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৈদিক পথানুগামিগণ ইহার যথেষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সিংহলে ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন উৎপীড়ন হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে তামিলগণ সিংহল আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি নষ্ট করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু তথাকার রাজকেরা শ্যামদেশে দূত পাঠাইয়া দেন। পরে ব্রহ্মদেশ হইতে উপযুক্ত যাজক আসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষা করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ না হইতে সিংহলে রাজকগণের যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিল। তাহার পর হইতে রাজকেরা উদ্যোগী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মতপ্রচারে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের মুদ্রাযন্ত্র আছে; তাহা হইতে বিস্তর পুস্তিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থ বাহির হইতেছে।

ত্রিপিণ্ড (ক্লী) ত্রীণি পিণ্ডানি দেয়ান্যত্র। পিত্রাদি তিনজনের উদ্দেশে কর্ত্তব্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদান করিতে হয়।

"ততঃ প্রভৃতি সংক্রান্তাবুপরাগাদিপর্ব্বসু।
ত্রিপিণ্ডমাচরেৎ শ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টং মৃতাহনি॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

[পার্ব্বণশ্রাদ্ধ দেখ।]

ত্রিপিণ্ডী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং পিণ্ডানাং সমাহারঃ, ঙীপ্। পিত্রাদির উদ্দেশে পিণ্ডত্রয়।

ত্রিপিব (পুং) কর্ণাভ্যাং জিহ্বয়া চ পিবতি পা-ক। বার্দ্ধীণস লম্বকর্ণ ছাগভেদ, বার্দ্ধীণস শব্দে বৃদ্ধ ছাগকে বুঝায়। ইহারা কর্ণদ্বয় ও জিহ্বাদ্বারা জল স্পর্শ করিয়া পান করে, এই জন্য ইহাদের নাম ত্রিপিব।

"ত্রিপিবন্ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধমজাপতিং।
বার্দ্ধীণসন্তু তংপ্রাহু র্যাজ্ঞিকাঃ পিতৃকর্ম্মণি॥" (মনু ৩।২৭১)

'পিবতো যস্য ত্রীণি জলং স্পৃশন্তি, কর্ণৌ জিহ্বা চ স ত্রিভিঃ পিবতীতি ত্রিপিবঃ।' (মেধাতিথি)

ত্রিপিষ্টপ (ক্লী) মর্ত্ত্যপাতালাপেক্ষয়া তৃতীয়ং পিষ্টকং ভুবনং স্থতৌ ত্রিলোক বিভাগবৎ পূরণার্থতা। ১ স্বর্গ। ২ আকাশ। (শব্দর°)

ত্রিপিষ্টপসদ্ (পুং) ত্রিপিষ্টপে সীদতি সদ-ক্বিপ্। দেবতা।

ত্রিপু (পুং) সেন। (নিরুক্ত) ইহার পাঠান্তর ত্রপু দেখা যায়।

ত্রিপুট (পুং) ত্রীণি পুটানি যস্য। ১ গোক্ষুর, বড় ডাইল। ২ তীর। ৩ হস্তভেদ। ৪ তালকন্দ, আলা, হলুদ। ৫ গোক্ষুরবৃক্ষ। ৬ শর। ৭ কলায় ভেদ, খেসারী। পর্য্যায়—ত্রিপুট, খণ্ডিক। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, তুবর, রুক্ষ, কফ ও পিত্তনাশক, রুচিকর, গ্রাহক, শীতল, শুক্র ও পঙ্গুকারক এবং অতিশয় বায়ুবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্র°)

ত্রিপুটক (পুং) ত্রিপুট সংজ্ঞায়াং কন্। ১ বৈদল, খেসারী। ২ ব্রণের আকার ভেদ।

ত্রিপুটা (স্ত্রী) ত্রীণি পুটানি যস্যাঃ। ১ মল্লিকা। ২ বেলফুল। ৩ ছুটেলা, ছোট এলাচ। ৪ ত্রিবৃৎ, তেউড়ি। ৫ কর্ণস্ফোটলতা, কাণফাটা। ৬ সূক্ষ্মেলা, বড় এলাচ। ৭ রক্তত্রিবৃৎ, রক্ততেউড়ি। ৮ শ্বেতত্রিবৃৎ, সাদা তেউড়ি। ৯ তন্ত্রোক্ত দেবীবিশেষ। ইহার মূর্ত্তি—

"পারিজাতবনে রম্যে মণ্ডপে মণিকুট্টিমে।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ষট্‌কোণশোভিতে॥
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষণ্ণাং দেবতাং স্মরেৎ।
চাপং পাশাঙ্কুশসরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্
সংবিভ্রাণাং করসরসিজৈঃ রত্নমৌলিং ত্রিনেত্রাং।
হেমাভাভাং কুচভরনতাং রত্নমঞ্জীরকাঞ্চী-
গ্রৈবেয়াদ্যৈর্ব্বিলসিততনুং ভাবয়েচ্ছক্তিরাজ্ঞীম্॥
যক্ষ্মীভিঃ কুচাগ্রাভির্দ্দ্বিভিঃ পরিবারিতাং।
করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥" (তন্ত্রসার)

পারিজাতবনে রম্য মণিকুট্টিমে রত্নময় সিংহাসনে কল্পবৃক্ষের নিম্নদেশে এই ত্রিপুটাদেবী অবস্থান করিতেছেন, ইহার সর্ব্বদা পূজা করিতে হইবে। ইনি অভীষ্টদাত্রী।

ত্রিপুটিন্ (পুং) ত্রীণি পুটানি সন্ত্যস্য ইনি। এরণ্ড বৃক্ষ, ভেরাণ্ডাগাছ। ২ বিদলবিশেষ, খেসারী।

ত্রিপুটী (স্ত্রী) ত্রীণি পুটানি সন্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরা° ঙীষ্। ১ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। ২ ছুটেলা, ছোট এলাচ। ত্রয়াণাং জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপাণাং পুটানামাধারাণাং সমাহারঃ ঙীপ্। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ পুটত্রয়।

"ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো॥"

(পঞ্চদশী ১১।৫৪)

ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাব হেতু ভূত সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ছিল, ইহা ভিন্ন আর কোন পদার্থ ছিল না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনের

নাম ত্রিপুট। প্রলয়কালে এই ত্রিপুটী থাকে না, জাগতিক সৃষ্টিকালে এই ত্রিপুটীর পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রলয়কালে আর অভিন্ন বোধ থাকেনা, যিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞান, তখন সকল এক।

উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোষকে জ্ঞাতা বলা যায়, মনোময় কোষ জ্ঞান এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল জ্ঞেয় পদবাচ্য হয়। ইহাদিগের সমষ্টির নাম ত্রিপুটী। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই ত্রিপুটীর সত্তা অসম্ভব। তখন পরিপূর্ণ অদ্বৈত স্বরূপ ছিল। (পঞ্চদশী) (শঙ্করাচার্য্য রচিত 'ত্রিপুটীপ্রকরণ' এবং আনন্দতীর্থ ও প্রজ্ঞানানন্দকৃত ত্রিপুটীপ্রকরণের টীকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ত্রিপুটীফল (পুং) ত্রিপুটী পুটত্রয়ং ফলেঽস্য। এরণ্ড বৃক্ষ।

ত্রিপুণ্ড্র (ক্লী) ত্রয়াণাং পুণ্ড্রাণাং ইক্ষুবদাকারাণাং সমাহারঃ। তিলকভেদ, ললাটস্থিত তির্য্যক্ রেখাত্রয়। ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিয়া শিবপূজা করিতে হয়।

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ॥
তস্মান্মৃদাপি কর্ত্তব্যং ললাটেঽপি ত্রিপুণ্ড্রকং।" (তিথিতত্ত্ব)

ভস্ম ও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করিয়া শিবপূজা নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয়। শৈব ত্রিপুণ্ড্রক ও বৈষ্ণব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। যাহারা ত্রিপুণ্ড্রককে নিন্দা করে, তাহারা মহাদেবকে নিন্দা করে। যিনি ইহা ললাটে ধারণ করেন, তিনি মহাদেবকে ধারণ করেন। [তিলক ও শিবপূজা দেখ।]

ত্রিপুর্ (স্ত্রী) ত্রিগুণিতাঃ পুরঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ আর্ষে ন অচ্ সমা°। ময়দানবকৃত অসুরদিগের পুরত্রয়। [ত্রিপুর দেখ।]

ত্রিপুর (ক্লী) ত্রয়াণাং পুরাণাং সমাহারঃ। অসুরদিগের পুরত্রয়। ত্রিপুরের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে— তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপস্যা করেন, ব্রহ্মা ইহাদিগের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হন, তখন ইহারা 'আমরা সকল ভূতের অবধ্য হইব' এই বর প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা এই বর দিতে স্বীকার করেন নাই, পরে ইহারা তিন ভাই মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে নিবেদন করিল, 'আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিনজনে পুরত্রয়ে অবস্থান করিয়া জনসমাজে পূজিত হই এবং সহস্র বৎসর পরে আমরা তিনজনে মিলিত হইব, সেই সময় যদি কেহ একবাণে সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা তাহারই হস্তে নিহত হইব।' ব্রহ্মা তাহাই হইবে বলিয়া প্রদান করেন। এই সময় ইহারা পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য ময়দানবকে নিযুক্ত করেন, ময়দানব স্বীয় তপোবলে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় এই পুরত্রয় নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরত্রয়ের এক একটী শতযোজন বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ প্রভৃতিতে সুশোভিত। তারকাক্ষ সুবর্ণময় পুরীর, কমলাক্ষ রজতময় পুরীর ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুরীর অধীশ্বর হইল। ইহারা অস্ত্রবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিল। তখন অসুরগণ দেবতাদিগকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তারকাক্ষের হরিনামে এক পুত্র কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, আমাদের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব, ঐ বাপীজলে অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করিলে তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইবে। ইহাতেও সকলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। দেবগণ প্রতিপদে লাঞ্ছিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। দেবগণ প্রণতিপূর্ব্বক দানবগণের দৌরাত্ম্যের কথা বলিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, 'ঐ দানবত্রয় আমারই বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহাদের নিধন হইবে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতা ঐ পুরত্রয় একবাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, চল আমরা সকলে মহাদেবের শরণাগত হই, তাহা হইলে অচিরাৎ ঐ পুরত্রয় নষ্ট হইবে, এবং তাহা হইলে ঐ দানবত্রয় বিনষ্ট হইবে।' এই কথা বলিয়া দেবগণ ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দেবগণের কথা শুনিয়া কহিলেন, 'তোমরা আমার বলার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া অগ্রে যুদ্ধে প্রস্তুত হও'। দেবগণ বলিলেন, 'আমরা আপনার বলার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পারি এরূপ শক্তি আমাদের নাই, আপনি বরং আমাদের বলার্দ্ধ গ্রহণ করুন'। মহাদেব তখন দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া অধিকতর বলশালী হইয়া উঠিলেন। এই অবধিই শিবের নাম মহাদেব হইয়াছে। মহাদেব তখন দেবগণকে কহিলেন, 'তোমরা আমার ধনু ও রথ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ত্রিপুর দগ্ধ করিব।' তখন দেবগণ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া রথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণপরিবৃত বিশাল নগরসম্পন্ন বসুন্ধরাকে মহাদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত, দানবালয় ও জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; ভাগীরথী জঙ্ঘা, দিগ্‌বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র সকল ঈষা, সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ, ভুজগরাজ, অনন্তদেব, কুবের, হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধূর্ভাগ; জল ও নদী সকল বন্ধনসামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ঋতুবক্ত

ও দীপ্তগ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ, তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু, ফলপুষ্প পরিশোভিত ওষধি ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশনাগপতি ঈষা, মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ, যুগচর্ম্ম, কাল পৃষ্ঠ; অনন্ত, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর-বন্ধন; সমুদয় দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমা-বস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক, মন রথোপস্থ, সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ, শক্রচাপসমন্বিত বিদ্যুৎ, পবনোদ্ধূত পতাকা, বষট্‌কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষ বন্ধন হইলেন। বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহাদেবের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি এই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণাধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এখন তাহা উঁহার শরাসন রূপ ও সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিল। কালচক্র হইতে অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহির্ভূত হইল। মৈনাক ও মেরুপর্ব্বত ধ্বজযষ্টি হইল। সৌদামিনী সহিত মেঘমালা পতাকা হইল। এইরূপে অপূর্ব্ব রথশরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে মহাদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব উহাতে নিজ প্রধান শস্ত্র সমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজ-যষ্টি করিয়া উপর উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদাদি পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। মহাদেব ছয় ঋতু-সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎকাল স্বরূপ, সম্বৎসর তাহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইহারা তাঁহার বাণস্বরূপ হইলেন। মহাদেব এই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরা বজ্রসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন। মহাদেব এই রথে আরোহণ করিয়া দেবগণকে কহিলেন, 'এখন কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন?' দেবগণ কহিলেন, 'আপনি যাহাকে আদেশ করিবেন তিনিই আপনার সারথি হইবেন।' ইহাতে মহাদেব বলিলেন, 'যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে সারথি কর।' দেবগণ মহাদেবের এই বাক্যে পিতামহের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, 'এই যুদ্ধে আপনাকে সারথির কার্য্য করিতে হইবে।' পিতামহ তাহাই স্বীকার করিয়া মহাদেবের সারথির পদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন মহাদেব বিষ্ণু-সোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে ত্রিপুরের অভিমুখে অশ্বদিগকে পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন, তখন ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চা-লনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। মহাদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, সেই অবধি অশ্বগণ স্তনহীন ও গোসমূহের খুর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও ঐ শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। ইহা দেখিয়া দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব দিব্য শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া সেই ত্রৈলোক্যসার ভূতশর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরে ত্রিপুর তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। চারিদিক্ হইতে মহাদেবের স্তুতিগান হইতে লাগিল। মহাদেবের রোষ-প্রভাবে ত্রিপুর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মহাদেব ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। পৃথিবী ভারশূন্য হইল, দেবগণ স্বর্গরাজ্যে অধি-ষ্ঠিত হইলেন। (ভারত কর্ণপ° ৩৫ অ°, হরিবংশ)

ত্রিপুরঘ্ন (পুং) ত্রিপুরং হন্তি হন-টক্। মহাদেব। [ত্রিপুর দেখ।]

ত্রিপুরদহন (পুং) মহাদেব, শিব।

ত্রিপুরদাস, একজন ভগবদ্ভক্ত কায়স্থ ইনি প্রথমে বাদশাহের সরকারে মুহুরির কার্য্য করিতেন এবং ইহাতে অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। এই সমস্ত অর্থই তিনি ভগবদ্‌সেবায় ব্যয় করেন। প্রতি বৎসর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তিনি শ্রীনাথ-জীকে শীতবস্ত্র দিতেন, ক্রমে রাজ-সরকারের চাকুরী গেলে, দরিদ্র হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে কিছুই সঞ্চয় করেন নাই, যাহা আয় হইত, তাহাই ভগবদ্‌সেবায় ব্যয় করিতেন।

এখন নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িলেন, কিন্তু প্রতি বৎসর শ্রীনাথজীকে গাত্রবস্ত্র দিতে অবহেলা করিতেন না। এক বৎসর কোন ক্রমেই আর বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, অবশেষে আপনার পিত্তলের দোয়াত বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে শ্রীনাথজীর গাত্রবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু ভাণ্ডারী তাহা শ্রীনাথজীর গায়ে না দিয়া তুলিয়া রাখে। রাত্রিতে ভাণ্ডারীকে প্রত্যাদেশ হয়, 'আমি শীতে কষ্ট পাইতেছি, আর তুমি ত্রিপুরদাসের দত্তবস্ত্র তুলিয়া রাখিয়াছ, সহস্র শাল বনাতে আমার শীত নিবারিত হয় না। সত্বর ত্রিপুরদাসের দত্ত বস্ত্র আমায় দাও।' (ভক্তমাল)

ত্রিপুরভৈরবী (স্ত্রী) ত্রিপুরা ধর্ম্মার্থকামানাং দাত্রী সা চাসৌ ভৈরবী চেতি। দেবীবিশেষ, ইহার রূপ রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, চতুর্ভুজা, তাহার ঊর্দ্ধদক্ষিণ হস্তে মালা, অধোদক্ষিণ হস্তে উত্তম পুস্তক, বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা, উত্তুঙ্গ পীন স্তনযুগলশোভিতা, শ্বেতপ্রেতোপরি আসীনা, সহাস্যবদনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, তাঁহার মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং তাঁহার কটিদেশ এ তিন ছাড়া মুণ্ডমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং নয়নত্রয় মধুপানে ঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ। এইরূপে ত্রিপুরভৈরবীকে চিন্তা করিবে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাং।
দক্ষিণোর্দ্ধে অক্ষমালাং বিভ্রতীং পুস্তকোত্তমং॥
অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরঞ্চ দধতীং তথা।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রাং গজগামিনীং॥
পীনোত্তুঙ্গস্তনযুগাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাং।
স্মিতপ্রভিন্নবদনাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাং॥
তিসৃভি র্মুণ্ডমালাভিঃ শিরোবক্ষঃকটীষু চ।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাং॥
মদিরাঘূর্ণনয়নাং রক্তদন্তচ্ছদদ্বয়াং।
চিন্তয়েদ্বরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরভৈরবীং॥" (কালিকাপু° ৭৪ অ°)

ত্রিপুরভৈরবীর পূজোপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি অন্য পূজায় ব্যবহার করিতে নাই।

তিন মুহূর্ত্তকাল ত্রিপুরভৈরবীর পূজা করিতে হইবে। ইহার পূজায় ৩০ বারের কম জপ না হয়। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা এবং অনামা এই তিন অঙ্গুলিযোগে ত্রিপুরভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মাল্য ত্রিগুণ করিয়া দিতে হয়। সাধক চর্ম্মাসনে বসিয়া পশ্চাদ্ভাগে পদদ্বয় রাখিয়া অনন্যচিত্তে নির্জ্জন স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে। কিন্তু সাধক পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এই দেবী যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিতা না হন, তাহা হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিশ্চিত ব্যাধি, স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যাদি অবশীভূত এবং পরে তাহার শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। এই ত্রিপুরভৈরবী যোগনিদ্রা জগজ্জননী মায়ারই রূপভেদ, একই মায়া বহুরূপে ক্রীড়া করেন।

(কালিকাপু° ৭৪ অ°)

ত্রিপুরমল্লিকা (স্ত্রী) ত্রীণি পুরাণি দলাবৃত্তয়ো যস্যাঃ, সা চাসৌ মল্লিকা চেতি। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ত্রিপুরমালিকা। পর্য্যায় শ্রেয়সী। (ত্রিকা°)

ত্রিপুরা (স্ত্রী) ত্রীন্ ধর্ম্মার্থকামান্ পুরতি পুরতো দদাতি পুর-ক, ততষ্টাপ্। দেবীবিশেষ, ত্রিপুরাদেবী কামাখ্যার মূর্ত্তিভেদ। বাগ্ভব, কামবীজ এবং ঈশ্বর ধর্ম্ম অর্থ ও কামাদির সাধক এই তিনটী কুণ্ডলীযুক্ত হইয়া ত্রিপুরাদেবীর মূলমন্ত্র হয়। কামরূপিণী কামাখ্যা তিনটী দান করেন এবং তিনের অগ্রে পূজিতা হন, এইজন্য ইহার নাম ত্রিপুরা হইয়াছে।

"ত্রীন্ যস্মাৎপুরতো দদ্যাৎ দুর্গা ধ্যাতা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী॥"

(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

এই দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ রেখাত্রয়ে নির্ম্মিত, তিনটী পুর, মন্ত্র ত্র্যক্ষর, রূপ তিন প্রকার এবং ত্রিদেবের সৃষ্টির নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ, যে হেতু এই সমস্ত বস্তুই তিন তিন, এই নিমিত্তই উহার নাম ত্রিপুরা।

"ত্রিকোণং মণ্ডলং চাস্যাস্ত্রিপুরস্ত ত্রিরেখকং।
মন্ত্রশ্চ ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং তথা রূপত্রয়ং পুনঃ॥
ত্রিবিধা কুণ্ডলীশক্তিস্ত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে।
সর্ব্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাৎ তস্মাত্তু ত্রিপুরামতা॥"

(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

ইহার রূপ সিন্দূরপুঞ্জসদৃশী, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পুষ্পধনু এবং অধোহস্তে পুস্তক, দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্তে ৫টী বাণ এবং অধোহস্তে অক্ষমালা, চারিটী কুণপের পৃষ্ঠে আর একটী কুণপ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মানা, জটাজুট এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বদ্ধকেশ, নগ্না, মধ্যদেশে ত্রিবলী দ্বারা সুশোভিতা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, মঙ্গলময়ী, ধনবিতরণকারিণী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না এইরূপ ত্রিপুরামূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

"সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রাঞ্চ চতুর্ভুজাং।
বামোর্দ্ধে পুষ্পকোদণ্ডং দধানাং পুস্তকং তথা।
দক্ষিণোর্দ্ধে পঞ্চবাণানক্ষমালাং তথাপ্যধঃ॥
চতুর্ণাং কুণপানাঞ্চ পৃষ্ঠেহপরং কুণপস্থিতাং।

নিধায় তস্ত পৃষ্ঠে তু সমপাদেন সংস্থিতাং ॥
জটাজূটার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধশিরোরুহাং।
নম্রাং ত্রিবলিভঙ্গেন চারুমধ্যাং মনোহরাং ॥
সর্ব্বালঙ্কারসম্পূর্ণাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং শুভাং।
এবন্দ্বিধসম্মোহাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাং॥" (কালিকাপু° ৬৩ অ°)

এইরূপে প্রথমে ধ্যান করিবে এবং আপনাকে ত্রিধা-রূপে ভাবনা করিবে।

দ্বিতীয় ত্রিপুরামূর্ত্তি, এইরূপ—বন্ধুকপুষ্পসদৃশী, জটাজূট ও চন্দ্রদ্বারা মণ্ডিতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সকল প্রকার অলঙ্কারে বিশোভিতা, উদ্যৎসূর্য্য সদৃশ বসনপরিধানা, পদ্মপর্য্যঙ্ক-সংস্থিতা, মুক্তা ও রত্নাবলীযুতা, পীনোন্নতপয়োধরযুক্তা, ত্রিবলিশোভিতা, আসবের আমোদে সন্তুষ্টা, নেত্রাহ্লাদকরী, বিশুদ্ধা, জগতের ক্ষোভিণী, ত্রিনেত্রা, যোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎ হাস্যসমাযুক্তা, নবযৌবনসম্পন্না, মৃণালতুল্য চতুর্ভুজা, বামদিগের ঊর্দ্ধহস্তে পুস্তক, অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালা, অধোহস্তে বর, পদদ্বয়ক্তা, সুবর্ণপ্রভা, আপাদলম্বিত-শিরোমালাধারিণী, কমক্রমাবলম্বনে অবস্থিতা, কদম্বোপ-বনান্তরিতা, শুভদায়িনী এবং কামাহ্লাদকরী, এইরূপ মনোহরা দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্ত্তির ধ্যান করিবেন দ্বিতীয় ধ্যান—

"বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশাং জটাজূটেন্দুমণ্ডিতাং।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং ॥
উদ্যদ্রবিপ্রখ্যবস্ত্রাং পদ্মপর্য্যঙ্কসংস্থিতাম্।
মুক্তারত্নাবলীযুক্তাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
বলীবিভঙ্গচতুরামাসবামোদমোদিতাং।
নেত্রাহ্লাদকরীং শুদ্ধাং ক্ষোভিণীং জগতাং তথা ॥
ত্রিনেত্রাং যোগনিদ্রাং যামীষদ্ধাসসমাযুতাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং মৃণালাভচতুর্ভুজাং ॥
বামোর্দ্ধে পুস্তকং ধত্তে অক্ষমালাস্ত দক্ষিণে।
বামেনাভয়দাং দেবীং দক্ষিণাধোবরপ্রদাং ॥
প্রত্নবত্রক্তসূর্য্যাভাং শিরোমালাস্ত বিভ্রতীং।
আপাদলম্বিনীং কমক্রমমাসাদ্য সংস্থিতাং ॥
কদম্বোপবনান্তঃস্থাং কামাহ্লাদকরীং শুভাং।
দ্বিতীয়াং ত্রিপুরাং ধ্যায়েদেবং রূপাং মনোহরাং ॥"

(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

তৃতীয়া ত্রিপুরার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। ঐ মূর্ত্তি জবা-কুসুমসদৃশী, মুক্তকেশী, শুভাননা, হাস্যকরী, সদাশিবকে প্রেতবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে ঊর্দ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্টা, গ্রীবাদেশ হইতে আপাদলম্বিনী রক্তোৎপলমিশ্রিত মুণ্ডমালাধারিণী, পীনোন্নতপয়োধরা, চতুর্ভুজা, দিগম্বরী, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে বরদাত্রী, বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে বরদায়িনী, ত্রিনেত্রা, হাস্যমুখী, রক্তরুধিরতোয়ার্দ্রা এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সাধক এই প্রকার মূর্ত্তির ধ্যান করিবে।

তৃতীয় মূর্ত্তির ধ্যান—

"জবাকুসুমসঙ্কাশাং মুক্তকেশীং বরাননাং।
সদাশিবং হসন্তঞ্চ প্রেতবিনিধায় বৈ ॥
হৃদয়ে তস্ত দেবস্ত ঊর্দ্ধপদ্মাসনস্থিতাং।
রক্তোৎপলৈর্ম্মিশ্রিতান্ত মুণ্ডমালাং পদাবুগাং ॥
গ্রীবায়াং ধারয়ন্তীস্ত পীনোন্নতপয়োধরাং।
চতুর্ভুজাং তথা নগ্নাং দক্ষিণোর্দ্ধেহক্ষমালিনীং ॥
বরদাং তদধো বামে জপমালাং তথাভয়ং।
অধস্ত পুস্তকং ধত্তে ত্রিনেত্রাং হসিতাননাং ॥
এবন্দ্বিধতোয়ার্দ্রাং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং।"

(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

পূজক এইরূপ ধ্যান করিবে। আত্মরূপ বাগ্‌ভাব, দ্বিতীয় কামবীজ, তৃতীয় ভামর এবং মোহন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সাধক পূর্ব্বে এক একটী করিয়া তিনটী রূপ ভাবিয়া বাহিরের মত হৃদয়াভ্যন্তরেও মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া ষোড়শোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবে। দেবীর তিন মূর্ত্তি একত্র করিয়া যথারূপে মন্ত্রত্রয় একত্র করিয়া হৃদয়ে নিবেশ করিবে।

কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিতে হয়। বিধিবৎ ত্রিপুরা পূজা করিলে সাধক সকল অভিলষিত লাভ ও অন্তে দেবীলোকে গমন করে। (কালিকাপু° ৬৩ অ°)

ত্রিপুরা, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রান্ত ভূভাগ। এই প্রদেশের কতকাংশ জেলা ত্রিপুরা নামে বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন এবং কতকাংশ পার্ব্বত্য ত্রিপুরা নামে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের অধীনে।

জেলা ত্রিপুরা।—ইহার উত্তরে বাঙ্গালার অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী ও পূর্ব্বে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা। জেলা ত্রিপুরার পূর্ব্বসীমাই বৃটিশ ভারতের পূর্ব্বান্ত সীমা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্টের পক্ষে মিঃ লিসেষ্টার ও ত্রিপুরারাজের পক্ষে মিঃ ক্যাবেল এই সীমা নির্দ্ধারণ করেন। পূর্ব্বে এই জেলা চট্টগ্রামের কমিশনরের অধীন ছিল, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ঢাকার কমিশনরের অধীন হইয়াছে।

এই জেলার ভূমি সর্ব্বত্র সমতল, কেবল পূর্ব্বাংশে কোন

কোন স্থলে লালমাই পর্ব্বতের কোন কোন অংশ আছে। নদী ও খালের সংখ্যা অধিক। দেশের বাণিজ্য প্রায়ই নৌকায় সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন নদী ও খাল শুকাইলে বা জল কম হইলে হাঁটা পথেও বাণিজ্য চলে। বড় বড় নদীতে বর্ষাকালে বন্যা হইয়া থাকে, নিকটবর্ত্তী মাঠ জলে ডুবিয়া যায়। নিম্ন স্থানের মাটি খুব হাল্কা ও বেলে, উচ্চ স্থানে অপেক্ষাকৃত আঁঠাল মাটি পাওয়া যায়।

লালমাই পাহাড়ে কার্পাসের আবাদই বেশী। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে এই পাহাড়ের সর্ব্বত্র গোশকট যাতায়াত করিতে পারে। এই পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নামতী পাহাড়ে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজের কয়েকখানি অট্টালিকা আছে, তাহাতে জেলা ত্রিপুরার প্রধান সহর কুমিল্লাবাসী ইংরাজগণ বাস করে। সমস্ত লালমাই পাহাড় পূর্ব্বে মহারাজের অধীন ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ময়নামতীর বাড়ীগুলি ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আর কোথাও মহারাজকে অধিকার দেন নাই। শেষে মহারাজ প্রায় ২৮ হাজার টাকায় সমস্ত পাহাড় কিনিয়া লইয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশী লালমাই (লালময়ী) নামে কোন রাজকন্যার নামে এই পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে।

এই জেলার পশ্চিমাংশে মেঘনা নদী। একমাত্র এই নদীতে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। গোমতী, ডাকাতিয়া, তিতাস প্রভৃতি নদীতে ডিঙ্গি নৌকা সকল সময়েই চলে।

মেঘনা।—চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মিশিয়াছে। তিন নদীর জলরাশি একত্র হওয়ায় এজেলায় মেঘনার পরিসর ও বেগ খুব বেশী। নদীর গর্ভে চরও অনেক আছে। এ নদীতে যাতায়াত বড় বিপজ্জনক ও ভয়সঙ্কুল। নদীতে ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ ও জলমগ্ন বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় বাধিয়াই অনেক নৌকা মারা পড়ে। রেনেল সাহেবের সময় ব্রহ্মপুত্রমেঘনাসঙ্গম বর্ত্তমান স্থল হইতে ৬০ মাইল উত্তরে ভৈরববাজার নামক স্থানে ছিল। কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তন, ভাঙ্গন ও চরসংগঠনে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই নদীর নিকটবর্ত্তী স্থলে "বরিশালের কামানের" ন্যায় কামানের শব্দ শুনা যায়। কিসে এ শব্দ হয়, তাহা কিছুই নিরূপিত হয় নাই। এই নদীতে এ জেলার সর্ব্বত্র জোয়ার ভাঁটা খেলে ও প্রতি কোটালে বাণ ডাকে।

গোমতী।—মেঘনার পরই গোমতী এ জেলার প্রধান নদী। ইহা লালমাই পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা জেলা ত্রিপুরা প্রায় সমান অংশে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জেলার প্রধান সহর কুমিল্লা নগর ইহার তীরে। নগরের ৮ মাইল উত্তরে এই নদী এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দাউদকান্দির নিকট গোমতী মেঘনায় মিশিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী প্রবল হয়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ইহার অনেক স্থল হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কুমিল্লা ব্যতীত ইহার তীরে জাফরগঞ্জ ও পাঁচপুখুরিয়া নামে আর দুইটী প্রধান স্থান আছে। এই নদী মোট ৬৬ মাইল দীর্ঘ, তন্মধ্যে এ জেলায় ৩৬ মাইল।

ডাকাতিয়া।—ইহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে আসিয়া শুয়াগাজী নামক স্থানে জেলা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল। ইহা পশ্চিম মুখে লাক্সাম, চিতোসি ও হাজীগঞ্জের নিকট দিয়া পশ্চিম মুখে বহিয়া দক্ষিণ মুখে ৬½ মাইল আসিয়া নোয়াখালী জেলার রায়পুর নামক গ্রামের নিকট মেঘনায় মিশিয়াছে।

তিতাস।—এই নদী এ জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত। লালপুরে চরের নিকট মেঘনায় পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৯২ মাইল। ইহার তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এতদ্ভিন্ন মুহুরী, বিজয়গাং, বুড়ীগাং প্রভৃতি আরও কতগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই সকল নদীর ৮টী বড় পারঘাটা আছে। গোমতীতে কুমিল্লা, কোম্পানীগঞ্জ ও মুরপুর; মুহুরীতে শুভাপুর, পশুরাম ও কারচুনি; তিতাসে উজানী সহর ও বিজয়গাঙ্গে নয়ানপুর নামক স্থানে পারঘাটা আছে।

সমগ্র জেলায় ১০৪টী খাল আছে, তন্মধ্যে চাঁদপুরের খাল ও গোকর্ণখাল বিশেষ বিখ্যাত। এই জেলায় বৃহৎ বৃহৎ বিলও আছে, তন্মধ্যে সরাইল পরগণায় আটকোপা বিল, আলতা বিল, বড়ালে বিল, চাল্তার বিল, কাজলা বিল, ককাই বিল, খোলধারী বিল, বরদাখাত পরগণায় বড় বিল, বাঁদচাড় বিল ও নুরনগর পরগণায় মনধারী বিলই বিশেষ বিখ্যাত। ইহার কোনটী ১ বর্গ মাইলের কম নহে, বড়ালে বিলটি ৫·৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

এ জেলার উত্তরাংশে শুটকী মাছের কারবার আছে। তাহা ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানী হয়।

জেলা হইতে শীতলপাটী নির্ম্মাণোপযোগী তৃণ ও সোলা বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। মেঘনায় অনেক চরে এক প্রকার খাগড়া জন্মে, তাহাতে লোকে সামান্য সামান্য বেড়া বাঁধে।

এ দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র জলা বলিয়া এ দেশের ধানগাছ খুব লম্বা হয়। সরাইল পরগণায় ২৮ ফিট লম্বা বিচালি হইতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় ধানের মধ্যে বৈশাখীয়, কালামানিক, বনগজা ও দিঘাই প্রধান।

লালমাই পাহাড়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কয়টী লৌহখনি

আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু লোহের অবস্থা ভাল নহে ও খনিতে বেশী কয়লা না থাকায় খনির কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

এদেশে আম্র অতি অধম। অন্য স্থানের ন্যায় আমকাঠ তত ভাল নহে। সুপারী, বেত, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতির রসে আয় হয়। এখানকার বনে হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতা, বন্য শূকর, শৃগাল ও মহিষই বেশী। কতকগুলি পাখীর (মাছরাঙ্গা প্রভৃতির) পালক সমেত চামড়া এদেশের একটা লাভকর ব্যবসায়। ইহা চীন ও ব্রহ্মে চট্টগ্রাম দিয়া রপ্তানী হয়। মহিষের চর্ম্মের ব্যবসায়ও আছে।

ত্রিপুরায় তিপারা নামে একদল অসভ্য অধিবাসী আছে। ইহারা বাঙ্গালীদিগের সহিত মিশে না। ইহারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার কোন বর্ণমালা নাই। এক প্রকার বিকৃত হিন্দুধর্ম্মই ইহাদের ধর্ম্ম। ইহারা যে প্রণালীতে চাষ করে, তাহাকে জুমিং বা জুম বলে। বন কাটিয়া শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে, পরে তাহাতে অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া ফেলে। এই ছাই সারের কাজ করে। পরে বর্ষার মুখে দা দিয়া গর্ত্ত করিয়া ধান, তুলা, কাঙ্নি প্রভৃতি সকল শস্যের বীজ একত্র মিশাইয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আর কোন পাট করে না, বেশী বৃষ্টি না হইলে সকল ফসলই ভাল হয়। যখন যে শস্য পাকে, তাহাই ভাঙ্গিয়া আনে। সর্ব্বশেষে কার্পাস ভাঙ্গে। [তিপারা দেখ।]

সরাইল পরগণায় এক প্রকার মসলিন কাপড় বুনা হয়, তাহাকে তাঞ্জিব বলে, ইহা ঢাকার বিখ্যাত সবনাম মসলিন হইতে কোন অংশে হীন নহে। ইহার সূতা হাতে কাটে। এতদ্ভিন্ন শীতলপাটির ব্যবসাও বেশ বিস্তৃত। চর্পটা নামক স্থানে গত শতাব্দীতে ইংরাজদিগের অধীনে বাফ্তা কাপড়ের কারবার ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই কুঠি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় ইংরাজ-রাজত্বের ইতিহাস। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের সহিত ত্রিপুরাও ইংরাজের হস্তে পতিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী সরকার সুবর্ণগ্রামের অধীন ছিল। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার সুবর্ণগ্রাম ও (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) সুলতান সুজা যে যে অংশ জয় করিয়া এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহা একত্র ১৩টী চাকলায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) অধীন ছিল। চাকলা জাহাঙ্গীরনগর আবার কতকগুলি জমীদারীতে বিভক্ত হয়। জালালপুরের জমীদার তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সুজা খাঁ বাঙ্গালাকে ২৫টী "ইহ্তিমাম্" নামক অংশে বিভাগ করেন। এই সময় পূর্ব্বোক্ত জালালপুর জমীদারীকে একটী 'ইহ্তিমাম্' করা হয়। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা এই 'ইহ্তিমামের' অন্তর্গত ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় অধিকার পাইলে জালালপুরের শাসনভার রাজা হিম্মত সিংহ ও জসারত খাঁ নামক দুইজন এদেশীয় জমীদারের হস্তে দেওয়া হয়। তৎপরে ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ পর্য্যন্ত তিনজন ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ছিল, ইহাদের নাম মিঃ কেলসাল, মিঃ হারিস ও মিঃ ল্যাম্বার্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তিকে কালেক্টর উপাধি দিয়া তাঁহার হস্তে শাসনভার দেওয়া হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রোভিন্সিয়াল কাউন্সিল স্থাপিত হয়, তদবধি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাউন্সিলের নিযুক্ত নায়েবগণই রাজস্ব সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য করিতেন ও অন্য কার্য্য কয়েক জন চিহ্নিত ইংরাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া গণ্য হয়। কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে এই নূতন বিভাগের ভার থাকে, কিন্তু তাহাদের হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল না। শেষে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী আবার বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও সীমা লইয়া ও পরগণার ব্যবস্থা লইয়া সময়ে সময়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এই জেলায় তিনটী উপবিভাগ আছে—সদর উপবিভাগ, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপবিভাগ। সদর উপবিভাগে কুমিল্লা, মুরাদনগর, দাউদকান্দি, চাঁদিনা, জগন্নাথদীঘি ও লাক্সাম্ এই ছয় থানা আছে। এই উপবিভাগে প্রায় ৪ হাজার ৭ শত গ্রাম আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কশবা, নবিনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই তিনটী থানা ও চাঁদপুর বিভাগে চাঁদপুর ও হাজীগঞ্জ এই দুই থানা আছে। সমগ্র জেলায় ১১৭টী পরগণা আছে। এই জেলার পরিমাণ ফল ২৪৯১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫,১৯,৩৩৮, ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ১ লক্ষ ৭ হাজার।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।—এই স্থান ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের অধীনে আছে। রাজা ইংরাজরাজের মিত্ররাজ মধ্যে গণ্য। ইংরাজের পক্ষ হইতে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এই রাজসভায় থাকেন। আগরতলা নামক স্থানে রাজধানী, হাউড়ে নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণে বাঙ্গালার অন্তর্গত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, পূর্ব্বে লুসাই দেশ এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পশ্চিমে বাঙ্গালার অন্তর্গত জেলা

ত্রিপুরা। ত্রিপুরারাজের পার্ব্বত্য রাজ্য ব্যতীত জেলা ত্রিপুরার মধ্যে চাক্‌লা রোসনাবাদ নামে এক বৃহৎ জমীদারী আছে, বৃটীশগবর্মেণ্টকে ইহার কর দিতে হয়। সমগ্র রাজ্যে রাজার যাহা আয় হয়, এই জমীদারীতে তদপেক্ষা বেশী আয় হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ রাজা মুসলমানদিগের করদ ছিলেন, সমতল ভূভাগের জন্ম তিনি মুসলমানকে কর দিতেন। মুসলমানেরা লুসাইদিগের হস্ত হইতে রাজ্যের উৎপাত দূর করিবার জন্ম সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই পার্ব্বত্য প্রদেশ রাজার হস্ত হইতে কোন দিন লইতে চেষ্টা করেন নাই। এই রূপেই বোধ হয়, রাজার রাজ্যে কতকটা করদ জমীদারী ও কতকটা স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

প্রতি রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া বড় গোল ঘটে। উত্তরাধিকারপ্রার্থীরা কুকিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করেন। রাজা স্বীয় উত্তরাধিকারী নিরূপিত করিয়া থাকেন। যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, তাঁহার উপাধি যুবরাজ, যুবরাজের পর বড়ঠাকুর পদ। রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজা হন ও বড়ঠাকুর যুবরাজ হন। রাজার পুত্র থাকিলেও যুবরাজ রাজত্ব পাইবেন। যদি রাজা যুবরাজাদি নিযুক্ত করিয়া না যান, তবে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন। এইরূপে যুবরাজ রাজা হইলে তিনি বড়ঠাকুরকেই যুবরাজ পদ দিতে বাধ্য থাকেন। যদি জীবিত থাকেন, বড়ঠাকুরও এক দিন রাজ্য পাইতে পারেন। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যেক রাজার রাজ্যারোহণের সময় কিছু নজরাণা পাইতেন এবং তাঁহারা পোষাক, খেলাৎ ও সনন্দ প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান কালে রাজা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে চলিতে পারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজার সহিত ইংরাজের কোন সন্ধি নাই। প্রত্যেক রাজার রাজ্যারোহণের সময় এখন বৃটীশগবর্মেণ্টকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এক বৎসর রাজস্বের অর্দ্ধেক অংশ উত্তরাধিকার-কর (succession duty) দিতে হয়।

রাজা কতকটা স্বেচ্ছাচারী। রাজার ইচ্ছামত আদেশই আইন। ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন ও বিবাহোৎসবে পালকী ব্যবহার করিতে রাজাদেশ প্রয়োজন হয়। রাজা চিরাচরিত প্রথাগুলি মানিয়া থাকেন। রাজকর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই রাজার স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি। অনেক পদ আবার বংশগত হইয়া গিয়াছে, এইজন্ত অনেক সময়ে ১০।১২ বৎসরের বালকেও জেলার কমিশনরের ন্যায় উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাগবর্মেণ্ট হইতে বাবু নীলমণি দাস নামে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন, ইহার হস্তে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাজ্যের পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। নীলমণি বাবু এখানে বৃটীশগবর্মেণ্টের দৃষ্টান্তে ব্যবস্থাপক সভা, ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী আইন, পুলিস আইন, তামাদি আইন ইত্যাদি প্রচলন করিয়াছেন। কিন্তু রাজাদেশ সর্ব্বোপরি এখনও প্রবল আছে।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সমতলবাসী ও পর্ব্বতবাসী এই দ্বিবিধ প্রজা আছে। সমতলবাসী প্রজারা জেলা ত্রিপুরার লোকের ন্যায়। পশ্চিম সীমায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত স্থানে এবং নোয়াখালী, জেলা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমান্তেই ইহাদিগের বাস। পর্ব্বতবাসীরা খানাবাড়ীর প্রজা নামে অভিহিত। পার্ব্বত্য গ্রামগুলির প্রত্যেকটীতে একজন সর্দ্দার আছে, সেই সর্দ্দারের নামের পর 'বাড়ী' শব্দ যোগ করিয়া সেই গ্রামের নামকরণ করা হয়।

এই প্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বতময়। ভূমি পশ্চিম হইতে উচ্চ। ৫।৬ টী পর্ব্বতমালা সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ব্যবধান। পর্ব্বতে বাঁশবনই অধিক, নিম্নভূমিতে জল ও বেতবনই বেশী। পূর্ব্বদিকের প্রধান পর্ব্বতের নাম জাম্পুই; ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া বেতলিঙ্গ শিব ৩২০০ ফিট উচ্চ। গোমতী, হাওরা, খোয়াই, বলাই, মনু, জুরি ও ফেনী এই কয়টী নদীই প্রধান। এখানে জঙ্গলের বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া নদীতে ফেলিয়া ভাসাইয়া আনে। এই সকল কাঠে অতি উত্তম নৌকা হয়। লুসাইগণ জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ বোড়া বা বোয়া সর্প মারিয়া থাকে, ইহারা সেই সর্পের মাংস আহার করে। জাম্পুই ব্যতীত এদেশে আরও কয়েকটী প্রধান পর্ব্বতমালা আছে, (১) দেবতার মুড়া—প্রধান শিখর চাঁপামুড়া, বড়-মুড়া, শৈশুন মুড়া, দেবতার মুড়া, খাহেলি মুড়া; (২) আঠার মুড়া—প্রধান শিখর চূড়ামণি, আতারমুড়া, জারিমুড়া, তুলা মুড়া; (৩) বাছিয়া পর্ব্বত—প্রধান শিখর বাছিয়া, মাছিয়া, লোলাজারি; (৪) সরদৈঙ্গ পর্ব্বত—শিখর সরদৈঙ্গ; (৫) লঙ্গতরাই পর্ব্বত—শিখর কেজিপুই, সিমবাসিয়া; (৬) সকতলঙ্গ—প্রধান শিখর সকন।

গোমতী নদী—আঠারমুড়া পর্ব্বত হইতে চায়মা ও লঙ্গতরাই পর্ব্বত হইতে রায়মা নামক দুইটী নদী নির্গত হইয়া ডুমরা নামক জলপ্রপাতের কিছু উর্দ্ধে একত্র হইয়া গোমতী নাম ধারণ করিয়াছে। কাশীপাড় ও পিতাপাড়

নামে দুইটী উপনদী আছে, বিবিবাজার নামক গ্রামের নিকট জেলা ত্রিপুরার প্রবেশ করিয়াছে।

মনু নদী—সকন্তলক পর্ব্বতের খোইশিব শিখরে উৎপন্ন হইয়া শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে। দেব ও ছুলাই নামক ইহার দুইটী উপনদী যথাক্রমে কামনাথ ও কমলহাটা নামক স্থানে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই সকল নদীতে পানসী, ডিঙ্গী, শালতি প্রভৃতিই চলে, ৩০ মণের বোঝাই নৌকা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। নানা প্রকার পাথর পাওয়া যায়, কিন্তু চূণাপাথর মোটেই পাওয়া যায় না। কামনাথ ও শিথ্রি পর্ব্বতে দুইটী নদী আছে, তাহাদিগকে 'নুনচড়া' বলে। এই নদীদ্বয়ের উৎপত্তিস্থলের জল লবণাক্ত ও উষ্ণ। জাম্পুই পর্ব্বতে একটী লবণোৎস আছে।

বন মধ্যে হস্তী ও গয়াল বহু সংখ্যক দেখা যায়। হাতী ধরিবার জন্য রাজদরবার হইতে অনুমতি লইতে হয় ও কর দিতে হয়। প্রত্যেক হাতী বেচিবার সময়ও তন্মূল্য হইতে রাজপ্রাপ্য বলিয়া এক-অষ্টমাংস রাজাকে দিতে হয়। বন হইতে শুকপক্ষী ধরিয়া অন্য দেশে চালান দিতে হইলে রাজা তাহার উপর একটা কুত আদায় করেন। এখানকার টিয়া, ময়না ও চন্দনা অতি বিখ্যাত ও আদৃত। বর্ষার সময়ে জঙ্গল বিভাগে মশা, ডাঁশ, মাছি, জোঁক এত বেশী হয়, যে বনবাসীরাও সময়ে সময়ে বাসস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা আগরতলা ও কৈলাসহর এই দুই বিভাগে বিভক্ত। আগরতলা বিভাগে ৪২ হাজার ও কৈলাসহর বিভাগে ৬ হাজার পার্ব্বতীয় লোকের বাস। সমতল স্থানে মোট ২৭ হাজার লোকের বাস। একুনে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস।

পার্ব্বতীয় জাতি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) তিপারা বা টিপ্‌রা [তিপারা দেখ।], (২) জামাইতা, (৩) নওয়াতিয়া ও (৪) রিয়াঙ্গ। এখানে কুকি ও লুসাইদিগেরও বাস আছে। [কুকি ও লুসাই দেখ।] পার্ব্বতীয় উপত্যকায় মণিপুরী জাতিও বাস করে। কুমুল, লুয়াঙ্গ, ময়রাঙ্ ও মেইথেই জাতীয় মণিপুরীই অধিক।

এখানে এই কয়টী জাতীয় উৎসব হয়। (১) চৈত্র মাসের শেষ দিন ইহারা বর্ষবিদায় উপলক্ষে একটী উৎসব করে। ইহাতে ভোজ ও আমোদ আহ্লাদই বেশী, উৎসব ক্রমাগত ৭ দিন চলে। (২) আশ্বিন মাসে ফসল কাটিবার সময় "মিকাটাল" বা নবান্ন নামে উৎসব হয়। পার্ব্বতীয় লোকে এই উৎসব করে। এই উৎসবে দেবতার নিকট জমীর উর্ব্বরতা প্রার্থনা করা হয়। (৩) অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক ধান্য কাটা হইলে নূতন মত্তের এক উৎসব হয়। ইহারা এই উৎসবে 'মলুই' নামক ধান্যে এক প্রকার কাঁজি প্রস্তুত করে। ইহাই পার্ব্বতীয়গণের অতি প্রিয় পেয়। এই উৎসবে দেবতাকে নূতন চাউল উৎসর্গ করিয়া দেয় ও সকলে নূতন চাউলের অন্ন খায়; ছাগল, পক্ষী, শূকর প্রভৃতিও বলি দেয়।

ইহাদের প্রধান উৎসবের নাম 'কের পূজা'। সর্ব্বাপদ শান্তির জন্য আষাঢ় মাসে এই উৎসব হয়। গোপনে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে উৎসব সম্পন্ন করে। উৎসবটী আড়াই দিন হয়। সকলেই প্রথমদিন রাত্রি দশটা হইতে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে ছয়টা পর্য্যন্ত বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে, কেহ বাহিরে যাইতে পায়না, মাঝের দিন অতি অল্পক্ষণের জন্য দুইবার বাহিরে যাইতে পারে, নতুবা অন্য সময়ে নিষিদ্ধ। আগরতলায় রাজপ্রাসাদের নিকট একটা স্থান বাঁশ দিয়া ঘেরা আছে। বাঁশের ডগাগুলি অতি সুন্দর রূপে কেয়ারি করিয়া ছাঁটা। ইহার মধ্যে উৎসবটী সম্পন্ন হয়, ছাগশূকরাদি বলি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে নরবলিও হইত। এই উৎসবের সময় ঐ আসরের বাঁশের বেড়া বদলান হয়। এই করপূজায় রাজা হইতে আপামর সাধারণে যোগ দিতে বাধ্য। এ সময়ে ইহারা অনেকগুলি নিষেধ বিধি প্রতিপালন করে। রাজা হইতে সকলেই জুতা পায় দিতে পারেন না, ছাতা মাথায় দিতে পারেন না, বন্দুক ছুঁড়িতে ও অগ্নি জ্বালিতেও পারেন না। যে ইহা লঙ্ঘন করে, সে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট অপরাধী হয় এবং পুরোহিত তাহার জরিমানা করেন। রাজা ও রাজার আত্মীয়গণ এই উৎসবে নানাবিধ পাপক্ষয়ার্থ অনেক অর্থ দান করেন।

বিদেশীর বাস।—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে লুসাই যুদ্ধের সময় 'বেগার' দিবার ভয়ে অনেকগুলি চাক্‌মা জাতীয় লোক এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

গ্রাম নগরাদি।—এক আগরতলা ভিন্ন নগর পদবাচ্য কোন স্থানই নাই। কৈলাসহর ও ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নামক অপেক্ষাকৃত বৃহৎগ্রামদ্বয়ই সহর পদবাচ্য।

আগরতলা কুমিল্লা হইতে ৩০ মাইল দূরে। এখানে অট্টালিকার বিশেষ আড়ম্বর বা সৌন্দর্য্য নাই। সামান্য দ্বিতল অট্টালিকাই রাজবাটী। এখানে নয় শত মাত্র লোকের বাস। পথ ভাল নাই।

কৈলাসহর—পর্ব্বতমূলে একখানি গ্রাম মাত্র। একটী উপবিভাগের সদর স্থান বলিয়া এখানে বাজার আছে।

এখানকার বাজারে তুলার বিনিময়-বাণিজ্য প্রচলিত আছে। তামাকু, সুপারী ও শুষ্ক মৎস্যের সহিত তুলার বিনিময় হয়।

উদয়পুর—গোমতীর বামতীরে। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে পার্ব্বতীয় তুলার হাট হয়। বাহাদুরী কাঠ, বাঁশ ও তুলার বিনিময়ে পাহাড়ীরা তামাকু, লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান উদয়পুরে কুকিরা বড়ই অত্যাচার করিয়াছিল, অধিকাংশ গ্রামের লোককে মারিয়া ফেলিয়া অনেককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বর্ত্তমান আগরতলা হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন আগরতলা বর্ত্তমান। পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ১ হাজার লোক ছিল। রাজাদিগের বাসও পূর্ব্বে এখানেই ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নূতন আগরতলায় রাজধানী হয়। প্রাচীন আগরতলার রাজবাটী এখনও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বর্ত্তমান। এখানে রাজা রাণীদিগের অনেকগুলি স্মরণস্তম্ভ আছে। পুরাতন রাজবাটীর নিকটে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে পাহাড়ীদিগের চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিমা (পিত্তল নির্ম্মিত মুণ্ড মাত্র) আছে। এই মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে সকলেই এমন কি মুসলমানেরাও প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া থাকে।

প্রাচীন উদয়পুর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজা উদয়মাণিক্য কর্ত্তৃক রাজধানীতে পরিণত ও তাঁহার নামে কথিত হয়। ইহাও গোমতীর বামতীরে অবস্থিত। প্রাচীন রাজবাটী প্রভৃতি এখনও গভীর জঙ্গল মধ্যে বর্ত্তমান আছে। এখানে একটী ৮ ফিট্ দীর্ঘ লৌহ কামান আছে। লোকের বিশ্বাস ইহাতে ফুল কাড়াইলে শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। পথিকেরা কামান দেখিলেই সেলাম করে। এ কামান কাহার, কিরূপে কোথা হইতে আসিল কেহ বলিতে পারে না।

এই প্রাচীন উদয়পুর একটী পীঠস্থান। এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরাদেবী ও ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হইয়াছিল। ভৈরব লিঙ্গ শ্বেতপ্রস্তরোদ্ভূত। ত্রিপুরাদেবীর মন্দিরে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। পীঠমালায় এই পীঠের উক্তি আছে,—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মতাঃ।
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥" (পীঠমালা ১৫ শ্লোক)

ভারতচন্দ্র ভৈরবের নাম নল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেবীর মন্দিরের নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র অট্টালিকার শীর্ষদেশে বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত প্রস্তর-লিপি আছে, মন্দিরের নিকটে একটী বৃহৎ পরিষ্কার জলের দীর্ঘিকা আছে. ইহার আকার ডিম্বাকৃতি। ইহার তীরে ছত্রবেষ্ট জঙ্গল।

ত্রিপুরার ইতিহাস।—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'রাজমালা' নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ আছে, ইহাতে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস লিখিত। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত একটী রাজবংশের অধীনে আছে। রাজমালার মতে এই রাজবংশ চন্দ্রবংশোদ্ভূত। চন্দ্রবংশে যযাতিপুত্র দ্রুহ্য হইতে এই বংশের উৎপত্তিগণনা করা হয়। কিন্তু বহুকাল গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শানজাতি হইতে উৎপন্ন, শানজাতি লৌহিত্যবংশ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজেরা এই জাতির ব্যাখ্যাকালে ইহাকে Tiboeto Burman বলেন।

ত্রিপুরার রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এদেশে প্রচলিত সন অপেক্ষা ৩ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ত্রিপুরাব্দের ১৩০৬ চলিতেছে।

যখন চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ভারতে সম্রাট্ ছিলেন, তখন ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী হিড়িম্বদেশের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতময় রাজ্য "কিরাত" দেশ নামে কথিত হইত। [কিরাত দেখ।] চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র ভারতে সম্রাট্ হন। রাজমালার মতে দ্বিতীয় পুত্র দ্রুহ্য পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া এই কিরাত দেশে আসেন। কিরাত দেশের কপিলা (ব্রহ্মপুত্র) নদীতীরে কতিপয় কিরাতরাজ্যের সহিত দ্রুহ্যর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কিরাতদিগকে পরাজিত করিয়া দ্রুহ্য রাজা হন এবং কপিলাতীরে ত্রিবেগ নামে নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজধানী করেন। দ্রুহ্যকে যযাতি শাপ দিয়াছিলেন, "দ্রুহ্যো তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর অভিপ্রায় কোথাও সিদ্ধ হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজযোগ্য যান, গো, গর্দ্দভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, সর্ব্বদা ভেলা ও প্লুতগতি দ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যেখানে রাজশব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি স্ববংশে সেই দেশে অবস্থিতি করিবে।" (মহা, সম্ভব, ৮৪ অধ্যায়) মহাভারতের মতে ইহার বংশে 'ভোজগণ' উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (মহা, সম্ভব, ৮৫ অধ্যায়)

রাজমালার মতে, এই কিরাতদেশই ত্রিপুরা এবং যযাতিপুত্র দ্রুহ্যই এখানকার প্রথম রাজা। রাজমালার মতে দ্রুহ্যর পর তাঁহার পুত্র ত্রিপুর রাজা হন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে দ্রুহ্যর দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়, বভ্রু ও সেতু। এই সেতুর পৌত্রের নাম গান্ধার। শ্রীমদ্ভাগবতে গান্ধারের পরবর্ত্তী ৫ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে ত্রিপুর নাম নাই। পুরাণ মতে দ্রুহ্যর পুত্র গান্ধার হইতে গান্ধার দেশের নামকরণ হয়। এরূপ স্থলে দ্রুহ্য ভারতের

পূর্ব্বপ্রান্তে না আসিয়া পশ্চিমপ্রান্তে গমন করিয়াছিলেন, তাহাই পৌরাণিক মতে স্বীকার্য্য।

যাহা হউক রাজমালার মতে উক্ত ত্রিপুর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা একই রাজবংশের অধীনে আছে ও সেই সকল রাজার ধারাবাহিক নাম রাজমালায় আছে।

ত্রিপুর রাজ্যারোহণ করিয়া কিরাতরাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে ত্রিপুরা রাজ্য ও কিরাত জাতিকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়া অভিহিত করেন। ত্রিপুর প্রজাপীড়ক ছিলেন এবং শিবদ্বেষী হইয়া রাজ্য হইতে শৈবনাম লোপ করেন। ধর্ম্মদ্বেষী ত্রিপুরের অত্যাচারে ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে অন্য দেশে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি প্রধান প্রজা অত্যাচারীর হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধারের জন্য কামরূপাধিপতিকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি ত্রিপুরাপতির ভয়ে ভীত হইয়া সে বিষয়ে সম্মত হইলেন না। প্রজাগণ হতাশ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ইতি মধ্যে অপুত্রক ত্রিপুরের মৃত্যু হইল। বিধবা রাজ্ঞী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজবংশ লোপ হয় দেখিয়া শিবের আরাধনা করিলেন, শিব বর দিলেন, "তোমাদের ইচ্ছাপূর্ণ হইবে, আমার ঔরসে বিধবা রাণীর গর্ভে এক সুলক্ষণ পুত্র জন্মিবে।" কালে তাহাই হইল। রাজ্ঞী তিন চক্ষুবিশিষ্ট পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নামও ত্রিলোচন রাখা হইল। দশমবর্ষ বয়সে ত্রিলোচন রাজা হন। রাজা ত্রিলোচন ক্রমশঃ প্রজাগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ রাজ্য জয় করিয়া স্বরাজ্যের প্রসর বাড়াইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুরপতিগণের মধ্যে রাজচিহ্ন, ধবলছত্র ও আরঙ্গী প্রথম ব্যবহার করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উহা চলিয়া আসিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী হিড়িম্ব দেশাধিপতি (কাছাড়ের রাজা) ত্রিপুরাপতি ত্রিলোচনের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য তৎসহ স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। মহারাজ ত্রিলোচন শিবভক্ত ছিলেন এবং শিবাদেশে চতুর্দ্দশটী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চতুর্দ্দশ দেবতাই ত্রিপুরাপতিগণের কুলদেবতারূপে আজিও পূজিত হইতেছে।

"হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণকো বিধুঃ।
খাব্ধি গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ॥"

হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, চন্দ্র, আকাশ, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কাম, হিমালয় এই চতুর্দ্দশ দেবতা।

ত্রিলোচন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার জন্য গঙ্গাসাগরক্ষেত্রে লোক পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদ্বেষী ত্রিপুরের রাজত্বকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরা ত্যাগ করায় ত্রিলোচনকে এইরূপ আয়োজন করিতে হয়। বঙ্গদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ত্রিপুর জীবিত আছেন বলিয়া প্রথমতঃ আসিতে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু শেষে ত্রিপুরের মৃত্যুসংবাদে বিশ্বাস হওয়ায় তাঁহারা গিয়া ত্রিলোচনের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই যজ্ঞে কিরাত (ত্রিপুরা) ও কুকিদিগের সংগৃহীত বহুসংখ্যক হংস মহিষাদি বলিদান করা হয়। হিড়িম্বরাজকুমারীর গর্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। রাজমালার মতে এই সকল রাজপুত্র বিষ্ণু ও শিব দেহের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও প্রবাদ আছে যে, রাজবংশধরেরা ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবেন।

রাজমালায় ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারতে কিন্তু ইহার নামোল্লেখ নাই, তবে রাজসূয়-যজ্ঞকালে ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বদেশ জয়কালে সাতজন কিরাত নৃপতির পরাজয় বিবরণ আছে আর ঘোষযাত্রার পর কর্ণকর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্ জয়কালে ত্রিপুরারাজ্যের জয়বিবরণ লিখিত আছে। ভারতযুদ্ধে কোন পক্ষেই বোধ হয় ত্রিপুরাপতি উপস্থিত ছিলেন না, আর রাজসূয়-যজ্ঞকালে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যেও তাঁহার নাম দেখা যায় না; কিন্তু ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না। ত্রিলোচনের বংশাবলী রাজমালায় যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পর্য্যন্ত ত্রিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ১০৯ পুরুষে ৩৬০০ বৎসর হয় এবং প্রতি তিন পুরুষে শতাব্দী গণনায় অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রতি পুরুষে ৩৩ বৎসর হইয়া প্রতি শতাব্দীতে যে এক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, ৩৬০০ বৎসরে সেই হিসাবে আর ৩৬ বৎসর পাওয়া যায়; এই ৩৬ বৎসর ও ১০৯ পুরুষে যে ৩৬০০ বৎসর হইয়াছে, তাহা একুনে ৩৬৩৬ বৎসর হইতেছে সুতরাং রাজমালার বংশাবলী অনুসারে ত্রিলোচন, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র হইতে ৩৬৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরারাজের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র অতি শিশু। এখন যদি যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রজেন্দ্র হইতে ৪৯৬৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হইবে;

কারণ মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে কলিযুগের ৪৯৬৯ বৎসর গত হইয়াছে। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনে ১৩৩৩ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। এই ১৩৩৩ বৎসরে প্রায় ৪০ পুরুষের অভাব দেখা যাইতেছে; কিন্তু মহাভারতে বনপর্ব্বে যখন ত্রিপুরা নাম পাওয়া যায়, তখন অনুমান করিতে হইবে যে ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ববর্ত্তী না হউন তাহার সমসাময়িক বটে। সভাপর্ব্বে, ভীমের দিগ্বিজয়ে যখন কিরাতরাজ্যের নাম ত্রিপুরা নাম নাই, কিরাত নামই আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বর্ত্তমান থাকিলেও তখনও স্বরাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহাও সম্ভব। কারণ রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনপ্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষাবস্থায় ঘোষযাত্রা ঘটে। তৎপরে কর্ণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়, সুতরাং ভীম কর্ত্তৃক কিরাতরাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে। এই ঘটনা হইতে অনায়াসে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। রাজমালা মতে ত্রিপুর দ্রুহ্যের পুত্র। ইহা স্বীকার করিলে ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন, কিন্তু ত্রিপুরায় একটী প্রবাদ আছে যে, "ত্রিপুর দ্রুহ্যর পুত্র নহেন কেবল উত্তর পুরুষ মাত্র। দ্রুহ্য হইতে দ্বাত্রিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।" এই প্রবাদে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যর অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আর যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ৭৮শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান, [মহাভারত আদিপর্ব্বের সম্ভব পর্ব্বান্তর্গত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক শেষ বিবৃত বংশতালিকা দেখ।] পৌরাণিক বিবরণে ৪।৫ পুরুষের অন্তর (১৫০।১৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও) ধর্ত্তব্য নহে। অতএব রাজমালার মতে ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করা অপেক্ষা মহাভারত মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করাই সঙ্গত। কিন্তু এস্থলে বলা উচিত ঐ সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

রাজমালার মতে ত্রিলোচন ত্রিপুরের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, কিন্তু ত্রিলোচনের জন্ম বিবরণের যে উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

কল্যব্দ ধরিয়া গণনায় সময়েও দেখা গিয়াছে যে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর বা ৪০ পুরুষের অন্তর দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে উক্ত ৪০ পুরুষ অথবা প্রায় সেই সংখ্যক কয়েক পুরুষ ত্রিপুরের ন্যায়ই দেবদ্বিজদ্বেষী ছিলেন বলিয়া রাজমালার কবি স্বীয় ইতিহাসে উক্ত দেবদ্বিজদ্বেষী রাজগণের উল্লেখ না করিয়া একেবারে শৈব ও দ্বিজভক্ত নৃপতি ত্রিলোচনকে শিববরে প্রাপ্ত শিবপুত্র বলিয়া বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিলোচন যে বাস্তবিক চন্দ্রবংশোদ্ভব নহেন, রাজমালাও তাঁহাকে শিবৌরসজাত বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করাইয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির হইয়াছে, যে মণিপুর রাজবংশের ন্যায় ত্রিপুরার রাজবংশও শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে হয় তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের কোন বিশেষ সুবিধা নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বেই দেখা গেল যে দ্রুহ্য হইতে ত্রিপুরের মধ্যে ৩২ জনের নাম অভাব এবং ত্রিপুর হইতে ত্রিলোচনের মধ্যে ৪০ জনের নাম অভাব। কে জানে, এই উভয় সময়ের মধ্যে রাজ্য এক রাজবংশ হইতে অপর বংশের হস্তে যায় নাই।

যাহা হউক এখন রাজমালাধৃত ইতিহাসের অনুসরণ করা যাউক। ত্রিলোচন বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে তাঁহার শ্বশুর হিড়িম্বপতির মৃত্যু হয়। হিড়িম্বপতি অপুত্রক ছিলেন। ত্রিপুরার দ্বাদশ জন রাজকুমার মাতামহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া পরস্পরে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, ত্রিলোচন স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিড়িম্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রাতৃবিরোধ শান্ত করিলেন। মহারাজ ত্রিলোচন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তাঁহার ন্যায় দীর্ঘায়ু রাজা আর কেহ ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পিতার আদেশানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাতামহরাজ্য হিড়িম্বদেশে রাজা হইয়াছিলেন, তিনিই পৈতৃক রাজ্যলাভার্থ রাজা দক্ষিণের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। সাতদিন ক্রমাগত উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইলে হিড়িম্বরাজ মধ্যম ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন এবং উভয় রাজ্য একত্র শাসন করিতে লাগিলেন। রাজ্যচ্যুত রাজা দক্ষিণ ও তাঁহার অপর দশ ভ্রাতা ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিয়া খালানসা নদী পার হইয়া একস্থানে বাসস্থান স্থির করেন। মহারাজ ত্রিলোচনের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজমালায় পাওয়া যায় না।

কিছুকাল পরে প্রজাবিদ্রোহে হিড়িম্বরাজ রাজ্যচ্যুত ও প্রবাসী রাজা দক্ষিণ পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। মহারাজ দক্ষিণের পর তৎ পুত্র তদ্দক্ষিণ রাজা হন। তাঁহা

হইতে প্রমার পর্য্যন্ত ৫৩ জন রাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরার কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। মহারাজ প্রমারের পুত্র কুমার রাজা হইয়া শ্যামলনগরে শিবদর্শনার্থ গমন করেন। শ্যামল নগর শিবের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই শ্যামল নগর কোথায় তাহা জানা যায় না, তবে চট্টগ্রামের উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ শম্ভুনাথ শিবমন্দির অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয় এবং এখনও সেই মন্দির সংস্কারের ব্যয় ত্রিপুরা-রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়। বোধ হয় এই স্থানই সেকালে শ্যামলনগর নামে কথিত হইত।

রাজমালায় ত্রিলোচন হইতে অধস্তন ২১শ পুরুষ মহারাজ ঈশ্বরকে 'ফা' উপাধিযুক্ত দেখা যায়। ত্রিপুরা ভাষায় 'ফা' অর্থে 'পিতা'। কোন কোন নৃপতি গৌরবার্থ এই 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ কুমারের পর তাঁহার পুত্র সুকুমার, তৎপরে তাঁহার পুত্র তরুরাও এবং তাঁহার পরে তৎপুত্র রাজ্যেশ্বর ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ রাজ্যেশ্বর অতিশয় ক্রোধনস্বভাব ছিলেন। তিনি পুত্রলাভাশয়ে শিবোদ্দেশে তপস্যা করেন, কিন্তু তপস্যায় সফল না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্দির মধ্যে শিবপ্রতিমার পদদ্বয় বাণবিদ্ধ করেন। শিব এই অপরাধে ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। অবশেষে মহারাজ রাজ্যেশ্বর শিবের উদ্দেশে অতিকষ্টে দুইটী নরবলি দিয়া দুইটী পুত্রলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে ত্রিপুরায় নর বলির প্রথম সূত্রপাত হয়। মহারাজ রাজ্যেশ্বরের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিশলিরাজ রাজা হন। তিনি অপত্যহীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজাং-ফা রাজা হইলেন। তাঁহার পর আর সাত জন রাজা হন; তাঁহাদের রাজত্বকালে বিশেষ ঘটনা কিছু ঘটে নাই।

তৎপরে মহারাজ প্রতীত রাজ্যারোহণ করিয়া হিড়িম্বরাজের সহিত উভয় রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন এবং উভয় রাজ্যের সন্ধি স্থলে শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া উভয় রাজা শপথ করেন যে যদি তাঁহারা পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করেন, তবে চিরকৃষ্ণ কাকও শ্বেতবর্ণ হইয়া যাইবে। উভয় রাজ্যের এবম্বিধ দৃঢ় সৌহার্দ্দ্যে পার্শ্ববর্ত্তী অপর রাজগণ ভীত হইয়া উভয় রাজ্যের বিচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন। শেষে কোন রাজা ত্রিপুরেশ্বরকে একটী সুন্দরী রমণী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। হিড়িম্বরাজ ইহার রূপলাবণ্য শ্রবণে ত্রিপুরেশ্বরের কবল হইতে উদ্ধারার্থ যত্ন করেন, কিন্তু বিবাদ না বাধিতে বাধিতে মিটিয়া যায়। মহারাজ প্রতীতের পর আর চারিজন রাজা হন। ইহাদের সময়ের কোন ঘটনা প্রকাশ নাই।

তৎপরে মহারাজ জনক-ফা রাজা হন। ইনি বড় যুদ্ধকুশল ছিলেন। ইনি রাজ্য-সীমা-বর্দ্ধনাশায় দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করেন। শেষে রাঙ্গামাটির অধীশ্বর লিক দশ সহস্র সুশিক্ষিত কুকিসৈন্য লইয়া তাঁহার গতি রোধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে পলাইতে হয়। মহারাজ জনক-ফা রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরাপুর পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু বহু যুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ২০ জন রাজা হন, তাঁহাদের নাম মাত্র ইতিহাসে আছে।

তৎপরে সিংহতুঙ্গ-ফা রাজা হন। ইহার সময় আরাকানরাজের একজন চৌধুরী নানা মণিমাণিক্য উপ-ঢৌকন লইয়া গৌড়পতির নিকট যাইতেছিল। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বর এই সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরা জয়ের জন্য এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ত্রিপুরপতি গৌড়েশ্বরের সেনাবল বুঝিয়া ভীত হইয়া সন্ধি করিতে চাহেন, কিন্তু রাজ্ঞী স্বামীকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, 'তোমাদের রাজা শৃগালের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা ইচ্ছা করি না। আমি স্বয়ং যুদ্ধ করিব, যাহার ইচ্ছা হয় সে আমার সঙ্গে এস, কুলগৌরব রক্ষা কর।' সমস্ত সৈন্য রাজ্ঞীর সহিত প্রস্তুত হইল। রাজ্ঞী সৈন্যগণের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে মহিষ ও ছাগমাংস দ্বারা পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। পরদিন যুদ্ধ হইল। ত্রিপুররাজ্ঞী হস্তীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যপরিচালন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গৌড়সেনা প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইল। এ সময় কে গৌড়াধিপ ছিলেন তাহা বলা যায় না, রাজমালায় তাঁহার নাম নাই। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুঞ্জহোম-ফা পিতার ন্যায় শান্তস্বভাব ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহার মাতার ন্যায় তেজস্বিনী ও বিদুষী ছিলেন। মহারাজ কুঞ্জহোম-ফার পর তৎপুত্র ডানকুরু-ফা রাজা হন। তাঁহার আঠারটী পুত্র হয়। ভবিষ্যতে আঠারটী পুত্রের মধ্যে কাহাকে রাজ্যদান করা যাইতে পারে ইহা নিরূপণার্থ মহারাজ ডানকুরু-ফা ৩০টী ক্রীড়াশীল কুক্কুটকে অনাহারে কিয়ৎকাল রুদ্ধ করিয়া রাখেন, শেষে পুত্রগণকে লইয়া

একত্র আহার করিতে বসিয়া ঐ সকল ক্ষুধাতুর কুক্কুটকে তাঁহাদের আহারের স্থানে গোপনে ছাড়িয়া দিতে জনৈক অনুচরকে আদেশ দিলেন। কুক্কুটসকল ছাড়া পাইয়া অন্নপাত্রে মুখ দিতে আসিলে মহারাজ পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে পার যে কোন উপায়ে ইহাদিগকে নিরস্ত কর। অনেকেই নানা উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু একবারে বহুসংখ্যক কুক্কুটকে বাধা দিতে পারিলেন না। শেষে কনিষ্ঠ রাজকুমার রত্ন-ফা কতকগুলি অন্ন লইয়া কিছুদূরে ছড়াইয়া দিলেন, তখন সমস্ত কুক্কুট সেই স্থানে ভোজনে নিযুক্ত হইল। নৃপতি কনিষ্ঠ কুমারের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিলেন।

মহারাজ দানকুরু-ফার মৃত্যুর পর রাজকুমারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া পিতৃনির্ব্বাচিত রাজকুমার রত্ন-ফাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজা-ফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

কুমার রত্ন-ফা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, গৌড়ে তখন তুঘ্‌রিল খাঁ শাসনকর্ত্তা। ইহার সহিত রত্ন-ফার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইল। তিনি কুমারকে চারি বৎসর কাল সমাদরে রাখিয়া এক দল বৃহৎ সৈন্য দিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন। রত্ন-ফা সসৈন্যে ত্রিপুরাপ্রান্তে উপস্থিত হইলে রাজবংশের অনেক সুহৃদ্ তাঁহার সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ পরাজিত হন। কুমার রত্ন-ফা নিষ্কণ্টক হইবার জন্য কুচক্রী সপ্তদশ ভ্রাতার প্রাণনাশ করিয়া রাজা হইলেন। সম্ভবতঃ ৬৮৯ ত্রিপুরাব্দে (১২৭৭ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটে। এই ত্রিপুরাব্দ ত্রিপুরার রাজাদিগের নিজ প্রতিষ্ঠিত একটী অব্দ। ইহা কাহা কর্ত্তৃক কোন সময় কেন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুই জানা যায় না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়, তখন ত্রিপুরাব্দ ১২৭২, সুতরাং খৃষ্টাব্দে ও ত্রিপুরাব্দে ৫৯০ বৎসরের অন্তর। অতএব খৃষ্টীয় ৫৮২ অব্দে প্রথম ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু কাল হইতে ১১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। ১১৮০ বৎসরে ৩৫।৩৬ পুরুষ ধরা যাইতে পারে, তাহা হইলে মহারাজ শিবরাজ বা দেবরাজের সময় ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

মহারাজ রত্নফা রাজ্য লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তুঘ্‌রিলকে ১০০ হস্তী ও বহুবিধ মণিমাণিক্য প্রদান করেন। ইহার মধ্যে এরূপ একটী বৃহৎ রত্ন ছিল যে তত বড় রত্ন গৌড়েশ্বরেরও ছিল না। তুঘ্‌রিল এই রত্ন পাইয়া মহানন্দে রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি ও ৪০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রদান করেন। রত্ন-ফা মহোপকারী বন্ধুদত্ত উপাধি ধারণ করিয়া নিয়ম করেন যে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বংশধর প্রত্যেক রাজা এই মাণিক্য উপাধি ধারণ করিবেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই ঘটনাকে তুঘ্‌রিল কর্ত্তৃক ত্রিপুরা-বিজয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরা-বিজয় না হউক মুসলমানের সঙ্গে ত্রিপুরার এই প্রথম সংস্রব বটে। মিঃ মার্শমান স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা গয়াস্‌-উদ্দীন ত্রিপুরার রাজার নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমালায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। মহারাজ রত্নমাণিক্য স্বরাজ্যে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের পর প্রতাপমাণিক্য রাজা হন। ইহার সময় সুবর্ণগ্রাম হইতে বঙ্গাধিপ শাম্‌স্‌-উদ্দীন্ প্রতাপমাণিক্যকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্যতীত সমস্ত স্থান মুসলমানের অধিকৃত হয়। প্রতাপ মাণিক্যের প্রপৌত্রের সময়াবধি এই সকল স্থান মুসলমান অধিকারেই ছিল। মহারাজ প্রতাপের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ মুকুট রাজা হন। মহারাজ মুকুটমাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র মহামাণিক্য রাজা হন। মহারাজ মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধর্ম্ম তাঁহার জীবদ্দশাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধন তাঁহার মৃত্যুকালে অতি শিশু ছিলেন।

মহারাজ মহামাণিক্য বসন্তরোগে মারা যান। কুমার শ্রীধর্ম্ম তখন সন্ন্যাসী হইয়া কাশীতে ছিলেন। মহারাজ মহামাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া কাশীতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং বলেন 'কুমার, আপনার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সৈন্যেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আপনি জীবিত থাকিতে অন্যের কথা দূরে থাক কনিষ্ঠ কুমারকেও সিংহাসনে বসিতে দিবে না।' রাজকুমার এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরায় আসিয়া রাজ্যভার লইলেন। ইনি ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য লাভ করেন। ইনি মুসলমানদিগের অধিকৃত ত্রিপুরার রাজ্যাংশ সকল উদ্ধার করেন। মহারাজ এই সকল প্রদেশ এরূপ ভাবে লুঠ করেন যে কিছু দিন অধিবাসীদিগকে বল্কল পরিধান করিতে হইয়াছিল। ইহার পর প্রতিশোধ দিবার জন্য গৌড়াধিপ আজম শাহের সৈন্যকে পরাজয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ লুঠ করেন। কুমিল্লা নগরে ইনি একটী

বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া ধর্ম্মসাগর নাম দেন। ইহার কার্য্য শেষ হইতে ২ বৎসর লাগে। ইনি তাম্রশাসনের দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করেন। ইহার সময় ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। ইহারই সময়ে বাঙ্গালা পদ্য ছন্দে 'রাজমালা' রচিত হয়। ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য স্বর্গলাভ করেন। মহারাজ শ্রীধর্ম্মের পর ৮৪৯ ত্রিপুরাব্দে (১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হন। রাজমালায় তাঁহার নাম নাই। অতি অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে তিনি বিনষ্ট ও শ্রীধর্ম্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধন রাজা হইলেন। শ্রীধনমাণিক্য রাজা হইয়াই পরাক্রান্ত সেনাপতিবৃন্দের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন। একদিন তাঁহার পীড়ার সংবাদ দিয়া এক নিভৃত স্থানে দুর্দ্দান্ত সেনাপতিগণকে আহ্বান করিলেন। এই নিভৃত স্থানে কতিপয় গুপ্তচর রাজাদেশে উপস্থিত ছিল, তাহারা সেনাপতিগণকে আক্রমণ করিয়া কাটিয়া ফেলিল। দুর্বৃত্তগণ বিনষ্ট হইলে সমরকুশল বিশ্বস্ত রায় চয়চাগ নামক ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিয়া মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে একটী শ্বেত হস্তী বহির্গত হয়। মহারাজ তাহাকে ধরিয়া আনিতে বলেন। কুকীরা ধরে, কিন্তু রাজার নিকট না পাঠাইয়া দেওয়ায় সেনাপতি চয়চাগ রায় থানাসী নগরে কুকিরাজকে পরাজয় করিয়া হস্তী উদ্ধার ও কুকিদিগকে চিরবশীভূত করিয়াছিলেন। ইহারা এখনও অনেকাংশে ত্রিপুরারাজের বশীভূত। তৎপরে বীরবর চয়চাগ ৯২২ ত্রিপুরাব্দে (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) আরাকানরাজের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরাভুক্ত করেন। গৌড়ের নবাব সৈয়দ হোসেন শাহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌরমল্লিক নামক একজন বাঙ্গালীকে সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করেন। কুমিল্লায় চয়চাগ ও গৌরমল্লিকের যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাসৈন্য পরাজিত হইয়া ছুটিয়া গেলে মুসলমান-সেনা মেহেরকুলদুর্গ অধিকার করিয়া রাঙ্গামাটির দিকে অগ্রসর হয়। সেনাপতি চয়চাগ পথমধ্যে সোণামাটির দুর্গে আশ্রয় লইয়া গোমতী নদীতে একটী বাঁধ দিয়া ৩ দিন জলস্রোত বদ্ধ রাখেন। মুসলমানেরা নদী শুষ্ক ভাবিয়া হাঁটিয়া পার হইবার জন্য যেমন নদীগর্ভে নামিল, অমনি সেনাপতি বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। অধিকাংশ মুসলমান সেনা জলে ডুবিয়া মারা গেল। যাহারা উদ্ধার হইতে পারিল, তাহারা চণ্ডীগড়ে আসিয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু রাত্রিতে ত্রিপুরার সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করিয়া অনেককে বিনষ্ট করিল। অতি অল্পসংখ্যক সেনা প্রাণ লইয়া গৌড়ে পলাইল। মেহেরকুলদুর্গে শত্রুকে পরাজিত করিবার আশায় মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটী কৃষ্ণকায় চণ্ডাল বালককে ভবানীর নিকট বলি দিয়াছিলেন। তৎপরে চয়চাগ আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়া লয়েন। হৈতন খাঁ নামক গৌড়ের আর একজন সেনাপতি এই সময় আবার ত্রিপুরাভিমুখে আগমন করেন। কুমিল্লার নিকট যুদ্ধ হয়, প্রথম যুদ্ধে চয়চাগ পরাজিত হন, কিন্তু শেষে পূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া গুপড়িয়া দুর্গের নিম্নে মুসলমান সেনা ভাসাইয়া দেন। মুসলমানের মধ্যে যাহারা বাঁচিল, তাহারা গুপড়িয়া দুর্গে আশ্রয় লইল এবং দ্বিগুণ সৈন্য না হইলে ত্রিপুরাজয় অসম্ভব বিবেচনায় পলাইল, অনেকে বন্দীও হইল।

ত্রিপুরায় পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বার্ষিক এক সহস্র নরবলি হইত। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য তাহা রহিত করিয়া অপরাধী ও যুদ্ধে বন্দী শত্রুদিগকে বলি দিবার প্রথা প্রচলন করেন। তিনি মিথিলা হইতে গীতবাদ্যবিশারদ লোক আনাইয়া স্বরাজ্যে সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার করেন। তদবধি রাজবংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই সঙ্গীতে কিছু না কিছু অনুরাগ দেখা যায়। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটী শিবমন্দির ও ১ মণ স্বর্ণে ভুবনেশ্বরী-প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। ৯২৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। মহারাণী সহমৃতা হন। শ্রীধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য রাজা হন। ৬ বৎসর রাজত্বের পর ইন্দ্র নামে এক শিশু পুত্র রাখিয়া মহারাজ ধ্বজমাণিক্য স্বর্গলাভ করেন।

তৎপরে ধ্বজমাণিক্যের কনিষ্ঠভ্রাতা দেবমাণিক্য ৯৩২ ত্রিপুরাব্দে (১৫২২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম হইতে প্রচুর ধন ও কতিপয় দুষ্ট ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনেন। বন্দীদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়। চোন্তাই (চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক) এই সময় রাজাকে বলেন, 'শিব স্বপ্নাদেশে প্রধান সেনাপতিগণের রক্ত চাহিয়াছেন।' দেবতার প্রসন্নতা-লাভের জন্য মহারাজ দুই পুরোহিতের মন্ত্রণায় ৮ জন প্রধান সেনাপতিকে বধ করেন। কিছুদিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, চোন্তাই ধ্বজমাণিক্যের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টায় আছেন। তখন তিনিও সতর্ক হইলেন; কিন্তু আবার সুবিধা মত চোন্তাই গোপনে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্ঞীর সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

৬ মাস পরে সৈন্যেরা জানিল যে চোন্তাই রাজ্ঞীর পরামর্শে দেবমাণিক্যকে বিনাশ করিয়াছে, তখন তাহারা উন্মত্ত হইয়া পাপিষ্ঠ চোন্তাই, পাপিনী রাজ্ঞী ও পাপীয়সীর গর্ভজাত শিশু মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া একটা গর্ত্তে সমাহিত করিল।

তৎপরে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়মাণিক্য ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। বিজয় রাজা হইয়া দেখিলেন মন্ত্রীই প্রকৃত রাজা, তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র। তখন তিনি গোপনে অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া মন্ত্রীকে বিনাশ করেন। ইঁহার সময় দিল্লীর সম্রাট্ ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। বিজয়মাণিক্য কয়েক সহস্র পাঠান অশ্বারোহী সেনা নিযুক্ত করেন। খাসিয়ার রাজা তাঁহাকে বার্ষিক ৫টী হস্তী ও ১০টী অশ্ব করস্বরূপ দিতেন। জয়ন্তিয়ার রাজা গর্ব্বে অধীনতা স্বীকার না করায় বিজয়মাণিক্য তাঁহার বিনাশার্থ ১২ শত হাড়ীকে ১২ শত কোদালী দিয়া প্রেরণ করেন। হাড়ীর হস্তে কোদালীর আঘাতে প্রাণ যাওয়া অতিশয় অপমানকর বোধে জয়ন্তীরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎপরে তিনি পাঠানসেনাকে চট্টগ্রাম অধিকারার্থে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের বেতন বাকী ছিল বলিয়া তাহারা রাজাকে বধ করিতে উদ্যোগী হয়। মহারাজ বিজয়মাণিক্য তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া বন্দী করেন ও চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেন। তৎপরে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতি সহ মহম্মদ খাঁ নামক সেনাপতিকে ত্রিপুরায় পাঠান। চট্টগ্রামে ৮ মাস যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরায় সেনাপতি বিনষ্ট হইলেও শেষে মুসলমানেরা পরাজিত হয়। সেনাপতি মহম্মদ খাঁ লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রাজধানীতে নীত ও চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি রূপে প্রদত্ত হন।

কিছু দিন পরে বিজয়মাণিক্য নিজে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ২৬ হাজার পদাতি, ৫ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচহাজার নৌকা ছিল। সুবর্ণগ্রামে প্রথম যুদ্ধ ঘটে, মুসলমানেরা পরাজিত হয়। তৎপরে তিনি লাক্ষানদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা পর্য্যন্ত নানা স্থান লুট পাট করিয়া চলিয়া আসেন। ব্রহ্মপুত্রতীরে আসিয়া লুটের সামগ্রী রাজধানীতে পাঠাইয়া তিনি শ্রীহট্ট লুটিতে যান। শ্রীহট্ট লুটিয়া সেখানে একগ্রামে সমস্ত অধিবাসীকে বিনাশ ও সেখানে কতিপয় জলাশয় খনন করাইয়া ফিরিয়া আসেন।

বিজয়মাণিক্য একদিন কামুক হইয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অমর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। একজন জ্যোতিষী রাজাকে বলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবেন। ইহা শুনিয়া তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রেরণ করেন। বিজয়মাণিক্য প্রবল পরাক্রমে ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৯৩ ত্রিপুরাব্দে বসন্তরোগে স্বর্গ গমন করেন। কতিপয় রাজ্ঞী সহমৃতা হন।

তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত শ্বশুরের সাহায্যে রাজা হন, কিন্তু দেড় বৎসর পরে শ্বশুর কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন। তাঁহার রাজ্ঞী অনুমৃতা হইতে চাহিলে তাঁহার পিতা গোপীপ্রসাদ নিবারণ করেন। শেষে রাজ্ঞী নিজে সিংহাসনে বসিতে চাহেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জামাতৃহন্তা গোপীপ্রসাদ কন্যাকে সিংহাসন না দিয়া নিজে উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করিলেন এবং কন্যাকে চণ্ডীগড় গ্রাম জায়গীর দিয়া তাঁহাকে হস্তীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করিলেন। গোপীপ্রসাদ প্রথমে ধর্ম্মনগরের তহসীলদার ছিলেন। তৎপরে রাজার পাচক, পরে চৌকীদার এবং শেষে শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ করায় সেনাপতি হন।

উদয়মাণিক্য রাজধানী রাঙ্গামাটির নাম বদলাইয়া উদয়পুর নাম দেন। তাঁহার সময়ে বহু জলাশয় ও প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হয়। তাহার ২৪০টী স্ত্রী ছিল। তাঁহাদের অনেকেই ভ্রষ্টা ছিলেন। এই সময় গৌড়ের একজন মুসলমান রাজপুত্র ত্রিপুরায় ভ্রমণার্থ আসেন। মহারাজ তাঁহাকে সমাদরে রাখিয়াছিলেন। ভ্রষ্টা রাণীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহারও সহিত আসক্ত হয়। উদয়মাণিক্য জানিতে পারিয়া গৌড় রাজপুত্রকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত ও ভ্রষ্টা স্ত্রীদিগকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করেন।

মোগলেরা আবার এই সময় চট্টগ্রাম অধিকার করে। যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরসৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধের ৫ বৎসর পরে কোন স্ত্রীলোক বিষদানে রাজার প্রাণ নষ্ট করে। উদয়মাণিক্যের সময় ত্রিপুরায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে বহু প্রজা নষ্ট হয়।

উদয়মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০৬ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৬) রাজা হন। তিনি নামে রাজা হইলেন, তাঁহার পিতৃব্য রঙ্গনারায়ণই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, মহারাজ অনন্তমাণিক্যের পিতৃব্য (বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা) অমর অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাকে শীঘ্র দমন না

করিলে পুরাতন রাজবংশ আবার সিংহাসন পাইবে। এই বিবেচনা করিয়া রত্ননারায়ণ অমরকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তথায় অমরের এক বন্ধু তরবারি দ্বারা একটী পাণ বিখণ্ড করিয়া অমরকে ইঙ্গিত করিলেন। অমর সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া হঠাৎ অসুস্থতার ভান করিয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। তৎপরে উভয়ে উভয়ের যথার্থ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রত্ননারায়ণ ভীত হইয়া দুর্গে আশ্রয় লইলেন ও পত্রদ্বারা স্বীয় ভ্রাতাকে সসৈন্যে আসিয়া অমরকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। পথে পত্রবাহক অমরের হস্তে পতিত ও বন্দী হইল। অমর রত্নের হস্তাক্ষরের ন্যায় এক কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত করিয়া রত্নের নিজ বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। রত্নের ভ্রাতা পত্র পাইয়া বাহককে যেমন আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া মস্তক লইয়া আসিল। অমর সেই মস্তক দুর্গ মধ্যে রত্নের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রত্ন মস্তক দর্শনে আকুল হইয়া ভাবিলেন যে যখন ভ্রাতা নিহত, তখন অবশ্যই তাহার সৈন্য বর্গও নিহত হইয়াছে। নিজেও ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন। দুই দিবস গোপনে থাকিবার পর অমরের এক সৈনিক তাঁহাকে দেখিতে পায় ও তাঁহাকে বিনাশ করিয়া মস্তক লইয়া অমরকে উপহার দেয়। অমর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাহসনারায়ণ উপাধি দেন।

জয়মাণিক্য এই সংবাদ শুনিয়া অমরকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত অত্যাচার করিতেছেন কেন? অমর অস্ত্রমুখে উত্তর দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ জয়মাণিক্য ভীত হইয়া পলাইলেন। অমরের সৈন্য তাঁহাকে পথে ধৃত করিয়া বিনাশ করিল। এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া জয়মাণিক্য নিহত হন।

১০০৭ ত্রিপুরাব্দে অমরমাণিক্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজ অমরমাণিক্য রাজা হইয়াই ত্রিপুরার সমস্ত ভূম্যধিকারীকে লিখিলেন, 'একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইতে হইবে, এজন্য তাঁহারা সকলেই যেন কোদালী প্রেরণ করেন।' তদনুসারে ৯ জন জমীদার ৭০০০ কোদাল পাঠাইয়া ছিলেন। ইহা দ্বারা উদয়পুরে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান হয়, তাহা আজিও অমরসাগর নামে বর্ত্তমান আছে। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের জমীদার এই কার্য্যে কোদালী পাঠান নাই বলিয়া মহারাজ অমর তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য ২২ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। জমীদার পলাইয়া শ্রীহট্টে মুসলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় লয়েন। তাঁহার পুত্র বন্দী হন। অমরমাণিক্য ইহা শুনিয়া শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। অমরমাণিক্য পঞ্চখণ্ড হ করিয়া সূর্য্যোদয় কালে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, মধ্যাহ্নে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যাকালে মুসলমানেরা পরাজিত হয়। ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটে। শ্রীহট্ট এই সময় হইতে ত্রিপুরার করপ্রদ হয়। নোয়াখালীর অন্তর্গত বলুয়াকের জমীদার প্রথমতঃ অমরমাণিক্যকে কর দেন নাই। তিনি বলেন অমর ভুক্তা নহেন, সুতরাং তিনি রাজ্যের বিধিসঙ্গত অধিকারী হইতে পারেন না। মহারাজ অমর তাহা শুনিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে করপ্রদ করেন। এই সময় বাঙ্গলা চন্দ্রদ্বীপ অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। অমরমাণিক্য ধনলোভে সে রাজ্য লুণ্ঠন করেন; তথা হইতে বহুসংখ্যক লোককে দাসরূপে বন্দী করিয়া আনেন এবং কতকগুলিকে দাসরূপে বিক্রয় করেন। তৎপরে অমরমাণিক্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান, তুলাপুরুষ ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১০১৯ ত্রিপুরাব্দে বাঙ্গালার নবাব ইস্লাম খাঁ রাজধানী ঢাকা হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। অমরমাণিক্যের ইশা খাঁ নামে একজন মুসলমান সেনাপতি ছিল। বৃহৎ একদল সেনা দিয়া মহারাজ অমর তাঁহাকেই যুদ্ধে পাঠাইলেন। ইশা খাঁ শত্রু সম্মুখীন হইয়াও সময়ের অপেক্ষায় আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী তাহা শুনিয়া আরও একদল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন ও ইশা খাঁকে আদেশ দিলেন যে আর সময়াপেক্ষা না করিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। ঐ সময় অমরমাণিক্যের মহিষী ইশা খাঁকে প্রসাদস্বরূপ স্বীয় চরণামৃত প্রেরণ করেন। ইশা খাঁ রাণীর এই অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও অল্প পদাতি লইয়া বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। প্রথম উদ্যমে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলাইল। ইশা খাঁ জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অমরমাণিক্য তৎপরে আরাকান আক্রমণ করেন ও তদন্তর্গত কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করেন। আরাকানপতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সাহায্য লইয়া আরাকানরাজ ত্রিপুরারাজকে আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি পরাজিত হইলেন; কিন্তু তিনি আবার বলসংগ্রহ করিয়া আরাকান আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আরাকানরাজ এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। উভয়পক্ষে সম্মত হইলেন যে আগামী দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে যুদ্ধ হইবে। কারণ যুদ্ধে বন্দী ব্যক্তিদিগকে দুর্গার নিকট বলি দিতে পারা যাইবে।

ত্রিপুরাসৈন্য ফিরিল, আরাকানপতি এই সুযোগ বুঝিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইলেন। ত্রিপুরাপতি স্বীয় পুত্রত্রয়কে সৈন্যাপত্য দিয়া এক দল বৃহৎ সেনা পাঠাইলেন। আরাকানপতি ভীত হইয়া গজদন্তনির্ম্মিত মুকুট উপহার দিয়া কুমারদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মুকুটাধিকার লইয়া কুমারত্রয়ের মধ্যে একতার অভাব হইল। এই সুযোগে আরাকানরাজ ত্রিপুরার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। কুমারত্রয়ের মধ্যে একজন এক আহত হস্তীতে আরোহণ করিতে গেলে হস্তী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পদতলে ফেলিয়া নিহত করে; এবং অপর দুইজন পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মগেরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল। আবার একটা যুদ্ধ হয়। এবার ত্রিপুরার পাঠান অশ্বারোহীরা অবাধ্য হওয়ায় কুমার পরাজিত হন। মগেরা রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হয়। অমরমাণিক্য দুর্লক্ষণ বুঝিয়া রাজধানী ছাড়িয়া দেওঘাট নামক স্থানে পলায়ন করেন। মগেরা উদয়পুর লুটিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি ফেনী নদী ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। চট্টগ্রামাদি স্থান আরাকান রাজ্যভুক্ত হইল। মহারাজ রাজ্যের অবস্থা, পুত্রগণের বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি চিন্তা করিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শেষে একদিন পবিত্র মনুনদীতে স্নান করিয়া অহিফেন ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহিষীও সহমৃতা হন।

১০২১ ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর রাজা হন। তিনি শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব ছিলেন, কেবল দৈবকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একটী উৎকৃষ্ট বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরে ৮ জন গায়ক সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে বিস্তর জমী দান করেন। মন্ত্রিগণ এত অধিক ভূমিদানে আপত্তি করায় মহারাজ রাজধর বলেন, "শেষ অবস্থায় আমার অদৃষ্টে কি হইবে কে বলিতে পারে। সময় থাকিতে পরকালের উপায় করিয়া রাখা ভাল।" এদিকে বাঙ্গালার নবাব রাজধরের এই অবস্থা শুনিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতির কৌশলে তাহারা পরাজিত হয়। রাজধর ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া গোমতী-জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপরে ১০২৩ ত্রিপুরাব্দে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) রাজধরের পুত্র যশোধর রাজা হন। ইনি রাজা হইয়াই ত্রিপুরায় মগদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইহার সময়ে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর করস্বরূপ কয়েকটী হস্তী চাহিয়া পাঠান। মহারাজ যশোধর তাহা দিতে অস্বীকার করায় দিল্লীর সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। দিল্লী হইতে মোগলসৈন্যও আসিয়াছিল। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ পরাজিত ও বন্দী হন। কিয়দংশ মোগলসেনা রাজ্যলুণ্ঠন করিয়া বন্দী মহারাজ যশোধরমাণিক্যকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হয়। সম্রাট্ তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলেন যে, তিনি প্রতি বৎসর কয়েকটী হস্তী ও অশ্ব করস্বরূপ দিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আর কখন যুদ্ধ হইবে না। যশোধর তাহা অস্বীকার করেন এবং নিজে যবন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে বলিয়া তীর্থপর্য্যটনে পাপদেহ ক্ষয় করিবার জন্য প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করেন। শেষে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিষ্ণুসেবায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ওদিকে ত্রিপুরায় অবশিষ্ট মোগলসেনা অনবরতঃ ২ বৎসরকাল রাজ্য লুঠ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় মহামারী উপস্থিত হয়, তাহাতে অধিকাংশ মোগল মৃত্যুমুখে পড়িলে অবশিষ্ট মোগলসেনা প্রাণভয়ে ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে পলায়ন করে। ইহার পর কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সম্মতিক্রমে রাজ্যারোহণ করেন।

১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে (১৬২৫ খৃষ্টাব্দে) কল্যাণমাণিক্য রাজা হন। কল্যাণমাণিক্য কাহার পুত্র তাহা রাজমালায় জানা যায় না। তিনি মহারাজ যশোধর মাণিক্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অনুমান হয় যে মহারাজ রাজধরমাণিক্যের এক ভ্রাতা আরাকান যুদ্ধে হস্তিপদে নিহত হন, আর দুইজন পলাতক হন, কল্যাণমাণিক্য ইঁহাদেরই কাহারও পুত্র হইবেন। কল্যাণমাণিক্যের জন্ম সম্বন্ধেও একটী লৌকিক প্রবাদ আছে। তাঁহার পিতা একদিন মৃগয়ায় গমন করেন। এক পলায়িত মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তৎপরে জলান্বেষণ করিতে করিতে এক বাছাল-প্রজার গৃহে গমন করেন। ত্রিপুরা জাতির বাছাল নামে একটী সম্প্রদায় আছে। কল্যাণের পিতা সেই বাছালের রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হন। বাছালকুমারীও রাজপুত্রকে আত্মসমর্পণ করেন। এই গর্ভে কল্যাণমাণিক্যের জন্ম হয়। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও বলশালী ছিলেন। তিনি সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করেন। ইঁহাদ্বারা ত্রিপুরার রাজপরিবারে একটী নূতন নিয়ম স্থাপিত হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম যুবরাজপদ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তিনিই যুবরাজ

স্বীয় নামের সহিত "শিব" এই দেবনাম যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই রাজনামের সহিত দেবনাম যোগ করিয়া মুদ্রা মুদ্রিত হইতে থাকে। সম্রাট্ শাহজহান্ তাঁহার নিকট কর চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণমাণিক্য তাহা না দেওয়ায় সম্রাট্ বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজাকে ত্রিপুরা আক্রমণের আদেশ দেন। শাহসুজা যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহাদের সহিত একটী চর্ম্মনির্ম্মিত কামান ছিল। যাহা হউক মহারাজ কল্যাণ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কল্যাণ তৎপরে তুলা উপলক্ষে উড়িষ্যা, মথুরা প্রভৃতি দূরস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া প্রচুর দানাদি করেন এবং স্বরাজ্যে ঘুরিয়া নিঃস্ব প্রজাদিগকে অর্থদান ও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। কেহ তীর্থে গেলে তাহার ব্যয় তিনি রাজকোষ হইতে দিতেন। সুরনগর কশবা গ্রামে তাঁহার খ্যাত দীর্ঘিকা আজিও কল্যাণসাগর নামে বর্ত্তমান আছে। কল্যাণ ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে স্বর্গগত হন।

তৎপরে যুবরাজ গোবিন্দদেব 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করেন। তাঁহার মহিষী কমলা মহাদেবী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে শিব ও স্বামীর নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় নিজ নাম মুদ্রিত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কমলাসাগর আজিও কশবাগ্রামে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার সহিত একযোগে ত্রিপুরা আক্রমণে উদ্যত হন, কিন্তু মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এ যুদ্ধে হয় নিজ প্রাণ না হয় সহোদরের প্রাণ যাইবে বুঝিয়া বিনাযুদ্ধে নক্ষত্রের হস্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ গোবিন্দ আরাকানের আশ্রয়ে যে সময়ে চট্টগ্রামে ছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত শাহসুজা আসিয়া আরাকানে আশ্রয় লয়েন। পথে মহারাজ গোবিন্দদেব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সুজা তাঁহার ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও স্বীয় "নিমচা" নামক বহুমূল্য তরবারি প্রদান করিয়া যান।

সুজা আরাকানে উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ সুজার কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য রাজ্যে প্রচার করিলেন যে সুজা কৌশলে আরাকান জয় করিতে আসিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে বধ করা উচিত। কিন্তু বিনা-যুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধের অনুচিত এজন্য গোপনে সুজাকে ধরিয়া আনিয়া এক নৌকায় বাঁধিয়া নদীতে ডুবাইয়া দেওয়াইলেন। সুজাপত্নী বক্ষে ছুরি মারিয়া অনুমৃতা হইলেন। সুজার দুই কন্যা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয়া কন্যাকে আরাকানরাজ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছত্রমাণিক্য জগন্নাম ও নরহরি নামক দুই পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ছত্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দদেব পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সুজার প্রতি আরাকানরাজের নৃশংস ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া সুজার তরবারি বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কুমিল্লা নগরে একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করান, তাহা আজিও সুজামস্‌জিদ্ নামে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য মেহেরকুল আবাদ ও বাত্তিসা গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করান। তিনিও তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

১০৮০ ত্রিপুরাব্দে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রামদেব ঠাকুর (গোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র) রাজা হন। তিনি প্রথমে স্বীয় শ্যালক বলিভীমনারায়ণকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন, তৎপরে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেবকেও ঐ পদে স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি যুবরাজ পদের ঠিক অব্যবহিত পরেই 'বড়ঠাকুর' নামে একটী পদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র দুর্জ্জয়দেবকে নিযুক্ত করেন। ইহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যে তাহা সফল হয় নাই। ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি নামে তাঁহার আরও দুই পুত্র ছিল।

১০৯২ ত্রিপুরাব্দে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রত্নদেব রাজা হন। তিনি স্বীয় অনুজ বড়ঠাকুর দুর্জ্জয়মণিকে ও মাতুল বলিভীমনারায়ণকে প্রথমে যুবরাজপদ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্রমে সরাইয়া রাজবংশীয় চম্পকরায় ও গৌরীচরণকে যুবরাজপদ দান করেন, এবং স্বীয় চতুর্থ ভ্রাতা চন্দ্রমণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। রত্নদেবের ১২৫টী বিবাহ ছিল। রত্নমাণিক্য অল্প বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত যুবরাজগণ তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহারা বড়ই অত্যাচারী হন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ নরেন্দ্রঠাকুর নামক রত্নমাণিক্যের এক পিতৃব্যের সাহায্যে ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করেন এবং রত্নমাণিক্য ও বয়োধিক যুবরাজত্রয়কে বন্দী করিয়া লইয়া যান।

সায়েস্তা খাঁর সাহায্যে নরেন্দ্রঠাকুর রাজা হন। তিন

বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্নমাণিক্য সায়েস্তা খাঁকে হস্তগত করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার করেন। ২৯ বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্নমাণিক্যের তৃতীয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। রত্নমাণিক্য কুমিল্লায় একটী সতর চূড়া মন্দিরের ভিত্তি মাত্র করিয়া যান।

ঘনশ্যাম রাজ্যাধিকার করিয়া মহেন্দ্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে উপবেশন করেন। মন্ত্রীর পরামর্শে মহেন্দ্র এক স্ত্রীর দুই স্বামী বর্ত্তমান থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে বুঝিয়া রত্নমাণিক্যকে নিহত করেন। শেষে ভ্রাতৃবধজনিত উদ্বেগে মানসিক শান্তি হারাইয়া দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে ৩ বৎসরের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

১১২৪ ত্রিপুরাব্দে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ দুর্জ্জয়দেব ধর্ম্মমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি বড়ঠাকুর চন্দ্রমণিকে যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধরকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালার নাজির এই সময় একদল সৈন্য পাঠাইয়া ত্রিপুরার কতকাংশ অধিকার করিয়া মুসলমান জমীদার নিযুক্ত করেন এবং একদল মোগলসৈন্য উদয়পুরে রাখিয়া দেন। একদিন মোগলেরা যখন নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতেছিল, তখন ধর্ম্মমাণিক্য হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও নিহত করেন। অতিঅল্প সংখ্যক লোক পলাইতে পারিয়াছিল।

ছত্রমাণিক্যের পুত্র জগৎরাম এই সময় ঢাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার জয় হয়, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

১১৪২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) জগৎরামমাণিক্য মুসলমান সাহায্যে রাজ্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহা দ্বারা ত্রিপুরার যে ক্ষতি হইল, তাহা আর ইহকালে সংশোধিত হইল না। মুসলমান দেওয়ান মীর হবিব পার্ব্বত্য ত্রিপুরা স্বাধীন রাখিয়া অন্য সমস্ত স্থান মুসলমান রাজ্য ভুক্ত করিয়া মুসলমান জমীদারের হস্তে দিলেন। কেবল জগৎরাম-মাণিক্যকে তন্মধ্যে ২২টী পরগণার চাকলা রোসনাবাদ নাম দিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন। এই জমীদারী এখনও আছে, ত্রিপুরারাজ এখন ইহার কর ইংরাজরাজকে দিয়া থাকেন। এই সময় যে রাজ্যাংশ হারাইতে হয় তাহা অতি বিস্তৃত, তাহা এখন সমগ্র জেলা ত্রিপুরা, শ্রীহট্টের অর্দ্ধাংশ, নোয়াখালীর তৃতীয়াংশ, ময়মনসিংহের চতুর্থাংশ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মমাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তথায় জগৎশেঠের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সাহায্যে পুনরায় রাজ্য লাভ করেন। ধর্ম্মমাণিক্য বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন। অল্পকাল পরে ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

তৎপরে ঢাকার ফৌজদার ধর্ম্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে তাঁহার পিতার সময়কার (রোসনাবাদের) বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে বলিলে তিনি অক্ষমতা জানাইলেন। যুবরাজ চন্দ্রমণি সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দমাণিক্য নামে রাজা হইলেন। মুকুন্দ রাজ্য পাইয়া অধর্ম্ম করিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকেই যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়িকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জামীন স্বরূপ পাঁচকড়িকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়া দিলেন। মুকুন্দমাণিক্য রুদ্রমণি নামক এক জ্ঞাতিকে হস্তী ধরিবার নিমিত্ত মতিয়া পাহাড়ে প্রেরণ করেন। রুদ্রমণি তথায় বুচরনারায়ণ নামক পার্ব্বতীয় ত্রিপুরাসর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া মুকুন্দমাণিক্যকে এক পত্র লিখিলেন যে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরাগণ যবনসংশ্রবে থাকিতে চাহেনা, মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহারা ফৌজদার সানুচর হাজি মুনসিমকে বধ করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুন্দমাণিক্য পত্র পাইয়া চিন্তিত হইয়া উত্তর দিলেন যে, 'তাহা হইতে পারে না, কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জামীন স্বরূপ মুর্শিদাবাদে আছে।' রুদ্রমণি ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ফৌজদারের প্রাণ বিনাশের জন্য পীড়াপীড়ী করিতে লাগিলেন। মুকুন্দমাণিক্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পত্রখানি ফৌজদারকে দিলেন। ফৌজদার প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া ভাবিল মহারাজ মুকুন্দও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত, সুতরাং তাঁহাকে, তৎপুত্র ভদ্রমণি, কৃষ্ণমণি ও বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে বন্দী করিল। রুদ্রমণি ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া উদয়পুর বেষ্টন করিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ ইতিমধ্যে যবন কর্ত্তৃক বন্দী হওয়ায় বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। রাজ্ঞী সহমৃতা হইবার উদ্যোগ করিলে সর্দ্দার বুচরনারায়ণ তাঁহাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে স্বপুত্র পাঁচকড়ি তৎপরে গঙ্গাধরকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বুচরনারায়ণ রুদ্রমণিকে নির্ব্বাচিত করিতে বলায় তিনি অস্বীকার করিয়া চিতারোহণ করেন।

সর্দ্দার বুচরনারায়ণের সাহায্যে রুদ্রমণি ঠাকুর জয়মাণিক্য (২য়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।

ফৌজদার তাঁহার নিকট মুক্তিভিক্ষা করায় জয়মাণিক্য তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কৃষ্ণমণি প্রভৃতি রাজকুমারেরা এই সময় ফৌজদারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঢাকায় পলাইলেন।

পাঁচকড়ি তখনও বাঙ্গালায় নবাবের নিকট ছিলেন। তিনি বহুদিন ত্রিপুরার কোন সংবাদ না পাইয়া নবাবের অনুমতি লইয়া ইতিমধ্যে নৌকাপথে দেশে আসিতেছিলেন। পদ্মাগর্ভে তিনি কৃষ্ণমণির এক পত্র পাইয়া রাজ্যের অবস্থা জানিতে পারিলেন ও অমনি ফিরিয়া আবার মুর্শিদাবাদে গেলেন। নবাব সমস্ত শুনিয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। বাঙ্গালার নবাব এই সময়ে পাঁচকড়িকে সিংহাসনে বসিবার অনুমতি স্বরূপ একখানি সনন্দ দেন। ভিন্ন দেশের রাজা হইতে রাজ্যারোহণকালে সনন্দগ্রহণ ত্রিপুরার এই প্রথম।

পাঁচকড়ি সসৈন্যে কুমিল্লায় পৌঁছিলে প্রজা ও কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। উদয়পুরে যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ১১৪৯ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে) পাঁচকড়ি ইন্দ্রমাণিক্য (২য়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণমণি যুবরাজ ও হরিমণি বড়ঠাকুর হন।

জয়মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া হরিনারায়ণ চৌধুরী নামক সমস্ত মেহেরকুলের সৈন্যদল এবং আরও ১৪শত সৈন্য লইয়া ত্রিপুরার অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি উৎকোচ দিয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তা জলকাদেরখাঁকে বশীভূত করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। রোসনাবাদের বাকী খাজানার দায়ে জলকাদেরখাঁ ইন্দ্রমাণিক্যকে বন্দী করিয়া ঢাকায় লইয়া গেলেন। এ সময় ঢাকায় ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর ছিলেন। তিনি জলকাদেরখাঁকে উৎকোচ দিয়া রাজা হইতে চাহিলেন। মহম্মদ রফি নামক একব্যক্তি একদল সৈন্য লইয়া আসিয়া জলকাদেরের আদেশমত গঙ্গাধরকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইলেন। গঙ্গাধর দ্বিতীয় উদয়মাণিক্য নামে রাজা হইলেন।

জগন্নাথমাণিক্য এতদিন রাজ্যচ্যুত হইয়া ঢাকায় ৩টী পরগণার জমীদারী সত্ব লইয়া বাস করিতেছিলেন। (ইহার বংশধরেরা এখনও ঢাকায় আছেন। তাঁহারা 'কাদ্‌বার রাজা' বা 'ঢাকার রাজা' নামে খ্যাত।) জয়মাণিক্য নিজে সফল হইতে না পারিয়া বৃদ্ধ জগন্নাথকে আবার ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি জগন্নাথ উৎকোচ দিয়া ঢাকার নবাবকে বশীভূত করিতে পারেন, তবে আবার তিনি (জয়মাণিক্য) রাজা হইতে পারেন এবং রাজা হইলে জগন্নাথের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করিবেন। জগন্নাথও তাহাই করিলেন। জলকাদেরখাঁও অর্থের দাস, তিনিও অমনি উদয়মাণিক্যের পরিবর্ত্তে জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন ও উদয়কে দূরীভূত করিয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসন দিলেন। জয়মাণিক্য আবার রাজ্য পাইয়া জগন্নাথের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করিলেন।

এই সময় নিবাইস্ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তা হন। হোসেন কুলিখাঁ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য হোসেন কুলির বন্ধুত্বলাভ করেন ও তৎসাহায্যে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর নিকট হইতে সৈন্য আনাইয়া ত্রিপুরা অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। ইন্দ্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার রাজ্যলাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে এক প্রতিনিধি রাখিলেন। কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদ হইতে সংবাদ আসিল, জয়মাণিক্য নবাবের প্রিয়পাত্র হাজী হোসেনের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন ও হাজী হোসেন তাঁহাকে রাজ্য দেওয়াইবার চেষ্টায় আছেন। ইন্দ্রমাণিক্য উদ্বিগ্ন হইয়া মুর্শিদাবাদে গেলেন ও আলীবর্দ্দিকে সমস্ত জানাইলেন। নবাব হাজীহোসেনকে তজ্জন্য বহু তিরস্কার করিয়া জয়মাণিক্যকে কারাগারে রাখিতে আদেশ দিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর হাজীহোসেন অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কুমিল্লার ফৌজদার হইয়া ত্রিপুরায় আসিলেন ও ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য সহ্য করিতে না পারিয়া নবাবকে জানাইলেন। তিনি অনুসন্ধানার্থ হোসেনউদ্দীন্ নামে একজনকে পাঠাইলেন। হোসেনউদ্দীন্ গোপনে সন্ধান লইয়া হাজীহোসেন ও ইন্দ্রমাণিক্য উভয়কে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ গেলেন। নবাব হাজীরই দোষ শুনিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রমাণিক্যের ক্ষতিপূরণ করিতে বলিলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রমাণিক্য এই উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মার্হাট্টা-যুদ্ধে নবাব তাঁহাকে একদল সেনার ভার প্রদান করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই। পীড়ার কথা শুনিয়া নবাব হাজীহোসেনের উপর তাঁহার চিকিৎসার ভার দেন। যুদ্ধে যাইবার তাড়াতাড়িতে হাজী যে ইন্দ্রের কতদূর শত্রু তাহা নবাব ভুলিয়া গেলেন। যাহা হউক হাজী চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইন্দ্রকে যে ঔষধ খাওয়াইলেন,

তাহাতেই তাঁহার জীবনলীলা ফুরাইল। নবাব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ লইলেন ও মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মহা আক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দিতে বলিলেন। ফৌজদার হাজীহোসেন তাহাই করিতে স্বীকৃত হইয়া কুমিল্লায় পৌছিয়াই যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে রৌসনাবাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং সমসের গাজী ও আবদুল রজাক নামক দুই ব্যক্তির উপর শাসন ভার অর্পণ করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বাহুবলে স্বাধীন ত্রিপুরার কতকাংশ স্ববশে রাখিলেন। হাজীহোসেন তৎপরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া দ্বিতীয় জয়মাণিক্যকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া ত্রিপুরায় লইয়া গেলেন। পথে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইল। হাজী তখন তাঁহার ভ্রাতা হরিধন ঠাকুরকে বিজয়মাণিক্য নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং রৌসনাবাদ হইতে মাসিক এক সহস্র টাকা তাঁহাকে দিবার ব্যবস্থা করেন। এই রৌসনাবাদের রাজস্ব বাকী পড়ায় বিজয়মাণিক্য বন্দী ও কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সমশের গাজী ও আবদুল রজাক রৌসনাবাদ শাসন করেন। তাঁহারা ত্রিপুরা জাতির নিকট কর প্রার্থনা করায় তাহারা বলে, রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহাকেও কর দিব না। তখন উক্ত মুসলমানদ্বয় পরামর্শ করিয়া দ্বিতীয় উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য নাম দিয়া ত্রিপুরার রাজা করিতে সংকল্প করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাহা জানিতে পারিয়া ত্রিপুরার রাজসিংহাসন ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন। লক্ষ্মণমাণিক্য এক বংশনির্ম্মিত সিংহাসনে রাজা হন। মুসলমানদ্বয় তাঁহার নামে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি লুণ্ঠন আরম্ভ করিল এবং তদ্দ্বারা আপনাদের ধনাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। রৌসনাবাদের প্রজাগণ ইহাদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া নবাব মীর কাশিম আলী খাঁর নিকট জানাইলে তিনি সৈন্য পাঠাইয়া উভয়কে বন্দী করিয়া আনিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেন।

১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) ১লা পৌষ যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব কাশিম আলী খাঁর সনন্দ লইয়া কৃষ্ণমাণিক্য নামে রাজা হইলেন। তিনি ত্রিপুরার নূতন রাজসিংহাসন প্রস্তুত করান ও উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করেন। কৃষ্ণমাণিক্য স্বীয় ভ্রাতা হরিমণিকে যুবরাজ ও স্বীয় পিতৃব্যের পৌত্র বীরমণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় চট্টগ্রামের মুসলমানেরা বড় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কশবাগ্রামে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পরাজিত হইয়া দুর্গে আশ্রয় লয়েন। তথা হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়া মুসলমানদিগকে পরাস্ত করেন। কশবা-দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও তথাকার কালীবাড়ীর উত্তরে বর্ত্তমান আছে। এই সময়ে ইংরাজেরা বাঙ্গালা জয় করেন। তৎপরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইয়া রাল্‌ফ লিক নামক এক ব্যক্তিকে রেসিডেন্ট করিয়া ত্রিপুরায় পাঠান।

২য় রত্নমাণিক্য কুমিল্লায় যে সপ্তদশ চূড়া মন্দির পত্তন করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তাহা সমাপ্ত করিয়া তাহাতে জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। যুবরাজ হরিমণি, কণ্ঠমণি ও রাজধরমণি নামে দুই শিশুপুত্র রাখিয়া স্বর্গগত হন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও মহিষী জাহ্নবা দেবী কণ্ঠমণিকে অনাদর ও রাজধরকে সমাদর করিতেন। ১১৯১ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই) মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। সেসময় কুমার রাজধর কুমিল্লায় ও রেসিডেন্ট লিক চট্টগ্রামে ছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মহিষী জাহ্নবা দেবী ত্রিপুরা শাসন করিতে লাগিলেন। রেসিডেন্ট গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে সংবাদ দিলেন। মিঃ লিক আগরতলায় আসিলে রাজ্ঞী তাহাকে জানাইলেন যে রাজধর সিংহাসনে বসিলেই তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবেন। বড়ঠাকুর বীরমণি রাজ্ঞীর অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজ্যাধিকার করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। রাজ্যচ্যুত লক্ষ্মণমাণিক্য এই সুযোগে সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু জাহ্নবা দেবীর কৌশলে তিনি বশীভূত হন।

জাহ্নবা দেবী কুমিল্লায় একটী দীর্ঘিকা খনন করান। তাহা আজিও রাণীর দীঘী নামে বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইহার জলের ন্যায় সুপেয় জল আর কোথাও নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস রাণীর আবেদন মত রাজধরকে ত্রিপুরাপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৫ খৃঃ অব্দে জুলাই) মহারাজ রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি ঠাকুরকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। রাজধর জেঠাইএর অনুগ্রহে রাজা হইলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া না জানায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট চাক্‌লে রৌসনাবাদ কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার কালেক্টরের হস্তে রাখেন। তখন ইহাতে ১৩৯০০০৲ টাকা আয় ছিল। মহারাজ ইহা হইতে খরচের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা মাত্র পাইতেন।

রাজধর মণিপুররাজ জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন,

তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। অন্য পত্নীর গর্ভে তাঁহার চারিটী পুত্র হয়, তন্মধ্যে দুইটীর শৈশবেই মৃত্যু হয় ও দুইটী জীবিত ছিল।

ইঁহার সময় ব্রহ্মদেশাধিপতি ত্রিপুরা ও আরাকান আক্রমণ করেন। সেনাপতি আশুমণি মগদিগকে পরাজিত করেন। আরাকান ব্রহ্মের অধিকৃত হয়। কুকিগণ বিদ্রোহী হইলে সেনাপতি আশুমণি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন।

রাজধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগঙ্গাকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসন ভার দেন। তিনি পিতৃমন্ত্রী কালীচরণের পরামর্শে সুন্দররূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীহট্টের জনৈক ভদ্র কায়স্থের কন্যা চন্দ্রতারার সহিত রামগঙ্গা বড়ঠাকুরের বিবাহ হয়।

রাজধর রাজধানীতে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মোগরা গ্রামে রাজধরগঞ্জ নামে একটী বাজার স্থাপন করেন। রাজধর শেষ দশায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর রামগঙ্গা রাজা হন ও ভ্রাতা কাশীচন্দ্র যুবরাজ হন। যুবরাজ দুর্গামণি কুলাচার মতে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন, শেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই প্রভিন্সিয়াল কোর্টের বিচারে তিনিই রৌসনাবাদ জমীদারীতে অধিকারী, সুতরাং রাজ্যাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হন। মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য সদর দেওয়ানীতে আপীল করেন। আপীলেও দুর্গামণির স্বত্ব বজায় থাকে। এই নিষ্পত্তিবলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট দুর্গামণিকে ত্রিপুরাপতি বলিয়া স্বীকার করেন। রামগঙ্গা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে গিয়া তথাকার বিষগাঁও ও বালিশিরা নামক দুইটী পরগণার জমীদারী স্বত্ব লইয়া সপরিবারে বাস করেন।

দুর্গামাণিক্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি প্রথমে দেওয়ান রামরত্নের কন্যা সুমিত্রা দেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মে, তৎপরে নকুল গাইলিমের কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। সদরদেওয়ানীতে মোকদ্দমার সময় ভূকৈলাসের রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল দুর্গামণিকে বিস্তর সাহায্য করায় তিনি রাজা হইয়াই দেওয়ান গোকুল ঘোষালকে একটী গ্রাম নিষ্কর দান করেন।

দুর্গামাণিক্য কাশীতে শিবস্থাপনা ও শিবমন্দির নির্ম্মাণ করান। তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ পদোপযোগী ছত্রদণ্ডাদি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। শম্ভুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি কাশী যাত্রা করেন, পথে ১২২৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) পাটনায় তাঁহার স্বর্গলাভ হয়।

দুর্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর রামগঙ্গা ইংরাজের অনুগ্রহে পুনরায় রাজা হন। কর্তমণি ঠাকুরের (মহারাজ রাজধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) পুত্র অর্জ্জুনমণি ঠাকুর মনোনীত যুবরাজ শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর ও মহিষী সুমিত্রা মহাদেবী রৌসনাবাদ জমীদারীর জন্য মোকদ্দমা করেন, কিন্তু রামগঙ্গামাণিক্য পূর্ব্বে বড়ঠাকুর ছিলেন বলিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তাঁহার স্বত্বই স্থিরীকৃত হইল। মোকদ্দমা শেষ হইলে রামগঙ্গা ১২৩১ ত্রিপুরাব্দে (১৮২১ খৃষ্টাব্দ জুন) দ্বিতীয় বার রাজা হন। কাশীচন্দ্র পুনরায় যুবরাজ হন ও রামগঙ্গার পুত্র কৃষ্ণকিশোর বড়ঠাকুর হইলেন।

শম্ভুচন্দ্র মোকদ্দমায় হারিয়া কাইপেং প্রভৃতি কুকিগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতি সুবা ধনঞ্জয়ের নিকট পরাস্ত হইলেন। ব্রহ্মরাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু রামগঙ্গা কৌশলে তাঁহাকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ব্রহ্মযুদ্ধে ইনি ইংরাজের সাহায্য করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য মোগরা গ্রামে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত করেন, তাহা বর্ত্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী নামে দুই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এক মাত্র পত্নী ছিল। তিনি পারস্য ভাষায় পণ্ডিত, শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা এবং মল্লযুদ্ধে পটু ছিলেন। ১২৩৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই নবেম্বর) চন্দ্রগ্রহণের সময় রাত্রিতে মস্তকে দীক্ষাগুরুর পদ ও বক্ষে শালগ্রাম ধারণ করিয়া মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য স্বর্গলাভ করেন। বৃন্দাবনেও তিনি রাসবিহারী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার অস্থিগুলি বৃন্দাবনে সেই দেবালয়ে প্রোথিত করা হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধে ১৮ হাজার টাকা কেবল গরীবদিগকে দান করা হয়।

১২৩৭ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে) যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজা হন। রামগঙ্গামাণিক্যের সময় হইতে ত্রিপুরাপতির অভিষেক কালে বৃটীশরাজ খেলাত দিয়া থাকেন। কৃষ্ণকিশোর যুবরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্র নামে কাশীচন্দ্রের পুত্র বড় ঠাকুর হন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা কুটিলাক্ষী মহাদেবী মণিপুর রাজকন্যা ছিলেন। তিনি স্বপুত্রকে যুবরাজ করিতে বলেন। কাশীচন্দ্র তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করেন।

এই সময়ে করাসী এক কৃষ্ণন ঢাকলে রোসনাবাদের অধ্যক্ষ হন। তিনি রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দননগরে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অট্টালিকা করিয়াছেন।

অপরিমিত মদ্যপানে কাশীচন্দ্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২৪০ ত্রিপুরাব্দে কৃষ্ণকিশোর রাজা হন। বড়ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় কৃষ্ণকিশোর স্বীয় পুত্র (আড়াই বৎসর বয়স্ক) ঈশানচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণকিশোর তান্ত্রিকদিগের অনুরোধে কতিপয় চণ্ডাল হত্যা করিয়া তাহাদের মস্তকে মহাপাত্র ও অস্থিতে মহাশঙ্খের মালা করাইয়া তান্ত্রিকদিগকে দান করেন। তিনি বিদ্বান্, বীর ও যুদ্ধকুশল হইলেও অতি মদ্যপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কৃষ্ণকিশোরের সময় চট্টগ্রামের কমিশনার ত্রিপুরার স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারল তাহা অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্র বড়ঠাকুর হন।

কৃষ্ণকিশোর শীকারপ্রিয় ছিলেন। শীকারের অনুরোধে এক জলাভূমিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া 'নূতন হাবেলী' নাম দিয়াছিলেন। ৯ পুত্র ও ১৫ কন্যা রাখিয়া কৃষ্ণকিশোর ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে ২রা বৈশাখ রাত্রি বজ্রাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার অপরিমিত ব্যয় জন্য ঢাকলে রোসনাবাদ তখন গুরুঋণে বিজড়িত ছিল।

১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে ২০ মাঘ (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারিতে) মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য রাজা হন। বড়ঠাকুর উপেন্দ্র যুবরাজ হন। তখন রাজ্যের ১১ লক্ষ টাকা ঋণ। কৃষ্ণকিশোর স্বীয় মাতার সহচরীর গর্ভজাত বলরাম নামক এক ব্যক্তিকে আলাহাজীর পদে নিযুক্ত করেন। ঈশান তাঁহাকে সুচতুর ভাবিয়া দেওয়ান পদ দিলেন। কিন্তু বলরাম স্বীয় ভ্রাতা শ্রীদামের সহায়তায় রাজ্যে অত্যাচার করিয়া নিজ কোষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজা ও যুবরাজ ব্যতীত সকলেই বিরক্ত হইল। ত্রিপুরার প্রধান প্রধান লোকে তাঁহার বধচেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে কুকিদিগের সাহায্য লইয়া পরীক্ষিৎ ও কীর্ত্তি নামক দুইব্যক্তি নায়ক হইয়া বলরাম ও শ্রীদামের বাটী আক্রমণ করিল। বলরাম পলাইলেন। শ্রীদাম নিহত হইলেন। ঈশানচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামের শত্রুদিগকে বন্দী ও শ্রীদামহন্তা কীর্ত্তির প্রাণ দণ্ড করেন। বলরামের প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ জানিয়া মহারাজ ঈশান তাঁহাকে পদচ্যুত ও ব্রজমোহন ঠাকুরকে দেওয়ান করেন।

দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পুত্রেরা এই সময় ফেণীনদীর দক্ষিণতীরে বগাচতল নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে লুণ্ঠনাদি করিত, ঈশানচন্দ্র তাহাদিগকে বশীভূত করেন। যুবরাজ উপেন্দ্র পিতার স্থায় মদ্যপান ও কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন, ১২৬১ ত্রিপুরাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে ত্রিপুরা সুস্থির হইল। ব্রজমোহন দেওয়ানও ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। রোসনাবাদ যায় যায় হইল। রাজপরিবারের ভরণপোষণ ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কলিকাতার ঠাকুরবংশীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই সময় ত্রিপুরায় উপস্থিত হন। তিনি মহারাজকে ভরসা দেওয়ায় মহারাজ তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রদোষ থাকায় রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী সমস্ত কর্ম্মচারীর পরামর্শ মতে তাহাতে বাধা দেন। মহারাজ ঈশান অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি গুরুবাক্যে দক্ষিণা বাবুকে বিদায় দিয়া গুরুকে বলিলেন, 'প্রভো! আমি ঢাকলে রোসনাবাদ রক্ষার উপায় দেখি না। আপনার চরণে রাজ্য ও জমীদারী অর্পণ করিলাম, আপনি রক্ষা করুন।'

বিপিনবিহারী ১২৬৫ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরার শাসনভার লইলেন। কলিকাতায় কার্য্য চালাইবার জন্য এই সময় যজ্ঞচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক অতি বুদ্ধিমান্ লোক আমমোক্তার নিযুক্ত হন, তিনি ছয়মাস কলিকাতায় ছয়মাস আগরতলায় থাকিতেন। গুরু বিপিনবিহারী অমাত্যগণের পরামর্শে নানা কৌশলে রাজ্য ঋণ মুক্ত করেন। ঈশানচন্দ্র ২ খণ্ড ভূমি আবাদ করাইয়া স্বীয় দুই পুত্রের নামে ব্রজেন্দ্রনগর ও নবদ্বীপনগর রাখেন ও তাঁহাদিগকে জায়গীর দেন। গুরুর পরামর্শে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে যুবরাজ ও বড়ঠাকুরপদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা ইহাতে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রাণরক্ষা দায় হইল। তিনি ভয়ে ঈশানচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি করাইলেন যে, ঈশানের পুত্রদ্বয় ব্যতীত আর কাহাকেও কোন উত্তরাধিকারী পদ দিবেন না। রাজাকেও গোপনে বিনাশের চেষ্টা হয়, কিন্তু গুপ্তচরের কৌশলে রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করেন। এই সময় চট্টগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ঈশানচন্দ্র তাহা দমনার্থ ইংরাজের সাহায্য করেন।

১২৬৯ ত্রিপুরাব্দে কুকির উৎপাত হয়, মহারাজ তাহা দমন করেন। এই সময় বড়ঠাকুর ও যুবরাজ পদ পাইবার জন্য নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্র নামক ঈশানচন্দ্রের ভ্রাতৃদ্বয় অনেক মোকদ্দমা করেন, মোকদ্দমায় তাঁহারা জয়ী হন নাই; কিন্তু

ত্রিপুরার রাজবংশাবলী।

- যযাতি
  - যদু … কৃষ্ণ
  - তুর্ব্বসু
  - দ্রুহ্য
    - (ভাগবত ও বিষ্ণু-পুরাণ মতে)
      - বভ্রু
      - সেতু — অক্কর — গান্ধার — ধর্ম্ম — ধৃত — দুর্গম — প্রচেতা — (একশত পুত্র)
    - (রাজমালা মতে) ত্রিপুর
      - ১ ত্রিলোচন
        - ২ (নাম অপ্রাপ্ত) হিড়িম্ব ও ত্রিপুরার রাজা হন।
        - ৩ দক্ষিণ — ৪ তয়দক্ষিণ — ৫ সুদক্ষিণ — ৬ ত্রিদক্ষিণ — ৭ ধর্ম্মতর — ৮ ধর্ম্মপাল
          - ৯ সুধর্ম্ম — ১০ ত্রিভঙ্গ — ১১ দেবাঙ্গপাল — ১২ নরজিত — ১৩ ধর্ম্মাঙ্গদ — ১৪ রুক্মাঙ্গদ — ১৫ সোমাঙ্গদ — ১৬ নগাঙ্গদ — ১৭ ত্রিজঙ্গ — ১৮ তরুরাজ — ১৯ হেমরাজ — ২০ বীররাজ — ২১ শ্রীরাজ — ২২ শ্রীমন্ত — ২৩ লক্ষ্মীতরু — ২৪ ত্রৈলোক্য — ২৫ মহলক্ষ্মী
          - ২৬ নাগেশ্বর — ২৭ যোগেশ্বর — ২৮ ঈশ্বরফা — ২৯ রঙ্গ — ৩০ ধনরাজফা — ৩১ মচুঙ্গ — ৩২ মাইচুঙ্গ — ৩৩ তরুরাজ — ৩৪ ত্রিপলি — ৩৫ সুমন্ত — ৩৬ রূপবন্ত — ৩৭ তরুহেম — ৩৮ খহেম — ৩৯ ক্ষেত্রফা — ৪০ কালতরু — ৪১ চন্দ্রফা — ৪২ গজেশ্বর
          - ৪৩ বীররাজ — ৪৪ নগপতি — ৪৫ শিখিরাজ — ৪৬ দেবরাজ — ৪৭ ধরাঈশ্বর — ৪৮ ত্রিরাজ — ৪৯ সাগর ফা — ৫০ মলয়চন্দ্র — ৫১ সূর্য্যরায় — ৫২ উত্তঙ্গফণী
            - ৫৩ চয়তরু
            - ৫৪ উত্তঙ্গ — ৫৫ প্রমার — ৫৬ কুমার — ৫৭ সুকুমার — ৫৮ তরুরাও — ৫৯ রাজ্যেশ্বর
              - ৬০ মিশলিরাজ
              - ৬১ তেজাঙ্গ ফা — ৬২ নরেন্দ্র — ৬৩ ইন্দ্রকীর্ত্তি — ৬৪ বিমানরাজ — ৬৫ যশোরাজ — ৬৬ নবাঙ্গ — ৬৭ রাজগঙ্গা — ৬৮ শুক্ররায় — ৬৯ প্রতীত — ৭০ মরুসোম — ৭১ গগন — ৭২ নবরাও — ৭৩ যুদ্ধজয়রায় — ৭৪ জনকফা — ৭৫ দেবরাজ — ৭৬ শিবরায় — ৭৮ দানকুরুফা — ৭৯ কুরফা
                - ৮০ সিংহফনী
                - ৮১ ললিতরায় — ৮২ মুকুন্দফা — ৮৩ কমলরায় — ৮৪ কৃষ্ণরায় — ৮৫ যশোফা
                  - ৮৬ (নাম অপ্রাপ্ত)
                  - ৮৭ সাধুরায় — ৮৮ প্রতাপরায় — ৮৮ বিষ্ণুপ্রসাদ — ৯০ বাণেশ্বর — ৯১ বীরবাহু — ৯২ সম্রাট্ — ৯৩ চম্পা — ৯৪ মেঘ — ৯৫ সংথাচাগ — ৯৬ সিংহতুঙ্গফা — ৯৭ কুঞ্জহোমফা
  - অনু
  - পুরু … যুধিষ্ঠির

MOHARAJAH'S LIBRARY
5 JUN 1897
COOCH BEHAR.

☞ যে যে নামের পূর্ব্বে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে রাজা হন।

ইহার কর্ম্মে বৃটীশ গবর্মেন্টের সঙ্গে এই সময় ত্রিপুরায় এক বন্ধুত্ব হিসাবে সন্ধি হয়।

ঈশানচন্দ্র তৃতীয় পুত্রের নামেও রোহিণীনগর নাম দিয়া এক নূতন নগর নির্ম্মাণ ও তৃতীয় পুত্রকে জায়গীর দেন। তিক্কা পরগণায় রাণী চন্দ্রেশ্বরী মহাদেবীর নামে এক বাজার স্থাপিত হয়। চন্দ্রেশ্বরী বৃন্দাবনে রাধামাধব মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

১২৭২ ত্রিপুরাব্দে ১৭ই শ্রাবণ ৩৪ বৎসর বয়সে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না করিয়াই বাত-রোগে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনিই ত্রিপুরায় নূতন রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। একদিন মাত্র এই প্রাসাদ তিনি ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। অনেক গোলমালের পর বীরচন্দ্রমাণিক্য রাজ্যলাভ করিলেন। ইনি ধার্ম্মিক ও সাহিত্যানুরাগী। ইহার যত্নে ত্রিপুরারাজ্যে অনেক সুনিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। এখন ইনিই রাজত্ব করিতেছেন।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা রাজবংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম। এক সময় ত্রিপুরায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। রাজমালায় এ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত না হইলেও তিব্বতের লামা তারানাথ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন,—এখানে সার সঙ্কলিত হইল মাত্র।

"রামপালের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক বিরূপ আবির্ভূত হন। ইহার অপর নাম ধর্ম্মপাল। ইহার প্রধান শিষ্যের নাম (উড়িয়া) কালবিরূপ, তাঁহার প্রধান শিষ্য ত্রিপুরাধিপতি 'ডোম বিরূপ হেরুক'। এক সময় আচার্য্য কালবিরূপ ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাঁহার সদুপদেশ শুনিয়া ত্রিপুরাধিপ বিমুগ্ধ হন এবং তাঁহার নিকট তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে আচার্য্যের নিকট থাকিয়া রাজাও একজন সিদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের মতেও শক্তি সঙ্গম না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। রাজাও একদিন প্রত্যাদেশ শুনিলেন, পদ্মাবতী নামে এক ডোম-কন্যাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে। রাজাও হৃষ্টচিত্তে সেই ডোমনীকে গ্রহণ করিলেন। তাহাকে লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া বনে গিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি ডোমরাজ বা ডোমাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি প্রকৃত ডোমজাতীয় ছিলেন না, তবে ডোমনীকে গ্রহণ করায় ডোমপতি* নাম হইল। এই ডোমপতির অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ডোম-কন্যার সহবাস করায় তিনি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজ্যমধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া কহিল, যে রাজা না থাকাতেই এরূপ অঘটন ঘটিতেছে। প্রজা সাধারণে রাজাকে স্তুতি যত্ন করিয়া আহ্বান করিল। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। রাজা 'ধর্ম্ম' নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচার করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই শত শত লোক এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল।" ধর্ম্মপূজায় বজ্রযোগিনী, বজ্রবারাহী, বজ্রডাকিনী, বজ্রভৈরব বা ক্ষেত্রপাল, নাথ প্রভৃতি পূজা পাইয়া থাকেন।

* তিব্বতীয় ভাষায় 'ডোম-প'।

ত্রিপুরান্তক (পুং) ত্রিপুরস্য অন্তং করোতি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শিব, মহাদেব।

"আশুতোষঃ মিত্রমধ্যে শত্রূণাং ত্রিপুরান্তকঃ।" (কাশীখ°)

২১ যাচপ্রবন্ধ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইনি ভট্টপাদের পুত্র।

ত্রিপুরারি (পুং) ত্রিপুরস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ শিব। ২ একজন টীকাকার, পার্ব্বতীনাথের পুত্র। ইহার রচিত অনর্ঘরাঘব ও মালতীমাধবের টীকা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরারিপাল, একজন সংস্কৃত কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ত্রিপুরারিরস (পুং) ঔষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গু-লোথ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ, প্রত্যেক ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম অর্দ্ধ তোলা, আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু, চিনি বা আদার রস। ইহাতে অষ্টবিধজ্বর, প্লীহোদর, শোথ ও অতিসার আশু বিনষ্ট হয়। শঙ্কর যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই ঔষধ সেবনেও রোগ সকল সেইরূপ আশু প্রশমিত হয়, এইজন্য ইহার নাম ত্রিপুরারিরস। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিপুরুষ (ক্লী) ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমাহারঃ। ১ পিত্রাদি পুরুষত্রয়, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পিত্রা-দয়ো ভোক্তারো যস্য। ২ ভোগভেদ।

"প্রপিতামহেন যদ্ভুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ তম্।
তৌ বিনা যস্য ভোগঃ স্যাৎ স বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিপুরুষঃ॥" (ব্যবহারত°)

প্রপিতামহ যাহা ভোগ করিয়াছেন, পরে তৎপুত্রও ভোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র তাঁহাদিগের অবর্ত্ত-মানে যাহা ভোগ করেন, তাহাকে ত্রিপুরুষ কহে। কিন্তু পিতামহ, পিতা ও পুত্র এই তিন পুরুষ জীবিত থাকিয়া ভোগ করিলে এক পুরুষ ভোগ বলা যায়।

"পিতা পিতামহো যস্য জীবেচ্চ প্রপিতামহঃ।
ত্রয়াণাং জীবিতাং ভোগঃ বিজ্ঞেয়স্থেকপুরুষঃ॥" (ব্যব° ত°)

(ত্রি) ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পরিমাণমস্যাঃ ঠন্ তস্য লুক্। ৩ পুরুষত্রয়-পরিমিত।

ত্রিপুরেশাদ্রি (পুং) কাশ্মীরস্থ একটী পর্ব্বত। (রাজত° ৫।১২৩)

ত্রিপুষা (স্ত্রী) ত্রীন্ বাতাদিদোষত্রয়ান্ পুষ্ণাতীতি পুষ-ক, ততষ্টাপ্। কৃষ্ণত্রিবৃৎ, কাল তেউড়ী। (শব্দচ°)

ত্রিপুষ্কর (ক্লী) ত্রয়াণাং পুষ্করাণাং সমাহারঃ। ১ পুষ্করত্রয়, ব্রহ্মকৃত তীর্থভেদ। ২ জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ ভেদে পুষ্কর হ্রদ। (পুং) ৩ নক্ষত্র বার তিথি রূপ অশুভ যোগভেদ। পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্র, বিশাখা, রবি, মঙ্গল ও শনিবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে মৃত্যু হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়। মৃত্যু দিনে উক্ত বার নক্ষত্র ও তিথি একদিনে হইলেই এইরূপ ত্রিপুষ্কর যোগ হয়।

এই ত্রিপুষ্কর যোগ অতিশয় অশুভ। এই যোগে মরিলে অচিরে ইহার শান্তি করিতে হইবে, শান্তি না করিলে ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়, এবং বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। পূর্ব্বোক্ত তিথিবার নক্ষত্রে জন্মিলে আরজ যোগ হয়। এই যোগে বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ কোন বস্তু লাভ হইলে ত্রিগুণ লাভ হয়, কোন বস্তু নষ্ট হইলে ত্রিগুণ নষ্ট হয়। হৃত হইলে ত্রিগুণ হৃত হয়। মরিলে প্রথম মাসে বা বর্ষে কুটুম্বের পীড়া এবং তাহার পুত্র বিনষ্ট হয়। দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার পুত্রের রক্ষা নাই।

"পুনর্ব্বস্থুত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ রবিভৌমশনৈশ্চরাঃ॥
দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ।
এতেষামেকদা যোগে ভবতীতি ত্রিপুষ্করঃ॥
জাতে তু আরজো যোগো মৃতে ভবতি পুষ্করঃ।
ত্রিগুণং ফলদো বৃদ্ধৌ নষ্টে হৃতে মৃতে তথা॥
প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটুম্বমপি পীড়য়েৎ।
দেবোঽপি যদি বা রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি॥" (শুদ্ধিকা°)

ত্রিপুষ্করযোগের শান্তি অশৌচের মধ্যে করিতে হয়, ইহাতে কালবিলম্ব হইলে ক্রমে ক্রমে অনর্থরাশি উপস্থিত হয়, বিলম্ব হইলে পুত্র, ভ্রাতা, জায়া, পতি, শ্বশুর, মাতা, পিতা, স্বসা, পিতৃব্য, ভগিনীপতি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, স্বামী (প্রভু), অপত্য, ইহার এক একটী করিয়া ক্রমে বিনষ্ট হয়, ১৬ মাস পূর্ণ হইলে বান্ধব নষ্ট হয়। পরে বান্ধবের অভাবে বাস্তুবৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। এই যোগে মরিলে তাহার সহিত আর তিন জন মরে এবং কোন বস্তু লাভ হইলে তাহার সহিত আর তিনটী লাভ হয়। এইরূপ শুভাশুভ কার্য্যে তিনটী করিয়া মঙ্গলামঙ্গল ঘটে, এইজন্য এই যোগের নাম ত্রিপুষ্কর। ইহার শান্তি করিতে হইলে বরাহসংহিতোক্ত অযুত হোম করিতে হয়, অসক্ত হইলে যথাবিধি সুবর্ণাদি দান করিবে।

"অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হোমমেন্দযুতং বুধঃ।
অশক্তশ্চ সুবর্ণাদিদানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধিঃ॥" (শুদ্ধিকা°)

আচার্য্য দ্বারা হোম ও বলি প্রভৃতি করিতে হয়। [শান্তি-বিবরণ পুষ্কর শব্দে দেখ।]

ত্রিপৃষ্ঠ (পুং) ত্রয়ো বংশ্যাঃ পৃষ্ঠে পশ্চিমপ্রদেশে অস্য। ১ জৈনমতে প্রথম বাসুদেব, পর্য্যায়—প্রাজাপত্য। (হেম ৩।৩৫৯) ২ সত্যলোক। "সমাগতাঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বে বেদা যথা মূর্ত্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে।" (ভাগবত ১।১৯।২৩) 'ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠে উপরি সত্যলোকে।' (শ্রীধর)

ত্রিপৌরুষ (ত্রি) ত্রীন্ পিত্রাদীন্ পুরুষান্ ব্যাপ্নোতি অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পিত্রাদিক্রমে পুরুষত্রয়ব্যাপক ভোগাদি, একাদিক্রমে তিন পুরুষ ধরিয়া ভোগ। [ত্রিপুরুষ দেখ।]

ত্রিপ্রশ্ন (পুং) ত্রয়াণাং দিগ্‌দেশকালানাং প্রশ্নঃ। ১ দিক্ দেশ ও কালবিষয়ক প্রশ্ন। ২ তন্মূলক দিক্, দেশ ও কাল নিরূপণ।

"অগুর্বিদোঽদঃ কিল কালতন্ত্রং
দিগ্‌দেশকালাবগমোঽত্র যস্মিন্।
ত্রিপ্রশ্ননাম্নি প্রচুরোক্তি ধাম্নি।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

ত্রিপ্রস্রুত (পুং) ত্রিষু স্থানেষু প্রস্রুতঃ। মদক্ষরিত মত্তগজ, যে গজের মেঢ্র, কপোল ও নেত্র এই তিন স্থান হইতে মদক্ষরিত হয়, সেই গজের নাম ত্রিপ্রস্রুত।

ত্রিপ্লক্ষ (পুং) জনপদ বিশেষ। "অবভৃত মভ্যবযন্তি যমুনাং ত্রিপ্লক্ষাহরণং প্রতি" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৬।৩৯) 'ত্রিপ্লক্ষং নাম জনপদং' (কর্ক)

ত্রিফলা (স্ত্রী) ত্রয়াণাং ফলানাং সমাহারঃ অজাদিত্বাৎ "দ্বিগোঃ" (পা ৪।১।২১) ইতি সূত্রেণ ন ঙীপ্। মিলিত সমভাগ হরীতকী, বিভীতক ও আমলকী ফল। পর্য্যায়—ত্রিফলী, ফলত্রয়, ফলত্রিক। (রাজনি°) হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিন ফলের সম পরিমাণ সংযোগকে ত্রিফলা বলে. ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, সারক এবং কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

ত্রিফলাঘৃত (ক্লী) ত্রিফলানাং রসেন যুক্তং ঘৃতং। ঘৃত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ⁄৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ⁄৪ সের, কল্ক মিলিত ⁄১ সের। এই ঘৃত সেবনে তিমিররোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

অন্য প্রকার যথা—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ ত্রিফলা (প্রত্যেকটী) /২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক ২ তোলা, এইরূপে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তিমিররোগ এবং কামলা, অর্ব্বুদ, বিসর্প, প্রদর, কণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিফলাদিলোহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল, যষ্টিমধু, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ ৮ পল, গুগ্‌গুল ৮ পল এই সকল দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মর্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ইহা লেহন করিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডু, হলীমক, শূল, শ্বয়থু ও বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা আমবাতেরই উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিফলাদ্যঘৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত ঘৃতঔষধভেদ, ইহা লঘু ও মহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

লঘু ত্রিফলাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর কাথ ১৬ সের। কল্ক, ত্রিফলা ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের, নামাইয়া ইহাতে /১ সের মধুমিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে ত্রিদোষজ তিমিররোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্যমহাঘৃত—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা /২ সের, জল ।৬, শেষ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস /৪ সের, বাসকরস /৪ সের, অথবা বাসকমূল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের অথবা পূর্ব্ববৎ কাথ /৪ সের, আমলকী রস /৪ সের, কল্কার্থ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকলা, গাম্ভারীছাল, কণ্টিকারী এই সমুদায়ে /১ সের। এই ঘৃতসেবনে যাবতীয় চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়, ইহা নেত্ররোগের একটী মহৌষধ। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিফলাদ্যঘৃত (ক্লী) কৃমিরোগোক্ত ঘৃতঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ, কমলাগুড়ি মিলিত /১ সের। এই ঘৃত সেবনে সকল প্রকার কৃমিরোগ বিনষ্ট হয়।

অন্যবিধ—হরিতকী, বহেড়া, আমলা, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ মিলিত ১৬ পল, দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ /২ সের। প্রক্ষেপ চিনি /১ সের। ইহারও গুণ পূর্ব্বরূপ। (ভৈষজ্য°)

ত্রিঃফলীকৃত (ত্রি) ত্রিঃ ত্রিবারং ফলীকৃতঃ বিতুষীকৃতঃ। ত্রিধা বিতুষীকৃত তণ্ডুলাদি, যে তণ্ডুলাদির তুষ তিনবার বাহির করা হইয়াছে। "দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ত্রিঃফলীকৃতাং-তণ্ডুলাংস্ত্রিদেবতাভ্যঃ প্রক্ষালয়েৎ।" (গোভিল) 'ত্রিঃফলীকৃতান্ ত্রিধা বিতুষীকৃতান্।' (সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন)

ত্রিবন্ধন (পুং) ১ হর্য্যশ্বপৌত্র নৃপভেদ। (ভাগবত ৬।৭।৪) ত্রীণি বন্ধনানি যস্ত। ২ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়যুক্ত জীব।

ত্রিবন্ধু (পুং) ত্রিলোকের বন্ধু।

ত্রিবলি (লী) (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা বলিঃ। উদরস্থিত বলীত্রয়। "ত্রিবলী বলয়োপেতাং ভ্রূকুটীভীষণাননাং।" (দুর্গাধ্যান) তিসৃণাং বলীনাং সমাহারঃ। ত্রিবলি।

ত্রিবলীক (ক্লী) তিস্রো বল্যো যত্র, কপ্। পায়ু। (হেম°)

ত্রিবাহু (পুং) ত্রয়ো বাহবোঽস্ত। ১ রুদ্রানুচরভেদ। ২ অসিযুদ্ধাকার ভেদ।

ত্রিভ (ক্লী) ত্রয়াণাং ভানাং রাশীনাং সমাহারঃ। ১ লগ্নাদি রাশিত্রয়। "ত্রিভং ত্রিভং লগ্নভতঃ ক্রমেণ স্ত্রীণাং নৃণাং রাত্রিদিনেষু ভেষু।" (নীলকণ্ঠতাজক)

২ রাশিত্রয় মাত্র। ত্রীণি ত্রীণি নক্ষত্রাণি যত্র। ৩ নক্ষত্রত্রয়যুক্ত, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন; শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র; পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনমাস। *

ত্রিভঙ্গ (ত্রি) ত্রীণি অঙ্গানি বক্রাণি যস্ত। বক্র ত্রি-অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তিতে ভগবানের গ্রীবা, কটি ও জানু ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত থাকে।

ত্রিভঙ্গী (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোভেদ।

ত্রিভজীবা (স্ত্রী) ত্রিভস্ত জীবা ৬তৎ। রাশিত্রয়ের ধনুরাকার ক্ষেত্রের জীবা, ত্রিজ্যা।

ত্রিভজ্যা (স্ত্রী) ত্রিভজীবা, ব্যাসার্দ্ধরেখা।

ত্রিভণ্ডী (স্ত্রী) ত্রীন্ বাতাদিদোষান্ ভণ্ডতি পরিহসতীতি ভণ্ড-অণ্ ততো ঙীপ্। ত্রিবৃতা। [ত্রিবৃৎ দেখ।]

ত্রিভদ্র (ক্লী) ত্রিষু নখক্ষতদন্তখণ্ডমর্দ্দনেষপি ভদ্রং যস্মিন্। সুরত। (ত্রিকা°)

ত্রিভমৌর্ব্বিকা (স্ত্রী) ত্রিজ্যা, ব্যাসার্দ্ধরেখা।

---

* "কার্ত্তিকাদিষু সংযোগে কৃত্তিকাদিদ্বয়ং দ্বয়ং।
অন্ত্যোপান্ত্যৌ পঞ্চমশ্চ ত্রিধাং মাসত্রয়ং স্মৃতং।" (সূর্য্যসি°)
'অত্র কার্ত্তিকাদিষ্বেব প্রত্যবত্ত্য আশ্বিনঃ, উপান্ত্যং, ভাদ্রঃ, পঞ্চমঃ, ফাল্গুনঃ, মাসত্রয়ং ত্রিভিঃ স্মৃতং। রেবত্যশ্বিনী ভরণীতি নক্ষত্রসম্বন্ধাদাশ্বিনঃ। শতভারাপূর্ব্বোত্তরভাদ্রপদেতি নক্ষত্রসম্বন্ধাদ্ভাদ্রপদঃ। পূর্ব্বোত্তরফাল্গুনী হস্তেতি নক্ষত্রযোগাৎ ফাল্গুনঃ।' (রঙ্গনাথ)

ত্রিভাগ (পুং) তৃতীয়ো ভাগঃ, বৃত্তৌ সংখ্যাশব্দস্য পূরণার্থত্বাৎ। তৃতীয়ভাগ। "ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং।" (কুমার ৫স°)

ত্রিভানু (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।৪)

ত্রিভাব (পুং) ত্রিষু কালেষু ভাবোঽস্য। ত্রৈকালিক পদার্থ।

ত্রিভুক্তি (পুং) ত্রিষু ভুক্তিরস্য। তীরহুত দেশ। (ত্রিকা°) [মিথিলা দেখ।]

ত্রিভুজ (ক্লী) ত্রয়োভুজা যত্র। ত্রিবাহুক, ত্রিকোণ ক্ষেত্র-ভেদ, যে ক্ষেত্রের তিনটী ভুজ আছে। [ক্ষেত্র দেখ।]

ত্রিভুবন (ক্লী) ত্রয়াণাং ভুবনানাং লোকানাং সমাহারঃ, পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। ত্রিলোক, মিলিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ভুবনত্রয়।

ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী, দাক্ষিণাত্যের রাজবিশেষের উপাধি। চের, চোল, পাণ্ড্য, চালুক্য প্রভৃতি বংশে অনেক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রিভুবনপাল, ১ গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় একজন রাজা, ইনি তিহুনপাল নামে খ্যাত। ইনি ১২৯৮ সম্বৎ হইতে চারি বৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। কাহারও মতে ইনিই সূর্য্যশতকের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

২ গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের মহা সামন্তাধিপতি। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বড়ই সমাদর করিতেন। ইঁহারই অনুরোধে রাজা ধর্ম্মপাল নারায়ণ ভট্টারককে বিস্তর ভূমিদান করেন। দূতাঙ্গদ নামক সংস্কৃত ছায়ানাটকরচয়িতা কবি সুভট ইঁহার আশ্রয়ে ও উৎসাহে পুস্তক রচনা করেন।

ত্রিভুবনলাল, নারদবিলাস নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিভুবনেশ্বরলিঙ্গ (ক্লী) ভুবনেশ্বর বা একাম্রক্ষেত্রের প্রধান লিঙ্গ। [একাম্র ও ভুবনেশ্বর দেখ।]

ত্রিভূম (পুং) তিস্রো ভূময়ঃ ঊর্দ্ধাধো মধ্যস্থা অস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। প্রাসাদভেদ, তেতালাবাড়ী।

ত্রিভোনলগ্ন (ক্লী) ক্ষিতিজবৃত্তের ঊর্দ্ধস্থ ক্রান্তিবৃত্তের ঊর্দ্ধ মধ্যপ্রদেশ। "দর্শান্ত লগ্নং প্রথমং বিধায় ন লম্বনং বি ত্রিভোনলগ্নতুল্যে।" (ভাস্কর) 'ঊর্দ্ধমধ্যপ্রদেশস্ত্রিভোনলগ্নমিত্যর্থঃ।' (সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকায় রঙ্গনাথ)

ত্রিমঙ্গল, একজন বিখ্যাত দ্রাবিড় পণ্ডিত। ইনি ত্রিমঙ্গলবার্ত্তিক নামে মধ্বাচার্য্যের মতপোষক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ত্রিমণ্ডলা (স্ত্রী) লূতাভেদ, ইহা দুই প্রকার। [লূতা দেখ।]

ত্রিমদ (পুং) ত্রিগুণিতোমদঃ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা°। বিদ্যামদ, ধনমদ ও অভিজনমদ এই তিন প্রকার মদোৎপন্ন গর্ব্বত্রয়। "নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং।" (ভাগ° ৩।১।৪৩) ত্রয়াণাং মদানাং সমাহারঃ, অভিধানাৎপুংস্ত্বং। ২ মুস্তা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ। "বিড়ঙ্গমুস্তচিত্রঞ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ।" (বৈদ্যকপরিভাষা)

ত্রিমধু (ক্লী) ত্রিগুণিতং মধু সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা°। ১ দুগ্ধাদিত্রয়, দুগ্ধ, সিতা, মাক্ষিক; দুগ্ধ, চিনি ও মধু এই মধুরত্রয়। "দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ং।" (বৈদ্যক)

(পুং) ২ ঋগ্বেদৈকদেশ। ৩ ঋগ্বেদের যাগভেদ। ৪ এই ব্রতাচরণ দ্বারা ঋগ্বেদাধ্যায়। ৫ মধুবাতাদি ঋক্‌ত্রয়বেত্তা। মধুবাতা ইতিত্রয়ঃ মধুশব্দা যত্র। মধুবাতা ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়। "বেদার্থবিদ্ জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণকঃ।" (যাজ্ঞ°১।২।৯) মধুশব্দত্রয়।

"গায়ত্রীং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
মধুবাতা ইতি তৃচং মধ্বিত্যেতৎ ত্রিকং জপেৎ॥" (পারস্কর)

ত্রিমধুর (ক্লী) ত্রিগুণিতং মধুরং সংজ্ঞাত্বাৎকর্ম্মধা°। দুগ্ধ, সিতা ও মাক্ষিক রূপ মধুরত্রয়।

ত্রিমল্ল (দাক্ষিণাত্যে এই শব্দ তিরুমল নামে প্রচলিত) এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক সংস্কৃত ও তামিল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়জন প্রধান।

১ম—ইনি গীতগৌরী, গোপালাখ্যা ও ভ্রান্তিবিলাস চম্পূ রচনা করেন।

২য়—ইনি 'অনুব্যাখ্যা' নামে সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়াছেন।

৩য়—ইনি তিরুমল আবাই নামে খ্যাত। দ্বৈতসিদ্ধি নামক বেদান্ত, সহস্রকিরণী ও সারকৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

ত্রিমল্লজ্ঞান, আশ্বলায়নীয় 'বিধ্যপরাধপ্রায়শ্চিত্ত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ত্রিমল্লতনয়, কাত্যায়নস্নানসূত্রের একজন টীকাকার।

ত্রিমল্লভট্ট, অলঙ্কারমঞ্জরী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

ত্রিমল্লভট্টবৈদ্য, একজন আয়ুর্ব্বেদবিদ্ প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ পণ্ডিত। শিঙ্গণভট্টের পৌত্র, বল্লভের পুত্র ও রসপ্রদীপ-রচয়িতা শঙ্করভট্টের পিতা। ইনি দ্রব্যগুণশতশ্লোকী, যোগতরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ত্রিমালী, (ত্রির্মালী) বোম্বাই প্রদেশ বাসী এক প্রকার ভিক্ষুজীবিজাতি। ইহারা বলে যে বহুদিন হইল তৈলঙ্গ হইতে এই জাতি কর্ণাটক প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা তেলুগু ভাষায় কথা কয়। ভিক্ষাই ইহাদের জাতিগত উপজীবিকা। কেহ কেহ বা রুদ্রাক্ষ, তুলসীমালা, যজ্ঞসূত্র, পুঁতির মালা প্রভৃতির ব্যবসা করিয়াও জীবিকা

নির্ব্বাহ করে। মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি আহারে কেহ আপত্তি করে না। ইহারা ১০ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে। মরাঠী কুণবীদিগের মত আচার ব্যবহার ও ব্রতোপবাসাদি করিয়া থাকে। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত আছে।

ত্রিমাতৃ (স্ত্রি) ত্রয়াণাং লোকানাং মাতা, নির্ম্মাতা। ত্রিলোকনির্ম্মাণকারক।

"উত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্" (ঋক্ ৩।৫৬।৫)

ত্রিমাত্র (পুং) তিস্রঃ মাত্রা উচ্চারণকালে যস্য। প্লুতস্বর অত্যুচ্চ স্বর।

"একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতঃ জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং॥" (শিক্ষা)

একমাত্র স্বর হ্রস্ব, দ্বিমাত্র স্বর দীর্ঘ, ত্রিমাত্র স্বর প্লুত আর ব্যঞ্জন অর্দ্ধ মাত্র। প্রণব ত্রিমাত্র, প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভে ত্রিমাত্র প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়।

"ত্রিমাত্রস্তু প্রযোক্তব্য প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাং।" (সম্বর্ত্ত)
[প্রণব ও ওঁং দেখ।]

ত্রিমার্গ (ক্লী) ত্রয়াণাং মার্গানাং সমাহারঃ। মার্গের ত্রিতয়, তিন পথ। [ত্রিপথ দেখ।]

"ত্রিপথেতি চ নামাস্যাঃ ত্রিমার্গগমনাদিদম্।" (রামা ১।৪৫।৪)

ত্রিমার্গগা (স্ত্রী) ত্রিভি মার্গৈর্গচ্ছতি গম-ড। গঙ্গা।

ত্রিমার্গগামিনী (স্ত্রী) ত্রিভি মার্গে গচ্ছতি গম ণিনি, ঙীপ্। গঙ্গা।

ত্রিমার্গী (স্ত্রী) ত্রয়ো মার্গাঃ যস্যাঃ। ১ গঙ্গা। ২ তেমাথা পথ। ত্রয়ানাং মার্গানাং সমাহার স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মার্গত্রয়।

ত্রিমুকুট (পুং) ত্রীণি মুকুটানীব শৃঙ্গানি যস্য। ত্রিকূট পর্ব্বত (হেম)

ত্রিমুখ (পুং) ত্রীণি মুখানি যস্য। ১ শাক্যমুনি। ২ গায়ত্রী জপাঙ্গ চতুর্বিংশতি মুদ্রান্তর্গত মুদ্রাভেদ। [মুদ্রা দেখ।]

ত্রিমুখা (স্ত্রী) ত্রীণি মুখানি যস্যাঃ। বৌদ্ধ দেবীভেদ, মায়া দেবী। পর্য্যায়—মারীচী, বজ্রকালিকা, বিকটা, বজ্রবারাহী, গৌরী, পাত্রিরথা। (ত্রিকা°)

ত্রিমুখী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ, মায়াদেবী।

ত্রিমুনি (ক্লী) ত্রয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিরূপ মুনিত্রয়। ২ পাণিন্যাদি মুনিত্রয় প্রণীত ব্যাকরণ।

ত্রিমূর্ত্তি (পুং) ত্রিস্রো মূর্ত্তয়ো যস্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপ মূর্ত্তিত্রয় যুক্ত পরমেশ্বর। (স্ত্রী) ব্রহ্মশক্তি ভেদ। এই শক্তি, একরূপিণী হইলেও জগজ্জননপালন রূপে ভিন্ন রূপিণী হয়। ৩ বৌদ্ধ দেবী ভেদ। (ত্রিকা°)

ত্রিমূর্দ্ধ (পুং) ত্রয়ো মূর্দ্ধানো যস্য, বহুব্রীহৌ ষ সমাসান্তঃ। মূর্দ্ধত্রয় যুক্ত।

"বহুমূর্দ্ধা দ্বিমূর্দ্ধাংশ্চ ত্রিমূর্দ্ধাংশ্চাহতাং মৃধে।" (ভট্টি)

ত্রিমোহিনী, যশোর জেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২২° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯°১০´ পূঃ, কেশবপুরের ২॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ভদ্রানদী কপোতাক্ষ ছাড়িয়া প্রবাহিত হইত, যেখানে ঐ নদীর তিনটী মুখ বা মোহানা বিস্তৃত, সেই স্থান ত্রিমোহানি বা ত্রিমোহিনী নামে খ্যাত। নদীতটস্থ এ স্থান হাটের জন্য বিখ্যাত, এখানকার গ্রামের নাম চন্দ্রা। এখানে পূর্ব্বে চিনির বহু বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। এখন আর সেরূপ নাই। তবে এখান হইতে নানাস্থানে চিনি রপ্তানী হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে বারুণীর সময় এখানে মেলা হয়। ত্রিমোহিনীর এক পোয়া দূরে মীর্জানগর মুসলমানদিগের সময় তথায় যশোরের ফৌজদার বাস করিতেন, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ স্থান যশোরের মধ্যে একটী বৃহৎ নগর বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই নাই।

ত্র্যম্বক, নাসিক জেলাস্থ একটী বিখ্যাত সহর ও তীর্থস্থান। অক্ষা° ১৯° ৫৪´ ৫০´´, উঃ, ও দ্রাঘি° ৭৩° ৩৩´ ৫০´´ পূঃ। নাসিক নগর হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় সাড়েচারি হাজার লোকের বাস।

স্থানমাহাত্ম্যে এই স্থান ত্র্যম্বক নামে উক্ত হইয়াছে এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন, সেই জন্য মহাপুণ্য স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ত্র্যম্বকের কএকখানি মাহাত্ম্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানি পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অন্তর্গত, একখানি বরাহপুরাণীয় ও একখানি নারদপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

এখানকার ত্রিম্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি বিখ্যাত। বর্ত্তমান মন্দির সদাশিব রাওএর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের দেবসেবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্মেন্ট হইতে বার্ষিক ১২০০০ টাকা বরাদ্দ আছে। অহল্যাবাই এখানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

ত্রিম্বকদুর্গ পাহাড়ের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪২৪৮ ফিট্ উচ্চ ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্রায় ১৮০০ ফিট্ উর্দ্ধে অবস্থিত। এমন দুর্ভেদ্য ও দুর্গম দুর্গ এ অঞ্চলে কোথাও নাই। দুর্গে যাইবার কেবল দুইটী প্রবেশ দ্বার আছে, দক্ষিণদ্বার দিয়া রসদাদি যাইত, উত্তরদ্বারে কেবল একটী লোক যাইতে পারে। আর চারি দিক্ উচ্চ নীচ গিরিশৈল সমাচ্ছাদিত। দুর্গদ্বার ছাড়া পাহাড়ের কোন কোন স্থানে কএকটী বুরুজ আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডাদিগের উত্তে-

জনায় কতকগুলি ভীল ও ঠাকুর এখানকার সরকারী কোষাগার আক্রমণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ কালে এখানেও কুম্ভ হইয়া থাকে।

ত্রিম্বকজী দেঙ্গলিয়া, পেশবা বাজিরাওর একজন অতি বিশ্বাসী ও আশ্রিত। ইনি প্রথমে একজন সামান্ত ঘাশু বা গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন। যে সময় হোলকারের ভয়ে বাজিরাও পুণা হইতে মহাড়ে পলাইয়া আসেন, সেই সময় অতি অল্পকাল মধ্যে ত্রিম্বকজী বাজিরাওর পত্রের উত্তর আনিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতা দর্শনে বাজিরাও তাঁহার উপর অতি সদয় হইলেন। এই সময় হইতে ত্রিম্বক সর্ব্বদাই বাজিরাওর নিকট থাকিতেন। তিনি অতিশয় চতুর, ধূর্ত্ত ও পটু ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই বাজিরাওর হৃদয় অধিকার করিলেন। বাজিরাও অপর সকল লোক অপেক্ষা ত্রিম্বকজীকে অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। চতুর ত্রিম্বকজী বাজিরাওর একজন প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক তিনি বাজিরাওকে অধিক সম্মান করিতেন। বাজিরাও যখন যে আদেশ করিতেন, ত্রিম্বক হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে তাহা সমাধান করিতেন। ক্রমেই ত্রিম্বকজীর অবস্থা উন্নত হইতে লাগিল। সেনাপতি গণপত রাওএর জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইলে ত্রিম্বকজী গণপৎরাওএর পদলাভ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে খুস্রুজী কর্ণাটক প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব পদ ত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সির এজেন্ট পদ নির্ব্বাচন করিলে ত্রিম্বকজী কর্ণাটের শাসনকর্তা হইলেন।

য়ুরোপীয়দিগের উপর ত্রিম্বকজীর বড়ই আক্রোশ ছিল। কিসে বৃটীশরাজ্য ধ্বংস হইবে, কিসে বৃটীশের ক্ষমতা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে, এই চিন্তা ত্রিম্বকজীর মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তাঁহার উত্তেজনায় বাজিরাও বৃটীশ গবর্মেণ্টের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃটীশের হস্ত হইতে বাজিরাওকে স্বাধীন করিবার জন্ত ত্রিম্বক নূতন গোসাবি ও আরবসৈন্ত নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশবার পক্ষ হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত কার্য্য চালাইবার জন্ত নায়েব নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পরামর্শ মত বাজিরাও সিন্ধিয়া, ভোন্সলা, হোলকর ও পেণ্ডারিদিগের নিকট গুপ্তচর পাঠাইলেন। সকলে এক হইয়া যাহাতে বৃটীশ পরাক্রম খর্ব্ব হয়, তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এই বর্ষে ধূর্ত্ত ত্রিম্বকজী পণ্ঢরপুর নামক পুণ্যক্ষেত্রে গঙ্গাধরশাস্ত্রীকে গুপ্তভাবে ঘাতক দ্বারা হত্যা করাইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। এই পাপকাণ্ড চাপা রহিল না, বোম্বাইয়ের গবর্ণর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি ত্রিম্বকজীকে অবিলম্বে বৃটীশ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার জন্ত পেশবাকে বলিয়া পাঠাইলেন। বাজিরাও ত্রিম্বকজীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি সহজে ত্রিম্বকজীকে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এদিকে একদল বৃটীশ সৈন্ত আসিয়া পুণায় উপস্থিত হইল। বেগতিক দেখিয়া (২৫এ সেপ্টেম্বর) ত্রিম্বকজী বৃটীশ গবর্মেণ্টকে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি মালাসেটের থানাদুর্গে বন্দী হইলেন। বাজিরাও তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত অনেক কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। থানাদুর্গে কেবল গোরা প্রহরী। তাহাদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা অথবা তাহাদিগের চক্ষে ধুলা দিয়া পলায়ন করা সহজ ব্যাপার নহে। কেবল একজন সহিসের চেষ্টায় ত্রিম্বকজী থানাদুর্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সহিস ত্রিম্বকজীর সহিত কথা কহিতে পারে নাই। ইঙ্গিতে ঘোড়ার গা মলিতে মলিতে এইরূপ ভাবে একটী গান করিল,—'ঝোপের মধ্যে কতকগুলি ধনুর্দ্ধর অবস্থান করিতেছে, সেখানে গাছের তলায় ঘোড়া বাঁধা আছে, ত্বরায় গিয়া সেই ঘোড়ায় চড়িয়া দাক্ষিণাত্যকে স্বাধীন কর।'

ত্রিম্বকজী সেই গানের মর্ম্ম তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু য়ুরোপীয় সৈনিকগণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পলায়ন কার্য্যে অবশ্যই ত্রিম্বক বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন। এখনও মহারাষ্ট্রগণ ত্রিম্বকের অন্য কার্য্যের জন্ত না হউক পলায়নের কৌশল ও সাহসিকতার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে।

পলাইয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইংরাজের উপর তাঁহার আরও জাতক্রোধ হইল। তিনি নাসিক, সঙ্গমনেরি, খাঁদেশ ও মহাদেশ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীল, রামুসি ও বন্যসৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলতনের অন্তর্গত বেরাড় নামক স্থানে তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। এখানে বন মধ্যে যখন তিনি নিদ্রা যাইতেন, ৫০০ রামুসি সশস্ত্র জাগিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। বাজিরাও অর্থদ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এখন ত্রিম্বক পেণ্ডারিদিগের ন্যায় বৃটীশরাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব আবার বাজিরাওকে সতর্ক করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে তিনি যেন ত্রিম্বকজীকে ধরিয়া দেন, নচেৎ তাঁহার বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে।

যে পর্য্যন্ত না তিনি ত্রিম্বকজীকে ধরিয়া দিবেন, সে পর্য্যন্ত সিংহগড়, পুরন্দর ও রায়গড় দুর্গ বৃটীশের হস্তে থাকিবে। কএক দিন বাজিরাও মিষ্ট কথা বলিয়া এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌কে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ৭ই মে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ আবার বলিয়া পাঠাইলেন, পেশবা যখন এখনও ত্রিম্বকের প্রতিভূস্বরূপ তিনটী দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন না, তখন পুণা অধিকার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে হইল। এদিকে পুণার পার্শ্বে বৃটীশ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বাজিরাও দুর্গ তিনটী ছাড়িয়া দিলেন ও ইংরাজের মনস্তুষ্টির জন্য ঘোষণা করিলেন, ত্রিম্বকজীকে যে মৃত কি জীবিত ধরিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে ২ লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। এ ছাড়া তিনি ত্রিম্বকজীর অনুগত আত্মীয় স্বজনের উপরও লোক দেখান অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

যাহা হউক এবার বাজিরাও প্রকাশ্যে যাহাই করুন, ত্রিম্বকজী যাহাতে বৃটীশের কবলে না পড়ে, ভিতরে ভিতরে তাহাও করিতে লাগিলেন। এখন যাহাতে বৃটীশ রাজ্য ধ্বংস হয়, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ যাহাতে শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করেন, বাজিরাও তাহারই আয়োজন করিতে লাগিলেন। আপনার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য বাজিরাও প্রধান মন্ত্রী বাপুগোখলাকে এক কোটি টাকা প্রদান করেন। ভোন্‌স্লা, সিন্ধিয়া ও হোলকরের নিকটও লেখালেখি চলিতেছিল, প্রায় সব ঠিকঠাক। এমন সময় যশোবন্তরায় ঘোড়পড়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌কে এই গুপ্ত সমাচার প্রদান করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বাজিরায়ের সহিত দেখা করিলেন। এ সময়ও উভয়ে বেশ সদ্ভাবে আলাপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক অল্প দিন পরেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে মহারাষ্ট্রসৈন্য আসিয়া পুণায় জমিতে লাগিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব বিপদের আশঙ্কা করিয়া পুণা হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে কির্কিগ্রামে হটিয়া আসিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ৫ই নবেম্বর কির্কি গ্রামে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। ১৭ই নবেম্বর বৃটীশ সৈন্য পুণা অধিকার করিয়াছিল। বাজিরাও কএকটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সসৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিম্বকজী জুনিরের উত্তর নালঘাটে বামনবাড়ী গ্রামে স্বদলে পেশবার সহিত মিলিত হইলেন। এখানকার গিরিসঙ্কট অতি দুর্গম, জেনারল স্মিথ সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। ত্রিম্বকজী এখানে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। কএকটী যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ত্রিম্বকজীর বিশেষ চেষ্টাতেও তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিল না। আবার পেশবাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল। কুড়িগাঁ নামক স্থানে একটী ভীষণ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে কএকজন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী হত ও আহত হইয়াছিলেন। ত্রিম্বক এই যুদ্ধে অনেকটা সাহস দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বৃটীশের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রের পরাজয় হইল। এই যুদ্ধকালে বাজিরাও ত্রিম্বকজী প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমরা না ইংরাজদিগকে জয় করিবে, তোমাদের সে দর্প এখন কোথায়? ধিক্! একদল সেনাকেও তোমরা হারাইতে পারিলে না!'

নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রিম্বকজী বৃটীশের করালকবলে পতিত হইলেন। এবার তাঁহাকে চুণার-দুর্গে বন্দী করা হইল। মুক্তিলাভের আশা আর রহিল না।

ত্রিয়ম্বক (পুং) ত্রীণি অম্বকানি যস্য। ইয়ঙ্ বা (ছন্দস্যু-ভয়থা। পা ৬।৪।৭৭) ত্রিনেত্র, মহাদেব। "ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" (কুমার) মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যায় মহাকবি-প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে পাণিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে এই পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ কবিদিগের নিন্দিত।

ত্রিযব (ক্লী) ত্রয়ো যবাঃ পরিমাণমস্য। পরিমাণ বিশেষ, কৃষ্ণল, তিন যবে এক কৃষ্ণল, রতি।

"সর্ষপাঃ ষট্‌যবো মধ্যস্ত্রিযবস্ত্বেককৃষ্ণলং।" (মনু ৮।১৩৪)

'ত্রিভির্যবৈঃ কৃষ্ণলং রক্তিকেতি প্রসিদ্ধং।' (কুল্লূক)

ত্রিযবি—ত্র্যবি। (কাঠক ১৭।২)

ত্রিযষ্টি (স্ত্রী) ত্রিষু বাতপিত্তকফাখ্যেষু দোষেষু যষ্টিরিব। ১ ক্ষুপভেদ, ক্ষেতপাপড়া। তিস্রো ষষ্টয়ো যস্য। ২ ত্রিগুচ্ছহার।

ত্রিযান (ক্লী) বৌদ্ধমত সিদ্ধ তিনটী যান বা মার্গ।

ত্রিযামক (ক্লী) ত্রিষু কালেষু যময়তি যম-ণ্বুল্। পাপ।

ত্রিযামা (স্ত্রী) ত্রয়ো যামা অস্যাঃ। ১ নিশা, রাত্রি। (শব্দমালা)

"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদণ্ড দিবার মধ্যে গণ্য। এতদ্ভিন্ন আর তিন প্রহর তাহাকেই ত্রিযামা অর্থাৎ রাত্রি কহা যায়। ২ হরিদ্রা। ৩ যমুনা। ৪ নীলী। ৫ কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ।

ত্রিযুগ (পুং) ত্রীণি যুগানি সত্যত্রেতাদ্বাপররূপাণি আবির্ভাবকালো যস্য। বিষ্ণু, যজ্ঞপুরুষ, বিষ্ণু তিনযুগেই আবির্ভূত হন, এই জন্য তাহার নাম ত্রিযুগ।

"স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভং।" (ভাগ° ৩।২৪।২৬)

২ বসন্তাদিকালত্রয়। "যা ওষধীঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্য-ত্রিযুগং পুরা।" (শুক্ল যজু° ১২।৭৫)

'যুগশব্দঃ কালবাচী ত্রয়াণাং যুগানাং সমাহারঃ ত্রিযুগং ত্রিকালং বসন্তে প্রাবৃষি শরদি চ।' (মহীধর)

বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ তিন কাল। ৩ কৃত (সত্য), ত্রেতা ও দ্বাপররূপ যুগত্রয়। (ঋক্ ১০।৯৭।১ ভাষ্যে সায়ণ) (ত্রি) ৪ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী।

"ত্রিযুগৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।" (ভারত ৩।৮৬।৫)

'ত্রীণি যুগানি যুগলানি ষড়ৈশ্বর্য্যাণি ভগসংজ্ঞানি বা যয়োস্তৌ' (নীলকণ্ঠ)

ত্রিযূহ (পুং) কপিলাশ্ব, কপিলবর্ণ ঘোটক। (হেম)

ত্রিয়্যচ=তৃ্যচ। (কাঠক ৩৪।১)

ত্রিরত্ন (ক্লী) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান তিনটী ধন, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।

ত্রিরশ্মি (স্ত্রী) ত্রিকোণ।

ত্রিরসক (ক্লী) ত্রয়াণাং রসকাণাং সমাহারঃ। ১ ত্রিপ্রকার রসযুক্ত সুরা। ২ ত্রিবার মধুপান।

ত্রিরাত্র (ক্লী) তিসৃণাং রাত্রীণাং সমাহারঃ অচ্ সমা। সংখ্যা-পূর্ব্বত্বাৎ ক্লীবতা। ১ রাত্রিত্রয়। ২ তদুপলক্ষিত দিনত্রয়।

"অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচি র্ভবেৎ।" (মনু)

ত্রিভিঃ নির্বৃত্তং ঠঞ্ তস্য লুক্। দিনত্রয় উপবাসসাধ্যব্রতভেদ।

"একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং বা বিধীয়তে।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

(পুং) ৪ গর্গত্রিরাত্র নাম যাগভেদ। [গর্গত্রিরাত্র দেখ।]

ত্রিরূপ (পুং) ত্রীণি রূপাণ্যস্য। অশ্বমেধীয় অশ্বভেদ।

[অশ্বমেধ দেখ।]

ত্রিরেখ (পুং) তিস্রো রেখা যত্র। ১ শঙ্খ। (ক্লী) তিসৃণাং রেখানাং সমাহারঃ। ২ রেখাত্রয়।

ত্রিল (পুং) ত্রয়ো লাঃ লঘুবর্ণা যত্র। লঘুবর্ণযুক্ত নগণ।

ত্রিলঘু (ত্রি) ত্রয়ো লঘবো যত্র। ১ ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ নগণ।

"ত্রিলঘুশ্চ নকারঃ" (ছন্দোম°) ছন্দে 'ন' এই বর্ণ থাকিলে তিনটী লঘুবর্ণ হয়। ২ শুভ লক্ষণযুক্ত স্থানত্রয় হ্রস্ব পুরুষ, যে পুরুষের গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন এই তিন স্থান হ্রস্ব তাহাকে ত্রিলঘু কহে।

"গ্রীবা জঙ্ঘা মেহনৈশ্চ ত্রিভির্হ্রস্বৈাহয়মীড়িতঃ।"

(কাশীখ° ১১ অ°)

ত্রিলবণ (ক্লী) ত্রয়াণাং লবণানাং সমাহারঃ, ত্রিগুণিতং লবণং সংজ্ঞাত্বাৎ বা কর্ম্মধারয়ঃ। লবণত্রয়, মিলিত সৈন্ধব, বিড় ও রুচক এই তিন লবণ।

"সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব রুচকঞ্চ তৃতীয়কং। মিলিতৈস্তৈৎ ত্রিলবণং"

(রাজনি°)

ত্রিলিঙ্গ (ত্রি) ত্রীণি লিঙ্গানি অস্য। ১ পুংস্ত্বাদি লিঙ্গত্রয়যুক্ত শব্দ। ত্রীণি সত্বাদীনি লিঙ্গানি অনুমাপকানি অস্য। ২ অহঙ্কারাদি। (ভাগ° ৩।২০।১৪) ৩ বাতাদি ধাতুদোষজ রোগ। (সুশ্রুত)

ত্রিলিঙ্গ, (বর্ত্তমান তৈলঙ্গ, তিলঙ্গ বা তেলুগু দেশ।) কেহ কেহ বলেন—কালেশ্বর, শ্রীশৈল ও ভীমেশ্বর এই তিনটী শৈলে শিব লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ ত্রিলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়, তাহাই এখন অপভ্রংশে তিলঙ্গ, তেলুগু প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে ত্রিকলিঙ্গ নাম ছিল, 'ক' লোপ হইয়া ত্রিলিঙ্গ এবং অপভ্রংশে নানা লোকের মুখে যথাক্রমে তিলঙ্গ, তৈলঙ্গ, তিলিঙ্গ ইত্যাদি নাম হয়। [কলিঙ্গ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বাস্তবিক ত্রিকলিঙ্গ হইতে ত্রিলিঙ্গ হইয়াছে কি না, তাহা ঠিক জানা যায় না। মহাভারতের সময় বৈতরণী নদীতট হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সে সময় ইহার কোন অংশ ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ নাম ছিল না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে প্লিনি মোদোগলিঙ্গ (Modogalingam) শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তৈলঙ্গ ভাষায় মুদু শব্দের অর্থ তিন, সুতরাং মোদোগলিঙ্গম্ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ত্রিকলিঙ্গ নাম বুঝাইতে পারে। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে টলেমী ত্রিগ্লিপ্টন্ বা ত্রিগ্লিফন্ দেশের উল্লেখ করেন, এই শব্দ সংস্কৃত ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ উভয় শব্দেরই রূপান্তর হইতে পারে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ত্রিকলিঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎকল ও কলিঙ্গের রাজগণও 'ত্রিকলিঙ্গনাথ' নামে আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (?) উৎকলরাজ উদ্যোতকেশরীর সময়ে উৎকীর্ণ ব্রহ্মেশ্বর-লিপিতে আমরা সর্ব্বপ্রথম 'তিলঙ্গ' দেশের উল্লেখ পাই। এই শিলাফলকে লিখিত আছে, মহারাজ উদ্যোতকেশরীর পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে তিলঙ্গ দেশে রাজত্ব করিতেন, তথা হইতে আসিয়া উৎকল অধিকার করেন। এই তিলঙ্গ দেশই এখন তৈলঙ্গ নামে খ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ 'তিলঙ্গ' শব্দ ত্রিকলিঙ্গ কি 'ত্রিলিঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ, তাহার এখনও ঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে,

ত্রিকলিঙ্গ বা কলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণাংশ এক সময়ে তিলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"শ্রীশৈলন্ত সমারভ্য চোলেশান্মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গদেশো দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

শ্রীশৈল হইতে চোলেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ।

শ্রীশৈল কর্ণুল জেলায় এবং চোলেশ বা চোললিঙ্গস্বামী উত্তর আর্কট জেলায় শোলঙ্গিপুরে অবস্থিত। এরূপস্থলে কৃষ্ণা হইতে পেন্নার বা পিনাকিনী নদী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বাংশে প্রায় সমুদায় ভূভাগ (শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে) তৈলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। অনেকের মতে, পুরাণে যে অন্ধ্রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাই তৈলঙ্গ দেশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়ং অন্ধ্ররাজ্যে আগমন করেন। তাঁহার মতে, এই রাজ্য ৩০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মাইল বিস্তৃত*। ইহার রাজধানীর নাম বেঙ্গিল (বেঙ্গি)। গোদাবরী জেলায় ইল্লোরের ৬ মাইল উত্তরে বেঙ্গি বা বেগি অবস্থিত †। এরূপস্থলে (কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে) অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ দেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতেছে।

আইন্‌-ই-অকবরীতে 'তেলিঙ্গানা' বা তৈলঙ্গ সুবা বরায়ের (বেরারের) দক্ষিণাংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎকালে সরকার তেলিঙ্গানা ১৯টী পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এই সরকার হইতে ৭১৯০৪০০০ দাম রাজস্ব আদায় হইত ‡। তিব্বতের পণ্ডিত তারানাথ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন 'কলিঙ্গ ত্রিলিঙ্গেরই কিয়দংশ' **।

আবার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব লিখিয়াছেন, 'তেলিঙ্গনের রাজধানী বরঙ্গল, (এই জনপদ) কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে ও বিসিয়াপুরের (বিজাপুর?) পূর্ব্বে অবস্থিত §।'

এই তৈলঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গের লোকেরা ও তাহাদের অবলম্বিত ভাষাই তৈলঙ্গ বা তেলুগু নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে উত্তরে শ্রীকাকোলম্ (চিকাকোল) হইতে দক্ষিণে পরবেৰ্কাড়ু (পুলিকাট) পর্য্যন্ত তেলুগু ভাষা প্রচলিত। চিকাকোলের নিকট উড়িয়া ও পুলিকাটের পর হইতে তামিল ভাষা তেলুগুর স্থান অধিকার করিয়াছে। এদিকে পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বসীমা, মহিসুর, কর্ণুল জেলা ও নিজাম রাজ্য পর্য্যন্ত তেলুগু চলিয়া গিয়াছে। ভাষা-সংস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করিলে তেলুগু-ভাষা-প্রচলিত ভূভাগকেই তৈলঙ্গ দেশ স্বীকার করিতে হয়। এরূপস্থলে ত্রিকলিঙ্গ শব্দ হইতে ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ নাম হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা যায় এবং কলিঙ্গদেশ তৈলঙ্গের অংশ বলিয়া মনে হয়। [কলিঙ্গ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউএন্‌ৎসিয়ং অন্ধ্র দেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, এখানে মধ্যভারতের লিপি প্রচলিত। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, ঐ সময় মধ্যভারতের বর্ণ-মালার সহিত উড়িষ্যার বর্ণমালারও আকারগত সৌসাদৃশ্য ছিল, কালক্রমে এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, তৈলঙ্গের বর্ণমালাকে এক সম্পূর্ণ পৃথক্ বর্ণমালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কুমারিলভট্ট দাক্ষিণাত্যের ভাষাকে আন্ধ্রদ্রাবিড় ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। [তামিল দেখ।] কুমারিল-বর্ণিত আন্ধ্র ভাষা এখন তেলুগু নামে খ্যাত হইয়াছে।

তৈলঙ্গ ভাষায় ১৩টী স্বর ও ৩৫টী ব্যঞ্জন। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ (হ্রস্ব), এ (দীর্ঘ), ঐ, ও (হ্রস্ব), ও (দীর্ঘ), ঔ, এই ১৩টী স্বর এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ এই ৩৫টী ব্যঞ্জন।

তৈলঙ্গ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, কণ্ব মুনি সর্ব্বপ্রথমে তেলুগু ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি আন্ধ্ররায়ের সভায় উপস্থিত হন। এই রাজার সময়েই সংস্কৃত ভাষা তৈলঙ্গ দেশে প্রচলিত হয়। উক্ত প্রবাদ বচন দ্বারা এইটুকু বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা আসিয়াই তৈলঙ্গে সংস্কৃত ভাষা প্রচার করিলে তাহারই আদর্শে তৈলঙ্গলিপি ও তৈলঙ্গ ব্যাকরণ গঠিত হয়। কণ্বের তৈলঙ্গ ব্যাকরণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যে প্রাচীনতম তেলুগু ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহাও নন্নয় বা নন্নপভট্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। এই নন্নপভট্টই তেলুগু ভাষায় মহাভারত প্রকাশ করেন। এখন নন্নপভট্টের মহাভারতই তেলুগু ভাষার আদিগ্রন্থ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চালুক্যরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় নন্নপ আবির্ভূত হন, চালুক্যবংশে বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে নয় দশ জন রাজা বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [চালুক্য শব্দ দেখ।] কোন্ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় নন্নপ বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। শেষ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় হইলেও নন্নপভট্টকে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

* Beal's Buddhist Records of the Western World Vol. II. p. 217.

† R. Sewell's Lists of Antiquities in the Madras Precedency, Vol. I, p. 26.

‡ Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II. 228, 237.

** Schiefner's Taranatha, p. 264.

§ Rennell's Memoir, 3rd edition, p. cxi.

কেহ কেহ ইহাকে আদি গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী ও ভাষার ছটা দেখিলে বোধ হয়, তেলুগুভাষা তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নয়। নন্নপভট্টের পর অপ্পকবি তেলুগু ভাষায় শ্লোকাকারে তেলুগু ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বেমন নামে এক ব্যক্তি সূত্রাকারে তেলুগু ভাষায় দুই হাজারের অধিক ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক উপদেশ রচনা করিয়াছেন। ইহার বাক্যাবলীতে কর্ম্মকাণ্ড ও দ্বৈতবাদের নিন্দা থাকায় কেহ কেহ বেমনকে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন*। কিন্তু বেমনের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও অদ্বৈত-বাদবিষয়ক সরল উপদেশগুলির ভাষা পাঠ করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন তৈলঙ্গ ভাষায় আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে তৈলঙ্গেও প্রতি বর্ষে প্রভূত গ্রন্থ বাহির হইতেছে।

ত্রিলিঙ্গক (ত্রি) ত্রিলিঙ্গ স্বার্থে কন্। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

ত্রিলিঙ্গী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং লিঙ্গানাং সমাহারঃ ঙীপ্। লিঙ্গত্রয়। 'ত্রিলিঙ্গ্যাং ত্রিষ্বিতি পদং' (অমর)

ত্রিলোক (ক্লী) ১ ত্রিভুবন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন। (পুং) ২ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিবাসী।

ত্রিলোকধৃৎ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং ধৃৎ ধৃতি রস্য ধৃ-ক্বিপ্। পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৩)

ত্রিলোকনাথ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং নাথঃ। পরমেশ্বর।

ত্রিলোকাত্মন্ (পুং) ত্রয়ো লোকাঃ আত্মানঃ স্বরূপাণি যস্য। পরমেশ্বর।

"ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৮২)

ত্রিলোকী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ঙীপ্। লোকত্রয়, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক।

"যদি ত্রিলোকী গণনাপরা স্যাৎ।" (নৈষধ)

ত্রিলোকেশ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানামীশঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ সূর্য্য। (শব্দচ°)

ত্রিলোচন (পুং) ত্রীণি লোচনানি যস্য। ১ শিব। (ক্লী) ২ কাশীস্থিত চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গান্তর্গত লিঙ্গভেদ, এই ত্রিলোচন লিঙ্গ দ্বিতীয়। "দ্বিতীয়ঞ্চ ত্রিলোচনং।" (কাশীখ° ৭৫ অ°)

* Rev. Caldwell's Dravidian Grammars, p. 124.

(ত্রি) ৩ লোচনত্রয়যুক্ত। ৩ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি পার্থবিজয় নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

প্রবাদ অনুসারে কাদম্বরাজবংশের আদিপুরুষ।

ত্রিলোচনতীর্থ, বিরজাক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ। (কপিলসংহিতা)

ত্রিলোচন-দাস, (জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, তিরোভাব ১৫৩০, পৌষ তৃতীয়া।) বর্দ্ধমানের দশ ক্রোশ উত্তরে গুসকরা ষ্টেসন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে কুনুর নদীর ধারে মঙ্গলকোটের নিকট কুয়া বা কো গ্রামে ত্রিলোচনদাস জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিলোচনের আরো তিনটী নাম আছে— সুলোচন, লোচনানন্দ, লোচন। এই শেষোক্ত "লোচন" নামেই তিনি বিখ্যাত। এই লোচন বা ত্রিলোচনই স্বনাম-খ্যাত পদকর্ত্তা। চরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকরাদি প্রাচীন গ্রন্থে তিনি সুলোচন নামেই পরিচিত। চরিতামৃতের সাধারণ শাখাবর্ণনে অর্থাৎ ১০ম পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম আছে। যথা—

"খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥"

নরোত্তমবিলাসে খেতরির মহোৎসবে গমনপ্রসঙ্গে "সুলোচনের" নাম পাওয়া যায়। যথা—

"শ্রীরঘুনন্দন সুলোচন আদি সঙ্গে।"

তাঁহার "ত্রিলোচন" নামটী স্বহস্তলিখিত প্রাচীন চৈতন্য-মঙ্গলে দৃষ্ট হয়।

গুস্‌করা ষ্টেসনের নিকট কাঁকড়া গ্রামে বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচনের স্বহস্ত-লিখিত গ্রন্থ আছে। সেই মৌলিক গ্রন্থে ও ছাপার চৈতন্য-মঙ্গলে দিনরাত্রি প্রভেদ। ছাপার পুস্তকে অনেক কথাই নাই। বটতলায় প্রথম যিনি চৈতন্যমঙ্গল ছাপান, ইহার মুণ্ডপাত তিনিই করিয়া থাকিবেন। বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের ভনিতায় কোন কোন স্থলে "গুণ গায় এ লোচন দাস" আছে। প্রকৃত পক্ষে এই "এ" টী "ত্রি," এইরূপ হইবে—"গুণ গায় ত্রিলোচনদাস।"

তাহার অপর দুইটী নামের বিষয় পরে বলিতেছি।

চৈতন্যমঙ্গল কাব্য ব্যতীত "দুর্ল্লভসার" নামে লোচনের আর একখানি গ্রন্থ আছে। দুর্ল্লভসারের মধ্যে চৈতন্য-মঙ্গলের নাম ও বিবরণ সহ তাঁহার আত্মপরিচয় আছে। হস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গলেও তিনি আত্মপরিচয় লিখিয়া-ছেন। উভয় লিখাই এক—প্রভেদ নাই। অতএব দুর্ল্লভসার চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত হয়।

অনেকে বলেন যে, লোচনদাস সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু তাহা সত্য নহে। প্রসিদ্ধ রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত জগন্নাথবল্লভের শ্লোকাংশের একটী মনোহর পদ্যানুবাদ আছে, তাহা লোচনদাসের কৃত। সংস্কৃত না জানিলে শ্লোকের অনুবাদে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এইরূপ একটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(মূল) "পরিণত শারদ শশধর বদনা।
মিলিতা পাণিতলে শুরু মদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলিত মনুদিষ্টং॥ ধ্রু॥
পিক বিধু মধু মধুপাবলি চরিতং।
রচয়তি মামধুনা সুখভরিতং॥
প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতং।
রামানন্দভনিত হরিরমিতং॥"

লোচনের অনুবাদে যথা—

"নির্ম্মল শারদ শশধরবদনী।
বিদলিত কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী॥ ধ্রু॥
পিককুত-গঞ্জিত-সুমধুর বচনা।
মোহন কৃত করি শত শত মদনা॥
দেবি শৃণু বচনং মম সারং।
কিল গুণধামমিলিত মনুবারং॥
চিরদিনবাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং।
তব কৃপয়াপি ফলিত মনোভীষ্টং॥
ইদমনু কিং মম যাচিত মাস্তি।
নিখিল চরাচরে প্রিয়সখি নাস্তি॥
প্রণয়তু রসিকজনয় সুখ মমিতং।
লোচনমোহন মাধবচরিতং॥"

বাহুল্য ভয়ে তৎকৃত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা অনুবাদ পদ উদ্ধৃত হইল না।

এই লোচনের চতুর্থ গ্রন্থ 'রাগলহরী,' এখানি সংস্কৃত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ। চারিখানি গ্রন্থ ভিন্ন লোচনদাস কৃত বহুতর পদ আছে। এই পদের জন্যই লোচনদাসের নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত।

এই পদাবলীতে তিনি "লোচন" নামে পরিচিত, ভনিতায় "লোচন" বা "লোচনানন্দ" নাম দিয়াছেন।

তবে এই চারি নামে চারি ব্যক্তিই ছিলেন, এই আপত্তি উত্থিত হইবার অবসর নাই; যখন চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে আমরা "লোচন" এবং "লোচনানন্দ" নামও পাই। লোচনানন্দ নাম তিনি দুই এক স্থানে বলিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ আদর করিয়া এই নামে কখন কখন তাঁহার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

এক সময় লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সর্ব্বত্র সাদরে গীত হইত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে—

"বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচনদাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
চৈতন্যমঙ্গলগান তাহার রচিতে।
* * * *
প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হয়।
তার পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয়॥"

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শেষাংশে এবং দুর্লভসার গ্রন্থের আদিতে লোচন নিম্নোক্ত রূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম॥
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা॥
যাহার প্রসাদে গাই গৌর গুণগাথা।
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে॥
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে।
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তমগুপ্ত॥
সর্ব্বতীর্থপূত সেই তপস্যায় তৃপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র॥
সহোদর নাহি মোর মাতামহের পুত্র।
যথা তথা যাই দুলিল করে মরে।
দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত যাহার॥" ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—

"শ্রীনরহরিদাস যে দয়াময় দেহ।
পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়াল সিনেহ॥
দুরন্ত পাতকী অজ আমি দুরাচার।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল অপার॥
তার দয়া বলে আর বৈষ্ণবপ্রসাদে।
এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাদে॥"

[নরহরির দয়ার বিষয় নরহরিসরকার ঠাকুর শব্দে দ্রষ্টব্য]

লোচনদাস বৈদ্য, তাঁহার পিতামাতাদি আত্মীয়গণের নাম তিনি স্বয়ংই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

লোচনের আখরগুলি খুব মোটা মোটা। তাঁহার বাড়ীতে একটী পাথরের উপর বসিয়া শুক্ল আকাশ তলে তিনি

চৈতন্যমঙ্গল কাব্য লিখিতেন। সে পাথরখানি অদ্যাপি আছে। বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।

"পিতৃকুলে" ও "মাতৃকুলে" একমাত্র লোচনই উত্তরাধিকারী ছিলেন। অতএব সকলের স্নেহভাজন লোচনের বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হয়। বিবাহের পর তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের নিকট গমন করেন।

নরহরিঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্ত, গৌর-প্রেম-রসে ভরপুর। তাঁহার কাছে গেলে যাহা হয়, লোচনের তাহাই হইল। তিনিও "গৌর-প্রেমামৃত-সাগরে" ডুবিয়া গেলেন। ইহারই ফল চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এবং পদাবলী। নরহরির আদেশ ক্রমে ১৪৫৯ শকে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। [চৈতন্যমঙ্গল নাম প্রাপ্তির বিবরণ বৃন্দাবনদাস শব্দে দ্রষ্টব্য]

নরহরি ঠাকুর আকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁহার সঙ্গগুণে লোচনের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি শ্রীখণ্ডেই থাকিয়া গেলেন। বাড়ীতে যাননা, শ্বশুর বাড়ীও গমন করেন না।

এখন লোচনকে সংসারী করিবার উপায় কি? এদিকে তাঁহার স্ত্রীও কৈশোর প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, যৌবন আগতপ্রায়। লোচনের নিকট বার বার সংবাদ আসিতে লাগিল। শেষে তিনি এক দিন পদব্রজে শ্বশুরালয়ে চলিলেন।

বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে আর যান নাই, স্ত্রীকেও দেখেন নাই। এখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াই একটী "তেমাথা পথ" দেখিতে পাইলেন। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? নিকটে একটী অর্দ্ধ যুবতীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, অমুকের বাড়ী কোন্ পথে যাইব?" এ যুবতীই লোচনের স্ত্রী! একথা যখন অবগত হওয়া গেল, লোচন এবং তাঁহার স্ত্রী তখন অতি কাতর হইলেন। লোচন সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই ঘটিয়াছে, তা না হইলে, তাঁহার স্ত্রীই বা তখন পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন কেন?

যাহা হোক, দুইজনে পরম প্রীতিতে অতঃপর একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া স্ত্রী স্বামীতে পরম সুখে থাকা যাইতে পারে, জগতের লোককে ইহা দেখাইলেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহাদের কাছে, ইন্দ্রিয়গণ দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায়। লোচন এবং তাঁহার স্ত্রী কি রূপ শক্তিশালী ছিলেন, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে।

তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কি রূপ অনুরাগ ছিল, চৈতন্যমঙ্গলেই তাহার পরিচয় আছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই এই পদটী আছে—

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা।
আশীর্ব্বাদ মাগে আগে,
যত যত মহাভাগে,
তবে গাবো গোরা গুণ গাঁথা॥"

কি মধুর ভাব! গৌরগণোদ্দেশে লোচনের নাম আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, লোচনের স্বরূপ "বড়াই"—ব্রজের বড়াই বুড়ি।

ত্রিলোচনদাস, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা ও কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট রচনা করেন।

ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন, নবদ্বীপের একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, রামের ছাত্র। ইনি ন্যায়কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

ত্রিলোচনপাল, মহারাজ রাজ্যপালের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ প্রয়াগ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। প্রয়াগ হইতে প্রদত্ত ত্রিলোচনপালের ১০৮৪ অঙ্কাঙ্কিত এক তাম্রশাসন এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিলহর্ণ সাহেব ঐ অঙ্ক সম্বৎজ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। (Indian Antiquary, Vol., XVIII. p. 34.)

কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি ১০৮৪ শকসম্বৎ বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ মূল তাম্রশাসনে সম্বৎ শব্দ স্পষ্ট নাই। তাম্রশাসনে ইনি রাজ্যপালের পুত্র ও বিজয়পালের পৌত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১১৯৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে মহারাজপুত্র রাজ্যপালের পরিচয় আছে। (Ind. Ant. XVIII. p. 26) পূর্ব্বোক্ত শক ও শেষোক্তটী সম্বৎ গ্রহণ করিলে রাজ্যপালের তাম্রশাসন হইতে ত্রিলোচনপালের তাম্রশাসন ২০ বর্ষ মাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 'মহারাজপুত্র' রাজ্যপালও কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সম্মতিক্রমে ভূমিদান করেন। এরূপ স্থলে রাজ্যপালকে গোবিন্দচন্দ্রের অধীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ত্রিলোচনপাল পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি স্বাধীন রাজার উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

২ এই নামে পশ্চিমে একজন পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি সুলতান মামুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৩ লাটদেশের চৌলুক্যবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। বৎসরাজের পুত্র। ইনি ৯২৭ শকে রাজত্ব করিতেন।

ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য, ন্যায়সঙ্কেত নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিলোচনমিশ্র, ধর্ম্মকোষ নামে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহকার। বর্দ্ধমান ও আহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দন ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ত্রিলোচন শিবাচার্য্য, মন্ত্রত্রয়োদ্যোত ও সিদ্ধান্তসারাবলী নামে শৈবশাস্ত্রকার।

ত্রিলোচনাচার্য্য, বৈয়াকরণ-কোটীপত্রনামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিলোচনাদিত্য, এক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি নাট্যলোচন ও লোচনব্যাখ্যাঞ্জন রচনা করেন।

ত্রিলোচনা (স্ত্রী) দুর্গা।

ত্রিলোচনাষ্টমী (স্ত্রী) ত্রিলোচনায় শিবপূজার্থে যা অষ্টমী। জ্যৈষ্ঠ মাসের গৌণচান্দ্র কৃষ্ণাষ্টমী, এই অষ্টমীতে শিবপূজা করিলে শিবলোকে গতি হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টম্যাং ত্রিলোচনং।
যঃ পূজয়তি দেবেশমীশলোকং স গচ্ছতি॥" (ভবিষ্যপু°)

ত্রিলোচনী (স্ত্রী) ত্রীণি লোচনানি যস্যাঃ। দুর্গা।

ত্রিলোচনেশ্বরতীর্থ (ক্লী) ত্রিলোচনেশ্বরং নাম তীর্থং। তীর্থবিশেষ।

ত্রিলোহ (ক্লী) সুবর্ণ, রজত ও তাম্র।

ত্রিলোহক (ক্লী) সুবর্ণ, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয়।

ত্রিলোহক (ত্রি) ত্রীণি লোহানি ধাতবো যত্র, সংজ্ঞায়াং কন্। সুবর্ণ, রজত ও তাম্রময় পাত্রাদি।

ত্রিলৌহী (স্ত্রী) ত্রীণি লোহানি সাধনত্বেনাস্ত্যস্যাঃ গৌরা° ঙীপ্। সুবর্ণ, রজত ও তাম্রের পরিমাণ ভেদ দ্বারা নির্ম্মিত মুদ্রাভেদ। তন্ত্রসারের মতে মন্ত্রীর হিতের জন্য এই মুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে। লৌহত্রয়ের মধ্যে সুবর্ণ সূর্য্য, রৌপ্য চন্দ্র ও তাম্র অগ্নিস্বরূপ জানিবে।

"সোমসূর্য্যাগ্নিরূপাঃ স্যুর্বর্ণা লৌহত্রয়ং তথা।
রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্যস্তাম্রো হুতাশনঃ॥
লোহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাদ্যক্ষরসংখ্যয়া।
তৈ র্লৌহৈঃ কারয়েন্মুদ্রামসঙ্কলিতসঙ্গতাম্॥
এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ।
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্ব্বে সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ॥
স্বরাঃ ষোড়শবিখ্যাতাঃ স্পর্শাঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
ব্যাপকা জগতে কামধনধর্ম্মপ্রদায়িনঃ॥
সার্দ্ধং সহস্রং সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াত্ততঃ।
তস্যাং সম্পাতয়েন্মন্ত্রী সর্পিষা পূর্ব্বসংখ্যয়া॥
নিঃক্ষিপ্য কুম্ভে তাং মুদ্রামভিষেকোক্তবর্ম্মনা।
আবাহ্য পূজয়েদ্দেবীমুপচারৈ র্বিধানতঃ॥
অভিষিচ্য বিনীতায় দদ্যাত্তাং মুদ্রিকাং ততঃ।
ইয়ং মুদ্রা ক্ষুদ্ররোগাপবর্ত্মজ্বরনাশিনী॥
ব্যাল-চৌরমৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়ন্ মন্ত্রুবেশ্মনঃ॥
মন্ত্রসিদ্ধিকরী পুংসাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।
ধারয়ন্ মনুজো নিত্যং দেবতুল্যো ভবেদ্ভুবি॥" (তন্ত্রসার)

ত্রিবৎস (পুং) ত্রয়ো বৎসাঃ বৎসরাঃ যস্য সঃ। ত্রিবর্ষ বয়স্ক পশু।

"ত্রিবৎসো বয় উক্ষিক্ ছন্দঃ।" (শুক্লযজু° ১৪।১০)

ত্রিবর্ষ বয়স্ক বৃষ।

"সোমক্রয়ণস্ত্রিবৎসঃ সাণ্ডঃ" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২২।৩।৪০)

'ত্রিবৎস ত্রিবর্ষঃ সাণ্ডঃ আণ্ডসংযুক্ত ষণ্ডকঃ' (কর্ক)

ত্রিবন্দরম্, ১ ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের একটী বিভাগের নাম। ইহা উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত। ইহার মধ্যে উত্তর তালুকে ৫২ হাজার লোকের বাস। ২ উক্ত বিভাগের প্রধান নগর ও ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের রাজধানী। মলয়ালম্ প্রদেশের সামাজিক প্রথার একটী কেন্দ্র বলিয়া বহুদিনাবধি এই নগর প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যের প্রাসাদ, সভামণ্ডপ ও দুর্গ এই নগরে অবস্থিত। ইহার চতুস্পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম। নগরটী সমুদ্রতীর হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে সমুদ্রগর্ভে একটী বালুকাচর ও জলাজমীবিশিষ্ট দ্বীপ পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের ক্রোড়বর্ত্তী জমীর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। করুমানয় নদী এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। নগরের দক্ষিণাংশ অস্বাস্থ্যকর। ঘন নারিকেল বাগানের জন্য সহরের এই অংশে বায়ুর চলাচল বড় ভাল হয় না। দুর্গটী তাদৃশ দৃঢ় নহে, চতুর্দ্দিকে কেবলমাত্র দৃঢ় উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত।

দুর্গমধ্যে মহারাজ ও রাজবংশীয়গণের প্রাসাদ এবং পদ্মনাভ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির বিখ্যাত মন্দির আছে। এই সকল অট্টালিকার উচ্চ উচ্চ কোণাকার দোচালা বারাণ্ডা, চওড়া কার্ণিস, গভীর গবাক্ষ, এবং কাঠের মোটা মোটা থামবিশিষ্ট সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত বারাণ্ডা দেখিতে বড় সুন্দর। পদ্মনাভের মন্দির অতি প্রাচীন ও অতি পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির থাকাতেই এই স্থানে ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজধানী উঠিয়া আসা হয় ও এই মন্দিরের প্রসাদেই এ স্থানের এতদূর প্রসিদ্ধি। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে ৭৫ হাজার টাকা আয় আছে। অনেকেই আধুনিক রাজগণকে এই অস্বাস্থ্যকর স্থানের দুর্গবাস ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজারা প্রাচীন বাসস্থানের মায়ায় এবং ব্রাহ্মণদিগের কথামত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন না। প্রতি পুণ্যাহ কর্ম্মে

মহারাজের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় বলিয়া আরও তিনি পদ্মনাভের মন্দিরের সান্নিধ্যবাস ত্যাগ করিতে পারেন না। এই নগরে মহারাজের এক টাঁকশাল আছে। ইহাতে পয়সা ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা হইতে পারে না। এখানে একজন বৃটীশ রেসিডেণ্ট থাকেন। সহরের উত্তরাংশে স্কন্ধাবার, অস্ত্রাগার, হাঁসপাতাল, নায়র ব্রিগেড নামক নায়র সৈন্যদলের কার্য্যালয়াদি ও য়ুরোপীয়দিগের বাস আছে। সৈন্য দলে প্রায় ১৪ শত সৈন্য। এই দলে ৩ জন য়ুরোপীয় সেনানায়ক আছে। ইহারা মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত। মহারাজের পরই দেওয়ান সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার বাস এবং কার্য্যালয়াদিও এই সহরে। এখানে একটী সদর আদালত ও চিকিৎসাবিদ্যালয়, ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে হাঁসপাতাল, তন্মধ্যে সাধারণ হাঁসপাতাল, পাগ্‌লা হাঁসপাতাল, গর্ভিণীর হাঁসপাতাল, জেল হাঁসপাতাল ও বসন্তরোগের হাঁসপাতাল স্বতন্ত্র আছে। মহারাজের একটী কলেজ আছে, তাহার অট্টালিকা অতি সুদৃশ্য। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে একটী মানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মানমন্দিরের একটী শাখা অগস্ত্যেশ্বর পর্ব্বতে (৬২০০ফিট্ উচ্চে) স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা থাকিতেন, এখন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা আছেন। খরচ বেশী পড়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অগস্ত্যেশ্বরের মানমন্দিরটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। নেপিয়ার মিউজম নামক যাদুঘর অতি সুন্দর। ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের ৪৫টী উৎপারশের (অতিথিশালার) মধ্যে প্রধান উৎপারশ রাজব্যয়ে পরিচালিত হয় এবং এই নগরে অবস্থিত। ইহা আগরশালা (অগ্রশালা) নামে খ্যাত। 'ত্রিবাঙ্কোড় রাজগেজেট' নামে সাপ্তাহিক পত্র মলয়ালম্ ও ইংরাজী ভাষায় প্রতি সপ্তাহে এই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। নাগরকয়ল সহরে 'ত্রিবাঙ্কোড় টাইম্‌স্' নামক ইংরাজী সংবাদপত্র মাসে ৩ বার প্রকাশিত হয়। ত্রিবাঙ্কোড় রাজের ইচ্ছামত এখানে ইংরাজ কর্ত্তৃক টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ৫০ বৎসর হইল এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও ছাপাখানা চলিতেছে। এই নগরের পথ ঘাট সুন্দর।

ত্রিবর্গ (পুং) ত্রয়াণাং ধর্ম্মার্থকামানাং বর্গঃ সমূহঃ। ১ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন পুরুষার্থ।

"যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৭৪)

২ ত্রিফলা। "তাপান্ দশৈতান্ বিপচেদ্বিধিজ্ঞো দদ্যা ত্রিবর্গং মধুনাক কৃৎস্নং।" (সুশ্রুত ৫।৪১ অঃ)

৩ ত্রিকটু। ৪ বৃদ্ধিস্থান ক্ষয়রূপ পদার্থ। "ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তম্।" (ভট্টি)

৫ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়।

'ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থে ত্রিফলায়াং কুটুত্রিকে।
বৃদ্ধিস্থানক্ষয়ে সত্ত্বরজস্তমসি চেষ্যতে॥' (মেদিনী)

৬ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন প্রধান জাতি। ৭ সুনীতি। (শব্দর) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৮ গায়ত্রী।

"ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী।"

(দেবীভাগবত ১২।৬।৭৩)

ত্রিবর্ণ (ক্লী) তিন রঙ্। (ত্রি) তিনবর্ণযুক্ত। (গৃহস্° ৩.১১)

ত্রিবর্ণক (ক্লী) ত্রিবর্ণ-স্বার্থে কন্। ১ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরূপ দ্বিজাতি বর্ণত্রয়। (মেদিনী)

২ ত্রিফলা। ৩ শ্যাম, রক্ত ও পীত এই তিন রঙ্। ত্রয়োবর্ণাঃ পুষ্পেষু অস্ত কপ্। ৪ গোক্ষুর। ৫ ত্রিকটু।

ত্রিবর্ণকৃৎ (পুং) সরটু, গিরগিটি। ইহারা তিন বর্ণ ধারণ করিতে পারে। (নিঘণ্টু প্র°)

ত্রিবর্ণা (স্ত্রী) বনকার্পাসী, বনকাপাস্।

ত্রিবর্ত্তু (ত্রি) ত্রিষু ঋতুষু বর্ত্ততে বৃত-উন্। বসন্তাদি তিন ঋতুতে প্রাতরাদিকালে যাহা বিলক্ষণ বর্ত্তমান।

"ত্রিবর্ত্তু জ্যোতিঃ স্বভিষ্টা স্মে" (ঋক্ ৭।১৯।২)

'ত্রিবর্ত্তু ত্রিষ্ ঋতুষতিশয়েন বর্ত্তমানম্।' (সায়ণ)

ত্রিবর্ত্মগা (স্ত্রী) ত্রিপথগা গঙ্গা।

ত্রিবর্ত্মন্ (ক্লী) ১ ত্রিপথ। ২ ত্রীণি বর্ত্মানি যস্য। দেবযান, পিতৃযান ও দক্ষিণাযানরূপ মার্গত্রয় যুক্ত জীব।

"স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ স করোতি স্বকর্ম্মভিঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উ° ৫।৭)

ত্রিবর্ষ (ত্রি ত্রয়ো বর্ষা বৎসরাঃ অস্য। ১ তিন বৎসরের জীব।
"নাত্রিবর্ষস্য কর্ত্তব্যা বান্ধবৈরুদকক্রিয়া।" (মনু ৫।৭৭)

(পুং ক্লী) ২ বর্ষত্রয়।

ত্রিবর্ষা (স্ত্রী) তিন বৎসরের গো।

'ত্রিহায়ণী ত্রিবর্ষা গৌঃ' (অমর)

ত্রিবর্ষিকা (স্ত্রী) তিন বর্ষের গো। (হেম ৪।৩৩৮)

ত্রিবর্ষীয় (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভবঃ গহাদিত্বাচ্ছ। ত্রিবর্ষোৎপন্ন।

ত্রিবাঙ্কুর (ত্রিবাকোড়, তিরুবাকোড় বা তিরুবিদাকোড়) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত দেশীয় রাজশাসিত একটী মিত্র রাজ্য। ইহার উত্তরে কোচীন রাজ্য, পূর্ব্বে মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ইহার উত্তর দক্ষিণে ৮৭ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রস্থে ৩৮ ক্রোশ, মোট পরিমাণ ৬৭৩০ বর্গ মাইল। ইহাতে ৩১টী

তালুক আছে। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দ্রম্। এই নগরে ত্রিবাঙ্কোড় রাজের বাস।

এই রাজ্যই প্রাচীন কেরলের দক্ষিণাংশ। ইহার এই কয়টী প্রাচীন নাম পাওয়া যায়—শ্রীবিম্বকুণ্ড, শ্রীবর্দ্ধনপুর ও পদ্মনাভপুর। পেরিপ্লাস্ অনুসারে একটী প্রাচীন নাম 'পুরলি।'

ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, যেন ছবির মত। পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতমালা অতি ঘন বনে সমাচ্ছন্ন, পর্ব্বত-শিখর ৮ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। সাগরতীর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে সমতল ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে নারিকেল ও গুপারি বৃক্ষে পূর্ণ। এই দুই দ্রব্যই এক প্রকার দেশের ধনাগমের প্রধান উপায়। সমস্ত দেশটা এক প্রকার উর্ব্বর উপত্যকায় পূর্ণ, পূর্ব্বপশ্চিমে নদী আছে। সাগরতীরে অনেক সাগর-সংশ্লিষ্ট হ্রদ ও অনেক গুলি আভ্যন্তরিক্ হ্রদও আছে। এই সকল হ্রদের মধ্যে খাল কাটাইয়া অনেক গুলি পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে। যখন নদীতে জল থাকে না বা সহজে সাগর দিয়া যাতায়াত করা যায় না, তখন এই হ্রদের মধ্য দিয়া যাতায়াত চলে। নাঞ্জিনাড় নামক পূর্ব্ববিভাগে ধান্য ও তালের বহু বিস্তৃত আবাদ আছে, ইহা ঠিক তিন্নেবেলী জেলার মত, তবে ইহার স্থানে স্থানে পতিত অনুর্ব্বর জমীও আছে। ইহার উত্তরাংশে মলয়দেশীয় বন্ধ ও বন্ধুর ভূমি আরম্ভ। সাগরতীরের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। পর্ব্বতমালার দৃশ্য বড় সুন্দর। দক্ষিণাংশে পর্ব্বতমালা বনাচ্ছন্ন, খুব উচ্চ। মধ্য স্থলের পাহাড় তত উচ্চ নহে। উপত্যকাদিতে উচ্চ মন্দির এবং গির্জ্জা আছে; পশ্চিমাংশে বাগানবাড়ী যথেষ্ট। মান্নারগুড়ি, কোলাচল, বিলিঞ্জম, পন্তরাই, অঞ্জেঙ্গো, কুইলোন (কোলম্ব), কায়ঙ্কুলম্, পোরকাড় এবং অল্লেপ্পি এই কয়টী সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রধান বন্দর। এ গুলির মধ্যে অল্লেপ্পি, কুইলোন ও কোলাচল বন্দরেই বড় বড় জাহাজাদি ও অন্যান্য স্থানে দেশী বড় বড় নৌকা আসে। পেরিয়ার নদীর পশ্চিমে পর্ব্বতমালার নাম অনয়মলয়। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতশিখর আছে, তাহার উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। সর্ব্ব দক্ষিণ পর্ব্বতশিখরের নাম অগস্ত্যেশ্বর মলয়; এই শিখর হইতেই তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই স্থানের উপত্যকা সকলে কাফি ও চা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এল্লিবিমলয় বা হামিল্টন্ উপত্যকা ৩ ক্রোশ দীর্ঘ এবং দেড় ক্রোশ বিস্তৃত, তন্মধ্যে ৩০ হাজার বিঘা জমীতে কেবল চা ও কাফি হয়। মেল-মলয় বা কানন-বন পর্ব্বতেও ঐ রূপ দীর্ঘ চা ও কাফিক্ষেত্র আছে। ত্রিবাঙ্কোড়ের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখরের নাম অনয়মুড়ি। ইহার উচ্চতা ৮৮৩৭ ফিট। হিমালয়ের দক্ষিণে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত, ইহার নিকটে আরও কয়েকটী শিখরের উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। এই পর্ব্বতমালার দক্ষিণে এলাচি-পর্ব্বতমালা। এখানে দারুচিনিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহার পর দক্ষিণে পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ সরু ও ক্ষুদ্র হইয়া কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে লোকাবাস অতি বিরল।

ঘাটপর্ব্বত হইতে এদেশের অনেক গুলি নদীই উৎপন্ন হইয়াছে। পেরিয়ার নদীই এদেশের মধ্যে প্রধান, পর্ব্বতের অতি উচ্চ স্থানে উৎপন্ন হইয়া ১৪২ মাইল ঘুরিয়া আসিয়া কোদঙ্গলুর নামক স্থানে সাগরের এক জলাবর্ত্তে পড়িয়াছে। এই নদীর মোহানা হইতে উর্দ্ধে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত নৌকা চলে। ইহার পর পম্বই নদী, ইহার অচিন কইল ও কল্লদা নামক দুটী উপনদী আছে। কুলিত্তোরই বা পশ্চিম তাম্রপর্ণী নদী মহেন্দ্রগিরি নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া তিন্নেবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। বৃহৎ তাম্রপর্ণী নদীও অগস্ত্যেশ্বর পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া তিন্নেবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশে প্রলয় ও কোদয় নামক স্থানে পাণ্ড্যরাজাদিগের নির্ম্মিত কতকগুলি আনিকট বা জলাবরোধ আছে। তীরবর্ত্তী জলাবর্ত্ত হ্রদ গুলির সারির দীর্ঘতা প্রায় এক শত ক্রোশ, চৌঘাট হইতে ত্রিবন্দ্রম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিবন্দ্রম্ ও কুই-লোনের মধ্যে ৩ ক্রোশ জমী অতি উচ্চ, এই স্থানে দুইটী খাল কাটাইয়া দিয়া উত্তর দক্ষিণে হ্রদগুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে। অল্লেপ্পির পূর্ব্বাংশে বিম্বনাড় হ্রদই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার জল অতিশয় শুকাইয়া যায়। নৌকা নানা আকারের আছে, তন্মধ্যে শাল্তি ও ডোঙ্গার আকারই বেশী। এদেশে সিমুলবৃক্ষেই নৌকা অধিক হয়।

খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ প্রচুর, তদ্ভিন্ন ফট্‌কিরি, গন্ধক ও কৃষ্ণনীস পাওয়া যায়। হস্তীদন্ত এদেশের একটী প্রধান বন্য পণ্য। বনে হস্তী, শাম্বর, নীলগাই ও অন্যান্য হরিণ পাওয়া যায়।

এদেশের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২॥ আড়াই-কোটী, তন্মধ্যে ১ কোটী ৭৬ হাজার হিন্দু হইবে। তৎপরে খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা ২৬ জন ও মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭ জন। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দ্রম্, তাহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার। প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রধান বন্দর অল্লেপ্পি সহর, ইহার লোকসংখ্যা ২৬ হাজার। প্রধান সেনানিবাস কুইলোন সহরে ১৪ হাজার, এতদ্ভিন্ন নাগরকোল সহরে ১৭ হাজার, কোট্টায়ম্ সহরে ১২ হাজার, ও শেনকোট্টা সহরে ৮ হাজার লোকের বাস। এতদ্ভিন্ন

পয়বয়, কোত্তয় পয়েতলয় প্রভৃতি স্থান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এখানে মলবারে প্রচলিত মরুমক্কতায়ম্ বিধিই সামাজিক শাসনার্থ প্রচলিত। তামিল, তেলগু ও মরাঠীরা স্ব স্ব দেশীয় বিধি অনুসারে চলে। নাম্বুরিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিবাহ করে ও উত্তরাধিকারী হয়, অন্যান্য সন্তানেরা পৈত্রিক বিষয়ে অধিকার পায় না। কন্যারা অধিক বয়সপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, এমন কি অনেকে অতি বৃদ্ধ বয়সেও অবিবাহিতাবস্থায় মরে। [নাম্বুরি দেখ।] নায়রদিগের মধ্যে প্রথামত বালিকা বয়সেই কন্যারা বিবাহিত হয়; কিন্তু তাহারা স্বামীগৃহে যায় না বা স্বামীর সহিত তাহার কোন সংস্রব থাকে না। তাহারা পিতৃগৃহেই থাকে ও যৌবনে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি বা কোন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া স্বামীস্ত্রীরূপে পিতৃগৃহেই বাস করে। এই সকল কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাই মাতুলের উত্তরাধিকারী হয়। নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী না থাকিলে উত্তরাধিকারীবিহীন হইয়া থাকে। তাহারা পোষ্যপুত্রের ন্যায় পোষ্যকন্যা গ্রহণ করে ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকার দান করে। নায়রের সন্তানেরা সুতরাং কেহই পিতার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত নহে ও পরস্পর মাতুলের উত্তরাধিকারী মাত্র। তাহারা মাতুলের শ্রাদ্ধাদি ও বিষয় সম্পত্তি অধিকার করে। নায়র ও নাম্বুরিগণ বড় শুদ্ধাচারী, দিবসে দুই তিন বার স্নান করে। ব্রাহ্মণেরা শবদাহ করে, কিন্তু নায়রেরা বংশপ্রথানুসারে শব দাহ বা সমাহিত করে। শ্মশান বা সাধারণ সমাধি স্থান নাই, স্ব স্ব উদ্যানের এক স্থানে শবদাহ বা সমাহিত হয়। ইহারা শিখা স্থানে শিখা ধারণ করে না, তালুতে শিখা ধারণ ও তাহা সম্মুখের দিকে উল্টাইয়া রাখে। [নায়র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কৃষি দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও নারিকেল প্রধান, তাহার পরেই লঙ্কা। গুপারিও খুব আদরের। কাঁঠালই এক প্রকার গরীবের প্রধান অবলম্বন, ইহার ফল গরীবের প্রধান আহার্য্য ও কাঠে গৃহাদি প্রস্তুত হয়। হরিদ্রাগাছের মত এখানে এলাচির গাছ যথেষ্ট জন্মে। এলাচির গাছ ৬ হইতে ১০ ফিট দীর্ঘ হয়। যথা সময়ে বন জঙ্গল পুড়াইয়া এলাচি ছড়াইয়া দেয়, তৎপরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এলাচ পাকিলে তাহা তুলিয়া আনে এবং রাজসরকারে জমা করিয়া দেয়। কৃষক নিজাংশের মূল্য পাইয়া থাকে। কাফি খুব বেশী এবং ভাল হয়। চা-এর চাষও হইতেছে, পাতা খুব ভাল হয়, কিন্তু এদেশে পাতায় তদ্বির ভাল হয় না। মহিষ ও বলদ উভয়েই লাঙ্গল টানে।

এদেশে জমীর উপর প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকর বা খাজনা নাই। মলবারের সকলেই জনম্ বা উত্তরাধিকারসূত্রে বিনা করে ভোগ করে। নাম্বুরি ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের নিকট হইতে এই দেশ বিনা করে বাস করিবার জন্য প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তদবধি ইহা বিনা করেই উপভুক্ত হইতেছে। এখন ত্রিবাঙ্কোড়রাজ এক প্রকার কর অবধারণ করিয়াছেন। যে জমী যে বংশের অধীনে আবহমানকাল আছে, তাহার কোন কর কেহ এখনও দেয় না, কিন্তু কেহ যদি সেই 'জনম' স্বত্বের জমী স্বজাতি ভিন্ন অপরকে অর্থ লইয়া বিক্রয় বা বন্ধক প্রদান করে, তবে সে জমীর 'জনম' স্বত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং রাজা তাহার উপর কর ধার্য্য করেন। এই করকে "রাজভোগম্" বলে। যে পরিমাণ জমী এই রূপে করায়ত্ত হয়, তাহাতে বুনিবার জন্য যে পরিমাণ বীজ আবশ্যক, রাজা তাহার অর্দ্ধেক ও সেই জমীর প্রজারা যে কর দিয়া থাকে, তাহার ষষ্ঠাংশ কর রাজা পাইয়া থাকেন। এইরূপে সম্প্রতি অনেক জমী বিদেশীয়েরা হস্তগত করিয়াছে। ইহাকে 'কানম্' বন্দোবস্ত বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে. নায়রদিগের যে সকল প্রাচীন জমী আছে, তাহা 'মাদম্বিমার' নামে খ্যাত, ইহাতে রাজা 'রাজভোগম্' আদায় করেন না। জনম স্বত্বের জমী বিদ্রোহাপরাধে ও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকিলে রাজার খাস হয় এবং বন্য জমী, চর জমী ও সমুদ্রের চর রাজার খাসে আছে, এ সকলকে সরকারী জমী বলে।

এদেশ হইতে ঝুনা নারিকেল, নারিকেল দড়ি বা ছোবড়া নারিকেলের মালা, হুঁকার খোল, নারিকেলতৈল, শুষ্ক আদা বা শুঁঠ, লঙ্কা, লোনামাছ, বাহাদুরীকাঠ, কাফি, এলাচি, মোম, তেঁতুল ও তালের মিছরি রপ্তানী হয়। আর তামাকু, বিলাতী খুচরা দ্রব্য, চাউল, সুতা, তুলা ও তামা আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়, আর ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়।

এদেশে আঠারটী মুন্সেফী আদালত, ৬০টী ফৌজদারী আদালত, ৫টী জেলা আদালত ও রাজধানীতে একটী সদর আদালত আছে। পুলিসের একটা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। দেওয়ান পেস্কার (বা বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা) ও তহসীলদারেরাই পুলিসের কার্য্য করে। ত্রিবন্দ্রমে ২টী, কুইলোনে একটী ও অল্লেপ্পিতে একটী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, এতদ্ভিন্ন ২৫টী জেলা স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় আছে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অঞ্চল বা ডাকঘর স্থাপিত হয়, তাহাতে

কেবল রাজকীয় কার্য্য চলিত, এখন তাহাতে সাধারণেরও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আপাতত ৯৮টী ডাকঘর হইয়াছে।

মহারাজের ১৩৬০ জন পদাতি, ৬০ জন অশ্বারোহী, ৩০ জন গোলন্দাজ এবং ৪টী কামান আছে।

ইতিহাস।—ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। প্রবাদ আছে, পরশুরাম যখন সাগরগ্রাস হইতে সমস্ত মলয়ালম্ ভূভাগ উদ্ধার করেন, তখন তিনি এই প্রদেশ নাম্বুরি নাইক ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। খৃষ্টাব্দের ৬৮ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাম্বুরিগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণেরা এক একজন ক্ষত্রিয়কে দ্বাদশ বৎসর কাল আপনাদিগের রাজা করিত এবং এক ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর শাসনকাল ফুরাইলে আর একজন তৎপদে অভিষিক্ত হইত।

ত্রিবাঙ্কোড়ের দেওয়ান সঙ্কুনিমেনন্ ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন ইতিহাস এই রূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

পরশুরাম সাগর হইতে মলয়ালম্ ভূভাগ উদ্ধার করিয়া দক্ষিণকেরলে ভানুবিক্রম নামক এক চেররাজকে স্থাপন করেন। ভানুবিক্রমের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আদিত্যবিক্রম পরশুরাম কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরে পরশুরাম উদয়বর্ম্মাকে উত্তরকেরল প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে এই ঘটনা হয়. কলিযুগে দক্ষিণ কেরলে ৪৮ জন রাজা রাজত্ব করেন। ১৮৬০ কল্যব্দে রাজা কুলশেখর আর্বার রাজত্ব করিতেন, অল্প দিন পরেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন; এখনও ত্রিবাঙ্কোড়ের নানা স্থানে নানা মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। বহুকাল পরে শকাব্দের প্রারম্ভে মদুরার রাজা বীরবর্ম্মা পাণ্ড্য ও চেররাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন, তৎপরে কোঙ্গুরাজগণ চেররাজ্য দখল করেন। এই সময়ে চেররাজবংশ মদুরা ও তিন্নেবেলীর অংশ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কোড়ে (দক্ষিণ কেরলে) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পেরুমালেরা প্রায় ২০০ শত বর্ষ কেরলরাজ্য শাসন করেন, এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানগণ ও ইহুদিরা আসিয়া কোচিনে অবস্থান করিতে থাকেন। শেষ পেরুমালরাজ কোচিনের রাজা ও কালিকটের সামরিরাজকে রাজদণ্ড প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

উপরোক্ত বিবরণ কেবল প্রবাদমূলক, প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তৎপরে উল্লেখযোগ্য দুই জন রাজার নাম পাওয়া যায়—এক বীরমার্ত্তণ্ডবর্ম্মা ইনি ৭৩১ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন, অপর রাজার নাম উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা, ইনি ৮২৫ খৃঃ অব্দে কোলম্বাব্দ স্থাপন করেন, এই অব্দ এখন মলয়ালম্‌অব্দ নামেও প্রচলিত আছে। তৎপরে আমরা ১১৮৯ ও ১৩৩০ খৃঃ অব্দে আদিত্যবর্ম্মা নামে দুই জন রাজার নাম পাই। বীর রামমার্ত্তণ্ডবর্ম্মা (১৩৩৫-১৩৭৮ খৃঃ অব্দ মধ্যে) ত্রিবন্দরম্ রাজপ্রাসাদ ও দুর্গনির্ম্মাণ করেন, তাহার পর এরবিবর্ম্মা ১৩৭৬ হইতে ১৩৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে কেরলবর্ম্মা কুলশেখর পেরুমাল ৩মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া স্বর্গ গমন করিলে তাঁহার যমজ সহোদর চের উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা রাজা হন, ইনি ১৩৮২ হইতে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি চেরমাদেবী নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, তথায় তাঁহার শিলালিপি আছে। তৎপরে নিম্নলিখিত রাজগণ যথাক্রমে রাজত্ব করেন—

রাজার নাম		রাজ্যকাল
বনবনাড় মুত্তরাজ	...	১৪৪৪-১৪৫৮ খৃঃ অঃ
বীরমার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৪৫৮-১৪৭১
আদিত্যবর্ম্মা	...	১৪৭১-১৪৭৮
এরবিবর্ম্মা	...	১৪৭৮-১৫০৪
মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫০৪
বীরএরবিবর্ম্মা	...	১৫০৪-১৫২৮
মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫২৮-১৫৩৭
উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫৩৭-১৫৬০
কেরলবর্ম্মা	...	১৫৬০-১৫৬৩
আদিত্যবর্ম্মা	...	১৫৬৩ ১৫৬৭
উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫৬৭-১৫৯৪
বীরএরবিবর্ম্মা	...	১৫৯৪-১৬০৪
বীরবর্ম্মা	...	১৬০৪-১৬০৬
রবিবর্ম্মা	...	১৬০৬-১৬১৯
উন্নিকেরলবর্ম্মা	...	১৬১৯-১৬২৫
রবিবর্ম্মা	...	১৬২৫-১৬৩২
উন্নিকেরলবর্ম্মা	...	১৬৩২-১৬৬১
আদিত্যবর্ম্মা	...	১৬৬১-১৬৭৭

শেষ আদিত্যবর্ম্মা ও তাহার জ্ঞাতিগণ নিহত হন, তাঁহার ভাগিনেয়ী উময়ম্মরাণী ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যের অভিভাবিকারূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করে। তাহাদের অধিনায়ক ত্রিবন্দরমে কিছুকাল অবস্থান করেন, শেষে রাজবংশীয় সেনাপতি কেরলবর্ম্মা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত ও নিহত করেন। উময়ম্মরাণীর পুত্র রবিবর্ম্মা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রবিবর্ম্মার পরবর্ত্তী রাজগণের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল—

মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা পেরুমাল ১৭২৯ হইতে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইল্লাইদাত্তুনাড় ও ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কায়ঙ্কুলম্ জয় করেন। তৎপরে বনজী রামবর্ম্মা পেরুমাল রাজা হন। ইনি অনেক স্থান জয় করেন। ইঁহার সৈন্যবল অতি বৃহৎ ছিল। ইতালীয়, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ ইঁহার সেনানায়ক ছিলেন। ইনি য়ুরোপীয় ধরণে সৈন্যদল গঠিত করিয়াছিলেন।

১৭৭৬ হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ইংরাজের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। টিপু মলবার জয় করিলে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ভীত হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া রাজা নিজ খরচে দুই দল ইংরাজ সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সৈন্যের খরচা তাঁহাকে নগদ বা লঙ্কা দিয়া শোধ করিতে হইত। এই সৈন্যদল বিপিনদ্বীপের নিকট পঁহুছিতে না পঁহুছিতে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন। আয়কোট্ট ও কোদঙ্গলুর দুর্গদ্বয় তখন ওলন্দাজদিগের নিকট ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ক্রয় করিয়াছেন। টিপু এই দুর্গ দাবী করিয়া বসিলেন; যুদ্ধ বাঁধিল। ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও তাঁহার দলে ২ হাজার লোক বিনষ্ট হয়। পর বৎসর (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) টিপু আবার ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন ও পুনরায় পরাজিত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ টিপুর অধিকৃত প্রদেশের কিয়দংশ (তিনটী জেলা) রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন ও তৎপরিবর্ত্তে রাজা তিনদল সিপাহীসৈন্য ও একদল ইংরাজ গোলন্দাজ সৈন্যের খরচ দিতে বাধ্য হন। রাজা বলরামবর্ম্মার সহিত এইরূপ সন্ধি হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাকে ইংরাজেরা আর একদল সিপাহী সৈন্যের খরচ দিতে (সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে) বাধ্য করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই টাকা বিস্তর বাকী পড়ে। দেওয়ানের দোষে ইহা ঘটে। ইংরাজেরা দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বলেন। তাহাতে ৩০ হাজার নায়র বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজের রক্ষিত সিপাহী সৈন্য আক্রমণ করে। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া কর্ণাটিক ব্রিগেড নামক বেশী ব্যয়সাধ্য ইংরাজ সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেন, খরচ রাজা দেন। তদবধি ত্রিবাঙ্কোড়ে আর কোন গোল ঘটে নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বলরামবর্ম্মার মৃত্যু হয়। ইঁহার পর লক্ষ্মী-রাণী রাজত্ব করিয়া কর্ণেল মন্‌রো নামক রেসিডেন্টের হস্তে

* ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি হয়। ত্রিচীনপল্লীর নবাবের সঙ্গেও যুদ্ধ ঘটে।

† টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইংরাজের সহিত যোগদান।

‡ ইঁহার সময়ে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

রাজ্য পরিচালনের ভার দেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীবাঈর মৃত্যুর পর তাঁহার ভগ্নী পার্ব্বতীরাণী অভিভাবিকা হইয়া রাজা রামবর্ম্মাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রামবর্ম্মা ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতা মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা রাজা হন। ইহার পর ইহার ভাগিনের বনজী বাল রামবর্ম্মা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনেরল উত্তরাধিকারাভাবে দত্তকভগিনী গ্রহণে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দত্তকরাণীরা অত্তিল নামক স্থানে বাস করেন, তাঁহারা তুম্বত্তী নামে খ্যাত। মলবারের নিয়মানুসারে এই রাজসংসারে রাজার পর রাজভ্রাতা, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় রাজা হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজের পূর্ণনাম শ্রীপদ্মনাভ দাস বনজী বাল রামবর্ম্মা কুলশেখর কিরীটপতি মুন্নে সুলতান মহারাজ রাজারাম রাজা বাহাদুর সার্ সমসের জঙ্ জি সি এস আই। ইনি সম্মানার্থ ২১ তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, অপরাধীর জীবন মরণের উপর তাঁহার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ প্রয়োজন মত তিনি প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। বর্ত্তমান রাজা ইংরাজী, হিন্দী, মরাঠী, তামিল ও তেলগু ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। তাঁহার মাতৃভাষা মলয়ালম্।

ত্রিবাঙ্কোড় এখন আদর্শ হিন্দুরাজ্য। রাজাকে বিশেষরূপে হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়, এই জন্ত তাঁহাকে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়, এইজন্ত তিনি রাজধানী স্থানান্তর করিতে পারেন না।*

ত্রিবার (ত্রি) ১ বারত্রয়যুক্ত। (পুং) ২ গরুড়ের একপুত্র। (ভারত উদ্যোগ ১০০ অঃ)

ত্রিবাস্তর (অপ্রচলিত দেশজ) সম্ভবতঃ ত্রিকান্তর, তেমাথাপথ।

"শুকজলে মৎস্ত আর নারীর যৌবন।
ত্রিবান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥" (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)

* ত্রিবাঙ্কোড় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—
Buchanan's *Travels in Mysore, Canara and Malabar*, Vol. III, 31, 51, 139. Shungoonny Menon's *History of Travancore*. Matiee's *Travancore and its people* Col. Yule's *Marco Polo*, II, 274, 290, 212, 318, 320, 324. Wilson's *Mackenzie*, Mss., Book 58, C. 1027. Dr. Burnell's *South Indian Palæography*, 140. *Madras Journal*, I, 7-73, 94, 255, 342; IV, *new Series*, 79, 80; VII; IX, 365; XIII, Pt. I, 116, 123; Pt. II, No. I; XXI, 30. Journal Royal Asiatic Society, I, 171; VII, 341; IV, N. S., p. 386; Journal Asiatic Society of Bengal, XV, 224; XX, 371, 382. Indian Antiquary I, 195, 229; II, 98, 180, 273; III, 310, 333; IV, 153, 181, 311; V, 25, 60; VI, 366: VII, 343; IX, 77. Asiatic Researches 171, 364; X, 106.

ত্রিবিক্রম (পুং) ত্রিষু লোকেষু বলিবঞ্চনার্থং ভূর্ভুবঃস্বঃর্লোকেষু ক্রমঃ পাদন্যাসো যস্য যদ্বা ত্রীন্ লোকান্ বিশেষেণ ক্রমেতি ব্যাপ্নোতীতি বি-ক্রম-অচ্। ১ বিষ্ণু।

"ত্রিরিত্যেবং ত্রয়োলোকাঃ কীর্ত্তিতা মুনিসত্তমৈঃ।
বিক্রামস্ত ততঃ সর্ব্বাংস্ত্রিবিক্রমোঽসি জনার্দ্দন॥" (হরিবংশ)

ত্রিবিক্রম, ১ সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত সংস্কৃত কবি। কাহারও মতে সদুক্তিকর্ণামৃতে দুইজন ত্রিবিক্রমের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ভাগবত ও একজন বৈদ্য।

২ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার, নির্ণয়সিন্ধু ও প্রতিষ্ঠাময়ূখে ইহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ একজন অভিধানকর্ত্তা, হেমাদ্রি ও দিনকরের রঘুবংশটীকায় ইহার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ কালবিধান নামক জ্যোতিগ্রন্থকার, মহাদেব ও বিশ্বনাথ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫ উদাহরণ নামক সংস্কৃত কাব্যকার।

৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। ইনি তিথিসারিণী, ব্রহ্মব্যবহার, শতশ্লোকব্যবহারক বা ত্রিবিক্রমশতক, স্ত্রীজাতক প্রভৃতি নামে কএকখানি জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করেন।

৭ পঞ্জিকোদ্দ্যোত নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৮ মদালসাচম্পূরচয়িতা।

৯ রামকীর্ত্তিমুকুন্দমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ত্রিবিক্রমভট্ট ভট্টারক, একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক। রামভারতীর শিষ্য। ইনি মন্ত্ররত্নমঞ্জুষা নামে তন্ত্র ও গূঢ়ার্থদীপিকা নামে শারদাতিলকের একখানি টীকা রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমদেব, ১ প্রাকৃত ব্যাকরণবৃত্তিরচয়িতা, ইনি মল্লিনাথের পুত্র ও আদিত্যবর্ম্মার পৌত্র।

২ লৌহপ্রদীপ নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইনি গৌড়ান্তঃপুরবৈদ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ভোজরাজ, বঙ্গসেন প্রভৃতির গ্রন্থ দৃষ্টে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়; ইহাতে নানা খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণীত হইয়াছে।

ত্রিবিক্রম পণ্ডিত, পুণ্যগ্রামের একজন বিখ্যাত শাস্ত্রী। ইনি পঞ্চায়ুধপ্রপঞ্চ নামে একখানি সংস্কৃত ভাণ রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্য, বায়ুস্তুতি, নৃসিংহস্তুতি ও বিষ্ণুস্তুতিরচয়িতা। ইনি ত্রিবিক্রমপণ্ডিত নামেও খ্যাত।

ত্রিবিক্রমশিষ্য, যোগদীপিকা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

ত্রিবিক্রমসূরি, রঘুহরির পুত্র। ইনি আচারচন্দ্রিকা ও প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমাচার্য্য, ১ গীর্ব্বাণভাষাভূষণনামে সংস্কৃত অভিধানকার।

২ চুণ্ডিরাজকৃত জাতকাভরণের একজন টীকাকার।

৩ দশপ্রকরণ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিবিক্রমানন্দ, সারসংগ্রহজ্ঞানভূষা নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

ত্রিবিদ্‌ (ত্রি) ত্রি-বিদ-ক্বিপ্‌। তিন বেদবিৎ।

ত্রিবিদ্য (পুং) ত্রিস্রো বিদ্যাঃ অস্য। ত্রিবেদজ্ঞ দ্বিজ।

ত্রিবিধ (ত্রি) ত্রিস্রো বিধা অস্য। তিন প্রকার।

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।" (গীতা)

ত্রিবিনত (ত্রি) দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরু এই তিন জনের নিকট নত।

ত্রিবিষ্টপ (ক্লী) বিশন্তি অস্মিন্‌ সুকৃতিনঃ বিশ-কপন্‌ তুট্‌ ষত্বঞ্চ। ত্রিপিষ্টপ, স্বর্গ।

"গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্‌ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥" (রামায়ণ ৬।৭।২৩)

ত্রিবিষ্টপসদ্‌ (পুং) ত্রিবিষ্টপে স্বর্গে সীদতি সদ-ক্বিপ্‌। দেবতা।

ত্রিবিষ্টব্ধ (ক্লী) ত্রীণি বিষ্টব্ধানি যত্র। ত্রিদণ্ডরূপ অবষ্টম্ভত্রয়।

"ত্রয়ীঞ্চ নামবার্ত্তাঞ্চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্‌ ব্রজন্তি যে।

ত্রিবিষ্টব্ধং বাসঞ্চ প্রতিগৃহ্নন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥" (ভারত শান্তি ১৮ অঃ)

ত্রিবিস্ত (ত্রি) ত্রীণি বিস্তানি স্বর্ণকর্ষমূল্যবান্‌ অনর্হতি ঠক্‌ তস্য বা লুক্‌। স্বর্ণকর্ষত্রয়মূল্য যোগ্য। লুগভাবে ত্রিবৈস্তিক। (পা ৫।১।৩১)

ত্রিবিস্তীর্ণ (পুং) ত্রিভিঃ বিস্তীর্ণঃ। শুভলক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"ললাটকটিবক্ষোভিস্ত্রিবিস্তীর্ণো যথা হ্যদো" (কাশীখণ্ড ১১ অঃ)

ত্রিবীজ (পুং) শ্যামাক। শামাঘাস।

ত্রিবৃৎ (পুং) ত্রি-বৃ-ক্বিপ্‌ তুক্‌ চ। লতাবিশেষ, তেউড়ী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্ব্বানুভূতি, সুবহা, ত্রিপুটা, সরণা, সরমা, ত্রিপুটী, রোচনী, মালবিকা, মসূরী, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিদলা, সুবেণী, কালিন্দিক, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, শ্বেতা, সারা। কাহারও মতে, এগুলি সামান্য ত্রিবৃতের, আবার কাহারও মতে শ্বেত ত্রিবৃতের পর্য্যায়।

কৃষ্ণ ত্রিবৃতের পর্য্যায়—শ্যামা, কালিন্দী, সুবেণিকা, কালা, মসূরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেষিকা, কালমেশিকা, পালিন্দী।

শ্বেত ত্রিবৃতের পর্য্যায়—ত্রিবৃৎ, বৃকাক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা।

অরুণ ত্রিবৃতের পর্য্যায়—ব্যাঘ্রাদনী, কটুরুণা, নিঃস্পৃহা, ত্রিবৃতা, অরুণা।

কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ঢাকা, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলে তেউড়ী, ময়মনসিংহে ত্রিশিরা, বঙ্গে কোন কোন স্থানে দুধকলমী, সাঁওতালেরা বনএতকা, পঞ্জাবে চিত্তাবাঁস, হিন্দীতে নিসোথ ও নকপত্তর, বোম্বাইএ নিশোত্তর, কুটকারী, দক্ষিণে তিকুরি, তামিলে শিবদই, তেলগু তেগড় ও আরবী ভাষায় তর্‌বন্দ্‌ বা তরবদ্‌ কহে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ipomæa Turpethum (Indian Jalap.)

ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মলয়, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানাদেশে এই লতা জন্মে। কলিকাতার নিকট অনেক স্থানে উদ্যান-শোভনের জন্য সচরাচর এই গাছ রোপণ করা হয়। কিন্তু ঔষধার্থ বন্য লতাই সচরাচর নির্ব্বাচিত হয়।

বৈদ্যক মতে, সামান্য ত্রিবৃতের গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি, শ্লেষ্মা, উদররোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণনাশক; বিরেচনে প্রশস্ত। (রাজনি॰)

অরুণবর্ণ ত্রিবৃতের গুণ—স্বাদু, কষায়, মৃদু, রেচক, রুক্ষ, কটু, দোষপাকে পিত্ত ও কফনাশক। রাজবল্লভের মতে—শ্বেত ত্রিবৃতের গুণ ইহা হইতে অতি অল্প অন্তর।

ভাবপ্রকাশমতে শ্বেত ত্রিবৃতের গুণ—বিরেচন, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ুকর, রুক্ষ; পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা, পিত্ত, শোফ ও উদররোগনাশক। কাল ত্রিবৃতের গুণ—শ্বেত তেউড়ী হইতে কিছু হীন, তীব্র, বিরেচক, মূর্চ্ছা, দাহ, মদ, ভ্রান্তি ও কণ্ঠোৎকর্ষণকর। (ভাবপ্রকাশ) এখন দেশীয় বৈদ্যগণ সচরাচর বিরেচক ঔষধস্বরূপই ত্রিবৃৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর ন্যায় আরব্য চিকিৎসকগণও বহু প্রাচীন কাল হইতে ত্রিবৃতের শিকড় বিরেচক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আবিশেরা 'তরবদ্‌' নামে এই বিরেচক ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'তরবদ্‌' হইতেই য়ুরোপীয়ের নিকট ইহা Turbith or turpeth নামে খ্যাত হইয়াছে।

ডাক্তার এন্‌স্লি, ওয়ালিচ্‌, গর্ডন, গ্রাস প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় চিকিৎসক ত্রিবৃতের উৎকৃষ্ট বিরেচক গুণ স্বীকার করিয়াছেন। এছাড়া ডাক্তার আল্‌ষ্টনের মতে, ইহা বাত, কুষ্ঠ ও শোথরোগেরও বিশেষ উপকারী। এই সকল গুণ সত্বেও মধ্যে ত্রিবৃতের বড়ই অনাদর হইয়াছিল। ডাক্তার ওসক্‌নেসি নিজে পরীক্ষা করিয়া * এবং তৎপরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার ওয়েরিং প্রকাশ করেন, 'ইহার গুণ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ভৈষজ্যসংগ্রহপুস্তকে ইহার নাম না থাকাই উচিত ¶।' তাঁহাদের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচলন উঠিয়া যায়। কিন্তু ভারতে প্রচলন

* Dr. O' Shaughnessy's Bengal Dispensatory.

¶ Waring's Pharmacopœia of India.

করে নাই। মুদিন সেরিফ প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ত্রিবৃতের শিকড়ের ছালের গুণ অধিক, সমস্ত মূলে তেমন গুণ নাই। সমস্ত মূল ব্যবহার করাতে অনেকেই উপকার পান নাই, তাহাতেই অনাস্থা দাঁড়াইয়াছে। বাজারে মূল ও মূলের ছাল উভয়ই এক সঙ্গে বিক্রীত হয়, তাহা হইতে ছাল বাছিয়া লইতে হয়। শিকড়ের ছাল এক একগাছি ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা এবং সিকি ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চ পর্য্যন্ত মোটা হয়, তাহা দেখিতে টুক্‌রা নলাকার কতকটা তেরচা, মসৃণ, আস্বাদ অম্ল কটু, টাট্‌কা হইলে বেশ সদ্‌গন্ধ থাকে। শ্বেত ত্রিবৃতের শিকড়ের ছাল দেখিতে ধূসর বা রক্তাভ ধূসর। কৃষ্ণ ত্রিবৃতের পিঙ্গলবর্ণ। শ্বেত ত্রিবৃতের ছাল কৃষ্ণ অপেক্ষা অনেকটা পুরু।' এখন প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের মতে ইহার গুণ—বিলাতী জলাপের সমান ও রেউচিনি অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী।

বর্ত্তনং বৃৎ ত্রিঃ তিস্রঃ বৃতো যত্র। (ত্রি) ২ ত্রিধা ত্রিগুণিত, যজ্ঞোপবীত তিনবার ত্রিগুণিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম ত্রিবৃৎ।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" (মনু ২।৪৪)

'ত্রিবৃদিতি ত্রিগুণং কৃত্বা উর্দ্ধবৃতং দক্ষিণাবর্ত্তিতং এতচ্চ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে যদ্যপি গুণত্রয়মেবোর্দ্ধং বৃতং মনুনোক্তং তথাপি তৎত্রিগুণীকৃত্য ত্রিগুণং কার্য্যং তদুক্তং ছন্দোগ-পরিশিষ্টে—উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতং।

ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাত্তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥' (কুল্লূক)

যদিও মনু 'ত্রিগুণং কার্য্যং' ত্রিগুণ করিবে বলিয়াছেন। তথাপি ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রভৃতির মতানুসারে তিনবার ত্রিগুণ করিয়া করিতে হইবে।

ত্রির্বর্ত্ততে বৃত কিপ্। ৩ মিশ্রিত তেজ, জল ও অন্ন।

"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি।" (ছান্দোগ্যোপনি°)

৪ ত্রিগুণিত। ত্রিভির্ঋগ্যজুঃসামভির্বর্ত্ততে বৃত কর্ত্তরি কিপ্। ৫ যজ্ঞ। ত্রিস্ত্রির্বর্ত্ততে ত্রিশব্দস্য বীপ্সার্থত্বং। ৬ স্তোম-বিশেষের নাম। ইহা ঋগ্বেদের সহিত ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে উৎপন্ন হয়।

"গায়ত্রীঞ্চ ঋচঞ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরং।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ॥" (বিষ্ণুপু° ১।৫।৪৮)

ত্রিবৃতা (স্ত্রী) ত্রিভিরবয়বৈর্বৃতা। ত্রিবৃৎ। [ত্রিবৃৎ দেখ।]

ত্রিবৃৎকরণ (ক্লী) ত্রিবৃতাং করণং ৬তৎ। তেজ, জল ও অন্নের ব্যাপ্যকরণ, তিনের একীকরণ। ক্ষিতি, জল ও তেজ এই তিনের মিশ্রণ, এই তিন ভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে পুনর্ব্বার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধব্যতীত অন্য দুই অর্দ্ধে এক এক ভাগ যোজিত করা।

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে—

"তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং ত্রিবৃতং"
(ছান্দোগ্য° উ° ৬।৩।৩)

সেই তিন দেবতা অর্থাৎ তেজঃ জল ও অন্নরূপ দেবতা-ত্রয় বীজভূত অব্যাকৃত স্বাত্মাবস্থাতে অনু প্রবেশ করিয়া ইহাদিগের নাম রূপ ব্যক্ত করিব, এই অভিপ্রায়ে দর্শন করিয়া সেই দেবতাত্রয়কে এক একটাকে ত্রিবৃৎ করিলে যেমন সমান পরিমাণে সূত্রত্রয় দ্বারা ত্রিবৃত হইয়া রজ্জু হয়, সেই রূপ তেজ, জল ও অন্ন ও ইহাদিগের ত্রিবৃৎকরণ জানিতে হইবে। কিন্তু তিনের পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে, অর্থাৎ এই তেজ, এই জল, এই অন্ন ইত্যাদি তেজ প্রভৃতিকে বিশেষ করা যায়। উক্ত তেজ প্রভৃতি দেবতার উক্ত রূপে যথোক্ত জীবের সহিত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বৈরাজ পিণ্ড অর্থাৎ দেবতা-দিগের পিণ্ডে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক ইহার এই নাম এবং ইহার এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যেরূপে এই বহিঃস্থ পিণ্ড হইতে তিন দেবতার ত্রিবৃৎকরণ হইয়াছে। দেবতাদিগের যে এই ত্রিবৃৎকরণ কথিত হইল, তাহার উদাহরণ এই রূপ।

অগ্নির যে লোহিত রূপ দেখিতেছ, উহা উক্ত তেজের রূপ জানিতে হইবে। ঐ অগ্নিতে যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা জলের এবং উহাতে যে কৃষ্ণরূপ আছে, তাহা অন্নের রূপ অর্থাৎ অত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীরই ঐ কৃষ্ণ রূপ জানিতে হইবে। তথাপি লোকে ঐ অগ্নিকে রূপত্রয় ব্যতিরিক্ত জ্ঞান করে; ইহাতে অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে রূপত্রয় বিবেকবিজ্ঞানবশে অগ্নিবুদ্ধি ছিল, তেজঃ দ্বারা সেই অগ্নি বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ অপগত হইয়াছে। রক্তোপধানসংযুক্ত স্ফটিকমণি গ্রহণ করিলে ইহা পদ্মরাগ মণি এই রূপ প্রতীত হয়। যখন ইহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ রক্তোপধান ইহা জানা যায়, তখন আর পদ্মরাগ বলিয়া জ্ঞান থাকে না, সেই রূপ যাবৎ অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের বিবেক জ্ঞান না হয়, তাবৎ অগ্নি বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ থাকে। যখন ঐ রূপত্রয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয়, তখন আর পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান থাকে না।

বাস্তবিক উহা বিকার মাত্র, কেবল রূপত্রয়ই সত্য। রূপত্রয় ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নহে।

আদিত্যের যে লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, উহা তেজের রূপ; চন্দ্রের যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, ঐ শুক্ল রূপ জলের, উহার যে

কৃষ্ণরূপ আছে, তাহা অন্নের, অর্থাৎ অত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীরই উক্ত কৃষ্ণরূপ জানিবে। যাবৎ গুণত্রয়ের বিবেকজ্ঞান না হয়, তাবৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয়। বিবেক জ্ঞান হইলে রূপত্রয় ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, এইজন্য ঐ রূপত্রয়ই একমাত্র সত্য।

ঐ রূপত্রয় ব্যতিরেকে কিছুই সত্য নহে। তেজ, জল ও অন্ন যেরূপে এই দেবতাত্রয়ের ত্রিবৃৎ করণে এক একটী হয়, তাহা এইরূপে জানিতে হইবে। পূর্ব্বে তেজেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এখন জল ও অন্নের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পৃথিবীর গন্ধ ও জলের রস আছে, তেজঃ প্রভৃতির উহা অসম্ভব, যে হেতু গন্ধ ও রস তেজে নাই, সমস্ত জগৎই ত্রিবৃৎকৃত, কেবল রূপত্রয়ই সত্য, অন্ন ও জল নিষ্পাদ্যপ্রযুক্ত জলই সত্য, জলও কেবল তেজঃসম্পাদ্য, সুতরাং জল ও নাম মাত্র তেজই সত্য, তেজ ও সৎপদার্থনিষ্পাদ্য, সুতরাং তেজও নামমাত্র, সুতরাং সেই সৎপদার্থই সত্য; যদিও বায়ু ও আকাশ ত্রিবৃৎকৃত নহে, সুতরাং উহারা তেজের অন্তর্গত নহে।

ত্রিবৃৎকৃত সকলই অসত্য। কেবল এক মাত্র সৎপদার্থই সত্য। (ছান্দোগ্য উপ° ভাষ্য)

ত্রিবৃত্ত (ত্রি) ত্রিরাবৃত্ত। ত্রিগুণিত।

ত্রিবৃত্তা (স্ত্রী) ত্রিরাবৃত্তা। ত্রিবৃৎ।

"ত্রিবৃত্তা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা।" (মনু)।

ত্রিবৃত্তি (স্ত্রী) তিস্রঃ বৃত্তয়ঃ কর্ম্মধা। ত্রিবৃৎ।

ত্রিবৃত্তিকা (স্ত্রী) তিস্রঃ বৃত্তয়োঽস্যাঃ কপ্। ১ ত্রিবৃৎ। (ত্রি) ২ ত্রিধাবৃত্তিযুক্ত, যাহার তিনটী বৃত্তি আছে।

ত্রিবৃৎপর্ণী (স্ত্রী) ত্রীন্ দোষান্ নাশুত্বেন বৃণোতি ত্রিবৃৎ ত্রিদোষঘ্নং পর্ণমস্যাঃ। হিলমোচিকা, হেলাঞ্চা।

ত্রিবৃদ্বেদ (পুং) ঋগাদ্যাত্মনা ত্রিবর্ত্ততে ত্রিবৃৎ কর্ম্মধা°। ১ ত্রয়ী বেদত্রয়। ২ তদুৎপন্ন প্রণব।

"ঋচো যজূংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিদ্॥
আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিদ্॥" (মনু)

ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয়ই ত্রিবৃদ্বেদ। যিনি ইহা জানেন, তিনি বেদবিদ্ এবং এই বেদত্রয় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ও যাহা আদ্য অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব, এই প্রণবকে যিনি জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

ত্রিবৃষ (পুং) একাদশ দ্বাপরের ব্যাস। (দেবীভাগ° ১।৩।২৮)

ত্রিবৃষন্ (পুং) একজন রাজর্ষি, ত্র্যরুণের পিতা।

"ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ" (ঋক্ ৫।২৭।১) 'ত্রৈবৃষ্ণস্ত্রিবৃষ্ণঃ পুত্রস্ত্র্যরুণঃ' (সায়ণ)।

ত্রিবেণী (স্ত্রী) তিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তাঃ সংযুক্তা বা যত্র। (ত্রিমুণী) বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ একটী তীর্থ ও গ্রাম। ইহা ২২°৫৮´১০´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°২৬´৪০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ত্রিবেণী-গ্রামের সম্মুখে গঙ্গার গর্ভে একটী চর আছে। এই চরের দক্ষিণে অপর পারে যমুনার মোহানা। ত্রিবেণী গ্রামের উত্তর পার্শ্ব দিয়া সরস্বতী আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই তিন নদীর মিলন-স্থান বলিয়াই এই স্থানকে ত্রিবেণী বলে। ত্রিবেণী পূর্ব্বে একটী প্রধান বন্দর ছিল। গ্রীকেরা এই বন্দরের কথা জানিতেন। প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন, দক্ষিণে গোদাবরী মোহানা হইতে যে সকল জাহাজ পাটনায় যাইত, তাহা ত্রিবেণী হইয়া যাইত। টলেমীর পুস্তকেও ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীর নিম্নে সরস্বতীখালে এখন মৃত্তিকা-খননের সময় অনেক মাস্তুল, জীর্ণ নৌকা ও শৃঙ্খলাদি দৃষ্ট হয়। গ্রামের মধ্যেও অনেক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতীর মোহানার উত্তরে ত্রিবেণীর সুপ্রশস্ত ঘাট। কথিত আছে, উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব এই ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঘাটটীর কোন হানি হয় নাই, মধ্যে একবার ইহার মেরামত হইয়াছে। এই ঘাটে চাঁদনী বা ঘর নাই। এই ঘাটের পার্শ্বে চাঁদনীবিশিষ্ট আর একটী সুন্দর ঘাট আছে, এই ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদিগের ঘর।

ত্রিবেণীর দক্ষিণ সীমায় একটী মস্‌জিদ আছে। মস্‌জিদটী অতি বিখ্যাত। এই মস্‌জিদে জাফর খাঁ ও তদ্বংশীয় কয়েক ব্যক্তির সমাধি আছে। জাফর খাঁ পাণ্ডুয়ার গোহত্যা-ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহ্ সফির পিতৃব্য হইতেন। জাফর খাঁর সহিত ভূদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জাফর নিহত হন। জাফরের পুত্র হুগলীর রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই মস্‌জিদে ঐ রাজকন্যারও সমাধি আছে। মুসলমান পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুরা এখনও ঐ রাজকন্যার কবরে সীরণি দিয়া থাকেন। শুনা যায়, জাফর খাঁও গঙ্গাপূজা করিতেন।

মিঃ ব্লকম্যান জাফরখাঁর মস্‌জিদ্ দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন—

মস্‌জিদটী দুইটী বেষ্টনীপ্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের

প্রথম প্রাচীরটী সুবৃহৎ বাসাল্ট প্রস্তরে গাঁথা। কথিত আছে, কোন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি এই পাথরগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গঙ্গার দিকে এই প্রাচীরগাত্রে তাহার কতকটা প্রমাণ আছে। ঐ দিকের পাথরগুলিতে অনেক হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্ত্তি ও পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপাদির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এ পাথরগুলি নিশ্চয়ই কোন হিন্দুমন্দির হইতে গৃহীত। এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে চারি হস্ত উর্দ্ধে একটী লৌহ-দণ্ড প্রোথিত আছে। প্রবাদ আছে, উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্র বিশেষের হাতল। দ্বিতীয় বেষ্টনী প্রাচীরটী প্রথম প্রাচীরের পশ্চিম দিকের অংশ হইতে বহির্গত হইয়া মস্‌জিদটীকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, ইহা দানাদার পাথরে গাঁথা। বর্ত্তমান খাদিম আস্তানার অধ্যক্ষকে নিতান্ত মূর্খ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিলেন, জাফর খাঁর গোরস্থান সর্ব্ব পশ্চিমে। জাফর খাঁর তিন পুত্র—আয়েন খাঁ, গায়েন খাঁ ও বর খাঁ গাজীর অপর তিনটী কবর আছে। প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে বর খাঁ গাজীর দুই পুত্র রহিম খাঁ গাজী ও করিম খাঁ গাজীর সমাধিস্তম্ভ। দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমে ৪০ হস্ত ব্যবধানে একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাও হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্ম্মিত। ইহার খিলানের স্তম্ভগুলি বিষম মোটা। এই মস্‌জিদের পশ্চিম ভিত্তিতে কতকগুলি লেখা খোদা আছে। কয়েকটী কুলুঙ্গীর ভিতরেও কয়েকখানি আরবী ভাষায় শিলালিপি আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তুর্কী খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ ৬৯৮ হিজিরায় (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ইষ্টকালয়ের ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে ঐ গুলি খাদিমদিগের গৃহাবলী ছিল।

প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই ত্রিবেণী নামে উক্ত হইয়াছে। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হওয়ায় সেই স্থানকে যুক্তবেণী বলে, আর ত্রিবেণী নামক গ্রামে গঙ্গা হইতে সরস্বতী ও যমুনা স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন মুখে যাওয়ায় এই স্থানকে মুক্তবেণী বলে।

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে আছে—

"প্রদ্যুম্ননগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥"

প্রদ্যুম্ন নগরের (পাণ্ডুয়ার) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ। এই স্থানে গঙ্গা হইতে যমুনা চলিয়া গিয়াছেন। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নানের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।

"দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যা দক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত'।"

উন্মুক্তবেণী দক্ষিণপ্রয়াগ সপ্তগ্রামের নিকট দক্ষিণদেশে ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী, সুতরাং চারিশত বর্ষ পূর্ব্বেও যে ত্রিবেণী তীর্থবৎ প্রসিদ্ধ ও প্রয়াগ তুল্য গণ্য ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পরে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ ও তাহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু প্রমাণ আছে—

"বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
গর্ত্তে বসি শিবপূজা করে কোন জন।
রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপদীপে॥"

ত্রিবেণী একটী প্রধান তীর্থ* ও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া উক্ত পুস্তকে আর এক স্থলে আছে—

"ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি
তরী পুরে নামাধন কিনি॥"

ত্রিবেণীতে শিবেশ্বর নামে এক স্থান আছে। এই শিবেশ্বরের সম্মুখে গঙ্গার একটী দহকে লোকে কালীয়দহ বলে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্যতীত কেতকা ও ক্ষেমানন্দ দাসের মনসার ভাসানেও কালীয়দহের উল্লেখ আছে।

ত্রিবেণীঘাটের উত্তরে বান্দাপাড়া ও ত্রিবেণীর মধ্যে এক স্থানে একখানি বৃহৎ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়া আছে। লোকে ইহাকেই মনসার ভাসানের দেব-রজকী 'নেতা ধোপানীর পাট' বলে; কিন্তু ভাসানে লিখিত আছে, নেতার পাটা সোণার ছিল।¶ ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটের কিছু উত্তরে ঐ পাথরের নিকট একটী পুষ্করিণীও আছে, তাহাও 'নেতা ধোপানীর পুকুর' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* কোন কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের হস্তলিপিতে এই ত্রিবেণী তীর্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

¶ তমোলুকের লোকেরা বলে, তথা নেতার বাস ছিল, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তমোলুকের রজকেরা একখানি প্রস্তরখণ্ডকে বহুকালাবধি নেতার প্রস্তরমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে। ইহা হইতেই ঐ ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়।

জাফরখাঁর মসজিদের গাত্রে যে লৌহদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। লোকে সাধারণতঃ উহাকে 'গাজীর কুড়ুল' ও ঐ স্থানকে 'দফ্রা গাজির তলা' বলে। ঐ লৌহদণ্ড নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে খসিয়া আসেনা, এজন্য একটী প্রবাদ আছে "গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়েনা।" দফ্রাগাজী সম্বন্ধে একটী গল্পও আছে। দফ্রাগাজী নামে এক মুসলমান ধনী ছিলেন। তিনি এক দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতে আসিতে পথে মহা ঝড়বৃষ্টিতে পড়েন। নিকটে আশ্রয় না পাইয়া পথের ধারে এক বৃহৎ বটগাছের তলায় দাঁড়াইলেন। বটগাছের পার্শ্বেই শ্মশান। শ্মশানের একটা ভূত ও একটা প্রেতিনী ঐ গাছে বসিয়া তখন কথা কহিতেছিল। দফ্রাগাজী শুনিলেন, প্রেতিনীটা জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'হাঁ আমার কি বিয়ে হবে না। চির-কালই আইবুড়ো থাক্‌ব?' ভূত বলিল—'দিদি, অমুক গ্রামের দফ্রাগাজীর চাকরকে কাল তার বুধিয়া গাই শুঁতিয়ে মেরে ফেলবে, সে মরে ভূত হবে। সেই ভূতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব।' দফ্রাগাজী বৃষ্টি ধরিলে বাড়ী আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া চাকরকে ডাকাইয়া একটা ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন। চাবিটা কিন্তু লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তাহা কুড়াইয়া রাখিলেন। এদিকে বুধিয়া গাই দড়া ছিঁড়িয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিল। সে একবার গঙ্গাতীর ও একবার বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়া মহা অনর্থ বাধাইল। গৃহিণী দেখিলেন, মহাবিপদ! পথের মানুষ মারা যাইতে পারে! এই ভাবিয়া গোরু বাঁধিবার জন্য চাকরকে খুলিয়া দিলেন। চাকর গোরু বাঁধিতে গেল; বুধিয়া তাড়াইয়া আসিয়া এমন শুঁতাইল যে চাকরের নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল, সে মরিয়া গেল।

দফ্রাগাজী আসিয়া শুনিলেন, ভৃত্য মরিয়াছে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার সময় সেই শ্মশানের বটতলায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনিলেন, প্রেতিনী বলিতেছে, 'তুমি বলিয়াছিলে দফ্রাগাজীর চাকর মরে ভূত হবে, কৈ তা ত হ'ল না।' ভূত বলিল, 'হাঁ সেত ভূত হতে পেলে না। বুধিয়া যখন দড়া ছিঁড়ে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল, সেই সময় তার শিঙে গঙ্গামৃত্তিকা লেগেছিল, মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকাস্পর্শে চাকরটা উদ্ধার হয়ে গেছে।' দফ্রাগাজী শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, হিন্দুর দেবতা গঙ্গার যদি এত মাহাত্ম্য, তবে আমি গঙ্গাতীরে থাকিয়া কেন বঞ্চিত হই। এই ভাবিয়া তিনি তৎপর দিন, যেখানে জাফরখাঁর মসজিদ আছে, ঐ স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহার পশ্চিমের প্রাচীর গাত্রে অর্থাৎ যাহাতে গাজীর কুড়ুল আছে, তাহাতে একটী ছাদবিহীন প্রস্তরের বাড়ী দেখা যায়। কথিত আছে দফ্রা-গাজী গঙ্গাবাসী হইয়া ঐ স্থানে থাকিতেন। লোকের বিশ্বাস, বিশ্বকর্ম্মা গঙ্গার আদেশে গঙ্গাভক্তের জন্য এক রাত্রির মধ্যে বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকাল হইয়া পড়ায় আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, কাজেই বাড়ীটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। দফ্রাগাজী গঙ্গাস্তব করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার স্তবমালার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে একটী স্তব আছে, তাহা দরাফ খাঁ নামক কোন মুসলমানের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্তবটী যেমন ভাববিশুদ্ধ, তেমনি সুললিত, প্রায় সকল হিন্দুই এই স্তবটী জানেন ও নিত্য গঙ্গাস্নাতকেরা ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। স্তবটীতে যেন প্রাণের আক্ষেপ প্রতি বর্ণে বর্ণে গাঁথা।—ইহার আরম্ভ এইরূপ—

"যৎত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
র্যস্মিন্ পান্থগণস্তু সন্নিপতিতে তৈঃ স্বর্যাতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ত্বন্তু তদীদৃশং বপুরহো সংনীয়তে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগিরথি॥"

শেষ এইরূপ—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সতরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিং তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং॥"

ইতি দরাফখাঁ বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তং।

গাজীর কুড়ুল ও জাফরখাঁর বৃত্তান্ত এবং দফ্রাগাজী, দরাফ খাঁ ও জাফর খাঁ এই কয়টী নাম ও তিন জনেরই গঙ্গাভক্তির কথা শুনিয়া অনুমান হয় যে, এ সমস্তই এক ব্যক্তির বিবরণ। লোকের মুখে এক জাফরখাঁর নামই ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চারিটী স্থান নদীয়া রাজ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এই চারিটীকে চারি সমাজ বলিত। সেই চারিটী স্থান—নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া ও এই ত্রিবেণী। এক সময়ে ত্রিবেণীতে ত্রিশটী টোল ছিল।

সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃতশিক্ষক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ৺ জগন্নাথতর্কপঞ্চানন এখানে জন্মগ্রহণ করেন ও এই গ্রামবাসী ছিলেন। [জগন্নাথতর্কপঞ্চানন দেখ।]

বারুণী ও মকর সংক্রান্তিতে ত্রিবেণীতে দিবসত্রয়ব্যাপী মেলা হয়, তখন বহু যাত্রী আগমন করে। এতদ্ভিন্ন গ্রহণাদিতেও অনেক যাত্রী আসে।

২ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ পারিভাষিক নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থান।

"কালপাশমহাবন্ধবিমোচনবিচক্ষণঃ।
ত্রিবেণীসঙ্গমং ধত্তে কেদারং প্রাপয়েন্মনঃ॥"

(হঠযোগপ্রদীপিকা ৩।২৪)

ত্রিবেণু (পুং) ত্রয়ো বেণবো যত্র। রথমুখস্থিত অবয়বভেদ। (শব্দার্থচি°)

ত্রিবেদ (পুং) ত্রীন্ বেদান্ বেত্তি বিদ-অণ্, ত্রয়ো বেদাঃ অধীতত্বেন সন্ত্যস্য অচ্ বা। ১ বেদত্রয়বেত্তা। "নাযন্ত্রিত-ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।" (মনু ২।১১৮)

ত্রিগুণিতো বেদঃ মধ্যলো°। ২ বেদত্রয়। ৩ বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্ম। "ত্রিবেদসংযোগাচ্চ" (কাত্যা° শ্রৌ°২৫।১৪।৩৭) বেদত্রয় কর্ম্মবিহিত কর্ম্মযোগী ব্রাহ্মণঃ' (কর্ক)

ত্রিবেদিন্ (পুং) ত্রিবেদং বেত্তি-ইন্। বেদত্রয়জ্ঞ।

ত্রিবেলা (স্ত্রী) তিস্রো বেলা সীমানোঽস্য। ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

ত্রিবৈস্তিক (ত্রি) ত্রীণি বিস্তাণি স্বর্ণকর্ষমূল্যাত্মর্হতি ঠক্ তস্য লুগভাবঃ। স্বর্ণকর্ষত্রয়মূল্যার্হ, সুবর্ণের কর্ষত্রয় মূল্যের যোগ্য।

ত্রিশক্তি (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা শক্তিঃ। ১ কালী, তারা ও ত্রিপুরা-রূপ তন্ত্রোক্ত দেবীত্রয়।

"ত্রিশক্তিবিষয়ে দেবি! ক্রমদীক্ষা প্রকীর্ত্তিতা।" (তন্ত্রসার)

২ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ ঐশ্বরশক্তিত্রয়, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী ঐশ্বরিক শক্তি। ৩ রাজা-দিগের প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ এই শক্তিত্রয়। "ষড়্‌গুণাঃ শক্তয়স্তিস্রঃ" (কামন্দকী) তিস্রঃ শক্তয়ঃ যস্য। ৪ ত্রিগুণাত্মক প্রধান, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ৫ গায়ত্রী। (দেবীভাগ° ১২।৬।৬৭)

ত্রিশক্তিধৃৎ (পুং) ত্রিশক্তিং ইচ্ছাদিশক্তিত্রয়ং ধরতি ধৃ-ক্বিপ্। ১ পরমেশ্বর। ২ বিজিগীষু নৃপ।

ত্রিশঙ্কু (পুং) ত্রয়ঃ শঙ্কব ইব যত্র। ১ মার্জ্জার। ২ শলভ। ৩ চাতক পক্ষী। ৪ খদ্যোত। ৫ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিভেদ, ইহার বিষয় রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভাশায় স্বীয় গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে অসম্মত হন এবং তাঁহাকে বলেন 'ইহা হইবার নহে।' এইরূপে ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন। এখানে বশিষ্ঠতনয়গণ তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। ত্রিশঙ্কু ইহাদিগের শরণাপন্ন হন এবং এই যজ্ঞ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তখন বশিষ্ঠপুত্রগণ তাহাকে বলিলেন, 'তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, দেখিতেছি। যখন বশিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তুমি তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যের শরণাপন্ন হইতেছ। বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন, সেই বাক্য অমোঘ, তাহা অতিক্রম করা যায় না। সুতরাং যখন তিনি 'ইহা হইবার নহে', এইরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা পিতাকে অতিক্রম করিয়া এই যজ্ঞ করিতে সমর্থ নহি।' তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠপুত্রদিগকে কহিলেন, 'আপনার পিতা আমাকে প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন এবং আপনারাও করিলেন, এখন আমি গত্যন্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব।' বশিষ্ঠতনয়গণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 'তুই চণ্ডালত্ব লাভ কর' এই শাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ত্রিশঙ্কু এই রূপে দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাজাকে চণ্ডালরূপী ও বিফলকর্ম্মা দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত দয়াপরবশ হইলেন। তিনি কহিলেন, 'আমি দিব্য নয়নে অবলোকন করিতেছি যে তুমি মহাবলসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতি, অভিশাপে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি যে কার্য্যোদ্দেশে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।' তখন রাজা ত্রিশঙ্কু কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, 'আমি যজ্ঞ করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে যাই, এই আমার অভিলাষ; আমি গুরু বশিষ্ঠ ও গুরুপুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য। আমি অনেক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি, কখনও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করি নাই।' বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার কোন ভয় নাই, গুরুর অভিশাপে তোমার এইরূপ হইয়াছে, তুমি এই রূপেই স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। এখন আমি যজ্ঞসাহায্যকারী পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি সকলকে আমন্ত্রণ করি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ কর।' তখন বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন এবং সমস্ত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'তোমরা আমার আজ্ঞাতে ঋত্বিক্ ও বশিষ্ঠ পুত্রগণপ্রভৃতি বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃদ্ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। আহূত বা অনাহূত যে যাহা বলিবে, আমার নিকট তাহা জ্ঞাপন করিবে।' শিষ্যগণ চারিদিকে গমন করিলে বেদবিদ্ ঋষিগণ সকলেই এই যজ্ঞে আসিতে লাগিল, কেবল বশিষ্ঠ পুত্রগণ ও মহোদয় নামা ঋষি আসেন নাই। বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় এই কথা বলিয়াছেন, 'যে যজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ যে চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞসভায় সুর ও ঋষিরা কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন।' বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বশিষ্ঠপুত্রেরা বিনা

দোষে আমাকে দোষী করিতেছে, তাহারা এই পাপে বিকৃতকার কুক্কুরমাংসাহারী মুষ্টিক (ডোম) হইয়া সপ্তশত জন্ম লাভ করিয়া এই সকল লোকে বিচরণ করুক। মহোদয়ও নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল ধরিয়া দুর্গতি ভোগ করুক।' পরে বিশ্বামিত্র আগত ঋষিদিগকে কহিলেন, 'ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার অভিলাষ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতএব ইনি যে জ্ঞানদ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।'

ঋষিগণ বিশ্বামিত্রকে অতিকোপন স্বভাব জানিয়া কিছু মাত্র প্রতিবাদ না করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বামিত্র স্বয়ং এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইলেন। মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিকগণ যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দেবগণকে হবির্ভাগ প্রদান করিলেন, কিন্তু কোন দেবতাই এই যজ্ঞে আসিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, 'নরেশ্বর! আমার অর্জ্জিত তপস্যার বীর্য্য দেখ, এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করি। কেহই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না। তুমি গমন কর। আমি তপস্যাদ্বারা যে ফললাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গলাভ কর।' বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্ত দেখিয়া কহিলেন, 'মূর্খ! তোর স্বর্গে স্থান নাই, তুই গুরুশাপে অভিহিত হইয়াছিস্, অতএব আবার তুই অবাক্‌শিরা হইয়া মর্ত্ত্যে পড়।' এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু মর্ত্ত্যে পড়িতে লাগিল এবং 'আমাকে ত্রাণ করুন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিলেন এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি করিবার মনন করিয়া দক্ষিণদিকে অপর সপ্তর্ষি ও নক্ষত্রগণ সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া আবার ভাবিলেন, ইন্দ্রশূন্য সৃষ্টিই প্রশস্ত। তখন দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন, তখন বিশ্বামিত্র দেবগণকে কহিলেন, 'আমি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা কি প্রকারে মিথ্যা করিব। এই রাজা সশরীরে চিরকাল স্বর্গে বাস করুন, যে পর্য্যন্ত সকল লোক বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট ধ্রুব ও নক্ষত্র সকল ইহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত করুক। আপনারা এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।' দেবগণ তাহাই স্বীকার করিলেন। ত্রিশঙ্কু অধোমস্তক হইয়া সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই নক্ষত্র সকল ত্রিশঙ্কুর সর্ব্বদা অনুগমন করিয়া থাকে। (রামায়ণ ১।৫৭-৬২ সর্গ)

হরিবংশে ত্রিশঙ্কুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

মহারাজ ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি মহাবলশালী ছিলেন বলিয়া বৈবাহিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্যের বিবাহিত পত্নীকে হরণ করিয়া আত্মদাররূপে পরিগ্রহ করেন। মহারাজ ত্রয্যারুণ এই বৃত্তান্ত জানিয়া শত্রুজ্ঞানে ইহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন সত্যব্রত পিতৃকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কোথায় যাইব।' ত্রয্যারুণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'তুই চণ্ডালগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস কর। আমি তোর মত দুরাত্মা পুত্রদ্বারা পুত্রবান্ হইতে ইচ্ছা করি না।' সত্যব্রত পিতার বাক্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে বিরুক্তি করিলেন না। সত্যব্রত এইরূপে চণ্ডালগণের বাসভূমির নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ইন্দ্র সত্যব্রতের বাসস্থলে একেবারে ১২ বৎসর বৃষ্টি রহিত করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র স্বীয় ভার্য্যাকে এই প্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্রের পত্নী অন্যান্য পুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য ঋষির ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলে বন্ধন করিয়া গোশত মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে সত্যব্রত ঋষির তুষ্টিসম্পাদনার্থ অথবা অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় তাহার মুক্তিসাধন করেন, এবং স্বয়ংই তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রপুত্র সত্যব্রত কর্তৃক মুক্তিলাভ করেন বলিয়া তিনি গালব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সত্যব্রত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রভার্য্যাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া আসিবার সময় বশিষ্ঠ কিছু বলেন নাই, এইজন্য বশিষ্ঠের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্যব্রতের উপর যে, তাহার পিতার অপরিতোষ জন্মিয়াছিল, সেই মহাপাপেই ইন্দ্র দ্বাদশবর্ষ জলবর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কুলের নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু একদা মাংসের অভাব হইলে বশিষ্ঠের কামদুঘা পয়স্বিনীকে ক্রমক্রমে বধ করেন। সুতরাং ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইল। ঐ মাংস বিশ্বামিত্রতনয়গণকে ভোজন করাইলেন এবং নিজেও ভক্ষণ করিলেন। বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিয়া সত্যব্রতকে কহিলেন, 'যদি তুমি আর পাপধরের অনুষ্ঠান না করিতে, আমি নিশ্চয়ই তোমার পাপরূপশঙ্কু নিরাকরণ

করিতাম। তুমি প্রথমে পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছ, অনন্তর গুরুর পয়স্বিনী গাভী হত্যা করিয়াছ, আরও উহার বৃথা মাংস ভক্ষণ করিয়াছ, এই ত্রিবিধ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছ।' এই ত্রিবিধ শঙ্কু আচরিত হইল বলিয়া সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র কলত্রের প্রতিপালয়িতা বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে বর দিতে চাহিলেন। ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গবাসের জন্য প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্রও 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করেন। পরে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি ভয় নিরাকৃত হইলে বিশ্বামিত্র তাহাকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং স্বয়ং তাহার পুরোহিত হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিলে দেবগণও বশিষ্ঠকে অনাদর করিয়া ত্রিশঙ্কুর সশরীর স্বর্গারোহণ অনুমোদন করেন। ত্রিশঙ্কুর কেকয়বংশোৎপন্না সত্যরথা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব নামে অভিহিত হন। (হরিবংশ ১২.১৩ অ°)।

ত্রিশঙ্কুজ (পুং) ত্রিশঙ্কোর্জায়তে জন-ড। হরিশ্চন্দ্র রাজা।

ত্রিশঙ্কুযাজিন্ (পুং) ত্রিশঙ্কুং যাজয়তি যজ-ণিনি। বিশ্বামিত্র ঋষি। [ত্রিশঙ্কু দেখ।]

ত্রিশত (ক্লী) ত্রিগুণিতং শতং মধ্যলো°। ত্রিগুণিত শত, ৩০০। "চতুর্বিংশতিসংযুক্তং মণ্ডলং ত্রিশতং স্মৃতং" (কামন্দকী) দ্বিগুসমাসে ঙীপ্। (স্ত্রী) ২ শতত্রয়।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল (ক্লী) তৈলঔষধভেদ; প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪৮ সের, কাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধভাদালিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, অম্ল কাঁজি ৩২ সের, কল্ক পাকার্থ জল ২৫৬ সের, কল্কার্থ জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটী ৩০ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতামূল ২ পল, যবক্ষার ২ পল, সৈন্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, গন্ধভাদালিয়া ২ পল, যষ্টিমধু ২ পল এই সকল দ্রব্য তৈলবিধি অনুসারে পাক করিয়া নামাইতে হইবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা বাত ব্যাধি অধিকারে একটী উৎকৃষ্ট তৈল, এই তৈল ব্যবহার করিলে অশীতি প্রকার বাতজ ব্যাধি ও বিংশতি প্রকার পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধি আশু প্রশমিত হয় এবং গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, মন্যারি, অরোচক, অপস্মার, উন্মাদ, বিভ্রম, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গহত, বাতগুল্ম প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ত্রিশরণ (ক্লী) ত্রীণি শরণানি যস্য। বুদ্ধ। (ত্রিকা°)

ত্রিশর্করা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা শর্করা, মধ্যলো°। মিলিত শর্করা, মিস্‌রী ও গুড় এই তিন প্রকার মধুরত্রিক। (রাজনি°)

ত্রিশলা (স্ত্রী) তিস্রঃ শলা যস্যাঃ পৃষোদ° সাধুঃ। অর্হন্ মাতৃবিশেষ, শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের মাতা।

ত্রিশাখ (ত্রি) তিস্রঃ শাখা অগ্রাণি যস্য। শিখাকার অগ্রত্রয়যুক্ত। "কৃত্বা ত্রিশাখাং ভ্রুকুটীং ললাটে" (ভারত কর্ণ ৮৫ অ°)

ত্রিশাখপত্র (পুং) বিল্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

ত্রিশাণ (ত্রি) ত্রয়ঃ শাণাঃ পরিণামমস্য তৈঃ ক্রীতং বা অণ্ তস্য বা লুক্। ১ ত্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ দ্বারা ক্রীত।

ত্রিশালক (ক্লী) তিস্রঃ শালা যত্র বা কপ্। হিরণ্যনাভাখ্য বাস্তুভেদ।

"উত্তরশালাহীনং হিরণ্যনাভং ত্রিশালকং ধন্যম্।
প্রাক্‌শালয়া বিযুক্তং সুক্ষেত্রং বৃদ্ধিদং বাস্তু॥"(বৃহৎস°৫৩।৩৭)

যাহার উত্তর দিকে শালা (গৃহ) থাকেনা, তাহার নাম হিরণ্যনাভ এবং ইহাকে ত্রিশালক কহে, এই ত্রিশালবিশিষ্ট বাস্তু ধন্য, যাহার দক্ষিণদিকে শালা থাকেনা, তাহাকে চুল্লী-ত্রিশালক কহে, ইহা ধননাশক।

ত্রিশিখ (ক্লী) তিস্রঃ শিখা যস্য। ১ ত্রিশূল অস্ত্রভেদ। ২ কিরীট। (ত্রি) ৩ শিখাত্রয়যুক্ত।

"ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সন্দশ্য দশনচ্ছদং"(ভারত১।১৬৩ অ°)

৪ রাবণের পুত্র রাক্ষসভেদ। ৫ বিল্ব। ৬ তামস মন্বন্তরের ইন্দ্র।

"সত্যকা হরয়ো বীরা দেবাস্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ" (ভাগবত ৮।১।২৮)

ত্রিশিখর (ত্রি) ত্রীণি শিখরাণি যস্য। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত।

ত্রিশিখিদলা (স্ত্রী) তিস্রঃ শিখাঃ সন্ত্যত্র ইনি তাদৃশং দলমস্য। মালাকন্দ নামক মূল। (রাজনি°)

ত্রিশিখিন্ (ত্রি) ত্রিশিখাঃ সন্ত্যস্য ইনি। ত্রিশিখ।

ত্রিশিরস্ (পুং) ত্রীণি শিরাংসি অস্য। ১ কুবের। ২ রাবণের পুত্রভেদ। ৩ খরের এক সেনাপতি। ৪ জ্বরপুরুষ, বাণযুদ্ধ কালে এই জ্বরের সৃষ্টি হয়। [জ্বর দেখ] ত্রয় বেদাঃ শিরাংসীব যস্য। ৫ বৈবস্বত।

"রথচক্রস্ত্রিবৃচ্ছিরাস্ত্রিশিরস্ত।" (ভারত ১২।:৯৮ অ°)

৬ স্বনামখ্যাত ত্বষ্টৃ প্রজাপতির পুত্র। (ভারত ২৩।১৪৭।৪৫)

৭ অসুর বিশেষ। (ভারত ৫।৯।২)

ত্রিশীর্ষ (ত্রি) ত্রীণি শীর্ষাণি যস্য। ত্রিশিখর।

ত্রিশীর্ষক (ক্লী) ত্রিশীর্ষ-কপ্। ত্রিশূল।

ত্রিশীর্ষন্ (ত্রি) ত্রিশিরস্, ত্বষ্টার পুত্র।

"ত্রিশীর্ষাণং বমস্কং" (ঋক্ ১০।৯৯।৬) 'ত্রিশীর্ষাণং ত্রিশিরস্কং ত্বষ্টুঃ পুত্রং বিশ্বরূপং' (সায়ণ)

ত্রিশুচ্ (পুং) তিস্রঃ শুচো দীপ্তয়ঃ শোকা বা অস্য। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত দীপ্তিত্রয়যুক্ত ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মস্ত্রিশুক বিরাজতি বিরাজা" (শুক্ল যজু° ৩৮।২৭)

'ত্রিশুক্ তিস্রঃ শুচঃ দীপ্তয়ঃ যস্য স, ১৮ মন্ত্রে উক্তা যথা, যাস্তে ধর্ম্ম দিবা শুগ্যা গায়ত্র্যাং হবির্ধানে। সা ত আপ্যায়তাং নিষ্ট্যায়তাং তস্যৈ তে স্বাহা।' (মহীধর)

২ আধ্যাত্মিকাদি শোকত্রয়যুক্ত।

ত্রিশূল (পুং) ত্রীণি শূলানি ইব অগ্রাণি যস্য। স্বনামখ্যাত অস্ত্র বিশেষ। পর্য্যায় ত্রিশিখ, শূল, ত্রিশীর্ষক।

"ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ" (দুর্গাধ্যান)

ইহা মহাদেবের অস্ত্র।

ত্রিশূলখাত (ক্লী) ত্রিশূলেন খাতং। তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিলে গাণপত্যপদে লাভ হয়।

"ত্রিশূলখাতং তত্রৈব তীর্থমাসাদ্য ভারত।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ॥
গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্ত্বা ন সংশয়ঃ।"(ভারত ৩।৮৪অ°)

ত্রিশূলমুদ্রা (স্ত্রী) ত্রিশূলং আকারত্বেনাস্ত্যস্যাঃ। মুদ্রাভেদ।

"অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠান্তু বদ্ধা শিষ্টাঙ্গুলীত্রয়ং।
প্রসারয়েত্রিশূলাখ্যা মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥" (তন্ত্র)

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা অঙ্গুলী বদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলীত্রয় প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

ত্রিশূলিন্ (পুং) ত্রিশূলং অস্ত্রমস্যাস্ত, ত্রিশূল-ইনি। শিব। (ত্রি) ত্রিশূলধারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দুর্গা।

"ত্রিশূলিনীং নমস্যামি মহিষাসুরঘাতিনীং।" (হরিব°১৭৬অ°)

ত্রিশৃঙ্গ (পুং) ত্রীণি শৃঙ্গাণি যস্য। ১ ত্রিকূট পর্ব্বত। ২ ত্রিকোণ।

ত্রিশৃঙ্গিন্ (পুং) ত্রীণি শৃঙ্গাণীব সন্ত্যস্য ত্রিশৃঙ্গ-ইনি। রোহিত-মৎস্য। (শব্দার্থকল্পতরু)

ত্রিশোক (পুং) ত্রয় আধ্যাত্মিকাদয়ঃ শোকা অস্য। ১ জীব, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শোক জীবের আছে বলিয়া জীব মাত্রেই ত্রিশোক।

২ কণ্বপুত্র ঋষিভেদ। "অস্ত ত্রিশোকঃ শতং সাবহন্ নূন্" (ঋক্ ১০।২৯।২) 'ত্রিশোকমামর্ষি' (সায়ণ)

"বাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া" (ঋক্ ১।১১২।১২)

'কণ্বপুত্রস্ত্রিশোক ঋষিঃ' (সায়ণ)

ত্রিবংযুক্ত (ত্রি) ত্রিভি হবির্ভিঃ সংযুক্তং বেত্তি ছন্দসীতি চাতুহুতো বেদে যত্বং। তিনরায় হবিসংযুক্ত যজ্ঞভেদ।

"ঐন্দ্রাবৈষ্ণবং চরুং বৈষ্ণবং ত্রিকপালং বা পুরোডাশং চরুং বা তেন ত্রিবংযুক্তেন যজতে" (শত° ব্রা° ৫।২।৫।১)

"ত্রিবংযুক্তেষু" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।২।১১) 'ত্রিভির্হবির্ভিঃ সংযুক্তং কর্ম্ম ত্রিবংযুক্তং' (ভাষ্য)। ২ তিন দ্বারা সংযুক্ত মাত্র, লৌকিক প্রয়োগে যত্ব হইবে না, কেবল বেদেই ষত্ব হইবে।

ত্রিষংবৎসর (ক্লী) ত্রয়ঃ সংবৎসরাঃ সাধনকালা অস্য বেদে ষত্বং। ত্রিবর্ষসাধ্য সত্রভেদ। "ত্রিষংবৎসরং ষষ্টিদীক্ষং" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৩।১২) 'ত্রিষংবৎসরং সত্রং তচ্চ ষষ্টিদীক্ষং ভবতি' (স° ব্যা°)। লৌকিক ব্যবহারে ষত্ব হইবে না।

ত্রিষন্ধি (ত্রি) ত্রয়ঃ সন্ধয়োঽস্য, বেদে বা ষত্বং। ১ ত্রিসন্ধিযুক্ত।

"চাতুর্মাস্যানি ত্রিষন্ধীনি বিসমস্তানি" (শত° ব্রা° ১১।৫।২।৭)

'ত্রয় সন্ধয়োঽন্তরালকালাশ্চত্বারো মাসা যেষাং তানি।' (ভাষ্য)

ত্রিমষ (ত্রি) হ্রস্ব (নিঘণ্টু) হ্রুষম ইহার পাঠান্তর দেখা যায়।

ত্রিষবণ (ক্লী) সূয়তে সোমোঽত্র সু-আধারে ল্যুট্, পূর্ব্বপদাদিতি ষত্বং। ত্রিকাল, প্রাতর্মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন রূপকাল, এই কালে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণাদি করিতে হইবে।

"কুর্য্যাৎ ত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তথা।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না, সেই স্থলে ত্রিসবন এই রূপ হইবে।

ত্রিষষ্ট (ত্রি) ত্রিষষ্টা যুতং শতাদিষ্বাৎ ড। ত্রিষষ্টিযুতশতাদি।

ত্রিষষ্টি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা ষষ্টিঃ বহুত্বে ঽপি একবচনং। ১ ত্র্যধিকষষ্টি সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

"চতুঃষষ্টিস্ত্রিষষ্টি র্বা বর্ণাঃ সম্ভবতো মতাঃ।" (শিক্ষা)

বিকল্প পক্ষে ত্রয় আদেশে ত্রয়ঃষষ্টি।

ত্রিষষ্টিতম (ত্রি) ত্রিষষ্টি পূরণে তমপ্। ত্রিষষ্টি সংখ্যার পূরণ।

ত্রিষুপর্ণ (পুং) ত্রয়ঃ সুপর্ণাস্তদ্বাচকশব্দা যত্র। ১ বহ্বৃচ বেদভাগ ভেদ। [ত্রিসৌপর্ণ দেখ।] ২ তদ্ব্রত। ৩ তদ্ব্রতধারী পুরুষ।

"ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নি ত্রিষুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।" (মনু)

ত্রিষ্টুভ (স্ত্রী) ত্রিষু স্থানেষু স্তভ্যতে স্তভ-ক্বিপ্ ষত্বং। একাদশ অক্ষরপাদক বর্ণযুক্ত ছন্দোভেদ। ইন্দ্র একাদশ অক্ষর দ্বারা ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ বিধান করেন। "ইন্দ্র একাদশাক্ষরেণ ত্রিষ্টুভমুদজয়ত্তামুজ্জেষম্" (শুক্লযজু° ৯।৩৩)

এই ছন্দ প্রজাপতির মাংস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ততোঽভিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুপ্ মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুপ্ জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ॥"
(ভাগবত ৩।১২।২৯)

ইহার প্রকার—

ইন্দ্রবজ্রা। ॥ ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ ॥

উপেন্দ্রবজ্রা। । ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ ॥

উপজাতি ভিন্ন ছন্দযোগে—

সুমুখী	।	।	।	।	॥	।	।	॥	।	।	॥
শালিনী	॥	॥	॥	॥	॥	।	॥	॥	।	॥	॥
বাতোর্মি	॥	॥	॥	॥	।	।	॥	॥	।	॥	॥
ভ্রমরবিলসিত	॥	॥	॥	॥	।	।	।	।	।	।	॥
অনুকূলা	॥	।	।	॥	॥	।	।	।	।	॥	॥
রথোদ্ধতা	॥	।	॥	।	।	।	॥	।	॥	।	॥
স্বাগতা	॥	।	॥	।	।	।	॥	।	।	॥	॥
দোধক	॥	।	।	॥	।	।	॥	।	।	॥	॥
মোটনক	॥	॥	।	।	॥	।	।	।	।	।	॥
বৃত্তা	।	।	।	।	।	।	।	।	॥	॥	॥
ভদ্রিকা	।	।	।	।	।	।	।	।	॥	॥	॥
উপস্থিত / শিখণ্ডিত	।	॥	।	।	।	॥	॥	॥	।	॥	॥
উপচিত্র	।	।	॥	।	।	॥	।	।	॥	।	॥
[illegible]পুরুষজনিতা	।	।	।	।	।	।	॥	।	॥	॥	॥
অখসিতা	॥	।	॥	।	।	।	॥	।	।	॥	॥
বিধ্বকমালা	॥	॥	।	॥	॥	।	॥	॥	।	॥	॥
সান্দ্রপদ	॥	।	।	॥	॥	।	।	।	।	॥	।
ক্রুতা	॥	।	॥	।	॥	।	।	।	॥	।	॥
ইন্দিরা	।	।	।	॥	।	॥	॥	।	॥	।	॥
দমনক	।	।	।	।	।	।	।	॥	।	।	।
মালতীমালা	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥

(ছন্দো° বৃত্ত° পিঙ্গল)

ত্রিষ্টোম (পুং) ত্রয়: স্তোমা যত্র, বহু°। ক্ষত্রধৃতি যজ্ঞের উত্তরদিকে কর্ত্তব্য যজ্ঞভেদ। "ক্ষত্রধৃতিঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৯) "তমুভয়তঃ একে ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।২৪) 'একে তং ক্ষত্রধৃতিং উভয়তঃ ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ কুর্ব্বন্তি' (স° ব্যা°)

ত্রিষ্ঠ (পুং) ত্রিষু চক্রেষু তিষ্ঠতি স্থা-ক অম্বাম্বেত্যাদিনা ষত্বং। চক্রত্রয় স্থিত রথ। "ত্রিষ্ঠং বাং সূরে দুহিতারুহদ্রথং" (ঋক্ ১।৩৪।৫) 'ত্রিষ্ঠং চক্রত্রয়েঽবস্থিতং রথং' (সায়ণ)

ত্রিষ্ঠিন্ (ত্রি) ত্রিষু বিদ্যাদানযজ্ঞেষু স্থা-বা° ইনি সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। বিদ্যাদি শীলযুক্ত, বিদ্যাদান ও যজ্ঞযুক্ত। "উৎকূলনি কূলেভ্যস্ত্রিষ্ঠিনং" (শুক্লযজু° ৩০।১৪) 'ত্রিষু বিদ্যাদিষু স্থিতং শীলবন্তং' (বেদদীপ)

ত্রিস্ (অব্য) ত্রি বারার্থে সুচ্। ত্রিবার, তিনবার।

"অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্য হি নির্বপেৎ।"

(মনু ৩।২৮১)

ত্রিসংবৎসর (স্ত্রী) ত্রিগুণিতঃ সংবৎসরঃ। ত্রিবর্ষ। [ত্রিসংবৎসর দেখ।]

ত্রিসন্ধি (স্ত্রী) ত্রয় সন্ধয়োঽস্তরকালা বিকাশে যস্যাঃ। পুষ্পভেদ, পর্য্যায় সান্ধ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সদাফলা, ত্রিসন্ধ্যকুসুমা, কান্তা, সুকুমারা, সন্ধিজা। এই পুষ্প ত্রিবিধ—রক্ত, সিত ও অসিত। ইহার গুণ রুচিকর, কফ, কাস ও শিরোরোগনাশক। (রাজনি°)

ত্রিসন্ধ্য (স্ত্রী) তিসৃনাং সন্ধ্যানাং সমাহারঃ, আয়ন্তো বেতি পাক্ষিকী স্ত্রীবত্তা। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ কাল, সন্ধ্যাত্রয়, তিথি ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হইলে পূজনীয়া অর্থাৎ সেই তিথিতে কার্য্যাদি প্রশস্ত।

"ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ত্রিসন্ধী এইরূপ পদও হয়।

ত্রিসন্ধ্যকুসুম (স্ত্রী) ত্রিসন্ধ্যং কুসুমং যস্যাঃ। ত্রিসন্ধিকুসুম, ফাগুনিয়া ফুল।

ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী (স্ত্রী) ত্রিসন্ধ্যং ব্যাপ্নোতি বি-আপ-ণিনি ঙীপ্। যে তিথি ত্রিসন্ধ্য কাল অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণকাল ব্যাপিয়া থাকে।

ত্রিসপ্তন্ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ সপ্ত। একবিংশতি সংখ্যা, ২১। এক বিংশতিসংখ্যেয়।

"ত্রিসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং যো জিগায় ভৃগূত্তমঃ।"(হরিব°৩০৪অ°)

ত্রিসপ্ততি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা সপ্ততিঃ। তিন অধিক সপ্ততি, ৭৩।

ত্রিসপ্ততিতম (ত্রি)ত্রিসপ্ততিপূরণে তমপ্। ত্রিসপ্ততির পূরণ।

ত্রিসম (স্ত্রী) ত্রীণি হরীতকীনাগরগুড়ানি সমানি যত্র। ১ সমপরিমাণে হরীতকী, নাগর ও গুড়। (রাজনি°) ২ বর্ষত্রয়।

ত্রিসর (পুং) ত্রিভিঃ ক্ষীরতে সৃ-অপ্। কৃশর।

ত্রিসরক (স্ত্রী) ত্রিবারং সরকং, ত্রয়াণাং সরকাণাং শীধুপানানাং সমাহারঃ বা° পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। ত্রিবার মদ্যপান। "প্রাপ্তিতং ত্রিসরকেন গতানাং" (মাঘ)

ত্রিসর্গ (পুং) ত্রয়াণাং সত্ত্বরজস্তমসাং সর্গঃ। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সর্গ, সৃষ্টি। "যত্র ত্রিসর্গো মৃষা" (ভাগ° ১।১।১)

ত্রিসবন [ত্রিষবণ দেখ।]

ত্রিসবনস্নায়িন্ (পুং) ত্রিসবনে ত্রিকালে স্নাতীতি স্না-ণিনি। ত্রিকালস্নায়ী, যাহারা প্রাতঃ,মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্নান করে।

ত্রিসামন্ (পুং) ত্রীণি সামানি অভিসাধনানি যস্য। ১ পরমেশ্বর।

"ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণো ভেষজং ভিষক্।" (বিষ্ণুস°)

'ত্রীণি বেদব্রতরাথান্তরাণি ত্রৈত্রিসামভিঃ স্তুতস্ত্রিসামা॥' (ভাষ্য)

'অগ্নিগতাই নিধন। পতাই সুপতাই' ইত্যাদি এই ত্রিসাম।

ত্রিসামা (স্ত্রী) ত্রিসামন্-টাপ্। মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদীবিশেষ। (ভাগ° ৫।১৯।১৮)

ত্রিসাহস্র (ত্রি) ত্রীণি সহস্রাণি পরিমাণমস্য অণ্ উত্তরপদ-বৃদ্ধিঃ। তিন সহস্র দ্বারা পরিমিত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "ত্রিসাহস্র্যুত্তমা" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।১২৩) 'উত্তমা চিতিঃ ত্রিসাহস্রী লোকম্পৃণানাং ভবতি' (কর্ক)

ত্রিসিতা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা সিতা। ত্রিশর্করা। (রাজনি°)

ত্রিসীত্য (ক্লী) ত্রিবারং সীতয়া সহিতং যৎ (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) বারত্রয় কৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি তিন বার কর্ষিত হইয়াছে।

ত্রিসুগন্ধি (ক্লী) ত্রয়াণাং সুগন্ধিদ্রব্যানাং সমাহারঃ। ত্রিজাতক, তুল্যপরিমাণ এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাত।

"ত্বগেলাপত্রসংযোগে ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকং।
নাগকেসরসংযুক্তং চতুর্জাতকমুচ্যতে ॥" (অশ্ববৈদ্যক ১২।৭৩)

ত্রিসুপর্ণ (পুং) ১ বহ্বৃচের বেদভাগ। ২ তদ্‌ব্রত। ৩ এই ব্রতধারী পুরুষ। "ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণ ষড়ঙ্গবিৎ।" (মনু ৩।১৮৫) 'ত্রিসুপর্ণঃ বহ্বৃচাং বেদভাগঃ, তদ্‌ব্রতঞ্চ, তদ্যোগাৎ পুরুষোঽপি ত্রিসুপর্ণঃ।" (কুল্লূক)

ত্রিসুবর্চক (পুং) আঙ্গিরস চ্যবনরূপ অগ্নি।

"অগ্নিরাঙ্গিরসশ্চৈব চ্যবনস্ত্রিসুবর্চকঃ।" (ভারত ব° ২১৯ অ°)

ত্রিসৌগন্ধ্য [ত্রিসুগন্ধি দেখ।]

ত্রিসৌপর্ণ (ক্লী) সুপর্ণেন ঋষিণা কৃতং অণ্ বৃত্তৌ ত্রিশব্দস্য সুপর্ণতা উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। সুপর্ণ ঋষি আচরিত ব্রতভেদ, মহর্ষি সুপর্ণ কঠোর তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা এই ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ কহিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম ঋগ্বেদ মধ্যে কীর্ত্তিত আছে, ইহার অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সমীরণ, মহর্ষি সুপর্ণ হইতে এই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। পরে সমীরণ এই ধর্ম্ম বিঘসাসী মহর্ষিদিগকে এবং উঁহারা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে পুনরায় ঐ ধর্ম্ম ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়। (ভারত শান্তি° ৩৫০ অ°)

সুপর্ণা এব স্বার্থে অণ, ত্রয়ঃ সৌপর্ণাঃ যত্র। মন্ত্র ত্রিক, ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটীর নাম ত্রিসৌপর্ণ।

"চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।
তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নিষেদতু র্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ং ॥৩
একঃ সুপর্ণঃ সসমুদ্র মাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেহ্লি স উ রেহ্লি মাতরং ॥৪
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত সোমস্য মিমতে দ্বাদশ ॥"
(ঋক্ ১০।১১৪।৩-৫)

এক যুবতী নারী আছেন, তাহার মস্তকে চারিবেণী, তাহার মূর্ত্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন, দুই পক্ষী তাহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হন। (এই স্থলে নারী শব্দের অর্থ যজ্ঞবেদী) ইহার চারিদিকে ঘৃত থাকাতে স্নিগ্ধ আছে, ইহাকেই বেণী বলা হইয়াছে এবং যজ্ঞ সামগ্রীই উত্তম উর্ত্তম বস্ত্র। ইহাতে দুই পক্ষী যজমান ও পুরোহিত, সুপর্ণ অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মা ইহাতে নিষণ্ণ আছেন, এই বেদীতে অগ্ন্যাদি দেবতা ভাগধেয় অর্থাৎ ভাগ প্রাপ্ত হন। (৩) এক সুপর্ণ (পক্ষী) সমুদ্রে প্রবেশ করিল, তিনি এই বিশ্বভুবন অবলোকন করেন, পরিণত বুদ্ধি দ্বারা আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তিনি নিকটবর্ত্তিনী মাতাকে লেহন করেন এবং মাতাও তাহাকে লেহন করেন। পক্ষী এই স্থলে প্রাণবায়ু বা পরমাত্মা, সমুদ্র অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তিনি এই বিশ্ব, সকল ভুবন এবং ভূতজাত বিশেষ রূপে স্থাপিত করেন। মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে না। (৪) সুপর্ণ একই আছেন, পণ্ডিতগণ কল্পনা করিয়া তাহাকে অনেক রূপে বর্ণন করেন। ইহারা যজ্ঞের সময় নানাপ্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশ সংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন। সুপর্ণ অর্থাৎ পরমাত্মা একই, তত্ত্বজ্ঞ লোক সকল তাহাকে ছন্দ ও স্তোত্রাদি দ্বারা নানা বলিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম এক আত্মা। (৫) (সায়ণ)

৩ পরমেশ্বরের নাম ভেদ।

"ত্রিসৌপর্ণং তথা ব্রহ্ম যজুষাং শতরুদ্রিয়ং।" (ভারতশা° ২৮৬ অ°)

অনেক স্থলে 'ত্রিসৌবর্ণ' এই পাঠ আছে, ইহা লিপিকর প্রমাদ, এই জন্য এই শব্দ ধৃত হইল না।

ত্রিস্কন্ধ (ক্লী) ত্রয়ঃ স্কন্ধাইব অবয়বা যস্য। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

নানা প্রকার ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সংহিতাস্কন্ধ, তন্ত্র স্কন্ধ ও হোরা স্কন্ধ, জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই তিনটী স্কন্ধ। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমুদয় বিবরণ থাকে, তাহাকে সংহিতাস্কন্ধ কহে। যাহাতে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্রস্কন্ধ এবং যাহাতে অঙ্গবিনিশ্চয় অর্থাৎ যাত্রা বিবাহ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে হোরাস্কন্ধ কহে। (বৃহৎস° ১।৯)

ত্রিস্তন (ক্লী) ত্রয়ঃ স্তনা দোহ্যা যত্র। ব্রাহ্মসাধ্য যজ্ঞভেদ, প্রথম উপসদে দোহ্য ত্রিস্তনরূপ ব্রতবিশেষ।

"ত্রিস্তনং প্রথমায়াং দোহয়ন্তি" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।১)

ত্রিস্তনী (স্ত্রী) ত্রয়ঃ স্তনা অস্যাঃ ঙীপ্। রাক্ষসীভেদ, এই রাক্ষসীর তিনটী স্তন ছিল।

"ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাং।" (ভারত ব° ২৭৯ অ°)

২ গায়ত্রী। (দেবী ভাগ° ১২।৬।৬৮)

ত্রিস্তাবা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা তাবতী বেদিঃ অচ্ সমাসান্ত টিলোপৌ সমাসশ্চ নিপাত্যতে (দ্বিস্তাবা ত্রিস্তাবা বেদিঃ। পা ৫।৪।৮৪।) অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ বেদিভেদ, বেদির স্বাভাবিক যে পরিমাণ, তাহার ত্রিগুণ অধিক।

ত্রিস্থলী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং গয়াকাশীপ্রয়াগরূপস্থলানাং সমাহারঃ। কাশী, গয়া ও প্রয়াগরূপ তিনটী স্থান। এই তিন স্থানমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া নারায়ণ ভট্ট ও ভট্টোজি ত্রিস্থলীসেতু নামে এক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ত্রিস্থান (ত্রি) ত্রীণি স্থানান্যস্য। ১ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালস্থিত পরমেশ্বর। ২ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়সাক্ষী জীব, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় যে জীবের আছে।

ত্রিস্রোতস্ (স্ত্রী) ত্রীণি স্রোতাংসি যস্যাঃ, ত্রিষু স্থানেষু স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেষু স্রোতো যস্যাঃ। গঙ্গা।

"অদ্ভুতে নিষ্ঠ্যূত মিবোর্দ্ধ মুচ্চৈ স্ত্রিস্রোতসঃ সন্ততধারমম্ভঃ॥"

(মাঘ ৩।১০) ২ নদীভেদ। (মেদিনী) [ত্রিস্রোতা দেখ।]

ত্রিস্রোতা, উত্তর বাঙ্গালার একটী বৃহৎ নদী। সামান্যতঃ তিস্তা নামে খ্যাত। তিব্বতের অন্তর্গত চতামু হ্রদে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, আবার সিকিমের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গেও ইহার আর একটী উৎপত্তিস্থান পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তরসীমায় এই নদী সিকিম ছাড়াইয়া ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিয়দ্দূর দার্জ্জিলিঙ্গের সীমা স্বরূপ থাকিয়া বৃহৎ রঙ্গিৎ নামক নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদের সহিত মিলনের পর তিস্তা দক্ষিণমুখে দার্জ্জিলিঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশ বহিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে; পার্ব্বত্য প্রদেশে তিস্তায় শালের ডোঙ্গা চলে। ইহার তীরে পাহাড়ে শালবনও অনেক। যেখানে তিস্তা শিবকগোলা নামক গিরিবর্ত্ম দিয়া সমতল ভূমিতে পড়িতেছে, সেখানে তিস্তার বিস্তার ৭।৮ শত গজ। এখানে ৫০ মণ বোঝাইয়ের নৌকা চলিতে পারে। নদীগর্ভে বড় বড় পাথর থাকায় স্থানে স্থানে নৌকার পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। তরাই ছাড়াইয়া জলপাইগুড়িতে, তৎপরে কালীগঞ্জের নিকট কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং জলসিংহেশ্বরের নিকট কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়া বাকলীগ্রামের ৬ মাইল উত্তরে রঙ্গপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়াছে। রঙ্গপুরে ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের মধ্যে চিলমারীথানার নিকট বাগওয়া নামকস্থানের নিম্নে ইহা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। রঙ্গপুরে ইহার দৈর্ঘ্য ১১০ মাইল, বিস্তার ৬ হইতে ৮ শত গজ। ইহার স্রোত বড় খর। সকল সময়েই রঙ্গপুরে এই নদীতে শত মণের বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। কেবল শীতকালে ব্রহ্মপুত্রের মোহানার কাছে চোরাবালী ও বালীর চড়ায় বড় বিপদ্ ঘটায়। তিস্তার গর্ভ বালুময়। তিস্তার দক্ষিণাংশকে কাপাসিয়া হইতে নলগঞ্জ হাট পর্য্যন্ত পাগলানদী বলে।

তিস্তার জলস্রোত বড় শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে ইহার অনেকগুলি পুরাতন গর্ভ ছোট তিস্তা, বুড় তিস্তা, মরা তিস্তা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, এই সকল খালে এখন কেবল বর্ষাকালে যাতায়াত চলে। মেজর রেণেলের জরীপের সময় (১৭৬৪—৭২ খৃষ্টাব্দে) তিস্তার প্রধান স্রোত দক্ষিণমুখে বাহিয়া দিনাজপুরের আত্রেয়ী নদীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা বা পদ্মার পড়িত। ১১৯৪ সালে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে যে মহাপ্লাবন হয়, সেই সময় তিস্তা উক্ত পথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে উহারই একটী শাখা নদীতে ভর করিয়া সমস্ত দেশ ভাসাইয়া ঘাট, মানস প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদী ভরাইয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে। ইহার পর আবার একটা পরিবর্ত্তন হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা একটা বিশক্রোশী বাঁক পরিত্যাগ করিয়া ঠিক সোজা আসিয়া বর্ত্তমান পথ অবলম্বন করিয়াছে। এখনও যেরূপে নানাস্থানে বালুকাময় চরগুলির ধ্বংস করিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে হঠাৎ কবে কোন দিকে ভাসাইয়া দিবে। ইহার পশ্চিমতীরে ঘোড়ামারা নামক বৃহৎ গঞ্জ যেরূপ প্রতি বৎসর পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই উক্ত গ্রামের প্রকৃত অবস্থিতি লোপ পাইবে বোধ হয়। তিস্তার এইরূপ পরিবর্ত্তনে উত্তরবঙ্গরেলওয়ের ধারে তোমর নামক স্থানে হাটবাজার দিন দিন বাড়িতেছে।

তিস্তার এইরূপ হঠাৎ গতিপরিবর্ত্তনেই রঙ্গপুর এত নদীবহুল হইয়া পড়িয়াছে।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিস্তার প্রধান শাখার নাম রঙ্গ-চু, রোলি, বৃহৎ রঙ্গিৎ, রঙ্গজো, রায়েঙ্গ ও শিবক। এখানে তিস্তার জল সমুদ্রবৎ নীলবর্ণ, সময়ে সময়ে ইহা দুগ্ধবৎ শ্বেত হইয়া উঠে। জলপাইগুড়িতে তিস্তার অনেক উপনদী ও শাখা নদী আছে, তাহারা তত প্রবল বা প্রয়োজনীয় নহে। ইহার মধ্যে ঘাঘট ও মানস বিখ্যাত।

ইহার সংস্কৃত নাম ত্রিস্রোতা বা তৃষ্ণা। কালীপুরাণে ইহার উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—যে কোন

সময় এক শিবভক্ত অসুর ভগবতীকে উপেক্ষা করায় ভগবতীর সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাতর হইয়া অসুর তৃষ্ণাতুর হয় এবং শিবের নিকট জল প্রার্থনা করে। শিব ভগবতীর বক্ষ হইতে দুগ্ধধারা রূপে অসুরকে পানীয় প্রদান করেন। অসুরের তৃষ্ণা দূর হইলেও সে ধারা শুকাইল না, সেই ধারা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া ত্রিস্রোতা রূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত রহিল।*

ত্রিস্রোতসী (স্ত্রী) ত্রীণি স্রোতাংসি সন্তি অস্যাঃ। স্রোত ত্রয়যুক্ত নদী ভেদ, এই নদীর তিনটী স্রোত আছে। গঙ্গা।

ত্রিস্পৃশা (স্ত্রী) ত্রীণি চান্দ্রদিনানি একস্মিন্ সাবনে দিনে স্পৃশতি স্পৃশ-ক। একাদশীভেদ, যে একাদশীর পূর্ব্বদিনে দশমী এবং পরদিনে অল্প মাত্র একাদশী, পরে দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহাকে ত্রিস্পৃশা কহে, অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথি এক সাবন দিনে হইলে ত্রিস্পৃশা হয়। এই দিন অতিশয় পুণ্যকর। ইহাতে স্নান দানাদি বিশেষ ফলপ্রদ। "যদা পূর্ব্বদিনে দশমী পরদিনে চৈকাদশী স্বল্পা, ততো দ্বাদশী রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী সা চৈকাদশী ত্রিস্পৃশা।

"একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারয়েৎ॥"(একাদশীতত্ত্বধৃত বচন)

এই একাদশী করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক বিনষ্ট হয়। এই একাদশীতে ত্রয়োদশীর দিন পারণ করিবে।

ত্রিস্নান (ক্লী) ত্রিষু কালেষু স্নানমত্র। ত্রিকাল স্নানাঙ্গ-ব্রত ভেদ, এই স্নান বাণপ্রস্থাঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ, যাহারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে স্নান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে ত্রিকাল স্নান কর্ত্তব্য।

ত্রিহল্য (ক্লী) ত্রিবারং হলেন কৃষ্টং হল-যৎ (মতজনহলাৎ করণজল্পকর্ষেষু। পা ৪।৪।৯৭) বারত্রয়কৃষ্টক্ষেত্র, পর্য্যায় ত্রিগুণাকৃত, তৃতীয়াকৃত, ত্রিসীত্য।

ত্রিহায়ণ (ত্রি) ত্রয়োঃ হায়না বয়ো যস্য, পত্বং। ১ ত্রিবর্ষ বয়স্ক গবাদি। ২ ত্রিবৎসর।

ত্রিহায়ণী (স্ত্রী) ত্রিহায়ণ-ঙীপ্। ত্রিবর্ষ গাভি।

"বৎসতর্য্যশ্চ ত্রিহায়ণ্যো প্রীতাঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৯।১৩)

২ দ্রৌপদী, কৃত যুগে বেদবতী, ত্রেতায় জনকাত্মজা, দ্বাপরে দ্রৌপদী, ইনিই কৃষ্ণা ও ত্রিহায়ণী।

"কৃতে যুগে বেদবতী ত্রেতায়াং জনকাত্মজা।
দ্বাপরে দ্রৌপদীচ্ছায়া তেন কৃষ্ণা ত্রিহায়ণী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

ত্রিহুত, ত্রিহুত, তীরহুত (সংস্কৃত তীরভুক্তি শব্দের অপভ্রংশ) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ত্রিহুত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের পাটনা বিভাগের সর্ব্বোত্তরবর্ত্তী একটী জেলা ছিল। বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীনে এত বৃহৎ ও অধিক লোক সংখ্যাবিশিষ্ট জেলা আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহাতে মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী, দরভাঙ্গা, মধুবাণী, তাজপুর এই ছয়টী উপবিভাগ ছিল। তখন ইহার উত্তর সীমা নেপাল রাজ্য, উত্তরপূর্ব্বে ভাগলপুর জেলা, দক্ষিণপশ্চিমে মুঙ্গের জেলা, দক্ষিণে গঙ্গা নদী, দক্ষিণপশ্চিমে সারণ জেলা বা গণ্ডক নদী, উত্তরপশ্চিমে চম্পারণ জেলা ছিল। উত্তর সীমায় নেপাল রাজ্যের সহিত ইংরাজ রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণের জন্য খাদ, নদী, ইষ্টকের ও কাষ্ঠের স্তম্ভাদি আছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে এই বৃহৎ জেলাটী শাসনকার্য্যের সুবিধা ও সুব্যবহার জন্য দুইটী স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী এই তিনটী উপবিভাগ লইয়া মজঃফরপুর নামে ও দরভাঙ্গা, মধুবাণী ও তাজপুর এই তিনটী উপবিভাগ লইয়া দরভাঙ্গা নামে দুইটী স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এখন বাঙ্গালা বিহারের মানচিত্র হইতে ত্রিহুত জেলার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। মজঃফরপুর ও দরভাঙ্গা এই দুই জেলার বিবরণ এখনও স্বতন্ত্র ভাবে সংগৃহীত হয় নাই; সুতরাং ত্রিহুত নামেই ইহার যাহা কিছু বিবরণ সংগৃহীত হইল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন সুবা বিহার ইংরাজের হস্তে আসে, তখন গঙ্গার উত্তরকূলবর্ত্তী স্থান সকল সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত ও হাজীপুর এই চারিটী সরকারে বিভক্ত ছিল। তখন সরকার ত্রিহুতের পরিমাণ ৫৭৫৩ বর্গমাইল ও সরকার হাজীপুরের পরিমাণ ৭৮৩৫ বর্গ মাইল ছিল, কিন্তু তখন সমগ্র ত্রিহুত জেলার পরিমাণ ৬৩৪৩ বর্গ মাইল মাত্র। পূর্ব্বে সরকার ত্রিহুত ও সরকার হাজীপুর এই উভয়ে ১০৪টী পরগণা ছিল। এই সকল পরগণার নামের তালিকা পাওয়া যায় না, তবে সরকারী কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে তখন ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার অধিকাংশ স্থান এই দুই সরকারের অধীন ছিল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত বালিয়া, মস্-জিদপুর, বালেন্দুবারি, ইমাদপুর, নরসিংহপুর, কুড়া, পাওখণ্ড, কবখণ্ড, নারায়িপুর, হর, করকিয়া, মালকিবলিয়া, মালন্দে

* এই উপাখ্যানটী হণ্টার সাহেব কালীপুরাণের উপাখ্যান বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কালিকাপুরাণে ত্রিস্রোতার নাম থাকিলেও এরূপ উপাখ্যান দেখা যায় না।

গোপাল ও নরপুর এই তেরটী পরগণা ত্রিহুত কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু আবার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উহাদিগকে ত্রিহুত হইতে বিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সারণের অন্তর্গত পরগণা বাবরা ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত পরগণা বাদে-ভুসারি ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পাটনার অন্তর্গত ভীমপুর, গয়াসপুর, আজিমাবাদ এই পরগণা গুলির কতকাংশ ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ত্রিহুত জেলার ভূভাগ সাধারণতঃ পলি জমী, মধ্যে মধ্যে নদী আছে, অনেক স্থলে বনও আছে; বাঁশঝাড় ও আম্র-কানন যথেষ্ট। সমস্ত ভূভাগ জমীর প্রকৃতি অনুসারে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দক্ষিণপশ্চিমে হাজীপুর, বালাগাছা, সরেসা, বিপাড়া, রত্তি ও গন্দেশ্বর পরগণা লইয়া একটী বিভাগ,—ইহার জমী উচ্চ ও সমগ্র জেলার মধ্যে উর্ব্বরা। তৎপরে ছোট গণ্ডক ও বাঘমতী নদীর অন্তর্গত দোয়াব ভূভাগ,—ইহার জমী নাবাল, বর্ষায় নদীর প্লাবন হয়; এখানকার প্রধান শস্য খরিফ। তৃতীয় বিভাগ বাঘমতী নদীর উত্তরে ও পূর্ব্বে,—এই স্থানের জমী নাবাল, জলা ও জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। হৈমন্তিক ধান্যই এ অঞ্চলের প্রধান শস্য।

জমী স্বভাবতঃ পলিবিশিষ্ট, কোথাও কঙ্করময়, কিন্তু অধিকাংশস্থলে মাটির মধ্যে সোরা ও লবণ পাওয়া যায়। নুনিয়া নামে এক জাতি এই সোরা ও লবণ বাছিয়া লইয়া জীবিকার্জ্জন করে।

ত্রিহুতে গঙ্গা, বৃহৎ গণ্ডক, বয়া, ছোট গণ্ডক এবং তিলগুজা এই চারিটী নদী প্রবাহিত আছে। ইহার মধ্যে গঙ্গা, গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, বাঘমতী, ছোট বাঘমতী, তিলগুজা ও করাই এই সাতটী নদীতে বৎসরের সকল সময়ে যাতায়াত চলে, আর কেবল বর্ষাকালে কমলা ও তাহার শাখানদী-গুলি বলান, চাউন, ঝিম, লাখহাণ্ডাই, পুরাতন বাঘমতী ও বয়া এই কয় নদীতে যাতায়াত হয়।

গঙ্গা—শিকমারীপুরের নিকট গঙ্গানদী এই জেলার দক্ষিণসীমারূপে গণ্য। হাজীপুরের নিকট চাম্তা ঘাটের কয়েক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বাড় নামক স্থানের সম্মুখে গণ্ডক আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এ জেলায় গঙ্গার বিস্তার অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে অনেক বাড়িয়া যায়। সারণ দিয়ারা হইতে গঙ্গার একটী স্বাভাবিক খাল বাহির হইয়া হাজীপুরের নিকট নেপালী মন্দিরের নিম্নে গণ্ডকের সহিত মিলিয়াছে। ইহার বিস্তার এত অল্প যে ইহাকে কোন রূপে নদী বলা যায় না। গঙ্গায় যখন জলবৃদ্ধি হয়, তখন তীরবর্ত্তী স্থান সকলেও প্লাবন হয়, আবার গণ্ডকের জলও প্রতিরুদ্ধ হইয়া তন্মধ্যে গঙ্গার জলও প্রবেশ করিয়া ও তীরবর্ত্তী স্থান সকল প্লাবিত করিয়া থাকে। তাজপুর উপবিভাগে প্রতি বৎসরই প্লাবন হয়। গঙ্গাতীরে ত্রিহুতে কোন বিখ্যাত স্থান নাই। বাড়ের সম্মুখ হইতে গঙ্গা উত্তরপূর্ব্বমুখে ফিরিয়া বাজিতপুর পর্য্যন্ত আসিয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ত্রিহুত জেলা ত্যাগ করিয়াছে।

গণ্ডক—হাজীপুরের নিকট ইহা গঙ্গা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদী স্থানে স্থানে নারায়ণী ও শাল-গ্রামী নামে কথিত। হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া মজঃফরপুরের কর্ণৌল নীলকুঠির নিকট ইহা ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণপূর্ব্বমুখে আঁকিয়া বাঁকিয়া হাজীপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। গণ্ডকতীরে লালগঞ্জই প্রধান গঞ্জ বা বাজার। ইহার স্রোত বড় প্রবল, নৌকায় যাতায়াতও বড় ভয়াবহ। হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা লালগঞ্জ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে। গণ্ডকের গর্ভ তীরভূমি অপেক্ষা উচ্চ, এজন্য প্লাবন প্রতিরোধ করিবার জন্য উত্তর তীরে দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া আছে। সারণ জেলার দিকে যে বাঁধ তাহা অতি উচ্চ, কিন্তু ত্রিহুত জেলার বাঁধ তত উচ্চ নহে বলিয়া সময়ে সময়ে বাঁধ ছাপাইয়া প্লাবন ঘটিয়া থাকে।

বয়া—চম্পারণ জেলায় গণ্ডক হইতে বয়া উৎপন্ন হইয়া কর্ণৌল নীলকুঠির নিকটে ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে ইহা ক্রমশঃ ডুরিয়া, সরিয়া, ভটৌলিয়া, চিতবারা ও শাহপুর পতৌরি নীলকুঠির কোল দিয়া একবারে জেলার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে।

ছোট গণ্ডক—চম্পারণ জেলায় উৎপন্ন হইয়া ছোট গণ্ডক মজঃফরপুর বিভাগে ঘোষেবাত গ্রামের নিকট ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে মজঃফরপুরের নিকট আঁকিয়া বাঁকিয়া আঠারকুঠির নিম্ন দিয়া তাজপুর বিভাগে পুসা ও রুসেরা সহরের নিকট দিয়া দক্ষিণমুখে মুঙ্গের সহরের ঠিক সম্মুখে গঙ্গায় পড়িয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গা হইতে দুই হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা রুসেরা পর্য্যন্ত ও হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা মজঃফরপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। নাগরবস্তির নিকট এই নদীর উপর দিয়া দরভাঙ্গা ষ্টেট রেলওয়ে গিয়াছে। ইহার তীরে মজঃফরপুর, সমস্তিপুর ও রুসেরা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

বলান—তাজপুরের নিকটে ছোটগণ্ডক হইতে বলান উৎপন্ন হইয়া তাজপুর দলসিংহ সরাইয়ের নিকট দিয়া গিয়া

যেখানে জামওয়ারী নদী মুঙ্গেরের নিকট ছোটগণ্ডকে মিশিয়াছে, ঠিক তাহার কিছু উর্দ্ধে জামওয়ারীর সহিত মিশিয়াছে।

বাঘমতী—নেপালে কাটমাণ্ডু নগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া সীতামাঢ়ী উপবিভাগে মণিয়াড়ী ঘাটের নিকট ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। কিছু দূরে ইহাতে লালবাকিয়া নদী আসিয়া মিলিয়াছে, তৎপরে ইহা নারওয়া পর্য্যন্ত ছোটগণ্ডকের সহিত এক প্রকার সমান্তর ভাবে আসিয়া পূর্ব্বকালে রুসেরার নিকট ছোট গণ্ডকেই মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ঘুরিয়া হায়াঘাটের নিকট করাই নদী অবলম্বনে তিলজুগা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। বাঘমতীর পুরাতন গর্ত্ত এখনও পুরাতন বাঘমতী নামে বর্ত্তমান আছে। দরভাঙ্গা ও মজঃফরপুর সহরের সমদূরবর্ত্তী গাইঘাটী নামক স্থানে নূতন বাঘমতী দরভাঙ্গা মজঃফরপুরের রাস্তা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভুর্কি নামক স্থানে ইহার প্লাবন-প্রতিরোধের জন্ম বাঁধ আছে। এই নদীতে আদৌরি নামক স্থানে লালবাকিয়া, মণিয়ার ঘাটের নিকট ভুরেঙ্গী নদী, সীতামাঢ়ীর নিম্নে দরভাঙ্গা মজঃফররাস্তার ৭।৮ মাইল দক্ষিণে লাখহাণ্ডাই নদী মিলিয়াছে। কমতোল নামক স্থানে কমলা নদী এবং পালী নামক স্থানে পূর্ব্ব হইতে ঢাউস ও পশ্চিম হইতে ঝিমনদী ছোটবাঘমতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে ছোটবাঘমতী—দরভাঙ্গা সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে হায়াঘাটের নিকট বড় বাঘমতীতে মিলিয়াছে।

করাই—বাঘমতী যখন পুরাতন বাঘমতী নদীর ভিতর দিয়া বহিত, তখন ইহা সামান্ত নদী ছিল, এখন ইহাই হায়াঘাটের নিম্নে বাঘমতীর প্রধান স্রোত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুঙ্গেরের সীমায় তিলকেশ্বর নামক স্থানের নিকট তিলজুগা নদীতে মিলিয়াছে।

তিলজুগা—নেপালে উৎপন্ন হইয়া কহোল গাঁর নিকটে ত্রিহুতে গঙ্গায় পড়িয়াছে। রাইসারি গ্রামের নিকট ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া জেজা গ্রামের নিকট পুনরায় একত্র হইয়াছে। পশ্চিমের শাখায় বাগুতা নামক স্থানে বলান নদী মিলিয়াছে। রাইসারি হইতে নদীগর্ভে স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া; নৌকা যাতায়াতের উপায় নাই।

কমলা—নেপালে উৎপন্ন হইয়া জয়নগর নামক স্থানে ত্রিহুতে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে শিলানাথ নামে এক শিবমন্দির ছিল, তাহা কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তনে নদীগর্ভে পড়িয়াছে। কমতোলের নিকট কমলা বাঘমতীতে মিশিয়াছে। কমলার পুরাতন খাদ তৎপরে বরাবর তিলকেশ্বরের নিকট তিলজুগা নদীতে মিলিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ছোট বলান, নায়াধারকমলা, পাণ্ডোলনালা প্রভৃতি নদী আছে।

তাজপুরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে পরগণা সরেসার মধ্যে তালবরৈলা নামক বিলই বিখ্যাত, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ ক্রোশ, পরিমাণ প্রায় ২০ বর্গ মাইল। ইহাতে প্রচুর সোলা জন্মে।

ত্রিহুতে খনিজ দ্রব্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, তবে মাটির সহিত সোরা ও লবণ পাওয়া যায়। হারৌলি নামক স্থানে ছোট গণ্ডক হইতে কাঁকর তোলা হয়।

বন্ত দ্রব্যের মধ্যে মধু, গোঁজড়া (যে সকল শম্বুক, ঝিনুক বা তদ্বৎ প্রাণীদেহ পুড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে,) চিরেতা, শাতায়া, সহরকোশ, শুম্‌চ, মুণ্ডি, তালমূলী এবং মকাই প্রভৃতি ভেষজ উৎপন্ন হয়। বনের মধ্যে সিদ্ধিগাছও জন্মে। প্রকৃত পক্ষে এ জেলায় সেরূপ বন বা পতিত জমী নাই। সেগুণ, জাম, শিশু, ঝাউ, শিরীষ, তূন (মেহগনির স্তায়,) গামার, আম, কাঁঠাল, মহুয়া প্রভৃতি কাষ্ঠোৎপাদক বৃক্ষ যথেষ্ট আছে।

এদেশে শতকরা ৮৮ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান। ঘোষেবাত নামক স্থানে একদল পার্ব্বতীয় জাতি বাস করে। প্রথমতঃ তাহারা একজন নেপালী সুবাদারের ভৃত্যরূপে ছিল, এই সুবাদারের বংশ উৎসন্নে গিয়াছে। তাঁহার ভৃত্যেরা এখন চাষবাস করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মৈথিলী ও গৌড়ীয় এই দুই বিভাগ আছে। মধুবাণী ও দরভাঙ্গায় ইহার অর্দ্ধেকের বাস ও সামান্ততঃ ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। মৈথিল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রোত্রিয়েরা শুচি, মজরৌত্তি, যোগিয়া ও গৃহস্ত বা মৈথিল, শ্রোত্রিয়, যোগ চঙ্গোলা এবং পণ্ডিত এই পঞ্চভাগে বিভক্ত, এই পঞ্চশ্রেণীকে পঞ্জিব-বন্ধ বলে। শ্রোত্রিয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। দরভাঙ্গার মহারাজও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং ইচ্ছামত এক শ্বশুরালয়ে কিছু দিন, অপর শ্বশুরালয়ে আর কিছু দিন বাস করে। শ্বশুরের নিকট প্রতিবার বাসের জন্ত ইহারা অর্থ লইয়া থাকেন। সৌরাথ নামক এক গ্রামে এক দেবমন্দিরে যাবদীয় ব্রাহ্মণের মেলা হয়। সেই মেলায় স্ব স্ব শ্রেণীর পণ্ডিতেরা প্রত্যেক ব্যক্তির বংশতালিকা খুলিয়া বিবাহ সম্বন্ধ নিরূপণ করেন। উচ্চ কুলজাত সন্তানের পিতা নিম্নকুলে বিবাহ দিলে কুলমর্য্যাদাস্বরূপ অর্থ পাইয়া থাকেন। ঐ মেলার দিন বর ও কন্তার নাম নিরূপিত ও তাহাদের

পিতার সম্বন্ধিসূচক এক তালিকা লিখিত হয়। শ্রোত্রিয়েরা স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিলে সেই শ্রেণীভুক্ত ও আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইহারা সকলেই স্বহস্তে স্ব স্ব জমীতে কোদাল দেন ও জলসেচন প্রভৃতি করেন, কেবল লাঙ্গল দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহারা কাহারও নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া চাকুরী স্বীকার করিতেন না, কিন্তু এখন অনেকেই তহশীলদার ও গোমস্তা হইতেছেন। ইহাদের অনেকেই আম্রবাগান করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। [মৈথিল ব্রাহ্মণ দেখ।]

ব্রাহ্মণের পর এ দেশে রাজপুতের সম্মান অধিক। ইহারা অধিকাংশই জমীদার ও কৃষক; আজ কাল অনেকে পুলিসের চৌকীদার, পেয়াদা ও দ্বারবানের কার্য্য করিয়া থাকে। রাজপুত ও ব্রাহ্মণের পরই 'বাভন' নামে আর একজাতি আছে। তাহারা রাজপুত অপেক্ষা হীন-মর্য্যাদ হইলেও অপরাপর জাতি অপেক্ষা গণ্য মান্য বটে। ইহারা জমীদারী বা অন্নজীবি ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

[বাভন দেখ।]

ত্রিহুতের মধ্যে নিম্নলিখিত সহরগুলি বিশেষ বিখ্যাত—

(১) মজঃফরপুর—মজঃফর খাঁ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম মজঃফরপুর। ছোট গণ্ডকের তীরে ২৬° ৭´২৩´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৫° ২৮´২৩´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই নগরেই এ জেলার সদর কাছারী। এখানে মিউনিসিপালিটি, কালেক্টরী, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, জেল, ডাক্তারখানা ও স্কুল আছে। সহরটী পরিষ্কার, রাস্তাগুলি প্রশস্ত। বাজারগুলি বড়, প্রত্যহই প্রায় বিক্রয় হয়। কাছারীর নিকট মান নামে একটী বিলের মত জলাশয় আছে, ইহা কোন নদীর পুরাতন গর্ভের কিয়দংশ মাত্র। বাজারে পুষ্করিণীতীরে ঘাট সম্বলিত একটী রামসীতার ও একটী শিবের মন্দির আছে, সহরটী বড় বেশী অধিক দিনের নয়। স্থাপয়িতা মজঃফর খাঁ একজন 'আমিল' বা 'চাকলা নাই' (নায়ক) ছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ানীলাভের বহু পূর্ব্বে তিনি উত্তরে সেকেন্দরপুর গ্রাম, পূর্ব্বে কর্ণোলি গ্রাম, দক্ষিণে সৈয়দপুর এবং পশ্চিমে সারিয়াগঞ্জ হইতে ৭৫ বিঘা জমী বাহির করিয়া লইয়া তাহাতেই স্বনামে নগর স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ছোট গণ্ডকের প্লাবনে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

মহুয়া—মজঃফরপুরের ৩ ক্রোশ দূরে পুসা রাস্তার উপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে জুলাইমাসে ৩ দিন ব্যাপী একটী মেলা হয়। এখানে এক পীরের আস্তানা আছে, তথায় অনেক যাত্রী আসে।

সারিয়া—মজঃফরপুরের দক্ষিণপশ্চিমে ৯ ক্রোশ দূরে বয়া নদীর তীরে এই স্থানে একটী নীলকুঠি আছে। বয়ার উপর ছাপরা রাস্তার মুখে তিন-খিলানের একটী পোল আছে। এই স্থানের কিছু দূরে একটী প্রস্তরময় থাম আছে। একটী ব্রাহ্মণের উঠানে উহা স্থাপিত। ইহাকে 'ভীমসিংহের লাঠি' বলে। ইহা উচ্চে ২৪ ফিট্ এবং একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার মাথার একখানি চতুরস্র পাথরের উপর একটী প্রস্তরময় সিংহমূর্ত্তি আছে। সিংহমূর্ত্তি পর্য্যন্ত সমস্ত স্তম্ভের উচ্চতা ৩০ ফিট্। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ইহা একটী অশোকস্তম্ভ। ইহার পার্শ্বে একটী সুগভীর কূপ আছে।

বসন্তপুর—সারিয়ায় নীলকুঠির কিছু দক্ষিণে এই বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। এখানে গ্রাম্যসমিতি আছে।

সাহেবগঞ্জ—মজঃফরপুরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে বয়া নদীর তীরে এই সহর অবস্থিত। এখান হইতে মতিহারী, মতিপুর ও লালগঞ্জে রাস্তা গিয়াছে। বাজার খুব বড়, তৈলকর শস্য, গম, কলাই ও লবণের ব্যবসায়ই বেশী। কর্ণোলের নীলকুঠি বাজারের অতি নিকটে। এখানকার প্রস্তুত জুতা অনেক স্থানে চালান হয়।

কণ্টাই—মজঃফরপুরের ৪ ক্রোশ দূরে মতিহারী রাস্তার উপর অবস্থিত। এই স্থানেই কণ্টাই নীলকুঠি। সোরার কুঠিও আগে ছিল। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়। এই গ্রামে মিনাপুরের রাস্তা আসিয়া মজঃফরপুরের রাস্তায় মিশিয়াছে।

বেলসান্দ কলান—মজঃফরপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে সীতামাড়ী রাস্তার উপরে অবস্থিত। ইহা পুরাতন বাঘমতী নদীতীরে অবস্থিত। বড় নীলকুঠি আছে।

রাজখণ্ড—মজঃফরপুর হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১১ ক্রোশ দূরে এই বৃহৎগ্রাম অবস্থিত। এখানে ভৈরবের মেলা নামক একটী বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় গোরু বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে নীলকুঠি আছে। পূর্ব্বে চিনির কারখানা ও চোলাই-খানা ছিল। গ্রামের পশ্চিমে লাখনদাই নদী।

কাটুবা বা অকবরপুর—লাখনদাই নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে ভগ্নাবশিষ্ট এক মৃন্ময় দুর্গ আছে। দুর্গের পরিমাণ প্রায় ৬০ বিঘা, ইহার প্রাচীর ৩০ ফিট্ উচ্চ। রাজচাঁদ নামে এক ব্যক্তি এই দুর্গাধিপতি ছিলেন। তিনি দরভাঙ্গায় যাইবার সময় স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিয়া যান, যদি তাঁহার ধ্বজা পড়িয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে। এক কুর্ম্মী রাজার শত্রু ছিল, সে ধ্বজা

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাজপরিবারকে সংবাদ দেয়। রাজ-পরিবারবর্গ জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

মধুবাণী—দরভাঙ্গা সহরের ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই সহর অবস্থিত। ইহা মধুবাণী উপবিভাগের সদর থানা। এখানে বেশ বড় বাজার আছে; শাক সব্জি ও কাপড় প্রধান পণ্য। সহরের উত্তরাংশে দরভাঙ্গারাজ মধুসিংহের তৃতীয় পুত্র কীর্ত্তিসিংহের বংশাবলী "মধুবাণীর বাবু" নামে খ্যাত হইয়া আছেন। ইহারা জবদী পরগণার কতকগুলি গ্রাম রাজসংসার হইতে পাইয়াছেন। এই সহরের ভিতর দিয়া নেপাল যাইবার প্রধান পথ।

ভওয়ারা—মধুবাণী হইতে এক পোয়া পথ দক্ষিণে এই বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব্বে এই দুর্গে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল। রঘুসিংহ নামে এক ব্যক্তি এই দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। ইনি দরভাঙ্গারাজের বংশোদ্ভব। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার বংশীয় প্রতাপসিংহ এখানকার বাস তুলিয়া দিয়া দরভাঙ্গায় যান। এখানে একটী মস্জিদের ভগ্নাবশেষ ও খিলানযুক্ত এক প্রাচীর আছে। অকবরের সমসাময়িক বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন্ এই মস্জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বিরৎপুর (বিরাটপুর)—খাজৌলি থানার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানেও এক দুর্গের ধ্বংশাবশেষ ও গৃহপ্রাচীরাদির চিহ্ন আছে। এক স্থানে এক গর্ত্তে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির কতকাংশ আছে। কথিত আছে, মহাভারতোক্ত রাজা বিরাট এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেলিরা এই বিরাট রাজাকে স্বজাতি বলে এবং গর্ত্তমধ্যগত শিবলিঙ্গাংশকে ঘানির মুসল বলিয়া থাকে।

সৌরাথ—মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ দূরে এই গ্রাম। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দরভাঙ্গার রাজারা এখানে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহারই নিকট ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণদিগের বাৎসরিক মেলা হয়। সময়ে সময়ে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়। এই মেলায় বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তারা পুত্রকন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।

মঙ্গারপুর—মধুবাণীর পূর্ব্বদক্ষিণে ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামে দরভাঙ্গারাজবংশীয় প্রতাপসিংহের নামে প্রতাপগঞ্জ ও রাজা মধুসিংহের স্ত্রী শ্রীদেবীর নামে শ্রীগঞ্জ এই দুটী বাজার আছে। দরভাঙ্গারাজের সমস্ত সন্তান এই গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। রাজবংশের অনেকেই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় রাজা প্রতাপসিংহ নিকটবর্ত্তী মুর্গমগ্রামবাসী মোহান্ত শিবরত্নগিরির প্রসন্নতা লাভ করিতে যান। মোহান্ত মঙ্গারপুরে আসিয়া জটার একটা শিখা সেই স্থানে দগ্ধ করিয়া বলেন, যে এই গ্রামে বাস করিবে, তাহারই পুত্র সন্তান হইবে। প্রতাপসিংহ তদনুসারে এখানে এক আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু বাটী শেষ হইবার পূর্ব্বে অপুত্রক অবস্থায় প্রতাপের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ বাটী নির্ম্মাণ শেষ করাইয়া বাস করেন। এই গ্রাম পূর্ব্বে রাজপুতদিগের ছিল। মহারাজ ছত্রসিংহের মহিষী গর্ব্ভিনী হইয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে ছিলেন বলিয়া ছত্রসিংহ এই গ্রাম কিনিয়া লন। এখানে রক্তমালাদেবীর এক মন্দির আছে। এই গ্রামে পিত্তলের 'পানের বাটা' ও 'গঙ্গাজলী' নামক জলপাত্র অতি বিখ্যাত।

মাধেপুর (মধ্যপুর)—ইহা বহ্নামপুর, হরসিংহপুর, গোপালপুরঘাট ও দরভাঙ্গারাস্তার মিলনস্থলে অবস্থিত। প্রাচীন মিথিলার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ইহা মাধেপুরে বা মধ্যপুর নামে খ্যাত। মহারাজ মধুসিংহের চতুর্থ পুত্র রমাপতিসিংহ পঞ্চি পরগণা প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রামে বাস করেন। ত্রিহুত ও পূর্ণিয়ার রাস্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত বলিয়া কালে ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইতে পারিবে।

বাসদেওপুর—মধুবাণী হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বনাম শঙ্করপুর। পরে ইহার নাম শঙ্করপুর গন্ধবার হয়, শেষে বাসুদেবপুর বা বাসদেওপুর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ,—এখানে গন্ধ ও ভৌর নামে দুই ভ্রাতার বাস ছিল। উভয়েই পরাক্রমশালী এবং নাম মাত্র ত্রিহুতরাজের অধীন। তিলগুজার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কতকস্থানে গন্ধের জমীদারী এবং করাই নদীর দক্ষিণে ভৌরের অধিকার ছিল। ত্রিহুতরাজ তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া দুই জন বিদেশী দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন। হত্যাকারীরা যে যাহাকে হত্যা করে, সে তাহারই জমীদারী পুরস্কার পায়। গন্ধহন্তার বংশধরেরা "গন্ধমারিয়া" ও ভৌরহন্তার বংশীয়েরা "ভৌরমারিয়া" আখ্যালাভ করে। 'গন্ধমারিয়া' বংশ শঙ্করপুরে ও ভৌরমারিয়া বংশ সিংহিয়া গ্রামে বাস করে। এই হইতে শঙ্করপুর গন্ধবার নামে খ্যাত হয়। মহারাজ ছত্রসিংহ বিবাহকালে এই গ্রাম যৌতুক পান। মহারাণী ছত্রপতিকুমারী এই গ্রাম মৃত্যুকালে নিজ মধ্যম পুত্র বাসুদেবকে দিয়া যান। ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর রুদ্রসিংহ রাজা হইয়া বাসুদেবকে অরাইল পরগণা দান করেন, কিন্তু তিনি এই রাজ্য দাবী করায় বিবাদ বাধে, শেষে কুমার বাসুদেব অরাইল

পরগণা গ্রহণ না করিয়া মাতৃদত্ত শঙ্করপুরের নাম পরিবর্ত্তন ও স্বনামে অভিহিত করিয়া তথায় গিয়া বাস করেন।

মীর্জ্জাপুর—মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে বাজারে নেপাল তরাই হইতে শস্য আসিয়া থাকে। এখান হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বলরাজার ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ আছে। সেই গ্রামের নামও বলরাজপুর। দুর্গের দৈর্ঘ্য ৪ শত গজ ও বিস্তার ২ শত গজ। বলরাজা কে ছিল, তাহা জানা যায় না।

জয়নগর—নেপালসীমান্তবর্ত্তী। এখানে এক মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পাহাড়ীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য এক মুসলমান এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণের সময় ভূমধ্যে একটা মৃতদেহ পাওয়ায় এইস্থান অশুভকর বলিয়া গণ্য হয়। সম্ভবতঃ ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন্ কামরূপ হইতে বেতিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সীমান্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করান, ইহা তাহারই মধ্যে একটী হইবে। নেপালযুদ্ধের সময় এখানে ইংরাজের স্কন্ধাবার ছিল। এই গ্রামে নীলকুঠি ও চিনির কারখানা আছে।

শিলানাথ—জয়নগরের নিকটে কমলাতীরে শিলানাথ গ্রাম। বৈশাখে এখানে পক্ষকালব্যাপী এক মেলা হয়। এই মেলায় ত্রিহুতের শস্য, গবাদি পশু এবং নেপাল হইতে লৌহপিণ্ড, কুঠার, তেজপাত ও মৃগনাভি আসে। মেলায় শিলানাথ শিবদর্শনে পূর্ব্বে অনেক সন্ন্যাসী আসিত, কিন্তু কমলাগর্ভে সে মন্দির ও প্রতিমা লোপ হয়, সন্ন্যাসীরা আর বড় আসে না।

ককরৌল—দরভাঙ্গা হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে এই গ্রাম। এখানে ত্রিহুতীয় যোগ্য ব্রাহ্মণের বাস অধিক, কুকিকাপড়ের জন্য এই স্থান খ্যাত। নেপালীরাই এই কাপড় বেশী ব্যবহার করে। হসেনপুর নামক এক পল্লীতে কপিলেশ্বর মহাদেবের এক মন্দির আছে। প্রবাদ—পুরাণোক্ত কপিলমুনির বাস এখানে ছিল, তিনিই এই শিবপ্রতিষ্ঠাতা। মাঘমাসে এখানে এক মেলা হয়, মেলায় কুকিকাপড়, পিত্তলের বাসন, শস্যাদি বিক্রীত হয়। এখানকার পুষ্করিণীতে মোখনা নামে এক প্রকার খাদ্য ফল জন্মে।

দরভাঙ্গা—ত্রিহুতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। ইহা ছোট বাঘমতীর পূর্ব্বতীরে ২৬°১০´২″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°৫৭´৩৯″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা একটী উপবিভাগীয় সদর থানা। [দরভাঙ্গা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ভিঘচ—দরভাঙ্গা হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কমলাতীরে একটী গ্রাম। এখানে কার্ত্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমায় একটী মেলা হয়। পুত্রার্থিনী হিন্দুরমণীরা এই সময়ে আসিয়া কমলায় স্নান করেন। তাহাদের বিশ্বাস, স্নানে তাহাদের বন্ধ্যাত্বদোষ দূর হইবে।

লেহরা—এখানে তিনটী বৃহৎ দীঘী আছে। ঘোড় দৌড় নামে এক দীঘী ২ মাইল দীর্ঘ। দরভাঙ্গার এক রাজা শিবসিংহ এই পুষ্করিণী খনন করিতে মনস্থ করিয়া এক হস্তে জলপূর্ণ ঝারি লইয়া জল ফেলিতে ফেলিতে ঘোড়া ছুটাইয়া দেন। কথা ছিল, যেখানে ঝারির জল ফুরাইবে, দীর্ঘিকাটী তত বড় দীর্ঘ হইবে। সেই দীর্ঘিকা এই। এখন তত জল নাই। এক পার্শ্বে সামান্য জল আছে, অন্যান্য অংশে চাষ বাস হইতেছে। কমলা নদী হয় ত কোন সময়ে এই দীর্ঘিকার নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল এবং ইহার সমস্ত জল বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে ১৩ বিঘা জমীতে শিবসিংহের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

সিংহিয়া—বহেরা হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে সিংহিয়া গ্রামে করাই নদীর তীরে একক্রোশ দূরে মঙ্গল নামক দুর্গ আছে। এই গড়ের পরিধি প্রায় দেড় মাইল। ইহার চতুর্দ্দিকে ৩০।৪০ ফিট্ উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর। তাহার পর গভীর খাদ আছে। মঙ্গলগড়ের ভিতরে এখন কোন অট্টালিকা নাই, জমীতে চাষ বাস হয়, তবে ১॥ ফিট্ ২ ফিট্ লম্বা ইষ্টক যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না; প্রবাদ এই যে বলরাজা এই দুর্গাধিপতি রাজা মঙ্গলকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করেন। গড়ের পূর্ব্বাংশে নীলকুঠি হইয়াছে।

আহিয়ারী—কামটোল গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে এই বৃহৎ-গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী। বৈশাখ মাসে এখানে অহল্যাস্থান বা সিংহেশ্বর নামক স্থানে এক মেলা হয়। মেলা একদিন থাকে। প্রায় ১০ হাজার লোক জড় হয়। এই মেলায় কেনা বেচা কিছু হয় না, কেবল পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। যাত্রীরা এখানে আসিয়া প্রথমে দেবকালী নামে এক পবিত্র কুণ্ডে স্নান করে। তৎপরে একখানি প্রস্তরে এক পদ চিহ্ন দেখিতে আসে। ইহা সীতার (রামের?) পদচিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই উপর এক মন্দির আছে, সেই মন্দিরকে অহল্যাস্থান বলে। রামায়ণের অহল্যাগৌতম সংবাদ হইতে এই তীর্থের উৎপত্তি কথিত হয়। এখানে দরভাঙ্গারাজের নির্ম্মিত এক বৃহৎ উচ্চ ঠাকুরবাটী আছে।

মালীনগর—ছোট গণ্ডকের উত্তর তীরে একখানি গ্রাম। এখানে রামনবমীর দিন হইতে পাঁচ দিনব্যাপী এক মেলা হয়, তাহাতে ২ হাজার হইতে ৪ হাজার পর্য্যন্ত লোক জড়

হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই নিকট "রামনবমী" নামে উক্ত মেলা হয়। শিব নামে একজন মধ্যবিত্ত বেণিয়া ছিলেন। গুরুর উপদেশে তিনি এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশীয়েরা কালে ধনী হইয়া উঠিল এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই বংশীয় বাবু নন্দীপৎসিংহ গবর্মেন্টের সাহায্য করায় 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। পুসা জমীদারীই ইহাদের। এই বংশের কর্ত্তার মতানুসারে শিবের পুরোহিত নির্ব্বাচিত হয়।

পুসায় মালীনগর ও বখতিয়ারপুর নামে গবর্মেন্টের দুইখানি খাস গ্রাম আছে। মালীনগর পূর্ব্বে দরভাঙ্গা-রাজের মিলকিয়তের মধ্যে গণ্য ছিল। এখানে পূর্ব্বে গবর্মেন্টের ঘোড়ার শাবকাদি উৎপাদন ও পালনের স্থান ছিল। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এখানে অহিফেন ও কুসুমফুল আবাদ হইতেছে।

সীতামাড়ী—লাখহাণ্ডাই নদীর পশ্চিম তীরে ২৬°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°৩২´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় এই সহর অবস্থিত। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। ইহা সীতামাড়ী উপবিভাগের সদর থানা। সর্ষপাদি তৈলকর শস্য, ধান্য, গোচর্ম্ম ও নেপালের দ্রব্যাদিই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। সখোয়া নামক কাঠ বর্ষাকালে নদীতে ভাসাইয়া লইয়া আসে। সোরা ও জনাও নামক পৈতা এদেশের বিখ্যাত। চৈত্রমাসে এখানে এক পক্ষ কাল মেলা হয়। মেলার মধ্যে রামনবমীর দিনই খুব উৎসব হয়। সকল প্রকার পণ্যজাত আমদানী হয়, তন্মধ্যে সেবানের দ্রব্যাদিই প্রধান। হাতী ঘোড়াও বিক্রয় হয়, কিন্তু ষাঁড় বিক্রয়ের জন্যই এই মেলা প্রসিদ্ধ। সীতামাড়ীর ষাঁড় খুব উৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে,—সীতামাড়ীই রাজর্ষি জনকের কর্ষিত যজ্ঞভূমি। এই স্থানেই সীতার জন্ম হয়। লাঙ্গলের যে খাদে সীতার উৎপত্তি হয়, তাহা এখন একটী পুষ্করিণী হইয়া রহিয়াছে। আবার কাহারও মতে নিকটবর্ত্তী পনৌরা নামক স্থানে সীতার জন্ম হয়। সীতামাড়ীতে সীতার মন্দির আছে; এই মন্দিরের নিকট হনুমান, শিব, দাহী প্রভৃতির আরও ৮টী মন্দির আছে।

শিওহর (শিবহর)—সীতামাড়ীর ৮ ক্রোশে দক্ষিণ-পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে বেত্তিয়ারাজের এক জ্ঞাতি রাজা আছেন। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামে অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পনৌরা—সীতামাড়ীর তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, এই স্থান সীতাদেবীর জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত। এখানে এক বৃহৎ মৃন্ময় রাক্ষস ও বানর মূর্ত্তি আছে। তাহা হনুমান্ ও রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য বলিয়া খ্যাত। রাক্ষস মূর্ত্তির দুইটী মস্তক। এই প্রতিমাদ্বয়ের নিকট এক মোহান্ত বাস করেন। প্রতি বৎসর পুত্তলিকাদ্বয়ের অঙ্গরাগ হয়।

দেবকালী—শিবহর গ্রামের ২ ক্রোশ পূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে ফাল্গুন মাসে এক মেলা হয়। এখানে এক বৃহৎ উচ্চ শিবমন্দির আছে। এই শিবের মাথায় জল দিতে বহুদূর হইতে যাত্রী আসে।

ভৈরাগিয়া—উত্তর সীমান্তবর্ত্তী একটী স্থান। এখানে এক বৃহৎ বাজার আছে। নেপালী ও পাহাড়ী বণিকেরা এই গ্রামের হাটে আসিয়া পণ্যজাত বেচিয়া চলিয়া যায়। ইহার দক্ষিণে নেপালী বা পাহাড়ীরা যায় না।

বেলা মোচপকাউনি—এই গ্রামের নাম বেলা, কিন্তু এখানকার জল বড় মন্দ। এখানে জল পান করিবার সময়ে গোঁপে লাগিয়া কাল গোঁপ ধূসর হইয়া উঠে, এজন্য গ্রামের নামের সহিত "মোচ পাকাউনি" শব্দ সংযুক্ত হয়।

হাজীপুর—গণ্ডকের উত্তরতীরে ২৫°৪০´৫০´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°১৪´২৪´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা হাজীপুর উপবিভাগের সদর থানা। লোকসংখ্যা প্রায় ২২৷৹ হাজার। ইহা পাটনা সহরের বিপরীতদিকে অবস্থিত ও তিন দিকে নদী থাকায়, জেলার মধ্যে ইহা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটী দুর্গ, কতকগুলি সরাই, মন্দির ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। দুর্গের মধ্যে একটী সরাই আছে, তাহাতে নেপালের মন্ত্রী মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। সরাইয়ের মধ্যে একটী দ্বিতল বৌদ্ধধরণের মন্দির আছে। ইহার সখোয়া কাষ্ঠের কারুকার্য্য ও অট্টালিকার কার্য্য সমুদয় প্রশংসার যোগ্য। সমস্ত মন্দিরটীতে একটী গিল্‌টী করা পেটি আছে। ইহা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সোণপুরঘাটের নিকট জামিমস্‌জিদ নামে এক প্রস্তর নির্ম্মিত মস্‌জিদ আছে। হাজীইলিয়াস্ নামে এক ব্যক্তি প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে এই সহর ও এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। মিনাপুরে ও হাজীপুরের বাজারে আর দুটী মস্‌জিদ আছে। মিনাপুরের মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতার নাম ইমামবক্স। সহরের পশ্চিমাংশে রামমন্দির। প্রবাদ আছে যে, জনকপুর যাইবার সময় রাম এইখানে ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিস্থানেই এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। এখন সারণ জেলায় যে সোণপুরের মেলা হয়, তাহা আগে হাজীপুরে হইত। উক্ত মেলায় নদীতে

ছাগল ছানা (বলি রূপে) ফেলিয়া দিবার যে নিয়ম ছিল, তাহা এখনও গণ্ডকের উত্তরতীরে অর্থাৎ হাজীপুরেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে দুর্গের ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও হাজীইলিয়াস্ কর্ত্তৃক ৩৭০ বিঘা জমীর উপর নির্ম্মিত।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে অক্‌বরের এক সেনাপতি মজঃফর খাঁ আফগান বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে হাজীপুর উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি নদীতীরে ভ্রমণকালে শত্রুহস্তে পতিত হন। দুই বৎসর পরে সুলেমান কররাণির কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ পাটনার দুর্গ ধ্বংস করেন। খাঁ খানানের উপর দাউদকে ধৃত করিবার ও বিহারশাসনের জন্য দিল্লী হইতে আদেশ হয়। দাউদ হাজীপুর দুর্গে আশ্রয় লন, মোগল সেনা দুর্গ অবরোধ করে। অক্‌বর এই সংবাদ পাইয়া নিজে পাটনা অভিমুখে আগমন করেন। তিনি তিন হাজার সৈন্য লইয়া হাজীপুর-গড় অধিকার করিতে মনস্থ করেন। হাজীপুরের জমীদার রাজা গজপতি সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন। দুর্গাধিপতি আফগান ফতেখাঁ বাড়া নিহত হন এবং আরও অনেকে বিনষ্ট হয়। সকলের মস্তক দাউদের নিকট প্রেরিত হয়, উদ্দেশ্য এই যে তিনি তদ্দ্বারা নিজের পরিণাম বুঝিতে পারিবেন। অক্‌বর নিজে দুর্গ দেখিতে যান ও পঞ্চপাহাড়ীর উপর উঠিয়া দুর্গ দেখিয়া আসেন। হিন্দুরা ইষ্টকদ্বারা এই পঞ্চ-পাহাড়ীর ঢিলা ৫টী নির্ম্মাণ করেন। ৫দিন পরে দাউদ বাঙ্গালা হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। সেখানে পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আবার বিদ্রোহী হইয়া মোগলসৈন্যকে হাজীপুর হইতে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু শেষে মজঃফর খাঁ তাঁহাকে বিশেষরূপে পরাজিত করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী আরব বাহাদুর এই দুর্গে আশ্রয় লন। হাজীপুরের দেওয়ান মোল্লা তানিয়াব কর্ত্তৃক তিনি নিজ জায়গীর হারাইয়া বিদ্রোহী হন। মোল্লা মজদী (আমীন), পরষোত্তম (বক্‌শী) ও সম্‌শের (খালিশা) আরব বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করেন। আরব বাহাদুর শেষে পরষোত্তমকে বিনাশ এবং প্রায় সমগ্র বিহার প্রদেশ হস্তগত করেন, কিন্তু পাটনায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাজীপুরদুর্গে আশ্রয় লন। মহাবাজ খাঁ একমাস চেষ্টার পর তাঁহাকে এখান হইতে তাড়িত করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে মহম খাঁর জনৈক সেনাপতি খল্কিত্তা এখানে পরাজিত হন। এই হাজীপুরই সরকার হাজীপুরের প্রধান সহর ও তখন ইহাতে ১১টী পরগণা ছিল। তাহার কয়েকটী এখন মুঙ্গের জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

লালগঞ্জ—গণ্ডকের পূর্ব্বতীরে হাজীপুরের উত্তরপূর্ব্বে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বিখ্যাত সহর। ইহারই কিছু দূরে সিংহিয়া নীলকুঠি। এই কুঠি ত্রিহুত জেলায় অতি প্রাচীন কুঠি। পূর্ব্বে ওলন্দাজেরা এই কুঠিতে সোরার কারবার করিত। ত্রিহুতে য়ুরোপীয় কুঠির মধ্যে দুইটী আদি ও পুরাতন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কুঠি ও ইহার সংলগ্ন ১৪ বিঘা জমী জগন্নাথ সরকার নামক এক ব্যক্তিকে একশত টাকায় বিক্রয় করেন। এই বিক্রয়ের দলীল আজিও বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথ সরকারের হস্ত হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কিনিয়াছেন।

শস্যাদি—আম, কাঁঠাল, পেঁপে, বেল, নেবু, লিচু, আনারস, কলা, পেয়ারা ও জাম যথেষ্ট। পুষ্করিণীতে মোখানাফল জন্মে, পাকিলে ভাজিয়া খায়।

ধান্য ত্রিবিধ—আউশ বা ভাদই, অঘানী বা হৈমন্তিক এবং শাঠী বা গামড়ি। গম, যব, ছোলা, জই, কোদো, মকা, মাড়ুয়া, কাউনি, শ্যামা, চীনা, জনার প্রভৃতি জন্মে। অড়র, খেসারি, মুগ, মসুর, আলু, তিল, তিসি, রেড়ি, তুলা, পান, ইক্ষু, তামাকু, অহিফেন, নীল, কুসুমফুল প্রভৃতি এখানকার লাভকর কৃষি। খনিজের মধ্যে সোরার কার্য্যই বিস্তৃত।

শাসনবিভাগ।—ত্রিহুত জেলা আপাততঃ মজঃফরপুর ও দরভাঙ্গা এই দুই জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক জেলায় তিনটী উপবিভাগ আছে। এই ছয় উপবিভাগে বা পূর্ব্বতন ত্রিহুত জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ এখন (১) আহিলবার (২) আহিস্ (৩) অকবরপুর (৪) আলাপুর (৫) বাবরা নং ১ (৬) বাবরা নং ২ (৭) বাব্‌রা তুর্কী (৮) বাদে-ভুসারি (৯) বাহাদুরপুর (১০) বালাগাছ (১১) বানুয়ান (১২) বরৈল (১৩) বসোত্রা (১৪) বেরাই (১৫) ভদ-বার (১৬) ভালা (১৭) ভরবারা (১৮) ভৌর (১৯) বিচৌর (২০) বোচুহা (২১) চক্ মণি (২২) ধরৌর (২৩) ঢোচ্‌ন বাদরা (২৪) দিলবারপুর (২৫) ফথরা-বাদ (২৬) ফরথ্‌পুর (২৭) গদেশর (২৮) গড়চাদ (২৯) গরজোল (৩০) গৌর (৩১) গোপালপুর (৩২) হাজীপুর (৩৩) হামিদপুর (৩৪) হাটি (৩৫) হাবিলী দরভাঙ্গা (৩৬) হাথি (৩৭) হিরনি (৩৮) জবদী (৩৯) জাহাঙ্গীরাবাদ (৪০) জখলপুর (৪১) জাখর (৪২) জরাইল (৪৩) কাবরা (৪৪) কন্‌হৌলি (৪৫) কসুমা (৪৬) খন্দ (৪৭) খুরসন্দ (৪৮) লাহ্‌বারী (৪৯) লোবান (৫০) মহিলা (৫১) মহিলা জিলা তুর্কী (৫২) মহিন্দ (৫৩) মকসবৃপুর (৫৪) মড়বা

কলা (৫৫) মজবা খুর্দ (৫৬) মনপুর (৫৭) নারাদা (৫৮) নূতন (নৌতন) (৫৯) নিজামউদ্দীনপুর বোগরা (৬০) ওধরা (৬১) পচ্ছি (৬২) পছিম (পশ্চিম) ভিগো, (৬৩) পত্রি (৬৪) পরহারপুর অখী (৬৫) পরহারপুর মোয়াস (৬৬) পরহারপুর রাঘো (৬৭) পিণ্ডারুজ (৬৮) পিদি (৬৯) পূরব (পূর্ব্ব) ভিগো (৭০) রামচান্দ (৭১) রতি (৭২) সহোরা (৭৩) সলিমাবাদ (৭৪) সলিমপুর মহবা (৭৫) সরাই হামিদপুর (৭৬) সরেসা (৭৭) শাহজহানপুর (৭৮) তাজপুর (৭৯) তপ্পা তাতশালা (৮০) তরসোন (৮১) তরিয়ানী (৮২) তিলকচাঁদ (৮৩) তিরসত (৮৪) চাকলা নাই—এই ৮৪টী পরগণা।

সিপাহী বিদ্রোহ।—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সংবাদ আসিল, দিল্লীবিদ্রোহে উন্মত্ত কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিহুতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতে আশঙ্কিত হৃদয়ে রক্ষার উপায় খুঁজিতেছিলেন। ধনীলোকেরা ভীত হইয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গকে অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে শুনা গেল, ওয়ারিস্ আলী নামে একজন পাহারাওয়ালা (দিল্লীর বাদশাহবংশে তাহার জন্ম) পাটনার মুসলমানগণের সহিত এ সম্বন্ধে পত্রাদি লেখালেখি করিতেছিল। একজন নব্য যুবক সিভিলিয়ান ও ৪ জন নীলকর সাহেব ইহাকে ধরিতে যান এবং পাটনা ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী কোনস্থানের এক বিখ্যাত বদমাইসকে এ সম্বন্ধে যখন সে চিঠি লিখিতেছিল, সেই সময়ে সেই চিঠিশুদ্ধ ইঁহারা তাহাকে ধরেন। ওয়ারিস্ আলির ফাঁসি হয়। তৎপর দিন সৈন্যগণ প্রকৃত ক্ষেপিয়া উঠে। জরীফ খাঁ তাহাদের অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধের ডাক মারে ও কালেক্টরের বাড়ী লুঠ করে, পরে রাজকীয় কোষাগার আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিস ও নাজিবেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীরা আলীগঞ্জ সেখানে পলায়ন করে। এতদ্ভিন্ন আর কোন গোল মাল হয় নাই। তবে আশঙ্কা নানাবিধ হইয়াছিল।

ত্রিহুত ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক জেলায় কিয়দংশই পৌরাণিক মিথিলারাজ্য। [ত্রিহুতের প্রাচীন ইতিহাস মিথিলাশব্দে দ্রষ্টব্য]

ত্রীশট, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার।

ত্রীষু (ত্রি) ত্রয় ইষবঃ পরিমাণমস্য কন্ তস্য লুক্। বাণত্রয়-পরিমিত স্থান।

ত্রীষুক (ক্লী) ত্রয় ইষবো যত্র কপ্। বাণত্রয়যুক্ত ধনু। "ত্রীষুকং ধনুর্ধন্বিনাং" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৪।৩৭) 'ত্রিভির্ষুভিরুপেতং ধনুর্ধন্বিনাং' (ব্° ব্যা°)

ত্রীষ্টক (পুং) তিস্রঃ ঋপালিরূপা ইষ্টকা যত্র। অগ্নিভেদ।

"সএস ত্রীষ্টকোঽগ্নিঃ। ধনেকা যজুরেকা সামৈকা তস্মাৎ ত্রাবিত্যাদি" (শত° ব্রা° ১০।৫।২।২১)

ত্রুটি (স্ত্রী) ত্রুট্যতে ত্রুট-ইন্ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।২১৮) ১ সূক্ষ্মৈলা, ছোট এলাচ। ২ অল্প। ৩ সংশয়। ৪ কালভেদ, দ্বাদশাক্ষরের চতুর্থাংশগ্রহণাত্মক কাল, ক্ষণ-ত্রয়াত্মক কাল।

"অণু র্দ্বৌ পরমাণুঃ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ।
ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতা॥"

(ভাগ° ৩।১১।৫)

দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণুতে একটী ত্র্যসরেণু। গবাক্ষদ্বার দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে এই ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়, সূর্য্য-কিরণযোগে অতিশয় লঘুত্ব হেতু যাহা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া আকাশগামী হয়, তাহাই ত্র্যসরেণু। ঐরূপ তিন ত্রসরেণুতে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ত্রুটি। ত্রুটিরূপ কালকে শতভাগ করিলে এক বেধ, তিন বেধে এক লব, তিন লবে এক নিমেষ ও তিন নিমেষে একক্ষণ হয়।

(ভাগ° ৩।১১ অ°)

৫ কুমারানুচর মাতৃভেদ। ৬ অবয়বাদির হীনতা।

ত্রুটিত (ত্রি) ত্রুট-ক্ত। ১ ছিন্ন, কর্ত্তিত। ২ ভগ্ন। ৩ স্খলিত। ৪ আহত। ৫ আঘাতিত।

ত্রুটিবীজ (পুং) কচু। (শব্দমা°)

ত্রুটিস্বীকার (পুং) ত্রুটীনাং স্বীকারঃ। দোষস্বীকার, ন্যূনতাস্বীকার।

ত্রুটিশস্ (অব্য°) ত্রুটি বীপ্সার্থে শস্। ত্রুটি ত্রুটি, অত্যন্ত ত্রুটি।

ত্রুটী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রৈলা, ছোট এলাচ।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডুর (ক্লী) পাণ্ডুরোগাধিকারে রসেন্দ্রসার-সংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—অষ্টগুণ গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া শোধন করিবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ এই সকলের সমান উক্ত মণ্ডুর মিশ্রিত করিতে হইবে। দুই তোলা পরিমাণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ এবং অনুপান বিশেষে হলীমক, পাণ্ডু, অর্শ, শোথ, ঊরুস্তম্ভ, কামলা ও কুম্ভকামলা আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুচি°)

ত্র্যূষণাদিলৌহ (ক্লী) শোথাধিকারে রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার সমভাগ লৌহ মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার কাথের সহিত সেবন করিলে সহসা শোথ রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস° শোথচি°)

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ (স্ত্রী) স্থৌল্যরোগাধিকারে রসেন্দ্রসার-সংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাল, চই, চিতা, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ্-লবণ, সোমরাজী, সৈন্ধবলবণ ও সৌবর্চ্চ লবণ এই সকল সমভাগে একত্র করিবে এবং এই সকলের তুল্য লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃত অনু-পানের সহিত সেবন করিলে মেদরোগনাশ, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহা রসায়ন, মেহ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ-নাশক। (রসেন্দ্রসারস° স্থৌল্যচি°)

ত্রেতা (স্ত্রী) ত্রীন্ ভেদান্ এতি প্রাপ্নোতি বা ত্রিধামিতা পৃষো° সাধুঃ। ১ অগ্নিত্রয়,—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই সমুদিত অগ্নিত্রয়। বেদবিদ্ মুনিগণ অগ্নিকে তিনবার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এইজন্য অগ্নি ত্রেতাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"ত্রিধা প্রণীতোজ্বলনো মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
অতস্ত্রেতাত্বমাপন্নো যদেকস্ত্রিবিধঃ কৃতঃ॥" (হরিবংশ ২০৫।৫)

মহারাজ ইলানন্দন একটী অরণী নির্ম্মাণ করিয়া শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নিমন্থনপূর্ব্বক ত্রিধা বিভক্ত করেন এবং ঐ অগ্নিতে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে মহারাজ গন্ধর্ব্বগণের সালোক্য প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে একমাত্রই অগ্নি ছিল। গন্ধর্ব্বগণের বরপ্রসাদে মহারাজ তাহাকে ত্রিধা বিভক্ত করেন; এই অবধিই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (হরিব° ২৬।৪৫—৪৬)

২ দ্যূতবিশেষ, বরাটকের (কড়িখেলার) মধ্যে তিনটী কড়ি চিৎ হইয়া পড়িলে ত্রেতা হয়।

যে পাশা দ্বারা দ্যূতক্রীড়া হয়, তাহার যে পাশার মধ্যে তিনটী চিহ্ন আছে, সেই পাশা উত্তান ভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া পড়িলে ত্রেতা হয়। "ত্রেতয়া হৃতসর্ব্বস্বঃ" (মৃচ্ছকটিক)

৩ সত্য ও দ্বাপর যুগান্তরবর্ত্তী যুগভেদ, কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী তিথিতে ত্রেতা যুগের উৎপত্তি হয়, এইজন্য কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী অতিশয় পুণ্যা তিথি; এই ত্রেতাযুগে ভগ-বান্, বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই যুগে পুণ্য ত্রিপাদ, পাপ একপাদ। এই সময় পুরুষই প্রধান তীর্থ। ব্রাহ্মণ সকল সাত্বিক, প্রাণ অস্থিগত, মানবের পরিমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত, পরমায়ু দশ হাজার বৎসর, ব্যবহার্য্য রৌপ্য পাত্র, এই যুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০। এই সময়ে সূর্য্যবংশীয় বাহুক, সগর, অংশুমান্, অসমঞ্জ, দিলীপ, ভগী-রথ, অজ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র ও কুশী লব ইহারা রাজচক্র-বর্ত্তী। এই কালে লোক সকল স্বধর্মপরায়ণ, ব্রাহ্মণ সকল সাত্বিক ও রাজগণ যজ্ঞপরায়ণ হইবে। এই সময় তারক ব্রহ্ম নাম—

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥" (পঞ্জিকা)

ত্রেতাযুগে দিব্যমান ৩০০০ বৎসর, সন্ধ্যামান ৩০০, সন্ধ্যাংশ ৩০০, মোট ৩৬০০; মানুষদিগের পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে ১২৯৬০০০ বর্ষ হয়, সুতরাং ত্রেতাযুগের বর্ষ ১২৯৬০০০।

"চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং।
তস্ত তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥" (মনু)

ত্রেতাযুগে রাজা সকল প্রজাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করেন, এইজন্য অচিরে তাহারা স্বর্গগামী হন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলেই ধর্ম্মের এক পদ হীন হয়, লোক সকল অল্প ক্লেশান্বিত, অনেক লোক দয়ালু এবং কেহ আশ্রম ধর্ম্ম অতিক্রম করে না, যাগযজ্ঞপরায়ণ, বিষ্ণুধ্যান-রত, ক্ষত্রিয় সকল ভূম্যধিকারী, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সেবা-তৎপর, ব্রাহ্মণগণ উদারচিত্ত, বেদবেদান্তপারগ, প্রতি-গ্রহনিরত, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুসেবী। সকল স্ত্রী পতিরতা ও পুত্রগণ পিতৃভক্তিপরায়ণ ও বসুন্ধরা শস্যশালিনী। (পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার।) মনুর মতে, এই যুগে আয়ুর পরিমাণ কাল তিন শতবর্ষ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে,—সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগে মর্ত্ত্যলোক বেদোদিত সকল কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। এই সময় বৈদিক কর্ম্ম বহু ক্লেশকর হইবে, বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকল স্মৃতিরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই সময় ঘোর সংসার সাগরে শিবই একমাত্র কর্ত্তা, পাতা, উদ্ধর্ত্তা ও একমাত্র প্রভু।

"ত্বাং বিনা কোঽপি জীবানাং ঘোরসংসারনাশকঃ।
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভু॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

ত্রেতায় (পুং) ত্রেতাণাং অবয়বঃ। দ্যূতভেদ, পাশা খেলার মধ্যে একখানি পাশা বা কড়ি খেলার মধ্যে একটী কড়ি।

ত্রেতাযুগ (স্ত্রী) ত্রেতৈব যুগং। দ্বিতীয় যুগ। [ত্রেতা দেখ।]

ত্রেতাযুগাদ্যা (স্ত্রী) ত্রেতাযুগস্য আদ্যা তিথিঃ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী, এই দিনে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়।

ত্রেতিনী (স্ত্রী) ত্রেতা অস্ত্যত্র ইনি ঙীপ্। ত্রেতাগ্নিসাধ্য

ক্রিয়া, দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়সাধ্য ক্রিয়া। "ঊর্দ্ধা যস্তে.ত্রেতিনী ভূত্বং" (ঋক্ ১০।১০৫।৯)

ত্রেধা (অব্য) ত্রিপ্রকারং ত্রি-এধাচ্ সংখ্যায়াং বিধার্থে ধা। (পা ৫।৩।৪২) ইতি-ধা। (এধাচ্চ। পা ৫।৩।৪৬) ত্রিপ্রকার, তিনবার। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" (ঋক্ ১।২২।১৭)

"একত্রেধা বিহিতো জাতবেদাঃ" (অথর্ব্ব ১৮।৪।১১)

ত্রৈংশ (ক্লী) ত্রিংশদধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য ব্রাহ্মণস্য ড। ত্রিংশদধ্যায়পরিমিত ব্রাহ্মণভেদ।

ত্রৈককুদ (ক্লী) ত্রিককুদ্ নাম পর্ব্বতঃ তত্র ভব অণ্। সৌবীরাঞ্জন। "ত্রৈককুদাঞ্জনেনাভ্যাবেহঞ্জদ্।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।২।৩৪)

'ত্রিককুদপর্ব্বতঃ তত্র ভবং অঞ্জনং ত্রৈককুদং সৌবীরমিতি যৎ প্রসিদ্ধং' (কর্ক) ইহার নাম সুর্ম্মি।

[অঞ্জন দেখ।]

ত্রৈককুভ (ক্লী) ত্রিককুভ্ অণ্। ১ উদানবায়ুসম্বন্ধীয়। ২ নবরাত্রিসাধ্য যজ্ঞভেদ। [ত্রিককুভ দেখ।]

ত্রৈকণ্টক (ত্রি) ত্রিকণ্টকঃ লঘুগর্গমৎস্য ততঃ পরিমাণে রজতাদিত্বাৎ অঙ্। লঘুগর্গমৎস্যের পরিমাণ।

ত্রৈকালজ্ঞ (ত্রি) ত্রিকালজ্ঞ-অণ্। ত্রিকালজ্ঞ সম্বন্ধীয়, যাহারা ত্রিকাল বিষয় অবগত আছেন, তৎসম্বন্ধীয়।

ত্রৈকালিক (ত্রি) ত্রিকালে ভবঃ ঠঞ্। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালবর্ত্তী। "ত্রৈকালিকমিদং জ্ঞানং প্রাদুর্ভূতং তথেপ্সিতং।" (ভারত শা° ৩৪২ অ°)

ত্রৈকাল্য (ক্লী) ত্রিকাল স্বার্থে ষ্যঞ্। ভূতাদি তিনকাল, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল।

ত্রৈকূটক, চেদিরাজ্যে কলচুরি বংশের সমসাময়িক কালে ত্রৈকূটক বংশ বা ত্রিকূটক বংশ রাজত্ব করিতেন। এ পর্য্যন্ত এই বংশীয় ধরসেন নামে একজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ২০৭ সম্বতে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঐ অব্দ চেদিসম্বৎজ্ঞাপক। তাহা হইলে ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরসেন বর্ত্তমান ছিলেন। (২৪৯ খৃষ্টাব্দে চেদিসম্বৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।) ত্রিকূটকরাজাদিগের স্থাপিত একটী অব্দ প্রচলিত ছিল। ত্রিকূটকদিগের ২৪৫ অব্দে প্রদত্ত আরও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে "ত্রিকূটকানাং প্রবর্দ্ধমানরাজ্য সম্বতে" এইরূপ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বংশীয় কোন রাজার নাম নাই। রাজা ধরসেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রমাণ হয় যে, ত্রিকূটকবংশীয় রাজগণ এক সময়ে অতি প্রবল ছিলেন।

ত্রৈগর্ত্ত (পুং) ত্রিগর্ত্তো দেশবিশেষঃ সোঽভিজনোঽস্য তস্য বা অণ্। ১ পিত্রাদিক্রমে এই দেশবাসী, যাহারা পুরুষানুক্রমে ত্রিগর্ত্তদেশে বাস করে। ২ ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা।

ত্রৈগর্ত্তক (ত্রি) ত্রিগর্ত্তস্য দেশভেদস্য অদূরদেশাদি ত্রিগর্ত্ত-বুঞ্। ত্রিগর্ত্ত দেশের অদূরদেশাদি।

ত্রৈগুণিক (ত্রি) ত্রিগুণার্থং দ্রব্য একগুণং প্রযচ্ছতি ত্রিগুণ-ঠক্। ত্রিগুণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক গুণ দ্রব্য প্রয়োক্তা বার্দ্ধুষিকভেদ।

ত্রৈগুণ্য (ক্লী) ত্রিগুণানাং ভাবঃ কর্ম্ম বা স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সত্বাদি গুণত্রয়, সত্ব রজ ও তমোগুণের ধর্ম্ম।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (গীতা)

"অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়ে ঽভাবাৎ।" (সাংখ্যকা°)

ত্রিগুণসাধ্য সংসার, এই সমস্ত সংসারই অর্থাৎ জগতই ত্রিগুণময়। [ত্রিগুণ দেখ।]

"ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারু মরুদ্ভি রূপবীজিতে।"

(শিবরাত্রিব্রতকথা)

ত্রৈগুণ্য শব্দ এইস্থলে শৈত্য সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রৈত (পুং) ত্রীন্ বৎসান্ তনোতি যুগপৎ তন বাহ° ড ত্রিতঃ গর্ভভেদঃ তত্র ভবঃ অণ্। যুগপজ্জন্মাধারক গর্ভজাত পশু। "রূপেণৈবাবরুদ্ধে সৌমাপৌষ্ণং ত্রৈতমালভেত পশুকামো দ্বৌ বা" (তৈত্তি° স°) 'ত্রয়াণাং বৎসানাং যুগপজ্জাতানাং তঃ সমুদায়স্ত্রিতঃ তত্র ভবস্ত্রৈতঃ তেষামন্যতমঃ।' (ভাষ্য)

ত্রৈতন (পুং) অত্যন্ত নির্ঘৃণ দাসভেদ। "শিরো যদস্য ত্রৈতনো বিবক্ষাৎ স্বয়ং দাসঃ" (ঋক্ ১।১৫৮।৫)

'ত্রৈতন এতন্নামকো দাসোঽত্যন্তনির্ঘৃণঃ।' (সায়ণ)

ত্রৈদশিক (ক্লী) ত্রিদশা দেবতা অস্য ঠঞ্। দৈব অঙ্গুল্যগ্র রূপ তীর্থভেদ, অঙ্গুলের অগ্রভাগ ত্রৈদশিক তীর্থ।

"ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন বিপ্রেণ কদাচন॥" (মনু ২।৫৮)

ত্রৈধ (অব্য) ত্রিপ্রকারং ইতি ত্রিধা ততঃ ধমুঞ্ (দ্বিত্র্যোশ্চ ধমুঞ্। পা ৫।৩।৪৫) ত্রিপ্রকার।

"ব্রতাশক্তৌ বা ত্রৈধং তণ্ডুলান্ বিভজ্য।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৪।৪০)

ত্রৈধর্ম্ম্য (ক্লী) ত্রয়াণাং বেদানাং ধর্ম্মান্ অর্হতি ষ্যঞ্। ঋগাদিবেদ সম্বন্ধীয় হৌত্র, আধ্বর্য্য ও ঔদ্গাত্রাই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে কাম্যকর্ম্ম।

ত্রৈধাতবী (স্ত্রী) উদবসানীয়াখ্য যজ্ঞভেদ। "ত্রৈধাতব্যুদবসানীয়া সাবেব যজ্ঞঃ।" (শত° ব্রা° ১২।৭।২।৭)

ত্রৈধাতবীয় (স্ত্রী) ত্রিধাতবী গর্হা° ছ। যজ্ঞভেদাত্ কর্মভেদ। "সর্বো বা এব যজ্ঞো যত্ত্রৈধাতবীয়ং।" (তৈত্তি° স° ২।৪।১১।২)

ত্রৈধাতুক (ত্রি) ত্রিভিঃ ধাতুভিঃ স্বর্ণরৌপ্যতাম্রৈর্নির্বৃত্তঃ ঠঞ্। স্বর্ণাদি ধাতুত্রয় নিষ্পাদ্য।

ত্রৈনিষ্কিক (ত্রি) ত্রিভিঃ নিষ্কৈঃ ক্রীতং ঠক্। ত্রিনিষ্কদ্বারা ক্রীত, যাহা তিন নিষ্ক দিয়া ক্রয় করা হয়।

ত্রৈপারায়ণিক (ত্রি) ত্রিঃ পারায়ণং আবর্তয়তি ঠঞ্। ত্রিবার বেদপারায়ণকারক, যিনি তিনবার বেদের পারায়ণ করিয়াছেন।

ত্রৈপুর (পুং) ত্রিপুর-স্বার্থে অণ্। ত্রিপুরদেশ। ত্রিপুরোঽ-ভিজনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। ২ পিতৃপিতামহক্রমে ত্রিপুরবাসী। ৩ ত্রিপুরের রাজা। ত্রিপুরং পুরত্রয়ং অস্ত্যস্য অণ্। ৪ ত্রিপুরস্বামী অসুরভেদ, ত্রিপুরাসুর।

ত্রৈফল (স্ত্রী) ত্রিফলানাং তদাস্তদ্রব্যাণামিদং অণ্। চক্রদত্তোক্ত ঘৃতভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যসংযোগে যথা নিয়মে ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে তিমির, কামলা, বিসর্প, প্রদর প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত)

ত্রৈবলি (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত স° ৪ অঃ)

ত্রৈমাতুর (পুং) তিসৃণাং মাতৃণামপত্যং অণ্ মাতুরুৎ। লক্ষ্মণ, কৌশল্যা কেকয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজনের স্নেহভাজন হেতু এবং কৌশল্যা ও কেকয়ীর চরুর অংশ ভোজন দ্বারা সুমিত্রা হইতে উৎপন্ন বলিয়া লক্ষ্মণের নাম ত্রৈমাতুর। [লক্ষ্মণ দেখ।]

ত্রৈমাসিক (ত্রি) ত্রিমাসং তৃতীয়মাসং ভূতঃ স্বসত্তয়া প্রাপ্তঃ ঠঞ্, ত্রিশব্দস্য পূরণার্থত্বেন সংখ্যাবাচকাভাবাৎ ন দ্বিগুত্বং 'দ্বিগোর্লুগনপত্যে' ইতি নলুক্। ১ স্বসত্তা দ্বারা জন্ম হইতে তৃতীয়মাসব্যাপক, তিনমাস বয়স্ক। ২ ত্রিমাস ভব।

ত্রৈমাস্য (স্ত্রী) ত্রিমাস স্বার্থে ষ্যঞ্। ত্রিমাস, তিনমাস। "অর্দ্ধমাসমাসত্রৈমাস্যবাণ্মাস্তে চৈকে।" (কাত্যা° শ্রৌ°২০।৩।৬)

ত্রৈয়ম্বক (ত্রি) ত্রিয়ম্বকো দেবতা অস্য। ত্র্যম্বক দেবতার উদ্দেশে পশুভেদ। "পূষত্রৈয়ম্বকা" (শুক্লযজু° ২৪।১৮)

'বিংশে কৃপে ত্রিয়ম্বকদেবতাকাঃ পৃষতঃ।' (মহীধর) ২ হোমভেদ। ৩ রুদ্রদেবতাক যজুর্বিভাগভেদ। ৪ রুদ্রদেবতাক বলি প্রভৃতি, মহাদেবের উদ্দেশে গৃহীত উপহার প্রভৃতি।

ত্রৈয়ম্বকা (স্ত্রী) গায়ত্রী। "ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্ণা চ ত্রিকাল-জ্ঞানদায়িনী।" (দেবীভাগ° ১২।৬।৬৩)

ত্রৈযাহাবক (ত্রি) ত্র্যাহাবে দেশভেদে ভবঃ ধূমাদি° বুঞ্, অত্র বৃদ্ধিনিষেধাৎ ঐচ্। ত্র্যাহাবদেশভব।

ত্রৈরাশিক (ত্রি) ত্রীন্ রাশীন্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং ঠঞ্। গণিতভেদ, এই গণিত তিনটী রাশি অধিকার করিয়া অনুপাতরূপে সম্পন্ন হয়।

তিনটী নির্দ্দিষ্টরাশি অবলম্বন করিয়া সেই তিনটীর একটীর সহিত সম্বদ্ধ অপর একটী চতুর্থরাশি নির্ণয় করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য। তিনটী রাশি লইয়া কার্য্য করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রৈরাশিক (Rule of three)। তিনটী নির্দ্দিষ্ট রাশির মধ্যে একটী আর একটীর যতগুণ বা যতভাগ হইবে, নির্ণেয় চতুর্থটী অবশিষ্ট রাশির ততগুণ বা ততভাগ হইবে। সুতরাং ত্রৈরাশিকের প্রক্রিয়া গুণন ও ভাগহার-মূলক। যথা—এক মণ চিনির মূল্য ৭৷৶০ আনা হইলে ৫ মণ চিনির মূল্য কত হইবে?

এই প্রশ্নে ৫ মণ এক মণের যত গুণ, ৫ মণের মূল্য এক মণের মূল্যের অর্থাৎ ৭৷৶০ আনার ততগুণ হইবে। সুতরাং ৭৷৶০ আনাকে ৫ গুণ করিলে ৫ মণের মূল্য ৩৮৶০ পাওয়া যাইবে। অতএব তাহাই করা হইল এবং ৫ মণের মূল্য ৩৮৶০ হইল। এই প্রশ্নের অঙ্কগুলি অন্যরূপে স্থাপন করিয়া ফল স্থির করা যাইতে পারে, যথা—

মণ মণ টাকা।

১ : ৫ : : ৭৷৶০ : অ, অর্থাৎ

নির্ণেয় রাশি। এই অনুপাত এইরূপে পাঠ করিতে হয়।

১ যথা ৫এর সম্বন্ধে, টাকা—৭৷৶০ তথা অ এর সম্বন্ধে। অ নির্ণয় করিতে হইলে ৭৷৶০ আনাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ১ দিয়া ভাগ করিতে হয়, কিন্তু ১ দিয়া ভাগকরা আর না করা সমান, অতএব ৫ দিয়া গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যায়, তাহাই অএর সমান। এস্থলে ৫ মণ দিয়া গুণকরা হইল, এরূপ বিবেচনা না করিয়া অনবচ্ছিন্ন রাশি ৫ দিয়াই গুণকরা হইল, জ্ঞান করিতে হইবে, অন্যথা গুণক্রিয়া সম্ভবে না।

দৃষ্টান্ত—যদি ৮ ভরি স্বর্ণের মূল্য ৪২৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ৩ ভরি স্বর্ণের মূল্য কত হইবে?

এস্থলে অগ্রে ১ ভরির মূল্য স্থির করিয়া তাহাকে তিন দিয়া গুণ করিলে তিন ভরির মূল্য পাওয়া যাইবে।

এক ভরির মূল্য স্থির করিতে হইলে ৮ ভরির ৪২৲

টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিতে হয়। ৪২৲ টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৫।০ টাকা হয়। তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিলে ১৫৸০ আনা হয় এবং ইহাই প্রশ্নের উত্তর। এখন এই প্রশ্নের অঙ্কগুলি পূর্ব্বমত স্থাপন করিলে এইরূপ হয়। যথা—

ভরি		ভরি		টাকা
৮	:	৩	: :	৪২ : অ

কিন্তু ৪২কে অগ্রে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে পরে ৩ দিয়া গুণ না করিয়া যদি ৪২কে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৮ দিয়া ভাগ করা যায়, তাহা হইলে ফলের ন্যূনাতিরেক হয় না। অতএব ৪২কে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল ১২৬কে ৮ দিয়া ভাগ করা গেল, ইহাতে ভাগফল টাকা ১৫৸০ হইল। এইরূপ প্রশ্নের প্রক্রিয়াসকল বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক বিচার করিলেই পরবর্ত্তী নিয়ম স্থির হইতে পারিবে।

ত্রৈরাশিকের অঙ্কপাতের নিয়ম তিনটী নির্দ্দিষ্ট রাশির মধ্যে যে রাশিটী নির্ণেয় চতুর্থ রাশির জাতীয় তাহাকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন কর, পরে প্রশ্নের ভাব বিবেচনা করিয়া দেখ যে চতুর্থ রাশিটী তৃতীয় রাশি অপেক্ষা গুরু কি লঘু হইবে, গুরু হইলে নির্দ্দিষ্ট রাশিগুলির অবশিষ্ট দুইটীর যেটী গুরু, তাহাকে, অথবা লঘু হইলে যেটী লঘু সেইটীকে দ্বিতীয় স্থানে এবং অপরটীকে প্রথম স্থানে স্থাপন কর।

প্রক্রিয়াঘটিত নিয়ম—

প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ হইলে তাহাদিগকে আবশ্যক মত সর্ব্বনিম্ন বা এক শ্রেণীস্থ কর, এবং কার্য্যকালে তাহাদিগকে অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান কর। তৃতীয় রাশি মিশ্ররাশি হইলে তাহাকে আবশ্যক মত সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে আনয়ন কর। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের গুণফলকে প্রথম রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই উত্তর হইবে। তৃতীয় রাশি যে শ্রেণীতে আনীত হইয়াছে, উত্তরটী সেই শ্রেণীস্থ হইবে।

পরে আবশ্যক হইলে তাহাকে তদুচ্চ বা তদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে আনয়ন করিলে প্রকৃত উত্তর স্থির হইবে। অপর অঙ্কসকল স্থাপন করিলে বা তাহাদিগকে অন্ত শ্রেণীতে আনিলে যদি প্রথম ও দ্বিতীয়ের বা প্রথম ও তৃতীয়ের কোন সাধারণ গুণনীয়ক থাকে, তবে তাহা দিয়া তাহাদিগকে ভাগ কর এবং ভাগফল লইয়া পূর্ব্বলিখিত কার্য্য কর, ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং প্রক্রিয়ায়ও সুবিধা হইবে। কেননা ভাজ্য ও ভাজক উভয় রাশিকে কোন এক রাশি দিয়া ভাগ করিলে ভাগফলের ন্যূনাতিরেক হয় না। দৃষ্টান্ত—যদি ৫৷৪ সের তৈলের মূল্য ৪২৸০ আনা হয়, তবে ৪৴৮ সেরের মূল্য কত ?

এই প্রশ্নে মূল্য টাকা নির্ণেয় হইয়াছে, অতএব তজ্জাতীয় টাকা ৪২৸০ আনাকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন করা গেল এবং প্রশ্নের গতিকে বুঝা গেল যে নির্ণেয় রাশি ঐ তৃতীয় রাশি অপেক্ষা লঘু হইবে, এই জন্ত অবশিষ্ট দুইটী রাশির লঘুটীকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া অপরটীকে প্রথম স্থানে রাখা গেল।

মণ		মণ		টাকা।
৫৷৪	: :	৪৴৮	: :	৪২৸০ : অ

পরে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে সেরে আনয়ন করিয়া এবং তৃতীয় মিশ্ররাশিকে আনায় আনয়ন করিয়া পুনরায় এই রূপ স্থাপন করা গেল।

সের		সের		আনা।
২২৪	: :	১৬৮	: :	৬৮৪ : অ

এখন প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে—

$$\frac{৬৮৪ \times ১৬৮}{২২৪} = \frac{৬৮৪ \times ৩}{৪} = ১৭১ \times ৩ = ৫১৩ \text{ আনা অর্থাৎ}$$

টাকা ৩২৴০ উত্তর হইল।

এই স্থলে ১৬৮ ও ২২৪কে সাধারণ গুণনীয়ক ৫৬ দিয়া ভাগ করা গেল। পরে ৬৮৪ ও ৪কে ৪ দিয়া ভাগ করা গেল।

এই রূপ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে।

ত্রৈরূপ্য (ক্লী) ত্রিরূপস্ত ভাবঃ ষ্যঞ্। ত্রিধারূপ।

ত্রৈলিঙ্গ (ক্লী) ত্রীণি সত্ত্বরজস্তমাংসি পুংস্ত্রীক্লীবরূপাণি বা লিঙ্গানি যস্ত তস্যেদং বা অণ্। ত্রিলিঙ্গ প্রধান কার্য্য।

[ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

ত্রৈলোক (পুং) ত্রিলোক স্বার্থে অণ্। ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল।

ত্রৈলোক্য (ক্লী) ত্রিলোকীএব স্বার্থে ষ্যঞ্। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। "ত্রৈলোক্যে যানি রত্নানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে।" (চণ্ডী)

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত জ্বরনাশক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, রৌপ্য ও অভ্র, প্রত্যেকে দুই ভাগ। লৌহ ও প্রবাল প্রত্যেক ৫ ভাগ। মুক্তা তিন ভাগ, রসসিন্দূর ৭ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী প্রস্তুত করিবে ও ছায়াতে শুষ্ক করিতে দিবে। এই ঔষধ ছাগ দুগ্ধের অনুপানের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, জীর্ণ জ্বর ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়, এই ঔষধ বায়ুর শান্তিদায়ক। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হীরা, স্বর্ণ, মুক্তা, তীক্ষ্ণলৌহ, প্রত্যেকে এক এক ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ, প্রস্তরখলে লৌহদণ্ডে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া এক রত্তিপ্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। পার্ব্বতী ও সূর্য্যদেবের পূজা দিয়া এই রস সেবনে উঁহাদের অনুগ্রহে অশেষ প্রকার রোগ ও জরনাশ হইয়া সুখলাভ হয়। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিলে শ্লেষ্মানাশ, শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে মাক্ষিক, পিত্তাধিক্যে ঘৃত ও চিনি, বাতশ্লেষ্মায় পিপুল চূর্ণ ও মধু এবং প্রমেহে দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিবে। এই ঔষধ কাস ও কফবাতনাশক, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ু ও পুষ্টিকর, বৃষ্য ও সর্ব্বরোগনাশক। (রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিচি°)

ত্রৈলোক্যডম্বররস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, তাম্র, গন্ধক, পিপুল, জয়পাল, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী, মাকড়া গাব প্রত্যেকে এক তোলা, সিজের আটায় মর্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধে আশু নবজ্বর প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

ত্রৈলোক্যমল্ল, ১ চৌলুক্যরাজ প্রথম ভীমদেবের পরবর্ত্তী রাজা, প্রথম কর্ণদেবের নামান্তর। [চৌলুক্য দেখ।]

২ কালঞ্জররাজ ত্রৈলোক্যবর্ম্মদেব কোন কোন তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যমল্লদেব নামে উক্ত হইয়াছেন।

৩ গোয়ালিয়রের কচ্ছপারিবংশ (কচ্ছপঘাত বংশ) জাত মালবজেতা রাজা কীর্ত্তিরাজের পুত্র মূলদেবের নামান্তর। রাজা মূলদেবের ভুবনপাল নামে আরও একটী নাম ছিল। ইহার পত্নীর নাম দেবব্রতা, তাঁহার গর্ভে ইহার ঔরসে রাজা দেবপালের জন্ম হয়।

গোয়ালিয়রের সাস্-বাহু মন্দিরে ১১৫০ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কচ্ছপঘাত বা কচ্ছপারিবংশে লক্ষ্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদামা গাধিনগর বা কান্যকুব্জরাজকে পরাজিত করিয়া গোপাদ্রিদুর্গ (গোয়ালিয়র দুর্গ) অধিকার করেন। বজ্রদামার পুত্র মঙ্গলরাজ, তৎপুত্র কীর্ত্তিরাজ মালব জয় করেন এবং সিংহপানীয় গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই পুত্র মূলদেব। ইনি চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। মূলদেবই ত্রৈলোক্যমল্ল নামে কথিত হইতেন। ইহার পুত্র দেবপালের পর তৎপুত্র পদ্মপাল রাজা হন। পদ্মপাল মহাবীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং দক্ষিণভারতেও যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার পর ইহার জাতি ভ্রাতা সূর্য্যপালপুত্র মহীপাল রাজা হন। কচ্ছপারিবংশ কচ্ছবহ বংশ নামে ইতিহাসে খ্যাত। [গোয়ালিয়র দেখ।]

৪ নেপালের তৃতীয় ঠাকুরী বংশীয় জনৈক রাজা। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় রাজা যক্ষমল্লের মৃত্যু হয়। যক্ষমল্লের তিন পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ জয়রায়মল্ল ভাটগ্রামে এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার রাজত্বকাল ১৫ বৎসর। তৎপরে ইহার পুত্র সুবর্ণমল্ল, তৎপরে তৎপুত্র প্রাণমল্ল, তৎপরে তৎপুত্র বিশ্বমল্ল প্রত্যেকে ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎপুত্র ত্রৈলোক্যমল্ল ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া সম্ভবতঃ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নেপাল দেখ।]

৫ পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের নামান্তর। [চালুক্য দেখ।]

ত্রৈলোক্যমোহন (ত্রি) ত্রৈলোক্যং মোহয়তি, মুহ-ণিচ্ ল্যু। তন্ত্রোক্ত তারাকবচভেদ। এই কবচ সর্ব্বাপদ্বিনাশক, সর্ব্ববিদ্যাময় ও সর্ব্বমন্ত্রময়, এই কবচ ধারণ করিলে বা নিত্য পাঠ করিলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হয়, তাহার গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থির থাকে, মুখে সরস্বতী সর্ব্বদা বাস করেন, এই কবচের প্রভাবে কোন প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয় না। এই কবচ না জানিয়া যাহারা তারাদেবীকে ভজনা করেন, তাহারা অল্পায়ু, নির্ধন ও মূর্খ হয়। এইজন্য তারাদেবীর উপাসক মাত্রকেই প্রথমে এই কবচ জানিয়া পরে তারাদেবীর পূজাদি করিতে হয়। (তন্ত্রসার) *

ত্রৈলোক্যরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৭।৯৩)

* "সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং॥
ভৈরব উবাচ।
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং শৃণু তাং পরং
সর্ব্ববিদ্যাময়ং দেবি সর্ব্বমন্ত্রময়ং ধ্রুবং॥
সর্ব্বাক্ষরকরং দেবি সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়কং।
যেনব্যাসোঽপি ধৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ পঠনাদ্ধৃতঃ।
ধৃত্বা পঠনাদীশস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভুঃ।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি বেদাধিপস্তু পদ্মভূঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্বিত্তং যক্ষঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়াশ্চ তে।
যত্র প্রসাদাদীশোঽহং ভৈরবাণাং সুরেশ্বরি।
ক্রোধাধিপো মহাবীরো দেবেষু প্রথিতঃ প্রভুঃ।
ইদং কবচং অজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতে নরঃ।
অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।"
(তন্ত্রসারে তারাকল্পে ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং)
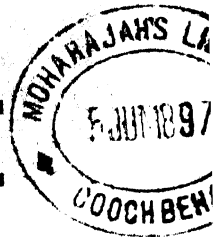
ত্রৈলোক্যবর্ম্মদেব, জনৈক কালঞ্জররাজ। ইহার পিতা পরমর্দ্দিদেবের পর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। ইহারই সময়ে মুসলমানেরা কালঞ্জর আক্রমণ করে। অজয়গড়ে ইহার রাজধানী ছিল। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলতামাস একবার কালঞ্জর লুঠ করিতে আসেন। ইহার পিতার সময় মহোবা প্রদেশ কালঞ্জররাজ্যের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া পৃথ্বীরাজের হস্তগত হয়। ইনি চেদীরাজ কলচুরিবংশের হস্ত হইতে রেবাপ্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ইহার সময়ে রেবাপ্রদেশের পূর্ব্বাংশে উত্তরে জৌনপুর ও মীর্জ্জাপুর জেলা পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকারে ছিল; সম্ভবতঃ বাঘেলরাজগণ প্রবল হইলে সে অঞ্চলে ইহাদের অধিকার নষ্ট হয়। ইনি চন্দেল্ল বা চন্দ্রাত্রেয়বংশজাত।

[চন্দ্রাত্রেয়বংশ দেখ।]

ত্রৈলোক্যবিজয়া (স্ত্রী) ত্রৈলোক্যস্ত বিজয়ো যস্যাঃ। ভাঙ, ভাঙ্।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ চারিভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ আটভাগ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরস, তালমূলী, গুড়্চী প্রত্যেকে ৫ ভাগ একত্র করিয়া চিতা ও সজিনার কাথে দশদিনে ২০ বার ভাবনা দিয়া পরে অর্দ্ধতোলাপরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান চিনি ও মধু। ইহা সেবনে উপদ্রব সহ শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় ও জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুচি°)

জ্বরনাশক ঔষধভেদ। পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া ২ তোলা, কুরচী, তালমূলী, ধুস্তূর, কেশুতে, ঘোষা, জয়ন্তী, মণ্ডূকপর্ণী ইহাদের পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে একরত্তি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষজ জ্বর আশু বিনষ্ট হয়। ইহা বিরেচক। শরীরের উত্তাপ অধিক হইলে নারিকেল জল দিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

ত্রৈবণ (ত্রি) ত্রিবণস্ত বনজয়স্তইদং শিবাদি° অণ্। ত্রিবণসম্বন্ধী।

ত্রৈবণি (পুং) ত্রিবণস্ত ঋষেরপত্যং ইঞ্। ত্রিবণ ঋষির অপত্য।

"ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিঃ" (শত° ব্রা° ১৪।৫।৫।২১)

ত্রৈবণীয় (ত্রি) ত্রিবণঃ সোঽস্যাস্তি ইতি উৎকরাদি° ছ। তদ্যুক্ত, ত্রৈবণ সম্বন্ধযুক্ত।

ত্রৈবর্গিক (ত্রি) ত্রিবর্গায় হিতং বা° ঠঞ্। ধর্ম্মার্থ কামসাধন কর্ম্মাদি। যে কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন বর্গ সাধিত হয়, তাহাকে ত্রৈবর্গিক কহে।

"সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য কর্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।" (ভাগ° ২।৪।৫)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্, ত্রৈবর্গিকী। ত্রিবর্গে প্রসৃতঃ ঠঞ্। ২ ত্রিবর্গরত। (ভাগ° ৩।৩২।১৪)

ত্রৈবর্গ্য (ত্রি) ত্রিবর্গে তত্র সাধুঃ ষ্যঞ্। ত্রিবর্গসাধন ধনাদি।

ত্রৈবর্ণিক (পুং) ত্রিষু বর্ণেষু বিহিতঃ ঠঞ্। ব্রাহ্মণাদিত্রয়রূপ দ্বিজাতির ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতির ধর্ম্ম। স্বার্থে ঠঞ্। দ্বিজাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

ত্রৈবর্ষিক (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভবিষ্যতি ঠঞ্, 'বর্ষস্যাভবিষ্যতি' ইতি উত্তরপদ ন বৃদ্ধিঃ। ত্রিবর্ষে যে বস্তু হইবে।

"ত্রৈবর্ষিকং তাপশ্চিতং তস্য সোম্যং সংবৎসরঃ।"

(আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৫।১২)

অভবিষ্যৎ অর্থ বুঝাইলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হইবে, সেই স্থলে ত্রৈবার্ষিক হইবে।

ত্রৈবার্ষিক (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভূতঃ ভবতি বা, ঠঞ্ অভবিষ্যত্বাৎ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ ত্রিবর্ষভূত, অর্থাৎ তিন বৎসরে হইয়াছে। ২ ত্রিবর্ষে যাহা হইতেছে।

"যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে॥" (মনু ১১।৭)

ত্রৈবিক্রম (ত্রি) ত্রিবিক্রমস্য ইদং অণ্। ১ ত্রিবিক্রমসম্বন্ধী। ২ ত্রিবিক্রমাবতার বিষ্ণু।

ত্রৈবিদ্য (পুং) তিস্রো বিদ্যাঃ সমাহৃতাঃ ঋক্‌যজুঃসামরূপ ত্রিবিদ্যং তদধীতে বেদ বা অণ্। ত্রিবেদজ্ঞ, ত্রিবিদ্যাবেত্তা।

"ত্রৈবিদ্যো হেতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

তিসৃণাং বিদ্যানাং সমাহারঃ ত্রিবিদ্যং স্বার্থে অণ্। ২ তিন বিদ্যা। ৩ ব্রতবিশেষ।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।" (মনু ২।২৮)

'ত্রৈবিদ্যেন ত্রৈবিদ্যাখ্যেন ব্রতেন' (কুল্লূক)

ত্রৈবিধ্য (ক্লী) ত্রিবিধস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ত্রিপ্রকারত্ব, তিনপ্রকার।

ত্রৈবিষ্টপ (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি অণ্। দেবতা, যাহারা স্বর্গে বাস করেন। (শব্দার্থচি°)

ত্রৈবিষ্টপেয় (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি বা° ঢক্। দেবতা।

(ভাগ° ৮।৮।১৮)

ত্রৈবৃষ্ণ (পুং) ত্রিবৃষ্ণস্য অপত্যং বা অণ্। রাজবিশেষ।

"ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈ বৈশ্বানর" (ঋক্ ৫।২৭।১)

ত্রৈবেদিক (ত্রি) ত্রিষু বেদেষু তদধ্যয়নার্থং বিহিতঃ ঠক্। বেদত্রয়াধ্যয়নার্থব্রতাদি।

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।" (মনু ৩।১)

ত্রৈশঙ্কব (পুং) ত্রিশঙ্কোরপত্যং অণ্। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র।

[ত্রিশঙ্কু দেখ।]

ত্রৈশাণ (ত্রি) ত্রয়ঃ শাণাঃ পরিমাণমস্য তৈঃ ক্রীতং বা অণ্,

বিকল্পপক্ষে নলুক্। ১ ত্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ পরিমাণ দ্বারা ক্রীত।

ত্রৈশোক (ক্লী) ত্রিশোকেন ঋষিণা দৃষ্টং সাম। 'বিশ্বা পৃতনা' ইত্যাদি ঋগ্বেদের গেয় ব্রহ্মের স্তুতিবিষয়ক সামভেদ।

ত্রৈষ্টুভ (ত্রি) ত্রিষ্টুপ উৎসাদি অণ্। ত্রিষ্টুভ্ ছন্দঃসম্বন্ধীয়। [ত্রিষ্টুভ্ দেখ।]

ত্রৈসানু (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় গোভানুপুত্র নৃপভেদ।
"গোভানোস্তু সুতো রাজা ত্রৈসানুরপরাজিতঃ।" (হরিব° ২২অঃ)

ত্রৈস্বর্য্য (ক্লী) ত্রিস্বর-স্বার্থে ষ্যঞ্। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎরূপ তিনস্বর।

ত্রৈহায়ণ (ত্রি) ত্রিহায়ণস্য ইদং হায়নান্তত্বাদণ্। ১ ত্রিবর্ষ সম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভাবে অণ্। ২ তিন বৎসরকাল।

ত্রোটক (ত্রি) ত্রুট-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ছেদক। ২ দৃশ্যকাব্যভেদ, অষ্টাদশ উপরূপকের একপ্রকার, ইহাতে ৫।৭।৮ বা ৯ অঙ্কও থাকিতে পারে। স্বর্গীয় ও পার্থিব বিষয় ইহার প্রধান বর্ণনীয়। ইহাতে প্রত্যঙ্ক ও বিদূষক প্রভৃতি থাকিবে; ইহার শৃঙ্গার রস অঙ্গী। স্তম্ভিতরম্ভ ও বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ত্রোটক দৃশ্যকাব্য।

"সপ্তাষ্টনবপঞ্চাঙ্কং দিব্যমানুষসংশ্রয়ং।
ত্রোটকং নাম তৎপ্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্॥"(সাহিত্যদ°৬৫৪০)

ত্রোটকী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। (হলায়ুধ)

ত্রোটি (স্ত্রী) ত্রোট্যতে ভিদ্যতেঽনয়া ত্রোটি-ই (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ১ কট্ফল। ২ চঞ্চু। ৩ পক্ষিভেদ। ৪ মীনভেদ।

ত্রোটিহস্ত (পুং) ত্রোটিশ্চঞ্চুর্হস্ত ইব গ্রহণসাধনং যস্য। পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

ত্রোটী (স্ত্রী) ত্রোটি ঙীষ্। [ত্রোটি দেখ।]

ত্রোতল (ক্লী) ১ ত্রোড়লতন্ত্র (ত্রি) ২ তোতলা, স্খলদ্বাক্য।

ত্রোত্র (ক্লী) ত্রায়তে শিক্ষ্যতে নিয়ম্যতেঽনেন ত্রৈ-উত্র (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) গবাদি তাড়নদণ্ড, পাচনবাড়ী। পর্য্যায়—প্রাজন, তোদন, প্রবয়ণ। গজের তোদন দণ্ড, পর্য্যায়—বৈণুক, বেণুক। ২ অস্ত্র। ৩ আরপক্রিয়া। ৪ ব্যাধিভেদ।

ত্র্যংশ (পুং) তৃতীয়োঽংশঃ। ১ তৃতীয় অংশ। ২ ত্রিগুণিত অংশ।
"ত্র্যংশং দায়াদ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।"(মনু ৯।১৫১)

ত্র্যক্ষ (পুং) ত্রীণি অক্ষীণি নেত্রাণি যস্য ততঃ সমাসান্তপ্রত্যয়ঃ। শিব, ত্রিনেত্র। ২ দৈত্যবিশেষ। "তোতো দানবদৈতেয়া দ্বিমূর্দ্ধা ত্র্যক্ষ শম্বর" (ভাগ° ৭।২।৪) (ত্রি) ৩ নেত্রত্রয়বিশিষ্ট। আর্ষপ্রয়োগে কোন স্থলে সমাসান্ত ষ আদেশ হয়না, সেই স্থলে ত্র্যক্ষি এইরূপ হয়।

ত্র্যক্ষী (স্ত্রী) ত্র্যক্ষ-ঙীষ্। রাক্ষসীভেদ।

ত্র্যক্ষর (পুং) ত্রীণি অকারোকারমকাররূপাণি অক্ষরাণি যত্র। ১ প্রণব। "আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যত্র প্রতিষ্ঠিতা। স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥" (মনু ১১।২৬৬)
ত্র্যক্ষর প্রণবই ব্রহ্ম, যাহাতে বেদত্রয় অবস্থিত আছে। (ক্লী) ২ ছন্দোভেদ। "বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ ত্রীঁল্লোকানুদজয়ৎ" (শুক্লযজুঃ ৯।৩১) 'বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ অক্ষরত্রয়াত্মকেন ছন্দসা ত্রীন্ ভূরাদীন্ লোকান্' (মহীধর) ৩ ত্রিবর্ণাত্মক। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রভেদ। (তন্ত্র) (ত্রি) ৪ বর্ণত্রয়যুক্ত মাত্র। ত্রীণি অক্ষরাণি যস্য। ৬ ঘটক।

ত্র্যঙ্গ (ক্লী) ত্রীণি অঙ্গানি অস্য। সৌবিষ্টিকৃত হবিস্। "মধ্যং গুদস্য মেধা কৃত্বাঽথ্যদ্যত্যাণি ন্যগ্নেদেষু" (শত° ব্রা° ৩।৮।৩।১৮)

ত্র্যঙ্গট (ক্লী) ত্রিভিরঙ্গৈরটাতে গম্যতে ত্র্যঙ্গ-অট্-অপ্, শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ। ১ শিক্যভেদ। ২ ধোতাঞ্জনী। (পুং) ৩ ঈশ্বর। ৪ চন্দ্র। (হেম)

ত্র্যঙ্গুল (ত্রি) তিস্রোঽঙ্গুল্যঃ প্রমাণমস্য, তদ্ধিতার্থদ্বি° দ্বয়সচ্ তস্য লুকি অচ্ সমা°। ১ অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত। ২ অঙ্গুলিত্রয়-পরিমিত খাতযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ত্র্যঙ্গ্য (ত্রি) ত্র্যঙ্গায় হিতং যৎ। ত্র্যঙ্গসাধন দ্রব্য।
"ত্র্যঙ্গ্যাবৈ শ্রোণেরথ' (শত° ব্রা° ৩।৮।৩।১৮)

ত্র্যঞ্জন (ক্লী) ত্রয়াণাং অঞ্জনানাং সমাহারঃ। কালাঞ্জন, রসাঞ্জন ও পুষ্পাঞ্জন রূপ মিলিত অঞ্জনত্রয়। (রাজনি°)

ত্র্যঞ্জল (ক্লী) ত্রয়াণাং অঞ্জলীনাং সমাহারঃ বা° টচ্ সমা°। সমাহৃত অঞ্জলিত্রয়। ত্রিভি রঞ্জলিভিঃ ক্রীতঃ তদ্ধিতার্থদ্বিগৌ তু তদ্ধিতলুকি ন টচ্। ত্র্যঞ্জলি। তিন অঞ্জলি দ্বারা ক্রীত। তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাস করিলে টচ্ সমাসান্ত হইবে না, সেই স্থলে ত্র্যঞ্জলি এই রূপ হইবে।

ত্র্যধিপতি (পুং) ত্রয়াণাং অধিপতিঃ ৬তৎ। তিন লোকের অধিপতি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।
"নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্ত্তুঃ" (ভাগ° ৩।১৬।২৪)

ত্র্যধিষ্ঠান (পুং) ত্রীণি মনোবাক্শরীরাণি অধিষ্ঠানান্যস্য, তিসৃণাং জাগ্রদাদীনাং অধিষ্ঠানং বা। ১ জীব। ২ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্য।

ত্র্যধীশ (পুং) ত্রয়াণাং অধীশঃ। ত্র্যধিপতি, তিন লোকের অধিপতি, বিষ্ণু।

ত্র্যধ্বগা (স্ত্রী) ত্রিভিরধ্বভি র্গচ্ছতি গম-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। গঙ্গা।

ত্র্যনীক (পুং) ত্রীণি উক্তবর্ত্মীভাধ্যানি অনীকানি যস্য। সংবৎসরাভিমানী দেবতাভেদ।
"ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্" (ঋক্ ৩।৫৬।৩) 'ত্র্যনীক

ত্রিভিরুরুবর্ষণীভাথৈাররনীকৈ শু'ণৈরুপেতঃ।' (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ হস্ত্যশ্বরথাদসেনাভেদ।

ত্র্যমৃতযোগ (পুং) ত্রয়াণাং তিথিবারনক্ষত্রাণাং অমৃততুল্যো যোগঃ। তিথি নক্ষত্র ও বারবিষয়ক যোগভেদ। ত্র্যমৃত যোগের বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠী, স্বাতী, শতভিষা, আর্দ্রা, রেবতী, চিত্রা, অশ্লেষা ও মূলা নক্ষত্র হইলে, শুক্র ও সোমবারে ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী, ভদ্রা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে, বুধবারে জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া, মৃগশিরা, শ্রবণা, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, ভরণী, অভিজিৎ ও অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে, বৃহস্পতিবারে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি, উত্তরাষাঢ়া, বিশাখা, অনুরাধা, মঘা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে, শনিবারে পূর্ণা, দশমী, পঞ্চমী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি ও রোহিণী, হস্তা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইলে ত্র্যমৃতযোগ হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। যাত্রিক করণে এই ত্র্যমৃতযোগ অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিষ্টিব্যতীপাতাদি দোষযুক্ত হইলেও যদি এই ত্র্যমৃতযোগ হয়, তাহা হইলেও সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ত্র্যম্বক (ক্লী) ত্রীণি অম্বকানি নয়নানি যস্য ত্রয়াণাং লোকানাং অম্বক পিতা ইতি। ১ শিব, মহাদেব।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।" (শুক্লযজুঃ ৩।৬০)

২ মহাদেবের অংশে উৎপন্ন চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যরাজপুত্র।

"এবং তিসৃণামম্বানাং গর্ভে জাতো যতো হরঃ।
অতস্ত্র্যম্বক নামাভূৎ প্রথিতো লোকদেবয়োঃ॥"

(কালিকাপু° ৪৬ অঃ)

এই চন্দ্রশেখর নরপতি সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৩ একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন।

ত্র্যম্বকসখ (পুং) ত্র্যম্বকস্য সখা টচ্ সমাসান্তঃ। কুবের, ত্র্যম্বকের সখা। [কুবের দেখ।]

ত্র্যম্বকা (স্ত্রী) ত্রীণি অম্বকানি যস্যাঃ। দুর্গা, যাহার সোম, সূর্য্য ও অনল এই তিনটী চক্ষু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"সোমসূর্য্যানলা স্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি অম্বিকা।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"(দেবীপু° ৪৫ অঃ)

ত্র্যরুণ (পুং) ত্রিবৃষ্ণপুত্র রাজর্ষিভেদ।

ত্র্যরুষি (ত্রি) ত্রীণি অরুষীণি রোচমানানি শুভ্রাণি ককুপ্পৃষ্ঠপার্শ্বস্থানানি যস্য। রোচমান শুভ্রপৃষ্ঠাদি স্থানত্রয়যুক্ত গবাদি। "ত্র্যরুষীণাং দশ গবাং সহস্রা।" (ঋক্ ৮।৪৬।২২)

ত্র্যবর (ত্রি) সেবকত্রয়বিশিষ্ট।

ত্র্যবি (পুং) ষণ্মাসাত্মকঃ কালঃ অবিঃ ত্রিস্ত্রোঽবয়ো যস্য। অষ্টাদশ মাস বয়স্ক পশু।

"ত্র্যবির্বয় স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ" (শুক্লযজুঃ ১৪।১৭)

'ত্রীন্ লোকান্ অবতি অব রক্ষণাদিষু ইম্' (মহীধর)

"ত্বষ্টো ত্র্যবিং রেরিহাণা" (ঋক্ ৩।৫৫।১৪) 'সার্দ্ধসংবৎসরবয়স্কো বৎস ত্র্যবিরুচ্যতে তৎ প্রমাণমাদিত্যং ত্রীন্ লোকান্ অবতি স্বতেজসা ব্যাপ্নোতি' (সায়ণ) ২ ত্রৈলোক্যব্যাপক।

ত্র্যব্দ (ক্লী) ত্রয়াণাং অব্দানাং সমাহারঃ। ১ বর্ষত্রয়।

"ত্র্যব্দং চরেদ্বা নিয়তো জটী ব্রহ্মহণো ব্রতম্।" (মনু ১১।১২৯)

ত্রয়ো অব্দাঃ বয়োমানং যস্য তদ্ধিতার্থদ্বিগুঃ। (ত্রি) ২ ত্রিবর্ষ বয়স্ক।

ত্র্যশীতি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা অশীতিঃ কর্ম্মধা°। তিরাশি সংখ্যা, তিন অধিক অশীতি। ২ তৎসংখ্যেয়।

ত্র্যশীত (ত্রি) ত্র্যশীতি তত: পূরণে ডট্। ত্র্যশীতিসংখ্যার পূরণ।

ত্র্যশীতিতম (ত্রি) ত্র্যশীতি পূরণে তমপ্। ত্র্যশীতি সংখ্যার পূরণ।

ত্র্যষ্টক (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত জলনিক্ষেপণস্থানভেদ। (সুশ্রুত)

ত্র্যষ্টন্ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ অষ্ট। ১ চতুর্বিংশতি সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

ত্র্যস্র (ক্লী) তিস্রঃ অস্রয়ঃ কোণা যস্য অচ্ সমা°। ত্রিকোণ।

ত্র্যহ (পুং) ত্রয়াণাং অহ্নাং সমাহারঃ টচ্ সমাসান্ত সমাহারদ্বিগুত্বাৎ ন অহ্নাদেশঃ। দিনত্রয়।

উত্তরপদদ্বিগুসমাসে অহ্নাদেশ হইবে, সেই স্থলে ত্র্যহ্নপ্রিয় এই রূপ পদ হইবে।

"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহ মদ্যাদযাচিতং।" (মনু)

ত্র্যহস্পর্শ (পুং) ত্র্যহং চান্দ্রদিনত্রয়ং স্পৃশতি স্পৃশ-অণ্। ১ তিথিত্রয়স্পর্শী এক সাবন দিন, এক দিনে তিনটী তিথি হইলে ত্র্যহস্পর্শ হয়। ২ দিনক্ষয়।

ত্র্যহস্পৃশ (ক্লী) ত্র্যহং স্পৃশতি স্পৃশ-ক। সাবন দিনত্রয়স্পর্শী একটী তিথি।

"একং দিনং যত্র তিথিত্রয়ঞ্চ স্পৃশেত্তমাহুর্নয়ো হবমাখ্যং।
একা তিথিস্ত্রীণি দিনানি যত্র স্পৃশেত্তদাহস্ত্রিদিনস্পৃশঞ্চ॥" (জ্যো°)

এই ত্র্যহস্পর্শে বিবাহ যাত্রা প্রভৃতি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ। কিন্তু স্নানদানাদি অশেষ পুণ্যজনক। [অবম দেখ।] ত্র্যহস্পৃশ-কিন্ ত্র্যহস্পৃশ্। "একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্র্যহস্পৃক্ তদহো রাত্রমুপোষ্যা সা সদা তিথিঃ॥" (স্মৃতি) প্রথমে একাদশী পরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হইলে ত্র্যহস্পৃক্ হয়, এই তিথিই উপোষ্য অর্থাৎ এই তিথিতে উপবাস করিতে হয়।

ত্র্যাহিকারিরস (পুং) জ্বরাধিকারে রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, তুঁতে ও শঙ্খ প্রত্যেক এক ভাগ, দার্ব্বীশাক, জয়ন্তী, নটেশাক, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। জীরা ও ঘৃত অনুপানের সহিত সেবন করিলে ত্র্যাহিক জ্বর নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

ত্র্যাহীন (পুং) ত্রিভিরহোভিঃ নিবৃত্তঃ খ। ত্রিদিনসাধ্য ক্রতু ভেদ।

ত্র্যৈহিক (ত্রি) ঈহায়াঃ চেষ্টায়াং ভবং ঐহিকং ধনং ত্র্যহে দিনত্রয়ে পর্য্যাপ্তং ঐহিকং ধনং যস্য। দিনত্রয়নির্ব্বাহোচিত ধনযুক্ত, তিন দিনে নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ ধনশালী।

"কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥" (মনু ৪।৭)

মনু চারি প্রকার গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন—কুশূলধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যৈহিক ও অশ্বস্তনিক। যে গৃহস্থ তিন দিনের জীবিকা সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাকে ত্র্যৈহিক কহে। এই গৃহস্থ মধ্যম। ইহা দ্বিজগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে।

ত্র্যাক্ষায়ণ (পুং) ত্র্যক্ষস্য যুবা অপত্যং ফঞ্। শিশুপাল হরাদির যুবা অপত্য।

ত্র্যাক্ষায়ণভক্ত (পুং) ত্র্যাক্ষায়ণঃ তস্য বিষয়ো দেশঃ ঐষু-কাদিঃ ভক্তল্। ত্র্যাক্ষায়ণের বিষয়।

ত্র্যায়ুষ (ক্লী) ত্রয়াণাং বাল্যযৌবনস্থবিরাণাং আয়ুষাং সমাহার বেদে অচ্ সমা°। বাল্যাদি আয়ুস্ত্রয়; বাল্য, যৌবন ও স্থবিরাদি;

"ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" (শুক্লযজুঃ ৩।৬২)

ত্র্যার্ষেয় (পুং) ত্রয়ঃ আর্ষেয়াঃ ঋষয়ো যত্র। ত্রিপ্রবর গোত্র-ভেদ, যে গোত্রের তিনটী প্রবর আছে তাহাকে ত্র্যার্ষেয় কহে। ঋষে রয়ং ঠক্ আর্ষেয়ঃ ঋষিধর্ম্মঃ ত্রয় আর্ষেয়াঃ ধর্ম্মা যেষাং। ২ অন্ধ, বধির ও মূক। ইহাদিগের যাগে অধিকার নাই। তিন জন ঋষির মধ্যে একজন পরদ্রব্য দর্শন করিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়াছেন, এইজন্য অন্ধ হন, আর একজন পরনিন্দা শ্রবণশঙ্কা করিয়া শ্রোত্রনিগ্রহ করিয়া বধির হন, অন্য একজন মিথ্যাকথন শঙ্কা করিয়াছিলেন, এইজন্য মূক হইয়াছিলেন। (তত্ত্ববোধিনী) *

ত্র্যাশির্ (ত্রি) তিস্রঃ দধিতক্রপয়োরূপা আশিরঃ যস্য। অগ্নির বৃষভেদ।

"যস্য মা পরুষাঃ শতমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যুক্ষণঃ।
অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব ত্র্যাশিরঃ।" (ঋক্ ৫।২৭।৫)

ত্র্যাহণ (পুং স্ত্রী) ত্রিভিঃ চক্ষুপাদৈ র্হন্তি আ-হন-অচ্, 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ' ইতি ণত্বং। ত্রিবিধ পক্ষিভেদ। (সুশ্রুত)

ত্র্যাহাব (পুং) দেশভেদ। তত্র ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। ত্রৈবা-হাবক দেশভেদ।

ত্র্যাহিক (ত্রি) ত্র্যহে ভবঃ ঠঞ্। আর্ষত্বাৎ পূর্ব্বং ন ঐচ্। ত্র্যহভব জ্বরাদি। তিন দিন অন্তর যে জ্বর হয়, তাহাকে ত্র্যাহিক জ্বর কহে। [জ্বর দেখ।] লোকে অর্থাৎ সাধারণ প্রয়োগস্থলে বুঞ্ প্রত্যয়, পরে ঐচ্ হইবে, সেই স্থলে ত্রৈয়াহিক এইরূপ পদ হইবে। ত্রৈয়াহিক, ত্র্যহভব বস্তু। যে বস্তু তিন দিনে হয়।

ত্র্যুদয় (ক্লী) ত্রিষু সবনেষু উদয়ো গতির্যস্য। সোমাধারবা।

"ত্র্যুদয়ং দেবহিতং যথা বঃ" (ঋক্ ৪।৩৭।৩)

ত্র্যুধন্ (পুং) ত্রিভিঃ বসন্তশরদ্ধেমন্তৈ র্ঋতুভিরূধোঽস্য অনঙ্ ত্রস্বশ্চ। বসন্তাদিরূপোধোযুক্ত বৎসররূপ বৃষভ। বসন্তাদি-রূপ উধঃ অর্থাৎ পালানযুক্ত ষাঁড়। "উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্" (ঋক্ ৩।৫৬।২) 'ত্র্যুধা বসন্তশরদ্ধেমন্তাখ্যৈ স্ত্রিভিরৃতুভিরূধো যস্য স ত্র্যুধা।' (সায়ণ)

ত্র্যূষণ (ক্লী) ত্রয়াণাং উষণানাং সমাহারঃ পৃষো° বা দীর্ঘঃ। মিলিত শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ। ইহার গুণ—দীপন; শ্বাস, কাস, ত্বগাময়, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদ, শ্লীপদ ও পীনস-রোগনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°) ২ চরকোক্ত ঘৃতবিশেষ।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডুর (ক্লী) পাণ্ডুরোগাধিকারে ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল, দেবদারু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পরে ডুমুরের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে কামলা, মেহ ও প্লীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ভাল হয়। অজীর্ণ থাকিলে ভোজন পরিত্যাগ করা বিধেয়। (ভৈষজ্যর°)

ত্র্যূষণাদ্যবর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ত্তিবিশেষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারু-চিনি, সৈন্ধব, মনছাল এই সমুদয় দ্রব্য মিলিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে, এই বর্ত্তি চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ করিলে চক্ষুর ক্লেদাদি দূরীভূত হয়। (ভৈষজ্যর° নেত্ররোগাধিকা°)

ত্র্যৃচ (ক্লী) তিসৃণাং ঋচাং সমাহারঃ অচ্ সমা°। ঋক্ত্রয়, ঋগ্বেদের তিনটী মন্ত্রবিশেষ। "অথ ত্র্যৃচং জপেদস্মং।" (মনু)

* 'ত্র্যার্ষেয়াস্ত্রয়ঃ ঋষিধর্ম্মাঃ অন্ধত্ববধিরত্বমূকত্বানি যেষাং তে তথোক্তাঃ। তে হি পরদ্রব্যদর্শনেন তত্র লোভোৎপত্তিসম্ভাবনয়া চক্ষুর্নিমীলনেন অন্ধত্বং, পরনিন্দাশ্রবণশঙ্কয়া শ্রোত্রনিগ্রহেণ বধিরত্বং, মিথ্যাকথনশঙ্কয়া বাক্য-সংযমনাম্মৌক্যং।' (তত্ত্ববোধিনী)

ত্রৈণী (স্ত্রী) ত্রীণি এতানি অঙ্গ বা ত্রিষু স্থানেষু এতঃ কর্বুরো যস্যাঃ 'বর্ণাদনুদাত্তাৎ' ঙীপ্ তস্য নঃ, ততো ণত্বং। তিনস্থানে কর্ব্বুরা স্ত্রী। "তত্রৈণী শললী ভবতি লোহঃ ক্ষুরঃ সা যা ত্রৈণী শললী" (শত° ব্রা°, ২।৬।৪।৫) 'ত্রৈণীতি ত্রিষু স্থানেষু এতঃ শ্বেতঃ বর্ণো যস্যাঃ সা ত্রৈণী' (ভাষ্য) "ত্রৈণ্যা চ শলল্যা" (আশ্ব° গৃ° ১।১৪।৪) 'ত্রীণ্যেতানি যস্যাঃ সেয়ং ত্রৈণী শললী' (নারায়ণ)

ত্ব (ত্রি) তনোতি বিস্তারয়তি তন-ক্বিপ্ অনশ্চ বঃ (তনোতে রনশ্চ বঃ। উণ্ ২।৬৩) ১ ভিন্ন, অন্য, বিভিন্ন। ২ এক। "উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং।" (ঋক্ ১০।৭১।৪) 'ত্বশব্দ একবাচী। একঃ উত শব্দোঽপ্যর্থে। ত্ব একঃ শৃণ্বন্নপ্যেনাং বাচং ন শৃণোতি।' (সায়ণ)

ত্বং (ত্রি) সর্ব্বনাম যুষ্মদ্ প্রথমৈকবচনং। তুমি, ভবান্, আপনি, যুষ্মদ্‌শব্দ কর্ত্তা হইলে ক্রিয়াতে মধ্যম পুরুষ হয়। 'যুষ্মদিমধ্যমঃ'। [যুষ্মদ্ দেখ।]

ত্বক্ [ত্বচ্ দেখ।]

ত্বক্‌কণ্ডুর (পুং) ত্বচঃ কণ্ডুং রাতি-রা-ক। ব্রণ, ক্ষত ঘা। (হারা°)

ত্বক্‌ক্ষীরা (স্ত্রী) ত্বচঃ বংশত্বচঃ ক্ষীরমস্যাঃ। বংশলোচনা।

ত্বক্‌ক্ষীরী (স্ত্রী) ত্বক্‌ক্ষীর-গৌরা° ঙীষ্। বংশলোচনা, পর্য্যায়—বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী, বৈষ্ণবী। (ভাবপ্র°)

ত্বক্‌চ্ছদ্ (পুং) ত্বগেব ছদো যস্য। ক্ষীরীশবৃক্ষ, ক্ষীরকঞ্চুকী গাছ। (রত্নমা°)

ত্বক্‌চ্ছেদ (ক্লী) (Circumcision) মুসলমান প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-জাতিদিগের সংস্কার বিশেষ, যাহাতে মুসলমান বালকদিগের পুরুষাঙ্গের অগ্রচর্ম্ম ছেদন করিয়া দিতে হয়।

ত্বক্‌তরঙ্গ (পুং) ত্বচস্তরঙ্গইব। কণ্ডুপদার্থ। (পার° নিঘণ্টু)।

ত্বক্‌ত্র (ক্লী) ত্বচং ত্রায়তি ত্রা-ক। বর্ম্ম।

ত্বক্‌পঞ্চক (ক্লী) ত্বচাং পঞ্চকং। ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, শিরীষ ও প্লক্ষ এই ৫টী বৃক্ষের নাম ত্বক্‌পঞ্চক। কোন কোন লোকের মতে শিরীষ ও প্লক্ষের স্থানে বেতস ও পারিশ বৃক্ষ হইবে। ইহার গুণ—শীতল, ব্রণ, শোথ, বিসর্প, বিষ্টম্ভ ও আধ্মাননাশক, তিক্ত, কষায়, লঘু, লেখন। (ভাবপ্র°)

ত্বক্‌পত্র (ক্লী) ত্বগিব পত্রাণি যস্য। ১ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। ২ তেজপত্র। পর্য্যায়—হৃৎকট, ভৃঙ্গ, ত্বচ, চোচ, বরাঙ্গক। (অমর)

ত্বক্‌পত্রী (স্ত্রী) ত্বক্ গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রী, রাঁধুনী। পর্য্যায়—কারবী, পৃথ্বী, বাষ্পীকা, কবরী, পৃথু। (অমর) ২ তৎপত্রী, কলাগাছ। ৩ তেজপত্রসদৃশপত্র, বাটিয়া পাতা।

ত্বক্‌পরিপুটন (ক্লী) ত্বচঃ পরিপুটনং। চামড়া তোলা।

ত্বক্‌পাক (পুং) ত্বচঃ পাকো যত্র। শূকদোষ নিমিত্ত পীড়কারোগ বিশেষ, পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া যে সকল পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে জ্বর ও দাহ জন্মে, তাহাকে ত্বক্‌পাকব্যাধি কহে। (সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ শূকদোষ দেখ।]

ত্বক্‌পারুষ্য (ক্লী) ত্বচঃ পারুষ্যং কঠোরতা। ত্বকের কাঠিন্য। "তস্য পূর্ব্বরূপাণি ত্বক্‌পারুষ্যমকস্মাৎ রোমহর্ষঃ" (সুশ্রুত)

ত্বক্‌পুষ্প (ক্লী) ত্বচঃ পুষ্পমিব। ১ রোমাঞ্চ। ২ কিলাস, চর্ম্মরোগ বিশেষ, ছুলী।

ত্বক্‌পুষ্পিকা (স্ত্রী) চর্ম্মরোগবিশেষ, ছুলী।

ত্বক্ষস্ (ক্লী) ত্বক্ষ্যতেঽনেন ত্বক্ষ করণে অসুন্। বল। (নিঘণ্টু) "সপ্রবিকা ত্বক্ষসা স্মো দিবশ্চ।" (ঋক্ ১।১০০।১৫) 'ত্বক্ষসা বলেন' (সায়ণ)

ত্বক্ষীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ত্বক্ষিতা ঈয়সুন্ তৃণোলোপঃ। দীপ্ত। "মরুত্বান্ ত্বক্ষীয়সা বয়সা" (ঋক্ ২।৩৩।৬) 'ত্বক্ষীয়সা দীপ্তেন' (সায়ণ)

ত্বক্‌সার (পুং) ত্বচি সারোযস্য। ১ বংশ। ২ বংশের ত্বক্, বাঁশের চেচাড়ি। ত্বগেব সারোযস্য। ৩ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। ৪ শোণবৃক্ষ। ৫ রন্ধ্রপ্রধান বংশ, তলতাবাঁশ।

ত্বক্‌সারভেদিনী (স্ত্রী) ত্বচঃ সারং ভিনত্তি ভিদ-ণিনি ঙীপ্। ক্ষুদ্র চঞ্চু বৃক্ষ। (রাজনি°)

ত্বক্‌সারা (স্ত্রী) ত্বক্‌সারো বংশ উৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততষ্টাপ্। বংশলোচনা।

ত্বক্‌সুগন্ধ (পুং) ত্বচি সুগন্ধঃ সদ্গন্ধো যস্য। ১ নারাঙ্গানেবু। ২ লবঙ্গ।

ত্বক্‌সুগন্ধা (স্ত্রী) ত্বচি সুগন্ধো যস্যাঃ। এলবালুকা নামক গন্ধ দ্রব্য, সূক্ষ্মৈলা, ছোটএলাচ।

ত্বক্‌স্বাদ্বী (স্ত্রী) ত্বচি স্বাদ্বী। দারুচিনি, গুড়ত্বক্।

ত্বগঙ্কুর (পুং) ত্বচশ্চর্ম্মণঃ অঙ্কুরইব। রোমাঞ্চ। (হারা°)

ত্বগাক্ষীরী (স্ত্রী) ত্বক্‌ক্ষীরী পৃষোদরা° সাধুঃ। তুগাক্ষীরী, বংশলোচনা।

ত্বগ্‌গন্ধ (পুং) ত্বচি গন্ধোযস্য। নাগরঙ্গ, নারাঙ্গানেবু।

ত্বগ্‌জ (ক্লী) ত্বচঃ জায়তে জন-ড। ১ রোম। ২ রুধির, রক্ত। (রাজনি°)

ত্বগাধারদেহ (পুং) (Mollusca) যাহাদের দেহের আধার, তাহাদের দেহাবরণ। যথা শম্বুকাদি।

ত্বগ্‌দোষ (পুং) ত্বচো দোষো দূষণং যস্মাৎ। কোঠরোগ, গায়ে চাকা চাকা দাগ হইয়া লুকাইয়া যায়, এইরূপ রোগ বিশেষ। এই রোগ মহারোগ মধ্যে গণ্য। মহাপাতকজ ৮টী রোগ কথিত হইয়াছে, এই রোগ তাহার মধ্যে একটী। এই

যোগে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইলে দাহাদি করিতে নাই। যদি কেহ মোহবশে দাহাদি করে, তাহা হইলে তাহার চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

(শুদ্ধিতত্ত্ব)

লোধ্র, নীরায় ও কনকচূর্ণ ঔষধরূপে করিয়া যে যে স্থলে ঐ চাকা চাকা দাগ হয়, ঐ স্থলে দিলে ইহা আরোগ্য হয়।

"মন্দোষ্ণলোধ্রনীরায়চূর্ণন্তু কনকস্য চ।
তেনোদ্বর্ত্তিতদেহস্য হরেৎ গ্রীষ্মপ্রসারিকাং।
ত্বগ্‌দোষশ্চৈব সেকশ্চ ঘর্ম্মদোষশ্চ নশ্যতি॥" (গরুড় ১৯৪ অ°)

ত্বগ্‌দোষাপহা (স্ত্রী) ত্বগ্‌দোষং রোগবিশেষং অপহন্তি হন-ড-টাপ্। বাকুচী, সোমরাজ।

ত্বগ্‌দোষারি (পুং) ত্বগ্‌দোষস্য অরিঃ, তন্নাশকত্বাৎ তথাত্বং। হস্তিকন্দ, ইহা ত্বগ্‌দোষ নষ্ট করে।

ত্বগ্‌দোষিন্ (ত্রি) ত্বগ্‌দোষে ২ত্যস্য ত্বগ্‌দোষ-ইনি। ত্বগ্‌দোষযুক্ত, ত্বগ্‌দোষযুক্তরোগী।

ত্বগ্‌ভেদ (পুং) ত্বচো ভেদঃ ৬তৎ। ত্বকের ভেদ, চর্ম্মফাটা।

"ত্বক্‌স্থো নিস্তোদনং কুর্য্যাৎ ত্বগ্‌ভেদং পরিপোটনং।"
(সুশ্রুত নিদানস্থা° ১ অ°)

ত্বগ্‌ভেদক (পুং) ত্বচো ভেদকঃ। ত্বক্‌ভেদকারী, যে চর্ম্ম বিদ্ধ করে, সমানজাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও ত্বক্ (চর্ম্ম) ভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে।

"ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।" (মনু ৮।২৮৪)

ত্বঙ্কার (পুং) তুমি এই প্রকার বাক্য। গুরুজনদিগকে ত্বংকার তুমি এইরূপ বাক্য বলিলে স্নান করিয়া ভোজন নিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ উপবাস করিয়া দিন শেষে অপমানিতের পাদগ্রহণ করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে।

"হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বা নশ্নন্নহঃ শেষ মভিবাদ্যপ্রসাদয়েৎ॥" (মনু ১১।২০৫)

ত্বচ্ (স্ত্রী) ত্বচ্যতে সংব্রিয়তে দেহোঽনয়া, ত্বচতি সংবৃণোতি বা দেহং ত্বচ-কিপ্। ১ বল্কল। ২ চর্ম্ম। ৩ স্পর্শগ্রাহক বাহেন্দ্রিয়ভেদ, এই ত্বক্ সকল দেহব্যাপিনী থাকে, ইহা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটী। এই ত্বক্ বায়ুর সত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু। (বেদান্তসার) ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ হয়। ত্বঙ্মনঃসংযোগই একমাত্র জ্ঞানের কারণ।

"উদ্‌ভূতস্পর্শবদ্‌দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যত্বেঽপি চ ত্বচঃ রূপবত্বাপি কারণঃ॥
দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বচো যোগো মনসা জ্ঞানকারণং।" (ভাষাপরি°)

কোন মতে ত্বঙ্মনোযোগ হইলেই জ্ঞান হয়।

[বিশেষ বিবরণ চর্ম্মন্ দেখ।]

৪ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। পর্য্যায়—ত্বচ্, বল্কল, ত্বচ, বরাঙ্গ, মুখশোধন, শকল, সিংহল, ষড়, ভুরঙ্গ, কামবল্লভ, উৎকট, বহুগন্ধ, বিজুল, বনপ্রিয়, লটপর্ণ, গন্ধবল্ক, বহু, শীতল। ইহার গুণ কটু, শীতল, কফ ও কাসনাশক, শুক্র ও আমদোষনাশক, কণ্ঠশুদ্ধিকর ও লঘু। (রাজনি°) ৫ কঞ্চুক।

ত্বচ (ক্লী) প্রশস্তা ত্বগস্ত্যস্য, ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ গুড়ত্বচ্, দারুচিনি। ২ ত্বগ্‌পত্র। [ত্বচ্ দেখ।]

ত্বচস্ (ক্লী) ত্বচ-অসুন্। ত্বচ্।

ত্বচস্য (ত্রি) ত্বচসি হিতং যৎ। ত্বগিন্দ্রিয়ের হিতকর। "যদ্বং ত্বচস্যং তে বয়ং" (অথর্ব্ব ২।৩৩।৭)

ত্বচা (স্ত্রী) ত্বচ্ পক্ষে টাপ্ বা ত্বচতি সংবৃণোতি সর্ব্বশরীরমিতি অচ্ ততষ্টাপ্। ত্বক্।

ত্বচাপত্র (ক্লী) ত্বচা ত্বক্‌পত্রমিব যস্য। ত্বগ্‌পত্র, গুড়ত্বক্, দারুচিনি।

ত্বচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ত্বগ্বান্ ত্বগ্‌বৎ ইষ্ঠন্, ততো মতুপো লুক্ (বিন্মতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৫) ত্বচীয়ান্, অতিশয় ত্বক্‌যুক্ত।

ত্বচিসারঃ (পুং) ত্বচি সারো যস্য। সপ্তম্যা অলুক্ (হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) বংশ, বাঁশ।

ত্বচিসুগন্ধা (স্ত্রী) ত্বচি সুগন্ধো যস্যাঃ, সপ্তম্যাঃ অলুক্। কুদ্রৈলা, ছোট এলাচ।

ত্বচীয়স (ত্রি) অতিশয়েন ত্বগ্বান্ ত্বচ্-ঈয়সুন্, মতোর্লুক্। অতিশয় ত্বক্‌যুক্ত।

ত্বজ্‌জ্ঞান (স্ত্রী) ত্বচা জ্ঞানং। স্পর্শেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান, ত্বাচপ্রত্যক্ষ।

ত্বজ্‌জ্ঞেয় (ত্রি) ত্বচাজ্ঞেয়ঃ। স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞেয়।

ত্বৎ (ত্রি) তন-কিপ্ অনো বঃ তুক্ চ। (তনোতেরনশ্চ বঃ। উণ্ ২।৬৩) ১ ভিন্ন। ২ যুষ্মদ্‌শব্দের প্রথমার একবচনে ত্বং এইরূপ হয়, তোমা হইতে।

ত্বক (ত্রি) ত্বদীয়, ত্বৎ সম্বন্ধীয়, তোমার।

ত্বৎকৃত (ত্রি) ত্বয়া কৃতঃ ৩তৎ। তোমাকর্ত্তৃক কৃত, তোমাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

ত্বত্তস্ (অব্য) একার্থবৃত্তেঃ যুষ্মচ্ছব্দাৎ তসিল্। ত্বৎসকাশ হইতে, তোমার নিকট হইতে।

ত্বদীয় (ত্রি) তব ইদং একার্থবিবক্ষয়া যুষ্মদ্‌ত্বাৎ ছ, ত্বদাদেশঃ। একবচনার্থবৃত্তি যুষ্মদ্‌শব্দ সম্বন্ধী, ভবদীয়, তোমার, আপনার। যেস্থলে বহুবচন অর্থাৎ তোমাদের বুঝাইবে, সেই স্থলে ত্বদীয় এইরূপ হইবে না, যুষ্মদীয় এইরূপ হইবে। একত্ববিষয়ে ত্ব আদেশ হয়, বহুত্ব বিষয় হইলে হয় না।

ত্বদ্বিধ (ত্রি) ত্বমেব বিধা প্রকারো যস্য। ত্বৎসদৃশ, তোমার তুল্য।

ত্বম্পদলক্ষ্যার্থ (পুং) ত্বমিতি পদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ। অজ্ঞানাদি ব্যষ্টিসহিত এবং উহার আধারস্বরূপ অনুপহিত প্রত্যগানন্দরূপ তুরীয় চৈতন্য। [ত্বম্পদবাচ্যার্থ দেখ।]

ত্বম্পদবাচ্য (ত্রি) ত্বম্‌পদস্য বাচ্যঃ। ত্বম্পদাভিধ অর্থাৎ ত্বং, তুমি ব্রহ্ম।

"দেহাদিভিঃ পরিচ্ছিন্নো জীবস্ত্বম্পদাভিধঃ।" (বেদান্তপ°)
দেহাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীব ত্বম্পদবাচ্য। যে জীবের দেহাদি আবরণ নাই, তিনিই ত্বং এই পদের যোগ্য।

ত্বম্পদবাচ্যার্থ (ত্রি) ত্বমিতি পদস্য বাচ্যোঽর্থঃ। অজ্ঞানাদির ব্যষ্টি, অর্থাৎ অ-জ্ঞান, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূল শরীর ব্যষ্টি, এতদুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব, আর অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম, এই তিন দগ্ধলোহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রূপে 'ত্বং' এই পদের বাচ্যার্থ হয় এবং অজ্ঞানাদির ব্যষ্টিরূপ উপাধির ও তদুপহিত প্রাজ্ঞ প্রভৃতি চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত আনন্দস্বরূপ তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ হয়।

(বেদান্তসার) * [ব্রহ্ম দেখ।]

ত্বম্পদাভিধ (পুং) ত্বংপদং অভিধা যস্য। ত্বম্পদবাচ্য জীব, যাহার 'অহং' ইত্যাদি অভিমান তিরোহিত হইয়াছে এবং বোধস্বরূপে অবস্থিত, তিনিই ত্বম্পদাভিধ।

"আনন্দময়তয়া ভাতি বোহহমৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ॥" (বেদান্তসার)

ত্বন্ময় (ত্রি) যুষ্মৎ স্বরূপে ময়ট্। ত্বৎস্বরূপ। "ত্বন্ময়ং সর্বলোকানাং রসং রসবিদো বিদুঃ" (হরিবং°)

ত্বয়তা (স্ত্রী) ত্বয়া দত্তং পূষো° সাধুঃ। তোমাকর্ত্তৃক দত্ত। "সন ইন্দ্র! ত্বয়তায়া ইষে" (ঋক্ ৭।২০।২০) 'ত্বয়তায়ৈ ইষে ত্বয়া দত্তায়ৈ ইষে অন্নায়' (সায়ণ)

ত্বরণ (ক্লী) ত্বর ভাবে ল্যুট্। ত্বরা। ত্বরতে শীঘ্রং গচ্ছতি ত্বর-ল্যু। (ত্রি) দ্রুতগামী। "আত্মৈবাস্য বাতেরাস্য ত্বরণাঃ রূপণাশ্চ যাঃ।" (অথর্ব্ব ১১।৮।২৮)

ত্বরণীয় (ত্রি) ত্বর-অনীয়র্। ক্রতগমনশীল।

ত্বরমাণ (ত্রি) ত্বর-শানচ্। সত্বর, যে তাড়াতাড়ি করিতেছে।

ত্বরা (স্ত্রী) ত্বরণমিতি, ত্বর-অঙ্, ততঃ টাপ্। বেগ, অভীষ্টলাভের জন্য বিলম্বের অসহন। পর্য্যায়—সম্ভ্রম, আবেগ, ত্বরি, তূর্ণি, সংবেগ।

"অলক্ষং ময়া পূর্ব্বং নির্জ্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ॥"
(ভারত ৩।২৭৮।২৭)

ত্বরায়ন (ত্রি) ত্বরা অয়নং যস্য। ততো পত্বং। ত্বরাযুক্ত।

ত্বরাবৎ (ত্রি) ত্বরাস্ত্যস্য ত্বরা মতুপ্ মস্য বঃ। ত্বরাযুক্ত, সত্বর।

ত্বরি (স্ত্রী) ত্বরণমিতি ত্বর ভাবে ইন্। ত্বরা।

ত্বরিত (ক্লী) ত্বর-ক্ত। শীঘ্র। ত্বরতেস্মেতি, ত্বর 'গত্যর্থাকর্ম্মকেতি' কর্ত্তরি ক্ত, বা ত্বরা সঞ্জাতাঽস্য, তারকাদিত্বাদিতচ্। তদ্বিশিষ্ট, ত্বরাযুক্ত।

ত্বরিতক (পুং) ত্বরিতং কায়তি প্রকাশতে জায়তে কৈ-ক। ব্রীহিভেদ, তোরী। (সুশ্রুত)

ত্বরিতগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে দশটী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার পঞ্চম ও দশমবর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষরবর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ "ত্বরিতগতিশ্চ নজনগৈঃ।" উদাহরণ—"ত্বরিতগতির্ব্রজযুবতিস্তরণিসুতাবিপিনগতা॥"

(ছন্দোম°)

ত্বরিতা (স্ত্রী) দেবীভেদ, এই দেবী আশুফলদায়িনী। "অথাভিধাস্যে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীং" (তন্ত্রসার) যুদ্ধ জয়াদির জন্য ত্বরিতা দেবীর পূজা করিতে হয়, ইহার বিধান অগ্নিপুরাণে ১৪১ অধ্যায়ে এবং ইহার মন্ত্রাদির বিষয় তন্ত্রসারে লিখিত আছে।

ত্বরিতোদিত (ক্লী) ত্বরিতং শীঘ্রং যথা তথা উদিতং কথিতং। শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য। পর্য্যায় দ্রিমস্ত। (অমর)

ত্বলগ (ত্রি) ত্বলগ পূষো° সাধুঃ। জলসর্প। (পারস্করগৃ°)

ত্বক্ষ (ত্রি) ত্বক্ষ তনূকরণে ক্ত। তনূকৃত, অল্পীকৃত।

ত্বষ্টি (পুং) মনুক্ত সঙ্কীর্ণজাতিভেদ। "মৎস্যঘাতোনিষাদানাং ত্বষ্টিস্বায়োগবস্য চ।" (মনু ১০।৪৮)

ত্বষ্টীমতী (স্ত্রী) ত্বষ্টা তদন্বপ্রযোজ্যতয়াঃ মতুপ্‌-পূষো° সাধুঃ। ত্বষ্টার অনুগ্রহযুক্তা স্ত্রী।

ত্বষ্টৃ (পুং) ত্বেষতি দীপ্যতি ত্বিষ দীপ্তৌ তৃচ্, ইতো অত্বঞ্চ (নপ্তৃনেষ্টৃ ত্বষ্টৃহোতৃইতি। উণ্ ২।৯৬) ১ আদিত্যভেদ, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ত্বষ্টা একাদশ।

"একাদশস্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশোবিষ্ণুরুচ্যতে।" (ভারত ১।৬৫।১৫)

ইনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বিরাট্ পুরুষের দুই চক্ষুর্গোলক পৃথক্‌রূপে নির্গত হইলে লোকপাল ত্বষ্টা (একাদশ আদিত্য) আপনার অংশে চক্ষুর সহিত অধি-

* "অজ্ঞানাদিব্যষ্টিঃ এতদুপহিতাল্পজ্ঞাদিবিশিষ্টচৈতন্যং, এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং ত্বংপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং চৈতন্যং ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতি" (বেদান্তসার)

দেবতারূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন। সেই চক্ষুঃ হইতেই জীবের জ্ঞান হইয়া থাকে।

"নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥" (ভাগব° ৩৬।১৪)

(ত্বক্ষতি তনূকরোতি, কাষ্ঠাদিকং শিল্পকার্য্যার্থং ত্বক্ষ-তৃচ্। ২ বিশ্বকর্ম্মা, দেবশিল্পী।মাসেমাসে সূর্য্যরথে সাত জন পরিভ্রমণ করেন, ত্বষ্টা তাহাদিগের মধ্যে একজন। (বিষ্ণুপু° ২।১০ অঃ) ৩ বিশ্বকর্ম্মার পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।১২২) ৪ প্রজাপতিবিশেষ।

"ত্বষ্টাপ্রজাপতির্হ্যাসীৎ দেববশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।" (ভারত ৫।৯।৩)

৫ মহাদেব। "ধাতাশক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ মিত্রত্বষ্টা ধ্রুবো ধরঃ।"
(ভারত ১৩।১৭।১০৩)

৬ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, সূত্রধার। ৭ তদ্দেবতাক চিত্রানক্ষত্র, চিত্রানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (ত্রি) ৮ তক্ষণকর্ত্তা। ৯ পশু ও মনুষ্যাদির গর্ভের অভ্যন্তরস্থিত রেতোরূপ বিভাগকারক দেবভেদ। ইনি মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির গর্ভস্থিত রেতঃবিভাগ করিয়া থাকেন। (শুক্লযজুঃ ২৩।২০)

ত্বষ্টৃমৎ (ত্রি) ত্বষ্টৃ-অস্ত্যর্থে মতুপ্। বীর্য্যাধিষ্ঠাতৃ দেবভেদযুক্ত। "ত্বষ্টৃমন্তস্ত্বা সপেম" (শুক্লযজু° ৩৭।২০) 'ত্বষ্টা রেতসামধিষ্ঠাতা তৎসহিতাঃ মৈথুনার্থোপস্পর্শে বীর্য্যাধিষ্ঠাতাপেক্ষিতোঽত এতদ্ব্যাতাঃ' (মহীধর)

ত্বাংকামা (স্ত্রী) ত্বাং কাময়তে কম-ণিঙ্-অণ্ বেদে দ্বিতীয়ায়াঃ ন লুক্। তোমাকে অভিলাষকারিণী, যে তোমাকে অভিলাষ করে। "অগ্নে ত্বাংকাময়া গিরা" (ঋক্ ৮।১১।৭) লৌকিক প্রয়োগে ত্বৎকাম এইরূপ পদ হইবে।

ত্বাচপ্রত্যক্ষ (ক্লী) ত্বাচং ত্বচ-সম্বন্ধি প্রত্যক্ষং। স্পর্শজ্ঞান, স্পর্শেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, স্পর্শদ্বারা দ্রব্যাদির অনুভব।

'অথ জ্ঞানমাত্রে ত্বঙ্মনঃসংযোগস্য কারণত্বং তদা রাসনচাক্ষুষাদিকালে ত্বাচপ্রত্যক্ষং স্যাৎ' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

ত্বাদত্ত (ত্রি) ত্বয়া দত্তঃ বেদে সাধুঃ। তোমা কর্ত্তৃক দত্ত। "ত্বাদত্তেভী রুদ্র শন্তমেভিঃ" (ঋক্ ২।৩৩।২) 'ত্বাদত্তেভিস্ত্বয়া দত্তৈঃ' (সায়ণ)

ত্বাদাত (ত্রি) তোমাকর্ত্তৃক শোধনদ্বারা বিশদীকৃত। "ইন্দ্রত্বাদাতমিদ্যশঃ" (ঋক্ ১।১০।৭) 'ত্বাদাতং ত্বয়া শোধনেন বিশদীকৃতং' (সায়ণ)

ত্বাদূত (ত্রি) ত্বং দূতো যেষাং। তুমি যাহাদের দূত। "বরেণ ত্বাদূতাসো মনুষ্বদেম" (ঋক্ ২।১০।৬) 'ত্বাদূতাসঃ ত্বং দূতো যেষাং তে ত্বাদূতাসঃ যা ত্বয়া প্রেরিতা বয়ং' (সায়ণ)

ত্বাদৃশ্ (ত্রি) ত্বমিব দৃশ্যতে যুষ্মদ্ দৃশ্-কিন্। তোমার সদৃশ, তোমার তুল্য। একবচনে যুষ্মদ্‌কে ত্বাদৃশ এবং বহুবচনে হইবে যুষ্মাদৃশ এই রূপ হইবে।

ত্বাদৃশ (ত্রি) ত্বমিব দৃশ্যতে দৃশ্যতে যুষ্মদ্-দৃশ্-কঞ্। (ত্যদাদিষু দৃশে অনালোচনে কঞ্। পা ৩।২।৬০) তোমার সদৃশ।

"পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া।
শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া॥" (ভাগ° ৩।২০।৪)

ত্বায়ৎ (ত্রি) ত্বামাত্মন ইচ্ছতি, সুপ আত্মনঃ ক্যচ্, ক্যজন্তাৎ লটঃ শতৃ। আত্মাভিলাষী। "মা ত্বায়তো জরিতুঃ" (ঋক্ ১।৫৩।৩) 'ত্বায়ত ত্বামাত্মন ইচ্ছতো' (সায়ণ)

ত্বায়ু (ত্রি) ত্বামাত্মন ইচ্ছতি ক্যচ্ যুষ্মদস্মদোরেশে 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইতি-উ। তোমাকে কাময়মান, তোমাকে যে কামনা করে। "হুতা ইমে ত্বায়বঃ" (ঋক্ ১।৩।৪) 'ত্বায়ব ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে' (সায়ণ)

ত্বাবৎ (ত্রি) তবেব দর্শনমস্য যুষ্মদ মতুপ্ যুষ্মদস্মদোঃ ছন্দসি সাদৃশ্যে ইতি আদেশঃ। ত্বৎসদৃশ, তোমার তুল্য। "ত্বাবান্ মনাগসঃ" (ঋক্ ১।৩১।১৪) 'ত্বাবান্ ত্বৎসদৃশঃ'
(সায়ণ)

ত্বাবসু (পুং) ত্বং বসু র্ব্যাপকো ছস্য আদেশঃ বেদে পূর্ব্বো সাধুঃ। তোমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। লৌকিক প্রত্যয়ে ত্বদ্বসু এইরূপ পদ হইবে।

ত্বাবৃধ (ত্রি) ত্বয়া বর্দ্ধিতঃ। তোমা কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত। "বৃতি রজয়ত্বাবৃধেভিঃ" (ঋক্ ১০।৬৯।৯) 'ত্বাবৃধেভি ত্বয়া বর্দ্ধিতৈঃ'
(সায়ণ)

ত্বাষ্টী (স্ত্রী) দুর্গা।

"ত্বষ তুষ্টৌ স্মৃতো ধাতু স্তত তুষ্টী নিপাতনে।
স্বজত্যেষা প্রজাস্তষ্টী ত্বাষ্টী তেন প্রকীর্ত্তিতা।"
(দেবীপু° ৪৫ অঃ)

ত্বষ ধাতুর অর্থ তুষ্টি, ইনি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন, এই জন্য ইহার নাম ত্বাষ্টী হইয়াছে।

ত্বাষ্ট্র (ত্রি) ত্বষ্টা দেবতা অস্য অণ্। ত্বষ্টৃ দেবতাক আজ্যাদি। ত্বষ্টা দেবের উদ্দেশে ঘৃত প্রভৃতি। ২ বৃত্রাসুর।

"উদ্যমেন হতত্বাষ্ট্রঃ নমচুর্বল এবচ।" (দেবীভাগ° ৫।৫।৪)

৩ বিশ্বরূপ। (ভাগ° ৬।৮।২) ত্বষ্টা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্য ইত্যণ্। ৪ চিত্রা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ৭।১১)

ত্বাষ্ট্রী (স্ত্রী) ত্বষ্টা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্য, ত্বষ্টৃ অণ্ ঙীপ্। ১ চিত্রানক্ষত্র। ত্বষ্টু বিশ্বকর্ম্মণঃ অপত্যং স্ত্রী। ২ সংজ্ঞানামে সূর্য্যের পত্নী, বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা যা সংজ্ঞানামে এক কন্যা হয়, বিবস্বানের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

"জাম্বীবু সবিদূ র্ভার্য্যা বড়বারূপধারিণী।
অসূয়ত মহাভাগা সাত্তরীক্ষেং ত্বিনাবুভৌ ॥"
(ভারত ১।৬৬।৩৫) ৩ রথিকা, ক্ষুদ্ররথ। (ত্রিকা°)

ত্বিষ্ (স্ত্রী) ত্বিষ দীপ্তৌ সম্পদাদিত্বাদি কিপ্। শোভা, প্রভা, দীপ্তি।
"চয়ত্বিষা মিত্যবধাপরভং পুর-
ভতঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিং।" (মাঘ ১।৩)
২ বাক্য। ৩ ব্যবসায়। ৪ জিগীষা। (ত্রি) ৫ দীপ্যমান। "তবা ত্বিষো জনিমন্‌রেজন্ত" (ঋক্ ৪।১৭।২) 'হে ইন্দ্র ত্বিষো দীপ্যমানস্ত তব' (সায়ণ)

ত্বিষা (স্ত্রী) ত্বিষ্ হলন্তাৎ বা টাপ্। দীপ্তি। (শব্দর°)

ত্বিষামীশ (পুং) ত্বিষাং ঈশঃ অলুক্ সমাসঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্ক বৃক্ষ।

ত্বিষাম্পতি (পুং) ত্বিষাং পতিঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

ত্বিষি (স্ত্রী) ত্বিষ দীপ্তৌ ত্বিষ্ ইন্ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) কিরণ। "ত্বিষীরধিত সূর্য্যস্য" (ঋক্ ৯।৭১।৯)

ত্বিষিত (ত্রি) ত্বিট্ জাতা২স্য তারকাদি° ইতচ্। জলিত। "অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ" (ঋক্ ১০।৮৪।২)

ত্বিষীমৎ (ত্রি) ত্বিষি বিদ্যতে২স্য ত্বিষি মতুপ্ বেদে দীর্ঘঃ। দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। 'প্রভরতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায়' (ঋক্ ১।১৫৫।৫) 'ত্বিষীমতে দীপ্তিমতে' (সায়ণ)

ত্বেষ (ত্রি) ত্বিষ পচাদ্যচ্। দীপ্ত। "ত্বেষাসো হ্যে রমবন্তঃ" (ঋক্ ১।৩৬।২০) 'ত্বেষাসঃ দীপ্তাঃ ত্বিষ দীপ্তৌ পচাদ্যচ্' (সায়ণ)

ত্বেষথ (ত্রি) ত্বিষ-অথচ্। দীপ্ত। "শূরস্যেব ত্বেষথাদীষতেবয়ঃ" (ঋক্ ১।১৪১।৮) 'তেবথাদয়ইব, কস্যচিৎ বিক্রান্তস্য দীপ্তাৎ তেজসঃ সকাশাৎ' (সায়ণ)

ত্বেষচ্ছায় (ত্রি) ত্বেষং দীপ্তং ছায়ং যস্য। দীপ্যমান যশোযুক্ত। "ত্বেষচ্ছায়ায় শুষ্মিণে" (ঋক্ ১।৩৭।৪) 'ত্বেষচ্ছায়ায় দীপ্যমান যশসে' (সায়ণ)

ত্বেষনৃম্ণ (ত্রি) ত্বেষং নৃম্ণং যস্য। প্রদীপ্তবল। "যতো যস্য উগ্রত্বেষনৃম্ণঃ" (ঋক্ ১০।১২০।১) 'ত্বেষনৃম্ণঃ প্রদীপ্তবলঃ' (সায়ণ)

ত্বেষপ্রতীক (ত্রি) ত্বেষপ্রতীকঃ যস্য। দীপ্তমুখ। "বিদ্যুৎ ত্বেষপ্রতীকা" (ঋক্ ১।৬৬।৭) 'ত্বেষপ্রতীকা দীপ্তমুখাঃ' (সায়ণ)

ত্বেষরথ (ত্রি) ত্বেষঃ রথঃ যস্য। দীপ্তরথ। "মারুতোগণস্ত্বেষরথঃ" (ঋক্ ৫।৬১।১৩) 'ত্বেষরথঃ দীপ্তরথঃ' (সায়ণ)

ত্বেষস্ (স্ত্রী) ত্বিষ্-অসুন্। দীপ্ত। "অত্যেত্বু ত্বেষসারস্তঃ" (ঋক্ ১।৬১।১১) 'ত্বেষসা দীপ্তেন' (সায়ণ)

ত্বেষসংদৃশ্ (ত্রি) ত্বেষঃ সংদৃক্ যস্য। দীপ্তসংদর্শন। "ত্বেষসংদৃশোনরঃ" (ঋক্ ১।৮৫।৮) 'ত্বেষসংদৃশঃ দীপ্তসংদর্শনাঃ, ত্বিষ দীপ্তৌ পচাদ্যচ্, দৃশি প্রেক্ষণে, সংপূর্ব্বদস্মাদ্ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং' (সায়ণ)

ত্বেষী (স্ত্রী) দীপ্তা। "ত্বেষ্যেষামণীচ্যেন" (ঋক্ ৭।৬১।১০) 'ত্বেষী দীপ্তা চ ভবতি।' (সায়ণ)

ত্বৈ (অব্য) স্বচ বা° তৈ। ১ বিশেষ। ২ বিতর্ক। (শব্দার্থচি°)

ত্বৈষীরথী (পুং) কুশিক। "কুশিকত্বৈষীরথিঃ।" (ঋক্১।১০।১১ ভাষ্যে সায়ণ)

ত্বোত (ত্রি) ত্বয়া উতঃ বেদে সাধুঃ। তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত। "ত্বোতাসোস্ত্বর্বতা" (ঋক্ ১।৮।২) 'ত্বোতাস ত্বয়ারক্ষিতা' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে ত্বদূত এইরূপ পদ হইবে।

ৎসরু (পুং) ৎসরতি কৌটিল্যং গচ্ছতি ৎসর-উ (ভৃমৃশীতৃচরিৎসরীতি। উণ্ ১।৭) ১ খড়্গমুষ্টি, পর্য্যায়—মুষ্টিতালতল। ২ সর্প।
"মামাং পন্থেন রপসা বিদৎ ৎসরু" (ঋক্ ৫।৫০।১)
'ৎসরুশ্ছদ্মগামী জিহ্মগঃ সর্পঃ' (সায়ণ)

ৎসারিন্ (ত্রি) ৎসরণযুক্ত, অত্যন্তভীত। "ত্বাং ৎসারী দলমানঃ" (ঋক্ ১।১৩৪।৫) 'ৎসারী ৎসরণবান্ অত্যন্তভীতঃ' (সায়ণ)

ৎসারুক (ত্রি) ৎসরৌ তদ্যুদ্ধে নিপুণঃ, আকর্ষা° কন্ ততঃ স্বার্থে অণ্। অসিযুদ্ধনিপুণ।
"তথাতিপুরুষানন্যান্ ৎসারুকৌ যমজাবুভৌ।"
(ভারত ১।১৩২ অ°)

MAHARAJAH'S LIBRARY 5 JUN 1897 COOCH BEHAR.

থ, ব্যঞ্জনবর্ণের সপ্তদশ ও তবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল, দন্তমূলের দ্বারা জিহ্বাগ্রস্পর্শ, আভ্যন্তর প্রযত্ন হেতু স্পর্শবর্ণতা। বাহ্য প্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ। ইহার বাচক শব্দ—ত্রিবাসী, মহাগ্রন্থি, গ্রন্থিগ্রাহ, ভয়ানক, শিলী, শিরসিজ, দন্তী, ভদ্রকালী, শিলোচ্চয়, কৃষ্ণ, বুদ্ধি, বিকর্ণা, দক্ষিণাশা, অধিপ, অমর, বরদা, তোপদা, কেশ, বামজঙ্ঘা, অনল, অমল, লোল, উজ্জয়িনী, পৃথ্, গুহ্য, শরচ্চন্দ্র, বিদারক। (বর্ণাভিধান) ইহার লেখন প্রকার—বাম হইতে দক্ষিণদিকে কুঞ্চিত কুণ্ডলী করিয়া তৎপরে কুঞ্চিত হইয়া দক্ষিণাধোভাগে আনিবে, তৎপরে ঊর্দ্ধদিকে একটী আয়ত রেখা টানিবে। ইহার ধ্যান—

"নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং ষড়্ভুজাং বরদাং পরাম্।
পীতবস্ত্রপরিধানাং সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা থকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং থকারং প্রণমাম্যহম্॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে—বামজঙ্ঘায় থকারের ন্যাস করিতে হয়।

ইহার স্বরূপ—কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী, ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু, পঞ্চদেবময় ও সর্ব্বদা পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ এবং নবোদিত সূর্য্যের মত।

"থকারং চঞ্চলাপাঙ্গি! কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
অরুণাদিত্যসঙ্কাশং থকারং প্রণমাম্যহম্॥" (কামধেনুতন্ত্র)

কাব্যাদিতে থকারের প্রথম প্রয়োগে দুঃখ ফল। "থস্তু দুঃখম্।" (বৃত্তরত্না°টী)

থ (পুং) স্থ্‌ড় সংবৃত্তৌ ড। ১ পর্ব্বত। ২ ব্যাধিভেদ। ৩ ভয়চিহ্ন। ৪ ভক্ষণ। (ক্লী) ৫ রক্ষণ। ৬ মঙ্গল। ৭ সাধ্বস। (ত্রি) ৮ ভয়রক্ষক।

থই (দেশজ) ১ স্থপতি, মিস্ত্রী। ২ স্থলী, তল।

থইগন্নি (দেশজ) স্থপতির কার্য্য।

থকা (স্তবকের অপভ্রংশ) স্তবক, গোছা।

থকা থকা (দেশজ) গোছা গোছা, স্তবকে স্তবকে।

থকার (পুং) থ স্বরূপে কারঃ। থ ব্যঞ্জনবর্ণ।

থকাবাক্ (দেশজ) ১ আবিল, ঘোলা। ২ ঘন, গাঢ়।

থকারাদি (পুং) থকার আদির্যস্য। যাহার আদিতে থ এই বর্ণ আছে।

থকারান্ত (ত্রি) থকারো অন্তে যস্য। যাহার শেষে থ আছে।

থকথকিয়া (দেশজ) ঈষৎ তরল।

থকথকে (দেশজ) ঈষৎ তরল, ঈষৎ জল।

থকড় (দেশজ) থাপড়, চড়।

থগর, মিররাজের তৌফুজেলার অন্তর্গত একটী নগর। (সংস্কৃত নাম স্থগর।) ইহার ভিতর দিয়া কতকগুলি গিরিটপল গিয়াছে। মধ্যে নানাবৃক্ষলতাকীর্ণ ও শস্যশালী উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়।

থড়া (দেশজ) চমকান।

থতিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ফরখাবাদ জেলার অন্তর্গত ফিরবানগর হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী নগর, পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। এখনও এখানে ছাউনী আছে। কতকগুলি রাস্তা আসিয়া এই নগরে মিলিত হইয়াছে। এখানে গবাদির ব্যবসা, পুলিস, ডাকঘর, ইংরাজী বিদ্যালয়, সরাই প্রভৃতি আছে। নগরের দক্ষিণে এক উচ্চ জমির উপর দুর্গের চিহ্ন রহিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ দুর্গ মধ্যে তালগ্রামের বাঘেলা রাজপুতগণ বাস করিতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গপতি বাঘেলা সর্দ্দারও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের পর তিনি দ্বীপান্তরিত হন ও দুর্গধ্বংস করা হয়।

থতুন, ব্রহ্মদেশের তেনেসেরিম্ বিভাগের আমহার্ট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখন আর এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি কিছুই নাই। তলৈঙ্গ ইতিহাসে এই স্থান অতি বিখ্যাত। দেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭ শতাব্দীতে এই নগর স্থাপিত হয় এবং বহুকাল এক স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীরূপে বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রহ্মরাজ অ-ন-ব-র-ত অধিকার করেন। ব্রহ্মপুরাবৃত্তে থতুন অধিকারের বিবরণ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই নগরে অনেক বৌদ্ধ দেবালয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন ধ্বংসমুখে পতিত।

থপ্ (দেশজ) কোমলবস্তুর মৃত্তিকাদিতে পতন-ধ্বনি।

থপাৎ (দেশজ) কোমল বস্তুর মৃত্তিকাদিতে পতন ধ্বনি।

থপ্থপ্ (দেশজ) হস্তী ও ভেকাদির ন্যায় মৃদুগতিতে গমন করা।

থপ্পড় (দেশজ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

থপ্পর (দেশজ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

থমক (দেশজ) ১ ধিক্কার। ২ চমকান।

থম্কান (দেশজ) চমকাইয়া উঠন, ভয় বা আশ্চর্য্য হেতু স্তম্ভিত হওন।

থম্‌থমা, থম্‌থমিয়া (দেশজ) মন্দীভূত, মৃদুগতি, স্থিরপ্রায়, শিথিল।

থরু (দেশজ) ১ স্তর। ২ মস্তকের যে অংশে কেশের প্রান্তভাগ পতিত হয়।

থর ও পার্কর, সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৪°১৩´ ও ২৬°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৫১´ হইতে ৭১°৮´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১২৭২৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে খয়েরপুররাজ্য, পূর্ব্বে জয়শালমের, মলানি, যোধপুর ও পালনপুর রাজ্য, দক্ষিণে কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি, পশ্চিমে হায়দরাবাদ জেলা। জেলার সদর অমরকোট।

থর ও পার্কর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—এক ভাগ 'পট' বা সমতল ভূভাগ এবং 'থর' বা মরুভূমি। পট ভূভাগ সিন্ধু হইতে ৫০ বা ১০০ ফিট্ উচ্চ হইয়া আছে—ইহার মধ্যেও এক একটী প্রায় ২০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ বালুকাশৈল বিদ্যমান। কিন্তু থরের মধ্যে তদপেক্ষা উচ্চ বালুকাশৈল দেখা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ভূভাগ মরুময় বোধ হইত, তেমন জলেরও সুবিধা ছিল না। কিন্তু জল সরবরাহের জন্ত রোড়ী নামক খাল কাটা হইলে ক্রমে এই জেলার নারা নামক ভূভাগ জঙ্গল ও জলায় আকীর্ণ হইয়াছে। এই ভূভাগে পূর্ব্ব নারা ও মিথ্রৌ নামে দুইটী খাল বহিতেছে; তাহাতে চোর ও থরথাল নামে দুইটী কৃত্রিম স্রোত বাহির হইয়া প্রায় ৮০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে।

থর বা মরুময় অংশে নদী বা কোন প্রকার খাল নাই। কেবল ঢেউ-খেলান উচ্চ উচ্চ বালুকাস্তূপ পড়িয়া আছে।

থরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে পার্কর নাম ভূভাগ। থর হইতে এই স্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালা রহিয়াছে, কোনটী ৩৫০ ফিটের বেশী হইবে না, তাহার প্রস্তর অতি কঠিন। ইহার পূর্ব্বাংশ তেমন উচ্চ নহে; এই অংশ ক্রমে নিম্ন হইয়া শেষে মৃত্তিকাযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

জেলার নানাস্থানে শুষ্ক নদী-গর্ত্ত পড়িয়া আছে, দেখিলেই বোধ হয় যে, এক সময় সিন্ধুনদ অথবা তাহার কোন শাখা প্রশাখার স্রোত প্রবাহিত হইত। এখন যেখানে মরু সেইখানেই পূর্ব্বে শস্তশালিনী ভূমি ছিল। বিস্তর ইষ্টক ও পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই জানা যায় যে এক সময় লোকাবাসও ছিল।

পুরাতত্ত্ব। পার্কর ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বিরাবার ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোর্চা নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জৈন দেব-মন্দির আছে, এখানকার জিনমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্ত বহুদূর হইতে জৈনযাত্রীর সমাগম হয়। ইহার নিকট পারা-নগর নামে এক প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা আয়তনে প্রায় ৬ মাইল হইবে। ধর্ম্মসিংহ নামে এক ব্যক্তি ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে দুর্দ্দশা ঘটে। এখানকার প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়ের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। খিপ্রা নগরের দক্ষিণে নারা খালের উপর রতাকোট নামে এক বিধ্বস্ত নগর দেখা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে রতা নামে একজন এই নগর স্থাপন করেন, পাঁচশত বর্ষ হইতে ইহার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জেলার নানাস্থানে তলপুরমীরদিগের সময় নির্ম্মিত অনেক গুলি দুর্গ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ইস্‌লামকোট, মিঠি ও সিঙ্গাল প্রধান। এখন সকল গুলিরই ভগ্নাবস্থা।

ইতিহাস। জেলার প্রাচীন ইতিহাস বেশী কিছু জানা যায় না। এখানকার সোদা রাজপুতেরা বলিয়া থাকেন—উজ্জয়িনীতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পরমার সোদা বাস করিতেন। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন এবং এখানকার শাসনকর্ত্তাগণকে পরাভূত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাদের পূর্ব্বে সুমরাগণ রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে সুমরাগণ সোদা রাজপুতের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সোদারাও কল্‌হোরাগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছু কাল এই জেলা সিন্ধুরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কল্‌হোরাদিগের অধঃপতনের পর এই জেলা তলপুরমীরদিগের অধিকারে আইসে। তাঁহারা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের ½ অংশ ভাগ লইতেন। তাঁহাদের সময় এখানে নানাস্থানে দুর্গাদি নির্ম্মিত হয়।

বহুদিন ধরিয়া থর ও পার্কর জেলা ডাকাতের আড্ডা বলিয়া গণ্য ছিল। সেই সকল ডাকাতেরা কচ্ছ ও নিকট-বর্ত্তী জেলায় গিয়া লুঠপাঠ করিত।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশ বৃটীশরাজ্যভুক্ত হইলে এই জেলার লোকেরা কচ্ছের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করে। তদনুসারে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়ারি, দিপ্‌লা, মিঠি, ইস্‌-লামকোট, সিঙ্গালা, বিরাবা, পিটাপুর, বোজাসর ও পার্কর কচ্ছের সামিল হয় এবং অমরকোট, সদরা ও নারাই প্রভৃতি কতকগুলি ভূভাগ হায়দরাবাদ কালেক্টরীর (মীরপুরের ডেপুটী কালেক্টরের) অধীন হইল।

লাখরাজ ও হিন্দুবিবাহ উৎসবে পাটেল বা প্রধানেরা

যে অনর্থক অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় সর্দারদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিতেও নিষেধ করা হয়। এই সকল কারণে সোদা রাজপুতেরা ক্ষেপিয়া উঠে ও বিদ্রোহী হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে অল্পেই বিদ্রোহ শান্ত হইল। তখন গবর্মেণ্ট তাহাদের অসন্তোষের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। সোদারা জানাইলেন—'করাড় বণিয়াদিগের প্রতি বিবাহে করস্বরূপ ২৬৷৹ টাকা ও ঋণগ্রহণকালে এক টাকা আদায় পাইতে ইচ্ছা করি, কারণ বরাবর পাইয়া আসিতেছি। তাঁহারা যে সকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেন, তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে ও অনেকগুলি তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইয়াছে; বিশেষতঃ অজন্মার সময় যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য অহিফেন বা শস্যাদির শুল্ক রহিত করা হয়। সোদারা বহুদিন হইতেই ভ্রমণকালে বণিয়াদিগের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র বিনা ব্যয়ে আহারাদি ও শস্য পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই প্রথা এখনও রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এ ছাড়া অমরকোট হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহার কিয়দংশ তাঁহারা পাইতে পারেন।'

আবেদন শুনিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন,—

করাড় বণিয়াদিগের বিবাহে দেয় করস্বরূপ সোদারা উক্ত বণিয়াদিগের নিকট হইতে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ১১০০০৲ টাকার বার্ষিক সুদ পাইবেন, নিষ্করে কতকগুলি জমি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অমরকোট হইতে যে শুল্ক আদায় হইবে, তাহারও কিছু কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সোদা জমিদারের সহিত অমরকোট ও নারা বিভাগের একরূপ বন্দোবস্ত হয়, তৎপরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের কমিসনার সর্ বার্টল ফ্রিয়ার এখানে দশসালা বন্দোবস্ত চালাইলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই জেলার মরুময় ভাগ ও পার্কর আবার সিন্ধুপ্রদেশের সামিল করা হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি কোলিসৈন্য রাণার সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হয়, হায়দরাবাদ হইতে সৈন্য গিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিচারে রাণার ১৪ বর্ষ ও তাঁহার মন্ত্রীর ১০ বর্ষ নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। তৎপরে এই জেলায় আর কোন গোলমাল হয় নাই।

এখানে লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। তন্মধ্যে শতকরা ৫০ জন মুসলমান, হিন্দু ২১ জন এবং অহিন্দু অসভ্য জাতি প্রায় শতকরা ২৩ জন। এ ছাড়া জৈন, শিখ, খৃষ্টান, য়িহুদী ও একজন ব্রাহ্ম আছে। যাজন্না ও দুগ্ধই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। এখানে খরীফ, রবি ও আবাদ এই তিন শস্য উৎপন্ন হয়। তবে স্থানভেদে বপন ও কর্ত্তন করিবার সময়ের কিছু পার্থক্য আছে।

বাণিজ্য—খর ও পার্কর হইতে প্রধানতঃ নানাবিধ শস্য, পশম, ঘৃত, উষ্ট্র, গো, মেষ, চর্ম্ম, মৎস্য, লবণ এবং পাখা নির্ম্মাণযোগ্য পণ নামক এক প্রকার খাগড়া রপ্তানী হয় এবং তুলা, ধাতু, শুষ্ক ফল, রঙ্, থান কাপড়, রেশম, গুড় ও তামাকু আমদানী হয়। এখানে উত্তম পশমী বনাত ও মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শাসন—রাজস্ব ও বিচারকর্তৃত্ব একজন ডেপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহার উপর জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ উভয়ের ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাঁহার অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ডেপুটী কালেক্টর ও একজন মুখ্‌তিয়ারকার আছেন। মুখ্‌তিয়ারকারদিগের ক্ষমতা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায়।

পশু পক্ষ্যাদি সিন্ধুপ্রদেশের অপর স্থানের মত। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

খর্‌খর্ (দেশজ) ভয়াদিহেতু কম্পন।

খরবদী, নিম্নব্রহ্মের অন্তর্গত একটী বিস্তৃত জেলা। ইহার উত্তর সীমা প্রোম্ জেলা, পূর্ব্বে পেগুযোমাগিরি, দক্ষিণে হন্থবদী ও পশ্চিমে ইরাবতী নদী। ভূপরিমাণ ২০১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ইহার প্রধান সদর খরবতী। সদরের ধার দিয়া ইরাবতী ষ্টেট্ রেলওয়ে গিয়াছে।

এখানকার ইরাবতী ও নিত্তং নদীর অববাহিকা ও পেগুয়োমাশৈলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। প্রধান শৈলশৃঙ্গ বরবেসকন্ ও ক্যোক্‌পু-দঙ, উভয়টাই প্রায় ২০০০ ফিট্ উচ্চ। শৈলমালার মধ্যে ক্যোক্-ত-দ অর্থাৎ শৈলসেতু নামে এক বিচিত্র গিরি আছে, এক বৃহৎ স্তূপের উপর দিয়া এই পাহাড় বিস্তৃত সুতরাং দেখিতে সেতুর ন্যায় বলিয়া শৈলসেতু নাম হইয়াছে।

এ জেলার মাটি উর্ব্বরা। ইহার ইতিহাস হেনজদা জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে এখন অনেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, তেলুগু ও তামিল প্রভৃতি জাতি গিয়া বাস করিতেছে। অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৭ জন বৌদ্ধ। [হেনজদা দেখ।]

খরাড়, খরাড় ও মোরবাঙ্গা রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°২৩´১০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭১°৩৭´ পূঃ। এখানে রাজা বাস করেন।

থরাড় ও মোরবাড়া, বোম্বাই প্রদেশের পালনপুর এজেন্সীর অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮ ক্রোশ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১২½ ক্রোশ। রাজপুতনার সীমান্তে গুজরাটের উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা সাচোরের এবাকাধীন মাড়বার জেলা, পূর্ব্বে পালনপুররাজ্য, দক্ষিণে ভাবর ও তেরবারা রাজ্য। এই রাজ্যের অধিকাংশ জমিই অনুর্ব্বর ও বালুকাময়, কেবল গ্রামাদির নিকট অতি অল্প কালমাটির জমি পাওয়া যায়। এখানে মাটির প্রায় ৫০ হইতে ৮০ হাত নীচে জল। সুতরাং জল সরবরাহের সুবিধা নাই, এ জন্য এখানকার ব্যবহার্য্য শস্য অতি সামান্যই জন্মে, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকার শস্য ভাল জন্মিতে পারেনা। এখানে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্ম হয়। অপর রোগ বড় একটা নাই, তবে জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব। পালি হইতে মাণ্ডবী পর্য্যন্ত বৃহৎ পাকা রাস্তা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এখানে বহুদিন হইতে বাঘেলা রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, খোসা প্রভৃতি লুণ্ঠনকারীদিগের মহাউৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এখানকার সামন্তরাজ (সর্দ্দার) বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমান সর্দ্দারের নাম ঠাকুর খেঙ্গর সিংহ। ইনি থরাড় নামক নগরে বাস করেন ও আপন হস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

এই রাজ্যের আয় ৮৫০০০৲। সৈন্যসংখ্যা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৩০ জন পদাতি। এখানে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পাইয়া থাকে।

থরে থরে (দেশজ) স্তবকে স্তবকে, থাকে থাকে।

থর্থরী (দেশজ) ভীতি।

থরসা (দেশজ) অর্দ্ধপক্ব, যাহা আধা রাঁধা হইয়াছে, অথচ খোলা খোলা আছে।

থল (দেশজ) স্থল।

থলকুড়ী (দেশজ) বঙ্কলতাভেদ (Hydrocotyle Asiatica.)

থল্পদ্ম (দেশজ) স্থলপদ্ম।

থলিয়া, থলী, থলে (দেশজ) ঝুলি, গুণ, ছালা।

থল্যাৎ (দেশজ) অপহৃত দ্রব্যের গ্রাহক, যে চোরামাল গ্রহণ করে।

থলুয়া (দেশজ) স্তবক, গুচ্ছ, থকা।

থলো (দেশজ) থলুয়া।

থল্থল্ (দেশজ) মাংসল, মোটা।

থস্থসিয়া (দেশজ) কোমল, নরম, স্থিতিস্থাপক।

থা (দেশজ) ১ স্থিরতা। ২ শৃঙ্খলা।

থাই (দেশজ) ১ গভীরতা। ২ জলাশয়ের তলদেশ।

থাউকা (দেশজ) সর্ব্বসমেত, সকল একত্র।

থাক্ (দেশজ) ১ স্তর। ২ সীমা।

থাক্থাক্ (দেশজ) স্তরে স্তরে, উপর্য্যুপরি, সারি সারি।

থাকন, থাকা (দেশজ) স্থিতিকরণ, অবস্থিতি, বাসকরণ।

থাড় (দেশজ) সোজা।

থাড়কাঁতী (দেশজ) উচ্চ কূল বা ধার।

থাড়ান (দেশজ) কোন বস্তু প্রস্তুতকরণ।

থাতামুতা (দেশজ) সামান্য, সাদাসিদা। (ঔষধ)

থান্ (দেশজ) খণ্ড, টুক্‌রা, মুদ্রাখণ্ড, বস্ত্রখণ্ড। ২ অখণ্ড বিলাতি বস্ত্র। ২০ গজ কাপড়ে সাধারণতঃ এক থান হয়, ১৮ গজেও কোন কোন বস্ত্রের থান্ হয়। পাড়হীন বস্ত্রকেও থান কহে।

থান, বোম্বাই প্রদেশে কাঠিবাড় রাজ্যের ঝালাবার উপবিভাগে এই সহর অবস্থিত, ইহা লখতর জমীদারীর অন্তর্গত। বড়বান হইতে রাজকোট পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহা এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই সহরে একটা দুর্গ আছে। এখানকার ত্রিনেত্রেশ্বরের মন্দির, কন্দোলার সূর্য্যমন্দির ও বাসাঙ্গীর বাসুকীমন্দির অতি বিখ্যাত। [ত্রিনেত্রেশ্বর দেখ।]

সহরের নিকটে কামলা ও প্রিতম (প্রিয়তম) নামে দুইটী পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, এই দুই সরোবরে লক্ষ্মীনারায়ণ স্নান করিতেন। দুর্গটীর নাম কন্দোলা। এই স্থানেই সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দির। কন্দোলা দুর্গের সম্মুখভাগে পর্ব্বতের উপর সোণগড় দুর্গ। বাসুকীমন্দিরের ন্যায় বান্দিয়াবেলি নামক স্থানে বন্দুক নামে আরও একটা সর্পমন্দির আছে। ইহার নিকটে টাঙ্গা পর্ব্বতমালা, এই পর্ব্বতের একাংশকে মাণ্ডব পর্ব্বত বলে। ইহার উপর মাণ্ডব দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

থানকুনী (দেশজ) থলকুড়ী।

থানছাড়া (দেশজ) স্থানচ্যুতি।

থান্থান্ (দেশজ) খণ্ড খণ্ড, টুক্‌রা টুক্‌রা।

থানা, বোম্বাই প্রদেশের একটী জেলা। ইহার উত্তরে পর্ত্তুগীজের অধিকৃত দমান ও সুরাট জেলা, পূর্ব্বে নাসিক, আহম্মদনগর ও পুণা, দক্ষিণে কোলাবা জেলা এবং পশ্চিমে আরব সাগর। এই জেলায় উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্বাংশের ভূভাগ উচ্চ। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জমী নাবাল, তবে প্লাবন হয় না। নাসিক জেলায় অবস্থিত ত্র্যম্বক পর্ব্বতে বৈতরণীনদী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা একটী পবিত্র নদী। এই নদীই এখানকার প্রধান। এই জেলার নিকটে সাল্‌সেট দ্বীপ।

এখানে হ্রদ নাই, তবে কুর্লা ও থানার মধ্যে বোম্বাই নগরের ৭৷৹ ক্রোশ দূরে বেহার নামক স্থানে একটী জলসকর জলাশয় আছে। ইহার পরিমাণ ৪২০০ বিঘা। ইহা হইতে বোম্বাই সহরে জল সরবরাহ করা হয়। তিনটী বাঁধ বাঁধিয়া এই জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নিকটে কোন রূপ চাষবাস বা ব্যবসা বাণিজ্য হয় না, গবর্মেণ্টের নিষেধ আছে। পূর্ব্বে ইহার জল ছিল ভাল, এখন নল গজাইয়া কিছু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটি ইহার জল ভাল করিবার জন্য নানা উপায় করিতেছেন।

পর্ব্বত প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। সালসেট দ্বীপের উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই তন্মধ্যে প্রধান। মাথেরাণ ও দমন পর্ব্বতমালা প্রসিদ্ধ। বৈতরণীর উৎপত্তি স্থল হইতে উত্তরদক্ষিণে কতকগুলি পাহাড় আছে। তাহার কোন কোনটীতে সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছে। এই সকল পার্ব্বতীয় দুর্গের মধ্যে মাহুলী ও মলনগড় বিখ্যাত। কানাড়া ও খান্দেশের বনজাত কাষ্ঠের পরই থানার বন্য কাষ্ঠের সমাদর আছে। বোম্বাই নগরের জ্বালানিকাষ্ঠ এখানকার বন হইতে যায়। খৃষ্টান, মুসলমান ও পারসীরাই কাষ্ঠের ব্যবসায় করে।

সমুদ্রে মৎস্যধারণও এ জেলার একটী লাভকর ব্যবসায়। লবণাক্ত ও শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায়ও বেশ প্রবল।

পেশবার অধিকৃত, রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া এই জেলা গঠিত হইয়াছে। [অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয় 'বোম্বাই' শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই জেলায় প্রায় ৯ লক্ষ ১০ হাজার লোকের বাস। সালসেট ও বেসিন নামক স্থানের খৃষ্টানেরা ষোড়শ শতাব্দীতে সেণ্ট জেভিয়ার ও তদনুচরগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। ইহারা ভাণ্ডারী, কুণবী, কোলী প্রভৃতি জাতি হইতে খৃষ্টান হয়। খৃষ্টান হইয়াও ইহারা জাতিভেদ মানিয়া আসিতেছে। এখনও ইহারা পরিচয় দিবার সময় খৃষ্টান ভাণ্ডারী, খৃষ্টান কুণবী বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরস্পর আদান প্রদান করে না। ইহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান নামও আছে। ইহাদের অনেকগুলি গির্জ্জায় মেলা হয়। মেলার সময় খৃষ্টান ব্যতীত হিন্দু ও পারসীযাত্রীরও সমাগম হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে অনেক গির্জ্জায় রোগ আরোগ্য হয়, সেই জন্য তাহারা আসিয়া নানাবিধ পূজোপহার দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হীন লোকে ইংরেজ কোট ও লাল টুপি ব্যবহার করে। উক্ত খৃষ্টানেরাও আবার হিন্দু গ্রাম্যদেবতাকে ভক্তি করে ও পূজা দেয়।

এই জেলায় বন্দরা, থানা, ভিবণ্ডি, কল্যাণ, বেসিন, পনবেল, উরণ, কুরলা, মহিম ও অগশী এই দশটী প্রধান নগর। চাউল, লবণ, কাঠ, চূণ ও অন্য [illegible] হইতে রপ্তানী, আর কাপড়, শস্য, তামাকু, নারিকেল, চিনি ও গুড় এদেশে আমদানী হয়।

চাষই প্রধান উপজীবিকা। তৎপরে লবণ প্রস্তুতের কার্য্য গণ্য। লবণের ২০০ কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় বৎসরে ৪৬১১০০০ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা যায়। তৎপরে ধাতুকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, রেশম প্রস্তুত ইত্যাদি হয়।

২ থানা জেলার প্রধান নগর। বোম্বাই নগর হইতে ১১৷ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ১৯° ১১´ ৩০″ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৩° ১´ ৩০″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সালসেট খাড়ীর তীরবর্ত্তী বলিয়া নগরটী বড় সুন্দর। দুর্গ, পর্ত্তুগীজ গির্জ্জা ও কতকগুলি জলসকর জলাশয় হইতে ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি অনুমিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা একটী স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে মুবারক খিলজী এদেশের শাসনকর্ত্তা হন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে কাবে সহরের নৌসেনা বিনষ্ট ও বেসিন উপকূল দগ্ধ হইলে এই নগরাধিপতি পর্ত্তুগীজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। পর্ত্তুগীজেরা এই নগর দুইবার ও গুজরাটীরা একবার লুঠ করে। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে সন্ধি অনুসারে এই নগর পর্ত্তুগীজদিগকে দেওয়া হয়। তাহাদের হস্তে ইহার অনেক উন্নতি হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বেসিন অধিকার হারায়, তৎসঙ্গে থানাও তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা থানা নগর অধিকারার্থ নৌসেনা প্রেরণ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই জয়ী হন। এই নগরে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। বোম্বাই হইতে এক ঘণ্টা পথ দূরে বলিয়া বোম্বাইয়ের অনেকানেক ইংরাজকর্ম্মচারী এখানে থাকেন।

৩ অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার একটী সহর। উনাও সহরের ২॥ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ইহা অবস্থিত। আকবরের রাজত্বকালে চৌহান ঠাকুর থানসিংহ ও পুরাণসিংহ কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত। থানসিংহ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

থানা (দেশজ) আড্ডা, সৈন্যের আড্ডা, চৌকির আড্ডা।

থানা (পারসী) দারোগা বা অন্য পুলিসকর্ম্মচারীর কাছারী।
[পুলিশ দেখ।]

থানাথানা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

থানাদার (পারসী) পুলিশকর্ম্মচারী, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি।

থানাদারী (পারসী) থানাদারের কার্য্য।

থানাভবান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মজঃফরনগর জেলার একটী প্রাচীন সহর। মজঃফর নগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে কৃষ্ণনদী তীরে অবস্থিত। আকবরের সময়

ইহা "থানা ভীম" নামে খ্যাত ছিল, এখানকার ভবানীদেবীর মন্দির হইতে বর্ত্তমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভবানীদেবী দর্শন করিতে এখানে অনেক যাত্রী আসে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাজী মহবুব আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইনায়েত আলীর অধিনায়কতায় এখানে বিদ্রোহ হয়। সেখজাদাগণ এই বিদ্রোহীদিগের মধ্যে প্রধান। সামলি তহসীল আক্রমণই প্রধান ঘটনা। বিদ্রোহের পর নগরের চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও আটটী কটক ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

থানী (দেশজ) কটক জেলায় একপ্রকার প্রজা আছে, তাহাদিগকে থানী প্রজা কহে। ইহারা কিয়ৎপরিমাণে এতদ্দেশীয় খোদকস্তা প্রজাদিগের মত।

থানেশ্বর, অম্বালাজেলায় অন্তর্গত একটী পবিত্র নগর ও প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ২৯° ৫৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৫২´ পূঃ। কুরুক্ষেত্রের ঠিক্ মধ্যস্থলে সরস্বতীনদীর তীরে অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম স্থাণীশ্বর, তাহারই অপভ্রংশ থানেশ্বর। মহাভারতে স্থাণুতীর্থ নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়ং এখানে আগমন করেন। তৎকালে স্থাণীশ্বর একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, এই রাজ্য প্রায় ৫৮৩ ক্রোশ বিস্তৃত। ১০১১ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ এই নগর আক্রমণ করেন এবং এখানকার প্রসিদ্ধ চক্রস্বামীর * মূর্ত্তি গজনীতে লইয়া যান।

শিখদিগের অভ্যুদয়কালে সর্দ্দার মিঠ সিং থানেশ্বর অধিকার করেন। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই পুণ্যতীর্থ অর্পণ করিয়া যান। মোগলদিগের আধিপত্যকালে থানেশ্বরের অনেক হিন্দুদেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মসজিদাদি নির্ম্মিত হয়, শিখেরা আবার সেই সকল মস্‌জিদ্ অধিকার করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের স্থান করেন।

মিঠ সিংহের বংশ লোপ হইলে এই স্থান বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিছু দিন এখানে জেলার সদর ছিল, অল্পকাল পরেই স্থানান্তর করা হয়।

পূর্ব্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। সদর উঠিয়া যাওয়া অবধি এখানে লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এখন প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডারাই প্রধান। তাঁহারা তীর্থযাত্রীর উপলক্ষ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

[অপরাপর বিবরণ কুরুক্ষেত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

* বেরিণ্ডাল এই চক্রস্বামীর মূর্ত্তি 'জগন্নোথ' নামে উক্ত হইয়াছে।

থাপড় (দেশজ) ১ চড়, চপেটাঘাত। ২ হাতের চেটো।

থাব্‌ড়া (দেশজ) ১ চড়, চাপড়, করাঘাত। ২ বিস্তৃতকরা। ৩ চেপ্টা।

থাবা (দেশজ) ১ পশু পক্ষী প্রভৃতির নখ। পশু পক্ষী প্রভৃতি চলিয়া যাইলে পায়ের নখের যে সম্পূর্ণ চিহ্ন পড়ে তাহাকে থাবা কহে। জঙ্গলে এই থাবা দেখিয়া হিংস্র জন্তুর সন্ধান হয়। ২ মুঠা।

থাবাথুবা (দেশজ) মুঠা মুঠা।

থাম (দেশজ) স্তম্ভ, ইষ্টকাদি নির্ম্মিত অবলম্ব।

থামন, থামা (দেশজ) স্তম্ভন, স্থিরহওন, শান্তহওন, থাকন, অপেক্ষাকরণ।

থামান (দেশজ) স্থিরকরণ, শান্তকরণ, গতিরোধকরণ।

থায়েৎমিয়ো (থয়েৎ) নিম্নব্রহ্মের পেগুর অন্তর্গত একটী জেলা। পরিমাণ ফল ২৩৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা উত্তরে উত্তরব্রহ্ম, পূর্ব্বে তোঙ্গু জেলা, দক্ষিণে প্রোম এবং পশ্চিমে সান্দোয়ে। জেলা উত্তরব্রহ্মের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহা নিম্নব্রহ্মের সীমান্তপ্রদেশ স্পর্শ করিয়াছে। ইরাবতীর বদ্বীপ অধিকার করার পর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দালহৌসী ইহাকে নিম্নব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন করিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। থায়েৎমিয়ো উত্তরে আরাকান হইতে পেগু-যোমা গিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যে ৯৩ মাইল। এখানে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র বা অকর্ষিত ভূমি নাই। ইহার পূর্ব্বে পেগু-যোমা ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা গিরিমালা বিস্তৃত। শেষোক্ত গিরিমাল অনধিক ৫০০০ ফিট্ উচ্চ; কারিদজ, নাতুদজ ও খীদজ-মজ-নিৎমা নামে ইহার তিনটী শৃঙ্গ আছে। এই গিরি দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহাতে অনেকগুলি নদী আছে। চারিটী গিরিপথ এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সান্দোয়ে প্রদেশে গিয়াছে। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন এই সমস্ত গিরিপথ দিয়া গমনাগমন করা যায় না। সর্ব্বদক্ষিণ গিরিপথটী বেরজ-পি-মোজ হইতে আরাকানের নেজালি গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী উত্তরদিকে থ্যা-খিৎ হইতে মিন্-বে পর্য্যন্ত ৩০ মাইল গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থটী পাশাপাশি অবস্থিত এবং মা-ই নামে অভিহিত।

ইরাবতী এই জেলার প্রধান নদী, থায়েৎমিয়োর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার তীর অত্যন্ত উচ্চ, সুতরাং থায়েৎমিয়োর কোন স্থানই বন্যায় ডুবিয়া যায় না। এই নদীতে দুইটী দ্বীপ আছে,—থায়েৎমিয়ো নগরের সম্মুখস্থিত বে-কণ্ড দ্বীপ ও জোক-বিন্-দিন্ দ্বীপ। গ্রীষ্মকালে

এই নদীর জল খুব কমিয়া গেলেও কোথাও ৫ ফিটের কম হয় না।

পশ্চিমদিক্ হইতে তিনটী এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে দুইটী নদী আসিয়া ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। প্রথম তিনটীর নাম—পান, মা-তান, মদি এবং শেষোক্ত দুইটীর নাম কারিনি এবং বাট্-লে। পান উত্তরব্রহ্মে বাহির হইয়া কয়েক মাইল গমন করিয়া থায়েৎমিয়ো নগরের নিকটে এবং মা-তান নিম্নব্রহ্মে উঠিয়া দক্ষিণপূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রায় ১৫০ মাইল পথ গমন করিয়া কামা নগরের নিকটে ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের নদী দুইটীর মধ্যে কারিনি উত্তরব্রহ্মের যোমাশৈল হইতে নির্গত হইয়া মারি-লে নগরের কিছু দূরে ইরাবতীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাট্-লে নদীর মুখে ৪৫০ ফিট্ লম্বা একটী কাঠসেতু নির্ম্মিত আছে এবং ইহার উপর দিয়াই রেঙ্গুন ও মারি-দের পথ চলিয়া গিয়াছে।

এই জেলার অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। থায়েৎমিয়ো নগরের ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে পদকবিন নগরের নিকট কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়। সেগুন, ইন, সা প্রভৃতি এই জেলার প্রধান বন্যবৃক্ষ।

চিতাবাঘ, বন্যবিড়াল, হরিণ, হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ইত্যাদি এখানকার প্রধান জন্তু।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে থায়েৎমিয়ো নামের খুব কম উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে প্যুস্ জাতির বসতি ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মযাজকগণ যখন এই প্রদেশের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তখন সম্ভবতঃ এই জেলার নিম্নভাগ থরক্ষেত্র (শ্রীক্ষেত্র—এখনকার প্রোম) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দুৎ-তা-বৌঙ্ কর্ত্তৃক প্রোমবংশ স্থাপিত হইলে এই প্রদেশ তাঁহারই রাজ্যভুক্ত হয়। প্রোমবংশের পতন হইলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে থমন-দ-রেৎ কর্ত্তৃক পগনে একটী রাজ্য স্থাপিত হয়। তাঁহার বংশ ১১০০ বৎসরের বেশী রাজত্ব করেন। এই সময়ে থায়েৎমিয়ো পগন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপর এই জেলা সান সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮৫২—৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন পেগু বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়, তখন থায়েৎমিয়ো প্রোম প্রদেশের একটী মহকুমা হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পৃথক্ করিয়া একজন ডিপুটী কমিশনরের এলাকাধীন করা হইয়াছে।

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ মগ বা ব্রহ্মবংশসম্ভূত। এই প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তালেঙীয় ও দেশীয় নিম্নলিখিত কয়েকটী জাতি আছে—খিয়াম বা চীন্, তেলগু, তামিল, হিন্দুস্থানী, শান্, করেন্, বাঙ্গালী, চীন দেশীয় ও অন্যান্য।

এই জেলার প্রধান নগর—(১) থায়েৎমিয়ো, (২) আলানমিয়ো, (৩) প্বা-তৌঙ, (৪) কামা, (৫) মিন্দান। থায়েৎমিয়োর উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, তৈলোপযোগী বীজ, তুলা, তামাক এবং পলাণ্ডু প্রধান।

এই প্রদেশের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে খয়ের, সুপারি, তুলা, চাউল, লবণ, অপরিষ্কৃত রেশম ও সূত্রবস্ত্র এবং আমদানী দ্রব্যের মধ্যে অপরিষ্কৃত তুলা, রেশম, সীস, চর্ম্ম ইত্যাদি প্রধান।

থারু, বেহার ও উত্তর ভারতের এক অসভ্য জাতি। থারুদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে নানা মত ভেদ আছে। ইহাদের রউতার নামক শ্রেণী বলে যে, তাহারা চিতোরের রাজপুত হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কুশীনদী হইতে কুমায়ুন ও নেপালের অন্তর্গত সারদা নদী পর্য্যন্ত হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এখানে সেখানে থারুদিগের বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গোরখপুর প্রদেশে লালগঞ্জের নিকট বাতকান্ ও দেওগঞ্জ গ্রামে অতি প্রাচীনকালে থারুদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া তথাকার লোক বিশ্বাস করে।

থারুরা দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদের কেশগুচ্ছ লম্বা ও প্রচুর। আকৃতি ও চাল চলনে হিন্দুস্থানীর মত।

গোরখপুরে থারুরা দুই ভাগে বিভক্ত—পুরবী অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় এবং পচ্ছমী অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয়। পচ্ছমীরা আপনাদিগকে ছত্রী বলে এবং পুরবীদিগের সহিত আহার বিহার করে না। পচ্ছমীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বড়কা ও ছোট্কা। অযোধ্যার গোণ্ডা প্রদেশে কাঠরিয়া ও উজরিয়া নামক থারুদিগের আরও দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বেহারে রউতার শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

চিত্তবনিয়া বা চিতৌনিয়া থারুরা তান্তির কার্য্য করে। ইহারা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অথবা প্রসবান্তে ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অশৌচপালন করে না। বিবাহোৎসবে চারি বা পাঁচজন লোক গমন করে, কিন্তু গীতবাদ্যাদি কিছুই হয় না।

বাল্য এবং যৌবন বিবাহ উভয়ই চিতৌনিয়া থারুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বর টাকা কন্যাপণ লওয়া অনেক দিন হইতেই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু অবস্থা বিশেষে

এই পণের তারতম্য হইতে পারে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ প্রথানুসারেই ইহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের কার্য্য করে। মর্দনিয়া ও চিত্তৌনিয়াদিগের বিবাহে বর পক্ষকেই কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে তিন দিন ধরিয়া খাওয়াইতে হয়। প্রাপ্তবয়সে বিবাহ হইলে পাত্রী অবিলম্বে স্বামীর নিকটে গমন করে। এই সময়ে পাত্রী ও তাহার সমভিব্যাহারী আত্মীয় কুটুম্বগণের অভ্যর্থনার জন্য পাত্রের বাড়ীতে 'হুল্হি-ভত্তাবন' (বৌভাত) নামক উৎসব হয়। পাত্রী অল্পবয়স্কা হইলে পুনরায় পিতার আলয়ে গমন করে এবং ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকে।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহবন্ধন সহজেই ছিন্ন হয়। এরূপ স্থলে পরিত্যক্ত রমণী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু এ বিবাহ বিধবাবিবাহের ন্যায় সম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষেই এরূপ বিবাহিতা স্ত্রীলোককে 'উরারি' স্ত্রী বলে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর আত্মীয়বর্গের সম্মতি না লইয়া বিবাহিতা হইলে এবং 'ভত্তানা' না দিলে এরূপ স্ত্রী 'সুরৈতিন' বা গণিকা স্বরূপ গণ্য। কেহ সমাজচ্যুত হইলেও তাহাকে এই 'ভত্তানা' দিতে হয়।

আদিম অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রাণীপূজা ও প্রকৃতিপূজার মিশ্রণই থারুদিগের ধর্ম্ম। বীর ঋক্ষেশ্বর ইহাদিগের একজন প্রধান উপাস্য দেবতা। দূরপ্রদেশে যাইবার পূর্ব্বে ইহার পূজা না দিয়া কোন থারুই গমন করে না। খেরিজেলার থারুরা বলিয়া থাকে, রাজচক্রবর্ত্তী বেণের ঋক্ষেশ্বর বা রক্ষ নামে এক পুত্র ছিলেন। রাজা পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করেন যে, তাহাকে সদলে উত্তর দিকে এমন স্থানে নির্ব্বাসিত করা হউক যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে। রাজাদেশে ঋক্ষেশ্বর সদলে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাহারা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে সেখানে লুটপাট বা বলপূর্ব্বক স্ত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহাদের ঔরসে যে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারাই থারু। ঋক্ষেশ্বর হিমালয়ের বনে অতি যত্নে থারুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। থারুদিগের বিশ্বাস বনে বনে পথে ঘাটে এখনও ঋক্ষেশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মদদেব (মদের দেবতা) ও ধরচণ্ডী নামক আর দুইটী দেবতাকেও ইহারা পূজা করে। গো, মেষ, শূকর ইত্যাদি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে চরিতে পারে, তজ্জন্য ইহারা ধরচণ্ডীকে পূজা দেয়। 'মরি' থারুদিগের আর এক উপাস্য দেবতা। কেহ কেহ মরি ও হিন্দুদেবতা কালী উভয়কেই এক মনে করেন। চম্পারণে 'কুরা' (কূপ) গ্রাম্য দেবতাস্বরূপ পূজিত হয়। কিন্তু এখন শিব ও কালীপূজা এই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ায় উক্ত দেবতাগণের পূজা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। থারুরা কালিকা দেবীকেই এ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং জীবন মরণের কর্ত্রী বলিয়া পূজা করে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না, তাহারা এই দেবীরই সাহায্য প্রার্থনা করে। গোণ্ডা প্রদেশের দেবীপাটনে কালিকাদেবীর পূজোৎসব উপলক্ষে ইহারা অনেক জন্তু বধ করিয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করে। শিবকে ইহারা ভৈরব, ঠাকুর, মহাদেব প্রভৃতি নামে অভিহিত করে ও শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করে। থারুদিগের নিকট তিনি সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা। অনেক থারু গৃহস্থের গৃহের সম্মুখে মাটির ঢিপির উপর মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ দেখা যায়।

থারুরা এখন অনেকটা হিন্দুধর্ম্ম মানিয়া চলিলেও তাহাদের পূর্ব্ববিশ্বাস তিরোহিত হয় নাই। জ্বর, কাশী, উদরাময়, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, উন্মাদ, দুঃস্বপ্ন এবং যে কোন প্রকার পীড়া উপস্থিত হইলেই তাহা উপদেবতার কার্য্য বলিয়া মনে করে। কোনরূপ পীড়া হইলেই ওঝা ডাকে। তাহাদের বিশ্বাস, অনেক উপদেবতা ওঝাদের আজ্ঞাবহ; ওঝারা মনে করিলে পীড়িতের শরীর হইতে ভূত ছাড়াইতে পারে, আবার মনে করিলে ভূত চালাইয়া শত্রুদিগকে কষ্ট দিতে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। এজন্য থারুরা ওঝাদিগকে বড়ই ভয় করে। ওঝারা ঝাড়াইবার সময় বাম হাতে কতকগুলি ঘুঁটের ছাই ও সরিষা লইয়া কালিকাদেবীর উদ্দেশে এইপ্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে—

'গুর্ হৈ গুরু সৈব্ তন্ত্র মন্ত্র গুরু, লথৈ নিরঞ্জন, তোক সোহৈ ফুল্কাভার, হম্‌কা সোহৈ গুন্ বিদ্যা কৈ ভার; যহান্ কৈ বিদ্যা নাহিঁ, কমরা কাম কৈ বিদ্যা। জৈসে বিদ্যা কমরু কাম কৈ লাগৈ, ঐসে বিদ্যা লাগই মোর।'

থারুদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নানাবিধ। অনেকের মতে পূর্ব্বে ইহারা কেবল গোর দিত। কিন্তু এখন হিন্দুপ্রথানুসারে শব দাহ করিতে দেখা যায়, কেবল ওলাউঠা বা বসন্তরোগে গোর দেয়। গোর দিবার বা দাহ করিবার পূর্ব্বে শবদেহে সিন্দুর মাখাইয়া একরাত্রি গৃহের সম্মুখস্থ মাটির ঢিপির উপর শুয়াইয়া রাখে। থারুদের বিশ্বাস রাত্রিকালে মৃতের প্রেতাত্মা বহু শত্রুদিগকে তাড়াইয়া শব রক্ষা করে। গোর বা দাহকার্য্য গ্রামের দক্ষিণাংশে সম্পন্ন হয়। দাহের পর ভস্ম লইয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে ফেলিয়া আসে। যে প্রথম চিতায় অগ্নি প্রদান করে, সে ১০ দিন অশুচি হয়। এই সময় তাহাকে

কেহ স্পর্শ করে না, তাহাকে একেলা থাকিতে হয়। দশ দিন পরে (কোন কোন স্থানে ১৩ দিন পরে) মৃতের আত্মীয়গণ তাহার বাটীতে আসিয়া ক্ষৌরকার্য্য ও পান ভোজনাদি করে। পানভোজনে মদ্যমাংস ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানী, শীকারে সিদ্ধহস্ত, ঐন্দ্রজালিক বা বৈদ্যবিৎ কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে নিজ গৃহের মধ্যেই পুতিয়া ফেলে। সেই দিন হইতে সেই গৃহ দেবমন্দির স্বরূপ গণ্য হয়, সে গৃহে আর কেহ বাস করে না। থারুরা বলে, কেবল মৃতের আত্মা সেই গৃহে অধিষ্ঠিত থাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে আশীর্ব্বাদ করে। তিন কিংবা ছয় মাস পরে মৃতের আত্মীয়েরা ও প্রতিবাসীগণ সেই শবমন্দিরে উপস্থিত হয়। এখানে মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহা নানাবর্ণে রঞ্জিত করে। তাহাই মৃতের প্রতিমা। প্রতিমা প্রস্তুত হইলে তাহার পদপ্রান্তে রাঁধা মাংস ও মদ্য রাখিয়া সকলে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে থাকে। তৎপরে কোন নিদর্শন দৃষ্টে তাহারা বুঝিতে পারে, যে মৃতের আত্মা প্রতিমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তখন সকলে আনন্দে নৃত্য গীত করিতে থাকে এবং অবশেষে সকলে মিলিয়া সেই প্রসাদী মদ্য মাংস উদরসাৎ করে।

হিন্দুরা থারুর হাতে জল স্পর্শ করে না। হিন্দুর নিকট ইহারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতি মধ্যে গণ্য। থারুগণ অতি শান্তিপ্রিয়। ইহারা কখন হিন্দুর সহিত বিবাদ করে না।

ইহারা জুম্ প্রথায় চাষ বাস করে। কৃষিজীবি হইলেও ইহারা সচরাচর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহারা বন্য হস্তী ধরিতে বিশেষ পটু। ইহাদের মধ্যে বিচক্ষণ মাহুত অনেক আছে।

থারুরা বাব্রা নামক তৃণ হইতে একপ্রকার অতি সুন্দর মাদুর প্রস্তুত করে।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যেই প্রায় ২০ হাজার থারুর বাস।

থাল (দেশজ) ধাতুময় ভোজনপাত্র, ভাত খাইবার বাসন, ইহা প্রধানতঃ পিত্তল ও কাঁসা দিয়া প্রস্তুত হয়। থাল, বগি, কাঁসি প্রভৃতি অনেক প্রকার। সাধারণতঃ ভদ্রলোকে কাঁসার থাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতিরও থাল প্রস্তুত হয়।

থালকুড়ী (দেশজ) থলকুড়ী গাছ। (Hydrocotyle Asiatica)

থালা (দেশজ) [থাল দেখ।] ১ ভারতবর্ষীয় যন্ত্রবিশেষ। (বঙ্গকো॰)

থালী (দেশজ) ১ পাকপাত্র, হাঁড়ী। ২ কৈলাবাদ্য পাত্রবিশেষ।

থাসন (দেশজ) ঠাসন।

থাসা (দেশজ) মর্দ্দিত, ঠাসা।

থিতন, থিতান (দেশজ) আলোড়িত জলাদির স্থির হওন, দ্রব দ্রব্যের নিম্নে মলসঞ্চিত হওন।

থিতি (দেশজ) আলোড়িত দ্রব্যাদি স্থির, থিতি।

থিবো, ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন রাজা। [ব্রহ্মদেশ দেখ।]

থিরাগড়, কর্ণাট প্রদেশস্থ একটী নগর।

থু (দেশজ) ১ থুতু। ২ অবজ্ঞাবাচক।

থুঅন্ (দেশজ) স্থাপন, অর্পণ।

থুক্ (দেশজ) ১ থুথু, নিষ্ঠীবন। ২ অবজ্ঞা।

থুৎনী, থুতী (দেশজ) চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ।

থুৎকার (পুং) কৃ-ভাবে ঘঞ্, থুৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। নিষ্ঠীবন, থুথু ফেলন।

থুৎকুড়ী (দেশজ) থুথু, নিষ্ঠীবন।

থুথু (দেশজ) ১ নিষ্ঠীবন। ২ নিষ্ঠীবন শব্দ।

থুথুকৃৎ (স্ত্রী) থুথু ইত্যব্যক্তশব্দং করোত্যস্তাং কৃ-বা॰ আধারে কিপ্। হেলাকা। (পারস্কর নিঘণ্টু)

থুবড়া (দেশজ) অকৃতদার, আইবড়, অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত।

থুবড়ি (দেশজ) [থুবড়া দেখ।]

থুবা (দেশজ) থোকা, গোছা।

থুবাথুবা (দেশজ) গোছা গোছা।

থুরণ (দেশজ) খণ্ড খণ্ডকরণ, কুচি কুচিকরণ।

থুরথুর (দেশজ) কম্পিত।

থুর্ব্বণ (স্ত্রী) থুর্ব্ব ভাবে ল্যুট্। হনন, বধকরণ।

থূথূ (অব্য) নিষ্ঠীবন ত্যাগানুকরণ শব্দ। "থূথূকৃত্য বমন্তির-ধ্বগ জনৈঃ" (সূক্তিকর্ণামৃত)

থূর্ব্ব (ত্রি) থুর্ব্ব-ক্ত। বিনাশিত।

থেঁতলা (দেশজ) ১ মাড়ান। ২ চেপ্টাকরা।

থেঁতলান (দেশজ) দলন, পেষণ।

থেঁতুয়া (দেশজ) দলিত, পেষিত।

থেকা (দেশজ) প্রতিবন্ধ, বাধা।

থেগুয়াথেগুয়া (দেশজ) গোলমাল, বিশৃঙ্খল।

থেত্যান (দেশজ) পেষণ, দলন।

থেবড়া (দেশজ) চেপ্টা, বসা (নাক)।

থেবা (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ। (Trichosanthes Theba, *Buch.*)

থেবেনো (ফরাসি) একজন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী। পারি নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পারস্যের মিয়ানা নগরে

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই নবেম্বর তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি Petis de la Croiz এর বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহার Memoirs নামক গ্রন্থ সংশোধন করেন। এই গ্রন্থ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনখণ্ডে মুদ্রিত হয়। থেবেনো ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই নবেম্বরে বসোরা নগর হইতে জাহাজে যাত্রা করিয়া পরবর্ত্তী জানুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে সুরাটে উপস্থিত হন। ভরোচের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তিনি আম্মদাবাদ, বোম্বে, আগরা, দিল্লী, আলাহাবাদ, বহরমপুর, গোয়া, গোলকুণ্ডা, হায়দরাবাদ, মছলিপত্তন, সুরাট, বন্দর আব্বাস, সিরাজ, কুম ও কাশান নগর পরিভ্রমণ করিয়া মিয়ানা নগরে উপস্থিত হন। ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তখনকার ভারতের অবস্থা কতক কতক জানা যায়।

থেলুয়া (দেশজ) ১ স্থালী, থলি। ২ মুখ খোলা।

থৈকোল (দেশজ) উত্তর বঙ্গের এক প্রকার ফল। (Garcinia pedunculata.)

থৈথৈ (অব্য) বাদ্যানুকরণ শব্দবিশেষ, থৈ থৈ এই প্রকার অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ শব্দভেদ। (সঙ্গীতদামো°)

থৈথৈ (দেশজ) ১ সঞ্চালিত জলহিল্লোল। ২ পরিপূর্ণ।

থৈলাথৈলা (দেশজ) পূর্ণস্থলী, থলিভরা।

থৈলী (হিন্দী) থলি।

থো (দেশজ) রাখা।

থোঁতা (দেশজ) ১ চিবুক। ২ চঞ্চু, পক্ষীর ঠোঁট।

থোক (দেশজ) সমগ্র, সমূহ, রাশি।

থোক্‌থাক (দেশজ) মোট।

থোকে থোকে (দেশজ) একেবারে, একুনে, কিস্তি কিস্তি।

থোকেবিক্রয় (দেশজ) একেবারে বিক্রয়, একেবারে বেচা।

থোড় (দেশজ) ১ কদলীগাছের অভ্যন্তরাংশ। ২ ধান্যাদির অস্ফুটপুষ্প।

থোড়ন (স্ত্রী) থুড়-ল্যুট্। সম্বরণ, আবরণ, আচ্ছাদন। থোড়ন এই শব্দ প্রামাদিক, থুড়ন ইহাই সাধু।

থোড়া (দেশজ) ১ অল্প, সামান্য। ২ কাটা।

থোড়ান (দেশজ) ১ কাটান, ছেদন। ২ স্থিতিকরণ, স্থির-করণ। ৩ শান্তকরণ।

থোপ (দেশজ) গুচ্ছ, স্তবক।

থোপথোপ (দেশজ) গোছা গোছা।

থোপনা (দেশজ) ১ গোছা। ২ চিবুক। ৩ মুখ।

থোপলা (দেশজ) থোবনা।

থোপা (দেশজ) গুচ্ছ, কাঁদি।

থোবড়া (দেশজ) ১ চেপ্টা।

থোবনা (দেশজ) মুখ, আস্য, বদন।

থোবা (দেশজ) গুচ্ছ, স্তবক, থোপা।

থোবাথোবা (দেশজ) স্তবকে স্তবকে, গুচ্ছে গুচ্ছে।

থৌণেয় (ত্রি) স্থূণায় হিতাদি ঠক্ পৃষো° সাধুঃ। স্থূণা-হিতাদি। (শব্দার্থচি°)

দ

দ, দকার, ব্যঞ্জন বর্ণের অষ্টাদশ ও তবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল। দন্তমূলের সহিত জিহ্বাগ্র স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহার স্পর্শবর্ণতা। এই বর্ণোচ্চারণে বাহ্যপ্রযত্ন, সংবার, নাদ ও ঘোষ, ইহা অল্প প্রাণ। ইহার বাচক শব্দ অত্রি, ঈশ, ধাতকী, ধাতা, দাতা, ত্রাস, কলত্রক, দীন, জ্ঞান, দান, ভক্তি, আবহনী, ধরা, সুষুম্না, যোগিনী, সদ্যঃকুণ্ডল, বামগুল্ফক, কাত্যায়নী, শিবা, দুর্গা, অনন্তনামা, ত্রিকণ্টকী, স্বস্তিক, কুটিলারূপ, কৃষ্ণ, শ্যামা, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মকৃৎ, বামদেব, ভ্রমরেহ, সুচঞ্চলা, হরিদ্রাপুরবেশী, দণ্ডপাণি, ত্রিরেখক। (বর্ণাভিধান) ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান—

"ধ্যানমস্য দকারস্য বক্ষ্যতে শৃণু পার্ব্বতি।
চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং নবযৌবনসংস্থিতাং॥
অনেকরত্নঘটিতহারনূপুরশোভিতাং।
এবং ধ্যাত্বা দকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥
ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং তথা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং দকারং প্রণমাম্যহং॥"

(বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

দকারাধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা, পীতবস্ত্রপরিধানা ও নবযুবতী, নানাবিধ রত্নাদি খচিত হার নূপুর প্রভৃতিতে সুশোভিতা। এইরূপে ইহাকে ধ্যান করিয়া ইহার মন্ত্র অর্থাৎ দকার দশবার জপ করিতে হইবে। পরে ত্রিশক্তি-সংযুক্ত, ত্রিবিন্দু সহিত এবং আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত দকারকে প্রণাম করিতে হইবে।

দকারের স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"দকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কং।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা॥
ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং দকারং হৃদি ভাবয়েৎ।"

(কামধেনুতন্ত্র)

এই বর্ণ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, পঞ্চ দেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিগুণযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার এবং আত্মাদিতত্ত্ব-সংযুক্ত। কাব্যের আদিতে এই বর্ণ প্রয়োগ করিলে সুখলাভ হয়। "দোষঃ শোধ্যং সুখং দঃ" (বৃত্তর° টীকা) মাতৃকান্যাসে এই বর্ণের বামগুল্ফে ন্যাস করিতে হয়।

দ (পুং) দৈপ্‌ শোধনে, দো খণ্ডনে বা দা দানে বা বাহুলকাৎ ক। ১ অচল, পর্ব্বত। ২ দন্ত। ৩ দাতা। দদাতি আনন্দমিতি দা-ক। (স্ত্রী) ৪ ভার্য্যা। দো খণ্ডনে সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্‌। (স্ত্রী) ৫ খণ্ডন। ৬ রক্ষণ। (মেদিনী)

"দাদদোদুদ্দদুদ্দাদীদাদাদোদূদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদদদোহদদঃ॥" (মাঘ ১৯।১১৪)

দদাতি দা-ক। (ত্রি) দাতা, যে দান করে, ইহা কোন শব্দের পর যুক্ত না হইলে প্রায় ব্যবহৃত হয় না, যথা— অন্নদ, ধনদ প্রভৃতি।

দই (দেশজ) দধি। [দধি দেখ।]

দইয়া খইয়া (দেশজ) লতাভেদ। (Achyranthes lanata)

দইয়াল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [দয়েল দেখ।]

দং (পারসী) দমন।

দংশ (পুং) দংশ দংশনে পচাদ্যচ্‌। ১ কীটবিশেষ, ডাঁশ্‌। পর্য্যায়—বনমক্ষিকা, গোমক্ষিকা, অরণ্যমক্ষিকা, ভম্ভরালিকা, পাংশুর, দংশক, সূচীমুখ, ক্রূর, ক্ষুদ্রিকা, দংশ-মশক প্রভৃতি।

"স্বেদজা দংশমশকং যূকামক্ষিকমৎকুণম্‌।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশং॥" (মনু ১।৪৫।)

বিষ্ঠা, মূত্র, মৃতদেহ ও পূতি অণ্ড হইতে দংশ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কীট জন্মে। ইহাদের দংশনে দাহ ও শোফ জন্মে। (সুশ্রুত।) দশতীব শরীরং। ২ বর্ম্ম, সন্নহন। দংশ ভাবে ঘঞ্‌। ৩ দংশন, কামড়ান। ৪ দোষ। ৫ সর্পক্ষত। ৬ দন্ত।

"বর্ণচ্ছবিভির্নললাটে ন লুলিতমঙ্গং ন চাধরে দংশঃ"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৫১১)

৭ একজন অসুর—মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

সত্যযুগে দংশ নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক মহাসুর ছিল, ঐ অসুর ভৃগু অপেক্ষা অধিক বয়স্ক। একদিন এই অসুর ভৃগুপত্নীকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন, ইহাতে ভৃগু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া 'তুই শ্লেষ ও মূত্রভোজী কীট হ' এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন।

তখন দংশ শাপে ভীত হইয়া বারম্বার ভৃগুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ভৃগু দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোমার শাপ মোচন হইবে। পরে এই দংশ কীটযোনি প্রাপ্ত হইল। কর্ণ যখন পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন, তখন একদিন পরশু-রাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় ঐ কীট কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার

উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কর্ণ বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গায় পড়িতে লাগিল, ইহাতে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কর্ণ গুরুর নিকটে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

পরশুরাম কর্ণের বাক্য শুনিয়া সেই অষ্টাদশ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক জাতীয়, উহার কলেবর শূকরের ন্যায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচী সদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। পরশুরাম দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল এবং শাপ বিমুক্ত হইয়া রামকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। (ভারত শান্তিপ° ৩ অ°)

দংশক (পুং) দশতীতি দন্‌শ ণ্বুল্। ১ দংশ, ডাঁশ, মক্ষিকাভেদ। ২ নৃপবিশেষ, ইনি কম্পনদেশের অধিপতি ছিলেন।

"দংশকঃ কম্পনাধীশঃ প্রবৃদ্ধে তত্র সক্রুধি।" (রাজতর°১।৭৮) (ত্রি) ৩ দংশনকর্ত্তা।

দংশন (ক্লী) দশতীব শরীরমিতি দন্‌শ-ল্যুট্। ১ বর্ম্ম। দন্‌শ ভাবে ল্যুট্। ২ কামড়ান, হুলবসান, দন্তাদিদ্বারা খণ্ডন।

"দষ্টাশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসী কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ" (সাহিত্যদ°)

দংশনাশিনী (স্ত্রী) দংশং নাশয়তি নাশি-ণিনি ঙীপ্। তৈল-কীটভেদ। (রাজনি°)

দংশভীরু (পুং) দংশাৎ বনমক্ষিকাতঃ ভীরুঃ। মহিষ। (হেম°)

দংশমূল (পুং) দংশবদুগ্রং মূলমস্য। শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনাগাছ।

দংশিত (ত্রি) দংশো বর্ম্ম সঞ্জাতোঽস্য পরিহিতত্বাদিতি, দংশ-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ১ বর্ম্মিত, বর্ম্মবিশিষ্ট। "হস্ত্যশ্বরথ-পূর্ণেন দংশিতেন প্রতাপবান্।" (ভারত ২।২৯।২) দংশ্যতে, দন্‌শ ণিচ্ ভাবে ক্ত। দষ্ট, দন্তে খণ্ডিত, যাহাকে দংশন করিয়াছে।

দংশী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রো দংশঃ অল্পার্থে ঙীষ্, বা দশতীতি দংশ অচ্-গৌরা° ঙীষ্। ক্ষুদ্র দংশ, ছোট ডাঁশ।

দংশূক (ত্রি) দন্‌শ বাহুলকাৎ উক। দংশনশীল। "তস্মাৎ স্ত্রীবাঃ দন্দশূকা দংশূকাঃ" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৭।৮।২)

দংশের (ত্রি) দংশ বা° এরক্। অপকারক, হিংস্রক।

দংষ্ট্র (পুং) দন্‌শ ত্র। দন্ত, দাঁত। "অসিষন্ দংষ্ট্রৈঃ পিতুঃ" (ঋক্ ২।১৩।৪) 'দংষ্ট্রৈর্দন্তৈঃ' (সায়ণ)

দংষ্ট্রা (স্ত্রী) দশন্ত্যনয়া দন্‌শ করণে ষ্ট্রন্. (দাম্নীশসেতি পা ৩।২।১৮২) বা 'সর্ব্বধাতুভ্য ষ্ট্রন্' ইতি ষ্ট্রন্. গৌরাদি-পাঠে পিতামহীশব্দস্য পাঠাৎ ষিত্বাৎ ঙীষোঽনিত্যত্বাৎ টাপ্। দন্তবিশেষ, বড় দাঁত, স্থূলদন্তভেদ, দুইপাটী দাঁতের প্রান্ত-দেশে চারিটী দন্তের নাম দংষ্ট্রা। পর্য্যায় দাড়া। (হেম)

"দংষ্ট্রায়াং ধরণীনখে দিতিসুতা ধীশঃ পদে রোদসী।" (সাহিত্যদ° ১।৩) ২ বৃশ্চিকালী, বিছুটী।

দংষ্ট্রানখবিষ (পুং) দংষ্ট্রায়াং নখে চ বিষং যস্য। মার্জ্জারাদি, যাহাদের দন্ত ও নখে বিষ আছে, মার্জ্জার, কুকুর, বানর, মকর, মণ্ডূক, প্রচলাক, গৃহগোধিকা, পাকমৎস্য, গোধা, শম্বূক, চতুষ্পাদ কীট প্রভৃতি দংষ্ট্রানখবিষ। দংষ্ট্রা, নখ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, মুখ, সন্দংশ প্রভৃতি বিষের অবস্থান ভূমি। (সুশ্রুত)

দংষ্ট্রায়ুধ (পুং) দংষ্ট্রা আয়ুধইব যস্য। বরাহ।

দংষ্ট্রাল (ত্রি) দংষ্ট্রা অস্তি চূড়াদিত্বাৎ ল। ১ দংষ্ট্রাযুক্ত, দাঁতাল। (পুং) ২ রাক্ষসবিশেষ।

দংষ্ট্রাবিষ (পুং) দংষ্ট্রায়াং বিষমস্য। ১ ভৌম সর্প, সর্প-দিগের দন্তে বিষ। [সর্প দেখ।]

দংষ্ট্রাস্ত্র (পুং স্ত্রী) দংষ্ট্রাঽস্ত্রমিবাস্য। বরাহ। (শব্দার্থচি°)

দংষ্ট্রিকা (স্ত্রী) দংষ্ট্রা বিদ্যতেঽস্যাঃ, দংষ্ট্রা-ঠন্ (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) দাড়িকা, দাড়া, দংষ্ট্রা। (ত্রি) দংষ্ট্রাযুক্ত।

দংষ্ট্রিন্ (পুং স্ত্রী) প্রশস্তা দংষ্ট্রা অস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ শূকর। ২ সর্প। "বিলানি দংষ্ট্রিনঃ সর্ব্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ।" (রামায়ণ ২।৩৩।২৩)। (ত্রি) ৩ দংষ্ট্রাযুক্ত।

দংসনা (স্ত্রী) দংস, চুরাদিত্বাৎ ণিচ্, ততোভাবে যুচ্। কর্ম্ম। "তরক্রত্বা তব তদ্দংসনাভিঃ" (ঋক্ ৬।১৭।৬) 'দংসনাভিঃ কর্ম্মভিঃ' (সায়ণ)

দংসনাবৎ (ত্রি) দংসনা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, ততো মস্য বঃ। কর্ম্মযুক্ত। "সনো হিরণ্যপথং দংসনাবান্" (ঋক্ ১।৩০।১৬) 'দংসনাবান্ কর্ম্মবান্' (সায়ণ)

দংসস্ (ক্লী) দন্‌স-অসুন্। কর্ম্ম। (নিঘণ্টু) "চারুতমমস্তি দংসঃ" (ঋক্ ১।৬২।৬)

দংসি (পুং) দন্‌স-ইন্। কর্ম্ম। "কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ" (ঋক্ ১০।১৩৮।১) 'দংসয়ঃ কর্ম্মাণি' (সায়ণ) "দংসয়ঃ কর্ম্মাণি দংসয়ন্ত্যোমানি" (নিরুক্ত ৪।২৫)

দংসিষ্ঠ (ত্রি) দন্‌স তৃণ্ দংসয়িতা অতিশয়েন সঃ ইষ্ঠন্ তৃণো লুকি ণিলোপঃ। ১ অত্যন্ত কর্ম্মকর্ত্তা, যে অতিশয় কার্য্য করে। "দস্রা দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা" (ঋক্ ১।১৮২।২) 'দংসিষ্ঠা অতিশয়িত কর্ম্মাণৌ' (সায়ণ) ২ দর্শনীয়তম। ৩ অতিশয় শত্রুহিংসক। "যেনা দংসিষ্ঠ কৃত্বনে" (ঋক্ ৮।২৪।২৫) 'হে দংসিষ্ঠাত্যন্ত দর্শনীয় যদ্বা শত্রূণামুপ ক্ষপয়িতঃ' (সায়ণ)

দংসুজূত (ত্রি) দাস অথবারা সুষ্ঠুপ্রেরিত। "নহবো দংসুজূতঃ" (ঋক্ ১।১২২।১০) 'দংসুজূতো দাতৈয়ষৈঃ সুষ্ঠুপ্রেরিতঃ' (সায়ণ)

দংসুপত্নী (স্ত্রী) দমনপর অসুরদিগের পতি। "অধোগিন্দ্রঃ স্বর্ব্যো দংসুপত্নীঃ" (ঋক্ ৪।১৯।৭) 'দংসুপত্নীঃ দমনপরা অসুরাঃ সুষ্ঠু পতয়োযাসাং তাঃ' (সায়ণ)

দঁক (দেশজ) গভীর সজল পঙ্ক, পাঁক।

দক (ক্লী) উদক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জল। (ত্রিকা°)

দকার (পুং) দ-স্বরূপে কারঃ। দ এই বর্ণ।

দকারাদি (ত্রি) দকার আদির্যস্ত। যাহার আদিতে দকার।

দকারান্ত (ত্রি) দকারোঽন্তে যস্ত। যাহার শেষে দকার আছে।

দকোদর (ক্লী) দকং জলস্ফীতং উদরং যত্র। সুশ্রুতোক্ত উদররোগভেদ, সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

শরীরস্থ সকল দোষ পৃথক্ভাবে অথবা মিলিত হইয়া প্লীহোদর, বদ্ধগুদ, আগন্তুক ও দকোদর প্রভৃতি উদররোগ জন্মে।

দকোদরের লক্ষণ—স্নেহপান দ্বারা অনুবাসিত হইলে, বমন বা বিরেচন করান হইলে অথবা নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করা হইলে, যদি শীতল জলপান করে, তাহা হইলে সেই জলবাহিনী নাড়ী সকল দূষিত হইয়া অথবা পূর্ব্বের ন্যায় সেই জঠর দেশস্থ অন্ত্রীসমূহ স্নেহোপলিপ্ত হইয়া দকোদর জন্মায়। তাহাতে নাভিমণ্ডল স্নিগ্ধ অথচ বৃত্তাকারে শীঘ্র উন্নত ও জলপূর্ণের ন্যায় হয়। চর্ম্মখণ্ড জলপূর্ণ হইলে যেরূপ ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও শব্দিত হয়, দকোদরেও সেইরূপ হয়।

এই রোগে আধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, শোফ, অঙ্গের অবসন্নতা, বায়ু ও পুরীষবদ্ধ হয়। (সুশ্রুত)

[বিশেষ বিবরণ উদর দেখ।]

দক্ষ (পুং) দক্ষ কর্ত্তরি অচ্। ১ তাম্রচূড়। ২ দক্ষসংহিতাকর্ত্তা মুনিভেদ, মনু, অত্রি প্রভৃতি যে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে দক্ষসংহিতা একখানি। ৩ শিববৃষভ। ৪ বৃক্ষভেদ। ৫ অগ্নি। ৬ মহেশ্বর। ৭ চতুর, কুশল, ক্ষেত্রকার্য্য উপস্থিত হইলে যিনি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যের প্রকৃত বিবরণ জানিতে বা উত্তমরূপে সমাধা করিতে সমর্থ হন, তাহাকে দক্ষ কহা যায়।

৮ একজন প্রজাপতি। (পুরাণ)

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে প্রজাপতি দক্ষের স্তুতি আছে। কোন কোন মন্ত্রে তাঁহাকে জ্যোতিষ্কগণের জনক বলা হইয়াছে। যথা—"সুজ্যোতিষঃ সূর্য্য দক্ষপিতৄননাগাস্ত্বে সুমহো বীহি দেবান্।" (ঋক্ ৬।৫০।২)

হে শোভনদীপ্তিশালী সূর্য্য। দক্ষ যাহাদের পিতৃপুরুষ সেই শোভন-জ্যোতিষ্ক দেবগণের নিকট আমাদের অনপরাধ কামনা করিও।

দক্ষ অদিতির পিতা আবার অদিতি হইতে জ্যোতিষ্ক ও দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্য দক্ষকে দেবতাদিগের পিতৃপুরুষ বলা হইয়াছে। ঋক্সংহিতার অপর মন্ত্রে আছে—

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত॥ ২॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥ ৩॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥ ৪॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥ ৫॥" (ঋক্ ১০।৭২সূ°)

দেবগণের উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় কার্য্য করিলেন। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইল। দেবগণের উৎপত্তির প্রথমকালে (এইরূপে) অসৎ হইতে সৎ জন্মিল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ হইল। উত্তানপদ্ হইতে ভূ এবং ভূ হইতে দিক্ জন্মিল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যিনি জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা, * তাঁহা হইতে পরে ভদ্র ও অবিনাশী দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।

অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন, এ কথার তাৎপর্য্য কি? এ সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন—

"আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্য মধ্যে চ স্তুতঃ। অদিতির্দাক্ষায়ণী। 'অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদু অদিতিঃপরি' ইতি চ। তৎকথমুপপদ্যেত। সমানজন্মানৌ স্যাতামিত্যপি বা দেবধর্ম্মেণ ইতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী।" (১১।২৩)

তাঁহারা বলেন, দক্ষ আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র এবং আদিত্য বলিয়াই তিনি স্তুত হইয়া থাকেন। অদিতি দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। (শ্রুতিতে আছে,) 'অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন।' ইহা কিরূপে সম্ভব? হয় উভয়ে সমান জন্ম লাভ করিয়াছেন, অথবা দেবধর্ম্মানুসারে উভয়েই উভয় হইতে জন্ম ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

জর্ম্মণপণ্ডিত রোথের মতে এখানে দক্ষ Spiritual force ও অদিতি Eternity।

* বিষ্ণুপুরাণের মতেও অদিতি দক্ষের কন্যা। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।)

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"প্রজাপতি হ বা ইদমগ্রে এক এবাস।" (২।২।৪।১)

"প্রজাপতি র্হ বা এতেনাগ্রে যজ্ঞেনেজে প্রজাকামো 'বহুঃ প্রজয়া পশুভিঃ স্যাং শ্রিয়ং গচ্ছেয়ং যশঃস্যামন্নাদঃ স্যামিতি'। স বৈ দক্ষো নাম ইত্যাদি।" (২।৪।৪।১)

প্রজাপতিই সর্ব্বাগ্রে কেবল ছিলেন। প্রজাপতি প্রজাকামা হইয়া অগ্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 'আমি যেন বহু সন্তান সন্ততি ও পশ্বাদি পাই, শ্রীলাভ করি, যশস্বী হই এবং অন্ন পাই।' তাঁহারই নাম দক্ষ।

পুরাণে যেরূপ বিষ্ণু বিশ্বের পালক, শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষ সেই পদ পাইয়াছেন—

"প্রজাপতির্বৈ ভরতঃ স হীদং সর্ব্বং বিভর্ত্তি।"

(শতপথ ৬।৮।১।১৪)

প্রজাপতিই ভরত, কারণ তিনি এই সমস্ত জগতের ভরণপোষণ করেন।

হরিবংশে আবার দক্ষকে বিষ্ণুরই স্বরূপ বলা হইয়াছে—

"ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতি র্ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥"

(হরিবংশ ২১১ অঃ)

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞের যেরূপ প্রসঙ্গ আছে, বেদে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয়সংহিতার ২য় কাণ্ডে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে রুদ্রের প্রভাব প্রস্তাবে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

মহাভারত ও পুরাণাদির মতে—ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন।

"শরীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত॥" (মৎস্যপু° ৩।৯)

"যথা সসর্জ্জ চৈবাদৌ তথৈব শৃণুত দ্বিজাঃ।
যদা তু সৃজতস্তস্য দেবর্ষিগণপন্নগান্॥
ন বৃদ্ধিমগমল্লোকস্তদা মৈথুনযোগতঃ।
দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি পাঞ্চজন্যামজীজনৎ॥" (মৎস্যপু° ৫।৩-৪)

ইহার পূর্ব্বে মানস সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন, মানস সৃষ্টি দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি প্রথমে মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অবধি মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

দক্ষোৎপত্তির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

বিধাতা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, ভৃগু প্রভৃতি প্রজাকর্ত্তা মানসপুত্র পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্নীকে সৃষ্টি করেন। দক্ষ ঐ পত্নীতে অনেক কন্যা উৎপাদন করিলেন ও ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগকে অর্পণ করেন। রুদ্র দক্ষের সতী-নাম্নী কন্যাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে রুদ্রের অসংখ্য মহাবল পুত্র হইল। কোন সময়ে দক্ষ হয়মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল জামাতা নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন, কিন্তু সতী অনাহূতা হইয়া এই যজ্ঞে আসেন ও দক্ষ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া 'তুমি ধ্রুবের বংশে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও,' এই অভিশাপ দেন। পরে ধ্রুববংশোৎপন্ন প্রচেতাগণ কঠোর তপস্যা করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলে মারিষার গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। পরে দক্ষ চতুর্ব্বিধ মানস প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই মানসসৃষ্ট প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, তখন মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি বীরণ প্রজাপতির তনয়া অসিক্নীকে বিবাহ করিলেন এবং ইহাতে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্র হইতেও প্রজা বৃদ্ধি হইল না। পরে অসিক্নীতে ৬০টী রূপবতী কন্যা হইল। তাহার দুইটী কন্যা অঙ্গিরাকে, দুইটী কৃশাশ্বকে, দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কশ্যপকে এবং সপ্তবিংশতি চন্দ্রকে প্রদান করেন। ক্রমে ইহাদের দ্বারা চরাচর জগৎ সৃষ্টি হইল এবং সেই হইতেই মৈথুন দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (গরুড় পু° ৫।৬ অঃ)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—এই জগৎ আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করেন ও তাঁহাকে বলেন, 'তুমি প্রজাপতি সৃষ্টি কর।' অনন্তর বিরাট্পুরুষ তপস্যা করিয়া সায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সায়ম্ভুব মনু তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। ব্রহ্মা তৎকর্ত্তৃক পরিতুষ্ট হইয়া সৃষ্টির জন্য দক্ষকে উৎপাদন করেন। দক্ষ উৎপন্ন হইয়া মনু ও বিধিকে দশবার প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মা আরও দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি ও সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। (কালিকাপু° ১৯ অ°)

দক্ষপ্রজাপতি যোগমায়ার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। যোগমায়া পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হন এবং দক্ষকে বলেন, তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দক্ষ কহিলেন, যদি আমাকে বর দেন, তাহা হইলে এই বর দিন যে, আপনি আমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইবেন। মহামায়া! এই বর কেবল আমার

আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও জানিবেন। মহামায়া এই কথা শুনিয়া 'তথাস্তু' এই কথা বলিলেন ও তাহাকে কহিলেন, আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। কিন্তু যখন তুমি অনাদর করিবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিব। আর যদি আদরশৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন থাকিব। আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইব' এই বলিয়া মহামায়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। এই সকল পুত্রগণ নারদের উপদেশে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুন ধর্ম্মে বীরণতনয়া অসিক্লীকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতির সঙ্কল্প হইল, অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক এইরূপ প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাহার গর্ভে মহামায়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহারই নাম সতী। দেবগণের যত্নে মহাদেবের সহিত সতীর বিবাহ হইল। প্রজাপতি দক্ষ একটী মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু ও হোতা। সকল দেবতার সহিত বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার দেববিধিপ্রদর্শক। এই যজ্ঞে সকল দিক্‌পালগণ দ্বারপাল ও রক্ষক। এই স্থলে মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত। ধরামণ্ডল স্বয়ং যজ্ঞবেদী হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ এই যজ্ঞের বরণ করেন নাই এমন কেহ ছিল না। মহাদেব কপালী, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্হ নহেন, এই বিবেচনা করিয়া দক্ষ সে যজ্ঞে কেবল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী প্রিয়তনয়া হইলেও কপালীর ভার্য্যা, এইজন্য তিনিও আহূত হন নাই। সতী ইহা জানিয়া দক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষের এই নিদারুণ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া ঘোর রোষাবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় কোপরক্তনয়না সতী যোগবলে সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন, এই মহাকুম্ভকে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। ইত্যবসরে শিব মানসসরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া কৈলাসে আসিতে আসিতে পথে সতীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে আসিয়া সতীকে মৃত দেখিয়া ও বিজয়ার মুখে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন। এই সময় রুদ্রদেবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর হইতে অতিকরালাকারী প্রলয়সূর্য্যসন্নিভ অসংখ্য উল্কা সকল নির্গত হইতে লাগিল। দক্ষ যে স্থলে যজ্ঞ করিতেছিল, মহাদেব তথায় গমন করিয়া যজ্ঞদ্বারের বহির্ভাগে অবস্থান করিলেন। মহারুদ্র দূর হইতে সেই সমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া সত্বর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। বীরভদ্র বহুগণ পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস করিতে দেখিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণু তাহাকে নিবারণ করেন। বীরভদ্রকে নিবারিত হইতে দেখিয়া মহাদেব রোষনয়নে যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মৃগরূপে পলায়নপর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞ আকাশপথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাদেবও তথায় গমন করিলেন, অনন্তর যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতীশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাহাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গিয়া সতীশোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

(কালিকাপু ৮—১৮ অ°) [সতী দেখ।]

দক্ষোৎপত্তির বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—দশ জন প্রচেতার মানসে মারিষার গর্ভে ও সোমদেবের অংশে দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হন, অনন্তর ইনি স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকল্পিত কন্যার সৃষ্টি করেন। এই সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, অবশিষ্ট নক্ষত্রনামে ২১টী কন্যা সোমদেবকে প্রদান করেন। ইহাদের গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নানাজাতির সৃষ্টি হইল। এই সময় হইতে স্ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে মনন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী সমদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে দক্ষ প্রচেতাগণের পুত্র বলিয়া কথিত হইল ও সোমদেবের দৌহিত্র হইয়াও কিরূপে তাহার শ্বশুর হইলেন, জনমেজয়ের এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বৈশম্পায়ন বলিলেন, উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাণিমাত্রেরই নিয়ত ধর্ম্ম। ইহাতে ঋষি ও জ্ঞানিগণের কোন মোহের বিষয় নাই। প্রতিযুগেই দক্ষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের পুনরায় উৎপত্তি আবার লয় হইয়াছে। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না, একমাত্র তপোবলই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ ছিল। প্রজাভিধাতা দক্ষ

বিধাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভূতসমূহ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতিকে প্রথমে মানসে সৃষ্টি করেন, কিন্তু পরে দেখিলেন মানস-সৃষ্ট প্রজা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন তিনি প্রজাসৃষ্টির উৎকট বাসনা স্ত্রীপুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন, তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির অসিক্লী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। পরে প্রজাপতি দক্ষ ঐ অসিক্লীর গর্ভে পঞ্চসহস্র বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করেন, ইহারাও প্রজাসৃষ্টির জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ইহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদের উপদেশে নিরুদ্দিষ্ট হন। দক্ষ এই বৃত্তান্ত জানিয়া নারদকে সংহার করেন। ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া পুত্র প্রার্থনা করেন। তাহাতে দক্ষ কহিলেন, আমি এই নিজ কন্যা অসিক্লীকে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ভেই নারদের পুনর্ব্বার জন্ম হইবে। অতএব ইহাকে লইয়া কশ্যপকে প্রদান করুন, এইকথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মার হস্তে এই কন্যাকে অর্পণ করেন। অভিসম্পাত ভয়ে কশ্যপ এই কন্যা গ্রহণ করেন এবং ইহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি দক্ষ ধর্ম্মপত্নী বীরণতনয়াতে ষষ্টিসংখ্যক কন্যার সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি, বহু পুত্রকে দুই, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকেও দুই চারিটী করিয়া কন্যাদান করিলেন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটী কন্যা ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করেন। পরে বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বৎগণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানু, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বা হইতে ঘোষ, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে পার্থিব পদার্থ সকল, সংকল্প হইতে সর্ব্বাত্মরূপ সংকল্প এবং যামিনী নাগবীথী হইতে বৃষল সমুদ্ভূত হন। এইরূপে ক্রমে এক দক্ষ প্রজাপতি হইতে চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতে লাগিল। (হরিবংশ ২—৩ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার আত্মজ, মনুকন্যা প্রসূতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই প্রসূতির গর্ভে ১৬টী তনয়া উৎপন্ন হয়, এই ১৬টী কন্যার মধ্যে ১৩টী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে ও একটী পিতৃগণকে প্রদান করেন। সতী নামে অন্য একটী কন্যা মহাদেব বিবাহ করেন। প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত দুহিতৃবৎসল ছিলেন। কিন্তু কোন সময়ে বিশ্বস্রষ্টাগণ একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সকল দেবতা উপস্থিত ছিলেন, প্রজাপতি দক্ষ যখন এই যজ্ঞে আগমন করেন, তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব ইহারা দুইজনে উঠিলেন না। দক্ষ আসন গ্রহণ পর্য্যন্ত মহাদেব নিজাসনেই উপবিষ্ট রহিলেন, দক্ষকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। দক্ষ ইহাতে কোপে উন্মত্তপ্রায় হইয়া শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব রুষ্ট হইলেন না, সভার মধ্যেই বসিয়া রহিলেন।

দক্ষ কেবল শিবনিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এমন কি ক্রোধে জলস্পর্শপূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন, 'এই দেবাধম শিব, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত না হয়।' এই শাপ দিয়া ক্রোধভরে এই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে গিরিশানুচর নন্দীশ্বর শাপের বিষয় অবগত হইলেন ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারা দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিশাপ দিয়া কহিলেন, 'মহাদেব কখন কাহারও অপকার করেন না। তাহার প্রতি যাহারা বিদ্বিষ্ট হইবে, তাহাদের কোন কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে এবং সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, দক্ষ পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে ইহার ছাগলের ন্যায় মুখ হউক। বস্তুতঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, কেননা এ অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বোধ করিয়া থাকে, এইজন্য এ বস্তুই ছাগ।' এই বলিয়া অভিশাপ দেন।

শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিব সর্ব্বদা এইরূপে পরস্পর বিদ্বেষ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইহাতে দক্ষের চিত্তে অহঙ্কার আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হইল। কেবল মহাদেব ও সতীর নিমন্ত্রণ হইল না। সতী যজ্ঞ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া যজ্ঞস্থলে যাইবার জন্য মহাদেবের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব সতীকে যজ্ঞস্থলে যাইতে কিছুতেই অনুমতি করিলেন না। সতী কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন এবং সেই যজ্ঞস্থলে পিতৃকর্তৃক অপমানিতা হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। মহাদেব নারদ মুখে সতীর প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধা-

ষিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলেন, ইহাতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র যজ্ঞধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন; তিনি ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত উৎপাটন করিয়া দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলেন ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন না। পরে তিনি বিস্মিত হইয়া প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেন, যজ্ঞস্থলে কণ্ঠনিষ্পীড়নাদিরূপ পশুমারণোপায় একটা যন্ত্র ছিল, তখন তিনি দক্ষকে ঐ যন্ত্রে ফেলিয়া তাহার মুণ্ড দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ ছিন্নমস্তক দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দক্ষযজ্ঞ একেবারে ধ্বংস হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের এইরূপে নিধনসংবাদ শুনিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তবে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া দক্ষ প্রভৃতির জীবনপ্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দক্ষের ন্যায় বালকদিগের অপরাধ আমি কখন গ্রহণ করি না। যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ায় বিমোহিত, আমি কেবল তাহাদের দণ্ড দিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে; এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক এবং এই ভগদেব ও মিত্র নামক দেবতার চক্ষুদ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। পূষা স্বয়ং পিষ্টভোজী হউন। ইনি যজমানের দন্তদ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন এবং যাহাদের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুবিশিষ্ট এবং পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান্ হইবেন *। আর ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হইবেক। পরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মহাদেবের বাক্যানুসারে দক্ষের মস্তক প্রভৃতি ঐ প্রকারে সংযোজিত করিলেন। তখন দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং মহাদেবকে নানাপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাগবত ৪।১-৭ অ°) [রুদ্র ও সতীশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৯ উশীনরপুত্র নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৮) ১০ দক্ষিণভাগ। ১১ বিষ্ণু। ১২ বল। (নিঘণ্টু) "সদক্ষাণাং দক্ষপতি র্বভূব" (ঋক্ ১।৯৫।৬) 'দক্ষাণাং বলানাং' (সায়ণ) (স্ত্রী) ১৩ বীর্য্য। "বৈশ্বদেবর্দক্ষ পিতৃভ্যঃ দেবানাং" (শুক্লযজু° ১৪।৩) 'বৈশ্বদৈবঃ বীর্য্যৈঃ সামর্থ্যৈঃ সহ দক্ষশব্দোহত্র বীর্য্যার্থঃ।' (মহীধর)

দক্ষকন্যা (স্ত্রী) দক্ষস্য কন্যা ৬তৎ। দক্ষের কন্যা। দক্ষের অসিক্নী নাম্নী পত্নীতে ৬০টী কন্যা জন্মে। এই ৬০টীর মধ্যে ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, ২৭টী চন্দ্রকে, ভৃগু, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব এই তিনজনকে দুই দুইটী ও তার্ক্ষ্যকেও ৪টী কন্যা সম্প্রদান করেন। (ভাগ° ৬।৬ অ°) মনুকন্যা প্রসূতির গর্ভে ১৬টী কন্যা জন্মে, এই ১৬টীর মধ্যে ১৩ ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী মিলিত পিতৃগণকে ও একটী মহাদেবকে প্রদান করেন। (ভাগ° ৪।১ অ°) [দক্ষ দেখ।]

দক্ষক্রতু (পুং) দক্ষস্য ক্রতুঃ ৬তৎ। দক্ষের যজ্ঞভেদ, প্রজাপতি দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [দক্ষ দেখ।] দক্ষাঃ কুশলাঃ ক্রতবো সংকল্পা যেষাং। ২ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণ। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তে।" (শুক্লযজু° ৪।১১)

'যে দেবা ঈদৃশাঃ দীব্যন্তি দ্যোতন্তে ইতি দেবাশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়রূপঃ প্রাণাঃ।' (মহীধর)

দক্ষক্রতুধ্বংসিন্ (পুং) দক্ষক্রতুং ধ্বংসয়তি ধ্বংস-ণিচ্-ণিনি। ১ মহাদেব। ২ মহাদেবের অংশে আবির্ভূত বীরভদ্র। মহাদেবের জটা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষজা (স্ত্রী) দক্ষাৎ জায়তে জন-ড। দক্ষকন্যা, সতী, দুর্গা, অশ্বিনী প্রভৃতি।

দক্ষজাপতি (পুং) দক্ষজানাং দক্ষকন্যানাং পতিঃ। চন্দ্র। মহাদেব প্রভৃতি।

দক্ষতনয়া (স্ত্রী) দক্ষস্য তনয়া। দক্ষপ্রজাপতির দুহিতা, অশ্বিনী প্রভৃতি দুর্গা। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্ত্তি, তিতিক্ষা, হ্রী, স্বাহা, স্বধা ও সতী এই ষোড়শকন্যা জন্মে। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষতা (স্ত্রী) দক্ষস্য ভাবঃ ভাবে তল্ টাপ্। নৈপুণ্য, পটুতা, ক্ষমতা, কুশলতা।

দক্ষতাতি (স্ত্রী) মানসিক শক্তি।

"জীবাতুং তে দক্ষতাতিং কৃণোমি।" (অথর্ব্ব ৮।১।৬)

দক্ষনিধন (স্ত্রী) সামভেদ।

দক্ষপতি (পুং) দক্ষাণাং বলানাং পতিঃ। বলাধিপতি, বলের মধ্যে যে প্রধান বল, তাহার অধিপতি। "স দক্ষাণাং দক্ষপতি র্বভূব।" (ঋক্ ১।৯৫।৬) 'দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতির্বলাধিপতির্বভূব।' (সায়ণ)

দক্ষপিতৃ (পুং) দক্ষস্য দক্ষপ্রজাপতেঃ পিতা উৎপাদকো যস্য,

* কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটী মন্ত্রে ইহার আভাস আছে। যথা—

"পূষা প্রাশ দন্তোহরুণৎ তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগোহদন্তকো হি তং দেবা অব্রুবন্...বা অশ্বিনৌ প্রসবেহশ্বিনো র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামীত্যব্রবীৎ।" (তৈত্তিরীয়স° ২।৬।৮।৫-৬)

সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। দক্ষ প্রজাপতিজাত প্রাণাভিমানী দেব। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষাঃ দক্ষপিতারস্তেনঃ।" (তৈত্তি° ১।২।৩।১) লোকে তু কপ্। লৌকিক প্রয়োগে কপ্ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে দক্ষপিতৃক এইরূপ পদ হইবে। ২ বীর্য্যোৎপাদক। (স্ত্রী) ৩ অশ্বিনী প্রভৃতি, ইহাদের উৎপাদক দক্ষ, এই জন্য ইহাদের নাম দক্ষপিতৃকা।

দক্ষযজ্ঞ (ক্লী) দক্ষস্য যজ্ঞঃ বা দক্ষেণ অনুষ্ঠিতং যজ্ঞং। দক্ষ প্রজাপতি দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ (পুং) দক্ষযজ্ঞস্য ভঙ্গঃ। বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষযজ্ঞের বিনাশ।

দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (স্ত্রী) দুর্গা। দুর্গা অর্থাৎ সতী দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের প্রতি কারণ, এই জন্যই দুর্গাকে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী কহে।

"দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" (দুর্গাপূজামন্ত্র)

দক্ষযাগাপহারী (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১)

দক্ষবিহিতা (স্ত্রী) দক্ষেণ বিহিতা গীতিকা। ১ গীতিকাভেদ, "ঋক্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।

গেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১৪)

দক্ষবিহিতা গীতি প্রভৃতি অধ্যাত্ম ভাবের সহিত মিলিত হইয়া গান করিতে হয় এবং এই গান অভ্যাসে মোক্ষলাভ হয়। (ত্রি) ২ দক্ষকৃত।

দক্ষবৃধ্ (ত্রি) দক্ষতায় বৃদ্ধিশীল বা আনন্দিত। (বেদ)

দক্ষস্ (ক্লী) দক্ষ করণে অসুন্। বল। "বৃষণাদক্ষসে" (ঋক্ ১।১৫।১৩) 'দক্ষসে বলায়' (সায়ণ)

দক্ষসাধন (ত্রি) দক্ষস্য সাধনঃ। বলসাধক। "গবত্ দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ।" (ঋক্ ৯।২৫।১) 'দক্ষসাধনঃ দক্ষো বলং তস্য সাধকঃ।' (সায়ণ)

দক্ষসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ, নবম মনু। ভাগবতে ইহার বিবর এইরূপ লিখিত আছে, বরুণ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, ভূতকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি ইহার পুত্র। এই মন্বন্তরে মরীচি গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত ইহাদের ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি ঋষি আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু ঋষভদেব নামে অবতীর্ণ হন। ইনি অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধ ত্রিলোক ভোগ করান। দশম মনুর নামও দক্ষসাবর্ণি, ইনি উপশ্লোকের পুত্র, ভূরিষেণ প্রভৃতি ঐ মনুর সন্তান। এই মন্বন্তরে হবিষ্মান্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্ত্তি ইত্যাদি ঋষি। আর সুরসেন, অনিরুদ্ধাদি দেব এবং শম্ভু দেবরাজ। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিশূচির অংশাংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি বিষ্বক্‌সেন নামে বিখ্যাত হন। তৎকালে দেবরাজ শম্ভুর সহিত সখিত্ব হয়। (ভাগ° ৮।১৩ অ°) দক্ষসাবর্ণির সময়ে পুলহপুত্র হবিষ্মান্, ভৃগুতনয়, সুকৃতি, অত্রিপুত্র আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠতনয় অষ্টম, পুলস্ত্যপুত্র প্রমতি, কশ্যপপুত্র নভোগ ও অঙ্গিরাপুত্র সত্য এই ৭ জন মহর্ষি। ইহারাই ঋষিমন্ত্রের অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলিয়া কথিত। সুত, উত্তমৌজা, বীর্য্যবান্, কৃশিবজ্র, শতানীক, নরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা এই ১০টী দক্ষসাবর্ণির পুত্র।

(হরিবংশ ৭ অ°) (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪ অ°)

দক্ষসুত (পুং) দক্ষস্য সুতঃ। দেবতা। (শব্দার্থচি°) প্রজাপতি দক্ষের পুত্র সকল নষ্ট হইলে পুত্রিকা উৎপাদন করেন, তাহাদের হইতে দেবতা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রিকাদের পুত্রহেতু দক্ষের পুত্রত্ব সিদ্ধ হয়। বিধাতা দক্ষকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ করিলে মনঃপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, সুর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। ২ হর্য্যশ্বাদি পুত্র, দক্ষপ্রজাপতির হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই প্রজাবৃদ্ধি করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকেন, কিন্তু নারদের উপদেশে তাহারা পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করেন, আর প্রত্যাগত হন নাই। (হরিবংশ ৩ অ°) (স্ত্রী) ৩ অশ্বিন্যাদি দক্ষকন্যা।

দক্ষা (স্ত্রী) দক্ষতে বর্দ্ধতে ভারধারণে সমর্থা ভবতি দক্ষ-অচ্ টাপ্। পৃথিবী। (মেদিনী)

দক্ষাধ্বরধ্বংসক (পুং) দক্ষস্য অধ্বরং ধ্বংসয়তি ধ্বনস-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ শিব। ২ শিবজটোৎপন্ন বীরভদ্র।

দক্ষাধ্বরধ্বংসকৃৎ (পুং) দক্ষাধ্বরস্য ধ্বংসং করোতি, কৃ ক্বিপ্ তুগাগমঃ। দক্ষযজ্ঞনাশক শিব, বীরভদ্র।

দক্ষায্য (পুং) দক্ষতে কার্য্যেষু সমর্থো ভবতি দক্ষ-আয্য (শ্রুদক্ষিস্পৃহি গৃহিভ্যা আয্যঃ। উণ্ ৩। ৯৬) ১ গরুড়। ২ গৃধ্রপক্ষী। দক্ষ বৃদ্ধৌ আয্য। (ত্রি) ৩ বর্দ্ধক। "মিত্রো দক্ষায্যো অর্য্যমেবাসি সোম" (ঋক্ ১।৯১।৩) 'দক্ষায্যো সর্ব্বেষাং বর্দ্ধকঃ' (সায়ণ) ৪ পূজনীয়।

দক্ষারাম, (দ্রাক্ষারাম) গোদাবরী জেলায় অন্তর্গত সুবিখ্যাত তীর্থ, কোটীফলী নামক প্রসিদ্ধতীর্থের ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং রামচন্দ্রপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ভীমেশ্বরের একটী অতি বৃহৎ দেবালয় আছে; ইহার লিঙ্গ অতি উচ্চ, এমন কি দ্বিতল ভেদ করিয়া দুই ফিট উচ্চ হইয়াছে। পূজার সময় পুরোহিত দ্বিতলে থাকিয়া লিঙ্গের জলাভিষেকাদি

করিয়া থাকেন। প্রধান মন্দিরের মধ্যে ছোট ছোট আরও মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরটী সুন্দররূপে চিত্রিত। এখানে ওলন্দাজদিগের সুন্দর দুইটা গোর আছে। ভীমেশ্বরের মন্দিরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

দক্ষি (ত্রি) সহনশীল। (সায়ণ)

দক্ষিণ (ত্রি) দক্ষতে ইতি দক্ষ-ইনন্ (দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। উণ্ ২।৫০) ১ দক্ষিণোদ্ভূত, দক্ষিণদিক্‌ভব। ২ পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, পরাভিপ্রায়ানুবর্ত্তী, যাহারা পরের অভিপ্রায় অনুসারে চলে। ৩ দক্ষভাগস্থ। ৪ অবাম, অপসব্য, দেহভাগভেদ, ডাহিন।

প্রতিগ্রহ করিতে হইলে ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা করিবে এবং পরে স্বস্তি এই বাক্য বলিবে।

"ওঁকার মুচ্চরন্ প্রাজ্ঞো দ্রবিণং শক্তুমোদকং।
গৃহ্ণীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ॥" (আদিত্যপু°)

৫ নায়কভেদ, যে নায়কের অনেকগুলি নায়িকা আছে, এবং যিনি সকল নায়িকার প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাকে দক্ষিণনায়ক কহে। "এষু ত্বনেকমহিলাসু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।৪০)

"অন্তঃপুরে স্ফুরতি পঙ্কজদৃশাং সহস্র-
মস্মিন্নয়ং কথয় কুত্র নিবেশয়ামি।
ইত্যাকলয্য নয়নাম্বুরুহে নিমীল্য
রোমাঞ্চিতেন বপুষা স্থিতমচ্যুতেন॥" (রসমঞ্জরী)

অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী রহিয়াছে, আমি কাহার দিকে নয়ন ফিরাইব। অচ্যুত ইহা বিবেচনা করিয়া চক্ষুঃদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থলে কৃষ্ণ কাহাকেও দেখিলেন না, এইজন্য সকল নায়িকার প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শিত হইল। অতএব এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণনায়ক।

৬ প্রদক্ষিণ। (ভাগ° ১।১৪।১৩) ৭ তন্ত্রোক্ত আচার বিশেষ, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণ হইতে বামাচার উৎকৃষ্ট।

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।"(কুলার্ণবত° ৫খ°)

৮ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) ৯ দক্ষিণাগ্নি। "দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণং।" (আশ্ব° গৃ° ৪।২।৩) ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণ কর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম, সূর্য্য ও অনল বাস করেন, এই জন্য ক্ষুত, নিষ্ঠীবন, দন্তোচ্ছিষ্ট, অনৃত ও পতিতদিগের সহিত আলাপে দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিতে হয়। (পরাশর) * ১০ উদার, অকপট, সরল। ১১ সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। ১২ উত্তরের বিপরীত, দক্ষিণদিক্।

এই শব্দ দিক্ দেশাদি ব্যবস্থাতে সর্ব্বনাম অর্থাৎ শব্দরূপে সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় রূপ হইবে। অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে 'কুশল' এই অর্থ সেই স্থলে আকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

দক্ষিণকালিকা (স্ত্রী) দক্ষিণা অনুকূলা কালিকা। আদ্যাশক্তি, যিনি শিবের হৃদয়ে দক্ষিণচরণ স্থাপন করিয়াছেন, শিবহৃদয়ে দক্ষিণপদার্পণশীলা কালিকাদেবী। [শ্যামা ও দশমহাবিদ্যা দেখ।]

দক্ষিণগোল (পুং) দক্ষিণঃ গোলঃ। বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণস্থিত তুলাদি ৬টী রাশি। তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ৬টী রাশির নাম দক্ষিণগোল। ইহারা বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে অবস্থান করে।

"সসোম্যগোলো ভবনং যদান্তং
যাম্যোঽপরং সায়নভাগভানোঃ।" (সি° শি°)

দক্ষিণতস্ (অব্য) দক্ষিণ-অতসুচ্ (দক্ষিণোত্তরাভ্যামতসুচ্। পা ৫।৩।২৮) দক্ষিণদিকে। দক্ষিণ-তসিল্। ২ দক্ষিণভাগ।

"পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎসুরপূজিতে।"
(মহানির্ব্বাণত° ৩।৪৮)

দক্ষিণতস্কপর্দ্দ (ত্রি) দক্ষিণতঃ শিরসো দক্ষিণে ভাগে কপর্দ্দশ্চূড়া যস্য। দক্ষিণভাগ চূড়াযুক্ত। "শ্বিত্যঞ্চো মা দক্ষিণতস্কপর্দাঃ" (ঋক্ ৭।৩৩।১) 'চূড়াকর্ম্মণি দক্ষিণতো বশিষ্ঠানামিতি স্মর্য্যতে।' (সায়ণ)

দক্ষিণতার (ক্লী) দক্ষিণং তীরং। দক্ষিণতীর। দিক্ শব্দের উত্তর তীর শব্দের স্থানে বিকল্পে তার আদেশ হয়। 'দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরং, উত্তরতীরং উত্তরতারং' ইত্যাদি (পাণিনি)

দক্ষিণতীর (ক্লী) নদী প্রভৃতির দক্ষিণস্থ তীর।

দক্ষিণত্রা (স্ত্রী) দক্ষিণ বেদে নিপাতনাৎ ত্রা। দক্ষিণভাগাদি। "বিশ্বমন্যং হস্ত আ দক্ষিণত্রাভিঃ" (ঋক্ ৬।১৮।৯)

দক্ষিণদিক্ (স্ত্রী) দক্ষিণস্থ দিক্। মেরু হইতে বিপ্রকৃষ্ট দিক্। পূর্ব্ব প্রভৃতি দশদিকের অন্তর্গত এক দিক্। উত্তরদিকের বিপরীত দিক্। এই দিকের অধিপতি ভৌম।

"সূর্য্যঃ সোমঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী।
সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরাঃ॥" (জ্যোতি° ত°)

* "ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সোমঃ সূর্য্যোঽনলস্তথা।
তে সর্ব্বে চাপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥" (পরাশর)

পূর্ব্বে সূর্য্যদেব যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই দিক্ গুরু কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন, সেই অবধি এই দিক্ দক্ষিণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [দিক্ দেখ।]

দক্ষিণদেশ [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

দক্ষিণধুরীণ (ত্রি) শকটের দক্ষিণভাগের ধুরাযুক্ত।

দক্ষিণপথ, [দক্ষিণাপথ দেখ।]

দক্ষিণপশ্চাৎ (অব্য) দক্ষিণস্যাঃ পশ্চিমায়াশ্চ দিশঃ অন্তরালা দিক্ বহুব্রীহৌ আতি, পশ্চাৎ পশ্চাদাদেশঃ। নৈর্ঋতকোণ।

দক্ষিণপশ্চার্দ্ধ (পুং) দক্ষিণপশ্চিমভাগ।

দক্ষিণপশ্চিমা (স্ত্রী) দক্ষিণস্যাঃ পশ্চিমায়াশ্চ দিশঃ অন্তরালা· দিক্, ততঃ পূর্ব্ববৎ। নৈর্ঋতকোণ।

"জগাম ভরতশার্দ্দূল! দিশাং দক্ষিণপশ্চিমাং।"

(ভারত মহাপ্রস্থান° ১ অ°) (ত্রি) তদ্দেশবাসী, যাহারা নৈর্ঋতকোণে বাস করে।

"দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণং।" (আশ্ব° গৃ° ১।২।১৩)

দক্ষিণপাঞ্চালক (ত্রি) দক্ষিণপঞ্চাল সম্বন্ধীয়। [পঞ্চাল দেখ।]

দক্ষিণপূর্ব্বা (স্ত্রী) দক্ষিণস্যাঃ পূর্ব্বস্যাশ্চ দিশোঽন্তরালং ইতি সমাসঃ (দিঙ্নামান্যন্তরালে। পা ২।১।২৬) ১ পূর্ব্বদক্ষিণকোণ, অগ্নিকোণ। (ত্রি) ২ অগ্নিকোণস্থিত। "দক্ষিণপূর্ব্ব উদ্ধৃতাস্ত আহবনীয়ং নিদধাতি" (আশ্ব° গৃ° ৪।২।১১)

দক্ষিণমানস (ক্লী) গয়াস্থিত তীর্থবিশেষ।

"তস্য দক্ষিণভাগে তু তীর্থং দক্ষিণমানসং।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয়মুদাহৃতং॥" (বায়ুপু° গয়ামা°)

তাহার দক্ষিণভাগে দক্ষিণমানস তীর্থ, এই দক্ষিণমানস তীর্থে তিনটী তীর্থ আছে।

দক্ষিণমার্গ (পুং) ১ তন্ত্রোক্ত আচারভেদ। ২ পিতৃযান নামক মার্গভেদ। "নির্ব্বিণ্ণোঽহং দক্ষিণমার্গেণ গতাগত লক্ষণেন" (ঈশোপনিষদ্ভাষ্য°)

দক্ষিণমেরু (পুং) দক্ষিণ কেন্দ্র। (The south-pole)

দক্ষিণরাঢ় (স্ত্রী) রাঢ়ের দক্ষিণাংশ। [রাঢ় দেখ।]

দক্ষিণরায়, সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ বনদেবতা, বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে যেখানে বন জঙ্গল অধিক, যেখানে বাঘের ভয় বেশী, সেইখানেই এই দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। ইনি ব্যাঘ্রজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া গণ্য। মলঙ্গী, মউল্যা, বুনো প্রভৃতি নীচ জাতি দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের বড় ভক্ত। বুনোরা যখন সুন্দর বনে কাঠ কাটিতে যায়, দক্ষিণরায়ের পূজা না দিয়া কেহ বনে প্রবেশ করে না। ডায়মণ্ড-হারবার ও মাতলা অঞ্চলে যেখানে যেখানে আবাদ আছে, সেইখানে দক্ষিণরায়ের পূজা হইতে দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ইহার পূজা সেরূপ প্রচলিত না থাকিলেও বহুদিন হইতে দক্ষিণরায়ের পূজা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানেরাও পীর গাজির ন্যায় দক্ষিণরায়কে বিশেষ ভয়ভক্তি করে ও সময়ে সময়ে পূজা দেয়।

মাধবাচার্য্য, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা কবি দক্ষিণরায়ের লীলা অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিমতাগ্রামনিবাসী কৃষ্ণরামদাসের রায়-মঙ্গল উল্লেখযোগ্য, এখনও অনেক স্থানে এই রায়মঙ্গলের পালা গান হইতে শুনা যায়। রায়মঙ্গলের প্রারম্ভে দক্ষিণ-রায়ের এইরূপ স্তব আছে—

"করযোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়,
ঠাকুরের চরণকমল।
সঙ্গে নীলাবতী রাণী, পঞ্চপাত্র সাথে আনি,
উরঘটে ভকতবৎসল॥
তোমা বিনা প্রভু কেই, যারে যাহা কর এই,
আমল আঠারভাঁটী।
বহে হীরা বাঘ ঘোড়া, পরিধান দিব্যজোড়া,
উড়নী ঘুড়নী পরিপাটী॥
বেসবার তাড়বালা, কনকের কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুইকাণে।
ঐরিদস্ত অচিরাৎ, কঠিন কামান হাত,
তরকচ পরিপূর্ণ বাণে॥
পরিসর পিঠে ঢাল, করে খর তলআর,
কাটারি কোমরে করে ছুরি।
স্তবে যায় কোপী বাগে, ধ্বনি শুনি ভাগে ভাগে,
মনোহর মুকুতার ঝুরি॥
সোণার বরণ তনু, অশ্বিনী ডাগর জানু,
নিশামণি আননবিজয়।
বিশাল লোচন জোর, শ্রবণ অবধি ওর,
চাহনি চমকে রিপুচয়॥
নল নাল মধু আর, সর্ব্ব ভুয়া অধিকার,
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা।
যত দ্রব্য চলে নায়, বাছি লও ভাল যায়,
রায় বিনা বর দেয় কেবা॥
পূজা ক'রে এক মনে, কাঠ কাটে গিয়া বনে,
বাউল্যা মউল্যা কত ঠাঁঞি।
পাইলে নাহিক যায়, বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি॥

ডিঙ্গা জঙ্গ ঘোটে আর নৌকা কত পয়কার
যথায় তথায় কারখানা।
ঐপদ পূজিলে হয়, নহিলে কিছুই নয়,
অনুভব কত ঠাঞি জানা॥
গয়জে বালাই মানে, ভাল মতে সে যে জানে,
কর্ম্মভোগ সকলের গোড়া।
কুম্ভীরেতে ধরে পাদে, কিবা কোপে ঘাড় ভাঙ্গে,
রুধিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া॥
বড় খাঁ গাজির সাথে, মহাযুদ্ধ খনিয়াতে,
দোস্তানি হইল তার পর।
কালুরায় বন্ধু বটে, সোয়ার ঘোড়ার পিঠে,
এক মনে পূজে কত নর॥
রণে বনে রাজস্থানে, সদত আনন্দ মনে,
তোমার সেবকে দুখ কিবা।
বলে কবি কৃষ্ণরাম, নায়কের পুর কাম,
গায়নে রায়নে বর দিবা॥"

তৎপরে কবি কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়ের মুখে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"মুনি মুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর॥
আপনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নবরাজ্য কাটিয়া কানন॥
বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী।
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি॥
হরবরে দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
প্রথমে লইনু পূজা পাটনে ছলিয়া॥
কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে।
না মানে আমার ভয়ে নরসিংহ নরে॥
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া।
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া॥
বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।
বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গ সহর॥
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে।
সাত ডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে॥
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল।
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল॥
মরণে স্মরণ কৈল সাধুর নন্দন।
সঙ্কটেতে আমি গিয়া করিনু রক্ষণ॥
বাঘ লইয়া আপনি সমরে দিনু হানা।
হরিনু দুরন্ত রাজা আর যত সেনা॥
রাজরাণী আসিয়া অনেক কৈল স্তব।
জিয়াইয়া দিনু আমি কৃপা অনুভব॥
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল।
পিতাপুত্রে দুইজনে দেশেরে আইল॥
করিয়া আমার পুরী আমার মন্দির।
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাবীর॥
এমনি প্রকারে কয় আমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজস্থল॥"

উপরে দক্ষিণরায়ের যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এই বোঝা যায়, যে প্রভাকর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি বন কাটাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মহাদেবের পূজা করিয়া দক্ষিণরায়কে প্রাপ্ত হন। দক্ষিণরায় আঠারভাঁটীর রাজা হইয়াছিলেন। কালুরায়ের কথায় তিনি হিজলীতে গিয়া নরসিংহকে শাসন করিয়াছিলেন। খনিয়া নামক স্থানে বড়খাঁ গাজির সহিত তাঁহার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তার পর উভয়ে বন্ধুতা স্থাপিত হয়।

বড়খাঁ গাজির প্রসঙ্গ থাকায় জানা যায় যে, যে সময় বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানেরা প্রবল ছিল, সেই সময় দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে রাজত্ব করিতেন, তাহার চারিদিকে বাঘের বড় উৎপাত ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতাপে বাঘে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিত না, এই জন্য নীচলোকেরা তাঁহাকে ব্যাঘ্রারোহী ও বাঘের রাজা বলিয়া অতিশয় ভয় ভক্তি করিত। কবি কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, বড়খাঁ গাজির অনুগত ফকিরেরা দক্ষিণরায়ের অধিকারে গিয়া তাঁহার প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন, তাহাতে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হইয়া বড়খাঁ গাজির সহিত যুদ্ধ করিতে যান এবং মহাযুদ্ধে দক্ষিণরায়ের মাথা কাটা যায়, † কিন্তু দৈববলে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। শেষে মহাদেব আসিয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং উভয়ে পূর্ব্ববৎ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। (সেই হইতে বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানেরা বড়খাঁ গাজি ও দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছে।) যথা—

"কপালে বাজিল গিয়া অজগর বাণ।
পড়িয়া পীরের ঘোড়া গড়াগড়ি যায়॥
দাঁড়াইল বড়খাঁ বাহন গেল গেয়া।
সক্রোধে ডাকিল বাঘ অরে আও মেরা॥

† মাধবাচার্য্য ও কবিকৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে উভয় দলে বাঘ ও বাঘিনীগণ আসিয়া সেনার কার্য্য করিয়াছিল।

রুষিয়া বড়খাঁ গাজি কসিলা কামান।
এড়িলা বিষম বড় বজ্রতুল্য বাণ ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধে পীর।
পলায় সকল বাঘ পোড়য়ে শরীর ॥
হীরাবাঘ অগ্নির পুড়িল তার গোঁপ।
দেখিয়া দক্ষিণরায় ঠাকুরের কোপ ॥ ১৯ ॥
মহা ভয়ঙ্কর শেল, কালা তার গজ বেল,
প্রতাপে পলায় দিবাকর।
দক্ষিণদেশের পতি, গর্জ্জন করিয়া অতি,
এড়ে বাণ পীরের উপর ॥ (ইত্যাদি)
দিয়াছেন পেগম্বার, চোট ব্যর্থ নাহি যার,
ক্ষুরধার নিরন্তর যম।
মারিতে দক্ষিণরায়ে, ধায় গাজী অনিবারে,
বলবন্ত সাহস অসম ॥
বেড়িপাক দিয়া সাটে, ষাটহাজার বাঘ কাটে,
ফুটারেতে অপর প্রলয়।
আকাশে দেখিল সবে, সম্মুখে আসিয়া তবে,
হানে কোপ রায়ের গলায় ॥
কিঞ্চিৎ না করে কায়, উথড়িয়া তল আর,
তথাচ মহিমা তার এই।
সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি, মায়ামুণ্ড গড়াগড়ি,
যেমন দক্ষিণরায় সেই।
অকালে প্রলয় পড়ে, ঢাল খাড়ার ছুহে নড়ে,
সাজোয়ার কোপ ঝন ঝন।
ক্ষিতি করে টলমল, হেন বুঝি যায় তল,
বিকল সকল দেবগণ ॥
কবি কৃষ্ণরাম ভণে দুই সিংহ যেন রণে
কারে না করিহ অল্প বোধ।
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ ॥ ২০ ॥
অর্দ্ধেক মাথার কণা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা শেল শিলি হাতে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধ নীল মেঘপ্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে ॥
এইরূপ দরশন পাইয়া সে দুইজন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিলনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজনে যোড়নি পাতায় ॥
এই ভাটি অধিকার সকল দক্ষিণরায়
হুড়াহুড়ি কেন কর পীর।
কেবা তোমা নাহি মানে ব্যকত সকল থানে
ডাকপাক দুনিয়ায় জাহির ॥
যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ ক'রে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল এ মিথ্যাকার খেলা ॥
বড়খাঁর মায়াকায় গোরে কেরামত তায়
হইবেক লোকের কাম ফতে।
যেখানে পীরের নাম বানান মকাম থান
যত ফয়তালা নামেতে ॥
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
পূজা করিবেক যত জন।
'বারা' তার খ্যাতি হবে ঠাঁই ঠাঁই এই ভবে
কোনখানে মুরতিমোহন ॥" (রায়মঙ্গল)

পৌষ-সংক্রান্তির দিন দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের সহিত তাঁহাদের বাহন ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের মৃণ্ময়-মূর্ত্তিরও পূজা হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ছাগ, মোরগ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কোথাও দক্ষিণরায় ও কালুরায় ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন। কেহ কেহ বলে, মহাদেব ব্রহ্মার মাথা কাটিলে সেই মাথা হইতে কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের উৎপত্তি হয়।

দক্ষিণশাহবাজপুর, মেঘনা নদীর মোহানাস্থ একটী দ্বীপ। বাখরগঞ্জ জেলার একটী মহকুমা। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পৃথক্ মহকুমা করা হয়। ভোলা ও বরণউদ্দীন হালদার নামক দুইটী থানা ইহার অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬১৫ বর্গ মাইল। ইহাতে ৪০৮ খানি গ্রাম আছে।

কথিত আছে যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর তারিখে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা দলিত খাঁ নামক এই মহকুমার প্রায় সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়াছিল।

দক্ষিণসদ্ (ত্রি) দক্ষিণভাগে স্থিত বা উপবিষ্ট।

দক্ষিণসমুদ্র (পুং) দক্ষিণঃ সমুদ্রঃ কর্ম্মধা°। দক্ষিণদিক্‌স্থিত সমুদ্র, লবণসমুদ্র।

দক্ষিণস্থ (ত্রি) দক্ষিণে ভাগে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সারথি। ২ দক্ষিণভাগস্থিত।

দক্ষিণা (স্ত্রী) দক্ষিণ-টাপ্। ১ দক্ষিণদিক্। পর্য্যায় অবাচী, শামনী, যামী, বৈবস্বতী। (রাজনি°)

"দিক্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ ॥"
(কুমার ৩।২৫)

দক্ষিণদিকের বায়ুর গুণ—ষড়্‌রসযুক্ত, চক্ষুর হিতকারক,

বলবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, সুখ, কান্তি ও বুদ্ধিদায়ক, শত্রু-নাশক, বিদাহী, অস্র ও বায়ুবর্দ্ধক। গণ্ডূপদ প্রভৃতি কীট-জনক। (দ্রব্যগুণ) এই দিকের অধিপতি বৃষ, কন্যা ও মকররাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ২ যজ্ঞাদিবিধি দান। ৩ প্রতিষ্ঠা। ৪ যজ্ঞাদিকর্ম্মাবসানে ব্রাহ্মণদিগকে যে বিহিত দান করা হয়; ঋত্বিকের পারিশ্রমিক, পূজা প্রভৃতি সমাপন করিলে পুরোহিতকে অন্তে যে দান করা যায়, তাহাকে দক্ষিণা কহে। দানযজ্ঞ ব্রত প্রভৃতির দক্ষিণা না দিলে, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয়। এইজন্য প্রত্যেক কার্য্যাবসানে দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

"অদত্তদক্ষিণং দানং ব্রতঞ্চৈব নৃপোত্তম।
বিফলং তদ্বিজানীয়াদ্ভস্মনীব হুতং হবিঃ॥" (ভবিষ্যপু॰)

শুচি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা দিতে হয়। যদি কোন গতিকে দক্ষিণা না দেওয়া হয়, তবে সকলই নিষ্ফল হয়। দানের মধ্যে সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ, এই জন্য সকল দানেই স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

"সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা।
সর্ব্বেষামেব দানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে॥" (ব্যাস)

কতকগুলি দানে গোবস্ত্রাদি দক্ষিণার বিধান আছে, কিন্তু সেই সেই স্থলে গোবস্ত্রাদিই দক্ষিণা দিতে হইবে। যেখানে কোন উল্লেখ নাই, সেই স্থলেই সুবর্ণ দক্ষিণা প্রশস্ত। সকলের মধ্যে সুবর্ণ শ্রেষ্ঠ, এই জন্য 'সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে' ইহা লিখিত হইয়াছে।

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং তণ্ডুলং ধান্যমেব চ।
নিত্যশ্রাদ্ধং দেবপূজা সর্ব্বমেব স দক্ষিণং॥" (স্কন্দপু॰)

নিত্যশ্রাদ্ধ, দেবপূজা প্রভৃতি সুবর্ণ, রজত, তাম্র, তণ্ডুল, ধান্য প্রভৃতি সকলই দক্ষিণা হইতে পারে। দেয় দ্রব্যের তৃতীয়াংশ দক্ষিণা দিতে হয়। আর যে দানের দক্ষিণা উক্ত হয় নাই, তাহার দশাংশ বা শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিতে হইবে।

"দেয়দ্রব্যতৃতীয়াংশং দক্ষিণাং পরিকল্পয়েৎ।
অনুক্ত দক্ষিণে দানে দশাংশং বাপি শক্তিতঃ॥" (স্কন্দপু॰)

তুলাপুরুষ প্রভৃতি দানে দক্ষিণা শতাংশ বা তদর্দ্ধ প্রদান করিবে এবং ঋত্বিক্ সকলকে দশনিষ্ক প্রদান করিবে। যজ্ঞ * দক্ষিণার সহিত কর্ম্মিদিগকে ফল প্রদান করে। কার্য্য সম্পন্ন হইলেই দক্ষিণা দিবে, না দিলে প্রতি ক্ষণ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে না দিলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি, একদিন অতীত হইলে শত গুণ, তিন দিন অতীত হইলে তাহার দশগুণ, একমাসে লক্ষগুণ ও এক বৎসর গত হইলে ত্রিকোটিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং যজমানের সেই কর্ম্ম নিষ্ফল ও কর্ম্মকর্ত্তা ব্রহ্মস্বাপহারী হয়। লক্ষ্মী শাপ দিয়া তাহার গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি দরিদ্র ব্যাধি-যুক্ত হইয়া কষ্টে কালাতিপাত করেন এবং তাহার দত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি তৎপিতৃগণ গ্রহণ করেন না। যজমানের দক্ষিণা দিতে বিলম্ব হইলে পুরোহিত দক্ষিণা চাহিবেন। নচেৎ উভয়েরই নরক লাভ হয়। দক্ষিণা চাহিলে পর যদি যজমান না দেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মস্বাপহারী তুল্য পাতকী এবং নিশ্চয় তাহার কুম্ভীপাক ভ্রমণ ঘটে এবং তথায় যমদূতের তাড়না সহ্য করিয়া লক্ষবর্ষ বাস করিতে হয়। তৎপরে চণ্ডাল হইয়া জন্মাইতে হয় এবং সর্ব্বদা ব্যাধিযুক্ত ও দরিদ্র হইতে হয়। তাহার পাপে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নিরয়গামী হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাস মহোৎসবের দিনে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইহার নাম দক্ষিণা।

---

* "যজ্ঞো দক্ষিণয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ ফলেন চ।
কর্ম্মিণাং ফলদাতা চেত্যেবং বেদবিদো বিদুঃ।
কৃত্বা কর্ম্ম চ তত্রৈব তূর্ণং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং।
তৎকর্ম্মফলমাপ্নোতি বেদেরুক্তমিদং মুনে।
কর্ত্তা কর্ম্মণি পূর্ণে চ তৎক্ষণং যদি দক্ষিণাং।
নাদদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দৈবে জ্ঞানতোঽথবা।
মুহূর্ত্তে সমতীতে তু দ্বিগুণা সা ভবেদ্ধ্রুবং।
একরাত্রে ব্যতীতে তু ভবেৎ শতগুণা চ সা।
ত্রিরাত্রে তদ্দশগুণা সপ্তাহে দ্বিগুণা ততঃ।
মাসে লক্ষগুণাপ্রোক্তা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বর্দ্ধতে।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু সা ত্রিকোটিগুণা ভবেৎ
কর্ম্মতদ্ যজমানানাং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।
স চ ব্রহ্মস্বাপহারী ন কর্ম্মার্হোঽশুচির্নরঃ।
দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ তেন পাপেন পাতকী।
তদ্গৃহাদ্যাতি লক্ষ্মীশ্চ শাপং দত্ত্বা সুদারুণং।
পিতরো নৈব গৃহ্ণন্তি তদ্দত্তং শ্রাদ্ধতর্পণং।
এবং সুরাশ্চ তৎপূজাং তদ্দত্তামগ্নিরাহুতিং।
দাতা ন দীয়তে দানং গ্রহীতা চ ন যাচতে।
উভৌ তৌ নরকং যাতশ্ছিন্নরজ্জুঃ যথা ঘটঃ।
নার্পয়েদ্যজমানশ্চেৎ যাচিতারঞ্চ দক্ষিণাং।
ভবেদ্ব্রহ্মস্বাপহারী কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবং।
বর্ষলক্ষং বসেত্তত্র যমদূতেন তাড়িতঃ।
ততো ভবেৎ স চাণ্ডালো ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রকঃ।
পাতয়েৎ পুরুষান্ সপ্ত পূর্ব্বাংশ্চ সপ্তজন্মনঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ॰)

MOHARAJA'S 5 JUN 189 COOCH BEHA

"কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াস্তু রাসে রাধামহোৎসবে।
আবির্ভূতা দক্ষিণাংশাৎ কৃষ্ণস্ত তেন দক্ষিণা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

দক্ষিণার অপর নাম দীক্ষা, ইনি সকল স্থলেই পূজিত হন। এই দক্ষিণা ব্যতীত বিশ্বের সকল কর্ম্ম নিষ্ফল। (ভাগবত)

৫ নায়িকাবিশেষ। নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হইলে যে নারী পূর্ব্বের ন্যায় নায়কের প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম, সদ্ভাব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে না, তাহাকে দক্ষিণা নায়িকা কহে।

"যা গৌরবং ভয়ং প্রেমসদ্ভাবং পূর্ব্বনায়কে।
ন মুঞ্চত্যন্যসক্তোঽপি সা জ্ঞেয়া দক্ষিণা বুধৈঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণটীকায় স্বামী)

দক্ষিণাংশব্রণিন্ (পুং) দক্ষিণাংশে দক্ষস্কন্ধে ব্রণোঽস্যাস্ত ইনি। দক্ষিণস্কন্ধস্থিত ব্রণযুক্ত, যাহার দক্ষিণস্কন্ধে ব্রণ (ক্ষত) আছে। পিতৃস্বসৃগমন করিলে এই রোগ হয়, এই রোগ হইলে অন্নদান দ্বারা ইহার শান্তি করিবে।

"পিতৃস্বস্রভিগমনাৎ দক্ষিণাংশব্রণী ভবেৎ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা অন্নদানেন শক্তিতঃ॥" (পরাশর)

দক্ষিণাকপর্দ্দ (পুং) বসিষ্ঠ। (বেদ)

দক্ষিণাকাল (পুং) যে সময় দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণাগ্নি (পুং) দক্ষিণোঽগ্নিঃ। যজ্ঞাগ্নিবিশেষ, দক্ষিণ দিকে যে অগ্নিস্থাপন করা হয়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি।

দক্ষিণাগ্র (পুং) দক্ষিণস্যাং অগ্রমস্য। দক্ষিণ দিগ্‌ভাগস্থিতাগ্র কুশাদি, যে কুশাদির অগ্র দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত থাকে। "অথ যাজ্ঞমুষ্ঠ্যাদীচীনাগ্রাণি তৃণানি ভবন্তি দক্ষিণাগ্রাণি তানি করোতি।" (শত° ব্রা° ১২।৫।১।১২)

দক্ষিণাচল (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দিশি দক্ষিণে দক্ষিণপ্রদেশে বা স্থিতোঽচলঃ পর্ব্বত। মলয় পর্ব্বত।

দক্ষিণাচার (পুং) দক্ষিণঃ অপ্রতিকূলঃ আচারঃ। তন্ত্রোক্ত আচারভেদ। স্বধর্ম্মনিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে, এইরূপ আচরণ করিলে দক্ষিণাচার হয়, এই আচারে স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া শিবাকে পূজা করিবে।

"স্বধর্ম্মোনিরতোভূত্বা পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ।
সএব দক্ষিণাচারঃ শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ॥"
(আচারভেদতন্ত্র)

ইহাতে এই মাত্র বিশেষ, মদ্যস্থানে বিজয়ারস দিতে হইবে। বিজয়ারসও পঞ্চমকারের একটী।

"চতুর্মকারাঃ সন্ত্যেব পঞ্চমো বিজয়ারসঃ।"
(আচারভেদতন্ত্র)

এই আচার বামাচারীদিগের ন্যায় অতি কঠোর নহে। ইহা বিশুদ্ধ বৈদিকাচার সদৃশ।

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্মতচ্ছুদ্ধবৈদিকং।"
(দক্ষিণাচারতন্ত্র)

দক্ষিণোঽনুকূলঃ সাধুরাচারো ব্যবহারো যস্য। (ত্রি) ২ শিষ্টাচারবিশিষ্ট। দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দিশি চারো গতিরস্য। ৩ দক্ষিণদিগ্ গতিশালী, যাহার গতি দক্ষিণ দিকে।

দক্ষিণাজ্যোতিস্ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং জ্যোতিরস্য। পঞ্চোদন ছাগভেদ। "যোঽজং পঞ্চোদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দদাতি।" (অথর্ব্ব ৬।৫।২২)

দক্ষিণাৎ (অব্য) দক্ষিণস্যাং দিশি, দক্ষিণস্যা দিশঃ দক্ষিণা বা দিক্ দক্ষিণা আতি (উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ। পা ৫।৩।৩৪) ১ দক্ষিণ দিক্। ২ দক্ষিণদিকে। ৩ দক্ষিণ দিক্ হইতে।

দক্ষিণান্তিকা (স্ত্রী) বৈতালীয় ছন্দোভেদ, ইহা মাত্রাবৃত্ত, বৈতালীয় মাত্রাবৃত্ত প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১৪ মাত্রা, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৬ মাত্রা হয়।

"ষড় বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমোস্যুর্নো নিরন্তরা।
নসমাত্রপরাশ্রিতা কলাবৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ॥"
(বৃত্তরত্না°)

কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার মধ্যে একটী গুরু হয়, তাহা হইলে এই দক্ষিণান্তিকা মাত্রাবৃত্ত হইবে, আর আর সকল পূর্ব্বোক্ত বৈতালিকের ন্যায়। "তৃতীয় যুগ্‌দক্ষিণান্তিকা" (বৃত্তরত্না°)

'যদি তৃতীয়যুক্‌ দ্বিতীয়মাত্রা তৃতীয়মাত্রাভ্যামেকো গুরুশ্চেৎ শেষং বৈতালিয়বৎ তদা দক্ষিণান্তিকানামচ্ছন্দঃ। (বৃত্তর°টীকা)

দক্ষিণাপথ (পুং) দক্ষিণা পন্থাঃ অচ্ সমাসান্তঃ। দেশভেদ, অবন্তী ও ঋষ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে অনেকগুলি পথ গিয়াছে, এই বিন্ধ্য পর্ব্বত ও সমুদ্রগামিনী পয়োষ্ণী নদী, এই স্থলে মহর্ষিদিগের আশ্রম ও বিদর্ভদিগের পথ, ইহা কোশলদিকে গিয়াছে, ইহার পর দক্ষিণদিকে যে দেশ, তাহার নাম দক্ষিণাপথ। (ভারত ৩।১৬ অ°)। [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

"এষ পন্থা বিদর্ভাণামসৌ গচ্ছতি কোশলাং।
অতঃপরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ॥"(ভার° ৩।১৬ অ°)

২ দক্ষিণাস্থিত মার্গমাত্র, দক্ষিণদিকে অবস্থিত পথ।

"কৃষ্ণাজিনানি ধুম্বন্তঃ স্বয়মেব দক্ষিণা পথং যান্তি"
(আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১৩।১২)

দক্ষিণাপথিক (ত্রি) দক্ষিণাপথোঽস্ত্যস্য আমিত্যেন আবাসত্বেন বা ঠন্। ১ দক্ষিণাপথদেশবাসী, দক্ষিণাপথ দেশের রাজা, দক্ষিণাপথদেশ সম্বন্ধী।

"এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাপথিকান্ পথঃ ॥"
(হরিবংশ ১১ অ°)

দক্ষিণাপরা (স্ত্রী) দক্ষিণায়া অপরায়া দিশোঽন্তরালা দিক্। ১ নৈর্ঋতকোণ। "দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি দক্ষিণপরস্যাং বা" (আশ° গৃ° ৪।৭।৬) (ত্রি) ২ তৎসংস্থিত। দক্ষিণায়াং পরঃ। যজ্ঞপূর্ত্তির জন্য ত্রব্যদানরূপ দক্ষিণা ক্রিয়াতৎপর।

দক্ষিণাপ্রবণ (ত্রি) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং প্রবণং নিম্নং। উত্তর অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিকে নিম্ন, শ্রাদ্ধাদি প্রদেশ। দক্ষিণপ্রবণ স্থান শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে প্রশস্ত।

"শুচিদেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ ॥" (মনু ৩।২০৬)

শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য অস্থি বা অঙ্গারাদিশূন্য শুচি ও নির্জ্জন প্রদেশ স্থির করিয়া তাহা গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিবে। যেই স্থানটী যদি স্বভাবতঃ দক্ষিণদিকে ক্রমাবনত না হয়। তাহা হইলে যত্ন সহকারে তাহাকে দক্ষিণাবনত করিতে হইবে। "দক্ষিণাপ্রবণং" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৩।৬) 'দক্ষিণাপ্রবণং দেবযজনং ভবতি।' (কর্ক)

দক্ষিণাপ্রষ্টি (পুং) ধুর্য্যাপেক্ষয়া প্রকৃষ্টং দেশমশ্নোতি প্র-অশ ক্তিচ্ দক্ষিণা দক্ষিণভাগে প্রষ্টিঃ বাহঃ। ধুর্য্য মধ্য দক্ষিণ স্থিত অশ্বভেদ। পুষ্টাঙ্গ ও প্রকৃষ্ট দেশস্থিত অশ্বভেদ। "দক্ষিণাপ্রষ্টিং জবো যস্ত ইতি।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।৩।৮) 'রথে তৃতীয়ং অশ্বং যুনক্তি ধুর্য্যাপেক্ষয়া প্রকৃষ্টং দেশং অশ্নোতীতি প্রষ্টির্বাহোযুগ্মঃ' (সং ব্যা°)। ২ দক্ষিণস্থিত প্রষ্টি সদৃশ অশ্ব। "অথ দক্ষিণাপ্রষ্টিং যুনক্তি সব্যপ্রষ্টিং বা" (শতপথব্রা° ৫।১।৪।৯) 'প্রষ্টির্নাম পাদত্রয়োপেতো ভোজনপাত্রাধিকাধারঃ।' (ভাষ্য°)

দক্ষিণাবন্ধ (পুং) দক্ষিণায়াং বন্ধঃ অনুবন্ধঃ। গৃহস্থপ্রভৃতির দক্ষিণানুবন্ধভেদ, যাহারা অভিমানপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করেন এবং যাহারা কাম মোহ প্রভৃতিতে অভিভূত, এই প্রকার গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ও বৈখানসদিগের সম্বন্ধেই দক্ষিণাবন্ধ কথিত হইয়াছে। "দক্ষিণাবন্ধো নাম গৃহস্থব্রহ্মচারিভিক্ষু বৈখানসানাং কামমোহোপহতচেতসাং অভিমানপূর্ব্বিকাং দক্ষিণাং প্রযচ্ছতাং দক্ষিণাবন্ধ ইত্যুচ্যতে" (তন্ত্রসার) বদ্ধাবদ্ধা, অর্থাৎ যাহাদের অভিমান তিরোহিত হয় নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই বদ্ধাবস্থা জানিতে হইবে।

দক্ষিণামুখ (ত্রি) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং মুখং যস্য। দক্ষিণাভিমুখ, দক্ষিণাস্য। যাহার মুখ দক্ষিণ দিকে থাকে। পূর্ব্ব মুখে ভোজন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয় ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে যশোলাভ হয়।

"আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।" (মনু)

কিন্তু যাহাদের পিতা জীবিত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এ বিধি নহে। জীবৎপিতৃক যদি দক্ষিণমুখে ভোজন করেন, তাহা হইলে তিনি পিতৃঘাতী হন। অমাশ্রাদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ ও দক্ষিণামুখ ভোজন, জীবৎপিতৃক করিবে না।

"অমাশ্রাদ্ধং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখভোজনং।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দক্ষিণমুখে পিতৃদিগকে তর্পণ করিতে হয়। দক্ষিণস্যাং মুখং। (স্ত্রী) দক্ষিণদিকে মুখ।

দক্ষিণামূর্ত্তি (পুং) দক্ষিণা অনুকূলা মূর্ত্তি যস্য সংজ্ঞাত্বাৎ ন পুংবৎ। শিবমূর্ত্তিভেদ, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শিবের দক্ষিণামূর্ত্তি ধ্যান করিবে এবং এক বৎসর ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিলে শাস্ত্রব্যাখ্যানে সামর্থ্য লাভ হয়।

"নিত্যশো দক্ষিণামূর্ত্তিং ধ্যায়েৎ সাধকসত্তমঃ।
শাস্ত্রব্যাখ্যানসামর্থ্যং লভতে বৎসরান্তরে ॥" (তন্ত্রসার)

ইহার ধ্যান—

"স্রোদ্যচ্ছায়মহাবটদ্রুমতলে যোগাসনস্থং প্রভুং
প্রত্যক্তত্ত্ববুভুৎসুভিঃ প্রতিদিশং প্রোবীক্ষ্যমাণাননং।
মুদ্রাং তর্কময়ীং দধানমমলং কর্পূরগৌরং শিবং
হৃদ্যন্তঃ কলয়ে স্ফুরন্ত মনিশং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকং ॥"

ইনি মহাবট দ্রুমতলে যোগাসনে অবস্থিত, অধ্যাত্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসু সকল চারিদিকে তাহার আনন অবলোকন করিতেছেন এবং তিনি তর্কমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন, তাহার বর্ণ কর্পূরবৎ শুভ্র; তিনি সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতেছেন। এবম্ভূত দক্ষিণামূর্ত্তি মহাদেবকে সতত ধ্যান করিবে। (তন্ত্রসার) সমাস বিষয়ে কপ্ হয়, সেই স্থলে দক্ষিণমূর্ত্তিক এইরূপ হইবে।

দক্ষিণামূর্ত্তিমুনি, উদ্ধারকোষ বা কোষধ্যাননির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

দক্ষিণায়ন (ক্লী) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দক্ষিণে গোলে বা অয়নং রবেঃ। ১ সূর্য্যের দক্ষিণাগতি, রবির নিজ অধিষ্ঠিত স্থান অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিক্ গমন। ২ দক্ষিণ গোলরূপ তুলাদি ৬টী রাশিতে গমন।

"মকরাদ্যত্রকাণ্যয়নং যে অয়নে সর্ব্বদর্শিতে।
কর্কটাদিস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সূর্য্য গগনমণ্ডলে প্রতি বর্ষে আষাঢ়মাসের শেষে উত্তরদিকে যে স্থান পর্য্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তর ক্রান্তি এবং উত্তরক্রান্তি হইতে যে পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি। এই দুইপ্রকার গতির নাম

দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত সূর্য্য উত্তররেখা হইতে দক্ষিণরেখায় গমন করেন। ইহার নাম দক্ষিণায়ন এবং মাঘমাস হইতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত সূর্য্য দক্ষিণরেখা হইতে উত্তররেখা পর্য্যন্ত গমন করেন, তাহার নাম উত্তরায়ণ। এই দুইটী সীমার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখণ্ড। এই খণ্ডে ১২ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডের উত্তরে যে অংশ তাহাকে উত্তরখণ্ড বলে। তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পুঞ্জ ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র অবস্থিতি করে। ইহা য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ মধ্যখণ্ডে যে সমুদয় অচল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের কতকগুলি করিয়া এক একটী আকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া পূর্ব্বকালে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বাদশভাগে রাশিচক্র নামে সীমা চিহ্নিত করিয়াছেন। ঐ দ্বাদশটী রাশির নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা. বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

মেষ রাশির প্রথমাংশেই ক্রান্তিপাত হয়। যে দুই দিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকে, সেই দুই দিন দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়।

বিষুবরেখার উত্তরদিকে ৬টী রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা ও দক্ষিণদিকে আর ৬টী রাশি অর্থাৎ তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন তির্য্যক্ভাবে অবস্থিত আছে।

পৃথিবী স্বীয়কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশাখমাসে যখন মীন ও মেষরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে অংশে রাশিচক্রের সহিত বিষুবরেখার মিলন হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তখন সূর্য্যের সমসূত্রপাত হয় এবং মীন ও মেষরাশি ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়। এই সময়ে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উপর সূর্য্যরশ্মি ঠিক সোজা হইয়া পড়ে। এজন্ত পৃথিবীর সকল স্থলেই সেই সময়ে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। অর্থাৎ যখন সূর্য্য বিষুবরেখাতে অবস্থান করে, তখন তাহার ক্রান্তিশূন্ত এবং তখন একমেরু হইতে অপর মেরু অবধি গোলকার্দ্ধ আলোকময় হয়। সূর্য্যের উত্তরক্রান্তি যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উত্তরমেরু অতিক্রম হইয়া সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত হইতে থাকে ও দক্ষিণমেরু আলোক-বিহীন হয় এবং সূর্য্যের যত দক্ষিণক্রান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই দক্ষিণমেরু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত হয়, উত্তরমেরু আলোকশূন্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের ক্রান্তির পরিমাণ ২৩° ২৮´। বৈশাখমাসে সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করিয়া নিত্য এক অংশের কিছু ন্যূন গমন করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করে। মেষ রাশির কিঞ্চিৎ পশ্চিম ও ঈষৎ উত্তরে বৃষরাশি অবস্থিত। সূর্য্য নিত্য এক অংশের ন্যূন গমন করিয়া আষাঢ়মাসে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে। মিথুন রাশি বৃষ রাশির ঠিক উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। সূর্য্য মিথুনরাশি উত্তীর্ণ হইয়া শ্রাবণমাসে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে। যে স্থানে রাশিচক্রের সহিত উত্তরক্রান্তি রেখার মিলন হইয়াছে, সেই স্থান ঐ দিবসে ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়। ইহার পর আর সূর্য্য উত্তরদিকে গমন করেনা, এইজন্ত ঐ সময়কে অয়নান্তকাল কহে। সূর্য্য এই রাশির ৩০° অতিক্রম করিয়া ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে। এই রাশি কর্কট রাশির দক্ষিণপশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইহার পর সূর্য্য আশ্বিনমাসে কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। মেষ রাশিতে বিষুব-রেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ আছে, সেইরূপ তুলারাশিতেও সংযোগ জানিবে। মেষরাশি তুলারাশি হইতে ১৮০° দূর। এই কারণে মেষাদি ৬টী রাশি রাশিচক্রের অর্দ্ধেকভাগ এবং তুলাদি ৬ রাশি ঐ চক্রের অপরার্দ্ধ অংশ। সূর্য্য কার্ত্তিকমাসে তুলারাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার পর বৃশ্চিকরাশি, সূর্য্য এই রাশিতে অগ্রহায়ণ মাসে প্রবেশ করে। তৎপরে সূর্য্য ধনুরাশিতে পৌষমাসে ও মাঘমাসে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। যে অংশে রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণক্রান্তিরেখার মিলন হইয়াছে, ঐ অংশ ঐ দিকে সূর্য্যের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী হয় এবং এই স্থান হইতে সূর্য্য আর দক্ষিণদিকে গমন করে না। এই জন্ত এই সময় দক্ষিণায়নান্তকাল। এই রাশির পর কুম্ভ রাশি, ফাল্গুনমাসে সূর্য্য এই রাশিতে প্রবেশ করে। ইহার পর সূর্য্য চৈত্রমাসে মীন রাশিতে প্রবেশ করেন।

এইরূপে পুনরায় বৈশাখমাসে পৃথিবী মীন ও মেষরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষুবরেখার সহিত যে অংশ রাশিচক্রের মিলন হইয়াছে, সেই অংশ সূর্য্যমণ্ডলের সম্মুখবর্ত্তী হওয়ায় সর্ব্বত্র দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যই যে এক রাশি হইতে অন্ত রাশিতে পূর্ব্বোক্তরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে এমন নহে, সচল পদার্থে অবস্থিত হইয়া অচল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ পদার্থের গতিভ্রম হয়। সেই ভ্রম বশতঃই ঐরূপ দেখায়। ফলে পৃথিবী উপরোক্ত ক্রমে

এক এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গিয়া উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ক্রমে দ্বাদশ রাশিভোগ করিয়া এক বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। [সূর্য্য, পৃথিবী ও অয়ন দেখ।] দক্ষিণায়নে পুণ্যকর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিতে নাই।

"বিবাহব্রতযজ্ঞাদি-চূড়াসংস্কারদীক্ষণং।
যজ্ঞগৃহপ্রবেশাদিদামার্জ্জনপ্রতিষ্ঠনং॥
পুণ্যানি যানি কর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ দক্ষিণায়নে।"
(মলমাসতত্ত্ব)

বিবাহ, ব্রত, চূড়াদিসংস্কার, দীক্ষা, যজ্ঞ, গৃহপ্রবেশ, স্নান, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বর্জন করিবে এবং যদি মোহ প্রযুক্ত করে, তাহাতে ফললাভ হইবে না।

"দেবতারামবাপ্যাদি প্রতিষ্ঠোদঙ্মুখে রবৌ।
দক্ষিণাভিমুখে কুর্ব্বন্ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥" (স্মৃতি)

দেবতা, বাপী ও আরাম প্রতিষ্ঠাদি উত্তরায়ণে করিবে, দক্ষিণায়নে করিবে না, করিলে তাহার ফল পাইবে না। কিন্তু দক্ষিণায়নে মাতৃ, ভৈরব, বরাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম ও মহিষাসুরহন্ত্রী ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, ইহা বিশেষ বিধি জানিবে।

"মাতৃভৈরববারাহনরসিংহত্রিবিক্রমাঃ।
মহিষাসুরহন্ত্রী চ স্থাপ্যা বৈ দক্ষিণায়নে॥"
(কালমা° বৈখানস°)

দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি। এই জন্য দুর্গোৎসবের সময় সায়ংকালে দেবীর উদ্বোধন করিতে হয়। ২ দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতাভেদ। ৩ দক্ষিণভাগস্থিত প্রাণ, প্রাণ যে সময় দক্ষিণ ভাগস্থিত হয়।

"দক্ষিণস্থো যদা প্রাণস্তদাস্যাদ্দক্ষিণায়নং।
পঞ্চভূতাত্মকাস্তত্র স্থুবাঃ পঞ্চোদয়ন্তি বৈ॥" (প্রয়োগসার)

দক্ষিণারণ্য (স্ত্রী) দক্ষিণস্থং অরণ্যং। অরণ্যভেদ।

দক্ষিণারুস্ (পুং) দক্ষিণে দক্ষিণভাগে অরুত্র্‌ণং যস্য। ব্যাধিকর্ত্তৃক দক্ষিণাঙ্গ ব্রণিত মৃগ, ব্যাধ বাণ মারিলে যে মৃগের দক্ষিণাঙ্গ ক্ষত হয়, তাহাকে দক্ষিণারুস্ কহে। ব্যাধ কর্ত্তৃক দক্ষিণ দিকে আহত মৃগ।

দক্ষিণার্হ (পুং) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-অচ্ (অর্হঃ। পা ৩।২।১২) দক্ষিণাযোগ্য, দক্ষিণার উপযুক্ত। পর্য্যায়— দক্ষিণীয়, দক্ষিণ্য। (অমর)

দক্ষিণাবৎ (ত্রি) দক্ষিণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। দক্ষিণাযুক্ত।

দক্ষিণাবর্ত্ত (ত্রি) দক্ষিণে আবর্ত্ততে আ-বৃত-অচ্। ১ দক্ষিণে আবর্ত্তযুক্ত, যাহা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়াছে। ২ শঙ্খ বিশেষ, যে শঙ্খের মুখ দক্ষিণ দিকে খোলা।

"মৃৎস্থুত্যাদুকারস্তু শিবালয়ক্রমেণয়া।
দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খোঽয়ং হন্ত চূর্ণীক্রতোমনা॥" (সাহিত্যদ°)

দক্ষিণা দক্ষিণভাং বর্ত্ততে বৃত-অচ্। ৩ দক্ষিণদিক্ স্থিত। দক্ষিণদেশ। [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

"দক্ষিণাবর্ত্ত আদিত্য-এতয়ো মনসি স্থিতং।" (ভারত ৬।১২৩০)

দক্ষিণাবর্ত্তবতী (স্ত্রী) দক্ষিণে আবর্ত্ততে আ-বৃত-ণ নৃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃশ্চিকালি, বিছুটী।

দক্ষিণাবহ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণদিক্‌তো বহতি বহ-অচ্। দক্ষিণানিল, দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়বায়ু।

দক্ষিণাবৃৎ (ত্রি) দক্ষিণা আবর্ত্ততে বৃত-ক্বিপ্। দক্ষিণাবর্ত্ত।

"তস্মাদিমং লোকং দক্ষিণাবৃৎ সমুদ্র।" (শতব্রা° ৭।১।২।১১২)

দক্ষিণাশা (স্ত্রী) দক্ষিণা আশা দিক্। দক্ষিণ দিক্।

দক্ষিণাশাপতি (পুং) দক্ষিণস্যা দিশঃ অধিপতিঃ। ১ যম, যম দক্ষিণদিকের অধিপতি। ২ ভৌমগ্রহ।

দক্ষিণাসদ্ [দক্ষিণসদ্ দেখ।]

দক্ষিণাহি (অব্য) দক্ষিণ দূরার্থে আহি। দূরস্থিত দক্ষিণ ভাগ।

দক্ষিণিৎ (অব্য) দক্ষিণাং বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দক্ষিণ দিকে। "প্রদক্ষিণিদৃতিয়ো মাধিবেমঃ" (ঋক্ ৫।৩৬।৪)

দক্ষিণীয় (পুং) দক্ষিণামর্হতি দক্ষিণা-ছ (কডঙ্করদক্ষিণাচ্ছ। পা ৫।১।৬৯)। দক্ষিণার্হ, দক্ষিণার যোগ্য।

"যজ্ঞতো দক্ষিণীয়ো বাসতেয়ো ভবতি য এবং বেদ"
(অথর্ব্ব ৮।১০।৪)

দক্ষিণেতর (ত্রি) দক্ষিণাদিতরঃ। দক্ষিণ হইতে ইতর, বাম। উত্তর দিক্।

দক্ষিণেন (অব্য) দক্ষিণ-এনপ্। দক্ষিণদিকে। এই শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

"দক্ষিণেন হরিং ক্রত্রো" (মুগ্ধবোধ)

দক্ষিণেন এই শব্দযোগে 'হরিং' ইহাতে দ্বিতীয় বিভক্তি হইল। কিন্তু কোন স্থলে দ্বিতীয়া ভিন্ন অন্য বিভক্তিও দেখা যায়, তাহা আর্ষপ্রয়োগ।

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।" (ভারত ৩।৮৩।৪)

দক্ষিণের্ম্মন্ (পুং) দক্ষিণে ঈর্ম্মং ব্রণং যস্য ততোঽনিচ্ (দক্ষিণের্ম্মালুব্ধযোগে। পা ৫।৪।১২৬)। ব্যাধ কর্ত্তৃক দক্ষিণপার্শ্বে আহত মৃগ।" মৃগমুমিব মৃগোঽথ দক্ষিণের্ম্মা" (ভট্টি ৪।৪৪)

দক্ষিণেশ্বর, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম, হুগলী-নদীর উপর অবস্থিত। কলিকাতার কিছু উত্তর। এখানে বারুদ প্রস্তুতের কারখানা, সাহেবদের কতিপয় বাড়ী, দ্বাদশটী মনোহর শিবমন্দির এবং একটী সুন্দর কালীমন্দির আছে।

দক্ষিণোত্তর (ত্রি) দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত।

দক্ষিণোত্তরিন্ (ত্রি) [বৈ] দক্ষিণভাগের উপর অবস্থিত।

দক্ষিণ্য (ত্রি) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-যৎ। দক্ষিণার্হ।

দক্ষেশ্বরলিঙ্গ (ক্লী) কাশীস্থিত দক্ষপ্রজাপতিস্থাপিত লিঙ্গভেদ। দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে কাশীতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ঐ স্থানে অনন্তচিত্ত হইয়া ঐ লিঙ্গের পূজা প্রভৃতি করিতেন। মহাদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষকে বর দিয়া কহেন, তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম এবং তোমাকে আরও একটী বর দিতেছি, তুমি যে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ, ইহা দক্ষেশ্বরলিঙ্গনামে বিখ্যাত হইবে। যাহারা এই লিঙ্গের সেবা করিবে, আমি তাহাদের সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিব। তুমিও এই লিঙ্গের পূজা জন্ত সকলের মান্ত হইবে এবং দুই পরার্দ্ধকাল পরে মোক্ষলাভ করিবে। মহাদেব দক্ষকে ইহা বলিয়া ঐ লিঙ্গ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। (কাশীখ° ৯১ অ°।)

দখল (আরবী) অধিকার, কোন বিষয়ে হস্তার্পণ, কোন স্থানে প্রবেশ।

দখল্কার্ (পারসী) অধিকারী, প্রবেশাধিকারী, যাহার প্রবেশের ক্ষমতা আছে।

দখলী (পারসী) অধিকারী।

দখলীদার (পারসী) অধিকারী, যে অপরকে দখল দিতে পারে।

দগড়—আর্য্যদিগের একপ্রকার আনদ্ধ যন্ত্র বিশেষ। ইহা দগড়া নামে প্রসিদ্ধ।

দগদি, বাঙ্গালা দেশে অন্তর্গত সিংহভূম জেলায় সরাইকলা বিভাগের একটী 'পির' বা গ্রাম সমষ্টি। ইহাতে ৪৩ খানি গ্রাম আছে।

দগরে, সারস্বত ব্রাহ্মণগণের একটী শ্রেণী।

দগশাই, পঞ্জাবের অন্তর্গত সিমলা জেলার একটী পার্ব্বত্য স্থান। এখানে সৈন্তদিগের একটী ছাউনী আছে। ইহা সিমলা হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণে, ৩০°৫৩′ ৫″ উত্তর অক্ষা° ও ৭৭° ৫′ ৩৮″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

দগা (পারসী) শঠতা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা।

দগার্গল (ক্লী) দকস্য জলস্যার্গলমিব, পমধ্যপাঠেন্তু পৃষোদরাদিত্বাৎ গকারস্য ককারঃ দকার্গলং। নির্জ্জন-দেশে জলোপলব্ধি সাধন উপায় ভেদ, যে দেশে জল নাই সেই দেশে জলবিষয়ক জ্ঞানের উপায়।

"ধর্ম্ম্যং যশস্যঞ্চ বদাম্যতোহহং দগার্গলং যেন জলোপলব্ধিঃ।
পুংসাং যথাঙ্গেষু শিরাস্তথৈব ক্ষিতাবপি প্রোন্নতনিম্নসংস্থাঃ॥"
(বৃহৎস° ৫৩।১)

ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—মনুষ্যদিগের অঙ্গে যেরূপ শোণিতপ্রবাহিণী শিরা আছে, সেই প্রকার পৃথিবীতেও উন্নত ও নিম্নসংস্থিত জলবাহিকা শিরা সকল বিদ্যমান। একবর্ণ ও এক রসযুক্ত জল আকাশ হইতে পতিত হইয়া মৃত্তিকা বিশেষে নানারূপবর্ণ ও নানাবিধ রস যুক্ত হয়। এইজন্ত জল মৃত্তিকা দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, চন্দ্র, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ ক্রমশঃ প্রদক্ষিণক্রমে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলের অধিপতি হন। আট দিকে প্রবাহিত ৮টী শিরা স্ব স্ব দিক্ পতির সংজ্ঞা লাভ করে।

পৃথিবীর মধ্যে যে শিরা প্রবাহিত আছে, তাহা মহাশিরা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা ব্যতীত অন্তান্ত আরও শত শত শিরা নানাপ্রকারে বহির্গত হইয়া নানা নামে খ্যাত আছে।

চারিদিকে অবস্থিত ও পাতাল হইতে উত্থিত যে সকল ঊর্দ্ধশিরা আছে, তাহা শুভজনক। কোণদিক্ অর্থাৎ অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান এই চারিদিক্ হইতে উত্থিত শিরা সকল শুভজনক নহে। যদি নির্জ্জন স্থানে বেতস বৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে তাহার তিনহাত পশ্চিমে সার্দ্ধ পুরুষ পরিমাণ নিম্নে * পশ্চিমস্থ শিরা জল প্রবাহিত করে। তাহার অর্দ্ধপুরুষ পরিমিত নিম্নে পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডূক, পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও পুটভেদক পাষাণ এই চিহ্নের নিম্নে জল থাকে। নির্জ্জন প্রদেশে যদি জম্বুবৃক্ষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে তিনহাত দূরে দুই পুরুষ নিম্নে পূর্ব্ববাহিনী শিরা অবস্থিত আছে। এই স্থলে এক পুরুষ নিম্নে লোহগন্ধিকা মৃত্তিকা ও পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডূক থাকে। জম্বুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি সমীপস্থ বল্মীক থাকে, তাহা হইলে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষদ্বয় দূরে ও নিম্নে স্বাদু সলিল আছে। মৃত্তিকা খনন সময়ে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে মৎস্য ও পারাবত সদৃশ পাষাণ এবং ইহার মৃত্তিকা নীলবর্ণ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জল থাকে। উড়ুম্বর বৃক্ষের তিনহাত পশ্চিমে পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শুক্লবর্ণ অস্থি, অঞ্জন সদৃশ প্রস্তর, ইহার নিম্নে অর্দ্ধপুরুষ দূরে উত্তম জলযুক্ত শিরা আছে। অর্জ্জুনবৃক্ষের তিন হাত উত্তরে যদি বল্মীক থাকে, তাহা হইলে তাহার নিম্নে পশ্চিমদিকে অর্দ্ধপুরুষ দূরে জল থাকে। মৃত্তিকখানন সময়ে তাহা হইতে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ মধ্যে শ্বেত গোধা থাকে, পুরুষ পরিমাণ নিম্নে ধূম্রবর্ণ

* পুরুষ শব্দে টীকাকার ভট্টোৎপলের মতে ১২০ অঙ্গুলি।

"পুরুষশব্দে বাহ্বোর্দ্ধবাহুঃ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ, সচ বিংশত্যধিকশতাঙ্গুলো ভবতীতি সর্ব্বত্র পরিভাষা" (ভট্টোৎপল)

মৃত্তিকা ও নিম্নক্রমে পীত, সিত ও সিকতাসমন্বিত মৃত্তিকা থাকে এবং তন্নিম্নে অপরিমিত জল পাওয়া যায়। বল্মীক উপচিত নির্গুণ্ডীবৃক্ষের তিনহাত দক্ষিণে সপাদ পুরুষদ্বয় নিম্নে অশোষ্য ও স্বাদু জল থাকে। ইহার নিম্নে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ দূরে রোহিতমৎস্য ও তন্নিম্নে কপিলবর্ণ, তাহার নীচে মণ্ডূরবর্ণ, তৎপরে সিকতা ও শর্করা থাকিবে এবং তন্নিম্নে উত্তম জল পাওয়া যাইবে। যদি বদরী বৃক্ষের পূর্ব্বে বল্মীক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পশ্চাৎ ত্রিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল আছে। যদি পলাশ সমন্বিত বদরীবৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে সপাদ পুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমে জল থাকে। ইহাতে এক পুরুষ নিম্নে দুন্দুভি চিহ্ন থাকে; বিল্ব ও উড়ুম্বর বৃক্ষের যোগ হইলে দক্ষিণে তিন হস্ত ছাড়িয়া তিন পুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে, তাহার অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ নিম্নে কৃষ্ণমণ্ডূক থাকে, কাকোডুম্বর বৃক্ষের নিকট বল্মীক দৃষ্ট হইলে সপাদপুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিম দিগ্বাহী-শিরা প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্দ্ধ পুরুষ নিম্নে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও পীতাভ মৃত্তিকা, দুগ্ধবর্ণ পাষাণ এবং কুমুদ সদৃশ মূষক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জলহীন দেশে যেখানে কম্পিল্লক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্ব্বদিকে তিন হস্ত পরিমাণে প্রথম দক্ষিণবাহিনী শিরা প্রবাহিত হয়। এই স্থলের ভূমি খনন করিলে নীলোৎপলবর্ণ ও কপোতবর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে। এই স্থান হইতে হস্তান্তরে অজগন্ধী মৎস্য ও ক্ষীর সমন্বিত জল বাহির হইয়া থাকে। শোণাক-বৃক্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে দুই হস্ত অতিক্রম করিয়া যে শিরা আছে, সেই কুমুদ নাম্নী শিরা তিন পুরুষ পরিমাণ নিম্নে প্রবাহিত থাকে। যদি বিভীতক বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বল্মীক থাকে, তাহার পূর্ব্ব দিকে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে শিরা প্রবাহিত জানিবে। যদি তাহার একহাত দূরে পশ্চিমদিকে বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার সার্দ্ধ চারি পুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল প্রবাহিণী শিরা। খনন করিলে প্রথম পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শ্বেত মৃত্তিকা ও কুঙ্কুম সদৃশ আভাযুক্ত প্রস্তর থাকিবে, এবং তিন বর্ষ অতীত হইলে ঐ জলবাহিনী শিরা নষ্ট হইবে। ইত্যাদি। (বৃহৎসংহিতা ৫৪ অ°)

দগ্ধ (ত্রি) দহ ক্ত। ১ কৃতদাহ, ভস্মীকৃত, যাহা পুড়িয়া গিয়াছে। "দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।" (সাহিত্যদ°)

২ শরীরের অগ্নিদাহভেদ, পুড়িয়া যাওয়া, শরীরের কোন স্থানাদি পুড়িয়া যাইলে নিম্নলিখিতরূপে প্রতিবিধানাদি করিবে। অগ্নি ঘৃত তৈলাদি স্নেহবিশিষ্ট অথবা নীরস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দহন করে। অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইলে ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এই কারণ ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দহন করে। এই জন্য স্নেহ দ্রব্য দ্বারা দগ্ধ হইলে অতিশয় বেদনা হয়, এই অগ্নিদগ্ধ চারিপ্রকার, প্লুষ্ট—দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ এবং অতি দগ্ধ। যাহাতে জ্বালা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে প্লুষ্ট; যাহাতে দগ্ধ স্থানে স্ফোট (ফোস্কা) উত্থিত হয় এবং সেই স্থান অতিশয় উষ্ণতা, দাহ, রক্তবর্ণ, পাক ও বেদনাবিশিষ্ট এবং যাহা বিলম্বে আরোগ্য হয়, তাহাকে দুর্দ্দগ্ধ; দগ্ধ স্থান গভীর না হইলেও পক্ব তাল-ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে, আর যদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে সম্যক্‌দগ্ধ বলে। অতি দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে মাংস ঝুলিয়া পড়ে; শরীর শিথিল, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থির বিনাশ এবং অতি মাত্র, জ্বর, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলম্বে পূরিয়া উঠে, পূরিয়া উঠিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চারি প্রকার দগ্ধ দ্বারা অগ্নিকর্ম্মের সাধন হইয়া থাকে। অগ্নি কর্ত্তৃক প্রাণিগণের রক্ত কুপিত হইয়া শীঘ্রই বেগবিশিষ্ট হয়।

রক্তের সেই বেগ কর্ত্তৃক পিত্তও বেগবান্ হইয়া উঠে। অগ্নি ও পিত্ত উভয়ে প্রায় একজাতীয় দ্রব্য এবং একই রসবিশিষ্ট, সেই জন্য অগ্নিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্রবেদনা, স্বভাবতঃ জ্বালা ও স্ফোট হইয়া থাকে এবং জ্বর ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়।

দগ্ধচিকিৎসা—প্লুষ্ট দগ্ধে অগ্নির তাপ এবং উষ্ণ ক্রিয়া ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে রক্তও তরল হয়। শীতল জল দ্বারা স্বভাবতঃই রক্ত স্কন্দিত হয়। এ কারণ প্লুষ্ট দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন শীতল ক্রিয়া কখনই সুখকর হয় না। দুর্দ্দগ্ধ স্থলে উষ্ণ এবং শীতল উভয়প্রকার ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। দগ্ধ স্থানে ঘৃত আলেপন ও শীতল দ্রব্য সেচন করা উচিত। সম্যক্ দগ্ধ হইলে বংশলোচন, পাঁকুড়ছাল, চন্দন, গেরিমাটি এবং গুলঞ্চ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গ্রামে অথবা জল বাহুল্য দেশে যে সকল পশু হয়, সেই সকল পশুর অথবা জল জন্তুর মাংস পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজন্য বিদ্রধি হইলে যেরূপ নিরন্তর উষ্ণ ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতি দগ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীর্ণ হইয়া যায়, সেই গুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে ও তাহাতে শীতল ক্রিয়া করিবে। তাহার পর শালিধান্যের তুষ-হীন তণ্ডুল পিশিয়া ও ঘৃতযুক্ত করিয়া অথবা গাবগাছের কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা গাবছাল পিশিয়া তাহাতে ঘৃতযুক্ত করিবে এবং ইহা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। অশ্বত্থের

পত্রদ্বারা অথবা জলে যে সকল গাছ জন্মে, তাহাদের মধ্যে কোন একটী গাছের পত্র দ্বারা ক্ষত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। পিত্ত জন্ম বিসর্পরোগে যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও তাহা প্রযোজ্য। মোম, যষ্টিমধু, লোধগাছের ছাল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন এবং মূর্ব্বামূল, এই সমুদয় একত্র পিষিবে এবং সেই পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত দ্বারা সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ-জনিত ব্রণ উত্তমরূপে পূরিয়া উঠে। স্নেহ দ্রব্যসংযোগে দগ্ধ হইলে রুক্ষক্রিয়াই বিশেষ রূপ বিধেয়।

উষ্ণ বায়ু ও রৌদ্র কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে শীতল ক্রিয়া করিবে। অতিশয় তেজঃ দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন প্রতিকারেই শান্তি হয় না। বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিলে ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন ও সেবন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের প্রলেপও প্রয়োগ করিবে।

শস্ত্রচিকিৎসার মধ্যে অগ্নিক্রিয়া প্রধান। পীড়িত স্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করাকে অগ্নিক্রিয়া কহে। অগ্নিকর্ম্মের বিধানমতে দগ্ধ করিলে সে রোগ পুনর্ব্বার আর উৎপত্তি হয় না। যে সকল রোগ শস্ত্র বা ক্ষার দ্বারা আরোগ্য না হয়, তাহা অগ্নিকর্ম্মে আরোগ্য হইয়া থাকে। পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য প্রকার লৌহ, মধু, গুড়, ঘৃত, তৈল ও বসা প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যপীড়িত স্থান অগ্নিদগ্ধ করিতে হইলে এই সকল দ্রব্যের সংযোগে করিতে হয়।

কোন প্রকার ত্বক্‌রোগে দগ্ধ করিতে হইলে পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর এবং শলাকা দ্বারা, মাংসগত রোগে দগ্ধ করিলে জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য কোন প্রকার লৌহ দ্বারা; শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত অথবা অস্থিগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে গুড়, মধু অথবা অন্য কোন প্রকার ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে।

শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন সকল ঋতুতেই রোগ বিশেষে পীড়িত স্থান দগ্ধ করা যায়। কিন্তু দগ্ধব্যতীত যদি সে রোগ আরোগ্য না হয়, তবেই দগ্ধ করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

রোগীর পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইলে রোগীকে পিচ্ছিল অন্ন আহার করাইয়া পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা দুই প্রকার—ত্বক্‌দগ্ধ এবং মাংসদগ্ধ। কিন্তু সুশ্রুতের মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিস্থানেও এইরূপ দগ্ধ করিবার নিষেধ নাই। ত্বক্ দগ্ধ করিলে চট্‌চট্ শব্দ, দুর্গন্ধ এবং ত্বকের সঙ্কোচ ভাব হয়। মাংস দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কপোতবর্ণ, অল্প স্ফীত, বেদনাবিশিষ্ট, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং ক্ষত হইয়া থাকে। শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ব্রণ-বিশিষ্ট এবং রক্তাদির স্রাব বন্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান রুক্ষ, অরুণবর্ণ ও কর্কশ হয় এবং সেই দগ্ধজনিত ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না। তাহার মধ্যে শিরোরোগে এবং অধিমন্থ রোগে ভ্রূ, ললাট এবং ললাটের অস্থি দগ্ধ করিবে। বর্ত্মরোগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থানে অলক্তক আচ্ছাদন দিয়া বর্ত্মস্থানের রোগ দগ্ধ করিবে। রোগের স্থানভেদে অগ্নিকার্য্য চারিপ্রকার—বলয়, বিন্দু, বিলেপন ও প্রতিসারণ। বালার ন্যায় গোলরেখার আকারে দগ্ধ করাকে বলয় কহে। বিন্দুর আকারে দগ্ধ করাকে বিন্দু বলা যায়। শরীরের ত্বক্ মাত্র দগ্ধ করার নাম বিলেখন। উষ্ণ ঘৃত তৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে যে দগ্ধ করা যায় এবং যাহাতে দগ্ধের উপকার দ্রব্যটী শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাকে প্রতিসারণ কহে। ইহাতে বিলম্বে আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত) [অগ্নিদগ্ধ দেখ।] (স্ত্রী) ২ কত্তৃণ। (রত্নমালা) ৩ ম্লান। (অমরুশতক ২৪) ৪ তিথিভেদযুক্ত চন্দ্রাশ্রিত রাশি।

"মৃগসিংহৌ তৃতীয়ায়াং প্রথমায়াং তুলামৃগৌ।
পঞ্চম্যাং বুধরাশী দ্বৌ সপ্তম্যাং চাপচন্দ্রভে।
নবম্যাং সিংহকোটাখ্যাবেকাদশ্যাং পুরো গৃহে।
বৃষমীনৌ ত্রয়োদশ্যাং দগ্ধসংখ্যাহ্বয়ী গৃহাঃ।
দগ্ধসদ্মনি যৎকর্ম্ম কৃতং সর্ব্বং বিনশ্যতি।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই দগ্ধ গৃহে যে কোন কার্য্যাদি করা যায়, তাহা বিনষ্ট হয়। বারভেদযুক্ত নক্ষত্রভেদ।

দগ্ধকাক (পুং স্ত্রী) দগ্ধইব কাকঃ। দ্রোণকাক।

দগ্ধমন্ত্র (পুং) দগ্ধঃ মন্ত্রঃ কর্ম্মধা। তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ।

"বহ্নির্বায়ুসমাযুক্তো যস্ত মন্ত্রস্য মূর্দ্ধনি।
সপ্তধা দৃশ্যতে তন্তু দগ্ধমন্ত্রং প্রচক্ষতে॥" (তন্ত্রসার)

যে মন্ত্রের মূর্দ্ধা প্রদেশে বহ্নি ও বায়ুযুক্ত থাকে এবং সাত বার দৃষ্ট হয়, তাহাকে দগ্ধমন্ত্র কহে।

দগ্ধরথ (পুং) দগ্ধঃ রথঃ যস্য। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের একটী নামান্তর, এই গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের একজন সারথি। ইহার প্রকৃত নাম অঙ্গারপর্ণ। ইনি ইন্দ্রের সারথির কার্য্য করিতেন এবং ইহার নিজের একখানি বিচিত্র রথ ছিল, এই জন্য ইহার নাম চিত্ররথ হয়। কোন সময় পাণ্ডবগণ একচক্রা হইতে পঞ্চালে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় সোমাশ্রয়ণতীর্থে গঙ্গায় ইনি রমণীপরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন, এই সময় চিত্ররথ পাণ্ডবদিগকে আসিতে দেখিয়া ধনুরাস্ফালন করিতে করিতে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন, আমি

এখানে জলবিহার করিতেছি, এই সময় দেবতারাও এস্থলে আসিতে শঙ্কিত হন, তোমরা মানব হইয়া কোন সাহসে এই খানে আসিলে। এইরূপে অর্জ্জুনের সহিত অত্যন্ত বিবাদ হয়, পরে পরস্পরে তুমুল সংগ্রাম হইল। অর্জ্জুন আগ্নেয়াস্ত্র-প্রভাবে ইহার রথ দগ্ধ করিয়া দেন এবং এই সময় হইতে ইনি দগ্ধরথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন এবং অর্জ্জুনকে চাক্ষুষীবিদ্যা প্রদান করেন। (মহাভারত আদিপ° ১৭০ অ°) [অঙ্গারপর্ণ দেখ।]

দগ্ধপাত্রন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ, পত্র সকল দগ্ধ হইয়া যাইলে বস্তুতঃ দগ্ধপত্রের আর পত্রত্ব থাকে না, কিন্তু পূর্ব্বাকার দ্বারা তাহার অবস্থান জ্ঞানমাত্র থাকে। [ন্যায় দেখ।]

দগ্ধরুহ্ (পুং) দগ্ধ অপি রোহতি রুহ-ক। তিলকবৃক্ষ।

দগ্ধরুহা (স্ত্রী) দগ্ধরুহ-টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, কুরুহ গাছ।

দগ্ধবর্ণক (পুং) রোহিষ নামক তৃণ।

দগ্ধব্য (ত্রি) দহ-তব্য। দাহ্য, দহনীয়।

দগ্ধা (স্ত্রী) ১ সূর্য্যাবস্থান দিক্, সূর্য্য যে দিকে অবস্থান করে, সেই দিকের নাম দগ্ধা। ২ বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—কুরুহ, দগ্ধরুহা, দগ্ধিকা, স্থলেরুহা, রোমশা, কর্কশদলা, ভস্মরোহা, সুদগ্ধিকা। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ ও কফ-বাতনাশক, পিত্তপ্রকোপক, জঠরাগ্নিকারক। (রাজনি°)

৩ রাশিভেদযুক্ত তিথিভেদ।

বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লা দশমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী; শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে দগ্ধা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল মাসের ঐ সকল তিথি নিষ্ফলা এবং ঐ দগ্ধাকে মাসদগ্ধা কহে। এই দগ্ধা তিথিতে যদি কেহ যাত্রা করে, ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহার মৃত্যু হয়। এই দগ্ধাতে বিবাহ হইলে বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খতা, স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়, এইজন্য দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম্ম করিবে না।

"দ্বিতীয়া মীনধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ।
মেষকর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যা মিথুনকেঽষ্টমী॥
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে।
মেষে দ্বিনেশে নৃযুগে ধনুষে বৃকে মৃগেন্দ্রে কলসে চ শুক্লা।
তৃতীয় কন্যাদিযুগান্ত মীন বৃষেষু কৃষ্ণাতিথয়ঃ প্রদগ্ধা॥
এভির্যাতো ন জীবেত যদি শক্রো সমো ভবেৎ।
বিবাহে বিধবা নারী যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবং॥
কৃষারম্ভে ফলং নাস্তি বিদ্যারম্ভে চ মূর্খতা।
সঙ্গমে গর্ভপাতঃ স্যাৎ বাণিজ্যে মূলনাশনং॥
শুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নৈব কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দগ্ধা হয়, ইহাকে দিনদগ্ধা কহে। এই দিনদগ্ধাতেও কোন প্রকার শুভ কার্য্যাদি করিতে নাই।

"নাসা রুদ্রা দিশোরামাঃ ষট্‌পঞ্চভূনরস্তথা।
দহন্তে তিথয়ঃ সপ্তসূর্য্যাদ্যৈঃ সপ্তসপ্তভিঃ॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

দগ্ধাহ্ব (পুং) ক্ষারপ্রধান বৃক্ষবিশেষ, ভুঁষোড়া।

"দগ্ধাহ্বঃক্ষারীকপত্রঃ ক্ষুপক্রঃ কুমরীষকঃ।" (দ্রব্যাভিধান)

দগ্ধিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা দগ্ধা কন্ (কুৎসিতে। পা ৫।৩।৭৪) টাপ্। দগ্ধান্ন, পোড়াভাত। কেহ কেহ দগ্ধান্ন শব্দে চাঁচী এই অর্থ করেন। পর্য্যায়—ভিস্সটা, ভিস্সিটা, ভিস্মিটা, ভিস্মিষ্টা, ভিস্মিকা। (সারসুন্দরী) ২ দগ্ধাবৃক্ষ।

দগ্ধেষ্টকা (স্ত্রী) দগ্ধ ইষ্টকা। ঝামক, ঝামা, ইট অত্যন্ত পুড়িয়া যাইলে গলিয়া যায় এবং তাহা পরে ঝামা হয়।

দগ্ধোদর (স্ত্রী) দগ্ধং উদরং। হতোদর, পোড়াপেট।

"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥" (হিতোপ°)

দঙ্কোনি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ভানকুনী।

দঙ্গা (দেশজ) মারামারি, লাঠালাঠি।

দঙ্গাবাজ—যে সর্ব্বদা দঙ্গা করিতে চায়, বিদ্রোহপ্রিয়।

দজ্জাল (আরবী) ১ মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত। ২ নিষ্ঠুর।

দড় (দেশজ) দৃঢ়, সমর্থ, বলবান্, পটু। ২ বিচক্ষণ, নিপুণ। ৩ কড়া। "কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে। রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে॥" (শ্রীধর্ম্মম° ২।১৬৩)

দড়কা (দেশজ) আতিশয্য, আবেশ (A paroxysm)।

দড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র দৌড়ান। "তীরগুলি শনশনি, গদাঘণ্টা ঠনঠনি, ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি।" (বিদ্যাসুন্দর)

দড়া (দেশজ) স্থূল ও বৃহৎ রজ্জু, কাছি, বড় বড় নৌকা জাহাজ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়, কাতা ও পাট (কোষ্টা), এই দুইয়ের একটা খুব মোটা করিয়া পাকাইয়া লইলে দড়া প্রস্তুত হয়।

দড়াম্ (দেশজ) ১ জোরে গুরু বস্তুর পতনধ্বনি, কোন ভারি জিনিস উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইলে 'দড়াম্' এইরূপ শব্দ হয়। ২ আওয়াজ।

দড়াস্ (দেশজ) গুরু বস্তুর পতনশব্দ।

দড়ী (দেশজ) রজ্জু, গুণ।

দড়্যা (দেশজ) দড়ি প্রস্তুতকারী।

দণ (দেশজ) পরিমাণ ভেদ, ৫ সের।

দণ্ড (পুং ক্লী) দণ্ড-ঘঞ্, বা দাম্যতে ইনেন দম-ড (ঞমন্তাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ১ লগুড়, লাঠি, যষ্টি।

"যথা দণ্ডহতঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে।"

(হটযোগপ্রদী° ৩।১১)

দণ্ড ধারণ করার গুণ—পড়িয়া যাইলে ধরিয়া উঠা যায়, শত্রু আক্রমণ করিলে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ইহা আয়ুষ্কর ও ভয়নাশক।

"স্খলতঃ সংপ্রতিষ্ঠানং শত্রূণাঞ্চ নিষেধনং।
অবষ্টম্ভনমায়ুষ্যং ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণং ॥" (বৈদ্যক)

ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড ওচাইলে কৃচ্ছ্র বা অতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিবে।

২ ব্রহ্মচারিধার্য্য কাষ্ঠময় লগুড়াকার পদার্থ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নকালে দণ্ড ধারণ করিবার বিধি আছে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ বিল্ব ও পলাশের, ক্ষত্রিয় বট ও খদিরের এবং বৈশ্য পিলু ও উডুম্বর কাষ্ঠের দণ্ড ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ড কেশান্ত পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়দিগের দণ্ড ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যদিগের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে অর্থাৎ ঐ পরিমাণে দণ্ড প্রস্তুত করিবে।

"ব্রাহ্মণোবৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ ॥
কেশান্তিকোব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ ॥
ঋজবস্তে তু সর্ব্বেস্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং স ত্বচো নাগ্নিদূষিতাঃ ॥
প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করং।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি ॥" (মনু ২।৪৫-৪৮)

সন্ন্যাসিদিগের দণ্ড গ্রহণে একটু বিশেষত্ব আছে।

"কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥" (হারীত)

কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই সন্ন্যাসিগণের প্রথম অপেক্ষা পরবর্ত্তিকে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে। কমলাকর লিখিয়াছেন, কুটীচক ও বহূদক ত্রিদণ্ড, হংস এক বৈণব দণ্ড এবং পরমহংস একদণ্ড রাখিবে। (নির্ণয়সি°) মেধাতিথি লিখিয়াছেন—

"যাবন্নস্যাত্রয়ো দণ্ডাস্তাবদেকেন বর্ত্তয়েৎ।"

যতদিন না ত্রিদণ্ডী হইতে পার, ততদিন একটী থাকিবে। কিন্তু এখানে ত্রিদণ্ড যষ্টিপর নহে, বাগ্দণ্ডাদি দমনপর।

"বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতি চোচ্যতে ॥" (মনু)

পূর্ব্বে যে পরমহংসের এক দণ্ডের কথা বলা হইল, তাহা অবিদ্বানের পক্ষে, পরমজ্ঞানীর পক্ষে নহে। মহোপনিষদে লিখিত আছে "ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ন ভৈক্ষং চরতি পরমহংসঃ।" "জ্ঞানমেবাস্য দণ্ডঃ" জ্ঞানই পরমহংসের দণ্ড-স্বরূপ।

৩ ব্যূহভেদ। অগ্নিপুরাণের মতে মণ্ডল ও অসংহত ভেদে নানাপ্রকার দণ্ড আছে, যথা তির্য্যগবৃত্তি, বৃত্তি, সর্ব্বতোবৃত্তি, পৃথগবৃত্তি। ইহাদের আবার এইরূপ নাম আছে—প্রদর, দৃঢ়ক, অসহ্য, চাপ, বৈকুক্ষি, প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ, শ্যেন, বিজয়, সঞ্জয়, বিশাল, সূচী, স্থূণাকর্ণ, চমূমুখ, সর্পমুখ, বলয়, অতিক্রান্ত, প্রতিক্রান্ত, বিপর্য্যয়, স্থূণাপক্ষ, ধনুঃপক্ষ, দ্বিস্থূণ, উর্দ্ধদণ্ড, দ্বিদণ্ড, চতুর্দণ্ড, গোমূত্রিকা, সঞ্চারী, শকট, মকর ইত্যাদি দুর্জ্জয় দণ্ড বা ব্যূহ বলিয়া স্থির করিবে *। [ব্যূহ দেখ।] ভাবে অচ্। ৪ দমন। ৫ শরণাগতত্রাণ, সর্ব্বভূতে অহিংসা ও দানরূপ কর্ম্মত্রয়।

"শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানামপ্যহিংসনম্।
বহির্ব্বেদি চ দানঞ্চ দণ্ডমিত্যভিধীয়তে ॥" (ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

দণ্ড ইবাচরতি দণ্ড-ক্বিপ্ ততোভাবে ঘঞ্। ৬ দণ্ডতুলা-স্থিতি। দণ্ড-করণাদৌ অচ্। ৭ প্রকাণ্ড। ৮ অশ্ব। ৯ কোণ। ১০ মন্থন। ১১ সৈন্য। ১২ ভূমির পরিমাণভেদ। চারিহাতে এক দণ্ড। "হস্তৈশ্চতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ।" (লীলাবতী)

১৩ সূর্য্যের একজন পারিষদ্। ১৪ যম, দণ্ডকর্ত্তা। ১৫

* "মণ্ডলাসংহতৌ ভোগো দণ্ডাস্তে বহুধা শৃণু।
তির্য্যগ্‌বৃত্তিস্তু দণ্ডঃ স্যাৎ ভোগোঽন্যা বৃত্তিরেব চ।
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্‌বৃত্তিরসংহতঃ।
প্রদরো দৃঢ়কোঽসহ্যঃ চাপো বৈকুক্ষিরেব চ।
প্রতিষ্ঠঃ সুপ্রতিষ্ঠশ্চ শ্যেনো বিজয়সঞ্জয়ৌ।
বিশালো বিজয়ঃ সূচো স্থূণাকর্ণচমূমুখৌ।
সর্পাস্যো বলয়শ্চৈব দণ্ডভেদাশ্চ দুর্জ্জয়াঃ।
অতিক্রান্তঃ প্রতিক্রান্তঃ কক্ষ্যাভ্যামেক পক্ষতঃ।
অতিক্রান্তস্তু পক্ষাভ্যাং ত্রয়োঽন্যে তদ্বিপর্য্যয়ে।
পক্ষোরস্যৈরতিক্রান্তঃ প্রতিষ্ঠোঽন্যো বিপর্য্যয়ঃ।
স্থূণাপক্ষো ধনুঃপক্ষো দ্বিস্থূণো দণ্ড উর্দ্ধতঃ।
দ্বিগুণোঽস্ত্যতিক্রান্ত পক্ষোঽন্যস্য বিপর্য্যয়ঃ।
দ্বিচতুর্দণ্ড ইত্যেতে জ্ঞেয়া লক্ষণতঃ ক্রমাৎ।
গোমূত্রিকা হি সঞ্চারো শকটো মকরস্তথা।" (অগ্নিপু°)

অভিধান। ১৬ দণ্ডাকার গ্রহভেদ। [গ্রহশৃঙ্গাটক দেখ।] ১৭ ইক্ষ্বাকুরাজের একপুত্র, ইহারই নামানুসারে দণ্ডকারণ্যের নাম হয়। (হরিবংশ ১০ অঃ) ১৮ ষাটিপল পরিমাণ কাল। [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

"ষষ্টিদণ্ডাত্মিকারাস্ত তিথের্নিজ্বধং পরে।
দণ্ডৈকরজনীযোগঃ।" (তিথিতত্ব)

১৯ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫) ২০ শিব। (ভারত ১৩।২৮৬ অঃ) ২১ দণ্ডাকার ঋজু সূর্য্যের পরিবেষভেদ।

"পরিধিস্ত প্রতিসূর্য্যোর্দণ্ডস্বৃজুরিন্দ্রচাপনিভঃ।" (বৃহৎস° ১৯ অঃ)

২২ দণ্ডবৎস্থিত সূর্য্যাদিকিরণের সংঘাত।

"রবিকিরণজলদমরুতাং সজ্ঘাতো দণ্ডবৎস্থিতো দণ্ডঃ।
স বিদিক্স্থিতো নৃপাণামশুভো দিক্ষু দ্বিজাতীনাম্।
শস্ত্রভয়াতঙ্ককরো দৃষ্টা প্রাগ্‌ মধ্যসন্ধিষু দিনস্ত।
শুক্লাভো বিপ্রাদীন্ ঘ্নতিমুখতাং নিহন্তি দিশম্।"

(বৃহৎসং° ৩০ অঃ)

২৩ রাজগণের রাজ্যরক্ষার্থ চতুর্থ উপায়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। ইহার মধ্যে স্বদেশ ও পরদেশ ভেদে দণ্ডের স্বতন্ত্রতা আছে। রাজা স্বদেশে অর্থাৎ নিজ রাজ্য মধ্যে প্রজাশাসনার্থ যে দণ্ডবিধি প্রচলন করেন, তাহা স্বদেশ দণ্ড। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, পরদেশে প্রয়োজ্য দণ্ডাদি প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদে দ্বিবিধ। লুণ্ঠন, গ্রামঘাত, শস্যঘাত, অগ্নিদীপন, বিষ, অগ্নি ও বিবিধ পুরুষ সহায়ে বধ এই কয়টী প্রকাশ দণ্ড। সাধুদূষণ ও উদকদূষণ ইহাদের নাম অপ্রকাশ দণ্ড। (অগ্নিপু° ১৭৪ অঃ)

প্রজাশাসন দণ্ড সম্বন্ধে মহাভারত ও হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহারই সারসংগ্রহ কথিত হইতেছে।

কোন কোন অপরাধে রাজা কিরূপ দণ্ড বিধান করিবেন, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

ঋণাদান—উত্তমর্ণ কর্জ্জ দিলে যদি অধমর্ণ পরিশোধ না করে, পরে উত্তমর্ণ রাজার নিকটে নালিশ করিলে এবং অধমর্ণ ঋণ দেয় বলিয়া স্বীকার করিলে অধমর্ণকে একশত পণে ৫ পণ দণ্ড করিবেন, কিন্তু অধমর্ণ যদি ঋণ অস্বীকার করে ও তাহা যদি অপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহার শতপণে ১০ পণ দণ্ডবিধান করিবেন। উত্তমর্ণ বন্ধক লইয়া ঋণদানে বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ প্রতিমাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ সুদ গ্রহণ করিবেন। যদি কোন ভোগার্থ বস্তু বা দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তাহা হইলে ঐ টাকার আর স্বতন্ত্র সুদ দিতে হইবে না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে দণ্ডনীয় হইবেন। মিথ্যাসাক্ষ্য লোভাধীন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড হইবে। মোহনিবন্ধন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াইশত পণ, ভয় নিমিত্তক মিথ্যাসাক্ষ্যে হাজার পণ, স্নেহ জন্য মিথ্যাসাক্ষ্যে সহস্রপণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিনহাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে এক পণ দণ্ড হইবে। রাজা সত্যধর্ম্মের পালন জন্য ও অধর্ম্মের শাসনজন্য মিথ্যাসাক্ষ্যে এই সকল দণ্ড বিধান করিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া নির্ব্বাসন মাত্র করিবে।

নিঃক্ষেপ—যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্ব্বক একজনের নিকট ধন গচ্ছিত রাখে এবং ঐ ব্যক্তি যদি গচ্ছিত ধন আর প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে সুবর্ণাদি চোরের ন্যায় দণ্ডবিধান করিবেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রতারণাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে ও তাহার সাহায্যকারিদিগকে বধদণ্ড করিবেন।

অস্বামিবিক্রয়—যে অস্বামী হইয়া স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ঐ ব্যক্তি যদি দ্রব্য-স্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬ শতপণ দণ্ড করিবে। আর যদি দ্রব্যস্বামীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

সম্ভূয়সমুত্থান—অনেকে মিলিত হইয়া একত্র কার্য্য করিবেন, তাহাদের পরস্পরের অংশও যথানিয়মে বিভাগ করিয়া লইবেন, যদি মোহবশে কেহ ইহার অন্যথা করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে চৌর্য্যের নিমিত্ত এক সুবর্ণ দণ্ড করিবেন।

ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিতে বা ফিরিয়া লইতে পারে। কিন্তু দশ দিনের পরে ঐরূপ ফিরিয়া দিতে বা লইতে পারে না। যদি বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেয় বা লয়, তাহা হইলে তাহার ৬ শত পণ দণ্ড হইবে।

দোষবিশিষ্ট কন্যাদান—দোষবিশিষ্টা কন্যার কথা না বলিয়া যদি উহাকে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ৯৬পণ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি দ্বেষপ্রযুক্ত কোন কন্যাকে 'ক্ষতযোনি এবং কুমারী নহে' ইত্যাদি বলিয়া দোষ দেয় এবং তাহা প্রমাণ করিতে না পারে, রাজা তাহাকে শতপণ দণ্ড করিবেন।

স্বামিপালবিবাদ—পশুবিষয়ে স্বামী এবং পালকের নিয়ম ব্যতিক্রম হইলে রাজা বিচারপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিবেন। যদি কর্ষকের দোষে শস্য হানি হয়, যত শস্য রাজার প্রাপ্য তাহার দশগুণ রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। স্বামী এবং পশুপালের পরস্পর রক্ষণ ব্যতিরেকে এবং পশুকর্ত্তৃক শস্য ভক্ষণে রাজা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

বাক্‌পারুষ্য—ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের এক শত পণ, বৈশ্যের দেড়শত পণ বা দুইশত পণ এবং শূদ্রের বধ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ শারীরিক দণ্ডের মধ্যে কোনরূপ দণ্ড হইবে।

ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের ৫০ পণ, বৈশ্যকে গালি দিলে ২৫ পণ ও শূদ্রকে গালি দিলে ১২ পণ দণ্ড হইবে। দ্বিজাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। আর যদি অকথ্য গালি গালাজ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হইবে।

একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড করিবে। দর্পিত ভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিঃক্ষেপ করিবেন। আর যদি একজন একজনের বিদ্যা, দেশ, জাতি, সংস্কার ও কর্ম্ম সম্বন্ধে দর্প করিয়া অন্যথা বলে, রাজা তাহাকে দুইশত পণ দণ্ড করিবেন।

মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরু ইহাদিগকে যে গালি দেয় ও গুরুকে যে পথ ছাড়িয়া না দেয়, তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে।

দণ্ডপারুষ্য—অর্থাৎ মারামারি, অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তাহা হইলে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ এবং পাদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ করিবেন।

শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে রাজা তাহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া শূদ্র ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু ফেলিলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন, প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদ, অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে গুহ্যদেশ ছেদন এবং অহঙ্কারপূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসাজন্য তাহার পাদদ্বয় ও দাড়ি ধরে, তাহা হইলে রাজা তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন। সমান জাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্ম্মভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে। মাংস-ভেদকারীর ৬ নিষ্কদণ্ড হইবে। অস্থিভেদ করিলে দেশ-নির্ব্বাসন রূপ দণ্ড হইবে। মনুষ্য কিম্বা পশুদিগকে প্রহার দ্বারা পীড়া দিলে ক্লেশানুসারে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড করিবেন। অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রহার-কারীকে আহত ব্যক্তির সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ পথ্যা-দির ব্যয় দিতে হইবে। না দিলে রাজা ঐ ব্যয়ের উপযুক্ত পরিমাণ দণ্ড করিবেন।

চৌর্য্যাদি—দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে আহরণ তাহাকে সাহস বলে ও অসমক্ষে গোপন ভাবে অপহরণের নাম চুরি। কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়া যদি তাহার অপহ্নব করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকেও চুরি বলে। চোর যে যে অঙ্গদ্বারা পর ধন অপ-হরণ করে, পুনর্ব্বার আর করিতে না পারে, এজন্য রাজা উহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। পিতা, আচার্য্য, ভার্য্যা, পুরোহিত প্রভৃতি সকলই দণ্ডনীয়। রাজা যদি নিজে অপরাধ করেন, তাহারও দণ্ড হইবে, রাজা নিজে যে অর্থ দণ্ড দিবেন, তাহা জলে বা ব্রাহ্মণকে দিবেন।

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে অষ্ট গুণ, এতাদৃশ বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের ৩২ গুণ দণ্ড হইবে।

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ-চোরের বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ৬৪ গুণ দণ্ড হইবে। তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণচোরের শতগুণ দণ্ড এবং তদপেক্ষা ব্রাহ্মণচোরের ১২৮ গুণ অধিক দণ্ড হইবে।

স্ত্রীসংগ্রহ ও পরদারসংভোগে লোক মধ্যে বর্ণসঙ্কর জন্মে এবং তাহা হইতে নানাবিধ অধর্ম্ম ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্য পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত লোকদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাসাকর্ণচ্ছেদাদি কঠোর দণ্ডবিধান করিবেন। সুগন্ধমাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস, আলিঙ্গন, অল-ঙ্কার স্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, একশয্যায় শয়ন ও একত্র ভোজন প্রভৃতি পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে স্ত্রীসংগ্রহণ-রূপে গণ্য হইবে। স্ত্রীলোকের অস্থান যদি পুরুষে স্পর্শ করে অথবা স্ত্রীলোক যদি পুরুষের অস্থান স্পর্শ করে এবং তাহাতে পুরুষ যদি রুষ্ট না হয়, তাহা হইলে এই দোষ সাম্যমত স্ত্রীসং-গ্রহণপদবাচ্য হইবে।

শূদ্র যদি অকামা ব্রাহ্মণীতে উক্ত প্রকার সংগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে। চারিবর্ণেরই সদা সর্ব্বদা ভার্য্যা অত্যন্ত রক্ষণীয়া। ভিক্ষাজীবী, বন্দী, বণিক্,

এবং সূপকারাদি কারুকর ইহারা পরস্ত্রীর সহিত অনিবারিত ভাবে কথা কহিতে পারে, কিন্তু স্বামী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে তাহারা তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। নিষিদ্ধ হইয়াও যে ঐরূপ কথা কহে, তাহার এক সুবর্ণ দণ্ড হইবে।

পূর্ব্বে যে বিধি হইল, উহা নট, নর্ত্তক, কিম্বা ভার্য্যোপ-জীবী নীচলোকদিগের স্ত্রী সম্বন্ধে খাটিবে না। তথাপি ঐ সকল লোকের স্ত্রীর সহিত বা দাসীর সহিত গোপনে ব্যভিচারকর্ত্তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হইবে।

অকামা কন্যা গমন করিলে সত্তঃ শারীরিক দণ্ড হইবে। সমানজাতীয় অকামা কন্যাগমনে শারীরিক দণ্ড নাই। অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক যদি আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষকে ভজনা করে, তাহা হইলে উহার কিছুই দণ্ড হইবে না। যে পুরুষ দর্প করিয়া বলপূর্ব্বক সমান জাতীয় পরস্ত্রীর যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলিদ্বয় ছেদ করিতে হইবে এবং ৬০০ শতপণ অর্থদণ্ড হইবে। সকামা সমানজাতীয়া স্ত্রীতে যদি ঐরূপ অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার অঙ্গুলি ছেদ হইবে না। কিন্তু অত্যাসক্তি নিবারণ জন্য দুই শত পণ দণ্ড হইবে। আর যদি কোন কন্যা অন্য কন্যাকে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ দ্বারা নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার দুইশতপণ দণ্ড হইবে এবং দ্বিগুণ শুল্ক ও দশবেত্র হইবে।

'কন্যৈব কন্যাং যা কুর্য্যাৎ তস্যাঃ স্যাদ্দ্বিশতোদমঃ।
শুল্কঞ্চ দ্বিগুণং দদ্যাৎ শিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ ॥' (মনু ৮।৩৬৯)

যদি বয়স্কা স্ত্রী কন্যাকে ঐরূপে নষ্ট করে, তাহার মস্তক মুণ্ডিতকরিয়া অঙ্গুলি ছেদন করিবে এবং গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজমার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে। ধনিলোকের কন্যা এই দর্পে অথবা সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া যে স্ত্রীলোক নিজ-পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষে গমন করে, তাহাকে বহু-লোক সমাজে লইয়া গিয়া কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবে। পাপকারী জার পুরুষকে তপ্ত লৌহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে, যাবৎ ঐ পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ না হয়, তাবৎ কাষ্ঠ প্রদান করিবে। একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্ব্বার বৎসরান্তেতে যদি পরস্ত্রী গমনদোষে দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্টের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাত্যজাত স্ত্রী ও চাণ্ডালী স্ত্রীগমনেও ঐ দণ্ড। রক্ষিতা বা অরক্ষিতা থাকুক, শূদ্র দ্বিজাতীয় স্ত্রী গমন করিলে রক্ষিতা গমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্ত্তৃ প্রভৃতি রক্ষিতা স্ত্রীগমনে বধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার একবৎসর কারারোধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার সহস্রপণ দণ্ড ও গর্দ্দভ মূত্রদ্বারা মস্তক মুণ্ডন হইবে।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষাহীনা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে, অথবা দর্ভ বা শরদ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-ণের সহস্রপণ দণ্ড, আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে উহার ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক-মুণ্ডন দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ সকলপাপযুক্ত হইলেও তাহাকে সমস্ত ধনের সহিত অক্ষত শরীরে নির্ব্বাসন করিবে। বৈশ্য-রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রী গমন করিলে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ বৈশ্যস্ত্রীতে সক্ত হয়, তাহা হইলে অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে যে দণ্ড উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীগমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া গমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যের ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ গমন করিলে গর্দ্দভমূত্রদ্বারা মস্তকমুণ্ডন, অথবা ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমনে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। চণ্ডালাদি স্ত্রীগমনেও ব্রাহ্মণের ঐ দণ্ড। যে রাজার রাজ্যে দণ্ড ভয়ে চৌর্য্য, পরস্ত্রী গমন, বাক্‌পারুষ্য, সাহস, দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি কেহ আচরণ করে না, সেই রাজা ইন্দ্র-তুল্য প্রভাবসম্পন্ন।

কর্ম্মক্ষম ঋত্বিক্‌কে যে যজমান অকারণ ত্যাগ করে এবং নির্দোষ যজমানকে যে পুরোহিত অকারণ পরিত্যাগ করে, এই উভয়েরই একশত পণ দণ্ড হইবে।

"ঋত্বিজং যস্ত্যজেদ্ যাজ্যো যাজ্যঞ্চর্ত্বিক্ ত্যজেদ্যদি।
শক্তং কর্ম্মণ্যদুষ্টঞ্চ তয়োর্দণ্ডঃ শতং শতং ॥" (মনু ৮।৩৮৮)

পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র ইহাদের যদি পাতিত্য না থাকে, অথচ মোহপূর্ব্বক কেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ৬০০ পণ দণ্ড করিবেন।

দ্বিজাতিদিগের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত শাস্ত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে যদি পরস্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে আত্মহিতকামী রাজা তৎক্ষণাৎ কোন দণ্ড স্থির করিবেন না। এই স্থলে যে যে প্রকার সম্ভ্রমের যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ পূজা করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাহাদের ক্রোধের উপশম করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ধর্ম্মব্যবস্থা বুঝাইয়া দিবেন। কোন গৃহস্থ মাঙ্গ-লিক কার্য্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে প্রতি-বেশী অথবা অনন্তরবর্ত্তী অনুবেশী ভোজনার্হ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তাহা হইলে

রাজা তাহার একমাষা রৌপ্য দণ্ড করিবেন। নিজে শ্রোত্রিয় হইয়া প্রতিবেশী বা অনুবেশী শ্রোত্রিয় সাধুকে যদি কেহ বিবাহাদি ভূতিকার্য্যে ভোজন না করান, তাহা হইলে তাহাকে ভোজনের দ্বিগুণ ভোজ্য দ্রব্য দিতে হইবে, এবং তাহার এক মাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে।

যে সকল পণ্য দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া বিখ্যাত, অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, যে ব্যবসায়ী লোভে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্বহরণ করিবেন। রাজা পণ্য দ্রব্যের লভ্যাংশের বিংশতিভাগের এক ভাগ লইবেন। যদি কেহ এই শুল্ক পরিহার জন্য উৎপথে গমন করে, রাত্র্যাদি সময়ে ক্রয় বিক্রয় করে, কিংবা বিক্রেয় দ্রব্যের সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বলে, রাজা উহাদিগকে অপলাপিত রাজদেয়ের অষ্টগুণ দণ্ড করিবেন।

ব্রাহ্মণ যদি প্রভুত্ব এবং লোভে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে পাদধৌত প্রভৃতি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ৬০০ পণ দণ্ড বিধান করিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দণ্ডবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া দণ্ডবিধান করিবেন।

দণ্ডপারুষ্য—আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জন প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাক্ষীরহিত বিবাদে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দণ্ড দিবেন। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক, কিংবা ধূলি দিলে দশপণ দণ্ড হইবে। অপবিত্র বস্তু, পাদধৌত ও নিষ্ঠীবন জল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বা পরস্ত্রীর প্রতি এই রূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড। হীন ব্যক্তির প্রতি এই রূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদিবশে ঐ রূপ করিলে দণ্ড হইবে না। স্বজাতিকে প্রহার করিলে বা তজ্জন্যে পাতুলিলে দশপণ দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। পদ, কেশ, বস্ত্র কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়মর্দ্দন এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে, শতপণ দণ্ড হইবে। কাষ্ঠাদি প্রহারে আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে ঐ প্রহর্ত্তা ব্যক্তির ২২ পণ, আর রক্তপাত হইলে ইহার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ বা নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেইরূপ আকৃতি করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। গমন, ভোজন প্রভৃতি বাক্য বন্ধ করিলে, চক্ষু ও জিহ্বা মুড়িয়া দিলে এবং গ্রীবা, বাহু, কিম্বা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড হইয়াছে, বহুজনে মিলিত হইয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে। পরের ভিত্তি মুষলাদি দ্বারা অভিহত, বিদারিত, দ্বিধাকৃত এবং ভূমিশায়িত করিলে তাহার যথাক্রমে পাঁচ দশ ও বিংশতিপণ দণ্ড হইবে এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিতে হইবে। যে পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি নিঃক্ষেপ করে, বিষ সর্পাদিপ্রাণহর দ্রব্য ফেলিয়া দেয়, ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ১৬ পণ ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর তাড়না, রক্তপাত, শৃঙ্গাদিচ্ছেদন এবং করচরণাদি অঙ্গচ্ছেদন করিলে যথাক্রমে দুইপণ, চতুষ্পণ এবং অষ্টপণ দণ্ড হইবে। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিম্বা হত্যা করিলে মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে। গবাদিমহাপশুর এই সকল করিলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে এবং দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে, ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ভিন্ন পিতামাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। রজক শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিনপণ দণ্ড, বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে বা বান্ধবদিগকে পরিতে দিলে দশপণ দণ্ড হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন পশুপক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, চিকিৎসকের প্রথম সাহস দণ্ড, সাধারণ মনুষ্যকে ঐ রূপ করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড এবং রাজপুরুষকে ঐ রূপ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২ অ°)

এখন আর ঐ সকল দণ্ডবিধি প্রচলিত নাই। বৃটীশ গবর্মেণ্ট এখন নূতন নূতন দণ্ডবিধি আইন চালাইয়াছেন।

২৪ কৌরব পক্ষীয় একজন বীর। ইহার ভ্রাতার নাম দণ্ডধার। দণ্ডধারের মৃত্যুর পর ইনি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ১৯ অ°) ২৫ মগধের একজন রাজা। (ভারত আদি° ৬৭ অ°)

২৬ ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রমধ্যে একটী পুত্র, ইনি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ২৭ সূর্য্যের পুত্র, বিবস্বানপুত্র। ২৮ দণ্ডযুক্ত কর্ত্তরি অচ্। রাজা, দণ্ডবিধানকর্ত্তা।

দণ্ডক (পুং স্ত্রী) দণ্ডইব কায়তি কৈ-ক। ১ হলোদ্ধেদ, এই

ছন্দের প্রত্যেক পাদে ২৭টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার লক্ষণ—"যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্তরেফাস্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদণ্ডকঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের প্রথম হইতে ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩ ও ২৬ বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন অন্তবর্ণ গুরু। (১)

উদাহরণ—

"প্রলয়ঘনঘটামহারম্ভমেঘালীচণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতাকুলং গোকুলং সপদি সমবলোক্য সব্যেন হস্তেন গোবর্দ্ধনং নাম শৈলং দধল্লীলয়া। কমলনয়নরক্ষয়ক্ষেতি গর্জ্জৎপ্রসম্মুগ্ধগোপাঙ্গনালিঙ্গনানন্দিতো গজপতিনবধাতুধারাবিচিত্রাঙ্গরাগো মরারাতিরস্তু প্রমোদায় বঃ॥"

আরও একপ্রকার দণ্ডক ছন্দ আছে, ইহার প্রত্যেক চরণেও ২৭টী করিয়া চরণ থাকিবে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই—প্রথম হইতে ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৫ এই কয়টী বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন অন্য সকল বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—

"প্রচিতকসমভিধো ধীরধীভিঃ স্মৃতো দণ্ডকো নদ্বয়াদুত্তরৈঃ সপ্তভির্যৈঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

২ ইক্ষ্বাকুরাজের পুত্রভেদ।

"দণ্ডকোনৃপতিঃ কামাৎ ক্রোধাচ্চ জনমেজয়ঃ" (কামন্দকী) ইনি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি কোন সময়ে গুরুকন্যার কৌমার্য্যধর্ম্ম নষ্ট করেন, শুক্রাচার্য্য জানিতে পারিয়া ইহাকে শাপ দেন, এই শাপে পুরীর সহিত দগ্ধ হন, পরে ইহার রাজ্য অরণ্য হইয়া যায় এবং তাহা দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত হয়। (রামা°)

৩ বাতরোগ বিশেষ, এই রোগে পাণি, পাদ, শির, পৃষ্ঠ, শ্রোণি প্রভৃতি স্থানে দণ্ডদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেরূপ বোধ হয়, সেইরূপ বায়ু ঐ সকল স্থান স্তব্ধ করিতে থাকে, এইরূপ হইলে তাহাকে দণ্ডক বলে।

"পাণিপাদশিরঃ পৃষ্ঠশ্রোণিস্তম্ভাতিমারুতঃ।
দণ্ডবৎস্তব্ধগাত্রস্তু দণ্ডকঃ সোঽনুপক্রমঃ॥" (ভাবপ্র°)

দণ্ডকন্দক (পুং) দণ্ডবৎ কন্দোমূলং যস্য। ধরণীবৃক্ষ, ভূমিকন্দ। (রাজনি°)

দণ্ডকর্তৃ (ত্রি) দণ্ডস্য কর্ত্তা। দণ্ডবিধায়ক, যিনি দণ্ড বিধান করেন।

দণ্ডকর্ম্মন্ (ক্লী) দণ্ডস্য কর্ম্ম। দণ্ডবিধায়ক কার্য্য।

দণ্ডকল (পুং) ছন্দোভেদ।

দণ্ডকা (স্ত্রী) দণ্ডক স্ত্রীলিঙ্গবাদত্র টাপ্। নাগবলালতা।

দণ্ডকাক (পুং) দণ্ডো যমদণ্ডইব কাকঃ। অমঙ্গলসূচকত্বাৎ তত্তথাত্বং। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।

দণ্ডকারণ্য (ক্লী) দণ্ডকং নাম অরণ্যং। জনস্থান, দণ্ডকাবন, দণ্ডক নামক নৃপতির রাজ্য, শুক্রাচার্য্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্য হইয়া যায়। গোদাবরীতীরস্থিত বিশাল অরণ্যানী, এই অরণ্যে রামচন্দ্র বনবাস সময়ে চতুর্দ্দশ বর্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতেই রাবণ সীতাকে হরণ করে, এই অরণ্যের বহু অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এই স্থান অতি রমণীয়। (রামা°) [দাক্ষিণাত্য শব্দ ও দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ।]

"ত্বাযোধ্যায়াঃ পুনরুপগমো দণ্ডকায়াবনে বঃ।" (উত্তরচরিত)

দণ্ডকাষ্ঠ (ক্লী) দণ্ডার্থং কাষ্ঠং। দণ্ডের নিমিত্ত কাষ্ঠ, দণ্ড সম্বন্ধীয় কাষ্ঠ। [দণ্ড দেখ।]

দণ্ডগৌরী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। "উর্ব্বশী মিশ্রকেশী চ দণ্ডগৌরী বরুথিনী।" (ভারত বনপ° ৪৩ অ°)

দণ্ডগ্রহণ (ক্লী) দণ্ডস্য গ্রহণং। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন, এই আশ্রমীদিগের হস্তে আশ্রম চিহ্নস্বরূপ এক এক গাছি দণ্ড থাকে।

দণ্ডগ্রাহ (ত্রি) দণ্ডং গৃহ্লাতি গ্রহ-অণ্। দণ্ডধারক।

দণ্ডঘ্ন (ত্রি) দণ্ডেন দেহেন হন্তি হন-টক্। দণ্ডপারুষ্যকর্ত্তা, যিনি দৈহিক দণ্ডবিধান করেন।

"যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥" (মনু ৮।৩৮৬)

যে রাজার রাজ্যে চোর, পরস্ত্রীগামী, দণ্ডপারুষ্যকারী প্রভৃতি লোক না থাকে, সেই রাজা ইন্দ্রতুল্য।

দণ্ডচক্র (পুং) ১ পুরোণোক্ত অস্ত্রভেদ। ২ সৈন্যবিভাগভেদ।

দণ্ডচক্রাদিন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ, একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাদির প্রতি যেমন দণ্ডচক্র প্রভৃতির কারণতা আছে। [ন্যায় দেখ।]

দণ্ডঢক্কা (স্ত্রী) দণ্ডা তাড্যমানা ঢক্কা। বাদ্যবিশেষ, দামামা, নাগরা। পর্য্যায়—নালী, ঘটী, যামনালী, যমেক্ষকা, যামঘোষ, দম্বম, দুন্দুভি, দুন্দু, গম্ভীরিকা। (শব্দর°)

দণ্ডতাম্রী (স্ত্রী) দণ্ডেন তাড্যমানা তাম্রী তাম্রনির্ম্মিতবাদ্যং। তাম্রীবাদ্যভেদ। (শব্দর°) জলঘড়ী।

দণ্ডত্ব (ক্লী) দণ্ডস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। দণ্ডতা, দণ্ডের ভাব।

দণ্ডদাস (পুং) দণ্ডাদি ধনশুদ্ধ্যর্থং দাসঃ। রাজকৃত দণ্ড শুদ্ধির জন্য যে দাস্য স্বীকার করে। রাজা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন অথচ দিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য যাহারা দাসত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগকে দণ্ডদাস কহে।

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিকোদণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥" (মনু ৮।৪১৫)

[দাস দেখ।]

দণ্ডদেবকুল (ক্লী) দণ্ডদেবস্য কুলং যত্র। ধর্ম্মাধিকরণ, পুলিশ আদালত।

দণ্ডধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ পচাদ্যচ্ দণ্ডস্য ধরঃ। ১ যম। ২ রাজা, রাজা লোক সকলের স্থিতির জন্য দণ্ডধারণ করেন, এইজন্য রাজার নাম দণ্ডধর।

"ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।" (মনু)

(ত্রি) ৩ দণ্ডধারক।

দণ্ডধার (পুং) দণ্ডং ধরতি ধৃ-অণ্। ১ যম। ২ রাজা। ৩ স্বনামখ্যাত এক নৃপতি। ইনি ক্রোধবর্দ্ধন অসুরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

"ক্রোধবর্দ্ধন ইত্যেব যস্তুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দণ্ডধার ইতি খ্যাতঃ সোঽভবন্ মনুজেশ্বরঃ॥"

(ভারত ১।৬৭।৪৭)

ইনি কুরুপাণ্ডব-সমরে দুর্য্যোধনের বিশেষ সহায়তা করেন এবং অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। ইহার ভ্রাতা দণ্ডও এই যুদ্ধে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ১৯ অ°) ৪ পাণ্ডবপক্ষীয় একজন বীর, ইনি পাঞ্চালবংশীয়। দ্রোণ ও কর্ণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কর্ণের হস্তে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ৫০অ°) ৫ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১। ৬৭। ১০২)

(ত্রি) ৬ দণ্ডধারক, শাসক।

দণ্ডধারণ (ক্লী) দণ্ডস্য ধারণং ৬-তৎ। ১ দণ্ডগ্রহণ। ২ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন।

দণ্ডধারিন্ (ত্রি) দণ্ডং ধরতি দণ্ড-ধৃ-ণিনি। ১ দণ্ডধর। ২ দণ্ডাশ্রমী, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।

দণ্ডধৃক্ (পুং) দণ্ডধারী।

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।" (ভাগ° ৪।২১।১২)

দণ্ডন (ক্লী) দণ্ড-ল্যুট্। দণ্ড দেওয়া, শাসন।

দণ্ডনায়ক (পুং) দণ্ডং রাজ্ঞাং চতুর্থোপায়ং নয়তি নী-ণ্বুল্। ১ সেনাপতি, চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ। ২ দণ্ডপ্রণেতানৃপ। ৩ দণ্ড দিবার অধিকারী বিচারপতি। ৪ সূর্য্যের একজন অনুচর।

দণ্ডনিপাতন (ক্লী) দণ্ডস্য নিপাতনং। দণ্ড দেওন।

দণ্ডনীতি (স্ত্রী) দণ্ডেন নীয়তে যা বা দণ্ডো নীয়তেঽনয়া, নী কর্ম্মণি করণে বা ক্তিন্। অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক শাস্ত্র, যাহাতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম ও উপদেশ আছে। চাণক্যাদি প্রণীত নীতিশাস্ত্র।

"দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্ লোকানভিবর্ত্ততে॥" (ভারত)
"এবৈব দণ্ডনীতিস্তু বিদ্যোতোশনসী স্থিতিঃ।
তস্যান্তু সর্ব্ববিদ্যানামারম্ভাঃ সমুদাহৃতাঃ॥"
"দমো দণ্ড ইতি খ্যাতস্তাৎস্থ্যাদণ্ডো মহীপতিঃ।
তস্য নীতি র্দণ্ডনীতি র্নয়নান্নীতিরুচ্যতে॥" (কামন্দকী)

এক দণ্ডনীতিতেই ঔশনসী প্রভৃতি বিদ্যা অবস্থিত এবং তাহাতেই সকল বিদ্যার আরম্ভ কথিত হইয়াছে। দমনই একমাত্র দণ্ড, সেই দণ্ডে রাজা অবস্থান করেন, এইজন্য রাজার নামও দণ্ড। রাজা লোকদিগকে যাহা দ্বারা সংস্থাপিত করেন, তাহার নাম দণ্ডনীতি।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা লোকস্থিতির জন্য দণ্ডনীতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে এই সমস্ত আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ব, রজ ও তম নামে তিনবর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় নীতিজ ষড়্‌বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও কৃষিবাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, অমাত্যরক্ষার্থ নিযুক্ত চর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ, মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার সন্ধি, চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থদ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ় বিষয়প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সকল গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রণসজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কা প্রভৃতি পতন, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন, মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান, খাতখনন, পতাকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চোর, উগ্রস্বভাব, অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা, বিষপ্রযোক্তা, প্রতিরূপকারী, প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রতন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তিদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন, অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধনা ও বিরক্ত জনের দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়াপ্রদান, রাজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশ-সাধন, সূক্ষ্ম ব্যব-

হার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অকৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, কৃতব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, নৃপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি আশঙ্কা, অনবধানতা-পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লোভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থ-দান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রীসম্ভোগ এই চারিপ্রকার কামজ, আর বাক্‌পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্ম-ত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ৬ প্রকার ক্রোধজ, এই সমুদায়ে দশ-প্রকার ব্যসন, বিবিধযন্ত্র ও কার্য্যযন্ত্র, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানাপ্রকার উপ-করণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী দ্রব্যোপার্জ্জনের এই ৬ প্রকার দ্রব্য, লব্ধ রাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্ লোকের সহিত আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আস্তিকতা, একপথ ধরিয়া উন্নতিলাভ, সত্য ও মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদিস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ড-নীয়তা, যুক্ত্যনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজ-মণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতীকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা-নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ প্রভৃতি। এই শাস্ত্রদ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থ ফললাভে সমর্থ হইবে, এই জন্ত ইহার নাম দণ্ডনীতি। এই দণ্ডনীতিতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ নিহিত আছে। ব্রহ্মা প্রথমে লক্ষাধ্যায় দণ্ডনীতি প্রণয়ন করেন, পরে প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা বুঝিতে পারিয়া সংক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। মহেশ্বর ইহা দশ সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করেন। ঐ সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরে ইন্দ্র তাহাকে ৫ হাজার অধ্যায়ে বর্ণন করেন, ইহা বাহুদণ্ডক নামে বিখ্যাত হয়। বৃহস্পতি এই বাহু-দণ্ডক গ্রন্থ তিনি সহস্র অধ্যায়ে প্রচার করেন এবং ইহা বার্হ-স্পত্যনামে প্রসিদ্ধ হয়। পরিশেষে শুক্রাচার্য্য এই শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে রচনা করেন। এইরূপে জগতে প্রচারিত হয়। এক দণ্ডনীতিপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। (ভারত শান্তিপ° ৫৯ অ°)

দণ্ডনীয় (ত্রি) দণ্ড-অনীয়র্। দণ্ডের যোগ্য, দণ্ড্য; দণ্ডার্হ।

দণ্ডনেতৃ (ত্রি) দণ্ডং নয়তি দণ্ড-নী-তৃচ্। দণ্ডবিধাতা, দণ্ডের নেতা।

দণ্ডপ (পুং) দণ্ডেন পাতি পা-ক। দণ্ড দ্বারা পালক রাজা। যিনি দণ্ডদ্বারা শাসন করেন।

দণ্ডপাংশুল (পুং) দণ্ডেন দণ্ডধারণেন পাংশুলঃ মৌঢ়ঃ। দ্বার-পাল, দৌবারিক, দ্বারী, দরোয়ান।

দণ্ডপাণি (পুং) দণ্ডঃ যষ্টিঃ পাণৌ যস্ত। ১ যম, ইনি সর্ব্বদা দণ্ড হস্তে বিরাজমান থাকেন। ২ কাশীস্থিত ভৈরবভেদ। পূর্ণভদ্র নামে একজন যক্ষ মহাদেবের আরাধনা করিয়া একটী পুত্র লাভ করেন, এই পুত্রের নাম হরিকেশ। হরিকেশ বাল্যাবধি মহাদেবের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। পরে মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্তা আরম্ভ করেন, এই রূপে অনেক দিন অতীত হইল। মহাদেব ইহার তপস্তায় প্রীত হইয়া নন্দীর হস্তধারণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত হরি-কেশের তপস্তাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং হরিকেশের গাত্র-স্পর্শ করিলেন, ইহাতে তাহার জ্ঞানোদয় হইল এবং হরিকেশ সম্মুখে অভীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দ বিহ্বল হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব ইহাকে বলিলেন, যক্ষ! তুমি এইস্থানে দণ্ডধর হও, আজ হইতে তুমি এই কাশীস্থ দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালক হও এবং তুমি আজ হইতে দণ্ডপাণি নামে বিখ্যাত হও। আমার আজ্ঞায় সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া থাকিবে। এই কাশীবাসিগণের গলে সুনীল রেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গল জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্র-কলা এবং বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিয়া অন্তিমকালীন বেশ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। তোমার অধীন এই ক্ষেত্রমধ্যে তোমার আরাধনা না করিয়া কেহই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। যিনি আমাতে ভক্তিমান্ হইবেন, তিনি অগ্রে তোমার পূজা দিবেন। দেবগণ ও মানবসমূহের মধ্যে তুমিই প্রধান পূজনীয় হও, তুমি দুষ্টের দণ্ডবিধান এবং ভক্ত-দিগকে অভয় প্রদান করিয়া আমার সম্মুখে দক্ষিণদিকে অবস্থান কর। মহাদেব দণ্ডপাণিকে এইরূপে বর দিয়া আনন্দ-কাননে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে এইরূপে কাশীপুর শাসন করিতেছেন। (কাশীখ° ৩২ অ°) ৩ অনামখ্যাত জনৈক বংশীয় নৃপবিশেষ। (মৎস্যপু° ৫০।৮৭) ৪ বুদ্ধমূর্ত্তিভেদ।

দণ্ডপাত (পুং) দণ্ডস্য পাতঃ। সন্নিপাতরোগবিশেষ। ইহার

লক্ষণ—"নক্তং দিবা ন নিদ্রামুপৈতি গৃহ্ণাতি মুহুর্ধীর্ভ্রমঃ।
উত্থায় দণ্ডপাতো ভ্রমাতুরো সর্ব্বতো ভ্রমতি ॥" (ভাবপ্র°)

এই রোগে দিবারাত্রের মধ্যে নিদ্রা হয় না, রোগী সর্ব্বদা ভ্রমাতুরের ন্যায় ভ্রমণ করে ও তাহার বুদ্ধি বিচলিত হয়।

দণ্ডপাতন (ক্লী) দণ্ডস্য পাতনং। দণ্ডনিঃক্ষেপ।

দণ্ডপারুষ্য (ক্লী) দণ্ডেন যৎ পারুষ্যং পরুষতা দণ্ড্যতেঽনেনেতি দণ্ডোদেহস্তেন যৎ পারুষ্যং বিরুদ্ধাচরণং। ১ ব্যবহার বিষয়ভেদ, তাড়নাদি।

"পরগাত্রেষ্বভিদ্রোহো হস্তপাদায়ুধাদিতিঃ।
ভস্মাদিভিশ্চোপঘাতো দণ্ডপারুষ্যমুচ্যতে ॥" (নারদ)

পর গাত্রে হস্তপাদ ও অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা যে হিংসা এবং বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করা যায়, তাহাকে দণ্ডপারুষ্য কহে অর্থাৎ দেহের প্রতি যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করা যায়, তাহারই নাম দণ্ডপারুষ্য। দৈহিক দণ্ডবৎ যাহা কষ্টজনক তাহাকেও দণ্ডপারুষ্য বলা যায়। ২ রাজাদিগের সপ্তপ্রকার ব্যসনের অন্তর্গত ব্যসন বিশেষ। ৩ অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত বিবাদ বিশেষ, তাড়নাদি। [দণ্ড দেখ।]

"অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ং।" (মনু ৮।২৭৮)

দণ্ডপাল (পুং) দণ্ডং শরীরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ মৎস্যভেদ, অর্দ্ধশফর মৎস্য, ডাড়িকোণামাছ। দণ্ডেন পালয়তি পালি-অচ্। ২ দ্বারপাল।

দণ্ডপালক (পুং) দণ্ডপালাৎ কায়তি কৈ-ক। শকুলমৎস্য, শোলমাছ।

দণ্ডপাশক (পুং) ১ প্রধান দণ্ডদাতা, প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী। ২ ঘাতুক, জল্লাদ।

দণ্ডপাশিক (পুং) জল্লাদ, ঘাতুক, ফাঁসুড়ে।

দণ্ডপিঙ্গলক (পুং) দণ্ডঃ দেহঃ পিঙ্গলোঽত্র। উত্তরস্থ দেশভেদ।

দণ্ডবধ (পুং) দণ্ডেন বধঃ। প্রাণদণ্ড।

দণ্ডবালধি (পুং) দণ্ডইব বালধির্যস্য। হস্তী, হস্তীদিগের লাঙ্গুল দণ্ডাকার।

দণ্ডবাহু (ত্রি) দণ্ডইব বাহুর্যস্য। ১ দণ্ডাকার বাহুযুক্ত। ২ একজন কুমারানুচর।

দণ্ডভীতি (স্ত্রী) দণ্ডস্য ভীতিঃ ৬-তৎ। দণ্ডিত হইবার ভয়।

দণ্ডভৃৎ (পুং) চক্রভ্রামণার্থং দণ্ডভাদিকং ভ্রমতি ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ কুম্ভকার। দণ্ডং দমনং বিভর্ত্তি। (ত্রি) ২ দণ্ডধারক।

দণ্ডমৎস্য (পুং) দণ্ডইব মৎস্যঃ। দণ্ডাকার মৎস্যভেদ, শকুল মৎস্য, শোলমাছ। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্তয়ক্ত ও কফনাশক, শুক্র ও বলবর্দ্ধক।

"দণ্ডমৎস্যো রসে তিক্তঃ পিত্তরক্তঃ কফং হরেৎ।
বাতসাধারণঃ প্রোক্তঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ ॥" (রাজবল্লভ)

দণ্ডমা(ণ)নব (পুং) দণ্ডপ্রধানো মানবঃ মধ্যলো° কর্ম্ম°। দণ্ডপ্রধান জন, বালক।

দণ্ডমাতঙ্গ (পুং) পিণ্ডতগর। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দণ্ডমাথ (পুং) দণ্ডাকারো মাথঃ পন্থাঃ। প্রধান পথ।

দণ্ডমাথিক (পুং) দণ্ডমাথং ধাবতি ঠক্। প্রধান পথে ধাবমান ব্যক্তি।

দণ্ডমুদ্রা (স্ত্রী) দণ্ডাকারা মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাভেদ।

"উত্তানোর্দ্ধমুখা মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা।
দণ্ডমুদ্রা সমাখ্যাতা ॥" (তন্ত্রসার)

মুষ্টি বদ্ধ করিয়া মধ্যাঙ্গুলী উত্তানভাবে ঊর্দ্ধমুখ করিলে এই মুদ্রা হইবে।

দণ্ডযাত্রা (স্ত্রী) দণ্ডায় শত্রুদমনায় যাত্রা যা যাত্রা প্রয়াণং। ১ দিগ্বিজয়। ২ সংযান মিলিত হইয়া গমন। ৩ বরযাত্রা।

দণ্ডযাম (পুং) দণ্ডং যচ্ছতি যম-অণ্। ১ যম। ২ দিন। দণ্ডে ইন্দ্রিয়দমনে যামঃ সংযমো যস্য। ৩ অগস্ত্যমুনি।

দণ্ডযোগ (পুং) দণ্ডবিধান, শাস্তিপ্রদান।

দণ্ডরী (স্ত্রী) দণ্ডং তদাকারং রাতি রা-ক গৌরা° ঙীষ্। ডঙ্গরীবৃক্ষ, এক প্রকার কাঁকুড়।

দণ্ডবৎ (ত্রি) দণ্ডঃ বিদ্যতেঽস্য দণ্ড-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দণ্ডবিশিষ্ট, দণ্ডধারী। ২ অভিবাদন, নমস্কার।

দণ্ডবাদিন্ (পুং) দণ্ডেন বদতি বদ-ণিনি। ১ দ্বারপাল। (ত্রি) ২ দণ্ডবক্তা, যিনি শাস্তি দিবার ভয় প্রদর্শন করেন।

দণ্ডবার্ক্ষ্য (ক্লী) অবস্থানভেদ।

দণ্ডবাসিক (পুং) দ্বারবান্।

দণ্ডবাসিন্ (পুং) দণ্ডেন বসতি বস-ণিনি। ১ দ্বারপাল। ২ এক গ্রামাধিকৃত জন, এক গ্রামের শাসনকর্ত্তা।

দণ্ডবাহিন্ (পুং) দণ্ডং বহতি বহ-ণিনি। দণ্ডধারক। যিনি দণ্ড বহন করেন।

দণ্ডবিষ্কম্ভ (পুং) দণ্ডঃ মন্থানদণ্ডং বিষ্কভ্নাতি নিরুণদ্ধি যত্র, বি-স্কন্ত অধিকরণে ঘঞ্, ততোষত্বং। যে স্তম্ভে আকর্ষণার্থ রজ্জুদ্বারা মন্থনদণ্ড আবদ্ধ থাকে, ঘোলমউয়া খুঁটি, পর্য্যায় কুঠর। ঘোলমন্থন করিবার স্তম্ভ।

দণ্ডবিধি (পুং) দণ্ডঃ বিধীয়তেঽস্মিন্ বি-ধা-কি। দণ্ডবিধান, দণ্ডবিধায়ক আইন। (Criminal law)

দণ্ডবৃক্ষ (পুং) দণ্ডাকারঃ পত্রাদিহীনত্বাৎ বৃক্ষঃ। স্নুহীবৃক্ষ, মনসাগাছ, সিজগাছ, (Euphorbia) স্বার্থে-কন্। দণ্ডবৃক্ষক,

এই বৃক্ষের পাতা প্রভৃতি নাই, দণ্ডের মতন অবস্থিত থাকে, এই জন্ত ইহার নাম দণ্ডবৃক্ষ হইয়াছে।

দণ্ডব্যূহ (পুং) দণ্ডসংজ্ঞকোব্যূহঃ। ব্যূহভেদ, দণ্ডাকারে রচিত ব্যূহবিশেষ।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।" (মনু ৭।১৮৭)

'দণ্ডাকৃতিব্যূহরচনাদি দণ্ডব্যূহঃ এবং শকটাদিব্যূহ অপি তত্রাগ্রে বলাধ্যক্ষো মধ্যে রাজা পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্শ্বয়োর্হস্তিনস্তৎসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবং কৃতরচনো দীর্ঘঃ সর্ব্বতঃ সমবিন্যাসো দণ্ডব্যূহঃ' (কুল্লূক)

এই ব্যূহ দণ্ডাকারে নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং ইহার অগ্র ভাগে সৈন্যাধ্যক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাৎ সেনাপতি, উভয়পার্শ্বে হস্তী, তৎসমীপে ঘোটক ও তাহার পর পদাতিগণ অবস্থিত থাকে।

দণ্ডব্রতধর (পুং) দণ্ডময়ব্রতং তস্য ধরঃ। ১ দণ্ডরূপ ব্রতধারী রাজা, যিনি সর্ব্বদা দণ্ডধারণ করিয়া আছেন। ২ দণ্ডধর যম। (ত্রি) ৩ দণ্ডধারক।

"দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ" (ভাগ° ৪।১৩।১৯)

দণ্ডসংহিতা (স্ত্রী) দণ্ডস্য সংহিতা শাস্ত্রং। দণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র, ফৌজদারী আইন। (Penal code.)

দণ্ডসহায় (পুং) দণ্ডে সহায়ঃ। দুষ্ট দমন প্রভৃতিতে রাজার সহায়।

দণ্ডসেন (পুং) ১ পুরুবংশীয় বিষ্বক্‌সেনপুত্র নৃপভেদ। (হরিবংশ ২০ অ°)

২ দ্বাপরযুগের এক নৃপতি। (ভারত আদিপ° ১ অ°)

দণ্ডস্থান (ক্লী) দণ্ডস্য স্থানং ৬তৎ। দণ্ডের স্থানবিশেষ, মনু দণ্ডের ১০টী স্থান নির্ণয় করিয়াছেন,—উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও দেহ; রাজা অপরাধানুসারে এই দশ স্থানে দণ্ডবিধান করিবেন।

"দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং॥
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ।"

(মনু ৮।১২৪—২৫) [দণ্ড দেখ।]

দণ্ডহস্ত (ক্লী) দণ্ডইব হস্তো বৃন্তরূপো যস্য। তগরপুষ্প। (রাজনি°)

দণ্ডাক্ষ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থ চম্পানদীর সমীপে, এই স্থলে স্নানদানাদি করিলে গোসহস্র দানের ফললাভ হয়।

"তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।
দণ্ডাক্ষমভিগম্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ॥"

(ভারত বনপ° ৮৪ অ°)

দণ্ডাঘাত (পুং) দণ্ডেন আঘাতঃ ৩তৎ। দণ্ডদ্বারা প্রহার, যষ্টিদ্বারা আঘাত।

দণ্ডাজিন (ক্লী) দণ্ডঞ্চ অজিনঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। ১ যতিদিগের দণ্ড ও মৃগচর্ম্ম। তচ্ছলেন ধার্য্যত্বয়া অত্যন্ত অহ্। ২ শঠতা, কপটতা, কপটীরা বাহিরে দণ্ডাজিন প্রভৃতি ধারণ করে, কিন্তু অন্তঃকরণ শঠতায় পরিপূর্ণ, এইজন্ত দণ্ডাজিন শব্দে শঠতা বুঝায়।

দণ্ডাজ্ঞা (স্ত্রী) দণ্ডস্য আজ্ঞা। দণ্ডাদেশ, শাস্তি দিবার হুকুম।

দণ্ডাদণ্ডি (অব্য) দণ্ডৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ প্রহৃত্য প্রবৃত্তং যুদ্ধং, ইচ্ সমাসান্তঃ পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। (ইচ্ কর্ম্মব্যতিহারে। পা ৫।৪।১২৭) লাটালাটি, পরস্পর যষ্টিদ্বারা যুদ্ধ। দণ্ডে দণ্ডে প্রহার করিয়া যুদ্ধ।

দণ্ডাদি (স্ত্রী) দণ্ড আদি যস্ত। পাণিন্যুক্ত গণভেদ। "দণ্ডাদিভ্যো যৎ" অর্হ অর্থ বুঝাইলে দণ্ডাদি শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। দণ্ড, মুসল, মধুপর্ক, কশা, অর্ঘ, মেধ, সুবর্ণ, উদক, বধ, যুগ, গুহা, ভাগ, ইভ ও ভঙ্গ ইহারা দণ্ডাদিগণ। (পাণিনি)

দণ্ডাধিপ (পুং) দণ্ডস্য অধিপতিঃ ৬তৎ। দণ্ডাধিপতি রাজা।

দণ্ডাধিপতি (পুং) দণ্ডস্য অধিপতিঃ ৬তৎ। দণ্ডের অধিপতি, রাজা।

দণ্ডাপতানক (ক্লী) বাতরোগ বিশেষ, বায়ু কফাশ্রিত হইয়া যে সময়ে ধমনীতে অবস্থান করে এবং দণ্ডবৎ স্তম্ভিত করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক বলিয়া জানিতে হইবে এবং ইহা কষ্টসাধ্য।

"কফাবৃতো যদাবায়ুর্ধমনীষেব তিষ্ঠতি।
সদণ্ডবৎস্তম্ভয়তি কৃচ্ছ্রো দণ্ডাপতানকঃ॥" (ভাবপ্র°)

দণ্ডাপূপন্যায় (পুং) দণ্ডে দণ্ডাকর্ষে অপূপস্য তৎসম্বন্ধস্য কর্ষঃ তৎপ্রতিপাদকন্যায়ঃ। ন্যায়ভেদ, পিষ্টকসংলগ্ন দণ্ডের একদেশ ইন্দুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে পিষ্টক খানিও যে ইন্দুর ভক্ষণ করিয়াছে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন গৃহস্থ গৃহের এক স্থানে একটী দণ্ডে একখানি পিষ্টক রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছে, পরে আসিয়া দেখিল, দণ্ডটী ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে; ইন্দুর কর্ত্তৃক দণ্ড ভক্ষিত দেখিয়া তৎসন্নিবিষ্ট পিষ্টক ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। কারণ দণ্ড কঠিন পদার্থ, যখন ইন্দুর এত কঠিন দণ্ড খাইতে পারিল, তখন সুকোমল মিষ্ট পিষ্টক অগ্রে না খাইয়া যে দণ্ডমাত্র ভক্ষণ করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, ইন্দুর নিশ্চয় পিষ্টক ভক্ষণ করিয়াছে। এইরূপ কোন ক্লেশসাধ্য কার্য্যের সিদ্ধি দেখিয়া তাহার আনুষঙ্গিক সুসাধ্য কার্য্যের সিদ্ধি অনুমান করাকেই দণ্ডাপূপন্যায় বলা যাইতে পারে। [ন্যায় দেখ।]

দণ্ডার (পুং) দণ্ডং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্। ১ বাহন। ২ মত্তহস্তী। ৩ কুম্ভকার চক্র। ৪ যন্ত্রভেদ, শরনিক্ষেপ যন্ত্রবিশেষ, ধনুক।

দণ্ডার্ক (ক্লী) চম্পানদীর সমীপস্থ তীর্থভেদ, ইহার পাঠান্তর দণ্ডাক্ষ এইরূপ আছে। [দণ্ডাক্ষ দেখ]।

দণ্ডাসন (ক্লী) আসনভেদ। (হেম°)

দণ্ডাহত (ক্লী) দণ্ডেন আহতং। ১ তক্র, ঘোল। (ত্রি) ২ দণ্ড দ্বারা তাড়িত।

দণ্ডিক (পুং) দণ্ডোঽস্ত্যস্য দণ্ড-ঠন্। (অত-ইনি-ঠনৌ পা ৫।২।১১৫) ১ দণ্ডধারক, ছড়িবরদার, আসাবরদার। ২ মৎস্যবিশেষ, ডানিকোণামাছ। ইহার গুণ—তিক্ত, কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক, লঘু। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ দণ্ডদাতা, নিবারক। "ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।"(ভা°৬।১২।৩৬)

দণ্ডিকা (স্ত্রী) দণ্ডিক-টাপ্। ১ হার বিশেষ। ২ রজ্জু।

দণ্ডিত (ত্রি) সঞ্জাতো দণ্ড, দণ্ড—তারকাদিত্বাদিতচ্। কৃতদণ্ড, যে দণ্ড পাইয়াছে। পর্য্যায়—দাপিত, সাধিত। (হেম°)

দণ্ডিন্ (পুং) দণ্ডো হস্ত্যস্য দণ্ড-ইনি। ১ যম। ২ নৃপ। ৩ দ্বারপাল। ৪ মঞ্জুঘোষ। ৫ সূর্য্যের পার্শ্বচর ভেদ। ৬ জিনদেব। ৭ দমনক বৃক্ষ। ৮ চতুর্থাশ্রম বিশিষ্ট, দণ্ডাশ্রমী, যাহারা সংন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। ৯ দণ্ডধারক। ১০ মহাদেব। ১১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

১২ সংস্কৃত সাহিত্য জগতের একজন প্রধান কবি। কেহ কেহ ইহাকে ব্যাসের পরই আসন দিতে প্রস্তুত। একটী উদ্ভট শ্লোক আছে—

"জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধাঽভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

বাল্মীকি হইতেই "কবি" এই শব্দটী হইয়াছে অর্থাৎ বাল্মীকির পূর্ব্বে কেহ কবি এই আখ্যা পান নাই, তাহার পর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে 'কবী' দুই জন কবি হইল, তাহার পর দণ্ডী হইতেই 'কবয়' তিন জন কবি হইলেন।

কেহ কেহ ঐ শ্লোকটী মহাকবি কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে মহাকবি কালিদাসের শ্লোক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ মহাকবি কালিদাসের বহুপরে দণ্ডী প্রাদুর্ভূত হন। তবে কালিদাস-নামধারী পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তির রচনা হইলে আপত্তি নাই।

উক্ত শ্লোকটী দেখিয়াই কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারা যায় না। দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা কালিদাসের রচনা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তবে দণ্ডীর সুমধুর, সুললিত ও উত্তম ছন্দোবিন্যাস দৃষ্টে তাঁহাকেও মহাকবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ এই দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। বেশীদিনের কথা নয়, অধ্যাপক পিসচেল্ সাহেব প্রকাশ করেন 'শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিকা নামে যে নাটক আছে, তাহাই দণ্ডীর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। তাঁহার বিশ্বাস দণ্ডী কাব্যাদর্শে (২।৩৬১)

"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টি র্বিফলতাং গতা।"

এই যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন, উহা মৃচ্ছকটিকের প্রথমাঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দণ্ডী কখন অন্যের শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। এজন্য মৃচ্ছকটিক দণ্ডীরই রচিত। মৃচ্ছকটিকে যেরূপ মানব-জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে, দণ্ডীর দশকুমারও তদ্রূপ *।"

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইহার উত্তরে প্রমাণ করিয়াছেন 'উক্ত শ্লোকটী দণ্ডীর নিজের রচিত নহে, অন্যান্য অলঙ্কার শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে মহাভারত, শকুন্তলা, শিশুপালবধ হইতেও কোন কোন শ্লোক মূলতঃ বা সামান্যতঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপলভ্য চ।
যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্॥"

পূর্ব্বশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এইবচন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ স্থলে মৃচ্ছকটিকের বচন কাব্যাদর্শে থাকায় মৃচ্ছকটিক দণ্ডীর রচিত বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ দশকুমারচরিতের আড়ম্বরযুক্ত ভাষা ও মৃচ্ছকটিকের সরল ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে কিছুতেই এক ব্যক্তির লেখা বলিয়া বোধ হয় না। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা শূদ্রক যে দণ্ডীর বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে †।" [শূদ্রক দেখ]।

অনেকের মতে—দণ্ডী খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, কাব্যাদর্শে (১।১২) "ছন্দোবিচিত্যাং সকলস্তৎপ্রপঞ্চো নিদর্শিতঃ।" এই বচনে যে 'ছন্দোবিচিতির' উল্লেখ আছে, তাহাই দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ। আবার কেহ বলেন, দশকুমারের উত্তরার্দ্ধ দণ্ডীর রচিত নহে।

১৩ সংস্কৃতভাষায় অনামরস্তোত্ররচয়িতা।

১৪ কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার।

১৫ নামমালা নামক সংস্কৃতকোষরচয়িতা।

---

* Pischel's edition of Rudrata's Cringaratilaka and Ruyyaka's Sahridayalila.

† Proc. of the Asiatic Society of Bengal, 1887, p. 198.

দণ্ডিমন্ (পুং) দণ্ডস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ইমনিচ্। দণ্ডভাব, দণ্ডকর্ম্ম।

দণ্ডী, (দণ্ডিন্) হিন্দুদিগের একটী উপাসকসম্প্রদায়। ইহারা দণ্ড (বংশদণ্ড) ও কমণ্ডলু লইয়া ভ্রমণ করেন বলিয়া দণ্ডী নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। আবার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ও ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিতেও দণ্ডী হওয়া যায় না, কেননা তাহাতে প্রত্যবায় আছে।

"দুহিতায়াং যৌবনযুতকান্তায়াং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্॥
বিদ্যতে পিতরৌ দেবি! যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্।
সন্ন্যাসং বিফলং তস্য রৌরবাখ্যং গমিষ্যতি॥
বিদ্যতে বালভাবেন যস্য কান্তা সুত তথা।
সন্ন্যাসধারণং তস্য বৃথা হি পরমেশ্বরি।
স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখ্যং প্রপদ্যতে॥"

নির্ব্বাণতন্ত্র ১৩শ পটল।

পিতা, মাতা ইত্যাদি বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হন, তখন তিনি কোন দণ্ডী গুরুর নিকট গমন করেন। দণ্ডী গুরু তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া লয়েন এবং তিনি যথার্থই উৎসুক হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে মন্ত্রপ্রদান করেন।

মন্ত্রপ্রদানের নিয়ম এই;—গুরু প্রথমে শিষ্যের শরীরে ফুৎকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ও তৎপরে অন্নাশনাদি সংস্কারগুলি পুনঃ সম্পাদন করেন। তৎপরে দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য এই মন্ত্রকে মূলমন্ত্র বলিয়া জপ করিতে থাকেন। মন্ত্রগ্রহণের সময় শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া ভস্মীভূত করা হয় এবং পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে যথাবিহিত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করা হইলে পরে শিষ্য গুরুর নিকট দণ্ড, কমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্র প্রাপ্ত হন। এই দণ্ডই দণ্ডিদিগের অত্যন্ত আদরের জিনিস, কেননা তাঁহারা ইহার উপর মহামায়ার কল্পনা করিয়া পূজা করেন।

দণ্ডিগণ গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, ভস্মবিলেপন, রুদ্রাক্ষমালাধারণ ও মস্তক মুণ্ডনাদি করেন। অগ্নি, ধাতু বা ধাতব পাত্রাদি স্পর্শ করেন না, সুতরাং রন্ধন করিয়া খাওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। সঙ্গে যদি কোন ব্রহ্মচারী থাকেন, তবে তাঁহা দ্বারাই রন্ধন করাইয়া ভোজন করেন, অন্যথা কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করেন। শয়নের জন্য ইহাদের একখানি ছোট মাদুর ও উপাধান থাকে। ইহারা দিবাভোজন, ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নভক্ষণ বা অন্য কোন রূপ গাত্রাবরণ ব্যবহার করেন না। দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্ত নিয়ম পালনপূর্ব্বক তৎপরে দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবার বিধি আছে।

"দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে তু যদি মৃত্যুর্ন জায়তে।
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ॥"

কিন্তু কেহ কেহ এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অগ্রে দণ্ড পরিত্যাগ করেন, কেহবা কিছু দিন পর পর্য্যন্তও এ আশ্রমে থাকেন। দণ্ডিগণ সাধারণতঃ বিশুদ্ধাচারী হইলেও তান্ত্রিক দণ্ডীদের গোপনে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়;—

"পঞ্চতত্ত্বং সদা সেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়ঃ।" প্রাণতোষিণী।

কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও তান্ত্রিক দণ্ডীদের অনেকে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন না। যাঁহারা করেন, তাঁহারাও অতি গুপ্তভাবে করেন।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই দণ্ডীদের প্রধান ধর্ম্ম। তবে যাঁহারা এরূপ উপাসনা করিতে পারেন না, তাঁহারা শিবাদির উপাসনা করেন।

এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনেকে বেশ বিদ্বান্; তাঁহারা অনেক সময় অধ্যয়নাদিতে ক্ষেপণ করেন। তাঁহারা মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আগমন করেন।

মৃত্যু হইলে দণ্ডীদের শব দাহ হয় না। মৃত্তিকাতে প্রোথিত বা নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

কাশীতে এখনও অনেক দণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক শ্রেণীর দণ্ডী আছে, ইহারা ঘরবাড়ী দণ্ডী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া বিষয় কর্ম্ম করে। দশনামীদের 'তীর্থ', 'আশ্রম' প্রভৃতি উপাধি লয়। আবার মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড় লইয়া তীর্থযাত্রা করিয়া বেড়ায়। কাশীজেলার অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক দেখা যায়। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ চলে, কিন্তু নিজ মঠের দণ্ডীর ঘরে বিবাহ করিতে নাই।

ঘরবাড়ী দণ্ডী এ কথাটীও যেন সোণার পাথর বাটীর মত বোধ হয়, কিন্তু এ কথার উপর একটু রহস্য আছে। অনেক সন্ন্যাসীর মুখেই শুনা যায়, কোন রসিক দণ্ডী স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া সংসারী হন। সেই হইতে ঘরবাড়ী দণ্ডী নাম চলিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব দণ্ডী নামে আর এক শ্রেণীর দণ্ডী আছে, ইহারা ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ তিন গাছি দণ্ড একত্র বাঁধিয়া সঙ্গে রাখেন। ইহারা চতুর্ভুজ নারায়ণের উপাসক। শিখা ভিন্ন সমস্ত মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বাস পরিধান, গলদেশে তুলসীকাষ্ঠ ও কমলবীজের মালা এবং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। ইহারা বড়ই শুদ্ধাচারী। যথাসময়ে বেদাধ্যয়ন ও নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভোজন, অগ্নিস্পর্শ, কৌপীন ও কমণ্ডলুধারণ এবং ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমস্তই শৈব দণ্ডীদেরই অনুরূপ। কিন্তু কুলাচারী শৈব দণ্ডীদের মত কেহ মদ্যমাংস গ্রহণ করেন না।

দণ্ডোৎপল (স্ত্রী) দণ্ডযুক্তং উৎপলমিব। বৃক্ষভেদ, (Canscorda decussata) দীর্ঘবৃন্ত পুষ্পক্ষুপ। ডানিপোলা বা ডানকুনী। দণ্ডোৎপল একপ্রকার শাকজাতীয় ক্ষুপ, ইহার উৎপলের ন্যায় কুসুমান্বিত বৃন্ত দণ্ডবৎ দীর্ঘ, এই জন্য ইহাকে দণ্ডোৎপল কহে। পীত, রক্ত ও শ্বেত পুষ্পভেদে ইহা ত্রিবিধ। দণ্ডোৎপল সম্বন্ধে নানা মত ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম দণ্ডকলস।

ইহার চলিত কথা ডানিকোনা বা ডানকুনী, উহাকে রাঢ়ে মউরোলা কহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই উভয় মত সম্বন্ধে দোষ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, দণ্ডোৎপলের প্রাকৃতিক সংজ্ঞা যদি দণ্ডকলস বলা যায়, তাহা হইলে দ্রোণপুষ্পী সম্বন্ধে ব্যাখ্যার বিঘ্ন হয়। দ্রোণপুষ্পীকে কোন দেশে ঘলঘসে, কোন স্থলে হলকসে এবং কোন স্থলে দণ্ডকলসও বলে। যে হেতু দ্রোণ অর্থাৎ কলস তত্তুল্য ফলের গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুক্লবর্ণ এক দলযুক্ত পুষ্প বাহির হয়, এজন্য ইহাকে দ্রোণপুষ্পী বা কলেপুষ্পা এবং উক্ত ফলটী ঠিক গোশীর্ষকাকৃতি, সেইজন্য উহাকে গোশীর্ষকও কহে। উড়িষ্যায় গোঁইচ ও হিন্দুস্থানে গোঁমা নামে প্রসিদ্ধ। যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, দণ্ডকলসে ও ঘলঘসিয়াতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাহাতে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে একজাতীয় ঘলঘসেকে দ্রোণপুষ্পী এবং দণ্ডকলসকে মহাদ্রোণী অর্থাৎ দণ্ডকলসভেদ কহে। এস্থলে ইহাদের ভেদ নিষ্প্রয়োজন। [তত্তৎ শব্দ দেখ।] তাহা হইলে দণ্ডোৎপলের অপভ্রংশ হইতেছে না। দণ্ডোৎপলের অপভ্রংশ ডানীপোলা বা ডানীকোনা এই সংজ্ঞাদ্বয় দৃষ্ট হয় এবং শঙ্খপুষ্পী শব্দের অপভ্রংশ ডানকুনীও দেখা যায়, কিন্তু শঙ্খপুষ্পী দণ্ডোৎপল হইতে পৃথক্ জাতীয় বৃক্ষ। বোধ হয়, তিন জাতীয় দণ্ডোৎপলের মধ্যে শুক্লপুষ্প দণ্ডোৎপল ডানকুনী, পীতপুষ্প দণ্ডোৎপল গোবরী নামক ক্ষুপ, ইহার অপভ্রংশ গোবন্দিনী। অরুণপুষ্প দণ্ডোৎপল তদ্ভেদ, কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ উক্ত তিনজাতি পুষ্পই কুকুরসোঁকাজাতীয়। ভাবপ্রকাশে ডানীপোলাকে কুকুন্দরবৃক্ষ, তাহার অপভ্রংশ কুকুরসোঁকা লিখিত। রত্নমালায় কুকুরসোঁকা কুকদম্ব, গোবরী ও গোচ্ছাল নামে অভিহিত; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে এই তিন জাতীয় বৃক্ষই দণ্ডোৎপল নহে এবং ইহাদিগের পুষ্পগত বৃন্ত দণ্ডবদ্দীর্ঘ ও পুষ্প উৎপল সদৃশ নহে। এখন দেখা আবশ্যক, কোন জাতীয় তরুকে দণ্ডোৎপল বলা যাইতে পারে। যখন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দীর্ঘবৃন্তযুক্ত উৎপল সদৃশ পুষ্প দণ্ডোৎপল, তখন গাঁদাজাতীয় পুষ্পশাককে দণ্ডোৎপল বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ইহার পুষ্প উৎপলবৎ এবং বৃন্ত দীর্ঘ বটে, তাহা হইলে সচরাচর প্রাচীরের উপরিভাগে বহুতর গাঁদা জাতীয় একরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখা যায়। উহার পত্রগুলি সেফালীদল সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল ও অগ্রভাগ ত্রিভাগান্বিত। উহার অগ্রভাগ হইতে একটী দণ্ডবৎ বৃন্ত বাহির হয়, তাহা লার্ড আকড়া সদৃশ এবং ঐ বৃন্তোপরি স্বল্প দলযুক্ত চন্দ্রমল্লিকা পুষ্পাকৃতি একরূপ পুষ্প জন্মে। ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া শুষ্ক হইলে উক্ত কুসুম মধ্য হইতে শূকবৎ তুলা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই প্রকৃত শ্বেতপুষ্প দণ্ডোৎপল এবং ইহার অপভ্রংশ ডানিপোলা। বহুদলযুক্ত গাঁদাকে পীত দণ্ডোৎপল বলা যাইতে পারে। ঐ জাতীয় অরুণবর্ণের পুষ্পকে অরুণ দণ্ডোৎপল বলা যায়। পীত দণ্ডোৎপলের নামান্তর গোবন্দিনী ও গন্ধবল্লী। ইহার গুণ—কফ, শ্বাস ও কাসনাশক এবং অগ্নিদীপন। (রাজনি॰)

দণ্ডোৎপলা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্পদণ্ডোৎপল। "দণ্ডোৎপলা সিতৈঃ পুষ্পৈঃ বিশ্বদেবাহরুণা তু সা"। (দ্রব্যাভিধা॰)

দণ্ড্য (ত্রি) দণ্ড কর্ম্মণি যৎ। ১ দণ্ডনীয়। দণ্ডমর্হতি দণ্ডাদিভ্যো যৎ। দণ্ডার্হ, দণ্ডের যোগ্য।

দৎ (পুং) দন্ত পৃষোদরাদি॰ সাধুঃ। ১ দন্ত। শস্ প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিলে দন্তশব্দ স্থানে দৎ আদেশ হয়।

[দন্ত দেখ।]

দন্তিওর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থানা জেলার মাহিম উপবিভাগের একটী বন্দর। মাহিম হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে, ১৯° ১৭´ উত্তর অক্ষা॰ ও ৭২° ৫০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এই বন্দরের নিকট সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

দন্তিয়া, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য।

২৫° ৩৪´ হইতে ২৬° ১১´ উত্তর অক্ষা° মধ্যে এবং ৭৮° ১১´ হইতে ৭৮° ৫৩´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ-ফল ৮৩৬ বর্গমাইল। ইহার পূর্ব্বে ঝান্সী প্রদেশ এবং আর তিনদিকে গোয়ালিয়র রাজ্য।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের বেসিনের সন্ধি অনুসারে বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের সহিত দতিয়ারাজ্য পেশোবা কর্ত্তৃক ইংরাজ হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তথনকার দতিয়ারাজ পরীক্ষিতের সহিত পরস্পর পরস্পরের রক্ষা-বিধান করিয়া এক সন্ধি করেন। রাজা পরীক্ষিতের পর তাঁহার পোষ্যপুত্র বিজয় বাহাদুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্য-পুত্র ভবানী সিং রাজা হন। ইনিই বর্ত্তমান রাজ্যাধিপতি। ইনি বুন্দেলা রাজপুত; ১৮৪৫ অব্দে ইহার জন্ম।

এই রাজ্যের রাজস্ব প্রায় ১০০০০০০৲। সৈনিকবিভাগে ৯৭টী কামান, ১৬০ জন গোলন্দাজ, ৭০০ অশ্বারোহী ও ৩০৪০ পদাতিক সৈন্য আছে। রাজসম্মানার্থ ১৫টী তোপ হয়।

২ বুন্দেলখণ্ডের দতিয়ারাজ্যের প্রধান নগর। আগরা হইতে সাগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উপরে আগরা হইতে ১২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিম, এবং সাগর হইতে ১৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিম, ২৫° ৪০´ উত্তর অক্ষা° ও ৭৮° ৩০´ পূর্ব্ব দাঘি° মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সহরের মধ্যস্থলে নানাবিধ ফলবৃক্ষ ও প্রমোদ উদ্যান-সম্বলিত রাজপ্রাসাদ আছে। এথান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কতকগুলি জৈনমন্দির দেখা যায়।

দত্ত (ত্রি) দীয়তে ইতি দা-ক্ত। ১ রক্ষিত। ২ কৃতদান; পর্য্যায়—বিসৃষ্ট, বিশ্রাণিত। (শব্দর°) "স্বহস্তদত্তে মুনিমাসনে মুনিশ্চিরন্তনস্তাবদভিন্যবিবিশৎ॥" (মাঘ ১।১৫) দা ভাবে ক্ত। ৩ দান।

"দত্তং সপ্তবিধং প্রোক্তমদত্তং ষোড়শাত্মকং।
পণ্যমূল্যং ভৃতিস্তুষ্ট্যা স্নেহাৎ প্রত্যুপকারতঃ॥
স্ত্রীশুল্কানুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং দানবিদো বিদুঃ।" (মিতাক্ষরা)

দত্ত সপ্তবিধ। [দত্তাপ্রদানিক দেখ।]

৪ একজন ঋষি, অত্রির পুত্র বলিয়া দত্তাত্রেয় নামে বিখ্যাত হন। ভাগবত মতে বিষ্ণুর দ্বাবিংশ অবতারের ষষ্ঠ অবতার। এই অবতারে ইনি অলর্ক ও প্রহ্লাদের নিকট আত্মবিদ্যা বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম নিমি। ৫ অভিসিংহনন্দন জিনভেদ। ৬ একজন নৃপতি।

(ভারত ১২।২৯০।৩৫)

৭ যদুবংশীয় রাজাধিদেবের পুত্র। (হরিবংশ ৩৮।২)

৮ বৈশ্যদিগের উপাধিভেদ।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

৯ ব্রাহ্মণদিগের শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়দিগের বর্ম্মন্, বৈশ্যের দত্ত ও শূদ্রের দাস ঐ কয়টী সাধারণ উপাধি। ১০ অধুনা কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উপাধি। গৌড়ে মল্লিকদিগের দত্ত এই উপাধি আছে। (কুলদীপিকা) ১১ পুত্রভেদ।

দত্তক (পুং) দত্তএব স্বার্থে কন্। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে একবিধ। চলিত নাম—পোষ্যপুত্র।

দত্তকবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আছে যথা—কুবেরা-চার্য্য, কোলপ্পাচার্য্য, নন্দপণ্ডিত ও রামপণ্ডিত রচিত চারিথানি দত্তকচন্দ্রিকা, ব্যাসাচার্য্যের দত্তকদর্পণ, অনন্ত-রামের দত্তকদীধিতি, তাত্যাশাস্ত্রী ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দত্তকনির্ণয়, অনন্তদেবের দত্তকপুত্রবিধান, নৃসিংহভট্টের দত্তকবিধান, শূলপাণির দত্তকপুত্রবিধি, নন্দপণ্ডিত, মাধবা-চার্য্য ও রামকবি প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন দত্তকমীমাংসা, শূলপাণির দত্তকবিবেক, দত্তকমলতা, অনন্তদেবের দত্ত-কৌস্তভ, ধর্ম্মরাজের দত্তরত্নাকর, মাধবপণ্ডিতের দত্তাদর্শ, গঙ্গদেব বাজপেয়ির দত্তকচন্দ্রিকা, নাগোজীভট্টের দত্তক-কৌস্তভ, কৃষ্ণমিশ্রের দত্তকভাষণ, শ্রীনাথভট্টের দত্তনির্ণয়, দত্তকতিলক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচলিত। ইহার মধ্যে নন্দপণ্ডি-তের দত্তকমীমাংসা এবং দেবানন্দ ভট্ট বা কুবের কৃত দত্তক-চন্দ্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। এই দুই গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই তুল্যরূপে প্রামাণ্য ও সমাদৃত হইয়া থাকে। দত্তক বিষয়ে শাস্ত্রে তেমন মতভেদ না থাকিলেও যে যে স্থলে দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার মতে অনৈক্য, সে স্থলে দত্তকচন্দ্রিকার মত বাঙ্গালা ও দক্ষিণ প্রদেশের স্থানে স্থানে আদৃত এবং দত্তকমীমাংসার মত মিথিলা ও কাশী অঞ্চলে মুখ্যরূপে গণ্য।

পুত্র না হইলে পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না এবং পুন্নাম নরক ভোগ হইয়া থাকে, এইজন্য অপুত্র ব্যক্তি পুত্র গ্রহণ করিবে।

"অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যঃ যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্ত্তনায় চ॥
অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতো র্যস্মাত্তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥" (মনু)

অপুত্রক ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি ও নামরক্ষার জন্য অতিশয় যত্ন সহকারে পুত্র গ্রহণ করিবে অর্থাৎ যত্ন সহ-

কারে পুত্রপ্রতিনিধি দত্তকাদি গ্রহণ করিবে। পুত্র ভিন্ন অন্ত কোন প্রকারে নাম রক্ষা হয় না এবং পিতৃগণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অভাবে নিতান্ত অবসন্ন হন, এই জন্ত দত্তকাদি পুত্রগ্রহণ অপুত্রব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্র জন্মিয়া মরিয়া যাইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু শ্রাদ্ধতর্পণাদি কিছুই সম্পন্ন হয় না, এইজন্ত মৃতপুত্র ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিরও পুত্রগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ।
জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাল্লব্ধুমর্হতি॥" (শৌনক)

'মৃতপুত্রো বা' এই পদদ্বারা মৃতপুত্র ব্যক্তির পুত্রগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু যাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, পৌত্র বা প্রপৌত্র জীবিত আছে, এবংবিধ স্থলে তাহার দত্তকাদিগ্রহণ হইতে পারে কি না? তাহার দত্তকগ্রহণ হইবে না, কারণ পুত্রগ্রহণের উদ্দেশ্য নামরক্ষা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন হওয়া। পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকিলে এ উভয়ই তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। এই জন্ত তাহার পুত্রগ্রহণ হইতে পারে না। অপুত্র ব্যক্তি পুত্রপ্রতিনিধি করিবে। প্রতিনিধি শব্দে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধি পুত্র বুঝায়।

"ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশযথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্ মনীষিণঃ॥" (মনু)

ক্রিয়ার লোপহেতু মনীষিগণ ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধ পুত্রকেই পুত্রপ্রতিনিধি কহেন। যেমন ঘৃত ভিন্ন ঘৃতের প্রতিনিধি তৈল কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ঔরস পুত্র ভিন্ন এই একাদশবিধ পুত্র পুত্রপ্রতিনিধি বলিয়া গণ্য। ঔরস পুত্র লইয়া পুত্র দ্বাদশবিধ—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র। [পুত্র দেখ।] পুত্রপ্রতিনিধি অনেক প্রকার হইলেও কলিযুগে শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অপুত্রক ব্যক্তি এই সকল প্রকার পুত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

"অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভি র্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
ন শক্যান্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনতরা নরৈঃ॥"

দত্তপুত্র ভিন্ন কলিতে অন্তবিধ পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে না। কলিযুগে ইহা বর্জ্জিত হইয়াছে।

"ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ।"

কলিকালে অপুত্র ব্যক্তির নামরক্ষা ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদির জন্ত একমাত্র দত্তক পুত্রই উপায় স্বরূপ। প্রত্যেক অপুত্রক ব্যক্তিরই দত্তক গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

জন্মপরিগ্রহ করিয়া তিনটী ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া হিন্দু মাত্রেরই আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদিগের, যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃদিগের ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। এইজন্ত পুত্রোৎপাদন অবশ্য বিধেয়। কিন্তু যাহাদিগের পুত্র হয় নাই, তাহারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদের পুত্রপ্রতিনিধি চাই। একাদশবিধ পুত্রপ্রতিনিধির মধ্যে দত্তক ভিন্ন অন্তবিধ পুত্রপ্রতিনিধি কলিতে লওয়া যাইতে পারা যায় না, অতএব কলিতে অপুত্রক ব্যক্তিদিগের দত্তক গ্রহণ ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। 'অপুত্র ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিবে' ইহাদ্বারা স্ত্রীদিগের দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই; স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন বিধবা স্ত্রী দত্তক লইতে পারে না এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন দত্তক দিতে বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। স্বামী মৃত্যুকালে যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে পরে ঐ বিধবা স্ত্রী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। স্বামী যে কয়টী দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়া যাইবেন, ঐ স্ত্রী সেই কয়টী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুরিতি। অনেন বিধবায়া ভর্ত্রনুজ্ঞানাসম্ভবাৎ অনধিকারো গম্যতে। ন চ সধবায়া স্বভর্ত্রনুজ্ঞাপেক্ষা পারতন্ত্র্যাৎ" (দত্তকমীমাংসা)

সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কি না? এস্থলে সধবা স্ত্রীগণ নিজে কোন কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সকল কার্য্যই করিতে পারে। স্বামী দত্তকগ্রহণে অনুমতি না দিয়া মৃত হইলে বিধবা স্ত্রীর দত্তক গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, এই জন্ত দত্তকগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

ইতি মনুনা ব্রহ্মচর্য্যেণৈব তৎপরিহারাভিধানাদিতি সকলমকলঙ্কং" (দত্তকমীমাংসা) 'অপুত্রেণ' অপুত্রক ব্যক্তি এই এক বচন নির্দ্দেশ করায় দুইজন বা তিনজন মিলিত হইয়া এক দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, এমত নহে। কারণ দত্তক প্রভৃতির বাম্বুত্তারণ স্মরণ বিরুদ্ধ হইয়াছে, এইজন্ত তাহা পারিবে না।

"যাবুভারথকা যে স্বর্দিত্তকক্রীতকাদয়ঃ।
গোত্ররয়েঽপ্যমুষ্যাঃ শুক্রশৈশিরয়োর্যথা॥" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তকবিধি—ব্রাহ্মণগণ সপিণ্ড হইতে পুত্র সংগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ সপিণ্ডের পুত্রকে দত্তক লইবেন। সপিণ্ডের পুত্র যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসপিণ্ড, অসপিণ্ডের পুত্রের অভাবে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। যদি সগোত্রের পুত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসগোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দত্তকগ্রহণে সপিণ্ডের পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইজন্য সপিণ্ডের পুত্রকে দত্তক করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবেন। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সপিণ্ড কহে। সপিণ্ড পুত্র না পাইলে সমানোদক পুত্র, সমানোদকের পুত্র না পাইলে সাকুল্যপুত্র, সাকুল্যের পুত্র না পাইলে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। ইহাও যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভিন্ন গোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন। এতগুলি বিধি দ্বারা দত্তকের অবশ্যকর্ত্তব্যতাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতৃস্বসৃপুত্রকে কখনই দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

'ব্রাহ্মণানাং সপিণ্ডেষু কর্ত্তব্য পুত্রসংগ্রহঃ।
তদভাবেঽসপিণ্ডে বা অন্যত্র তু ন কারয়েৎ॥'

ব্রাহ্মণাদি সপিণ্ড, বা তদভাবে অসপিণ্ড পুত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যত্র করিবে না, 'অন্যত্র নতু' অন্যস্থলে করিবে না, ইহার অভিপ্রায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু 'অন্যত্র' অন্য স্থলে এই শব্দের অর্থ সপিণ্ড ও অসপিণ্ড ভিন্ন অন্যের পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ অর্থ করিলে বচনান্তরের সহিত বিরোধ হয়, কারণ বচনান্তরে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—

"সপিণ্ডাপত্যকঞ্চৈব সগোত্রজমথাপি বা।
অপুত্রকোদ্বিজোযস্মাৎ পুত্রত্বে পরিকল্পয়েৎ॥
সমানগোত্রজাভাবে পালয়েদন্যগোত্রজং।
দৌহিত্রং ভাগিনেয়ঞ্চ মাতৃস্বসৃসুতং বিনা॥"

অপুত্রক দ্বিজ সপিণ্ডাদির পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহা না পাইলে সগোত্র পুত্র এবং সগোত্র না পাইলে অন্য গোত্রজ পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবে। কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতৃস্বসৃপুত্রকে কখনও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই জন্য 'অন্যত্র' এই শব্দের অর্থ সবর্ণাতিরিক্ত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেরই পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয়াদির পুত্র পারিবে না। ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে। মনু ও বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিয়াছেন—

"মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥" (মনু)
"সজাতীয়ঃ সুতো গ্রাহ্যঃ পিণ্ডদাতা স রিক্থভাক্।
গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রন্তু স লভেত তদন্যথা॥"
(দত্তকমীমাংসা)

প্রতিগ্রহীতার পুত্র না হইলে পিতা ও মাতা সন্তুষ্টচিত্তে সজাতীয় পুত্র তাহাকে দান করিবেন, তাহারই নাম দত্রিম বা দত্তকপুত্র। সেই সজাতীয় দত্তকপুত্র পিণ্ডতর্পণাদি করিবে, এইজন্য গ্রহীতার ধনভাগী হইবে। দৌহিত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু শূদ্র ইহাদিগকে দত্তক লইতে পারিবে।

"ক্ষত্রিয়াণাং স্বজাতৌ চ গুরুগোত্রসমেঽপি বা।
বৈশ্যানাং বৈশ্যজাতেষু শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিষু॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং জাতিষেব ন চান্যতঃ।
দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ কচিৎ।"
(দত্তকমীমাংসা)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা নিজ নিজ বর্ণ হইতে দত্তক গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইহার অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ ভাগিনেয়াদিকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না, এক মাত্রই শূদ্র ভাগিনেয়াদিকে দত্তক লইতে পারিবে। শূদ্রের সম্বন্ধে ইহা বিশেষ বিধি জানিতে হইবে।

দত্তকদাতা—একপুত্র ব্যক্তি দত্তক দিতে পারিবে না, যাহার অনেকগুলি পুত্র আছে, এরূপ ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন। যাহার দুইটী পুত্র আছে, তিনিও পুত্রদান করিতে পারিবেন না, কারণ দুইটী পুত্রের মধ্যে একটীকে দত্তক দিলে এবং একটী থাকিলে, পরে যদি ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহারও নাম লোপ হইবে, পিণ্ডতর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে না ও সন্ততি অভাবে পিতৃগণ অবসন্ন হইবেন; এই জন্য দ্বিপুত্র ব্যক্তিও পুত্রদান করিতে পারিবে না।

"নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন।
বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥
দ্বিপুত্রস্যাপি পুত্রদানে অপরপুত্রনাশে বংশবিচ্ছেদমাশ-ঙ্ক্যাহ বহুপুত্রেণেতি।" (দত্তকমীমাংসা)

এক পুত্র ব্যক্তি কখনও পুত্রদান করিতে পারিবে না, বহুপুত্র ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন। 'বহুপুত্র ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন' এই বিধান দ্বারা দ্বিপুত্র ব্যক্তিরও

পুত্রদান নিষিদ্ধ হইল। স্ত্রীগণ স্বামী জীবিত থাকিলে অথবা প্রোষিত বা মৃত হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া পুত্রদান করিবেন, নচেৎ পুত্রদান করিতে পারিবেন না।

নিরপেক্ষ দান—

"দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ।"

মাতা ও পিতা যাহাকে দান করেন, তাহাকে দত্তক বলে। যে স্থলে মাতা ও পিতা প্রীতিপূর্ব্বক একজনের বংশ নাশ হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুত্র দান করেন, তাহাকেই দত্তক বলা যায়।

অর্থাদি দিয়া পিতামাতাকে সন্তোষপূর্ব্বক যে স্থলে পুত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাকে দত্তক বলা যায় না। ঐরূপ পুত্র-গ্রহণ ক্রীতপুত্র বলিয়া গণ্য। এইরূপ ক্রীত পুত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুত্রপ্রতিগ্রহবিধি—যেদিন পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহার পূর্ব্ব-দিন উপবাস করিয়া পুত্রগ্রহণ-দিনে সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া বেদপারগ আচার্য্যের সহিত মধুপর্কাদিদ্বারা রাজা ও দ্বিজাতি-দিগকে পূজা করিবে, সকল আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সুমিষ্ট ভোজনাদি দ্বারা পরিতোষ করাইবে।

পরে বন্ধুদিগের সহিত দাতার সমক্ষে গমন করিয়া 'পুত্রং দেহি' আমাকে পুত্র দান করুন, এই বলিয়া পুত্র প্রার্থনা করিবে। দাতা যদি পুত্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রহীতা পুত্রদানপ্রয়োগবিধি অনুসারে পুত্র গ্রহণ করিবেন। 'দেবস্য ত্বাদি' মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিতে হয়, ঋক্‌ত্রয় জপ করিয়া শিশুর মস্তক আঘ্রাণ করিবেন, পরে নৃত্যগীত প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিবেন।

"শৌনকোঽহং প্রবক্ষ্যামি পুত্রসংগ্রহকারণং।
অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ ॥
বাসসী কুণ্ডলে দত্বা উষ্ণীষং চাঙ্গুলীয়কং।
আচার্য্যং ধর্ম্মসংযুক্তং বৈষ্ণবং বেদপারগং ॥
মধুপর্কেন সংপূজ্য রাজানঞ্চ দ্বিজান্ শুচীন্।
দাতুঃ সমক্ষং গত্বা চ পুত্রং দেহীতি যাচয়েৎ।
দানে সমর্থো দাতা তস্মৈ যো যজ্ঞেনেতি পঞ্চভিঃ ॥"

(দত্তকমীমাংসা)

পরে আচার্য্যকে দক্ষিণা দিতে হইবে। রাজা দত্তকগ্রহণ করিলে রাজ্যার্দ্ধ অর্থাৎ যে পরিমাণ আয়, তাহার অর্দ্ধেক দক্ষিণা দিবেন। বৈশ্যাদি যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। গ্রহীতা দত্তক গ্রহণ করিয়া যথাযোক্ত বিধি দ্বারা ঐ দত্তকের পিতৃকর্ত্তৃক কোন সংস্কারকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন। যদি সংস্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতার পুনর্ব্বার আর সেই সংস্কারকার্য্য করিতে হইবে না। যদি কোন সংস্কার কার্য্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

যে বালকের চূড়াকরণ সংস্কার পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে আর দত্তক দিতে পারিবে না। এই জন্য বালকের পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বেই দত্তক গ্রহণ করা উচিত।

"পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে।
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ ॥
চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈ কৃতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যু রন্যথা দাস উচ্যতে ॥
ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষাৎ ন দত্তাদ্যা সুতা নৃপ।" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তক কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধনির্ণয়—দত্তকগ্রহণের পর যদি গ্রহীতার পুত্র হয়, তাহা হইলে এবং উহার মৃত্যু হইলে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধে দত্তকের অধিকার নাই। ইহাতে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ নিয়ম রক্ষিত হয় না, দত্তক জ্যেষ্ঠ হইলে ঔরস পুত্র সত্বে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। অন্যান্য কার্য্য পুত্রবৎ করিতে পারিবে।

দত্তকাশৌচ—দত্তকের জননকুলে কেহ মরিলে তাহার অশৌচ হয় না। কেবল গ্রহীতৃকুলে জনন ও মরণে ত্রিরাত্রা-শৌচ, অর্থাৎ গ্রহীতা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথাসম্ভব, জনন ও মরণ হইলে দত্তক, দত্তকপত্নী ও তৎপুত্রাদির যথাসম্ভব জনন ও মরণ হইলে গ্রহীতা প্রভৃতির তিন দিন অশৌচ হইবে।

দত্তক যদি সপিণ্ড হয়, তাহা হইলেও অশৌচ তিনদিন, সম্পূর্ণাশৌচ হইবে না।

"ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্ পিণ্ডাঃ পৃথক্‌বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
জননে মরণে চৈব ত্র্যহাশৌচস্য ভাগিনঃ ॥
ভিন্নগোত্রঃ সগোত্রো বা নীতঃ সংস্কৃত্য চেচ্ছয়া।
জননে মরণে তস্য ত্র্যহাশৌচং বিধীয়তে ॥" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তক সপিণ্ড, সগোত্র বা ভিন্নগোত্রের হউক না কেন, ইহার জনন ও মরণে তিন দিন অশৌচ হইবে। দত্তকেরও যেমন তিন দিন, দত্তকগ্রহীতারও সেইরূপ তিন দিন জানিতে হইবে। কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ-দত্তকের জনককুল ও গ্রহীতৃকুল এই উভয়কুলেই তিনদিন করিয়া অশৌচ হয়। কন্যার যেরূপ আত্মপক্ষে সাপিণ্ড্য নিবৃত্তি হয়, দত্তকেরও সেইরূপ আত্মপক্ষে, অর্থাৎ আপনাকে ধরিয়া চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্যনিবন্ধন তিন দিন অশৌচ হয়। দত্তকের পঞ্চম পুরুষ হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ হয়। সপ্তম পুরুষের ঊর্দ্ধে স্নানমাত্র শুদ্ধি হয়। দত্তকচন্দ্রিকার মতে

গ্রহীতৃকর্তৃক দত্তক উপনীত হইলে গ্রহীতার মৃত্যুতে দত্তকের দশ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু এই মত বঙ্গদেশে চলে না এবং এইমতও সমীচীন বোধ হয় না।

"গুরুপ্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুদ্ধতি ॥

ইতি মরীচিবচনেন শিষ্যস্য গুরুপ্রেতকার্য্যকরণনিমিত্ত দশাহাশৌচমুক্তং ভবতি, অত্র গুরুশব্দআচার্য্যাদিরূপঃ। গুরুত্বমত্রাপ্যস্তি, উপনয়নাদিকর্তৃত্বাৎ ততশ্চ দত্তকস্য প্রতিগ্রহীতৃক্রিয়াকরণ এব দশরাত্রাশৌচং সিদ্ধতি, অন্যথা ত্রিরাত্রমেব।" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তকমীমাংসায় এই স্থলের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 'অস্য তু বঙ্গদেশে ব্যবহারো নাস্তি।' বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার নাই।

সাগ্নিদত্তক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানে করিবে। নিরগ্নিদত্তক অমাবস্যা বা প্রেতপক্ষে মৃত হইলেও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানে করিবে, কিন্তু পার্ব্বণ বিধানে করিতে পারিবে না।

দত্তকের বিবাহাদি—দত্তকের বিবাহাদিতে পরিবেদন দোষ হয় না, অর্থাৎ অকৃতদার জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্ত্বে দত্তকের বিবাহ হইতে পারে এবং দত্তক অকৃতদার থাকিলেও কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ চলিতে পারে। দত্তকের বিবাহ স্থলে গ্রহীতৃকুলে ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড, অর্থাৎ গ্রহীতৃকুলে দত্তক চতুর্থী কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু বঙ্গদেশের প্রধান নিবন্ধকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শূলপাণি উভয় মতেই গ্রহীতৃ পিতৃকুলে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত এবং গ্রহীত্রী মাতার পিতৃপক্ষে পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দত্তকের মাতামহপক্ষ—গ্রহীতার অনেকগুলি পত্নী আছে, কিন্তু গৃহীত দত্তকের বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে দত্তকগ্রহীতার কোন্ স্ত্রীর পিত্রাদি মাতামহ পক্ষ হইবে? শাস্ত্রে প্রথমা পত্নীই ধর্ম্মপত্নী, দ্বিতীয়া প্রভৃতি পত্নী কামপত্নী বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং প্রথমা পত্নীর পিত্রাদি মাতামহ পক্ষ হইবে। যে স্থলে পতির অনুমতি অনুসারে বিধবা স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করে, সেই স্থলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যাহাকে অনুমতি দিয়া যাইবেন এবং যিনি সেই অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিবেন, তাহার পিত্রাদিই দত্তকের মাতামহ পক্ষ হইবে।

দত্তকদায়বিভাগ—দত্তক গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মিলে ঐ ঔরস পুত্র তিনভাগ পাইবে, দত্তক পুত্র একভাগ পাইবে, ইহা বঙ্গদেশে চলে না—এই দেশে সমস্ত সম্পত্তি তিনভাগ করিয়া ঔরস পুত্র দুইভাগ ও দত্তক এক ভাগ পাইবে।

"ঔরসাে যৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরা স্মৃতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ ॥
চতুর্থাংশহরাঃ স্মৃতা ইতি দ্বিতীয় চরণে কচিৎ পাঠঃ।"
(দত্তকচন্দ্রিকা)

দত্তককন্যাগ্রহণবিধি—দৌহিত্রাদি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করিয়া দত্তককন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত, পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। দশরথ শান্তাকে দত্তককন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।

অকৃতদারের দত্তকনিষেধ—অকৃতদার অর্থাৎ যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না, দারপরিগ্রহ না করিলে অপুত্র বলা যায় বটে, কিন্তু তাহার পুত্রত্ব সম্ভাবনা আছে, এই জন্য দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনেক স্ত্রীসত্ত্বে যদি স্বামী স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেন এবং তদনুসারে প্রত্যেকের দত্তক গ্রহণ হয়, তাহা হইলে এমত স্থলে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইলেও প্রথম গৃহীত দত্তকের ধনাধিকার এবং এক সময়ে অনেক দত্তক গৃহীত হইলে কোন দত্তকেরই ধনাধিকার হয় না।

বীরমিত্রোদয়ের মতে—স্বামী মৃত্যুকালে দত্তকের আজ্ঞা না দিয়া যদি মরিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর আজ্ঞা না থাকিলেও স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। এই মত বঙ্গদেশে চলে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু এই মত পাশ্চাত্য প্রদেশে চলিত।

স্ত্রী কিংবা শূদ্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলেও অগ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ দত্তক গ্রহণ করিবেন। তাহা না করিলে দত্তকত্ব সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণাদি দ্বারা আবশ্যক মন্ত্রাদি পাঠ করাইবেন। মন্ত্র পাঠ না হইলেও স্ত্রী ও শূদ্রাদির দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হোম ব্যতীত কখন দত্তকত্ব সিদ্ধ হইবে না। উত্তরকালে কোন অনর্থ না ঘটে, এই জন্য বন্ধু, বান্ধব ও রাজপুরুষের সন্নিধানে দত্তক গ্রহণ করা সঙ্গত। (দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকমীমাংসা) [পোষ্যপুত্র দেখ।]

দত্তকগ্রহণপ্রয়োগবিধি—গ্রহীতা দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া থাকিবেন, পর দিন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া আচমন করিবেন, তাহার পর বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া অভিবাদন করিবেন—"ওঁ কর্ত্তব্যে ঽস্মিন্ পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং" এই কথা তিনবার বলিতে হইবে।

এইরূপ স্বস্তি ও ঋদ্ধি তিনবার করিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু শূদ্রগণ 'স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত' বলিলেই হইবে।

সামবেদীরা 'ওঁ স্বস্তি সোমোঽস্ত্বং' এই মন্ত্র ও যজুর্ব্বেদীরা 'ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ' এই মন্ত্র পড়িবেন।

তাহার পর 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ' বলিয়া পূজা করিতে হইবে। গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, গুরু ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর সঙ্কল্প করিতে হইবে 'শ্রীবিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্র হইলে) অমুকদাসঃ অপ্রজাস্ত-প্রযুক্তপৈতৃকঋণাপকরণপুন্নামনরকত্রাণদ্বারা শ্রীপরমেশ্বর-প্রীত্যর্থং আত্মবংশরক্ষার্থঞ্চ মনুবৃহস্পতিবশিষ্ঠশৌনক-পরাশরাদ্যৃষিবাক্যানুসারেন স্বশাখোক্তবিধিনা পুত্রপ্রতি-গ্রহমহং করিষ্যে' এইরূপে সঙ্কল্প করিবে। সামবেদী হইলে 'দেবোবো' ইত্যাদি, যজুর্ব্বেদী হইলে 'যজ্জাগ্রতো' ইত্যাদি সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিতে হইবে। পরে বিঘ্ননাশের জন্য গণেশপূজা করিতে হইবে ও ব্রহ্ম, হোতা, আচার্য্য ও সদস্তকে বরণ করিতে হইবে।

দত্তকগ্রহীতা বলিবেন, 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাং' ব্রাহ্মণ বলিবে, 'ওঁ সাধ্বহ মাসে।' কর্ত্তা বলিবেন, 'অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং,' ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'ওঁ অর্চ্চয়।' তাহার পর ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়া দক্ষিণ জানু গ্রহণ করিয়া বলিবেন, 'বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মৎসঙ্কল্পিত শৌনকাদ্যুক্তবিধিনা পুত্রগ্রহণকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং এভিঃ পাদ্যাদিভি-রভ্যর্চ্চ্য ভবন্ত মহং বৃণে' ব্রাহ্মণ 'বৃতোঽস্মি' বলিবে। তাহার পর 'যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু' ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'যথা জ্ঞানং করবাণি।' এইরূপে হোতা, আচার্য্য ও সদস্তকে বরণ করিতে হইবে। পরে হোতা প্রভৃতি বেদীতে উপবেশন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা স্বশাখোক্ত যথাবিহিত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। পঞ্চগব্য শোধন করিয়া প্রণব দ্বারা পঞ্চগব্য একত্র করিয়া এই মন্ত্রে বেদী শোধন করিতে হইবে।

'ওঁ বেদাবেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যায়তে প্রণীতো হ্যগ্নিরগ্নিনা।' তাহার পর বেদীর উপর চন্দ্রাতপ বন্ধদ্বারা এই মন্ত্রে বদ্ধ করিতে হইবে, মন্ত্র 'ওঁং উর্দ্ধউষণ উতয়ে তষ্ঠাদেবো নঃ সবিতা। উর্দ্ধোবাজস্য সবিতা যদেজিভির্বাঘাভির্বিহ্বয়ামহে।'

পরে বেদীর পূর্ব্বে পঞ্চঘট আরোপিত করিয়া যথাশা-স্ত্রোক্ত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিতে হইবে। পরে বেদীর ঈশানকোণে শান্তিকলস স্থাপন করিবে।

ঐ শান্তিকলস দুইখানি বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া 'ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থ বরুণস্য ঋত সদস্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনী মাসীদ' এই মন্ত্রে শান্তিকুম্ভে জল পূরিতে হইবে। তাহার পর বেদীর মধ্যে পঞ্চবর্ণের গুণ্ডিকা দ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল, অথবা অষ্টদলপদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শালগ্রামশিলা সংস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। প্রথমে সামান্যার্ঘ ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিতে হইবে। তাহার প্রথম ঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে সূর্য্য, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, চতুর্থ ঘটে শিব ও পঞ্চম ঘটে দুর্গা পূজা করিতে হইবে এবং আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌-পালকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আবাহনাদি করিয়া পূজা করিতে হইবে, পরে শান্তিকলসে বরুণকে আহ্বান করিয়া যথাশক্ত্য-নুসারে পূজা করিবে। পরে গণপতি, প্রজাপতি, বিষ্ণু ও ধর্ম্মকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। এই প্রকারে পূজা করিয়া পিতৃগণকে আবাহন করিয়া শক্ত্যনুসারে পূজা করিবে। 'ওঁ পিতৃভ্যোনমঃ, ওঁ কুলদেবতাভ্যোনমঃ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ সূর্য্যসাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ সোমায় নমঃ ওঁ দিবে নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ভূর্নমঃ, ওঁ ভুবর্নমঃ, ওঁ স্বর্নমঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্নমঃ ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে নমঃ' ইহাদিগকে পূজা করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধিদ্বারা কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বহ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিতে হইবে। যজুর্ব্বেদীরা যজুর্বেদোক্ত ও সামবেদীরা সামবেদোক্ত বিধানানুসারে কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। তাহার পর আচার্য্যও ব্রাহ্মণাদির সহিত গমন করিয়া গ্রহীতা দাতার নিকট 'ওঁ পুত্রং দেহি' আমাকে পুত্র দান করুন, বলিয়া পুত্রভিক্ষা চাহিবেন। পরে পুত্র-দাতা আচমন করিয়া বিষ্ণুকে স্মরণপূর্ব্বক নারায়ণ, গুরু, গণেশ ও নবগ্রহ প্রভৃতি পূজা করিবে। পরে স্বস্তিবাচন করিবেন—'ওঁ কর্ত্তব্যোঽস্মিন্ পুত্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত ওঁ পুণ্যাহং' ইহা তিনবার পড়িতে হইবে, পরে স্বস্তিঋদ্ধি পাঠ করিতে হইবে। পরে 'স্বস্তিনঃ ইন্দ্রো' এই মন্ত্র, 'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 'শ্রীবিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং পুত্রদানকর্ম্মাহং করিষ্যে' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পড়িবে। তাহার পর গণেশ প্রভৃতিকে

শাল্গামি দ্বারা পূজা করিয়া পুত্রদান করিবে। 'বিষ্ণুরোং তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা চতস্রস্ত্রিষ্টুপ্ পঙ্ক্ত্যুষ্টুপ্ পুত্রদানে বিয়ে যজেন দক্ষিণয়া সমপরিবজিয়ে ইতি পঠিত্বা যে চ যজেত্যাদি পঞ্চ ঋচশ্চ পঠিত্বা ইমং পুত্রং তব পৈতৃকঋণাপ-করণ পুন্নামনরকত্রাণবংশরক্ষাসিদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চ পরমেশ্বর-প্রীত্যর্থং অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্য-মহং সম্প্রদদে।' এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে, তাহার পর 'মম প্রতিগৃহ্নাতু পুত্রং ভবান্' ইহা পাঠ করিয়া 'প্রতিগৃহ্নী-মুস্তে' ইহা বলিয়া অক্ষতের সহিত জল দিবে; তাহার পর দক্ষিণা দিতে হইবে। 'বিষ্ণুরোং তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা পরমেশ্বরপ্রীতকামনয়া যাচতে তৎপুত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে' ইহা বলিয়া গ্রহীতার হস্তে দিবে। এই সময় দাতা বালককে প্রতিগ্রহীতাকে দিবে। এই সময় দত্তকগ্রহীতা 'ওঁ দেব-স্যত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্নাম্যসৌ' এইমন্ত্র দ্বারা বালককে হস্তদ্বয়দ্বারা গ্রহণ করিবে তাহার পর ঐ বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া 'ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে আত্মাবৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং' এই মন্ত্রদ্বারা বালকের মস্তক আঘ্রাণ করিবে এবং পরে 'ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্নামি ওঁ সন্তানায় ত্বা পরিগৃহ্নামি।' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর 'ওঁ বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব' এই মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র পরিধান করাইবে। পরে উষ্ণীষ ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা তিলক করিয়া দিবে। 'ওঁ হিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং' এই মন্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইবে। তাহার পর 'ওঁ স্বস্তিনো মিমিতা মশ্বিনীভ্যাং স্বস্তি তে ব্যাদিতি বনর্ব্বণঃ স্বস্তিপূষা স্বয়োদধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবা মহী সোমং স্বস্তি ভুবনং-স্পতিঃ। ওঁ বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে আদিত্যা সোমা ভবন্ত নঃ বিশ্বেদেবা নোত্তৌ স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃস্বস্তয়ে দেবা অতবয়ন্তবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রপাত্বংহসঃ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তিপথ্যো রেবতী স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনোঽদিতয়েকৃধি। স্বস্তিপন্থা মনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসী চ পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি স্বস্তয়ে মস্তারিষ্টনেমি রিষ্টনেমিরিতি মহদ্ভুতং বয়সং দেবতানাং অসুরঘ্নং ইন্দ্রসখং সমিৎসুহাতপোনামিবারুহেম : অবং হোমুচমস্মীরমরক সমা-রোহং মমনাঃ কার্যং শ্রেষ্ঠপাণি স্বরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সদা-

দেবতরমত তদহ মিত্রাবরুণা জমরয়ে সংযোরভাবস্ত সর্ব্বং অশীমহি গাধমুক্তঃ প্রতিষ্ঠয়া বা বিবে সুবক্তে শাবনার গৃহাতৈ প্রতিষ্ঠামূরুং তৎপ্রতিষ্ঠিতং সহা বাচা সংকল্পং তমাদেতা বিদুয়ে পুবং লভতে গৃহাসে বৈ সাবাজিগমিষতি পশুনাং প্রতিষ্ঠা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করিবে এবং অগ্নির পশ্চিমদিকে ও নিজের দক্ষিণে বাল-ককে রাখিয়া আচার্য্যের দক্ষিণদিকে গ্রহীতা নিজে বসিবে। তাহার পর আচার্য্য হোম করিবেন।

ওঁ যথাহুদাব্যারিণামস্ত মামোমর্ত্যাং মাত্যাত্মোঽবীংবি-জাত বেদোযশোঽস্মাসুধেহি প্রজাভিরগ্নেঽমৃতত্বমশ্যাং স্বাহা। ১। ওঁ যস্মৈত্বাং সুকৃতে জাতবেদ উলোকমগ্নেকৃণবস্যোণং অশ্বিনং সপুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং বিংনশ্নতেস্বাহা। ২। ওঁ ত্বং যামদে পর্য্যবহন্ সূর্য্যাং বহতুনাসহ। পুনঃ পতিভ্যো-জায়াদা অগ্নে প্রজয়াসহ স্বাহা। ৩। ওঁ সোমোঽদদগন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চাপুত্রাংশ্চাদদে দগ্নের্মহীমথো ইমাং স্বাহা। ৪। ওঁ ইহৈববস্তংমাবিয়ৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতং। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বী স্বীয়ে গৃহে স্বাহা। ৫। ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতি যাজরসায়মানবর্য্যমা আদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ সন্নোভববিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ৬। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতি ঘ্ন্যধিপিয়া পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দেবকামাস্তেনৌ শন্নোভব বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ৭। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রান্কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকা দশংকৃধি স্বাহা। ৮। সম্রাজ্ঞিশ্বশুরেভব ওঁ সম্রাজ্ঞিশ্ব-শ্রবাংভব। ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞিভব সম্রাজ্ঞি অধিদেবৃষু স্বাহা। ৯। ওঁ সমঞ্জন্ত বিশ্বেদেবা সমাপোহৃদয়ানিনৌ। সম্মাতরিশ্বা-সন্ধাতাসমুদেষ্টীদধতু নৌ স্বাহা। ১০। এই দশটী মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক চরুহোম করিয়া প্রজাপতি হোম করিবে। মন্ত্রযথা, ওঁ প্রজাপতে নত্বদেতান্যন্যোবিশ্বজাতানি পরিতাবভূব। যত্কামাস্তেজুহমস্তন্নোঽস্তবয়ংস্যাম পতয়োরয়ীণাং স্বাহেতি-মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং আজ্যেনাম হোমং কুর্য্যাৎ।

প্রায়শ্চিত্তহোম সমাধা করিয়া দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত পুত্র প্রতিগ্রহাঙ্গহোম কর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি। ব্রহ্ম-দক্ষিণা সমাধা করিয়া অগ্নেত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে। তাহার পর 'অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত পুত্র প্রতি গ্রহাঙ্গ হোমকর্ম্মণি হোমাদিকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং ইদং সুবর্ণং

শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণেহহংসম্প্রদদে।' ইত্যাদি রূপে দক্ষিণান্ত করিবে। পরে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া মহোৎসব করিবে। [পোষ্যপুত্র দেখ।]

দত্তকপুত্র (পুং) দত্তক এব পুত্রঃ। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে একপ্রকার পুত্র।

"দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

মাতা বা পিতা যে পুত্রকে দান করিয়াছে, তাহাকে দত্তকপুত্র বলা যায়। [দত্তক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

দত্ততীর্থকৃৎ (পুং) গত উৎসর্পিণীর ৮ম অর্হন্ ভেদ।

'বিমলঃ সর্ব্বানুভূতিঃ শ্রীধরো দত্ততীর্থকৃৎ।' (হেম ১।৫১)

দত্তনৃত্যোপহার (ত্রি) নৃত্য দ্বারা কৃত-অভিবাদন।

দত্তপ্রাণ (ত্রি) যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

দত্তমার্গ (ত্রি) পথ ছাড়া, গতিরোধ না করা।

দত্তবর (ত্রি) ১ বর দেওয়া হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক। ২ যে বর প্রার্থনা করিতে দেওয়া হইয়াছে।

"পূর্ব্বং দত্তবরা রাজ্ঞা বরাবেতাবযাচত।" (রামা° ১।১।২২)

দত্তশত্রু, দত্তশর্ম্মন্ (পুং) রাজাধিদেব শূরের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩৯ অঃ)

দত্তশুল্কা (স্ত্রী) যে কন্যার জন্য শুল্ক বা পণ দেওয়া হইয়াছে।

দত্তহস্ত (ত্রি) অবলম্বের জন্য যে হাত দেওয়া হইয়াছে, রক্ষিত।

দত্তাত্মন্ (ত্রি) দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এক প্রকার।

"দত্তাত্মা তু স্বয়ংদত্তো গর্ভে বিন্নঃ সহোঢ়জঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৩৪)

আপনা কর্ত্তৃক দত্তককে দত্তাত্মা বলা যায়। মনু লিখিয়াছেন—

"মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্তু স্বয়ংদত্তস্তু স স্মৃতঃ॥" (মনু ৯।১৭৭)

যাহার পিতা মাতা নাই অথবা পিতা মাতা কর্ত্তৃক যে অকারণে পরিত্যক্ত, সেই পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান করে, তবে উহা গ্রহীতার দত্তাত্মা বা স্বয়ংদত্তপুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—

'অকারণাৎ পাতিত্যাদিকারণমন্তরেণৈব দুর্ভিক্ষাদৌ পোষণাসামর্থ্যাদিনা মাতাপিতৃত্যাক্তঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ।'

দত্তাত্রেয়, বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে অত্যধিক প্রসঙ্গ আছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

কৌশিকবংশীয় কোন কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও প্রাণপণে পতির সেবা শুশ্রূষা করিতেন ও তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতেন। এমন কি সেই ব্রাহ্মণ এক দিন কোন এক সুন্দরী বেশ্যাকে দেখিয়া কামশরে পীড়িত হন ও তাহার নিকট লইয়া যাইতে পত্নীকে আদেশ করেন। সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী ঘোরা ঘনঘটাচ্ছন্ন-রজনীতে প্রিয়তম পতিকে স্কন্ধে করিয়া ও কএকটী মুদ্রা সঙ্গে লইয়া সেই বেশ্যাগৃহে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষি ছিলেন। অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে ঋষির গায়ে ব্রাহ্মণের পা লাগিল। মহর্ষি মাণ্ডব্য তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, 'যে নরাধম পা দিয়া আমাকে ঠেলিয়া দিল, সূর্য্যোদয় মাত্র নিশ্চয় সে বিনষ্ট হইবে।' ব্রাহ্মণপত্নী সেই দারুণ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন, 'সূর্য্যের আর উদয় হইবে না।' সতীর কথা মিথ্যা হইবার নহে। সুতরাং সূর্য্য উদয় না হওয়াতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন দেবগণ মহাচিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট সূর্য্যোদয়াভাবে যজ্ঞলোপের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'তেজঃ দ্বারা তেজের ও তপস্যা দ্বারাই তপস্যার উপশম হইয়া থাকে। যখন পতিব্রতার মাহাত্ম্য প্রভাবে সূর্য্য উদয় হইতেছে না, পতিব্রতা রমণী দ্বারাই সূর্য্যের উদয় সাধন করিতে হইবে।' ব্রহ্মার আদেশমত দেবগণ মহাসাধ্বী অত্রির সহধর্ম্মিণী অনসূয়ার নিকট গিয়া সূর্য্যোদয়ের উপায় বিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনসূয়া ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে প্রীত করিয়া কহিলেন, "তোমার কথায় সূর্য্যের উদয় না হওয়ায় যজ্ঞলোপ ও সৃষ্টিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্য সূর্য্য উদয়ে তোমার মত চাই। সূর্য্যোদয়ে তোমার পতির মৃত্যু হইলেও আমি তাঁহাকে অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ দেহযুক্ত ও নবকলেবর করিব।" অনসূয়ার কথায় ব্রাহ্মণভার্য্যা সম্মত হইলেন। সূর্য্য উদয় হইল। অনসূয়াও মৃত ব্রাহ্মণকে বাঁচাইয়া দিলেন। দেবগণ এই কার্য্যে মহাসন্তুষ্ট হইয়া অনসূয়াকে বর দিতে আসিলেন। অনসূয়া বর চাহিলেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যেন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।' ব্রহ্মাদি সেই বরই দিলেন।

যথাকালে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা সোমরূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে এবং মহেশ্বর দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হৈহয়পতি উদ্ধত অর্জ্জুনে অত্রির অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ দত্তাত্রেয় অতিশয় কুপিত হইয়া সপ্তম দিবসে অনসূয়ার গর্ভ হইতে বিনির্গত হইলেন। দত্তাত্রেয় অনেক দৈত্যদলন ও শিষ্টের পালন এবং অল্প বয়সেই যোগস্থ হইয়া বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন। তিনি সর্ব্বদাই ঋষিকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া যোগসাধন করিতেন। এক সময় তিনি সংসারসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায় বহুকাল সরোবর সলিলে ডুবিয়া থাকেন। কিন্তু ঋষিকুমারেরা কেহই সরোবরতীর পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহার অপেক্ষায় রহিলেন। তাঁহাদিগকে ছলনা করিবার জন্য দত্তাত্রেয় সুন্দরী রমণী লইয়া জল হইতে উঠিলেন। সেই রমণীর সহিত মদ্যপান ও নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ঋষিকুমারেরা তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ, যোগিগণেরও নিয়ন্তা, কোন ক্রিয়াতেই তাঁহার আসক্তি নাই। সুতরাং মদ্যপান ও স্ত্রীসঙ্গে তাঁহাকে দোষ স্পর্শিতে পারে না। যিনি যোগবিৎ ও যোগীশ্বর, যোগীরাও মুক্তিকামনায় তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন।

এক সময়ে জম্ভাসুরের সহিত দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে অসুরেরাই জয়লাভ করে। বৃহস্পতির আদেশে দেবগণ দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে আসিয়া বহু প্রকারে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করেন। দত্তাত্রেয়ের কথায় দেবগণ দৈত্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু দৈত্যগণের প্রবল আক্রমণে ভীত হইয়া দেবগণ সাহায্যের জন্য আবার দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যেরাও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে সেখানে প্রবেশ করিল। দেখিল, মহাবল দত্তাত্রেয় ও তাঁহার পার্শ্বে জগতের বরণীয়া লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া দৈত্যগণের মোহ হইল। তাঁহারা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রমণীরত্নকে শিবিকায় তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তখন দত্তাত্রেয় হাস্য করিয়া দেবগণকে বলিলেন, সৌভাগ্যবলে তোমরা বিজয়ী হইলে। কেননা যখন লক্ষ্মী দৈত্যগণের সপ্তাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মাথায় উঠিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে আশ্রয় করিবেন। দত্তাত্রেয়ের কথায় প্রোৎসাহিত হইয়া দেবগণ দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মীও তাহাদের মাথা হইতে পড়িয়া দত্তাত্রেয়ের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন।

রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রথমে বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। শেষে দত্তাত্রেয়ের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অলর্ক প্রভৃতি অনেক রাজর্ষি এই দত্তাত্রেয়ের নিকট যোগোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। (মার্ক° পু° ১৬।১৯ অঃ) [দত্ত দেখ।]

দত্তাত্রেয়ের নামে এই কয়খানি অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে—

অদ্ভুতগীতা, অবধূতগীতা, দত্তগীতা, যোগশাস্ত্র, বর্ণপ্রবোধ, বিভাগীতা, আত্মসংবিত্ত্যুপদেশ, দত্তাত্রেয়গোরক্ষ ও দত্তাত্রেয়োপনিষৎ। এতদ্ভিন্ন দত্তাত্রেয়তন্ত্র, দত্তাত্রেয়চন্দ্রিকা, দত্তাত্রেয়পটল, দত্তাত্রেয়সংহিতা, দত্তাত্রেয়স্তব প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থ দেখা যায়। ‘দত্তাত্রেয়মহাপূজাবর্ণনা’ নামক সংস্কৃত পুস্তিকায় দত্তাত্রেয়ের পূজাদি বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের নিকটও দত্তাত্রেয় পূজা পাইয়া থাকেন। দিগম্বরাসুচর রচিত দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্যে এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

দত্তাত্রেয় দৈবজ্ঞ—বিবাহভূষণনামক সংস্কৃতগ্রন্থ-প্রণেতা।

দত্তাপ্রদানিক (ক্লী) দত্তস্য সম্প্রদানং গ্রহণমত্যস্ত দত্তাপ্রদান-ঠন্। অষ্টাদশ বিবাদ পদান্তর্গত বিবাদপদবিশেষ। অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার পদের মধ্যে দত্তাপ্রদানিক পঞ্চম, চারিপ্রকার দানমার্গেই দত্তাপ্রদানিক পদার্থান্তর্গত অদেয়, দেয়, দত্ত ও অদত্ত এই চারিপ্রকার দানমার্গই দত্তাপ্রদানিক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"দত্বাদ্রব্যমসম্যক্ যঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি।
দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং হি তৎ॥" (নারদ)

যিনি দান করিয়া পুনরায় অন্যায়রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নাম দত্তাপ্রদানিক এবং ইহা ব্যবহার পদের অন্তর্গত। ইহার বিষয় বীরমিত্রোদয়ে এইরূপ লিখিত আছে। স্থাবর বস্তু প্রতিগ্রহ প্রকাশ্যরূপে করিতে হইবে। দান সম্বন্ধে যাহা প্রতিশ্রুত হয়, তাহা অবশ্য দিতে হইবে এবং যাহা দত্ত হইয়াছে, তাহা অপহরণ কর্ত্তব্য নহে। গ্রহীতার গ্রহণ না হইলে শুদ্ধ দানমাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না।

ত্যাগ জন্য দাতার স্বত্ব নিবৃত্ত হইলেও গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে অসম্পূর্ণতাপ্রযুক্ত তাহার অভাব প্রতিহেতু দাতার স্বত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয়। অসম্পূর্ণ রূপ দান করিয়া পুনর্ব্বার যে গ্রহণেচ্ছা করে, সেই গ্রহণ দত্তাপ্রদানিক ব্যবহার নামে বিখ্যাত। দত্ত হইলেই ইনি গ্রহণ করিবেন, এরূপ নিশ্চয়তাপূর্ব্বক তদুদ্দেশে দাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্বত্বোদয় হয়। কিন্তু প্রতিগ্রহে বিমুখ জানিতে পারিলে ঐ স্বত্ব জন্মে না। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে, পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে আত্মীয় দ্রব্যদান করিতে পারিবে অর্থাৎ যাহাতে উত্তম রূপে

পরিবারাদি প্রতিপালিত হয়, এইরূপ ধন রাখিয়া অবে দান করিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না। পুত্র পৌত্রাদি থাকিতে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিবেন না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাও দান করিতে পারিবেন না। প্রতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করিতে হইবে। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহা দান করিবে। দান করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না।

"স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে।
নাম্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং॥
প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ।
দেয়ং প্রতিশ্রুতঞ্চৈব দত্বানাপহরেৎ পুনঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য° ২।১৭৮—১৭৯)

দত্তবস্তু অপাত্রে দত্তহেতু অথবা ক্রোধাদিপূর্ব্বক গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রদানিক।

দত্তানপকর্ম্মন্ (স্ত্রী) দত্তস্য অনপকর্ম্ম আদানং যত্র। দত্তাপ্রদানিক।

দত্তামিত্র (পুং) সৌবীর নৃপভেদ। (ভারত আদি° ১৩৯ অ°) কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, গ্রীকদিগের নিকট এই শব্দ Demitrius নামে খ্যাত।

দত্তাবধান (ত্রি) দত্তং অবধানং যেন। অবহিত, মনোযোগী।

দত্তাসন (ত্রি) দত্তং আসনং যেন। প্রদত্তাসন, যাহাকে আসন দেওয়া হইয়াছে।

দত্তি (স্ত্রী) দা ভাবে ক্তিন্। দান। "অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনী মনুগৃহীষনিবাপদত্তিভিঃ॥" (রঘু ৮।৮৬)

দত্তিক (ত্রি) অয়োদত্তঃ ঠক্। অন্নদত্ত।

দত্তেয় (পুং) দত্তায়াং অপত্যং পুমান্ দত্ত-ঢক্। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

দত্তোৎমিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

দত্তোলি (পুং) পুলস্ত্যমুনি। (বিষ্ণুপু°)

দত্র (ক্লী) দা-বাহু° ক্ত্রন্। ১ ধন। "ইন্দ্রঘন্তে মাহিনং দত্রং" (ঋক্ ৩।৩৬।৯) 'দত্রং ধনং' (সায়ণ) ২ হিরণ্য। (নিঘণ্টু) "যো দত্রবা উষসো ন প্রতীকম্" (ঋক্ ৬।৫০।৮)

দত্রিম (ত্রি) দানেন নির্ব্বৃত্তঃ দা-ক্ত্রি, ক্ত্রের্ম্মপ্। ১ দান নির্ব্বৃত্ত, দানদ্বারা নিষ্পন্ন। ২ দত্তকপুত্র।

"মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥" (মনু)

[দত্তক দেখ।]

দদ (ত্রি) দা বাহু° শ। দাতা।

দদন (ক্লী) দদ ভাবে ল্যুট্। দান। (শব্দর°)

দদি (ত্রি) দা-কি। দাতা। "সচে সচে হিনো দদির্ম্মঘানি" (ঋক্ ১।৮১।৭) 'মঘা মঘানি দদিহি দাতা' (সায়ণ)

দদিতৃ (পুং) দাতা। "রায়স্পোষস্য দদিতারঃ স্যাম:" (শুক্লযজু° ৭।১৪) 'তে তব দদিতারঃ দাতারঃ স্যামঃ' (মহীধর)

দদৃশানপবি (ত্রি) অগ্নি, দর্শনীয় জ্বালাগ্নি। "দদৃশানপবের্জ্জুমানস্য" (ঋক্ ১০।৩।৬) 'দদৃশানপবে দর্শনীয়জ্বালায়েঃ' (সায়ণ)

দদ্দ, ভরুকচ্ছের গুর্জ্জরবংশীয় কএকজন রাজা এই নামে পরিচিত। তাঁহাদের আজ্ঞায় খোদিত কএকখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। কাহারও মতে, ইঁহারা বলভীরাজগণের সামন্ত বলিয়া গণ্য। ১ম দদ্দের নাম ব্যতীত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। ইনি ভরুকচ্ছের ১ম গুর্জ্জররাজ বলিয়া খ্যাত। প্রায় ৪৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজ্যশাসন করিতেন। ইঁহার পুত্রের নাম জয়ভট বীতরাগ। এই জয়ভটের ঔরসে ২য় দদ্দ প্রশান্তরাগ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময়কার ৪০০, ৪১৫ ও ৪১৭ শকে উৎকীর্ণ তিনখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইনি একজন জ্ঞানী ও সদ্বিবেচক রাজা ছিলেন, ইনি দার্শনিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং নানা স্থানে মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত ও শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন।

ইঁহার পর গুর্জ্জরবংশীয় কোন কোন রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তাম্রশাসনে (৩য়) দদ্দের উল্লেখ আছে। ডাক্তার বুহলরের মতে ইনি ৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। খোদিতলিপি হইতে জানা যায়, ইনি বিপক্ষ নাগবংশীয়দিগকে পরাজয় করেন ও বিন্ধ্যশৈল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী (২য়) জয়ভট বীতরাগ। ইঁহার পুত্রের নামও (৪র্থ) দদ্দপ্রশান্তরাগ। খেড়া হইতে ৩৮০ ও ৩৮৫ (চেদি) সম্বতে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে (৪র্থ) দদ্দ ৬২৮ হইতে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি পরম সৌর ছিলেন এবং সম্রাট্ শ্রীহর্ষদেবের প্রবল আক্রমণ হইতে বলভীরাজকে রক্ষা করেন। তিনি বলভীরাজকে রক্ষা করিলেও এই মিত্রতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বলভীরাজ (২য়) ধ্রুবসেন ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জররাজধানী ভরুকচ্ছ জয় করিয়া এখানে তাম্রশাসন অর্পণ করেন। কিন্তু গুর্জ্জররাজ বেশী দিন অবনত ছিলেন না, বলভীরাজ (২য়) ধ্রুবসেনের মৃত্যুর পর (৪র্থ) দদ্দ প্রশান্তরাগ আবার প্রবল হইয়া উঠেন। ইঁহারই অল্পকাল পরে চালুক্যরাজ গুর্জ্জররাজ্যের দক্ষিণাংশ অধি-

কার করেন। ৩র্থ দদ্দের পুত্রের নাম জয়ভট। তৎপুত্র (৪র্থ) দদ্দ বাহুসহায়। বলভী ও চালুক্য রাজগণের সহিত ইঁহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হয়। ইঁহার পুত্রের নামও জয়ভট। ইঁহার ৪৫৬ ও ৪৮৬ (চেদি) সম্বতে প্রদত্ত দুই খানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শেষ অঙ্ক ধরিলে ৭৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ হয়। ইঁহার পর এই গুর্জ্জরবংশীয় আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না।

দদ্রু (পুং) ১ কচ্ছপ। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

২ দদাতি কণ্ডূমিতি দদ-বাহু° রুঃ বা দরিদ্রাতি ছুর্গ-ছত্যানেন, দরিদ্রা কুপ্রত্যয়াস্তেন সাধুঃ। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, দাদ্। পর্য্যায় দদ্রুক, দদ্রূ, দদ্রু। এই রোগ কুষ্ঠরোগের অন্তর্গত। ভাবপ্রকাশের মতে, কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডূযুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দদ্রু কহে। ইহার চিকিৎসা কুড়, বিড়ঙ্গ, চক্রমর্দ্দ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ, এই সকল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ্ ও কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। দূর্ব্বা, মধা (ঔষধবিশেষ), সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ ও নন্দীবৃক্ষ এই সকল সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। তিনদিন প্রলেপ দিলে দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

গণ্ডিলক তৃণ, শ্বেতসর্ষপ ও সিজপাতা এই তিনটী সমভাগ এবং চক্রমর্দ্দ পত্র সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ একত্র কুট্টিত না করিয়া অষ্টগুণ গব্যতক্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ সকল একত্র পেষণ করিয়া বনঘুটিয়া দ্বারা দদ্রু স্থান ঘর্ষণ করিয়া সাত দিবস প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)। কুষ্ঠসর্ষপ, শ্রীনিকেত (তারপীন তৈল), হরিদ্রা, ত্রিকটু, চক্রমর্দ্দের বীজ ও মূলক বীজ একত্র তক্র সহযোগে পিষিয়া দদ্রুতে লেপন করিলে দদ্রু আরোগ্য হয়। সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ বীজ, শর্করা, নাগকেশর ও কৃষ্ণাজিন কপিত্থ রসের সহিত প্রলেপ দিলে শীঘ্র দদ্রুরোগ বিনষ্ট হয়। স্বর্ণক্ষীরী, ব্যাধিঘাত (সোঁদাল), শিরীষ, নিম্ব, শাল, কুটজ, সপ্তাসাল, একত্র কল্ক প্রস্তুত করিয়া স্নানের পর দদ্রুতে ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দদ্রু আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত কুষ্ঠাধিকার)। গরুড়পুরাণের মতে একপ্রকার ব্রণ জাতীয়রোগ বিশেষ, হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, গোমূত্র ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। (গরুড়পু° ১৯৪ অ°)

দদ্রুক (পুং) দদ্রুরেব স্বার্থে কন্। দদ্রুরোগ।

দদ্রুঘ্ন (পুং) দদ্রুং দদ্রুরোগং হন্তি হন-টক্। চক্রমর্দ্দক, দাদমর্দ্দন।

"দদ্রুঘ্নমং রোমরঞ্জনবাতকফাপহং॥" (ভাবপ্র°)

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রু অস্ত্যস্য দদ্রু-ন (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। (পা ৫।২।১০০) দদ্রুরোগী, দদ্রুরোগযুক্ত।

দদ্রুনাশিনী (স্ত্রী) দদ্রুং নাশয়তি নশ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। তৈলিনীকীট। (রাজনি°)

দদ্রুরোগিন্ (ত্রি) দদ্রুরোগোঽস্ত্যস্য দদ্রুরোগ-ইনি। দদ্রুরোগবিশিষ্ট।

দদ্রূ (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছত্যাজমনেনেতি দরিদ্রা ঊঃ, রকারেকারাকারাণাং লোপশ্চ (দরিদ্রাতের্যালোপশ্চ। উণ্ ১।৯২) দদ্রু।

দদ্রুঘ্ন (পুং) দদ্রুং হন্তি হন-টক্। দদ্রু, দাদ্।

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রু-ন। দদ্রু।

দধন্বৎ (ত্রি) দধি মতুপ্ বেদে নিপাতনাৎ দধন্নাদেশে মস্য বঃ। দধিবিশিষ্ট।

"অচ্ছিদ্রস্য দধন্বতঃ সুপর্ণস্য দধন্বতঃ" (ঋক্ ৬।৪৮।১৮)

'দধন্বতঃ দধিমতঃ' (সায়ণ)

দধালিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মহীকাস্থার একটী রাজ্য। এথনকার ঠাকুর একজন কয়দ সর্দ্দার। তিনি বরদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ১০০৲ টাকা করিয়া 'ঘাসদানা' বলিয়া এবং এদর রাজাকে বার্ষিক ৬০৲ টাকা করিয়া কিচুরি (সৈন্যের রসদ) বলিয়া কর দিয়া থাকেন। মহীকাস্থাতে তাঁহার বংশস্থাপিত হওয়া অবধি তিনি কতক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা শিশোদিয়া রাজপুত। ইঁহারা প্রথমে রাজপুতানা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। পোষ্যপুত্র লওয়া সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন বাধা নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঠাকুর এদররাজের চাকরী গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ৪৮ খানি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে তিনি মারবারের রাজকুমারদিগের চাকরী করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার এই বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হয়।

দধি (ত্রি) দধাতীতি ধা-কি (আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা ৩।২।১৭১)। দুগ্ধবিকার বিশেষ, দই। পর্য্যায় ক্ষীরজ, মঙ্গল্য, বিরল, পয়স্য। ইহার গুণ উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ, কষায়, গুরু, অম্লবিপাক, ধারক, রক্তপিত্তকারক, শোথজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রদারক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতকসায়ক বিষমজ্বর, অতীসার, অরুচি ও কৃশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। দধি পাঁচ প্রকার, প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় স্বাদু, তৃতীয় স্বাদ্বম্ল, চতুর্থ অম্ল এবং পঞ্চম অত্যম্ল।

মন্দদধি—যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্ত রস অর্থাৎ সম্যক্ দধিরূপে পরিণত হয় নাই, এজন্ত আপনা হইতেই ক্ষীর রসবিহীন হয়, তাহাকে মন্দদধি কহে। এই মন্দদধির গুণ—মল ও মূত্রনিঃসারক এবং ত্রিদোষজনক।

স্বাদুদধি—যে দুগ্ধ সম্যক্ গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রস-যুক্ত হয়, অম্ল রস অনুভব হয় না, তাহাকে স্বাদু কহে। ইহার গুণ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, শুক্রজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফকারক, বায়ুনাশক, মধুরবিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক।

স্বাদম্লদধি—যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায়সংযুক্ত মধুর অম্লাস্বাদ হয়, তাহাকে স্বাদম্ল দধি কহে। স্বাদম্লদধির গুণ দধির সামান্ত গুণের ন্তায়।

অম্লদধি—যে দধি মধুরতাবিহীন হইয়া অম্লরস পাওয়া যায়, তাহাকে অম্লদধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিসন্দীপক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক ও কফবর্দ্ধক।

অত্যম্লদধি—যে দধি দ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ এবং কণ্ঠা-দিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অত্যম্লদধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক এবং রক্তপিত্তজনক।

গব্যদধি—মধুর রস, বলকারক, রুচিজনক, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক এবং বায়ুনাশক। সকল-প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই অধিক গুণবিশিষ্ট।

মহিষদধি—অতিশয় স্নেহযুক্ত, কফকারক, বায়ু ও পিত্ত-নাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং রক্ত-দূষক।

ছাগীদধি—অতিশয় সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপ্তি-কারক এবং শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় ও কৃশরোগে হিতকর।

পকদুগ্ধ দধি—পকদুগ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং ধাত্বগ্নিসমূহের বলকারক।

নিঃসার দুগ্ধ-দধি—অসার দুগ্ধ অর্থাৎ যে দুগ্ধ হইতে মাখন তোলা হইয়াছে, সেই দুগ্ধজাত দধি ধারক, শীতবীর্য্য, বায়ু-বর্দ্ধক, লঘু, বিষ্টম্ভী, অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক ও গ্রহণী-রোগনাশক।

গালিতদধি—যে দধির মাত বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই দধি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, কফকারক, গুরু, বলকারক, পুষ্টিজনক, রুচিজনক, মধুর রস এবং অতিশয় পিত্তজনক নহে।

শর্করাযুক্ত দধি—(চিনিপাতা দই), এই দধি দধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, ইহাতে পিপাসা, রক্তপিত্ত ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গুড়যুক্তদধি—বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, শরী-রের উপচয়কারক, তৃপ্তিকর এবং গুরু। রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না, একান্ত ভোজন করিতে হইলে জল, ঘৃত, চিনি, মুদগ, সূপ, মধু অথবা আমলকী ইহাদের কোন একটী দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে হইবে। উষ্ণ করিয়াও রাত্রিতে ভোজন করা যাইতে পারে। দধি রাত্রিতে নিষিদ্ধ হইলেও ঘৃত প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে তাহা দোষাবহ হয় না। কিন্তু রক্তপিত্ত ও কফোত্থরোগে জল বা ঘৃতসংযুক্ত দধিও অপ্রশস্ত।

হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি সেবন করিলে শরীরের হিত সাধিত হয় এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে দধি ভোজন করিলে প্রায়ই অহিতকর হইয়া থাকে। দধিপ্রিয় ব্যক্তি যদি নিয়ম অতিক্রম করিয়া দধি সেবন করে, তাহা হইলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ভ্রম এবং উগ্রকামলারোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। দধির উপরিস্থিত স্নেহসমন্বিত ঘনীভূত পদার্থকে দধির সর বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত বলে। দধির সর মধুর রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু ও অগ্নিপ্রণাশক। ঐ সর অম্ল রসান্বিত হইলে বস্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে। দধির মাত ক্লান্তিনাশক, বলকারক, অন্নাভি-লাষজনক, স্রোতঃসমূহের শোধনজনক, আহ্লাদজনক, কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষ্য, প্রীতিজনক এবং শীঘ্রই সঞ্চিত মলবিরেচক। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতে দধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—দধি তিন প্রকার মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল, পশ্চাৎ কষায়। ইহা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ-শান্তিকর, তেজস্কর, প্রাণকর ও মঙ্গলজনক। দধি মধুর রস হইলে চক্ষুরোগ জন্মায় এবং কফ ও মেদ বৃদ্ধি করে। অম্লরস হইলে পিত্তশ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, অত্যম্ল হইলে রক্ত দূষিত করে। মন্দজাত হইলে অর্থাৎ ভাল করিয়া না বসিলে বিদাহী হয়, গলা জ্বালা করে ও তদ্দ্বারা মল, মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হয়।

গব্যদধি—স্নিগ্ধ, মধুর, অগ্নিকর, রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি—লঘু, কফ, পিত্তের শান্তিকর, বায়ুজনিত ক্ষয়-রোগের নিবৃত্তিকর, অর্শ, শ্বাস ও কাসরোগের হিতকর এবং অগ্নিকর।

মাহিষদধি—মধুর, বৃষ্য, বায়ুপিত্তের শান্তিকর, কফ-বর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধ।

উষ্ট্রদধি—পাকে কটুরস, ক্ষারযুক্ত, গুরুপাক ও ভেদকর এবং বাত, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদররোগে শান্তিকর।

আবিক দধি—মেষদুগ্ধের দধি বাত, শ্লেষ্মা ও অর্শ বৃদ্ধিকর, রসে ও পাকে মধুর, চক্ষুরোগকর এবং দোষবর্দ্ধক।

ঘোটকীর দধি—অগ্নিকর, চক্ষুরোগ ও বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মূত্রনাশক।

নারীদধি—স্নিগ্ধ, বিপাকে মধুর, বলকর, তৃপ্তিকর, ভার, চক্ষুর হিতকর এবং দোষশান্তিকারক।

হস্তিনীর দধি—লঘুপাক, কফঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, অজীর্ণকর এবং মলবর্দ্ধক। গব্য প্রভৃতি যে সকল দধির বিষয় এস্থলে বলা হইল, তাহার মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ। গব্যদধি স্বাদু ও বস্ত্রপূত বা বস্ত্রে ছাঁকা হইলে শরীরের পুষ্টিসাধন করে, বায়ুর শান্তি করে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহাতে পিত্ত কুপিত হয় না। দধির সর গুরুপাক, বৃষ্য, বায়ুর শান্তিকর, অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। দধি অসার হইলে অর্থাৎ স্নেহভাগ না থাকিলে রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধনকর, অগ্নিকর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি প্রায়ই অপ্রশস্ত। হেমন্ত, শিশির ও বর্ষাকালে দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। দধি-মস্তু অর্থাৎ দধির মাত বা নিঃসৃত জল তৃষ্ণা ও ক্লান্তিনাশক, লঘু, শরীরের দ্বারশোধনকর, অম্ল, কষায়, মধুর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, কিন্তু তেজোবর্দ্ধক নহে। প্রহ্লাদকর, তৃপ্তি, বল ও রুচিকর এবং মলভেদক। এই দধিবর্গে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা সপ্তপ্রকার দধির অন্তর্ভূত জানিতে হইবে। স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত, পক্বদুগ্ধজাত, দধিরস এবং অসার এই সাত প্রকার দধি। ইহাদের মস্তুও দধির ন্যায় গুণকারী। (সুশ্রুত)

শরৎকালে দধির গুণ—গুরু, অম্ল ও রক্তপিত্তবর্দ্ধক, শোক, তৃষ্ণা, জ্বর, শূল ও বিষমজ্বরকারক।

হেমন্তকালে দধিগুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, কফকৃৎ ও বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, মেধা, পুষ্টি, তুষ্টি ও বুদ্ধিদায়ক।

শিশিরে দধিগুণ—অম্ল, মধুর, গুরু, বৃষ্য, বলকারক, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

বসন্তে দধিগুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, কিছু অম্ল, কফকারক, বল ও বীর্য্যনাশক।

গ্রীষ্মে দধিগুণ—লঘু, অম্ল, উষ্ণ, রক্তপিত্তকারক, শোষ, ভ্রম ও পিপাসাকারক।

বর্ষায় দধিগুণ—শীতল, শোষ, বাত, ভ্রম, শ্রম ও অতিসারনাশক। (রাজবল্লভ) পীনস, অতিসার, শীতক, বিষমজ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃশতারোগে হিতকর। (হারীত ৮ অ°)

[illegible] (হেম°)

দধিকর্ম্ম (পুং) দধিসংস্কারকং কর্ম। দধিসংস্কারক বৈদিক কর্ম্মভেদ। "দধিকর্মেণ চরন্তি প্রাকর্ণাবাহনেভ্যঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১৩।১) 'দধিকর্ম্ম নাম কর্ম্মবিশেষঃ' (নারায়ণ)

দধিকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) দধিজাতা কূর্চ্চিকা, যা শর্তোষ্ণকোষ্ণদুগ্ধে দধ্যম্লসংযোগাৎ জাতা। দুগ্ধবিকারভেদ, ছানা। "দধ্না সহ পয়ঃ পক্বং যৎ স্যাৎ সা দধিকূর্চ্চিকা।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

পক্বদুগ্ধ দধির সহিত মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ গরমদুগ্ধে অম্ল মিশ্রিত হইলে যাহা হয়, তাহাকে দধিকূর্চ্চিকা কহে। ইহার গুণ—বাতনাশক, গ্রাহক, রুক্ষ ও দুর্জ্জর। (রাজবল্লভ)

দধিক্রা (পুং) দধিঃ দধদশ্বং ধারয়ন্ সন্ ক্রামতি, ক্রম-বিট্ অন্তস্থাৎ। ১ অশ্বরূপ অগ্ন্যাত্মক দেবভেদ, অশ্বরূপী অগ্নিস্বরূপ দেবতা। "দধিক্রামদকদ্ব্যার্বিশ্বকৃষ্টিং" (ঋক্ ৪।৩৮।২) ২ অশ্ব। "আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ" (ঋক্ ১০।৩।২)

দধিক্রাবন্ (পুং) দধিঃ দধৎ ক্রামতি ক্রম-বনিপ্ অন্তস্থাৎ। অশ্বরূপ অগ্ন্যাত্মক দেবভেদ। "দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৬।১৭) "দধিঃ দধৎ ধারয়ন্ ক্রামতীতি দধিক্রাবা, ক্রমের্বনিপি বিড়্বনো রনুনাসিকস্যাদিতি। মকারস্যাকারঃ, তস্য দধিক্রাব্ণঃ এতৎসংজ্ঞকস্য অশ্বরূপদেবস্য" (ভাষ্য)

দধিগ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের একটী লীলাস্থান। (শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

দধিচার (পুং) দধি চারয়তি চালয়তি চর-ণিচ্-অণ্। মন্থান দণ্ড, দধিমন্থনদণ্ড। পর্য্যায়—বৈশাখ, তক্রাট, করঘর্ষণ। (হারাবলী)

দধিজ (ক্লী) দধ্নো জায়তে জন-ড। নবনীত।

দধিত্থ (পুং) দধিবর্ণো ত্রব্যাস্তিষ্ঠত্যস্মিন্, স্থা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কপিত্থ, কতবেল। [কপিত্থ দেখ।]

দধিত্থাখ্য (পুং) দধিত্থং আখ্যাতি কপিত্থদ্রবাং অনুকরোতি আ-খ্যা-ক। সরলদ্রব, লোবান।

দধিধেনু (স্ত্রী) দধিনির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থকল্পিত দধিকুম্ভনির্ম্মিত ধেনুভেদ। ইহার বিষয় হেমাদ্রির দানখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—যে স্থানে এই কল্পিত ধেনু প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই স্থান ভাল করিয়া গোময়ে উপলিপ্ত করিবে। পুষ্পদ্বারা শোভিত একখানি গোচর্ম্ম রাখিবে, পরে মাটিতে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া কৃষ্ণাজিন আস্তীর্ণ করিতে হইবে এবং ধান্যের উপর দধিকুম্ভ স্থাপিত করিতে হইবে। ইহার বৎসও কল্পনা করিয়া তাহার মুখ সুবর্ণময় করিবে। পরে ধেনুর প্রশস্ত পত্রদ্বারা শ্রবণ, মুক্তাফলদ্বারা চক্ষু, চন্দন ও অগুরু দ্বারা শৃঙ্গ, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, শ্রীখণ্ডে ঘ্রাণ, কলম্বুক দন্ত, তাম্রদ্বারা পৃষ্ঠ, শর্করাদ্বারা রোম, সূত্রময়

পুচ্ছ, সুবর্ণের শৃঙ্গ, রৌপ্যের ক্ষুর, নবনীতের স্তন ও ইক্ষুদ্বারা পাদ প্রস্তুত করিবে। তাহার পর ধেনুকে সর্ব্বাভরণ সংযুক্ত করিতে হইবে। পরে এই ধেনুকে বস্ত্রযুগ্ম ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। জিতেন্দ্রিয় ও সকল গুণসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণকে দধিক্রাব্ণো ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া দান করিবে এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি দিতে হইবে। এই প্রকার দধিময় ধেনু যিনি দান করেন এবং সেই দিন দধি ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় এবং পূর্ব্বে দশ, অধস্তন দশ ও নিজে এই একবিংশ পুরুষ বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যেখানে নদীসকল মধুবাহিনী, পায়সময় কর্দ্দম এবং ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন, দাতা সেই স্থলেই গমন করেন। (হেমাদ্রি° দানখ° বরাহপু°) যিনি ইহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন * তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন।

দধিপয়স্ (ক্লী) দধি চ পয়শ্চ। দধি ও পয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। 'জাতিরপ্রাণিনাং' পাণিনির এই সূত্রে ইহাদের সমাহারদ্বন্দ্বের প্রাপ্তি ছিল অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্ব হইতে পারিত, কিন্তু 'পয় আদীনি' এই সূত্রে পয়ঃ প্রভৃতির নিষেধ হইল অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্বে একবচন হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া দধিপয়স্ প্রভৃতি দ্বিবচন হইবে।

দধিপয় আদি (স্ত্রী) দধিপয় আদির্যস্য। সমাহারদ্বন্দ্ব নিষেধ নিমিত্ত শব্দসমূহ গণভেদ। এই গণের সমাহার দ্বন্দ্বনিষেধ হইয়াছে। দধিপয়স্, মধুসর্পিস্, ব্রহ্মপ্রজাপতি, শিববৈশ্রবণ, স্কন্দবিশাখ, পরিব্রাট্ কৌশিক, প্রবর্গ্যা উপসদ, শুক্লকৃষ্ণ, ইধ্মাবর্হিস্, দীক্ষাতপস্, শ্রদ্ধাতপস্, মেধাতপস্, অধ্যয়নতপস্, উদূখল মুসল, আদি অবসান, শ্রদ্ধামেধা, ঋক্‌সাম, বাঙ্‌মনস, ইহারা দধিপয় আদিগণ। (পাণিনি)

দধিপুষ্পিকা (স্ত্রী) দধীব শুভ্রং পুষ্পমস্যাঃ কপ্, টাপি অতইত্বং। শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

দধিপুষ্পী (স্ত্রী) দধীব পুষ্পমস্যাঃ, জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কোলশিম্বী। ২ শ্বেতাপরাজিতা।

দধিপূপ (পুং) দধিপক্বঃ পূপঃ। অপূপভেদ, পিষ্টকবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শালিতণ্ডুল চূর্ণ করিয়া দধিতে মর্দ্দন করিবে, পরে উহা ঘৃতে পাক করিতে হইবে। পরে পকখণ্ডের সহিত গোলাকারে প্রস্তুত করিতে হইবে, এইরূপ করিলে দধিপূপ হইবে।

"শালিপিষ্টং যুতং দধ্না মর্দ্দয়িত্বা ঘৃতে পচেৎ।
বেষ্টয়েৎ পকখণ্ডেন সুবৃত্তং দধিপূপকং॥
দধিপূপো গুরুর্বৃষ্যঃ বৃংহণোঽনিলপিত্তহা।
বল্যোঽগ্নিজননশ্চৈব বিশেষাদ্রুচিকারকঃ॥" (পাকশাস্ত্র)

ইহার গুণ গুরু, বলকারক, বৃংহণ, বায়ু ও পিত্তনাশক, অগ্নিজনক ও রুচিকর।

দধিপূর্ব্বমুখ (পুং) দধিপূর্ব্বং মুখং যস্য। দধিমুখ। [দধিমুখ দেখ।]

দধিফল (পুং) দধীব শুভ্রোঽম্লঃ ফলে যস্য। কপিত্থ, কতবেল। কতবেলের রস দধির ন্যায় অম্ল হেতু ইহার নাম দধিফল।

দধিমণ্ড (পুং) দধ্নঃ মণ্ডঃ। দধির মস্ত, দধির মাত। [দধি দেখ।]

দধিমণ্ডোদ (পুং) দধিমণ্ডইব উদকং যত্র, উদকস্য উদাদেশঃ। দধিসমুদ্র। "দধিমণ্ডোদএবাত্র বিজ্ঞেয়ো বাগ্বিজাসনঃ।" (হেমাদ্রি)। এই সমুদ্রের জল দধির মাতের ন্যায়, এইজন্য ইহার নাম দধিমণ্ডোদ হইয়াছে।

দধিমুখ (পুং) দধিবৎ শুভ্রং মুখং যস্য। এক বানর, সুগ্রীবের মাতুল। এই বানর মধুবনের রক্ষক ছিল, হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সীতার সংবাদ পাইয়া এই বনে উৎসব করে। দধিমুখ প্রথমতঃ বানরদিগকে নিষেধ করে, কিন্তু বানরেরা ইহার কথা না শুনিয়া ইহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করে।
(রামায়ণ ৫।৬২, ৬৩, ৬৪ সর্গ)

দধিমুণ্ড (পুং) দধিবৎ মুণ্ডং যস্য। দধিমুখ।

দধিমৎ (ত্রি) দধি অস্ত্যস্য মতুপ্ বেদে মস্য বঃ। দধিযুক্ত। "অপূপবান্ দধিবাংশ্চরুরেহসীদতু" (অথর্ব ১৮।৪।১৭) লৌকিক

* "দধিধেনোর্মহারাজ বিধানং শৃণু সাম্প্রতং।
অনুলিপ্তে মহাভাগে গোময়েন নরাধিপ।
গোচর্ম্মমাত্রে তু পুনঃ পুষ্পপ্রকরশোভিতে।
কুশৈরাস্তীর্য্য বসুধাং কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরাং।
দধিকুম্ভং সুসংস্থাপ্য সদা ধান্যস্যোপরি।
চতুর্থাংশেন বৎসন্তু সৌবর্ণমুখমণ্ডিতং।
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন পুষ্পগন্ধৈস্তু পূজিতাং।
ব্রাহ্মণায় কুলীনায় সাধুবৃত্তায় ধীমতে।
ক্ষমাদিগুণযুক্তায় দদ্যাত্তাং দধিধেনুকাং।
পুচ্ছদেশোপবিষ্টায় মুদ্রিকা কর্ণমাত্রকৈঃ।
পাদুকোপানহৌ ছত্রং দত্ত্বা মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
দধিক্রাব্ণে ইতি মন্ত্রেণ দধিধেনুং প্রদাপয়েৎ।
এবং দধিময়ীং ধেনুং দত্ত্বা বাচ্যর্থিজাদ্বিজম্।
একাহারো দিনং তিষ্ঠেৎ দত্ত্বা চ নৃপসত্তম।
যজমানো যশোভাজন্ ত্রিরাত্রঞ্চ দিবোত্তম।
বীরমানাং প্রপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিং।
যত্র ক্ষীরবহা নদ্যঃ যত্র পায়সকর্দ্দমাঃ।
মুনয় ঋষয়ঃ সিদ্ধাস্তত্র গচ্ছতি ধেনুদাঃ।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বাপি মানবঃ।
সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য পিতৃলোকং স গচ্ছতি।" (বরাহপু°)

প্রয়োগে মস্থানে ব হইবে না, দধিমৎ এইরূপ পদ হইবে, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইবে। বৈদিক প্রয়োগেই কেবল দধিবৎ হইবে।

দধিবামন (ক্লী) ১ শালগ্রাম মূর্ত্তির মধ্যে বামনমূর্ত্তিভেদ, ইহার লক্ষণ—

"অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ নবীননীরদোপমং।
দধিবামনকং জ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদং॥"

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ°)

ইহার আকৃতি ক্ষুদ্র, দ্বিচক্রযুক্ত ও নবীন নীরদ তুল্য বর্ণবিশিষ্ট। এই মূর্ত্তি গৃহীদিগের সুখজনক, অর্থাৎ গৃহী যদি এই মূর্ত্তি পূজা করে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে সুখ লাভ হয়। (পুং) ২ দধ্যোদন দ্বারা হবনীয় বামনভেদ, বামনকে দধ্যোদন দ্বারা হোম করিলে সকল প্রকার দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"দধ্যোদনেন শুদ্ধেন হুত্বা মুচ্যেত দুর্গতঃ।
স্মৃত্বা ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥"

(তন্ত্রসার দধিবামনপ্র°)

দধিবারি (ক্লী) দধ্নঃ বারি ৬তৎ। দধিমস্তু, দধির মাতৃ।

দধিবাহন (পুং) অঙ্গনামক রাজার পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অ°)

দধিশোণ (পুং) বানর। (ত্রিকা°)

দধিষায্য (পুং) দধিস্তুতি গো-আয্য, ততোষত্বং নিপা° সাধুঃ (দধিষায্যঃ। উণ্ ৩।৯৭) ঘৃত। (উজ্জ্বল)। সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃত্তিতে 'দধাতেরায্য' ধা-ধাতু আয্য, দ্বিত্ব, ষুকাগম এইরূপে দধিষায্য পদ সাধ্য হইয়াছে।

দধিসক্তু (পুং) দধ্যুপসিক্তাঃ সক্তবঃ। দধ্যুপসিক্ত সক্তু, দধিমিশ্রিত ছাতু। এইশব্দ বহুবচনান্ত হয়।

"কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ।" (তিথিত° কূর্ম্মপু°)

দধিসর (পুং) দধ্নঃ সরঃ। দধিস্নেহ।

দধিসার (পুং) দধ্নঃ সারঃ। দধিসার, নবনীত।

দধিস্কন্দ (পুং) তীর্থভেদ।

দধিস্নেহ (পুং) দধ্নঃ স্নেহঃ। দধির সর, দইয়ের সর। পর্য্যায়— দধিসর, সর, দধ্যুত্তরগ, কচ্চুর। [গুণ দধি শব্দে দেখ।]

দধিস্বেদ (পুং) দধ্নঃ স্বেদইব। ঘোল।

দধীচ (পুং) দধীচিমুনি। (শব্দভেদপ্র°) শুক্রাচার্য্যের এক পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° উ° ১।৯০)

দধীচাস্থি (পুং) দধীচস্য অস্থি। ১ বজ্র। ২ হীরক।

দধীচি, একজন পৌরাণিক ঋষি। বেদে দধ্যঞ্চ্ এবং মহাভারতে দধীচ ও দধীচি এই উভয় নামে খ্যাত। যাস্কের নিরুক্তের মতে, ইনি অথর্ব্বার পুত্র, সেই জন্য আথর্ব্বণ নামে ঋগাদি বেদে পরিচিত। (নিরুক্ত ১২।৩৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, দধীচি শুক্রাচার্য্যের পুত্র, সরস্বতী হইতে দধীচির সারস্বত নামে পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° উ° ১ম অঃ) কোন কোন পুরাণমতে অথর্ব্বের ঔরসে কর্দমকন্যা শান্তির গর্ভে ইহার জন্ম। ঋক্সংহিতায় দুইটী ঋকে দধীচ সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ॥"

(১।১১৬।১২)

যে অথর্ব্বার পুত্র দধীচ অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে (অশ্বিদ্বয়কে) মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন।

"আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাম্॥"

(ঋক্ ১।১১৭।২২)

হে অশ্বিযুগল! আপনারা আথর্ব্বণ দধীচির (স্কন্ধে) অশ্বের মস্তক যুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনিও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার * নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন; হে দস্রদ্বয়! সেই বিদ্যা আপনাদিগের অপিকক্ষ্যরূপ † হইয়াছিল।

সায়ণ প্রথমোক্ত ২২ ঋকের ভাষ্যে শাট্যায়ন ও বাজসনেয়ব্রাহ্মণ হইতে এইরূপ উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'ইন্দ্রো দধীচে প্রবর্গ্যবিদ্যাং মধুবিদ্যাং চোপদিশ্য যদীমামন্যস্মৈ বক্ষ্যসি শিরস্তে ছেৎস্যামীত্যুবাচ। ততোঽশ্বিনাবশ্বস্য শিরশ্ছিত্বা দধীচঃ শিরঃ প্রচ্ছিদ্যান্যত্র নিধায় তত্রাশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যধত্তাং। তেন চ দধ্যঙ্ ঋচঃ সামানি যজূংষি চ প্রবর্গ্যবিষয়াণি মধুবিদ্যাপ্রতিপাদকং ব্রাহ্মণং চাশ্বিনাবধ্যাপয়ামাস। তদিন্দ্রো জ্ঞাত্বা বজ্রেণ তচ্ছিরোঽচ্ছিনৎ। অথাশ্বিনৌ তস্য স্বকীয়ং মানুষং শিরঃ প্রত্যধত্তামিতি।'

ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি এ বিদ্যা আর কাহাকেও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিব। অশ্বিযুগল দধীচের শিরশ্ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া সেই স্থানে ঘোড়ার মাথা পরাইয়া দিয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যাপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পর সেই মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অশ্বিযুগল তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন।

ঋগ্বেদে অপর দুই স্থলে দধীচির মস্তকাস্থি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

---

* সায়ণ এখানে 'ত্বষ্টা' শব্দের অর্থ 'ইন্দ্র' লিখিয়াছেন।

† সায়ণ 'অপিকক্ষ্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্য গোপ্য'।

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব ॥" (১।৮৪।১৩)
"ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষ্বপশ্রিতং।
তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি ॥" (১।৮৪।১৪)

প্রতিকূল শব্দরহিত ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বারা নবগুণ নবতিবার (৯৯বার) বৃত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত ঋক্‌দ্বয় সম্বন্ধে শাট্যায়নির এক ইতিহাস আছে—

"আথর্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেনাসুরাঃ পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন্ স্বর্গতেঽসুরৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্রস্তৈরসুরৈঃ সহ যোদ্ধুমশক্নুবংস্তমৃষিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যানেহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমঙ্গমস্তীতি। তস্মা অবোচন্ অস্ত্যেতদাশ্বং শীর্ষং যেন শিরসাশ্বিভ্যাং মধুবিদ্যাং প্রাব্রবীৎ। তত্তু ন বিদ্ম যত্রাভবদিতি পুনরিন্দ্রোঽব্রবীৎ তদন্বিচ্ছতেতি। তদ্ধান্বৈষিষুঃ। তচ্ছর্য্যণাবত্যনুবিদ্য জহ্রুঃ। শর্য্যণাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্যন্দতে। তস্য শিরসোঽস্থিভিরিন্দ্রোঽসুরাঞ্জঘানেতি।"

অথর্ব্বার পুত্র দধীচিকে পুনরায় জীবিত দেখিয়া অসুরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পরে দধীচি স্বর্গগত হইলে ঐ অসুর সকল পৃথিবীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্র ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত হইয়া দধীচিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এইস্থানে দধীচিকে না পাইয়া স্বর্গে গমন করেন এবং সেই স্থানে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'দধীচির অবশিষ্ট অঙ্গ কোথায়?' তাঁহারা বলিয়াছিলেন, দধীচির অশ্বরূপ মস্তক আছে, যে মস্তক দ্বারা তিনি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, আমি তাহারই অন্বেষণ করিতেছি। সেখানকার লোকেরা কহিল, তাহা কোথায় আছে, আমরা বলিতে পারি না। ইন্দ্র তাহাদিগকে উহা অন্বেষণ করিতে বলেন, তাহারা অন্বেষণ করিয়া শর্য্যণাবৎ নামে কুরুক্ষেত্রের জঘনার্দ্ধে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ইন্দ্র এই মস্তকের অস্থি দ্বারা অসুরদিগকে হনন করিয়াছিলেন।

ভাগবতেও দধীচির অস্থির সম্বন্ধে উপাখ্যানের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামীও সায়ণের ন্যায় এই উপাখ্যানটী প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ভাগবত ৬।১১ অঃ ও শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য)

মহাভারতে লিখিত আছে,—দক্ষ যে সময় হরিদ্বারে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় ইনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় ক্রুদ্ধ হইয়া দধীচি যজ্ঞসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইঁহার শিষ্য নন্দী ইঁহার নিকটই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিবপার্ষদরূপে পরিচিত হন।

এক সময় দধীচি তপোনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অলম্বুষা অপ্সরাকে ইঁহার যোগভঙ্গ করিতে পাঠান। যে সময় ইনি সরস্বতীতীর্থে তর্পণ করিতেছিলেন, সেই সময় অলম্বুষা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অলম্বুষাকে দেখিয়া দধীচির রেতঃস্খলিত হইল। তাহাতে এক পুত্র জন্মে, এই পুত্রের নাম সারস্বত। দেবগণ বৃত্রাসুরের ভয়ে উৎপীড়িত হইয়া জানিতে পারিলেন যে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র না হইলে বৃত্রের বিনাশ হইবে না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহার নিকট গিয়া অস্থিভিক্ষা চাহিলেন। যে ইন্দ্র দধীচির ঘোরতর শত্রুতা করিয়াছিলেন, দধীচি এখন তাঁহারই উপকারের জন্য দেহ ত্যাগ করিলেন। অগ্নিপুরাণের মতে, শুধু বজ্র নয়, দধীচির অস্থিতে বহু অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দধীচ্যস্থি (ক্লী) দধীচেরস্থি। ১ দধীচি মুনির অস্থি। এই মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হয়। ২ বজ্র। ৩ হীরক। [দধীচি দেখ।]

দধীমুখ (পুং) বানরভেদ। [দধিমুখ দেখ।]

দধৃষ্ (ত্রি) ধৃষ্ণোতীতি, ধৃষ-কিন্, দ্বিত্বাদিকঞ্চ নিপাতনাৎ সিদ্ধং (ঋত্বিক্ দধৃগিতি। পা ৩।২।৫৯) ১ ধৃষ্ট, নির্লজ্জ, বেহায়া। ২ ধর্ষক। "বাজেষু দধৃষং কবে" (ঋক্ ৩।৪২।৬) 'দধৃষং শত্রূণামভিভাবকং' (সায়ণ)

দধৃষ্বনি (ত্রি) দধৃগিবাচরতি দধৃষ্ ক্বিপ্, ততো বাহুলকাৎ-বনি। ধর্ষক, অভিভাবক। "সাহসি মধ্বঃ চিত্ত দধৃষ্বনিং" (ঋক্ ৮।৫০।৩)

দধ্র (পুং) দধতে জীবেভ্যঃ পাপপুণ্যফলাফলং দধাতীতি দধ-দানে-বাহুলকাৎ র। যম, চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একজন।

"ওঁ দধ্রায় মদ্রায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ॥" (যমতর্পণমন্ত্র)

দধ্যঙ্ (পুং) দধিং ধারকং অঞ্চতি অন্চ-ক্বিপ্। অথর্ব্বা ঋষির পুত্র দধীচিমুনি। "দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ" (ঋক্ ১।১১৬।১২)

ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি যদি এই বিদ্যা কাহাকেও উপদেশ দাও, তাহা হইলে তোমার মস্তক ছেদন করিব। পরে অশ্বিদ্বয় দধীচের মস্তক ছেদন করিয়া তাহাতে অশ্বের মস্তক সংযুক্ত করেন এবং দধীচির মস্তক অন্তস্থলে রক্ষা করেন, এইরূপে ইঁহার নিকট প্রবর্গ্যবিদ্যা মধু নাম ও অন্যান্য প্রভৃতি

শিক্ষা করিতে থাকেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অশ্বের মস্তক বজ্রদ্বারা ছেদন করেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার নিজের মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন।

(ঋক্ ১।১১৬।১২ সায়ণ) [দধীচি দেখ।]

দধ্যন্ন (ক্লী) দধ্নাপসিক্তং অন্নং। দধিমিশ্রিত অন্ন।

"দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকং।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৮৮)

দধ্যাকর (পুং) দধ্নঃ আকর ইব। দধিসমুদ্র। (শব্দার্থক°)

দধ্যানী (স্ত্রী) দধিবৎ শুভ্রতাং আনয়তি আ-নী-ক্বিপ্। সুদর্শনা, সুদর্শন গুলঞ্চ. কেহ কেহ ইহার নাম দএথএ, কেহ বা পুরাতি বলে। হিন্দীতে মদনমস্ত।

দধ্যাশির্ (ত্রি) দধাতি পুষ্ণাতি ইতি দধি শৃণাতি হিণাস্তি ইত্যাশী দধ্যেব আশীর্যস্য। দোষঘাতক। "সোমাসো দধ্যাশিরঃ" (ঋক্ ১।৫।৫) 'দধ্যাশীর্দোষঘাতকং' (সায়ণ)

দধ্যুত্তর (ক্লী) দধ্নঃ উত্তরং শেষজাতং। দধিস্নেহ।

দধ্যুত্তরগ (ক্লী) দধ্নঃ উত্তরং চরমাবস্থাং গচ্ছতীতি গম-ড। দধিস্নেহ। (রত্নমালা)

দধ্যুদ (পুং) দধিবদুদকং যস্য উদকস্য উদাদেশঃ। দধিসমুদ্র।

দধ্যোদন (পুং) দধ্নাপসিক্তঃ ওদনঃ। দধিমিশ্রিত ওদন।

দনাগোধা, ত্রিপুরার অন্তর্গত সাচার নাম্নী নদীর তীরস্থিত একটী গ্রাম। এখানে বেশ বাণিজ্যের সুবিধা আছে।

দনায়ুস্, দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী, ইহার চারিটী পুত্র, তাহাদের নাম বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র। (ভারত আদি ৬৫অ°)

"দনুশ্চ দনায়ুশ্চ মাতেব চ পিতেব চ পরিজগৃহতু তস্মাদ্দানব ইত্যাহুঃ" (শত° ব্রা° ১।৬।৩।৯) দনায়ুসের পুত্রগণ দানব নামে বিখ্যাত।

দনু (স্ত্রী) ১ দক্ষের এক কন্যা। কশ্যপের পত্নী, ইহার বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, একপদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্র, একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শঠ, বনায়ু ও দীর্ঘজিহ্ব এই ৪০টী পুত্র হয়। ইহারা সকলেই দানব নামে বিখ্যাত। দনুপুত্র চন্দ্র সূর্য্য, দেবতা চন্দ্রসূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র। (ভারত ১।৬৫ অ°)

২ একজন দানব, শ্রীদানবের পুত্র।

দনুজ (পুং) দনোর্জায়তে জন-ড। অসুর।

দনুজদলনী (স্ত্রী) দনুজস্য দলনী। অসুরনাশিনী, দুর্গা।

দনুজদ্বিষ্ (পুং) দনুজানাং অসুরাণাং দ্বিট্ শত্রুঃ বা দনুজান্ দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। দেবতা। (ত্রি) দনুজশত্রু।

দনুজারি (পুং) দনুজস্য অরিঃ ৬-তৎ। দনুজশত্রু, দেবতা।

দনুষ (পুং) রাক্ষস।

দনুসংভব (পুং) সম্ভবত্যস্মাৎ সংভূ-অপ্ দনোঃ সম্ভবঃ। দনুর পুত্র, দানব।

দনুসূনু (পুং) দনোঃ সূনুঃ। দনুর সন্তান, দানব।

দন্ত (পুং) দম-তন্ (হসিমৃগ্রিণিতি। উণ্ ৩।৮৬)। ১ অদ্রিকটক। ২ কুঞ্জ। ৩ পর্ব্বতনিতম্ব। ৪ সানু। ৫ মুখের মধ্যে চর্ব্বণসাধন অস্থিভেদ, দাঁত, ইহার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। পর্য্যায়—রদন, দশন, রদ, দ্বিজ, খরু। (শব্দরত্নাবলী)

আহার করিবার নলী হইতে আরম্ভ করিয়া মুখাভ্যন্তরে সংলগ্ন কঠিন পদার্থগুলিকে দন্ত বলে। প্রাণীমাত্রেরই দন্তোদ্গম হয়, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্যের ও অভ্যাসাদির পার্থক্য অনুসারে দন্তেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দন্তের এই পার্থক্যদৃষ্টে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাণীগণের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন।

শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে দন্তের তিনটী ভাগ আছে—(১) একটী মস্তক (Crown), (২) একটী শিকড় (Root), (৩) একটী গ্রীবা (Neck)। প্রত্যেক দন্তাভ্যন্তরে একটী ধমনী ও একটী স্নায়ু প্রবেশ করে এবং প্রত্যেকটীর মধ্যস্থলে একটী ছোট গর্ত্ত দেখা যায়। এই গর্ত্তের ভিতরে পাল্‌প (Pulp) অর্থাৎ দন্ত জন্য এক কোমল রক্তপূর্ণ ও সচেতন পদার্থ দেখা যায়। দন্তকে লম্বভাবে ছেদ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে ৪টী পদার্থ আছে—(১) ডেণ্টাইন (Dentine), (২) সিমেণ্ট্ বা ক্রুষ্টা পিট্রোসা (Cement or Creusta petrosa), (৩) এনামেল (Enamel) ও (৪) পাল্‌প (Pulp)

ক

খ

ক—অর্দ্ধেক চোয়ালে পৃথক্‌ভাবে যেরূপ দন্ত থাকে।
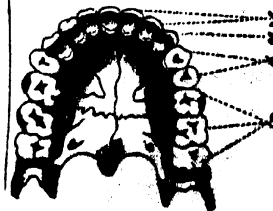
খ—উপর চোয়ালের দন্ত—(১) ইন্‌সাইজার, (২) ক্যানাইন্, (৩). বাইকাস্পিড, (৪) মোলার।

১। ডেণ্টাইন—ইহা দন্তের প্রধান অংশ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) দৃঢ় বা শুদ্ধ ডেণ্টাইন (hard or true dentine), (২) ভাসো ডেণ্টাইন (Vaso-dentine), (৩) অস্থিও ডেণ্টাইন (Osteo dentine)। ডেণ্টাইন সিমেণ্ট ও এনামেলের দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাতে বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বর এবং মৃণ্ময় কণিকাসকল দৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বরে চূর্ণখণ্ডক কণিকাসকল (Calcareous particles) এবং একরূপ বর্ণহীন তরল পদার্থ থাকে। ডেণ্টাইনের মধ্যস্থানে পাল্‌প নামক গহ্বর দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বরগুলির মুখ এই পাল্‌প গহ্বরে মুক্ত থাকে।

ইহাদিগের প্রত্যেকের এক একটী বহিরাবরণ আছে, তাহাকে ডেণ্টাল্‌সিদ্ (dental sheath) বা দন্তাবরণ বলে।

যে মূল রক্তবহা নাড়ীময় পাল্‌প (Primitive vascular pulp) দ্বারা ডেণ্টাইন পরিপুষ্ট হয়, তাহা যখন স্থায়ীরূপে চূর্ণকবিহীন থাকে, তখন লালকণিকাময় রক্তবহা নাড়ী দ্বারা বৃহতন্ত্র বা ঝিল্লীতে (Tissue) নীত হয়। এইরূপ ডেণ্টাইনকে ভাসো ডেণ্টাইন (Vaso dentine) বলে।

ক্ষুদ্র কোষময় (Cellular basis) রক্তবহা নাড়ীর (Vascular canals) চতুর্দ্দিকে সমকেন্দ্রিক স্তরে যখন সজ্জিত থাকে, তখন ডেণ্টাইনের একটু রূপান্তর হয়। এই অবস্থার ডেণ্টাইনকে অস্থিও ডেণ্টাইন (Osteo dentine) বলে।

২। সিমেণ্ট্ বা ক্রুষ্টা পিট্রোসা, অর্থাৎ দন্তের কঠিন পদার্থ—ইহা দন্তের মূলদেশ আবৃত করিয়া থাকে। হস্তী এবং অন্য কতকগুলি জন্তুর দন্তে সিমেণ্ট বেশী পরিমাণে থাকে।

৩। এনামেল—দন্তের বৃহতন্ত্র (Tissue) মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহা দন্তের মস্তককে (Crown) আবৃত করিয়া থাকে।

৪। পাল্‌প—ইহা ডেণ্টাইনের মধ্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহাতে রক্তবহা নাড়ী, স্নায়ু ও সংযোগতন্তু দৃষ্ট হয়।

ডেণ্টাইন ও ভাসো ডেণ্টাইন সম্পন্ন দন্ত মৎস্তেই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য এবং মাংসাশী জন্তুদিগের দন্ত দেখিলেই ডেণ্টাইন ও এনামেল সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাদিগের দন্তের মস্তকে (Crown) সিমেণ্টের একটী পাতলা আবরণ থাকে।

মনুষ্যের দন্ত দুইবার বহির্গত হয়—১ দুগ্ধদন্ত (এই দন্ত অল্পকালস্থায়ী হয়) ও ২ দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত।

দুগ্ধদন্ত—ইহা দুই বৎসর বয়সের মধ্যেই নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে বাহির হয়।

২। উপর চোয়ালের মধ্যকার ৪টী ইনসাইজার বা ছেদক—৮ হইতে ১০ মাস।

৩। নিম্ন চোয়ালের দুইদিকের ইন্‌সাইজার এবং ৪টী মোলার বা চর্ব্বণদন্ত—১২ হইতে ১৪ মাস।

৪। ৪টী ক্যানাইন বা শৌবনদন্ত—১৮ হইতে ২০ মাস।

৫। ৪টী পশ্চাদ্ভাগের মোলার—২০ হইতে ২৪ মাস।

দীর্ঘকাল স্থায়ী দন্ত—ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই দুগ্ধদন্ত পড়িয়া যায় এবং তখন দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত বাহির হইতে থাকে। বার তের বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত দন্তই বাহির হয়। ২১ বৎসরের সময় আক্কেল দাঁত বা জ্ঞানদন্ত (Wisdom tooth) বাহির হয়। এই সময় দন্তের সংখ্যা পূর্ণ অর্থাৎ ৩২টী হয়। নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে এই সকল দাঁত বাহির হয়।

১। প্রথম মোলার	...	৬ বৎসর বয়সে।
২। ২টী মধ্যের ইন্‌সাইজার	...	৭ „ „
৩। ২টী পাশের „	...	৮ „ „
৪। প্রথম বাইকাস্পিড্ বা দ্বিমূলী		৯ „ „
৫। দ্বিতীয় „	...	১০ „ „
৬। ক্যানাইন্	...	১১-১২ „ „
৭। দ্বিতীয় মোলার	...	১২-১৩ „ „
৮। জ্ঞানদন্ত	...	১৭-২১ „ „

দুগ্ধদন্তের মোলার দন্তের স্থানে স্থানে বাইকাস্পিড দন্ত ও মোলার দন্তের পশ্চাতে ৩টী করিয়া স্থায়ী মোলার দন্ত বাহির হয়। ৩২টী দন্তের মধ্যে প্রত্যেক মাড়ীর অর্দ্ধেক ভাগে ২টী ইন্‌সাইজার, ১টী ক্যানাইন্, ২টী বাইকাস্পিড এবং ৩টী মোলার, সুতরাং মোট ৮টী ইন্‌সাইজার, ৪টী ক্যানাইন্, ৮টী বাইকাস্পিড ও ১২টী মোলার দন্ত। ইহাদের মধ্যে ৮টী ইন্‌সাইজার দন্ত দুই মাড়ির সম্মুখে থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটী লম্বা মূল এবং চ্যাপ্টা ধার থাকে। এই ধার থাকায় জন্তু আহার্য্য দ্রব্য কাটিয়া খাওয়া যায়।

মাড়ির ইন্‌সাইজার দন্তের পার্শ্বেই ৪টী ক্যানাইন্ দন্ত থাকে। ইহাদের শিকড় (Fang) লম্বা এবং একপাশে চ্যাপ্টা।

ক্যানাইন্ দন্তের পরেই ৮টী বাইকাস্পিড দন্ত থাকে। এই দন্তকে প্রিমোলার (Premolar) দন্তও বলে, ইহাদের শিকড়ের অগ্রভাগ দুইখণ্ডে বিভক্ত। ইহাদের পার্শ্বদিকে খাদ, উপরিভাগ চ্যাপ্টা ও দুই পাশে ২টী অর্দ্ধিকা দেখা যায়।

নিম্ন চোয়ালের মধ্যস্থিত ২টী ইন্‌সাইজার—৬ হইতে ৮ মাস।

সকলের পশ্চাতে ১২টী মোলার দন্ত থাকে। ইহাদের একটী বা দুইটী করিয়া শিকড় আছে। ইহাদের উপরিভাগ প্রশস্ত বলিয়া আহার্য্য দ্রব্য পিষিয়া ভক্ষণ করা যায়। জ্ঞান বা আক্কেল দন্তের একটী অসমান শিকড় থাকে।

দন্তের রাসায়নিক পদার্থ—

দন্তাস্থিতে	শতকরা	৩৩ ভাগ	জান্তব পদার্থ
ক্রুষ্টা পিট্রোসা বা সিমেণ্ট	"	৩০ ভাগ	" "
ডেণ্টাইন	"	২৮ ভাগ	" "
এনামেল	"	৩·৫ ভাগ	" "

দন্তে যে খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ক্যালসিক ফস্‌ফেট, ক্যালসিক কার্ব্বনেট, ক্যাল্‌সিক্ ফ্লুরোরাইড এবং ম্যাগ্‌নিসিক্ ফস্‌ফেট প্রধান।

দন্ত দেখিয়া কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীর এবং তাহার অভ্যাসাদি কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, মাংসাসী জন্তুদিগের মোলার দন্ত পেষণ-দন্তের ন্যায় না হইয়া তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট হয়। কীটভুক্ জন্তুদিগের মোলার দন্তের উপর তাহা গুটিবিশিষ্ট ও খুব সরু হয়।

ফলভুক্ জন্তুদিগের মোলার দন্তে গোলাকার গুটি থাকে এবং শাকভোজী জন্তুদিগের মোলার দন্তের উপরিভাগ প্রশস্ত ও অসমান হয়।

দন্তোৎগমফল।—বালক সদন্ত জন্মিলে পিতৃ ও মাতৃহন্তা হয়। জাত বালকের প্রথমমাসে দন্ত উঠিলে পিতার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়মাসে দন্তোৎগম হইলে মাতা ও তিনমাসে উঠিলে সহোদর বিনষ্ট হয়। চারিমাসে দন্তোৎগম শুভজনক। পাঁচমাসে দন্ত উঠিলে মিষ্টভোজী ও সুখী, ৬ মাসে উঠিলে পণ্ডিত, ৭ মাসে বলবান্, ৮ মাসে দরিদ্র, ৯ মাসে বীর ও দশম মাসে দন্তোৎগমে মৃত্যু হয়। একাদশ ও দ্বাদশ প্রভৃতি মাসে দন্তোৎগম শুভজনক। যদি পূর্ব্বোক্ত অশুভজনক মাসে দন্তোৎগম হয়, তাহার শান্তি করা আবশ্যক। শান্তি করিতে হইলে প্রথমে ৮টী পুত্তলিকা করিয়া সুগন্ধ গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিবে, পরে স্রোত বা সংক্রমে শুক্ল পুষ্প দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণপূজা ও হোমাদি করিতে হইবে।*

মস্তিষ্কক্রীড়াতে দন্তাঘাতের স্থান—ব্যবায় সময়ে স্তন, গণ্ড, ওষ্ঠ ও অধর এই সকল স্থানে দন্তাঘাত স্ত্রীগণের সুখজনক।

"স্তনয়োর্গণ্ডয়োশ্চৈব ওষ্ঠৈব তথাধরে।

দন্তাঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ॥" (কামশাস্ত্র)

গর্ভাবধি সপ্তমমাসে বালকের দন্তমূলের প্রাদুর্ভাব হয়। পঞ্চমাত্রা প্রভেদ।

দন্তক (ত্রি) দন্তে দন্তমার্জ্জনে প্রসিতঃ কন্। ১ দন্তমার্জ্জন-প্রসিত। দন্ত ইব কন্। ২ শৈলশৃঙ্গ। ৩ পর্ব্বত হইতে বহির্নির্গত পাষাণভেদ। স্বার্থে কন্। ৪ দন্ত।

দন্তকর্ষণ (পুং) দন্তান্ কর্ষতি কৃষ-ল্যু। জম্বীর।

দন্তকাষ্ঠ (ক্লী) দন্তধাবনার্থং কাষ্ঠং। দন্তধাবন কাঠ, দাঁতন।

দন্তকাষ্ঠের বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে,—বল্লী, লতা, গুল্ম ও তরুগণের প্রভেদ হেতু সহস্র সহস্র প্রকার দন্তকাষ্ঠ হইতে পারে; এই জন্য কোন্ কোন্ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ শুভজনক বা কোন্ কোন্ বৃক্ষ অশুভ, তাহার কথা বলা হইতেছে। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাষ্ঠের বা পত্রসমন্বিত, যুগ্মপর্ব্ব, পাটিত, ঊর্দ্ধশুষ্ক ও ত্বক্‌বিহীন দন্তকাষ্ঠসকল দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। বৈকঙ্কত, শ্রীফল ও কাশ্মরী বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ করিলে ব্রহ্মসম্বন্ধিনী দ্যুতিঃ লাভ হয়। ক্ষেমতরু-বৃক্ষে উত্তমা ভার্য্যা প্রাপ্তি, বটবৃক্ষজাত দন্তকাষ্ঠে বৃদ্ধি, অর্ক বৃক্ষে তেজোবৃদ্ধি, মধুকবৃক্ষে পুত্রলাভ এবং ককুভ বৃক্ষে সকলের প্রিয়ত্ব লাভ হয়। শিরীষ ও করঞ্জে দন্তকাষ্ঠ হইলে লক্ষ্মী, প্লক্ষে সম্যক্‌রূপে অভীপ্সিত অর্থসিদ্ধি, জাতিবৃক্ষে মহত্ত্ব-প্রাপ্তি, অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রাধান্যলাভ, বদরী ও বৃহতী বৃক্ষে আরোগ্য ও আয়ু, বিল্ব ও খদির বৃক্ষে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। অতিমুক্তকে চেষ্টিত দ্রব্যের লাভ ও কদম্ববৃক্ষে সকল প্রকার শুভ হয়। নিম্বে দন্তকাষ্ঠ করিলে অর্থপ্রাপ্তি, করবীরে অন্ন-লাভ, ভাণ্ডীর বৃক্ষে এই সকল লাভ ও অর্জ্জুনবৃক্ষে শত্রুনাশ হয়। শাল, অশ্বকর্ণ, ভদ্রদারু ও আটরূষক বৃক্ষে গৌরবপ্রকাশ এবং প্রিয়ঙ্গু, অপামার্গ, জম্বু ও দাড়িম্ব বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ করিলে সকল প্রকার সুখলাভ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরমুখে বসিয়া দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে হইবে। দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিয়া মুখধৌত করিয়া শুচিপ্রদেশে

* "জাতঃ সদন্তঃ পিতৃমাতৃহন্তা তাতং বিহন্যাৎ প্রথমে তু মাসে।
অম্বাং দ্বিতীয়ে সহজং তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে শুভদায়কঃ স্যাৎ।
মিষ্টান্নভোজী সুখবান্ সুখবান্ ষষ্ঠে সুধী পণ্ডিতবুদ্ধিঃ।
ততোহধিকঃ স্যাৎ বলবান্ ধনাঢ্যো মাসেহষ্টমে বিত্তহৈর্বিহীনঃ।
শূরপ্রতাপী নবমে মৃত্যুস্তু দশমে তথা।
একাদশে দ্বাদশে চ সুখী চ সুভগো ভবেৎ।
অষ্টৌ পুত্তলিকাং কৃত্বা সুগন্ধৈর্লেপয়েত্তথা।
স্রোতঃসু সংক্রমে তানি স্থাপয়েৎ শুক্লপুষ্পকৈঃ।
স্থানং সংক্রমণস্থানং দন্তোদ্গমনমঙ্গলঃ।
হোমং দ্বিজার্চ্চনং চৈবকর্ত্তব্যে দন্তদর্শনে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত দন্তকাষ্ঠ প্রশস্ত দিক্স্থিত অভিমুখে পতিত হইলে শুভকর এবং যদি উহা ঊর্দ্ধে সংস্থিত হয়, তাহা হইলে অধিক শুভজনক জানিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে অশুভকর জানিবে। (বৃহৎসং ৮৫ অ°)

প্রাতঃকালে শৌচাদি সমাধা করিয়া দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে। তিক্ত, কটু, কষায়, সুগন্ধি, কণ্টকযুক্ত ও ক্ষীরিকাষ্ঠ দন্তধাবনে প্রশস্ত।

"তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধিকণ্টকান্বিতং।

ক্ষীরিণোবৃক্ষগুল্মোত্থান্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিষিদ্ধকাষ্ঠ—গুবাক, তাল, হিন্তাল, তাড়ী, কেতকী, খর্জ্জুর ও নারিকেল, এই সকল বৃক্ষ তৃণরাজ নামে খ্যাত। এই সকল বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ করিবে না।

"গুবাকতালহিন্তালা স্তথা তাড়ী চ কেতকী।

খর্জ্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥

তৃণরাজশিবাপত্রৈ র্যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।

তাবদ্ভবতি চাণ্ডালী যাবৎ গাং নৈব পশ্যতি॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

বিহিতকাষ্ঠ, খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিন্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক ও উড়ুম্বর এই সকল বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠে প্রশস্ত।

দন্তকাষ্ঠের পরিমাণ—বৈশ্যদিগের দ্বাদশাঙ্গুল, শূদ্রদিগের ছয় অঙ্গুল এবং নারীদিগের পক্ষে চারি অঙ্গুল।

"দ্বাদশাঙ্গুলঞ্চ বৈশ্যানাং শূদ্রাণাস্তু ষড়ঙ্গুলং।

চতুরঙ্গুলমানেন নারীণাং বিধিরুচ্যতে॥" (মরীচি)

[দন্তধাবন দেখ।]

দন্তকাষ্ঠক (ক্লী) হ্রস্বং কাষ্ঠং কাষ্ঠকং দন্তধাবনযোগ্যং কাষ্ঠকং। আহুল্যবৃক্ষ। (রাজনি°)

দন্তকুর (পুং) দন্তাঃ কুরং অন্নমিব চর্ব্যন্তে যত্র। সংগ্রাম, যুদ্ধ।

দন্তক্রূর (পুং) দন্তাঃ ক্রূরাঃ যত্র। ১ দেশবিশেষ। ২ দন্তক্রূর দেশের রাজা। (ভারত দ্রোণ ৭০ অ°)

দন্তগ্রাহিন্ (ত্রি) দন্তং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণিনি। যে দাঁত ধরে, যে দন্ত নষ্ট করে।

দন্তঘর্ষ (পুং) দন্তস্য ঘর্ষঃ ৬তৎ। দন্ত সকলের পরস্পর ঘর্ষণভেদ, দাঁত কিড়মিড়ি।

"যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধতে ক্ষুধা।

জায়তে দন্তঘর্ষশ্চ স গতায়ুঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥" (মার্ক° পু°)

যাহার ভোজন করিলেও হৃদয় ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হয় এবং দন্তঘর্ষ হয় অর্থাৎ দাঁত কিড়িমিড়ি করে, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

দন্তঘাত (পুং) দন্তস্য ঘাতঃ দন্তেন বা। দন্ত দ্বারা আঘাত।

দন্তচাল (পুং) দন্তানাং চালশ্চলনমত্র। আতুরোপদ্রবভেদ, দাঁত নড়া, বৃদ্ধ হইলে আপনা হইতেই দাঁত সকল নড়িয়া যায়।

"নেত্রস্তম্ভং নিমেষঞ্চ তৃষ্ণাং কাসং প্রজাগরং।

লভন্তে দন্তচালঞ্চ তাংস্তানন্যানুপদ্রবান্॥" (সুশ্রুত)

দন্তচ্ছদ (পুং) দন্তাশ্ছাদ্যন্তেঽনেন ছদি-ণিচ্ ঘ, ততোহ্রস্বঃ (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘপ্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮)। ওষ্ঠ।

"দন্তচ্ছদৈর্দন্তাবঘাতচিহ্নৈ

স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ।" (ঋতুসংহার হেমন্তব° ১২)

দন্তচ্ছদোপমা (স্ত্রী) দন্তচ্ছদস্য ওষ্ঠস্য উপমা সাদৃশ্যং যত্র। বিম্বীলতা, তেলাকুচা, ইহার সহিত ওষ্ঠের উপমা দেওয়া কবি প্রসিদ্ধ, এইজন্য ইহার নাম দন্তচ্ছদোপমা।

দন্তজাত (ত্রি) জাতো দন্তোঽস্য, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। জাতদন্ত, যাহার দন্তোদ্গম হইয়াছে।

"দন্তজাতে ঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।" (মনু ৫।৫৮)

দন্তজাত শব্দে দন্তজননযোগ্য কালও বুঝায়। গর্ভোপনিষদে সপ্তমমাস দন্তজননযোগ্য কাল। যদি সপ্তমমাসে দন্তজনন না হয়, তাহা হইলে দন্তজনন যোগ্যকাল হেতু জাত দন্তের অশৌচের ন্যায় অশৌচাদি হইবে। "দন্তজননং তজ্জননযোগ্যকালশ্চোভয়মপি দন্তজাতশব্দেনোচ্যতে, গর্ভোপনিষদি সপ্তমমাসে দন্তজননকালস্যোক্তত্বাৎ, তত্র দৈবাৎ দন্তানুৎপত্তাবপি জাতদন্তকালত্বাৎ দন্তজনন ইব অশৌচনিমিত্ততা" (শুদ্ধিত°)

দন্তজাহ (ক্লী) দন্তানাং মূলং কর্ণাদিত্বাৎ জাহ। দন্তমূল।

দন্তদর্শন (ক্লী) দন্তানাং দর্শনং দৃশ-ণিচ্-ল্যুট্। যুদ্ধের প্রথমে যোদ্ধপুরুষ সকল প্রতিযোদ্ধার প্রতি নিজ দন্ত বাহির করিয়া দেখান, দাঁত দেখান, দাঁতখামুটি। যুদ্ধের প্রথমে দন্ত দর্শন, তাহার পরে শব্দ এবং পরে যুদ্ধ করিতে হয়।

"দন্তদর্শনমারাবস্ততোযুদ্ধং প্রবর্ত্ততে।" (ভারত বন ৭১ অ°)

দন্তধাবন (ক্লী) দন্তানাং ধাবনং। ১ দন্তমার্জ্জন। দন্তানাং ধাবনং যস্মাৎ। ২ দন্তকাষ্ঠ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলের দন্তধাবন করা আবশ্যক, দন্তধাবনে মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নাশ ও দন্ত পরিষ্কৃত হয় এবং দন্ত বহুদিন স্থায়ী হয়, ইত্যাদি কারণে দন্তধাবন প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দন্তধাবনের বিষয় আহ্নিকতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে,—মুখ পর্য্যুষিত হইলে দুর্গন্ধ হয়, এই জন্য যত্নসহকারে দন্তধাবন করিবে।

"মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ

তথাচ কর্ম্মপ্রবরেণ জগতো দন্তধাবনং ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রাতঃকৃত্যে যথাবিধি শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। দন্তধাবন করিতে হইলে দন্তকাষ্ঠ (দাতন) ব্যবহার করিয়া পরে জলে মুখ ও দন্তধাবন করিতে হইবে। দন্ত পরিষ্কার করিতে হইলে দন্তকাষ্ঠই একমাত্র প্রশস্ত। এই জন্য দন্তধাবনের জন্য দন্তকাষ্ঠ আহরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যেরূপ অথচ কটু কষায় বা তিক্তরসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা যাহাতে দন্ত মাংসের পীড়া না হয়, এইরূপে দন্তধাবন করিতে হইবে। করবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল, সকল প্রকার কণ্টক বৃক্ষ এবং ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষ, যাহা কটু, কষায় ও তিক্ত বা সুগন্ধি, তাহা হইতে দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবে। [দন্তকাষ্ঠ দেখ।] দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী হইয়া দন্তধাবন করিতে নাই। কেহ মোহপ্রযুক্ত দক্ষিণমুখী হইয়া দন্তধাবন করিলে আয়ুক্ষয় ও পশ্চিমমুখে রোগ হয় এবং এই উভয়দিকেই নরকভোগ হইয়া থাকে।

"দক্ষিণাভিমুখোভূত্বা পশ্চিমাভিমুখস্তথা।
ন দন্তধাবনং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চেৎ নারকী ভবেৎ ॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

পূর্ব্ব ও উত্তরমুখী হইয়া দন্তধাবন প্রশস্ত। দন্ত উর্দ্ধাধোভাবে ঘর্ষণ করিয়া মুখ জলপূর্ণ করিয়া ও চক্ষু জল দ্বারা ধৌত করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, প্রতিপদ, একাদশী এবং উপবাসে, শ্রাদ্ধবাসরে ও রবিবারে দন্তধাবন জন্য দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না, এই সকল নিষিদ্ধ দিনে এবং যদি দৈবাৎ এমন কোন স্থানে যাওয়া যায়, যে স্থলে দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ কঠিন, সেইস্থলে বস্ত্রদ্বারা দন্ত ও রসনা ঘর্ষণ করিয়া দ্বাদশ গণ্ডূষ জলে মুখ শুদ্ধি করিবে। অর্দ্দিত, কর্ণশূলগ্রস্ত, দন্তরোগী, নবজ্বরী, শোষরোগী, কাশরোগী এবং মূর্চ্ছা ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি, ইহারা দন্তধাবনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না।

"অর্দ্দিতো কর্ণশূলী চ দন্তরোগী নবজ্বরী।
শোষী কাশী চ মূর্চ্ছার্ত্তো দন্তকাষ্ঠং বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (রাজব°)

দন্তধাবনের ফল—প্রতিদিন দন্তধাবন করিলে মুখবিরসতা ... মল বিনষ্ট এবং মুখের রুচি হয়। দন্তঘর্ষণ কদাচ তর্জ্জনী ব্যবহার করিবে না, মধ্যমা, অনামিকা বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্তধাবন করিতে হইবে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে দন্তধাবন করেন, তাঁহার ... ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। যিনি স্নানকালে দন্তধাবন করেন তাঁহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন এবং ... আহুতি ... গ্রহণ করেন না। যিনি মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ সময়ে দন্তধাবন করেন, তাঁহার প্রতি দেবতা ও পিতৃগণ সকলেই রুষ্ট হন।

"সূর্য্যোদয়ে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
নিত্যক্রিয়াফলং তস্য সর্ব্বমেব বিনশ্যতি ॥
যঃ স্নানসময়ে কুর্য্যাৎ দৈবমিদং দন্তধাবনং।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি হুত দেবাঃ ন ...॥
দন্তস্য ধাবনং কুর্য্যাৎ যো মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ।
তস্য পুষ্পং ন গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ পিতরো জলং ॥"

(পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার)

দন্তধাবনে দন্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগবৎ স্থূল এবং বিপ্রের দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের নয়, বৈশ্যের আট ও শূদ্রাদির ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া আবশ্যক।

দন্তধাবনের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—মনুষ্যগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিবে। পরে শৌচকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে। ইহার পর দন্তধাবন করিবে। দন্তধাবনে দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল, গ্রন্থিবিহীন ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন বিধেয়। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ কোমল কূর্চ্চকাকার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা দন্তশোধন চূর্ণ দিয়া দন্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে, এই ভাবে এক একটী করিয়া দন্তঘর্ষণ করিবে।

মধুর, ত্রিকটু, সার্ষপতৈল, সৈন্ধবলবণ, তেজ ও বল্কলচূর্ণ দ্বারা প্রত্যহ দন্তশোধন করিবে। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌলকাষ্ঠ প্রশস্ত, কটুরসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ ও তিক্তরসযুক্ত কাষ্ঠ লইবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দন্তগতরোগ, জিহ্বাগতরোগ ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় না এবং রুচি, মুখের নির্ম্মলতা ও লঘুতা উৎপাদন হইয়া থাকে। আকন্দকাষ্ঠে দন্তধাবন করিলে বীর্য্যলাভ, বটদ্বারা শরীরের কান্তি, করঞ্জে জয়, পাকুড়ে অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি, খদিরকাষ্ঠে সুগন্ধি, বিল্ববৃক্ষে ধন, যজ্ঞডুমুরে বাক্‌সিদ্ধি, আম্রকাষ্ঠে নিরোগী, কদম্বকাষ্ঠে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, চম্পকবৃক্ষে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য ও পরমায়ুলাভ, অপামার্গবৃক্ষে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, দাড়িম, অর্জ্জুন ও কুটজ বৃক্ষদ্বারা দন্তধাবন করিলে সুন্দর আকৃতিসম্পন্ন হয়। জাতী, তগর ও মন্দারপুষ্পকাষ্ঠে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। গুবাক প্রভৃতি কাষ্ঠ দন্তকাষ্ঠে ব্যবহার করিবে না, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। গলরোগী, তালুরোগী, ওষ্ঠরোগী, জিহ্বা ও দন্তরোগী, মুখ ও মুখশোষরোগী দন্তধাবন করিবে না এবং যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও যাহার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়

নাই, তাহার পক্ষে; শ্বাস, কাস, বমি, হিক্কা ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে; মদরোগে, শিরোরোগে, পিপাসিত, শ্রান্ত ও মদ্যপানজনিত ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অর্দ্দিতরোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজ্বরে ও হৃদ্রোগে দন্তকাষ্ঠ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। দন্তধাবনের পর জিহ্বা নির্লেখন করিবে। পরে জল গণ্ডুষ দ্বারা মুখ ধুইয়া ফেলিবে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

দন্তধাবন (পুং) ধাবয়ত্যনেন ধাবি-ল্যুট্। ১ খদির বৃক্ষ। ২ গুচ্ছকরঞ্জ। ৩ বকুল। (শব্দচ°)

দন্তধাবনক (পুং) দন্তধাবন-স্বার্থে কন্। দন্তধাবন।

দন্তপত্র (ক্লী) দন্তাইব পত্রাণি অস্য। (Earing) কর্ণাভরণবিশেষ, কুণ্ডল।

"কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং মাতা তদীয়ং মুখমুন্নময্য। (কুমার৭।২২)

২ গজদন্তনির্ম্মিত পত্রাকার কর্ণভূষণভেদ।

দন্তপত্রক (ক্লী) কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল, কুঁদফুলের পাপড়ী দন্তের ন্যায়, এইজন্ত ইহার নাম দন্তপত্রক।

দন্তপবন (ক্লী) দন্তং পুনাতি অনেন পূ করণে ল্যুট্। ১ দন্তকাষ্ঠ। ভাবে ল্যুট্। ২ দন্তধাবন। [দন্তধাবন দেখ।]

দন্তপাত (পুং) দন্তস্য পাতঃ ৬তৎ। ১ দন্তের পতন। ২ অশ্বদিগের যে সময় আপনা হইতেই দন্তবিশেষ পড়িয়া যায়, এইরূপ বর্ষ। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

শ্বেতাভ ৬টী দন্তযুক্ত হইলে অশ্বকে শিশু জানিতে হইবে। ঐ সকল দন্ত কষায় বর্ণ হইলে অশ্বের দুই বৎসর বয়স জানিতে হইবে। মধ্যম ও অন্ত দন্ত পতিত বা সমুদিত হইলে অশ্বের তিন হইতে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম নির্দ্দেশ করা যায়। দন্ত মধ্যে যে দাগ পড়ে, তাহার নাম সন্দংশ, অথবা কষের দুই দিকে এক সঙ্গে যে দুইটী দন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সন্দংশ কহে। অশ্বের এই সন্দংশ যদি কাল, ঈষৎ পীত, শুক্ল, কাচ সদৃশ, মাক্ষিক সদৃশ ও শঙ্খ সদৃশ হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে উত্তরোত্তর তিন তিন বর্ষ অধিক বয়ঃক্রম হইয়া থাকে, অর্থাৎ সন্দংশ কাল বর্ণের হইলে অশ্বের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর হইবে, পীতবর্ণ হইলে ১১ বৎসর ও শুক্লবর্ণ হইলে ১৪ বৎসর ইত্যাদি। তাহার পর অশ্বের দন্ত মধ্যে ছিদ্র হইলে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, দন্তচালিত হইলে সপ্তবিংশতি বৎসর ও দন্ত পতিত হইলে ত্রিংশৎবর্ষ অশ্বের বয়ঃক্রম হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৬৬ অ°)

দন্তপালী (স্ত্রী) দন্তস্য পালী ৬তৎ। দন্তাগ্র।

"তাবোষ্ঠদন্তপালী জিহ্বানেত্রাণ্যপায়ুকরচরণৈঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ৬৮।৭)

তালু, ওষ্ঠ, অধর ও দন্তাগ্র প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইলে বহুতর সুখ, বণিতা, অর্থ এবং সন্ততি লাভ হয়।

দন্তপুপ্পুটক (পুং) দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তপুর (দন্তপুরী) বৌদ্ধগ্রন্থের মতে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের একটী নগর। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্তকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধাধিকারের পূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল বলা যায় না। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এই স্থানে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত ও তদুপরি মন্দির নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'দন্তপুর' বা 'দন্তপুরী' হয়।

দন্তপুরের বর্ত্তমান স্থাননির্ণয় লইয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত ভেদ দেখা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গনগরীতে প্রথমে বুদ্ধদন্ত স্থাপিত হয়। তথা হইতে পিপলির নিকট এক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দন্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজেন্দ্রলাল উক্ত স্থানের নামোল্লেখকালে একবারেই দন্তপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কাণ্ডর্সন সাহেব সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ দাঠাবংশের দোহাই দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন দন্তপুরী নগরীই এখনকার পুরীনগরী। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির যে বেদীবৎ স্থানের উপর নির্ম্মিত, তাহা কাণ্ডর্সনের মতে বৌদ্ধদিগের দহগোবের ন্যায় এবং উহার গঠনভঙ্গীও তদ্রূপ, সুতরাং জগন্নাথের মন্দিরই দন্তমন্দির ও পুরীই দন্তপুরী নগরী। কিন্তু দাঠাবংশ পাঠে জানা যায়—ক্ষেম নামে বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে দাহকালে একটী দন্ত সংগ্রহ করেন। তিনি এই দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ইহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। ব্রহ্মদত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করান, দহগোব নির্ম্মাণ করান নাই। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩১০ হইতে ৩৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে গুহশিব নামে এক রাজা হন। গুহশিব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদির পূজক ছিলেন। একদিন রাজধানী দন্তপুরে দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলীপুত্ররাজ পাণ্ডুরাজকে জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডুরাজ জনৈক অধীন নৃপতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত চৈত্ত নামক জনৈক সামন্ত নৃপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। চৈত্ত দন্তপুরে গিয়া দন্তধাত্বাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন, কিন্তু পাণ্ডুরাজের আদেশ অমান্য না করিয়া যুদ্ধে রাজা গুহশিবকে পরাস্ত ও বন্দী

করিয়া দন্তপুর হইতে দন্তটিও লইয়া পাটলীপুত্রে উপনীত হন।

যুবদন্ত পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলে রাজ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল। পাণ্ডুরাজ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণের সর্ব্বব্যাপৃতত্ব ও অসংখ্য অবতারত্বের কথা বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল হইল না, পাণ্ডুও বৌদ্ধ হইলেন। পাণ্ডু কলিঙ্গ-রাজ গুহশিবকে স্বরাজ্যে আটক করিয়া রাখিয়া দন্তের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহশিব দন্ত লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ক্ষীরধার নামে এক রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র একে একে রাজা হইয়া গুহশিবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। উজ্জয়নীর রাজপুত্র দন্তকুমার রাজা গুহশিবের কন্যা হেমমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহশিব বিপদ্ বুঝিয়া জামাতাকে বলেন, যে যদি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি দন্ত লইয়া সিংহলে যাইও। ঘটনা তাহাই ঘটিল। যুদ্ধে গুহশিবের মৃত্যু হয়, রাজপুত্র দন্তকুমার সস্ত্রীক দন্ত লইয়া সিংহল যাইবার উদ্দেশে তামলিপ্তি (তাম্রলিপ্তি) নগরে উপনীত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহল গমন করেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায় যে, দন্তপুর জগন্নাথপুরী নহে। ফাহিয়ান্ যখন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পুরীতে আসেন, তখন পুরীই একটী বৃহৎ বন্দর ছিল এবং দক্ষিণে যাইবার জন্য এই বন্দরেই পোতারোহণ করিতে হইত। দন্তকুমার তাহা না করিয়া সিংহলে যাইবার জন্য যখন তমোলুকে গিয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উহারই কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে দন্তপুর ছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল তাঁহার উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের অন্তর্গত জলেশ্বরের ৭ ক্রোশ দক্ষিণে দাঁতন নামক স্থানই এই প্রাচীন দন্তপুর। ইহা তমোলুক হইতে ২৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

এই দাঁতন সম্বন্ধে জগন্নাথের পাণ্ডারা বলেন, যে জগন্নাথ যখন দক্ষিণে আসিতেছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে দন্তধাবন করিয়া দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করেন। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে মন্দিরে একটী রৌপ্যের দাঁতন দেখাইয়া থাকেন।

পুরাবিদ্ কনিংহাম্ প্রণীত প্রাচীন ভূবিবরণের ৫১৭ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষপণ্ডিত প্লিনির ভারতীয় স্থানসমূহের স্থাননির্ণয় স্থলে বলিয়াছেন, যে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য কলিঙ্গন্ অন্তরীপ হইতে দন্তকূট নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কলিঙ্গন্ অন্তরীপ বর্ত্তমান কলিঙ্গাপত্তনের নিকট এবং দন্তকূট নগর প্লিনির মতে গঙ্গার মোহানা হইতে ৫৭৫ মাইল দূরে। বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী নগরের দূরত্ব গঙ্গামোহানা হইতে প্রায় ঐ পরিমাণ হইবে, সুতরাং কনিংহামের মতে রাজমহেন্দ্রীই প্লিনিকথিত দন্তকূট বা দন্তপুর নগর। তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন, যে বর্ত্তমান কলিঙ্গাপত্তন হইতে রাজমহেন্দ্রী বা প্রাচীন দন্তপুরের দূরতা ১৫ ক্রোশ মাত্র।

রাজমহেন্দ্রী যে দন্তপুর নহে, তাহা বিশ্বকোষের 'কলিঙ্গ' শব্দে দ্রষ্টব্য। দাঁতনই সম্ভবতঃ দন্তপুর।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দাঁতন নামে একটী পরগণা আছে, ইহার ভূপরিমাণ ৩৯.০০ বর্গ মাইল। ইহার রাজস্ব ১০৯০৬৲। ৩৪ খানি জমিদারী ও ৩৩৭ খানি গ্রাম এই পরগণার অন্তর্গত। এই পরগণার প্রধান গ্রাম দাঁতন, এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। প্রবাদ আছে, অভিরাম চৌধুরীর বহুপূর্ব্বে এখানকার মন্দিরের সেবসেবার জন্য সমস্ত পরগণার আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ময়ূরভঞ্জের তৈয়ারি রেশম ও কার্পাসমিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্র দাঁতনের প্রধান পণ্য। এখানে ভাল চাউল ও ইক্ষু আমদানী হয়।

দন্তপুষ্প (ক্লী) দন্ত ইব শুভ্রং পুষ্প যস্য। ১ কতকফল। ২ কুন্দ। (শব্দচ°)

দন্তপ্রক্ষালন (ক্লী) দন্তস্য প্রক্ষালনং। ১ দন্তধাবন। ২ দন্তকাষ্ঠ। [দন্তধাবন দেখ।]

দন্তফল (ক্লী) দন্তইব শুভং ফলং যস্য। ১ কতকফল। (পুং) ২ কপিত্থ।

দন্তফলা (স্ত্রী) দন্তফল-টাপ্। পিপ্পলী।

দন্তভঙ্গ (পুং) দন্তস্য ভঙ্গঃ। দাঁতভাঙ্গা।

দন্তভাগ (পুং) দন্তসহিতোভাগঃ। গজাগ্রভাগ, গজের মুখ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত যে অগ্রভাগ, তাহাকে দন্তভাগ কহে। হস্তীর মুখ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত।

দন্তময় (ত্রি) দন্তস্য বিকারঃ দন্তময়ট্। ১ দন্তনির্ম্মিত। ২ দন্তস্বরূপ।

"ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গানামস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজানতা কার্য্যা গোমূত্রেণোদকেন বা॥" (মনু ৫।১২১)

শঙ্খ, পশুশৃঙ্গ, পশুর অস্থি বা দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য এ সকল ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় গোমূত্র বা জলযুক্ত শ্বেতসর্ষপ চূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

দন্তমল (ক্লী) দন্তজাতং দন্তস্য বা মলং। দন্তলগ্নক্লেদ, পর্য্যায় পুষ্পিকা।

দন্তমাংস (ক্লী) দন্তসংলগ্নং মাংসং। দন্তসংলগ্ন মাংস।

দন্তমূল (ক্লী) দন্তস্য মূলং। ১ দন্তের মূল, দাঁতের গোড়া। ২ দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তমূলিকা (স্ত্রী) দন্তইব শুক্লং মূলং যস্যাঃ কপ্, টাপি অতইত্বং। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তমূলীয় (পুং) দন্তমূলে ভবঃ ছ। তবর্গাদি, এই বর্ণ দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার নাম দন্তমূলীয়।

দন্তরোগ (পুং) দন্তস্য রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগান্তর্গত দন্তমূল সম্বন্ধীয় রোগভেদ, দাঁতের পীড়া। ইহার বিষয় সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

দন্তরোগ—শীতাদ, দন্তপুপ্পুটক, দন্তবেষ্টক, শৌষীর, মহাশৌষীর, পরিদর, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ্য, অধিমাংস এবং ৫ প্রকার নাড়ী (নালীঘা) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দন্তমূলে হইয়া থাকে। দন্তমূল হইতে অকস্মাৎ দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লিন্ন শোণিত অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইলে এবং দন্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়া পরস্পর পাকাইয়া তুলিলে শীতাদ নামক রোগ বলা যায়। এই রোগ কফ ও শোণিত হইতে জন্মে।

দন্তপুপ্পুটক—দুই কি তিনটী দন্তমূলে অতিশয় বেদনা ও ফুলা জন্মিলে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে। ইহাও কফ ও রক্ত কর্তৃক জন্মে।

দন্তবেষ্টক—দন্তমূল হইতে পূয ও শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকিলে ও তদ্বারা দন্তচালিত হইলে অর্থাৎ নড়িলে দন্তবেষ্টক রোগ বলা যায়। ইহা দূষিত শোণিত কর্তৃক জন্মে।

শৌষীর—দন্তমূলে ফুলা, বেদনা, লালাস্রাব এবং কণ্ডু এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌষীর নামক রোগ বলা যায়।

মহাশৌষীর—দন্তমূল হইতে দন্ত সকল চালিত হইলে তালু, ওষ্ঠ ও দন্তমূল অবদীর্ণ হইলে (কাটিয়া গেলে) এবং দন্তমূলের মাংস পাকিয়া মুখে যন্ত্রণা হইলে মহাশৌষীর রোগ বলা যায়।

পরিদর—দন্ত মাংস সকল শীর্ণ হইলে, নিষ্ঠীবনকালে (থুতু ফেলিতে গেলে) ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ হইলে পরিদররোগ বলা যায়। এই রোগ পিত্তরক্ত ও কফকর্তৃক জন্মে।

উপকুশ—দন্তমূল জ্বালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে তদ্বারা দন্তসকল চালিত হইলে, ঈষৎ ঘর্ষণে তাহা হইতে শোণিত স্রাব হইলে, রক্তস্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে দুর্গন্ধ হইলে উপকুশরোগ বলা যায়। ইহা রক্তপিত্ত হইতে জন্মে।

দন্তবৈদর্ভ্য—দন্তমূল কোন প্রকারে ঘর্ষিত হইলে অতিশয় যাতনা বোধ হয়, ফুলিয়া উঠে, পাকে এবং দন্ত সকল চলিত হয়। এই বৈদর্ভ্য রোগ কোন প্রকার আঘাতজাত। বর্দ্ধন বায়ুকর্তৃক স্বাভাবিক দন্ত অপেক্ষা অধিক দন্ত জন্মে। সেই দন্তের উৎপত্তিকালে অতিশয় তীব্রবেদনা হয়, কিন্তু ঐ দন্ত জন্মিলে যাতনার শান্তি হয়।

অধিমাংসক—হনুর প্রান্তরের (গালের ভিতরের) শেষ ভাগের দন্তে অর্থাৎ যাহাকে কষের দাঁত কহে, তাহাতে অতিশয় ফুলা ও বেদনা জন্মিলে এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে অধিমাংসক রোগ বলে। ইহা কফকর্তৃক জন্মে।

দন্তমূলে পাঁচপ্রকার নাড়ী জন্মে যথা—দালন, কৃমিদন্তক, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা এবং হনুমোক্ষ।

দালন—যাহাতে দন্ত সকল বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় তীব্র যাতনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দালন রোগ কহে। এই রোগ বায়ুকর্তৃক জন্মে।

কৃমিদন্ত—দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রযুক্ত ও চলিত হইলে, তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে এবং অকারণে অর্থাৎ না টিপিলেও অতিশয় কট্ কট্ করিলে ও যাতনা হইলে তাহাকে কৃমিদন্ত কহে। এই কৃমিদন্ত রোগ বায়ু কর্তৃক জন্মে।

দন্তহর্ষ—দন্তে শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ সহ্য না হইলে দন্তহর্ষ রোগ বলা যায়। এই রোগও বায়ুকর্তৃক জন্মে।

ভঞ্জনক—মুখ ও দন্ত ভগ্ন হইলে এবং অতিশয় যাতনা হইলে ভঞ্জনক বলা যায়। ইহা কফ ও বাতকর্তৃক জন্মে।

দন্তশর্করা—মলসঞ্চিত হইয়া শর্করার ন্যায় কঠিন হইলে দন্তের গুণের হানি হয়। ইহাকে দন্তশর্করা কহে। এই দন্তশর্করার সহিত দন্তমূলের মাংস ভিন্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে কপালিকা কহে। এই রোগ হইলে দন্ত নষ্ট হয়। শোণিতমিশ্রিত পিত্তকর্তৃক দন্তদগ্ধ হইয়া শ্যাম অথবা নীলবর্ণ হইলে শ্যাবদন্তক কহা যায়। বায়ুকর্তৃক উপদ্রব জন্মিয়া হনুর সন্ধিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে হনুমোক্ষ কহে, এই রোগে অর্দ্দিত বায়ুর লক্ষণ দৃষ্ট হয়। (সুশ্রুত মুখরোগনি°)

দন্তরোগের চিকিৎসা—শীতাদ নামক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সর্ষপ, ত্রিফলা ও মুস্তা এই সকলের ক্বাথ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও মুস্তা ইহাদের এবং রসাঞ্জন, উৎপল, পদ্ম ও ত্রিফলার ক্বাথ সংযোগে নস্য প্রয়োগ করিবে। দন্তপুপ্পুটক রোগে অবস্থানুসারে রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে পঞ্চলবণ ক্ষৌদ্র সংযোগে প্রতিসারণ প্রয়োগ করিবে।

শিরোবিরেচন, নস্ত ও স্নিগ্ধ ভোজনও ইহাতে হিতকর। দন্তবেষ্টরোগে ব্রণ সকল গলিয়া লোধ্র, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদিগের চূর্ণ মধু, ঘৃত ও শর্করা সংযোগে বজ্রডুমুরের কাথ গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। শৌষীর রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ্র, মুতা, রসাঞ্জন ও মধু একত্র করিয়া লেপার্থে ব্যবহার করা যাইবে। বজ্রডুমুরের কাথ গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। পরিদর রোগে শীতাদরোগের ন্যায় প্রতীকার করিতে হইবে। দন্তোপকুশ রোগে বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন করিয়া কাকডুমুরে বা গোজিয়া পত্রে শোণিত বিস্রাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু সংযোগে প্রয়োগ করিয়া প্রতিসারিত করিবে। পিপ্পলী, সর্ষপ, শুণ্ঠী ও নিচুল ফল এই সকল জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিলে গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। জীবক সহ ঘৃত পাক করিয়া কবল ও নস্ত প্রয়োগ করাও হিতকর। দন্তবৈদর্ভ-রোগে শস্ত্রদ্বারা দন্তমূল সংশোধিত করিয়া ক্ষারপ্রয়োগপূর্ব্বক শীতল ক্রিয়া করিবে। অধিক দন্ত (জ্ঞানদন্ত) জন্মিলে তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করিবে এবং কৃমিদন্ত অধিকারের অপরাপর প্রতীকার করিবে। দন্তমূলে অধিমাংস রোগ জন্মিলে তাহা ছেদন করিয়া বচ, গজপিপ্পলী, পাঠা, সর্জ্জিকা (সোহাগা) ও যব-ক্ষার ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহ প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত পিপ্পলীর কাথ কবল করিবে। পটোল, ত্রিফলা ও নিম্ব ইহাদিগের কষায় দন্তমূলধাবনে প্রয়োগ এবং শিরোবিরেচন ও ধূমবিরেচনে প্রয়োগ হিতকর।

দন্তনালীর চিকিৎসা—যে দন্তমূলে নালী জন্মে, সেই দন্ত তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শস্ত্র দ্বারা মাংস ছেদন করিয়া ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা শোধন করিবে। নালীরোগে দন্ত উদ্ধৃত করা না হইলে হনু দেশস্থ অস্থি ভেদ করিয়া নালী জন্মে। অতএব নালীরোগে দন্ত বা ভগ্নাস্থি সমূলে উদ্ধৃত করিবে।

যে দন্তমূলের বন্ধন স্থির থাকে, তাহাতে দন্তশূল জন্মিলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা উৎপাটন করিলে অতিশয় রক্তস্রাব ও তজ্জন্য অন্ধতা বা অর্দ্দিতনামক বায়ুরোগ প্রভৃতি গুরুতর রোগ জন্মে। দন্ত নড়িলে জাতীপুষ্পের পাতা, মদন, স্বাদু, কণ্টক ও খদির ইহাদিগের কাথে দন্তমূল ধাবন করিবে। দন্তমূলে নালী জন্মিলে নালীপথ ছেদন করিবে ও জাতী, মদন, কটুক, স্বাদুকণ্টক, খদির, যষ্টিমধু, লোধ্র ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদিগের কষায়ে তৈল পাক করিয়া শোধনার্থ নালী স্থানে প্রয়োগ করিবে।

দন্তহর্ষরোগে স্নেহ (ঘৃত বা তৈল) বা ত্রৈবৃত ঘৃত, বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ কবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ দ্রব্যের ধূম বা নস্ত অথবা স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজনও হিতকর। মাংসরস, যবাগু, দুগ্ধ, সন্তানিকা, ঘৃত, শিরোবস্তি ও বাতঘ্ন অন্যান্য প্রতীকারও হিতকর। দন্তশর্করা রোগে দন্তমূল আহত না হয়, এইরূপে শস্ত্রপাত করিয়া শর্করা উদ্ধার করিবে। দন্তহর্ষরোগে যে সকল প্রতীকার করিতে হয়, সেই সকলও এইস্থানে প্রযোজ্য। কপালিকা রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রতীকারে হিতকর। কৃমিদন্তরোগে দন্ত চলিত না হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া (রসরক্তাদি) স্রাব করাইতে হইবে।

বাতঘ্ন অবপীড়ন ও স্নেহ গণ্ডূষ এবং ভদ্রদার্ব্যাদিগণস্থ দ্রব্য ও বর্ষাভূ এই দুইটী দ্রব্যের লেপ বিধান করিবে। চলিত দন্ত উদ্ধৃত করিয়া দন্তমূলের গহ্বর ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহার পর বিদারী, যষ্টিমধু, শৃঙ্গাটক ও কেশুর এই সকল সহযোগে দশগুণ দুগ্ধে তৈল পাক করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিবে। হনুমোক্ষরোগে অর্দ্দিতনামক বায়ু-রোগের ন্যায় প্রতীকার করিবে। অম্লফল ও শীতল জলে দন্তধাবন এবং অতিশয় কঠিন দ্রব্য ভোজন দন্তরোগীর হিতজনক নহে। যে সকল দন্তরোগ সাধ্য, তাহাদের বিষয় কথিত হইল। (সুশ্রুত মুখরোগচি°)

ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

নাগরমুথা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিম্বপত্র এই সকল গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে; ঐ বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। এই বটিকা মুখে রাখিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

তৈল বা ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ দুরালভা, খদিরকাষ্ঠ, বিট্-খদির, জামছাল, আম্রছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেকে এক এক ছটাক। কাথার্থ নীলঝিণ্টী সাড়ে বার সের। জল ১৷৪ সের, শেষ ।৬ সের। এই তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ নষ্ট হয়।

করালদন্ত—সংশ্রিত বায়ুকর্ত্তৃক দন্তসমূহ ক্রমে ক্রমে ভয়ানক বিকটাকৃতি হইলে তাহাকে করালদন্ত কহে। প্রায় সকল প্রকার দন্তরোগে লাক্ষাদিতৈল উপকারী। তৈল /৪ সের, কল্কার্থ লোধ্র, কট্ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্ম-কেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল প্রত্যেকে এক পল। কাথার্থ ঐ কল্ক দ্রব্য মিলিত /১৷০ সের, জল ১৷০ একমণ চব্বিশ সের, শেষ ।৬ সের। লাক্ষারস /৪ সের ও দুগ্ধ /৪ সের। এই তৈল পাক করিয়া

মুখে ধারণ করিলে দালন, দন্তহর্ষ, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, পূতিবক্ত্র, অরুচি ও মুখবৈরস্য নষ্ট হইয়া দন্ত সকল স্থির হয়। (ভাবপ্রকাশ)

দন্তলেখক (ত্রি) দন্তান্ লিখন্তি জীবিকার্থং লিখ-ণ্বুল্ নিত্য-সমাসঃ। দন্তলেখকরূপ জীবিকাযুক্ত, যাহারা দন্তলেখন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

দন্তলেখন (ক্লী) অস্ত্রবিশেষ, দন্তশর্করা রোগ হইলে এই অস্ত্রদ্বারা দন্তমূল ছেদন করিয়া দন্তশর্করা বাহির করিতে হইবে। এই অস্ত্র একদিকে ধারাল এবং চতুষ্কোণযুক্ত, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধাকৃতি। এই অস্ত্রে দন্তশর্করা শোধিত করিবে।

"একধারং চতুষ্কোণং প্রবৃদ্ধাকৃতি চৈকতঃ।

দন্তলেখনকং তেন শোধয়েদ্দন্তশর্করাং॥" (অত্রিসং)

দন্তবক্র (পুং) নৃপবিশেষ, ইনি পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে ও বৃদ্ধ-শর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি করূষ দেশাধিপতি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত এবং দন্তবক্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (হরিবং ৩৪ অং)

কৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান কালে ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগং) ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল নিহত হইলে দতিহা নামক গ্রামে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের গদায় নিহত হন। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

দন্তবৎ (ত্রি) দন্তাঃ বিদ্যন্তেঽস্য দন্ত-মতুপ্ ততো মস্য বঃ। দন্তবিশিষ্ট।

দন্তবল্ক (ক্লী) দন্তস্য বল্কমিব। দন্তাবরণ চর্ম্মাত্মক মাংসভেদ।

"দলন্তি দন্তবল্কানি যদা শর্করয়া সহ।" (সুশ্রুত)

দন্তশর্করা রোগ হইলে দন্তের আবরণ চর্ম্ম যে মাংস তাহা বিদলিত হইতে থাকে।

দন্তবর্ত্তি (স্ত্রী) দন্তনির্ম্মিতা বর্ত্তি। চক্রদত্তোক্ত বর্ত্তিকাভেদ।

"দন্তৈর্হস্তিবরাহোষ্ট্রগবাশ্বাজখরোদ্ভবৈঃ।

সশঙ্খমৌক্তিকাম্ভোধিফেনৈর্ম্মরিচপাদিকৈঃ॥

ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তি র্নিবর্ত্তয়েৎ।" (চক্রদত্ত)

[বর্ত্তিকা দেখ।]

দন্তবস্ত্র (ক্লী) দন্তানাং বস্ত্রং আচ্ছাদকত্বাৎ। ওষ্ঠ।

দন্তবাসস্ (পুং) দন্তস্য বাসঃ বস্ত্রমিব আবরকত্বাৎ। ওষ্ঠ, দন্তচ্ছদ।

"চিরোজ্ঝিতালক্তকপাটলেন তে তুলাং যদা রোহতি দন্তবাসসা।" (কুমার ৫।৩৪)

দন্তবিঘাত (পুং) দন্তস্য বিঘাতঃ। দন্তাঘাত, কামড়ান।

দন্তবিদ্রধি (পুং) দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তবীজ (পুং) দন্তা ইব বীজানি যস্য। দাড়িম। স্বার্থে কন্।

দন্তবীণা (স্ত্রী) দন্তে ঠেকাইয়া বাজাইবার উপযোগী বীণা।

দন্তবেদনা (স্ত্রী) দন্তস্য বেদনা ৬তৎ। দন্তব্যথা, দাঁতের বেদনা।

দন্তবেষ্ট (পুং) দন্তরোগ-ভেদ। স্বার্থে কন্। দন্তবেষ্টক। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তবৈদর্ভ (পুং) দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তব্যসন (ক্লী) দন্তস্য ব্যসনং। দন্তহানি, দন্তনাশ।

দন্তশঙ্কু (পুং) সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রভেদ, এই অস্ত্রের মুখ যবপত্র সদৃশ, এবং আহরণে প্রশস্ত।

"বড়িশো দন্তশঙ্কুশ্চানতাগ্রে তীক্ষ্ণকণ্টক প্রথম যবপত্রমুখে।" (সুশ্রুত)

দন্তশট (পুং) দন্তেষু শট ইব গ্লানিজনকত্বাৎ। দন্তশঠ।

দন্তশঠ (পুং) দন্তেষু শঠ ইব। ১ জম্বীর। ২ কপিত্থ। ৩ কর্ম্মরঙ্গ। ৪ নাগরঙ্গ। ৫ অম্ল, যাহা খাইলে দাঁত টকিয়া যায়, তাহাই দন্তশঠ।

দন্তশঠা (স্ত্রী) দন্তেষু শঠা। ১ চাঙ্গেরী। ২ ক্ষুদ্রাম্লিকা। (রাজনিং)

দন্তশর্করা (স্ত্রী) দন্তস্য শর্করেব। দন্তরোগ বিশেষ। কফ, বায়ু ও শোণিত কর্ত্তৃক দন্তগত মল, পাথুরি।

"শর্করেব স্থিরীভূতো মলো দন্তেষু যস্য বৈ।

সা দন্তানাং গুণঘ্নী তু বিজ্ঞেয়া দন্তশর্করা॥" (গরুড়পুং ১৯০ অং)

যাহার দন্তসমূহে মল শর্করার ন্যায় স্থিরীভূত থাকে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে। এই রোগ দন্তের সকল গুণ নাশ করে। ইহার ঔষধ গোরক্ষকর্কটী মূল পেষণ করিয়া জলের সহিত তিন দিন পান করিলে দন্তশর্করা নষ্ট হয়।

"গোরক্ষকর্কটীমূলং পিষ্টং বাম্ভোদকেন বা।

পীতং দিনত্রয়েণৈব নাশয়েৎ দন্তশর্করাং॥"

(গরুড়পুং ১৯০ অং) [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তশাণ (পুং) দন্তানাং শাণ ইব। চিক্কণতাজনকত্বাৎ। নিশ্চূর্ণ, চূর্ণভেদ, মিষি। ইহা ব্যবহার করিলে দন্ত পরিষ্কার হয়।

দন্তশিরা (স্ত্রী) দন্তানাং শিরা যত্র। মাড়ী, দাঁতের মাড়ী।

দন্তশুদ্ধি (স্ত্রী) দন্তস্য শুদ্ধিঃ ৬তৎ। দন্তের বিশুদ্ধিতা, দাঁতের শুদ্ধি।

দন্তশূল (পুং) দন্তস্য শূলইব, শূলবেদনবদ্বেদনাদায়কত্বাৎ। দন্তবেদনা, দাঁতের বেদনা, এই দন্তশূল শূলবেদনার ন্যায় কষ্টদায়ক। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তশোফ (পুং) দন্তস্য শোফইব। দন্তরোগবিশেষ, দন্তা-র্ব্বুদ, দাঁতের আব। পর্য্যায়—দন্তশূল, দন্তশোক, বিজ্জন। (রাজনিং)

দন্তসংঘর্ষ (পুং) দন্তস্য সংঘর্ষঃ। দাঁতের ঘর্ষণ, দাঁতে দাঁতে ঘষা। দন্তসংঘর্ষ করিতে নাই, করিলে অশুভ হয়।

"ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নং।"

(মার্ক° পু° ৩৪।৭২)

দন্তহর্ষ (পুং) দন্তানাং হর্ষো যস্মাৎ। দন্তরোগ বিশেষ। যাহার দন্ত শীত ও উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না, তাহার দন্তহর্ষ রোগ হইয়াছে, জানিতে হইবে। [দন্তরোগ দেখ।] দন্তগ্লানি, যাহার স্নান মাত্র হৃদয় অতিশয় পীড়িত এবং দন্তহর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু সন্নিকট জানিতে হইবে।

"যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড্যতে ভৃশং।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ তং গতায়ুষমাদিশেৎ ॥" (বায়ুপু°)

দন্তহর্ষক (পুং) দন্তান্ হর্ষয়তি হৃষ-ণিচ্-ণ্বুল্। জম্বীর।

দন্তহর্ষণ (পুং) দন্তান্ হর্ষয়তি হৃষ-ণিচ্-ল্যু। জম্বীর, জমীর নেবু।

দন্তাগ্র (ক্লী) দন্তস্য অগ্রং। দন্তের অগ্র।

দন্তাঘাত (পুং) দন্তান্ আহন্তি আ-হন-অণ্। ১ নিম্বুক। ২ দশনাঘাত, দন্তের আঘাত।

"দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং।"

(গণেশধ্যান)

দন্তাদ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দন্তখাদক ক্রিমিরোগ ভেদ, এই সকল কীট রক্ত হইতে জন্মে, ইহারা কেশ নখ ও দন্ত ভক্ষণ করে।

"কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাশ্চিক্কিশাস্তথা।" (সুশ্রুত)

দন্তাদন্তি (ত্রি) দন্তৈশ্চ দন্তৈশ্চ প্রহৃত্য প্রবৃত্তং যুদ্ধং ইচ্ সমাসান্তঃ পূর্ব্বাপেদীর্ঘঃ। পরস্পর দন্ত প্রহার দ্বারা প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

"কচাকচি যুদ্ধমাসীদ্ দন্তাদন্তি নখানখি।" (ভারত কর্ণ ৪৯অ°)

দন্তানা, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটী সামান্য সর্দ্দারের রাজ্য। এখানকার ঠাকুর (সর্দ্দার) সিন্ধিয়ার নিকট হইতে ১৮০৲ করিয়া ভাতা প্রাপ্ত হন।

দন্তান্তর (ক্লী) দন্তস্য অন্তরং। দন্তের মধ্য, দাঁতের মধ্য।

"ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতং।" (মনু ৫।১৪১)

শ্মশ্রুলোম মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা উচ্ছিষ্ট হয় না এবং দন্তমধ্যস্থিত অন্নাদি কণাও মুখকে উচ্ছিষ্ট করিতে পারে না।

দন্তায়ুধ (পুং) দন্ত এব আয়ুধং যস্য। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দন্তার্ব্বুদ (পুং ক্লী) দন্তস্য অর্ব্বুদমিব। দন্তরোগ ভেদ। পর্য্যায়—দন্তমূল, দন্তশোফ, ছিদ্রবৎ। (রাজনি°)

দন্তালিকা (স্ত্রী) দন্তান্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। বল্গা। লাগাম।

"দন্তালিকাধরণনিশ্চলপাণিযুগ্মং।" (বল্লভপাল)

দন্তালী (স্ত্রী) দন্তান্ অলতি অল-অণ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বল্গা, লাগাম।

দন্তাবল (পুং) অতিশয়িতৌ দন্তৌ যস্য দন্ত-বলচ্ (দন্ত শিখাৎ সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।১১৩) ততোদীর্ঘঃ। হস্তী।

দন্তিকা (স্ত্রী) দম-তন্ গৌরাৎ ঙীষ্, স্বার্থে কন্ ততো হ্রস্বঃ। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তিজ্ঞা (স্ত্রী) দন্তিকা পৃষো° সাধু। দন্তিকা। (শব্দর°)

দন্তিদন্ত (পুং) দন্তিনাং দন্তঃ ৬তৎ। হস্তিদন্ত।

দন্তিন্ (পুং) প্রশস্তৌ দন্তৌ স্তঃ অস্য দন্ত ইনি। হস্তী।

"মন্ত্রিপুত্রঃ স্থিতস্তত্রঃ স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ।" (দেবীভা° ২।৯।৪৯)

দন্তিনী (স্ত্রী) দন্তস্যাকারোঽস্ত্যস্যাঃ মূলে দন্ত-ইনি-ঙীপ্। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তিমদ (পুং) দন্তিনাং মদঃ। হস্তিমদ নামক গন্ধদ্রব্যভেদ।

দন্তিমূলিকা (স্ত্রী) দন্তি গজদন্তমূলমিব মূলমস্যাঃ কপ্ কাপি অত ইত্বং। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তী (স্ত্রী) দাম্যত্যনয়া দম-তন্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (হসি মৃগ্রিণ বেতি। উণ্ ৩।৮৬) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। (Croton polyandrum or Baliospermum montanum) ইহার মূল বরাহদন্তাকৃতি, এই দন্তী বৃক্ষ দ্বিবিধ লঘু ও বৃহৎ; যাহার পত্র উদুম্বর সদৃশ, তাহার নাম লঘুদন্তী এবং যাহার পত্র এরণ্ড সদৃশ তাহার নাম বৃহৎ দন্তী। পর্য্যায়—শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, উপচিত্রা, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশল্যা, চক্রদন্তী, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরণ্ডফলা, তরুণী, এরণ্ডপত্রিকা, অনুরেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী, উড়ুম্বরদলা, নিকুম্ভদলিকা, প্রত্যক্পর্ণী, উদুম্বরপর্ণী। (অমর রাজনি°)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, শূল, আম, ত্বক্‌দোষ, অর্শ, ব্রণ, অশ্মরী ও শল্যনাশক। (রাজবল্লভ) লঘু দন্তীর ফল মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, মল ও মূত্রনিঃসারক, এবং গরদোষ, শোথ ও কফনাশক। দন্তীদ্বয় সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিপ্রদীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য; গুদাঙ্কুর (বলি), অশ্মরী, শূল, অর্শ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্রিমিবিনাশক। (ভাবপ্র°) বর্ত্তমান য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দন্তীবীজের গুণ—অতি বিরেচক, কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে অতি উগ্র বিষাক্ত; কোন স্থানে জয়পালের পরিবর্ত্তে দন্তীবীজ ব্যবহৃত হয়। ইহার-রসে প্রায় ভতকটা দ্রব হইয়া থাকে।

দন্তীহরীতকী (স্ত্রী) গুল্মাধিকারের ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী— ক্বাথপোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, দন্তীমূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। এই কাথ জলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টা দিয়া পাক করিতে হইবে। আসন্ন পাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, তিলতৈল ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ২ তোলা ও একটী হরীতকী। ইহাতে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর° গুল্মাধি°)

দন্তুর (ত্রি) উন্নতা দন্তাঃ সন্ত্যস্য দন্ত-উরচ্। (দন্ত উন্নত উরচ্। পা ৫।২।১০৬) উন্নতদন্ত, দেঁতো, যাহার দাঁত উঁচু, শূকর মারিলে পরজন্মে দন্তুর হইয়া জন্ম হয়।

"শূকরে নিহতে চৈব দন্তুরো জায়তে নরঃ।" (শাতাতপ)

সামুদ্রিক মতে দন্তুর ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয়।

"কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী।
কদাচিৎ কুব্জিলো দুঃখী কদাচিচ্চঞ্চলা সতী॥" (সামুদ্রিক)

দন্তুরক (পুং) দেশভেদ। এইদেশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪।৬)

দন্তুরচ্ছদ (পুং) দন্তুর উন্নতানতচ্ছদো যস্য। বীজপুর, টাবানেবু।

দন্তেবার, মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৮° ৫৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ২৩´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে। দন্তাদি ও লঙ্কানি নদীর সঙ্গমস্থানে এবং বেলা দিলাজ নাম পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে দন্তেশ্বরী নাম্নী কালীর প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

দন্তোচ্ছিষ্ট (ক্লী) দন্তেন উচ্ছিষ্টং। দন্তদ্বারা উচ্ছিষ্ট।

দন্তোৎপাটন (ক্লী) দন্তস্য উৎপাটনং। দন্তের উৎপাটন, দাঁতভোলা।

দন্তোদ্ভেদ (পুং) দন্তস্য উদ্ভেদঃ। দন্তোদ্গম, দাঁত বাহির হওন।

দন্তোলূখলিক (পুং) দন্তইব উলূখলঃ সোঽস্ত্যস্তি ইতি ঠন্। (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) বাণপ্রস্থবিশেষ। এক প্রকার সন্ন্যাসী, যাহারা দন্তদ্বারা ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে অর্থাৎ দন্তদ্বারা ধান্যাদির তণ্ডুল বাহির করিয়া খায়।

"অগ্নিপক্বাশনো বা স্যাৎ কালপক্বভুগেব বা।
অশ্মকুট্টো ভবেদাপি দন্তোলূখলিকোঽপি বা॥" (মনু ৬।১৭)

ইহারা অগ্নিপক্ব ভিন্ন অন্ন ভক্ষণ করিবেন, বা কালপক্ব ফলাদি ভোজন করিবেন, কিম্বা পাষাণদ্বারা চূর্ণ করিয়া লইবেন অথবা আপনারা দন্তকেই উদূখলমুষলের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন।

দন্তোষ্ঠ (ক্লী) দন্তাশ্চ ওষ্ঠৌশ্চ তেষাং সমাহারঃ। দন্ত ও ওষ্ঠের সমাহার। সমাস বিষয়ে ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকিলে দন্ত শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়, এইজন্য দন্তোষ্ঠ ও দন্তৌষ্ঠ এই রূপ পদদ্বয় হইবে।

দন্তোষ্ঠ্য (পুং) দন্তোষ্ঠে ভবঃ শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। দন্ত ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণীয় বর্ণ, দন্ত্যবকার। "বকারস্ত দন্তোষ্ঠ্যঃ" "দন্তোষ্ঠ্যো বঃ স্মৃতোবুধৈঃ" (শিক্ষা)

দন্ত্য (ত্রি) দন্তেষু ভবঃ দন্ত-যৎ (শরীরাবয়বত্বাচ্চ। পা ৪।৩।৫৫) দন্তোদ্ভব। দন্তমূলদ্বয় হইতে জাত তবর্গাদি।

"স্যুর্মূর্দ্ধণ্যা ঋটুরসা দন্ত্যা ৯তুলসাঃ স্মৃতাঃ॥" (শিক্ষা ১৭)

দন্তেভ্যো হিতঃ যৎ। ২ দন্তের হিতজনক।

"দন্ত্যোঽগ্নিমেধা জননোঽশ্মমূত্র
স্তম্ভোঽপ কেশ্যোঽনিলহা গুরুশ্চ॥" (সুশ্রুত ১।৪৬)

দন্ত্যবর্ণ (পুং) দন্তোদ্ভব বর্ণ, দন্তদ্বারা উচ্চারিত বর্ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, স, ব, ৯কার।

দন্দশূক (পুং) গর্হিতং দশতি দন্‌শ যঙ্-উকঃ (যজ জপ-দশাং যঙঃ। পা ৩।২।১৬৬) ১ সর্প। ২ রাক্ষস। "চক্ষুঃশ্রবা দন্দশূকোগূঢ়পাৎ পন্নগোরগাঃ।" (বৈদ্যকর°) (ত্রি) ৩ হিংস্র।

দন্দ্রম্যমাণ (ত্রি) দ্রম-যঙ্ শানচ্। কুটিল গতিযুক্ত।

দপট (দেশজ) দর্প, অহঙ্কার, আস্ফালন।

দপ্‌দপ্ (দেশজ) অগ্নিপ্রজ্বলনধ্বনি, আগুণ জলিবার সময় 'দপ্ দপ্' এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

দফলা, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ ও লক্ষ্মীপুর জেলার একটী অসভ্য জাতি। ইহারা সাধারণতঃ লক্ষ্মীপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতসমূহে বাস করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দরঙ্গের অন্তর্গত আমতোলা নামক স্থানের অধিবাসী দফলাগণ পার্ব্বত্য দফলাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট উহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথমে পুলিশ প্রহরী প্রেরণ করিয়া দফলাদের বাসস্থান আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিলে ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে সশস্ত্র একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। ইহারা বিনা বাধায় দফলাবন্দীদিগকে উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

দফলাপুর, সাতারার পলিটিকেল এজেন্সীর অধীন একটী জায়গীর। অক্ষা° ১৭° ০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা প্রকৃতপক্ষে জতিরাজ্যের একটী অংশ। দফলাপুর গ্রামের এক পাটেল বা গ্রাম্যদলপতি এই জাঠ জায়গীরের স্থাপয়িতা।

এই গ্রামের নামানুসারে তাঁহার আর এক নাম দফলা হইয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বর্ত্তমান জাঠপতির পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত এক সন্ধি করেন, এই সন্ধি অনুসারে এই জাঠপতিগণই তাঁহাদের রাজ্যে স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮১২ খৃঃ অব্দে জাঠপতির ঋণশোধকরণার্থ সাতারারাজ এই জাঠরাজ্যকে তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন এবং ঋণশোধ হইয়া গেলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই জাঠ জায়গীরের আর্থিক বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ইংরাজেরা অনেকবার ইহার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং নানারূপ অত্যাচার হওয়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জাঠরাজ্যাধিপতির পক্ষে তাঁহারা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। লক্ষীবাই দফলা নাম্নী এক বিধবা এখন দফলাপুরের শাসনকর্ত্রী।

দফলাপুর রাজ্যে ৩টী পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম আছে। পরিমাণফল প্রায় ৯৪ বর্গমাইল।

রাজস্ব প্রায় ৯০১০৲ টাকা। বাজ্‌রা, জোয়ার, তুলা, গম ইত্যাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে তিনটী বিদ্যালয় আছে।

দফা (আরবী) হিসাবাদির পৃথক্ পৃথক্ বিষয়।

দফাদফা (আরবী) পুনঃ পুনঃ, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে।

দফাদার (পারসী) কর্ম্মচারী।

দফাসারা (দেশজ) দফারফা করা, ধ্বংস করা, মারিয়া ফেলা।

দফে (আরবী) পুনশ্চ, পুনরায়।

দফ্‌তর (পারসী) পুস্তক হিসাব, হিসাবাদির তাড়া বা পুলিন্দা।

দফ্‌তর্‌খানা (পারসী) আফিস ঘর, যে স্থানে হিসাবের কাগজপত্র রাখা হয়।

দফ্‌তরী (পারসী) যে ব্যক্তি পুস্তকাদি বান্ধে ও যাহারা আফিসে লিখন সামগ্রী যোগায়।

দভোই (দর্ভবতী) বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গাইকোবাড় রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২০° ১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৭৮´ পূঃ মধ্যে। বরদারাজ্যের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৫৩৯। এখানে কাষ্টম হাউস, পথিকদিকের ডাক বাঙ্গালা, রেলওয়েষ্টেশন, ঔষধালয়, জেলখানা, অনেকগুলি স্কুল এবং তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার কল আছে। মিয়াগ্রাম, বরদা ও চন্দোড়ের সহিত ইহা রেলওয়ে দ্বারা সম্বদ্ধ। ইহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দর্ভবতী নগরী।

দভ্য (ত্রি) দন্তে অহ্ ততো যৎ। হন্তব্য, হননীয়। "নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস" (ঋক্ ১০।১০৮।৪)

'তং ইন্দ্রং দভ্যং দম্ভকাং' (সায়ণ)

দভ্র (ত্রি) দভ্নোতীতি দন্ভ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ অল্প। (নিঘণ্টু) বহন্, ক্রুধ, নিত্বদ, বায়ুক, প্রতিষ্ঠা, কৃধু, বভ্রক, দভ্র, অভ্রক, ক্ষুল্লক, অল্প. ইহার এই একাদশটী নাম। "অসিদভ্রস্ত চিদ্বৃধঃ" (ঋক্ ১।৮১।২) ২ অল্পযুক্ত। (পুং) ৩ সমুদ্র। (স্ত্রী) ৪ উত্তরদিক্।

দম (পুং) দম ভাবে ঘঞ্। ১ দণ্ড, দমন। "জিহ্বাচ্ছেদং প্রদাপয়েৎ দমং। তাবৎসমং দাপয়েৎ দমং।" (মনু ৮।১৯২) লোকদিগকে দমনহেতু দণ্ডের নাম দম। [দণ্ড দেখ।] পর্য্যায় দান্তি, দমথ, দমন। ২ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ।

"কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণম্।
স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

(পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার)

কুৎসিত কর্ম্ম হইতে চিত্তের প্রত্যাবর্ত্তনের নাম দম অর্থাৎ যাহাতে কুৎসিত কার্য্যে আর চিত্তের প্রবৃত্তি না হয় বা চিত্ত কোন কুকার্য্যে ধাবিত হইতেছে যে শক্তি বলে সেই খারাপ কার্য্য হইতে চিত্তকে প্রত্যাবর্ত্তিত অর্থাৎ ফিরাইয়া আনে তাহাকে দম বলে।

৩ কর্দ্দম। ৪ গৃহ। (নিঘণ্টু) "অগ্নে যক্ষি স্বং দমং" (ঋক্ ১।৭৫।৫) ৫ মহর্ষিবিশেষ। (ভারত ১৩।২৬।৫) ৬ মরুত্তরাজের পুত্র। (ভাগ° ৯।২।২৯) ৭ মরুত্তের পৌত্র, ইনি দুষ্টদিগকে অশেষ প্রকারে দমন করিতেন এবং অতিশয় বলবান্ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সকল প্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। ইনি বভ্রুতনয়া ইন্দ্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দম-জননী জঠরে নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন, ঐ রূপে জঠরে থাকায় জননীকে যে দম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং ইনি নিজেও দমশীল হইবেন, ইহার পুরোহিত তাহা জানিতে পারিয়া ইহার নাম দম রাখিয়াছিলেন। মহারাজ দম বৃষপর্ব্বার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা এবং দৈত্যরাজ দুন্দুভির নিকট নানাবিধ অস্ত্রাদিও শিক্ষা করেন এবং বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৩৩—১৩৪ অ°) ৮ ভীম রাজার এক পুত্র, দময়ন্তীর এক ভাই। (ভারত ৩।৫৩।৯) ১০ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫)

১১ বুদ্ধের এক নাম। (ললিতবি°)

দমক (ত্রি) দময়তীতি দম-নিচ্-ণ্বুল্। দমনকর্ত্তা, শাসনকারী। "হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।" (মনু ৩।১৬২)

দমকল, অগ্নি দাহ হইতে গৃহাদি রক্ষা করিবার জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্রবিশেষ। দমকল দুই প্রকার, ১ম হস্ত দ্বারা চালাইবার উপযোগী ও ২য় বাষ্পীয় যন্ত্র সংযুক্ত। নগরাদিতে

গৃহ দাহ নিবারণের জন্য বহুকাল হইতে নানাবিধ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও গ্রীস ও রোমে এসম্বন্ধে কয়েক প্রকার যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত ছিল।

ইতিহাস।—জুভনেল ও প্লিনি হামা (Hama) নামে এক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে ইহাকে এক প্রকার জলকুপী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু হোলটেন বলেন, যে ইহা জলকুপী নহে, ইহা এক প্রকার বৃহৎ হুক বা বক্রমুখ লৌহ একটী দীর্ঘ দণ্ডাগ্রে বদ্ধ থাকিত। বোধ হয়, ইহা দ্বারা অগ্নিবিশিষ্ট দ্রব্যাদি টানিয়া আনিয়া নিবাইবার চেষ্টা করা হইত।

প্লিনি (Pliny the Younger) নল বা সাইফনের সাহায্যে অগ্নি নিবাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাকে কল বলা যাইতে পারে, তাহা খৃষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হয়। সিবিয়াস (Ctsibius) নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক যন্ত্রতত্ত্ববিৎ টলেমি ফিলাডেলফাসের রাজত্বকালে মিশরে থাকিতেন, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় অবস্থিতি কালে তাঁহার হিরো (Hero) নামে এক ছাত্র ছিল। এই ব্যক্তি নিজ স্পিরিটেলিয়া (Spiritalia) নামক গ্রন্থে এক প্রকার কলের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এক প্রকার জলোত্তোলন যন্ত্র (Forcing pump) ও দুইটী বৃহৎ নল (Cylinder) ছিল। এই যন্ত্রের উন্নতি হইয়াই এখনকার হস্তচালিত দমকলের উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিল স্বীয় জগতের উন্নতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হিরোর এই যন্ত্রে বর্ত্তমান হস্তচালিত দমকলের সমস্ত মূল সূত্রগুলি ছিল, কেবল দিন দিন জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলিরই উন্নতি করা হইয়াছে।

সম্রাট্ ট্রজনের (Emperor Trojon) অট্টালিকাকার আপোলোডোরাস্ (Apollodorus) এক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই যন্ত্রে চর্ম্মকুপীতে জল ও চর্ম্মকুপীর সহিত নল সংযুক্ত থাকিত। চর্ম্মকুপীতে চাপ দিলে নলমুখ দিয়া অগ্নি স্থানে জলনিক্ষিপ্ত হইত।

১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর অগস্বর্গনগরে অগ্নিনির্ব্বাপনের জন্য পিচ্‌কারীর ন্যায় এক প্রকার কল ছিল, ইহাকে Instrument of fire বা Water-syringe বলিত।

ক্যাস্পার সট (Caspar Schott) এক প্রকার অগ্নিনির্ব্বাপনযন্ত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ন্যুরেনবর্গে ব্যবহৃত হইত। ইহাও প্রায় হিরোর উল্লিখিত কলের ন্যায়। ইহা দুইটী ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইত, ইহার সহিত একটী বৃহৎ জলাধার থাকিত। এই কল চালাইতে ২৮ জন লোকের প্রয়োজন হইত। ইহা হইতে ১ ইঞ্চি মোটা জলধারা ৮০ ফিট উর্দ্ধে গিয়া পড়িত। ১৭শ শতাব্দীর আরও শেষভাগে এই কলে বায়ুকক্ষ (Air-chamber) ও ক্যাম্বিসের মোটা নল (Hose) ব্যবহৃত হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল দ্রব্য-সংযুক্ত কল ব্যবহৃত হইত। পেরলট (Perrault) তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডার হাইড (Vander Hide) সকসন-পাইপ (Sauction Pipe) আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হস্তচালিত দমকলের ব্যবহার ছিল। [অগ্নিস্তম্ভন দেখ।] এগুলি পিত্তলে নির্ম্মিত হইত। দুইটী জলের বৃহৎ পাত্রের মধ্যে দুইটী ভার লম্বিত থাকিত। দুই জন লোকে এই ভার জলের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিলে জলপাত্রদ্বয়ে পার্শ্বদেশস্থ ছিদ্র দিয়া জল বাহির হইয়া উভয় পাত্রের জল একটী উর্দ্ধ মুখ নল দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। লম্বিত ভার দুইটী একবার চাপিয়া দিয়া আবার টানিয়া তুলিয়া আবার চাপিয়া দিতে হইত। প্রতি চাপের সময় নল দিয়া থাকিয়া থাকিয়া ভক্ ভক্ করিয়া কতকটা জল বাহির হইত মাত্র। তৎপরে বায়ুকক্ষ ও ক্যাম্বিসের মোটানল ব্যবহৃত হইয়া ইহার উক্ত অভাব দূর হইয়াছে। এখন জলের উপর বদ্ধ ঘনীভূত বায়ুর চাপে ও জলোত্তোলন যন্ত্রের ক্রিয়ায় জলের বেগ বরাবর সমান থাকে, ভার যন্ত্রের উন্নতি অবনতিতে জলাধার লোপ হয় না বা হ্রস্ববেগ হয় না।

তৎপরে ইহার উপর বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নলে যাহাতে কর্দ্দম বা ঢেলা পাট্‌কেল যাইতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান হইয়াছে। জলাধারের জল ফুরাইয়া গেলে এখন পুষ্করিণী বা নদীতে নল ফেলিয়া জল তুলিবার কৌশলও হইয়াছে। এখনকার ছোট কলগুলি একটী ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, দুই চারিজন লোকেও ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। বড় গুলিতে দুইটী বা চারিটী ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। এখন ক্যাম্বিসের বা চামড়ার নল ব্যবহৃত হয়; আমেরিকায় তুলা জমাইয়া এক প্রকার নল প্রস্তুত করে। এখন বৃহৎ কল গুলিতে বাষ্পীয় যন্ত্র যোগ করিয়া প্রথমাবস্থার ২৮ জন মানুষের পরিশ্রম কমাইয়া দিয়াছে।

লণ্ডনের দমকলের আফিসের কলগুলিতে প্রতি মিনিটে ৯০ গ্যালন জল ছড়াইতে পারে। একজন কলপরিচালক, একজন অগ্নিরক্ষক ও অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ ইহার এক একটী

কলের ওজন ৪০।৫০ মণের অধিক হইবে না। দুইটী ঘোড়ার কাজেই ইহাকে টানিয়া ১ ঘণ্টায় তিন ক্রোশ দূরে লইয়া যাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে এই কলের দুইটী একত্র জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রতি মিনিটে ১৮০ গ্যালন জল দিতে পারা যায়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনের আর্গাইল্ রুম্স্ নামক বাটীতে অগ্নি লাগে, তখনই সর্ব্বপ্রথম এই কল বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে চালান হয়। টেম্সের উপর কতকগুলি ভাসমান দমকল প্রস্তুত করা হয়, তাহাও বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত হইত। এই কল গুলিতে প্রতি মিনিটে ১৪ শত গ্যালন জল দিতে পারিত। যখন পার্লামেণ্টের বাড়ীতে আগুন লাগে, তখন ইহা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী ভাসমান দমকল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনসেতুর নিকটস্থ কারখানায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যে আগুন লাগে, তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা এই সকল কলের কোনটী দ্বারাই হয় নাই। অধিকাংশ ভস্মাবশেষ হইলে তবে সে আগুনকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিয়াছিল।

সামান্য সামান্য অগ্নিকাণ্ডে হস্তচালিত কল গুলিতে বিশেষ উপকার হয়, কারণ বাষ্প সংগ্রহে বৃহৎ কলে যে বিলম্ব হয়, তাহাতেই হয়ত ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ডে সে স্থানের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে। হস্তচালিত কলগুলি ইচ্ছা মাত্র কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে যেখানে ছোট কলের ক্ষমতায় কুলায় না, সেখানে বড় কল প্রয়োজন, তবে যতক্ষণ বড় কল কার্য্যারম্ভ করিতে না পারে, ততক্ষণ ছোট কল লইয়া চতুষ্পার্শ্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত।

দমকল সম্বন্ধে একটী সন্দেহ এখনও আছে। অতি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলে করিয়া জল দিতে গেলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় কি বৃদ্ধি পায়? কলে যতই জল পড়ুক না কেন অগ্নির তুলনায় তাহার পরিমাণ অল্প। দেখা যায় যে অগ্নি জ্বলিবার সময় অঙ্গার-জল মধ্যগত অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারায় বাষ্প (Carbonic Oxide Gas) উৎপাদন করে। এই বাষ্প ও জল হইতে অম্লজান বিযুক্ত উদজান রাশি ও অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ, সুতরাং অগ্নিতে অল্প পরিমাণে জল দিলে তদুৎপন্ন এই দুই দ্রব্য জ্বলিয়া অগ্নি আরও বাড়াইয়া তুলে। জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে অগ্নির উত্তাপ যতটুকু নষ্ট হয়, উক্ত দুই বাষ্প জ্বলিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপ সঞ্চিত করে। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ আলোচনা বা মীমাংসা হয় নাই।

দমকল চালাইবার জন্ত এক দল শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ইহাদের মাথায় দৃঢ় শিরস্ত্রাণ ও ধাতুনির্ম্মিত স্কন্ধত্রাণ থাকে। এই উভয় থাকিবার জন্ত জ্বলন্ত গৃহের ভগ্নাংশ বা কড়ি, বরগা পড়িয়া কিছু হানি করিতে পারে না। ইহাদের সাহসও যথেষ্ট, জলপতনের নল লইয়া ইহারা যেরূপ সাহসের সহিত অগ্নিক্ষেত্রে বিচরণ করে, প্রজ্বলিত গৃহ হইতে লোকের জীবন ও ধন রক্ষা করে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্রই লণ্ডনের নিয়মে দমকলের লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। লণ্ডনের দমকল আফিসে যে কেহ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেয়, সেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়, এজন্ত লণ্ডনে অতি অল্পেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দমকল আপিসে পৌঁছায়। ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরাই প্রায় এরূপ সংবাদ দিয়া থাকে।

এখন প্রায় সকল প্রধান সহরেই অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য রাখিবার জন্ত গির্জ্জার চূড়ার ন্যায় উচ্চ কাষ্ঠময় গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই গৃহে দিবারাত্র এক একজন প্রহরী থাকে, সে কেবল সহরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখে। যদি কোথাও অগ্নি দেখিতে পায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ নিম্নে আসিয়া দমকল আফিসে জানায়।

কনস্তান্তিনোপলে স্বর্ণ অন্তরীপের উত্তর পার্শ্বে দুইটী উক্ত প্রকার অগ্নিদর্শনগৃহ আছে। সেখানে প্রহরী আছে। সেই প্রহরী কোথাও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া সঙ্কেত করিলেই প্রহরীরা সমস্ত নগরময় "অমুক স্থানে আগুন লাগিয়াছে" বলিয়া চিৎকার করিয়া মাটিতে বেত্রাঘাত করিতে থাকে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত নগরে এই সংবাদ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এমন কি যদি বস্ফরসের অপর পারেও অগ্নি লাগিয়া থাকে, তবু সহরের লোককে ঐ রূপ সংবাদ দিয়া আকুলিত করা হয়। প্রহরীরা নগরবাসীদিগকে বাধ্য করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপনে নিযুক্ত করে। ইহারা অগ্নিসংশ্লিষ্ট গৃহাদি সমভূমি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করে। আগুন যদি এক ঘণ্টার অধিক কাল থাকে, তবে স্বয়ং সুলতানকে অগ্নি স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে উৎসাহিত করিতে হয়। নগরবাসীরা এই প্রথায় সুলতানকে দেখিতে পায় বলিয়া সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইত এবং সুলতান উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট আপনাদের অত্যাচার, অবিচার বা দুঃখ কষ্টের কথা জানাইত। বর্ত্তমানকালে আর সুলতান আসেন না, তত্তৎ স্থানের পাশা উপস্থিত হন।

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানে দমকল নাই। কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠস্থ কয়েক স্থানে আছে মাত্র। অন্য স্থানে অগ্নি

লাগিলে অধিবাসীরা অগ্নিসংশ্লিষ্ট গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা পায়।

দমঘোষ (পুং) চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। ইনি চেদিদেশের অধিপতি শিশুপালের পিতা এবং ইহার অপর নাম শ্রুতশ্রবা।

দমঘোষসুত (পুং) দমঘোষস্য সুতঃ। দমঘোষের পুত্র, শিশুপাল।

দমথ (পুং) দম উপশমে দম-অথচ্ (বাহুলকাৎ দৃশমিদমি-ভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১১৪) দম, দণ্ড।

দমথু (পুং) দম ভাবে অথু। দম, দমন।

দমন (পুং) দাম্যতীতি দম-ল্যু। ১ দণ্ড। ২ ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যবৃত্তি নিরোধ। ৩ পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ, দোনা, দমনক বৃক্ষ। ৪ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ। ৫ ঋষিবিশেষ। (ভারত ৩।৫২।৬) ৬ দমরাজার এক পুত্র, মহারাজ দম দমন ঋষির আরাধনা করিয়া পুত্র সকল লাভ করেন, এই জন্য পুত্রের নাম দমন রাখিয়াছিলেন। (ভারত ৩।৫৩।৯) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৪) ৮ মহাদেব। (১৩।১৭।১৩৬)

দমনক (পুং) দমন এব স্বার্থে কন্। বৃক্ষবিশেষ, দোনা। পর্য্যায় দমন, দান্ত, গন্ধোৎকটা, মুনি, জটিলা, দন্তী, পাণ্ডুরাগ, ব্রহ্মজটা, পুণ্ডরীক, তাপসপত্রী, পবিত্রক, দেবশেখর, কুলপত্র, বিনীত, তপস্বিপত্র, মুনিপত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটী, কুলপত্রক। (ভাবপ্র°) ইহার পুষ্প সুগন্ধ জটাকৃতি। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, কষায়, কটু, কুষ্ঠদোষ, বিষ, বিস্ফোট ও বিকারনাশক। (রাজনি°) হৃদ্য, বৃষ্য ও সুগন্ধি, গ্রহণী, অস্র, ক্লেদ ও কণ্ডূনাশক। (ভাবপ্র°) (স্ত্রী) ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ৬টী অক্ষর থাকিবে। লক্ষণ—

"দ্বিগুণনগণমিহ বিতনু হি।
দমনকমিতি গদতি শুচি হি॥" (চিন্তামণিধৃত বচন)

এই ছন্দের সমস্ত বর্ণই লঘু হইবে। ৩ একাদশ অক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেকপাদে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং শেষবর্ণ ছাড়া আর সকল বর্ণ লঘু হইবে। লক্ষণ—

"দ্বিজবর গুণযুগমমলং তদনু চ কলয় করতলং।
ফণিপতিবর পরিগদিতং দমনকমিদমতিললিতং॥"

(চিন্তামণিধৃত বচন)

দমনকারোপণোৎসব (পুং) দমনকস্য আরোপণার্থং য উৎসবঃ। শ্রীকৃষ্ণকে দমনক অর্পণার্থ মহাপূজারূপ উৎসব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের দমনক-দানোৎসব-বিধি হরিভক্তি-বিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে দমনক দান করিয়া উৎসব করিবে।

"চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং দমনারোপণোৎসবং।" (হরিভক্তিবি°)

মধুমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দমনক বনে গমন করিবে এবং সেই স্থলে এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হইবে।

"অশোকায় নমস্তুভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশন।
শোকার্ত্তিং হর মে নিত্যং আনন্দং জনয়স্ব মে॥
নেষ্যামি কৃষ্ণপূজার্থং ত্বাং কৃষ্ণপ্রীতিকারকং।"

এইরূপে প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া দমনক গ্রহণ করিবে। পরে পঞ্চগব্যদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া পূজা করিবে এবং বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে গৃহে আনিবে। পরে দমনকাধিবাস করিতে হইবে।

অধিবাসবিধি—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে ইহাকে রাখিয়া সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল করিবে, তাহার উপর এই দমনক সংস্থাপিত করিয়া এই মন্ত্রে অধিবাস করিবে। মন্ত্র—

"পূজার্থং দেবদেবস্য বিষ্ণোর্লক্ষ্মীপতেঃ প্রভোঃ।
দমন! ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ॥"

পরে সবীজ কামদেবকে পূজা করিতে হইবে এবং অষ্টোত্তরশত কামগায়ত্রী জপ করিয়া আমন্ত্রণ করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই মন্ত্রে বন্দনা করিতে হইবে। মন্ত্র—

"নমোঽস্তু পুষ্পবাণায় জগদাহ্লাদকারিণে।
মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিপ্রীতিপ্রদায়িনে॥"

পরে শ্রীকৃষ্ণকে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিতে হইবে।

"আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ! পুরাণপুরুষোত্তম।
প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব॥
নিবেদয়াম্যহং তুভ্যং প্রাতর্দমনকং শুভং।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মে॥"

এই আমন্ত্রণাদি করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা এই রাত্রি জাগরণ করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া দমনক আরোপণের নিমিত্ত মহাপূজা সমাধা করিবে। তাহার পর দমনককে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে। মন্ত্র—

"দেব দেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক।
হৃৎস্থান্ পূরয় মে কৃষ্ণ কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয়॥
ইদং দমনকং দেব গৃহাণ মদনুগ্রহাৎ।
ইমাং সাংবৎসরীং পূজাং ভগবন্নিহ পূরয়॥"

তাহার পর দমনকপুষ্পের মালা অর্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই মন্ত্রে অর্পণ করিতে হইবে—

"মণিবিদ্রুমমালাভির্মন্দারকুসুমাদিভিঃ।
ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাস্তু গরুড়ধ্বজ॥

দমমালাং যথা দেব ! কৌস্তভং সততং হৃদি।
তদ্বদ্দামনকীং মালাং পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ॥"

পরে নৃত্য গীত প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া মহোৎসব করিবে।

চৈত্রমাসে দমনক আরোপণে কোন বিঘ্নাদি ঘটিলে বৈশাখ বা শ্রাবণমাসে করিতে পারিবে।

"ন কুর্ব্বে দমনারোপঃ স্তাম্মধৌ বিঘ্নতো যদি।
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে মাসি কর্ত্তব্যং বা তদর্পণং॥"

যিনি এই দমনক আরোপণার্থ উৎসব করেন, তিনি সকল কামনা প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত তীর্থে স্নানাদি করিলে যে ফল দমনকে সেই ফল হইয়া থাকে। (হরিভক্তিবিলাস ১৪ বি°)

দমনী (স্ত্রী) দম্যতে ঽগ্নিরনয়া দম-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

দময়ন্তী (স্ত্রী) দময়তি নাশয়তি অমঙ্গলাদিকমিতি দম-ণিচ্ শতৃ ঙীপ্। ১ ভদ্রমল্লিকা। ২ নলরাজার পত্নী, বৈদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। ইনি অলোকসামান্যা রূপবতী ছিলেন। নিষধরাজ নল ইহার রূপের কথা শুনিয়া ইহার প্রতি অনুরক্ত হন এবং এই অনুরাগের বিষয় এক হংস দ্বারা দময়ন্তীর নিকট বলিয়া পাঠান। দময়ন্তী হংসের নিকট নলের রূপ ও গুণাদির কথা শুনিয়া নলের প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময় বিদর্ভরাজ দময়ন্তীকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। এই স্বয়ম্বর স্থলে নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক নৃপতির আগমন হইল, এমন কি ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এই স্বয়ম্বরোদ্দেশে আগমন করিলেন।

দেবগণ আসিবার সময় নলকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দূত করিয়া দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করিলেন। নল দেবগণের বরে সকল লোকের অদৃশ্য হইয়া দেবগণের অভিপ্রায় দময়ন্তীকে কহিলেন। দময়ন্তী ইহার উত্তরে বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, নল ভিন্ন অন্য কেহ আমার স্বামী হইবে না।

দেবগণ তাহা জানিয়া স্বয়ম্বর স্থলে নলরূপ ধারণ করিয়া থাকিলেন; দময়ন্তী অনন্যোপায় হইয়া দেবগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে দময়ন্তী দেবগণের স্বেদবিরহিত স্তব্ধনেত্র দিব্যমালাধারী দেহ হইতে নলকে চিনিতে পারিয়া ইহার গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। দময়ন্তী নলকে বরমাল্য দিয়া কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিলেন। পরে নল দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইলে বনগমন করেন। ইহাতে পতিব্রতা দময়ন্তী তাঁহার অনুগামিনী হন। শ্রীভ্রষ্ট হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। নলরাজ পতিপরায়ণা নিদ্রিতা পত্নীকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে গমন করেন। পরে দময়ন্তী কতকগুলি পথিক বণিক্ কর্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন।

দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত অধীর হইলেন। দময়ন্তীর পিতা নলকে অন্বেষণ করিবার জন্য সর্ব্বত্র চর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই নলের অন্বেষণ পাইলেন না। তখন দময়ন্তী অনন্যোপায় হইয়া এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি জানিতেন যে রাজা নল শ্রীভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়াই আত্মগোপন করিয়া আছেন। কোন অসামান্য ঘটনা ভিন্ন নলকে গোপন স্থান হইতে বাহির করা অসম্ভব। এই জন্য ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে নল রাজা বহুকাল অজ্ঞাতভাবে থাকায় তদীয় পত্নী দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বরা হইতে মানস করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সর্ব্বসহিষ্ণু নল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এত দিন অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণের নিকট ছদ্মবেশে অতি হীন অশ্বপালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অযোধ্যাধিপতি স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলে কৌতূহল প্রযুক্ত তিনিই তাঁহার সারথি হইয়া বিদর্ভরাজ্যে আগমন করেন। দময়ন্তী দাসীমুখে এই সারথির অলৌকিক রূপ গুণাদির কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অশ্বশালায় উপস্থিত হন। তথায় অশ্বপালকে আপন হৃদয়বল্লভ নল বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহার চরণে পতিত হইলেন ও স্বয়ম্বর ঘোষণারূপ ধৃষ্টতাজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দময়ন্তী এইরূপে স্বামী লাভ করিয়া পুনরায় ভর্তৃরাজ্যে রাজমহিষী হন। (ভারত বনপ°)

[নল দেখ।]

দমদমা,—১ বাঙ্গালা প্রদেশের জেলা ২৪ পরগণার একটী মহকুমা। অক্ষা° ২২° ৩৪´ ও ২২° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৬´ ও ৮৮° ৩১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৪ বর্গমাইল। ইহার ভিতর দিয়া মধ্যবঙ্গ রেলপথ গিয়াছে।

২ উক্ত মহকুমার একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ৫২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭´ ৫১″ পূঃ, কলিকাতা হইতে ৪½ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী এবং সৈনিকাবাস আছে। এই সৈনিকাবাস ইষ্টকনির্ম্মিত এবং প্রশস্ত। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ পর্য্যন্ত এখানে কামান ইত্যাদি রাখিবার স্থান ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উহা মীরঠে উঠাইয়া লওয়া হয়। সেই সময়ে এখানে একটী অস্ত্রাগার, সৈনিকাবাস, সাহেব এবং দেশীয়দিগের জন্য হাঁসপাতাল, বৃহৎ বাজার, অনেকগুলি পরিষ্কার জলপূর্ণ দীঘী ও প্রটেষ্টাণ্টদিগের গির্জ্জা ছিল। যে সন্ধি অনুসারে

বাদশাহ নবাব ইংরাজদিগের স্বার্থ স্বীকৃত করিয়া কলিকাতা, কাশিমবাজার ও ঢাকা পুনঃ প্রদান করেন, সেই সন্ধি এখানেই স্বাক্ষরিত হয় (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃঃ অঃ)। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন এবং একটী ইংরাজী স্কুল আছে।

দময়িতৃ (ত্রি) দম-ণিচ্-তৃচ্। ১ শাসনকর্ত্তা। (পুং) ২ বিষ্ণু।

দমলচেরি—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কটের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১৩° ২৫′ ৪০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৫′ পূঃ। এই পথ দিয়া মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার কর্ণাটিক আক্রমণার্থ গমন করেন। এখানেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব দোস্তআলি মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধে হত হন। ১৭৮০-৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলির সৈন্যগণ যখন কর্ণাটিক আক্রমণ করে, তখন এই পথ দিয়াই খাদ্যাদি সরবরাহ হইয়াছিল।

দমলিঙ্গ (দবলিঙ্গ)—পঞ্জাবের অন্তর্গত বসহর রাজ্যের একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩১° ৪৫′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৩৯′ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদিগকে দেখিতে চীনতাতারদিগের ন্যায়। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

দম্মা (দেশজ) ১ এক প্রকার বাদ্য। ২ বাধা, আটকান।

দমান—পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী উচ্চ জেলা। অক্ষা° ২৮° ৪০′ ও ৩৩° ২০′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩০′ ও ৭১° ২০′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সলিমান পর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশস্থিত প্রদেশ ও দেরা ইস্মাইল্ খাঁর অন্তর্গত সিন্ধুনদীর দক্ষিণতীর এই জেলার অন্তর্গত। এখানকার ভূমি অনুর্ব্বর এবং পশ্বাদিবিহীন।

দমান, (দমন)—বম্বে প্রেসিডেন্সীর গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত পর্ত্তুগীজদিগের অধীন একটী নগর। বম্বে নগরের ১০০ মাইল উত্তরে। অক্ষা° ২২° ১৫′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৩′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভগবান্ নদী, পূর্ব্বে বৃটীশরাজ্য, দক্ষিণে কলেম নদী এবং পশ্চিমে কাম্বে উপসাগর। নগর হাবিলি পরগণার সহিত ইহার পরিমাণফল ৮২ বর্গমাইল।

নিজ দমানের দুইটী বিভাগ—১ পরগণা নায়ের বা দমান গ্র্যাণ্ডী এবং ২ পরগণা কলন পবোরি বা দমান পিকেনো। এ ছাড়া ৫ হইতে ৭ মাইল প্রশস্ত হাবিলি পরগণার একটী পৃথক্ অংশ আছে।

দমান নগর ১৫৩১ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এখানকার অধিবাসীগণ ইহার পুনঃসংস্কার করে। পরে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা পুনরায় অধিকার করিয়া এখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিবার বন্দোবস্ত করেন। নিজ দমানের পরিমাণফল ২২ বর্গমাইল, ইহাতে ২৯ খানি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

এই স্থান কাম্বে উপসাগরের মুখে অবস্থিত এবং দমনগঙ্গানামক নদীদ্বারা দমান গ্র্যাণ্ডি (বৃহৎ দমান) ও দমান পিকেনো (ক্ষুদ্র দমান) নামক এই বিভাগে বিভক্ত। দমানগ্র্যাণ্ডি দক্ষিণদিকে থানানামক বৃটীশাধিকৃত জেলায় সংলগ্ন এবং দমান পিকেনো উত্তরদিকে সুরাটের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। শেষোক্ত ভাগ ডম কন্ষ্ট্যাণ্টিনো ডি ব্র্যাগাঞ্জার অধীনে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে অধিকৃত হয়। নগর-হাবিলি পরগণার পরিমাণফল ৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২৭৪৬২।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে, পুণা নগরের সন্ধি অনুসারে এই পরগণা মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্ত্তুগীজগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

দমানের প্রধান নদী—১ ভগবান্, ২ কলেম্, ৩ নন্দলখাল বা দমনগঙ্গা, এ সমস্ত নদীই কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বৃহৎ বৃহৎ বন আছে।

এখানকার জমি উর্ব্বরা। চাউল, গম ও তামাক এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। চালের সুবিধা থাকিলেও এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ২১% জমির আবাদ হয়। সমস্ত জমির উপরই একটী ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে। এই ট্যাক্স হইতে প্রায় ৮০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবার পূর্ব্বে আফ্রিকার উপকূলের সহিত দমানের বিস্তৃত ব্যবসা চলিত। ১৮১৭ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনরাজ্যের সহিত এখানকার আফিমের ব্যবসা ছিল। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃক সিন্ধু দেশ জয় হইবার পর আফিমের রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং তদবধি দমানের আফিম ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

পুরাকালে বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জিত করণের জন্য দমান বিখ্যাত ছিল। বুনন কার্য্য এখনও কতকটা চলিয়া থাকে। মাদুর ও খেজুরপাতার ঝুড়ি অনেক প্রস্তুত হয়। এখানে গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কার্য্য বেশ চলিয়া থাকে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য দমানকে একটী প্রদেশ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। গোয়ার গবর্ণর জেনারেলের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক দমান শাসিত হয়। বিচার বিভাগ একজন জজের কর্তৃত্বাধীনে আছে, তাঁহার অধীনে একজন এটর্ণি

জেনারেল এবং দুই তিনজন কমিক আছে। এখান হইতে প্রায় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

এখানে দুইটী দুর্গ আছে। প্রথমটীতে গবর্ণরের প্রাসাদ, সৈন্যের আবাস, হাঁসপাতাল, মিউনিসিপ্যাল আফিস, আদালত গৃহ, জেল, দুইটী গির্জ্জা এবং অন্যান্য অনেক আবাসাদি আছে। ছোট দুর্গটী সেণ্ট্ জিরোমির সাহায্যে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী গির্জ্জা ও একটী গোরস্থান আছে।

দমিতৃ (পুং) দম-তৃচ্। শাসনকর্ত্তা।

দমিত (ত্রি) দম্যতে স্ম দম-ক্ত। (বা দান্ত শান্তেতি। পা ৭।২।২৭) ১ শাসিত, বশীকৃত। ২ ক্লেশসহিষ্ণু, ভারবহনাদি ক্লেশসহিষ্ণু। ইটের বিকল্পবিধান হেতু পক্ষে দান্ত এইরূপ পদ হইবে।

দমিন্ (ত্রি) দমোঽস্ত্যস্যেতি দম-ইনি। ১ দমনবিশিষ্ট, দমনশীল। (স্ত্রী) ২ সাগর ও সিন্ধু সঙ্গমের দক্ষিণস্থ তীর্থভেদ। ৩ এই তীর্থপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। এই তীর্থ সকল পাপনাশক, এই তীর্থে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। এই তীর্থে স্নান ও দেবগণ দ্বারা পরিবৃত রুদ্রকে পূজা করিলে জন্মাবধি সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, কেবল এইখানে স্নান করিলে সেই ফল লাভ হয়। * (ভারত ৩।৮২ অ°)।

দমীসারথি (পুং) বুদ্ধের নামান্তর।

দমু (মূ) নস্ (পুং) দমূনস্, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইতি পক্ষে দীর্ঘঃ বা দম-উনস্ (দমেরুনসিঃ। উণ্ ৪।২৩৪) ১ অগ্নি। ২ শুক্রাচার্য্য। (ত্রি) ৩ দময়িতা। "দমুনা গৃহপতি দম আঁ" (ঋক্ ১।৬০।৪) 'দময়তি রাক্ষসাদিকমিতি দমূনাঃ' (সায়ণ)

দমে (অব্য) দম-বাহুলকাৎ-কে। গৃহ। (নিঘণ্টু)

দম্ (দেশজ) ১ অনুকরণ শব্দ। ২ গুরু বস্তুর পতনধ্বনি। ৩ প্রতারণা, ঠকান। ৪ নিঃশ্বাস, প্রাণবায়ু। ৫ সঙ্গীতে লয়প্রদর্শনপূর্ব্বক সুরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের নাম দম্।

দম্পতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ দ্বন্দ্বে জায়াশব্দস্য পক্ষে দমাদেশঃ। মিলিত জায়া ও পতি। দম্পতী এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, দ্বন্দ্বসমাসে জায়াপতী, দম্পতী ও জম্পতী এই তিনটী পদ হয়। জায়ায়াঃ জম্‌ভাবো দম্‌ভাবশ্চ। জায়া শব্দস্থানে বিকল্পে জম্ ও দম্ আদেশ হয়, দুইটী বিকল্প বিধান হইলে তিনটী পদ হয়, এই জন্য ঐ তিনটী পদ হইল।

"তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমং।" (রঘুব° ১ অ°)

দম্‌কল (দেশজ) আগুন নিবাইবার যন্ত্র। [দমকল দেখ।]

দম্‌বাজ (পারসী) প্রতারক, জুয়াচোর।

দম্‌বাজী (পারসী) প্রতারণা, জুয়াচুরি।

দম্ভ (পুং) দভ্যতে ইতি দম্ভ-ঘঞ্। ১ কপট। ২ শাঠ্য। অধর্ম্ম হইতে মৃষার গর্ভে দম্ভের জন্ম।

"মৃষাঽধর্ম্মস্য ভার্য্যাসীদ্দম্ভং মায়াঞ্চ শত্রুহন্।
অসূত মিথুনং তত্তু নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজাঃ॥" (ভাগ° ৪।৮।২)

অধর্ম্ম ব্রহ্মার পুত্র, অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। এই মিথ্যার গর্ভে মায়া নামে এক কন্যা ও দম্ভ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ মায়া ও দম্ভ দুইজন পরস্পর সোদর হইলেও অধর্ম্মাংশসম্ভূত বলিয়া পরস্পর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ হইয়াছিল। এই দম্ভ ও মায়া হইতে লোভ ও নির্ঋতি (শঠতা) নামে একটী পুত্র ও কন্যা হয়। (ভাগ°)

৩ নিজে অধার্ম্মিক অথচ বাহিরে ধার্ম্মিক বলিয়া জানান। ৪ লোভ ও বঞ্চনা দ্বারা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। ৫ পূজা প্রাপ্তি ও সম্মান লাভের জন্য স্বধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন। "কপটৈর্ধার্ম্মিকত্বাদিনা স্বোৎকর্ষখ্যাপনেচ্ছা দম্ভঃ।" (গৌতমবৃ° ৪।৩)

প্রকৃত ধার্ম্মিক নয়, অথচ কপটতাপূর্ব্বক লোকদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া নিজের সম্মান লাভের যে ইচ্ছা, তাহার নাম দম্ভ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দম্ভ পরিহার কর্ত্তব্য।

"দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।১৬৩)

৬ ধর্ম্ম প্রতি অনুৎসাহ।

দম্ভক (পুং) দন্ভ-ণ্বুল্। প্রতারক। "ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।" (মনু ৪।১৯৫)

যাহারা সদা লুব্ধ, অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের চিহ্ন প্রভৃতি ধারণ করে ও জনসমাজে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেয়, তাহারা বৈড়ালব্রতিক।

দম্ভচর্য্যা (স্ত্রী) শঠতা, প্রতারণা।

দম্ভন (পুং) দন্ভ ভাবে ল্যুট্। ১ দম্ভ। ২ মোহন।

"ব্রজেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনং।"
(মনু ৪।১৯৮)

---

* "প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
দমীতি নাম্না বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং।
যত্র ব্রহ্মাদয়োদেবা উপাসন্তে মহেশ্বরং।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ রুদ্রং দেবগণৈর্বৃতং।
জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং তৎস্নাতস্য প্রণশ্যতি।
দমী চাত্র নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ।"
(ভারত ৩।৮২।৭১—৭৪)

দম্ভিন্ (ত্রি) দম্ভ-ণিনি। দম্ভকর্ত্তা। "দম্ভিহৈতুকপাষণ্ড-বকবৃত্তীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩০)

দম্ভোদ্ভব (পুং) সার্ব্বভৌম নৃপভেদ। এই নরপতি অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন। নর নামে একজন ঋষি, ইহার গর্ব বিনষ্ট করেন। (ভারত উদ্যোগ ৯১ অ°)

"লোভাদৈলস্তু রাজর্ষি র্বাতাপি র্হর্ষতোঽসুরঃ।
পৌলস্ত্যো রাক্ষসো মানাৎ মদাদ্দম্ভোদ্ভবো নৃপঃ॥
প্রযাতা নিধনং হ্যেতে শত্রুষড়্‌বর্গমাশ্রিতাঃ।" (কামন্দক)

(ত্রি) দম্ভঃ উদ্ভবো যস্য। ২ দম্ভ হইতে জাত কর্ম্মাদি। যে সকল কার্য্য দম্ভপূর্ব্বক করা হয়।

দম্ভোলি (পুং) দম্ভ ভাবে অসুন্, দম্ভসি প্রেরণে অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল-ইন্। বজ্র।

দম্য (পুং) দম্যতে ইতি দম-যৎ। ১ প্রাপ্ত ভারবহনযোগ্য-বৎসতর, যে বৎসতর ভারবহনযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(ত্রি) ২ দমনীয়। ৩ দমনার্হ। (পুং) ৪ অনড্বান্। "শকটং দম্যসংযুক্তং দত্তং ভবতি চৈব হি।" (ভারত ১৩।৬৬।৪)

দয় (পুং) দয়-বাহুলকাৎ অপ্। দয়া।

দয়া (স্ত্রী) দয় ভিদাদ্যঙ্, ততষ্টাপ্। করুণা, দুঃখিত জীবের প্রতি অনুকম্পা, অর্থাৎ এক ব্যক্তি অতিশয় ক্লেশে পড়িয়াছে, তাহার ঐ ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখানুভব হইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতির নাম দয়া।

"যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে।
ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা॥" (ক্রিয়াযোগসা°)

পরক্লেশ নিবারণের জন্য হৃদয়ে যে বলবতী ইচ্ছা হয়, ঐ ইচ্ছারই নাম দয়া। যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি মঙ্গল ও হিত কার্য্যের জন্য আপনার ন্যায় যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, ঐ ক্রিয়ার নামই দয়া। দয়া একমাত্র প্রধান ধর্ম্ম।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ।
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা॥
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা।" (দেবীভাগ°)

সকল স্থানে অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত এবং সকল ভূতে দয়া করা উচিত। দয়া মোহের পত্নী, দয়া ব্যতীত এ জগতে সকল কার্য্যই নিষ্ফল।

২ দক্ষের এক কন্যা, ধর্ম্মের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ৩ দয়া শান্তিরসের ব্যভিচারিভাব।

"রোমাঞ্চাদ্যাঃ বাহুভাবাস্তথাস্যাব্যভিচারিণঃ।
নির্ব্বেদহর্ষস্মরণমতিভূতদয়াদয়ঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩ অ°)

দয়াকূর্চ্চ (পুং) দয়ায়াং কূর্চ্চইব। বুদ্ধ।

'সমন্তভদ্রঃ সংগুপ্তো দয়াকূর্চ্চো বিনায়কঃ।' (হেম° ২।১৩৪)

দয়ানন্দ সরস্বতী, জনৈক গুজরাটী বৈদান্তিক পণ্ডিত ও ধর্ম্মমতপ্রচারক। ইনি নিজ জীবনচরিত হিন্দী ভাষায় নিজে লিখিয়া একখানি হিন্দী সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তাহারই ইংরাজী অনুবাদ থিয়জফিষ্ট নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মোক্ষমুলর তদবলম্বনে সংক্ষিপ্তজীবনী (Biographical Sketch) নামক পুস্তকে ইহার জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন।

দয়ানন্দ গুজরাটের কাঠিয়াবাড় ভূভাগের অন্তর্গত মোর্বির রাজার অধীন একটী নগরে এক উত্তরপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ানন্দের প্রকৃত নাম বা পিতামাতার নাম তিনি প্রকাশ করেন নাই, কাজেই তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রকাশ না করিবার কারণ তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, 'আমি ধর্ম্মানুরোধে আমার পিতামাতার নাম প্রকাশ করিলাম না। আমার আত্মীয়েরা আমার সংবাদ পাইলে আমাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাঁহাদের সহিত আবার দেখা হইলে, আবার তাঁহাদের সহিত বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ও তজ্জন্য অর্থস্পর্শ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি যে কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে।'

দয়ানন্দ পূর্ণ পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে না হইতেই নাগর বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং জাতি ও বংশের নিয়মানুসারে, তখন হইতেই তাঁহাকে অনেকগুলি বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে হইয়াছিল। আট বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর তিনি গায়ত্রী, সন্ধ্যা, বন্দনা ও রুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার পিতা শৈব ছিলেন। সেই জন্য অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে শিবপূজা শিখিতে ও মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ গড়াইয়া পূজা করিতে হইত। শৈবোচিত উপবাস ব্রতাদিও তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইহার মাতা অল্প বয়স্ক পুত্রের উপবাস সম্বন্ধেও বিশেষ আপত্তি করেন, কিন্তু শেষে কুলধর্ম্ম পালনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই লইয়া ইহার পিতামাতার মধ্যে বচসা হইত।

এই সময়ে দয়ানন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতেন, বৈদিক শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করিতেন এবং প্রত্যহ পিতার সহিত শিবপূজার্থ শিবমন্দিরে যাইতেন। চৌদ্দবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই

সমস্ত যজুর্ব্বেদসংহিতা, অন্যান্য বেদের কতকাংশ ও "শব্দরূপাবলী" নামে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ইহার স্বদেশীয়েরা ইহাতেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিত।

ইহার পিতা মহাজনী করিতেন এবং নগরের জমাদার ছিলেন অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন, সুতরাং সুখে স্বচ্ছন্দেই ইহাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত। দয়ানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, যে 'পিতা যখন আমাকে পার্থিব শিবপূজায় দীক্ষিত করেন, তখন হইতেই আমার প্রাণে কেমন একটা কষ্ট হইত।' দীক্ষার দিনেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। দীক্ষার দিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল এবং রাত্রিতে জাগরণ জন্য পিতার সহিত মন্দিরে গমন করেন। অর্দ্ধরাত্রিতে তিনি দেখিলেন, মন্দিরের পূজকেরা, ভৃত্যেরা ও কতকগুলি উপাসক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া নিদ্রিত হইল, তৎসঙ্গে তাঁহার পিতাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। দয়ানন্দ সন্দেহাকুলিতচিত্তে শিবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ বাড়িল, পিতাকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? দয়ানন্দ বলিলেন,—এই দেবমূর্ত্তিই যে পরমেশ্বর তাহা আমার ধারণা হইতেছে না, ইহার উপর দিয়া মূষিক সকল চলিয়া যায় অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতা কিছু বলেন না। তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐ প্রতিমা শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা দেবত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, বর্ত্তমান কলিযুগে কেহ শিবের সাক্ষাৎ পায় না, ভক্তেরা এই প্রতিমাতেই ভক্তিবলে তাঁহার সত্তা কল্পনা করেন।

এ সকল কথায় দয়ানন্দের তৃপ্তি হইল না। শ্রান্তি ও ক্ষুধাবোধ হওয়ায় পিতার অনুমতি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। উপবাস ভঙ্গ করিতে তাঁহার পিতা বিশেষরূপে বারণ করিয়া দিলেও তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে খাইতে দিলেন, তিনিও না খাইয়া থাকিতে পারিলেন না। পরদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে উপবাস ভঙ্গের পাপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দয়ানন্দের দেবতাভক্তি চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে সমস্ত কথা তাঁহার ধারণা হইল না। তিনি তখন স্বমত গোপন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে কালক্ষেপ করিতে মনন করিলেন। এ সময় তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও পূর্ব্বমীমাংসা পড়িতেছিলেন।

দয়ানন্দের ষোড়শ বৎসর বয়সে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়। তাঁহার আর দুই ছোট ভগ্নী ও একটী ছোট ভ্রাতা ছিল। একদিন রাত্রিতে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী ভগিনীর মৃত্যু হয়। এই তাঁহার প্রথম শোক। এই শোকের সময়েই তাঁহার মনে মৃত্যু ও মুক্তি চিন্তা প্রথম উপস্থিত হয়। এই চিন্তার ফলে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, সর্ব্বস্বত্যাগ ও সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও আমি মুক্তির পথ নির্ণয় করিব। এই সময় হইতে তিনি উপবাস প্রায়শ্চিত্তাদি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। ইহার পরই তাঁহার এক সুপণ্ডিত খুল্লতাতের মৃত্যু হয়। ইনি দয়ানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহাকে হারাইয়া দয়ানন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন এবং জীবনের নশ্বরতা বুঝিতে পারিলেন। তদবধি তিনি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হইলেন।

এই সময় ইহার পিতা ইহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবাহ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেক কষ্টে পিতাকে অনুরোধ করিয়া এক বৎসর বিবাহ বন্ধ রাখিলেন এবং কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া পিতার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু দয়ানন্দের পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। পাছে পলাইয়া যান, এই উদ্দেশ্যে দয়ানন্দের পিতা নিজ বাটী হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক বৃদ্ধ যাজকের নিকট দয়ানন্দকে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে আবার তাঁহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল, তিনিও আবার বাড়ী আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। এবার আর অনুরোধ চলিবে না বুঝিয়া দয়ানন্দ লুকাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন, দয়ানন্দের পিতা পরক্ষণে জানিতে পারিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা ঘটে নাই, অশ্বারোহীরা তাঁহার সন্ধান পায় নাই।

দয়ানন্দ অশ্বারোহীদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পথে একদল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল এবং বলিল, 'সংসারে যতই দান করিবে, তদনুসারে পরকালে মঙ্গল হইবে।' কিছুকাল পরে দয়ানন্দ শৈল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে লালা ভকত নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কথা পূর্ব্ব হইতেই দয়ানন্দের জানা ছিল। এখানে আর একজন ব্রহ্মচারীও ছিলেন। দয়ানন্দ আসিয়াই তাঁহার দলে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এই সময়ে দীক্ষাকালে তাঁহার নাম "শুদ্ধচৈতন্য" রাখা হইল। সন্ন্যাসীবেশে শুদ্ধচৈতন্যস্বামী

আহ্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী কুথালাবাদ নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিলেন। সেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে দয়ানন্দের পরিবার-বর্গের সহিত এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়। তিনি কথায় কথায় শুদ্ধচৈতন্যস্বামী সিদ্ধপুরের মেলায় যাইতেছেন; আত্মীয়েরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলেন। শুদ্ধচৈতন্যস্বামী ও অন্যান্য ছাত্রবর্গ দণ্ডীস্বামীর সহিত যখন নীলকণ্ঠের মন্দিরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে দয়ানন্দের পিতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ আর সংসারে ফিরিবেন না জানিয়া তাঁহার পিতা প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় ফিরাইতে চেষ্টা করেন, তাহার পর অনেক অনুরোধও করেন। দয়ানন্দ পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না জানাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তখন তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি সমভিব্যাহারী সিপাহীদিগের হস্তে পুত্রকে কয়েদীর ন্যায় অর্পণ করিলেন। যাহা হউক কৌশলে দয়ানন্দ সে বন্ধনও ছাড়াইয়া আবার পলাইয়া আহ্মদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া কিছুকাল বরদারাজ্যে বাস করেন। বরদার চেতনমঠে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মানন্দস্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই স্থানেই তিনি প্রথমে বেদান্তশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ব্রহ্মানন্দস্বামীর উপদেশেই জীবব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে তাঁহার সুন্দর শিক্ষা হয়।

তাহার পর তিনি কাশী যান। সেখানে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন। সচ্চিদানন্দ পরমহংস তাঁহাকে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী চানোড়-কল্যালিতে যোগশিক্ষার্থ যাইতে উপদেশ দিলেন। তিনিও তদনুসারে তথায় উপস্থিত হইলেন; দীক্ষিতদিগের সহিত পরিচিত হইয়া পরমানন্দ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার নিকটেই তিনি বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তৎপরে যোগশিক্ষার্থ দীক্ষিত হইলেন। অল্প বয়স বলিয়া প্রথমতঃ দীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বাধা হইলেও তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া পরমানন্দ পরমহংস তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া দণ্ডগ্রহণ করাইলেন। এই দীক্ষাকালে তাঁহার শুদ্ধচৈতন্যস্বামী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম হইল। কিছুপরে দয়ানন্দ চানোড় পরিত্যাগ করিয়া ব্যাসাশ্রমে গমন করেন। যোগানন্দ নামে যোগীরাজ তাঁহাকে যোগশিক্ষা দেন। কিছুকাল যোগাভ্যাসের পর যোগের উচ্চতম শিক্ষালাভার্থ আহ্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী একস্থানে গমন করেন। এখানকার দুইজন যোগী তাঁহাকে যোগবিদ্যার শেষ গুপ্ত বিষয় শিক্ষা দিলেন। তাহার পর দয়ানন্দ যোগের আর কোন নূতন প্রণালী শিখিবার জন্য রাজপুতনার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে গমন করিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের মহামেলায় দয়ানন্দ উপনীত হন। সেইস্থানে কিছুকাল থাকিয়া তাইদি নামক স্থানে গমন করেন। এখানে মাংসাহারী ব্রাহ্মণ ও তন্ত্রশাস্ত্র দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি জন্মে। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে গমন করিয়া কেদারঘাটে একটী মন্দিরে বাস করেন। এখানে গঙ্গাগিরি নামক একজন দার্শনিক সাধুর নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহা লইয়া বিচার করিতেন। দুইমাস পরে তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত রুদ্রপ্রয়াগে আসিলেন। তথা হইতে তিনি অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করেন। তাহার পর তাহারও উত্তরবর্ত্তী শিবপুর নামক স্থানে শীতকাল অতিবাহিত করিয়া কেদারঘাট ও গুপ্তকাশীতে আগমন করেন। চানোড়ে অবস্থানকালে সঙ্গদোষে তাঁহার গঞ্জিকাসেবন অভ্যাস হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে নেশা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দয়ানন্দ এক শিবমন্দিরের বারাণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বারাণ্ডায় বৃষ ও প্রকাণ্ড নন্দীমূর্ত্তি ছিল। দয়ানন্দ বৃষের পৃষ্ঠে পুস্তক ও বস্ত্ররাশি রাখিয়া বসিলেন। বৃষমূর্ত্তি শূন্যগর্ভ। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়ায় তিনি দেখিলেন, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি লুকাইয়া আছে। তিনি তখন দেবদেহের কল খুলিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইলেন, অমনি অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পলাইয়া গেল। দয়ানন্দ প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশ নিদ্রায় কাটাইলেন। প্রভাতে একজন বৃদ্ধারমণী আসিয়া বৃষমূর্ত্তির পূজা করিল। পূজার সময় দয়ানন্দ বৃষগর্ভেই ছিলেন। কিছু পরে বৃদ্ধা দধি ও গুড় আনিয়া বৃষকে ভোগ দিল ও তন্মধ্যে দয়ানন্দকে দেখিয়া নররূপী বৃষজ্ঞানে প্রণাম করিয়া আহার্য্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিল। দয়ানন্দ ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, তিনি সমস্ত আহার করিলেন। দধি পানে তাঁহার সমস্ত নেশা দূর হইল। এখান হইতে তিনি নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থানে যাত্রা করেন।

দয়ানন্দ শেষ দশায় দুগ্ধ ও অন্ন ব্যতীত আর কিছু আহার করিতেন না; অবশেষে অন্নও ত্যাগ করেন।

সন্ন্যাসীবর্গের ন্যায় তাঁহার দেহ কৃশ বা ক্ষীণ ছিল না। তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বিলক্ষণ সবল ছিল। জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, দয়ানন্দ ২জন পালোয়ানের বল ও পাঁচ জন পণ্ডিতের বিদ্যা লাভ করিয়াছেন।

দয়ানন্দ পৌত্তলিকতার বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি তাঁহার

মতপ্রচারার্থ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেখানে যাইতেন, সেইখানেই আর্য্যসমাজ নামে সমিতিস্থাপন ও স্বমতানুযায়ী ভাষ্য সহিত বেদ প্রকাশ করিতেন। ভাষ্য তাঁহার নিজের রচিত। এই ভাষ্যে তিনি পৌত্তলিক মতপ্রতিপাদক শ্লোক গুলির ভাষ্যের অন্ত রূপ ব্যাখ্যা করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। দয়ানন্দের ভাষ্য সর্ব্বত্র আদৃত হয় নাই।

দয়ানন্দ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার জন্ম আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে আলয়ে রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড সভায় দয়ানন্দের বক্তৃতা হয়। দয়ানন্দের ভাষা সরল ও সতেজ ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তিনি হিন্দী ভাষাতেও বক্তৃতা করিতেন। বোম্বাইয়ে আরব সাগরের কূলে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি পুরাণের গল্প গুলি একবারে বিশ্বাস করিতেন না। কেহ যদি "রূপক" বলিয়া সে গুলিকে ব্যাখ্যা করিত, তিনি অমনি সতেজে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, 'সব্ ঝুট্ বাত্ হ্যায়।' বোম্বাইয়ে অবস্থান কালে তিনি গৈরিক ছাড়িয়া লালপেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার বোম্বাই আগমন সম্বন্ধে একটী ব্যাপার ঘটে। পুণার ষ্টেশনে তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুলোক প্রতীক্ষা করিতেছে। কতকগুলি লোকে তাঁহাকে হাওদা দেওয়া হাতীতে করিয়া লইতে আসিয়াছে। আবার তাঁহার বিদ্বেষ্টারা একটা গর্দ্দভ সাজাইয়া আনিয়াছে। তাঁহাকে হাতীতে চড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমি গরীব সন্ন্যাসী, হাতীতে চড়া আমার সাজে না। রাজপথে শত শত লোক পদব্রজে যাইতেছে, আমিও যাইব। উচ্চযানে চড়িলে লোকে বড় হয় না, তাহা হইলে বৃক্ষবাসী কাকেরা সমধিক মান্য।'

দয়ানন্দ লাহোরের বক্তৃতা শেষে বলেন, প্রাণায়ামদ্বারা যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত ব্রহ্মলাভের অন্য উপায় নাই। যাহারা যোগের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা ধর্ম্মমন্দিরের বাহিরে ভ্রমণ করে।

দয়ানন্দ আজমীর নগরে ৩০এ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় উনষাট বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বহুলোক তাঁহার শবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিল। দুই মণ চন্দন কাঠ, আট মণ সামান্য কাঠ ও আড়াই সের কর্পূর চিতায় দেওয়া হয়।

দয়ানন্দ হইতেই বাঙ্গালীর মধ্যে "আর্য্য" শব্দের বহুল ব্যবহার ও "আর্য্যামীর" পূজা উঠিয়াছে। তিনি পৌত্তলিকতাদ্বেষী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে একজন স্বদলভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘজীবনে ঈশ্বরলাভের যে পন্থা সুপরীক্ষিত হইয়াছে ব্রাহ্মেরা তাঁহার সেই যোগাচার ও প্রাণায়ামের কথা অনুমোদন করেন না।

দয়াপাল, ১ রূপসিদ্ধি নামে শাকটায়নের মতানুসারী সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা। ২ অঙ্গ দেশের একজন রাজা।

(অ° ব্রহ্মখ° ২০।৪০)

দয়াময় (পুং) দয়া-ময়ট্। অতিশয় দয়ালু।

দয়ারাম, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি দানপ্রদীপ, পদচন্দ্রিকা, স্মৃতিসংগ্রহ প্রভৃতি নামে সংস্কৃত ভাষায় কএকখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

২ শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যরচয়িতা।

৩ দেবকীনন্দনের পুত্র, ইনি 'রসমানস' নামে একখানি সংস্কৃত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৪ কাশ্মীরবাসী সাহেবরামের পুত্র, ইনি লিঙ্গপুরাণের টীকা রচনা করেন।

দয়ারাম বাচস্পতি, মুগ্ধবোধের একজন টীকাকার।

দয়ালু (ত্রি) দয়তে ইতি দয়-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহীতি। পা ৩।২।১৫৮) দয়াযুক্ত। পর্য্যায় কারুণিক, কৃপালু, সুরত। (অমর)

"দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ।" (রঘু ১০।১৯)

দয়ালুশর্ম্মন্, গোপালসহস্রনামস্তবপ্রণেতা।

দয়ালুমিশ্র, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত কবি।

দয়াবৎ (ত্রি) দয়া বিদ্যতে ২স্য, দয়া-মতুপ্ মস্য বঃ। দয়াযুক্ত, দয়ালু।

দয়াবীর (পুং) দয়য়া বীরঃ ৩তৎ। ১ দয়াযুক্ত বীর, যে ব্যক্তি পরদুঃখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত।

২ দয়াযুক্ত নায়কভেদ, বীররসের লক্ষণে চারি প্রকার নায়কের উল্লেখ আছে—দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর। জীমূতবাহন দয়াবীরের উদাহরণ এই রূপ দিয়াছেন—

"শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তং
অদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ
কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতো গরুত্মন্॥" (জীমূতবাহন)

দয়াশঙ্কর, ১ একজন বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, ধরণীধরের পুত্র; ইহার বিরচিত শাখায়নীয় পুণ্ডরীককল্প প্রয়োগপাঠে জানা যায় যে ইনি ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইহার কৃত এই কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়—

অধ্বরপদ্ধতি, আধানপদ্ধতি, উপাক্রমবিধি, ঔর্দ্ধদেহিক-পদ্ধতি, জাতকর্ম্মাদি সমাবর্ত্তনান্তপ্রয়োগ, তিথিনির্ণয়, দর্শশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, দানপ্রদীপ, নীতিবিবেক, পৌণ্ডরীকক্রতু-প্রয়োগ, প্রয়োগরত্নাকর, বাস্তচন্দ্রিকা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি, ব্রতোদ্যাপনকৌমুদীপ্রকাশ, শুদ্ধিরত্ন, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ-প্রয়োগ, দীক্ষাবিধানতন্ত্র, আত্মজ্ঞানোপনিষট্টীকা, আশ্ব-লায়নসূত্রবৃত্তি, শাখায়নগৃহ্যসূত্রের প্রয়োগদীপ, সামতন্ত্র টীকা প্রভৃতি।

২ অনুবন্ধখণ্ডনবাদরচয়িতা।

৩ গ্রহদীপিকা, প্রশ্নমনোরমটীকা ও মল্লারিপদ্ধতি-টীকা প্রণেতা।

৪ চিকিৎসাকলিকা নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

দয়াশীল (ত্রি) দয়া এব শীলং যস্ত। দয়ালু, দয়াবান্।

দয়িত (পুং) দয়-ক্ত। ১ পতি। (ত্রি) ২ প্রিয় পাত্র।

দয়িতা (স্ত্রী) দয়িত-টাপ্। ভার্য্যা, পত্নী। "দয়িতা দয়িতাননা-ম্বুজং দরমীলন্নয়না নিরীক্ষ্যতে।" (রসগ°)

দয়িতাধীন (পুং) দয়িতায়াঃ অধীনঃ। স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রৈণ।

দয়িত্নু (ত্রি) দয়-ইত্নু। দয়াশীল।

দয়ু (ত্রি) দেব-কিপ্ উট্। দেবনকর্ত্তা।

দয়েল (দেশজ) একপ্রকার পাখী। ভারতের সর্ব্বত্রই দয়েলপাখী দেখা যায়। এই পাখী এক একটা ৮।৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের মাথা, গলা, বক্ষ, দেহের উপরি-ভাগ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, ডানা ছাড়া ঐ সকল স্থানেই উজ্জ্বল নীলবর্ণের আভা; উদর, পুচ্ছের নিম্নভাগ ও দুই পাশের পুচ্ছের ৪টী পালক শ্বেতবর্ণ। স্ত্রীজাতির রং পুরুষের মত তেমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নয়, ইহাদের বক্ষঃস্থল অনেকটা ধূসর বর্ণ। আবার শাবকের বক্ষঃস্থল তেমন উজ্জ্বল নহে, মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দু এবং শরীরের উপরিভাগ বাদামী হইতে প্রায় গাঢ় ধূসর।

যে গ্রাম বা নগরের ধারে বৃক্ষরাজিশোভিত উদ্যান দেখা যায়, সেইখানেই প্রায় দয়েল উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাসা করিয়া থাকে, নিবিড় বন জঙ্গলে ইহারা থাকেনা। কখন গৃহের সম্মুখে, কখন বা দুইটী মিথুন একত্র কীট পতঙ্গ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে বাসায় বসিয়া দয়েল মিষ্ট স্বরে গান করিতে থাকে। বৃক্ষ-চূড়া, গুল্ম গুচ্ছ ব্যতীত কখন কখন গৃহাদির সমুচ্চ ছোট গর্ত্ত মধ্যেও এই পাখী বাস করে। কেবল গাছের শিকড় ও ঘাস দিয়া ইহাদের বাসা প্রস্তুত হয়। এই পাখী এককালে ৪টী ডিম পাড়ে, ডিম গুলি শ্বেত বর্ণের হইলেও প্রথমাবস্থায় দেখিতে অনেকটা নীলাভ, মধ্যে পাঁশুটে দাগ দেখা যায়।

অনেকে ইহাদের সুমিষ্ট স্বরের জন্য আদর করিয়া পোষে। নেপালে ধনী লোকেরা দয়েলের লড়াই দেখিবার জন্য পুষিয়া থাকে।

ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, চীন প্রভৃতি স্থানেও দয়েল পাখী দৃষ্ট হয়।

দর (অব্য) দৃ-ভয়ে অপ্। ১ ঈষদর্থ। ২ ভয়। ৩ গর্ত্ত। (ক্লী) ৪ শঙ্খ। ৫ কন্দর। (পুং স্ত্রী) ৬ পর্ব্বতগুহা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"স উচ্চকাশে ধবলোদরোদরো-
পুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা॥" (ভাগ° ১।১১।২)

দর (দেশজ) দ্রব্যের মূল্য।

দরওয়ানী, বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলার একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ৫৩´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°।৫৫´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে পুলিশের একটী থানা আছে। প্রতি বৎসর মেলা হয়। এই মেলায় গোমেষাদি ও অশ্ব বিক্রীত হয়।

দরক (ত্রি) দর ভয়ে "কৃঞাদিভ্যো বুন্" ইতি বুন্। ভীরু। (শব্দার্থচি°)

দরকণ্টিকা (স্ত্রী) দর ঈষৎ কণ্টো-যস্তাঃ কপ্, টাপি অত ইত্বং। শতাবরী। শতমূলী। (রাজনি°)

দরকার (পারসী) প্রয়োজন, আবশ্যকতা।

দরকারী (পারসী) প্রয়োজনীয়, আবশ্যক।

দরখাস্ত (পারসী) আবেদন, অনুরোধ।

দরঙ্গ, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার অংশ লইয়া একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ১২´ ৩০´´ ও ২৭° ২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪৫´ ও ৯৩° ৫০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভূটিয়া, অকা ও দফলা পাহাড়, পূর্ব্বে মঙ্গলদই নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে কামরূপ। পরিমাণফল ৩৪১৮·২৮ বর্গমাইল।

ভৈরবী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। তেজপুর এই জেলার সদর।

অনেকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এই প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানে ২০০ হইতে ৫০০ ফিট্ উচ্চ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এ প্রদেশ বন ও জঙ্গলময়। এখানে সকল প্রকারের হিংস্র জন্তই আছে। এখানে একটী ব্যাঘ্র শীকার করিতে পারিলে ২০৲ টাকা, চিতাবাঘ মারিতে পারিলে ৫৲, ভল্লুক মারিতে পারিলে ১০৲ এবং হায়েনা মারিতে পারিলে ২॥০ পর্য্যন্ত দেওয়া

হয়। বন্য হস্তী এখানে সময়ে সময়ে শস্যের অত্যন্ত অনিষ্ট করে।

ব্রহ্মপুত্র দরঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নদী। ইহার ৫টী প্রধান শাখা আছে—১ ভৈরবী, ২ খিলাধারী, ৩ ধনেশ্বরী, ৪ সোনাই এবং ৫ বড়নদী। এতদ্ব্যতীত এখানে ২৬টী ছোট নদী আছে। এখানে হ্রদ আদৌ নাই। চাষের সুবিধার জন্য এবং ব্রহ্মপুত্রের বন্যানিবারণকরণার্থ এখানে দুইটী বাঁধ আছে।

আসাম হইতে পৃথক্ ইতিহাস দরঙ্গের নাই। পুরাতত্ত্ব এবং স্থানীয় পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় অনেক দূর পর্য্যন্ত হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজপুর নগরের চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড় সমূহে জঙ্গলাবৃত মন্দির ও প্রাসাদাদির যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে এই সমস্ত মন্দিরাদি কোন বিশিষ্ট ক্ষমতাপন্ন জাতি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এগুলি যে কোন আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালার অধিপতি সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃকই এই সমস্ত ধর্ম্মবিঘাতক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের ফল। হিন্দুরাজ্যের পতনের পর আসামের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় দরঙ্গ পুনরায় অসভ্যহস্তে পতিত হয়। ব্রহ্মদেশের পাহাড় হইতে আগত সান বংশোদ্ভূত আহম জাতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত ইহারাই এই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিল। উত্তরদিকের পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশের একটী প্রদেশ আহমরাজ প্রতি বৎসর ৮ মাসের জন্য ভূটিয়াদিগকে ধান্যাদি চাষ করিতে প্রদান করিতেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নিকটে প্রতিবৎসর উৎপন্ন দ্রব্যের কতকাংশ প্রাপ্ত হইতেন। বৎসরের অবশিষ্ট ৪ মাস আষাঢ় হইতে আশ্বিন তিনি নিজেই এ প্রদেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইংরাজ কর্ত্তৃক আসাম বিজয়ের পরও কিছুদিন এই বন্দোবস্ত চলিয়া ছিল। কিন্তু ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভূটিয়াদিগের স্থান জমাইয়া দিয়া বার্ষিক ৫০০০৲ করিয়া দেওয়া হইত। এই বিবাদী জমী হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রতিবৎসর ৫১৮৫০৲ আদায় প্রাপ্ত হন।

যে ভূটিয়াদের কথা উল্লিখিত হইল, তাহারা ভোটান রাজ্যের অধীন নয়, লাসা গবর্মেণ্টের অধীন। তাহারা তিব্বতীয়দিগের সহিত বিস্তৃত ব্যবসা চালাইয়া থাকে। ভূটিয়া ব্যতীত পূর্ব্বদিকে অকা বা হুসোনামক একটী ক্ষুদ্রজাতি বাস করে। ইহারা বার্ষিক ১০০৲ করিয়া করস্বরূপ পায়। এমন কি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দেও অকারা একটী প্রদেশের দাবি করিয়া বৃটীশ অধিকার আক্রমণ করিয়াছিল। [অকা দেখ।]

আরও পূর্ব্বে দফলা নামক একটী জাতি আছে। ইহারা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমতোলা গ্রাম আক্রমণ করিয়া কয়েকজন লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। [দফলা দেখ।]

অধিবাসী লোকসংখ্যা—২৭৩৩৩৩।

দরঙ্গের অধিবাসিদিগের মধ্যে অসভ্য জাতিই প্রধান। ইহাদের মধ্যে কাছারী, রাভা ও কোচের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া আহম, ভূটিয়া, ভুটিয়া, দফলা, গারো, মেচ, সাঁওতাল প্রভৃতি আরও কতকগুলি জাতি আছে। এখানকার মুসলমানেরা সকলেই সুন্নি। ইহাদের অনেকেরই অবস্থা ভাল। কাছারীদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। এখানে একটী গির্জ্জা আছে। মিশনরী স্কুল গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্মেণ্ট বার্ষিক ১৫০০৲ দিয়া থাকেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তেজপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

তেজপুরই এ জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। মঙ্গলদৈতে একটী মহকুমা আছে। এ ছাড়া বিশ্বনাথ, ঢাবালা, মোহনপুর, নলবাড়ী এবং কুরুয়াগাঁ নামক কয়েকটী বাণিজ্যপ্রধান গ্রাম আছে।

এখানে চাউলই প্রধান শস্য। চাউল দুই প্রকার—১ শালি বা আমন, ইহা শীত কালে কাটা হয়, ইহাই প্রধান খাদ্য। ২ আউস—ইহা গ্রীষ্ম কালে কাটা হয়। এই ধান্য কাটা হইলে সরিষা, মটর, কলাই ইত্যাদির চাষ হয়।

এখানকার জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১ বস্তি বা বাস্তু জমি,— ২ রূপিত বা আর্দ্রভূমি ও ৩ ফরিংখাটি।

এখানকার কৃষকদের অবস্থা মন্দ নয়। অধিকাংশ লোকেরই বড় ঋণ নাই। কৃষকেরা সকলেই গবর্মেণ্টের খাস জমি দখল করে। জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। যাহাদের জমি নাই বা খাজানা করিয়া লইবারও ক্ষমতা নাই, তাহারাও সাধারণতঃ মজুরি করিতে যায় না। চা বাগানে বা চালান ইত্যাদি কাজ করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই দুইটী বলদ ও জমি খাজানা করিয়া লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে।

দরঙ্গ বন্যাজলেও প্লাবিত হয় না বা বৃষ্টির অভাবেও

হই পার না। দুর্ভিক্ষ এখানে এক রকম নাই বলিলেও হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে এখানে একবার শস্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাহাও ব্রহ্মদেশবাসিগণের আক্রমণের কারণ, অজন্মার জন্ত নয়।

রেশম বুনানই এখানকার একমাত্র শিল্পকর্ম্ম। রেশম দুই প্রকার—এণ্ডিয়া ও মুগা। এখানে অনেকেই সুতা কাটে, বুনে এবং রং করে। এই রেশমী কাপড়ের কতক কতক অতি সুন্দর হয়। রেশমবস্ত্র বুনান ছাড়া কোন কোন স্থানে পিত্তল ও মৃণ্ময়পাত্রাদি প্রস্তুত হয়।

চা-কুরি এখানে সাহেবদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ চালিত হয়। এখানে প্রায় ২০০টী চা-বাগান আছে।

এখানকার রপ্তানী দ্রব্য মধ্যে চা, সর্ষপাদি ও রেশম বস্ত্রই প্রধান। তেজপুর, মঙ্গলদৈ এবং বিশ্বনাথ এই তিনটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। চা-বাগানের নিকটস্থ স্থান সমূহে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বার্ষিক মেলাও হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উদলগুরির মেলাই প্রধান। এখানে ভুটিয়ারা ছোট ছোট ঘোড়া (পনি), কম্বল, লবণ, মোম, স্বর্ণ, লাক্ষা প্রভৃতি বিক্রয় করে।

ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বারা ষ্টীমারে সকল সময়েই যাতায়াত করা যায়। এছাড়া এখানে যাতায়াতের অন্ত উপায় বড়ই কম। আসাম রাস্তা (Assam Northern Trunk Road) নামক একটী প্রশস্ত রাস্তা দরঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ১৪৩ মাইল গিয়াছে। আসাম-বঙ্গ-রেলপথে (Assam Bengal Railway) এ প্রদেশে যাতায়াতের কতকটা সুবিধা হইতেছে।

এখানে ৬টী থানা আছে। তেজপুরে জেলার সদর, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও অন্তান্ত কর্ম্মচারীর কার্য্যালয় আছে।

বাঙ্গালার অন্তান্ত প্রদেশের ন্তায় এখানে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। তেজপুরে একটী গবর্মেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় এবং মিশনরিদের একটী নর্ম্মালস্কুল আছে।

সবিরাম জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি এখানকার সাধারণ পীড়া। বসন্তরোগ প্রায় প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। এখানে ২টী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

দরঙ্গিরি, আসাম প্রদেশের গারো পাহাড়ের অন্তর্গত একটী গ্রাম। সোমেশ্বরী নদীতীরে, অক্ষা° ২৫°, ৪৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৫৮´ পূঃ; ইহার নিকট ১০ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ একটী সুন্দর কয়লার খনি আছে। এখান হইতে বিস্তর কয়লা উৎপন্ন হয়।

দরজা (আরবী) দ্বার, কপাট।

দরজী (পারসী) সূচীকর্ম্মজীবী।

দরঠাহরণ (দেশজ) বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যনিরূপণ।

দরণি (পুং স্ত্রী) দৃ বিদারণে অনি (দৃণাভেরপানিঃ। উণ্ ২।১০৩) কূল ভঙ্গ, ভাঙ্গন, নদীর তীর ভাঙ্গিয়া যাওয়া। পর্য্যায় কূলহণ্ড, কূলতভুন। (ভূরিপ্রয়োগ)

দরথ (পুং) দৃ-বিদারণে অথ। ১ দিক্‌সমূহে প্রসরণ। ২ গর্ত্ত। (উজ্জ্বল)

দরদ্ (স্ত্রী) দৃনাতি দৃ-বিদারণে অদি (দৃদভসো হদিঃ। উণ্ ১।১২৯) ১ অদ্রি, পর্ব্বত। ২ প্রপাত। ৩ ভয়। ৪ ম্লেচ্ছ-জাতি। ৫ দেশবিশেষ। ৬ তীর।

দরদ (ক্লী) দর ঈষৎ দারতি শুধ্যতীতি। দৈ-ক। হিঙ্গুল, পর্য্যায় দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণ পারদ। দরদ তিন ভাগে বিভক্ত—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ, ইহারা উত্তরো-ত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ অধিক গুণদায়ক। চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ, এবং হংসপাদ জবাপুষ্প সদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঔষধে দরদ (হিঙ্গুল) ব্যবহার করিতে হইলে হংসপাদই প্রশস্ত। শোধিত হিঙ্গুলের গুণ—তিক্ত, কষায়, কটুরস এবং চক্ষু রোগ, কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক। হিঙ্গুল মারিয়া ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরুযন্ত্রে পাক করিয়া যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতই বিশুদ্ধ—সুতরাং তাহা শোধন করিবার আবশ্যক নাই।

দরদ শোধন বিধি—মেষী দুগ্ধ ও অম্লবর্গ দ্বারা যত্নের সহিত সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধিত হইবে। হিঙ্গুল হইতে রস বাহির করিতে হইলে কাগজীনেবু অথবা নিম্বপত্রের রস দ্বারা এক প্রহর কাল হিঙ্গুলকে পেষণ করিয়া পারদের ন্তায় ঊর্দ্ধপাতন করিবে। অনন্তর উপরিস্থ পারদসংলগ্ন রস গ্রহণ করিবে। ইহা শুদ্ধ ও হিতজনক, সুতরাং সকল কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (ভাবপ্র°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এইরূপ হিঙ্গুল হিঙ্গুলু, শুকতুণ্ডক ও রসগন্ধক নামে বর্ণিত আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, শোধনপ্রণালী—হিঙ্গুল অম্লবর্গে পেষণ করিয়া মহিষী দুগ্ধে সাতবার পেষণ করিলে শোধন হয়। প্রকারান্তর—মেষ-দুগ্ধে সাতবার ও অম্লবর্গে সাতবার ভাবনা দিলেও ইহা শোধন হয়। অন্যরূপ—আর্দ্রক নেবুর রসে দোলযন্ত্রে ইহা পাক করিয়া অম্লবর্গে সাতবার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। রসগন্ধক হিঙ্গুল জোনাকুড়া কদলো আকাসপুষ্প ও বার্ত্তা-

পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশুদ্ধ হিঙ্গুল দেহ ও দুষ্টহারক, রুচিকর, বলপ্রদ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

[হিঙ্গুল দেখ।]

(ত্রি) দরং ভয়ং দদাতি দা-ক। ২ ভয়দায়ক। ৩ দেশবিশেষ ; এই দেশ ঈশানকোণে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অ°) দরদঃ দেশবিশেষঃ, সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা অণ্, বহুষু অণোলুক্। ৪ দরদদেশবাসী। ৫ দরদদেশের রাজা। দরদ দেশবাসী অর্থে দরদ শব্দ বহুবচনান্ত, কিন্তু আর্ষপ্রয়োগে কোন কোন স্থলে একবচনান্ত দেখা যায়। যথা—

"শাবরাজশ্চ দরদো বিদেহাধিপতিস্তথা।" (হরিব° ৯১ অ°)

৬ ম্লেচ্ছজাতিভেদ; এই জাতি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। [দারদ দেখ।]

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥"

(মনু ১০।৪৩-৪৪)

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যাজন, অধ্যাপন প্রভৃতি অভাবে ও ব্রাহ্মণদিগের দর্শন না পাওয়ায় জন্য ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করে।

দরদ্ (পারসী) ১ যাতনা। ২ সহানুভূতি।

দরদর (দেশজ) ঝর ঝর।

দরদী (পারসী) সহানুভূতিসম্পন্ন। ব্যথার ব্যথী।

দরধরণ (দেশজ) বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য স্থির করা, দাম করা।

দরপেশ্ (পারসী) সম্মুখে উপস্থিত।

দরবর (পুং) দরেষু শঙ্খেষু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

"দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব।" (ভাগ° ১।১১।২)

দরবাজা (পারসী) দ্বার।

দরবান্ (পারসী) দ্বাররক্ষক। দৌবারিক।

দরবার (পারসী) রাজকীয় সভা, মজলিস্, রাজা পাত্রমিত্র লইয়া যে স্থলে বসিয়া রাজকীয় কার্য্য সমাধা করেন, তাহার নাম দরবার।

দরভাঙ্গা (দ্বারভাঙ্গা) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির পাটনা বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পূর্ব্বে ইহা ত্রিহুত জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ত্রিহুত জেলাকে বিভাগ করিয়া স্বতন্ত্র দুইটী জেলা করা হয়, সেই সময় ত্রিহুত জেলার পূর্ব্বাংশস্থিত দরভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই উপবিভাগ লইয়া দরভাঙ্গা জেলা গঠিত হয়। এই জেলার উত্তরে নেপাল রাজ্য; পূর্ব্বে ভাগলপুর, দক্ষিণে মুঙ্গের ও গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে মজঃফরপুর জেলা। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৮ ক্রোশ। লোকসংখ্যা ২৬৩৩৪৪৭। এখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই জেলায় তৃণাদ নদীমাতৃক, স্থানে স্থানে বসতি আছে। আম্রবন ও বাঁশবাগান যথেষ্ট, এতদ্ভিন্ন বহুবিস্তৃত ধান্তক্ষেত্রও দেখা যায়।

বাঘমতী, গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, করাই, কমলা, তিলজুগা প্রভৃতি নদীই প্রধান। ২০ বর্গমাইল পরিমিত স্তালবক্তেলা এই জেলায় প্রধান হ্রদ বা বিল। এই জেলায় কয়েক প্রকার দীর্ঘবৃন্ত ধান্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এবারিয়া ও সিল্‌ড়া প্রধান। ইহার বিচালী ৯ হইতে ১২ হাত পর্যান্ত লম্বা হয়, এখানে বন্তোৎপন্নের মধ্যে কেবল মধুই প্রধান। এই জেলায় ধান্য, তিসি, নীল, সর্ষপ, তামাকু, কলাই ও শাঁকআলুর ন্যায় মূলাদি জন্মে। আলীপুর পরগণায় সর্ব্বাপেক্ষা ধান্যের চাষ অধিক হয়। নীলের ব্যবসায় য়ুরোপীয়গণের একচেটিয়া, আর চিনির ব্যবসায় দেশীয়দিগের একচেটিয়া। তাজপুরের অন্তর্গত পুসা নামক স্থানে তামাকুর কুঠি স্থাপিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ও আমেরিকা কৃষিপ্রণালী অনুসারে এখানে তামাকুর চাষ ও চুরুট তৈয়ারি হয়। এই জেলার মধুবনীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। জল হাওয়া মাঝামাঝি। জ্বরই এখানকার প্রধান ব্যাধি, এক প্রকার লাগিয়াই থাকে। ৪।৫ বৎসর অন্তর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত বড় একটা হয় না।

দরভাঙ্গা উপবিভাগে একটী দেওয়ানী ও ৫টী ফৌজদারী আদালত এবং তিনটী থানা আছে। দরভাঙ্গা সহর ২০° ১০′ ২″ উঃ অক্ষা° ও ৮৫° ৫৬′ ৩৯″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, ছোট বাঘমতী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। বিহার প্রদেশের মধ্যে ইহাই তৃতীয় সহর। এই সহরে লোকসংখ্যা ৭৩,৫৬১; হিন্দুই বেশী। সহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এখানে অনেকগুলি বড় বড় মনোহর পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে তিনটী একসূত্রে অবস্থিত, একত্র তিনটীর দীর্ঘতা প্রায় ৪ হাজার হাত।

দরভাঙ্গা সহরটী সম্ভবতঃ মুসলমান নগরী ছিল। কেহ কেহ বলেন, দরভাঙ্গা খাঁ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, দ্বারবঙ্গ শব্দ হইতে দ্বারভাঙ্গা হইয়াছে। অসংখ্য পুষ্করিণী দেখিয়া অনেকে বলেন, সেনানিবাস স্থাপনের জন্য প্রচুর মৃত্তিকা তুলিয়া লওয়ায় এই সকল পুষ্করিণী হইয়াছে। সহরের চতুর্দ্দিকে জমী বড় নাবাল,

বাঘমতী ও কমলার প্লাবনে ডুবিয়া যায়। বাজার খুব বড়। হাট প্রত্যহ হয়। ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাজিতপুর হইতে আসিয়া দরভাঙ্গা সহরে মিশিয়াছে। বাজিতপুরের সম্মুখে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বাড় নামক ষ্টেশন। দরভাঙ্গা যাইতে হইলে লোকে বাড় হইতে জাহাজে বাজিতপুর যায়। এই সহর হইতে সর্ষপাদি তৈলকর বীজ, ঘৃত ও কাষ্ঠ রপ্তানী হয়।

ইতিহাস।—মহেশ ঠাকুরের পিতার নাম দুবে ঠাকুর ও পিতামহের নাম চাঁদ ঠাকুর। ইনি মধ্য ভারতের খণ্ডবালা কুলোদ্ভব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ইনি তীরহুতে আসিয়া ভবসিংহ দেববংশীয় রাজগণের পৌরোহিত্য করেন। [ভবসিংহ দেবের বিবরণ মিথিলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রঘুনন্দন রায় নামক একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ মহেশ ঠাকুরের ছাত্র ছিলেন। দরভাঙ্গার অন্তর্গত গোড় পরগণার মধ্যগত রামপুর গ্রামে রঘুনন্দনের বাস ছিল। দিল্লীর সম্রাট্ অকবর সকল ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা শুনিতেন। সেই সূত্রে রঘুনন্দন অকবরের সভায় উপস্থিত হন। রঘুনন্দন অকবরের সভায় শাস্ত্রীয় তর্কে জয়লাভ করেন। অকবর সন্তুষ্ট হইয়া ৯৭৫ ফসলী ২৪এ চৈত্রে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) রঘুনন্দনকে পণ্ডিত খেতাব ও তীরহুতের অন্তর্গত হাতী পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। রঘুনন্দন পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি জমীদারী রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি দেশে আসিয়া মহেশঠাকুরকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ জমীদারী প্রদান করেন। মহেশ প্রথমতঃ দানগ্রহণ করেন নাই, শেষে বাধ্য হইয়া শিষ্যের বাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু বিষয়ে নির্লোভ ছিলেন বলিয়া কোন অছিলায় তাহা আবার রঘুনন্দনকে প্রত্যর্পণ করেন। ইহার পরই ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মহেশের মৃত্যু হয়। রঘুনন্দন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি আর গুরুদত্ত ধনভোগের জন্য ফিরেন নাই, কাজেই মহেশের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল ঠাকুর পিতার নামীয় দানপত্র বলে সম্রাট্ দরবারে হাতী পরগণার বন্দোবস্ত করিতে দিল্লী যান। দিল্লী দরবারের বিচারে মহেশের স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। গোপাল জমীদারী বন্দোবস্ত লাভ করিয়া আসিবার সময়ে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) কাশীতে স্বর্গলাভ করেন। এই সময় টোডরমল্ল 'আসল জমা তুমারী রকবা' প্রস্তুত করেন। গোপালের সময়েই দিল্লী হইতে দরভাঙ্গার একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন।

দরভাঙ্গার প্রজাদিগের প্রথম ভূসম্পত্তি হাতী পরগণার
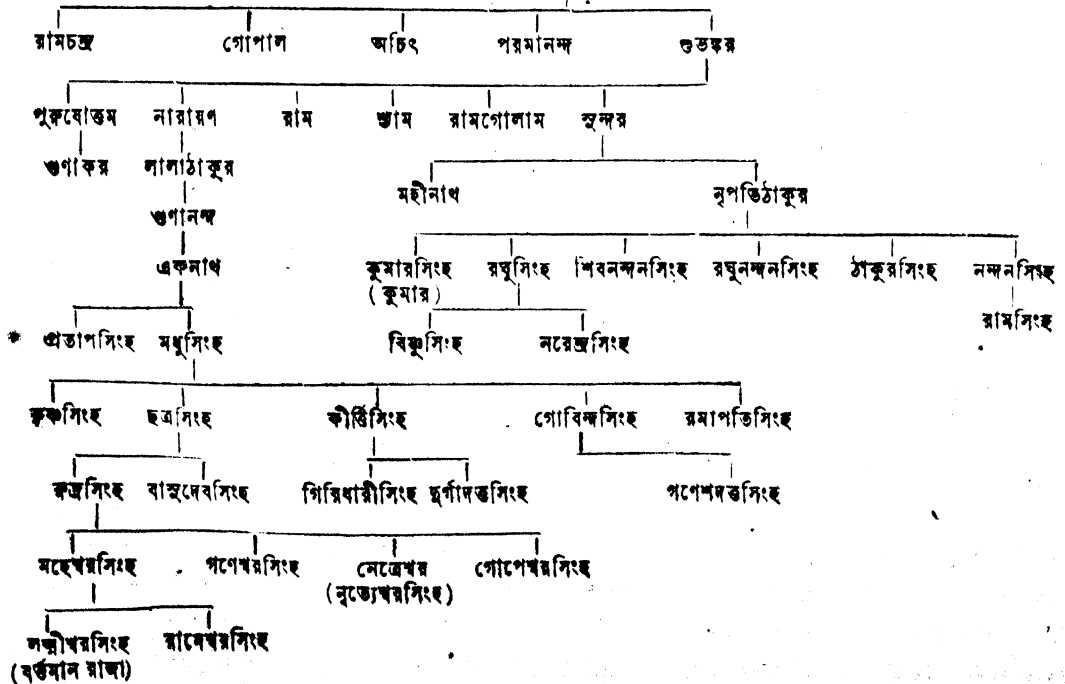
পরিমাণ ২১৭৩৪১ বিঘা। এই পরগণার ভবারা গ্রামে মহেশ ঠাকুরের বংশধরেরা বাস করিতেন। অকবরের সময় এই ভবারা গ্রামে বাঙ্গালার সুবেদার জলালুদ্দীনের নির্ম্মিত এক মস্‌জিদ বর্ত্তমান আছে।

দরভাঙ্গা জেলার প্রায় ⅘ স্থান এখন দরভাঙ্গারাজের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে।

মহেশ ঠাকুর জমীদারী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই 'সাহুই' কর গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেবের লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, তখন ১৭২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহেশের বংশধরেরা ঐ রূপ করগ্রহণে অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহব্বতজঙ্গের সুবাদারীর সময় ঐ করগ্রহণক্ষমতা ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মহেশ ঠাকুর পাঁচটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর অবিবাহিত অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় গোপাল ঠাকুর কিছুদিন জমীদারী ভোগ করিয়া কাশীবাসী হন ও ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। তৃতীয় অচিৎ ঠাকুর (অজিত বা অচ্যুত?) অপুত্রক মৃত হন। চতুর্থ পরমানন্দ ঠাকুর মধ্যম ভ্রাতার পর জমীদারী ভোগ করেন, কিন্তু অপুত্রকাবস্থায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে পঞ্চম শুভঙ্কর ঠাকুর জমীদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন; ইহার ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। দরভাঙ্গার বর্ত্তমান রাজগণ এই শুভঙ্করের বংশোৎপন্ন। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ইহাদিগের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

শুভঙ্করের মৃত্যুর পর পুরুষোত্তম পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর ঠাকুর সম্পত্তি অধিকার করেন। ২০ বৎসর রাজ্যভোগের পর সুন্দর ঠাকুরের ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুর পর ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীনাথ ঠাকুর রাজ্যাধিকার করেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে মহীনাথ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৃপতি ঠাকুর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নৃপতি ঠাকুরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুসিংহ রাজ্যাধিকার করেন। তদানীন্তন সুবাদার মহব্বতজঙ্গকে উপযুক্ত নজর দিয়া রঘুসিংহ 'রাজা' উপাধি লাভ করেন এবং বার্ষিক লক্ষ টাকা করে সরকার ত্রিহুতের মকররি জমা গ্রহণ করেন। নবাব মহব্বতের দেওয়ান রাজা ধরণীধরকে আর ৫০ হাজার টাকা নজরাণা দিয়া নির্ব্বিবাদে জমীদারী ভোগের ব্যবস্থা করিয়া লয়েন। রঘু নূতন জমীদারী ও রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহাদের বংশগত "ঠাকুর" উপাধি ত্যাগ করিয়া রাজবোধক 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে রাজা রঘুসিংহের পিতামহ সুন্দর ঠাকুরের দ্বিতীয় ভ্রাতা নারায়ণ ঠাকুরের প্রপৌত্র একনাথ ঠাকুর ইহার শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নবাব মহব্বত জঙ্গকে জানাইলেন যে, রাজা রঘুসিংহ লক্ষ টাকা করে যে সরকার ত্রিহুত ভোগ করিতেছেন, এখন তাহাতে ৭ গুণ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার ত্রিহুত হইতে ৭৬৯২৮৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। নবাব এই সংবাদে তৎক্ষণাৎ ত্রিহুতে উপস্থিত হইলেন ও রাজা রঘুর সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া গেলেন। রাজা রঘু পলায়ন করিলেন। নবাব তাঁহাকে ধরিতে লোক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি নিজেই আসিয়া ধরা দিলেন ও ক্রমে নবাবের প্রসাদ লাভ করিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সকল ক্ষমতা লুপ্ত হইল। তিনি সরকার ত্রিহুতের তহসীলদার মাত্র হইয়া রহিলেন, তবে কয়েকখানি গ্রাম 'ননকর' পাইলেন এবং সরকার ত্রিহুতের বিচারাদি কার্য্য করিবেন, প্রজার কষ্ট দূর করিবেন ও দেশের উন্নতি করিবেন স্বীকার করায় 'সাহুই' কর গ্রহণে অধিকার পাইলেন। রাজা রঘু জীবনের অবশিষ্টকাল এই সকল স্বত্ব প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুসিংহ পিতৃ অধিকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অপুত্রকাবস্থায় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার ভ্রাতা নরেন্দ্রসিংহ পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে কয়েকটী বিষয়ে "দস্তুরাৎ" আদায় করিবার অধিকার প্রদান করেন।

নরেন্দ্রসিংহ এই অধিকার পাইয়া প্রতি আসল মৌজায় 'সেরিহ্‌ দিহ্‌' অর্থাৎ ১॥০ টাকা, প্রত্যেক কবুলিয়তের প্রত্যেক টাকায় এক আনা, প্রত্যেক কবুলিয়তের টাকায় শতকরা ২৲ টাকা সুদ এবং নিজ জমীদারিতে শতকরা ১০৲ টাকা মালিকানা আদায় করিতেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত একনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপকে দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। এই সময় পর্য্যন্ত মধুবনীর নিকট ভাবরা নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেখানে মৃণ্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দুর্গ রাজা রঘু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রতাপ রাজা হইয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে দরভাঙ্গায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এখনও সেই প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে ও দরভাঙ্গারাজপরিবার এখনও সেইখানে বাস করিতেছে।

নবাব কাসিম আলী খাঁ রাজা প্রতাপসিংহকে "সাহুইকর" গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে "নলকর" গ্রামগুলি, "দস্তুরাৎ" গ্রহণের অধিকার ও মালিকানা আদায়ের অধিকার ফিরাইয়া লয়েন এবং রাজা নরেন্দ্রের রাণীকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত ১০ খানা গ্রাম, রাজা প্রতাপের ভ্রাতা মধুসিংহের জন্ত ২ খানা গ্রাম ও রাজাকে মাসিক ১ হাজার টাকা দান করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ রাজা হন। ৬ বৎসর পরে তাঁহার সহিত সরকার ত্রিহুতের অধিকাংশ বন্দোবস্ত করা হয়। মধুসিংহ এত বড় বৃহৎ জমীদারী শাসনে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন না। রাজা মধুসিংহ রাজ্যলাভ করিয়া ইংরাজরাজের নিকট দস্তুরাৎ আদায়ের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্ত আবেদন করেন। তিনি বলেন, তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকা বাকী পড়ায় ইহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সুপ্রীম কাউন্সিল ইহার অনুসন্ধান করিতে চাহিলে রাজা মধু সনন্দাদি দেখাইতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কানুনগোর হিসাব দেখিলেই ইহার সমস্ত মীমাংসা হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি দস্তুরাৎ আদায়ের ক্ষমতালোপের বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার যত টাকা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিয়াছিলেন। যাহাহউক ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ৮ বৎসরের বাকী দস্তুরাৎ হিসাবে পাটনার কোষাগার হইতে ১৯৩০০০৲ টাকা প্রদান করেন এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর মিঃ ভ্যান্সিটার্ট দস্তুরাৎ আদায়ের ক্ষমতার পরিবর্ত্তে মাসিক ১ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু ঐ বৎসরই নবেম্বর মাসে শুনা যায় যে, রাজা মধুসিংহ দস্তুরাতের বন্দোবস্ত লিখিত কোন সর্ত্ত প্রতিপালন করিতেছেন না (অর্থাৎ দেশের সুবিচার করেন না, দেশের কষ্ট দূর করেন না ও দেশের উন্নতি করেন না), বরং প্রজার নিকট হইতে জমা জমী কাড়িয়া লইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি বন্দোবস্তী সরকার ত্রিহুতেও শৃঙ্খলার সহিত শাসন পালন করিতে পারিতেছেন না। এই সকল শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হয়, কিন্তু পর বৎসর আবার তাঁহারই সহিত সরকার ত্রিহুত বন্দোবস্ত করা হয়। এ সময়ে সরকার ত্রিহুতের কর ২৯৫১৮১৲ টাকা নিরূপিত হয়। রাজা মুক্ত হইয়া রাজ্যে আসিলেন, কিন্তু রাজস্বের কিস্তির টাকা বাকী পড়িতে লাগিল। কালেক্টর রিপোর্ট করিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থির হইল যে রাজার সহিত বন্দোবস্ত রহিত করা হইবে। এই সময় দশশালা বন্দোবস্তের আয়োজন হইতেছিল। রাজা মধুসিংহ সে বন্দোবস্তের কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া এক আবেদন করিলেন যে, যত দিন ইংরাজ-রাজ তাঁহাকে সরকার ত্রিহুতের মকররি বন্দোবস্ত এবং মালিকানা ও দস্তুরাৎ আদায়ের ক্ষমতা না দিবেন, ততদিন তিনি কিছুই করিবেন না। কাজেই গবর্ণর-জেনারেল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজার জমীদারীগুলি ফয়েজ-উদ্দীন্ ও বরকৎ-উল্লা খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। অবশেষে বোর্ডের বিচারে রাজা মধু মালিকানা ও দস্তুরাৎ আদায়ের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু জমীদারী ফিরিয়া পাইবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে ফয়েজ-উদ্দীন্ নিজাংশ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলেন, রাজা মধুসিংহের প্ররোচনায় কোন প্রজা খাজনা দিতে চাহে না। কাজেই কালেক্টর বাধ্য হইয়া ফয়েজ-উদ্দীনের পরিত্যক্ত অংশ রাজা মধুর সহিত বন্দোবস্ত করিবেন স্থির করিলেন। বরকৎ-উল্লা খাঁও এই সময় বাটীর ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা জমীদারী রাখিতে স্বীকার না করায় অবশিষ্ট জমীদারীও রাজা মধুর সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা হইল; কিন্তু রাজা আলীপুর পরগণা ও সরকার ত্রিহুতের মকররি জমা না পাইলে বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কালেক্টর কাজেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ঠিকাদারের সহিত ৭ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত করিলেন। তৎপরে কালেক্টর পুনরায় রাজার সহিত তাঁহার মালিকানা ও দস্তুরাৎ বাদে ১৬৮৫০৬৲ টাকার জমীদারী বন্দোবস্তের কথা পাড়িলেন। রাজা প্রথমতঃ আরও ৬ হাজার টাকা কমাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে ১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি দিয়া জমীদারীর ভার গ্রহণ করেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ৫টী পুত্র রাখিয়া মধুসিংহ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসিংহ অপুত্রকাবস্থায় মৃত হন, দ্বিতীয় ছত্রসিংহ রাজা হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ছত্রসিংহের মৃত্যু হয়। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ উপাধি ব্যবহার করেন। ছত্রসিংহ জীবদ্দশায় সমস্ত সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহের হস্তে সমর্পণ করেন এবং কনিষ্ঠ বাসুদেবকে জরাইল পরগণা, ৪ খানি বাড়ী, ২টী হস্তী ও রাজপ্রাসাদে কয়েকটী গৃহ প্রদান করেন। ছত্রসিংহ স্বীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে কীর্ত্তিকে পরগণা জবদী, গোবিন্দকে পরগণা পাহাড়পুর এবং রঘু ও রমাপতিকে পরগণা পাচাহি দান করেন। তিনি জীবিত থাকিয়া কালেক্টরীতে খারিজ করাইয়া রুদ্রের নাম বসাইয়া দিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর বাসুদেব অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবার জন্ত কুলপ্রথার উপেক্ষা করিয়া এক নালিশ করেন, কিন্তু

মোকদ্দমায় পরাস্ত হন। পরে আপীল করেন, তাহাতেও হারেন। মহারাজ রুদ্রসিংহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গ গমন করেন। তাঁহার পুত্র মহেশ্বর সিংহ রাজা হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দরভাঙ্গায় মহেশ্বরের মৃত্যু হয়। এ সময় মহেশ্বরের পুত্রদ্বয় লক্ষ্মীশ্বর ও রামেশ্বর নাবালক ছিলেন; কাজেই সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হয়। এ সময় জমীদারীতে আয় ১৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু দেনা ১০ লক্ষ টাকা ছিল, বন্দোবস্তও ভাল ছিল না।

দরভাঙ্গার জমীদারী ত্রিহুত, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরে অবস্থিত। ত্রিহুতে জরাইল, হাটি ও আলীপুর পরগণায়, ভাগলপুরে বাচোর, ত্রিহুত ও নারাদিগা পরগণায়, পূর্ণিয়ায় ধর্ম্মপুর পরগণায় ও মুঙ্গেরে হাবিলী খড়্গপুর পরগণায় দরভাঙ্গারাজের জমীদারী আছে। ধর্ম্মপুর পরগণা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহআলম্ রাজা প্রতাপসিংহকে দান করেন। ১২ বৎসরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ ১০ লক্ষ টাকা দেনা শোধ করিয়া রাজ্যের আয় আরও ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করেন। এই সময় লক্ষ্মীশ্বরসিংহ সাবালক হইয়া স্বরাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। ইনি এখন গবর্ণরজেনারলের মন্ত্রীসভার সভ্য।

দরমা (হিন্দী) ১ নল নির্ম্মিত মাদুর, চাঁচ। ২ একপ্রকার নল।

দরমাহা (পারসী) মাসিক বেতন।

দরমিয়ান্ (পারসী) মধ্যবর্ত্তী।

দররোজ (পারসী) প্রতিদিন।

দরবেশ, (দর—দ্বার, বিহ্তান্ ভিক্ষা করা)। মুসলমানদিগের ভিক্ষোপজীবী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। প্রথমে এই সম্প্রদায় দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পরে, আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, ওবাইস্‌বিন্ আমীর এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কিন্তু দরবেশের বর্ত্তমান যে সম্প্রদায়গুলি সমগ্র মুসলমান রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাঁহারা বলেন যে, মস্‌নবি-সরিফের গ্রন্থকর্ত্তা মৌলবী-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জালালউদ্দীন্ রুমি হইতে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

তুরুষ্ক প্রদেশের দরবেশগণ ৬০ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা সেখানে অনেকটা প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। কনস্তান্তিনোপলের 'বস্তামী' বা 'বেক্‌তাসী' নামক সম্প্রদায় কোরাণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলে না এবং মহম্মদকেও ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিতে চায় না। তুরুকের রফই নামক দরবেশগণ অত্যন্ত আত্মনির্য্যাতন করেন। তাঁহারা ইলাহিয়া নামে অভিহিত। ভারতবর্ষের অনেক দরবেশই নীচ বংশোদ্ভব ও অবজ্ঞনিয়, ইহাদের অধিকাংশই বে-শরা সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা সময়ে সময়ে হজেরির পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। তাঁরতীয় ফকিরদের অবশিষ্টাংশ বা-সরা সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদিগকে সলিক বলে।

বাদি-উদ্দীন্‌শাহ মাদারের নামানুসারে দরবেশের এক সম্প্রদায়ের মদরিয়া নাম হইয়াছে। বদি-উদ্দীন্ মাদারকে কেহ কেহ জান্দপা মাদারও বলিয়া থাকে।

নক্‌সাবন্দি দরবেশগণ তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ব ছাপ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন। মেব্‌লেবিয়ে বা নর্ত্তক দরবেশগণ অনেকটা শিক্ষিত। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা মাথা ঘুরিয়া না পড়েন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করেন।

রফৈয়া দরবেশগণ ছুরিকাদ্বারা তাঁহাদের শরীর ছেদন করেন, জলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করেন, কাচ চিবাইয়া থাকেন এবং এইরূপ অন্যান্য উন্মত্ত সদৃশ কার্য্য করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এইরূপ কঠোর কার্য্য করিলে ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া যাইবেন।

গুল্‌সানিয়া দরবেশগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে মস্তক দোলান এবং যে পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া না পড়েন, সে পর্য্যন্ত আল্লা আল্লা করিয়া চিৎকার করেন।

দরসান (পুং) দৃ-বিদারণে দৃ-অসানচ্। দ্যোত। (উজ্জ্বল)

দরা (দেশজ) ছাতাপড়া, সড়া, বিশীর্ণ হওয়া।

দরাখৎ (পারসী) বৃক্ষ বিশেষ।

দরাজ (পারসী) বিস্তৃত, দীর্ঘ।

দরায়ুস্, মিসরের ফেরোয়া শব্দের ন্যায় দরায়ুস্ শব্দ ব্যক্তিগত নয়, উপাধিগত। অনেকগুলি সম্রাট্ এই নামে অভিহিত।

দরায়ুস্ (প্রথম) [জন্দভাষায় দারয়বুস্] সাধারণতঃ Darius Hystaspes নামে অভিহিত। ইনি হয়স্তাস্প নামক পারস্যের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র।

কথিত আছে, পারস্যরাজ কাইরস্-পুত্র কাম্বাইসিসের মৃত্যুর পর স্মারদিস্ নামক পারস্যের একজন মগুষ (Magus) অন্যায়পূর্ব্বক পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। দরায়ুস্ আর ছয়জন পারস্যের সম্ভ্রান্ত লোক দলবদ্ধ হইয়া এই স্মারদিস্কে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের পর প্রশ্ন উঠে—পারস্যরাজ কে হইবেন? অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থিরীকৃত হয় যে, পরদিন সূর্য্যোদয় কালে সাতজনই অশ্বারূঢ় হইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন। তথায় যাঁহার অশ্ব প্রথম হ্রেষারব করিবে, তিনিই সিংহাসনাধিরূঢ় হইবেন। দরায়ুসের ইবারিস্ নামে একজন বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ভৃত্য ছিল। তাহারই কৌশলে দরায়ুসের অশ্বই প্রথম শব্দ করে। ঠিক এই সময় পরিষ্কার আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল এবং

মেঘগর্জ্জন হইল। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া অন্ত ছয়জন অবিলম্বে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দরায়ুসের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এইরূপে (৫২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) দরায়ুস্ পারস্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। আরবীয় ব্যতীত এসিয়ার যে সমস্ত জাতি কাইরস্ ও কামবাইসিসের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই দরায়ুসের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। সিংহাসনাধিরোহণের পরই তিনি প্রথমে অতোষা ও অস্তিতোন নাম্নী কাইরসের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। তৎপরে কাইরস্-পুত্র স্মারদিসের কন্যা পরমিস্ এবং ওটানিস্ নামক আর এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করেন।

নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াই দরায়ুস্ প্রথমে একটী অশ্বমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর এইরূপ লিখিয়া রাখিলেন—'হয়তাস্পের পুত্র দারয়বুস্ তাঁহার অশ্বের চতুরতা এবং ইবারিষ নামক ভৃত্যের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে পারস্যের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

ইহার পর তিনি পারস্য সাম্রাজ্যকে ২০টী প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে প্রত্যেকটীর নাম ক্ষত্রপী (Satraphy) রাখিলেন। এই শাসনকর্ত্তাদিগের নামও ক্ষত্রপ হইল। প্রত্যেক ক্ষত্রপকে যে কর এবং সৈন্যদিগের ও রাজপরিবারের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য দিতে হইবে, দরায়ুস্ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

সারদিসের শাসনকর্ত্তা ওরিটাস্ বিনা কারণে কতকগুলি সম্রান্ত লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় দরায়ুস্ তাহাকে শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ওরিটাসের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা না করিয়া তিনি কৌশলে কতকগুলি লোক দ্বারা ওরিটাসকে বিনাশ করেন।

ইহার কিছুকাল পরেই দরায়ুস্ একটী শিকারে বহির্গত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার সময় পড়িয়া যান এবং তাহাতে তাঁহার গোড়ালি ভগ্ন হইয়া যায়। ডিমকিডিস্ নামক এক জন চিকিৎসকের চিকিৎসায় তিনি আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করেন।

দরায়ুস্ যখন কাম্বাইসিসের শরীর রক্ষক হইয়া মিশরে গমন করেন, সেই সময় সামসের দুর্বৃত্ত শাসনকর্ত্তা পলিক্রেটিসের ভ্রাতা সিলোসোন নামক এক ব্যক্তির গাত্রে এক খান সুন্দর গাত্রাবরণ দেখিয়া তাহা ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু সিলোসেন মূল্য না লইয়া দরায়ুসকে তাহা প্রদান করেন। পরে দরায়ুস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে সিলোসোন তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। দরায়ুস্ প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে চান। কিন্তু সিলোসোন অর্থ লইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার জন্মভূমি সামসের উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। দরায়ুস্ তাহাতেই সম্মত হইয়া সামস্ উদ্ধারার্থ ওটানিস্কে একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। ওটানিস্ সহজেই সামস অধিকারপূর্ব্বক তাহা সিলোসোনকে প্রদান করিলেন।

ঠিক এই সময়ে বাবিলনের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়। দরায়ুস্ এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রভূত সৈন্য লইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু বাবিলোনীয়দিগের বশ্যতা স্বীকারে কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। এইরূপে এক বৎসর আট মাস কাটিয়া গেল। দরায়ুসের সমস্ত কৌশলই সতর্ক বাবিলোনীয়দিগের নিকট ব্যর্থ হইতে লাগিল। অবরোধের বিংশতি মাসে রোপিরাস্ নামক দরায়ুসের একজন কর্ম্মচারীর বুদ্ধিকৌশলে বাবিলন অধিকৃত হইল। রোপিরাস্ তাঁহার নিজের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া বাবিলোনীয়দিগের নিকট গমন করেন এবং দরায়ুস্ কর্ত্তৃক তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, এই কথা বলেন। বাবিলোনীয়গণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ভার প্রদান করেন। যোপীরাস তখন সুবিধা বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দরায়ুসের হস্তে নগর সমর্পণ করিলেন। দরায়ুস্ নগর অধিকারপূর্ব্বক ৩০০০ সম্রান্ত লোককে নিহত এবং দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিলেন (৫১৬ খৃঃ পূঃ)।

বাবিলন অধিকৃত হইল; দরায়ুস্ স্কিদিয়া রাজ্য আক্রমণার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৭।৮ লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল। বস্ফোরাস্ উপসাগরের উপর একটী কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত হইল। দরায়ুস্ এই প্রভূত সৈন্য লইয়া সুসা হইতে যাত্রা করিয়া কাষ্ঠসেতু দ্বারা বস্ফোরস্ পার হইলেন। এখানে এই সেতুনির্ম্মাতা সামিয়াদ্বীপের অধিবাসী ম্যাণ্ড্রোক্লিস্কে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া থ্রেসের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক দানিয়ুব নদী পার হইয়া ডন নদীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে স্কিদিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। স্কিদিয়ানেরা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া চুপে চুপে এবং সুবিধা অনুসারে পারসিকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। দরায়ুসের খাদ্যাদি ক্রমেই হ্রাস হইয়া অবশেষে অভাব হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পীড়িত ও দুর্ব্বল সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একদিন নিশাযোগে সুসা-

স্থিত ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কাষ্ঠসেতু দ্বারা বস্ফোরাস্ পার হইয়া থ্রেসের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে এসিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া না আসিয়া ৮০০০০ সৈন্য মেগাবিজাসের অধীনে রাখিয়া এই সৈন্যাধ্যক্ষকে থ্রেস বিজয়ের আদেশ দিয়া আসেন। মেগাবিজাস্ এ বিষয়ে কতকটা সফল হইয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার স্কিদিয়া-বিজয়ের উত্তম বিফল হইল।

পারস্যে প্রত্যাগমন করিয়া দরায়ুস্ পূর্ব্বদিকে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাধান্য বিস্তার করিলেন।

৫০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে নক্সস্ দ্বীপে গোলমাল হইলে সম্ভ্রান্ত লোকগণ এই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মিলিটসের শাসনকর্ত্তা অরিষ্টগোরাসের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। অরিষ্টগোরাস্ সার্দিশের শাসনকর্ত্তা দরায়ুসের ভ্রাতা আর্ত্তাফারনিসের সাহায্য চাহিলেন। আর্ত্তাফারনিস্ পারস্য সম্রাটের সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক মেগাবেটিসের অধীনে দুই শত যুদ্ধ জাহাজ প্রদান করিয়া মিলিটসে যাইয়া অরিষ্টগোরাসের সৈন্য লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চারিমাস অবরোধের পর অরিষ্টগোরাস্ যখন দেখিলেন যে তাঁহার খাদ্যাদি ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে এবং তাঁহার শোধ দিবার সাধ্য নাই, তখন তিনি আইয়োনীয়দিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিলেন। আইয়োনীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া সার্দিস্ নগর দগ্ধ করিলেন এবং মিলিটস্ দ্বীপ শত্রু হস্তগত হইল (৪৯৪ খৃঃ পূঃ)।

আথেন্সের অধিবাসীগণ এই বিদ্রোহে অরিষ্টগোরাস্কে সাহায্য করায় দরায়ুসের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ডেটিস্ ও আর্ত্তাফারনিসের অধীনে একদল সৈন্য আটিকা-দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্যসৈন্য মিলটাইডিসের অধীনস্থ আথেন্সবাসী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া এসিয়াতে প্রত্যাগমন করিল। (৪৯০ খৃঃ পূঃ) দরায়ুস্ আর একবার আথেন্স আক্রমণের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন (৪৮৫ খৃঃ পূঃ)।

দরায়ুস্ পারস্যরাজ্যের অনেক উন্নতি বিধান করেন। রাজকীয় সংবাদাদি প্রেরণ করিবার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট দূরত্বানুসারে সমস্ত রাজ্যেই লোক দ্বারা ডাক বসাইবার ব্যবস্থা করেন।

রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। রাজা হইবার পর তাঁহার আর চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

দরায়ুস্ (দ্বিতীয়) ইনি সাধারণতঃ দরায়ুস্ অকাস্ বলিয়া অভিহিত। ইনি আর্ত্তা জরক্সেশের জারজ পুত্র। দ্বিতীয় জরক্সেশ নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইনি ভ্রাতা সগ্‌দিয়ানাস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই পারস্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৪২৩ খৃঃ পূঃ)।

ইহার দুই পুত্র ছিল। প্রথমটীর নাম আর্ত্তা জরক্সেশ ও দ্বিতীয়ের নাম কাইরস্ (Cyrus)। ইনি সম্পূর্ণরূপে খোরাসান এবং ইহার স্ত্রী পারিসেটিস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন বলিয়া ইহার রাজ্যশাসন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই। অনেক ক্ষত্রপ রাজবিদ্রোহী হয়। ইহাদের অধিকাংশই পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৯ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরে ইনি ৪০৪ খৃঃ পূর্ব্বে পরলোক গত হন। ইহার পর ইহার পুত্র আর্ত্তাজরক্সেশ পারস্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

দরায়ুস্ (তৃতীয়) ইনি দ্বিতীয় দরায়ুসের প্রপৌত্র এবং এই বংশীয় শেষ পারস্য সম্রাট্। ইনি তৃতীয় আর্ত্তা জরক্সেশের পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৩৩৬ খৃঃ পূঃ)। ইহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে আলেক্‌সান্দার হেলেস্‌পন্ট্ পার হইয়া এসিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেন। দরায়ুসের সহিত আলেকসান্দারের কয়েকটী যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকটীতে দরায়ুস্ পরাজিত হন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইহার পরলোক হয় (৩১০ খৃঃ পূঃ)। ইনি ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

দরাব (হিন্দী) খোদক।

দরাম (দেশজ) দর।

দরালতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Hedysarum Alhagi)

দরি (রী) (স্ত্রী) দৃ বিদারণে ইন্ ঙীষ্। ১ কন্দর। ২ তক্ষককুলজাত সর্পভেদ। (ভারত আদি° ৫৭ অ°)

দরিত (ত্রি) দরো ভয়মস্য সঞ্জাতঃ, দর-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ভীত।

দরিদ্র (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছতি দরিদ্রা-অচ্। নির্ধন। পর্য্যায়—নিঃস্ব, দুর্বিধ, দীন, দুর্গত, কীকট, দুস্থ, অকিঞ্চিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

পদ্মপুরাণের মতে, যাহারা মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া তিন দিনও উপবাস করে নাই, অর্থাৎ কোন ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠান করে নাই এবং কোন তীর্থে গমন ও সুবর্ণ, গো প্রভৃতি দান করে নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

"অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্বা হেমধেন্বাদি দরিদ্রো জায়তে নরঃ॥" (পাদ্মে ভূমিখ°)

যাহারা কোন শুভ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

"দীনাঃলোকবস্তুবান্‌ দরিদ্রাশ্চ রোগিণাঃ।

শিকাবিদলরজ্জ্বাদ্যৈর্বিদধ্যাৎ পতির্দমং॥" (মনু ৯।৩০)

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, উন্মত্ত ও দরিদ্রদিগের ধনদণ্ডের স্থলে শিকা (লতা), বেত্র প্রভৃতি দ্বারা রাজা দণ্ড বিধান করিবেন।

দরিদ্রতা (স্ত্রী) দরিদ্রস্য ভাবঃ দরিদ্র-তল্। দরিদ্রত্ব, অকিঞ্চনতা, নির্ধনতা।

দরিদ্রত্ব (ক্লী) দরিদ্র ত্ব। দরিদ্রতা।

দরিদ্রাণ (ক্লী) দরিদ্রের অবস্থা, দারিদ্র্য।

দরিদ্রায়ক (ত্রি) দরিদ্রাতীতি দরিদ্রা-ণ্বুল্। দরিদ্র, দীন।

দরিদ্রিত (ত্রি) দরিদ্রা-ক্ত। দরিদ্র, দারিদ্র্যযুক্ত।

দরিদ্রিতৃ (ত্রি) দরিদ্রা-তৃণ্ বা তৃচ্। দরিদ্রায়ক, দারিদ্র্যযুক্ত।

দরিন্ (ত্রি) দৃ-ভয়ে বিদারে বা ইনি। ১ ভীরু। ২ বিদারণশীল।

দরিয়া (পারসী) নদী, সমুদ্র।

দরিয়া, আফগানিস্থানের অন্তর্গত একটী হ্রদ। অক্ষা° ৩৩° ৩৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৪° ৩´ পূঃ। সিয়াকো হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

দরিয়া-ই-নেরিজ নামক হ্রদ পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরের ১০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘে ৬০ মাইল।

দরিয়াগঞ্জ, সারণ জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান।

দরিয়াগুন (পারসী) এক প্রকার বক।

দরিয়াদাসী, এক সম্প্রদায়। প্রবাদ আছে যে, ইহারা আধা হিন্দু, আধা মুসলমান। ইহারা নির্গুণ উপাসক, কোন দেব প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে না এবং আপনাপন উপাসনা মন্দিরে দেবপ্রতিমারও প্রতিষ্ঠা করে না।

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণ ফল ৫০৫ বর্গমাইল। মোট রাজস্ব ৫৭০৭০০৲ টাকা। এখানে ৭টী দেওয়ানী এবং ৩টী ফৌজদারী আদালত, এতদ্ব্যতীত ২টী থানা আছে।

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলার দারিয়াপুর তালুকের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২০° ৫৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ ৩০´´ পূঃ। এলিচপুর নগর হইতে প্রায় ৩৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কুন্‌বীর সংখ্যাই বেশী। এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ছাড়া, থানা ও দুইটী স্কুল, নগরের বহির্দ্দেশে অনেকগুলি মন্দির ও মস্‌জিদ্ আছে।

দরিয়াফৎ (পারসী) বোধ, জ্ঞান।

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাঁকি জেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরে বাদোসরাই, পূর্ব্বে সম্‌রা নদী এবং দক্ষিণে বসোরি পরগণা। পরিমাণফল ২১৪ বর্গমাইল, এই পরগণা হিন্দুদিগের সৎনামী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, গম, ইক্ষু, জোয়ার ইত্যাদি প্রধান।

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাঁকি জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৫৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ৩৬´ পূঃ। লক্ষ্ণৌ হইতে ফয়জাবাদ যাইবার প্রধান রাস্তার সমীপে, নবাবগঞ্জের প্রায় ২৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সুলতান ইব্রাহিম্ সর্‌কির একজন সুবাদার কর্ত্তৃক স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে এই জেলার সদর ছিল, কিন্তু এখানকার জলবায়ু খারাপ বলিয়া নবাবগঞ্জে উঠিয়া যায়। এখানে রামপুরের তালুকদারের একটী বাড়ী আছে। এখানে দুইটী বাজার এবং একটী গবর্মেণ্ট ইংরাজী স্কুল আছে।

দরী (স্ত্রী) দরি-ঙীষ্। পর্ব্বতের গুহা।

দরীমুখ (ক্লী) দর্য্যাঃ মুখং ৬তৎ। গিরিগুহার মুখ।

দরীবৎ (ত্রি) দরী বিদ্যতেঽস্য দরী-মতুপ্ মস্য বঃ। গুহা-বিশিষ্ট পর্ব্বত।

দরোড, বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের ঝালাবার বিভাগের একটী সামান্য রাজ্য। ইহাতে একটী মাত্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে দুই জন করদ স্বাধীন জমীদার আছে। রাজস্ব প্রায় ১১৮০ টাকা। বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ৩৬৬৲ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৫০৲ টাকা কর স্বরূপ দেওয়া হয়।

দরৌতি, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার একটী গ্রাম। রাম-গড়ের ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শবর-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে।

দরোদর (পুং ক্লী) দরো ভয়ং তজ্জনকং উদরং যস্য, বা দুরোদর পৃষো° সাধুঃ। দুরোদর, পাশকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া।

"আশ্রিত্য দুর্গং গিরিকন্দরোদরং
ক্রীড়ন্ত্যমুষ্মিন্ সততং দরোদরং।" (উণ্ ৫।১৯ বৃত্তিধৃত)

দরৌলি, সারণ জেলার অন্তর্গত চানবাড়া বিভাগের একটী প্রধান গ্রাম। এখানে হিন্দুদিগের ক্ষুদ্রাকৃতি দুইটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত দুইটী সুন্দর জলাশয় ও একটী বৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়।

দর্তৃ (ত্রি) দৃ-বিদারে দৃ-তৃচ্ বেদে ইড়ভাবঃ। দারয়িতা, বিদারণকর্ত্তা। "সত্রাজং দর্ত্তা পার্য্যো অযঃ জৌ" (ঋক্ ৫।৬৬৮) 'দর্ত্তা দারয়িতা' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে দরী (ত্রি) তা এইরূপ প্রয়োগ হইবে, কেবল বেদেই দর্তৃ এইরূপ হইবে।

দর্দ্দু (পুং) দ-বাহু° ক্র ইড়ভাব ম্ভাবশঃ। দারক। "হৎপুরাং দর্দ্দ'মারৎ" (ঋক্ ৬।২০।৩) 'দর্দ্দ দারকং' (সায়ণ)

দর্দ্দর (পুং) দৃ-বঙ্‌ অচ্‌ পৃষো' সাধুঃ। ১ পর্ব্বত। ২ ঈষদ্‌ ভগ্নভাজন, যে পাত্র অল্প পরিমাণে ভগ্ন হইয়াছে।

দর্দ্দরাত্র (পুং) ব্যঞ্জন বিশেষ। পর্য্যায়—মীনাত্রীণ। (শব্দমালা)

দর্দ্দরীক (ক্লী) দারয়তীব কর্ণৌ দৃ-ণিচ্‌ ঈকন্‌ (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪।২০) ১ এক প্রকার বাদ্য। ২ ভেক।

দর্দ্দুর (পুং) দৃণাতি কর্ণৌ শব্দেনেতি দৃ-উরচ্‌ (মদুরদর্দ্দুরৌ। উণ্‌ ১।৪১) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভেক।

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং॥" (উদ্ভট)

২ মেঘ। ৩ বাদ্যভেদ। ৪ পর্ব্বতভেদ। মলয় পর্ব্বতের নিকট। [দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ]

"সমীপে সহ্যমলয়ৌ দর্দ্দুরঞ্চ মহাগিরিং।" (ভারত ৩।২৮১।৪৭)

৫ রাক্ষসভেদ। ৬ অভ্রক ধাতুভেদ।

"পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং।
দর্দ্দুরং ত্বগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিং॥" (ভাবপ্র')

দর্দ্দুরঃ পর্ব্বতঃ সন্নিকৃষ্টতয়া অস্ত্যস্য অচ্‌। ৭ দর্দ্দুর পর্ব্বত-সন্নিকৃষ্ট দেশ ভেদ। এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অ')

দর্দ্দুরক (পুং) দর্দ্দুরায় কায়তি দর্দ্দুর ইব কায়তি শব্দায়তে বা কৈ-ক। ১ বাদ্যভেদ। ২ ভেক, ইহারা শব্দ করিলে মেঘধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়। স্বার্থে কন্‌। দর্দ্দুরশব্দার্থ।

দর্দ্দুরচ্ছদা (স্ত্রী) দর্দ্দুর ইব ছদো যস্যাঃ। ব্রাহ্মী। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দর্দ্দুরপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

দর্দ্দুরা (স্ত্রী) দৃণাতি দারয়তি বা অম্বরান্‌ দৃ-উরচ্‌ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ততষ্টাপ্‌। চণ্ডিকা।

দর্দ্দ্রু (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গন্ধত্বাজ্জনেন দরিদ্রা উ রকারেকারযকারাণাং লোপশ্চ। (দরিদ্রাতে র্যালোপঃ। উণ্‌ ১।২০) দদ্রুরোগ।

দদ্রু (পুং) দরিদ্রা বাহু' উঃ। দদ্রুরোগভেদ।

দদ্রুঘ্ন (পুং) দদ্রুং হন্তি দদ্রু-হন্‌-টক্‌। চক্রমর্দ্দক। (শব্দর')

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রুরস্ত্যস্যেতি দদ্রু-ন, ততো ণত্বং (লোমাদি পামাদিপিচ্ছিলাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০) দদ্রুরোগী।

দদ্রুনাশিনী (স্ত্রী) দদ্রুং নাশয়তি নশ-ণিচ্‌ ণিনি ততো ঙীপ্‌। তৈলিনীবৃক্ষ।

দদ্রু (পুং) দরিদ্রা উঃ র্যালোপশ্চ। দদ্রুরোগ।

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রুরস্ত্যস্যেতি দদ্রু নঃ ততোণত্বং। দদ্রুরোগী।

দদ্রুরোগিন্ (ত্রি) দদ্রুরোগঃ অস্ত্যস্যেতি দদ্রুরোগ-ইনি। দদ্রুরোগী।

দর্প (পুং) দৃপ্যতে ইতি দৃপ ভাবে ঘঞ্‌। ১ পরের অবধারণ হেতু গুরু ও নৃপ প্রভৃতিকে অতিক্রামক চিত্তবৃত্তি ভেদ। ২ অহঙ্কার। পর্য্যায়—গর্ব্ব, অহঙ্কৃতি, অবলিপ্ততা, অভিমান, মমতা, মান, চিত্তোন্নতি, স্ময়। (হেম')

অনেক ধনাদি হইলে অপরের প্রতি যে অবজ্ঞা তাহার নাম দর্প।

দর্প ধন ও বিদ্যাদি জন্য হইয়া থাকে। একমাত্র দর্পই সর্ব্বনাশের মূল। এ জগতে যত দিন লোকের দর্প না হয়, ততদিনই তাহাদের উন্নতি হইয়া থাকে। এ জগতে যখনই যাহার দর্প হয়, তখনই ভগবান্‌ তাহার প্রতিফল প্রদান করেন। ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই দর্প হইলে তাহা চূর্ণ হইবেই হইবে। এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, যম, গরুড়, বহ্নি, জয়, বিজয়, সুর ও অসুর প্রভৃতি যাহারই দর্প হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিফল পাইবেন; এইজন্য প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তির দর্প পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (ব্রহ্মবৈ' প্রকৃ') ৩ মৃগমদ। ৪ উষ্মা। ৫ উচ্ছৃঙ্খলত্ব। ৬ ধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রম। ৭ উৎসাহ।

"তেজোবিহীনং বিজহাতি দর্পঃ" (কিরাতার্জ্জু') 'দর্পঃ উৎসাহঃ' (মল্লিনাথ) ৮ কস্তূরী। (মেদিনী)

দর্পক (পুং) দর্পয়তি হর্ষয়তি মোহয়তি বা দৃপ-ণিচ্‌-ণ্বুল্‌। ১ কামদেব, ইনি সকলকেই মোহিত করেন, এইজন্য ইহার নাম দর্পক। (ত্রি) ২ অহঙ্কার ও মোহকারক।

দর্পণ (ক্লী) দর্পয়তি সন্দীপয়তি দৃপ-ণিচ্‌-ল্যু। ১ চক্ষু। ভাবে ল্যুট্‌। ২ সন্দীপন। (পুং ক্লী) দর্পয়তি দৃপ-ণিচ্‌-ল্যু (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) স্বপদর্শনাধার, আর্শি, আয়না। পর্য্যায়—মুকুর, আদর্শ, আত্মদর্শ, দর্পণ, দর্শন, প্রতিবিম্বাত, কর্ক, কর্কর। (জটাধর)

"যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥" (চাণক্য)

ইহার গুণ—আয়ুঃ শ্রীকারী ও পাপনাশক। (রাজব') প্রাতঃকালে উঠিয়াই দর্পণে আপনার মুখ দেখিলে সেইদিন শুভ হয়। ৪ নেত্র। ৫ পর্ব্বতভেদ। ৬ নদ ভেদ। এই পর্ব্বতের বিবর কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

দর্পণ নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্ব্বদা বাস করেন। ইহার মধ্য-ভাগে রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোহণ নামে একটী পর্ব্বত আছে, যাহার স্পর্শে লোহাদি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার অনতিদূরে দর্পণ নামে একটী নদ আছে, এই নদ হিমালয় হইতে প্রসূত এবং স্নানদানে

লৌহিত্যের তুল্য। লোহিত্য উৎপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের সহিত এবং সকল তীর্থোদক দ্বারা স্নান করিয়াছিলেন। এই স্নান হইতে তাহার পাপ ও দর্প একেবারে উৎপাটিত হইয়াছিল, এইজন্য ইহা দর্পণনামে প্রসিদ্ধ হইল।

"তত্র স্নানসমুদ্ভূতঃ পাপদর্পস্য পাটনঃ।
তেনাহয়ং দর্পণো নাম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ॥"

(কালিকাপু° ৮১ অ°)

যাহারা কার্ত্তিকমাসের শুক্ল প্রতিপদ্ তিথিতে এই নদে স্নান করিয়া দর্পণাচলে কুবেরকে পূজা করে, তাহারা শত ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে। এই দর্পণাচলের পূর্ব্বদিকে অগ্নিমান্ নামে একটী পর্ব্বত আছে, ইহার আকার সর্পের মত; দীর্ঘতা, উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও ঐরূপ।

(কালিকাপু° ৮১ অ°)

দর্পদ (ত্রি) দর্পং দদাতি দা-ক। ১ গর্ব্বহারক পদার্থ। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০)

দর্পহন্ (ত্রি) দর্পং হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ গর্ব্বহারক, যিনি দর্প বিনাশ করেন। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৯)

দর্পারম্ভ (পুং) দর্পস্য আরম্ভঃ ৬তৎ। অহঙ্কারের আরম্ভ। পর্য্যায়—মদস্ফটি। (জটাধর)

দর্পিত (ত্রি) দৃপ-ক্ত। অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত।

দর্পিন্ (ত্রি) দৃপ-ইন্। দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

দর্ভ (পুং) দৃণাতি বিদারয়তি দৃ-ভ (দৃ দলিভ্যাং ভঃ। উণ্ ৩।১৫১) কুশ। পর্য্যায়—উলপতৃণ, কাশ। (শব্দর°) দর্ভ দুই প্রকার—ইহার মধ্যে একটীর পর্য্যায় কুশ, দর্ভ্য, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ। অপরটীর পর্য্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই দুই প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর, কষায় রস, শীতবীর্য্য এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র°) যে কোন ধর্ম্ম কার্য্য করা যাউক না কেন, দর্ভ তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়। বিষ্টরাদি (আসন)ও কুশ দ্বারা প্রস্তুত করিবে। কাশ, কুশ, বল্বজ, তীক্ষ্ণ, রোমশ, মৌঞ্জ ও শাদ্বল এই ৭ প্রকার দর্ভ।

"কাশাঃ কুশা বল্বজাশ্চ তথান্যে তীক্ষ্ণরোমশাঃ।
মৌঞ্জাশ্চ শাদ্বলাশ্চৈব ষড়্ দর্ভাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (বায়ুপু°)

কুশ অরত্নি প্রমাণে গ্রহণ করিতে হয়।

বর্জ্জনীয় দর্ভ—পথ, যজ্ঞভূমি, আস্তরণ, আসন ও পিণ্ডস্থিত দর্ভ বর্জ্জনীয়। পিণ্ডের নিমিত্ত যে দর্ভ আহৃত হয়, সেই দর্ভ দ্বারা যদি কেহ পিতৃদিগের তর্পণ করে, তাহা হইলে সেই তর্পণ বিফল হয়।

"পথি দর্ভাশ্চিতৌ দর্ভা যে দর্ভা যজ্ঞভূমিষু।
স্তরণাসনপিণ্ডেষু ষড়্ দর্ভান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
পিণ্ডার্থং যে স্তৃতা দর্ভা যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণং।
মূত্রোচ্ছিষ্টপ্রলিপ্তে চ ত্যাগস্তেষাং বিধীয়তে॥" (হারীত)

সাত, পাঁচ বা নয় সংখ্যক দর্ভ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা ও বিষ্টর প্রস্তুত করিবে। ব্রাহ্মণাদিতে প্রভেদ এই—ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মা প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রের সহিত আড়াই বেড় দিয়া অগ্রভাগ উর্দ্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিষ্টর করিতে হইলে ঐ বেষ্টন দক্ষিণাবর্ত্তে না করিয়া বামাবর্ত্তে করিবে এবং অগ্রভাগ উর্দ্ধদিকে না দিয়া অধোভাগে দিতে হইবে।

"উর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ॥
সপ্তভি র্নবভির্বাপি সার্দ্ধ বিতয়বেষ্টিতং।
ওঁকারেণৈব মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজং॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব) [কুশ দেখ]

দর্ভট (ক্লী) দৃভ সংদর্ভে বাহু° অটন্। নিভৃত গৃহ, গুপ্তাগার।

দর্ভপত্র (পুং) দর্ভস্যেব পত্রমস্য। কাশ। (রাজনি°)

দর্ভপুষ্প (পুং) সর্পভেদ, অহি। [দর্ব্বীকর দেখ।]

দর্ভময় (ত্রি) দর্ভাত্মকঃ দর্ভ শরাদি° ময়ট্। কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণাদি।

দর্ভমূলা (স্ত্রী) দর্ভস্যেব মূলমস্যাঃ ঙীষ্। ঔষধ ভেদ।

দর্ভর (ত্রি) দর্ভস্য সন্নিকৃষ্টদেশাদি দর্ভ অশ্মাদিত্বাৎ রঃ। দর্ভাদির অদূর দেশাদি।

দর্ভানূপ (পুং) দর্ভপ্রচুরোঽনূপঃ সংজ্ঞানুস্বেঽপি ক্ষুভ্নাদিপাঠাৎ পক্ষে পূর্ব্বপদাৎ ন ণত্বং। দর্ভপ্রচুর অনূপদেশ ভেদ।

দর্ভাহ্বয় (পুং) দর্ভং আহ্বয়তে সাদৃশ্যাৎ আ-হ্বে-শ। মুঞ্জতৃণ ভেদ। (রাজনি°)

দর্ভি (পুং) একজন ঋষি। এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের উপকারের জন্য অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ স্থাপন করেন। এই তীর্থে চারি সমুদ্র অবস্থিত। যিনি এই স্থানে স্নান করেন, তিনি সকল প্রকার দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

(ভারত বনপ° ৮৩ অ°)

দর্ম্মাল, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলায় শকরগড় তহসীলের একটী নগর। এখানে একটী সামান্য মিউনিসিপালিটী আছে। পাহাড়ী মহাজনেরা এখানে বাস করিয়া থাকে।

দর্ব্বা, বরারের বুন জেলায় একটী তালুক। পরিমাণফল ১০৩২ বর্গমাইল। ইহাতে ৩২৩ খানি গ্রাম আছে। এখানকার রাজস্ব সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৯২৩০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি, দুইটী ফৌজদারী আদালত ও ৮টী থানা আছে।

দর্বা, মধ্যভারতের বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুন জেলার দর্বা নামক তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ২০° ১৮´ ৩০˝ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ পূঃ। বুন জেলার সদর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে সদর পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। এখানে একটী থানা, একটী ডাকঘর, পথিকদিগের জন্ত একখানি বাঙ্গলা এবং একটী স্কুল আছে। ইহা অতি প্রাচীননগরী।

দর্ম্ম (ত্রি) দৃ-বিদারে বাহু° ম। দারক। "পুরাং দর্ম্মো অপামজঃ" (ঋক্ ৩।৪৫।২)

দর্ম্মন্ (পুং) দৃ-বিদারে বাহু° মনিন্। দারক। "দর্ম্মা দর্ষীষ্ট বিশ্বতঃ" (ঋক্ ১।১৩২।৬)

দর্য্য (ত্রি) দরস্য হিতং গবাদিত্বাৎ যৎ। দরহিত, ভয়সাধন।

দর্ব্ব (পুং) দৃণাতি বিদারয়তীতি দৃ-ব (কৃগৃশৃদৃ ভ্যো বঃ। উণ্ ১।১৫৩) ১ রাক্ষস, হিংস্র। ২ জাতি বিশেষ।

"কৈরাতা দরদা দর্ব্বাঃ শূরা বৈযামকাস্তথা।

ঔদুম্বরা দুর্ব্বিভাগাঃ পারদাঃ সহ বাহ্লিকৈঃ॥" (ভা°২।৫১।১৩)

৩ দর্ব্ব জাতির নিবাসভূত জনপদ বিশেষ। বর্ত্তমান পঞ্জাবপ্রদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

[আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ উশীনরের পত্নীভেদ। (হরিব° ৩১।২২)

দর্ব্বট (পুং) দর্ব্বায় হিংসায়ৈ অটতি অট-অচ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ দলোপঃ। দণ্ডবাদী। (হারা°)

দর্ব্বরীক (পুং) দৃ-বিদারে দৃ-ঈকন্ (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ১ ইন্দ্র। ২ বায়ু। ৩ বাদ্য বিশেষ। (উজ্জ্বল)

দর্ব্বি (স্ত্রী) দৃণাতি বিদারয়ত্যনেন দৃ-বিন্ (বৃদৃভ্যাং বিন্। উণ্ ৪।৫৩) ব্যঞ্জনাদি কারক, হাতা, পর্য্যায় কম্বি, খজাকা, দর্ব্বী, কম্বী, খজাকজ। ২ সর্পের ফণা। (শব্দ°)

দর্ব্বিক (পুং) দর্ব্বি স্বার্থে কন্, অভিধানাৎ পুংত্বং। দর্ব্বী।

দর্ব্বিকা (স্ত্রী) দর্ব্বি স্বার্থে কন্ টাপ্। দার্ব্বিকা। খজাকা। কজ্জলভেদ, শিলা বা তৈজস পাত্রে ঘৃতাদি সংযুক্ত করিয়া দীপ বহ্নিতে ধরিলে যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে দর্ব্বিকা কহে। ইহা সকল দেবতা ও দেবীকে দান করা যায়।

"সৃষ্ট্বা লিপ্তাত্ত তৈত্তাদি শিলায়াং তৈজসেঽথবা।

প্রদদ্যাৎ সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পূর্ব্বক॥

ঘৃততৈলাদিযোগেন ভাত্রাদৌ দীপবহ্নিনা।

যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ব্বিকা পরিকীর্ত্তিতা॥"

(কালিকাপু° ৬৮ অ°)

২ গোজিহ্বালতা, হিন্দী গোজিয়ালতা।

দর্ব্বিহোম (পুং) দর্ব্ব্যাঃ হোমঃ ৬তৎ। দর্ব্বীসাধন হোমভেদ।

"দর্ব্বীহোমাঙ্গপাকান্ন দর্ব্বাণ্ বঃ প্রাশ্নুতে জহুন্॥"

(ভারত দ্রো° ১২ অ°)

দর্ব্বিহোমিন্ (ত্রি) দর্ব্বিহোমোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। দর্ব্বীহোমকারী।

দর্ব্বী (স্ত্রী) দর্ব্বি বাহু° ঙীষ্। দর্ব্বি, হাতা। [দর্ব্বি দেখ।]

"আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।

যোঽহং ব্রহ্ম ন জানন্তি দর্ব্বীপাকরসং যথা॥"

(উত্তরগীতা ২।৩৭)

দর্ব্বীকর (পুং) দর্ব্বী ফণাং করোতীতি কৃ-ট, যা দর্ব্বী ফণা কর ইবাস্ত। সর্প। দর্ব্বীকর সর্পের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

সর্প বহুবিধ, সাধারণতঃ অশীতি প্রকার; তাহার মধ্যে দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ এই পঞ্চ শ্রেণী।

ইহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর ষড়্‌বিংশতি প্রকার। কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রূকুটীমুখ, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ এই ২৭ প্রকার সর্প ফণাবিশিষ্ট, এইজন্ত দর্ব্বীকর নামে খ্যাত এবং যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। এই সর্প ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী। ইহারা দিবাভাগে বিচরণ করে। দর্ব্বীকর সর্পের বিষকর্ত্তৃক ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংশস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকের ভার, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলায় ঘড়ঘড়ানি, শরীরের জড়তা, শুষ্ক উদ্গার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয় কার্য্যের অবরোধ এবং অন্য প্রকার বায়ুজন্ত যাতনা জন্মে।

(সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ সর্প দেখ।]

দর্ব্বীসংক্রমণ (স্ত্রী) একটী তীর্থ। এই তীর্থ ত্রিজগতে পূজিত এবং ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

"দর্ব্বীসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতং।

অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"

(ভারত বন° ৮৪ অ°)

দর্ব্বীহোম (পুং) [দর্ব্বিহোম দেখ।]

দর্শ (পুং) দৃশ্যতে উপর্য্যধোভাবাপন্নসমসূত্রপাতস্থানেন রাশ্যে কাংশাবচ্ছেদেন সহাবস্থিতৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ যত্র যত্র, দৃশ অধিকরণে ঘঞ্। অমাবস্যা। সূর্য্য ও চন্দ্রের সঙ্গম কাল, অমাবস্যা তিথি।

"অন্যোন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।" (মৎস্যপু°)

সমরাশিতে চন্দ্র সূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া দর্শ এই নাম হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ অমাবস্যা দেখ।]

স নিমিত্ততয়া অস্ত্যস্য অচ্। ২ দর্শকাল কর্ত্তব্য যাগভেদ। ভাবে ঘঞ্। ৩ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান।

দর্শক (পুং) দর্শয়তি নৃপাদিসমীপগমনপথমিতি দৃশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দ্বারপাল, দ্বারপালগণ সমাগত লোকদিগের বিষয় রাজাকে নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে রাজদর্শন করায়, এইজন্য ইহাদিগের নাম দর্শক হইয়াছে। (ত্রি) ২ দ্রষ্টা। ৩ প্রধান। ৪ নিপুণ। ৫ দর্শয়িতা। তুমর্থে ণ্বুল্। দেখিতে।

"অতিমন্ত্রিতোহপি ন গচ্ছেত যজ্ঞং গচ্ছেত দর্শকঃ।"

(ভারত অনু° ১০৪ অ°)

'দর্শকঃ দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ।' দর্শক দৃশ্ ধাতু-ণ্বুল্ এই কৃৎ প্রত্যয় যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হইতে পারে, কিন্তু তুমর্থে ণ্বুল্ হওয়ায় কর্ম্মে ষষ্ঠী হইবে না, এইজন্য যজ্ঞ এই কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিল। তুন্ প্রত্যয় পরে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না।

দর্শকগঙ্গাহার, বাঙ্গালা দেশের মালদহ জেলার একটী রাজস্ব বিভাগ। ইহার পরিমাণফল ১১·২৯ বর্গমাইল। জমির রাজস্ব ২০৮৲। এখানে নদী নাই, কিন্তু অসংখ্য জলাশয়, বিল ও নালা আছে। এখানে কয়েকটী জলাভূমি থাকায় এই স্থানটী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখানে জ্বর ও গাত্র-বেদনা সকল সময়েই হইয়া থাকে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, যব, সরিষা ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে।

দর্শত (পুং) দৃশ্যতেঽসৌ ইতি দৃশ কর্ম্মণি অতচ্ (ভূদৃশীতি। উণ্ ৩।১১০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রি) ৩ দর্শনীয়। "দর্শতো রথঃ সংদৃষ্টৌ পিতু মাইমজ্জঃ।" (ঋক্ ১।১৪৪।৭)

দর্শতশ্রী (ত্রি) দর্শনীয়বিভূতি। "স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে" (ঋক্ ১০।৯১।২) 'দর্শতশ্রীঃ দর্শনীয়বিভূতিঃ' (সায়ণ)।

দর্শন (ক্লী) দৃশ্যতে অনেনেতি দৃশ করণে ল্যুট্। ১ নয়ন। ২ স্বপ্ন। ৩ বুদ্ধি। ৪ ধর্ম্ম। ৫ দর্পণ। ৬ শাস্ত্র। ৭ ইজ্যা। ৮ বর্ণ। ৯ চাক্ষুষ জ্ঞান, দেখা। পর্য্যায় নিদর্শন, নিধ্যান, আলোকন, ঈক্ষণ, নিভালন। (জটাধর)

"যেষাঞ্চ দর্শনে পুণ্যং পাপঞ্চ যস্য দর্শনে।
তৎসর্ব্বং বদ সর্ব্বেশ শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

যাহা দেখিলে পুণ্য ও যাহা দেখিলে পাপ হয়, তাহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

সুব্রাহ্মণ, তীর্থ, বৈষ্ণব, দেবপ্রতিমা, তীর্থস্নায়ী নর, সূর্য্য, সতী স্ত্রী, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, গো, বহ্নি, গুরু, গজেন্দ্র, সিংহ, শ্বেতাশ্ব, শুক, পিক, খঞ্জন, হংস, ময়ূর, সবৎসা ধেনু, পতিপুত্রবতী নারী, তীর্থযাত্রী নর, সুবর্ণ বা মণিময় প্রদীপ, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুলসী, শুক্লপুষ্প, শুক্লধান্য, ঘৃত, দধি, মধু, পূর্ণকুম্ভ, লাজা, রাজেন্দ্র, দর্পণ, জল, শুক্লপুষ্পমালা, গোরোচনা, কর্পূর, রজত, সরোবর, পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান, দেবপূজার নিমিত্ত যে ঘট স্থাপিত হইয়াছে সেই ঘট, শঙ্খ, দুন্দুভি, কস্তূরী, কুঙ্কুম, শুক্তি, প্রবাল, স্ফাটিক, কুশমূল, গঙ্গামৃত্তিকা, কুশ, তাম্র, বিশুদ্ধ পুরাণ পুস্তক, সবীজ বিষ্ণুমন্ত্র, রত্ন, তপস্বী, সিদ্ধ মন্ত্র, সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোৎসব, গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, গোধূলি, গোষ্ঠ, গোষ্পদ, পক্কশস্যযুক্ত ক্ষেত্র, শ্যামাস্ত্রী, ক্ষেমঙ্করী বেশ্যা, গন্ধ, দূর্ব্বাক্ষতযুক্ত তণ্ডুল, সিদ্ধান্ন ও পরমান্ন এই সকল দর্শন করিলে পুণ্য হয় এবং অমঙ্গল সকল নাশ হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধিকা, আশ্বিনাষ্টমীতে দুর্গা, জন্মাষ্টমী দিনে বিষমাধব, পৌষ মাসের শুক্লাতিথিতে পদ্মা এবং কাশীতে অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন দৃশ করণে ল্যুট্। ১০ শাস্ত্র, অধ্যাত্মবেদক শাস্ত্রভেদ, যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান যথার্থরূপে জানা যায়, তাহার নাম দর্শন।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শনই তাহার একমাত্র প্রধান উপায়। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব কোন রূপেই জানা যায় না। এই দর্শনশাস্ত্র নাস্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও আস্তিকাদি মত ভেদে নানাবিধ। উপনিষদ্ সমূহে আর্য্যদর্শনের মূলতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ বহুদর্শিতাদ্বারা যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহাই দর্শন। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া পরমার্থসম্বন্ধীয় কএকটী মত প্রচারিত হয়, তাহার নাম দর্শন। পরমার্থতত্ত্ব অনুসন্ধানই আর্য্যদর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল দর্শন শাস্ত্রেই জগতের কারণ নিরূপণ ও মানুষের মুক্তি বা পারলৌকিক উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে

ষড়্দর্শনই প্রধান। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খানি ষড়্দর্শন নামে খ্যাত। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে ষড়্দর্শন, এ ছাড়া চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশ পাশুপত, শৈব, পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামানুজ, রসেশ্বর, পাণিনি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই ১৭ খানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। এই সকল দর্শনশাস্ত্র সূত্রপ্রণালীতে লিখিত হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে হইলে 'তত্ত্ব' 'পদার্থ' ও 'কারণ' প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের প্রারম্ভে কতিপয় পদার্থ বা তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা—ন্যায়শাস্ত্রে ষোড়শ পদার্থ, বৈশেষিকে সপ্ত পদার্থ, সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও পাতঞ্জলে ষড়্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। বর্ত্তমান সময়ে পদার্থ শব্দের প্রচলিত অর্থ কেবল কতিপয় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু মাত্র। যেমন জল, স্বর্ণ, পারদ, মৃত্তিকা ইত্যাদি। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের ব্যবহৃত পদার্থ সকলের সেরূপ অর্থ নহে। ব্যাকরণাদি পাঠ করিতে হইলে প্রথমেই যেমন কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গীকৃত তত্ত্ব ও পদার্থ সেই প্রকার ধাতু বা সংজ্ঞা মাত্র। দর্শনশাস্ত্র মতে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে; ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এক প্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা এবং বেদান্তদর্শনে অন্য প্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারণের নামকরণ হইয়াছে। যথা ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত কারণ তিন প্রকার—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। বৈদান্তিকগণ আরও একটী সাঙ্কেতিক কারণ স্বীকার করেন। তাঁহারা কহেন, যে কারণ অন্য উপাদানের সাহায্য না লইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে অথচ আপনি কার্য্যরূপে পরিণত হয় না, তাহার নাম বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুই ঐ মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি বিবর্ত্ত উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ রজ্জু স্বয়ং সর্প হয় না অথচ অপর উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মিথ্যা সর্পের জ্ঞান উৎপন্ন করে।

মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতানুসারে—নাস্তিকাদি ক্রমে দর্শনসমূহের বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

চার্ব্বাকদর্শন—নাস্তিকের মধ্যে চার্ব্বাকই শ্রেষ্ঠ। এই দর্শনের মতে মানুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন কেবল সুখের উপায় চিন্তা করিবে।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" (সর্ব্বদর্শন॰)

চার্ব্বাক মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনীসম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজনীয় নাই। এই মতে চারিটী ভূত। চার্ব্বাকমতাবলম্বীগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। [বিশেষ বিবরণ চার্ব্বাক শব্দে দেখ।]

বৌদ্ধদর্শন। এই দর্শন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে—কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রতাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, এবং যে সকল বস্তু জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং সুষুপ্তি অবস্থায়ও আর কিছু উপলব্ধি হয় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে। সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার মতে, বাহ্য বস্তু মাত্রেই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া ঐ জ্ঞান হইয়া থাকে। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্যসমূহের মতভেদ অসম্ভাবিত নহে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। এই বাক্য শুনিলে লম্পট পরদারহরণের, সাধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির ও তস্কর পরধনাপহরণের সময় উপস্থিত বোধ করেন। এইরূপে বক্তা একটী কথা বলিলে শ্রোতৃবর্গ অভিপ্রায়ানুসারে এক বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উভয়েন্দ্রিয়, এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন কহে। বৌদ্ধদিগের মতে—দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ এবং দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ এই চারি তত্ত্ব। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখতত্ত্ব। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয় এবং মন ও ধর্ম্মায়তন অর্থাৎ বুদ্ধি এই দ্বাদশটী আয়তনতত্ত্ব। মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অহরহঃ যে রাগদ্বেষাদি জন্মে,

তাহাকে সমুদয়-তত্ত্ব কহে। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র-স্থায়ী। এইরূপ যে স্থির বাসনা, তাহার নাম মার্গতত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই নির্ব্বাণ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটী বৌদ্ধ যতিধর্ম্মের অঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ শব্দে দেখ।]

আর্হতদর্শন।—আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। আর্হতেরা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আর্হতগণ বলেন, যদি প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফল সাধনের নিমিত্ত কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোনমতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্তই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে, যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা সে ফলভোগ কালে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আর্হতমতে, আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ দেহ সদৃশ, আর্হতই পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য। সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র এই তিন রত্নত্রয়। জিনোক্ততত্ত্ব বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদির নিবারণাদি রূপ সম্যক্ শ্রদ্ধাকে সম্যক্‌দর্শন; সংক্ষেপে বা বিস্তারিতরূপে জৈনোক্ত তত্ত্বের যে জ্ঞান, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান এবং নিন্দিত কর্ম্ম ত্যাগকে সম্যক্‌চারিত্র কহে। ঐ চারিত্র পাঁচ প্রকার। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন প্রকার জীবের বিনাশ না করাই অহিংসা, দত্তাতিরিক্ত বস্তুর অগ্রহণ অস্তেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয় ঈদৃশ বাক্য কথন সুনৃত, কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য এবং সকল বিষয়ে মোহত্যাগ পরিগ্রহ। এই ৫টী মহাব্রত। ইহার সাধনাতে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর্হতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে তত্ত্ব দুইটী জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক। আবার কোন মতে পঞ্চ তত্ত্ব, কোন মতে সপ্ততত্ত্ব ও কোন মতে নবতত্ত্বও কথিত হইয়া থাকে। আর্হতদিগের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষের নাম জৈন। ইহারা জিনোক্ত তত্ত্বানুসারে চলে। জৈনদিগের মধ্যে যাহারা সাধু তাহাদিগের লক্ষণ এই—শ্বেত আবরণ, তরুবস্ত্র পরিধান ও লুঞ্চিত কেশ ধারণ। জিনর্ষিরা অত্যন্ত দয়াশীল ও নিরাপদ। ইহারা চলিবার সময় জীবহত্যা-ভয়ে পিচ্ছিকা দ্বারা অগ্রে পথ হইতে জীব সকল অপসারিত করিয়া পশ্চাৎ পাদ প্রক্ষেপ করেন। তাঁহারা জল পাত্র ব্যবহার করেন না। হস্ত দ্বারাই জল পান করিয়া থাকেন। তাঁহারা একাকী আহার করেন না। [জৈন দেখ।]

রামানুজ দর্শন। এই দর্শনে আর্হত মত খণ্ডিত হইয়াছে। রামানুজ তর্কাদিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, আর্হত মত অপ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয়। ঐ মত গ্রহণে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারেনা। যেহেতু উহাতে পঞ্চতত্ত্ব, সপ্ততত্ত্ব ও নবতত্ত্বাদি নানা বিষয় প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সকল লোকের এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সপ্ততত্ত্ব, নবতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কোন্ তত্ত্বের উপর নির্ভর করিব। পরে অব্যবস্থিত মতাবলম্বনের আবশ্যকতা কি দেখিয়া লোক সকল ঐ মত গ্রহণে নিবৃত্ত হয়। আর্হত মতে লিখিত আছে যে, দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ, এইমতও খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে নানাপ্রকার যুক্তি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীবও পরিমিত হইত। পরিমিত বস্তু কখনই নানাস্থানে থাকেনা, সুতরাং জীবেরও এককালে নানাদেশে থাকা অসম্ভব ইত্যাদি।

অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা কহেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে। সকলই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশে রজ্জুতে মিথ্যা সর্প কল্পিত হইয়া থাকে এবং পরে রজ্জু জানিয়া ভ্রম নিবারণ হইলে ঐ কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কিন্তু সৎ বা অসৎ পদের বাচ্য হইতে পারে না বলিয়া উহাকে সদসদনির্ব্বচনীয় কহে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অবিদ্যার নাশ হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্‌বাক্যও অনুভব প্রমাণরূপে অদ্বৈতমতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত ভাবস্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। রামানুজ এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। এই দর্শনের মতে পদার্থ তিনপ্রকার, চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। জীব অতি সূক্ষ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য, অচেতন স্বরূপ,

জড়াত্মক স্বরং এবং ভোগ্যত্ব প্রভৃতি স্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য কহে; যেমন অন্নপানীয়াদি। যাহাদ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোজনপাত্রাদি। যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে, যথা শরীরাদি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, জগতের কর্ত্তা এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যশক্ত্যাদিসম্পন্ন। চিৎ, অচিৎ সমুদয় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ এবং পুরুষোত্তম, বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, এইজন্ত উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশে পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি। দ্বিতীয় রামাদ্যবতারস্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম ও সংপূর্ণ ষড়্গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচ মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনাদ্বারা পাপক্ষয় হয় এবং উত্তরোত্তর উপাসনার অধিকার জন্মে। এইমতে অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে এবং গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র, জপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতিকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনাদিদ্বারা ভক্তগণ নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারে, তখন আর পুনর্জ্জন্মাদি হয় না। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। শ্রুতিতে যেখানে ঈশ্বর নির্গুণ বলিয়া অভিহিত, সেস্থলে তাহার তাৎপর্য্য প্রকৃত জনের ন্যায় রাগদ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই, এইমাত্র। আর যে স্থলে পদার্থের নানাত্ব বিষয় নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ সমুদয় বস্তুর আত্মা; সুতরাং সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ভূত পদার্থ নাই। এই সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া রামানুজ শারীরকসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন এবং বৌধায়নাচার্য্য মহোপনিষদের মতানুসারে শারীরকসূত্রের এক বৃত্তি করেন, কিন্তু এই বৃত্তি নিতান্ত বিস্তৃত। এইজন্ত রামানুজ ঐ বৃত্তির মতানুসারে সংক্ষেপে এক ভাষ্য করেন। [রামানুজ দেখ।]

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্যের মতানুসারে নিজ দর্শন সঙ্কলন করিয়াছেন। এইমতে জীব স্বয়ং ও ঈশ্বরসেবক, বেদ অপৌরুষেয়, সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। জগৎ সত্য, এই বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ ও রামানুজের মতের ঐক্য আছে, কিন্তু রামানুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ তাহা স্বীকার করেন না। পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, রামানুজ বিরুদ্ধ তিনটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতের পোষকতা করিয়াছেন। এই মত অশ্রদ্ধেয়। আনন্দতীর্থকৃত শারীরকমীমাংসার ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, জীব ও ঈশ্বরের যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকেনা। ঐ ভাষ্যে লিখিত আছে—"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতির জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই, এইরূপ তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু 'তস্য ত্বং' অর্থাৎ তাহার তুমি এই ষষ্ঠীসমাস দ্বারা উহাতে 'জীব ঈশ্বরের সেবক' এই অর্থই বুঝাইবে। এই মতে তত্ত্ব দুই প্রকার, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইমতে ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। ইহার মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতি সকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত আছে এবং উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন যাহাতে অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে, তাহাই করিবে। অঙ্কনের প্রক্রিয়া সকল অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে। দ্বিতীয় সেবা নামকরণ, নিজপুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিবে, তাহা হইলে কথায় কথায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন হইবে। তৃতীয় সেবা ভজন। এই ভজন ত্রিবিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিন প্রকার দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়। মানসিকও তিন প্রকার—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। যেমন—

"সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণোভবেৎ।"

এই বাক্যদ্বারা শূদ্রও ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়। সেইরূপ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণসম্পন্ন হন। শ্রুতিতে মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনীপ্রকৃতি ও বাসনা এই কয়টী শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ ভগবানের

ইচ্ছা মাত্র, অদ্বৈতবাদিদিগের কল্পিত অবিদ্যা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রকৃত পঞ্চভেদ। সেই পঞ্চ এই, যথা জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়জীব ভেদ ও জীবগণের এবং জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি সিদ্ধ। ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করাই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য; অপর তিন পুরুষার্থ; ইহা অস্থায়ী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বর প্রসন্ন না হইলে মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বর প্রসন্ন হন না। জ্ঞান শব্দে বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ জ্ঞানকে বুঝায়।

ক্ষর ও অক্ষর প্রভৃতির সম্যক্ জ্ঞান হইলে বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয়, সমুদয় দুঃখ দূরে যায় এবং নিত্য সুখের উপভোগ হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে—এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই—যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিকে জানিলে গ্রাম জানা হয় ও পিতাকে জানিলে পুত্র জানা হয়। সেইরূপ এই জগতের প্রধান ভূত ও পিতার স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সমুদয় জানা হয় অর্থাৎ অন্যকে জানিবার আর অপেক্ষা থাকে না এইমাত্র; নতুবা বাস্তবিক এই শ্রুতিতে অভেদ বোধ হয় না। অদ্বৈতমতাবলম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে, ঐ সূত্র সকলের মধ্যে কএকটী সূত্রের তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে যথা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ। আর "অতঃ" এই শব্দের হেত্বর্থ গরুড়পুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, এবং তাহার জ্ঞান ভিন্ন প্রসন্নতা হয় না। তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই এই সূত্রের অর্থ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ সূত্রের অর্থ এই 'যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য নির্দ্দোষ অশেষ সদ্‌গুণাশ্রয়, সেই নারায়ণই ব্রহ্ম।' তাদৃশ ব্রহ্মে প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ, যে হেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য; শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আনন্দতীর্থের ভাষ্যে সমুদায় বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে, পূর্ণপ্রজ্ঞ ঐ ভাষ্যের মতানুসারে এই সমস্ত রহস্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আর দুই সংজ্ঞা আনন্দতীর্থ ও মধ্ব। পূর্ণপ্রজ্ঞ নিজ মাধ্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার। বায়ুর প্রথম অবতার হনুমান্ এবং দ্বিতীয় অবতার ভীম। [পূর্ণপ্রজ্ঞ দেখ।]

নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন—এই দর্শনাবলম্বীরা পরমকারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু কহেন। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতিও বলা যায়। যে কোন বিষয় সম্পাদন করিতে হইলে অস্মদাদির যেমন অন্ততঃ হস্তপদাদিরও সহায়তা করিতে হয়, সেইরূপ অন্য কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই জগদীশ্বর জগজ্জাত সমুদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য তাহাকে স্বতন্ত্রকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং অস্মদাদি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হইতেছে, তাহারও কারণ পরমেশ্বর, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের কারণ বলা যায়। এই দর্শনের মতে মুক্তি দুই প্রকার, দুঃখ সকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি। দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কোন কালেই দুঃখ জন্মে না। এইজন্য ঐ মুক্তিকে চরম দুঃখনিবৃত্তি কহে। দৃক্‌শক্তি দ্বারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না, যত সূক্ষ্ম যত ব্যবহিত বা যত দূরস্থ হউক না কেন, স্থূল অব্যবহিত ও অদূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যে বস্তুর যে গুণ বা যে দোষ আছে, তাহাও জানা যায়, ফলতঃ সকল বিষয়ই দৃক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি মুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছা মাত্র অপেক্ষা করে। মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে অন্য কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপ দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ মুক্তি পরমেশ্বরের তত্তৎ শক্তি সদৃশ, এ জন্য উহাকে পারমৈশ্বর্য্য মুক্তি কহে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা উক্তি মাত্র। মুক্ত ব্যক্তিকে যদ্যপি দাসত্বরূপ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইল, তবে তাহাকে কি রূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে, ইত্যাদি রূপে পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে। এই মতে, প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি কহে। চর্য্যা দুই প্রকার ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্নান, ভস্মশয্যায় শয়ন ও উপহার এই তিনকে ব্রত কহে। হ, হ, হা করিয়া হাস্যরূপ হসিত, গন্ধর্ব্বশাস্ত্রানুসারে মহাদেবের গুণগান রূপ গীত, নাট্যশাস্ত্রসম্মত নৃত্য, পুঙ্গবের চীৎকারের ন্যায় চীৎকার রূপ হুহুকার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্ম্মকে উপহার বলে। ঐরূপ ব্রত

জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হয়। দ্বারস্বরূপ চর্য্যা—ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণ ভেদে ছয় প্রকার। সুপ্ত না হইয়াও সুপ্তের ন্যায় প্রদর্শনকে ক্রাথন, বায়ুসম্পর্কে কম্পিতের ন্যায় শরীরাদির কম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জ ব্যক্তির অনুরূপ গমনকে মন্দন, পরম রূপবতী স্ত্রী সন্দর্শনে বাস্তবিক কামুক না হইয়াও কামুকের ন্যায় কুৎসিত ব্যবহার প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পরিশূন্যের ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎকরণ এবং নিরর্থক বাধিতার্থক শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তর দ্বারা মুক্তিতত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। বিশেষরূপে যাবতীয় বস্তু জানিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এই শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি এই উভয়রূপ মুক্তি এবং ঐ উভয়ই যোগের ফল। এই মতে কার্য্য সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্রকর্ত্তা।

[নকুলীশ পাশুপত দেখ।]

শৈবদর্শন—এই দর্শনের মতে শিব পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নকুলীশ-পাশুপত-দর্শনের মতে, পরমেশ্বরের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ-কর্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এতন্মতাবলম্বীরা তাহা স্বীকার না করিয়া যে ব্যক্তি যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন বলিয়া পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা কহে। অস্মদাদি ভিন্ন একজন জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর আছেন ইহা অনুমানসিদ্ধ। অস্মদাদির ন্যায় পরমেশ্বরের প্রকৃত শরীর নাই, পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার শরীর। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচটী মন্ত্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদস্বরূপ এবং যথাক্রমে অনুগ্রহ, তিরোভাব, প্রলয়, স্থিতি ও সৃষ্টি রূপ পঞ্চকৃত্যেরও কারণ। আগম দ্বারা আপাততঃ বোধ হয় যে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের নয়নাদিবিশিষ্ট প্রকৃত শরীর আছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। ঐ সকল আগমের তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার বস্তুর চিন্তা স্বরূপ ধ্যান হইতে পারে না বলিয়া, ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভক্তদিগের ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ করুণা করিয়া কখন কখন তাদৃশ আকার ধারণ করেন। এই মতে পদার্থ তিন প্রকার পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ ভগবান্ শিব এবং যাহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা পশু, আর শিবত্বপদ প্রাপ্তিসাধন দীক্ষাদি উপায় সকল পাশ। পশু পদার্থ জীবাত্মা। ঐ জীবাত্মা অহৎ ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদবাচ্য, দেহাদিভিন্ন সর্ব্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও কর্ত্তা স্বরূপ। [জীবাত্মা দেখ।] পাশ পদার্থ মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধ শক্তিভেদে চারি প্রকার। স্বাভাবিক অশুচিকে মল কহে; যেমন তণ্ডুল তুষদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ মল দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ম্ম; প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্য্য সকল লীন হয় এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে মায়া এবং পুরুষতিরোধায়ক যে পাশ তাহাকে রোধশক্তি কহে। জীব পশুপদার্থ বাচ্য। ঐ পশুপদার্থ তিন প্রকার; বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মলস্বরূপ পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল; মল ও কর্ম্ম রূপ পাশদ্বয় যুক্তকে প্রলয়াকল, আর মল, কর্ম্ম এবং মায়া এই পাশত্রয়বদ্ধকে সকল কহে। সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্ত কলুষ ভেদে বিজ্ঞানাকল জীবও দ্বিবিধ। প্রলয়াকল জীবও দ্বিবিধ পক্বপাশদ্বয় ও অপক্ব পাশদ্বয়। পক্ব পাশদ্বয়ের মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। অপক্ব পাশদ্বয়কে পুর্য্যষ্টক দেহ ধারণ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে তির্য্যক্ মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই মতে—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, চিত্তস্বরূপ অন্তঃকরণ, ভোগসাধন কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ; প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ততত্ত্ব; পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায়ে এক বিংশতিতত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম দেহকে পুর্য্যষ্টক দেহ কহে। ঐ অপক্ব পাশদ্বয় জীবের মধ্যে যাহাদিগের পুণ্যাতিশয় সঞ্চিত আছে; মহেশ্বর তাহাদিগকে পৃথিবীপতিত্ব প্রদান করেন। সকল স্বরূপ জীবও দ্বিবিধ—পক্ব কলুষ ও অপক্ব কলুষ। মহাদেব পক্বকলুষদিগকে মহেশ্বর পদবী ও অপক্বকলুষদিগকে সংসারকূপে নিঃক্ষেপ করেন। [শৈব দেখ।]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—এই দর্শনের মতে মহেশ্বর জগদীশ্বর, তিনিই একমাত্র সকল জগতের কারণ। যে প্রকার বহুরূপী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি কখন ভিক্ষুক, কখন স্ত্রী প্রভৃতি নানাবিধ রূপ [illegible] করিয়া থাকে, সেই রূপ ভগবান্ মহেশ্বরও স্থাবরজঙ্গমাদি নানারূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং ঐ ঐ রূপে অবস্থান করিতেছেন। এজন্য এই জগৎ যে ঈশ্বরাত্মক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং অস্মদাদির ঘটপটাদি বিষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে

সকলই পরমেশ্বরের স্বরূপ। এইমতে মুক্তিস্বরূপ পরাপর সিদ্ধির উপায় একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা, অন্যমতের ন্যায় এইমতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সকল সিদ্ধ হইতে পারে, "স এবেশ্বরোঽহং" 'সেই ঈশ্বরই আমি' এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। এই প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার করায় এই দর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন হইয়াছে। খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে বামন কহে, এইরূপ পূর্ব্ব উপদিষ্ট ব্যক্তির খর্ব্বাকৃতি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলে, "সোঽয়ং বামনঃ" সেই এই বামন এইরূপ জ্ঞান হয়, নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞা কহেন। শাস্ত্র ও অনুমানাদিদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া সেই শক্তি জীবাত্মাতেও আছে। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে "স এবেশ্বরোঽহং" সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ জ্ঞান হয়। এইমতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, এইমতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি রূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে এবং আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তখন আর কোন প্রয়োজন থাকে না। [প্রত্যভিজ্ঞা দেখ।]

রসেশ্বরদর্শন—পদার্থ নির্ণয়াংশে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের সহিত রসেশ্বর দর্শনের প্রায় ঐকমত্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে পারদপদার্থের বিষয় কোন স্থানে উল্লিখিত হয় নাই। এই দর্শনে উহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এইমাত্র বিশেষ। যেমন প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। সেইরূপ এই দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা এইরূপ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু ইহারা প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাবলম্বীদিগের স্বকপোল কল্পিত একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই পরমপদ মুক্তির সাধন, এরূপ বিশ্বাস না করিয়া পরমমুক্তির প্রাপক অন্য এক পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহারা কহেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্ন করিতে হয়, তৎপরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে মুক্তিরত্নের আবির্ভাব হয়। যদিও অন্যান্য দর্শনেও মুক্তির সাধন এক এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তত্তৎ পথাবলম্বনেও পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলেও ঐ সকল পথে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই দর্শনে পারদ রসদ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরমকারুণিক পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ সর্ব্বপ্রধান মুক্তিপদ প্রদান করেন। এজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। দেহের স্থৈর্য্য সাধনোপায় পারদরস ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, ঐ পারদরসদ্বারা যে রূপ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, অন্যান্য দর্শনে ইহার উল্লেখমাত্রও নাই। এই দর্শনের মতে, পারদরস দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলে দেহ সত্বেই মুক্তি হয়, এই মুক্তিকে জীবন্মুক্তি কহে। প্রথমতঃ এই দেহ শ্বাসকাশাদি নানারোগের আশ্রয়, বিনশ্বর, সুতরাং সমাধিকরণ-ক্লেশ-সহনে নিতান্ত অশক্ত, দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থায় বিষয় রসাস্বাদে ব্যগ্র হইয়া পরকালের নিমিত্ত ক্ষণকালও চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিবেকশক্তি থাকেনা, তৎপরেই দেহপতন হইয়া যায় ; সুতরাং এই দেহে সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এজন্য প্রথমতঃ পারদরস দ্বারা দিব্য দেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ যোগাভ্যাসাদিদ্বারা পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা। তন্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহস্থৈর্য্যসাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পারদরস সামান্য ধাতু নহে, কারণ মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বয়ং বলিয়াছেন যে 'পারদরস আমার স্বরূপ, ইহা আমার প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পারদ সংসাররূপ সমুদ্রের যন্ত্রণানিবৃত্তি স্বরূপ। পার প্রদান করে বলিয়া 'পারদ' এই নাম হইয়াছে। পারদ আমার বীজ এবং অভ্রক তোমার বীজ ; এই দুই বীজের যথাবিধানে মিলন সম্পন্ন করিতে পারিলে মৃত্যু ও দারিদ্র্য যন্ত্রণা এককালে দূরীভূত হয়।' পারদ নানা প্রকার। তন্মধ্যে এক এক পারদের এক একটী অসাধারণ গুণ আছে। বদ্ধ পারদদ্বারা শূন্যমার্গে গতিশক্তি এবং মৃত পারদদ্বারা জীবিত হওয়া যায় ইত্যাদি। একমাত্র পারদই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই প্রদান করে। পারদ ব্যতীত দেহের নিত্যতাসম্পাদক উপায়ান্তর নাই এবং উহার দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও দানে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। পারদরস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া ইহার নাম রসেশ্বর। ইহাতে রসের

গুণ বিশেষরূপ বর্ণিত আছে বলিয়া এই দর্শনের নাম রসেশ্বর দর্শন হইয়াছে। [রসেশ্বর দেখ।]

ঔলূক্যদর্শন। মহর্ষি কণাদ এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অপর এক নাম উলূক, এজন্য এই দর্শনকে কাণাদ ও ঔলূক্যদর্শন কহে। এই দর্শনে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে এইজন্য ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শন ষড়্দর্শনের মধ্যে একখানি। এইমতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। যে দুঃখ নিবৃত্তি হইলে আর কোন কালেই দুঃখ না জন্মে, তাহাকে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি কহে। ঐ মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না। কিন্তু ঐ তত্ত্বজ্ঞান সহজ সাধ্য নহে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ভগবান্ কণাদ শিষ্য প্রার্থনানুরোধে মননের অদ্বিতীয় সাধন স্বরূপ দশ অধ্যায়াত্মক এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনের সকল অধ্যায়েই দুই দুইটী আহ্নিক নামক বিরাম স্থান আছে। এই দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণান্তর নাই। অন্যান্য দর্শনে যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে; সে সকলই অনুমান স্বরূপ, অনুমানাতিরিক্ত নহে। এইমতে পদার্থ দ্বিবিধ ভাব ও অভাব; তন্মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় এই ষড়্বিধ ভাব পদার্থ। ইহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ নয় প্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ। গুণ পদার্থরূপ—রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মভেদে ২৪ প্রকার। নীলপীতাদি বর্ণকে রূপ কহে। রূপ ঐ ঐ বর্ণ ভেদে নানাবিধ। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর যাহার রূপ আছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়, এইজন্য রূপ দর্শনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রস ষড়্বিধ কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দ্বিবিধ। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ প্রমা ও ভ্রম। যাহার যে গুণ বা দোষ আছে, তাহাকে তত্তৎ গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা কহে এবং যাহার যে যে গুণ বা দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। নিশ্চয় ও সংশয় ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। এই ভবনে মনুষ্য আছে আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না, এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় কহে। সংশয় নানা কারণে হইতে পারে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ শব্দে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকেনা, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকেনা বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ না ধূম দর্শন হয়, ততক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্ট হইলে আর বহ্নির সংশয় থাকেনা। সুখ ও দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা হইয়া থাকে। সুখ সকলের অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকে ইচ্ছা কহে। যত্ন তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। যে বিষয়ে যাহার চিকীর্ষা থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আর যাহার যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, সে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি যথাক্রমে চিকীর্ষা ও দ্বেষ কারণ। যে যত্ন থাকায় জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবনযোনি কহে। জীবনযোনি যত্ন না থাকিলে জন্তু সকল ক্ষণকালও জীবিত থাকেনা। ঐ যত্ন দ্বারাই প্রাণিগণের শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে। গুরুত্ব পতনের প্রতি কারণ এবং দ্রবত্ব ক্ষরণের কারণ। ইহা স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের শাখা আকর্ষণ করিয়া মোচন করিলে যে গুণের সত্তাবে উহা পূর্ব্বস্থানে স্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কহে। যে সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তু সকলের স্মরণ হয়, তাহাকে ভাবনাসংস্কার কহে। ধর্ম্ম শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যাদি পদবাচ্য। ইহা গঙ্গাস্নান ও যাগাদি ধর্ম্মজনক। অধর্ম্মকে দুরদৃষ্ট ও পাপ কহে, ইহা অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে এবং প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়। শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি দ্বারা যে শব্দ জন্মে, তাহাকে ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দ স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে দ্বিবিধ। গুণপদার্থ দ্রব্যমাত্রে অবস্থান করে। ক্রিয়াকে কর্ম্ম কহে। কর্ম্ম পদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পঞ্চবিধ। উর্দ্ধ প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ ও বিস্তৃত বস্তু সকলের বিস্তারকে প্রসারণ কহে। ভ্রমণ, উর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যক্ গমন প্রভৃতি গমনের মধ্যে গণ্য। জাতি পদার্থ নিত্য ও অনেক বস্তুতে থাকে। পর ও অপর ভেদে জাতি দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পর জাতি, আর যাহা অল্প স্থানে থাকে, তাহাকে অপর জাতি কহে।

যাহার চৈতন্ত আছে সে আত্মপদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্য হইত না।

আত্মা দ্বিবিধ জীবাত্মা ও পরমাত্মা [জীবাত্মা দেখ]। এই দর্শনের মতে বিশেষ পদার্থ নিত্য। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্ন রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। যেমন অবয়বী বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নতা দর্শনে বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতেছে, সেইরূপ এই পরমাণু অন্ত পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং অন্ত পরমাণুতে যে বিশেষ আছে, তাহা অপর পরমাণুতে নাই, এজন্ত অন্ত পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক্ এই রীতিক্রমে যাবতীয় পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির, নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় পদার্থ কহে। অভাব দ্বিবিধ ভেদ ও সংসর্গাভাব। গৃহ হইতে পুস্তক ভিন্ন, পুস্তক গৃহ নহে, ইত্যাদি স্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ভেদ কহে। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। পূর্ব্বে যে সপ্তবিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, তদতিরিক্ত আর পদার্থ নাই। ইহাদিগের মধ্যেই তাবৎ পদার্থ অন্তর্ভূত হইবে। অন্ধকারাদি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, যে হেতু আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কহে। তদতিরিক্ত অন্ধকার পদার্থে আর কোন প্রমাণ নাই।

[বৈশেষিক ও কণাদ দেখ।]

অক্ষপাদ দর্শন (ন্যায়দর্শন)—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষির নাম অক্ষপাদ ও গোতম, এজন্ত ইহাকে অক্ষপাদ ও গোতম-দর্শন কহে। ইহাতে ন্যায় ও তর্কপদার্থ বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ইহার ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র এই দুইটী নাম হইয়াছে এবং এই দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই ন্যায়শাস্ত্রে সকল শাস্ত্রেরই উপযোগিতা আছে, যে হেতু ন্যায়শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহ হয় না। এইজন্ত ন্যায়শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেরই দ্বার-স্বরূপ। এই শাস্ত্রে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি অনেকানেক ন্যায়-বিরুদ্ধ শ্রুতি আছে, ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মোপাস্ত বৌদ্ধাধিকার বিবৃতি দেখিলে ঐ সকল আপত্তি অবোধ-বিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হইবে। মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি ঐ সকল শ্রুতির সমন্বয় করিয়াছেন। এই ন্যায়দর্শন ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেক অধ্যায়েই দুইটী করিয়া আহ্নিক আছে। এই মতে পদার্থ ষোল প্রকার—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান। যাহা দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ পদার্থ কহে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে চারি প্রকার। ঐ চারিটী প্রমাণ হইতে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ এই চারিটী প্রমিতি জন্মে। নয়নাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থ রূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষপ্রমিতি ৬ প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব থাকেনা, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকেনা বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যেস্থানে ধূম থাকে, সেস্থানে বহ্নির অভাব থাকেনা বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এই জন্ত পর্ব্বতাদিতে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ব-বৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক অনুমান কহে, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য-দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্য-লিঙ্গক অনুমান কহে; যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয়, তাহাকে সামা-ন্যতোদৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে শুক্লপক্ষের অনুমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জাতির অনুমান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। এই শব্দ দ্বারা যে বোধ হয়, তাহাকে শাব্দবোধ কহে। এই শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃষ্ট তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। প্রমেয়পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ-ভেদে দ্বাদশ প্রকার। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। দোষ রাগ,

দ্বেষ ও মোহভেদে ত্রিবিধ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া ও দম্ভাদি ভেদে রাগ পদার্থ নানাবিধ। রমণেচ্ছাকে কাম, নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর, যে বিষয়ে কোন ধর্ম্মের হানি হয় না, এমত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। কার্পণ্যাদি ভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। যাহা দ্বারা পাপ হইতে পারে, এরূপ বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে। পরবঞ্চনাকে মায়া কহে। ছলক্রমে নিজের ধার্ম্মিকত্বাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্টত্ব ব্যবস্থাপনেচ্ছাকে দম্ভ কহে। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাদি ভেদে দ্বেষও নানা প্রকার। বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয় ও শোকাদি ভেদে মোহও নানা প্রকার। বারংবার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণ রূপ জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন সকল জীবকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। মুক্তি ব্যতীত এই প্রেত্যভাব দুঃখ হইতে নিবৃত্তি হয় না। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি রূপ মুক্তিকে অপবর্গ কহে। এই অপবর্গই সকলের প্রার্থনীয় ও প্রয়োজন। প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। অভিলষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয় তাহাকে গৌণ, আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে। প্রত্যেকরই মুখ্য প্রয়োজন সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি, ঐ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি ক্লেশকর বিষয়ও প্রার্থনীয় হয়। ফলতঃ সকল বিষয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি বলিয়া সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উহাদিগের সাধন বলিয়া ধনোপার্জ্জনাদিকে গৌণ প্রয়োজন কহে। অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে; যথা—কি হইলে মুক্তি হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে ও শাস্ত্রাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় হয়। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার—সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম। বিচারাঙ্গ বাক্যবিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব ৫ প্রকার—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে। পরস্পর জিগীষু না হইয়া কোন প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে। প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেত্বাভাস কহে। বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্ব্বক মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে। প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ দিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদি রূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। ন্যায় মতে—ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তখন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ব বুদ্ধি রূপ আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মে না। এইরূপে রাগ ও দ্বেষের আর উৎপত্তি হয় না। যদি রাগ ও দ্বেষই নিবৃত্ত হইল, তবে উহাদিগের কার্য্য স্বরূপ ধর্ম ও অধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির পুনর্ব্বার সম্ভাবনা থাকেনা। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই যখন জন্মগ্রহণের মূলীভূত, তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে আর জন্মাদি হইবে না, তখন আর জন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না এবং সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তখনই মুক্তি হইবে। জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ অনুমান ও শ্রুত্যাদি। [জীবাত্মা দেখ।] ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনের মধ্যে এখন কোন শাস্ত্রেরই মূল সূত্রের সম্যক্ অনুশীলন নাই, কেবল উভয় শাস্ত্রসম্মত সংগ্রহ ও টীকা সকল সাধারণতঃ ন্যায়শাস্ত্র নামে অভিহিত। পারমার্থিক মত বিষয়ে এই দুই দর্শনে কোন প্রভেদ নাই, এ উভয়ই মুক্তিপ্রধান শাস্ত্র। অপর অপর যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। বৈশেষিক সপ্ত পদার্থ ও নৈয়ায়িক ষোড়শ পদার্থবাদী এই মাত্র বিশেষ। এই উভয় দর্শনই পরমাণুবাদী। [ন্যায় দেখ।]

সাংখ্যদর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল। মহর্ষি কপিল যখন দেখিলেন, এই জগন্মণ্ডলে সকলই ত্রিতাপে তাপিত, যে দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করা যায়, চারিদিকেই দুঃখময়, দুঃখ ভিন্ন আর যেন কিছুই নাই। তাই তিনি দয়া পরবশ হইয়া নিস্তারের উপায় স্বরূপ এই অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রচার করেন। এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন বলিয়াই ইঁহাকে সাংখ্যদর্শন কহে। মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। প্রকৃতির পরিণামে এই চরাচর জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এবং পুরুষ প্রকৃতির মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রতিবিম্ব ক্রমে

দুঃখ ভোগ করিতেছে। পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহার প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এজন্ত অনুভয় অর্থাৎ না প্রকৃতি না বিকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত যে সত্ব রজঃ ও তমোগুণ তাহাদিগের স্বরূপ। সত্ব রজঃ ও তম ইহারা বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ। পুরুষ পশু বন্ধন করে বলিয়া ইহাকে গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি সক্রিয়, নিত্য, অনাশ্রিত অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া অবস্থিত, অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্যকরণে সমর্থ। অচেতন জড়াত্মক এবং পরিণামী। মহত্তত্ব অবধি এই দৃশ্যমান্ মহতী মহীমণ্ডলী প্রভৃতি মহাভূত পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণাম বিশেষ। এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া জগৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়। সত্বগুণ সুখ স্বরূপ লঘু প্রকাশক, রজঃ দুঃখ স্বরূপ এবং উপষ্টম্ভক অর্থাৎ সত্ব ও তমঃ যে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহ স্বরূপ, গুরু এবং আবরক। যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত এইরূপে সকল সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ নাই। মহত্তত্ব বুদ্ধি স্বরূপ। বুদ্ধিতত্ব দ্বারাই যাবদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় হয়। ঐ নিশ্চয়কে অধ্যবসায় কহে। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম। পুরুষ নিত্য, সত্বাদি ত্রিগুণশূন্য, চেতন স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ-দুঃখাদি শূন্য, মধ্যস্থ ও উদাসীন পদবাচ্য। পুরুষ শরীরভেদে নানা প্রকার অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ এক একটী পুরুষ আছেন। ঐ শরীর দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়। মাতা হইতে লোম, শোনিত ও মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই মাতাপিতৃজ শরীরকে ষাট্‌কৌশিক শরীর কহে। এই শরীরই ভস্মান্ত, কৃম্যন্ত বা বিষ্ঠান্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্বের সমষ্টি, ইহা নিত্য অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি। সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক ও পরলোকগামী। এই সূক্ষ্ম শরীর, নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে। এই শরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ হয়; এই শরীরের বিনাশ হয় না। প্রকৃতি সর্গের আদিতে এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্ত পুরুষের সহিত সংযুক্ত থাকে। বিবেকখ্যাতি হইলেই প্রকৃতি নিবৃত্ত হয়। যেমন নর্ত্তকী নৃত্য দর্শনরূপ স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রঙ্গ দেখাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। ইহারা অন্ধপঙ্গুবৎ স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। এজন্য প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, পুরুষও প্রকৃতিগত। সুখ দুঃখকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া তন্নিবারণাভিলাষে মুক্তি প্রার্থনা করে। ঐ মুক্তি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ ভেদজ্ঞান স্বরূপ তত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না। এই তত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এজন্য পুরুষও প্রকৃতিসাপেক্ষ। প্রমাণ ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই মতে, সকল কার্য্যই সৎ অর্থাৎ সকল কার্য্যই উৎপত্তির পূর্ব্বে স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে সংযুক্ত থাকে, পরে যখন আবির্ভূত হয়, তখন তাহাকে উৎপন্ন কহে; আর যখন তিরোভূত হয় অর্থাৎ পুনরায় নিজ কারণে বিলীন হয়, তখন তাহাকে বিনষ্ট কহে। বস্তুতঃ কোনই কার্য্যই উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ। যাহাতে এই দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, তদ্বিষয়ই এই দর্শনে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে।

[সাংখ্য ও কপিল দেখ।]

পাতঞ্জল-দর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। নিজ নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন হইয়াছে। এই দর্শনে যোগের বিষয় বিশেষ রূপ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে যোগশাস্ত্র ও পদার্থনির্ণয়াংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত থাকায় ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়। ভগবান্ কপিল যেরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকার করেন, ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মতে, পুরুষাতিরিক্ত পরমেশ্বর আছেন, এই মাত্র প্রভেদ। এজন্য কেহ কেহ সাংখ্য শাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য কহিয়া থাকেন। সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল ও নিরীশ্বর সাংখ্য কপিলসূত্র। সাংখ্য শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকার করেন কি না তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য এবং অনালোচ্য, এজন্য তদ্বিষয়ক বিচারাদি প্রসক্ত হইল না।

এই দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। এই পাদচতুষ্টয়ে যোগ শাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা, যোগের লক্ষণ, যোগের উপায় স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি বিভাগ, সবিস্তার যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ উপাসনা ও তৎফল, চিত্তবিক্ষেপ দুঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও দুঃখাদির নিরা-

করণোপায় সমাধিভেদ, ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ কর্ম্মের প্রভেদ, তত্ত্বজ্ঞান, যম নিয়মাদি, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সিদ্ধিপঞ্চক, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পতঞ্জলি মতে, ষড়্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ষড়্বিংশতি তত্ত্বেই যাবতীয় পদার্থ অন্তর্ভূত আছে। এতদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও পুরুষ ইহার বিষয় সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। ষড়্বিংশতি তত্ত্ব ঈশ্বর। পরমেশ্বর ক্লেশাদিরহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণপূর্ব্বক সংসার প্রবর্ত্তক এবং সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীম, কৃপার নিধান এবং অন্তর্যামী রূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে অর্থাৎ বিষয়সুখে প্রবৃত্ত চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধ্যেয় বস্তুমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের স্থানবিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র ভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া স্থির থাকিলেও তদর্থ-প্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ মাত্র আপাততঃ তদ্বিষয়ের যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিকল্প। নিদ্রাশব্দে সাধারণ নিদ্রা ও স্মরণকে স্মৃতি কহে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণাম বিশেষ বলিয়া চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। পরিণাম ত্রিবিধ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। যোগস্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয় সহকারে কোন বিষয়ে যত্ন করাকে অভ্যাস, আর বিষয়-সুখ-বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহে। যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখজনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশবর্ত্তী সুখদুঃখাদি-জনক বিষয়, এ কারণ বৈরাগ্যকে বশীকার শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। বিষয় দ্বিবিধ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক। ইহলোকে উপভুজ্যমান বিষয়কে দৃষ্ট, আর পরলোকে ভোক্তব্য বিষয়কে আনুশ্রবিক কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে নহে; যাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগের অধিকার আছে। যাহাদের চিত্তপ্রসাদ না হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। মন্ত্রের সংস্কার দশ প্রকার—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি। ইত্যাদি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয়। যোগাঙ্গ অষ্টবিধ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতিবিচ্ছেদকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ রেচক, পূরক ও কুম্ভক। যথাবিধ যোগানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি নানাপ্রকার, তন্মধ্যে অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই ৮টী সিদ্ধিকে মহাসিদ্ধি কহে। সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ। ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অবিদ্যাবশতই জন্মে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই। যেরূপ চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভেষজভেদে চতুর্ব্যূহ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্ব্যূহ। দুঃখময় সংসারকে হেয়, প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে হেয়হেতু, আত্যন্তিক প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগ-নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ এবং বিবেকখ্যাতি স্বরূপ দর্শনকে মোক্ষ কহে।

[পাতঞ্জল ও সাংখ্য দেখ।]

মীমাংসাদর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি, এইজন্য ইহার নাম জৈমিনিদর্শন হইয়াছে। ইহাতে বেদের বিষয় সকল মীমাংসিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম মীমাংসাদর্শন। মীমাংসা ব্যতীত কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত হয় না। এইজন্য প্রত্যেক কার্য্যেরই মীমাংসা প্রয়োজন। যে স্থলে বেদের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় করা সুকঠিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদির পরস্পর বিরোধভঞ্জনপূর্ব্বক ঐ উভয়ের মান্যতা সংস্থাপন করাও সামান্য কঠিন নহে। এইজন্য মীমাংসার প্রয়োজন, মীমাংসা করিতে হইলে একমাত্র মীমাংসাদর্শনই উপায় স্বরূপ। শ্রুতি সকলের মধ্যে যে যে স্থলে অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিরোধ ছিল, অথবা তাদৃশ শ্রুতির সহিত যে যে স্থলে কল্পশাস্ত্র ও মন্বাদি স্মৃতির বিপ্রতিপত্তি ছিল, মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনে তাহারই মীমাংসা করিয়াছেন। এই দর্শনানুসারে বেদ অপৌরুষেয় এবং বেদই ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং মানব কেহই তাঁহার কর্ত্তা নহেন। উহা নিত্য। যাঁহারা বেদকে ধারণ ও বৈদিক কর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বেদ যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই। ইত্যাদি রূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দর্শন দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সহস্র সংখ্যক অধিকরণে বিভক্ত। তাহার এক এক অধিকরণে এক এক প্রকার বিরোধের মীমাংসা আছে এবং প্রত্যেক অধিকরণে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গ—বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষ এবং নির্ণয়।

"বিষয়োঽবিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং॥" (মীমাংসা)

যেমন এক শ্রুতিতে আছে, বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কুশদ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং পর শ্রুতিতে আছে উদুম্বর বৃক্ষজাত কুশ দ্বারা উহা করিবে। এস্থানে কুশদ্বারা যজ্ঞ করার ব্যবস্থার নাম বিষয়। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষের কুশ দিয়া যজ্ঞ হইবে কি উদুম্বর বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কুশ দ্বারা যজ্ঞ হইবে, এই রূপ সন্দেহের নাম অবিষয়। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ তর্কোপন্যাসের নাম পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তানুকূল বিচারের নাম উত্তরপক্ষ, নির্ণয় শব্দে সঙ্গতি অর্থাৎ সিদ্ধান্তসিদ্ধ বিচার্য্য বাক্যে তাৎপর্য্যাবধারণ। দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহে, যে দেবের যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেব সেই মন্ত্রস্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সত্ত্বে কোন প্রমাণ নাই। বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। দেখ, যদি মন্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা থাকেন, সেই দেবতারই পূজা করা যায় এবং তিনিই আবাহনাদি দ্বারা করুণাপূর্ব্বক ঘট ও প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঘট কি মৃণ্ময় প্রতিমাদি ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভারবহনে অশক্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে, তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে? কিন্তু দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে এ প্রকার দোষ ঘটে না। বেদ অপৌরুষেয় ও স্বতঃপ্রমাণ। এস্থলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিতান্ত স্বীকার করিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে, ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত, এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত পুরুষোক্তি আছে, সেইরূপ বেদ অভ্রান্ত পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত এইমাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এমন নহে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া বেদের ঈশ্বর-নির্ম্মিতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু এদিকে পরমেশ্বরের শরীরাদি কিছুই স্বীকার করেন না। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যদি পরমেশ্বরের শরীরাদি নাই, তবে তিনি বেদ রচনা করিলেন কি প্রকারে? ইত্যাদি প্রকারে ন্যায়ের যুক্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। [মীমাংসা দেখ।]

বেদান্তদর্শন—ইহার সূত্ররচয়িতা বেদব্যাস। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দর্শন প্রণয়ন করেন, এইজন্য ইহার নাম শাঙ্করদর্শনও কহে। বেদব্যাসের সূত্রগুলি এরূপ অস্ফুট যে, কোনক্রমেই ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। বরং যাহার যেরূপ অভিপ্রায়, সে সেইরূপই অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদান্তসূত্রের নানা প্রস্থান, অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামানুজ-প্রস্থান, মধ্বাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে মাধ্বপ্রস্থান ও শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে শাঙ্করপ্রস্থান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রস্থান আছে, অধুনা তাহার প্রচলন নাই। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে ইহাতে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন। উপনিষদ্ শাস্ত্রই ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণভাণ্ডার। এই উপনিষদ্ মীমাংসার জন্যই বেদান্তসূত্র। বেদান্ত বিষয় বলিবার পূর্ব্বে উপনিষদের বিষয় বলা কর্ত্তব্য। উপনিষদ্‌সমূহের মত দ্বিবিধ দ্বৈত ও অদ্বৈত। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, দ্বৈত মতে এই ব্রহ্মও আছেন আর জীব ও জগৎ আছে। কেবল আপাততঃ এই দুইটী মতকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিলে ঐ মত ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকেনা।

শঙ্করাচার্য্য এই দর্শনে অদ্বৈতমতই বিশেষরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বেদান্তদর্শন চারিপাদে বিভক্ত, ঐ সকল পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি অস্ফুটার্থ শ্রুতি সকলের ব্রহ্ম পরত্বাদি, সাংখ্যমত নিরাকরণ, অদ্বৈত মত বিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়াদি, আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, জীবের সংসারগতি, ক্রমাদি জগতের অবস্থাভেদাদি ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সকল জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। ইত্যাদি বিষয় সকল প্রাধান্য রূপে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যাহারা অধিকারী না হইয়া সর্ব্বোপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উদ্যত হন, তাহাকে "জ্ঞানাদ্বৈনরকং" অর্থাৎ কেবল জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিলে নরক হয় ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে কেবল নারকী হইতে হয়।

বাস্তবিক প্রকৃত ফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে। যিনি অধ্যয়ন-বিধি অনুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ সকল একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সন্ধ্যাবন্দনাদি রূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা অর্থাৎ শাণ্ডিল্য-বিদ্যানুসারে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস উপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত নির্ম্মল করিয়াছেন এবং সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া অভ্রান্ত

হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলেই অচিরাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তিভাজন হইতে পারে। ব্রহ্ম সৎ অর্থাৎ সৎস্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যপদবাচ্য, জ্ঞানস্বরূপ, পরম আনন্দস্বরূপ, অখণ্ড অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নিধর্ম্মক অর্থাৎ ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্মই নাই, ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ। যদিও ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান পৃথক্, এইরূপ ভেদব্যবহার দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই সাধারণতঃ প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের একতারূপ কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা হইলেও বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বিষয় স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয় মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেরূপ এক মুখই তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে রূপান্তররূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঐ স্থলে একই মুখ, মুখের ভেদ নাই। তৈলাদি রূপ উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। সেইরূপ জ্ঞানের ঐক্য থাকিলেও ঘটপটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির ভেদ লইয়া জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সদ্ বা অসদ্রূপে অনির্ণেয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানই জগতের কারণ, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে দুইটী শক্তি আছে, যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজনবিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান-কারণরূপে জগৎসৃষ্টি করে, ঐ শক্তিকে বিক্ষেপশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থা ভেদে দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা।

বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজঃ বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। ঐ মায়াতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, এ কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর পদবাচ্য, আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি যাবৎ জীবপদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা। জীবের নানাত্ববাদ সকল বৈদান্তিকেরা স্বীকার করেন না এবং একত্ববাদই যুক্তিদ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছেন। মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর কহে। এই কারণ-শরীরে অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য হন। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়া সহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এই রূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ ও তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চসূক্ষ্মভূত, পঞ্চীকৃতভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রও কহে। কারণ যে গুণ থাকে, তদনুরূপ গুণ কার্য্যেও উৎপন্ন হয়, এই ন্যায়ানুসারে কারণের সত্ত্ব, রজ ও তম আদি গুণ ও আকাশাদি পঞ্চভূতে সংক্রান্ত হয়। ঐ পঞ্চভূতের এক একটী সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক জন্মে।

আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে এবং ঐ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের উদ্ভব হয়। অন্তঃকরণ অবস্থাভেদে দ্বিবিধ বুদ্ধি ও মন। যৎকালে অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তৎকালে তাহাকে বুদ্ধি, আর যখন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক বৃত্তি হয়, তখন অন্তঃকরণকে মন কহে। প্রত্যেক পঞ্চভূতের রজোঅংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থরূপ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে এবং ঐ পঞ্চভূতের সমুদিত রজোঅংশ-পঞ্চক হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের সহিত বিজ্ঞানময় কোষ এবং মন কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ মনোময়কোষ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময়কোষ হয়। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্; কর্তৃত্ব-শক্তিসম্পন্ন মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণস্বরূপ; আর প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম শরীর। ঐ সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গশরীর কহে। লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই এক এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী

জীবকে তৈজস, আর সকল লিঙ্গশরীরের অভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ কহে। ঈশ্বর জীবের উপভোগ-সম্পাদক স্থূল বিষয়ের সম্পাদনার্থে পঞ্চ পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণ করেন, তাহারও প্রণালী এইরূপ। পরমেশ্বর আকাশাদি প্রত্যেককে প্রথমতঃ দুই অংশে বিভক্ত করেন। পরে প্রত্যেক ভূতের ঐ এক একটী অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া পূর্ব্বকৃত আকাশের দুই খণ্ডের যে এক খণ্ড আছে, তাহাতে বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে সকলেরই একটী খণ্ড দিয়া স্থূলাকাশের এবং পূর্ব্বস্থিত বায়ুর এক অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর ঐ চারি চারি খণ্ড হইতে এক এক খণ্ড দিয়া স্থূলবায়ুর এবং ঐ রীতিক্রমে স্থূলতেজ, জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকেই পঞ্চস্থূলভূত কহে। এই স্থূলভূতেই শব্দাদি গুণের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে পঞ্চীকৃত ও ত্রিবৃৎকৃত স্থূল হইতেই যথাসম্ভব ভূঃ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল মহাতল ও পাতাল উৎপন্ন হয়। স্থূল শরীরও অন্ন পানীয়াদি দ্বারা উৎপত্তি হয়। স্থূল শরীর চতুর্ব্বিধ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই স্থূলদেহের কান্তি ও পুষ্টির কারণ অন্ন ও পানীয়াদির ভক্ষণ। অন্ন উদরস্থ হইলে তাহার স্থূলাংশে পুরীষ, মধ্যম অংশে মাংস এবং সূক্ষ্মাংশে মনের পুষ্টি হয়। পীত পানীয়াদি বস্তুর স্থূল মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ যথাক্রমে মূত্র, রক্ত ও প্রাণের পুষ্টিরূপে পরিণত হয়।

যদিও বাস্তবিক পরব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এই জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদায়ই রজ্জু সর্পের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিতমাত্র এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, জীবাত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা। অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ করা বন্ধ্যার পুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাস্পদ। যেরূপ মায়াবী ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা ঐন্দ্রজালিক বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনৌৎসুক্য নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল বস্তুর সংহার করে, সেইরূপ পরমেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিশালী মায়া সহকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জনগণের সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন। প্রলয় চারি প্রকার— নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। ব্রহ্মজ্ঞাননিমিত্তক পরম মুক্তিপ্রাপ্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর সংসার-স্থিতি বা পুনরুৎপত্তি হয় না। প্রলয়ের ক্রম এই রূপ, প্রথমতঃ পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবে, জীবের অহঙ্কারে, তাহার লয় হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারে এবং তাহার লয় অজ্ঞানে হয়।

এই মতে প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি ভেদে ষড়্‌বিধ। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হয়। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিমান্ জনগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখসম্ভোগাদির অস্থিরত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরম সুখস্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইয়া উহার উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা ইত্যাদি বিকল্পের বিলয় নিরপেক্ষ, আর তৎসাপেক্ষ পরব্রহ্ম বস্তুতে নিবিষ্টচিত্তের স্থিরতাকে যথাক্রমে সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নির্ব্বায়ু দেশস্থিত প্রদীপ শিখার ন্যায় নিশ্চল হয়। এই নির্ব্বিকল্পক সমাধি সিদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত হওয়া যায়। তখন সকল অজ্ঞান তিরোহিত হয়। [বেদান্ত ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

ষড়্‌দর্শনই হিন্দুদিগের প্রধান গৌরবের বিষয়। এই ষড়্‌দর্শনবেত্তা মুনিগণ বিষয়াশক্তি হ্রাস করিয়া পরমপদ প্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। এক একটী দর্শনের অনেক অনেক গ্রন্থ আছে; কোন কোন দর্শনের কত গ্রন্থ আছে, তাহা প্রত্যেক দর্শনের নামের স্থলে যথাসম্ভব প্রদত্ত হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও একখানি দর্শন আছে, এই দর্শনের নাম পাণিনিদর্শন। এই দর্শন পাণিনি মুনির প্রণীত। পাণিনি ব্যাকরণই পাণিনিদর্শন। ইহাতে যাবতীয় সংস্কৃত শব্দই সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই পাণিনি-দর্শন অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে নানা উপকার দর্শে। বেদাদি শাস্ত্রের রক্ষা হয় ইত্যাদি।

এই দর্শনের মতে, শব্দ দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র স্ফোট। তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্যশব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা অর্থবোধ হইত না। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অকার গকার নকার ও ইকার এই চারিটী বর্ণ এরূপ, তদ্দ্বারা

অশ্বির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটী বর্ণ একত্র করিয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়, এই কথা বলাও বালকতা-প্রকাশ মাত্র। যেহেতু বর্ণ সকল আশু বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে, ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে। পরে স্ফুটস্ফোট দ্বারা অগ্নির বোধ হয়। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধের দোষ ঘটে এবং সমুদায় বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও, সেই দোষ ঘটে, যখন উভয়পক্ষেই দোষ দেখা যায়, তখন এই স্ফোট স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন এক-বার পাঠদ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সমুদায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়। সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকারের দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হয়, এমত নহে। যেমন নীল পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক স্ফটিক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্তরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ স্ফোট একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়। এই মতে স্ফোটকেই সচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়; তদনন্তর মুক্তি। ব্যাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বার স্বরূপ।

[পাণিনি ও ব্যাকরণ দেখ।]

প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় প্রাচীন গ্রীস ও চীন দেশে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এখন য়ুরোপে এবং আমেরিকায় ইহার বিপুল চর্চ্চা হইতেছে। দেশভেদে দর্শন শাস্ত্রের শ্রেণী বদ্ধ করিলে আর্য্যদর্শন, মুসলমান ও চীনদিগের দর্শন প্রাচ্য এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার দর্শনশাস্ত্র পাশ্চাত্য নামে আখ্যাত করা যায়। আবার পাশ্চাত্য দর্শন সময় ভেদে শ্রেণীবদ্ধ করিলে প্রাচীন ও আধুনিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তন্মধ্যে গ্রীস দেশীয় দর্শনই প্রাচীন। পাশ্চাত্য দর্শন এবং রোমের দর্শনশাস্ত্রও প্রাচীন গ্রীক্‌দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখকগণ প্রাচীন গ্রীক্ দর্শনশাস্ত্র আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা থেলিস্‌কে (Thales) গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক স্থির করিয়াছেন। সক্রেটিস্ হইতে সক্রে-টিসের পূর্ব্বতন দার্শনিকগণকে প্রথম সময়ের এবং সক্রেটিস্ (Socrates), প্লেটো (Plato) এবং আরিস্‌টটলকে (Aris-totle) দ্বিতীয় সময়ের এবং আরিষ্টটল্ হইতে নব প্লেটোনিস্‌ম (Neo-Platonism) নামক দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত দার্শ-নিকগণকে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সময়ের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। সক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ হিলিসিষ্ট (Hilicist), পিথাগোরিয়ান্ (Pythagorean), এলিয়াটিক্ (Eliatic) আটমিষ্ট্ (Atomist) ও সফিষ্ট (Sophist) এই পাঁচ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। থেলিস্‌ই (Thales) প্রথম শ্রেণীর প্রথম দার্শনিক। স্থানানুসারে শেষোক্ত দার্শ-নিককে প্রথম শ্রেণীর আইওনিক (Ionic) দার্শনিকও বলা হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ কিরূপে কি মূল উপাদান হইতে হইল, ইহাই নিরূপণ করা তাঁহাদিগের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ তেজ প্রভৃতি জগতের আদি কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। থেলিস্ (Thales) ৬৪০ খৃঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ ও ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ক্রিসাস্ (Cræsus) ও সোলনের (Solon) সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মতে জলই সমস্ত পদার্থের আদি কারণ। আনাক্সি-মন্দার (Anaximander) ও আনাক্সিমেনিস্ (Anaxi-menes) এই উভয়েও আইওনিক (Ionic) দার্শনিক। আনাক্সিমন্দারের মতে শীতোষ্ণ অর্থাৎ তেজ ও তেজের অভাব এবং শেষোক্তের মতে মরুৎই বিশ্বের কারণ। এই তিন জনই আইওনিক দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত।

পিথাগোরাস্ পিথাগোরিয়ান্ (Pythagorian) নামক দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। পিথাগোরাস্ স্যামস নগরে ৫৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনানুসারে সমসন্নিবেশ ও সমানুপাত (harmony and proportion) এবং এই উভয়ের পরিণতি সংখ্যাই (number) পদার্থের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর দর্শনমত ফিলোলস্ (Philolaus)

সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। সিমিয়াস্ (Simmias), সিবিস্ (Cebes), ওকেলাস্ (Ocelus), টাইমিয়াস্ (Timaeus), একেক্রেটিস্ (Echecrates), এক্রিও (Achrio), আরকিটাস্ (Archytas), লাইসিস্ (Lysis) এবং ইউ-রিটাস্ (Urytus) ইহারাই পিথাগোরিয়ান্ দার্শনি-দিগের মধ্যে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন।

পিথাগোরিয়ান্‌গণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের মতে, আত্মাও হারমনি (harmony) মাত্র এবং শরীর ইহার কারাগার স্বরূপ।

কলোফন দেশীয় (Colophon) জেনোফনিস্ (Xenophones) এলিয়াটিক (Eleatic) দর্শনের প্রবর্ত্তক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকেরা পদার্থের বহুত্ব স্বীকার করিতেন; কিন্তু ইহারা পদার্থের একত্ব থাকা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরই সর্ব্বনিয়ন্তা। ইহাদিগের মধ্যে পারমিনাইডিস্ (Parmenides), জেনো (Zeno), মেলিসাস্ ইহারাই ইহাদিগের মধ্যে খ্যাতনামা। একমাত্র সৎই পদার্থ। অসৎ কোন পদার্থ নাই; ইহাই পারমিনাই-ডিসের মত। [অপরাপর বিশেষ বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন ও প্রাচ্যদর্শন শব্দে দেখ।]

দর্শনপথ (পুং) দর্শনস্য পন্থা ৬তৎ। দৃষ্টিপথ।

দর্শনপ্রতিভূ (পুং) দর্শনায় প্রতিভূঃ। প্রতিভূ ভেদ, হাজির জামিন, যে ব্যক্তি কোন লোককে হাজির করিয়া দিবার জন্য জামিন হয়। ইহার বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—ভ্রাতৃগণ স্বামী স্ত্রী পিতা পুত্র ইহাদিগের ধন যতদিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভূ (জামিন) হইতে পারিবে না। আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন, আবশ্যক মত ইহাকে দেখাইয়া দিব, ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না, লোকটা বিশ্বাসী, ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিন্, এইরূপে দানের ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব (জামিন) বিহিত আছে। দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে যে যেরূপ অংশের প্রতিভূ সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য। প্রতিভূ সর্ব্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে। ধান্যের অধমর্ণ প্রতিভূকে তিন গুণ ধান্য, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুর্গুণ বস্ত্র এবং রসের অধমর্ণ আট গুণ রস দিবে। [যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অ°।]

[প্রতিভূ দেখ।]

দর্শনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (পদ্মপু°)।

দর্শনী (দেশজ) ১ নজর। ২ চিকিৎসকের রোগীদর্শনার্থ আগমন জন্য পুরস্কার। চিকিৎসক রোগী দর্শন করিতে আসিলে তাহাকে যে পারিশ্রমিক টাকা প্রভৃতি দেওয়া যায়, তাহাকে দর্শনী কহে।

দর্শনীয় (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-অনীয়র্। মনোজ্ঞ, দর্শনযোগ্য।

দর্শনোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

দর্শপ (ত্রি) দর্শেন দর্শনেন পিবন্তি পা-ক। দর্শনমাত্রেই পাতৃ দেবভেদ। "নবৈ দেবা অশ্নন্তি পিবন্তি এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছান্দোগ্য° উ°)।

দর্শযামিনী (স্ত্রী) দর্শস্তেব যামিনী। তমিস্রা, অন্ধকার রাত্রি। দর্শস্য যামিনী। অমাবস্যা রাত্রি।

দর্শয়িতৃ (ত্রি) দর্শয়তীতি দৃশ-ণিচ্-দর্শি-তৃচ্। ১ দর্শক, দর্শন-কারক। ২ প্রতীহার, দ্বারপাল।

"প্রসাদয়েত্বামতুলপ্রভাব
ত্বং নো গতির্দর্শয়িতা চ ধীরঃ॥" (ভারত ৬।৩।৬১১)

দর্শবিপদ্ (পুং) দর্শে অমাবস্যায়াং বিপদ্ প্রণাশোঽদর্শনং যস্য। চন্দ্র।

দর্শিত (ত্রি) দৃশ-ণিচ্ ক্ত। ১ যাহা দেখান হয়। ২ প্রকাশিত।

দর্শিন্ (ত্রি) দৃশ-ণিনি। ১ দ্রষ্টা। ২ বিবেচক। ৩ সাক্ষাৎ-কারক। "তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।" (কুমার) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। এই পদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না, যথা দূর-দর্শিন্ প্রভৃতি।

দর্শিবন্ (ত্রি) দৃশ্ "অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে" ইতি ইবনিপ্। দ্রষ্টা। "কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্।"

(ভারত আ° ৬ অ°)

কেহ কেহ এই শব্দ দর্শিবন্ না বলিয়া দর্শিবস্ বলিয়া থাকেন, ইহা অত্যন্ত প্রামাদিক।

দর্শী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নেলুর জেলার একটী জমিদারী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণফল ৬১৩ বর্গমাইল। প্রধান নগর দর্শী।

দর্শী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেলুর জেলায় দর্শী নামক তালু-কের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৩৫´ পূঃ

মধ্যে অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর প্রভৃতি ও সাধারণতঃ যে সমস্ত রাজকীয় কার্য্যালয় থাকা উচিত তাহা আছে।

দর্শ্য (ত্রি) দৃশ্-যৎ। দর্শনীয়। "ইতি চিত্রা রূপাণি দর্শ্যা" (ঋক্ ৫।৫২।১১) 'দর্শ্যা স্বব্যাপারৈর্দর্শনীয়ানি।' (সায়ণ)

দল (ক্লী) দলতীতি দল-অচ্। ১ উৎসেধ। ২ খণ্ড। ৩ পত্র। ৪ ধন। ৫ তমাল পত্র। ৬ অর্দ্ধ। ৭ অস্ত্রচ্ছদ, খাপ। ৮ অপদ্রব্য। ৯ সমূহ, সম্প্রদায়। (মেদিনী) ১০ কাষ্ঠ ফলকাদির স্থূলত্ব। ১১ জলজ তৃণ বিশেষ।

দল, শলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা [শল দেখ]। ইনি বামদেবকে বিনাশ করিতে এক বিষাক্ত বাণ ক্ষেপণ করিলে বামদেবের শাপে ঐ বাণে ইহার পুত্র শ্যেনজিৎ বিনষ্ট হয়।

(ভারত বন ১৯২ অ°) [বামদেব দেখ।]

দলইলামা, বৌদ্ধেরা ইহাকে একজন জীবিত বুদ্ধাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরের বহির্দেশে বুদ্ধলা নামক মন্দিরে ইনি বাস করেন। ইহার শিষ্যগণকে সংশোধিত বা সংস্কৃত বৌদ্ধ বলে। [লামা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দলকোষ (পুং) দলান্যেব কোষো যস্য। কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ।

দলগোমা, আসামের গোয়ালপাড়া প্রদেশের একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৪৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে একটী বৃহৎ মেলা হয়। এখানে এ প্রদেশের প্রধান জমিদার বিজনী রাজার একটী জমিদারী কাছারী আছে।

দলজ (ত্রি) দল-জন-ড। একদলস্থিত।

দলতৃ (ত্রি) দল বাহ° অতৃন্। বিধাকারক।

দলথিথা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার একটী গ্রাম। এখানে একটী ভাল বাজার আছে।

দলনির্ম্মোক (পুং) দলতীতি দলং বল্কলং নির্ম্মোকইব যস্য। ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ।

দলনী (স্ত্রী) দল্যতেঽনয়া দল-করণে ল্যুট্-ঙীপ্। ১ লোষ্ট্র, ঢেলা। ২ ভেদকর্ত্রী।

"প্রতিপক্ষপক্ষদলনী বাহাফলোল্লাসিনী।" (বিষমোদতর°)

দলপ (পুং) দল্যতেঽসৌ দল্যতে অনেন বা দল-কপন্। (উবিকুটি দলি কটি খজিভ্যঃ। উণ্ ৩।১৪৩) ১ স্বর্ণ। ২ শস্ত্রপ্রহরণ। ৩ বিদারক মাত্র। দলং বৃথং পাতি পা-ক। ৪ দলপতি।

দলপতি (পুং) দলস্য পতিঃ ৬তৎ। দলের প্রধান ব্যক্তি, সর্দার।

দলপুষ্পা (স্ত্রী) দলানি পত্রাণীব পুষ্পাণি যস্যাঃ। কেতকী, কেয়াফুল গাছ।

দলদা, সিংহলের কাণ্ডী নগরে রক্ষিত বুদ্ধদেবের নকিত দন্ত। পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আসল দন্ত বিনষ্ট হয়; এখন যে দন্ত দেখান হয়, তাহা প্রায় দুই ইঞ্চ লম্বা একখণ্ড বিবর্ণ হস্তী দন্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহা দেখিতে অনেকটা কুম্ভীরের দন্তের ন্যায়। সিংহলের বৌদ্ধগণ ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি করে।

দলবাই সেতুপতি, রামনাদের এক রাজা। ইনি ১৫৭১ শকাব্দে প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্বদিকের গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহা এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ইনি তৃতীয় প্রাকারের পূর্ব্বোত্তর কোণের সভাপতি নামক মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

দলমা, বাঙ্গালা দেশের মানভূম জেলার অন্তর্গত দলমা নামক পাহাড়শ্রেণীর প্রধান পাহাড়। ৩৪০৭ ফিট্ উচ্চ। ইহা পার্শ্বনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু পার্শ্বনাথ পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় ইহার একটী শৃঙ্গও নাই। ইহার ক্রমনিম্ন অংশগুলি নিবিড় বনাকীর্ণ। মনুষ্য ও পশু বোঝা লইয়া ইহার উপর উঠিতে পারে। খরিয়া ও ধরিয়া নামক দুই অসভ্য জাতি প্রধানতঃ এই পর্ব্বতে বাস করে।

দলমৌ, ১ অযোধ্যায় রায়বরেলী প্রদেশের অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরে রায়বরেলী পরগণা, পূর্ব্বে সলোন, দক্ষিণে ফতেপুর জেলা এবং পশ্চিমে খাইরোন ও শরেনী পরগণা। পরিমাণ ফল ২৫৩ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এই প্রদেশে ভর নামক জাতি বাস করিত। দিল্লীর সম্রাট্ অকবর ইহাকে পরগণা করেন। এই পরগণায় ১০টী গ্রাম আছে; ইহার মধ্যে লালগঞ্জই প্রধান। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বাজার আছে। এখানকার আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ফয়জাবাদের চাউল ও চিনি এবং ফতেপুরের তুলাই প্রধান। পূর্ব্বে এখানে বহু পরিমাণে সোরা প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন কেবল দুইখানি গ্রামে অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে বৎসর বৎসর দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

২ দলমৌ পরগণার প্রধান নগর ও সদর। রায়বরেলী নগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী তীরে, অক্ষা° ২৬° ৩´ ৩৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ৪´ ২০´´ পূঃ মধ্যে।

কথিত আছে যে, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কনৌজের কোন রাজা এই নগর স্থাপন করেন। এই স্থান অনেক দিন ভরদিগের অধিকারে ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে ভরদিগের সহিত মুসলমানদিগের অনেক কাল ধরিয়া বিবাদ চলিয়া ছিল। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ভরেরা

সুলতান ইব্রাহিম সরকি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এখানে অনেকগুলি মসজিদ্ ও তত্দিগের দুর্গের ধ্বংশাবশেষ দেখা যায়।

এখানে মহাদেবের একটী মনোহর মন্দির, মুসলমানদের কয়েকটী মসজিদ্ এবং একটী সরাই আছে। গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া রায়বরেলীর মধ্য দিয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা গিয়াছে। এখানে তিনটী দ্বি-সাপ্তাহিক হাট বসে। থানা, ডাকঘর, গবর্মেন্টের ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং শাখা ঔষধালয় আছে। কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে এখানে প্রতি বৎসর একটা বৃহৎ মেলা হয়। সমস্ত দলমৌ পরগণা একজন মুন্সেফের অধীন।

দলন (ক্লী) দল-করণে,ল্যুট্। ১ ঢেলা, লোষ্ট্র। ২ মর্দ্দন।

দলসারিণী (স্ত্রী) সারোঽস্ত্যস্যাঃ সার-ইনি ঙীপ্ চ, দলে সারিণী। কেমুক, কেউগাছ।

দলসূচি (পুং) দলস্য সূচিরিব। কণ্টক, কাঁটা।

দলস্থ (ত্রি) দলে তিষ্ঠতি স্থা-ক। দলভুক্ত।

দলস্রসা (স্ত্রী) দলস্য স্রসা ৬তৎ। পত্রশিরা।

দলাক্রান্ত (ত্রি) দলে আক্রান্তঃ। দলস্থ, দলভুক্ত।

দলাঢ়ক (পুং) দলৈরাঢ়ক ইব। ১ স্বয়ংজাত তিল বৃক্ষ। ২ পৃশ্নী, গৈরিক, গিরিমাটি। ৩ নাগকেশরপুষ্পবৃক্ষ, নাগেশ্বর। ৪ কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, কুঁদফুল। ৫ করিকর্ণ বৃক্ষ, হস্তিকর্ণ পলাশ। ৬ শিরীষ বৃক্ষ। ৭ বাত্যা। ৮ মহত্তর। ৯ ফেন। ১০ ঘাতক। ১১ মাহুত। ১২ কুম্ভিকা, জলের পানা।

দলাঢ্য (পুং) দলেন ভেদেন আঢ্যঃ। পঙ্ক, কর্দ্দম, দলদলে পাতলা কাদা।

দলাদলি (দেশজ) পক্ষাপক্ষ বিবাদ।

দলান (দেশজ) মর্দ্দন, পদদ্বারা পেষণ, মাড়ান।

দলামল (ক্লী) দলেন অমলং। ১ মরুবক বৃক্ষ, মরুয়া ফুল। ২ দমনক বৃক্ষ, দোনা। ৩ মদন বৃক্ষ, ময়না গাছ। (শব্দর°)

দলাম্ল (ক্লী) দলেষু অম্লো রসো যস্য। চুক্রশাক, চুকপালঙ্, টক্পালঙ্।

দলাহ্বয় (ক্লী) দল ইতি আহ্বয়ো যস্য। পত্রক, তেজপাতা।

দলি (পুং-স্ত্রী) দল্যতে ইতি দল-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১৭) লোষ্ট্র, ঢেলা।

দলিক (ক্লী) দল্যতে ভিদ্যতে দল-ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্। কাষ্ঠ।

দলিঙ্গকোট, স্বাধীন সিকিমের দক্ষিণে নেচু ও দেচু নদীর পশ্চিম, তিস্তানদীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত একটী পার্ব্বত্য উপবিভাগ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূটানের যুবরাজার ফলস্বরূপ এই প্রদেশ ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। এখন ইহা দার্জিলিং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই স্থানের নাম এখন কালিমপঙ্গ হইয়াছে।

অধুনা এই মহকুমা তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে—১ কৃষকদিগের জন্ত একভাগ। ইহার ৩০০০০ একর জমি জরিপ হইয়া দশবৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে। ২ একটী বন ও সিন্‌কোনা চাষের জন্ত গবর্মেন্টের খাস জমি। ৩ চা চাষ করিবার জন্ত ৯০০০ একর জমি।

কালিমপঙ্গে (দলিঙ্গকোটে) ছোট একটী বাজার এবং মহকুমার কার্য্যালয়াদি আছে। তিস্তা নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় সকল ঋতুতেই পশ্চিমদিক্ হইতে এখানে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বলিয়া লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। পরিমাণফল ৪৮৬ বর্গমাইল।

দলিত (ত্রি) দলমস্য জাতং দল-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ প্রস্ফুটিত, প্রফুল্ল। ২ খণ্ডিত, কর্ত্তিত। ৩ বিদীর্ণ, ছিন্ন।

"দলিতকুচনখাঙ্কমঙ্গপালীং রচয় মমাঙ্কমুপেত্য পীবরোরু॥"
(প্রবোধচন্দ্রো° ২।৩৫)।

৪ ঢাউল।

দলিন্ (ত্রি) দল সুখাদিত্বাৎ মত্বর্থে ইনি। দলযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দলিল (পারসী) সত্বাসত্বনির্দ্দেশক পত্র। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র।

দলীপসিংহ, পঞ্জাবকেশরী রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণরজেনারল লর্ড অকলাণ্ডের সহিত মহারাজ রণজিতের সাক্ষাতের প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে দলীপ ভূমিষ্ট হন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর পঞ্জাব-রাজ্য প্রভুত্বপ্রয়াসী অর্থগৃধ্নু পিশাচদের তাণ্ডব নৃত্যে বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া পড়ে। রণজিৎ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, আর দলীপ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই ৫ বৎসরের মধ্যে রাজ্যশাসনক্ষমতা ৫ জনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। দলীপ বলিতে গেলে ভারতের শেষ স্বাধীন ভূপতি। দলীপের জীবনীর প্রারম্ভে দলীপ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পঞ্জাবের কিরূপ অবস্থা তাহার পর্য্যালোচনা করা উচিত।

রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গসিংহ রাজাসনে উপবেশন করেন, কিন্তু অকর্ম্মণ্যতা ও জিগুতা প্রযুক্ত নিজ রাজ্যভার বিজ্ঞ ধ্যানসিংহের হস্তে না রাখিয়া চৈতসিংহ নামক জনৈক মূর্খ, দাম্ভিক চাটুকারের করে সমর্পণ করেন। খড়্গসিংহের পুত্র নবনেহাল সিংহ অকর্ম্মণ্য পিতার কর্ম্মঠ পুত্র। তিনি ধ্যানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া চৈতসিংহের কবল হইতে পিতাকে রক্ষা করেন,

অতঃপর কার্য্যতঃ নবনেহাল সিংহই পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। খড়্গসিংহের শবদাহ করিয়া নবনেহাল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিশ্বাসঘাতক চক্রীর চক্রেই হউক বা পঞ্জাবের অদৃষ্ট চক্র পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়াই হউক পথিমধ্যে নিহত হন। তাহার নিধনে নবনেহাল সিংহের জননী চাঁদকুমারী রাজ্য-ভার আপন করে গ্রহণ করেন। ধ্যানসিংহ তাঁহার অধীনে রাজ্যের শাসন-সচিব পদে স্থাপিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি সেরসিংহের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। সেরসিংহ রণজিৎ সিংহের পুত্র, কিন্তু রণ-জিৎ কখন তাঁহাকে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ধ্যানসিংহের ভ্রাতা গোলাব সিংহ ও সুচেত সিংহ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা সেরসিংহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়াই রাণী চাঁদকুমারী সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেরসিংহ রাজ্য হাতে লইয়া বিপন্ন হইলেন। তাঁহার জোয়ালাসিংহ নামে একজন প্রিয় সর্দ্দার ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে সহায়তা করায় জোয়ালা সিংহ সেরসিংহের আরও প্রিয়পাত্র হইলেন, সুতরাং তিনি কূটনীতিবিশারদ প্রভুত্বপ্রয়াসী ধ্যানসিংহের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া নিহত হই-লেন। সেরসিংহ লেহনাসিংহ নামক একজন সিন্ধনওয়ালা সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া তাহার সম্পত্তিস্বরাষ্ট্রভুক্ত করেন। কিছু কাল পরে লেহনাসিংহকে মুক্তি দান করিলে তাহার ভ্রাতা উত্তরসিংহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র অজিতসিংহ রাজদরবারে সম্মানিত হইলেন। এখন এই উত্তরসিংহ ও অজিতসিংহ ক্ষমতা অর্জ্জন ও প্রতিশোধ প্রয়াসী হইয়া ধ্যানসিংহ ও সের-সিংহের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করিতে লাগি-লেন। চেষ্টা ফলবতী হইল। সেরসিংহ নিজ কক্ষে বসিয়া মল্লদিগের ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে ছিলেন, অজিত সিংহ একটী বন্দুক দেখাইবার ছলে গৃহে প্রবেশ করেন। সেরসিংহ বন্দুক গ্রহণাভিলাষে হস্ত বিস্তার করিবামাত্র দ্বিনালিক বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূশায়ী হইলেন। পরে লেহনাসিংহ সের-সিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রতাপসিংহকে হত্যা করিল। ধ্যানসিংহ চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ধ্যানসিংহের হত্যার সময়ে লেহনাসিংহ উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ধ্যানসিংহের সুযোগ্যপুত্র হীরা-সিংহ ও সুচেতসিংহকে রাজধানীতে আনাইয়া এককালে তিনজনের বধকার্য্য সম্পাদন করিবেন। সে আশায় নিরাশ হইয়া এখন তিনি ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিলেন।

হীরাসিংহ তৎকালে নিজ সেনাবাসে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। হীরাসিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল যে, মহারাজ সেরসিংহের মৃত্যু হেতু পরামর্শ করিবার জন্য রাজা ধ্যানসিংহ সুচেতসিংহ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা ধ্যানসিংহের হস্তলিখিত অনুজ্ঞাপত্র ভিন্ন যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে বলপ্রয়োগে লইয়া যাইতে প্রায় ৫০০ সৈন্য উপস্থিত হইল। হীরাসিংহও নিজ দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেই তাহারা পলায়ন করিল। সেরসিংহের হত্যার কথাই হীরাসিংহের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ধ্যান-সিংহের নিধনবার্ত্তা তিনি জানিতেন না। একঘণ্টা পরে এ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি তখন শিখ সর্দ্দার-দিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃনিধনবার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেরসিংহের সময় হইতেই শিখসৈন্য প্রভুত্ব প্রয়াসে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজ্যশাসন ও পরিচালন বিষয়ে শিখ সর্দ্দারগণ পঞ্চায়েৎ করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিত। এই দুর্দ্দমহৃদয় উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে নিয়মে আবদ্ধ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি তখন কেহই ছিল না। রণজিতের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহের পরি-বর্ত্তে যদি নবনেহালসিংহ রাজসিংহাসনে বসিতেন, তাহা হইলে পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র হয়ত ভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তিত হইত, পঞ্জাবের দারুণ অধোগতি ঘটিত না। হীরাসিংহ বুঝিয়া-ছিলেন, খালসাসৈন্যই এখন পঞ্জাবের প্রভু; তাহাদিগের অসিবল যাহার স্বপক্ষে আছে, সেই রাজা; সেই জন্যই তিনি শিখ সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, সেই জন্যই খালসা-সৈন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

খালসাসৈন্য এ পর্য্যন্ত সুবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছে। অকর্ম্মণ্য সেরসিংহের মৃত্যুতে তাহারা বিশেষ ক্ষতি গণনা করে নাই, কিন্তু কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ধ্যানসিংহের হত্যাতে তাহারা সিন্ধনওয়ালা সর্দ্দারদিগের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া হীরাসিংহের সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিল।

ইত্যবসরে অজিতসিংহ পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দলীপকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া আপনি উজীর হইয়া বসিলেন। হীরা-সিংহ ফরাসী সেনাপতি ভেঞ্চুরা ও আবেটাবেলির সাহায্যে লাহোর অবরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। লেহনাসিংহ ও অজিতসিংহ দলবল-সহ নিহত হইলেন। কেবল উত্তরসিংহ দলবল সহ শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্যে গিয়া প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়া হীরাসিংহ সৈন্যগণকে একমাস মাহিনা বকশিস্ করিলেন ও ভবিষ্যতে তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি করিবেন স্বীকার করিলেন। লাহোর অধি-কারের পর চতুর্থ দিবসে শাসন ও সৈনিকবিভাগের যাবতীয়

সম্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে ও অনুমতিতে মহারাজ রণজিতের একমাত্র জীবিত পুত্র পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলীপের রাজ্যভারগ্রহণ বিঘোষিত হইল। হীরাসিংহ উজীর হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দন দলীপের গর্ভধারিণী। পত্নীগণ মধ্যে ঝিন্দনই মহারাজ রণজিতের প্রিয়তমা মহিষী। তিনি ইহাকে 'মাঃ বুবা' অর্থাৎ 'স্বামীর আদরিণী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। চরিত্র-দোষে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি যে বীর্য্যবতী তেজস্বিনী ছিলেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকের লেখনী বলে ইনি অযথা কলঙ্কিত হইয়াছেন।

সুচেতসিংহ মহারাণী ঝিন্দনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। হীরাসিংহ উজীর থাকিবে, সুচেতসিংহ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাণীও তাহাতে যোগ দিলেন। গোলাবসিংহ এই সময়ে জম্বু হইতে লাহোরে আসিলেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া হীরাসিংহ সৈন্যগণের প্রিয় হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন জবাহিরসিংহ মহারাজকে হস্তগত করিয়া সৈন্যদিগের সম্মুখে দলীপ ও তাঁহার মাতা হীরাসিংহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতেছেন, এ কথা জানাইলেন ও সত্বর ইহার প্রতিবিধান না হইলে তিনি বালক মহারাজকে লইয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এ কথাও বলিলেন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর হইতে ইংরাজেরা লাহোর দরবারের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত মহারাজ রণজিতের প্রথম সন্ধি হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ইংরাজরাজ, রণজিতসিংহ ও আফগানিস্থানের অধিপতি শাহসুজার মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়, এই সন্ধিতে সিন্ধু দেশের আমীরগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ইংরাজরাজ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সিন্ধুদেশ আত্মসাৎ করিলেন। আফগান যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরাজসৈন্য পঞ্জাবের ভিতর দিয়া প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি চাহিল, তখন নবনেহালের করেই কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত। লাহোর দরবার অনুগ্রহ করিয়া সে বারের মত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। অল্পকাল পরেই শাহ সুজার রক্ষার্থ পুনরায় আফগানিস্থানে রসদ ও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল—লাহোর দরবারের সম্পূর্ণ অনভিমতে পঞ্জাব প্রদেশ দিয়া সৈন্য প্রেরিত হইল। এই সময়ে লাহোরের দুর্দ্দান্ত উদ্ধত প্রকৃতি রেসিডেণ্ট ওয়েড সাহেবের ব্যবহারে শিখজাতি ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল, গবর্ণর জেনারল লর্ড অক্লাণ্ড তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া শিখদিগকে শান্ত করিলেন। পরে পেশাবর লইয়া গোলযোগ বাঁধিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রে পেশাবরে রণজিতের অধিকার সাব্যস্ত হয়। এখন শাহসুজা পেশাবর দাবি করিলেন, ইংরাজ তাঁহারই পোষকতা করিলেন। এই সময়ে শাহসুজার পুনরায় বিপদ্ উপস্থিত, ইংরাজকে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল, পঞ্জাবের ভিতর দিয়া পুনরায় বাহিনী চলিয়া গেল। সেরসিংহ তখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, কিন্তু শিখ সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই সময়ে গবর্ণর জেনারলের এজেণ্ট সেরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অবাধ্য শিখদিগকে দমন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাঁহাদিগকে নগদ চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ও শতদ্রুর দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলি দিতে হইবে। সেরসিংহ সম্মত হইলেন না। কিন্তু একথা গোপন রহিল না। ইহার কিয়ৎকাল পরেই এজেণ্ট মহোদয় ঘোষণা করিলেন যে, লাহোর দরবারের সহিত তাঁহারা আর কোন রূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নহেন, এবং তাঁহারা পেশাবর দখল করিবেন। কথামত কার্য্যও হইল। ইহার কয়দিন পরেই শাহ সুজার পরিবারবর্গ কাবুলে যাইতেছিল, মেজর ব্রডফুট তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে কতকগুলি শিখসৈন্য প্রেরিত হয়, ঘটনাক্রমে তাহারা মেজর সাহেবের সংশয়ের কল্যাণে শত্রু বলিয়া বিবেচিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহার ফল যতদূর গুরুতর হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা হইল, ব্যাপার অল্পেই মিটিয়া গেল। গোলযোগ মিটিল বটে, কিন্তু ইংরাজ শিখদিগের অধিকতর ঘৃণাভাজন হইলেন। ইহার কয়দিন পরেই ইংরাজ আফগানস্থান হইতে তাড়িত হইলেন। শিখসৈন্যের আনুকূল্যেই ও গোলাবসিংহের সহায়তায় ইংরাজ পুনরায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্ব সন্ধিমতে নিষিদ্ধ হইলেও ইংরাজ ফিরোজপুর প্রভৃতি অনেক স্থানে সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। শিখসৈন্য ইংরাজের কৌশল জাল দেখিত, বুঝিত, আর ইংরাজের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইত।

এই সকল কারণে শিখসৈন্য জবাহিরসিংহের প্রস্তাব বড় ভাল বলিয়া বুঝিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পরামর্শ হইল, হীরাসিংহের অনুচরেরাও সৈন্যদিগকে অনেক কথা বুঝাইল। পরামর্শ স্থির হইল যে, সুচেতসিংহ ও জবাহির সিংহ রাজ্যের শত্রু। হীরাসিংহ প্রত্যুষেই জবাহির সিংহের

নিকট হইতে বালক মহারাজের উদ্ধার সাধন করিয়া মহোৎসবে নগরে প্রবেশ করিলেন। জবাহিরসিংহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—মহারাজের মাতুল বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল না। গোলাবসিংহ লাহোরেই ছিলেন। সুচেতসিংহ ও হীরাসিংহে কখনও মিল বা একমত হইবে না বুঝিয়া, তিনি সুচেতসিংহকে সঙ্গে লইয়া জম্বুযাত্রা করিলেন। মহারাজ রণজিতের কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরাসিংহ নামে আর দুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহাদিগকে তিনি নিজ ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সময়ে তাঁহারা লাহোর সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। হীরাসিংহ ও গোলাবসিংহ উভয়ে মিলিয়া তাঁহাদিগকে শিয়ালকোটে অবরোধ করেন। খালসাসৈন্য রণজিতের নামেই এত ভক্তি করিত যে রণজিতের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা তাহাদিগের মনঃপূত হইল না, হীরাসিংহের এরূপ যুদ্ধযাত্রা বরং তাহাদিগের মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। পরে হীরাসিংহ উভয় ভ্রাতাকে নিরাপদে যাইতে দিলেন, তাঁহারা পঞ্জাবে চলিয়া গেল। এই সময়ে জবাহিরসিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করেন, সুচেতসিংহ অবশ্য গোপনে এ বিষয়ে সহায়তা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সহসা সুচেতসিংহ অভীষ্ট সাধনার্থ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। হীরাসিংহ সতর্ক ছিলেন, খালসাসৈন্যকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিলেন, তাহারা হীরাসিংহের বশ হইল, সুচেতসিংহ যে ভরসায় আসিয়াছিলেন, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল, তিনি অনন্যগতি হইয়া একটা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও শিখসৈন্য কর্ত্তৃক সদলে বিনষ্ট হয়।

সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ শতদ্রুর পরপারে পলাইয়া হীরাসিংহের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া শতদ্রু পার হইয়া বিদ্রোহী বাবা বীর সিংহের সহিত মাঝায় মিলিত হইলেন। বাবা বীরসিংহ ঘোষণা করিলেন যে, পঞ্জাব রাজ্য বস্তুতঃ শিখগুরু গোবিন্দেরই রাজ্য, দলীপ এখন বালক; হীরাসিংহ রাজমন্ত্রিস্বরূপ উচ্চপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, আর সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ সে কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই সকল কথা তুলিয়া খালসাসৈন্যের নিকট পত্রাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরা সিংহও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। বিদ্রোহদমনার্থ লাহোর হইতে সত্বর সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষে দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রে বাবা বীরসিংহ, সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ, কাশ্মীরাসিংহ প্রভৃতি বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া পেশোরাসিংহ লাহোর দরবারে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে হীরাসিংহ নিষ্কণ্টক হইলেন। তাঁহার শত্রুকুল দমিত হইল, বিদ্রোহ প্রশমিত হইল, যে প্রভুত্বের প্রত্যাশায় তিনি আপন পিতৃব্য সুচেতসিংহকেও বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এতদিনে সেই প্রভুতা তাঁহার করায়ত্ত বলিয়া বোধ হইল।

অন্তর্বিদ্রোহ রাজ্যনাশের একটী প্রধান কারণ। এই সময় যদি আর অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত না হইত, বিপদ্ পরিশূন্য হীরাসিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গ যদি এই সময় ক্ষমতামদে মত্ত না হইয়া ধীরচিত্তে সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলেও হয়ত শীঘ্র পঞ্জাব ইংরাজকরায়ত্ত হইত না। যাহা ঘটিল, তাহা হীরাসিংহ ও তদনুচরের কৃত কর্ম্মের ফল।

পণ্ডিত জাল্লা হীরাসিংহের বাল্যগুরু। জাল্লা উদ্ধতস্বভাব, ক্ষমতাপ্রয়াসী, ক্রূরকর্ম্মা। হীরাসিংহ এই ব্যক্তির করে ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র ছিলেন। হীরাসিংহের অভ্যুদয়ের সহিত ইহারও মাত্র বর্দ্ধিত হয়। তিনি যে পরিমাণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, তাহার চতুর্গুণ হঠকারিতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে খালসাসৈন্য অনেকবার হীরাসিংহকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিন্তু হীরাসিংহ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ নিরাকরণ করা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। যে কারণেই হউক, হীরাসিংহ প্রতিবিধান করিলেন না দেখিয়া, তাঁহার প্রতি শিখসৈন্যগণের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। জাল্লা দরবারে বসিয়া বৃদ্ধসর্দ্দার ও সামন্তরাজগণের অবমাননা করিতেন। এইরূপ অবমানিত হইয়া বৃদ্ধ মাজিতিয়া সর্দ্দার লেহনাসিংহ হরিদ্বার যাত্রাব্যপদেশে লাহোর ত্যাগ করিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহ এখন অমৃতসহরে থাকিয়া হীরাসিংহের বিরুদ্ধে ভাই, অকালী প্রভৃতি রণচণ্ড সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতেছিলেন। লাহোর-দরবারে এক লালসিংহ ব্যতীত অন্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিল না। সে ক্ষমতাও হীরাসিংহের দত্ত নহে, রাণী ঝিন্দন লালসিংহকে স্নেহ করিতেন, সেই শক্তিতেই লালসিংহ শক্তিমান্ ছিলেন।

জবাহির সিংহ অমৃতসহরে অভিলাষানুযায়ী কার্য্য শেষ করিয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে উত্ত্যক্ত খালসাসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিল। মহারাণী ঝিন্দন ও লালসিংহও হীরাসিংহের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় জাল পাতিয়া সুযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুযোগ মিলিল।

মহারাণী ঝিন্দন পুত্রের মঙ্গলকামনায় একদিন দান করিতে ছিলেন, এই সময়ে জাল্লা তাঁহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন। জবাহিরসিংহের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিন সৈন্যদলে মিলিত হইয়া হীরাসিংহের নিকট জাল্লা পণ্ডিতকে প্রার্থনা করিলেন। হীরাসিংহ পণ্ডিত জাল্লাকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিলেও বিশেষ কিছু ঘটিল না, কিন্তু হীরাসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার কালপূর্ণ হইয়াছে; এখন পলায়ন ব্যতীত উপায় নাই, লাহোরে থাকিলে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। তিনি সদলে লাহোর ত্যাগ করিলেন। জবাহিরসিংহ সসৈন্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে হীরাসিংহ সদলে নিহত হন। বহুকালের পর জবাহিরসিংহের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি উজীর হইলেন।

হীরাসিংহ তাঁহার পিতা ধ্যানসিংহের মত সর্ব্বগুণে গুণবান্ না হইলেও বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও কর্মঠ ছিলেন। নানা গোলযোগের মধ্যেও যে, তিনি তাঁহার ক্ষমতা এতদিন ধরিয়া অপ্রতিহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। তাঁহার ধর্ম্মলাভেচ্ছা প্রবল ছিল। রণজিতের মৃত্যুর পর গোলাবসিংহ গাড়ী বোঝাই করিয়া ধনরাশি জম্বুতে লইয়া যান। হীরাসিংহ উজীর হইয়াই প্রায় চল্লিশলক্ষ মুদ্রা গোপনে রণজিতের কোষাগার হইতে আত্মসাৎ করেন। ধ্যানসিংহের মৃত্যুর পর যদি সিন্ধনওয়ালাদিগের হাতে রাজ্যভার থাকিত, তাহা হইলে এই ধন কোষাগারেই থাকা সম্ভাবিত ছিল, শিখযুদ্ধের সময় এই অর্থ দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইত। আরও নানা অন্তর্বিগ্রহে অর্থক্ষতি ও সৈন্যক্ষয় হইত না। খালসাসৈন্যের অবিমৃষ্যকারিতায় হীরাসিংহ উজীর হইলেন, আর রাজ্যে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, নানা গোলযোগ চলিতে লাগিল। তবে এই খালসাসৈন্যের ভয়ে হীরাসিংহকে সতর্ক হইয়া চলিতে হইত, নহিলে তাঁহার প্রভুত্বপ্রয়াসিতা ও অর্থগৃধ্নুতা দুরাশার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না। বলিতে গেলে, এই বংশের প্রভুত্বই পঞ্জাবরাজ্যের সর্ব্বনাশের অন্যতম হেতু।

জবাহিরসিংহ এ কথা বুঝিয়াছিলেন। উজীর হইয়াই তিনি গোলাবসিংহের নিকট তিনলক্ষ টাকা ও মৃত সুচেতসিংহ ও হীরাসিংহের সম্পত্তি দাবি করেন। গোলাবসিংহ গত্যন্তর না দেখিয়া খালসাসৈন্যের শরণাপন্ন হন ও তাহাদিগকে অকাতরে অর্থ দান করেন। কিন্তু তিনি সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাঁহাকে লাহোরে আসিতে হইল। এখানে তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ ৬৮০০০০৲ টাকা ও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত জায়গীর ব্যতীত অন্য সকলই ফিরাইয়া দিতে হইল। এইরূপে নানাবিধ ক্ষতি সহ্য করিয়া তাঁহাকে জম্বুতে ফিরিতে হইল।

গোলাবসিংহের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া এখন মুলতানশাসন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। মুলতানের একটু ইতিহাস দিতে হইতেছে, কারণ এই মুলতানে যে অগ্নি প্রথম প্রধূমিত হয়, সেই অগ্নিতেই পরে পঞ্জাব ভস্মীভূত হয়। মুলতান পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনেই ছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিত ইহা প্রথম আক্রমণ করেন, কিন্তু বিফল প্রয়াস হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। অনেক চেষ্টার পর রণজিৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান অধিকার করেন। এই সময়ে বিখ্যাত প্রকাণ্ড কামান জমজমা এইখানে ব্যবহার করা হয়। জমজমা এখন লাহোর মিউজিয়মের সম্মুখে রক্ষিত আছে। মুলতান অধিকার করিয়া শিখরাজ এক ব্যক্তিকে নবাব নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে প্রতিবৎসর নিয়মিত কর লাহোরে প্রেরিত হইত। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেবানমল মুলতানের নবাব হন। তিনি বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা হইলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরমাসে সেবানমল নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইনি লাহোর দরবারে যথারীতি নজর-আনা প্রেরণ করিলেন না, অধিকন্তু দরবারের দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। এতন্নিবন্ধন লাহোর দরবারে সৈন্য সজ্জিত হইল, এ সংবাদে মুলরাজ ভীত হইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ লক্ষ টাকা নজর-আনা প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।

এদিকে অপমানে ও অর্থব্যয়ে গোলাবসিংহ জম্বুতে বসিয়া জালজড়িত সিংহের ন্যায় আপন হৃদয়তাপে আপনিই দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি জবাহিরসিংহের উপর প্রতিশোধ লইবার মানসে পেশোয়ারাসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরাসিংহের মৃত্যুর পর লাহোর-দরবার বিদ্রোহে সংলিপ্ত থাকা হেতু, পেশোয়ারাসিংহের উপর অন্য কোন দণ্ড না দিয়া কেবল তাঁহাকে লাহোর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গুজরান্‌বালায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তিনিও তথায় শান্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। গোলাবসিংহের পরামর্শে তাঁহার রাজ্যলালসা বর্দ্ধিত হইল। সৈন্যগণের ভরসায় ও বাধ্যতায় নির্ভর করিয়া তিনি লাহোরে আগমন করিলেন। রাণী ঝিন্দন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ

করিলেন। সৈন্যদলের পঞ্চায়েতগণও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল। ইহাতে জবাহিরসিংহ চিন্তিত হইয়া সৈন্যগণকে বহুল মুদ্রার লোভ দেখাইল। খালসাসৈন্য এখন অর্থের বশ, তাহারা অর্থে বশীভূত হইয়া পেশোয়াসিংহকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিল। বাধ্য হইয়া পেশোয়াসিংহ লাহোর ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে গোলাবসিংহ পেশোয়াসিংহকে হত্যা করিতে জবাহিরসিংহকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা সহসা ঘটিল না। পেশোয়াসিংহ সহসা আটকদুর্গ অধিকার করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা রণজিতের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপিত হইল। সন্ধির পরেই পেশোয়াসিংহ গোপনে ধৃত, কারারুদ্ধ ও হত হন। এ সংবাদ লাহোরে পৌঁছিলেই জবাহিরসিংহ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে আনন্দপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু বিপদ্-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াই জবাহিরসিংহের আশা ঘুচিল। গোলাবসিংহের চরও খালসাদিগকে জবাহিরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। শিখ পঞ্চায়েত জবাহিরসিংহকে দরবারে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া জবাহিরসিংহ মহারাজ দলীপসিংহের সহিত একই হাতীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নিধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল, সহসা দলীপসিংহকে পটমণ্ডপে স্থানান্তরিত করা হইল ও পরমুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলিতে জবাহিরসিংহের জীবন-লীলা শেষ হইল। রাণী ঝিন্দনের বিলাপের অবধি রহিল না। সৈন্যগণ জবাহিরের মৃত্যুতেই সন্তুষ্ট হইল, অন্য কোনরূপ অহিতাচরণে এবার তাহাদের ক্ষমতা কলঙ্কিত করিল না। জবাহিরের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু কেহই আর উজীর হইতে চাহিল না। গোলাবসিংহ, তেজসিংহ প্রভৃতি সকলেই খালসাসৈন্যের ব্যবহারে ভীত হইয়া সচিবপদ অস্বীকার করিল। শেষে স্থির হইল লালসিংহকে মন্ত্র-সচিব ও তেজসিংহকে প্রধান সেনাপতিরূপে বরণ করিয়া, মহারাণী ঝিন্দনই রাজ্যচালনা করিবেন। এইরূপে পঞ্জাবকেশরী রণজিতের সমৃদ্ধ রাজ্য দুইজন কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য চক্রীর হস্তে অর্পিত হইল।

খালসা-সৈন্যের প্রতাপ এই সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতার সর্ব্বোচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। লালসিংহ ও তেজসিংহ উভয়েই বুঝিয়াছিলেন, যতদিন খালসাসৈন্যের অস্তিত্ব আছে, ততদিন তাঁহারা কোনক্রমেই নিরাপদ নহেন। খালসা-সৈন্য তাঁহাদের বিলাসপ্রিয়তার সাহায্য করিবে না। বৃটীশরাজের সৈন্য ব্যতীত অন্য কেহই এই দোর্দ্দণ্ডপরাক্রম খালসার বিনাশসাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু মনে মনে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার দারুণ ইচ্ছা সত্বেও তাঁহারা সে কথাতে উচ্চবাচ্য করিলেন না—জবাহিরসিংহের নিয়তি তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ক্রীড়া করিতেছিল। বীরকেশরী রণজিৎপুত্রকে যে খালসা সহজে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে দিবে না, তাহা নিশ্চয়। তজ্জন্যই যত গর্হিত হউক না কেন, কোন উপায়ে খালসাসৈন্যের বিনাশই তেজসিংহ ও লালসিংহের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা তাহারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যদি খালসাসৈন্য এরূপ উচ্ছৃঙ্খল না হইত, যদি তাহাদের উদ্ধতপ্রকৃতি হেতু তাহারা পঞ্চনদের কার্য্যপর রাজনীতিকুশল ব্যক্তিগণের উচ্ছেদসাধন না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় পঞ্চনদ এত শীঘ্র বৃটীশরাজ কর্ত্তৃক কবলিত হইত না, হয়ত এখনও আমরা মহারাজ দলীপসিংহকে পঞ্চনদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতাম। যেমন রোমক-সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলতা রোমরাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল, পঞ্চনদের অদৃষ্টেও তদ্রূপই ঘটিল।

যে সকল কারণে শিখদিগের রাজ্যে ইংরাজ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তাহার অনেকগুলি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আবার একটু ক্ষুদ্র কার্য্য হইয়া গিয়াছিল। অভীষ্ট সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া সুচেতসিংহ ফিরোজপুরে পলায়ন করেন; মৃত্যুকালে তথায় তিনি পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত রাখিয়া যান। তাঁহার অনুচরবর্গ এই অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া ধৃত হয়। লাহোর দরবারের নিয়ম ছিল যে নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে। রাজবিদ্রোহীর সম্পত্তিও লাহোর দরবার বাজেয়াপ্ত করিতেন। এই নিয়মানুযায়ী লাহোর দরবার সুচেতসিংহের ঐ অর্থ দাবি করিলেন। ন্যায়পরায়ণ বৃটীশরাজের মতে স্থির হইল, যে সুচেতসিংহ রাজদ্রোহী বলিয়া তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে না, আর লাহোর দরবার যে অর্থ দাবি করিতেছেন, তাহাতে দরবারের পক্ষ বৃটীশ আদালতে প্রকাশ্যভাবে বিচারিত হইবে। এরূপ নীতিবহির্ভূত আদেশও শিখগণ অনুমোদন করিয়াছিল। বিচার হইল এবং ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে সুচেতসিংহের অর্থে লাহোর দরবারের দাবিও সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু অর্থ আর প্রত্যর্পিত হইল না। তৎপরে,

সীমান্তপ্রদেশে ক্রমশঃ ইংরাজ স্বীয় বলবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ঔদ্ধত্যে ও ছলে তাঁহারা ফিরোজপুর কুক্ষিগত করিয়াছিলেন; লুধিয়ানা, সিবাথু, আম্বালা প্রদেশেও সৈন্তসংস্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধুদেশও তাঁহাদের কবলগত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সীমান্তপ্রদেশে ইংরাজের ২৫০০ সৈন্ত ছিল, তাহা ক্রমে ৩২০০০ সৈন্তে বর্দ্ধিত হয়। আবার মিরাটেও প্রায় ১০০০০ সৈন্ত রক্ষিত ছিল। ইহাতেই শিখদিগের মনে সন্দেহ বর্দ্ধিত হয়, যে স্বরাষ্ট্ররক্ষণ ইংরাজের অভিপ্রায় নহে, নিকটস্থ রাজ্যগুলি গ্রাস করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। ইহার উপর আবার রণজিৎ রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া প্রকাশ্যভাবে বাদানুবাদ হইত। সার উইলিয়ম মেক্‌নটন্ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রণজিতের পৌত্রের মৃত্যুর পর পেশাবর শাহসুজাকে অর্পিত হইবে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মেজর ব্রডফুট সীমান্তদেশে বৃটীশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে পাতিয়ালা প্রভৃতি লাহোরের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যগুলি ইংরাজের আশ্রয়গ্রহণ করিল, সুতরাং ঐ গুলি দলীপসিংহের মৃত্যুর বা রাজ্যচ্যুতির পর বৃটীশাধিকারে আসিবে। এই সময়ে শতক্রর উপরে নৌসেতুনির্ম্মাণার্থ যে নৌকাগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই নৌকাগুলি সশস্ত্র সৈন্তরক্ষিত হইয়া ফিরোজপুরাভিমুখে প্রেরিত হইল। মূলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজের সহিতও ব্রডফুটের গোপনীয় ভাবে চিঠিপত্র চলিতেছিল। সিন্ধুবিজেতা সার চার্লস্ নেপিয়রও বলিয়াছিলেন যে ইংরাজকে পঞ্জাব প্রবেশ করিতেই হইবে। এই সকল কারণে শিখজাতি বুঝিল, ইংরাজের সহিত সমর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। দাসত্বকামী বিশ্বাসঘাতক সচিবদ্বয় এই অগ্নিতে ঘৃতসংযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সীমান্তপ্রদেশে তদানীন্তন গবর্ণরজেনারল লর্ড হার্ডিঞ্জের দ্রুত আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য বিবেচনায়, ১৭ই নবেম্বর শিখজাতি ইংরাজের বিরুদ্ধে রণঘোষণা করিল। ১১ই ডিসেম্বর তাঁহারা শতক্র পার হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের নিকট সেনাসমাবেশ করিল। এইরূপে প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মুদ্‌কি, ফিরোজসহর, বদোয়াল, আলিবাল, ও সোব্‌রাহান্ ক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিখসেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে মহাবীর শিখগণ পর্য্যস্ত হইল। ইংরাজ সৈন্ত শতক্রর অপর পারে ধাবিত হইলেন। গবর্ণরজেনারল হার্ডিঞ্জ কসুর হইতে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৬ খৃঃ অঃ) ঘোষণা করিলেন, 'যে অবধি শিখগণ ইংরাজরাজের সহিত তাহাদের সন্ধি-ভঙ্গ নিমিত্ত সমুচিত দণ্ড না দিবে, ততদিন পঞ্জাব ইংরাজের অধিকারে থাকিবে।'

সোব্‌রাহানে জয়লাভের পরই যে ইংরাজ এত শীঘ্র শতক্র উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর অভিমুখে উপস্থিত হইবে, তাহা শিখগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন বড়লাটের ঘোষণা শুনিয়া লাহোর-দরবার অতিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহাতে ইংরাজ সৈন্ত সহসা লাহোরে না আসিতে পারে, তজ্জন্ত গোলাবসিংহ শীঘ্র কসুরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বড়লাট গোলাবসিংহের কোন অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কহিলেন, 'লাহোর ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে তিনি শিখ দরবারের সহিত সন্ধি করিবেন না।' গোলাবসিংহ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তিনি ভাবিলেন, হয় ত শিশু দলীপসিংহকে ইংরাজ শিবিরে উপস্থিত করিলে লাহোরে ইংরাজ আগমন রহিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি দলীপকে লইয়া চলিলেন। তখন ইংরাজ সৈন্ত কসুর পরিত্যাগ করিয়া ললিয়া পার হইয়া আসিয়াছে, তথায় দলীপসিংহ বড়লাটের সম্মুখে আনীত হইল। মহামনা হার্ডিঞ্জ সাদরে দলীপসিংহকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে নরপতি ত্রিশবর্ষ কাল অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর পঞ্চনদ শাসন করিবে, ইহা এখনও তাঁহার অভিপ্রায়।'

তৎকালে বড়লাট সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দলীপকে তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে; কিন্তু বিপাশা ও শতক্রর মধ্যস্থ সমুদয় প্রদেশ বিজেতার রাজ্যভুক্ত হইবে ও সামরিক ব্যয় স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেন্টকে দেড় কোটি টাকা দিতে হইবে।' অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর শিখ সামন্তগণ অনিচ্ছায় বড়লাটের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বড়লাট স্থির করিলেন, শিখ রাজধানীতেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। কাজেই শিখসর্দ্দারেরা দলীপসিংহের সহিত লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। ২০এ ফেব্রুয়ারী ইংরাজসৈন্ত শিখরাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই দিনই গবর্ণরজেনারলের আদেশে সর্ হেন্‌রি লরেন্স, সর্ ফ্রেডারিক্ করি ও উইলিয়ম্ এড্‌ওয়ার্ডস্ দলীপকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিলেন। মহাসমারোহে দলীপসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পরদিন রাজপ্রাসাদে এক দরবার হইল, এখানে দলীপ ও তাঁহার অমাত্যবর্গ সাদরে ও সম্ভ্রমে গবর্ণরজেনারলকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সদয় আচরণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এই দরবারে বড়লাট সুবিখ্যাত কোহিনূর দেখিতে চাহিলেন। গোলাবসিংহ আপনি সেই মণি আনিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে

দেখাইলেন। শতাধিক ইংরাজ রাজপুরুষ সবিস্ময়ে ঐ অতুল হীরক দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। ৯ই মার্চ, শিখ দরবার ও ইংরাজের সহিত প্রথম সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি অনুসারে স্থির হয়, শিখ মহারাজ শতদ্রুর দক্ষিণস্থ প্রদেশ গুলির স্বত্ব এককালে ত্যাগ করিবেন। বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যস্থ প্রদেশগুলি ইংরাজের হইবে। শিখ দরবার সামরিক ব্যয় স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে দেড় কোটী টাকা দানে অসমর্থ হওয়ায় এক কোটী টাকার পরিবর্ত্তে আপাততঃ কাশ্মীর ও হাজারাসমেত বিপাশা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশগুলি এবং বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দিতে স্বীকৃত রহিলেন। তখন শিখরাজের অধীনে ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার পদাতি সংখ্যাবদ্ধ হইল। বৃটীশ গবর্মেণ্টের ইচ্ছা ব্যতীত এই সংখ্যা আর বাড়াইতে পারিবে না। ইংরাজগবর্মেণ্ট শিখ দরবারের আভ্যন্তরিক রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তবে যদি কোন বিষয়ের মধ্যস্থতা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বৃটীশগবর্মেণ্ট শিখরাজের মঙ্গল হেতু তাঁহার পরামর্শ দানে শিখ দরবারের সাহায্য করিবেন।

অল্পদিন মধ্যেই শিখদরবার সামরিক ব্যয়ের বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিলেন, এই সময় মহারাণী ঝিন্দন উদ্ধতস্বভাব শিখদিগের কার্য্যাবলীতে ভীত হইয়া গবর্ণরজেনারলকে জানাইলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার তনয় দলীপকে শিখদিগের হস্তে না রাখিয়া উভয়কে বৃটীশ সীমানায় কিম্বা তাঁহার সহিত কলিকাতা গবর্মেণ্ট হাউসে লইয়া যাওয়াই উভয়ের মঙ্গলজনক। শিখ দরবারের প্রধান রাজপুরুষগণ মহারাণীর অনুরোধ মত লর্ড হার্ডিঞ্জকে অনুরোধ করিলেন, যেন লাহোর দরবারের রক্ষার্থ কিছুদিন রাজধানীতে বৃটীশ সৈন্য অবস্থিতি করে।

৯ই মার্চ্চ গবর্ণরজেনারলের শিবিরে এক মহাসভা হইল, ঐ সভায় দলীপসিংহ ও প্রধান প্রধান শিখসর্দ্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, বৃটীশ গবর্মেণ্ট শিখরাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নন, বৃটীশসৈন্য সকলেই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত, তবে শিখ দরবারের বিশেষ অনুরোধে আমি লাহোরে কিছুদিন বৃটীশ সৈন্য রাখিতে সম্মত হইয়াছি। গুরুতর রাজকার্য্য সংশোধন ব্যাপারে ভাল মন্দ শিখ দরবারের হস্তে নির্ভর করিতেছি। আমি যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু শিখসর্দ্দারগণ অবহেলা করিলে তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করিতে বৃটীশগবর্মেণ্ট কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। লর্ড হার্ডিঞ্জের সদুপদেশ শুনিয়া সর্দ্দারগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

পর দিন বড়লাট রাজপ্রাসাদে গিয়া মহারাজ দলীপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১১ই তারিখে এক সন্ধি হইল যে, শিখ সেনার সংশোধন ও সংস্করণ জন্য বৃটীশগবর্মেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ ও লাহোরবাসীগণের রক্ষার্থ বৃটীশসৈন্য লাহোরে রাখিবেন।

শিখরাজ্য রক্ষা হইল বটে, কিন্তু নবীন নরপতি দলীপসিংহের প্রতিনিধি স্বরূপ কে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিবে। এ সময় যদি গোলাবসিংহ মন্ত্রীত্ব পাইতেন, তাহা হইলে বিশেষ গোলযোগ ঘটিত না, কিন্তু শিখরাজমাতার স্নেহবর্দ্ধিত লালসিংহ মহারাণী ঝিন্দনের প্রভাবে প্রধান সচিব-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মন্ত্রী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সকলের অপ্রিয় ও শিখ সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও চাটুকারগণ অতিজঘন্য উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক শীঘ্রই লালসিংহের অধঃপতন হইল। [লালসিংহ দেখ।]

দরবারের প্রধান সভ্যগণ শিখরাজ্যরক্ষণের জন্য শিশু দলীপের অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্মেণ্টকে পঞ্জাবের শাসন ভার গ্রহণ করিতে আবেদন করিলেন। মহামনা হার্ডিঞ্জ সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল, তাহাতে স্থির হয়, গবর্ণরজেনারলের প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবেন। প্রত্যেক রাজকীয় কার্য্যে তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, কএকজন দক্ষ ব্যক্তি রেসিডেণ্টের সহকারী পদে নিযুক্ত হইবে। যাহাতে পঞ্জাববাসীগণের জাতীয় প্রথা ও আচার ব্যবহার রক্ষা হয়, যাহাতে সমুদয় লোকের ন্যায়মত সত্য বজায় থাকে; তৎপক্ষে বৃটীশ গবর্মেণ্টে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। রেসিডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে সভ্যগণ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন মহারাজের রক্ষা ও রাজ্যের শান্তির জন্য গবর্ণরজেনারল যত ইচ্ছা সৈন্য লাহোরে রাখিতে পারিবেন। তজ্জন্য শিখদরবার বাৎসরিক ২২ লক্ষ নূতন নানক শাহী টাকা বৃটীশগবর্মেণ্টকে দিবেন। মহারাজ দলীপসিংহের জননী ও তাঁহার পরিচারিকাবর্গের ভরণপোষণ জন্য বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবেক। যে পর্য্যন্ত মহারাজ দলীপসিংহ নাবালক থাকিবেন, উভয় পক্ষকেই এই সন্ধিপত্রের ধারা অনুসারে চলিতে হইবেক। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মহারাজ দলীপসিংহ ইংলণ্ডে পদার্পণ

করিলে, এই সন্ধিধারা হইতে উভয়পক্ষ মুক্ত হইবেন। ইতিহাসে এই সন্ধি ভৈরবাল সন্ধি নামে খ্যাত।

এইরূপে শিশু দলীপ বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রিত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যতদিন ভারতে ছিলেন, ততদিন তিনি শিখরাজের উপর যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছিলেন। মহামতি সর হেন্‌রি লরেন্স ঐ সময় পঞ্চনদের শাসনভার ও শিশু দলীপের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এই মহাত্মার যত্নে শিখরাজ্যের শান্তি স্থাপিত হয়। ইনি দলীপকে যথেষ্ট স্নেহ ও যত্ন করিলেও মহারাণী ঝিন্দন তাহার প্রতিনিধিসভার বিরোধী ছিলেন। অনেক সময় তিনি রেসিডেণ্টের মতের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলেও লরেন্স তাঁহার বিরোধী হন নাই। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ মহারাণীর আচরণের সংবাদ পাইয়া দলীপকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে পৃথক্ রাখিতে আদেশ করিলেন। দলীপ মাতা হইতে পৃথক্ হইলেও ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে পূর্ব্ববৎ নম্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইলেন। বাস্তবিক লর্ড হার্ডিঞ্জ ও সর হেন্‌রি লরেন্স জনকের ন্যায় দলীপকে স্নেহ করিতেন ও যত্ন দেখাইতেন; কিন্তু দলীপের দুর্ভাগ্য যে অল্পদিন পরেই উক্ত দুই মহাত্মা ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থলে পররাষ্ট্রলোলুপ মার্কুইস্ অব্ দাল্‌হৌসি এবার গবর্ণরজেনারল হইয়া আসিলেন। এ সময়ে সমস্ত ভারতে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছে। তখন সর এফ্ করি লাহোরের রেসিডেণ্ট এবং সর হেন্‌রি লরেন্সের ভ্রাতা জন্ লরেন্স বর্ত্তমান রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন।

তখন মূলরাজ মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি শিখ দরবারের আচরণে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন, এ সময়ে যদি রেসিডেণ্ট কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে সহজেই গোলযোগ মিটিয়া যাইত, কিন্তু তিনি বিদ্রোহদমনে বিলম্ব করায় পঞ্জাবরাজ্যের ভাবি অনিষ্টপাতের সূচনা হইল।

এই সময়েই মহারাণী ঝিন্দনকে শেখোপুর দুর্গে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং ছত্রসিংহ নামে শিখসাম্রাজ্যের এক অতি সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারের কন্যার সহিত দলীপসিংহের বিবাহের প্রস্তাব রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন উক্ত ছত্রসিংহের প্রতি ইংরাজগণ অতিশয় দুর্ব্যবহার করেন। [সেরসিংহ দেখ।] উক্ত কারণে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার শিখযুদ্ধ ঘটে। বৃটীশগবর্মেণ্টের অনবধানতায় শিখযুদ্ধ ঘটিলেও গবর্ণরজেনারল এইবার শিখরাজ্য গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধের সূচনা দেখিয়া প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্ পঞ্জাবে আগমন করিলেন। দলীপসিংহের সৌজন্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন।

রামনগর, সাদুল্লাপুর ও চিলিনওয়ালার যুদ্ধে শিখ সৈন্যগণের অদ্ভুত রণনিপুণ্য ও অজেয় বৃটীশসৈন্যের পরাজয় দর্শনে বৃটিশগবর্মেণ্ট ও সমস্ত ভারত বিচলিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই সমাচার প্রেরিত হইলে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণ সিন্ধুবিজেতা নেপিয়ারকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। যাহা হউক মহাবীর লর্ড গাফের অদ্ভুত রণকৌশলে গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়া পরাজয় স্বীকার করিল। এই শিখযুদ্ধে লাহোর দরবারের অধিকাংশ সর্দ্দার যোগদান না করিলেও এবং এ সময়ে পঞ্চনদ সম্পূর্ণরূপে বৃটীশের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিলেও লর্ড দালহৌসি দলীপকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্জাব বৃটীশ শাসনাধীন করিলেন।
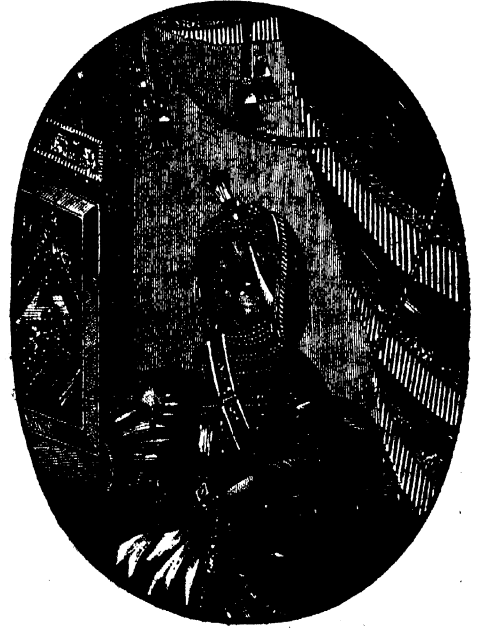
দলীপসিংহ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ্চ লাহোর রাজদরবারের শেষ অধিবেশন হয়, ঐ দিন মহারাজ রণজিৎসিংহের শিশু, অভিভাবক ইংরাজের রক্ষণাধীন মহারাজ দলীপসিংহ, পৈতৃক সিংহাসনে শেষবার অধিবেশন করিলেন। আজ শিখ সর্দ্দারগণ দীন হীন বেশে সভায় উপস্থিত হইলেন। দলীপসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে চলিল। ইংরাজ প্রতিনিধি দলীপের রাজ্যচ্যুতি-সন্ধিপত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে

আদেশ করিলেন। দেওয়ান দীননাথ শিশু নৃপতির প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্ত আর একবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। অজ্ঞান শিশু দলীপসিংহ অভিভাবক ইংরাজরাজের আদেশক্রমে তাঁহার সর্বনাশ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রে এইরূপ লিখিত হইল—

১। মহারাজ দলীপসিংহ তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হইয়া পঞ্জাবের সমুদয় দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিলেন।

২। লাহোর দরবারের ঋণ পরিশোধার্থ দরবারের সমস্ত সম্পত্তি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইল।

৩। কোহিনুর ইংলণ্ডের রাণীকে প্রদত্ত হইবে এবং মহারাজ দলীপসিংহ নিজের, তাঁহার জ্ঞাতি ও অনুচরবর্গের ভরণপোষণ চালাইবার জন্ত, কোম্পানির নিকট হইতে বাৎসরিক অনধিক পাঁচ লক্ষ ও অন্যূন চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৪। শিখরাজ আজীবন মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর এই পদবী ব্যবহার করিতে পারিবেন। গবর্ণরজেনারল যেখানে মনে করিবেন সেইখানেই মহারাজ দলীপসিংহকে বাস করিতে হইবে।

অন্যায়রূপে শিশু মহারাজ দলীপসিংহ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। [দাল্‌হৌসি দেখ।]

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিশু দলীপ অভিভাবক কর্তৃক সর্বস্বান্ত হইলে জন লোগিন্ নামক একজন ডাক্তার তাঁহার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত হইলেন। দলীপের প্রাসাদের নিকটেই তাঁহারও বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল, তখনও দলীপের দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। এই বয়সেই তিনি বেশ পারস্ত ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী শিখিতেও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

লোগিনের সদয় ব্যবহারে দলীপ অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্বদাই লোগিনের সহিত থাকিতে ভালবাসিতেন। লোগিনের সঙ্গ ব্যতীত তিনি কখনও বাহিরে বেড়াইতেন না। বাস্তবিক লোগিন্‌ও দলীপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালক দলীপ অল্পবয়সেই যেরূপ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, লোগিন্ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—যে ইংরাজ বালকেরা এই বয়সে ঐরূপ দেখাইতে অক্ষম। আমোদ প্রমোদের মধ্যে দলীপ বাজপক্ষী শীকার ও চিত্রপটাদি অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর, গবর্ণরজেনারল দলীপসিংহকে পঞ্জাব হইতে ফতেগড়ে স্থানান্তর করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় বড় লাটের আদেশমত রাজা সেরসিংহের একমাত্র পার্ষ্ণি ছয় বৎসরের শিশু কুমার শিবদেবও দলীপের সহিত স্থানান্তরিত হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে দলীপ শিবদেব ও তাঁহার মাতা রাণী দখ্নুর সহিত ফতেগড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন।

গঙ্গার নিকট ফতেগড়ে এক সামান্ত প্রাসাদে দলীপের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। দলীপের শিক্ষক মহাত্মা লোগিন্ বাটীর নিকটবর্তী বাঙ্গলাগুলি ক্রয় করিয়া তাঁহার জন্ত একটী উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন। এখানে দলীপের সহিত শিবদেবের বড়ই সৌহার্দ্দ জন্মে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লোগিন্ দলীপের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু দলীপের মত না থাকায় বিবাহ স্থগিদ হইল। লোগিনের শিক্ষাগুণে দলীপ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী রীতিনীতির অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষ জন্মিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দলীপ হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অল্পমাত্র লোকজন সঙ্গে লইয়া ফতেগড় হইতে বাহির হইলেন। কেবল শিবদেবের মাতা তাঁহাদের সহিত না গিয়া কিছুদিনের জন্ত পিত্রালয়ে আসিলেন।

দলীপ গুপ্তভাবে গমন করিলেও তাঁহাকে দেখিবার জন্ত পথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। দিল্লী, আগরা, মীরঠ, রুড়্কি, সেকন্দ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থ হরিদ্বার দর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই সময় হরিদ্বারে নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক নানাজাতীয় যাত্রীর সমাগম হওয়ায় দলীপের প্রকাশ্যভাবে গমনে গবর্মেণ্ট শঙ্কিত হইলেন। দলীপ অতি গুপ্তভাবে হরিদ্বারে পৌঁছিলেও কএকজন শিখ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশে চীৎকার করিয়াছিল। পাছে কোন গোলমাল ঘটে, এজন্ত শীঘ্রই তাঁহাকে ইংরাজ-শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। বর্ষার প্রারম্ভে তিনি মুসুরিতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রতিদিন পদব্রজে ৪।৫ ক্রোশ পথ হাটিতেন। বসন্তকাল মুসুরিতে অতিবাহিত করিয়া সবান্ধবে ফতেগড়ে প্রত্যাগমন করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ, তিনি নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জর্ডন নদীর জলের পরিবর্ত্তে গঙ্গাজল সিঞ্চনে তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই সময় অনেক ইংরাজ ও এদেশীয় খৃষ্টান

দলীপের মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই দলীপের বিলাত যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, লোগিন্ এ বিষয় লর্ড দালহৌসিকে জানাইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের মত পাইয়া গবর্ণরজেনারল দলীপকে বিলাত যাইতে অনুমতি দিলেন। শিবদেবও দলীপের সহিত বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে দলীপ বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। গবর্মেণ্ট হাউসে গবর্ণর-জেনারল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে শিবদেবের বিলাত যাইবার বিরুদ্ধে তাঁহার জননীর করুণ আবেদনপত্র গবর্ণরজেনারলের হস্তগত হইল। কাজেই শিবদেবের বিলাত যাওয়া হইল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রেল দলীপসিংহ বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। লোগিন্ ও পণ্ডিত নেমিয়াগোরে নামে এক ব্রাহ্মণ জাতীয় খৃষ্টান তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। দলীপসিংহ ইংলণ্ডে জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত থাকিতেন। কাশ্মীরি কুর্ত্তায় মথমলের উপর সুবর্ণখচিত কোট এবং পায়ে সুবর্ণমণ্ডিত পেন্ট্‌লেন তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। তাহার উষ্ণীষে রত্নজড়িত শিরপেচ, কাণে পান্নার বীরবোল ও গলায় তিন নল মুক্তার মালা শোভা পাইত। মহারাণীর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই আলাপ করিতেন। এমন কি তাঁহাকে প্রায় বকিংহাম্ প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকাইতেন। একদিন এইরূপ চিত্র লইবার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিবি লোগিন্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারাজ কি কোহিনুর সম্বন্ধে কখন কোন কথা বলেন। এসম্বন্ধে মহারাজ যাহা বলেন, সকল কথা আমাকে বলিও।' সুবিধা মত বিবি লোগিন্ একদিন দলীপকে বলিলেন, 'আপনি কি কোহিনুর দেখিতে ইচ্ছা করেন?' তাহাতে দলীপ উত্তর করেন, 'হাঁ, আমি আর একবার হস্তে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।'

একদিন দলীপ রাজপ্রাসাদে চিত্রকরের পার্শ্বে স্থির-ভাবে বসিয়া আছেন, সেই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে কোহিনুর লইয়া দলীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। দলীপ আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইয়া কোহিনুর হস্তে লইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী দলীপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।" দলীপ ধীরভাবে সেই মহামণি আলোকে ধরিয়া বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'ইহার জ্যোতি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আকার ছোট হইয়াছে।' এই বলিয়া নম্রভাবে মহারাণীর করে কোহিনুর অর্পণ করিয়া চিত্রকরের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। এই সময়ে তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মহারাণী ও আর আর সকলে তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মহারাণী দলীপের আচরণে এতই প্রীতি হইয়াছিলেন যে তিনি লোগিনকে দলীপের ইতিহাস লিখিতে অনুমতি করেন। মহারাণীর পুত্রগণ ও রাজকুমারীগণও দলীপের সহিত অনেক সময় নানা প্রকার খেলা করিতেন। ক্রমে রাজকুমারগণের সহিত দলীপের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। মহারাণী দলীপসিংহের জন্মদিন উপলক্ষে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেন। এইরূপে ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারগণের স্নেহে দলীপ অতিসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুর্গ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এক সময়ে লোগিন্ তাঁহার সহিত দলীপের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। দলীপ ঐ রাজকুমারীর গুণের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহাকে কখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি। তিনি দলীপকে কেণ্টনগরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তথায় দলীপ ৭ দিন মহানন্দে অবস্থান করেন। বাস্তবিক ইংলণ্ডের লোকেরা তথাকার উচ্চ রাজ-পরিবারের ন্যায় দলীপসিংহকেও সম্মান করিতেন।

এতদিন দলীপ নাবালক ছিলেন, শীঘ্রই সাবালক হইবেন, সাবালক হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। লোগিন্ এ বিষয় জানিবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চৈত্র মাসে লর্ড দাল্‌হৌসিকে লিখিলেন, মহারাজের ইচ্ছা ভবিষ্যতে তাঁহাকে যেন কোন ভূসম্পত্তি না দেওয়া হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধিধারামত তাঁহাকে ৫ লক্ষের ভিতর টাকা দেওয়া হয়, তাঁহার পরিবারবর্গের যদি কাহার মৃত্যু হওয়ায় যে বৃত্তির টাকা বাঁচিয়াছে, ভবিষ্যতে তিনি যেন পাইতে পারেন।" লর্ড দাল্‌হৌসি উত্তরে লেখেন যে, অপরের বৃত্তির টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।

ইহার পর দলীপ বিদ্যাচর্চ্চায় ও সৎকার্য্যে মন দিলেন। তিনি অমৃতসহরের নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ের ছাত্র সমুদয়কে পারিতোষিক দিবার জন্য বাৎসরিক এক হাজার টাকা, বিলাতে নিঃস্বার্থপরোপকারীর সভায় ১০০০ হাজার টাকা, ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগকে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা এবং তাঁহার অবস্থানকাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক ২৫০০০ হাজার টাকা দানের বন্দোবস্ত করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্কটলণ্ডের মেক্লিস্ দুর্গে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণে পরিবৃত হইয়া আমোদে বাস করেন। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। দলীপ বিলাতী ললনার প্রশংসায় মুগ্ধ হন নাই, রমণীর কুটজালে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। ইহাই দলীপের মহত্ত্বের পরিচয়।

দলীপ দুই বৎসর বাস করিবার জন্ত ইংলণ্ডে আসেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স হইয়া ইতালীর রাজধানী রোমনগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহানুভব পোপ দলীপের সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে যেখানে সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সকল স্থাপিত আছে, সেইস্থান আলোকিত করিতে বলিলেন। রোম হইতে দলীপ নেপলস্, পম্পির আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস্ দর্শন করিয়া পরে জেনিভা নগর হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি শুনিলেন, অযোধ্যা বৃটীশাধীন হইয়াছে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ্ আলীশাহের বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির হইয়াছে, এ ছাড়া তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্ত বৃটীশ গবর্মেণ্টকে আরও অনেক টাকা দিতে হইবে। স্বাধীন শিখরাজ্যের অধিপতি মহাবীর রণজিৎসিংহের পুত্র ও পরিবারগণের মোট পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি হইবার পর অলস সামন্তরাজের বিলাসের জন্ত বৃটীশ গবর্মেণ্ট ১৫ লক্ষ টাকা বন্দোবস্ত করিলেন, ইহা মহারাজ দলীপের পক্ষে অপমানজনক ও অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি সুব্যবস্থা হইতে পারে, এই আশায় তিনি ক্লারিজ হোটেল হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের সভাপতিকে লিখিলেন, 'দশ বর্ষবয়সে অভিভাবকের আদেশমত পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন অভিভাবক ও মন্ত্রিগণের পরামর্শে সন্ধির সর্ত্তগুলি ভাল বলিয়াই বোধ করিয়াছিলাম। এখন ভরসা করি, আমার পূর্ব্বপদ ও আমার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার সম্মানযোগ্য ন্যায় বন্দোবস্ত করা হয়।' সভাপতি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, ভারতবর্ষ হইতে জানিয়া তাঁহাকে উত্তর দেওয়া হইবে, তবে সন্ধির ধারানুসারে তাঁহার ইচ্ছামত বাসস্থান সম্বন্ধে যে প্রতিবন্ধক ছিল, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। যে মাস অবধি অপেক্ষা করিয়া দলীপ আবার কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণকে তাঁহার বিষয় জানাইবেন মনে করিয়াছেন, এমন সময় (জুন মাসে) সংবাদ আসিল—ভারতে ভীষণ সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আর তাঁহার পত্র লেখা হইল না।

এ সময়ে উইণ্ডসর্ ও অস্বরন্ রাজপ্রাসাদে দলীপের প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। যুবরাজ ও রাজকুমার আল্‌ফ্রেড্ আলবারটনে দুই তিনবার আসিয়া দলীপের সহিত ক্রিকেট খেলা করিতেন ও তাঁহার ফটোগ্রাফ লইতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দলীপের নাম জাল করিয়া বিলাত হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার মাতাকে পত্র লেখেন। তখন দলীপের জননী নেপালে ছিলেন। [ঝিন্দন দেখ।] ঘটনাক্রমে সেই পত্র জঙ্গবাহাদুরের হস্তগত হয়। তিনি সেই পত্র নেপালের বৃটীশ রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে সেই পত্র গবর্ণরজেনারলের নিকট হইয়া বিলাতে ডিরেক্টরগণের নিকট আসিল। দলীপের হইয়া সর্ জন লোগিন্ গবর্মেণ্টকে লিখিলেন, 'পত্রগুলি দলীপের নয়, জাল।'

এই সময় হইতে দলীপ মাতার বিষয় কিছু চিন্তিত হইলেন। নেমিয়াগোরে ভারতে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে মাতার নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নেমিয়া নিজে না গিয়া এক উদাসীকে দিয়া রাণী ঝিন্দনের কাছে পত্র পাঠাইলেন, এ সংবাদ পাইয়া দলীপ অতি দুঃখিত হন। সর্‌জন্ লোগিন্ দলীপের হইয়া নেমিয়াকে পত্র লেখেন, 'একজন অপরিচিত লোককে মহারাণীর কাছে পাঠান মহারাজের ইচ্ছা নয়। আপনি স্বয়ং গিয়া মহারাণীর সহিত দেখা করিবেন ও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে কি রূপে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ কি রূপে তাঁহার কার্য্যে আসিতে পারে। নেপালে থাকাই তাঁহার পক্ষে এখন মঙ্গলজনক। যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি আত্মীয় ও পরিবারবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন, মহারাজ ভারতে গিয়া তাঁহার চেষ্টা করিবেন।'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ দলীপের ফতেগড়স্থ বাটীও বিদ্রোহিরা লুণ্ঠন করে, তাহাতে দলীপের ভারতে যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই নষ্ট হয়, দলীপ এ সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বর, দলীপ লোগিনের শিক্ষাধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যে বয়সে হিন্দু রাজকুমারগণ সাবালক হন, তদপেক্ষা দলীপের এখন তিন বৎসর অধিক হইলেও অথবা য়ুরোপীয় রাজপুত্রগণ যে বয়সে সাবালক হন, তদপেক্ষা এক বর্ষ অধিক হইলেও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণ জানাইলেন, 'মহারাজ এখনও নাবালক, তিনি কোন বিষয় কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম।' দলীপ তাঁহাদের

কথায় কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সময় ভারত গবর্মেণ্ট লোগিনের বেতন বন্ধ করায়, দলীপ নিজ বৃত্তি হইতে লোগিন্‌কে মাসিক ৪৩৩।৶৪ দিবার জন্য কোম্পানীর সেক্রেটরীকে জানাইলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

দলীপ এখন নানাদেশ দর্শনে অভিলাষী হইলেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। রোম, কনস্তান্তিনোপল প্রভৃতি স্থান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। রোমে কুর্গ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিবি লোগিন্ ভাবিয়া ছিলেন, কুর্গরাজকন্যাই দলীপের মনোহরণ করিতে পারিবেন; কিন্তু দলীপ একদিন কথায় কথায় বিবি লোগিন্‌কে বলিলেন, 'কেবল ইংরাজরমণীই তাঁহার পত্নী হইবার যোগ্যা। এ সম্বন্ধে তিনি কএকজন লর্ড কন্যার পাণিগ্রহণের আশা পাইয়াছেন।' গ্রীষ্মকালে দলীপ ইংলণ্ডে ফিরিলেন।

কুমার শিবদেব খুল্লতাতকে এক পত্র লেখেন, 'তাঁহার জননীর বৃত্তিতেই এখন অতিকষ্টে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে।' দলীপ শিবদেবের বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য ভারতগবর্মেণ্টকে আবেদন করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর শিবদেবের বাৎসরিক ৮০০০৲ টাকা মাত্র বৃত্তি স্থির হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে দলীপ শুনিলেন, ইংরাজি 'আইনানুসারে তিনি সাবালক হইলে বৎসরে ২৫০০০৲ পৌণ্ড বা প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইবেন। তৎপরে শুনিলেন, 'তন্মধ্যে ১৫০০০ পৌণ্ড তাঁহার জীবিতাবস্থায় দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট ১০০০০ পৌণ্ড মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর জন্য বাৎসরিক অনধিক ৩০০০ পৌণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ইংলণ্ডের আইনানুসারে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকিলে যে টাকার সুদ হইতে তাঁহাকে বাৎসরিক দশহাজার পৌণ্ড দেওয়া হইবে, সে সমস্ত টাকা গবর্মেণ্টের হইবে।' কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাঁহার যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছুই পাইলেন না।

১লা নবেম্বর দলীপ লোগিন্‌কে এক পত্র লেখেন, 'গবর্মেণ্ট এখনও আমার প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না, আমি অস্থির হইয়াছি। আমার ভয়, পাছে আমি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ি। সত্বর গবর্মেণ্টকে এ বিষয় জানান উচিত।'

ক্রমে অর্থের অনাটনে দলীপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেক লেখালেখির পর গবর্মেণ্ট দলীপের সকল দাবী মিটাইবার জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারী তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ এক স্বাক্ষরিত পত্র গ্রহণ করিলেন—'তিনি জীবদ্দশায় বাৎসরিক ২৫০০০ পৌণ্ড, এ ছাড়া তিনি নগদ ২০০০০০ পৌণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন। উত্তরাধিকারী-অভাবে এই মুদ্রা ভারতের সাধারণ হিতকার্য্যে ব্যয় করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে। ইহাতে তাঁহার সমুদয় দাবী পরিশোধ হইবে।'

ভারত সভা ঐ স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া ২৩এ মার্চ দলীপকে জানাইলেন, '১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বৃত্তির যে অংশ মহারাজ পাইতে পারিতেন, তাহাতে আর তাঁহার অধিকার নাই।' বাস্তবিক বৃত্তি হইতে এ সময় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া ছিল। ৩রা এপ্রেল, দলীপ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, 'সর্ চার্লস উডের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি যে পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অতিশয় দুঃখিত। বৃত্তিভোগীর মৃত্যুতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা জমিয়াছে, তাহা না জানিয়া তিনি তাঁহার দাবী ছাড়িতে পারেন না।' প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল, দলীপ তাঁহার শেষ পত্রের আর কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দলীপ জননীর বাসস্থানের বন্দোবস্ত ও ব্যাঘ্র-শিকারের ইচ্ছায় ভারত যাত্রা করিলেন।

গবর্ণরজেনারল দলীপের ভারত আসা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলেন না, তবে পঞ্জাবে পদার্পণ করিতে নিষেধ করিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দলীপ ভারতে আসিলেন। লোগিন্‌কে তাঁহার বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিবার ভার দিয়া আসেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তাঁহার ক্ষমতাপত্র গ্রাহ্য করেন নাই।

দলীপ কলিকাতায় স্পেন্সেস্ হোটেলে অবস্থান করেন। এখানে কুমার শিবদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দলীপ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া মাতাকে আবার ভারতে আনিলেন। বহুদিন পরে রণজিৎ-বনিতা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন, 'তিনি আর পুত্র ছাড়া হইবেন না।'

দলীপের ভারতবর্ষ ভাল লাগিল না। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি লোগিন্‌কে এক পত্র লেখেন, 'ভারত অতি জঘন্যস্থান, আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়া অনুতাপ করি। নানা

লোকের তাড়ায় আমার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। বৃদ্ধ অনুচরেরা পুরাতন কথা তুলিয়া আমাকে বড়ই জ্বালাতন করিতেছে। ভারতবাসী দারুণ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, আমার ঘৃণার পাত্র। ইংলণ্ডে যাইবার জন্ত আমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।'

এই সময় একদিন কতকগুলি শিখসেনা চীনরাজ্য হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। তাহারা রণজিতের পুত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হোটেলের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে দলীপকে অভিবাদন করিল। তাহাদের রাজভক্তি দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণ বিচলিত হইলেন। গবর্ণরজেনারল দলীপের পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া বন্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে তাঁহাকে আদেশ দিলেন। দলীপের আর ব্যাঘ্রমৃগয়া হইল না। তাঁহার জননীও বিলাত চলিলেন।

জুলাই মাসে সকলে বিলাতে আসিয়া পৌছিলেন। ল্যাঙ্কাষ্টর গেটের নিকট এক বৃহৎ প্রাসাদে দলীপ ও তাঁহার জননীর বাসস্থান হইল।

জুলাই মাসে সর্ চার্লস্ উডের নিকট হইতে পত্র পাইয়া দলীপ অবগত হইলেন, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগী কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে মোট ৭৬৪২৬৩৲ টাকা বাঁচিয়াছিল। কিন্তু ঐ হিসাবে প্রায় একলক্ষ টাকার ভ্রম থাকায় আর একখানি সম্পূর্ণ ও প্রকৃত হিসাব পাঠাইতে লিখিলেন। কএকমাস অতীত হইল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না।

জননীর প্রভাবে দলীপের ধর্ম্মভাব কমিতে লাগিল। এখন আর তিনি প্রতি রবিবার গির্জ্জায় যাইতে চাহিতেন না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ মাতার নিকট থাকিলে দলীপ বিগড়াইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার জননীর জন্ত এক পৃথক্ বাটী ভাড়া করিয়া দিলেন।

দলীপ বুঝিলেন যে ইংরাজ সহজে তাঁহার প্রতি কোন সুব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত নহেন, এমন কি বিনাদোষে তাঁহার মাতাকেও স্থানান্তর করিলেন;—এই সকল কারণে আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। মাতাকে ভারতে পাঠাইবার জন্ত অধীর হইলেন। তাঁহার ভাবী জীবনের নিরানন্দময় দৃশ্য দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া উপস্থিত শান্তিলাভাশায় ইংলণ্ডের মোহিনী রমণীসমাজে চরিত্র কলুষিত করিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধির সৃষ্টি হইলে দলীপও এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মাতার শোক যাইতে না যাইতে দুই মাস পরেই তাঁহার স্নেহে জনকোপম দলীপের শিক্ষাগুরু লোগিনের মৃত্যু হইল। এই উচ্চহৃদয় ব্যক্তির মৃত্যুতে দলীপ অতিশয় কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। কিছু দিন বিবি লোগিন্‌কে সান্ত্বনা করিবার জন্ত অপেক্ষা করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দলীপ জননীর মৃত দেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন। জননীর শবদাহ করিয়া ভস্মাবশেষ নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে ইজিপ্টের রাজধানী আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরে অবতরণ করেন। এখানে বোম্বামূলার নাম্নী এক সরলা মার্কিন বালার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সরলা যোড়শী, মহারাজ দলীপের মহিষী হইয়াও আপনার পূর্ব্ববৎ ধীর ও শান্ত প্রকৃতি বিস্মৃত হন নাই। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ রমণী সমাজেও মিশিতে ভালবাসিতেন না; নিভৃতে পতি-সোহাগে কাটাইতে ভালবাসিতেন। তিনি আরবী ভাষা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। সুতরাং দলীপ প্রথম প্রথম স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেন। তিনি পত্নীকে ইংরাজী শিখাইবার জন্ত এক বিবি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া দলীপকে সস্ত্রীক আহ্বান করিয়া তাঁহার মহিষীর শান্ত স্বভাব ও সদ্‌গুণে প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

এখন মহারাজ দলীপ আপনার পরিবারবর্গের জন্ত চিন্তিত হইলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট দলীপের প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। কেবল কূটতর্কে অতিবাহিত হইল। দলীপ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ জন্ লরেন্সের উপর এ বিষয়ের মীমাংসার ভার দিতে অনুরোধ করিলেন। সর্ জন্ লরেন্স ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির প্রকৃত মর্ম্ম জানিতেন; তাঁহারই যত্নে ঐ সন্ধি হয়। সর্ চার্লস্ উড্ দলীপের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সর্ ফ্রেডারিক করিকে লরেন্সের সাহায্য করিতে বলিলেন। রণজিৎ পঞ্চনদের রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কতকগুলি পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, মহারাণী ঝিন্দন যখন দলীপের অভিভাবক ছিলেন, তিনি তৎকালে ঐ সম্পত্তি হইতে কর আদায় করিতেন। এখন লোগিন্ ঐ সকল সম্পত্তির বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্ত দলীপের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চিন্তার পর লরেন্স ও করি যাহা স্থির করিলেন, ভারত-সভা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

সন্ধির সর্ত্ত মীমাংসিত হইল না, এমন কি দলীপের পূর্ব্ব পৈতৃক সম্পত্তি ও সিপাহীবিদ্রোহে নষ্ট তাঁহার ফতেগড়স্থ স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেও কোন বন্দোবস্ত হইল না। অনেক লেখালেখির পর ফতেগড়স্থ প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রায় ৩০০০০৲ টাকা পাইলেন।

এই সময় তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এল্‌ভেডন জমিদারীও বিক্রীত হইবে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কোথায় দাঁড়াইবেন, এই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ভরণপোষণ জন্য গবর্মেণ্ট কেবল মাত্র ৩০০০৲ পৌণ্ড দিবেন। দলীপের পুত্রের পক্ষে ইহা নিতান্ত অযোগ্য।

দলীপ এখন নিরুপায় হইয়া ইংলণ্ডবাসীগণের সুবিচার প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় লিখিলেন—

'ভৈরবাল-সন্ধি অনুসারে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার রক্ষণ ও রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ মুলতানের বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব করাতেই সমস্ত পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের পর লর্ড দাল্‌হৌসি ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহারা বিদ্রোহে লিপ্ত নহে তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। এরূপ ঘোষণার পরও তিনি শান্তিস্থাপন করিয়া এক অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভৈরবাল-সন্ধি অনুসারে কার্য্য না করিয়া তিনি পঞ্জাব বাজেয়াপ্ত এবং সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলেন। বিক্রয় করিয়া যে ২৫০০০০ পৌণ্ড উঠিল, তাহা বৃটীশ-পালিত সৈন্যদিগের প্রতি বিতরিত হইল। আমি নির্দ্দোষ, আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কখন বৃটীশগবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে উঠে নাই, কিন্তু দোষীর সহিত আমাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইল। আমি অন্যায়রূপে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। লর্ড দাল্‌হৌসির মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমার রাজ্যের আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছিল, এখন বোধ হয় আয় আরও অনেক বাড়িয়াছে। আমি নাবালক অবস্থায় অভিভাবকের আদেশে রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আমি ঐ সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই জন্য এখনও আমি পঞ্জাবের অধিপতি। যাহাহউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়ালু ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে আমার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় নাই। ঐ সম্পত্তির রাজস্ব এখন ১৩০০০০ পৌণ্ড, কিন্তু দয়াময় বৃটীশ-গবর্মেণ্ট আমার যাবজ্জীবন ২৫০০০ পৌণ্ড বৃত্তি দিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এছাড়া আমার মৃত্যুর পর আমার জমিদারী বিক্রয় করিবেন, এই দারুণ পণে ভবিষ্যতে আমাকে আরও ২০০০ পৌণ্ড বৃত্তি দিবেন বলিয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্রদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবে না। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই সভ্য খৃষ্টান জগতে যদি একজনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থাকেন, তিনি আমার পক্ষ হইয়া ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টে আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। নতুবা আমার সুবিচার পাইবার আশা কোথায়?'

দলীপের কাতরোক্তিতে কেহ কর্ণপাত করিল না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে একদিন তিনি বিবি লোগিন্‌কে আসিয়া বলিলেন, 'তিনি ইংলণ্ড ও তাঁহার শঠতার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন।' বিবি লোগিন্ দলীপের অবস্থা সর্ হেন্‌রি পন্‌সন্‌বি দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাইলেন। মহারাণী ভারত-সচিবকে দলীপের বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রায় বৎসরাধিক অতীত হইল, ভারতসভা কোন প্রতিবিধান করিলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৫এ জুলাই দলীপ বিবি লোগিন্‌কে জানাইলেন, 'আমি শীঘ্রই ভারতযাত্রা করিব। রুষ-সৈন্য আগত প্রায়, ভারত বিপদ্ জড়িত, এ সময়ে আমি যদি বৃটীশগবর্মেণ্টের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট হয় ত আমার উপর সদয় হইতে পারেন।'

ইহার পর দলীপ আরও এক বৎসর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎপরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তখনকার ভারতসচিব লর্ড কিম্বার্লিকে লিখিলেন—'যদি বৃটীশগবর্মেণ্ট শীঘ্র আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমি চিরকালের নিমিত্ত আমার ভূসম্পত্তি ও ইংলণ্ডে বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। আমার যে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমি মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম।' ভারতসচিব কোন উত্তর দিলেন না। তখন দলীপসিংহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গবর্মেণ্টের হস্তে এল্‌ভেডন জমিদারী অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার আয়োজন করিলেন। সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ কখনও বিশ্বাস করেন নাই যে দলীপ প্রকৃতই ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন। দলীপ সাউদম্প্‌টন্ পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ তাঁহাকে জানাইলেন, 'তিনি দাবীর ৫০০০০৲ পৌণ্ড পাইবেন।' দলীপ তাহাতে সম্মত না হইয়া

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যদি সে কথা শুনিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক অনুনয়ের পর দলীপ ভারতাগমনের অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু পঞ্চনদ দর্শনের ক্ষমতা পাইলেন না। যাহা হউক তিনি জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে স্বদেশীয়দিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন—

'প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! আমি যে ভারতে গিয়া বাস করিব, আমার কখন এ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অদৃষ্ট গুণে আবার আমার ভারতে যাইতে হইবে। আমি নিজ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ধর্ম্ম ছাড়িয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই জন্ম তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি বোম্বাইএ পৌঁছিয়াই আবার 'পাহল' গ্রহণ করিব। কিন্তু পঞ্জাবে গিয়া আর আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না।'

দলীপের স্বদেশবাসী কেহ কেহ সহানুভূতি জানাইয়া অবিলম্বে পত্রের উত্তর পাঠাইলেন। যাহা হউক এ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই দলীপের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি এডেনে পৌঁছিয়াই শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্র ও শিখগণের মনোভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার ভারতাগমন বন্ধ করিলেন। দলীপ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তারযোগে প্রকাশ্য বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, 'একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার অভিভাবক বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া লওয়ায় তিনি সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন।' যাহা হউক দলীপ অবিলম্বে বন্দীরূপে পুনরায় ইংলণ্ডে আনীত হইলেন। এই ব্যাপারে তিনি ইংরাজকে মহাশত্রুরূপে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক উপর্য্যুপরি নিরাশার দংশনে দলীপের এক প্রকার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল। ধৈর্য্যধারণ বা চিত্তসম্বরণের ক্ষমতা রহিল না। হৃদয়ের যাতনায় ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি গবর্মেণ্ট দত্ত বৃত্তিও পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন তিনি অতি কষ্টে ইংলণ্ডে থাকিয়া ছদ্মবেশে ফ্রান্সে আসিলেন।

দলীপ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া হয় ত ফরাসী গবর্মেণ্ট ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন। এই দুরাশায় তিনি ফরাসী গবর্মেণ্টকে সৈন্ত সাহায্যে তাঁহাকে পণ্ডিচারী পাঠাইবার জন্ম পত্র দ্বারা আবেদন করিলেন। ফরাসী গবর্মেণ্ট এই অবিবেচকের পত্রে কোন উত্তর দিলেন না। দলীপ তাহাতে নিরাশ হইয়া ছদ্মবেশে আয়র্লণ্ডদেশীয় পাট্রিক ক্যাসি নাম ধারণ করিয়া ছাড়পত্র সংগ্রহ করিলেন এবং ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণীর রাজধানী বর্লিন্ নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে দলীপের সমস্ত নগদ টাকা ও ছাড়পত্র চুরি যাওয়ায় তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। জর্ম্মণী ছাড়িয়া রুষ রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে ছাড়পত্র না থাকায় রুষ রাজ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। দলীপ আর কোন উপায় না দেখিয়া মস্কোগেজেটের সম্পাদক কাট্কফ্‌কে তারযোগে আপনার প্রকৃত নাম ও দুরবস্থার কথা জানাইলেন। দলীপ যাহাতে বিনা ছাড়পত্রে রুষিয়ায় প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্ম কাট্কফ্ তারযোগে সীমান্ত কর্ম্মচারী ও পুলিসকে জানাইলেন এবং দলীপকে আনিবার জন্ম একজন দূত পাঠাইলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দলীপ রুষ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্কোনগরে উপস্থিত হইলে কাট্কফ্ পরম সমাদরে দলীপকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দলীপ মস্কোনগরে অবস্থান কালে ইংলণ্ডের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, রুষিয়ার অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, তিনি মধ্য এসিয়ার ব্যাপারে রুষের জন্ম আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।

দলীপের ইংরাজ বিদ্বেষ শুনিয়া রুষগণ অতি সন্তুষ্ট হইতেন। ১১ই জুন মস্কোর গবর্ণরজেনারল প্রকাশ্যে দলীপের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ইহার কএক মাস পরে দলীপ শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী তাঁহারই শোকে কাতর হইয়া ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দলীপ আরও ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে এই রূপ ঘোষণা করিলেন—'এডেনে অবরোধ করায় তাঁহার ইংরাজ ভক্তি দারুণ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজরাজ অন্যায় রূপে তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি রুষের আজ্ঞাধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।' আবার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'তিনি ভারতের পঁচিশ কোটী লোকের প্রত্যেকের নিকট হইতে মাসিক এক পয়সা ও পঞ্জাবের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট মাসিক এক আনা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি রুষিয়ার সাহায্যে য়ুরোপীয় সৈন্ত লইয়া শীঘ্রই ভারতে পদার্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।'

যাহা হউক দলীপের অদূরদর্শিতার নিমিত্ত রুষ সম্রাট্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি আশানুরূপ সহানুভূতি না পাইয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজধানী পারিনগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে ভোগবিলাসে তাঁহার চরিত্র আরও কলুষিত হইল; তিনি শীঘ্রই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্র ভিক্টর দলীপ দেখিতে আসিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থায় দলীপ ভারত-সচিব লর্ড ক্রশকে এক পত্র লিখিলেন, 'আমি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যদি তিনি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিব অঙ্গীকার করিলাম।' ১লা আগষ্ট তারিখে লর্ড ক্রশ দলীপকে জানাইলেন যে 'মহারাণী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।' ইহাতে দলীপ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি অতিশয় অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার পুত্র পিতার হইয়া মহারাণীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর পারিনগরের এক হোটেলে সন্ন্যাসরোগে দলীপের মৃত্যু হয়। ২৯এ তারিখে তাঁহার মৃত দেহ এল্‌ভেডন প্রাসাদে আনীত ও সমাহিত হইল।

দলীমৃগ (পুং) বিলেশয়শ্রেণীস্থ প্রাণিবিশেষ।

দলেগন্ধি (পুং) দলে গন্ধো যস্য, সমাসান্ত ইৎ, সপ্তম্যা অলুক্। সপ্তপর্ণীবৃক্ষ, ছেতেন গাছ।

দলোদ্ভব (ত্রি) দলাদুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্। দলজাত মধুভেদ। "ছর্দ্দিমেহপ্রশমনং মধু রুক্ষং দলোদ্ভবং।" (সুশ্রুত) এই মধু ছর্দ্দি ও মেহনাশক।

দল্ভ (পুং) দলতি বিশীর্ণভবত্যনেন দল-ভ (দৃদলিভ্যাং ভঃ। উণ্ ৩।১৫১) ১ প্রতারণা। ২ পাপ। ৩ চক্র। ৪ মুনিভেদ।

দল্ভ্য [দাল্ভ্য দেখ]।

দল্মি (পুং) দলতি বিদারয়তি অসুরানিতি দল-মি (দল্মিঃ। উণ্ ৪।৪৭)। ১ ইন্দ্র। দলাতেঽনেন। ২ বজ্র।

দল্মিমৎ (ত্রি) দল্মি বিদ্যতে ২স্য দল্মি-মতুপ্। বজ্রযুক্ত।

দল্য (ত্রি) দলস্য অদূরদেশাদি দলবলাদিত্বাৎ য। দলের অদূর দেশাদি, অর্থাৎ সন্নিহিত দেশ।

দব (পুং) দুনোতি পীড়য়তি দু-অচ্। ১ বন। ২ বনাগ্নি। "দৃষ্টা গতা নির্বৃতিমদ্ভ সর্ব্বে গজাদ বার্ত্তা ইব গাদ্যমস্তঃ।" (ভাগ° ৮।৬।১৩)। ৩ অগ্নি। দু-অপ্। ৪ উপতাপ। কোন কোন কোষকার দব শব্দের উপতাপ এই অর্থ করেন।

দবথু (পুং) দু-ভাবে অথুচ্ (ট্বিতোঽথুচ্। উণ্ ৩।৩।৮৯)। ১ পরিতাপ, দুঃখ, উদ্বেগ। দূয়তেঽনেন করণে অথুচ্। ২ চক্ষুরাদি দাহ, চক্ষুর্জ্বালা।

দবদগ্ধক (ক্লী) দবেন দগ্ধং সৎ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। রোহিষ তৃণ। (রাজনি°)

দবদহন (পুং) দাবাগ্নি, বনজাত অগ্নি। "সরঃসবোঽসবো দবদহনদাহব্যতিকরঃ" (উদ্ভট)

দবাগ্নি (পুং) দবানাং বনানাং অগ্নিঃ, বা দব এব অগ্নিঃ। দাবানল।

দবানল (পুং) দবস্য অনলঃ। বনাগ্নি।

দবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন দূরঃ দূর-ইষ্ঠন্, দূর শব্দ স্থানে দবাদেশঃ (স্থূল দূর যুবেতি। পা ৬।৪।১৫৬) সুদূর, অতিশয় দূরবর্ত্তী।

দবীয়স্ (ত্রি) ইদমনয়োরতিশয়েন দূরং দূর-ঈয়সুন্, দূর দূরেত্যাদিনা সাধুঃ। সুদূর।

দশ (ত্রি) দংশয়তি দীপ্যতে দন্শি বাহুলকাৎ কনিন্ নলোপ (দন্শ দংশনে নলোপঃ। উণ্ ১।১৫৬ উজ্জ্বলদত্ত)। সংখ্যাবিশেষ, ১০ সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ।

"দিশোদশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে সহস্রমাহু দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো দশৈরেকা দশ দাশা দর্শাহাঃ॥"
(ভারত ৩।১৩৪।১৭)

দশবাচক শব্দ—হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু, রাবণমস্তক, কৃষ্ণতার তার, দিক্, বিশ্বদেব, অবস্থা, চন্দ্রাশ্ব, পংক্তি। (কবিকল্পলতা)। এই দশন্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

দ্রব্যের দশবিধ গুণক্রিয়া। ১ শৈত্য—ইহাদ্বারা হ্লাদন, স্তম্ভন, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও দাহের উপশম হয়। ২ উষ্ণ—ইহা শৈত্যের বিপরীত, কিন্তু পাচক। ৩ স্নিগ্ধ—স্নেহ ও মার্দ্দিবকর, বলকর এবং বর্ণকর। ৪ রুক্ষ—স্নিগ্ধের বিপরীত, বিশেষতঃ স্তম্ভনকর ও খর। ৫ পিচ্ছিল—জীবনীয়, বলকর, সন্ধানকর, শ্লেষ্মল ও গুরু। ৬ বিশদ—পিচ্ছিলের বিপরীত, ক্লেদশোষক ও রোপণকর। ৭ তীক্ষ্ণ—দাহপাক ও আস্রাবকর। ৮ মৃদু—তীক্ষ্ণের বিপরীত। ৯ গুরু—অবলম্বতা, উপলেপ, বলতৃপ্তি ও পুষ্টিজনক। ১০ লঘু—গুরুর বিপরীত, লেপনকর ও রোপণকর। দ্রব্যের দশবিধ গুণ। ১ দ্রব—ক্লেদকর। ২ সান্দ্র—স্থূল ও বন্ধনকর। ৩ শ্লক্ষ—পিচ্ছিলবৎ। ৪ কর্কশ—বিশদবৎ, সুখানুবন্ধী ও সূক্ষ্ম। ৫ সুগন্ধ—রুচিকর ও মৃদু। ৬ দুর্গন্ধ—সুগন্ধের বিপরীত ও হৃল্লাসক, অরুচিকর, সারক, অনুলোমকারক, মদকর। ৭ ব্যবায়ী—সমুদয় দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে। ৮ বিকাশী—প্রফুল্লতাসম্পাদনপূর্ব্বক ধাতুর বন্ধন শিথিল করে। ৯ আশুকারী—দ্রুতগামী অত এব জলস্থ তৈলবৎ দেহে সত্বরই ব্যাপ্ত হয়। ১০ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাতেও গমন করে। (দ্রব্যগুণদর্পণ)

দশাই, প্রতি মাসের দশ তারিখ।

দশই, গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়ারাজ্য) রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা মধ্যভারতের তোপাবর এজেন্সীর অধীন দশই নামক জায়গীরের প্রধান নগর। আমঝিরা হইতে ১০ মাইল উত্তরে এবং সর্দ্দারপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই জায়গীরের রাজস্ব ২৪০০০৲।

দশক (ক্লী) দশ পরিমাণমস্য কন্। ১ দশসংখ্যা, দশতি।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥" (মনু)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মলক্ষণ। ২ দশগণ্ডা।

দশকণ্ঠ (পুং) দশ কণ্ঠা গলা যস্য। রাবণ।

দশকণ্ঠজিৎ (পুং) দশকণ্ঠং জয়তি জি-ক্বিপ্। রাবণজেতা, রাম।

দশকন্ধর (পুং) দশ-কন্ধরা গ্রীবা যস্য। রাবণ, পৃষোদরাদি সূত্রদ্বারা রলোপ করিলে দশকন্ধ এইরূপ হইবে।

দশকন্ধরজিৎ (পুং) দশকন্ধরং জয়তি জি-ক্বিপ্। রাম।

দশকন্যাতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

দশকর্ম্মজ্ঞ (পুং) দশকর্ম্ম জ্ঞা-ক। দশকর্ম্মের মন্ত্রাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ।

দশকর্ম্মন্ (ক্লী) দশবিধং কর্ম্ম। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারকর্ম্ম। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকরণ, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এই দশটী সংস্কারকার্য্যকে দশবিধ সংস্কার কহে।

দশকর্ম্মপটু (পুং) দশকর্ম্মণি পটুঃ। দশকর্ম্মবিষয়ে পারদর্শী।

দশকর্ম্মপদ্ধতি (স্ত্রী) দশকর্ম্মণাং পদ্ধতিঃ। দশকর্ম্মবিষয়ক পদ্ধতি, যে পুস্তকে দশকর্ম্মের সকল বিবরণ লিখিত আছে, তাহাকে দশকর্ম্মপদ্ধতি কহে। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয় তিনখানি দশকর্ম্মপদ্ধতি আছে। তাহার মধ্যে ভবদেবভট্ট সামবেদীয়, পশুপতিভট্ট যজুর্ব্বেদীয় এবং কালেশি ঋক্‌বেদীয়দিগের দশকর্ম্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে এখন সকল সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

দশকর্ম্মান্বিত (পুং) দশকর্ম্মভিঃ অন্বিতঃ। ১ দশকর্ম্ম দ্বারা যুক্ত, যিনি সকল কার্য্যাদি করেন, তাহাকে দশকর্ম্মান্বিত কহে। ২ দশকর্ম্মাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যিনি দশকর্ম্মবিষয়ক ও অন্যান্য সকলপ্রকার পৌরোহিত্যাদি কার্য্য উত্তমরূপ জানেন, তাহাকে দশকর্ম্মান্বিত কহে।

দশকামজব্যসন (ক্লী) কাম হইতে উৎপন্ন দশ প্রকার ব্যসন। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, প্রমদাসক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ ও মদ্যপান এই দশ প্রকার ব্যসন কামজ। [ব্যসন দেখ।]

দশকিয়া (দেশজ) নামতা প্রভৃতির গণনাঙ্কের পুস্তক, ধারাপাত। ১০ গণ্ডায় ১ দশক।

দশকুমারচরিত (ক্লী) মহাকবি দণ্ডিপ্রণীত গদ্য গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে দশটী রাজকুমারের চরিত বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য ঐ গ্রন্থের নাম দশকুমারচরিত। ইহা অতি আশ্চর্য্য উপন্যাস গ্রন্থ, কবি ইহাতে অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এইগ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, দশকুমারের পূর্ব্বভাগই দণ্ডী প্রণীত, উত্তরার্দ্ধ অন্য কবি কৃত। এই প্রকার কিংবদন্তীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দশকুলবৃক্ষ (পুং) দশগুণিতঃ কুলবৃক্ষঃ। তন্ত্রোক্ত কুলবৃক্ষ দশক, তন্ত্র কথিত দশটী কুলবৃক্ষ।

"শ্লেষ্মাতকঃ করঞ্জশ্চ বিল্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ।
নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্মৃতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

শ্লেষ্মাতক, করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উডুম্বর, ধাত্রী, চিঞ্চা এই দশটী কুলবৃক্ষ। সাধকসকল প্রাতঃকালে উঠিয়া এই দশকুল বৃক্ষকে প্রণাম করিবে।

দশক্ষীর (ক্লী) দশবিধং ক্ষীরং। দশবিধ দুগ্ধ, গো, ছাগী, উষ্ট্রী, মেষী, মহিষী, অশ্বিনী, নারী, হস্তিনী, মৃগী ও গর্দ্দভী, এই দশবিধ জন্তুর ক্ষীরকে দশবিধক্ষীর কহে।

"গব্যমাজন্তথা চৌষ্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চ যৎ।
অশ্বায়াশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করেণূনাং তথৈব চ॥" (সুশ্রুত)

[দুগ্ধ দেখ।]

দশখান (দেশজ) দশখণ্ড।

দশগুণ (ত্রি) দশাবৃত্ত, দশবার।

দশগ্রাম (ক্লী) দশখানি গ্রামযুক্ত পরগণা।

দশগ্রামপতি (পুং) দশানাং গ্রামাণাং পতিঃ, উত্তরপদবিগুস'। দশগ্রামের অধ্যক্ষ, দশগ্রামযুক্ত পরগণার অধীশ্বর। যাহার আজ্ঞায় দশখানি গ্রাম শাসিত হয়, তাহাকে দশগ্রামপতি কহে। ইহার বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে—রাজা রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থ বিভূতি অনুসারে দুই, তিন, দশ, বা শত গ্রামের মধ্যে একদল সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক এক এক অধিনায়কের উপর ঐ ঐ গ্রামের বিচারাদির ভার অর্পণ করিবেন। রাজা প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশগ্রামের একজন, বিংশতিগ্রামের একজন, এবং সহস্রগ্রামের একজন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। গ্রামে

কোনরূপ চৌর্য্যাদি অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার বিচারাদি করিবেন, যদি তিনি করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে দশগ্রামপতির নিকট দিবেন, তিনি তাহার বিচারকার্য্যাদি সমাধা করিবেন। তিনিও যদি অসমর্থ হন, উত্তরোত্তর প্রধান অধিনায়কের নিকট অর্পণ করিবেন। (মনু ৭অ°)। এখন যেরূপ এক একটী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনদণ্ডে শাসিত হয়, পূর্ব্বেও ঐরূপ গ্রামপতি, দশগ্রামপতি প্রভৃতির আজ্ঞাধীনে একটী গ্রাম বা দশটী গ্রাম শাসিত হইত।

দশগ্রামিক (ত্রি) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্য ঠন্। ১ দশগ্রামাধিপ, দশগ্রামের অধিপতি। ২ দশগ্রামাধিপের অদূরদেশাদি।

দশগ্রামিন্ (পুং) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্য ইনি। দশগ্রামের অধিপতি।

"স্বসীমি দদ্যাৎ গ্রামস্তু পদং বা যত্র গচ্ছতি।
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাৎ দশগ্রাম্যথ বা পুনঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৫)

দশগ্রীব (পুং) দশ গ্রীবা অস্য। ১ রাবণ। ২ অসুরবিশেষ। (ভারত বন° ৯ অ°)। ৩ দমঘোষের পুত্র ভেদ, শিশুপালের ভ্রাতা। ৪ একাদশ মন্বন্তরে ইন্দ্রের শত্রুভেদ, এবং ইহার অপর আর এক নাম বৃষ। (গরুড়পু° ৬৭ অ°)

দশজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহার দশ সহস্র পুত্র হইয়াছিল। (ভারত আ° ১ অ°)

দশৎ (স্ত্রী) দশ পরিমাণমস্য অতি। দশবর্গ, দশক, দশসংখ্যা।

দশতয় (ত্রি) দশ অবয়বা যস্য, দশানাং অবয়বা বা সংখ্যায়াঃ অবয়বে তয়প্। ১ দশসংখ্যা। ২ দশসংখ্যান্বিত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "তদেকমেব জাতবেদসং পাবকং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে।" (নিরুক্ত)

দশতি (স্ত্রী) দশাবৃত্তা দশ নিপাতনাৎ সাধুঃ। শতসংখ্যা, দশাবৃত্তদশক। "কালেন মহতা কক্রুতানাং দশতীর্দশঃ। জনয়ামাস বিপ্রেন্দ্র যে চাণ্ডে বিনতা তথা॥" (ভারত ১।১৬।১৩) 'দশাবৃত্তা দশ দশতিঃ যথা দশাবৃত্তা দশ দশতিঃ শতমিত্যর্থঃ।' (নীলকণ্ঠ)

দশদশিন্ (ত্রি) দশাবৃত্তা দশ পরিমাণমস্য ডিনি। শতগুণিত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দশদিক্‌পাল (পুং) দশদিশঃ পালয়তি, পাল-অচ্। দশদিকের অধীশ্বর, এই সকল দেবগণ পূর্ব্বাদিক্রমে দশদিক্ পালন করেন—ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্ পালক, অগ্নি অগ্নিকোণ, যম দক্ষিণ দিক্, নির্ঋতি নৈর্ঋতকোণ, বরুণ পশ্চিমদিক্, মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক্, ঈশ ঈশানকোণ, ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিক্ এবং অনন্ত অধোদিক্‌পালক। উক্ত এই দশ দেবতা দশদিকের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। যে কোন পূজা করিতে হইলে এই ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিতে হয়।

দশদিক্ [শ্] (স্ত্রী) পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ। যথা—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, অধঃ ও ঊর্দ্ধ, এই দশটী দিক্।

দশধা (অব্য) দশানাং প্রকারঃ। দশ-ধা (সংখ্যায়াং বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২) দশপ্রকার, দশবার।

"সর্ব্বং বা রিক্থ জাতন্তু দশধা পরিকল্প্য চ।" (মনু ৯।১৫২)

দশন্ (ত্রি) দন্‌শ বাহু° কনিন্। সংখ্যাবিশেষ, ১০, দশ সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ। ২ দশসংখ্যাযুক্ত। [দশ দেখ।]

দশন (ক্লী) দশ্যতে হনেন শরীরং দন্‌শ করণে ল্যুট্ দশ দশেতি নির্দ্দেশাৎ কচিৎ কিত্যপি ন লোপঃ। ১ কবচ। (পুং) ২ শিখর। ৩ দন্ত।

"উবাচ বাগ্মী দশনপ্রভাভিঃ সংবর্দ্ধিতোরঃস্থলতারহারঃ।"
(রঘু ৫।৫২)

দশনচ্ছদ (পুং) দশনান্ দন্তান্ ছাদয়তি ছাদি ঘঞ্ হ্রস্বঃ। ওষ্ঠ।

দশনপদ (ক্লী) দশনস্য দশনক্ষতস্য পদং। দশনক্ষত স্থান, যে স্থলে দন্ত ক্ষত করা যায়।

"দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং।"
(গীতগোবিন্দ)

দশনবাসস্ (ক্লী) দশনানাং বাসইব আচ্ছাদকত্বাৎ। ওষ্ঠ, ঠোঁট।

দশনবীজ (পুং) দশন ইব বীজমস্য। দাড়িম্ববৃক্ষ। (পারস্করনি°)

দশনাংশু (পুং) দশনস্য অংশুঃ ৬তৎ। দশনজ্যোতিঃ, দন্তরুচি, দন্তশোভা।

দশনাঙ্ক (পুং) দশনস্য দশনক্ষতস্য অঙ্কঃ। দশনক্ষত, দশনাঘাত চিহ্ন, দাঁত বসানর দাগ।

দশনাঢ্যা (স্ত্রী) দশনৈঃ আঢ্যো যস্যাঃ, এতৎ সেবনেন হি দন্তস্য দার্ঢ্যাৎ অস্য তথাত্বং। চুক্রিকা, চুকাপালঙ্ শাক, টকপালঙ্ শাক।

দশনামী, অদ্বৈতবাদপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই চারিশিষ্যের আবার প্রত্যেকের শিষ্য ছিল। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই শিষ্য বন ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন শিষ্য—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর

এবং তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। এই দশজন হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হইয়াছে।

"ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥
আরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল॥
বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥
বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণং।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্বরজ্ঞানবশোনিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যোহি সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরিনামা স উচ্যতে॥"

(প্রাণতোষিণী—অবধূতপ্রকরণ।)

যিনি তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট, ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে তত্ত্বার্থভাবে স্নান করেন, তিনি তীর্থ নামে অভিহিত। যিনি আশ্রম গ্রহণে সমর্থ এবং কামনাবিবর্জিত হইয়া জন্ম ও মৃত্যু হইতে নির্ম্মুক্ত হন, তাঁহার নাম আশ্রম। যিনি কামনাপরিশূন্য হইয়া রমণীয় নির্ঝর সন্নিহিত বনে বাস করেন, তাঁহার নাম বন। যিনি আরণ্য ব্রত গ্রহণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ-দায়ক বনে চিরকাল বাস করেন, তাঁহাকে অরণ্য বলে। যিনি সর্ব্বদা গিরিমধ্যে বাস করেন, গীতাভ্যাসে কুশল, অবিচলিত বুদ্ধি ও গম্ভীর, তিনি গিরি নামে খ্যাত। যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করেন, ধ্যান ও ধারণ করিতে সমর্থ এবং সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পর্ব্বত নামে অভিহিত। যিনি সাগর সদৃশ গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করেন, ফলমূলাদি আহার করেন এবং আত্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তাঁহাকে সাগর বলে। যিনি সর্ব্বদা স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসার সাগরমধ্যে সারজ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাকে সরস্বতী বলে। যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার ত্যাগ করেন ও দুঃখভার জানেন না, তাঁহার নাম ভারতী। যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ, পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত এবং সর্ব্বদা পরব্রহ্মে নিরত, তিনিই পুরি।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠে, তাঁহার উক্ত দশজন প্রশিষ্যের শিষ্যপরম্পরা চলিতেছে, তন্মধ্যে পুরি, ভারতী ও সরস্বতীর শিষ্যেরা শৃঙ্গগিরির মঠে, তীর্থ ও আশ্রমের শিষ্যেরা শারদামঠে, বন ও অরণ্যের শিষ্যেরা গোবর্দ্ধন মঠে এবং গিরি, পর্ব্বত ও সাগরের শিষ্যেরা জোষীমঠের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেকগুলি আখড়া নামে ক্ষুদ্র মঠ আছে। প্রত্যেক দশনামী উক্ত মঠ চতুষ্টয়ের কোন না কোনটীর অন্তর্গত।

প্রত্যেক মঠের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ আছে, তাঁহাকে মহন্ত বলে। প্রত্যেক মহন্তই তাঁহার অধীনস্থ মঠ ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

দশনামীদিগের মধ্যে অরণ্য-সম্প্রদায় একরূপ দেখা যায় না বলিলেই হয়। সাগর ও পর্ব্বত সম্প্রদায়ও অতি অল্প।

দশনামীরা নির্গুণ উপাসক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অনেকেই প্রথমে শিবমন্ত্র গ্রহণ ও শিবস্তোত্র পাঠ করেন। ইহাদের কতকগুলি লোক বাস্তবিক নির্গুণ উপাসক বা আত্মজ্ঞানী।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের অনেকেই স্বধর্ম্মোচিত নিয়ম প্রতিপালন করেন না। ইহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যে, তীর্থভ্রমণ ও গঞ্জিকা-সেবন ভিন্ন ইহাদের আর কোন কাজ নাই। বেদান্তের তত্ত্বানুশীলনই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম; কিন্তু ইহারা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন। অনেকে আবার বুজরুকি দেখাইতেও চেষ্টা করেন। ইহারা ভিক্ষোপজীবী হইলেও ইহাদের কেহ কেহ বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত, গ্রন্থকার ও অধ্যবসায়শীল পর্য্যটক দেখা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের জীবনীবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার কৃত সূত্রভাষ্য প্রভৃতির টীকা প্রস্তুত করেন। সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকরণান্তর বেদভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং বিদ্যারণ্যস্বামী নামে খ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের অনেকে এখনও সেতুবন্ধ, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কৈলাস পর্ব্বত ও মানস-সরোবর, এমন কি বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পুরাণপুরি তিব্বত ও রুষিয়ায় গিয়াছিলেন।

ইহারা কৌপীন ধারণ করেন, ইহাদের মৃত্যু হইলে শব

দাহ করা হয় না, হয় নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, না হয় মৃত্তিকাতে প্রোথিত করা হয়। কাশী মির্জ্জাপুর অঞ্চলে প্রস্তরপেটিকা স্থাপিত করিয়া সমাধি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি নামধারণ করেন। [সন্ন্যাসী ও দণ্ডী দেখ।]

দশনোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ১ নিশ্বাস। দশনেন উচ্ছিষ্টঃ। ২ অধর চুম্বন।

"রেবতী দশনোচ্ছিষ্টপরিপূতপুটে দৃশৌ।" (মাঘ ২ স°)

৩ দন্তোচ্ছিষ্ট, দন্তত্যক্ত।

দশপ (পুং) দশ গ্রামান্ পাতি রক্ষতি পা-ক। দশগ্রামরক্ষক, রাজনিযুক্ত পুরুষভেদ। যে রাজপুরুষের উপর দশখানি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে, তাহাকে দশপ বা দশগ্রামপতি কহে। রাজা কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ, বিংশতি বা শত গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন।

দশপঞ্চতপস্ (পুং) দশসু ইন্দ্রিয়েষু পঞ্চসু বহ্নিষু তপো যস্য। ইন্দ্রিয়জয়পূর্ব্বক পঞ্চাগ্নিতপশ্চারী, যাহারা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় জয় করিয়া পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপ আচরণ করেন।

"অব্‌ভক্ষো বায়ুভক্ষশ্চ দন্তোলূখলিক স্তথা।
অশ্মকুট্টো নিরশনঃ দশপঞ্চতপাশ্চ যে॥" (হরিবংশ ৪৫ অ°)

দশপারমিতাধর (পুং) দশ পারমিতা ধরো যেন। বুদ্ধ। (হেম°)

দশপাল্লা, উড়িষ্যার করদমহলগুলির মধ্যে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার উত্তরে অঙ্গুল রাজ্য, নরসিংহপুর রাজ্য ও মহানদী, দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গুমসর রাজ্য, পূর্ব্বে খণ্ডপাড়া ও নয়াগড় রাজ্য এবং পশ্চিমে বোদ রাজ্য। এই ক্ষুদ্র রাজ্য পর্ব্বতময়। ইহার প্রধান পর্ব্বতের নাম গোয়ালদেশ, ২৫০৬ ফিট্ উচ্চ। প্রধান নগরের নাম দশপাল্লা।

এই সহরে প্রায় ৪২ হাজার লোকের বাস। হিন্দু এবং অসভ্য নিবাসীর মধ্যে কন্দজাতির সংখ্যাই বেশী। রাজার আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ১৫০৲ টাকা কর দিতে হয়। এই রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত। মহানদীর দক্ষিণ-খণ্ডকে দশপাল্লা আর মহানদীর উত্তরখণ্ডকে যুহুম বা জোরেমুহা বলে। শেষ অংশ জয় করিয়া দশপাল্লা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অংশ পূর্ব্বে অঙ্গুলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এখানকার রাজবংশ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, উপাধি ভঞ্জ, রাজচিহ্ন ময়ূর। বোদরাজ্যের রাজার এক পুত্র ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য স্থাপন করেন। ময়ূরভঞ্জের রাজার ন্যায় এই বংশের আদিপুরুষ ময়ূরডিম্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমানকালে এই রাজার ৫২১ সৈন্য ও ২৭৯ জন পুলিস প্রহরী আছে। রাজার নিজ স্থাপিত একটী বিদ্যালয় আছে। [ময়ূরভঞ্জ ও বোদ দেখ।]

দশপিণ্ড (পুং) মৃত্যুর পর যে দশটী পিণ্ড দেওয়া হয়।

দশপুর (ক্লী) দশ দিশঃ পিপর্ত্তীতি পৄ-ক। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক, কেউটে মুথা। ২ দশ পুরো যত্র। দেশবিশেষ, এই দেশ মালব দেশের অন্তর্গত, বর্ত্তমান নাম মন্দশোর।

"পাত্রীকুর্ব্বন্দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্।" (মেঘদূত ৪৯)

দশপুরুষ (পুং) দশগুণিতঃ পুরুষঃ। স্বজনকাবধি পুরুষদশক, আপনাকে ধরিয়া দশপুরুষ। "যে মাতৃতঃ পিতৃতশ্চ দশপুরুষং সমনুষ্ঠিতা বিদ্যাতপোভ্যাং পুণ্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৩।২০)

দশপূর (ক্লী) দশ দিশঃ পূরয়তি পূর-অণ্। দশপুর, নগর বিশেষ। [দশপুর দেখ।]

দশপূর্ব্বরথ (পুং) দশপূর্ব্বঃ রথঃ যস্য। দশরথ।

দশপেয় (পুং) দশভিঃ পুরুষৈশ্চ সমং পেয়ং যত্র। যজ্ঞভেদ।

"সংস্থপেষ্টিভিশ্চরিত্বা দশপেয়েন যজেত" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৩।১৭)

'দশপেয়ো নাম ক্রতুঃ।' (নারায়ণ)

দশবল (পুং) দশবলানি যস্য। বুদ্ধ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান বুদ্ধের এই দশটী বল ছিল এই জন্য দশবল এই নাম হইয়াছে।

"দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশ বুদ্ধবলানি বৈ॥" (বৌদ্ধশাস্ত্র)

দশবাহু (স্ত্রী) দশ বাহবো যস্যাঃ। দশভুজা, দুর্গা। (ত্রি) দশবাহুযুক্ত।

দশবাহুচণ্ডী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Pardanthus Chinensis)

দশভুজা (স্ত্রী) দশ ভুজা বাহবো যস্যাঃ। দুর্গা, ত্রেতাযুগে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত মহামায়া দশভুজা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং দেবী নিজেই দৈত্যদিগকে নাশ করিয়াছিলেন।

"ইতিবৃত্তং পুরাকল্পে মনো স্বায়ম্ভুবে হন্তরে।
আবির্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ॥"

(কালিকাপু° ৫৯ অ°) [দুর্গা দেখ।] (ত্রি) দশবাহুবিশিষ্ট।

দশভূমিগ (পুং) দশসু ভূমিষু দানাদিবলেষু গচ্ছতীতি গম-ড। বুদ্ধ।

দশভূমীশ (পুং) দশসু ভূমিষু দানাদিষু উচ্চৈ প্রভবতি ঈশ-অচ্। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড)

দশম (ত্রি) দশানাং পূরণঃ পূরণে ডট্, ততো নান্তত্বাৎ মট্ (নান্তাদসংখ্যাদের্মট্। পা ৫।২।৪৯) দশসংখ্যার পূরণ।

"দশমস্তমসি" (বেদান্তপরি°) তুমিই দশম, অর্থাৎ দশের পূরণ।

দশমভাব (পুং) জন্মলগ্নাংশবিশেষ। তথাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে দশম ভাব, অর্থাৎ জন্মলগ্নাংশ রাশিচক্রের দশম ভাব, লগ্ন অবধি ব্যয় পর্য্যন্ত দ্বাদশটী রাশির তনু প্রভৃতি দ্বাদশটী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে দশম গৃহে মান, আজ্ঞা এবং কর্ম্মবিষয়ক শুভাশুভ চিন্তা করিবে। এই দশম স্থানে যদি শুভগ্রহাদি থাকে, তাহা হইলে শুভ এবং অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ হইবে। তনু প্রভৃতি ভাবের স্ফুটগণনা ব্যতীত ফলাফল প্রায় ঠিক হয় না। [দ্বাদশভাব দেখ।]

দশমহাবিদ্যা (স্ত্রী) শাক্তগণের উপাস্য দশ ইষ্টদেবমূর্ত্তি। চামুণ্ডাতন্ত্রের মতে—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা নামেও খ্যাত।

এই দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস,—সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন, তাহাতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্ত্তি দেখাইয়া শিবের ভয়োৎপাদন করেন, তাহাতে ভোলানাথ ভীত হইয়া পলাইতে উদ্যত হন, কিন্তু মহামায়া দশ দিকে দশ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। যে দশ মূর্ত্তিতে মহামায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই দশমহাবিদ্যা। মহাভাগবতপুরাণে এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

সত্যুবাচ।

সহস্রং বদ দেবেশ তথাপি পিতুরালয়ে।
গমিষ্যামি মহাযজ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছুরহং প্রভো॥
ময়ি তত্র গতায়াং স সম্মানং কুরুতে যদি।
তদোক্ত্বা পিতরং তুভ্যং দাপয়িষ্যতি চাহুতিম্॥
মমাগ্রে যদি তে নিন্দাং করোত্যার্ত্তিবিমূঢ়ধীঃ।
তদা তস্য মহাযজ্ঞং নাশয়ামি ন সংশয়ঃ॥

শিব উবাচ।

ন তত্র গমনং যুক্তং কদাচিদপি তে সতি।
বিনাপমানং সম্মানং তত্র তে ন ভবিষ্যতি॥
মন্নিন্দনমসহ্যন্তে করিষ্যতি পিতা তব।
প্রাণান্ হাস্যতি তচ্ছ্রুত্বা তত কিং ত্বং করিষ্যতি॥

সত্যুবাচ।

যাস্যাম্যেব মহাদেব সত্যং মৎপিতুরালয়ে।
ত্বমাজ্ঞাপয় বা মা বা সত্যং সত্যং বদামি তে॥

শিব উবাচ।

মন্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য পুনঃ পুনঃ কিং
ব্রবীষি গন্তুং পিতুরালয়ে চ।
প্রয়োজনং তত্র কিমস্তি তে সতি
ব্রূহি স্ফুটং তৎ কথমেতদুত্তমম্॥
অসম্মানং ভবং যেষাং বিদ্যতে ন দুরাত্মনাম্।
তএব তত্র গচ্ছন্তি যত্র সম্মানভাবনা॥
মাদৃশৈঃ কদাচিন্নো গচ্ছেদপূজকগৃহে সতি।
অপূজকস্য বা পূজা ন সা পূজেতি ভণ্যতে॥
মন্নিন্দনক্রতৌ মেনে প্রীতিস্তে জায়তে সতি।
মন্নিন্দকগৃহে কস্মাদন্যথা গন্তুমিচ্ছসি॥

সত্যুবাচ।

ত্বন্নিন্দনক্রতৌ শম্ভো ন প্রীতি র্জায়তে মম।
তচ্ছ্রোতু মিচ্ছুর্নো বাপি তত্র গন্তুং সমুৎসহে॥
যদৈব ত্বাং পরিত্যজ্য সর্ব্বানাহূয় দৈবতান্।
সমারভন্মহাযজ্ঞমসম্মানং তদৈব হি॥
জাতং তব ত্বমেতত্তু ন সমালোকসে প্রভো।
যজ্ঞেবং স মহাযজ্ঞ সম্পাদয়তি মৎ পিতা॥
ত্বামনাদৃত্য দর্পেণ তদা তে কাপি মো জনঃ।
আহুতিং শ্রদ্ধয়োপেতং সম্প্রদাস্যতি ভূতলে॥
তদহং তত্র যাস্যামি ত্বমাজ্ঞাপয় বা নবা।
প্রাপ্স্যামি যজ্ঞভাগং বা নাশয়িষ্যামি বা মখং॥

শিব উবাচ।

অবারিতাসি দেবি ত্বং যথেচ্ছং কুরু সর্ব্বথা।
অপকর্ম্ম স্বয়ং কৃত্বা পরং দূষয়তে কুধীঃ॥
জানামি বাগবহির্ভূতাং ত্বামহং দক্ষকন্যকে।
যথারুচি কুরু ত্বঞ্চ মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে॥
এবমুক্তা মহেশেন তদা দাক্ষায়ণী সতী।
চিন্তয়ামাস সংক্রুদ্ধা ক্ষণমারক্তলোচনা॥
সংপ্রার্থ্য মামনুপ্রাপ্য পত্নীভাবেন শঙ্করঃ।
মামবজ্ঞায় বচনং ভাষতে হন্তি সুদারুণম্॥
ত্যক্ষ্যেনমপি দর্পিষ্টং পিতরঞ্চ প্রজাপতিম্।
সংহারামি কিয়ৎকালং স্বস্থানং নিজ লীলয়া॥
ততশ্চ প্রার্থিতানেন ভূত্বা হিমবতঃ সুতা।
শম্ভোঃ পত্নী ভবিষ্যামি ভূয়োঽহং স্বয়মেব হি॥

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা ক্ষণং দাক্ষায়ণী মুনে।
ভয়ানকৈস্ত্রিভির্নেত্রৈ র্মোহয়ামাস শঙ্করম্॥
শম্ভুঃ সমীক্ষ্য তাং দেবীং ক্রোধবিস্ফুরিতাধরাম্।
কালাগ্নিতুল্যনয়নাং শুষ্কাঙ্গঃ সমভূন্মুনে॥
এবং সমীক্ষ্যমানা সা শম্ভুনা ভীতচেতসা।
সহসা ভীমদংষ্ট্রাস্যা সাট্টহাসং সদাকরোৎ॥
তন্নিশম্য মহাদেবো মহাভীতো বিমুগ্ধবৎ।
কষ্টেনোন্মীল্য নেত্রাণি তাং দদর্শ ভয়ানকাং॥
এবং সমীক্ষ্যমানা সা সহসা তেন নারদ।
ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং প্রাসীৎ কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভা॥
দিগম্বরা গলৎকেশা লোলজিহ্বা চতুর্ভুজা।
কামানলসলসদ্দেহা স্বেদাক্তভুরুবৎপা॥
মহাভীমা ঘোররাবা মুণ্ডমালা-বিরাজিতা।
উদ্যৎ প্রচণ্ডকোট্যাভা চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশকিরীটোজ্জ্বলমস্তকা॥
এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং
জাজ্বল্যমানং নিজ তেজসা সতী।
কৃত্বাট্টহাসং সহসা মহাস্বনং
সোত্তিষ্ঠমানা বিররাজ তৎপুরঃ॥
তথাবিধাকারবতীং নিরীক্ষ্য তাং
বিহায় ধৈর্য্যং স মহেশ্বর স্তদা।
চকার বুদ্ধিং প্রপলায়নে ভয়াৎ
সমভ্যধাবচ্চ দিশোতি মূঢ়বৎ॥
তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্য সা
দাক্ষায়ণী বারয়িতুং পুনঃ পুনঃ।
চকার মাভৈরিতি শব্দমুচ্চকৈঃ
সাট্টাট্টহাসং সুমহাভয়ানকম্॥
নিশম্য তদ্বাক্যমতীব সংভয়াৎ
তস্থৌ ন শম্ভুঃ ক্ষণমপ্যমুত্র বৈ।
দিগন্তমাগন্তুমতীব বেগতঃ
সমভ্যধাবদ্ভয়বিহ্বল স্তদা॥
এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াতিভূতকং
দয়ান্বিতা তৎপ্রতিবারণেচ্ছয়া।
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষণমাত্র মধ্যতঃ
স্থিতা চ ভূত্বা দশমূর্ত্তয় স্তদা॥
সন্ধাবমানো গিরিশোতি বেগতঃ
প্রাপ্নোতি যাং যাং দিশমেব তত্র তাং।
ভয়ানকাং বীক্ষ্য ভয়েন বিদ্রুতো
দিশং তথান্যাং প্রতি চাভ্যধাবত॥

ন প্রাপ্য শম্ভুস্ত ভয়ান্বিতো দিশং
তত্রৈব সংমুদ্রিতচক্ষুরাস্থিতঃ।
উন্মীল্য নেত্রাণি দদর্শ তাং পুরঃ
শ্যামালসৎপঙ্কজসন্নিভাননাম্॥
হসন্মুখীং পীনপয়োধরদ্বয়াং
দিগম্বরাং ভীমবিশাললোচনাম্।
বিমুক্তকেশীং রবিকোটিসন্নিভাং
চতুর্ভুজাং দক্ষিণসংমুখস্থিতাম্॥
এবং বিলোক্য তাং শম্ভুর্মহাভীত ইবাব্রবীৎ।
কা ত্বং শ্যামা সতী কুত্র গতা মৎপ্রাণবল্লভা॥

সত্যুবাচ।

ন পশ্যসি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাং।
কথং তবেদৃশী বুদ্ধিঃ কিং মাং ত্বং লক্ষ্যসেঽন্যথা॥

শিব উবাচ।

ত্বং সা যদি সতী দক্ষকন্যা মৎপ্রাণবল্লভা।
কথং তদা কৃষ্ণবর্ণা কথং বা ভূর্ভয়প্রদা॥
সর্ব্বাসু দিক্ষু এতাঃ কা দেব্যোতিভয়দায়িকাঃ।
ত্বমাসাং কতমা দেবি বদ মাং ভয়বিহ্বলং॥

সত্যুবাচ।

অহন্ত প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অভবংস্তবনিতায়ৈ স্বদর্থে গৌরদেহিকা॥
ত্বামেব লিপ্সুঃ পুরুষং প্রাক্স্বীকৃতবশাচ্ছিব।
সাহং পিতুর্মহাযজ্ঞবিনাশায় ভয়ানকা॥
অভবংস্ত্বম্ভ মা ভীতিং কুরু মত্তো মহেশ্বর।
দশ দিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্ত্তয়ঃ॥
সর্ব্বা মমৈব মা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে।
ত্বং মৎপ্রাণসমো ভর্ত্তা তবাহং বনিতা সতী॥
ত্বাং দৃষ্ট্বাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশো ভয়াৎ।
পরিবার্য্য দিশঃ সর্ব্বা স্তবাহং দশধা স্থিতা।

শিব উবাচ।

ত্বং মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্বামজ্ঞাত্বা মোহামোহাত্তবাপ্রিয়তমং বচঃ॥
ময়োক্তং তন্মহাদেবি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি।
মহাভয়ানকা এতা মূর্ত্তয়স্তব যাঃ শিবে॥
আসাং নামানি মে ব্রুহি প্রত্যেকং ভীমলোচনে।

দেব্যুবাচ।

এতা সর্ব্বাঃ মহাদেব মহাবিদ্যাসমপ্রভাঃ।
আসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু তানি মহেশ্বরঃ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নামান্যাসাং বৈ শিবে।
শিব উবাচ।
কস্তাঃ কিন্নাম দেবিত্বং বিশেষ্য চ পৃথক্ পৃথক্।
কথয়স্ব জগদ্ধাত্রি সুপ্রসন্নাসি মে যদি ॥
দেব্যুবাচ।
যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা।
শ্যামবর্ণা তু যা দেবী স্বয়মূর্দ্ধে ব্যবস্থিতা ॥
সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিণী।
দক্ষে সব্যেতরেয়ং যা বিশীর্ষাতিভয়প্রদা ॥
ইয়ং দেবী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে।
বামেতরেয়ং যা দেবী সেয়ং তু ভুবনেশ্বরী ॥
পৃষ্ঠতস্তবদেব্যেষা বগলা শত্রুসূদনী।
বহ্নিকোণেতরেয়ং যা বিধবারূপধারিণী ॥
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
নৈঋ্ত্যাস্তরে যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ॥
বায়ৌ যা তু মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গনামিকা।
ঐশান্যাং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥
অহন্তু ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা ত্বং ভয়ং কুরু।
এতাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্ত্তয়ো বহু মূর্ত্তিষু ॥
ভক্ত্যা সংভজতাং নিত্যাং চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িন্যঃ সাধকানাং মহেশ্বরঃ ॥
মারণোচ্চাটনক্ষোভমোহনদ্রাবণানি চ।
বশ্যস্তম্ভনবিদ্বেষাদ্যাভিপ্রেতানি কুর্ব্বতে ॥
ইমাং সর্ব্বা গোপনীয়া ন প্রকাশ্যা কদাচন।
আসাং মন্ত্রং তথা যন্ত্রং পূজাহোমবিধিং তথা ॥
পুরশ্চর্য্যা বিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা।
আচারনিয়মঞ্চাপি সাধকানাং মহেশ্বর ॥
তদেবাগমশাস্ত্রন্তু লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি।
অহং তব প্রিয়তমা ত্বঞ্চ মে হৃতিপ্রিয়পতিঃ ॥
পিতুঃ প্রজাপতের্দর্পনাশায়াশু ব্রজাম্যহম্।
ক্ষমাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বং ন গচ্ছসি চেদ্যদি ॥
ইতি দেব মমাভীষ্টং ত্বয়ৈবানুগতাপ্যহম্ ॥
গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতুর্দক্ষ প্রজাপতেঃ।
ইতি তস্য বচ শ্রুত্বা মহাভীত ইব স্থিতঃ ॥
প্রোবাচ বচনং শম্ভুঃ কালীং ভীমাং বিলোচনাং ॥
জানে ত্বাং পরমেশানি পূর্ণাং প্রকৃতিমুত্তমাম্।
অজ্ঞানতো মহামোহাদ্যদুক্তং ক্ষন্তু মর্হসি ॥
ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সর্ব্বভূতেষবস্থিতা।
স্বতন্ত্রা পরমাশক্তিঃ কস্তে বিধিনিষেধকঃ ॥
যদ্যেতদমিষ্যসি শিবে দক্ষযজ্ঞবিনাশনে।
কামে শক্তিস্বাং নিষেদ্ধুং কথং জানামি বা কয়ঃ।
যচ্চোক্তমতিমোহেন মষেত্থামং পতিং তব।
তৎক্ষমস্ব মহেশানি যথারুচি তথা কুরু।
এবমুক্তা মহেশেন তদা সা জগদম্বিকা ॥
ঈষৎসহাস্যবদনা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
ত্বং তিষ্ঠ সর্ব্বপ্রমথৈ রত্র দেব মহেশ্বর ॥
যাম্যহং মৎপিতুর্গৃহে সাম্প্রতং যজ্ঞদর্শনে।
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবং ভায়াপূর্ব্বব্যবস্থিতা ॥
একরূপা সমভবৎ সহসা তত্র নারদ।
অন্যাশ্চ মূর্তয়শ্চাষ্টৌ সহসান্তর্হিতা তদা ॥
অথ শম্ভুঃ সমালোক্য গন্তুমিচ্ছুং সুরেশ্বরীং ॥
প্রমথানাহ ভগবান্ রথমানয় চোত্তমম্।
যুতাক্ষাযুতসিংহেন রত্নজালবিরাজিতম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং।
রথং সমানয়ৎ সিংহৈরযুতৈর্ষুক্তমাশুগৈঃ ॥
তাং সমারোপয়ামাস প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং।
তস্মিন্ রথে স্থিতা কালী বিহ্বলা ভীমরূপিণী ॥"

(মহাভাগবত ৮ম অং)

মহাভাগবতপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে এইরূপে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের পরিচয় দিয়াছেন—

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥

লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সমুখ ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্প বান্ধা ঊর্দ্ধ একজটা বিভূষণা ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গাকাত্তি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥
দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্রপঞ্চ।
পঞ্চপ্রেত-নিরমিত্ত বসিবার মঞ্চ ॥ ৩ ॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা ॥
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥
দেবী ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা ॥
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥ ৫ ॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত ॥
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে।
তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ॥
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী ॥
নাগযজ্ঞোপবীতমুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধার নিজ মুখে করেন আহার ॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধ চন্দ্র কপাল ফলকে সুশোভন ॥ ৬ ॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পবান্ আর হস্তে কুলা ॥ ৭ ॥
ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা ॥
রত্নগৃহে রত্ন-সিংহাসন-মধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা ॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদগর ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেক অমৃত বরিষে ॥ ১০ ॥
পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈল হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর ॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে ॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে ॥
তিন জনে তোমরা কারণ জলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিছে শুনিলা ॥

তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শব রূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥
লুকাইয়া দশমূর্ত্তি সতী হৈলা সতী।
তারা মূর্ত্তি ছাড়ি হৈলা কালীর মূরতি॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥"

উপরে দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা মহাভাগবতপুরাণ ব্যতীত আর কোন পৌরাণিক বা তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

তন্ত্রে মহাবিদ্যার উৎপত্তি ভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

কুব্জিকাতন্ত্রে ১ম পটলে লিখিত আছে—

"কলৌ কৃষ্ণত্বমাসাদ্য শুক্লাপি নীলরূপিণী।
লীলয়া বাক্‌প্রদাচেতি তেন নীলসরস্বতী॥
তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্ত্তিতা।
ভুবনানাং পালকত্বাদ্ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা॥
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা।
শ্রীদাত্রী চ সদা বিদ্যা শ্রীবিদ্যা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
নির্গুণা চ মহাদেবী ষোড়শী পরিকীর্ত্তিতা।
ভৈরবী দুঃখসংহর্ত্রী যমদুঃখবিনাশিনী॥
কালভৈরবভার্য্যা চ ভৈরবী পরিকীর্ত্তিতা।
ত্রিশক্তি কালদা দেবী ছিন্না চৈব সুরেশ্বরি॥
ত্রিগুণা চ মহাদেবী মোহিনী মোক্ষদা ধ্রুবং।
ধূমাবতী মহামায়া ধূম্রাসুরনিসূদনী॥
ধূমরূপা মহাদেবী চতুর্বর্গপ্রদায়িনী।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতামুপকারিণী॥
বকারে বারুণী দেবী গকারে সিদ্ধিদা স্মৃতা।
লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্যা যে প্রকীর্ত্তিতা॥
মাতঙ্গী মদশীলত্বাজ্জম্ভাসুরনাশিনী।
সর্ব্বাপত্তারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্ত্তিতা॥
বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্ত্তিতা।
পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী॥
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মহাদেবী শুক্লা হইলেও কলিতে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া নীলরূপিণী হইয়াছিলেন, অবলীলাক্রমে বাক্‌শক্তি প্রদান করেন। এই জন্ম নীলসরস্বতী নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং ইনি সকল ভূতকে তারণ করেন, এই জন্ম ইহার নাম তারা বা তারিণী। সকল ভুবনকে পালন করেন এই জন্ম ভুবনেশ্বরী নাম হইয়াছে এবং সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী বলিয়াও ভুবনেশী নামে বিখ্যাত। মহাদেবী শ্রীদান করেন বলিয়া শ্রীবিদ্যা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। মহাদেবী ত্রিগুণাতীতা এইজন্ম ইহার নাম ষোড়শী। এই দেবী সকল প্রকার দুঃখ নাশ করেন ও যম-যন্ত্রণা বিদূরিত করেন এবং ভৈরবের ভার্য্যা, এইজন্ম ভৈরবী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই দেবী ত্রিশক্তিরূপিণী, ইহার মস্তক ছিন্না, ইনি মোহিনী ও মোক্ষদায়িনী, এইজন্ম ইহার নাম ছিন্নমস্তা। এই মহামায়া ধূম্রাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণ ধূম্র এবং ইনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন, এইজন্ম ইহার ধূমাবতী নাম হইয়াছে। বকার শব্দে বারুণী দেবী, গ শব্দে সকল প্রকার সিদ্ধিদায়িকা, ল শব্দে পৃথিবী এবং স্বয়ং চৈতন্যরূপিণী, এইজন্ম বগলা নাম হইয়াছে। মহাদেবী অত্যন্ত মদশীলা, তিনি মতঙ্গ অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, এই সকল কারণে তাঁহার নাম মাতঙ্গী হইয়াছে। মহাদেবী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠে বাস করেন, এইজন্ম ইহার নাম কমলা এবং পাতালে অবস্থিতি হেতু লক্ষ্মী নামেও বিখ্যাত। এই দশমহাবিদ্যাও সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হন।

নারদপঞ্চরাত্রে (৩।৫ অঃ) লিখিত আছে—

"দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকবিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষ রাজর্ষিং সতী ত্যক্ত্বা কলেবরং॥
অনুগৃহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা।
কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥"

সতী দক্ষগৃহে উৎপন্ন হইয়া রাজর্ষি দক্ষের প্রতি কুপিত হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন, পরে অনুগ্রহ করিয়া মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে সতী কালী এই নামে বিখ্যাত হন, ইহা সকল শাস্ত্রে বিখ্যাত আছে।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"মহারাত্রিদিনে হ্যস্যাং সর্গস্যাং জাতমেব তৎ।
কালীরূপং মহেশানী সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কং॥"

মহেশ্বরী অবন্তী নগরীতে মহারাত্রি দিনে কালীরূপ হইয়া

ছিলেন, এইজন্য ইহার নাম কালী হইয়াছে। ইনি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী।

নারদপঞ্চরাত্রে (৩।২ অঃ) লিখিত আছে—

"দক্ষগেহে চ যোৎপন্না সতী নাম্নেতি কীর্ত্তিতা।
কৈবল্যদায়িনী যস্মাত্তস্মাদেকজটা স্মৃতা॥
তারকত্বাৎ সদা তারা লীলয়া বাক্‌প্রদা যতঃ।
নীলসরস্বতী প্রোক্তা উগ্রত্বাদুগ্রতারিণী॥
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা।"

যিনি দক্ষগৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সতী, কৈবল্যদায়িনী এই হেতু তাঁহার নাম একজটা। তিনিই সকল ভূতকে তারণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম তারা বা লীলায় বাক্‌দান করেন, এই জন্য নাম নীলসরস্বতী এবং উগ্রত্ব হেতু উগ্রতারিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"কালরাত্রি দিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে।
উগ্রাপত্তারণার্থন্তু উগ্রতারা স্বয়ং কলা॥
মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাখ্যো হ্রদো মহান্।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলসরস্বতী॥
তত্র জপ্যন্ত প্রজপং ত্রিযুগং সমবর্ত্তত।
মহোর্দ্ধবক্ত্রান্নিঃসৃত্য তেজোরাশির্বিনির্গতঃ।
হ্রদে চোলে নিপত্যৈব নীলবর্ণা ভবত্তদা॥"

কালরাত্রি দিনে নিশীথ রাত্রে স্বয়ং উগ্র আপদ্ হইতে তারণ করেন বলিয়া উগ্রতারা নাম হইয়াছে। মেরুর পশ্চিম-কূলে চোলনামে একটী মহাহ্রদ আছে, এই হ্রদে মাতা নীলসরস্বতী স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানে ত্রিযুগ ধরিয়া জপ করিতে থাকেন। ঊর্দ্ধবক্ত্র হইতে তেজো-রাশি চোলহ্রদে নিপতিত হইয়া নীলবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নীলসরস্বতী নামে খ্যাত।

ষোড়শীর উৎপত্তি—নারদপঞ্চরাত্রের মতে—

'ভূয়ঃ শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
যেন কালী মহামায়া সুন্দরীত্বমুপাগতা॥
কৈলাসশিখরে রম্যে বসবাসে চ শঙ্করে।
ইন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্ব্বাপ্সরসো মুদা॥
আগতাস্তা মহাদেবং তুষ্টুবুস্তং মহেশ্বরং।
ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা তাসাং স বৃষভধ্বজঃ।
আভাষ্য প্রকৃষ্টা বাচা করুণামৃতয়া ততঃ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পুরুষত্বাতিরিক্তৈর্হি যুবতো নাত্র সংশয়ঃ।
লীলাং ত্রীচাতিরিক্তৈর্যা তস্মাৎসন্তু কালিকাং।

ইত্যুক্ত্বা তৎপুরং রম্যং বিবেশ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরং পরমেশ্বরীং।
তা অপ্যবাপুঃ পরমাং প্রীতিং পরমদুর্লভাং॥
ততো দেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
এতদ্রূপমপোহায় শুক্লগৌরী ভবাম্যহং।
যস্মাৎ কালীতি কালীতি মহাদেবঃ সমাহ্বয়েৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা অন্তর্দ্ধানং গতা পরা।
মহাদেবোঽপি কালেন গতোঽন্তঃপুরং শিবঃ।
নাপশ্যচ্চ তদা কালীং তস্থৌ তস্মিন্ পুরে হরঃ।
অথ কালে কদাচিত্তু আগতস্তত্র নারদঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ততো দেবাগ্রতো মুনিঃ॥
মহাদেবোঽপি বামেন পাণিনা মুনিসত্তমং।
উপস্পৃশ্য সমাশ্বাস্য চক্রে পুণ্যবতীং কথাং॥
কালেন কিয়তা তত্র কথান্তে মুনিসত্তম।
উবাচ সাদরং বাক্যং প্রণম্য জগদীশ্বরম্॥

নারদ উবাচ।

ক গতা ত্বাং পরিত্যজ্য কালী কালবিনাশিনী।
প্রত্যুবাচ মহাদেবস্তং মুনিং নারদং ততঃ॥
অন্তর্ধানং গতা দেবী মাং হিত্বা মুনিসত্তম॥
ইতি প্রোক্ত্বা বচস্তস্য নারদো হর্ষমাগতঃ।
বিবাদসময়শ্চায়ং মহাকাল্যাশ্চ শূলিনঃ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানমাশ্রিত্য নারদঃ।
দদর্শ তাং মহাকালীং ধ্যানচক্ষুঃ সমাশ্রিতঃ॥
সুমেরোরুত্তরে পার্শ্বে স্থিতা সা পরমেশ্বরী।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা উপতস্থে জগন্ময়ীং॥

দেব্যুবাচ।

বিদূরেণ মদীয়েন কিং করোতি মহেশ্বরঃ।
তত্রৈব কুশলং সর্ব্বং কথয়স্ব মুনীশ্বর॥

নারদ উবাচ।

উদ্যোগং পরমং চক্রে বিবাহার্থং মহেশ্বরঃ।
দেবদেবো গিরিসুতে ত্বং নিবারয় সুব্রতে॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সক্রোধা পরমেশ্বরী।
জাজ্বল্যমানা রক্তাক্ষী রূপযৌবনদর্পিতা॥
যন্মাত্তি ত্রিষু লোকেষু সৌন্দর্য্যমপি কুত্রচিৎ।
দধৌ তত্রৈব ব্যাকুলং সর্ব্বেষামধিকং পরং॥
যত্রাস্তে ভগবান্ দেবো দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
সমাগতা ক্ষণেনৈব তত্র সা পরমেশ্বরী॥
দদর্শ হৃদয়ে শম্ভোঃ স্বচ্ছায়াং পরমেশ্বরী।

উবাচ সা মহাদেবং ক্রোধেন মহতাবৃতা ॥
কৃতঘ্নত্বং মহাদেব ময়া যঃ সময়ঃ কৃতঃ।
ত্বং ত্বং লঙ্ঘিতবান্ দেব কিমর্থং পরমেশ্বর ॥
কৃত্বা বিবাহং হৃদয়ে স্থানং দত্তং ময়া শিব।
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ প্রহস্য পরমেশ্বরঃ।
উবাচ স প্রিয়াং সাধ্বীং প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥

ঈশ্বর উবাচ।

নাহং কৃতঘ্নো কল্যাণি নাহং সময়লঙ্ঘকঃ।
হৃদয়ে মে ত্বয়া দৃষ্টা স্বচ্ছায়া নাত্র সংশয়ঃ।
ধ্যানং কুরু মহাভাগে পশ্য ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা ॥
স্বচ্ছায়া সৈব দেবেশি ততঃ সুস্থাভবৎ পরা।
উবাচ পরমেশানং দেবদেবং মহেশ্বরং।
পরেণ প্রেমভাবেন জগদীশং জগন্ময়ং।
কা চ্ছায়া হৃদি দৃষ্টা সা তন্মে ব্রুহি জগৎপতে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ কালিকাবচনং পরং।
উবাচ প্রেমভাবেন দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

যস্মাত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে।
তস্মাৎ স্বর্গে চ মর্ত্ত্যে চ পাতালেঽত্র পার্ব্বতি ॥
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী।
সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ।
যাং ছায়াং হৃদয়ে মেঽস্য দৃষ্ট্বা ভীতা সুরেশ্বরি ॥
তস্মাৎ সা ত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুরভৈরবী।
যাবস্থা ভগবত্যাশ্চ সুস্থচিত্তা কৃপাময়ী।
ততস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ।
যা চোগ্রতারিণী প্রোক্তা যা চ দিক্‌বাসিনী।
সৈষা ললিতকান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গলচণ্ডিকা।
কৌষিকী দেবদূতী চ যাশ্চান্যামূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
যা খ্যাতা ভুবনেশানী তস্যা ভেদা হ্যনেকধা।
ত্রিপুটা জয়দুর্গা চ বনদুর্গা ত্রিকণ্টকী।
কাত্যায়নী মহিষঘ্নী দুর্গা চ বনদেবতা ॥
গ্রামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণী চ শূলিনী।
গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধা রাধা চ কালিকা ॥
কথিতাশ্চ সমাসেন তাসাং ভেদাশ্চ নারদ।
বিস্তারেণ তু কেনৈব শক্যতে গদিতুং মুনে ॥”

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পরমাশ্চর্য্যজনক ও অতিগোপনীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, যে কারণে মহামায়া কালী সুন্দরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সময়ে শঙ্কর রমণীর কৈলাসশিখরে বাস করিতেছিলেন,' সেই সময় ইন্দ্র মহাদেবকে স্তব করিবার জন্য অপ্সরাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া মহাদেবের স্তব করিয়াছিল। মহাদেব তাহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘পুরুষের অতিথি পুরুষ, স্ত্রীলোকের অতিথি স্ত্রীলোক, এইজন্য তোমরা কালিকার নিকট গমন কর।’ মহাদেব অপ্সরাদিগকে এই কথা বলিয়া রমণীর পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ঐ অপ্সরাগণ পরম-দুর্লভপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাদেব কালীকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন। কালী ইহা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুক্লগৌরী হইয়াছিলেন। মহাদেব নিজেও ‘কালী কালী’ বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া মহামায়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। মহাদেব অন্তঃপুরে যাইয়া কালীকে দেখিতে পাইলেন না, সেই-খানেই অবস্থান করিলেন। কোন সময়ে নারদ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব নারদের গাত্র বাম-হস্তে স্পর্শ করিয়া সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নানাবিধ কথা বলিলেন। নারদ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কাল-বিনাশিনী কালী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া-ছেন?’ মহাদেব বলেন, ‘কালী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।’ নারদ মহাদেবের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি কালী ও মহাদেবের এই বিবাদ চিন্তা করিয়া ধ্যান অবলম্বন করিলেন। তিনি ধ্যানচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সুমেরুর উত্তরপার্শ্বে মহাদেবী অবস্থান করিতে-ছেন। নারদ মহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাদেবী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাদেব আমা ছাড়া হইয়া কেমন আছে, তাঁহার সকল কুশল সংবাদ বল।’ নারদ মহাদেবীকে কহিলেন, ‘হে গিরিসুতে! দেবদেব মহাদেব পরম বিবাহার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে নিবারণ করুন।’ দেবী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তখন দেবী অন্যরূপ ধারণ করিলেন; তিন লোকের কোন স্থলে সেরূপ সৌন্দর্য্য নাই, তিনি যেরূপ সৌন্দর্য্যধারণ করিলেন। অতুলনীয় সেইরূপ ধারণ করিয়া যেখানে ভগবান্ মহেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবী শম্ভুর হৃদয়ে স্বচ্ছায়া দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইয়া মহাদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃতঘ্ন, তুমি আমার সহিত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছ, কি জন্য তাহা লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বিবাহ করিয়া হৃদয়ে আমাকে স্থান দিয়াছ।’ মহাদেব কালীর এই কথা

শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে কল্যাণি, আমি কৃতঘ্ন নহি এবং প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই, আমার হৃদয়ে যাহা দেখিতেছ, তাহা তোমারই ছায়া, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা বরং তুমি ধ্যান অবলম্বন করিয়া দেখিতে পার।' পরে কালী উহা আপনারই ছায়া অবগত হইয়া সুস্থ হইলেন এবং মহাদেবকে কহিলেন, 'ছায়া কে? তাহা আমাকে বলুন।'

মহাদেব এই কথা শুনিয়া কালীকে বলিলেন, 'হে শিবে! তুমি ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ রূপ ধরিয়াছিলে, সেই জন্য স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে সুন্দরী, পঞ্চমী, শ্রীত্রিপুরসুন্দরী বলিয়া খ্যাতি লাভ কর এবং সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া বলিয়া ষোড়শী নামে বিখ্যাত হও। অদ্য আমার হৃদয়ে ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলে, সেই জন্য ইহা তিনলোকে ত্রিপুর-ভৈরবী নামে খ্যাত। ভগবতীর কৃপাময়ী সুস্থচিত্তা যে অবস্থা, তাহাকে ভুবনেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া জানিবে; যিনি উগ্রতারিণী, দিকম্বরবাসিনী, ললিতকান্তা, মঙ্গলচণ্ডিকা, কৌষিকী, দেবদূতী প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। যিনি ভুবনেশ্বরী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার ভেদ অনেক,—ত্রিপুটা, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, ত্রিকণ্টকী, কাত্যায়নী, মহিষঘ্নী, দুর্গা, বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্রপ্রস্তারিণী, শূলিনী, গৃহদেবী, মেধা, রাধা, কালিকা ইত্যাদি তাঁহার ভেদ জানিবে।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি—নারদপঞ্চরাত্রের মতে—

"একদা পার্ব্বতীদেবী স্নানার্থং গতবত্যপি।
সার্দ্ধং সহচরীভ্যাঞ্চ মন্দাকিন্যা জলে মুদা॥
তত্র স্নাত্বা কামবাণপীড়িতা চ জগন্ময়ী।
বভূব কৃষ্ণা সা দেবী জগদানন্দকারিণী॥
অথ কালে কদাচিত্তু তাভ্যাং পৃষ্টা মহেশ্বরী।
দেহি ভক্ষ্যং ক্ষুধার্ত্তাভ্যামাবাভ্যাং পরমেশ্বরী॥
অত্র তে চ প্রদাস্যামি কুরুতাং মে প্রতীক্ষণং।
ক্ষণাদূর্দ্ধং পুনঃ পৃষ্টা দেহি ভক্ষ্যমথাবয়োঃ॥
প্রতীক্ষণং প্রকুরুতাং কিঞ্চিৎ কালং স্মরামি চ।
ক্ষণাৎ পরমূচতুস্তে দেহি ভক্ষ্যমথাবয়োঃ॥
মাতা ত্বং সর্ব্বজগতাং মাতরং প্রার্থয়েচ্ছিশুঃ।
মাতা দদাতি সর্ব্বেষাং ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্॥
অতস্ত্বং প্রার্থয়ে ভক্ষ্যং ভক্ষার্থং করুণাময়ি।
ইতি শ্রুত্বা মহেশানী মধুরং বচনং তয়োঃ॥
গৃহে গত্বা প্রদাস্যামি ইত্যূচে বচনং তয়োঃ।
উচতুস্তে পুনস্তাং বৈ ডাকিনী বর্ণিনী পরে॥
জয়া চ বিজয়া যে তু আবাং ক্ষুৎপরিপীড়িতে।
দেহি ভক্ষ্যং জগন্মাতর্যথা তৃপ্যে কৃপাময়ি॥
তথা কুরু জগন্মাতর্ব্বরদে দেবি বাঞ্ছিতম্।
ইতি শ্রুত্বা বচঃ শ্লক্ষ্ণং কৃপাময়ী শুচিস্মিতা॥
নখাগ্রেণ চ চিচ্ছেদ বামেন স্বশিরস্তদা।
ছিন্নমাত্রন্তু তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ॥
কণ্ঠান্নিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন।
বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে॥
সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে।
এবং কৃত্বা তু তা তত্র গতাঃ সর্ব্বা যথাগতম্॥
ছিন্নং তস্যা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্মৃতা।"

একদিন পার্ব্বতী দেবী সহচরীদিগের সহিত মন্দাকিনীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং এই নদীতে স্নান করিয়া কামাতুর হইলেন। সেই সময়ে জগদানন্দকারিণী দেবী কৃষ্ণা হইয়াছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে সহচরীদ্বয় মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে মহেশ্বরি! আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য প্রদান করুন।' মহেশ্বরী বলিয়াছিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি ভক্ষ্য দিতেছি।' ক্ষণকাল অতীত হইলে আবার তাহারা ক্ষুধার বিষয় জানাইল। তখন জগন্মাতা তাহাদিগকে কহিলেন, 'কিছুকাল অপেক্ষা কর, ভক্ষ্য দিতেছি।' পরে কিছুকাল অতীত হইলে তাহারা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'তুমিই সকল জগতের মাতা, শিশু মাতার নিকটেই ভক্ষ্যাদি প্রার্থনা করে, মাতা সকলকেই ভক্ষ্যাদি দিয়া থাকেন, হে করুণাময়ি এই জন্য তোমার নিকট ভক্ষ্য প্রার্থনা করিতেছি।' মহেশানী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, 'গৃহে যাইয়া ভক্ষ্য প্রদান করিব।' ডাকিনী বর্ণিনী জয়া বিজয়া পুনর্ব্বার ক্ষুধাতুর হইয়া বলিয়াছিল, 'হে জগন্মাতঃ কৃপাময়ি! আমরা যেরূপ তৃপ্ত হই, আমাদের সেইরূপ খাদ্য দিন।' কৃপাময়ী দেবী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া ঈষদ্‌হাস্য করিয়া বাম নখাগ্র দ্বারা কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইলেই বামহস্তে পতিত হইল। কণ্ঠ হইতে ত্রিধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। বাম ও দক্ষিণদিকে যে দুইটী ধারা নির্গত হইল, সেই দুইটী ধারা দুই সখীমুখে সংযোজিত করিলেন এবং মধ্য ধারা নিজ মুখে ধরিলেন। এই রূপে মুণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল,—এইজন্য ছিন্নমস্তা এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে—

"ছিন্নোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি ছায়া সৈব চ কালিকা।

[library stamp]

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥
মহামায়া ময়া সার্দ্ধং মহারতপরায়ণা।
শুক্রোৎসারণকালে তু চণ্ডমূর্ত্তিরভূত্তদা ॥
তদা স্বদেহসম্ভূতে যে শক্তী সম্বভূবতুঃ।
ডাকিনী বর্ণিনী নাম্না সখ্যৌ তাভ্যাং সহাম্বিকা ॥
পুষ্পভদ্রানদীকূলং জগাম চণ্ডনায়িকা।
মধ্যাহ্নে চ ক্ষুধার্ত্তে চ চণ্ডিকাং পৃচ্ছতস্ততঃ ॥
ভক্ষণং দেহি তৎশ্রুত্বা বিহস্য চণ্ডিকা শুভা।
চিচ্ছেদ নিজ মূর্দ্ধানং কবন্ধোপরি পার্ব্বতী।
নিজ মূর্ত্তিং সমাসাদ্য যা পুরা পরিকীর্ত্তিতা ॥
বিবর্ণাং তান্তু দৃষ্ট্বাহং সহসা ক্রোধমাগতঃ।
অন্যৈঃ কৃতমিদং মত্বা ততঃ শুশ্রাব তদ্যথা ॥
তদাভূৎ ক্রোধজো দেবী মদংশঃ ক্রোধভৈরবঃ।
বীররাত্রিদিনে জাতা দিনান্তে পরমা কলা ॥
সখীভ্যাং সহ দেবেশি নদ্যাং তস্যাং প্রচণ্ডিকা।"

ছিন্নার উৎপত্তি বলিতেছি, সেই কালিকা ও তারাই ছিন্নমস্তা। পূর্ব্বে সত্যযুগে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্ব্বতে মহামায়া আমার (শিবের) সহিত মহাসুরতপরায়ণা ছিলেন, শুক্রোৎসারণকালে মহামায়া চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সময়ে স্বদেহ হইতে দুইটী শক্তি সম্ভূত হয়, সেই দুইশক্তির নাম ডাকিনী ও বর্ণিনী, ইহারা দুইজনে পরস্পর সখী হইল। অম্বিকা তাহাদের সহিত পুষ্পভদ্রা নদীকূলে গমন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে ঐ দুইজন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিয়াছিল, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমাদিগকে খাদ্য দিন। তখন চণ্ডিকা ঈষদ্ হাস্য করিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

মাতঙ্গীর উৎপত্তি নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ লিখিত আছে—
"কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নবিভূষিতে।
উপবিষ্টা মহাদেবী শম্ভোরঙ্কে প্রিয়া সতী ॥
উবাচ প্রেমভাবেন স্বপতিং পরমেশ্বরী।

দেব্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ ন কিঞ্চিদ্দুর্লভং মম।
যতস্ত্বং সর্ব্বদোহসীতি সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ ॥
কিন্ত্বহং গন্তুমিচ্ছামি মাতাপিত্রোঃ শুভালয়ে।

ঈশ্বর উবাচ।

প্রিয়ং মদৈকদেবেশি মমাপি গমনং শিবে।
সন্দেহঃ কিন্তু মে দেবি গন্তাসি হ্যনিমন্ত্রিতা ॥
ইতি শ্রুত্বা বচঃ শম্ভোর্বাঢ় মিত্যাহ হৃষ্টবৎ।
গতায়াং ময়ি তত্রৈব ততো গন্তাসি শঙ্কর ॥

ঈশ্বর উবাচ।

এতত্তে সময়ং ভদ্রে কৃতবানস্ম্যহং শিবে।
গতায়াং ত্বয়ি গচ্ছামি ত্বদানয়নহেতুনা ॥
এতস্মিন্নন্তরে মেনা চকারোৎসবমুত্তমম্।
ক্রৌঞ্চমাপ্রেষয়ামাস যত্র দেবঃ সদাশিবঃ ॥
ততো দৃষ্টা মহাদেবঃ ক্রৌঞ্চং তং ধরণীগতং।
বামেন পাণিনোত্থাপ্য সমালিঙ্গ্য গিরেঃ সুতং ॥
চুচুম্বে তস্য মূর্দ্ধানং নেত্রাম্ভঃশিরসি ক্ষিপন্।
স্বাঙ্কে নিবেশয়ামাস পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ং ॥
উবাচ মধুরয়া বাচা কিমর্থমিহমাগতঃ।

ক্রৌঞ্চ উবাচ।

যদি তে হৃদি কৃপানাথ ময়ি দাসে জগৎপতে।
হিমালয়সুতাং গৌরীং তত্র নেতুং সমুৎসহে ॥

শঙ্কর উবাচ।

শীঘ্রং গচ্ছ বরারোহে ক্রৌঞ্চেন সহ পার্ব্বতী।......
পুনঃ প্রণম্য সা দেবী দেবদেবং মহেশ্বরং ॥
কৃচ্ছ্রেণ রথমারুহ্য মৈনাকিনা সমং যযৌ।
ক্ষণাৎ পিতৃগৃহং প্রাপ্য উত্তীর্য্য চ রথাত্ততঃ ॥
জগাম বায়ুবেগেন ক্রৌঞ্চেন সহ সত্বরা।
যত্রাস্তে হিমবান্ রাজা মেনা চ বরবর্ণিনী ॥
এবং সুখোষিতা তত্র পার্ব্বতী পিতৃমন্দিরে।
উবাস কতিচিন্মাসান্ তেষাং হর্ষপ্রবর্দ্ধ চ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ শঙ্খমাদায় দেবরাট্।
শঙ্খকারস্য বেশেন জগাম হিমবদ্গৃহং ॥
বিক্রেতুকামঃ শঙ্খানাং ছলেন ত্রিপুরান্তকঃ।
নারীভ্যঃ প্রদদৌ শঙ্খং পার্ব্বত্যৈ ন দদাতি চ ॥
পার্ব্বতী প্রণয়াবিষ্টা কৃত্বা তস্য চ সম্মতিং।
দাস্যামি তে মহাভাগে চারুশঙ্খং মহেশ্বরি ॥
ময়া যদ্যাচিতং ভদ্রে দাতব্যং মূল্যমেব তৎ।
বাঢ়মুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী পরিধায় সুনির্ম্মলম্ ॥
দিব্যং মনোহরং শঙ্খং চারুরূপং সুশোভনং।
শঙ্খকারস্তদাপ্রাহমূল্যং দেহি পতিব্রতে ॥

দেব্যুবাচ।

পিতা মে হিমবানত্রিকর্ত্তা শম্ভুঃ কৃপাময়ঃ।
পুত্রো মে গণনাথাখ্যো ভ্রাতা মৈনাক এব চ ॥
ভাতৃপুত্রঃ স্বয়ং ক্রৌঞ্চো মাতা চ মম মেনকা।
যৎ প্রার্থয়সি তদ্রস্তে স্তদাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥

শঙ্খকার উবাচ।

পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে।

শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নাস্তৎ পশ্যং মমেপ্সিতং ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শম্ভুকারস্য পার্ব্বতী।
মামেবং বচনং রুক্ষং কঃ শক্নোতি জগত্রয়ে ॥
গদিতুং দুষ্টভাবোঽসৌ শম্ভুং চক্রে মনস্ততঃ।
ততো ধ্যানং সমাস্থায় ধৈর্য্যমালম্ব পার্ব্বতী ॥
দদর্শ চেষ্টিতং শম্ভোঃ প্রহস্য পরমেশ্বরী।
উবাচ শম্ভুকারং তং স্মিতপূর্ব্বাননা ততঃ ॥
অধুনা গচ্ছ ভদ্রস্তে পূরয়ামি মনোরথম্।
দিনান্তরে মহাবাহো বিসৃজ্য সা জগদ্ধিতা ॥
কিরাতবেশমাস্থায় সখীভিঃ পরিবারিতা।
জগাম যত্র দেবেশঃ সন্ধ্যাং চক্রে মহেশ্বরঃ ॥
নৃত্যগীতৈঃ কামবেশৈঃ পানভোজনবিস্তরৈঃ।
উবাস তত্র রমণাবেশেন পরমেশ্বরী ॥
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ সন্ধ্যাং কর্ত্তুং জগাম সঃ।
মানসাখ্য সরস্তীরে গত্বা সন্ধ্যাং মহেশ্বরঃ ॥
দদর্শ তাং সখীভিশ্চ কামবেশোজ্জ্বলাং পরাম্।
রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরীধানাং সুনির্ম্মলাম্ ॥
তন্বীং বিশালনয়নাং পীনোন্নতঘটস্তনীং।
আগত্য সন্নিধৌ তস্যাঃ প্রাহ দেবঃ কৃপাময়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

কা ত্বং সুভ্রু বরারোহে কিমর্থমিহমাগতা।
মনোরথং তে দাস্যামি সত্যং সত্যং কৃপাং কুরু ॥

চাণ্ডাল্যুবাচ।

চাণ্ডাল্যস্মি সুরশ্রেষ্ঠ তপোর্থমিহমাগতা।
দেবত্বমভিলাষং মে মা বিঘ্নং কুরু পণ্ডিত ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শিবোঽহং দেব দেবেশি তপস্বিফলদায়কঃ।
অধুনা পার্ব্বতী তুল্যাং করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥
তদেব কামভাবেন তৎকল্যাণি ভজস্ব মাং।
কথং বিলম্বসে দেবি দেবত্বং যদি বাঞ্ছসি ॥

চাণ্ডাল্যুবাচ।

তপোঽর্থমাগতা অত্র দেবদেব জগৎপতে।
দেবত্বাত্বমবাপ্তুং বৈ মা বিঘ্নং কুরু ধর্ম্মরাট্ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ভবিষ্যতি ন তে বিঘ্নং কায়ক্লেশেন কিং তব।
অধুনা তব দেবীত্বং মদ্বাক্যং বিফলং নহি ॥
ইত্যুক্ত্বা হস্তমাদায় হস্তেন পরমেশ্বরঃ।
উপবিষ্টো মহাদেব তত্রা আসনমুত্তমং ॥
তয়া সার্দ্ধং মহাদেব সমালিঙ্গ্য চ তাং শিবঃ।
চুচুম্বে বদনং তস্যা মৈথুনারোপচক্রমে ॥
রমমাণ স্তয়া সার্দ্ধং কালেন কিয়তা হরঃ।
চণ্ডালবেশমগমত্ততঃ প্রাহ প্রিয়া সতী ॥
নাহং ত্বা ছলিতুং শক্যা কেনোপায়েন কুত্র চিৎ।
ত্বং হি দেব গুরুদেব দেবদেব জগৎপতে ॥
এবং নানাপ্রকারেণ তয়োস্ত রমমাণয়োঃ।
অভবচ্চ তয়োঃ প্রীতিরতুলা মুনিসত্তম ॥
রত্যন্তে চোপবিষ্টৌ তু ততঃ প্রাহ পরং সতী।
জপং কুরু জগন্নাথ দেহি মে বাঞ্ছিতং বরং ॥"

ঈশ্বর উবাচ।

"যস্মাচ্চণ্ডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা।
তস্মান্মূর্ত্তিরিয়ং ভদ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতচ।
কৃতায়াং তব পূজায়াং পূজান্তে পরমেশ্বরি ॥
সাঙ্গা ভবিষ্যতি শিবে অন্যথা নৈব পার্ব্বতি।
মাতঙ্গী নাম মূর্ত্তিস্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা যথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরভৈরবী দেবী যথা চ ভুবনেশ্বরী ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা যথা তে উত্তমে তনু।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ তথা ধূমাবতী তনুঃ।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী তে তনুরিয়ং ॥"

নানারত্নবিভূষিত রমণীয় কৈলাস শিখরে মহাদেবী শম্ভুর অঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় পার্ব্বতী প্রেম ভাবে মহাদেবকে কহিলেন, 'হে প্রভো! আপনি সকল অভি-লাষ প্রদান করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমার কিছুমাত্র দুর্লভ নাই, আমার পিতৃভবনে যাইতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।' মহাদেব পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'ইহা আমার অনিচ্ছা নহে এবং আমারও যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অনিমন্ত্রিত হইয়া যাওয়া উচিত নহে।' পার্ব্বতী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'আমি গমন করিলে আপনি গমন করিবেন।' তাহাতে মহাদেব বলিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাইলে আমি তোমাকে আনিতে যাইব।'

এই সময়ে মেনকা মহোৎসব করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে পার্ব্বতীকে আনিতে ক্রৌঞ্চকে পাঠাইয়া দেন। ক্রৌঞ্চ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিল। মহাদেবও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। ক্রৌঞ্চ মহাদেবকে কহিল, 'হে জগৎপতে! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে গৌরীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।' মহাদেব এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি!

শীঘ্র তুমি ক্রৌঞ্চের সহিত গমন কর।' পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক মৈনাকীর সহিত যেখানে রাজা হিমবান্ ও মৈনাক ছিলেন এবং যেখানে পার্ব্বতী সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই পিতৃভবনে গমন করিলেন। এই অবসরে দেবপতি শম্ভু শঙ্খ লইয়া শঙ্খকারের বেশ ধারণ করিয়া হিমালয়ের গৃহে গমন করিলেন এবং শঙ্খ বিক্রয়ের ছল করিয়া নারীদিগকে শঙ্খ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি সকলকে শঙ্খ দিলেন, কিন্তু পার্ব্বতীকে দিলেন না। পার্ব্বতী শঙ্খ চাহিলে শঙ্খকার বলিলেন, 'হে মহেশ্বরি, আমি যাহা মূল্য চাহিব, তাহা যদি দাও, তোমাকে মনোহর শঙ্খ দিব।' পার্ব্বতী 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলে শঙ্খকার মনোহর শঙ্খ পরাইয়া দিলেন, এবং মূল্য চাহিলে পার্ব্বতী বলিলেন, 'আমার পিতা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান্, কৃপাসাগর মহাদেব আমার স্বামী, গণপতি প্রভৃতি পুত্র, ভ্রাতা মৈনাক, ভ্রাতৃপুত্র ক্রৌঞ্চ, মাতা মেনকা, অতএব আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব।' শঙ্খকার ইহা শুনিয়া কহিলেন, 'হে বরাননে! আমি অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র আমাকে বরণ কর, ইহা ভিন্ন আমার আর অন্ত পণ্যে অভিলাষ নাই।' পার্ব্বতী এই কঠোর বাক্য শুনিয়া 'ত্রিজগতে আমাকে এইরূপ বলিতে কাহার শক্তি?' ইহা ভাবিয়া শাপ দিবার জন্ত মনে মনে স্থির করিলেন; পরে ধ্যান অবলম্বন করিয়া তাহা মহাদেবেরই কার্য্য বুঝিতে পারিলেন।

তখন মহামায়া ঈষদ্ হাস্ত করিয়া কহিলেন, 'এখন যাও দিনান্তরে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।' পরে পার্ব্বতী কিরাতবেশ অবলম্বন করিয়া সখীদিগের সহিত যেখানে দেবপতি মহাদেব সন্ধ্যা করিতেছিলেন, নৃত্যগীত প্রভৃতি কামবেশবিভূষিতা হইয়া সেইখানে গমন করিলেন, এই অবসরে শম্ভু সন্ধ্যা করিতে মানস সরোবরে গমন করিলেন। সেইখানে কামবেশোজ্জ্বলা রক্তবর্ণা রক্তবস্ত্রপরিধানা পীনোন্নতপয়োধরা সখীপরিবৃতা গৌরীকে দেখিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে সুভ্রু তুমি কে, কি জন্ত এখানে আসিয়াছ, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব, আমার প্রতি কৃপা কর!' মহাদেব এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ স্ত্রী কহিলেন, 'আমি চাণ্ডালী, তপস্তার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, আমার অভিলাষ দেবত্ব লাভ। আমার তপোবিঘ্ন করিবেন না।' মহাদেব বলিলেন, 'আমি দেবতা শিব এবং আমিই তপস্বিদিগের ফল প্রদান করিয়া থাকি, অধুনা তোমাকে পার্ব্বতীতুল্যা করিব; তাহাতে কোন সংশয় নাই। হে কমলাননি! এখন আমাকে কামজালে ভজনা কর, যদি দেবত্ব ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে কেন বিলম্ব করিতেছ?' তাহাতে চাণ্ডালী বলিল, 'হে দেবদেব জগৎপতে! আমি তপস্তার নিমিত্ত আসিয়াছি, দেবত্ব প্রাপ্ত হইব, আমার বিঘ্ন করিবেন না।' মহাদেব বলিলেন, 'তোমার তপস্তার বিঘ্ন হইবে না এবং কায়ক্লেশেই বা প্রয়োজন কি? এখনি দেবীত্ব প্রাপ্ত হও, আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে।' এই কথা বলিয়া পরমেশ্বর হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে উত্তম আসনে বসাইলেন। মহাদেব তাহার সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন এবং কিছুকাল তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া চণ্ডাল-বেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর সতী বলিলেন, 'আপনাকে কোন উপায়ে আমি ছলনা করিতে সমর্থ নহি। আপনি দেবদেব জগৎপতি।' এই প্রকারে তাঁহাদের অতিশয় প্রীতি হইয়াছিল। তাহার পর রত্যন্তে উপবিষ্ট হইয়া সতী বলিয়াছিলেন, 'হে জগন্নাথ জপ করুন এবং আমার অভিলষিত বর প্রদান করুন।'

মহাদেব কহিলেন, 'চাণ্ডালবেশে' আমাতে উপগত হইয়াছ, এইজন্ত তোমার এই মূর্ত্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্রে গোপিতা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী নামে তুমি খ্যাতি লাভ করিবে। হে দেবি! পূজান্তে তোমার পূজা করিলে সকল পূজা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। তোমার এই মূর্ত্তি নিশ্চয়ই মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে প্রকার সিদ্ধবিদ্যা, মহাবিদ্যা, ত্রিপুরভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, কালী, তারা, ইহা তোমারই তনু, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা প্রভৃতি সিদ্ধবিদ্যাও তোমারই তনু।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"অথোচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব সাবধানতঃ।
নারদঃ পৃষ্টবান্ বিষ্ণুং গীতজ্ঞানং বদ প্রভো॥
তমুবাচ হরিঃ পূর্ব্বং গতোঽহং শঙ্করং প্রতি।
তত্র দৃষ্টং শিবং শান্তং মারীচগণসঙ্কুলম্॥
অনেকরসসংযুক্তং বিবিধাস্বাদনৈর্যুতম্।
সামরক্তং তদা জাতমুচ্ছিষ্টং পতিতং মুদা॥
অনেকগুণসম্পন্না প্রত্যুৎপন্না কুমারিকা।
উচ্ছিষ্টং দেহি দেহীতি পার্ব্বতী শঙ্করেণ চ॥
উভাভ্যাং দত্তমুচ্ছিষ্টং প্রসাদং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
শিবশক্তী উচতু স্তাং কল্পে স্বাং প্রভজন্তি যে॥
জপহোমাদিভিস্তেষাং সিদ্ধ্যন্তি চ মনোরথাঃ।
তদা প্রভৃতি চোচ্ছিষ্টমাতঙ্গীতি নিগদ্যতে॥"

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বিষয় বলিতেছি, সাবধান হইয়া

শ্রবণ কর। একদা নারদ বিষ্ণুকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু নারদকে কহিলেন, একদিন আমি শিবদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সেইখানে মহাদেবকে শান্ত ও মারীচগণ-সংযুত এবং অত্যন্ত হর্ষে গলিত ও উচ্ছিষ্ট জাত হইতে দেখিয়াছিলাম, সেই 'উচ্ছিষ্ট দাও দাও' এই কথা বলিলে শঙ্করের সহিত পার্ব্বতী প্রীতিপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টপ্রসাদ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবশক্তিদ্বয় বলিয়া ছিলেন, 'তোমাকে যে ভজনা করিবে, জপহোমাদিদ্বারা তাহারই সকল মনোরথ সিদ্ধি হইবে।' সেই অবধি তিনি উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

উক্ত বিবরণের পর স্বতন্ত্রতন্ত্রের আর একস্থলে লিখিত আছে—

"অথ মাতঙ্গিনীং বক্ষ্যে ক্রূরভূতভয়ঙ্করীং।
পুরা কদম্ববিপিনে নানাবৃক্ষসমাকুলে॥
বশ্যার্থং সর্ব্বভূতানাং মতঙ্গো নামতো মুনিঃ।
শতবর্ষসহস্রাণি তপোঽতপ্যত সত্তম্॥
তত্র তেজঃসমুৎপন্নং সুন্দরীনেত্রতঃ শুভে।
তেজোরাশিরভূত্তত্র স্বয়ং শ্রীকালিকাম্বিকা।
শ্যামলং রূপমাস্থায় রাজমাতঙ্গিনী ভবেৎ।"

ক্রূরভূতভয়ঙ্করী মাতঙ্গিনীর বিষয় কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে নানাবৃক্ষসমাকুল কদম্ববিপিনে সকল ভূতবশের নিমিত্ত মতঙ্গ নামে মুনি সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইখানে সুন্দরীনেত্র হইতে তেজ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তেজোরাশিই শ্রীকালিকা বা অম্বিকা, পরে তিনিই শ্যামলরূপ অবলম্বন করিয়া রাজমাতঙ্গিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ধূমাবতীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ ভিন্ন রূপ বিবরণ পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রের মতে—

"একদা বসমানস্য কৈলাসশিখরে হরঃ।
অম্বয়া গিরিজা তত্র পপ্রচ্ছ বৃষভধ্বজম্।
ক্ষুধয়া পীড্যমানাস্মি দেহি ভোক্তুং যথোচিতম্॥

ঈশ্বর উবাচ।

ক্ষণং প্রতীক্ষ্য ভদ্রং তে দাস্যামি ভোজনং ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু দেবদেব বৃষধ্বজঃ॥

দেব্যুবাচ।

দেহি ভক্ষ্যং মহাদেব ক্ষুধিতাস্মি জগৎপতে।
বিলম্বিতুং ন শক্লোমি পীড়িতাস্মি মহেশ্বর॥
ইতি শ্রুত্বা প্রিয়াবাক্যং পুনঃ প্রাহ কৃপানিধিঃ।
ক্ষণং প্রতীক্ষ্য দাস্যামি ভক্ষ্যং চাতি বাঞ্ছিতং॥
পুনঃ প্রতীক্ষ্য সা দেবী পুনঃ প্রাহেদিং বচঃ।
দেহি ভক্ষ্যং জগন্নাথ ন শক্লোমি বিলম্বিতুম্॥
ইত্যুক্ত্বা পতিমাদায় মুখে বিক্ষেপ সা তদা।
ক্ষণেন তস্যা দেহাত্তু ধূমসঙ্ঘো ব্যজায়ত॥
ততো দেহে সমুৎপন্নে শম্ভুস্ত নিজ মায়য়া।
উবাচ পরমেশানঃ স্বাং প্রিয়াং শৃণু শোভনে।
পশ্য ভদ্রে মহাভাগে পুরুষো নাস্তি মাং বিনা।
ত্বদন্যা বনিতা নাস্তি পশ্যত্বং জ্ঞানচক্ষুষা॥
বিধবাসি কুরু ত্যাগং শঙ্খসিন্দূরমেব চ।
সাধব্যং লক্ষণং দেবি কুরু ত্যাগং পতিব্রতে॥
এষা মূর্ত্তিস্তব পরা বিখ্যাতা বগলামুখী।
ধূমব্যাপ্তশরীরাত্তু ততো ধূমাবতী স্মৃতা॥" (নারদপ° ১৩ অ°)

একদিন মহাদেব কৈলাসশিখরে অবস্থান করিতেছেন, সেইখানে ক্রোড়স্থিতা গিরিজা বৃষভধ্বজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে দেবদেব মহাদেব! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি, আমাকে যথোচিত ভক্ষ্য প্রদান করুন।' মহাদেব কহিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, তোমাকে খাদ্য দিতেছি।' ইহা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। পুনরায় দেবী বলিলেন, 'হে দেবদেব জগৎপতে! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, বিলম্ব করিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্র যথোচিত খাদ্য প্রদান করুন।' মহাদেব প্রিয়তমা পত্নীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, বাঞ্ছিত খাদ্য দিতেছি।' সতী আবার বলিলেন, 'হে জগন্নাথ! বিলম্ব করিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্র খাদ্য দিন।' এই কথা বলিয়া সেই দেবী পতিকে গ্রহণ করিয়া মুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার দেহ হইতে ধূমরাশি উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার পর মহাদেব নিজ মায়া দ্বারা দেহ উৎপন্ন করিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিয়াছিলেন, 'অয়ি শোভনে! জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অবলোকন কর, আমা ভিন্ন পুরুষ নাই এবং তোমা ভিন্ন স্ত্রী নাই, এখন তুমি বিধবা হইয়াছ, শঙ্খসিন্দূর পরিত্যাগ কর। হে পতিব্রতে, পাতিব্রত্য চিহ্ন ত্যাগ কর, তোমার ঐ মূর্ত্তি বগলামুখী নামে খ্যাত হইবে। সমস্ত শরীরে ধূম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তোমার অপর আর এক নাম ধূমাবতী হইবে।'

স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"দক্ষপ্রজাপতের্যজ্ঞে সর্ব্বসংহারচঞ্চলা।
ক্রুদ্ধা দেহং বিনিক্ষিপ্য ততো ধূমোঽভবন্ মহান্॥
তস্মাদ্ধূমাবতী জাতা সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
কালী কাল্যা কালবক্ত্রা ভৌমবারে নিশামুখে।

আগ্নেঃ কৃষ্ণতৃতীয়ায়াং জাতা ধূমাবতী শিবা ॥"

দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে সতী সকল সংহার বিষয়ে চঞ্চল দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে সেই দেহ হইতে মহা ধূমরাশি উত্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য ধূমাবতী হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার অক্ষয়া তৃতীয়ায় সন্ধ্যাকালে শিবা ধূমাবতী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে বগলামুখীর উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অথ বক্ষ্যামি দেবেশি বগলোৎপত্তিকারণম্।
পুরা কৃতযুগে দেবি বাতক্ষোভউপস্থিতে ॥
চরাচরবিনাশায় বিষ্ণুশ্চিন্তাপরায়ণঃ।
তপস্তবাচ সন্তুষ্টা মহাশ্রীত্রিপুরাম্বিকা ॥
হরিদ্রাখ্যং সরো দৃষ্ট্বা জলক্রীড়াপরায়ণা।
মহাপীতহ্রদস্যান্তে সৌরাষ্ট্রে বগলাম্বিকা ॥
শ্রীবিদ্যাসম্ভবং তেজো বিজৃম্ভতি ইতস্ততঃ।
চতুর্দ্দশী ভৌমযুতা মকারেণ সমন্বিতা ॥
কুলঋক্ষসমাযুক্তা বীররাত্রিপ্রকীর্ত্তিতা।
তস্যামেবার্দ্ধরাত্রৌ তু পীতহ্রদনিবাসিনী ॥
ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যাসংজাতা ত্রৈলোক্যস্তম্ভিনী পরা।
তত্তেজো বিষ্ণুজং তেজো বিদ্যানু বিদ্যয়োর্গতম্ ॥"

হে দেবেশি! বগলার উৎপত্তির কারণ বলিতেছি, পূর্ব্বে সত্যযুগে চরাচর বিশ্ব বিনাশের নিমিত্ত বাতক্ষোভ উপস্থিত হইলে বিষ্ণু অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন।

পরে ত্রিপুরাম্বিকা তপস্যা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া হরিদ্রাখ্য সরোবর দেখিয়া জলক্রীড়াপরায়ণা হইয়াছিলেন। এই দেবী মহাপীতহ্রদের মধ্যে শ্রীবিদ্যাসম্ভব তেজ ইতস্ততঃ বিজৃম্ভন করিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী এবং তাহাতে কুলনক্ষত্রযোগ ও মকার সমন্বিত হইলে বীররাত্রি হয়। এই বীর রাত্রিদিনে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে ত্রৈলোক্যস্তম্ভিনী পীতহ্রদনিবাসিনী দেবী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই তেজ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহালক্ষ্মীর উৎপত্তিও স্বতন্ত্রতন্ত্রে এইরূপ—

"অথ শ্রীভুবনাং বক্ষ্যে ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাং।
পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽপ্যাত্ত দারুণম্ ॥
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী।
চৈত্রশুক্ল নবম্যান্তু উৎপন্না তারিণী স্বয়ং ॥
ক্রোধরাত্রিঃ সমাখ্যাতা সর্ব্বশক্তিময়ী শিবা।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতা প্রথমাচ্ছদবেঃ পুরা ॥
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পদ্মাসনগতা রমা।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং তাম্রপদে কোলাপুরনিকৃন্তিনী ॥
তস্যাং তিথৌ সমুৎপন্না মহামাতঙ্গিনী কলা।
ফাল্গুনৈকাদশীযুক্তা শুক্রে ভৌমে চ বা তিথিঃ ॥
জাতা তস্যাং মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥"

অনন্তর ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি বিষয়ে মাতৃস্বরূপ শ্রীভুবনার বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য দারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার তপস্যায় পরমেশ্বরী সেই শক্তি সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। অতএব চৈত্র শুক্ল নবমীতে তারিণী স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি সর্ব্বশক্তিময়ী এবং ক্রোধরাত্রি বলিয়া বিখ্যাতা; ইনি পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থায়িনী ও পদ্মাসনগতা। ইনি তাম্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে কোলাসুরকে বিনাশ করেন এবং ঐ তিথিতে মহামাতঙ্গিনী-কলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথি, অথবা শুক্র ও মঙ্গলবারে যে তিথি হয়, তাহাতে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী জন্মিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মহাবিদ্যার আবার ভৈরব নির্দ্দিষ্ট আছে। তোড়লতন্ত্রের মতে—

"শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুরতে কালিকায়াশ্চ ভৈরবম্।
মহাকালং দক্ষিণায়া দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ।
মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং দক্ষিণা রমতে সদা ॥
তারায়া দক্ষিণে ভাগে অক্ষোভ্যং পরিপূজয়েৎ।
তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা ॥
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা দক্ষিণে পূজয়েৎ শিবম্।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতিবক্ত্রে সুরেশ্বরি ॥
তেন সার্দ্ধং মহাদেবী সদাকামকুতূহলা।
অতএব মহেশানি পঞ্চমীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥
শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজেৎ।
ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্ত্তিসংজ্ঞকম্।
পূজয়েৎ পরযত্নেন পঞ্চবক্ত্রং তমেব হি ॥
ছিন্নমস্তা দক্ষিণাংশে কবন্ধং পূজয়েৎ শিবং।
কবন্ধপূজনাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপধারিণী।
বগলায়া দক্ষভাগে একবক্ত্রং প্রপূজয়েৎ ॥
মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎসংহারকারকম্।
মাতঙ্গী দক্ষিণাংশে চ মতঙ্গং পূজয়েৎ শিবম্ ॥
তমেব দক্ষিণামূর্ত্তিং জগদানন্দকারকম্।
কমলায়া দক্ষিণাংশে বিষ্ণুরূপং সদাশিবম্ ॥
পূজয়েৎ পরমেশানি সসিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ।
পূজয়েদন্নপূর্ণায়া দক্ষিণাংশে চ রূপকম্ ॥

মহামোক্ষপ্রদং দেবং দশবক্ত্রং মহেশ্বরম্।
দুর্গায়া দক্ষিণে দেশে নারদং পরিপূজয়েৎ॥
অন্যাসু সর্ব্ববিদ্যাসু ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা।
স এব তস্যা ভর্ত্তা চ দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ॥"

কালিকার ভৈরব মহাকাল, কালীর দক্ষিণভাগে তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে তারার দক্ষিণে অক্ষোভ্য, মহাত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণে পঞ্চানন শিব, ভুবনসুন্দরীর দক্ষিণে ত্র্যম্বক, ভৈরবীর দক্ষিণে দক্ষিণামূর্ত্তি, ছিন্নমস্তার দক্ষিণে কবন্ধ নামক শিব, বগলার দক্ষিণে মহারুদ্র নামক একবক্ত্র মহাদেব, মাতঙ্গীর দক্ষিণে মতঙ্গনামক শিব, কমলার দক্ষিণে বিষ্ণুরূপী সদাশিব, অন্নপূর্ণার দক্ষিণে দশমুখ মহেশ্বর এবং দুর্গার দক্ষিণে নারদ ইত্যাদি ভৈরবমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়।

শাক্তগণ বলিয়া থাকেন, দশমহাবিদ্যাই দশাবতাররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তোড়লতন্ত্রে ১০ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"দশাবতারং দেবেশ ব্রূহি মে জগতাং গুরো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব সুবিস্তরাৎ।
কা বা দেবী কথম্ভূতা বদ মে পরমেশ্বর॥

শিব উবাচ।

তারা দেবী নীলরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যান্মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা।
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তিঃসমুদ্ভবা॥
ইতি তে কথিতং দেব্যবতারং দশমেব হি।
এতাসাং পূজনাদ্দেবি মহাদেবসমো ভবেৎ॥"

হে দেবেশ জগৎগুরো! আমাকে দশাবতারের বিষয় বিস্তারিতরূপে বলুন, এই বৃত্তান্ত শুনিতে আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছে। কোন্ কোন্ দেবী কি মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা বলুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নে বলিয়াছিলেন, তারাদেবী মৎস্যাবতার, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভুবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রিপুরাসুন্দরী জামদগ্ন্য, ভৈরবী বলভদ্র, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, দুর্গা কল্কি ও কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই তোমাকে দশাবতারের বিষয় বলিলাম, ইহাদের পূজা করিলে সাধক মহাদেব সদৃশ হয়। [দশমহাবিদ্যার ধ্যান তত্তৎ শব্দে এবং অপরাপর বিষয় যন্ত্র ও মন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দশমান (পুং) জনপদবিশেষ ও তজ্জনপদবাসী। সম্ভবতঃ দশমাল শব্দেরই পাঠান্তর।

দশমাল (পুং) জনপদবিশেষ, দশমালিক দেশ। [দশমালিক দেখ।]

দশমালিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ দশমালিক দেশের রাজা। ৩ দশমালিকদেশবাসী।

দশমাস্য (পুং) দশমাসান্ গর্ভে স্থিতঃ যৎ। দশমাস ব্যাপিয়া গর্ভে স্থিত বালক। গর্ভস্থিত বালকের গর্ভ হইতে সুখে জন্ম জন্য এই তিনটী ঋক্ দর্শিত হইয়াছে।

"যথা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিংগয়তি সর্ব্বতঃ।
এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ॥"
"যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি।
এবা ত্বং দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা॥"
"দশমাসাচ্ছয়ানঃ কুমারো অধিমাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতোজীবো জীবন্ত্যা অধি॥"
(ঋক্ ৫।৭৮।৭—৮—৯)।

বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে, তদ্রূপ তোমার গর্ভ সঞ্চালিত হউক, এবং দশমাস পরে গর্ভস্থ জীব নির্গত হউক। বায়ু স্বয়ং কম্পমান্ হইয়া বনকে কম্পিত করে, সমুদ্র বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিজে চালিত হয়। তদ্রূপ গর্ভস্থিত জীব দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া জরায়ুবেষ্টিত হইয়া পতিত হউক। জীব দশমাস পর্য্যন্ত জননী জঠরে অবস্থিত হইয়া জীবিতা অক্ষতশরীরা জননী হইতে নির্গত হউক। দশমাস সুখে জননী জঠরে বাস করিয়া জরায়ুজ জীব নির্গত হও এবং জননীও জীবিত থাকুন। (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয় গর্ভিণীদিগের সুখপ্রসবের নিমিত্ত এইরূপে স্তুত হইয়াছিলেন।

দশমিকভগ্নাংশ, অঙ্কশাস্ত্রের একটী প্রকরণ। যদ্দ্বারা ভগ্নাংশ মাত্রকেই অখণ্ড আকারে রাখিতে পারা যায়, তাহার নাম দশমিকভগ্নাংশ। যখন ভগ্নাংশের হর দশ কিংবা দশের কোন গুণিতক হয়, তাহাকে দশমিকভগ্নাংশ কহে। দুই অথবা অধিক ভগ্নাংশ তুলনা করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, আর ভিন্ন ভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের প্রশ্ন সহজে কসা যায়। কিন্তু যে সকল সংখ্যা লইয়া অনায়াসে কসা যাইতে পারে, তাহারা ১০, ১০০, ১০০০, ১০০০০ ইত্যাদি, কারণ ১এর পর কেবল শূন্য যোগ করিলেই হয়। ঐ সকল অঙ্ককে দশমিক অঙ্ক কহে। একটী অখণ্ড রাশিকে দশমিকে কিংবা একটী

দশমিককে আর একটী দশমিকে অনায়াসে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। যেমন ৭·৪ $= \frac{৭৪০}{১০} = \frac{৭৪০০}{১০০} = \frac{৭৪০০০}{১০০০}$; $\frac{৩}{১০}$ কিম্বা $\frac{৩০০}{১০০০}$ কিম্বা $\frac{৩০০০}{১০০০০}$। কোন সংখ্যার শেষে একটী শূন্ত যোগ করা ও তাহাকে দশ দিয়া গুণ করার সমান। আমরা কোন ভগ্নাংশের লবে অনায়াসেই অনেক শূন্ত যোগ করিতে পারি, কিন্তু লবে যতগুলি শূন্ত যোগ করিব ততগুলি শূন্ত আবার হরে যোগ করিতে হইবে।

এইরূপে সামান্ত ভগ্নাংশকে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করা যায়। মনে কর, $\frac{৭}{১৬}$কে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ঐ ভগ্নাংশের উভয় লব ও হরকে ক্রমান্বয় ১০, ১০০, ১০০০, ১০০০০ ইত্যাদি দিয়া গুণ কর। গুণফল ক্রমান্বয়ে $\frac{৭০}{১৬০}$, $\frac{৭০০}{১৬০০}$, $\frac{৭০০০}{১৬০০০}$ ইত্যাদি হইবে। দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হরকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, এবং ভাগফলগুলি ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি দশমিক অঙ্ক হয়। তবে যদি ঐ ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোন ভগ্নাংশের লব ১৬ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তাহা হইলে সেই ভগ্নাংশটার উভয় লব ও হর ১৬ দ্বারা বিভাজ্য হইবে। এক্ষণে ৭০, ৭০০, ৭০০০, ৭০০০০ ইত্যাদির মধ্যে কোন্ প্রথম সংখ্যাটাকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না।

ঐ সকল সংখ্যাগুলিকে ১৬ দিয়া ভাগ কর।

```
১৬) ৭০ (৪
    ৬৪
    --
     ৬

১৬) ৭০০ (৪৩
    ৬৪
    ---
     ৬০
     ৪৮
     --
     ১২

১৬) ৭০০০ (৪৩৭
    ৬৪
    ----
     ৬০
     ৪৮
     ---
     ১২০
     ১১২
     ---
       ৮

১৬) ৭০০০০ (৪৩৭৫
    ৬৪
    -----
     ৬০
     ৪৮
     ---
     ১২০
     ১১২
     ---
      ৮০
      ৮০
      --
```

তবে দেখা যাইতেছে যে ৭০০০০ই ১ম রাশি, যাহাকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক ভাগহারগুলি রাখা অনাবশ্যক। যেহেতু শেষের ভাগহারটিতে সকলগুলির প্রক্রিয়া রহিয়াছে।

এখানে যেমন ৭০০০০ = ১৬ × ৪৩৭৫।

তন্নিমিত্ত $\frac{৭০০০০}{১৬০০০০} = \frac{১৬ \times ৪৩৭৫}{১৬ \times ১০০০০} = \frac{৪৩৭৫}{১০০০০}$

∴ আবশ্যক ভগ্নাংশ $= \frac{৪৩৭৫}{১০০০০}$।

তবে এক সামান্ত ভগ্নাংশকে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে লবে শূন্ত যোগ করিবে, এবং যতক্ষণ না অবশিষ্ট শূন্ত হইবে ততক্ষণ ভাগ করিতে থাকিবে; যে ভাগফল উৎপন্ন হইবে, সেইটা আবশ্যক ভগ্নাংশের লব করিবে এবং যতগুলি শূন্ত লবে যোগ করিবে, ততগুলি শূন্ত ১এর পর যোগ করিয়া হর করিবে।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক ভগ্নাংশের লবে শূন্ত যোগ করিলেও তাহা হরের দ্বারা বিভাজ্য হয় না। যেমন $\frac{১}{৭}$কে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন কর

(৭) $\frac{১০০০০০০০০০০০০০০০০০০}{১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭}$ ইত্যাদি।
ইত্যাদি।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভাগফলে যথাক্রমে ১৪২৮৫৭ এই কয়টী অঙ্ক উদয় হইতেছে তন্নিমিত্ত $\frac{১}{৭}$কে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করা যায় না। সে যাহাহউক যদি আমরা ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ইত্যাদির মধ্যে কতকগুলি অঙ্ক লইয়া লব করি ও যতগুলি শূন্ত যোগ করিয়া ঐ সকল অঙ্ক হইয়াছে ততগুলি শূন্ত ১এর পর যোগ করি, তাহা হইলে যে ভগ্নাংশ হইবে তাহা $\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা অতি অল্প ভিন্ন হইবে।

যথা				
$\frac{১}{১০}$	অপেক্ষা	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৩}{১০}$	অধিক
$\frac{১৪}{১০০}$	"	$\frac{১}{৭}$	$\frac{২}{৭০০}$	"
$\frac{১৪২}{১০০০}$	"	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৬}{৭০০০}$	"
$\frac{১৪২৮}{১০০০০}$	"	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৪}{৭০০০০}$	"
$\frac{১৪২৮৫}{১০০০০০}$	"	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৫}{৭০০০০০}$	"
$\frac{১৪২৮৫৭}{১০০০০০০}$	"	$\frac{১}{৭}$	$\frac{১}{৭০০০০০০}$	"

প্রথম শ্রেণীতে যে ভগ্নাংশগুলি রহিয়াছে তাহা $\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা লঘু। অতএব যদিও আমরা $\frac{১}{৭}$র সমান দশমিকভগ্নাংশ রাখিয়া বাহির করিতে না পারি, তথাচ এমন দশমিক বাহির করিতে পারি, তাহা $\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা অত্যন্ত লঘু।

ভাগফলে কতকগুলি অঙ্কের পুনঃ পুনঃ উদয় হইবার কারণ। এই মনে কর যেন তুমি ১০০০কে ২৪৭ দিয়া ভাগ করিবে, এই ভাগহারের প্রত্যেক ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা লঘু হইবে। হয় ০ হইবে না হয় ২৪৭এর মধ্যে কোন

একটী রাশি হইবে, যদি ভাগশেষ শূন্য না হয়, তাহা হইলে ক্রমাগত ভাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে একটী ভাগশেষ দুইবার হইবে, মনে কর ২৪৬টী ভাগশেষ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যেমন ২৪৭ ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা গুরু হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত যদি আমরা ক্রমাগত ভাগ করিয়াই যাই, তাহা হইলে একটী ভাগশেষে পূর্ব্বের কোন ভাগশেষের সমান হইবে। তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যতগুলি ভাগশেষ সমান হইবে, ভাগফলে পুনরায় ততগুলি সমান অঙ্ক উদয় হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে অনেক সামান্য ভগ্নাংশ দশমিকভগ্নাংশে পরিণত হয় না, তখন দশমিকের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, দশমিকভগ্নাংশের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার সামান্য ভগ্নাংশ অপেক্ষা অতিশয় সহজ, যদিও সকল সামান্য ভগ্নাংশ সমান দশমিকভগ্নাংশে পরিণত হয় না, তথাপি উহার এমন নিকট দশমিক বাহির হইতে পারে, যে যদি সেই সামান্য ভগ্নাংশের পরিবর্ত্তে সেই দশমিকভগ্নাংশটী বসান যায়, তাহা হইলে অতি সামান্য ভুল হয়।

দশমিকভগ্নাংশ সকল সামান্য ভগ্নাংশের আকারে লিখিত হয় না, তাহা এইরূপে চিহ্ন দ্বারা লিখিত হয় যথা—হরে যতগুলি শূন্য থাকিবে, লবের ততগুলি অঙ্ক ডানদিক হইতে লইয়া একটী বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। যেমন $\frac{১৪৭৩২৬}{১০}$ = ১৪৭৩২·৬; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০}$ = ১৪৭৩·২৬; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০০}$ = ১৪৭·৩২৬; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০০০}$ = ১৪·৭৩২৬। বিন্দুর বামদিকের অঙ্কগুলিতে ঐ দশমিকে কতগুলি অখণ্ডরাশি আছে, আর ডানদিকের অঙ্কতে কত ভগ্নাংশ (যাহাদের হর দশ) আছে প্রকাশ হয়। যথা—প্রথমটীর ডানদিকের অঙ্কে একটী ভগ্নাংশ যাহার হর দশ দ্বিতীয়টীর ১০০ শত বুঝায় ইত্যাদি। দশমিক সকল পূর্ণাকারে লিখিত হয় না। ·৭ লিখিলে $\frac{৭}{১০}$ ·০৭ লিখিলে $\frac{৭}{১০০}$ ইত্যাদি বুঝায়। দশমিকের ডানদিকে শূন্য দিলে মানের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন ·৩ ও ·৩০০। প্রথম দশমিকটী $\frac{৩}{১০}$ ও দ্বিতীয়টী $\frac{৩০০}{১০০০}$র সমান। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দ্বিতীয় দশমিকটী প্রথমটীর উভয় লব ও হরকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া হইয়াছে। অতএব উভয়ের মান সমান।

দুইটী দশমিককে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে যে দশমিকটীতে অপর দশমিক অপেক্ষা অল্প অঙ্ক আছে, তাহাতে যতগুলি অঙ্ক কম আছে ততগুলি শূন্য বসাও। মনে কর ·৫৪ ও ৪·৩২৯। প্রথম দশমিকটী = $\frac{৫৪}{১০০}$ আর দ্বিতীয়টী = $\frac{৪৩২৯}{১০০০}$ হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উভয়ের হর সমান, কিন্তু $\frac{৫৪০০}{১০০০০}$ = ·৫৪০০। অখণ্ড রাশিতে দশমিক বিন্দু শেষে বসাইতে হয়, যথা ১২৯ = ১২৯·। কিন্তু শেষের বিন্দুটী লিখিতে হয় না। ইহা স্মরণ রাখিও যে ১২৯ ও ১২৯·০০ উভয়ই সমান, যেহেতু প্রথমটী ১২৯ আর দ্বিতীয়টী $\frac{১২৯০০}{১০০}$। কিরূপ সামান্য ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধরূপে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, আর কিরূপ ভগ্নাংশকে বা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না, তাহা এই স্থানে জানা আবশ্যক। যে ভগ্নাংশের হর মৌলিক অঙ্ক ২ ও ৫ ব্যতিরেকে অন্য কোন মৌলিক অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশ সম্পূর্ণরূপে সামান্য দশমিকে পরিণত হয় না। আর যে ভগ্নাংশের হর ঐ দুইটী মৌলিক অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশকে সামান্য দশমিকে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

দশমিকের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক সকল ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধরূপে দশমিকে পরিবর্ত্তন করা যায় না। সেইরূপ ভগ্নাংশের ভাগ ফল শেষ হয় না; ভাগফলে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া থাকে। ঐ ভাগফলকে পৌনঃপুনিকদশমিক কহে।

পৌনঃপুনিকদশমিক দুইপ্রকার—বিশুদ্ধ ও মিশ্র। যে দশমিকের প্রথম অঙ্ক হইতে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উদয় হয়, সেই দশমিককে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিকদশমিক কহে। যথা—·৫৫৫৫··· ও ·৩২৩ ২৩২···। যে দশমিক প্রথম অঙ্ক হইতে পুনঃ পুনঃ উদয় না হইয়া কতকগুলি অঙ্কের পর হইতে উদয় হইতে থাকে, তাহাকে মিশ্রপৌনঃপুনিকদশমিক কহে।

[ভগ্নাংশ ও পৌনঃপুনিকদশমিক দেখ।]

দশমিন্ (ত্রি) নবতে রূর্দ্ধং দশমী সা অবস্থাতেদো অস্ত্যস্ত পূরণত্বাৎ ইনি। নবত্যূর্দ্ধবয়স্ক, অতিবৃদ্ধ, যাহার বয়স ৯০ বৎসরের অধিক।

দশমী (স্ত্রী) দশম-ঙীপ্। ১ তিথিবিশেষ। চন্দ্রের দশমকলা ক্রিয়ারূপা এবং তদুপলক্ষিত কালপর। ২ বিমুক্তাবস্থা। ৩ মরণাবস্থা। ৪ অন্তিমের বয়োঽবস্থা। (নানার্থ টীকা ভরত)

"শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥" (মনু ২।৯০)

দশমীস্থ (ত্রি) দশম্যাং অবস্থায়াং তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ অতি-বৃদ্ধ, ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক। ২ কামুকদিগের কাম-কৃত দশ-দশার মধ্যে নাশরূপ দশাপ্রাপ্ত।

দশমুখ (পুং) দশ মুখানি যস্য। রাবণ।

দশমুখান্তক (পুং) দশমুখস্য অন্তকঃ। রাম।

দশমুখরিপু (পুং) দশমুখস্য রিপুঃ ৬তৎ। রাম।

দশমূত্রক (ক্লী) দশানাং মূত্রকানাং সমাহারঃ। হস্তী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, অজ, মেষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, মানুষ ও মানুষী এই দশবিধের মূত্র। এই সকল মূত্রের বিষয় সুশ্রুতে এই-রূপ লিখিত আছে—

গো, মহিষ, অজা, মেষ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহা-দিগের মূত্র তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎলবণ রস, লঘু, শোধনকর, কফ, বাত, কৃমি, মেদ, বিষ, গুল্ম, অর্শ, উদররোগ, কুষ্ঠ, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, হৃদ্য ও অগ্নিকর। এতদ্ভিন্ন অপরের মূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, শোধনকর, কফ ও বায়ুশান্তিকর, কৃমি, মেদ ও বিষনাশক। অর্শ, জঠররোগ, গুল্ম, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগহারী, ভেদক, হৃদ্য, অগ্নিকর ও পাচক। [বিশেষ বিবরণ মূত্র শব্দে দেখ।]

দশমূল (ক্লী) দশানাং মূলানাং সমাহারঃ, পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। পাচনবিশেষ, দশমূলপাচন। বিল্বছাল, শোনা-ছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল এবং গণিয়ারি একত্র এই পঞ্চ দ্রব্যকে বৃহৎপঞ্চমূল বলা যায়। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই পাঁচ দ্রব্যের নাম স্বল্পপঞ্চমূল, এই উভয়বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল কহা যায়। এই দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সন্নিপাত, জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দশমূলগুড় (পুং) ঔষধবিশেষ, দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও আদার রস চারি সের, একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা কাই মতন ঘন হইলে পিপুল, পিপুল-মূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, তেলাকুচী, বিড়ঙ্গ, বনযবানী, যব-ক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তম-রূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিবে। ইহা সেবনের মাত্রা একতোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° গ্রহণ্যধি°)

দশমূলঘৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত জ্বরনাশক ঘৃতভেদ। দশ মূল ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেকে ৮ তোলা। দুগ্ধ ৪ সের। এই সকল কল্কার্থ দিতে হইবে। ঘৃত ও দশমূলীর কাথ একত্র পাক করিয়া পরে কল্কদ্রব্য পাক করিবে। অনন্তর ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ ক্ষীর করিয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। ইহাতে বিষম জ্বরাদিরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দশমূলতৈল (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত বধিরতানাশক তৈল ঔষধ-ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, নিসিন্দাপত্র রস ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল ১ সের। এই তৈলে সন্নিপাত, শিরোরোগ ও অস্থি-সন্ধি আশু প্রশমিত হয়। অন্যবিধ—কটু তৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ দশমূল ১ সের। এই তৈলের নস্য লইলে কেশের অকালপক্কতা নিবারণ এবং অন্ত্যজ, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ দূর হয়।

অন্য প্রকার—কটুতৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, প্রত্যেক ৮ তোলা; ইহার ব্যবহারে বাতশূল, পিত্তশূল, কফশূল, শিরোরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

দশমূলতৈল—স্বল্প, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ।

স্বল্পদশমূলতৈল—কটুতৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ দশমূল ১ সের। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ ভাল হয়।

মধ্যমদশমূলতৈল—কটু তৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৪৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কাথ্য-দ্রব্য সকল প্রত্যেকে ৬ তোলা। ইহাতে শিরোরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈল—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, আদার রস ৪ সের, কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ৮ সের। এই তৈল অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহাতে শিরোরোগ ও ঊর্দ্ধজক্রগত নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অন্যবিধ বৃহদ্দশমূলতৈল—কটুতৈল ১৬ সের। কাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, শেষ ১৬ সের। ধুতুরাপত্র ১২॥০

সের, নিসিন্দাপত্র ১২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম, চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা ব্যবহার করিলে কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়।

মহাদশমূলতৈল—কটুতৈল ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল ১২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোড়ানেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের, কল্কার্থ পিপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুঙ্কমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী, বিল্বড়কমূল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। শিরোরোগে ইহা একটী প্রধান তৈল। (ভৈষজ্যর° শিরোরোগাধি°)

দশমূলশুণ্ঠী, জ্বরঘ্ন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দশমূল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপার্থ শুণ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা। ইহাতে জ্বরাতিসার ও শোথ সহিত গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

দশমূলাদিকাথ (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বেলছাল, গাম্ভারী, পারুল, শ্যোনাক, গণিয়ারি, জয়ন্তী, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুল্যা, শালপানী, রাস্না, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, কুড়, শুণ্ঠী, চিরতা, মুথা, শুলঞ্চ, বেড়েলা, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শতমূলী। এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে বাতজনিত জ্বর ও তদ্ঘটিত উপদ্রব নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দশমূলারিষ্ট (পুং) বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, শুলঞ্চ ২০ পল, আমলা ১৬ পল, দুরালভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী প্রত্যেক ৮ পল, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, কতবেল, বহেড়া, পুনর্ণবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিপুল, সুপারি, শটী, হরিদ্রা, সুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ সমুদায়ের ৮ গুণ জল, শেষ চতুর্থাংশ, দ্রাক্ষা ৬০ পল, জল ৩০ সের, শেষ ২২॥• সের। এই উভয় কাথ একত্র করিয়া মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মধু ৪ সের, গুড় ৫০ সের, ধাইফুল ৩ পল, কাঁকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পিপুল প্রত্যেক ২ পল ও মৃগনাভি ॥• তোলা মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্র একমাস মাটিতে পুতিয়া রাখিতে হইবে। পরে ইহা তুলিয়া নির্ম্মলীফল ফেলিয়া ঐ রসকে নির্ম্মল করিতে হইবে। এই অরিষ্ট গ্রহণী, অরুচি, বাতব্যাধি, শ্বাস, কাস, ধাতুক্ষয় ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগে প্রযোজ্য। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক। (ভৈষজ্যর°)

দশমূলীতৈল (ক্লী) বাধির্য্যনাশক তৈল ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ মিলিত দশমূল ১২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্ক দশমূল ১ সের। এই দশমূলীতৈল বধিরতানাশের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশযোগভঙ্গ (পুং) দশানাং অঙ্গানাং যোগঃ দশযোগঃ তস্য ভঙ্গঃ। সংস্কারকার্য্যে নক্ষত্রবেধবিশেষ। বিবাহাদি কোন সংস্কার কার্য্য দশযোগ ভঙ্গে করিতে নাই। সূর্য্যযুক্ত নক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র এবং কর্ম্ম নক্ষত্রকে অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সংস্কারাদি কার্য্য হইবে সেই নক্ষত্র এই দুই নক্ষত্রকে একত্র করিয়া যদি পঞ্চদশ, চারি, একাদশ, উনবিংশ, সপ্তবিংশ, একাদশ, অষ্টাদশ ও বিংশ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে দশযোগ ভঙ্গ হইবে।

"তিথ্যঙ্গবেদৈক দশোনবিংশ ভৈকাদশাষ্টাদশবিংশসংখ্যাঃ।"
ইষ্টোড়ুনা সূর্য্যযুতোড়ুনা চ যোগাদমুঞ্চেৎ দশযোগভঙ্গঃ॥
(জ্যোতিঃ সারস°)

এই দশযোগ ভঙ্গে কেহ কেহ প্রতিপ্রসব স্বীকার করেন। এই প্রতিপ্রসব অগত্যাপক্ষে স্বীকার্য্য। যে নক্ষত্রে দশযোগ বিদ্ধ হইবে, তাহার আদ্যপাদে সূর্য্য থাকিলে চতুর্থাংশ দূষিত হয়, দ্বিতীয় পাদে সূর্য্য থাকিলে তৃতীয়পাদ, চতুর্থপাদে সূর্য্য থাকিলে প্রথম পাদ এবং সূর্য্য প্রথম ও তৃতীয় পাদগত হইলে দ্বিতীয় পাদ দুষ্ট হয়। ঐ সকল দুষ্টপাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পাদে কার্য্যাদি সকল করা যায়।

"আদ্যপাদে স্থিতে সূর্য্যে তুরীয়াংশং বিবর্জ্জয়েৎ।
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ঞ্চ বিপরীতমতোঽন্যথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব°)

এই দশযোগভঙ্গে গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার কার্য্য বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দশরথ (পুং) দশসু দিক্ষু রথঃ রথগতির্যস্য। ১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন রাজা। ইনি অযোধ্যাধিপতি, রামের পিতা। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দশরথের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। সৌরাষ্ট্রদেশে ভিক্ষু নামে-এক ব্রাহ্মণ

ছিলেন, তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কলহ করিত, পরে কলহ করিয়া একদিন জীবন পরিত্যাগ করে, এই পাপে প্রেত হয়। দ্বিজপত্নী প্রেত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন ধর্ম্মদত্ত নামে কোন ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করে এবং ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে তুলসী পত্রের জল দ্বিজপত্নীর গায়ে পড়ে; ইহাতে দ্বিজপত্নীর পাপ ভার কিছু লঘু হয়। দ্বিজপত্নী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলুন, আমি কি করিলে পাপভার হইতে মুক্ত হই।' এইরূপে তাহাকে অনুনয় করিয়া কহিলে ধর্ম্মদত্ত তাহাকে কহিলেন, 'তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, তোমার কোন পুণ্যকর্ম্মে অধিকার নাই। তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমাকে আমার উদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি আজন্ম ধরিয়া যে কার্ত্তিকব্রত করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে দান করিলাম।' এই কথা বলিয়া তাহাকে তুলসী মিশ্রিত জল প্রদান করিলেন এবং দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র শ্রবণ করাইলেন; তাহার পর এই দ্বিজপত্নী দিব্যরূপধারিণী হইল। সেই স্থলে বিষ্ণুদূত দিব্যরথ লইয়া উপস্থিত হইল, এবং দ্বিজপত্নীকে এই রথে তুলিয়া লইল। ধর্ম্মদত্ত তাহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। বিষ্ণুদূত তখন তাহাকে বলিল, আপনার বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই এবং আপনার মত পুণ্যবান্ কেহ নাই, আপনি এই জন্মান্তে ভার্য্যার সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। সেইখানে বহুদিন বাস করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে সূর্য্যবংশে দশরথ নামে রাজা হইবেন। এই কন্যাকে লইয়া আপনার তিনটী পত্নী হইবে। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিবেন। (পদ্মপু° উত্তর খ°)

দশরথ সূর্য্যবংশীয় মহারাজ অজের পুত্র। ইহার অনেকগুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজন প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি নূতন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই একদিন শব্দবেধী বাণ পরীক্ষার জন্য অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যমুনাতীরে গমন করেন এবং তথায় শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে অন্ধমুনির পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতে অন্ধমুনি দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন—"আমি যেরূপ পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম, তোমাকেও এইরূপ পুত্রবিরহে কাতর হইয়া মরিতে হইবে।' দশরথ ব্রাহ্মণপুত্র বধ করিয়া দুঃখিতচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত পুত্র না হওয়ায় অতিক্লেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে [illegible] রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞীয় চরু কৌশল্যা ও কেকয়ীকে দেন। কেকয়ী ও কৌশল্যা ঐ চরু হইতে দুই খণ্ড সুমিত্রাকে প্রদান করেন। এজন্য কৌশল্যা রাম, কেকয়ী ভরত, সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুত্র প্রসব করেন। কৌশল্যার শান্তা নামে এক কন্যা জন্মে। দশরথ এই কন্যা লোমপাদ রাজাকে পোষ্যপুত্রিকা প্রদান করেন। রাম উপযুক্ত হইলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। রাম কল্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সময় কেকয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করেন। দশরথ সত্য প্রতিজ্ঞা পালন হেতু ইহাতেই স্বীকৃত হন। রাম বনগমন করিলে রাজা দশরথ রাম-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অর্দ্ধরাত্রি সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে ইহার মৃতদেহ তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হয়, পরে ভরত আসিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। [রাম দেখ।]

২ বালিকের পুত্র ইহার পুত্রের নাম ঐড়বিড়ি। (ভাগ°)

৩ সম্রাট্ অশোকের পুত্র। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

দশরথসুত (পুং) দশরথস্য সুতঃ ৬তৎ। রাম।

দশরশ্মিশত (পুং) দশরশ্মি শতানি অস্য। সহস্রকিরণ, সূর্য্য।

"দশরশ্মিশতোপমদ্যুতিং যশসা দিক্ষু দশস্বপিশ্রুতং। (রঘু)

দশরাত্র (পুং) দশভি রাত্রিভি র্নিবৃত্তঃ ঠঞ্, তস্য লুকি তদ্ধিতার্থ দ্বিগো অচ্ সমা°। ১ দশরাত্রসাধ্য যাগভেদ, এই যজ্ঞ দশ দিন ধরিয়া করিতে হয়। (ক্লী) দশানাং রাত্রীনাং সমাহারঃ। রাত্রিদশক, সংখ্যাবাচক শব্দের পর রাত্রি শব্দ থাকিলে সমাহার দ্বিগু সমাসে ক্লীবলিঙ্গ হয়।

"প্রতিষেধেঃ সমং তত্র দশরাত্র মশুচ্যতি।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ॥" (মনু)

দশরূপক (ক্লী) দশ রূপকাণি দৃশ্যকাব্যানি প্রতিপাদ্যত্বেন সন্ত্যত্র অচ্। নাটকাদি লক্ষণ প্রতিপাদক গ্রন্থভেদ; এই গ্রন্থে দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ ও নায়ক নায়িকার প্রভৃতির লক্ষণ, নাটকের দোষ গুণ প্রভৃতি বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে।

দশরূপভৃৎ (পুং) দশ-মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদীনি রূপাণি বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্-তুগাগমশ্চ। বিষ্ণু। [দশাবতার দেখ।]

দশলক্ষণক (পুং) দশ লক্ষণানি যস্য। ধর্ম্ম, ধর্ম্মের দশটী লক্ষণ এইজন্য ধর্ম্মকে দশলক্ষণক কহে। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥" (মনু)

দশবক্ত্র (পুং) দশ বক্ত্রাণি যস্য। রাবণ।

দশবাজিন্ (পুং) দশ বাজিনো রথে যস্য। চন্দ্র।
"দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং ॥" (চন্দ্রধ্যান)

দশবার্ষিক (ত্রি) দশসু বর্ষেষু ভবঃ ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দশবর্ষভব, যাহা দশ বৎসরে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী ॥" (যাজ্ঞ°)

দশবাহু (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪০)

দশবিধ (ত্রি) দশ বিধা প্রকারা যস্য। দশ প্রকার।
"ভেদস্তমসো অষ্টবিধঃ দশবিধঃ মহামোহঃ।" (সাংখ্যকা°)
মহামোহের ভেদ দশ প্রকার।

দশবীর (ক্লী) দশ বীরা যত্র। সত্রভেদ, যজ্ঞবিশেষ। "তদেতচ্ছাক্ত্যানাং দশবীর মেষাং দশবীরা জায়ন্তে য এতদুপযন্তি" (তাণ্ড্য° ব্রা° ২৫।৭।৪) 'তদেতদুক্তং সত্রং শাক্ত্যানাং দশবীরং বীরয়ন্তমিত্রানিতি।' (ভাষ্য°)

দশব্রজ (পুং) ঋষিভেদ। "যাভিঃ কণ্বং মেধাতিথিং যজ্ঞং যাভির্বশং দশব্রজং" (ঋক্ ৮।৮।২০)

দশশত (ক্লী) দশগুণিতং শতং। ১ সহস্র সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

দশশতনয়ন (পুং) দশশতং নয়নানি যস্য। ইন্দ্র।

দশশতরশ্মি (পুং) দশশতং সহস্রং রশ্ময়োঽস্য। সূর্য্য। (হেম°)

দশশতাক্ষ (পুং) দশশতং অক্ষীণি যস্য। ইন্দ্র।

দশশতাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) দশশতং অঙ্ঘ্রয়ো যস্য। ১ শতমূলী। ২ শতাবরী। (পারস্করনি°)

দশসপ্তা (স্ত্রী) দশ চ সপ্ত চ অস্যাং বিষ্টুতৌ। সামবেদের বিন্যাস ভেদে বিষ্টুতি ভেদ।

দশসাহস্র (ক্লী) দশগুণিতং সহস্রং পরিমাণমস্য অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ দশগুণিত সহস্র, অযুত, দশ হাজার। ২ তৎসংখ্যেয়।
"ভূতানাং দশসাহস্রং পরিবেশন সমাহৃতং।" (হরিব° ২৫২ অ°)

দশসাহস্রিক (ক্লী) দশসহস্রাণাং প্রমাণং অণ্ ততো ঠঞ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। অযুতপরিমিত ভাগাদি।

দশহরা (স্ত্রী) দশ অদত্তোপাদানহিংসাদি দশবিধানি দশজন্মকৃতানি বা পাপানি হরতীতি হৃ-অচ্ ততষ্টাপ্। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী, জ্যৈষ্ঠশুক্লা দশমীর নাম দশহরা, এই দিন গঙ্গার জন্ম দিন।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে শুক্লপক্ষে দশম্যাং
হস্তে শৈলান্নিরগমদিয়ং জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকং।
পাপান্যস্যাং হরতি চ তিথৌ সা দশেত্যাহুরার্য্যাঃ
পুণ্যং দদ্যাদপি শতগুণং বাজিমেধাযুতস্য ॥" (তিথিতত্ত্ব°)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে গঙ্গা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, এইজন্য এইদিন অতিশয় পুণ্যজনক, এই তিথি নানাবিধ পাপ নষ্ট করে, এবং এই তিথিতে স্নানদানাদি করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই তিথিতে জাহ্নবী দশবিধ পাপ ও দশজন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করেন বলিয়া এই তিথির নাম দশহরা হইয়াছে। অদত্তের উপাদান, অবিধি পূর্ব্বক হিংসা ও পরদারসেবা এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ ; পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ এই চতুর্ব্বিধ বাঙ্ময় পাপ ; পরদ্রব্যচিন্তন, মনে মনে পরের অমঙ্গল চেষ্টা, মিথ্যাভিনিবেশ এই ত্রিবিধ মানস পাপ। এই দশবিধ পাপ গঙ্গা হরণ করেন, এই জন্য জ্যৈষ্ঠী শুক্লাদশমীর নাম দশহরা হইয়াছে।

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসং ॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম মে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥
বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥" (কৃত্যতত্ত্ব°)

দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় এই মন্ত্র পড়িয়া স্নান করিতে হয়। যদি এই দশমীতে হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে দশজন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপক্ষয় হয় এবং ঐ তিথি যদি মঙ্গলবারে হয়, তাহা হইলে দশবিধ পাপক্ষয়পূর্ব্বক শতঅশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। জ্যৈষ্ঠমাস যদি মলমাস হয়, তাহা হইলেও জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথিতেই দশহরা হইবে। এই স্থলে তিথিমাহাত্ম্যই প্রবল।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতেপক্ষে দশম্যাং হস্তযোগতঃ।
দশজন্মা মহাগঙ্গা দশ পাপহরা স্মৃতা ॥
শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম।
হরতে দশ পাপানি তস্মাদ্দশহরা স্মৃতা ॥
জ্যৈষ্ঠে শুক্ল দশম্যাংতু হস্তযোগেন জাহ্নবী।
হরতে দশপাপানি তস্মাদ্দশহরোচ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব°)

যদি দশমী তিথি উত্তর দিনব্যাপিনী হয় এবং পূর্ব্বদিনে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন দশহরা হইবে,

তিথি উভয় দিন পাইলে পরদিনেই দশহরা হইবে এবং উভয় দিনব্যাপিনী তিথিস্থলে পূর্ব্বদিন যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনই দশহরা হইবে, পরদিন কেবল তিথিতে স্নান করিতে হইবে। যদি এই দিন গঙ্গাস্নান না করা যায়, তাহা হইলে যে কোন নদীতে অর্ঘদান ও তর্পণাদি করিলেও মহাপাতক সদৃশ পাতক হইতে বিমুক্তি হয়।

"যাংকাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য দদ্যাদস্তাং তিলোদকং।
মুচ্যতে দশভিঃ পাপৈঃ স মহাপাতকোপমৈঃ॥" (স্কন্দপু°)

দশহরা তিথিতে গঙ্গামূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাপূজা করিতে হয়; দশহরাতে গঙ্গাপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঐদিন মৎস্য, কচ্ছপ, মণ্ডূক, মকরাদি জলচর, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিয়া গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে অসক্ত হইলে পিষ্টদ্বারা (পিটুলী) প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে এবং গঙ্গাতে ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভাসাইয়া দিবে এবং এই দিন যে কোন লোক "ওঁং নমঃ শিবায়ৈ নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র দিবারাত্র জপ করে, তাহা হইলে পঞ্চসহস্র দশধর্ম্ম ফল লাভ করে। দশহরার দিন গঙ্গাজলে থাকিয়া যিনি গঙ্গার স্তোত্রপাঠ করেন, তিনি অক্ষম বা দরিদ্র হন না। এইজন্য দশহরার দিন দশবিধ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গাস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।

দশা (স্ত্রী) দশতীতি দন্‌শ-ক ততো নলোপঃ বা দশ্যতে ইতি অচ্ তত টাপ্। ১ অবস্থা। ২ দীপবর্ত্তি।

"অপেক্ষন্তে ন চ স্নেহং ন পাত্রং ন দশান্তরং।
পরোপকারনিরতা মণিদীপা ইবোত্তমা॥" (উদ্ভট)

৩ চিত্ত। ৪ বস্ত্রান্ত, বস্ত্রের শেষভাগ। এই দশা শব্দ বহুবচনান্ত।

৫ কালকৃত গর্ভবাসাদি রূপ অবস্থা, এই দশা দশটী। মনুষ্যের দশদশা গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থবিরতা, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু, এই দশটী মনুষ্যের অবস্থা সকলেই এই দশার অধীন (মোক্ষধর্ম্মে নীলকণ্ঠোক্ত) কামকৃত বিরহীদিগের অবস্থা ভেদ। এই অবস্থাও দশটী। নয়নপ্রীতি, চিন্তা, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মরণ এই দশটী অনঙ্গদশা। প্রথম নায়ক দর্শন, তাহার পর তদ্বিষয়ক চিন্তা, চিন্তা করিতে করিতে নায়ককে পাইবার সঙ্কল্প, এই সঙ্কল্প হইতে নিদ্রা হ্রাস, নিদ্রা হ্রাস হইলেই শরীর ক্ষীণ হয়, তখন আর উপভোগাদি কোন বিষয়ই ভাল লাগেনা, তখন আপনা হইতেই লজ্জানাশ হয়; তাহার পর একেবারে উন্মত্ত হইতে হয়, উন্মাদ হইতে মূর্চ্ছা। এই মূর্চ্ছা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। বিরহবর্ণন করিতে হইলে এই দশটী দশার মধ্যে ৯টী বর্ণন করিতে হয়, মৃত্যু বর্ণন করিতে নাই।

"দৃঙ্মনঃ সঙ্গসঙ্কল্পঃ জাগরঃ কৃশতারতিঃ।
হ্রীত্যাগোন্মাদ মূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ॥
নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।
নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ॥
উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মর দশা দশৈব স্যুঃ।"

(অলঙ্কারশাস্ত্র°) ৭ গ্রহগণের স্ব স্ব ফল বিপাক কালভেদ রূপ অবস্থা; জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে।

সত্যযুগে লাগ্নিকী দশা, ত্রেতাযুগে গৌরী দশা, দ্বাপরযুগে যোগিনী দশা ও কলিযুগে নাক্ষত্রিকী দশা দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। এইক্ষণ অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকী দশার বিবরণ বলা যাইতেছে।

সূর্য্যের দশা ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৮ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, শনির ১০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, রাহুর ১২ বৎসর ও শুক্রের ২১ বৎসর দশাভোগের কাল। ইহার মধ্যে প্রত্যেক দশারই অন্তর্দ্দশা আছে।

একটী চতুষ্কোণ—ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূর্ব্বাদি অষ্ট দিক চিহ্নিত করিবে, অনন্তর ঐ ক্ষেত্রের আটদিকে পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকাদি নক্ষত্র স্থাপন করিবে। পূর্ব্বাদি চারিদিকে তিন তিনটী করিয়া ও অগ্ন্যাদি চারি কোণে চারি চারিটী করিয়া নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। যথা;—পূর্ব্বদিকে—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা এই তিন নক্ষত্রে জন্মিলে রবির দশা; অগ্নিকোণে—আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্র এই চারি নক্ষত্রে জন্মিলে চন্দ্রের দশা; মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিলে মঙ্গলের দশা; হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে জন্মিলে বুধের দশা; অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জন্মিলে শনির দশা; পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণা-নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা; ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে রাহুর দশা; উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জন্মিলে শুক্রের দশা হয়। সূর্য্য, রাহু, মঙ্গল ও শনি ইহাদের দশাতে মনুষ্যের ক্লেশ; বৃহস্পতি, বুধ, চন্দ্র ও শুক্র ইহাদের দশাতে মঙ্গল হইয়া থাকে। বর্ত্তমান শকাব্দ হইতে জন্মকালীন শকের অঙ্ক বিয়োগ করিলে যত বৎসর অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রতি বৎসরে ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল যোগ করিলে যত হইবে, তত বৎসর বয়স ধরিয়া দশা নির্ণয় করিতে হইবে, ইহাকেই সাবনশুদ্ধি কহে।

জন্মকালে নক্ষত্রের যত দণ্ড পল অতীত হইয়াছে এবং যত দণ্ড পল অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিয়া অনুপাত দ্বারা দশাকালে কত অংশ অতীত হইয়াছে এবং কত অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যেমন রোহিণী নক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে ২ বৎসর অতীত হইয়াছে জানিতে হইবে, অবশিষ্ট চারিবৎসর আছে, অবশিষ্ট চারি বৎসরের মধ্যে রোহিণীনক্ষত্রের যত দণ্ড পল গতে জন্ম হইয়াছে তাহাদ্বারা অনুপাত করিয়া কত অংশ অবশিষ্ট আছে তাহা স্থির করিতে হইবে। জন্মের প্রথমে যে গ্রহের দশা হইবে তাহার ভোগকালের পর তৎপরবর্ত্তী গ্রহের দশা ভোগ হইবে। যদি জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড হয়, তাহা হইলে দশার ভুক্ত ও অবশিষ্ট জানিতে অনুপাত না করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ভুক্তাবশেষ স্থির করিতে পারা যাইবে।

জন্মসময়ে নক্ষত্রের যত দণ্ড ও পল গত হইয়াছে, শুভগ্রহ দশা হইলে তাহাকে ১॥ গুণ করিয়া, পাপগ্রহের দশা হইলে দ্বিগুণ করিয়া, গুণফলকে পুনর্ব্বার দশা পরিমাণের অঙ্ক দিয়া পূরণ করিতে হইবে।

পরে ঐ গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে মাস এবং মাসকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে বৎসর হইবে। এইরূপে দশার ভুক্ত অংশ জানিয়া দশা পরিমিত কাল হইতে বিয়োগ করিলেই অবশিষ্ট অংশ জানিতে পারিবে। জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ডের ন্যূনাধিক হইলে অনুপাত করিয়া দশাকালের ভুক্ত ও অবশিষ্ট অঙ্ক স্থির করিবে।

নক্ষত্রানুসারে দশাভোগের কালবিভাগ—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরানক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা হয়, এই দশার ভোগকাল ৬ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে দুই বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৬ মাস, নক্ষত্রের চারিভাগের একভাগের নাম পাদ, এবং প্রতি দণ্ডে ১২ দিন ও প্রতি পলে ১২ দণ্ড হইয়া থাকে। আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যানক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা হয়, এই দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৯ মাস। প্রতিপাদে ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতিপলে ২২ দণ্ড ৩০ পল জানিবে। যথা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশায় জন্ম জানিতে হইবে, এই দশায় পরিমাণ ৮ বৎসর, ইহার প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হয়।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশায় জন্ম হয়। এই দশার পরিমাণ ১৭ বৎসর, ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতি পলে ২৫ দণ্ড ৩০ পল হয়।

অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়, এই দশাভোগ্যকাল ১০ বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ৩ বৎসর চারিমাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১০ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ২০ দিন ও প্রতি পলে ১০ দণ্ড ভোগ হয়।

পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়, এই দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল হয়।

অন্যপ্রকার—বৃহস্পতির স্থূলদশা ১৯ বৎসর। এই দশা পরিমিত কালকে চারিভাগ করিয়া একভাগ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের ও অবশিষ্ট তিন ভাগের সমষ্টি অর্থাৎ ১৪ বৎসর তিন মাসকে দুইভাগ করিয়া একভাগ অর্থাৎ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের ও ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন শ্রবণানক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে। অগ্নিপুরাণের মতে বৃহস্পতির দশাকে ৪ ভাগ করিয়া একভাগ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের ও অপর তিনভাগের সমষ্টির অর্দ্ধেক উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অভিজিৎ নক্ষত্রের ও অপর অর্দ্ধেক শ্রবণানক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে। যথা পূর্ব্বাষাঢ়ায় ৪ বৎসর ৯ মাস, উত্তরাষাঢ়ায় ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন, অভিজিতের ৩ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড ও শ্রবণায় ৩ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড।

ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রাহুরদশা হয়, এই দশার পরিমাণ ১২ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর, প্রতি দণ্ডে ২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড হইবে।

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হয়। এই দশা ভোগ্যকাল ২১ বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি দণ্ডে ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল ভোগ হয়। প্রথমতঃ জন্মনক্ষত্র হইতে দশা নিরূপণ করা যাইতেছে।

জন্ম নক্ষত্র	দশা	ভোগ্যকাল
৩ কৃত্তিকা		
৪ রোহিণী	রবি	৬ বৎসর।
৫ মৃগশিরা		
৬ আর্দ্রা		
৭ পুনর্ব্বসু		
৮ পুষ্যা	চন্দ্র	১৫ বৎসর।
৯ অশ্লেষা		
১০ মঘা		
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	মঙ্গল	৮ বৎসর।
১২ উত্তরফল্গুনী		
১৩ হস্তা		
১৪ চিত্রা		
১৫ স্বাতী	বুধ	১৭ বৎসর।
১৬ বিশাখা		
১৭ অনুরাধা		
১৮ জ্যেষ্ঠা	শনি	১০ বৎসর।
১৯ মূলা		
২০ পূর্ব্বাষাঢ়া		
২১ উত্তরাষাঢ়া		
০ অভিজিৎ	বৃহস্পতি	১৯ বৎসর।
২২ শ্রবণা		
২৩ ধনিষ্ঠা		
২৪ শতভিষা	রাহু	১২ বৎসর।
২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ		
২৬ উত্তরভাদ্রপদ		
২৭ রেবতী	শুক্র	২১ বৎসর।
১ অশ্বিনী		
২ ভরণী		

এই সকল নক্ষত্রানুসারে যে নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে সেই নক্ষত্র ধরিয়া দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

দশাফল—রবির দশাতে চিত্তের উদ্বেগ, পরিতাপ, ধনহানি, ক্লেশ, বিদেশগমন, রোগভয়, অনিষ্টপাত, দুঃখ, জীবনহানি, বন্ধন ও রাজপীড়া হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে—মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য, ঘোটকাদিবাহন, রাজপূজা, রত্ন, ছত্র, মঙ্গল, প্রতাপ, বীর্য্যবৃদ্ধি, মিষ্টান্নভোজন, পানীয়পান ও উত্তমশয্যা লাভ হয়।

মঙ্গলের দশায়—দুষ্টলোক হইতে আত্মবিনাশ, বন্ধন, ভয়, চিন্তা, জ্বর, বিকলতা, চৌরভীতি, অগ্নিভয়, বিবাদ, রোগ, অকীর্ত্তি, প্রতাপহানি ও ধন বিনাশ হয়।

বুধের দশাতে—উত্তমাকামিনীসম্ভোগ, ধনাগম, অভিপ্রায় সুখলাভ, বিবিধ ঐশ্বর্য্য, কোষাগার বৃদ্ধি ও মনোরথ পূর্ণ হয়।

শনির দশাতে—অপবাদ, বধ, বন্ধন, আশ্রয়বিনাশ, চৌরভয়, অগ্নি, সর্প ও রাজভয়, আশাভঙ্গ ও কার্য্যহানি হয়।

বৃহস্পতির দশাতে—রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, বিবিধ বস্ত্র ভোগ, সুখ ও ধন, ধান্যবৃদ্ধি, বিদ্যা, সুখ্যাতি এবং লক্ষ্মীলাভ হয়।

রাহুর দশাকালে—মনুষ্যের পত্নীর অপরাধ নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধন এবং অস্ত্রাঘাতের ভয়, অল্পপরাক্রম, অত্যন্ত কষ্ট, ধন ও কান্তিবিহীনদেহ হয়।

শুক্রেরদশার সময়—মন্ত্রসিদ্ধি, প্রমদাসঙ্গলাভ, অভিলাষ, পূর্ণ, বদান্যতা, রাজপূজিত, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণে গমন, মনোরথ সিদ্ধি, অর্থসঞ্চয় ও রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। স্থূলদশাফলের বিষয় বলা হইল কিন্তু প্রত্যেক দশার মধ্যে অন্তর্দ্দশা আছে। অন্তর্দ্দশায় ফল অন্তর্দ্দশার কালানুসারে হইয়া থাকে।

অন্তর্দ্দশা—রবির স্থূল দশা ৬ বৎসর, তাহার মধ্যে রবির নিজ দশান্তর ৪ মাস, চন্দ্রের ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস, বুধের অন্তর ১১ মাস ২০দিন, শনির অন্তর ৬ মাস ২০দিন, বৃহস্পতির অন্তর ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর অন্তর ৮ মাস, শুক্রের অন্তর ১ বৎসর ২ মাস। রবির দশামধ্যে রবির অন্তর্দ্দশায় রাজদণ্ড, মনস্তাপ, বন্ধন, বিদেশগমন, শরীরপীড়া ও নানা প্রকার দুঃখভোগ হয়। রবির দশাতে চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের শত্রুনাশ, রোগশান্তি, বিত্তলাভ ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। মতান্তরে রবিরদশাতে চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় রোগ, শঙ্কা, ত্রাস, ইচ্ছাহানি, মনঃপীড়া প্রভৃতি হইয়া থাকে। রবির দশাতে মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যগণ প্রধান হইয়া মণিরত্ন ও প্রবাল প্রভৃতি লাভ করে। রবির দশাতে বুধের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্য দারিদ্র ও দুঃখী হয় এবং সর্ব্বগাত্রে বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আর নানা প্রকার শরীরের উপদ্রব হওয়াতে ক্লেশ পায়।

রবিদশাতে শনির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্য রাজভয় প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শক্তিরহিত ও ধৈর্য্যহীন হয় এবং তাহার সকল কার্য্য বিফল হইয়া যায়। মতান্তরে—রবির দশাতে শনির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের সন্তাপ, বিত্ত বন্ধুনাশ, পরাজয় ও সকল কার্য্য নষ্ট হয়।

রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের সম্পত্তি বৃদ্ধি, রোগ শান্তি, লোকের নিকট বিশ্বাস ও ধর্ম্ম লাভ হয়। মতান্তরে—রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের ধর্ম্ম

অর্থ ও সুখ লাভ হয়। এবং কুষ্টাদিরোগের শান্তি হইয়া সুখ ভোগ হয়।

রবির দশাতে রাহুর অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের রোগ, শোক, ভয়, মৃত্যু, বিত্তনাশ ও নানা প্রকার অশুভ হইয়া থাকে।

রবির দশাতে শুক্রের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের শিরঃপীড়া, উদরাময়, জ্বর, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ হইয়া শীঘ্র শরীর নষ্ট হয়।

চন্দ্রের স্থূল দশারকাল ১৫ বৎসর। ইহার মধ্যে দুই বৎসর ১ মাস নিজের অন্তর্দ্দশা এই সময়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি, স্বর্ণভূষিতা স্ত্রীলাভ ও অতিশয় যশোবৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে সর্ব্বদা কাল ও চৌরভয় এবং শরীরের ক্লেশ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের রক্তপিত্ত পীড়া ও চোরের ভয় হয়।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন বুধের অন্তর্দ্দশায় ভোগকাল। এই সময়ে প্রভুত্ব, সুখসম্পত্তি, হস্তী, ঘোটকাদিবাহন ও গোধনাদি লাভ হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসরে ৪ মাস ২০ দিন শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে বুদ্ধিক্ষয় সুহৃদ্ভেদ বিপদ্ প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হয়। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে শনির অন্তর্দ্দশায় ক্লেশ, রাজভয়, বিপদ, শোক ও সম্পত্তিনাশ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য ধন, ধর্ম্ম, সুখ, বস্ত্র ও অলঙ্কার লাভ করে।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে সকল প্রকার রোগ, বন্ধুনাশ এবং উক্ত দশা বিশিষ্ট ব্যক্তি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও সুখী হইতে পারেনা। মতান্তরে অগ্নিভয়, দুঃখ, শোক, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তমাস্ত্রীসঙ্গম, ধন, ধান্য, মুক্তা, মণি প্রভৃতি লাভ করিয়া সুখী হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১০ মাস রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য রাজার অনুগ্রহ, সুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করে।

মঙ্গলের স্থূলদশা ৮ বৎসর। তাহার মধ্যে মঙ্গলের নিজ দশা ৭ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড। মঙ্গলের এই নিজদশার সময় বন্ধুর সহিত কলহ, অগ্নিদাহ ও শারীরিক পীড়া প্রভৃতি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৩মাস ২০ দণ্ড বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে নৃপ, চৌর, শত্রু ও শৃঙ্গিজন্তু হইতে ভয় এবং নানাবিধ মনস্তাপ এবং জ্বরাদি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে ধননাশ, মনস্তাপ, হৃদয়পীড়া প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে মনুষ্য তীর্থযাত্রা, দেব ব্রাহ্মণপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যকারী হয়। কিন্তু এই সময় রাজভয় হইবার সম্ভাবনা।

মঙ্গলের দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায়—মনুষ্য পুষ্প, ধূপ, অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করে এবং রাজতুল্য সম্মান প্রাপ্ত হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১০ মাস ২০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে অস্ত্রভয়, অগ্নি, চৌর, শত্রুভয় ও বিত্তনাশ প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৬মাস ২০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে ধননাশ, রোগ, শত্রুভয় নানবিধ উপদ্রব ও রাজভয় হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশাতে ৫ মাস ১০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্মান স্ত্রীলাভ ও পদবৃদ্ধি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে নানাপ্রকার সম্পত্তি, সুখ, মুক্তা ও মণি প্রভৃতি ভূষণ লাভ হয়।

বুধের স্থূলদশা ১৭ বৎসর তন্মধ্যে ২ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড তাহার নিজান্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, বুদ্ধিবৃদ্ধি, ধনলাভ, সৌভাগ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের বাতশ্লেষ্মাপীড়া, বন্ধুদিগের সহিত বিবাদ ও বিদেশ গমন প্রভৃতি ক্লেশ হইয়া থাকে।

বুধের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য রোগ হইতে মুক্ত, শত্রুভয়, বিনাশ, ধনাগম ও সুপুত্র লাভ করে।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের অকস্মাৎ অগ্নিভয়, রোগ, বন্ধন, বিত্তনাশ ও মহাক্লেশ হয়।

বুধের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ধনাঢ্য, পুত্রবান্ ও ধার্ম্মিক হয়।

বুধের দশাতে ১১ মাস ১০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল; এইকালে মনুষ্য সুবর্ণ, প্রবাল ও বিপুল যশোলাভ করে এবং শ্রীমান্ ও পরধন প্রাপ্ত হয়।

বুধের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের শত্রু ও বৃশ্চিকাদি হইতে ভয় উপস্থিত হয় ও নানাপ্রকার কষ্ট হইয়া থাকে।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের শিরোরোগ, হৃদয়পীড়া, অগ্নি ও তস্কর হইতে ভয় এবং জঙ্ঘা ও পাদে পীড়া হইয়া থাকে।

শনির স্থূল দশা ভোগের কাল ১০ বৎসর। তাহার মধ্যে ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড শনির নিজান্তর্দ্দশা। এই সময়ে মনুষ্য খলবৃত্তি অবলম্বন করে এবং স্ত্রী ও পুত্রের নিকট বিগ্রহ, অর্থক্ষয়, বন্ধুবিনাশ, বিদেশগমন ও মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য দেবতার প্রতি অনুরক্ত ও শান্ত প্রকৃতি হইয়া বিবিধ সম্পত্তিলাভ করে এবং তাহার শত্রুনাশ হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের বিদেশগমন, বন্ধুবিদ্বেষ, মিত্রভয় ও অকস্মাৎ অগ্নিদাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল; এইকালে মনুষ্যের বন্ধুসমাগম, ভার্য্যা ও বিত্তলাভ, সুখসম্পত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

শনির দশাতে ৬ মাস ২০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের ধন পুত্র বিনাশ হইয়া দুঃখবৃদ্ধি হয় এবং জীবন ও বল নষ্ট হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের বন্ধুবিচ্ছেদ, স্ত্রীবিনাশ, কলহ ও নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের দেশত্যাগ, পীড়া ও নানা প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন ২০ দণ্ড বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ভাগ্যবান্ ও সম্মানভাজন হইয়া পুত্র-পৌত্র লাভ করে।

বৃহস্পতির স্থূল দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর। তাহার মধ্যে ৩ বৎসর ৪ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড বৃহস্পতির নিজান্তর্দ্দশা। এই সময়ে মনুষ্যের সৎপুত্র, তপস্যা, সুখ্যাতি, পৌরুষ, সুখ ও গজাশ্বাদি বাহন লাভ হয়।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে অকস্মাৎ ভয় ও রাজপীড়া প্রভৃতি উপদ্রব এবং বন্ধন ও মনস্তাপাদি শারীরিক ক্লেশ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে শত্রুভয় ও বন্ধুনাশ হইয়া নানাপ্রকার রোগে এবং স্ত্রীবিয়োগ প্রভৃতিতে নানাপ্রকার দুঃখ পায়।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ২০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মিত্রলাভ, ধনাগম, উত্তমাস্ত্রীলাভ এবং রাজার প্রিয়পাত্র হয়।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে উত্তমাস্ত্রীলাভ ও শত্রুভয় হয় এবং সকল প্রকার রোগমুক্ত হইয়া রাজতুল্য সম্মান লাভ করে।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য অতিশয় ক্রোধী, শত্রুনাশক ও হস্তীর ন্যায় ভীমদর্শন হয় এবং সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া সুখে কাল যাপন করে।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য কখন সুস্থ ও কখন অসুস্থ হইয়া কখন সুখ ও কখন অসুখ ভোগ করে; এই সময়ে শত্রু বৃদ্ধি হয় ও দেবপূজায় অনুরাগ জন্মে।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য বেশ্যা সহবাসে সুখভোগ করে এবং বিত্তবিহীন হইয়া সর্ব্বদা অধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত হয়।

রাহুর স্থূলদশা ১২ বৎসর। তাহার মধ্যে রাহুর নিজের ১ বৎসর ৪ মাস ভোগ কাল। এই সময়ে স্ত্রীবিয়োগ, বন্ধুনাশ, শত্রুভয় ও অর্থনাশ হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত মিত্রতা, স্ত্রীলাভ, বিত্তসঞ্চয় ও বন্ধুগণের সহিত স্নেহবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ৮ মাস রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে শত্রুভয়, ভয়ানক রোগ, অর্থনাশ, রাজভয়, অতিশয় ব্যথা ও শিরোরোগাদি নানাপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল।

এই সময়ে স্ত্রীবিনাশ, কলহ, ক্লেশ, পাপে অনুরাগ, কুভোজন, বন্ধুবিচ্ছেদ ও রিপুভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ১০ মাস ২০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের বিষভয়, অস্ত্রভয়, অগ্নিভয়, চৌরভয় এবং নানাবিধ ক্লেশ হয়।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন বুধের অন্তর্দশার কাল। এই কালে মনুষ্যের কফ ও বাতঘটিত রোগ এবং ভয়াবহ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শনির অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য বেশ্যাসহবাসে নিযুক্ত থাকিয়া বিত্তবিহীন ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য রোগমুক্ত ও শত্রুভয়বিহীন হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণপূজাতে তৎপর থাকে এবং নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে।

শুক্রের স্থূলদশা ২১ বৎসর। তাহার মধ্যে ৪ বৎসর ১ মাস শুক্রের নিজ অন্তর্দশার কাল; এই সময়ে মনুষ্য সুনীতি শিক্ষা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করে এবং স্ত্রী দ্বারা সুখবৃদ্ধি ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

শুক্রের দশাতে ১ বৎসর ২ মাস রবির অন্তর্দশার কাল; এইকালে মনুষ্যের চক্ষুরোগ, বন্ধন, মহাভয় ও সকল বিষয়ে অমঙ্গল হইয়া থাকে।

শুক্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস চন্দ্রের অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের নখে, দন্তে ও মস্তকে পীড়া হয় এবং বন্ধুজনের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইয়া থাকে।

শুক্রের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের উত্তমা স্ত্রীলাভ ও ভূমি লাভ হইয়া থাকে এবং শরীরের বীর্য্যহানি হয়।

শুক্রের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন বুধের অন্তর্দশা হয়। এই দশাতে মনুষ্য উত্তমা স্ত্রীলাভ, ধনধান্যাদি সম্মান, শরীরের পুষ্টি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শুক্রের দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শনির অন্তর্দশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তম নগরে, অতিমনোহর গৃহে, সুন্দরী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি আমোদ করে এবং শত্রুনাশ ও মিত্রলাভ হয়।

শুক্রের দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ২০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দশার কাল। এই দশাতে মনুষ্য উত্তমাস্ত্রী ও ধনধান্য লাভ করে এবং সর্ব্বদা বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া সুখে কালযাপন করে।

শুক্রের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস রাহুর অন্তর্দশার কাল। এইকালে বিদেশ গমন, দুঃখ, অন্ত্যজাতির সহিত সমাগম ও পাপকার্য্যে অনুরাগ হয়।

এই সকল গ্রহগণের অন্তর্দশানুসারে ফলাফল স্থির হইয়া থাকে এবং দশাকালীন গ্রহগণের বলাবলের উপর ফলাফল নির্ভর করে।

হরগৌরীদশা—হরগৌরীদশা গণনায় সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এই প্রণালীতে গ্রহের গণনা করিতে হয়। এই দশাতে সমস্ত গ্রহের দশাভোগের কালের সমষ্টি ১২০ বৎসর। এই দশা গণনা করিতে হইলে কৃত্তিকা হইতে পূর্ব্বফল্গুনী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে সূর্য্যাদি নবগ্রহের দশার আরম্ভ হয়, তৎপরে উত্তরফল্গুনী হইতে নয় নক্ষত্র ও উত্তরাষাঢ়া হইতে নয় নক্ষত্রে এক এক গ্রহের দশার আরম্ভ হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে জাতব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপে কৃত্তিকানক্ষত্র গণনা করিয়া দশার আরম্ভ নির্ণয় করিবে। কৃষ্ণপক্ষে জাতব্যক্তির সম্বন্ধে অশ্বিনী হইতে গণনা করিয়া কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন গ্রহের দশা প্রথমে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিবে।

হরগৌরীদশাতে ৬ বৎসর রবির দশা, তৎপরে চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, শনির ১৭ বৎসর বুধের ১৬ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর ও শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগ হয়। যে গ্রহের দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দশা নির্ণয় করিতে হইবে, ঐ দুই গ্রহের দশাবর্ষ সংখ্যাকে পরস্পর গুণ করিয়া গুণফলকে দশ দিয়া ভাগ দিলে যত ভাগফল হইবে, তত মাস এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া দশ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল হইবে, ততদিন অন্তর্দশা ভোগের কাল জানিতে হইবে, এইরূপে এই দশার অন্তর্দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

বিংশোত্তরী দশা—এই বিংশোত্তরী দশাতে প্রথমে সূর্য্যের, তৎপরে চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এইরূপ ক্রমে পর পরবর্ত্তী গ্রহের পরপর দশা ভোগ হয়। এই বিংশোত্তরী দশা মতে রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগের কাল। এই সকল গ্রহের দশাকালের সমষ্টি ১২০ বৎসর, যাহার রাশিতে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ হয়, সেই ব্যক্তি ১২০ বৎসর জীবিত থাকে।

এই দশাতে ও কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে দশার আরম্ভ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্যক্তির কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী

কিংবা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহার প্রথমে রবির দশা। এইরূপে রোহিণী, হস্তা বা শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা। মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের, আর্দ্রা, স্বাতি বা শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর, পুনর্ব্বসু, বিশাখা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতির, পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে ও মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে কেতুর, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া বা পূর্ব্বভাদ্রপদে বুধের এবং মঘা বা ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা প্রথমে হইবে। তৎপরে উপরিলিখিত ক্রমানুসারে পর পরবর্ত্তী গ্রহের দশা পরে পরে হইবে।

বিংশোত্তরী দশাতে এইরূপে অন্তর্দ্দশার কাল নিরূপণ করিতে হয়। যে গ্রহের দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দশা স্থির করিতে হইবে, সেই দুই গ্রহের দশাভোগের বর্ষসংখ্যাকে পরস্পর গুণ করিয়া ১২০ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাই অন্তর্দ্দশার বর্ষ। অবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া ঐ গুণ ফলকে ১২০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল যাহা হইবে, তাহা মাস, এইরূপে দণ্ডাদিও স্থির করিতে হইবে।

আর্দ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা—অষ্টোত্তরীদশা গণনার প্রণালী প্রায় পূর্ব্বোক্ত নাক্ষত্রিকীদশার ন্যায়, ইহাতে এই মাত্র প্রভেদ, যে নাক্ষত্রিকীদশাতে কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাদি গ্রহের দশা নির্ণয় করিতে হয়, এই দশাতে আর্দ্রা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দশা স্থির করিতে হইবে। যথা—

আর্দ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা।

জন্মনক্ষত্র	দশা	দশাভোগ্য কাল
আর্দ্রা		
পুনর্ব্বসু	রবির	৬ বৎসর।
পুষ্যা		
অশ্লেষা		
মঘা		
পূর্ব্বফল্গুনী	চন্দ্রের	১৫ বৎসর।
উত্তরফল্গুনী		
হস্তা		
চিত্রা	মঙ্গলের	৮ বৎসর।
স্বাতী		
বিশাখা		
অনুরাধা		
জ্যেষ্ঠা	বুধের	১৭ বৎসর।
মূলা		
পূর্ব্বাষাঢ়া		
উত্তরাষাঢ়া	শনির	১০ বৎসর।
অভিজিৎ		
শ্রবণা		
ধনিষ্ঠা		
শতভিষা	বৃহস্পতির	১৯ বৎসর।
পূর্ব্বভাদ্রপদ		
উত্তরভাদ্রপদ		
রেবতী	রাহুর	১২ বৎসর।
অশ্বিনী		
ভরণী		
কৃত্তিকা		
রোহিণী	শুক্রের	২১ বৎসর।
মৃগশিরা		

এইরূপে অষ্টোত্তরীদশা স্থির করা যাইবে, অন্তর প্রত্যন্তর্দ্দশার কাল নাক্ষত্রিকীদশার ন্যায়। কেবল স্থানে স্থানে ফলাফলের বিভিন্নতা আছে।

ত্রিংশোত্তরীদশা গণনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হয়। অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকী দশার ন্যায় জন্ম নক্ষত্রানুসারে প্রথমতঃ দশা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল দশাভোগের কালের বিভিন্নতা আছে, নাক্ষত্রিকীদশাতে রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১৫ বৎসর ইত্যাদি। এই দশাতে যে কয়টী নক্ষত্রে জন্ম হইলে যে গ্রহের দশা হইবে, সেই গ্রহের দশাভোগের কালকে সেই কয়টী নক্ষত্রদ্বারা ভাগ করিলে যত বৎসর যত মাস হইবে, তত বৎসর তত মাস সেই গ্রহের দশাভোগের কাল জানিতে হইবে।

যথা রবির ২ বৎসর, চন্দ্রের ৩ বৎসর ৯ মাস, মঙ্গলের ২ বৎসর ৮ মাস, বুধের ৫ বৎসর ৩ মাস, শনির ৩ বৎসর ৪ মাস, বৃহস্পতির ৪ বৎসর ৯ মাস, রাহুর ৪ বৎসর, শুক্রের ৫ বৎসর ৩ মাস ভোগ কাল।

এই সকল দশার সমষ্টি ৩০ বৎসর। সুতরাং ৩০ বৎসরে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ শেষ হয়। দশাভোগ শেষ হইলে পুনর্ব্বার সেই সেই গ্রহের দশাভোগ হইয়া থাকে।

ত্রিংশোত্তরী দশাফল—যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রাবধি দশাকে জন্মদশা, জন্মনক্ষত্র হইতে দশম নক্ষত্রের দশাকে কর্ম্মদশা ও জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শ নক্ষত্রের দশাকে আধান দশা বলে। যাহার যে বৎসরে জন্ম দশায় রবি বা বৃহস্পতি, কর্ম্ম দশায় রাহু বা রবি ও আধান দশায় বুধ বা শনি অধিপতি হয়, সেই বৎসর তাহার মৃত্যু হইবে।

কোন ব্যক্তির কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম ২ বৎসর রবির দশা, তৎপরে ৫ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত চন্দ্রের দশা, তৎপরে ৮ বৎসর ৫ মাস পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ১২ বৎসর ৮ মাস বুধের দশা, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শনির দশা, তৎপরে ২০ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশা, তৎপরে ২৪ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত শুক্রের দশা হইবে। এইরূপে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহগণ দশাভোগ করিবে, তৎপরে অর্থাৎ ৩০ বৎসর পরে পুনর্ব্বার ঐ সকল গ্রহের দশাভোগ হইবে।

যাহার যে জন্মনক্ষত্র হইবে, তিনি তদনুসারে এইরূপ দশার কাল ও গ্রহনির্ণয় করিয়া লইবেন। পরে ঐ ব্যক্তির কর্ম্মনক্ষত্রের দশা গণনা করিতে হইবে। যথা—যাহার কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার কর্ম্মনক্ষত্র ১২ উত্তরফল্গুনী, প্রথমে মঙ্গলের দশা এবং দশাভোগের কাল ২ বৎসর ৮ মাস, তৎপরে ৪ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত বুধের দশা বৎসর যোগ করিলে ৬ বৎসর ১১ মাস হয়। তৎপরে ১০ বৎসর ৩ মাস শনির দশা, তৎপরে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশা। তাহার পর ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ২৪ বৎসর ৩ মাস শুক্রের দশা, তৎপরে ২৬ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত রবির দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রের দশা।

পরে ঐ ব্যক্তির আধান অর্থাৎ ষোড়শনক্ষত্রের দশা গণনা করিতে হইবে।

কৃত্তিকানক্ষত্রে জাতব্যক্তির জ্যেষ্ঠানক্ষত্রই আধান নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে প্রথমে ৩ বৎসর ৪ মাস শনির দশা, তৎপরে ৮ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশাভোগের কাল। তৎপরে ১২ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তাহার পর ১৭ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত শুক্রের দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত রবির দশা, তৎপরে ২৩ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত চন্দ্রের দশা, তাহার পর ২৫ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বুধের দশা ভোগ হইবে।

এইরূপে প্রতি নক্ষত্রে জাতব্যক্তির জন্ম, কর্ম্ম ও আধান নক্ষত্রের দশা গণনা করিয়া দেখিবে। যে কোন ব্যক্তির যে বর্ষে জন্মনক্ষত্রের দশাধিপতি রাহু কিংবা রবি ও আধান-নক্ষত্রের দশাধিপতি বুধ বা শনি হইবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সেই বৎসরে এই গণনানুসারে মহৎ রিষ্ট জানিতে হইবে। এই দশা গণনায় অভিজিৎ নক্ষত্রেরও দশা গণনা হয়।

এই ত্রিংশোত্তরী দশার গণনাদি সহজে করিবার জন্য একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল, ইহা দেখিয়া অস্তান্ত নক্ষত্রের গণনা করিলে কাহার কত বয়সে কোন গ্রহের দশা হইবে, তাহা জানা যাইবে।

চক্র।

যাহার কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইবে তাহার ত্রিংশোত্তরী দশা গণনার দৃষ্টান্ত।

জন্মনক্ষত্র দশা ৩ কৃত্তিকা।	রবি ২ বৎসর	চন্দ্র ৩।৯	মঙ্গল ২।৮	বুধ ৪।৩	শনি ৩।৪	বৃহং ৪।৯	রাহু ৪	শুক্র ৫।৩	৩০
কর্ম্মনক্ষত্র দশা ১২ উত্তরফল্গুনী।	মঙ্গল ২।৮	বুধ ৪।৩	শনি ৩।৪	বৃহং ৪।৯	রাহু ৪	শুক্র ৫।৩	রবি ২	চন্দ্র ৩।৯	৩০
আধাননক্ষত্র দশা ১৮ জ্যেষ্ঠা।	শনি ৩।৪	বৃহং ৪।৯	রাহু ৪	শুক্র ৫।৩	রবি ২	চন্দ্র ৩।৯	মঙ্গল ২।৮	বুধ ৪।৩	৩০

নিত্যদশা গণনা—যে দিনেতে নিত্যদশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র ইহাদিগের অঙ্ক ও যাহার দশা গণনা করিবে, তাহার জন্ম নক্ষত্রাঙ্ক, এই চারি অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ করিবে। এইরূপ ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ফলনির্ণয় করিবে। অবশিষ্ট ১ থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ থাকিলে চন্দ্রের দশা, ৩ থাকিলে মঙ্গলের দশা, ৪ থাকিলে বুধের, ৫ থাকিলে শনির, ৬ থাকিলে বৃহস্পতির, ৭ থাকিলে রাহুর, ৮ বা শূন্য থাকিলে শুক্রের দশা হইবে। এই দশা প্রতিদিন গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

উক্ত রূপ গণনায় যে দিন সূর্য্যের দশা হইবে, সেই দিনে বিত্তনাশ এবং চন্দ্রের দশায় ধর্ম্ম ও অর্থলাভ, মঙ্গলের দশায় অস্ত্রাঘাত, বুধের দশায় সম্পদ্‌লাভ, শনির দশায় মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির দশায় সম্পত্তি, রাহুর দশায় বন্ধন ও শুক্রের দশায় সর্ব্ব প্রকারে সুখ হয়। গর্গ প্রভৃতি এই দশার ফল এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রকারান্তরে দিনদশা গণনা।—

জন্মনক্ষত্রাঙ্ক চারি গুণ করিয়া তাহাতে যে দিনে দশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি ও বারাঙ্ক যোগ করিবে। পরে ঐ যুক্তাঙ্ককে ৯ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা দিনদশা স্থির করিতে হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ অবশিষ্ট থাকিলে চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল, ৪ থাকিলে রাহু, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শনি, ৭ থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, ৯ বা শূন্য থাকিলে শুক্র দিনদশার অধিপতি হইবে। এইরূপে প্রতি দিনদশা গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। যে দিনে রবির দশা হইবে, সেই দিনে শোক অথবা ক্লেশ হইবে, এই রূপ চন্দ্রের দশাতে শৌর্য্য ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি, মঙ্গলের দশাতে অস্ত্র ও অগ্নিভয়, রাহুর দশাতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির দশাতে স্ত্রীলাভ, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্যকার্য্য, কেতুর দশাতে কার্য্যনাশ, শুক্রের দশাতে লাভ ও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। যে তিথিতে দশা গণনা করিবে, যতক্ষণ সেই তিথি থাকিবে, ততক্ষণ সে দশানুযায়ী ফল হইবে। তিথি পরিত্যাগে আর সেইরূপ ফল হইবে না। তখন পুনর্ব্বার গণনা করিয়া ফল দেখিতে হইবে।

যোগিনী দশা—স্বীয় জন্মনক্ষত্রে তিন যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কানুসারে যোগিনী দশা জ্ঞাত হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে মঙ্গলার, ২ থাকিলে পিঙ্গলার, ৩ থাকিলে ধন্যার, ৪ থাকিলে ভ্রামরীর, ৫ থাকিলে ভদ্রিকার, ৬ থাকিলে উল্কার, ৭ থাকিলে সিদ্ধার, ও ৮ থাকিলে শঙ্কটার দশায় জন্ম জানিবে।

মঙ্গলার দশাভোগের কাল ১ বৎসর, পিঙ্গলার ২ বৎসর, ধন্যার ৩ বৎসর, ভ্রামরীর ৪ বৎসর, ভদ্রিকার ৫ বৎসর, উল্কার ৬ বৎসর, সিদ্ধার ৭ বৎসর এবং শঙ্কটার ৮ বৎসর হইয়া থাকে।

জন্মনক্ষত্রানুসারে যোগিনী দশা নিরূপণ—আর্দ্রা, চিত্রা ও শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলার দশা; পুনর্ব্বসু, স্বাতী ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে পিঙ্গলার; পুষ্যা, বিশাখা ও শতভিষা নক্ষত্রে ধন্যার; অশ্বিনী, অশ্লেষা, অনুরাধা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে ভ্রামরীর; ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভদ্রিকার; কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী, মূলা ও রেবতীনক্ষত্রে উল্কার; রোহিণী, উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সিদ্ধার; মৃগশিরা, হস্তা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শঙ্কটা যোগিনীর দশা জানিবে। প্রথমে জন্ম নক্ষত্রানুসারে দশা নির্ণয় করিয়া জন্মনক্ষত্রের মানদণ্ড স্থির করিবে। পরে ঐ নক্ষত্রের যত দণ্ড ভুক্ত হইয়াছে এবং যত দণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জানিয়া তদ্দ্বারা অনুপাত করিয়া ভোগের কাল নির্ণয় করিবে। মঙ্গলাযোগিনী সর্ব্বদা মনুষ্যের মঙ্গল করেন, তাহার দশাতে প্রণয়, যশলাভ এবং সকল বিষয়েই শুভ হইয়া থাকে।

পিঙ্গলাযোগিনী সর্ব্বদা মনুষ্যের নানাপ্রকার অশুভ বৃদ্ধি করেন, ইহার দশাতে মনুষ্যের দুঃখ ও ধনাদি নাশ হইয়া থাকে।

সর্ব্বকল্যাণকারিণী ধন্যাযোগিনীর দশাতে সুখ, দুঃখ শ্রীবৃদ্ধি, প্রণয়, সম্মান ও ধনধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে।

ভ্রামরীযোগিনী সর্ব্বদা মনুষ্যকে নানাবিধ দুঃখ প্রদান করেন, তাহার দশাতে বিদেশ গমন, দুঃখ, কার্য্যনাশ, মনঃপীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ হয়।

ভদ্রিকাযোগিনীর দশাতে সুখ, লাভ, যশ, ধর্ম্মভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও সন্তোষ হয়।

উল্কাযোগিনী সকল সময় মনুষ্যের শোকবৃদ্ধি করেন, তাহার দশাতে নানাবিধ রোগ, দুঃখ, ভয়, শোক, ধননাশ, শত্রুভয় ও মনস্তাপ হইয়া থাকে।

সিদ্ধাযোগিনীর দশাতে ধন, ধান্য, যশ, ধর্ম্ম, সুখ, রাজপূজা ও লোকের নিকট সমাদর লাভ হয় এবং সকল কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

শঙ্কটাযোগিনীর দশাতে জীবন সংশয় হয়, যদিও জীবন থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা রোগ, শোক, মনঃপীড়া ও নানাপ্রকার শঙ্কট উপস্থিত হয়।

যোগিন্যন্তর্দ্দশা—যাহার যত বর্ষ স্থূল দশা হইবে, তত পরিমিত অঙ্ককে সেই অঙ্কদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ৩৬ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল হয়, সেই পরিমাণ বৎসরাদি সেই সেই যোগিনীর অন্তর্দ্দশা-কাল জানিবে। যে সকল যোগিনী শুভফল দেয়, অন্তর্দ্দশায় তাহারাও শুভফল দিয়া থাকে।

নাক্ষিক দশা—দশাজ্ঞান দ্বারা সকল প্রাণীর শুভাশুভ ফলের সময় নির্ণয় হইয়া থাকে। এই জন্য দশা নির্ণয় করা আবশ্যক। আয়ুর্দ্দায় গণনা প্রণালীতে গণনা করিয়া যে গ্রহের যত বর্ষাদি নির্ণীত হইবে সেই গ্রহের তত বর্ষাদি দশাকাল

জানিবে। গ্রহগণ অবস্থানুসারে স্বীয় স্বীয় দশাকালে শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। লগ্ন, রবি ও চন্দ্র এই তিনের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, তাহার দশা অগ্রে হইবে। তৎপরে প্রথমতঃ যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহার দশা জানিবে।

কেন্দ্রস্থানে দুই তিন গ্রহ থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে গ্রহ বলবান্ তাহারই দশা অগ্রে হইয়া ক্রমশঃ বলবানের দশা হইবে।

প্রথম যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে কিংবা কেন্দ্রস্থানস্থ দশাভোগের পরে পণফরে অর্থাৎ দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহার দশা জানিবে। পণফর গৃহে দুই তিন গ্রহ থাকিলে অগ্রে বলবান্ গ্রহের দশাভোগ হয়, তাহার পর বলহীনের দশাভোগ হইয়া থাকে। একদা দুই তিন গ্রহের বল সমান হইলে যে গ্রহের প্রদত্ত আয়ুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে তাহার দশা হইবে। তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আয়ুর সংখ্যাধিক্য অনুসারে দশার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জানিবে। দুই তিন গ্রহের বল ও আয়ুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহের প্রদত্ত আয়ুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে তাহার দশা হইবে, তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আয়ুর সংখ্যার আধিক্য অনুসারে দশার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জানিবে। দুই তিন গ্রহের বল ও আয়ুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহ পূর্ব্বে উদিত হইবে, তাহারই দশা পূর্ব্বে জানিবে। এইরূপে পর পর উদিত গ্রহের দশা পর পর হইবে।

গ্রহগণ স্বক্ষেত্রে বা স্বহোরাদিতে কিংবা মিত্রক্ষেত্রে বা মিত্রহোরাদিতে থাকিলে দশাফল শুভ জানিবে। স্বক্ষেত্র হোরাদিস্থিত ও মিত্রহোরাদি স্থিত গ্রহগণের নীচ হইতে উচ্চাভিমুখে গমনকালে তাহাদের দশাফল অতি শুভ জানিবে।

নৈসর্গিকী দশা—বৃহজ্জাতকে নৈসর্গিকী দশা এইরূপ লিখিত আছে—চন্দ্রের ১ বৎসর, মঙ্গলের ২ বৎসর, বুধের ৯ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৮ বৎসর, রবির ২০ বৎসর ও শনির ৫০ বৎসর নৈসর্গিকী দশা। স্বীয় স্বীয় দশাকালে গ্রহগণ শুভ হইলে দশাফল শুভ এবং গ্রহগণ অশুভ হইলে দশাফল অশুভ হইবে।

গ্রহদশার অন্তে লগ্নের দশা।—যবনাচার্য্যের মতে লগ্নদশাতে মনুষ্যের শুভফল হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, লগ্ন দশার অশুভ ফল হয়। লগ্ন, চন্দ্র ও সূর্য্য এই তিনটী যদি পূর্ণ বলবান্ হয়, তাহা হইলে সত্যাচার্য্য মতে প্রথমে লগ্ন দশা হইবে। আর সমবলী না হইলে তিনের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, তাহার দশা প্রথমে জানিবে। দশাধিপতি নীচ স্থানে শত্রুগৃহে কিংবা শত্রু নবাংশে স্থিত হইলে সেই দশাকালে মনুষ্য অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। দশাধিপতি গ্রহ পূর্ণবলবান্ ও পরমোচ্চস্থান স্থিত হইলে সেই দশার নাম সংপূর্ণ দশা, এই দশাতে আরোগ্য ও ধনবৃদ্ধি হয়। দশাধিপতি গ্রহ যদি সংপূর্ণ বলহীন ও নীচরাশিস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দশার নাম রিক্তাদশা। এই দশাতে মনুষ্যের ধনপুত্র বিনাশ হয়। দশাধিপতি গ্রহ স্বীয় উচ্চরাশিতে অবস্থিত হইলে যদি তাহার কিঞ্চিৎ বল থাকে, তবে সেই দশার নাম পূর্ণাদশা। এই দশাতে মনুষ্যের ধনবৃদ্ধি হয়। দশাধিপতি পরম নীচস্থানে স্থিত হইলে যদি শত্রুর নবাংশ স্থিত হয়, তবে সেই দশার নাম অনিষ্টফলা; এই দশাতে নানা প্রকার রোগ ও অনিষ্ট বৃদ্ধি হয়।

রবির দশাকালে মনুষ্য নখ, দন্ত, চর্ম্ম, সুবর্ণ, ক্রূরকর্ম্ম, পথ ও রাজা এই সকল দ্বারা ধনলাভ করে এবং তেজ, ধৈর্য্য, উত্তম, কীর্ত্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি হয়। ভার্য্যা, পুত্র, ধন, অস্ত্র, অগ্নি ও রাজা এই সকল হইতে আপদ্ হইয়া থাকে এবং পাপকর্ম্মে অনুরাগ, স্বীয় ভৃত্যের সহিত কলহ, হৃদয় ও ক্রোড়স্থানে পীড়া হয়।

চন্দ্রের দশাকালে মনুষ্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা ধনলাভ করে; নিদ্রা, আলস্য ও মৃদুতা বৃদ্ধি হয়; ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি জন্মে। কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়, অর্থোপার্জ্জন ও অর্থব্যয় হইয়া থাকে এবং আত্মীয়ের সহিত শত্রুতা হয়।

মঙ্গলের দশাতে মনুষ্য শত্রুদমন, রাজা, ভ্রাতা, মহী ও ঊর্ণাবিশিষ্ট পশু এই সকল হইতে ধন প্রাপ্ত হয়। মঙ্গল গ্রহ শুভ হইলে এই সকল ফল হয়, অশুভ হইলে পুত্র, মিত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা ইহাদিগের সহিত শত্রুতা এবং পণ্ডিত ও গুরু ইহাদের সহিত অপ্রণয় জন্মে। পরস্ত্রীলোভ, প্রহারাদি জনিত পিপাসা, রুধিরস্রাব, জ্বর ও পিত্তবিকার প্রভৃতি রোগ, পাপকার্য্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত প্রণয়, অধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও উগ্রস্বভাব হয়।

বুধের দশায় বুধ গ্রহ শুভ হইলে সৌখ্য, দৌত্যকার্য্য দ্বারা মিত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণের নিকট ধনলাভ এবং পণ্ডিত, প্রশংসা ও কীর্ত্তিভাজন, কাংস, সুবর্ণ, অশ্ব, পৃথিবী, সৌভাগ্য ও সুখ লাভ হয়। বুধগ্রহ অশুভ হইলে মনুষ্য উপহাস, পরসেবা, পরিশ্রম, বন্ধন, শোক ও পীড়াগ্রস্ত হয়।

বৃহস্পতির দশাকালে—বৃহস্পতিগ্রহ শুভ হইলে মনুষ্য বিদ্যাদি গুণ, সম্মান, প্রাদুর্ভাব, বুদ্ধি, কান্তি, প্রতাপ, মাহাত্ম্য ও উদ্যমাদি দ্বারা ধনলাভ; সুবর্ণ, অশ্ব, পুত্র, হস্তী ও বস্ত্র লাভ এবং শুভক্ত রাজার সহিত প্রণয় ও তাঁহার

স্নেহের পাত্র হয়। বৃহস্পতি অশুভ হইলে দুষ্প্রবস্তুর অনুসন্ধানে পরিশ্রম, কর্ণপীড়া ও অধার্ম্মিকের সহিত শত্রুতা জন্মে। শুক্রের দশাতে শুক্র শুভ হইলে মনুষ্যের গীতানুরাগ, হর্ষ, সুগন্ধি দ্রব্য, অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, স্ত্রী, রত্ন, শরীরকান্তি, অভিলষিত দ্রব্য, জ্ঞান, প্রিয়বস্তু ও বন্ধু এই সকলের বৃদ্ধি হয় এবং ক্রয়বিক্রয়ে কৌশল ও কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনলাভ হয়। শুক্র অশুভ হইলে রাজা, ব্যাধ ও অধার্ম্মিক ইহাদের সহিত শত্রুতা এবং প্রিয় ব্যক্তির বিনাশে শোকপ্রাপ্তি হয়। শনির দশাকালে শনি শুভ হইলে মনুষ্য গর্দ্দভ, উষ্ট্র, পক্ষী ও বৃদ্ধাস্ত্রী লাভ এবং গ্রাম, নগর ও পুরী অধিকার করিয়া সম্মান লাভ করে। শনির দশায় শনি অশুভ হইলে শ্লেষ্মা, বায়ুকোপ ও মোহ প্রভৃতি বিপদ্ হয়, তন্দ্রা, নিদ্রা, আলস্য ও পরিশ্রমাদি দ্বারা ক্লেশ ও ভৃত্য, সন্তান, স্ত্রী, ইহাদের নিকট অপমান এবং অঙ্গচ্ছেদ ও পীড়াজনিত ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। যে গ্রহ জন্মকালে শুভ থাকিবে, সেই গ্রহ দশাকালে শুভ ফলপ্রদান করিবে, অশুভ হইলে অশুভ ফল প্রদান করিবে এবং মিশ্র হইলে মিশ্রফল প্রদান করিবে। লগ্নাধিপতি গ্রহের দশানুরূপ লগ্নদশারও ফল হয়।

গ্রহদিগের দশাকালে দশাধিপতি ও অন্তর্দ্দশাধিপতি উভয়েই ফল প্রদান করে, কিন্তু অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহপ্রদত্ত ফলই মনুষ্য ভোগ করিয়া থাকে।

যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাগ্নিকী, মুকুন্দা, বিংশোত্তরী, ত্রিংশোত্তরী, পতাকী, হরগৌরী ও দিনদশা এই দশটী দশা আছে, ইহাদের মধ্যে সত্যযুগে লগ্নদশা, ত্রেতাতে হরগৌরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী দশা এবং কলিতে একমাত্র নাক্ষত্রিকী দশাই প্রধান। এই সকল দশা যথাসম্ভব কথিত হইল। জ্যোতিষীগণ বলেন, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দেখিয়া দশাফলগণনা করিয়া জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

দশাকর্ষ (পুং) দশয়া বর্ত্ত্যা আকর্ষতি তৈলাদিকমিতি আকৃষ্‌-অচ্। ১ প্রদীপ। ২ বস্ত্রাঞ্চল।

দশাকর্ষিন্ (পুং) দশায়া আকর্ষতীতি দশা-কৃষ-ণিনি। প্রদীপ।

দশাক্ষর (ক্লী) দশ অক্ষরাণি পাদেহত্র। ১ পঙ্‌ক্তি নামক ছন্দোভেদ। "বরুণোদশাক্ষরেণ বিরাজমুদজয়ৎ" (শুক্লযজু° ৯।৩৩) (ত্রি) ২ দশাক্ষরযুক্ত মন্ত্রভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"দশাক্ষরাবৈ বিরাট্" (শত° ব্রা° ১।১।১।২২) অর্শ আদিত্বাদচ্, স্তভোঙীপ্। ৩ স্ত্রীদেবতামন্ত্র।

"এষা দশাক্ষরীবিদ্যা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী॥" (তন্ত্রসার)

দশাগুগ্‌গুলু (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, চিত্রা, ত্রিফলা, মুস্তক এবং গুগ্‌গুলু এই সমস্ত সমভাগে লইয়া পাক করিয়া মাত্রানুযায়ী ভক্ষণ করিলে মেদোদোষ এবং কফ ও আমবাতজন্য সমস্ত রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দশাঙ্গধূপ (পুং) ১ অবগ্রহ পিশাচাদি নাশক ধূপবিশেষ, এই ধূপ ত্রিদোষনাশক। [ধূপ দেখ।] ২ পুষ্পদানের পর দেবতাদিগকে দীয়মান ধূপবিশেষ। মধু, মুস্ত, ঘৃত, গন্ধ, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহ্লক ও সিদ্ধার্থ এই দশটী দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে; ইহাতে দশাঙ্গধূপ প্রস্তুত হয়।

"মধুমুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরুশৈলজং।
সরলং সিহ্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গধূপ উচ্যতে॥" (স্মৃতি)

আর একপ্রকার—কর্পূর, কুষ্ঠ, অগুরু, গুগ্‌গুলু, চন্দন, কেশর, বাসক, পত্র, ত্বক্, জাতীকোষ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিলে দশাঙ্গধূপ হয়।

"কর্পূরং কুষ্ঠমগুরুগুগ্‌গুলুমলয়োদ্ভবং।
কেশরং বাসকং পত্রং জাতীকোষকমুত্তমং॥
সর্ব্বমেতদ্ ঘৃতযুতং দশাঙ্গধূপঈরিতঃ॥" (স্মৃতি) [ধূপ দেখ।]

দশাঙ্গলেপ (পুং) প্রলেপ বিষয়ে দেয় দশাঙ্গযোগবিশেষ; শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদিকা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দশাঙ্গুল (ক্লী) দশ অঙ্গুলয় ইব শিরা চিহ্নানি ফলস্যোপরি সন্ত্যস্য অচ্। খর্ব্বুজ, খর্মুজ। (ভাবপ্র°) এই ফলের উপর অঙ্গুলের মত শিরা চিহ্ন থাকায় এই ফলের নাম দশাঙ্গুলি হইয়াছে। দশ অঙ্গুলয়ঃ পরিমাণমস্য ইতি তদ্ধিতার্থদ্বিগোঃ ঠঞ্ তস্য লুক্ সমাসান্তঃ অচ্ প্রত্যয়ঃ। ২ দশাঙ্গুলপরিমিত।

"সভূমিংসর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং"। (ঋক্ ১০।৯০।১)

'দশাঙ্গুলং দশাঙ্গুলিপরিমিতং দেশং অত্যতিষ্ঠৎ অতিক্রম্য ব্যবস্থিতঃ।' (সায়ণ)

দশাধিপতি (পুং) ১ জ্যোতিষোক্ত দশাপতি রব্যাদিগ্রহ, রবি প্রভৃতি গ্রহ দশাদিগের অধিপতি। দশানাং পদাতীনাং অধিপতিঃ। ২ দশ পদাতির অধ্যক্ষ, রাজনিযুক্ত সৈন্য ভেদ, ইহাদিগকে জমাদার বলা যায়।

"সমানাসনপানাস্তে কার্য্যা বিজ্ঞপবেতনাঃ।
দশাধিপতয়ঃ কার্য্যাঃ শতাধিপতয়স্তথা॥" (ভারত শা° ১০০অ°)

দশানন (পুং) দশ আননানি বদনানি যস্য। রাবণ। দশ আননানি। দশবদন। এইরূপ সমাসে ক্লীবলিঙ্গ হয়।

"যুস্মৎ কৃতে খঞ্জনগঞ্জনাক্ষি !
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু ।
লূনানি নূনং জনকাত্মজার্থে
দশাননেনাপি দশাননানি ॥" (উদ্ভট)

দশানিক (পুং) অন্তে ইতি ভাবে ঘঞ্ আনোজীবনং তস্মিন্ হিতঃ আনিকঃ দশায়াং অবস্থাবিশেষে আনিকঃ। দন্তীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

দশান্ত (পুং) দশায়াঃ অন্তঃ ৬তৎ। ১ বার্দ্ধক্য। ২ বর্ত্তিকান্ত।

দশাময় (পুং) দশ আময়া যস্মাৎ। রুদ্র।

দশাপবিত্র (ক্লী) দশা বস্ত্রাঞ্চলং পবিত্রমিব। শ্রাদ্ধাদিতে দেয় বস্ত্রখণ্ড। শ্রাদ্ধাদিতে বস্ত্রখণ্ড দান করিতে হয়।

"দশা পবিত্রনামকো যো বস্ত্রখণ্ড স্তেনোদগতোদ্রোণ-কলশমূলমধ্যে বিলভাগান্ মন্ত্রগতৈ স্ত্রিভিঃ শোধয়েৎ।"
(তাণ্ড্য° ব্রা° ১।২)

দশার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের ঝালবার বিভাগের একটী সামান্য রাজ্য। ইহাতে ৭ খানি গ্রাম আছে। রাজস্ব প্রায় ৬০০০০, ইহার মধ্যে ১২৯৬৮ বৃটীশ গবর্মেণ্টকে করস্বরূপ দিতে হয়। ইহার পরিমাণফল ২৬৫ বর্গমাইল।

দশারুহা (স্ত্রী) দশসু দিক্ষু আরোহতি অন্যৈর্বাপ্নোতীতি আরুহ-ক টাপ্। কৈবর্ত্তিকা।

দশার্ণ (পুং) দশ ঋণানি দুর্গভূময়ো জলধারা বা যত্র ততো বৃদ্ধিঃ। (এতোধ ত্রুটসু। পা ৮।৪।৬৫) ইত্যস্য 'প্রবৎসর কম্বল বসনার্ণ দশানামৃণে।' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ। দেশ বিশেষ, এই দেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বদক্ষিণদিকে অবস্থিত। বর্ত্তমান দশান নদী প্রবাহিত স্থান। টলেমী এই স্থান দোসারন্ (Dosaron) নামে বর্ণনা করেন। মেঘদূত পাঠে জানা যায় যে, বিদিশা নগরী এই দশার্ণের রাজধানী। [বিদিশা দেখ।]

"কিষ্কিন্ধকণ্টকস্থলনিষাদরাষ্ট্রাণি পুরিকদশার্ণাঃ।"
(বৃহৎস° ১৪।১০)

(ত্রি) তদদেশাভিজনঃ তস্য রাজা বা অণ্। ২ দশার্ণ-দেশবাসী। ৩ দশার্ণদেশের রাজা। দশ অর্ণানি বর্ণানি যত্র। ৪ দশাক্ষরমন্ত্রবিশেষ।

"দশানামপি তত্ত্বানাং সাক্ষীবেত্তা তথাক্ষরং।
দশাক্ষর ইতি খ্যাতো মন্ত্ররাজঃপরাৎপরঃ॥
লুপ্তবীজস্বভাবত্বাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে।"
(গৌতমীয়তন্ত্র ২ অ°)

(স্ত্রী) ৫ নদীবিশেষ। বর্ত্তমান নাম দশান।

দশার্ণক [দশার্ণ দেখ।]

দশার্ণেয়ু (পুং) পৌরব রৌদ্রাশ্বনৃপের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ৩১ অঃ)

দশার্দ্ধ (ক্লী) দশানাং অর্দ্ধং। ১ পঞ্চ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়। দশ-বলানি অস্যেতি অধ-অণ্। ৩ দশবল বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড)

দশার্হ (পুং) ১ ক্রোষ্টু বংশীয় ধৃষ্ট নৃপের পুত্রভেদ। ২ বৃষ্ণি নৃপপৌত্র। ৩ বৃষ্ণি বংশীয়। ৪ বৃষ্ণি বংশীয়দিগের অধি-কৃত দেশ। (পুং) ৫ বিষ্ণু।

"বিজয়োজয়সত্যসন্ধো দশার্হঃ সাত্বতাং পতিঃ।" (বিষ্ণুস°)

দশাবতার, বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের মধ্যে দশটী অব-তার অতি প্রসিদ্ধ। এই দশটীর নাম মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী। অবতারসমূহের মধ্যে এই দশটী অবতার জগতের অতি সঙ্কটকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া দশ-অবতার বলিলে এই দশটীকে বুঝায়।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন যেখানে যেরূপে যে জন্য এই দশ মূর্ত্তিতে দশবার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১ম মৎস্যাবতার।—পৌরাণিক কাল গণনানুসারে বর্ত্ত-মান্ সময়ে শ্বেতবরাহ নামক কল্প চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে কয়েকটী কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতি কল্পের অব-সান সময়ে এক একটী মহাপ্রলয় ঘটে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তখন যোগনিদ্রায় অভিভূত হন। প্রলয়ে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন জলমগ্ন হয় এবং বেদাদিও বিনষ্ট হয়। শ্বেতবরাহ কল্পের পূর্ব্বে যে কল্প ছিল, সেই কল্পপ্রবৃত্তি সময়ে যে প্রলয় ঘটে, সেই সময়ে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদি পড়িয়া যায়। হয়গ্রীব নামক অনৈক দানবপতি সেই সকল বেদ হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশে সত্যব্রত নামে অতিতেজস্বী বিষ্ণুপরায়ণ এক রাজর্ষি রাজত্ব করিতেন। ইনি বলবিক্রমে ও তপস্যায় স্বীয় পিতৃপিতামহাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বর্ত্তমান্ শ্বেতবরাহকল্পে এই সত্যব্রতই বিবস্বৎপুত্র শ্রাদ্ধ-দেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ ইহাকেই মনুপদে অভিষিক্ত করেন। এক সময়ে নৃপতি সত্যব্রত বিশালা-বদরী নামক স্থানে এক পদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন, পরে অধোমস্তকে অনিমেষ নয়নেও তপশ্চরণ করেন। এইরূপে সত্যব্রতের অযুতবর্ষ অতীত হইয়া গেল। অনন্তর এক দিন সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে (কোন কোন পুরাণ মতে তমসা নদীতে) আর্দ্রবস্ত্রে পিতৃলোকের জল

র্পণ করিতেছিলেন। তর্পণ করিবার জন্ত তিনি যে জল লিতেছিলেন, তাহার মধ্যে হঠাৎ এক অঞ্জলিতে জলের হিত একটী ক্ষুদ্র সফরী মৎস্ত (পুঁটীমাছ) উঠিল। দ্রাবিড়ে-র জলাঞ্জলির সহিত মৎস্তটীকে পুনরায় নদীতে ফেলিয়া লেন। মৎস্তটী তখন করুণস্বরে বলিল, রাজন্! আপনি নবৎসল ও পরমকারুণিক, আমি অতি দুর্বল, আপনার রণাগত হইয়াছি। মকরকুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তুগণ আমার জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করিয়াছে, আমি সেই ভয়ে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় লইলাম, তবু আপনি আমাকে এই লেতেই ফেলিয়া দিলেন?"

দ্রাবিড়েশ্বর সত্যব্রত তখন করুণার্দ্র হইয়া পুনরায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া রক্ষার্থ স্বীয় কলসীর জলে রাখিয়া লেন, তৎপরে তর্পণাদি সারিয়া মৎস্ত সহিত কলসীটী লইয়া নিজ আশ্রমে গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে মৎস্তটী এত বাড়িয়া উঠিল যে, তাহার দেহ আর সেই কলসীতে ধরিল না। তখন সে কাতরভাবে রাজাকে জানাইল যে, আমি আর ইহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমাকে কোন একটী বিস্তৃত স্থানে রাখিয়া দিন। রাজা তখন তাহাকে মণিকচ্ছজলে (অন্ত পুরাণ মতে কূপে) নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্তটী মণিকচ্ছজলে পড়িয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে তিনহস্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল এবং কাতর হইয়া রাজার নিকট বিস্তৃত স্থান প্রার্থনা করিল। রাজাও তাহাকে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেখানে পড়িয়াই তাহার দেহ বাড়িতে লাগিল ও ক্ষণ পরেই সরোবরের আয়তন পরিমাণে তাহার দেহ বাড়িল। তখন সে আবার কাতর ভাবে রাজাকে বলিল, মহাত্মন্! আপনি আমার রক্ষাভার লইয়াছেন, অথচ যে সকল জলাশয়ে আমাকে ফেলিতেছেন, তাহাতে আমার দেহ বর্দ্ধিত হইলে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেছি না, অতএব আমায় এমন কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করুন, যাহার জলে আমি বর্দ্ধিত-দেহ হইয়া সুখে বাস করিতে পারি।

রাজর্ষি সত্যব্রত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাহাকে লইয়া হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কোথাও তাহার স্থান সংকুলান না হওয়ায়, তিনি তাহাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিতে চলিলেন। তখন সেই অলৌকিক সফরী রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আমায় সমুদ্র জলে ফেলিবেন না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় বলবান্ সামুদ্রিক জন্তুতে বিনষ্ট করিবে। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়াই আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনি এখন আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্, যেখানে আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেই স্থানেই ফেলিতে যাইতেছেন?

রাজা সফরীর বাক্যে হতবুদ্ধি হইলেন এবং কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়াই বুঝিলেন যে, এই মৎস্ত কখনও সামান্ত মৎস্ত নহে। ভগবান্ ব্যতীত এরূপ অলৌকিক দেহধারণ-ক্ষমতা কি কোন জীবের সম্ভবে? ইহা ভাবিয়া রাজা মৎস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আপনি আমায় এরূপে বিমোহিত করিতেছেন কেন? আপনি একদিনের মধ্যে সমস্ত হ্রদসরোবরের অপেক্ষাও দেহায়তনবৃদ্ধি করিলেন! ইহা ঐশী মায়া ভিন্ন অন্ত কিছু সম্ভব নহে। আপনি বোধ হয় স্বয়ং নারায়ণ, জীবগণের কোন মঙ্গলোদ্দেশেই এই জলচররূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন। অতএব হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার দাস, আমাকে এরূপে মায়া প্রদর্শন করিতেছেন, কেন? এখন কি জন্ত আপনি এই অদ্ভুত দেহ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার লীলা অবগত হইলেই চরিতার্থ হইব।

তখন মৎস্তরূপী কহিলেন, 'রাজন্! আমিই নারায়ণ, জীবরক্ষার্থ উপদেশ দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। অন্ত হইতে সপ্তমদিবসে স্থাবর জঙ্গমাদি সমন্বিত এই জগৎ প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হইবে। অতি ভীষণকাল আসিয়াছে, এখন আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই বিনাশ হইয়া যখন জগৎ প্রলয়জলে নিমগ্ন হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন তুমি সমস্ত ওষধি, সকল বীজ, সকল প্রাণী-মিথুন ও ঋষিদিগকে লইয়া আমার অপেক্ষা করিবে। প্রলয়ের ভীষণ তরঙ্গমুখে আমি এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব। তুমি সমস্ত লইয়া সেই বিশাল নৌকায় আরোহণ করিবে। তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণের তেজোবলে সেই নৌকা সেই আলোকহীন প্রলয়জলে ভ্রমণ করিবে, তাহার বিনাশ নাই। যখন প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরণী আন্দোলিত হইতে থাকিবে, তখন আমি শৃঙ্গযুক্ত অলৌকিক শৃঙ্গী মৎস্তরূপে উপস্থিত হইব। তুমি তখন মহাসর্প রজ্জু দ্বারা আমার সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিও। কমলযোনির নিদ্রাবসান পর্য্যন্ত তোমাদিগের সেই নৌকা লইয়া প্রলয়জলে ঘুরিয়া বেড়াইব। সেই সময় তুমি আমার ব্রহ্ম নামের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবে। আমিই তাহা বর্ণন করিয়া তোমায় আমার স্বরূপ জানাইয়া দিব।'. এই বলিয়া মৎস্তরূপী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরে রাজর্ষি সত্যব্রত হরির বাক্যানুসারে সমস্ত সংগ্রহ

করিয়া সমুদ্রতীরে কুশাসন বিস্তারপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রলয়কারী মেঘসমূহ মুষল ধারে বারিবর্ষণ করিয়া সাগরের জল বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। ক্রমে সূর্য্যোদয় বন্ধ হইয়া গেল, সাগরের জলে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিল এবং বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া সমস্ত ভূভাগ ডুবাইতে ছুটিল। এই সময় তরঙ্গমুখে একখানি বিশাল তরণী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজর্ষি তখন হরিচরণ স্মরণ করিয়া মহর্ষিগণের সহিত সমস্ত সংগৃহীত বস্তু ও প্রাণী লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। এ দিকে পৃথিবী ডুবিয়া গেল। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে ছুটিল। কিছু পরে অযুত যোজন-বিস্তৃত শৃঙ্গযুক্ত সুবর্ণময় এক মহামৎস্য সমুখে আবির্ভূত হইল। রাজর্ষি ভগবানের আদেশ মত মহাসর্পের রজ্জুদ্বারা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া মধুসূদনের স্তব করিলেন। নৌকা বন্ধন হইলে মৎস্য মহাবেগে ঐ নৌকা আকর্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপ ভ্রমণের সময়ে মৎস্যমুখে রাজর্ষি সত্যব্রত মৎস্যপুরাণ, সাংখ্যযোগ ও আত্মতত্ত্ব শুনিলেন। [মৎস্যপুরাণ দেখ।] এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নৌকা হিমালয় পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল। প্রলয় জলে চরাচর বিশ্ব ডুবিয়া গেলেও অভ্রভেদী হিমালয়ের একটী শৃঙ্গের কিয়দংশ বিষ্ণুমায়ায় ডুবে নাই। মৎস্য সেই শৃঙ্গ দেখাইয়া রাজর্ষি সত্যব্রতকে সেই শৃঙ্গেই নৌকা বাঁধিতে বলিলেন, রাজর্ষিও তাহাই করিলেন। এই শৃঙ্গ তদবধি নৌবন্ধন নামে খ্যাত হইল। মৎস্যরূপী নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর প্রলয়াবসানে বিধাতা যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভগবানের কৃপায় জগতের বীজ রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বেদ অপহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা বেদ-বিরহে কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ তখন দানবেন্দ্র হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে ভগবান্ মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিবর্গের নিকট স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, এই সত্যব্রত মনুরূপে আবির্ভূত হইয়া সুর, অসুর, নর প্রভৃতি পদার্থের সৃষ্টি করিবে। ইহার তীব্র তপোবলে জগদুৎপাদনশক্তি জন্মিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

এই সত্যব্রতই শেষে বর্ত্তমান্ কল্পে বিবস্বৎপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে প্রাদুর্ভূত হন এবং বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত নামে বর্ত্তমান কল্পের সপ্তম মনু হইয়াছিলেন।

২য় কূর্ম্ম-অবতার। এক দিবস দুর্ব্বাসা মুনি সন্তানক বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাধরবধূগণ তাঁহাকে পারিজাত ফুলের মালা দিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা সেই মালাধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকেই সেই পারিজাতমালা প্রদান করিলেন। ইন্দ্র মহর্ষিপ্রদত্ত মালা কণ্ঠে ধারণ না করিয়া ঐরাবতের কুম্ভের উপর রাখিলেন। ঐরাবত পারিজাত গন্ধে প্রমত্ত হইয়া সেই মালা শুণ্ড দ্বারা নামাইতে গিয়া ফেলিয়া দিল। মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিজ দত্ত মালার এইরূপ অমর্য্যাদা দেখিয়া কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, বাসব ! তুমি গর্ব্বিত হইয়া আমার প্রদত্ত মালার এইরূপ অবমাননা করিলে, অতএব অদ্য হইতে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে, তোমার স্বর্গও শ্রীহীন হইবে। দুর্ব্বাসার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। লক্ষ্মী-দেবী তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাতালে বরুণালয়ে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভ্রষ্টশ্রী হওয়ায় যজ্ঞাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল। অসুরগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দেবতারা যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অনেকানেক দেবতা অসুর-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতারা বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া জগৎ রক্ষার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সুমেরুশিখরাসীন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মাও সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, এ বিপদে হরি ভিন্ন গতি নাই। চল সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। এই বলিয়া সকলে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্তবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, আমি তোমাদিগের বিপদ্ দূর করিব। এখন একটী কার্য্য কর। যতদিন না সুসময় উপস্থিত হয়, ততদিন তোমরা দৈত্যগণের সহিত সখ্যতাস্থাপন কর। এখন জগতের যে অবস্থা, তাহাতে অমৃত ভিন্ন অন্য কিছুতে ইহার বিপদ্ দূরীভূত হইবে না, অতএব যাহাতে সমুদ্রমন্থন দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা করিতে হইবে। এই অমৃতসেবনে মৃতেও জীবন পাইয়া থাকে। সমুদ্রমন্থন সহজ ব্যাপার নহে। ক্ষীরোদসাগরে যাবতীয় লতাপাতা ওষধি নিক্ষেপ করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে মন্থানদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সাগর মন্থন করিতে হইবে। ইহাতে দেবাসুরে বৈরভাব থাকিলে কার্য্য হইবে না। দেবাসুরে একযোগে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। অতএব তোমরা অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। সাগর-মন্থনে মন্দরপর্ব্বতের বেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না,

ক্রমশঃই রসাতলে যাইতে থাকিবে, তখন আমি কূর্ম্মরূপে মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিব। এই মন্থনে নানাদ্রব্যসমুৎপন্ন হইবে; তাহাতে লোভ করিও না, দৈত্যদিগের অসম্মতিতে কোন কার্য্য করিও না এবং কালকূট উৎপন্ন হইলে ভীত হইও না। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন বলি দৈত্যগণের অধিপতি। দেবগণ তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলিরাজ ইন্দ্রের নিকট সমুদ্রমন্থনের কর্ত্তব্যতা ও উপকারিতা বুঝিয়া অরিষ্টনেমি প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং সাগরমন্থন করিয়া অমৃতোৎপাদনে ব্যগ্র হইলেন।

তৎপরে সুরাসুর উভয় পক্ষ সাগরমন্থনে কৃতসংকল্প হইয়া মন্দরপর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া লইয়া ক্ষীরোদসাগরাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা ভার সহ্য করিতে পারিলেন না, পথেই মন্দরকে ত্যাগ করিলেন। মন্দরগিরি পতিত হইয়া অনেকানেক সুরাসুর চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এদিকে গরুড়বাহন বিষ্ণু সুরাসুরদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে তুলিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। গরুড় পর্ব্বত বহন করিয়া ক্ষীরোদ তীরে নামাইয়া প্রস্থান করিল।

তৎপরে দেবগণ সমুদ্রকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে বলিলেন, বারিধে! আমরা অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত তোমার জল মন্থন করিব, তুমি অনুমতি কর। ক্ষীরোদসাগর কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে অমৃতের অংশ প্রদান করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি মন্দরাদি ভ্রমণজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকার করি। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে উদ্যোগ হইল। বাসুকিকে রজ্জু স্বরূপ করিয়া দেবগণ তাঁহাকে মন্দরগাত্রে জড়াইয়া দিলেন। নারায়ণ দেবগণকে বাসুকির মুখভাগ ও দৈত্যগণকে লাঙ্গুলের দিকে ধারণ করিতে বলিলেন। দৈত্যেরা বলিল, সে কি, আমরা বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, অস্ত্রবিদ্যায়ও আমাদের পটুতা আছে, আমাদের জন্মকর্ম্মও অপ্রশস্ত নহে; আমরা সর্পের লাঙ্গুল ভাগ ধরিব কেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে, সর্পের লাঙ্গুল ধরিলে অমঙ্গল হয়, অতএব আমরা তাহা ধরিব না। হরিও ঈষদ্ধাস্য করিয়া তাহাই অনুমোদন করিলেন। দেবগণ লাঙ্গুলদেশ ও দৈত্যেরা মুখদেশ ধারণ করিয়া মন্দরকে সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন।

মন্থনকার্য্য আরম্ভ হইল। মন্দর দেবদৈত্যের বলে আকর্ষিত হইতে লাগিল। মন্দরের বেগ সহ্য করিতে পারে জলে এরূপ কোন আধার ছিল না যা দেবাসুরের বাহুবলও মন্দরকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মন্দর ক্রমশঃই সাগর গর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল। তখন সকলেই বিষন্ন মুখে বিষ্ণুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুও দুর্বিপাক বুঝিয়া বৃহৎকায় কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সাগরজলে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রাম্যমাণ মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন এবং বিরাট্ মূর্ত্তিতে মন্দরের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন।

মন্থনের বেগে ক্রমে বাসুকির সহস্র ফণা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইয়া দৈত্যদিগকে আচ্ছন্ন ও হীনবল করিয়া ফেলিল। ভগবানের কৃপায় মেঘ সকল বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কতকটা শান্তি প্রদান করিল।

তৎপরে প্রথমেই সধূম অগ্নির ন্যায় মহাবিষ কালকূট (অন্য পুরাণের মতে সর্ব্বশেষে) উৎপন্ন হইল। এই বিষের আঘ্রাণে দেবাসুর ও জগতের প্রাণী হতচেতন হইয়া পড়িল; ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, প্রভো! এখন আপনি রক্ষা না করিলে চলে না, ত্রিভুবন ধ্বংস হয়। শিব জগতের শুভ কামনায় সেই কালকূট পান করিয়া ফেলিলেন। বিষপ্রভাবে তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ ধারণ করিলে তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন।

শিবকৃপায় কালকূট অন্তর্হিত হইলে দেবদৈত্য চৈতন্যলাভ করিয়া পুনরায় সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রথমে সুরভী নামক গাভী উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। দেবতারা শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল, এখন সুরভীর ঘৃতে সেই যজ্ঞ উদ্ধার করিবার জন্য মহর্ষিরা তাহার সেবা করিতে লাগিলেন, তৎপরে অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা উত্থিত হইল। ইন্দ্র ও বলি উভয়েই তাহাকে লইতে চেষ্টিত হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র আপাততঃ তাহার লোভ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে গজরত্ন ঐরাবত উত্থিত হইল। ঐরাবত চতুর্দন্ত হস্তী। ইন্দ্র এই হস্তীকে গ্রহণ করিলেন। পরে অষ্টদিগ্গজ, অষ্টকরিণী, পদ্মরাগ ও কৌস্তভমণি উৎপন্ন হইল। কৌস্তভমণিটী বিষ্ণু স্বয়ং বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপরে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী উঠিলেন, তৎপরে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কমলনয়না পরমরমণীয়া আর একটী কামিনী উঠিলেন, ইহার নাম বারুণী বা মদিরা। নারায়ণের আদেশে দৈত্যেরা এই কন্যা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে অমৃতকুম্ভহস্তে ধন্বন্তরি উঠিলেন। দেবদৈত্য অমৃত গ্রহণে ব্যগ্র হইলেন এবং দৈত্যেরা বলে তাহা গ্রহণ করিল। নারায়ণ তখন মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া

দৈত্যগণের নিকট অমৃতকুম্ভ চাহিলেন। তাহারা মুগ্ধ হইয়া কুম্ভ প্রদান করিলে, বিষ্ণু তৎসহ অন্তর্হিত হইলেন। ইতি মধ্যে শিব সেই মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আসঙ্গলিপ্সায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন। শেষে নারায়ণ তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, যাহা হউক তুমি যখন মুগ্ধ হইয়াছ, তখন আমি তোমাকে উপভোগার্থ দেহার্দ্ধ দান করিলাম। এই বলিয়া উভয়ে দেহার্দ্ধ মিলাইয়া হরিহর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন।

এ দিকে দেবদৈত্যে অমৃত হৃত হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুকি-নিশ্বাস-জর্জ্জরিত দৈত্যেরা পরাজিত হইল। দেবগণ জয়ী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন ও অজর, অমর হইবার উদ্দেশ্যে অমৃত পান করিতে লাগিলেন। সিংহিকানন্দন রাহু নামে এক দৈত্য গোপনে তাঁহাদিগের সহিত অমৃত পান করিল। চন্দ্র সূর্য্য তাহা দেখিতে পাইয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক সুদর্শনে ছেদন করিলেন। অমৃত তখন তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কাজেই তাহার মৃত্যু হইল না। তদবধি তাহার সেই ছিন্ন মস্তক গগনপথে ঘুরিতেছে এবং স্থান কালানুসারে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

এইরূপে ভগবান কূর্ম্মমূর্ত্তিতে জগতের হৃতা লক্ষ্মী উদ্ধার করেন।

পুরাণান্তরে কূর্ম্মাবতারের বিবরণ এইরূপ,—ভগবান্ কারণজলে শয়ান থাকিয়া স্বীয় গাত্রমল হইতে এক রমণী সৃষ্টি করিলেন। এই রমণীই আদ্যাশক্তি। ভগবান্ ইহাকে অবলম্বন করিয়া ইহারই গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। আদ্যাশক্তি তখন শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলে তিনি চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া চতুর্ম্মুখ হইলেন। তৎপরে তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি একবারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে মহাদেবের সহিত মিলিত হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, আপনি শতবার দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে আমি আপনার সহিত মিলিত হইব। আদ্যাশক্তি তাহাই করিলে শিবশক্তির মিলন হইল।

এইরূপে শক্তি স্থাপিত হইলে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর বীজ না পাইয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তখন বিষ্ণু কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন। তাহারা জন্মিয়াই ব্রহ্মাকে বধ করিতে ছুটিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুরই শরণ লইলেন। বিষ্ণু দৈত্যকে বধ করিয়া তাহারই মেদ মাংসে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বীজ পাইয়া মেদিনী সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু জলের উপর পৃথিবী ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রহ্মাকে স্থির করিবার জন্য ধরাধর পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পর্ব্বতের ভারে পৃথিবী টমমল করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তখন বাসুকীকে পর্ব্বত ধারণ করিতে বলিলেন, কিন্তু জল মধ্যে বাসুকীর আধার কে হইবেন ভাবিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন মহা কূর্ম্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাসুকীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। পর্ব্বতসহ পৃথিবী স্থির হইল। ব্রহ্মা আবার স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টিতে মন দিলেন।

৩য় বরাহ অবতার।—পৌরাণিক কাল গণনানুসারে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বা সত্যত্রেতাদিপরিমিত ৭১ দিব্য যুগে এক কল্প হয়। এই কল্পান্তে মহাপ্রলয় ঘটে। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। যখন স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম উৎপন্ন হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিতঃ। আমি কিরূপে আপনার সেবা করিব? তাহা আমাকে বলিয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, তুমি আপন ভার্য্যায় আত্মতুল্য পুত্রোৎপাদন, পৃথিবীশাসন ও যজ্ঞাদি দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা কর। মনু কহিলেন, পিতঃ! পুত্রোৎপাদনের স্থান কোথা? পৃথিবী কোথায়? সমস্তই তো জলে নিমগ্ন রহিয়াছে। মনুর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার জন্মকালে মহাপ্রলয় ঘটিয়া কোন এক কল্প অতীত হইয়াছে এবং তিনিই প্রথম মনুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অপর এক কল্পের আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

ব্রহ্মা মনুর মুখে পৃথিবীর জলমগ্নাবস্থা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, পৃথিবীর উদ্ধার করে কে? যিনি আমাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও এ কার্য্যে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মার এই চিন্তাকালে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটী অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহ বহির্গত হইল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ শূকর ক্ষণকাল আকাশে থাকিয়াই এক বৃহৎ হস্তীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা এই অলৌকিক শূকর দেখিয়াই বুঝিলেন যে, নারায়ণ এই মায়াময় দেহ ধারণ করিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সময় শূকররূপী নিজ দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ বাড়াইয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় গর্জ্জন করিলেন। ব্রহ্মাদি তখন তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব

করিলেন। বরাহ দেব তখন তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার ছলে পুনরায় গর্জ্জন করিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যজ্ঞবরাহ ভগবান্ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া খুর দ্বারা জলধির একদিক্ হইতে অপরদিক্ বিদারণপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রলয় কালে তিনি কারণ সলিলে শয়ন করিয়া যে পৃথিবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধরণী তখন রসাতলে রহিয়াছে। আদিবরাহ ইহা দেখিয়া স্বীয় বিশাল দন্তাগ্রে ধরণীকে বসাইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন।

এই সময় এক দিন সূর্য্যাস্ত সময়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ হোমকার্য্য সমাপন করিয়া অগ্নিগৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী দিতি কামপীড়িতা হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কহিলেন, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, এই সময়ের নাম রাক্ষসী বেলা, এ সময় ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণের সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ও ত্রিনয়নে সর্ব্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, এ সময় ভগবানের নাম স্মরণ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে নাই, করিলে শুভ হয় না।' দিতি কহিলেন, নাথ আমি পুত্রবতী সপত্নীগণের সৌভাগ্য দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া আছি, তাহাতে এখন মদনবেদনা উপস্থিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে, অতএব আপনি দুঃখিনীকে উদ্ধার করুন। কশ্যপ পুনরায় সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দিতি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পতির বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কশ্যপ পত্নীর এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কশ্যপের সায়ংকালীন নিয়ম ভঙ্গ হইল এবং দিতির মন অনুতাপে জলিয়া উঠিল। কশ্যপ প্রিয়াকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার আপন চিত্তের অশুদ্ধি, মুহূর্ত্তদোষ, আমার নিয়ম ভঙ্গ এবং রুদ্রের অবমাননা এই দোষ চতুষ্টয় জন্য তোমার এই গর্ভে দুইটী অপকৃষ্ট সন্তান জন্মিবে। তাহারা লোক ও লোকপালদিগের পীড়াকর হইবে, অনর্থক প্রাণীহত্যা ও স্ত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিবে এবং মহর্ষিগণের কোপ উৎপাদন করিয়া ভগবানের হস্তে বিনষ্ট হইবে। তোমার এক পৌত্র জন্মিবে, সে হরিপরায়ণ হইবে। দিতি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। ইহারা পূর্ব্বে জয় বিজয় নামে বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল। একদা সনকাদি ঋষি চতুষ্টয় নারায়ণদর্শনে উপস্থিত হইলে ইহারা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র দর্শন করিয়া উপহাস ও বেত্র প্রহার করে। সেই ঋষিদিগের শাপে জয় বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল।

অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই পুত্র মহাবলশালী হইয়া দেবতাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল এবং উভয় ভ্রাতা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া বরলাভ করিল। হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনাধীশ্বর হইল এবং হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গে গমন করিল। দেবতারা ব্রহ্মবরে বলদৃপ্ত দৈত্যদ্বয়ের পরাজিত হইলেন। হিরণ্যাক্ষ তখন জয়াভিলাষে সাগর মধ্যে বরুণের বিভাবরীপুরীতে উপনীত হইলেন। বরুণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বলিল, আপনি অদ্ভুত বলশালী, দৈত্যশ্রেষ্ঠ ও রণপণ্ডিত, সুতরাং পুরুষোত্তম ব্যতীত কেহ আপনাকে রণে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনিই আপনার দর্পচূর্ণ করিবেন। হিরণ্যাক্ষ কটূক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বিষ্ণুর অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল। নারদ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, বিষ্ণু এখন রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন।

হিরণ্যাক্ষ শুনিয়াই রসাতলে উপস্থিত হইল,—বিষ্ণুকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল, এক বৃহৎকায় বরাহ দশনাগ্রে পৃথিবী ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। তখন এই অদ্ভুতকর্ম্মা বরাহকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দৈত্য-শ্রেষ্ঠ তৎপ্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইল। আদিবরাহ কটূক্তি শুনিয়া তাহার প্রতি ভীম দৃষ্টিতে চাহিলেন, তাহাতেই তাহার তেজ বিনষ্ট হইল। তৎপরে হরি পৃথিবীকে তুলিয়া জলোপরি স্থাপন ও আপন আধার শক্তিতে তাহাকে স্থির রাখিয়া অর্দ্ধ বরাহ ও অর্দ্ধ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলিলেন, 'দুষ্ট দৈত্য আমার নিকট বর লাভ করিয়া দেবতারও অজেয় হইয়াছে, কিন্তু এখন লোকনাশকারী অভিজিৎ নামে মুহূর্ত্তে অতীত হয়, অতএব আপনি উহাকে বিনাশ করুন।' নারায়ণ স্বয়ংই অনন্ত কালরূপী, ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া সুদর্শন দ্বারা দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। বরাহ অবতারে ভগবান্ এইরূপে ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণে এই বরাহ সম্বন্ধে একটী বেশ নূতন কথা পাওয়া যায়। ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যাক্ষ বিনাশ ও পৃথিবী উদ্ধার করিয়াও শান্ত হইলেন না। মহাবরাহ তখন পৃথিবীতে উপরত হইয়া বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহাশূকর পৃথিবীতে মহাউৎপাত আরম্ভ করিল। দেবতারা ইহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুর স্তব

করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'আপনার এই মহাবরাহমূর্ত্তি সংহার করুন ও এই সকল উৎপীড়ক প্রাণিদিগকে বিনাশ করুন।' বিষ্ণু কহিলেন, একবার যে শক্তি তাঁহা হইতে নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাকে তিনি সংহার করিতে পারেন না। সে শক্তি-দমনের জন্য তদপেক্ষা অপর কোন মহাশক্তির আবশ্যক। মহাদেব এজন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। দেবতারাও তাঁহাকে অধিকতর শক্তিসমন্বিত করিবার জন্য আপন আপন শক্তি তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট করিলেন। মহাদেবও তখন অষ্টপদ মহাকায় শরভমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাবরাহ ও তদ্বংশকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে শান্ত করিলেন। [হিরণ্যাক্ষ দেখ।]

৪র্থ নৃসিংহাবতার।—হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট কি দেবতা কি মানব কিংবা কোন সৃষ্ট প্রাণী তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না অথবা জলে স্থলে স্বর্গে বা আকাশে তাহার মৃত্যু হইবে না, এইরূপ বরলাভ করে। এই বরপ্রভাবে সে আপনাকে অমর জানিয়া দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিতে ও তাহাদের প্রতি মহা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সে ইন্দ্রাদি দেবতা কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, বিষ্ণুর সহিত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত। ইহার একপুত্র প্রহ্লাদ অতি শৈশব হইতেই হরিপরায়ণ হইয়া উঠে, এজন্য হিরণ্যকশিপু তাহার উপর অতিশয় বিরক্ত ছিল। প্রহ্লাদের হরিভক্তি ছাড়াইবার জন্য হিরণ্যকশিপু তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ, বদ্ধহস্তপদে জলে নিক্ষেপ ও হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে সকল বিপদে উদ্ধার পাইয়াছিল। দৈত্যপতি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ বিপদে সে কিরূপে রক্ষা পাইতেছে? বালক প্রহ্লাদ তাহাকে বলিল, 'ভগবান্ বিষ্ণুই তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ।' দৈত্যপতি বলিল, সে কি? তোর হরি সর্ব্বব্যাপী? তবে কি সে এই মর্ম্মরপ্রস্তর স্তম্ভেও আছে? প্রহ্লাদ দৃঢ়তা সহকারে বলিল, 'নিশ্চয়ই ভগবান্ উহাতে আছেন।' তখন দৈত্যপতি সে কথায় অবিশ্বাস করিয়া পুত্রকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাকে হরি-উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিল, 'আচ্ছা এই স্তম্ভ আমি দ্বিখণ্ড করিতেছি, কৈ দেখি, তোর হরি উহাতে কেমন করিয়া আছে।' এই বলিয়া দৈত্যপতি খড়্গাঘাতে স্তম্ভ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভগবান্ ভক্তবাক্য, ভক্তবিশ্বাস ও ভক্তের প্রাণ রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধনরাকার দেহ ধারণ করিয়া সেই দ্বিখণ্ডিত স্তম্ভ মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং আর উপেক্ষা না করিয়া দৈত্যপতির কেশাকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর ফেলিয়া নখরদ্বারা তাহার কুক্ষি বিদারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। দৈত্যপতি এইরূপে তখনকার অসৃষ্ট এক অভিনব জীবাকার মূর্ত্তির উরুতে সন্ধ্যার সময় প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবাক্যও সফল হইল। [প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু দেখ।]

ভগবান্ এইরূপে চতুর্থ অবতারে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তপ্রাণ রক্ষা ও পৃথিবীকে দৈত্যের কবল হইতে উদ্ধার করেন।

৫ম বামনাবতার।—নৃসিংহাবতারে যে প্রহ্লাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার পৌত্র বলি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করেন। এই আধিপত্য লাভ করিয়া তিনি অতিশয় দানশীল হইয়া উঠেন। তাঁহার নিকট কোন অর্থী বিমুখ হইত না। তাঁহার ন্যায় সুশাসক ও সুপালকও আর দ্বিতীয় ছিল না। এত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তিনি এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে, তিনি দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। দেবতারা এজন্য মহা অসন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুও তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়নের পর বামন বলির নিকট দানলাভাশায় গমন করেন। বলি ক্ষুদ্রকায় ব্রাহ্মণ সন্তানকে প্রার্থীরূপে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজ তোমার কি প্রয়োজন? বামন বলিলেন, 'ত্রিপদপরিমিত ভূমি, আমি ছত্রদণ্ড স্থাপন করিয়া তথায় তপস্যার্থ আসন করিব।' বলি হাসিয়া বলিলেন, এত সামান্য দান আমার পক্ষে উপহাসকর, তুমি গ্রামনগরাদি প্রার্থনা কর। বামন বলিলেন, আমার অধিক প্রয়োজন নাই, যাহা চাহি, তাহা দিলেই সন্তুষ্ট হইব, অধিক লোভ নাই। বলি হাসিয়া দানার্থ জল গ্রহণ করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন, মহারাজ বিপদ্ ঘটিল, ইনি স্বয়ং নারায়ণ। বলি বলিলেন, যিনিই হউন, যখন দান করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি তখন অন্যথা হইবে না। দান করা হইল। বামন অকস্মাৎ বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একপদে ঊর্দ্ধলোক অপর পদে অধোলোক আবরণ করিয়া নাভিদেশ হইতে আর এক পদ নির্গত করিয়া তাঁহার স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি গললগ্নী কৃতবাসে বলিলেন, ভগবান্ আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে। এখন ও পদ আমার মস্তকে রাখুন। নারায়ণ হাসিয়া

তাহাই করিলেন এবং তাঁহার দান ধর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ অধোলোক তাঁহাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়া পাতালে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং নিজে তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার দ্বারে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দ্বারী হইয়া রহিলেন।

এই অবতারে ভগবান্ মহা দাম্ভিকের দম্ভ বিনাশ করিয়া দেবদুঃখ দূর করেন।

৬ষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ভৃগুবংশজাত জমদগ্নি নামক ঋষির ঔরসে তাঁহার রেণুকা নাম্নী ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নির অন্যান্য পুত্রও ছিল। কোনও কারণে জমদগ্নি পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতে পুত্রদিগকে বলেন। রাম মাতৃহত্যা অপেক্ষা পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনকে গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পরশু দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদ করেন। এই পরশু তিনি মহাদেবের নিকট লাভ করিয়াছেন। জমদগ্নি রামের কার্য্যে প্রীত হওয়ায় তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। রাম জননীর পুনর্জীবন এবং নিজের দীর্ঘজীবন ও যুদ্ধে অজেয়ত্ব প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নি বর দিলেন। মাতৃহত্যার পাপে তাঁহার পরশু তাঁহার হাতে লাগিয়া রহিল, খুলিল না, রাম মাতৃহত্যার পাপ দূর করিবার জন্য কৈলাসে তপস্যার্থ গমন করেন। হৈহয়-দেশাধিপতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন এই সময় এক দিন জমদগ্নির আশ্রমে গিয়া ইন্দ্রের গচ্ছিত ধন কামধেনু নামক গাভী প্রার্থনা করেন। জমদগ্নি তাহা দিতে অস্বীকার করায় রাজা বলপূর্ব্বক গোহরণে উদ্যত হইলে, দেব-গাভী অকস্মাৎ শরীর বৃদ্ধি করিয়া ক্ষত্রিয়সৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা কাজেই পলাইলেন। এই সময় রাম তপস্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিয়া রাজা অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে বিনাশ এবং আবার কৈলাসে গমন করিলেন। অর্জ্জুনের পুত্রগণ তৎপরে জমদগ্নিকে কাটিয়া ফেলিলেন। জমদগ্নি মৃত্যুকালে রামকে ইহার প্রতিবিধানের আদেশ দিয়া মরিলেন। যখন জমদগ্নির চিতা জ্বলিতেছে, তখন রাম উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃবধের প্রতিশোধার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যখন ক্ষত্রিয়গণ এতই গর্ব্বিত ও অন্যায়কারী হইয়াছে, তখন পৃথিবী হইতে সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ নষ্ট করিব। এই প্রতিজ্ঞাবশে তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার অধিকৃত হয়। এইরূপে পৃথিবী নৃপতিহীন হওয়ায় অরাজকতা বাড়িল। কশ্যপ ইহা দেখিয়া পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামও পৃথিবীর ব্যবস্থা লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গুরুকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী দান করিলেন এবং তপস্যার জন্য কৈলাসে গমন করিতে উদ্যত হইলে কশ্যপ বলিলেন, তুমি যাহা দান করিয়াছ, তাহা লইলে প্রত্যাহারী হইবে। রাম তখন সমুদ্রতীরে গিয়া বরুণকে বলিলেন, আমি সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দিয়া আসিয়াছি, আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তুমি আমায় স্থান দাও। আমি ধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শরটী পড়িবে, তোমায় ততদূর জলরাশি সরাইয়া লইয়া নূতন ভূমি জাগাইয়া দিতে হইবে। বরুণ এরূপ অনুরোধ শুনিয়া ইহা বৈষ্ণবীমায়া জানিয়া দেবগণের পরামর্শ লইলেন। দেবগণ পরামর্শ দিলেন, অদ্য রাত্রিতে যম উইপোকা হইয়া রামের ধনুর ছিলা কাটিয়া রাখিয়া দিবেন। কল্য শর নিক্ষেপকালে তাহা ছিঁড়িয়া যাইবে ও শরের বেগ অতি অল্প হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে আর তোমায় বেশীদূর সরিয়া যাইতে হইবে না। তাহাই হইল। মলবার উপকূলের লোকের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে পরশুরামই মলবার উপকূলে সমুদ্র প্লাবন বন্ধ করিয়া নিজে তথায় আজিও আছেন।

ভগবান্ এই অবতারে মাতৃহত্যা করিয়া পরশুসংযুক্ত হস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরশুরাম আখ্যা পাইয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও সমুদ্র বেগ রোধ করিয়া দক্ষিণ ভারতের রক্ষা এই অবতারের কার্য্য। [পরশুরাম দেখ।]

৭ম রাম অবতার।—লঙ্কার রাবণ নামক রাক্ষসরাজ অতি দর্পিত হইয়া ত্রিলোক পীড়িত করিলে দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ নারায়ণ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি অংশে উত্তরকোশলের রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীও সীতারূপে মিথিলারাজের কন্যা হইয়া জন্মিলেন। তাড়কানাম্নী এক রাক্ষসীর উৎপাতে অধীর হইয়া বিশ্বামিত্র নামক ঋষি আসিয়া ভগবানের অবতার রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে গিয়া তাড়কাকে বিনাশ ও যজ্ঞদর্শন ছলে মিথিলায় গিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। পরশুরাম এই ধনু গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ শুনিয়া রামকে বিনাশার্থ আহ্বান করিলেন। রাম হাসিয়া ভার্গবের স্বর্গগমন পথ রুদ্ধ করিলেন, পরশুরাম হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে বিমাতার চক্রান্তে পড়িয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পঞ্চবটী বনে গমন করেন। সেখানে রাবণভগ্নী সূর্পণখা লক্ষ্মণকে দেখিয়া কামুকী হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। লক্ষ্মণ জানিতে পারিয়া তাহার নাসাচ্ছেদন

করেন। শূর্পণখার রক্ষক খরদূষণ যুদ্ধ করিতে আসিলে সে স্বদলে হত হইল, তখন শূর্পণখা রাবণকে সকল বিবরণ বলিলে রাবণ আসিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। মারীচ রাক্ষস স্বর্ণমৃগ হইয়া রামকে প্রলুব্ধ করিয়া দূরে লইয়া গেলে রাবণ যোগীবেশে সীতাকে হরণ করেন। পথে পক্ষীন্দ্র জটায়ু রাবণকে বাধা দিলে রাবণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া লঙ্কার প্রস্থান করিলেন। সীতা তাহার রথে থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ও গাত্রালঙ্কার ফেলিতে ফেলিতে গেলেন। রাম তৎপরে মারীচকে রাক্ষস জানিয়া বিনাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গৃহে সীতাকে না দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে মৃতপ্রায় পতিত জটায়ুর নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিলেন এবং ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে বানররাজের ভ্রাতা সুগ্রীবের নিকট সীতার এক অলঙ্কার পাইলেন। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের লোভ দেখাইয়া রাম দ্বারা বানররাজ বালিকে বধ করান ও নিজে রাজ্য অধিকার করিয়া রামকে বানরসেনা দ্বারা সাহায্য করেন। হনুমান্ সাগর পার হইয়া সীতার সংবাদ লইয়া লঙ্কার রাজোদ্যান নষ্ট করিয়া আসিয়া সংবাদ দেন। নল নামক এক বানর অদ্ভুত কৌশলে সাগরে সেতু বন্ধন করেন। সেই সেতুদ্বারা রাম সসৈন্যে লঙ্কায় গিয়া রাবণকে স্ববংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। রাজভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধের মধ্যেই আসিয়া রামের সহিত যোগদান করেন। বিভীষণই শেষে লঙ্কার রাজা হন। তৎপরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় আসিলে ভরত তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। সীতার বহুদিন পরগৃহবাসজনিত একটা নিন্দা উঠিল। রাম সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইল। সীতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। ঋষির আশ্রমে কুশ ও লব তাঁহার দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইহারা ঋষিবালকের ন্যায় গীতাদি ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ধনুর্ব্বেদও শিখিয়াছিল। বাল্মীকি ইহাদিগকে যথার্থ পরিচয় বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত রামায়ণ গান সীতাবর্জ্জন পর্য্যন্ত শিখাইয়াছিলেন। এদিকে কিছুদিন পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঋষিকে নিমন্ত্রণ করেন। বাল্মীকি স্বশিষ্য পরিচয়ে কুশলবকে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। সভাস্থলে রামায়ণ গান হইল। ক্রমে ঋষি পরিচয় করাইয়া দিলেন। সীতা আনীত হইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত পুনর্গ্রহণ করিবেন না বলায় তিনি পরীক্ষা দান করিবার পূর্ব্বেই পাতালে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে কিছুদিন পরে রাম যখন কালপুরুষের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ উপস্থিত হওয়ায় রাম নিয়মানুসারে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লক্ষ্মণ সরযূতে প্রাণত্যাগ করেন ও তাহার কিছুদিন পরে রাম, ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য অনুগত লোক লইয়া সরযূপ্রবেশপূর্ব্বক স্বর্গ গমন করেন। [রাম দেখ।]

৮ম বলরামাবতার।—মথুরার রাজা উগ্রসেনের ঔরসে এক দৈত্য কংস নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কংস রাজা হইয়া বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাবদ্ধ করেন। ইহার অত্যাচারে ও পৃথিবী অন্যান্য রাজগণের অসম্ভব বৃদ্ধিবশে শান্তিদূর হওয়ায় দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ পৃথিবীকে ভারমুক্ত করিবার জন্য আবার অবতীর্ণ হইতে স্বীকার করিলেন। দৈবকী কংসের এক পিতৃব্যকন্যা। বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কংস জানিতে পারেন যে, দৈবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিবে। তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈবকীকে পতির সহিত কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন ও তাঁহার ৬টী সন্তানকে বিনষ্ট করেন। ৭ম গর্ভ হইলে বসুদেব তাহা রোহিণী নামক অন্য এক পত্নীতে সঞ্চারণ করিয়া দেন। রোহিণীকে, মথুরার নিকটবর্ত্তী গোকুলপতি গোপরাজ নন্দের নিকট রাখিয়া আসেন। ৮ম গর্ভে এক বালক ভূমিষ্ঠ হইলে বসুদেব তাহাকে লইয়া সেই রাত্রিতে প্রহরীরা নিদ্রাগত হইলে গোপনে জল ঝড়ের মধ্যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। নন্দেরও সেই দিন এক কন্যা হইয়াছিল, বসুদেব সূতিকা গৃহে গিয়া কন্যাটী লইয়া স্বীয় পুত্র রাখিয়া আসেন। পরদিন কংস কন্যাটীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে কন্যাটী হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়া বলিল, তোমার বিনাশ কর্ত্তা গোকুলে বর্দ্ধিত হইতেছেন। কংস শুনিয়া গোকুলের সমস্ত বালক ও জীবসন্তান বিনাশের জন্য আদেশ দিলেন। নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান বলরাম ও দৈবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ নামে রক্ষিত হইল। শিশুকালে তাঁহারা কংসের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, তৎপরে যখন গোচারণে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দৈত্যগণ কংস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আসিত। বলরামহস্তে ধেনুক ও প্রলম্ব নামে দুই অসুর বিনষ্ট হয়। বলরাম কালে অত্যন্ত মদিরাসক্ত হইয়া উঠেন। কংস উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়া অক্ষম হইয়া এক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন। নন্দ কংসের অধীন রাজা, কাজেই সপুত্র উপস্থিত হইলেন। এই যজ্ঞ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কংসকে বিনষ্ট করিয়া উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন

করেন। তৎপরে তাঁহারাই মথুরা রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিলেন। কালে জরাসন্ধ (কংসের শ্বশুর) তাঁহাদিগকে মথুরা হইতে তাড়িত করিলে, তাঁহারা দ্বারকায় গমন করেন। বলরাম রেবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। যখন কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষণাকে হরণ করিয়া কারারুদ্ধ হন, তখন বলরামই যুদ্ধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করেন। দ্বিবিদ নামক বানররাজও ইহার হস্তে বিনষ্ট হন। ইনি দুর্য্যোধনের অস্ত্রবিদ্যার গুরু। ইনি একবার তীর্থে গিয়াছিলেন। শেষে প্রভাসের যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হইলে ইনি যোগাবলম্বনে কৃষ্ণের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন।

এই অবতারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র অবতারের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন।

৯ম অবতার বুদ্ধ। কপিলবাস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ নামে এক কুমার জন্মে। ইনি অবশেষে শাক্যসিংহ নামেও কথিত হন। ইহার আর এক নাম গৌতম। বাল্যকাল হইতেই ইনি ক্রীড়াবিরত, নির্জ্জনবাসপ্রিয় ও ধ্যানধারণাপরায়ণ ছিলেন। দণ্ডপাণির কন্যা গোপার সহিত ইহার বিবাহ হয়। সংসারী হইলেও গৌতম বলিতেন, "জগতে স্থায়ী কিছু নাই, কিছুই সত্য নাই, কাষ্ঠ ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকণার ন্যায় এই জীবন, ইহা জ্বলিয়া উঠে, আবার নিভিয়া যায়। আমরা জানিনা ইহা কোথা হইতে আসে, কোথা যায়। ইহা বীণাধ্বনিবৎ, পণ্ডিতেরা বৃথা ইহার আদ্যন্ত অনুসন্ধান করেন। এমন কোন এক মহাশক্তি আছে, যাহাতে আমরা বিরাম লাভ করিতে পারি? আমি যদি তাহার অনুসন্ধান করি, আমি মনুষ্যকে তাহা দেখাইতে পারি। যদি আমি স্বাধীন হই, আমি পৃথিবীকে মুক্ত করিতে পারি।" গৌতমের এইরূপ বিষয়াতীত চিন্তা দূর করিবার জন্য নানা চেষ্টা হয়, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। একদিন তিনি নগর ভ্রমণে গিয়া এক জরাতুর বৃদ্ধ, এক রোগপীড়িত ও এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে জীবন যৌবনধনের পরিণাম ভাবিয়া আকুল হইলেন, তাঁহার মনে বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য স্থাপন করিল। তিনি এক রাত্রিতে একমাত্র অনুচর লইয়া গোপনে অশ্বারোহণে রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময় রাহুল নামে এক পুত্র হইয়াছিল। প্রত্যূষে তিনি অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও অশ্ব অনুচরকে দান করিয়া তাহাকে রাজ্যে ফিরিতে বলিলেন। তৎপরে গৌতম প্রথমে বৈশালী নামক স্থানে গমন করিয়া এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অপরিসীম। তিনি বৈশালীতে শিক্ষা সমাপন করিয়া রাজগৃহের এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট গমন করেন। এখানেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি উরুবিল্ব গ্রামে গিয়া পাঁচজন সহপাঠীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তপস্যার পর তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে নাস্তিক বোধে ত্যাগ করে। অবশেষে তিনি বহু সাধনার পর যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া তৃপ্ত হন। এই সময় তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণ করেন এবং মায়ামোহিত জগতের জন্য এক নূতন জ্ঞানালোক প্রকাশ করেন। তিনি স্বমত-প্রচারার্থ কাশীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী পাঁচজন সন্ন্যাসীকে স্বমতে আনয়ন করেন। তৎপরে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সভায় আহূত হন। রাজা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহার বাসের জন্য তাঁহাকে কালান্তক নামক মঠ প্রদান করেন। এখানে থাকিয়া তিনি উপদেশ দান করিতে আরম্ভ করেন। এইখানেই তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র কাত্যায়ন ও মৌদ্গল্যায়ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাজা বিম্বিসার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইলে বুদ্ধ রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তী নগরে গমন করেন। অযোধ্যার রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার মত গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি স্বরাজ্যে কতকগুলি অমানুষী কার্য্য করিয়া সমস্ত শাক্যকে বৌদ্ধ করেন। তাঁহার পত্নী ও পিতৃব্যপত্নী স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথম বুদ্ধমত গ্রহণ করেন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি আবার রাজগৃহে ফিরিয়া আসেন ও পিতৃহন্তা রাজা অজাতশত্রুকে বৌদ্ধ করেন। তৎপরে বৈশালী এবং তথা হইতে কুশীনগরে গমন করেন। এই সময়ে তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এক শালবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন।

পুরাণানুসারে এই বুদ্ধও নারায়ণের অবতার। পুরাণে আছে, দৈত্যেরা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি উপায়ে তাহারা স্থায়িভাবে জগতে রাজ্য করিতে পারিবে। ইন্দ্র তাহাদিগকে পবিত্রভাবে যাগযজ্ঞে ও বেদবিহিত আচারের অনুবর্ত্তী হইতে বলেন। তাহারা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুও যজ্ঞফলে ত্রিলোকের আধিপত্য দৈত্য কর্ত্তৃক দলিত হইবে বুঝিয়া এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপবিত্র বেশে হস্তে এক ঝাঁটা লইয়া যজ্ঞানুষ্ঠায়ী দৈত্যগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহার অপবিত্র বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি অন্য উত্তর না দিয়া যজ্ঞে দেব-

কার্য্যে প্রাণীবধ করা অতীব অন্যায় এই কথা বুঝাইয়া বলেন। আমি পবিত্র হইব বলিয়া অপরের প্রাণবধ করিব, ইহা অন্যায়। পাছে আমার পদদলিত হইয়া কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী বিনষ্ট হয় বলিয়া আমি এই ঝাঁটা দ্বারা সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিয়া তবে পদক্ষেপ করি। দৈত্যেরা এইরূপ হৃদয়-মোহকরী দয়া-উদ্দীপক কথায় দ্রব হইয়া আরব্ধ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিল ও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মত অবলম্বন করিয়া বেদমার্গ ত্যাগ করিল। ত্রিভুবন দৈত্যগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল। নারায়ণের অবতার হওয়া সফল হইল। [বুদ্ধ দেখ।]

১০ম অবতার কল্কী। কল্কী অবতার এখনও হয় নাই। ইহার পর হইবে। ইহা বর্ত্তমান কলিযুগের শেষভাগে ঘটিবে। কলির অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিবেন। পরশুরাম তাঁহাকে বেদাদি শিখাইবেন এবং মহাদেব অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়া এক সর্ব্বগামী শ্বেতাশ্ব, এক অক্ষয় অসি ও এক শুকপক্ষী দান করিবেন, তৎপরে তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মীকে বিনাশ করিয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিবেন। [কল্কী দেখ।]

এই দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও বামনের কথা বেদে পাওয়া যায়। মৎস্য ও কূর্ম্মের উক্তি শতপথব্রাহ্মণে ; কূর্ম্ম, বরাহ ও বামনের কথা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে আছে। মৎস্য অবতারে যে প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা খৃষ্টানদিগের বাইবেলের লিখিত নোয়ার সময়ের জলপ্লাবনের ইতিহাসের সহিত মিলে। ভগবানের আদেশে সত্যব্রত যেরূপে নৌকাদ্বারা সর্ব্ববীজ রক্ষা করেন, খৃষ্টানদিগের নোয়াও ভগবানের আদেশে সেইরূপ করিয়াছিলেন। মনু ও নু বা নোয়া শব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এক ব্যক্তিবোধক। তাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্য শাস্ত্রের ইতিহাস দেশ ভেদে রূপান্তরিত হইয়া বেদে স্থান পাইয়াছে। প্রলয়ের জলপ্লাবনকে পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলেন যে, ইহা বার্ষিক হৈমন্তিক অথবা প্রাবৃটের বৃষ্টিজনিত দেশ বিশেষের জল প্লাবন ভিন্ন আর কিছুই নহে। [প্রলয় দেখ।] *

তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, এই দশ অবতার ব্যাপারে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ-কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যখন ভূসৃষ্টি হয় নাই, তখন জলচর জীব ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, সেইকালে ভগবানের সত্তা বুঝাইবার জন্য তাঁহার মৎস্যমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। তৎপরে যখন সাগর মধ্য হইতে অল্প পরিমাণ ভূমি জাগিয়া উঠিল, তখন উভচর কূর্ম্ম বা কচ্ছপমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমি ভাগ বৃদ্ধি পাইল, জল সরিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িল, কিন্তু ভূমি তখন কর্দ্দম মাত্র, সেরূপ জমীতে বরাহের ন্যায় জীবই বাস করিতে পারে, তাই সেই যুগে ভগবানের বরাহাবতার কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমি শুকাইল, বরাহ ভিন্ন অন্য জীব থাকিবার উপযোগী হইল, এই সময়ে নর ও পশু জন্মিল, কিন্তু তখনও নরে ও পশুতে যে ভিন্নতা তাহা ঘটে নাই, তাই নর ও পশু সৃষ্টির প্রথম যুগে ভগবানের নরপশু মূর্ত্তি (নৃসিংহ মূর্ত্তি) কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর বামন ও পরশুরাম মনুষ্যসমাজের উন্নতির ক্রমবিকাশ ও রামচন্দ্রে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখান হইয়াছে। বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কিতে মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ও তদুপযোগী অবতার কল্পনা আছে।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রথম চারিটী অবতারের তিনটী যেরূপ বৃহৎকার্য্যের হইয়াছে, শেষ কয়েকটী অবতারের কার্য্যের তত বিশালতা দেখা যায় না। এই সকল অবতার যেন পাশ্চাত্য জগতের Hero-worship রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়।

এখন উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে দশাবতারের যে মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাতে বুদ্ধ স্থানে চতুর্ভুজ জগন্নাথ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। [তাস শব্দে দশাবতারের ছবি দেখ।] এজন্য অনেকে জগন্নাথদেবকে বুদ্ধেরই রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক স্কন্দপুরাণীয় উৎকলখণ্ডে দশাবতার হইতে জগন্নাথমূর্ত্তি স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যৈস্তু যৎফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্॥"

(উৎকলখ° ৫১ অ:)

দশাশ্ব (পুং) দশ অশ্বা রথে যস্য। চন্দ্র।

"দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং।
জলপ্রত্যাধিদৈবক্ষ সূর্য্যাশ্বযাম্যয়োস্তথা॥"

(গ্রহযাগতত্ত্বে সোমধ্যান)

২ ইক্ষ্বাকুর দশম পুত্র। (ভারত ১৩।২।৬)

দশাশ্বমেধ (ক্লী) কাশীস্থিত তীর্থভেদ। ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান দশাশ্বমেধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ

* India what can it teah us, p. 138. Lecture IV.

কন্ত্রসরোবর নামে বিখ্যাত ছিল, তথায় যজ্ঞাবধি দশাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থান অতীব পুণ্যজনক, ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে এই স্থানে দশাশ্বমেধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। দশাশ্বমেধ তীর্থ সকল তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, সন্ধ্যোপাসনা, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্ম করা যায়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বর দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা-দ্বিতীয়াতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মদ্বয় কৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথি পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যথাক্রমে তথায় স্নান করে, সে তিথিসংখ্যা পরিমিত জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে।

দশজন্মার্জ্জিত পাপসংহারিণী দশহরা তিথিতে যে ব্যক্তি দশাশ্বমেধ তীর্থে স্নান করে, তাহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে দশজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অবভৃত স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হয়। গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত দশহরেশ্বরকে নমস্কার করিলে মানব কখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না। (কাশীখ° ৫২ অ°) [কাশী দেখ।]

দশাশ্বমেধিক (স্ত্রী) [দশাশ্বমেধ দেখ।]

দশাস্য (পুং) দশ আস্যানি যস্য। রাবণ।

দশাস্যজিৎ (পুং) দশাস্যং জয়তি দশাস্য জি-কিপ্। শ্রীরাম।

দশাহ (পুং) দশানাং অহ্নাং সমাহারঃ টচ্ সমাসান্তঃ সমাহারত্বাৎ নাহ্লাদেশঃ। দশ দিন।

"দশাহং শাব মশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচি র্ভবেৎ॥" (মনু ৫।৬৯)

সপিণ্ডদিগের শব নিমিত্ত অশৌচ অর্থাৎ মৃতাশৌচ দশদিন হয়। দশদিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলে অশৌচের কথা শুনিলে তিন দিন অশৌচ হয়।

দশিন্ (ত্রি) দশ সংখ্যাঃ যেষাং তিনি। ১ দশ সংখ্যাযুক্ত। দশ সংখ্যা গ্রামাঃ অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্য ডিনি। ২ রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত দশগ্রামাধিপতি।

"দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানি বৈ।" (মনু)

(ত্রি) দশ সংখ্যাঃ প্রমাণং যেষাং ডিনি। ৩ দশ সংখ্যাপ্রমাণক।

"তাং দশিভিঃ প্রাবৃহুক।" (শত° ব্রা° ১৩।১৪।২)

দশবর্ত্তিকা বস্ত্রাঞ্চলং বা অস্ত্যস্য ইনি। ৪ দশাযুক্ত দীপ। ৫ সদশ বস্ত্র, যে বস্ত্রের দশা আছে।

দশীবিদর্ভ (পুং) দক্ষিণস্থ দেশভেদ। (ভারত, ভীষ্ম ৯ অ°)

দশেন্ধন (পুং) দশা বর্ত্তিকা ইন্ধনং কাষ্ঠমিব যস্য। প্রদীপ।

দশের (পুং) দশতীতি দন্শ এরক্ (পতিকঠিকুঠিগড়ি গুড়ি দংশিভ্যঃ এরক্। উণ্ ১।৫৯) হিংস্র জন্তু।

দশেরক (পুং) দশের সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরুভূমি, তৃণ জলাদিশূন্য প্রদেশ। ২ তদ্দেশস্থ। ৩ জনপদবিশেষ, বর্ত্তমান মাড়বার।

"আবন্ত্যান্ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ পার্ব্বতীয়ান্ দশেরকান্।"
(ভারত ৭।৯।১৬)

দশেরকঃ সোঽভিজনো ২স্য তস্য রাজা বা অণ্ বহুষু অণোলুক্। ৪ দশেরকদেশবাসিগণ। ৫ দশেরকদেশের রাজসমূহ। ইহা বহুবচনান্ত।

দশেরুক (পুং) দশতি দুঃখানি দদাতি দন্শ এরক্ ততো কন্। মরুদেশ। (ভূরিপ্র°) হেমচন্দ্রে দশেরুক এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দশেশ (পুং) দশানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ দশাপতি রবি প্রভৃতি। দশানাং গ্রামাণাং ঈশঃ। ২ রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত দশগ্রামাধিপতি।

"শংসেদ্ গ্রামো দশেশায় দশেশো বিংশতীশিনং।" (মনু)

দশৈকাশিক (ত্রি) একাদশার্থত্বাৎ একাদশবস্তুতো দশ যে দত্তা দশ একাদশ ভবিষ্যন্তি তে দশৈকাদশাঃ নিপাতনাৎ সমাসান্তোঽকারঃ। যাহারা শতপ্রতি দশকরূপ বৃদ্ধি গৃহীতা বার্দ্ধুষিক ভেদ, যাহারা শত করা দশভাগ সুদ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দশৈকাশিক কহে।

দশোণি (পুং) দশ বহবঃ উণয়ো যস্য। বহুহবিক, যাহার অনেক হবি (ঘৃতাদি) আছে। "দশোণয়ে কবয়ে অর্কসাতৌ" (ঋক্ ৬।২০।৪) 'দশোনয়ে বহুহবিষ্কাৎ কবয়ে মেধাবিনঃ শকয্যর্থে চতুর্থী' (সায়ণ)

দশোনসি (পুং) বেদোক্ত সর্পভেদ।

দশৌষধকাল (পুং) দশবিধ ঔষধকালঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। দশপ্রকার ঔষধের সময়। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—নির্ভক্ত, প্রাগ্‌ভক্ত, অধোভক্ত, মধ্যভক্ত, অন্তরাভক্ত, সভক্ত, সামুদ্গ, মুহুর্মুহু, গ্রাস ও গ্রাসান্তর এই দশবিধ ঔষধ সেবনের কাল।

কেবলমাত্র ঔষধ সেবন করিলে নির্ভক্ত বলা যায়। অন্নহীন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ সেবন করিয়া কিছুমাত্র ভোজন না করিলে ঔষধের বীর্য্যের আধিক্য হয়। তাহাতে শীঘ্র রোগ শান্তি

হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে এরূপে ঔষধ সেবন করা অতিশয় গ্লানিকর ও বলক্ষয়কর।

প্রাগ্‌ভক্ত—আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের নাম প্রাগ্‌ভক্ত। এরূপ ঔষধ সেবনে শীঘ্র পরিপাক ও বলের হানি হয়, বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং স্ত্রীগণের এইরূপ ঔষধসেবন বিধেয়। অধোভক্ত ভোজনান্তে ঔষধ সেবনের নাম অধোভক্ত। ইহাতে শরীরের উর্দ্ধভাগস্থ বহুবিধ রোগের শান্তি হয় এবং বল জন্মে।

মধ্যভক্ত—ভোজনের মধ্যে ঔষধ সেবন করাকে মধ্যভক্ত কহে। ইহাতে ঔষধের বীর্য্য সকল দেহে প্রসারিত হয় না। দেহের মধ্যভাগস্থ সকল রোগের শান্তি করে।

অন্তরাভক্ত—ভোজনের পূর্ব্ব এবং পরে সেবন করার নাম অন্তরাভক্ত। ইহা হৃদ্য, বলকর এবং অগ্নিকর।

সভক্ত—ঔষধ সহযোগে অন্ন প্রস্তুত করিয়া সেবন করাকে সভক্ত কহে। অবলা, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ সেবনীয়।

সামুদ্গ—ভোজনের প্রথমে ও শেষে ঔষধ সেবনের নাম সামুদ্গ। উর্দ্ধ ও অধঃ উভয়দিকে দোষের গতি থাকিলে ঐরূপ সেবন করা বিহিত; এজন্য ইহাকে সামুদ্গ কহে।

মুহুর্ম্মুহু—অন্নের সহিত হউক বা অন্ন রহিত হউক সর্ব্বদা সেবনের নাম মুহুর্ম্মুহু। শ্বাস, কাস, হিক্কা ও বমনরোগে এইরূপ সেবন করা কর্ত্তব্য।

গ্রাসান্তর—পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে গ্রাসান্তর কহে। বমনীয়, ধূম এবং শ্বাসাদি রোগে লেহনীয় ঔষধ এইরূপে সেবনীয়। এই দশবিধ ঔষধের কাল।

দষ্ট (ত্রি) দন্‌শ-ক্ত। দংশিত, যাহাকে দংশন করা হইয়াছে।

দস্ (পুং) দস উপক্ষেপে বেদে ভাবে অচ্। উপক্ষেপ। "মহ্যং চক্রুরুপরং দসায়" (ঋক্ ৬।২১।১১)

'দসায় শত্রূনামুপক্ষেপায়' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে দস হইবে না, সেইস্থলে ঘঞ্‌ করিয়া দাস হইবে, ইহা কেবল বেদেই ব্যবহৃত হয়।

দসূয়া, পঞ্জাবের হুশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ৩১° ৪৪´ হইতে ৩২° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ হইতে ৭৫° ৫৭´ পূঃ। কাঙড়া পাহাড় ও বিপাশা নদীর মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৮৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ।

হুশিয়ারপুর জেলাস্থ একটী নগর এবং দসূয়া তহসীলের সদর। হুশিয়ারপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, বিরাটরাজ এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। আইন্‌-ই-অক্‌বরীতে নগরের উত্তরাংশে পুরাতন গড়ের উল্লেখ আছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এখন দুইটী মাত্র বুরুজ খাড়া আছে। এখানে শস্য ও তামাকের ব্যবসা হয়। এখানে নিম্ন আদালত, থানা, ডাকঘর, সরাই, বিদ্যালয় ও সুন্দর জলাশয় আছে। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

দসেরক (পুং) দশেরকঃ মরুদেশ সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা অণ্। ১ দাসেরক, দসেরকদেশবাসী ও এই দেশের রাজা। বহুষু অণোলুক্। ২ দসেরকদেশবাসী লোক সকল ও এই দেশের রাজসমূহ। দাসেরক পৃষো° সাধুঃ। ৩ গর্দ্দভ।

"যাস্তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রমেহন্তি তথৈবোষ্ট্রদসেরকাঃ।"

(ভারত কর্ণপ° ১০ অ°)

দস্তক (পারসী) ১ ছাড়, দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার অনুমতি পত্র। ২ পরওয়ানা, দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ক্ষমতা পত্র, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা।

দস্তখৎ (পারসী) হাতের লেখা, স্বাক্ষর।

দস্তবস্ত, পারসী বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত।

দস্তা, মূল অষ্টধাতুর মধ্যে দস্তা একটী। খনিতে খাঁটি দস্তা পাওয়া যায় না। ইহার সহিত গন্ধক, অম্লজান প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন নাম এইরূপ,—

নাম	দেশ।
জিঙ্ক্ (Zinc)	ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্।
জিঙ্ক্ (Zink)	জর্ম্মণী।
স্পেল্‌টার	হলণ্ড।
চিঙ্ক্, জিঙ্কো	ইটালি, স্পেন।
স্তুপাটের (Schpaater)	রুষিয়া।
দস্তা (Impure Calamina)	বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী।
মদল তুতম, তুত্তানগম্	তামিল।
দস্ত	নেপাল।
কলখুবরী (Oxide of Zinc)	পারস্য।
জস্ত, জসদ্, সফেদ মিশি	পাঞ্জাব।
মূল্, বুস্‌রি, সফেদ তুঁত (Sulphate of Zinc)	দাক্ষিণাত্য।
বুল্লে তুতম্	তামিল।
তুতম	তেলগু।
তম্বগ পুচি	মালয়।
থ্যৌট	ব্রহ্ম
যশদ	সংস্কৃত।

খনি হইতে গন্ধকসহ যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ ইংরাজী ধাতুতত্ত্বে Sulphide of Zinc

কিম্বা Zink blende নামে পরিচিত এবং অম্লজানের সহিত মিশ্রিত যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা Zincite নামে খ্যাত।

ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা, রাজপুতানা, হিমালয়, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে দস্তা পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজের মদুরাজেলায় যে গন্ধকমিশ্রিত দস্তা (Blende) পাওয়া যায়, তাহার সহিত ঈষৎ স্বর্ণ বা রৌপ্যও থাকে। কর্ণুল জেলার বসবপুর গন্ধুপল্লী খনি হইতে অন্যান্য ধাতু ও পদার্থ মিশ্রিত দস্তাও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার হাজারীবাগ জেলার মহাবাঙ্ক ও বড়গুণ্ড খনি হইতে ও সাঁওতাল পরগণার বৈরুকি নামক স্থানেও যে গন্ধ এবং মিশ্রিত দস্তা (Blende) পাওয়া যায়, তাহার সহিত সীসা এবং তামা মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়।

রাজপুতানায় উদয়পুর রাজ্যে জওয়ার নামক স্থানে পূর্ব্বে দস্তা উঠিত। টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে এই স্থানের খনি হইতে ২২০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, কিন্তু রাজপুতানা গেজেটিয়ার একথা অস্বীকার করেন।

কাপ্তেন ব্রুক বলেন, খনিতে ৩।৪ ইঞ্চি মোটা ধাতুশিরা দেখা যায়। দেশীয় লোকেরা উহা সংগ্রহ করিয়া গুঁড়াইয়া জাল দিয়া দস্তা প্রস্তুত করে। ৮।৯ ইঞ্চি উচ্চ মুচিতে ঐ সকল গুঁড়া পুরিয়া মুখ আটিয়া দেয় এবং নিম্নমুখ করিয়া সারি দিয়া কয়লার আগুনে গলাইতে থাকে। ২।৩ ঘণ্টা উত্তাপ দিলে ঠিক হয়। ১৮১২।১৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় এই সকল খনির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিমালয়পঞ্জাবে—শিগরী নামক স্থানে যথেষ্ট দস্তা পাওয়া যায়। আন্‌টিমনি (অঞ্জন) খনির নিকটেই দস্তা থাকে। গাড়বালের বেলায় তাম্র খনিতে, সিমলায় সবাথু সীসা খনিতে ও কাশ্মীরে ইহা পাওয়া যায়। জৌনসার প্রদেশে গন্ধকমিশ্রিত দস্তার খনি আছে।

আফগানিস্থানে ঘোরবন্দ উপত্যকার উত্তর অঞ্চলে ইহার খনি যথেষ্ট আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে জাক (Sulphate of zinc) বলে। ইহা কিছুতে ব্যবহৃত হয় কিনা জানা যায় না।

ব্রহ্মদেশের অধীন টাভয় ও মাণ্ডই দ্বীপে দস্তা পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তরব্রহ্মে পাওয়া যায় কিনা এখন জানা যায় নাই।

সুশ্রুতে ঔষধার্থে দস্তার ব্যবহার দেখা যায় না। ভাবপ্রকাশে রসশোধনপ্রণালীর ন্যায় দস্তা বা খর্পরশোধনপ্রণালী কথিত আছে। মূত্রসম্বন্ধীয় বা মূত্রযান্ত্রিক পীড়ায়, স্নায়ুপীড়ায়, ভাবপ্রকাশ দস্তা ব্যবহারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। উঃ পঃ প্রদেশের হিন্দু হাকিমেরা পুরাতন জ্বর, গৌণ উপদংশ, পুরাতন মেহ, প্রদর প্রভৃতি রোগে দস্তা ব্যবহার করেন। মুসলমান হাকিমেরা, ঘা, ক্ষত, দদ্রু ক্ষত বা ব্যথা-ফুলায় য়ুরোপীয় ডাক্তারদিগের ন্যায় দস্তা ব্যবহার করেন। তামিল কবিরাজেরা মাটির মুচিতে মনসা জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের (Euphorbia nerrifolia) পাতা দিয়া দস্তা জাল দেয়। উক্ত দ্রব্য গলিয়া গেলে অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে। তাহার ভস্ম দুই তিনবার অগ্নিতে শোধন করিয়া লইয়া মেহ, শুক্রক্ষয় ও অর্শরোগে ব্যবহার করেন। ভাবপ্রকাশে আছে,—

"খর্পরং রজ সদৃশং রীতি হেতুশ্চ তন্মতম্।
খর্পরং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥"

দস্তা ধাতুর আকৃতি ও শোধনমারণাদি সমস্ত রঙ্গের ন্যায়। জারিত দস্তা কষায়, তিক্তরস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

ডাঃ ওয়াট তাঁহার Dictionary of Economic products of India নামক গ্রন্থে খর্পর অর্থে দস্তা (Impure calamine) বলিয়াছেন এবং ভাবপ্রকাশে তাহার উল্লেখ আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু "খর্পর" ধাতু ভাবপ্রকাশ মতে উপধাতু মধ্যে গণ্য। [খর্পর দেখ।] কবিরাজ গিরেশ্বর গুপ্তের দ্রব্যার্থচন্দ্রিকা নামক আয়ুর্ব্বেদীয় অভিধানে ইহাকে ইংরাজীতে a collyrium extracted from the Amomum Authorbiza বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কবিরাজেরা সৎনামক ধাতুকে খর্পর বলিয়া থাকেন। এই সৎধাতুতে মুসলমান রমণীরা এদেশে 'খাড়ু' নামক গহনা প্রস্তুত করে। কাংস্যকারেরা ইহাকে 'সৎ-দস্তা' বলে ও দস্তা ধাতু হইতেই উৎপন্ন বলিয়া থাকে। কাঁসারীদিগের মতে দস্তা দ্বিবিধ রূপদস্তা, ইহা পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ এবং সদস্তা বা পাটা দস্তা, ইহা ধাত্বন্তর সংযোগে প্রস্তুত হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মতে খর্পর ধাতু বিশুদ্ধ দস্তা আর খর্পর তন্মিশ্রিত কোন ধাতু। খর্পর গন্ধকের সহিত মিলিত হইলে 'খর্পরীতুথ' হয়, ইহার নামান্তর 'রসক'। এই 'রসক' বা খর্পরীতুথ ইংরাজীতে Sulphate of zinc এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় 'খপরিয়া' নামে খ্যাত। 'রসক' বা খপরিয়া কাশ্মীরবাসী সওদাগরেরা এদেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহা দেখিতে পিণ্ডবৎ সর্ষপ খোলের ন্যায় ধূসরবর্ণ ও কঠিন, ভাজিলে গুঁড়াইয়া যায়। [রসক দেখ।] রসকের প্রকার ভেদকে এদেশে 'রসমাণিক' বলে। রসক চূর্ণ করা যায়, কিন্তু খর্পর চূর্ণ

করা যায় না। "খর্পরং পত্তনীকৃত্বা" অর্থাৎ "খর্পরকে পাত করিয়া"—ইহা হইতে খর্পরকে সংদস্তা বা পাটাদস্তা বলিতে আপত্তি হয় না। যে ধাতু আঘাত সহিতে পারে অর্থাৎ পিটিলে গুঁড়াইয়া যায় না, পাত হইয়া যায়, তাহাই মৃদু ধাতু ও মূল ধাতু। ভাবপ্রকাশ মতে "স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেবচ। সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ।" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, যশদ (দস্তা), সীস, লৌহ এই সাতটী গিরিসম্ভব মূলধাতু। এতভিন্ন যেগুলি ঘা সহিত পারে না, পিটিলে গুঁড়াইয়া যায়, সেগুলি কঠিন ও উপধাতু।

দস্তা ইংরাজী ধাতুশাস্ত্রানুসারেও মূলধাতু। ইহা দেখিতে নীলাভ-শ্বেতবর্ণ। ইহার বহির্ভাগ রূপার ন্যায় উজ্জ্বল, ইহা কঠিন, ভাঙ্গিলে স্ফটিকবৎ সংস্থান দেখা যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬·৮ গুণ। সামান্য উত্তাপে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ২১২° উত্তাপে ইহা নরম হইয়া ঘাতসহ হয় ও তাহা হইতে তার বা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু ৪০০° উত্তাপে ইহা আবার ভঙ্গপ্রবণ হয়। ৭৭৩° উত্তাপে গলিয়া তরল হয় এবং বহু-উত্তাপে ইহা উদ্বায়ুও হয়। দস্তা উদ্বায়ু হইয়া যে বাষ্পরাশিতে পরিণত হয়, তাহাতে বায়ু লাগিলে জ্বলিতে থাকে, আলোক অতি উজ্জ্বল হয় ও পুড়িয়া Oxide of zinc নামক মিশ্রধাতু উৎপন্ন করে। দস্তা যদি খোলা পড়িয়া থাকে, তবে বায়ু লাগিয়া তাহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় ও সীসার মত রং হইয়া যায়। লৌহে পিত্তলে বা তামায় মরিচা ধরিলে যেমন ধাতুর হানি হয়, দস্তার তাহা হয় না।

বিক্রয়ার্থ যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহাতে সীসা, লোহা, অঙ্গার, সেঁকো ও তামা মিশ্রিত থাকে। দস্তা হইতে অম্লজান যোগে দেখিতে পশমের ন্যায় Protonide of zinc বা ফুলদস্তা (Flowers of zinc), ক্ষারধাতুযোগে দেখিতে কাঁচকড়ার ন্যায় Hydrated oxide of zinc, Sulphate of zinc (শ্বেততুতে), Carbonate of zinc, Chloride of zinc (Butter of zinc বা মাখনবৎ দস্তা), গন্ধকের সহিত যোগে (Sulphate of zinc-blend), তামার সহিত (Brass) বা পিত্তল, রূপদস্তা (German silver) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

এই ধাতুতে লৌহের পাত কলাই করিয়া গৃহাদির ছাদ করে। জলের কলের নল, টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতিও ইহা দ্বারা কলাই করা হয়। ইহা গলাইয়া নানা বাসন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মূর্ত্তি, পুত্তলিকা প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা লৌহাদির বস্তুতে দিবার জন্য শ্বেতবর্ণ তৈলাক্ত রঙ্গ প্রস্তুত হয়। এদেশে মুসলমানগণের ব্যবহার্থ অল্প দামের গুড়গুড়ি, রেকাব, গেলাস, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। স্পেলটার বা দস্তার বড় বড় পাত বা চাদরে বাড়ীর ছাদের নর্দ্দমার নল, বেড়া, বা যে যে কার্য্যে টিন ব্যবহৃত হয়, তত্তৎস্থলে বেশী দিন স্থায়ী করিতে হইলে, স্পেলটার বা দস্তা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে জাহাজের তলা মোড়াই করা হয়। ইহা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মিত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, য়ুরোপের প্রুসিয়া, বেলজিয়ম ও হলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্তা উৎপন্ন হয়।

য়ুরোপে ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বে দস্তা উৎপন্ন হইত না। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে (False silver) নামক এক ধাতুর উল্লেখ আছে। অনেকে ইহাকে দস্তা বলিয়া অনুমান করেন মাত্র। ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষ ও চীন হইতে স্পেলটার ও তুতেনাগ নামে দস্তা লইয়া য়ুরোপে বিক্রয় করিত। তখন পিত্তল প্রস্তুত ভিন্ন ইহার আর কোন ব্যবহার ছিলনা বা দস্তা যে একটী স্বতন্ত্র ধাতু, তাহাও জানিত না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সিলভিষ্টার নামে এক ব্যক্তি প্রথম দস্তার পেটেণ্ট প্রাপ্ত হন। আমেরিকার নিউজারসি নামক স্থানের Red zinc বা রক্তবর্ণ দস্তাখনিই ভুবনবিখ্যাত।

দস্তার সাহায্যে Zincograph নামক এক প্রকার ছবি প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা কাগজে ফটোগ্রাফের ন্যায় ছবি প্রস্তুত হয়। লিথোগ্রাফে যেমন পাথরে ছবি আঁকিতে হয়, ইহাতে তেমনি জিঙ্কপ্লেটে আঁকিতে হয়। Zinc Ethyl নামক এক প্রকার তরল ধাতুও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা বায়ু লাগিলে জ্বলিয়া উঠে ও অতি কড়া গন্ধ বাহির হয়। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তি ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন।

দস্তা হইতে ডাক্তার মহাশয়েরা নানারূপ তরল, চূর্ণ ও ঘৃতবৎ পদার্থ প্রস্তুত করিয়া নানারূপ রোগে ব্যবহার করেন। দস্তার রোগোপশমতা সর্ব্বদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেই দেখা যায়।

দস্তানা (পারসী) হস্তাবরণী, অঙ্গুলিত্র, হস্তে পরিধেয় পরিচ্ছদ বিশেষ।

দস্তুর (পারসী) রীতি, ধারা, নিয়ম, পদ্ধতি।

দস্তুরী (পারসী) নগদ মূল্য প্রদান জন্য প্রাপ্য টাকা, দালালী, দ্রব্য বিক্রয়কালীন ক্রেতার ভৃত্য বিক্রেতার নিকট যাহা পায়, তাহাকে দস্তুরী কহে।

দস্ম (পুং) দসতি উৎক্ষিপতি দক্ষিণাদিকমিতি দস-মক্ (ইষিযুধিন্ধিদসিশ্যেতি। উণ্ ১।১৪৪) ১ উপক্ষেপক।

"পুরূণি দস্মো নিরিণাতি যজ্বভিঃ" (ঋক্ ১।১৪৮।৩) 'দস্ম উপক্ষপয়িতা' (সায়ণ) দস দর্শনে কর্ম্মণি মক্। ২ দর্শনীয়।

"রাজেব দস্ম মিমদোহবি বর্হিবি" (ঋক্ ১০।৪৩।২) 'হে দস্ম দর্শনীয়েন্দ্র' (সায়ণ) ৩ যজমান। ৪ চৌর। ৫ হুতাশন। (মেদিনী) ৬ খল। (শব্দর°)

দস্মৎ (ত্রি) দসি দংসন দর্শনয়োঃ, ততো মক্ দস্মমিত্যত্র মকারস্ত বর্ণব্যাপত্ত্যা তকারঃ। দর্শনীয়। "বীতয়ে দস্মৎ কৃণোত্যধ্বরং।" (ঋক্ ১।৭৪।৪) 'যজ্ঞং দস্মৎ সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

দস্মবর্চ্চস্ (ত্রি) দস্মং বর্চ্চঃ যস্য। দর্শনীয়তেজা। "ভুবোষ-দিন্দ্রোদস্মবর্চ্চাঃ"(ঋক্ ১।১৭৩।৪)'দস্মবর্চ্চাঃ দর্শনীয়তেজাঃ'(সায়ণ)

দস্ম্য (ত্রি) দস্ম স্বার্থে যৎ। দর্শনীয়। "দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ" (ঋক্ ৮।২৪।২০)

দস্যবেসহ (পুং) উপদ্রব হেতু চোরের অভিভাবক। "বৃহ-দ্রথং কুর্বীতি দস্যবেসহঃ" (ঋক্ ১।৩৬।১৮) 'দস্যবেসহঃ অস্ম-দুপদ্রবহেতোশ্চোরস্যাভিভবিতা' (সায়ণ)

দস্যু (পুং) দস্যতি পরস্বান্ নাশয়তীতি দস-যুচ্ (যজি মনি শুন্ধিদসিজনিভ্যোযুচ্। উণ্ ৩।২০)। ১ মহাসাহসিক, ডাকাইত। ২ খল। ৩ চৌর।

"বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিপ্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স নতু জীবতি॥" (মনু ৭।১৪৩)

ব্রাহ্মণাদিবর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদিকারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, উহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্ম ইহাদের জীবিকা। দস্যু জাতি কর্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, ইহারা সৈরিন্ধ্র নামে খ্যাত হয়; এই জাতি কেশরচনাদি কার্য্যে সুচতুর, ইহারা প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপজীবী এবং পাশদ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। (মনু ১০।৩১) ৫ কর্ম্মবর্জ্জিত। "গর্দ্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান্" (ঋক্ ৬।২৪।৮) 'দস্যুজূতায় কর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ প্রেরিতায়" (সায়ণ) (ত্রি) ৬ উপক্ষেপক। (পুং) ৭ অসুর।

"চেতন্তে দস্যু তর্হণা" (ঋক্ ৯।৪৭।২)

।০। ঋক্‌সংহিতায় অনেক মন্ত্রে দস্যু শব্দের উল্লেখ আছে। কোন কোন স্থলে দস্যু শব্দ পাঠে বোধ হয়, আর্য্য হইতে ভিন্ন কোন জাতি দস্যু বা দাস নামে অভিহিত ছিল, তাহারা আর্য্য জাতির পূর্ব্বে ভারতের নানাস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, বহুসংখ্যক গ্রাম নগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের বাহুবলে আর্য্যগণ অনেক সময়ে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল, অনেক সময় তাহারাই অসুর প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল;—ইন্দ্র যেন তাহাদেরই উচ্ছেদ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের প্রভাবে সেই 'অনাস' দস্যুগণ পরাজিত হইয়া কেহ বন জঙ্গলে দূর দেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কেহ বা আর্য্যগণের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আর্য্যের সংস্রবে ক্রমে আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্রে দস্যুর সহিত আর্য্য জাতির কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, জানিতে পারা যায়।

"ত্বং হ ত্যু তাদ্ অদময়ো দস্যূঁরেকঃ কৃষ্টীরবনোরার্য্যায়।"
(ঋক্ ৬।১৮।৩)

হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনিয়াছ; তুমিই আর্য্যদিগকে পুত্রদাসাদি দিয়াছ।

"বিশ্বস্মাৎ সীমধমানিন্দ্র দস্যূন্ বিশো দাসীরকৃণোরপ্রশস্তাঃ।"
(৫।২৮।৪)

হে ইন্দ্র! তুমি এই দস্যুদিগকে সমস্ত (সদ্‌গুণ) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ! তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ।

"অন্যব্রতং অমানুষং অযজ্বানং অদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্ব্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্ব্বতঃ॥"
(ঋক্ ৮।৫১।১০)

আমাদের মিত্র পর্ব্বত কঠোর আঘাতে ঊর্দ্ধ হইতে দস্যুকে নিপাতিত করুক, যে ভিন্নব্রতাবলম্বী, যাহার মনুষ্যত্ব নাই, যে যাগযজ্ঞাদি করে না, অথবা দেবতাদিগকেও মানে না।

"আ ন ইন্দ্র পৃক্ষসে অস্মাকং ব্রহ্ম উদ্যতম্।
তৎ ত্বা যাচামহে অবঃ শুষ্ণং যদ্ হন্নমানুষম্॥
অকর্ম্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্ বধর্দাসস্য দম্ভয়॥" (ঋক্ ১০।২২।৭-৮)

হে ইন্দ্র! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি, আর এরূপ বল চাই, যাহাতে অমানুষকে বিনাশ করিতে পারি। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু আছে, তাহারা যাগযজ্ঞাদি করে না, কিছু মানে না, তাহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র, তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়। হে অমিত্রঘ্ন! তাহা-দিগকে বধ কর। সেই দাসকে হিংসা কর।

"প্র অন্যচ্চক্রমবৃহঃ সূর্য্যস্য কুৎসায় অন্যদ বরিবো যাতবেহকঃ।
অনাসো দস্যূন্ অমৃণো বধেন নি দুর্যোণে আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচঃ॥"
(ঋক্ ৫।২৯।১০)

হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সূর্য্যের একখানি রথচক্র ছেদন করিয়াছিলে, অপর এক ধন লাভের জন্য কুৎসকে দিয়াছিলে, তুমি বজ্র দ্বারা মুখসৌন্দর্য্যহীন অর্থাৎ নাসিকারহিত দস্যু-দিগকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে বধ করিয়াছিলে।

"নি অক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁরশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।
প্র প্র তান্ দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্ব্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্॥" (ঋক্ ৭।৬।৩)

যজ্ঞহীন, অন্নক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশূন্য, পণি নামক যজ্ঞরহিত দস্যুগণকে দূর করুন্। অগ্নি প্রধান হইয়া যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহাদিগকে ছেদ করুন।

"ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্।
সাকমেকেন কর্ম্মণা।" (ঋক্ ৩।১২।৬)

হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা এক উদ্যোগেই দাসগণের নবতি সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।

"ত্বং শতান্যব শম্বরস্য পুরো জঘন্থাপ্রতীনি দস্যোঃ।"

তুমি দস্যু শম্বরের শতাধিক অপ্রতিম পুরী ধ্বংস করিয়াছ।

"প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বো র্ধু র্হবী দস্যূন্ পুর আয়সীনিতারীৎ।"
(২।২০।৮)

যখন তাঁহার হস্তে বজ্র দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি তাহা দিয়া দস্যুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

"উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদধি।
অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্।" (৪।৩০।১৪)

হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলে।

"অত্র দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদবর্ত্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্।"
(৫।৩০।৭)

তুমি এই যুদ্ধে মনুষ্যের সুখবর্দ্ধনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ।

"স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করন্নবলা অস্য সেনাঃ।
অন্তর্হি অখ্যদুভে অস্য ধেনে অথোপ প্রৈদ্ যুধয়ে দস্যুমিন্দ্রঃ॥"
(৫।৩০।৯)

দাস স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্র স্বরূপ করিয়াছিল, ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে? (এই ভাবিয়া) ইন্দ্র তাহার দুইটী প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন।

বৃত্র, শম্বর ও নমুচি প্রভৃতির দাস, দস্যু ও অসুর এই তিন আখ্যায়ই বেদে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে ঐ তিন শব্দই বৈদিক যুগে এক জাতিবোধক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। * [নমুচি, শম্বর ও বৃত্র দেখ।]

ছান্দোগ্যোপনিষদে দস্যু বা অসুরজাতিসম্বন্ধে লিখিত আছে—

"তস্মাদপি অদ্যেহ অদদানং অশ্রদ্দধানং অযজমানং আহ রাসুরো বতেতি। অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।"

সেই জন্য আজও যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা যজ্ঞহীন, তাহাকে আসুর বা অসুরধর্ম্মা বলা হইয়া থাকে। অসুরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম—তাহারা শবদেহ অর্থ, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া থাকে; তাহারা মনে করে যে এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই বুঝি এই লোকের পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল।

বাস্তবিক ভারতীয় অসভ্য ও ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে উক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রাঃ
পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।
বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (৭।১৮)

তোমার বংশীয়গণ ভ্রষ্ট হইবে। ইহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব ইত্যাদি উত্তরদিগ্‌বাসী অনেক জাতি। বিশ্বামিত্র হইতেই দস্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

মনুসংহিতার (১০।৪৫) মতে—

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"

কুল্লূক টীকায় লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতা ম্লেচ্ছভাষাযুক্তা আর্য্যভাষোপেতা বা তে দস্যবঃ সর্ব্বে স্মৃতাঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি হেতু যাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছে, ম্লেচ্ছভাষীই হউক, আর আর্য্যভাষী হউক, তাহারা সকলে দস্যু বলিয়া গণ্য।

মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে—

"দরদান্ সহ কাম্বোজৈরজয়ৎ পাকশাসনিঃ।
প্রাগুত্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য দস্যবঃ॥"

অর্জ্জুন দরদদিগের সহিত কাম্বোজ ও উত্তরপূর্ব্বে যে সকল দস্যুজাতি বাস করিত, তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন।

দ্রোণপর্ব্বে শস্ত্রযুক্ত দস্যু জাতির উল্লেখ আছে—

"দস্যূনাং স শিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূনমূর্দ্ধজৈঃ।
দীর্ঘকূর্চ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ডজৈরিব॥"

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৬৮ অধ্যায়ে দস্যুসম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস আছে—

ভীষ্ম উবাচ।

"অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
উদীচ্যাং দিশি যদ্‌বৃত্তং ম্লেচ্ছেষু মনুজাধিপ॥"

* সায়ণ কিন্তু দাস শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"দাসং কর্মঃ দুত্রাধিকং যদ্বা দাসমুপক্ষপয়িতারং অসুরং নিকৃষ্টমসুরম্।"

ব্রাহ্মণো মধ্যদেশীয়ং কশ্চিদ্বৈ ব্রহ্মবর্জ্জিতম্।
গ্রামং বৃদ্ধিযুতং বীক্ষ্য প্রাবিশদ্ ভৈক্ষকাংক্ষয়া ॥
তত্র দস্যুর্ধনযুতঃ সর্ব্ববর্ণবিশেষবিৎ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ দানে চ নিরতোঽভবৎ ॥
তস্য ক্ষয়মুপাগম্য ততো ভিক্ষামযাচত।
গৌতমঃ সন্নিকর্ষেণ দস্যুভিঃ সমতামিয়াৎ ॥
তথা তু বসতস্তস্য দস্যুগ্রামে সুখং তদা।
কিমিদং কুরুষে মোহাদ্বিপ্রত্বং হি কুলোদ্বহঃ ॥
মধ্যদেশপরিজ্ঞাতো দস্যুভাবং গতঃ কথম্।"

ভীষ্ম কহিলেন, আমি তোমাকে একটী পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, উত্তরদিকে ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল। মধ্যদেশীয় এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণহীন অথচ সমৃদ্ধিশালী এক গ্রাম দেখিয়া ভিক্ষার আশায় তথায় প্রবেশ করেন। তথায় সকল বর্ণের সম্মানজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও দাননিরত এক ধনী দস্যু বাস করিত। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। (সেই ব্রাহ্মণ) গৌতম দস্যুদিগের নিকটে থাকিয়া ক্রমে তাহাদের মত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সুখে তিনি দস্যুগ্রামে বাস করিতে থাকেন, ইত্যবসরে আর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মোহান্ধ হইয়া একি করিতেছ? উত্তম মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ-বংশে তোমার জন্ম। তুমি কিরূপে এই দস্যুভাব প্রাপ্ত হইলে?

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, দস্যুজাতি ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য ছিল, তাঁহাদের সহিত বসবাস ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য হইত।

শান্তিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়ে দস্যুদিগের কর্ত্তব্য এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

"মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনঃ ॥
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥
পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ।
দানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ানুপালনম্।
ভরণং পুত্রদারাণাং শৌচমদ্রোহএব চ ॥
দক্ষিণা সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পাকযজ্ঞা মহার্হাশ্চ দাতব্যাঃ সর্ব্বদস্যুভিঃ ॥
এতান্যেবম্প্রকারাণি বিহিতানি পুরাঽনঘ।
সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীহ পার্থিব ॥
মান্ধাতোবাচ।
দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু দস্যবঃ।
লিঙ্গান্তরে বর্ত্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি ॥"

মাতা, পিতা, আচার্য্য, গুরু ও ভূমিপালের সেবা সকল দস্যুরই কর্ত্তব্য। বেদানুসারে ধর্ম্মকার্য্য করাই তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত। পিতৃযজ্ঞ, কূপ, জলসত্র, শয়ন এবং যথা-কালে ব্রাহ্মণদিগকে দান, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, বৃত্তি, জ্ঞাতিপালন, পুত্রভার্য্যাদির ভরণপোষণ, শৌচ, অদ্রোহ, সকল যজ্ঞে দক্ষিণাদান ও পাকযজ্ঞাদি সকল দস্যুরই দেয়। পুরাকালে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সকল লোকেরই এইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য। মান্ধাতা কহিলেন, সকল বর্ণের মানুষ মধ্যে দস্যু দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া চারি আশ্রমেই বর্ত্তমান আছে।

দস্যুজূত (ত্রি) দস্যুভি র্জূতঃ। দস্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত, যাহারা দস্যুদিগের দ্বারা কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।
"ন শর্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান।" (ঋক্ ৬।২৪।৮) 'দস্যুজূতায় কর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ প্রেরিতায়।' (সায়ণ)

দস্যুতর্হণ (ত্রি) দস্যুদিগের দমনকর্ত্তা।
"কর্ত্তা চেতন্তে দস্যুতর্হণা।" (ঋক্ ৯।৪৭।২)

দস্যুভয় (পুং) দস্যূনাং ভয়ঃ। চোরভয়, ডাকাইতের উপদ্রব।

দস্যুবৃত্তি (স্ত্রী) দস্যূনাং বৃত্তিঃ। চৌর্য্য, ডাকাইতি।

দস্যুসাৎ (অব্য) দস্যূনামধীনং ভবতি সম্পদ্যতে বা সাতি। তস্করাধীন।
"অস্মাচ্চাকাল এবস্যু র্লোকোঽয়ং দস্যুসাদ্ভবেৎ।
পতেয়ু র্নরকং ঘোরং যদি রাজা ন পালয়েৎ।"
(ভারত শান্তিপ° ৬৮ অ°)

দস্যুহত্য (ক্লী) দস্যূনাং হত্যা যত্র। দস্যুদিগের হনন দ্বারা যুক্ত সংগ্রাম, যে সংগ্রামে দস্যু হত হয়। "প্র-ঋজি শ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ" (ঋক্ ১।৫১।৫) 'দস্যুহত্যেষু দস্যূনা-মুপক্ষপয়িতৃণাং হননেন যুক্তেষু সংগ্রামেষু। যদ্বা দস্যূনাং হননে নিমিত্তভূতেষু' (সায়ণ)

দস্যুহন্ (ত্রি) দস্যুং হন্তি হন্-কিপ্। অসুরবিঘাতক ইন্দ্র।
"স বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীমঃ" (ঋক্ ১।১০০।১২) 'দস্যুহা দস্যূনাং উপক্ষপয়িতৃণাং অসুরাণাং হন্তা' (সায়ণ)

দস্র (পুং) দস্যতি উৎক্ষিপতি পাংশূনিতি দস-রক্ (স্ফায়ি তঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ খর, গর্দ্দভ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। দস্যতি যোগাৎ ক্ষিপতি দস উপক্ষেপে রক্। ২ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। ৩ দ্বিত্ব সংখ্যা।

৪ বিষ সংখ্যেয়। ৫ অশ্বিনীনক্ষত্র, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হেতু দস্র শব্দে অশ্বিনীনক্ষত্রকে বুঝায়। ৬ দর্শনীয়।

"দস্রা জঠরং পৃণেতাং" (ঋক্ ৬।৬৯।৭) 'দস্রা হে দর্শনীয়া বিষ্ণাবিন্দ্রৌ' (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে বিশেষবাচী হইলে এই শব্দ একবচনান্ত হয়।

"নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনীসুতৌ॥" (হরিব' ৯।৫৩)

৭ হিংস্র। (ক্লী) ৮ শিশির।

দস্রদেবতা (স্ত্রী) দস্রৌ অশ্বিনৌ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যস্যাঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম ২।২২)

দস্রসূ (স্ত্রী) দস্রৌ অশ্বিনৌ সূতে সূ-ক্বিপ্। সংজ্ঞা, ইনি সূর্য্যের পত্নী, ইঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন।

দহ (দেশজ) ১ নদীর অতি গভীর স্থান। ২ দগ্ধ হওয়া।

দহকামল, বৃন্দাবনের একটী গ্রাম। এইস্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

দহদহা (স্ত্রী) কুমারানুচরমাতৃভেদ। (ভারত শান্তি' ৪৭ অ')

দহন (পুং) দহতীতি দহ-ল্যু। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ ভল্লাতক। ৪ দুষ্টতেজা (পুং স্ত্রী) ৫ কপোত। (ত্রি) ৬ দাহকমাত্র। (পুং) ৭ রুদ্রভেদ। (ভারত ১৩৬।৩) ৮ কৃত্তিকানক্ষত্র। "দহনবিধিশতাখ্যা মৈত্রভং সৌম্যবারে" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) দহ ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৯ দাহ, ভস্ম করা, পোড়ান।

"ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা।" (রঘু ৮।২০)

দহনকেতন (পুং ক্লী) দহনস্য কেতনং ধ্বজইব। ধূম। (হেম)

দহনপ্রুষ্ট (ত্রি) দহনাদিব প্রুষ্টং প্লোষণং যস্মাৎ। বৈদ্যক প্রসিদ্ধ পদার্থ, বেলেস্তারা (Blister), ইহা দেহে প্রদান করিলে অগ্নির ন্যায় প্লোষণ অর্থাৎ ফোস্‌কা পড়ে।

দহনপ্রিয়া (স্ত্রী) দহনস্য অগ্নেঃ প্রিয়া ৬তৎ। স্বাহাদেবী, অগ্নিপ্রিয়া।

দহনবহুল (পুং) অগ্নি। 'বহির্জ্যোতির্দহনবহুলৌ হব্যবাহোহনলোঽগ্নিঃ' (হেম ৩।১৬৫)

দহনবিটপী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, ঈষ-লাঙ্গলাগাছ।

দহনর্ক্ষ (ক্লী) দহনং নাম ঋক্ষং। কৃত্তিকানক্ষত্র।

"যদা বিশাখাসু মহেন্দ্রমন্ত্রী সুতশ্চ ভানোর্দহনর্ক্ষযাতঃ।" (বৃহৎস' ১০।১৬)

দহনসারথি (পুং) দহনস্য সারথিঃ ৬তৎ। বায়ু।

দহনাগুরু (ক্লী) দহনার্হ অগুরু। দাহাগুরু, সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

দহনারাতি (পুং) দহনস্য অগ্নেঃ অরাতি শক্রঃ। জল, অগ্নিতে জল দিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, এইজন্য ইহাকে দহনারাতি কহে।

দহনীয় (ত্রি) দহ্যতে দহ-অনীয়র্। দাহ্য, দহনার্হ।

দহনোপল (পুং) দহনায় বহ্ন্যুৎপাদনায় য উপলঃ প্রস্তরখণ্ডঃ। সূর্য্যকান্ত মণি। এই মণিতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম দহনোপল হইয়াছে। কোন স্থলে দহনোপম এইরূপ পাঠ দেখা যায়, দহন উপমা যস্য। ইহারও অর্থ সূর্য্যকান্তমণি।

দহনোল্কা (স্ত্রী) দহনস্য উল্কা ৬তৎ। অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গরূপ উল্কা।

দহর (পুং) দহ-অর। ১ মূষিকা, মুচি। ২ স্বল্প। ৩ ভ্রাতা, ভাই। ৪ বালক। (ক্লী) ৫ অতি সূক্ষ্ম। ৬ দুর্বোধ। "অথ যদিদং দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরো২স্মিন্নন্তরাকাশ স্তস্মিন্" (ছান্দোগ্য' উঃ) ৭ নরক। ৮ বরুণ।

দহরপৃষ্ঠ (ক্লী) তৈত্তিরীয় সংহিতার অংশবিশেষ।

দহরসূত্র (ক্লী) বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ বা সূত্রবিশেষ।

দহরম্ মহরম্ (দেশজ) বন্ধুতা, প্রণয়।

দহরাকাশ (পুং) দহরং আকাশঃ কর্ম্মধা'। চিদাকাশ, ঈশ্বর।

দহ্যমান (ত্রি) দহ কর্ম্মণি শানচ্। যাহা দগ্ধ হইতেছে।

দহ্রু (পুং) দহতীতি, দহ-রক্। (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১০) দাবানল, দাবাগ্নি। ২ অগ্নি। ৩ নরক। ৪ বরুণ। ৫ হৃদয়াকাশ।

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীবার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈবচ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ॥" (ভাগ' ৩।১২।৪৪)

'দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ' (শ্রীধরস্বামী) ৬ জঠর। (ভাগ' ৪।১।২৬)

দহ্রাগ্নি (পুং) দহ্রস্য অগ্নিঃ। জঠরাগ্নি।

দা (স্ত্রী) দা-ক্বিপ্। ১ দান। ২ রক্ষা। ৩ ছেদ। ৪ উপতাপ, উত্তাপ। (দেশজ) ৬ গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

দাই (দেশজ) ধাত্রী।

দাঈ (আরবী) ১ আয়া (Milk-nurse)। ২ ধাত্রী।

দাউক, জলচর পক্ষীবিশেষ। (Gallimula Madraspatana)

দাউদ (দেশজ) ১ দদ্রুরোগ। [দদ্রু দেখ।] ২ বাইবেলোক্ত দেভিদ্ (David.) [দায়ুদ দেখ।]

দাউদখাঁ, (দায়ুদখাঁ) যখন সেরশা-বংশীয় ইস্‌লামশা দিল্লীর সম্রাট্, সেই সময় বাঙ্গালায় সুরবংশীয় শেষ নবাব গায়স্‌উদ্দীন্‌কে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বিনাশ করিয়া সুলেমান নামক করাণীবংশীয় পাঠান বাঙ্গালায় অধিপতি হন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেমান করাণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়াজিদ রাজা হন। পর বৎসর বয়াজিদকে বিনষ্ট করিয়া পাঠান-সর্দ্দারেরা বয়াজিদের

কনিষ্ঠ দাউদকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। দাউদ রাজ্যভার লইয়াই দেখিলেন ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ কামান ও ৩,৬০০ হস্তী আছে। এই সময় গৌড়নগরের পরপারে তাহার রাজধানী ছিল। দাউদ নিজ সৈন্যবল দেখিয়া বিহারে সর্ব্বত্র নিজ নামে খুৎবা পড়িতে আদেশ দিলেন। প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াই দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়া নামক মোগল-দুর্গ অধিকার করিলেন, এ সময়ে দিল্লীতে অক্‌বর সম্রাট্ ছিলেন। দাউদের বিবরণ শুনিয়া অক্‌বর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মুনইম্ খাঁ ও রাজা টোডরমলকে পাঠান্। মুন্‌ইম্ পাটনা অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পথে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারী (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠানসৈন্যের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অঃ); প্রথমে পাঠানদিগের জয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু টোডরমলের গুণে শেষে মোগলেরা জয়ী হয়। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। মোগলেরা অনুসরণ করিলে কটকের নিকট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন। মোগলেরা তাঁহাকে কটকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। মুন্‌ইম্ খাঁ ফিরিয়া আসিয়া তাণ্ডা হইতে গৌড়ে রাজধানী পুনরায় তুলিয়া আনেন। মুন্‌ইম্ নিজে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় গৌড়ে মারীভয় হয়। সেই মারীভয়ে মুন্‌ইম্ খাঁর মৃত্যু হইল। বাঙ্গালা মোগলরাজ্যভুক্ত হইল, গৌড়নগরও অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। মুন্‌ইমের মৃত্যু শুনিয়া দাউদ কটক হইতে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। মোগলসম্রাট্ হোসেন কুলিখাঁকে সেনাপতি করিয়া রাজা টোডরমল্লের সঙ্গে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রাজমহলের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দাউদ বিনষ্ট হন। যুদ্ধে মোগলেরা জয়ী হইয়া (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে) দাউদের ছিন্নমস্তক অক্‌বরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হোসেনকুলি খাঁই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন।

দাউদনগর, গয়া জেলার আরঙ্গাবাদ উপবিভাগের প্রধান সহর। ইহা ২৫° ২´৩৯´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৪° ২৬´৩৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় শোণনদীর তীরে অবস্থিত। সহরের পথঘাট ভাল নহে। দাউদ খাঁর প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার নামে খ্যাত সরাই এই সহরের প্রধান অট্টালিকা। সম্ভবতঃ ইহা দুর্গরূপে ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছোট একটী ইমামবাড়া ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত চৌতরা নামক চকবাটী বিখ্যাত। এখানে কাপড়, মোটা কার্পেট (গালিচা) ও কম্বল প্রস্তুত হয়। দাউদনগরের ৪ মাইল দূরে গয়ার রাস্তার উপর একটী সুন্দর কারুকার্য্যখোদিত মন্দির আছে।

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে এই নগরের এইরূপ উল্লেখ আছে;—

"শোণনদপার্শ্বভাগে গয়াদেশে দ্বিজোত্তমাঃ।
দাহুদনগরং ভাবি কলিকালে বিশেষতঃ॥ ২১॥
দাহুদাখ্যশ্চ যবনো শাপাৎ ভ্রষ্টশ্চ কীকটে।
তেনৈব স্থাপিতব্যশ্চ গ্রামঃ সর্ব্বজনাস্পদঃ॥ ২২॥
যুগসাহং দাহুদে চ যুদ্ধং ভাবি পরস্পরং।
স স্তৈর্যবনৈঃ সাকং বিপ্রাঃ সংবৎসরাবধিঃ॥ ২৩॥
কীকটৈস্তু প্রার্থনায়াং সমতা ভাবিনীদ্বয়োঃ।
শোণস্য তোয়ং পাস্যন্তি সততং দাহুদপ্রজাঃ॥ ২৪॥
দশবর্ষ সহস্রাণি গমিষ্যন্তি কলের্যদা।
ভবিষ্যতি দাহুদাখ্যং নগরস্যৈব নাশনং॥ ২৫॥

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে কীকটান্তর্ব্বর্ত্তী গয়াদেশবর্ণনে ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়।

শোণনদের পার্শ্বে গয়াদেশে কলিকালে দাহুদনগর প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাপভ্রষ্ট দাহুদ নামক যবন কর্ত্তৃক ঐ নগর স্থাপিত হইবে। সংবৎসরাবধি দাহুদনগরে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ হইবে, পরে কীকটবাসিগণের প্রার্থনায় শান্তি স্থাপিত হইবে। দাহুদনগরের প্রজারা শোণনদের জলই ব্যবহার করিবে। কলির দশসহস্র বৎসর অতীত হইলে দাহুদনগর ধ্বংস হইবে।

দাউদনগর গয়া হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। আহ্মদগঞ্জ লইয়া ইহা একটী বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। প্রায় ৮০০০ হাজার বাড়ী আছে। দাউদ খাঁর সরাই বাড়ীতে দুইটী প্রকাণ্ড ফটক আছে। দাউদের পুত্রের নাম আহ্মদ, ইহারই নামানুসারে আহ্মদগঞ্জের নাম হইয়াছে। চৌতরা বাড়ীটী ত্রিতল। প্রত্যেক তল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র। প্রত্যেক তলে চালু ছাদের বারাণ্ডা আছে। ইহার প্রাচীর মৃত্তিকার, খুঁটি কাঠের, ছাদ খোলার। এখানে এখনও দেশীবস্ত্র প্রস্তুত হয় ও দেশবাসীরা তাহাই ব্যবহার করে। বিলাতী কাপড়ের বহুল ব্যবহারেও এদেশের লোকে এখনও দেশী কাপড় ছাড়ে নাই। এখানকার তাঁতীদিগকে দুর্ভিক্ষের সময়ও সরকারী রিলিফ কার্য্যের সাহায্য লইতে হয় না। মোটা গালিচা ও কম্বলও এখানে প্রস্তুত হয়।

দাউদপুত্র, সম্রাট্ অক্‌বরের মৃত্যুর পর ও নাদিরশাহের অভ্যুদয়ের মধ্যকালে (১৬০৫—১৭৩৯ খৃঃ অঃ) দাউদ খাঁর পুত্রগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা দাউদপুত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং ইহাদের বংশীয় সকলেই 'দাউদপুত্র' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। দাউদপুত্রগণের বস্ত্রবয়ন ও সৈনিক

বৃত্তিই উপজীবিকা। শিকারপুর অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। ভ্রমণশীল জাতির ন্যায় ইহারা খাঁপুর, তরাই, সক্কর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিত।

মহরদিগের সহিত অনেক যুদ্ধের পর দাউদপুত্রেরা উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে প্রাধান্যলাভ করে। এই সময় ইহারা এক প্রকার পুরুষানুক্রমে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত। এই গোলযোগ নিবারণের জন্য জাহাঙ্গীর সিন্ধুপ্রদেশে অস্থায়ী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তৎপরে দাউদপুত্রেরা ১৬৫৮ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

দাউদপুর, প্রতাপগড় জেলার একটী গ্রাম। এখানে দাউদখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অনেক ইষ্টকের ভগ্নদুর্গ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, আলাউদ্দীন্ খিলিজীর সময় এই সকল দুর্গ প্রস্তুত হয়।

দাউদমর্দ্দন (দেশজ) দক্রমর্দ্দন গাছ। (Cassia alata)

দাউলিয়া (দেশজ) শস্যকর্ত্তনকারী।

দাঁও (দেশজ) সুযোগ, সুবিধা।

দাওয়া (আরবী) ১ অধিকার, স্বত্ব। ২ খোলার ঘরের সম্মুখস্থিত চালার মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড।

দাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাদণ্ড, বহিত্র। ২ পক্ষী রাখিবার জন্য ধাতু বা কাষ্ঠময় দণ্ড।

দাঁড়কাক (দেশজ) দ্রোণকাক।

দাঁড়ঘরা (দেশজ) গীতবাদ্য জন্য মন্দিরের নিকট চতুষ্কোণাকার জায়গা বা মণ্ডপবিশেষ।

দাঁড়া (দেশজ) ১ রীতি। ২ প্রথা। ৩ ব্যবহার। ৪ আচরণ। ৫ মেরুদণ্ড। ৬ শিরদাঁড়া। ৭ দণ্ড।

দাঁড়াগুলি (দেশজ) কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রীড়াযন্ত্রবিশেষ, ইহা দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, প্রথমটী এক অনতিদীর্ঘ স্থূল কাষ্ঠদণ্ড, ইহারই নাম দাঁড়া। দ্বিতীয়টী কাষ্ঠময় কন্দুক, ইহার নাম গুলি।

দাঁড়াগোপাল (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের একরূপ ব্রত বা মানত বিশেষ। স্বামী বা পুত্রগণ কোন দেশে পলাইয়া গেলে তাঁহারা এইরূপ দাঁড়াগোপাল মানিয়া থাকে। পুত্র বা স্বামী আসিলে প্রথমেই তাহাকে বসিতে না দিয়া পান ও সুপারি দ্বারা স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপাল ব্রত করিয়া থাকে।

দাঁড়ান (দেশজ) দণ্ডায়মান হওন।

দাঁড়ী (দেশজ) ১ নৌকাবাহক। ২ ভদ্রলোক। ৩ তুলাদণ্ডের কাষ্ঠ। ৪ পূর্ণচ্ছেদবোধক (।) এই প্রকার চিহ্ন।

দাঁড়াসাপ বা দাঁড়াশ (দেশজ) একপ্রকার সর্প (Coluber baeformis)

দাঁড়ীপাল্লা (দেশজ) তুলাদণ্ড, মানযন্ত্র।

দাঁড়ীকোট (দেশজ) একপ্রকার ক্রীড়াবিশেষ। এই খেলা একপায়ে যাইতে যাইতে খেলিতে হয়।

দাঁত (দেশজ) দন্ত, দশন, রদন।

দাঁতকড়া (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ, দন্তশূল, দাঁতের গোড়াফোলারোগ।

দাঁতকপাটী (দেশজ) পীড়া ও দৌর্ব্বল্যাদিজনিত দন্তরোধ।

দাঁতখামাটী (দেশজ) ক্রোধব্যঞ্জক অধর দংশন।

দাঁতন (দেশজ) দন্তধাবন, দন্তমার্জ্জন। ২ মেদিনীপুরের অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন গ্রাম। [দন্তপুর দেখ।]

দাঁতনকাটি (দেশজ) দন্তধাবনার্থ ব্যবহৃত ক্ষুদ্রশাখা।

দাঁতল্‌সা (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ।

দাঁতশূল (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ।

দাঁতাল (দেশজ) দন্তযুক্ত, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট, দন্তুর।

দাঁতি (দেশজ) ১ লঘুবল্‌গা। ২ বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দাঁতুয়া (দেশজ) বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দেঁতো (দেশজ) দন্তুর, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দাক (পুং) দদাতি দক্ষিণামিতি দা-ক, (কৃ দা ধা বাচিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩।৪০) ১ যজমান। ২ দাতা।

দাক্ষ (ত্রি) দক্ষস্যেদং অণ্। ১ দক্ষসম্বন্ধীয় যজ্ঞাদি। দাক্ষীণাং সঙ্ঘঃ অঙ্গো লক্ষণং বা ইঞন্তাৎ অণ্। ২ দাক্ষিসমুদায়। ৩ তদঙ্গ। (ক্লী) ৪ তল্লক্ষণ। দাক্ষেঃ ছাত্রাঃ 'ইঞশ্চ' ইতি অণ্। ৫ দাক্ষির ছাত্রসমূহ, দাক্ষির ছাত্র অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। দাক্ষেরাগতঃ অণ্। (ত্রি) ৬ দাক্ষি হইতে আগত। ৭ দাক্ষির দণ্ডপ্রধান মানবের অন্তেবাসী (শিষ্য)।

দাক্ষক (পুং) দাক্ষেরিদং গোত্রচরণাৎ বুঞ্। ১ দণ্ডপ্রধান মানবান্তেবাসি, ব্যতীত তৎসম্বন্ধী। দণ্ডপ্রধান মানবান্তেবাসী বুঝাইলে অণ্ প্রত্যয় হইবে, বুঞ্ হইবে না।

দাক্ষীণাং বিষয়ো দেশঃ রাজন্যাদিত্বাৎ বুঞ্। দাক্ষির বিষয়।

দাক্ষায়ণ (পুং স্ত্রী) দক্ষস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, যুনি ফক্। দক্ষের যুবা গোত্রাপত্য। দক্ষস্য ইদং দাক্ষং তচ্ছ অয়নকেতি। ২ সুবর্ণাদি অলঙ্কার। "দাক্ষায়ণং দক্ষিণা।" (কাত্যায়নশ্রৌ° ৪।৪।২৮) 'দাক্ষায়ণং সুবর্ণমুচ্যতে' (কর্ক)। ৩ ভূষণ। "যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং।" (শুক্লযজু° ৩৪।৫১) 'দাক্ষায়ণশব্দোঽলঙ্কারার্থঃ।' (বেদদীপ)

৪ দক্ষকৃত যজ্ঞভেদ। এই যজ্ঞের কথা শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে।

"তত্তদনেন সোঽযজত তস্মাদ্ দাক্ষায়ণযজ্ঞোনাম্।"

(শতপথব্রা° ২।৪।৪।২)

দাক্ষায়ণভক্ত (পুং) দাক্ষায়ণস্য বিষয়ো দেশঃ এবু কার্য্যাদিত্বাৎ ভক্তন্। তদীয় দেশরূপ বিষয়।

দাক্ষায়ণযজ্ঞ (পুং) দাক্ষায়ণস্য যজ্ঞঃ। দক্ষযজ্ঞ।

দাক্ষায়ণিন্ (ত্রি) দাক্ষায়ণ-ইনি। সুবর্ণযুক্ত।

"দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুবান্ সকমণ্ডলুঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

'দাক্ষায়ণং সুবর্ণং তদস্যাস্তীতি ইনি, দাক্ষায়ণী।' (মিতাক্ষরা)

দাক্ষায়ণী (স্ত্রী) দক্ষস্য অপত্যং স্ত্রীদক্ষ-ফিঞ্, গৌরা° ঙীষ্। ১ অশ্বিনী প্রভৃতি রেবতী পর্য্যন্ত ২৭টী তারা। ২ দুর্গা। ৩ রোহিণীনক্ষত্র। ৪ দক্ষকন্যা মাত্র। ৫ দন্তীবৃক্ষ। ৬ অদিতি, কশ্যপপত্নী। ৭ কদ্রু। ৮ বিনতা। (ভারত ১।২২।৫)

"দক্ষস্য তেষামারভ্য প্রজাঃ সম্যগ্বিবর্দ্ধিতাঃ।

তত্র দাক্ষায়ণীপুত্রাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥" (বরাহপু°)

দাক্ষায়ণীপতি (পুং) দাক্ষায়ণীনাং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রাণাং পতিঃ ৬তৎ। চন্দ্র।

দাক্ষায়ণীরমণ (পুং) রময়তীতি রম-ল্যু। দাক্ষায়ণীনাং রমণঃ চন্দ্র।

দাক্ষায়ণ্য (পুং) দাক্ষায়ণ্যাঃ অদিতৌ ভবঃ যৎ। আদিত্য।

দাক্ষায্য (পুং) দক্ষায্য এব স্বার্থে অণ্। গৃধ্র।

দাক্ষি (পুং স্ত্রী) দক্ষস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্। দক্ষের অপত্য। ঘোষাদি পরে থাকিলে এই দাক্ষি শব্দের আদ্যুদাত্ততা হয়। যথা দাক্ষিঘোষ, দাক্ষিকন্থা ইত্যাদি।

দাক্ষিকন্থা (স্ত্রী) দাক্ষীণাং কন্থা, (সংজ্ঞায়কন্থোশীনরেষু। পা ২।৪।২০) ইতি উশীনরস্থাভাবাৎ ন ক্লীবতা। বাহ্লীক। (ভরত)

দাক্ষিকর্ষ (পুং) গ্রামবিশেষ।

দাক্ষিকূল (ক্লী) এক গ্রামের নাম।

দাক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণা প্রয়োজনমস্য অণ্। যজুগ্রহাখ্য হোমভেদ। "অথ প্রতিপরেত্য গার্হপত্যং দাক্ষিণানি জুহোতি।" (শত° ব্রা° ৪।৩৪।৬)

দাক্ষিণক (পুং) দক্ষিণায়াং কর্ম্মসমাপ্তৌ দ্রব্যদানরূপায়াং ক্রিয়ায়াং প্রসৃতঃ, দক্ষিণমার্গেণ চন্দ্রলোকং গচ্ছতি বা বুঞ্। ১ দক্ষিণাতৎপর। ২ চন্দ্রলোকগামী। ৩ বন্ধবিশেষ, বন্ধ তিন প্রকার—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণক। [বন্ধ দেখ।]

দাক্ষিণশাল (ত্রি) দক্ষিণশালায়াং ভবঃ। দক্ষিণদ্বারী গৃহ।

দাক্ষিণাত্য (ত্রি) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দিশি ভবঃ দক্ষিণা ত্যক্ (দক্ষিণা পশ্চাৎ পুরসস্ত্যক্। পা ৪।১।৩৮) ১ দক্ষিণদেশোদ্ভব। ২ নারিকেল। (রাজনি°) ৩ দক্ষিণদিক্স্থ। ৪ দক্ষিণদেশবাসী। ৫ দক্ষিণদেশের অন্তর্বর্ত্তী। ৬ দক্ষিণরাজ্য।

। ০। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য বলে। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত থাকায় ভারতবর্ষ উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে স্বভাবতঃ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তরখণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।] ও দক্ষিণখণ্ডকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। যে জন্ত উত্তরখণ্ডের আর্য্যাবর্ত্ত নাম হইয়াছে, সেরূপ কোন কারণে দাক্ষিণাত্য নাম হয় নাই, কেবল দক্ষিণদিগবস্থিত বলিয়াই ইহাকে দাক্ষিণাত্য বলে। এক সময়ে নর্ম্মদা নদী হইতে কৃষ্ণা নদীর অন্তর্গত ভূখণ্ডমাত্রকে দাক্ষিণাত্য বলিত, কিন্তু কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য-ভারত একটা বৃহৎ উপদ্বীপ, ইহার পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, কেবল উত্তরে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ও আর্য্যাবর্ত্ত নামক উত্তর-ভারত। এই উপদ্বীপটী ত্রিকোণাকার, ইহার শৃঙ্গের নাম কুমারিকা বা কন্যাকুমারী অন্তরীপ সর্ব্বদক্ষিণাংশে ভারত মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার ভূমিভাগ বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা। এই ত্রিভুজাকৃতি দাক্ষিণাত্য স্বভাবতঃ একটী দুর্ভেদ্য দুর্গবৎ রক্ষিত। ইহার উত্তরে যেমন বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা পূর্ব্বপশ্চিমে এক সমুদ্রকূল হইতে অপর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেইরূপ পশ্চিমপার্শ্বে সমুদ্রতীর হইতে কিছু দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গড়ে ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ পশ্চিমঘাট বা সহ্য পর্ব্বতমালা। ঐরূপ পূর্ব্বেও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে উভয় পর্ব্বতের মিলনস্থলে নীলগিরি ও মলয়পর্ব্বত। পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে একবারে সমুদ্রের কূলে যেমন অপ্রশস্ত ভূখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে, সেইরূপ পূর্ব্বঘাটের পূর্ব্বেও পশ্চিমাপেক্ষা কিছু অধিক বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে এবং নীলগিরি ও মলয়ের দক্ষিণেও আছে। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোপকূলকে মলবার (মলয়বর ?) উপকূল এবং পূর্ব্বউপকূলকে করমণ্ডল উপকূল বলে। যত নদী সমস্তই পূর্ব্বাভিমুখে পূর্ব্ব ঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। প্রধান প্রধান নদীর মধ্যে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার (পোন্নৈয়ার) ও কাবেরী বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটী মাত্র পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া আরবসাগরে পড়িয়াছে। পূর্ব্বোপকূলের ভূমি নদীবাহিত পলিমৃত্তিকায় উৎপন্ন, কিন্তু পশ্চিমোপকূলের ভূমি সেরূপ নহে। ইহা স্থানে স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাতিশয় উচ্চ এবং পশ্চিমঘাটের এক একটী শাখা পর্ব্বত একবারে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কোন কোনটী বা একবারে সমুদ্রের জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে যতটা পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে আবার ততটা পাওয়া যায় না। পুরাণ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় এবং প্রাচীন মন্দির দুর্গাদির অস্তিত্ব হইতে এখানকার যাহা কিছু ইতিহাস জানিতে পারা যায়। হিন্দু পুরাণাদি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতেও গল্প-বিজড়িত কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। রামায়ণোক্ত রাম-কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয়ের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানা যায় না। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে ঠিক রামের পূর্ব্ব-বর্ত্তীকালের অবস্থা বলিয়া না ধরাই যুক্তিসঙ্গত, তাহা রঘু-বংশের গ্রন্থকার কালিদাসের সমসাময়িক অবস্থা বলিয়া ধরিলেই ভাল হয়। রামায়ণ মহাভারতাদির সময়ে দাক্ষিণাত্যের সমস্তাংশে যে লোকবাস ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে।

খৃষ্ট জন্মের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এবিষয়ে বিচার করা সুবিধাজনক। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন খোদিত লিপি ও প্রাচীন গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণাদির উপর নির্ভর করিতে হয়।

গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তী ব্যাপার কিছু কিছু জানা যায়। খৃষ্টীয় ৮০ হইতে ৮৯ বৎসর মধ্যে "পেরিপ্লাস্" নামক গ্রীকদিগের বাণিজ্য বিবরণ পুস্তক লিখিত হয় *। অনেকের মতে এই গ্রন্থ এরিয়ান্ কর্ত্তৃক লিখিত। পূর্ব্বে গ্রীকেরা ভারতে আসিতে হইলে গ্রীস হইতে বাহির হইয়া মিশর, আরব, আফ্রিকা, পারস্য, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশের কোন কোন স্থানে জাহাজ লাগাইত, এই গ্রন্থে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা আছে, তৎপরে সর্ব্বপ্রথমে ভারতোপকূলে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ নিয়ে ধারাবাহিকরূপে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা কি ছিল, তাহা উপলব্ধি হইবে।

১। স্কাইথিয়া (Skythia) (শক) দেশের উপকূল-বর্ত্তী সিন্থস্ (Senthas) নদীর মোহানা—ইহাই সিন্ধু নদীর মোহানা। পাসিরেস্ (Pasirees) অন্তর্গত পাসিরা (Pasira) নামক ক্ষুদ্র সহরের কিছু দূরে বগিসর (Bagisara) নামক বন্দর ছিল। ইহা বর্ত্তমান উর্ম্মরা বা অরবা নামক অন্তরীপের উপরে ছিল। এই স্থান হইতে গ্রীকপোত সিন্ধু-মোহানায় প্রবেশ করিত। এখানকার জল শ্বেতবর্ণ। শ্বেত-বর্ণ জল দেখিলেই নাবিকেরা সাবধান হইত, কারণ এখান-

* Indian Antiquary, Vol. VIII. 1879, pp. 107-108.

কার সমুদ্র জলে অজস্র সর্প ভাসিয়া বেড়াইত এবং একটু দূরে পারস্যের দিকে একপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় 'গ্রাই' (Graai = গ্রাহ) কুম্ভীর দেখিতে পাইত। নদীর মধ্য মুখ ব্যতীত আর সাতটী শাখা ছিল। মধ্য মুখের উপর 'বর্ব্বরিকন্' (Barbarikon) নামক একটী বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর ছিল। *

২। মীননগর (Minnagar) উক্ত বন্দরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে এই নগর অবস্থিত ছিল। এই নগরই তখন শকরাজ্যের (Skythia) রাজধানী ছিল। তখন পারদরাজগণ (Parthian princes) এখানে রাজত্ব করি-তেন। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত।

৩। আরিয়কি (Ariake) 'মোম্বরোস' (Mombaros) প্রদেশের 'আরিয়কি' (Ariake) একটী বিভাগের নাম। 'আরিয়কি' টলেমির মতে 'লারিকি' নামে খ্যাত। 'লারিকি' ইয়ুলের মতে 'লাট' বা 'লার' দেশ, গুজরাট প্রদেশের অধিকাংশ প্রাচীনকালে লাট নামে খ্যাত ছিল। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজীর মতে 'আরিয়কি' সংস্কৃত 'অপরান্তিক' শব্দের গ্রীক নাম। পশ্চিম সমুদ্রপৃষ্ঠবর্ত্তী প্রদেশ পুরাণে 'অপরান্ত' নামে বর্ণিত হইয়াছে। "মোম্বরোস" হইতেই বর্ত্তমান 'মুম্বই' বা বোম্বাই শব্দ উৎপন্ন।

৪। আবিরিয়া (Aberia) মোম্বরসের পরে দেশের অভ্যন্তর ভাগে স্কাইথিয়ার এই অংশ অবস্থিত। ইহাই সংস্কৃত "আভীর" দেশ। এই আভীরদেশের সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলই 'সুরস্ত্রেণে' (Surostrene) ইহাই সংস্কৃত সুরাষ্ট্র। সুরাষ্ট্রদেশের রাজধানীর নামও তখন মীননগর ছিল। এই মীননগর হইতে বহু পরিমাণে বস্ত্র বিক্রয়ার্থ বরুগজ (ভরুকচ্ছ) সহরে আসিত।

৫। অষ্টকপ্র (Astakapra') ইহা বরুগজ সহরের (Barugaza বর্ত্তমান ভরোচের) বিপরীত দিকে অবস্থিত। এই নগরের সংস্কৃত নাম ইয়ুলের মতে 'হস্তকবপ্র' বা 'হস্তবপ্র'। ইহাই বর্ত্তমান ভাউনগরের নিকটবর্ত্তী 'হাথব' নামক স্থান।

৬। মই (Moais) অষ্টকপ্রের পর এক নদী, এই নদীর বিস্তৃত মুখ ও তন্মধ্যে বামদিকে 'বইওনিস' নামে একদ্বীপ। "মইস্" নদী বর্ত্তমান 'মহী' এবং ঐ দ্বীপটী সম্ভবতঃ 'পেরম্' দ্বীপ †।

* Indian Antiquary. Vol. VIII, pp. 138—151.

† Indian Ant. Vol. VIII. 1879, 141 'পেরিপ্লাসে' যে ক্রমশঃই দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইবার বর্ণনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে নর্ম্মদার উত্তরবর্ত্তী স্থান বোধ হয়; তাহা হইলে 'মইস্' 'মহী' হয় না। তবে ইহা সম্ভব, মহী পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া জাহাজ তখন নর্ম্মদায় প্রবেশ করিত।

৭। নম্মদীওস্ (Namnadios)—উক্ত দ্বীপ হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া এই নামে একটী নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরুগজ সহরে যাওয়া যায়। এই নদীই বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদী।

৮। বরুগজ (Barugaza) সহর। ইহাই নর্ম্মদাতীরস্থ প্রাচীন বিখ্যাত বন্দর। ইহার বর্ত্তমান নাম ভরোচ। অধ্যাপক উইলসনের মতে 'ভৃগুক্ষেত্র' বা 'ভৃগুকচ্ছ' শব্দের অপভ্রংশ। বৃহৎসংহিতায় ভরুকচ্ছ নামে উক্ত হইয়াছে। ভৃগুবংশীয়েরা যেস্থলে বাস করিতেন, তাহাই ভৃগুক্ষেত্র। গুজরাটে, কচ্ছ প্রদেশে ও ভরোচ জেলায় এখনও অনেক ভার্গব ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহারা এক্ষণে দরিদ্র ও মূর্খ। মূর্খের মুখে "ভৃগুক্ষেত্র" ক্রমশঃ 'ভৃগুছত্র' 'ভৃগুকচ্ছ' 'ভৃগুকচ্' 'ভরুকচ্' হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীকদিগের মুখে এই ভরুকচ্ "বরুগজ" নাম হইয়াছে।

৯। দখিনাবদস্ (Dakhinabads) বরুগজ হইতে দক্ষিণমুখে যে দেশ তাহারই নাম। ইহারই সংস্কৃত নাম 'দক্ষিণাপথ'। এই দেশের অভ্যন্তরভাগ মরুময়, পার্ব্বত্য এবং ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, ভীষণ সর্প ও বানরাদি পূর্ণ। ইহার অপরদিকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী জনপদ।

১০। 'পৈঠান' (Paithan) বরুগজ হইতে দক্ষিণে ২১ দিনের পথ দূরে এই সহর অবস্থিত এবং ইহার পূর্ব্বে দশদিনের পথ দূরে 'তগর' (Tagara) সহর অবস্থিত। এই দুই সহর দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্য স্থল। এই 'পৈঠান' প্রতিষ্ঠান শব্দের অপভ্রংশ এবং তগর বর্ত্তমান 'জুনার'। এই দুই স্থানে বস্ত্রশিল্পের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল।

১১। লিমারিক বা দিমারিক (Limurike or Dimurike) বা দমিরিক দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী একটী বিভাগ। সম্ভবতঃ ইহাই তামিল বা দ্রাবিড় দেশ। [তামিল দেখ।]

১২। কল্লিএন (Kalliena) বর্ত্তমান 'কল্যাণ' ইহা এখন বোম্বাইয়ের নিকট অবস্থিত। এক সময়ে ইহা বিখ্যাত ছিল। অনেক খোদিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত নৌসরিপ (Nausaripa) বর্ত্তমান সুরাটের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত নৌসরি নামক স্থান। সৌপ্পর (Souppora) বসাইর নিকটবর্ত্তী সুপারা নামক স্থান, পৌরাণিক সূর্পারক দেশ। এখানে তাম্র ও তিল উৎপন্ন হইত ও পোষাকের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

১৩। সেমুল্ল (Semulla) ইয়ুলের মতে ইহা বর্ত্তমান বোম্বাই হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণে চেমবল বা চৌল নামক বন্দর, কিন্তু পণ্ডিত ইন্দ্রজীর মতে ইহা বর্ত্তমান 'চিমূলা,' অনেক খোদিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ঐ স্থানের পর দমিরিকের নিকট পর্য্যন্ত কয়েকটী ক্ষুদ্র স্থানের উল্লেখ আছে, সেগুলি বর্ত্তমান গোয়া হইতে বোম্বাইয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি এই—হিপ্পোকৌর (Hippokoura) বর্ত্তমান 'ঘোড়াবন্দর', মন্দগর (Mandagar) বর্ত্তমান 'রাজপুর', পলৈপত্তম্ (Palaipatm) বর্ত্তমান 'বঙ্কুট', মেলিজেইগর (Melizeigara) বর্ত্তমান জয়গড়, বুজানটিয়ম্ (Buzantium) বর্ত্তমান বিজয়দুর্গ, তোগরোন (Togaron) বর্ত্তমান দেবগড়, (ইহা বিজয়দুর্গের নিকট), তুরনোসবোয়া (Turonnosboa) ইয়ুলের মতে ইহাই বর্ত্তমান বন্দা বা তিরকল্ নদী। এতদকলে মালবনের (Malwan) নিকটে তীরের কাছে প্রথম দ্বীপের নাম সিন্ধুদুর্গ। ইহারই পর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপকে ইংরাজীতে এখন বারট আইলাণ্ডস্ (Burut Islands) বলে। ইহারই মধ্যে ভিঙ্গোর্লা (Vingorla) পর্ব্বত বিশেষ খ্যাত। পেরিপ্লাসে এই পর্ব্বত সেসিক্রিয়েনই (Sesikrienai) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪। ঐগিদিওন্ (Aigidion) গোয়ার নিকটবর্ত্তী ঐগিদিয়াই দ্বীপ, কিন্তু ইয়ুল বলেন যে সদাশিবগড়ের দক্ষিণবর্ত্তী 'অঞ্জদ্বীপ।'

১৫। নৌর (Naura) ইহা দমিরিকের অন্তর্গত। বর্ত্তমান হোনবর কখন কখন ওনোর রূপেও লিখিত হয়। ইহা শরাবতী নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত।

১৬। নিত্র (Nitra) দমিরিকের প্রথম বন্দর। মূলরের মতে বর্ত্তমান মিরজান বা কোমতা, কিন্তু ইয়ুলের মতে ইহা মঙ্গলুর। এই স্থানের আর কয়েকটী স্থান এই—মুজিরিস (Muziris) নামক নগরে আরিয়কি ও মিশর হইতে আগত জাহাজ দাঁড়াইবার স্থান ছিল। ক্যাল্ড্ওয়েলের মতে ইহাই বর্ত্তমান মুইরিকোট্টা (muyire-kotta)। কেরোবোত্রসের (Kerobotros) রাজ্যে ইহা অবস্থিত। তুণ্ডি (Tundy) এই রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর ছিল। ইহা বর্ত্তমান তুণ্ডি ও নেলকুণ্ডা (Nelkunda), তৎকালের একটী প্রধান বন্দর, ইহা বর্ত্তমান কিণ্ডা নামক স্থান। কেরোবোত্রসের সংস্কৃত নাম কেরলপুত্র। কেরলপুত্র-রাজগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিতেন, সেইস্থানে এখন মলয়ালম্ ভাষা প্রচলিত ও তাহাই প্রাচীন কেরলরাজ্য। করৌর (Kuroura) নগর (বর্ত্তমান 'করুর' নগর) তাঁহাদের রাজধানী ছিল। নেলকুণ্ডা পাণ্ড্য রাজগণের অধিকারে ছিল। মদুরা

(তামিল) বা মথুরা (সংস্কৃত) সহরে ইহাদের রাজধানী ছিল। এই বন্দরের নিকটে নদীর মোহনায় যেখানে জাহাজাদি থাকিত, তাহা বকরি (Bakare) বা বেকার (Becare) নামে খ্যাত ছিল; ইহার বর্ত্তমান নাম মুল্লরের মতে মর্করি। সেকালে বরুগজ ও নেলকুণ্ডার ন্যায় বৃহৎ বাণিজ্যস্থান দাক্ষিণাত্যে আর ছিল না।

১৭। পরলিয়া (Paralia) ইহা একটী প্রদেশের নাম। ইহা বর্ত্তমান কালে দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কোড় ও দক্ষিণ তিন্নেবেল্লী। এখানে কুইলন্ (কোলম) নগরের দক্ষিণে যে রক্ত পর্ব্বত আছে, পেরিপ্লাস্ গ্রন্থে তাহা পুরোহস (Purrhos) নামে উক্ত হইয়াছে। ইহার নিকটে সেকালেও মুক্তা উত্তোলিত হইত। পাণ্ড্যরাজগণ এই ব্যবসায়ের অধিকারী ছিলেন।

১৮। কোমার (Komar) বা কুমারিকা অন্তরীপ, দুর্গার "কুমারী" নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এখনও এখানে প্রতিমাসে ভগবতীর উদ্দেশে লোকে একটা বিশেষ দিনে স্নানদানাদি করিয়া থাকে, তবে প্রাচীন কালে ইহাতে যতটা আগ্রহ ছিল, এখন আর ততটা নাই। তখন এখানে একটী দুর্গ ছিল। পেরিপ্লাসের লিখিত গ্রীকনাবিকদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখনই এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজ কাল তাহার চিহ্নও নাই, কেবল অন্তরীপ হইতে দূরে সমুদ্রগর্ভে অর্দ্ধজাগরিত একটী পর্ব্বতের উপর একটী পানীয়ের উপযুক্ত পরিষ্কার জলের কূপ আছে। পেরিপ্লাসে কোলখোই বা কোলকেই (Kolkhoi) নামে আর একটী স্থানের উল্লেখ কুমারিকার পরে পাওয়া যায়, তাহা 'কয়াল' নামক প্রাচীন নগর। ইহাই পাণ্ড্যরাজগণের প্রথম রাজধানী। এখন ইহা সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে আছে। ইহার তলদেশ হইতে সমুদ্র সরিয়া গেলে ইহারই অভাবে পর্ত্তুগীজেরা আর একটী নূতন বন্দর তুঁতকুড়ি (Tuticorin) নির্ম্মাণ করিয়াছে।

১৯। কয়ালের পর উপকূলে আরগলু নামক প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। ইহার একটী অন্তরীপের নাম ছিল কোরু (Koru) ও তাহার উপর আরগেরু (Argeirou) নামে একটী নগর ছিল। ইহাই প্রাচীন ভূবেত্তাদিগের কোলিস্ নগর, ইহার বর্ত্তমান নাম রামেশ্বর। তৎপরে পূর্ব্ব উপকূল ঘুরিয়া উত্তরমুখে যাইতে এই কয়টী বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান ছিল—কামর (kamara) টলেমী ইহাকেই সম্ভবতঃ (খাবেরিস্ নদী তীরবর্ত্তী) বলিয়া গিয়াছেন, ইহাই বর্ত্তমান কাবেরীতীরবর্ত্তী কাবেরীপত্তন; পদুকী (Poduke) ইহাই পুদুচ্চেরি বা 'নূতন নগর', বর্ত্তমান কালে ইহাই পুঁদিচেরী।

২০। তৎপরে সিংহল বা তাম্রপর্ণী দ্বীপের বর্ণনা আছে। মগধ হইতে একদল ঔপনিবেশিক এই দ্বীপের তাম্রপর্ণী নাম প্রদান করে। তিন্নেবেলী জেলায় এই নামে একটী নদী আছে। মুল্লর অনুমান করেন যে, প্রথমে এই নদীতীরে মাগধগণ উপনিবেশ করে, তৎপরে তাহারা সিংহলে উঠিয়া যায়।

২১। মসলিন্ (Masalin) গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যগত ভূভাগের নাম। টলেমী ইহাকে মসোলিয়া বলিয়াছেন। সংস্কৃত নাম মৌসল। সম্ভবতঃ মসলিপাটন ইহারই রূপান্তর।

২২। ইহার পর এক খাঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া আর একটী প্রদেশের নাম দোশারিণ (Doserene) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা দসান নদী ও গোদাবরীর মধ্যগত ভূভাগের নাম। ইহাই সংস্কৃত দশার্ণদেশ। টলেমী এই স্থলের অধিবাসীর কথা লিখিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, এখানে নানাজাতির বাস, তন্মধ্যে এক জাতির নাম কিরাদই (Kirradai), সংস্কৃত "কিরাত"।

পেরিপ্লাসে তৎপরে গঙ্গার মোহনাস্থিত একটী দ্বীপ ও গঙ্গে (Gange) নামক একটী নগরের নাম মাত্র কথিত আছে। তারপর ভারত সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট সভ্যতা ছিল, অনেকগুলি রাজ্য, নগর, বন্দর ইত্যাদি ছিল। সুদূর য়ুরোপের সঙ্গেও দাক্ষিণাত্যের নানাজনপদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের এই অবস্থা ছিল। এখন দেখা যাউক, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৫।৬ শত বৎসরের মধ্যে এদেশের অবস্থা কি ছিল। খৃষ্টের ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের কাল। তাঁহার সমকালে দাক্ষিণাত্যের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে বিজয় নামক যে বঙ্গ রাজকুমার সিংহলে প্রথমে গিয়া রাজা হন, তাঁহার জন্ম ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ একদিনেই হয়। এই বিজয় যখন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, তখন তিনি 'লাল' দেশের উপত্যকা ও পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। তিনি নর্ম্মদার উত্তরে সুহ্মগিরি, সুপ্পার (সূর্পারক*) দেশের মালীগিরি (মলয়গিরি) ও দক্ষিণে পাণ্ডুগিরি অতিক্রম করেন।

* মহাভারতোক্ত দেশ।

বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ, রাজরত্নাকরী, রাজাবলী, মিলিন্দপ্রশ্ন, সদ্ধর্ম্মালঙ্কার, কারবিয়ত্তিগীত ও অনেক বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থাদি, ফাহিয়ানের ও হিউএনৎসিয়ঙের ভ্রমণ, ললিতবিস্তর, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ইত্যাদি গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি আলোচনা করিলে জানা যায় যে বুদ্ধের সমকালে দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ কৃষ্ণানদীর উত্তরখণ্ড ও দক্ষিণ খণ্ড এই উভয় খণ্ডে বিভক্ত ছিল। উত্তর খণ্ডে (১) উড়িষ্যা ও (২) কলিঙ্গ এই দুই রাজ্য, পূর্ব্বাংশে (৩) লাল দেশ (লাট) নর্ম্মদার উত্তর কূল ব্যাপিয়া গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৪) সুনাপরান্তক (স্বর্ণাপরান্তক) বা অপরান্ত, (৫) অবন্তি এবং (৬) নবভূবন এই কয়টী পশ্চিম কূলে নর্ম্মদার মোহানার নিকট বর্ত্তমান ছিল। আর দক্ষিণ-খণ্ডে (৭) রক্তচন্দনের দেশ (৮) দ্রাবিড় (৯) পাণ্ড্য ও মলয় (১০) মহিন্দ্র, (১১) নাগোদীপো (নাগদ্বীপ) এবং (১২) মহিলারট্‌ঠ এই কয়টী রাজ্য ছিল। রাজাবলীতে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী রাজ্যগুলির মধ্যে চোলরাজ্যের নামও আছে।

গোদাবরীর অববাহিকার দক্ষিণাত্যের সাধারণ নাম দক্ষিণাপথ বলিত। উত্তর-পূর্ব্ব রাজ্যগুলির দক্ষিণাংশকে হীরকক্ষেত্র বলিত। ক্ষীরনদী বা পালার নদীর অববাহিকাই দ্রাবিড় নামে খ্যাত ছিল। ইহা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা ও পেন্নার নদীর দক্ষিণ অববাহিকা হইতে চোলরাজ্যের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই সময়ে রাজ্যাদির মধ্যে নর্ম্মদা নদীর উত্তরতীরে কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে (বেণ) গঙ্গা নদীর কূল পর্য্যন্ত নাগরাজের রাজ্য ছিল। শ্রাবস্তী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বুদ্ধ এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাম্বে উপসাগরের পশ্চিমাংশে নর্ম্মদার খাড়ীর উপর লাল (লাট) দেশ ছিল এবং আর একটা লাল যক্ষরাজের অধীন ছিল*। নর্ম্মদার উত্তর অববাহিকার নিকট উজ্জয়নী বা অবন্তি রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত হইলেও দাক্ষিণাত্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

গোদাবরীর উত্তর অববাহিকার অশ্মক ও মূলক রাজ্য ছিল, গুহালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। 'মূলক' রাজ্যই পৌরাণিক 'মৌলিক' রাজ্য। গোদাবরীর উত্তর তীরে এবং ব-দ্বীপে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল। কৃষ্ণানদীর পূর্ব্বাংশের উত্তর-তীরে বর্ত্তমান নিজাম ও গোদাবরীর মঞ্জিরা নামক শাখা-নদীর কূল পর্য্যন্ত মঞ্জিক নামক নাগরাজ্য ছিল। বুদ্ধ এই দেশের নাগরাজকে দর্শন দিয়াছিলেন।

* Turner' Mahavamso, p. 44-45.

দক্ষিণাংশে পাণ্ড্যরাজ্যই একমাত্র পরাক্রান্ত সুব্যবস্থিত রাজ্য ছিল। ইহা বর্ত্তমান মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা ব্যাপিয়া ছিল।

সিংহলদ্বীপেও তিনটী নাগরাজ্য ও তিনটী যক্ষরাজ্য ছিল। সিংহলদ্বীপের নিকটে মণিদ্বীপেও নাগাধিকার ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থে অন্ধ্র, দক্ষিণ কোশল, মহারাষ্ট্র, আন্ধ্র, প্রাচীন কলিঙ্গ, মালব, ভরুকচ্ছ, (ভৃগু-কচ্ছ বা ভেরুচ), ধনকটক (কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত), দ্রাবিড় (রাজধানী কাঞ্চীপুর), মালকূট (রাজধানী কোঙ্কণ-পুর) প্রভৃতি রাজ্যে বুদ্ধের ভ্রমণের কথা বর্ণিত আছে।

এই সময়ের নগরাদির মধ্যে লালদেশে সিংহপুর (সিংহদ্বয় বা সিংহবপুরদ্বয়), সুনাপরান্তদেশে সাগলদ্বয়ের, ভরুকচ্ছ (ভরোচ), উজ্জয়নী, অলক, প্রতিষ্ঠান, গজনদী (গ্রাম), সূর্পারক নগর, মলুয়ারাম (গ্রাম); কলিঙ্গ দেশে অশ্মক ও মৌলিক, দক্ষিণাপথে মাহিষ্মতী*, মালকূট রাজ্যে কোঙ্কণপুর, দ্রাবিড়রাজ্যে কাঞ্চীপুর ও দক্ষিণ মথুরা (মদুরা) ছিল।

বন্দরাদির মধ্যে ভরুকচ্ছ, সিংহপুর (বঙ্গরাজপুত্র বিজয় এই নগর হইতে সিংহল যাত্রা করেন), সাগল (বিজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনলাভাশায় এই স্থান হইতে সিংহল যাত্রা করেন), সূর্পারক †, (এইস্থানে সিংহল-যাত্রাকালে বিজয়ের জাহাজ থামিয়া ছিল), কলিঙ্গ দেশে আজিত্তা (Adazitta ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মতে বঙ্গোপসাগরে জাহাজ বিশ্রামের স্থান) প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

জলযানের মধ্যে "জনকজাতক" গ্রন্থে একখানি জাহাজ-ভঙ্গের কথা আছে, তাহাতে যাত্রীমাল্লা ও আরোহী ছিল প্রায় ৭ শত জন। সূর্পারকবোধিসত্ত্ব যে জাহাজে বাণি-জ্যার্থ গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্যতীত আরও ৭ শত বণিক্ ছিল এরূপ লিখিত আছে। মেঘবাহনজাতকে এক-খানি জাহাজে ৫ শত লোকের কথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধ-শিষ্য পূর্ণের ভ্রাতা তিন শত লোক লইয়া এক জাহাজে গিয়াছিলেন ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা যায় যে সেকালে অতি বৃহদাকার জাহাজাদি ছিল ও দাক্ষিণাত্যের বন্দরে যাতায়াত করিত। এগুলি সমস্তই বায়ুবেগে যাইত।

পণ্য দ্রব্যের মধ্যে সূর্পারক বোধিসত্ত্বের বিবরণে আছে, তিনি সর্ব্বস্থান হইতে সকল প্রকার দ্রব্যই সংগ্রহ করিয়া-

* মহাভারতোক্ত রাজা নীলের রাজধানী।

† ইহাও মহাভারতোক্ত দেশ। ইহা আধুনিক বেসিন নগরের নিকট বর্ত্তমান ছিল।

ছিলেন। রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, মণিমাণিক্যাদি, সিংহলের মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ পণ্যের সহিত সকলেই কিছু কিছু আনিত। যখন বঙ্গরাজকুমার বিজয়কে কুবেণী যখন আহার্য্য দান করেন, তখন জাহাজ হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া দেন, সুতরাং চাউলের আমদানী রপ্তানীও ছিল। সময়ে সময়ে দেশীয় দ্রব্য লইয়া বিদেশীয় দ্রব্যের বিনিময় করা হইত, তন্মধ্যে চাউল, ধান্য, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ধূনা, সুগন্ধদ্রব্য, ঔষধ, কড়ি, শঙ্খ, স্বর্ণ, লৌহ, তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কার্পাস, রাঙ্কব বস্ত্র প্রভৃতিই প্রধান।

বুদ্ধের সময়ে যখন দাক্ষিণাত্যে এতটা বাণিজ্য ব্যাপার থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এতগুলি রাজ্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই বলা যায় যে বুদ্ধের পূর্ব্বে অন্ততঃ ৫ শত বৎসর আগেও দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা বিস্তৃত এবং রাজ্যাদির কতকটা শৃঙ্খলা ছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে যে সভ্যতা ছিল, তাহা কতক প্রমাণিত হইল। ইহার পূর্ব্বে মহাভারতের কাল।

মহাভারতের সময়ও দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সে সময় কলিঙ্গ, মাহিষ্মতী, বিদর্ভ, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান আর্য্যগণের নিকট পুণ্যক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল। বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই ভারতীয় যুগেও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান বনজঙ্গলে পরিবৃত ছিল। আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া তখন অনেক বনজঙ্গল গ্রাম নগরাদিতে পরিণত হইতে ছিল। ইহার পূর্ব্বে আমরা রামায়ণ ও তৎপূর্ব্বে বৈদিক যুগে আসিয়া উপস্থিত হই।

বৈদিকযুগে দক্ষিণাত্যে কেবল অনার্য্য জাতিরই বাস ছিল, তখনও দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। অগস্ত্য ঋষিই প্রথম দক্ষিণাপথে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত করেন এবং পরশুরাম ও রামচন্দ্রের যত্নে অনার্য্য জাতির মধ্যে আর্য্যসভ্যতা প্রসারিত হয়। রামায়ণপাঠে জানা যায়, যমুনানদীর দক্ষিণ হইতেই দণ্ডকারণ্য ও সমস্ত গোদাবরী প্রদেশ পর্য্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত ছিল এবং রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যজাতি এ অঞ্চলে আধিপত্য করিত। তৎকালে রাক্ষস, বানর প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ নানা কন্দবৃক্ষসমাকীর্ণ গ্রাম ও গিরিদরীবেষ্টিত কুঞ্জসমন্বিত গুহা মধ্যে বসবাস করিত। তাহাদের মধ্যেও রাজা ছিল, সামন্ত ছিল, তাহাদের রাজ্যপরিচালনোপযোগী বিধিব্যবস্থাও ছিল। তাহাদের বলবিক্রমে আর্য্য ঋষিগণ বিলক্ষণ ভয় পাইতেন; আর্য্যাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের সাহায্য লইতেন। ক্ষত্রিয়রাজগণও দাক্ষিণাত্যরাজগণকে নিতান্ত উপেক্ষা করিতেন না। রাজর্ষি জনক সীতাস্বয়ম্বরকালে দাক্ষিণাত্য রাজগণকেও আহ্বান করিয়াছিলেন—

"দাক্ষিণাত্যান্নরেন্দ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয় মা চিরম্।" (রাম° ১।১২ সর্গ)

দাক্ষিণাত্যবাসী অনার্য্যজাতির উপদ্রবের কথা রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—

"দর্শয়ন্ত্যতিবীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি।
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈরসুখদর্শনৈঃ॥
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সংপ্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ হিংসামনার্য্যাঃ পুরুষর্ষভ॥
তেষু তেষাশ্রমস্থানেষ্বুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ॥" (রাম° ২।১১৬ সর্গ)

কাহারও মতে, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রপুত্র অন্ধ্রের উল্লেখ আছে, এই অন্ধ্র হইতে দাক্ষিণাত্যের আন্ধ্র বা অন্ধ্র জনপদের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐতরেয়ব্রাহ্মণের সময় হইতেই দক্ষিণাপথবাসী অনার্য্যজাতির সহিত আর্য্যজাতির সংস্রব হইয়াছিল। রামায়ণে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ড্য, চের ও চোল এই তিনটী প্রধান জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশের মতে যযাতির পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণই সংস্কারভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনার্য্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চিরদিন বহুসংখ্যক অনার্য্যজাতির সংস্রবে থাকিয়া অনার্য্যধর্ম্ম ও অনার্য্যভাষা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা পৈত্রিক আর্য্যভাব ও আর্য্যভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কিরূপ সমৃদ্ধি ও সভ্যতা ছিল, তাহার আভাস দিয়াছি। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে শাহ, অন্ধ্র, কাম্ব প্রভৃতি রাজগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। ইহাদিগের অধঃপতন ঘটিলে নল, মৌর্য্য, কদম্ব, সেন্দ্রক, কলচুরি, গঙ্গ, অনুপ, লাট, মালব, গুর্জ্জর, পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, হয়সাল, যাদব প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। কোঙ্কণে ও করাড়ে শিলাহার, সৌন্দত্তির রট্ট, হাঙ্গলে ও গোয়ার কদম্ব, বেলবুর্গায় সিন্দ, গুত্তলে গুত্ত, মহিসুরে কোঙ্গু, গুরঙ্গলে

5 JUN 1897 COOCH BEHAR

গণপতি প্রভৃতি নামস্ত রাজগণও এক সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য হিন্দুরাজগণের শাসনাধীন ছিল। ১২৯০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন্ খিলজী মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও কর্ণাট আক্রমণ করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব খর্ব্ব করেন। ইহার কিছুদিন পরে বাহ্মণীবংশের উদ্ভুদয় হয়। ইহাদের প্রবল প্রতাপে তৈলঙ্গের হিন্দুরাজ্যের (১৫৬৫ খৃঃ অঃ) এবং বিজয়নগর বা কর্ণাটের হিন্দু রাজ্যের অবসান হয়। কিছুদিন পরেই গৃহবিবাদে বাহ্মণী রাজ্য বিজয়পুর, আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও বেরার এই ৫ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই শেষ দুইটী রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ হয়। বাকি তিনটী শাহজাহান ও অরঙ্গজেবের যত্নে দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন হইল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ দাক্ষিণাত্যে চৌথআদায় করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রনায়ক সাতারা রাজ্য পত্তন করেন। পরে সাতারারাজের প্রকৃত শাসনশক্তি পুণার পেশবার করায়ত্ত হয়। শীঘ্রই মহারাষ্ট্রদিগের পরাক্রম কিছু হ্রাস হইল।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের চেষ্টায় হায়দরাবাদে নিজামত রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই সময় তুঙ্গভদ্রার উত্তরবর্ত্তী রাজা ও সামন্তগণ পেশবার এবং দক্ষিণবর্ত্তী রাজগণ নিজামের অধীনতা স্বীকার করিতেন। প্রথমে মহিসুর উভয় শক্তির অধীনতা স্বীকার করিত, শেষে হায়দরআলীর করায়ত্ত হয়। এ সময় কেবল ত্রিবাঙ্কোড়ের হিন্দুরাজ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যের এইরূপ অবস্থা ছিল। এই সময় পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটীশজাতি দাক্ষিণাত্যের উপকূলে বাণিজ্য করিতেছিলেন। যে সময় মহারাষ্ট্র ও নিজামে যুদ্ধ বাধে, সেই সময় ফরাসী ও বৃটীশ উভয়পক্ষে যোগদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াস পান। যথাকালে বৃটীশের ভাগ্যে সুদিন উদয় হইল। এখন অতি অল্প ভূভাগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য বৃটীশজাতির শাসনাধীন।

এখন দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ, হায়দরাবাদ, মহিসুর, ত্রিবাঙ্কোড় ও আর কএকটী দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত।

[মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিককালের দাক্ষিণাত্য জনপদসমূহের নাম ও বর্ত্তমান অবস্থান দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।]

দাক্ষিণাপথক (ত্রি) দক্ষিণাপথে দেশে ভবঃ বুঞাদি[illegible] দক্ষিণাপথদেশজাত।

দাক্ষিণ্য (ক্লী) দক্ষিণস্য ভাবঃ দক্ষিণ-ষ্যঞ্। ১ অনুকূলতা, উদারতা, সরলতা। ২ পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন।

"তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা।
পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীদধ্বরস্যেব দক্ষিণা॥" (রঘু ১।৩১)

৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকলক্ষণভেদ।

"দাক্ষিণ্যং চেষ্টয়া বাচা পরচিত্তানুবর্ত্তনং।" (সাহিত্যদ° ৬।৫৫৭)

চেষ্টা এবং বাক্যদ্বারা পরচিত্তের অনুবর্ত্তনের নাম দাক্ষিণ্য। উদাহরণ—

"প্রসাধয় পুরীং লঙ্কাং রাজা ত্বং হি বিভীষণ।
আর্য্যেণানুগৃহীতস্য ন বিঘ্নঃ সিদ্ধিমন্তরা॥" (সাহিত্যদর্পণ)

হে বিভীষণ! তুমি লঙ্কাপুরীর রক্ষা বিধান কর এবং তুমিই রাজা, এ স্থলে এই বাক্যদ্বারা বিভীষণের চিত্ত অনুবর্ত্তিত হইল, এই জন্য ইহা দাক্ষিণ্য হইল, এই প্রকার চেষ্টা দ্বারাও হইয়া থাকে। ৪ দক্ষিণাচাররূপ ভাববিশেষ, শ্মশানভৈরব ও উগ্রতারা প্রভৃতি দেবীকে বামাচার ও দক্ষিণাচারে পূজা করিতে হয়। ঋষি, দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূতসমূহ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া যিনি বিধিপূর্ব্বক স্নানদানাদি দ্বারা সরহস্য পূজা করেন, এরূপ পূজাকে দাক্ষিণ্য কহে।

"ঋষীন্ দেবান্ পিতৄংশ্চৈব মনুষ্যান্ ভূতসঞ্চয়ান্।
যো যজন্ পঞ্চভির্যজ্ঞৈ ঋ'ণানি পরিশোধয়ন্॥
বিধিবৎ স্নানদানাভ্যাং কুর্ব্বন্ সবিধিপূজনং।
ক্রিয়তে সরহস্যঞ্চ তদ্দাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে॥
দেবী চ দক্ষিণা যস্মাত্তস্মাদ্দাক্ষিণ্যমুচ্যতে।" (কালিকাপু° ৭৭ অ°)

(ত্রি) ৫ দক্ষিণার্হ। দক্ষিণে ভবং দাক্ষিণ-ঠঞ্। ৬ দক্ষিণভব, দক্ষিণদিক্ সম্বন্ধী।

দাক্ষিপলদ, দাক্ষিপ্রস্থ (পুং) জনপদবিশেষ।

দাক্ষিহ্রদ (পুং) একটী হ্রদের নাম।

দাক্ষী (স্ত্রী) দক্ষস্য অপত্যং দক্ষ-ইঞ্। ১ দক্ষের স্ত্রী অপত্য। ২ পাণিনি মুনির মাতা। [পাণিনি দেখ।]

দাক্ষীপুত্র (পুং) দাক্ষ্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। পাণিনি মুনি।

দাক্ষেয় (পুং) দাক্ষ্যা অপত্যং পুমান্ দাক্ষী-ঢক্ (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা ৪।১।১২০) দাক্ষীপুত্র, পাণিনি মুনি। (হেম°)

দাক্ষ্য (ক্লী) দক্ষস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা দক্ষ-ষ্যঞ্। দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল, হঠাৎ বিপদাদি হইলে উপস্থিত কার্য্যে বিচলিত না হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তির নাম দাক্ষ্য।

"শক্তিং চাপেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহং।" ([illegible])

দাখিল্ (আরবী) ১ প্রবেশ করা। ২ অর্পণ করা। ৩ উপস্থিত হওয়া। ৪ জমা করা।

দাখিল্খারিজ (আরবী) কালেক্টরীর রেজেষ্টারীতে পুরাতন অধিকারীর নাম বদলাইয়া নূতন অধিকারীর নাম লেখান।

দাখিল্দার (পারসী) যে ব্যক্তি টাকা বা দ্রব্য প্রেরণ করে।

দাখিলা (আরবী) ১ রাজস্ব আদায়ের রসিদ, প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার সময় দাখিলা দিয়া খাজনা লইতে হয়। ২ কোন দ্রব্য বা টাকা প্রদান করার স্বীকার-পত্র।

দাখিলী (পারসী) মোগল সম্রাটের স্থায়ী সৈন্য।

দাগ্ (পারসী) ১ চিহ্ন, অঙ্ক, কলঙ্ক। ২ ছিদ্র।

দাগ্‌বালা (দাগ্‌ওয়ালা) চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত।

দাগরাজি (পারসী) ইষ্টকালয়ের ভগ্নস্থান সংস্কার করা, কোটার কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই স্থান সারানর নাম দাগরাজি।

দাগব্যায়নি (পুং) দগুর গোত্রাপত্য।

দাগা (পারসী) ১ পীড়ন, ক্লেশ। ২ বিবাদ, ঝগড়া। ৩ ঠকান, প্রতারণ করা। ৪ ছোড়া, ক্ষেপণ করা। ৫ ছেঁকা দেওয়া।

দাগাবাজ (পারসী) প্রতারক, প্রবঞ্চক, জুয়াচোর।

দাগাবাজী (পারসী) প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরী।

দাগী (পারসী) দাগযুক্ত, চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত, যে দোষ করিয়া দণ্ড পাইয়াছে।

দাগুড়া (পারসী) শক্ত, কঠিন।

দাগোব, বৌদ্ধদিগের এক প্রকার স্মরণার্থ স্তম্ভ। ইহা সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ। পালি ভাষায় "ধাতুগব্ভ," তামিল "দাগোব" (Dagob)। যেমন চৈত্য সকল আদি বৌদ্ধদিগের নামে প্রতিষ্ঠিত বা উৎসর্গীকৃত হয়, সেইরূপ মৃত ব্যক্তির ভস্ম লইয়া যে সকল স্তম্ভ বা স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে দাগোব বলে।

দাগোব মধ্যে নানা প্রকার কারু-কার্য্যযুক্ত ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র থাকে; আর প্রত্যেক দাগোবে এক একটী স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত বাক্স থাকে, তাহা নানারূপ। শিষ্যবেষ্টিত গৌতমের ধর্ম্মোপদেশক মূর্ত্তি এই বাক্স গাত্রে অঙ্কিত আছে; ঐ বাক্সটি নানারত্নে মণ্ডিত ও নানা চিত্র-বিচিত্রযুক্ত। কোথাও কোথাও ঐ সকল বাক্সে দন্ত, অস্থি ও ভূর্জ্জপত্রে লিখিত অনেক পুঁথি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ সকল পুঁথি এখন পাঠ করা দুঃসাধ্য, কারণ এরূপ জীর্ণ যে, তুলিতে যাইলেই গলিয়া যায়। সিংহলের অনুরাধাপুরে অনেক দাগোব আছে, বৌদ্ধপুণ্যার্থীগণ তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ঐ চৈত্যসম্বন্ধে প্রবাদ আছে—কোন সময়ে সিংহলরাজ এলোরা শকটারোহণে যাইতে ছিলেন, পথে তাঁহার গাড়ীর চাকার আঘাতে দাগোবের একখানি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া যায়, তৎপরে রাজা দেখিলেন যে, সেই স্থানের ১৫ খানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে, রাজা ভয়ে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু ১০০০০৲ টাকা দান করেন।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাপ্রকার দাগোব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অমরাবতী, অজণ্টা, কন্নাণবেরী, কার্লি, অন্তরগিরি, লঙ্কারাম এবং কলমধু দাগোব প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দাগোব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরের (পাগোড়ার) মত।

দাঘ (পুং) দহ-ভাবে ঘঙ্‌ ন্তস্‌,° কু। দাহ।

দাঙ্গ, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশজেলার পলিটিকাল এজেন্টের অধীন একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইহার উত্তরসীমা বর্সাবি নামক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য, উত্তরপূর্ব্বে খান্দেশ ও নাসিক জেলা এবং পশ্চিমে বাঁস্দা রাজ্য। অক্ষা° ২০° ২২´ হইতে ২১° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৮´ হইতে ৭৩° ৫২´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ২৮ ক্রোশ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৪ ক্রোশ। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

এই ভূভাগ ১৫ ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকটী এক এক জন সর্দারের অধীন। এই ১৫টী বিষয়ের নাম দাঙ্-পিম্প্রি, বড়বান, কেতকহুপড়া, অমালা, চিঞ্চ্লি, পিম্পলাদেবী, পলাশবিহার, ঔচর, দেরভোতি, গার্বি, শিববারা, কির্লি, বাস্থর্ণা, ধুড়ে (বিলবারি) ও সুরগানা। এই ১৫টীর মধ্যে ১৪টী ভীলসর্দারগণের এবং ১টী এক কুণবির অধীন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা সকলেই স্বাধীন, তবে যুদ্ধবিগ্রহের সময় সকলেই গার্বিসর্দারের অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য। পূর্ব্বে এই সর্দারগণ মলহারের এক দেশমুখকে বার্ষিক ৭০০৲ টাকা কর দিত। কিন্তু এই কর আদায়ের সময় দেশমুখের সহিত সর্দারগণের গোলমাল হইত। এখন গবর্মেণ্ট গোলমাল নিবারণের জন্য সর্দারদিগের প্রাপ্য টাকা হইতে কাটিয়া লইয়া দেশমুখের বংশধরকে দিয়া থাকেন।

সর্দারদিগের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই উত্তরাধিকারী হয়। এখন সমস্ত দাঙ্গ-ভূভাগই গবর্মেণ্ট সর্দারদিগের নিকট হইতে জমা করিয়া লইয়াছেন। এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর।

দাজলি (দজলি) এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। এই সংসারে অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না এবং অর্থের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইজন্য এই সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। হায়দরাবাদ, পুণা, সাতারা প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিদ্ধনগরে ইহাদের মঠ কুঠী বিদ্যমান আছে।

পূর্ব্বে কলিকাতায়ও ইহাদের মঠাদি ছিল। এই সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে এক এক জন মঠাধ্যক্ষ অর্থাৎ মহন্ত থাকেন। ইহারা বহুবিস্তৃত বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল-সম্পত্তির অধীশ্বর হন। এমন কি এই সম্প্রদায়ী অনেক মহন্তের কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি আছে।

মঠাধ্যক্ষ মঠে অবস্থিতি করিয়া মঠের কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শিষ্যেরা দেশদেশান্তরে গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এইরূপ বাণিজ্যে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হয়, ঐ অর্থ সন্ন্যাসীভোজন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে ব্যয় হয়। দাজলি মহন্তেরা বালক ক্রয় করিয়া শিষ্য অর্থাৎ চেলা করেন, যত্নপূর্ব্বক তাহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কিছুদিন এইরূপে প্রতিপালন করিয়া যদি মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে বরাবর রাখিয়া দেন, নচেৎ ঐ শিষ্যদিগকে দশনামী সন্ন্যাসীকে অর্পণ করেন।

দাঙ্গা (দেশজ) কলহ, বিদ্রোহ, মারামারি।

দাজল, পঞ্জাবের দেরাগাজী খাঁ জেলার অন্তর্গত জৈনপুর তহসীলের অধীন একটী নগর; অক্ষা° ২৯° ৩৩´ ২২´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ২৫´২১´´ পূঃ। নাহিরদিগের আধিপত্যকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহাদের নিকট হইতে গাজী খাঁ অধিকার করেন। তৎপরে এই স্থান খেলাতের খান্‌দিগের অধিকারভুক্ত হয়। পূর্ব্বে এখানে বহুবিস্তৃত বাণিজ্যাদি ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার।

দাড়ক (পুং) দালয়তি মুখাভ্যন্তরস্থদ্রব্যং বিচূর্ণী করোতীতি দল-ণিচ্-ণ্বুল্, লস্য ড়। দন্ত, দাড়া।

দাড়কাক (দেশজ) দ্রোণকাক। [কাক শব্দ দেখ।]

দাড়ব, গ্রামবিশেষ। কাশীদেশের পশ্চিমে দুই যোজন দূরে এইস্থান।

"কাশীদেশপশ্চিমে চ যোজনদ্বয় ব্যত্যয়ে।
দাড়বগ্রামমুখ্যশ্চ ভবিষ্যতি সুখাস্পদঃ॥"

(ব্রহ্মখ° ৫৭।১৪৭)

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে—কল্কি অবতার হইয়া অসিধারা অধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে বিনষ্ট করিয়া এই দাড়ব গ্রামে সুখে বাস করিবেন। দাড়ব গ্রামের পার্শ্বে তাম্রচূড় নামক গ্রামে যবনদিগের অধিবাস হইবে, কলির অর্দ্ধভাগ গত হইলে এই গ্রাম নষ্ট হইবে। (ভ° ব্রহ্মখ° ৫৭ অ°)

দাড়া (দেশজ) ১ দাঁড়। ২ চিঙ্গড়ীমৎস্যের দাড়। ৩ কাঁকড়ার দাড়।

দাড়ান (দেশজ) দণ্ডায়মান হওয়া।

দাড়ি (দেশজ) ১ মুখাবয়ববিশেষ, অধরের নিম্নভাগ, যেখানে শ্মশ্রু উদ্গত হয়, চিবুক। ২ শ্মশ্রু।

দাড়িম (ত্রি) দলনমিতি দাল, তেন নির্বৃত্তঃ ভাবপ্রত্যয়ান্তাদিমপ্, ডলয়োরেকত্বং। ১ এলা। ২ ফলবৃক্ষবিশেষ।

ইহা রক্তবর্ণ কুসুম, বহুবীজ, মধুরাম্লযুক্ত ফলবৃক্ষ। সংস্কৃত পর্য্যায় করক, পিণ্ডপুষ্প, দাড়িম্ব, পর্ব্বরুহ, বীজপুর, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, শুকবল্লভ, রক্তপুষ্প, দাড়িমীসার, কুট্টিম, ফলসাড়ব, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, কঙ্কফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র।

বাঙ্গালায় দালিম, দাড়িম, ডালিম, আনার; পশ্চিমাঞ্চলে ঢালিম, ঢারিম্ব, অনার কা পেড়, বেদানা, স্থানভেদে মাসফল; উড়িষ্যায় দালিম, দালিম্ব; দক্ষিণে অনার, দ্রাবিড়ে মাদলৈ, মদলম্, মিচিজাতির মধ্যে মদল, তৈলঙ্গে দলিম্ম, দাদিম, দালিম্ব; কর্ণাটে দালিম্বে গিদা; বোম্বাই অঞ্চলে অনার, দালিম্ব; গুজরাটে দাড়ম্, পঞ্জাবে দারু, দারুণী; পারস্যে নর, অনার; আরবে রাণা বা রম্মন্ বলে। (Punica Granatum.)

পারস্য, কুর্দ্দিস্তান, আফগানিস্তান, বলুচিস্তান ও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দাড়িমগাছ জন্মে। কোথাও ছোট খাট আবার কোথায় বহুশাখা প্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ দেখা যায়।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে দালিম ভারতবাসীর নিকট আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফুলে ফিকা অস্থায়ী লালরঙ হয়, তাহাতে অনেকে কাপড় রং করে। ফলের খোসায় ধারক গুণ থাকায় চর্ম্মরং করিবার সময় ইহার কস্ ব্যবহৃত হয়, হরিদ্রা ও নীলরঙের সহিতও সর্ব্বদা মিশান হয়। পশ্চিমাঞ্চলে দালিম ছালে একপ্রকার কাপড় রং হয়, তাহাকে কবূরেজী বলে। এরূপ স্থলে সেই খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া বারআনা জল মরিয়া গেলে লইয়া ব্যবহার করে। গাছের ছালেও চামড়া রং করা হয়। এইজন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রতিবর্ষে বিস্তর রপ্তানী হয়। ইহার মূল্য টাকায় দেড় সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত।

দাড়িমফল বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হিন্দুদের প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে, খৃষ্টানদিগের বাইবেলের আদিভাগেও দাড়িমের উল্লেখ আছে। ইজিপ্ট, পার্সিপোলিস্ ও আসিরীয়ার স্থাপত্যশিল্পে ও পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভে দাড়িমের চিত্র দেখা যায়।

অজীর্ণরোগে দাড়িমের রস অতিশয় হিতকর। ডাক্তার ঐন্‌স্লির মতে,—বড় বড় কৃমি জন্মাইলে ইহার শিকড়ের ছালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বীজ ও মজ্জা যথাক্রমে পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ডের হিতকর, সঙ্কোচক ও উত্তেজ-

কারক, ফুল ও কুঁড়ি রক্তরোধক ও শুক্রোৎপাদক। দাড়িমমূলের যে কৃমিঘ্ন গুণ আছে, তাহা পূর্ব্বে য়ুরোপীয়েরা কেহ জানিতেন না। ডাক্তার বুকানন বঙ্গদেশ হইতে ইহার কৃমিনাশক গুণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে ডাক্তার ঐন্‌স্লি, ফ্লেমিং প্রভৃতি য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিতে থাকেন। এখন য়ুরোপ ও ভারতে দাড়িমমূল ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা আধ ছটাক হইতে এক ছটাক। কণ্ঠশোথ বা মূত্রনালী সম্বন্ধীয় রোগেও ইহার ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

অজীর্ণ ও কৃমিরোগে কোথাও কোথাও দাড়িমপাতার রস ও কচি দাড়িমফল উপকারী। ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বায়ুনলীপ্রদাহে (bronchitis) উপকার দর্শে।

দাড়িম পার্ব্বতীয় প্রদেশেই ভাল জন্মে। বাঙ্গালায় যে সকল দাড়িম হয়, তাহা ছোট ও বীজপূর্ণ থাকে; এজন্য আফগানিস্তান ও পারস্যের অল্প ও ক্ষুদ্র বীজযুক্ত বড় বড় দাড়িম এ দেশে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। তাহা বাঙ্গালার দাড়িম অপেক্ষা খাইতে সুস্বাদু ও নরম।

বৈদ্যক মতে,—দাড়িম রসভেদে তিনপ্রকার মধুর, মধুরাম্ল ও কেবল অম্ল। তন্মধ্যে মধুর রসযুক্ত দাড়িম বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগত রোগ, মুখরোগনাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায় রস, ধারক, স্নিগ্ধ এবং মেধা ও বলবর্দ্ধক। মধুরাম্ল দাড়িম অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। অম্লদাড়িম পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°)

বঙ্গদেশে যে দাড়িম জন্মে, তাহা বহুবীজ ও অম্লরসাত্মক। পাটনা প্রদেশ হইতে যাহা আসে, তাহা মধুরাম্ল রসাত্মক, ইহাকে মস্কট কহে। কাবুল প্রদেশ হইতে যাহা আসে তাহা কেবল মধুর রসাত্মক, ইহাকে আনার বা বেদানা কহে। এই কএকজাতি ভিন্ন আর এক জাতি দাড়িমবৃক্ষ আছে, তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোর রক্তবর্ণ বহুদলে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে কেশর নাই। ইহাকে কেহ কেহ গোআনার কহে। কেহ কেহ বা রোহিতক কহেন, ইহার অপর নাম দাড়িমপুষ্পক। স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। দাড়িমী।

"রক্তবস্ত্রা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী কুসুমোপমা" (দেবীমা°)

অমরকোষে পুংলিঙ্গ প্রাপ্তিক উদাহরণ দেখিয়া মেদিনী ত্রিলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দাড়িমপত্রক (পুং) দাড়িমস্য পত্রমিব পত্রমস্য কপ্। রোহিতক বৃক্ষ।

দাড়িমপুষ্প (পুং) দাড়িমস্য পুষ্পমিব পুষ্পমস্য। ১ রোহিতক বৃক্ষ। দাড়িমফুলের ন্যায় এই জন্য ইহার নাম দাড়িম পুষ্প হইয়াছে, রোহিতকের চলিত নাম রোহড়াগাছ। (ক্লী) দাড়িমস্য পুষ্পং ৬তৎ। ২ দাড়িমের ফুল।

দাড়িমপ্রিয় (পুং) দাড়িমফলং প্রিয়ং যস্য। কীরপক্ষী, শুকপক্ষী, এই পক্ষী দাড়িম খাইতে ভালবাসে।

দাড়িমভক্ষণ (পুং) ভক্ষয়তীতি ভক্ষি-ল্যু, ভক্ষণো ভক্ষকঃ, দাড়িমস্য ভক্ষণঃ ৬তৎ। ১ কীরপক্ষী। (ত্রি) ২ দাড়িমভক্ষক।

দাড়িমাদিচূর্ণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্তচূর্ণ ঔষধভেদ।

দাড়িমাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনিয়া, অম্লবেতস, পিপুলমূল, কুলশুঁঠ, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ।৬ সের। ঘৃতপাক প্রণালীতে যথোপযুক্তরূপে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

আর দুই প্রকার দাড়িমাদ্য ঘৃত আছে, মহাদাড়িমাদ্য ও বৃহদ্দাড়িমাদ্য ঘৃত। মহাদাড়িমাদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ দাড়িমবীজ /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, যবতণ্ডুল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ৫ সের, কুলথকলায় /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলা, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, শিলাজতু, গুড়ত্বক্, বেণারমূল, কৃষ্ণাগুরু, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা, ঘৃত পাকের নিয়মানুসারে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়, মেহরোগের ইহা এক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদ্দাড়িমাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ পক্ক দাড়িম /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, মুঞ্জাত (অভাবে তালের মাতী), নীলোৎপল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম্ব, কাঁকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কুলথকলাই, মহামেদ, নিম্বছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল, সিসিঙ্গামূল, এই সমুদয় মিশ্রিত /১ সের জল ১৬ সের, যথাবিধি এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত

পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়। প্রমেহের ইহা প্রত্যক্ষফলদ ঔষধ। (ভৈষজ্যর° প্রমেহাধিকার)

দাড়িমাষ্টক (পুং) দাড়িমফলের ত্বগাদিযুক্ত চূর্ণ ঔষধভেদ।

দাড়িমীরস (পুং) রসভেদ, দাড়িম ঘৃতে সন্তপ্ত করিয়া একটী পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পক্ক হইলে বস্ত্রে ছাকিয়া লইলে যে রস হয়, তাহাকে দাড়িমী রস কহে।

"দাড়িমং ঘৃতসন্তপ্তং তত্র পাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ।
ততঃ পক্কপটে পূত ইতি স্যাদ্দাড়িমীরসঃ॥"

দাড়িমীসার (পুং) দাড়িমীং দাড়িমীশব্দং সরতি প্রাপ্নোতীতি সৃ-অণ্। দাড়িম।

দাড়িম্ব (পুং) দাড়িম। [দাড়িম দেখ।]

দাড়ী (স্ত্রী) দল্যতে ফলেহসৌ দল কর্ম্মণি ঘঞ্, গৌরা° ঙীষ্ লস্য ড়। ১ দাড়িম। ২ তৎফল।

দাঢ়া (স্ত্রী) দৈপ-শোধনে দা-কিপ্, দে শুদ্ধৌ দানায় বা ঢৌকতে ঢৌক-ড। ১ দংষ্ট্রা, দন্তভেদ। ২ প্রার্থনা। ৩ সমূহ। (শব্দার্থক°)

দাঢ়িকা (স্ত্রী) দাঢ়ায়ৈ কেশসমূহায় প্রভবতীতি ঠক্ তত টাপ্। ১ শ্মশ্রু, দাড়ী।

"পাদয়ো দাঢ়িকায়াশ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ।" (মনু ৮।২৮২)
দাঢ়া স্বার্থে কপ্ কাপি অত ইত্বং। ২ দংষ্ট্রিকা। (হেম°)

দাণ্ড (পুং স্ত্রী) দণ্ডস্য ইক্ষ্বাকুপত্রভেদস্য অপত্যং শিবা° অণ্। ১ দণ্ড নৃপতির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দণ্ডস্য ভাবঃ অণ্। (ক্লী) ২ দণ্ডভাব। ৩ আয়ুধজীবিসঙ্ঘভেদ। দণ্ডানাং সমূহঃ অঞ্। ৪ দণ্ডসমূহ।

দাণ্ডকি (ত্রি) ত্রিগর্ত্তষষ্ঠ আয়ুধজীবিসঙ্ঘভেদ।

"আহুস্ত্রিগর্ত্তষষ্ঠাংশকৌণ্ডোপরথদাণ্ডকী।
ক্রোষ্টুকির্জালমানিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোহথ জালকিঃ॥"
(পাণিনি ৫।৩।১১৬ কাশিকা)

দাণ্ডকীয় (ত্রি) দাণ্ডকি স্বার্থে-ছ। দাণ্ডকি, দাণ্ডকি স্থলে দাণ্ডিকী এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দাণ্ডগ্রাহিক (পুং) দণ্ডগ্রাহস্য অপত্যং দণ্ডগ্রাহ-ঠক্ (রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬) দণ্ডগ্রাহের অপত্য।

দাণ্ডপাতা (স্ত্রী) দণ্ডস্য পাতো যস্যাং তিথৌ ইতি ঘঞন্তাৎ ঞঃ (ঘঞঃ সাস্যাং ক্রিয়েতি ঞঃ। পা ৪।২।৫৮) দণ্ডমাত্রস্থিত তিথিভেদ, যে তিথি দণ্ড মাত্র থাকে, তাহাকে দাণ্ডপাতা কহে।

দাণ্ডপায়ন (পুং) দণ্ডপস্য অপত্যং দণ্ডপ অপত্যে ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) দণ্ডপের অপত্য।

দাণ্ডমাথিক (ত্রি) দণ্ডমাথং ধাবতি ঠক্। (মাথোত্তরপদপদব্যনুপদং ধাবতি। পা ৪।৪।৩৭) দণ্ডদ্বারা মন্থন যোগ্য।

দাণ্ডাজিনিক (ত্রি) দণ্ডাজিনেন দাম্ভেন দম্ভেন বা অর্থানন্বিচ্ছতি দণ্ডাজিন-ঠঞ্। কুহক, মায়াবী, যাহারা শঠতাপূর্ব্বক দণ্ডাজিন ধারণ করিয়া অর্থান্বেষণ করে, কপট ধার্ম্মিক।

দাণ্ডায়ন (পুং) দণ্ডস্য গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। দণ্ডের গোত্রাপত্য।

দাণ্ডিক (ত্রি) দণ্ডেন দণ্ডধারণেন জীবতি বেতনাদিত্বাৎ ঠঞ্। দণ্ডধারণোপজীবী, যাহারা দণ্ডধারণ করিয়া জীবনধারণ করে।

"নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডেন দাণ্ডিকঃ।"(ভারত১২।২১।৩৫)
সত্যযুগে রাজা, রাজ্য, দণ্ড এবং দাণ্ডিক কিছুই ছিলনা।

দাণ্ডিক্য (ক্লী) দাণ্ডিকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দাণ্ডিকের ভাব।

দাণ্ডিন্ (পুং) দণ্ডেন প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকা° ণিনি। দণ্ডপ্রোক্ত কল্পসূত্রাধ্যায়িসমূহ। এই দণ্ডিন্ শব্দ বহুবচনান্ত।

দাণ্ডিনায়ন (পুং স্ত্রী), দণ্ডিনো গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্, দাণ্ডিনায়নেত্যাদিনা টিলোপাভাবঃ। দণ্ডীর গোত্রাপত্য।

দাত (ত্রি) দাপ কর্ম্মণি ক্ত। ১ লূন, ছিন্ন। দৈপ কর্ত্তরিক্ত। ২ শুদ্ধ।

দাতন্যা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Perca Datnia.)

দাতব্য (ত্রি) দা-তব্য। দানযোগ্য, দেয়।

দাতব্যচিকিৎসালয় (পুং) যে ঔষধালয়ে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

দাতা [দাতৃ দেখ।]

দাতাগঞ্জ, ১ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৩০ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের সদর ও একটী নগর। বুদাউন সহর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, মিন্সআদালত, বিদ্যালয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দাতানা, পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। সিন্ধিয়া হইতে ১৮০৲ টাকা তঙ্খা স্বরূপ পাইয়া থাকে।

দাতারাম, ছন্দোমঞ্জরীর একজন টীকাকার।

দাতি (স্ত্রী) দৈপ শোধে-ক্তিচ্। ১ শুদ্ধি। ২ ছেদন। দা-ক্তি। ৩ দান। ৪ দত্ত।

"মরুতো দাতিবারঃ" (ঋক্ ১।৬৭।৮) 'দাতিবার প্রদেয়জলঃ দত্তবরণীয় হবির্লক্ষণধনো বা' (সায়ণ)

দাতু (ক্লী) দা-ভাবে তুন্। ১ দান। "কত্তস্য দাতু শবসো ব্যুষ্টৌ" (ঋক্ ১০।৯৯।১) 'কদ্দাতু কিং দানং' (সায়ণ) (ত্রি) ২ দাতা। "সহস্র দাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ" (ঋক্ ৯।৭২।৯)

দাতৃ (ত্রি) দা-তৃচ্। ১ দানকর্ত্তা। ২ দানশীল। "কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে" (যজু° ৭।৪৮)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শীলার্থে তৃচ্ প্রত্যয় যোগে কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে না।

দাতৃতা (স্ত্রী) দাতুর্ভাবঃ ভাবে তল্‌। দাতৃত্ব, দানশীলতা, বদান্যতা।

দাতৃত্ব (ক্লী) দাতৃ-ভাবে ত্ব। দাতৃতা।

দাত্তামিত্রীয় (ত্রি) দত্তামিত্র সম্বন্ধীয়।

দাত্যূহ (পুং স্ত্রী) দাপ-ক্বিন্‌ দাতিং মারণং উহতে দাতি-উহ-অণ্‌ বা দো-ক্তিন্‌ দিতিং বহতি বহ-ক-উট্‌ দিত্যূহ স্বার্থে অণ্‌ ততো আত্বং। পক্ষিবিশেষ। ডাকপাখী, পর্য্যায়—কালকণ্টক, অত্যূহ, দাত্যৌহ, কালকণ্ঠ, মাসজ, শিতিকণ্ঠ, কচাটুর, কাকমদ্গু। (ত্রিকা°) ইহার গুণ বায়ুনাশক, বৃষ্য, শুক্রবৃদ্ধিকারী, শ্রমনাশক, তুষ্টিপ্রদ ও বাতনাশক।

(হারীত ১১ অ°)

"প্রাবৃট্‌কালে সুখীভূত্বা কোবা কুত্র ন গচ্ছতি।
ইতি বদতি দাত্যূহঃ কোবা কোবা কবা কবা॥" (উদ্ভট)

এই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ মন্বাদি সংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রাম্যকুক্কুটং।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকে॥" (মনু ৫।১২)

চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল (জলচর পক্ষিবিশেষ), ডাক এবং শুক ও সারিকা এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না। ২ জলকাক। ৩ চাতক। (মেদিনী) ৪ মেঘ। (শব্দর°)

দাত্যূহক (পুং) দাত্যূহ-স্বার্থে কন্‌। দাত্যূহ।

দাত্যৌহ (পুং) দাত্যূহ পৃষো° সাধুঃ। দাত্যূহ পক্ষী।

দাত্র (ক্লী) স্যতি দাতি বানেন দো অবখণ্ডনে ষ্ট্রন্‌ (দাম্নি শসেতি। পা ৩।২।১৮২) ছেদনসাধন অস্ত্রভেদ, দা, পর্য্যায়—লবিত্র, খড্গীক। (শব্দর°) দা ভাবে ত্রন্‌। ২ দান। "তদ্‌ বাং দাত্রং মহিকীর্ত্তেন্যং।" (ঋক্‌ ১।১১৬।৬) 'তদ্দাত্রং দানং' (সায়ণ) দা-কর্ম্মণি ত্র। ৩ দাতব্য। "দাত্রং যত্রোপদস্যতি" (ঋক্‌ ৮।৪৩।৩৩) 'দাত্রং দাতব্যং' (সায়ণ)। ৩ দানকর্ত্তা। "সামন্ত দাত্রমসি" (যজু° ১০।৬) 'দাত্রং দানকর্ত্তৃ' (বেদদীপ)

দাত্রী (স্ত্রী) দাতৃ-ঙীপ্‌। ১ দানকর্ত্রী। ২ গঙ্গা।

"দীনসন্তাপশমনী দাত্রী দবথু বৈরিণী।" (কাশীখ° ৯।৮৯)

দাত্ব (পুং) দদাতীতি দা ত্বন্‌ (জনি দা চ্যু প্রিতি। উণ্‌ ৪।১০৪) ১ দাতা। ২ যজ্ঞকর্ম্ম।

দাথা (দাঠা) বোম্বাই প্রদেশে কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ২৬ খানি গ্রাম এই রাজ্যের অধীন। আয় প্রায় ২৫০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে ৫০৯৯৲ টাকা বরদার গাইকবাড়কে এবং ২৯৯৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর-স্বরূপ দিতে হয়। ভূপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

দাদ (পুং) দদ-ভাবে ঘঞ্‌। দান।

"তত্র দত্বা বহূন্‌ দাদান্‌ বিপ্রান্‌ সংপূজ্য মাধবঃ।"

(ভারত শ° ৪০ অ°)

দাদ (পারসী) প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা।

দাদ্‌ (দেশজ) দদ্রুরোগ।

দাদ্‌খানি (দেশজ) উৎকৃষ্ট তণ্ডুলবিশেষ, এই তণ্ডুল রন্ধন করিলে অতিশয় সুগন্ধ বাহির হয়।

দাদন্‌ (পারসী) চুক্তিতে বাধ্য করিবার জন্য মূল্যাদির অগ্রিম দান। কোন লোক কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিবে, যাহার কাছে কিনিবে, তাহার সহিত দরদাম চুকাইয়া দ্রব্য না লইয়া অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়, তাহাকে দাদন কহে।

দাদন্‌দার (পারসী) যে দাদন দেয়।

দাদা (দেশজ) ১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ পিতামহ। ৩ মাতামহ। ৪ এই নামে এক ব্যক্তি দত্তার্ক নামে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন।

দাদাজি কোণ্ডদেব, একজন প্রসিদ্ধ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রনায়ক শাহজি পুণায় রাজধানী স্থাপন করিয়া দাদাজিকে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। দাদাজি বিচক্ষণ, ন্যায়পর, রাজনীতিকুশল ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সুশাসন গুণে অল্পদিন মধ্যেই রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি প্রজাদিগের উপর রাজস্বের হার কমাইয়া দেন; পুণার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ীদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু মারিয়া পথিকদিগের অনেক সুবিধা করেন।

জিজিবাই ও তৎপুত্র বিখ্যাত শিবাজির থাকিবার জন্য দাদাজি লালমহল নামে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এখন এই প্রসাদ অম্বরখানা নামে খ্যাত।

শাহজি দাদাজির উপরই শিবাজির শিক্ষাভার অর্পণ করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণেই শিবাজি ব্রাহ্মণভক্ত, হিন্দুধর্ম্মানুরাগী, সমরকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাহাজির মৃত্যুর পর দাদাজিই শিবাজির হস্তে পিতৃরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। শিবাজি দাদাজিকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে দাদাজি মৃত্যুশয্যায় শয়নকরেন। তিনি অন্তিমকালে শিবাজিকে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা, গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা এবং হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উঠাইবার উপদেশ দিয়া যান। শিবাজি আজীবন গুরুর উপদেশ বিস্মৃত হন নাই। [শিবাজি দেখ।]

দাদড়া—তিন মাত্রার তাল—বোল—

×   ১
| |
ধা ধিন্‌ ধা তিঁ তা ::

দাদাভাই, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌, ইঁহার পিতার নাম

গঙ্গাধর মাধব, ইনি কিরণাবলী নামে সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক খানি টীকা ও তুরীয়যন্ত্র রচনা করেন।

দাদাভাই নৌরজী [নৌরজী দেখ।]

দাদি (দেশজ) পিতামহী, মাতামহী।

দাদিমর্দ্দন (দেশজ) দাদ্‌মারী, দক্রঘ্ন বৃক্ষবিশেষ, ইহার রসে দক্র ভাল হয়।

দাদুপন্থী, এক বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায়। দাদুপন্থী-দিগকে রামানন্দী সম্প্রদায়ের একটী শাখা বলা যাইতে পারে। দাদু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, এইজন্য ইহার নাম দাদুপন্থী হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, তিনি এক কবীরপন্থীর শিষ্য ছিলেন। কারণ কবীরপন্থীদিগের গুরুপ্রণালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—১ কবীর, ২ কমাল, ৩ যমাল, ৪ খিমল, ৫ বুদ্ধন ও ৬ দাদু। রাম নাম জপই এই বৈষ্ণবদিগের একমাত্র উপাসনা। ইহারা স্বীয় উপাস্য দেবতার নাম রাম বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদান্ত-মত-সিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় তাহার নির্গুণ স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন এবং তাহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অনুচিত তাহা স্বীকার করেন।

দাদু আহ্মদাবাদের একজন ধুনুরি ছিলেন, তিনি ১২ বৎসর বয়সের সময়ে এই নগর পরিত্যাগ করিয়া অজমীরের অন্তঃপাতী শম্ভর নগরে অবস্থান করেন। তথা হইতে কল্যাণ-পুরে যান। অবশেষে ৩৭ বৎসর বয়সে শম্ভর হইতে ৪ ক্রোশ ও জয়পুর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে নরৈন নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। জনশ্রুতি আছে, তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, তুমি পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও। এই দেববাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি নরৈন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন, তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, আর তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। ইহাতে দাদুপন্থীরা বলে, তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছেন। দাবিস্তানে লিখিত আছে, অক্‌বরের সময়ে দাদু দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়াছিলেন। দাদুপন্থীরা তিলকসেবা ও মালাধারণ না করিয়া কেবল জপমালা সঙ্গে রাখেন এবং মস্তকে এক প্রকার টুপি দিয়া থাকেন, ঐ টুপি চতুষ্কোণাকৃতি, অথবা গোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটী গুচ্ছ লম্বমান থাকে। ইহাদিগকে এই টুপি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

দাদুপন্থীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বিরক্ত, নাগা এবং বিস্তরধারী। যাহারা বিষয় রাগশূন্য হইয়া পরমার্থ সাধনে কালক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। ইহাদিগের অঙ্গে কেবল অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে জলপাত্র থাকে, মস্তকে আবরণ থাকে না। নাগারা অস্ত্রধারী, বেতন পাইলে যুদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। অনেক রাজাদের নাগা সৈন্য থাকে।

বিস্তরধারীরা সাধারণ লোকের ন্যায় নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত হইয়া বহুতর প্রশাখায় প্রধানতঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে ৫২ প্রশাখা প্রধান। ঐ ৫২ প্রশাখায় পরস্পর কি পার্থক্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। দাদুপন্থীরা উষাকালে শব দাহ করেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মব্রত লোকেরা অনেকে শব দাহ করিলে সেই সঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়া আপনাদিগের মৃতদেহ পশুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিয়া যান। দাবি-স্তানেও লিখিত আছে, কাহারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে দাদুপন্থীরা পশুপৃষ্ঠোপরি তাহার শব সংস্থাপন করেন এবং এই কথা বলিয়া প্রান্তরে প্রেরণ করেন যে, ইহা দ্বারা হিংস্রক ও অপরাপর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। অজমীর ও মাড়বার দেশে বহুসংখ্যক দাদুপন্থী অবস্থান করেন। নরৈনগ্রামে এই সম্প্রদায়দিগের প্রধান দেবস্থান বিদ্যমান আছে। তথায় দাদুর শয্যা ও দাদুপন্থী-দিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে এবং বিহিত বিধানে ঐ দুইয়ের পূজা হইয়া থাকে। নরৈনের পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সাধারণে বলিয়া থাকে তথা হইতে দাদুর অন্তর্দ্ধান হয়। এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দীভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে অনেক স্থলে কবীরপন্থীদিগের ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত আছে।

"দাদুর বিশ্বাস কা অঙ্গ" নামে এক গ্রন্থ আছে, ইহার কতিপয় শ্লোক ও বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম।

"দাদু সহজৈ হোইগা জৈ কুছ রচিয়া রাম।
কাহেকো কলপে মরৈ দুখী হোইব কাম॥"

রাম যাহা করে, তাহা সহজেই হইবে। অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর, এ অতি তুচ্ছ কর্ম্ম।

"দাদু কহে যে তৈকিয়া সুবহৈ রহা জেতুং কয়ৈ
করণ করাংবণ এক তুঝ জানাহীং দুহোইকোই॥
সোহ ইসারা সাংইয়াং বে সখকা হানি বিচার॥

দাদূ কহে, জগদীশ্বর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা, আর কেহ দ্বিতীয় নাই। যিনি সকল বস্তুকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত; তাহাকেই চিন্তা কর।

দাদুমর্দ্দন (দেশজ) দক্রমর্দ্দন, দাউদমর্দ্দন।

দাদুমারী (দেশজ) দাউদমারী।

দাধিক (ত্রি) দধ্নি দধ্না বা সংস্কৃতং দধ্না চরতি দধি-ঠক্। (চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ দধিতে সংস্কৃত দ্রব্য। ২ দধ্যাচারী। ৩ দধিদ্বারা সংসৃষ্ট। ৪ দধ্যোপসিক্ত। (ক্লী) ৫ ঘৃতৌষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—বিট্‌লবণ, এলাইচ, সৈন্ধব, চিত্রক, ত্রিকটু, জীরক, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, আম্রাতক ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্যের টক নেবুর রসে চতুর্গুণ দধি সংযোগে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতের নাম দাধিক ঘৃত। ইহা দ্বারা গুল্ম, প্লীহা ও শূলের শান্তি হয়। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৪২ অ°)

দাধিক্র (ত্রি) দধিক্রাসম্বন্ধীয়।

দাধিত্থ (ক্লী) দধিত্থস্য বিকার অনুদাত্তাদিত্বাৎ অঞ্। ১ কপিত্থের বিকার। (ক্লী) তস্য পরিমাণং অঞ্। ২ কপিত্থ-পরিমাণ।

দাধৃষি (ত্রি) ধৃষি যঙ্ লুক্ ততো ইন্। ধরিত্রী। "পুত্রো যাংশ্চোমু দাধৃষিস্তরধ্যৈ" (ঋক্ ৬।৬৬।৩) 'দাধৃষিঃ ধরিত্রী' (সায়ণ)

দাধৃষি (ত্রি) ধৃষ্ যঙ্ লুক্ ততো ইন্। ১ ধর্ষক। ২ অত্যন্ত ধর্ষক। "ব্রহ্মণা যামি সবনেষু দাধৃষিঃ"(ঋক্২।৭।৭)'দাধৃষিঃ ধর্ষকঃ'(সায়ণ)

দান (ক্লী) দা দানে দো অবখণ্ডনে দৈপ শোধনে ভাবাদৌ ল্যুট্। ১ গজমদ। ২ পালন। ৩ ছেদন। ৪ শুদ্ধি। ৫ বৃক্ষ-কোটর-কীটজ মধু। ইহার গুণ—রুক্ষ, দীপন, কফ, ছর্দি ও মেহনাশক। (রাজব°) ৬ দেব ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদানক দ্রব্য-মোচন, স্ব স্বত্বত্যাগানুকূল ব্যাপারভেদ। পর্য্যায়—ত্যাগ, বিহাপিত, উৎসর্জ্জন, বিসর্জ্জন, বিশ্রাণন, বিতরণ, স্পর্শন, প্রতিপাদন, প্রাদেশন, নির্ব্বপণ, অপবর্জ্জন, অংহতি, দায়, প্রদান, দদন, দত্তি, উৎসর্গ, অতিসর্জ্জন, স্পর্শ, বিসর্গ, অপন, প্রদেশন। (শব্দর°) দানের লক্ষণ—

"অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং।
দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহাতে দ্রব্য সকল অর্পণের নাম দান। দানের ৬টী অঙ্গ।

"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ঞ্চ ধর্মযুক্।
দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্বিদুঃ॥" (শুদ্ধিত°)

দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধাদেয়, ধর্ম্মযুক্ত, দেশ ও কাল এই ৬টী দানের অঙ্গ। দান করিতে হইলে মনে মনে পাত্র স্থির করিয়া অর্থাৎ অমুককে দান করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভূমিতে জল নিঃক্ষেপ করিবে, পরে তাহাকে দিতে হইবে। এইরূপ দান শ্রেষ্ঠ, যদিও সাগরের অন্ত পাওয়া যায়, তথাচ এইরূপ দান-ফলের অন্ত নাই।

"মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিঃক্ষিপেৎ।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তঃ দানস্যান্তো ন বিদ্যতে॥" (শুদ্ধিত°)

পরোক্ষে কল্পিত দান। যদি সেই পাত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহা গোত্রজদিগকে দিতে হইবে; তাহা না থাকিলে বন্ধু এবং তদভাবে স্বজাতি, তদভাবে জলে নিঃক্ষেপ করিবে।

"পরোক্ষে কল্পিতং দানং পাত্রাভাবে কথং ভবেৎ।
গোত্রজেভ্য স্তথা দদ্যাৎ তদভাবেঽস্য বন্ধুষু॥
যদা তু সসকুল্যাঃ স্যুর চ সম্বন্ধিবান্ধবা।
দদ্যাৎ স্বজাতিশিষ্যেভ্যস্তদভাবেঽপ্সু নিঃক্ষিপেৎ॥" (শুদ্ধিত°)

দান করিবার সময় স্নান করিয়া বিশুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া দান করিবে এবং পরে দান জন্য দক্ষিণা দিতে হইবে।

প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশাদি না করিয়া কেবল বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মদান কহে।

"পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনং।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যদ্ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে॥" (শুদ্ধিত°)

এই দান অতিশয় পুণ্যদায়ক; দানের মধ্যে ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ। যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট গমন করিয়া দান করিলে অনন্ত গুণ এবং আহ্বান করিয়া দান করিলে সহস্র গুণ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে পরে দান করিলে অর্দ্ধেক ফল হয়। যিনি আশা দিয়া দানকালে দান না করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যিনি দান করিয়া পশ্চাৎ তাপগ্রস্ত হন, তিনিও নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

উক্ত বিধানে যিনি দান ও প্রতিগ্রহ করেন, এই দুই জনেরই স্বর্গলাভ হয়। ইহার বিপরীত হইলে নরক হইয়া থাকে। দান প্রকৃতি অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং বিদুঃ॥

আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥" (গীতা ১৭।২০-২২)

উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্য মাত্র বোধে যে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে। প্রত্যুপকার কামনায় কিংবা ফল-কামনায় মনঃকষ্ট সহ করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে রাজস দান কহে এবং দেশকাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান। যাহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক ভাবে গঠিত, তাহারা সাত্ত্বিক দান করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট রাজস ও তামস দান হেয়। এই দান নিত্য নৈমিত্তিকাদি ভেদে চারি প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল এই চারি প্রকারের মধ্যে চতুর্থ দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে কোন উপকার প্রত্যাশা না করিয়া প্রতি দিন ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে নিত্য দান কহে। যে দান পাপাদি শান্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার নিমিত্ত জন্ত সৎপাত্রে দান করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক দান কহে। অপত্য, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে কাম্য দান এবং ঈশ্বরের প্রীতির জন্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে যে দান করা যায়, তাহাকে বিমল দান কহে। এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে।
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমং ॥
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিৎ দীয়তে হ্নুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলস্তৎ স্যাদ্ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকং ॥
যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
অপত্য বিজয়ৈশ্বর্য্য স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
নৈমিত্তিকমনুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমং ॥
দানন্তৎকাম্যমাখ্যাতমৃষিভি র্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥
যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবং ॥" (কূর্ম্মপু°)

যে স্থলে শালগ্রামশিলা অবস্থান করেন এবং গঙ্গাদি তীর্থ অবস্থিত, এই সকল স্থানই দানের পক্ষে প্রশস্ত। সন্ধ্যাকালে দান করিতে নাই, সূর্য্য অস্তমিত হইলে দান করিবে না, যদি কেহ করে, তাহা হইলে এই দান নিষ্ফল হইবে। যাহার সামর্থ্য আছে, এইরূপ লোকের নিকট যদি ব্রাহ্মণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করে এবং তিনি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে অনন্ত নরক হয়।

জীবন অনিত্য, আয়ু অত্যন্ত চঞ্চল, কখন মৃত্যুর মুখে পতিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই সকল ভাবিয়া সর্ব্বদা দানাদি পুণ্য কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে। ভোজন করিয়া দান করিবে না। অভুক্ত হইয়া দান করিতে হয়। যিনি পতন হইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে দানপাত্র কহে। যাহারা বিদ্যা ও তপোবলে বলীয়ান্, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র এবং ইহাদিগকে দান করিলে পতন হইতে উদ্ধার হয়।

"পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্ষতে ॥"(বিষ্ণুধর্ম্মোত্ত°)

যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের অর্থাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাহারা দানের অপাত্র। দানের তাহারাই পাত্র, যাহাদের উদরে শূদ্রান্ন নাই। একজনের পিণ্ডাদি লোপ দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া পুত্রদানের নাম দত্তক, এই দান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [দত্তক দেখ।]

সমীপস্থ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণকে যদি কেহ কিছু দান করে, তাহা হইলে তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।

"সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলং ॥" (শাতাতপ)

মন্ত্রপূর্ব্বক দান যদি অপাত্রে কল্পিত হয়, তাহা হইলে দাতার নিরয়ভোগ হইয়া থাকে। দেবতা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে দান করিতে যদি কেহ নিষেধ করে, শতবার তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে চাণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করে।

"ন দৎস্বেতি যো ব্রূয়াৎ দেবাগ্নৌ ব্রাহ্মণেষু চ।
তির্য্যগ্‌যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষভিজায়তে ॥" (শাতাতপ)

সুবর্ণ, রজত ও তাম্র যতিদিগকে দান করিবে না, এবং যদি কেহ দান করে, তাহার ফল হইবে না। বাক্য দ্বারা যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা কার্য্যে করা না হইলে ঋণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

এই লোককে দান করিব, এই কথা বলিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা দেওয়া উচিত।

যে ধন পরের পীড়া দিয়া উপার্জ্জিত হয় নাই, এবং পরিশ্রমাদি যত্ন দ্বারা উপার্জ্জিত হইয়াছে, এইরূপ ধন অল্পই হউক বা অধিক হউক, ইহাই দেয় অর্থাৎ দানের উপযুক্ত।

"অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
অল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥" (দেবল)

যে পরস্ব হরণ এবং পরে দান করে, এইরূপ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে না এবং দানের কোন ফলভোগী হয় না। পঙ্গু, অন্ধ, বধির, মূক, এবং ব্যাধিপীড়িত অর্থাৎ মহাপাতক

রোগগ্রস্ত এই সকল লোকদিগকে দান করিবে না, কিন্তু ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রাভাবে যদি ক্লেশ পায়, তাহা হইলে তাহা দিয়া তাহাদের উপকার করিবে। ধন সাত প্রকার বিশুদ্ধ, এই ৭ প্রকার ধন দান করিতে পারা যায়। অধ্যয়নাদি দ্বারা যে ধন লাভ হয়, শৌর্য্য অর্থাৎ জয়াদি করিয়া যে ধন লাভ হয়, জপ, হোম ও দেবসেবাদি করিয়া যে ধনলাভ হয়, কন্যাগত ধন, কন্যার সহিত আগত শ্বশুর আদি দ্বারা লব্ধ যে ধন, শিষ্যগত অর্থাৎ গুরুদক্ষিণাদি দ্বারা প্রাপ্ত যে ধন, যাজ্যাগত অর্থাৎ ঋত্বিক্ ক্রিয়া করিয়া যে ধনলাভ হয়, অন্বয়াগত অর্থাৎ জ্ঞাতিদিগের নিকট হইতে যে ধনলাভ হয়, এই সাত প্রকার ধন বিশুদ্ধ। এই সাত প্রকার ধনকে সাত্ত্বিক ধন বলা যায়।

"শ্রুতশৌর্য্যতপঃকন্যা শিষ্যযাজ্যান্বয়াগতং।
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতং॥" (রত্নাকর)

রাজসিক ধন—কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক, শালানুবৃত্তি অর্থাৎ সেবা চাকুরী ও উপকার করিলে কৃতোপকার দ্বারা লব্ধ ধন রাজসিক। তামসিক ধন—দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য, পার্শ্বিক, পরপীড়া, সাহস, সমুদ্রযান ও গিরি আরোহণ, ব্যাজ অর্থাৎ শূদ্রাদি হইয়া ব্রাহ্মণাদির বেশ ধারণ করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহাকে তামস ধন কহে। দানে সাত্ত্বিক ধনই শ্রেয়, রাজসিক ও তামসিক ধন নিন্দনীয়। দানে এইরূপ ধন পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ যে সপ্তবিধ ধন, তাহাই দানের পক্ষে প্রশস্ত। যে কোন দান করা যায়, সেই সেই বস্তুর এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবে।

দেয় দ্রব্যের দেবতা।—ভূমি দান করিতে হইলে ইহার দেবতা বিষ্ণু, কন্যাদানে দেবতা প্রজাপতি, গজদানেও দেবতা প্রজাপতি, তুরগ দানে দেবতা যম, একশফ পশু মাত্রেই যমদৈবত, ধেনু দানে দেবতা রুদ্র, মহিষ দানে দেবতা যম, ছাগদানে দেবতা অগ্নি, মেষদানে দেবতা বরুণ, বরাহদানে দেবতা বিষ্ণু, এতদ্ভিন্ন বন্যপশু মাত্রেই বায়ু দেবতা ও জলজ জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। সুবর্ণ দানে দেবতা অগ্নি, শস্যদানে দেবতা প্রজাপতি, পুস্তকাদি বিদ্যাজদানে দেবতা সরস্বতী, ছত্র, কৃষ্ণাজিন, শয্যা, রথ, আসন ও পাদুকা দানে দেবতা প্রজাপতি, সকল প্রকার ব্রতোপকরণের দেবতা বিষ্ণু, সমুদ্রজাত রত্নাদির দেবতা অগ্নি ইত্যাদি। যে কোন দ্রব্য দান করিতে হইলে সেই সেই দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামোল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিবে ও দান করিতে হইবে। দাতা দান করিবার সময় যাহাকে দান করিবেন, তাহার নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া এবং দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী নামে উৎসর্গ করিয়া দান করিবেন।

"নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সম্প্রদদে ইতি॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

দানের পাত্র—যাহাদের ক্ষান্তি, দয়া, সত্য, শীল, তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি আছে, তাহারাই প্রকৃত দানের পাত্র।

সর্ব্বদাই যত্ন সহকারে গো, তিল, ভূ, হিরণ্য প্রভৃতি পাত্রবিশেষে দান করিবে। পুণ্যকারী লোক আর্ত্তদিগকে অন্নদান, কুটুম্বকে গোদান, যাজ্ঞিককে সুবর্ণ, অনপত্যদিগকে পুত্র কন্যা, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধোপকরণ দ্রব্য, বৈশ্যকে পণ্যোপযোগী দ্রব্য ও শূদ্রকে শিল্পোপযোগী দ্রব্য দান করিবে। যে বস্তু যে বর্ণের উপযোগী, সেই বস্তু সেই বর্ণকে দিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারিদিগকে দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও কমণ্ডলু, দান করিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। গৃহস্থকে বস্ত্র, শয্যা, আসন, ধান্য, গৃহ ও গৃহপরিচ্ছদ দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। বাণপ্রস্থদিগকে নীবার, শাক, ফল ও দুগ্ধ দান করিবে। গন্ধ, মাঙ্গল্য দ্রব্য, তাম্বূল ও অলক্তক বস্ত্রাদি স্ত্রীদিগকে দান করিবে, কিন্তু স্ত্রীদিগকে দান করিতে হইলে তাহার স্বামীর নিকটে দিতে হইবে, নতুবা পারিবে না। বালকদিগকে ক্রীড়নক (খেলিবার পুতুল) দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। এরূপ দুই লোক অতিশয় পুণ্যবান্, যিনি দুর্ভিক্ষে অন্ন এবং সুভিক্ষে হেম ও বস্ত্র দান করেন।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্য মণ্ডলভেদিনৌ।
দাতান্নস্য চ দুর্ভিক্ষে সুভিক্ষে হেমবস্ত্রদঃ॥" (অগ্নিপু°)

অন্যায় কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ দান করিলে তাহার ফল হয় না।

দানাঙ্গকালে তিথিকাল—কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ্ তিথিতে দান অতিশয় পুণ্যজনক। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে দান বিশেষ প্রশস্ত। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী এবং ঐ দিন যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের নাম সুখদা, এই দিনে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। অগ্রহায়ণ ও শ্রাবণ মাসের যে শুক্লাপঞ্চমী ইহাতে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী এবং শুক্লপক্ষের সপ্তমী, ঐ দিন যদি রবিবার হয়, ইহাতে দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণের শুক্লাসপ্তমী, পৌষমাসের শুক্লাষ্টমী, আশ্বিন মাসের শুক্লানবমী, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী, এবং শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত একাদশী তিথি, ভাদ্রমাসের

শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদ্বাদশী, আশ্বিনমাসের দ্বাদশী, এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনমাসের দ্বাদশী, চৈত্রমাসের ত্রয়োদশী, চৈত্রমাসের ও শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দ্দশী, বৈশাখমাস ও কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা, এই সকল তিথিতে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য হয়। ব্যতিপাত, যুগাদি, অমাবস্যা, অবম সংক্রান্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যকালে দান করিতে হয়। দানের নিষিদ্ধকাল—সন্ধ্যাকালে দান করিবে না এবং রাত্রিতেও দান করিবে না। রাত্রিতে যদি কেহ দান করে, তাহা নিষ্ফল হয়।

"রাত্রৌ দানং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি কেনচিৎ।
হরন্তি রাক্ষসা যস্মাৎ তস্মাদ্দাতুর্ভয়াবহং॥
বিশেষতো নিশীথে তু ন শুভং কর্ম্ম শর্ম্মণে।
অতো বিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো দানাদিষু মহানিশাং॥" (স্কন্দপু°)

মহাগুরু নিপাত হইলে প্রথম বর্ষে দান করিতে নাই। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহণেও রাত্রিতে দান করিতে পারিবে এবং কন্যাদান রাত্রিতে প্রশস্ত। এ সকল বিশেষ বিধান জানিতে হইবে।

"গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তিযাত্রাদিপ্রসবেষু চ।
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদিষ্যতে॥" (বৃদ্ধ বশিষ্ঠ)

গ্রহণ, উদ্বাহ, যাত্রাদি-প্রসব এই সকল নৈমিত্তিক দান। রাত্রিতেও এই দান নিষিদ্ধ নহে। অট্টহাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থসমূহে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। নদীতীর, গোষ্ঠ, ব্রাহ্মণের বাটী ইত্যাদি পুণ্যস্থলে যাইয়া দান করিতে হয়; এইরূপ দানই বিশেষ পুণ্যপ্রদ। দান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যদি শাক মুষ্টি দান করা যায়, তাহাও অনন্তগুণ ফলদায়ী হয়। আর শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যদি সর্ব্বস্ব দান করা যায়, তাহাও নিষ্ফল হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রদ্ধাই একমাত্র দানের অঙ্গ। কেবল দান বলিয়া কেন, শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। দানের সময় দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই স্নানাদি করিয়া শুচি হইবেন, পরে দাতা দান করিবেন ও গ্রহীতা গ্রহণ করিবেন।

"সুস্নাতঃ সম্যগাচান্তঃ কৃতসন্ধ্যাদিকক্রিয়ঃ।
কামক্রোধবিহীনশ্চ পাষণ্ডস্পর্শবর্জ্জিতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী পাত্রং দাতা চ শস্যতে।" (বরাহপু°)

দানকালে 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া দান করিবে। গ্রহীতাও প্রণব উচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করিবে।

"ওঁকারেণ দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াচ্চ" (কাত্যায়ন)

প্রণবই একমাত্র জগতের বীজ ও বেদের আদি, এই জন্য প্রণব উচ্চারণ করিয়া স্নান দানাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে।

প্রশ্নপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণকে দান করে (প্রশ্নপূর্ব্বক শব্দে 'তুমি' এইরূপ, বেদপাঠ করিলে এতদিব ইত্যাদি রূপে) তাহার নরক হয় এবং যে ব্রাহ্মণ এইরূপ দান গ্রহণ করে, তাহারও নরক হয়।

"প্রশ্নপূর্ব্বস্তু যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় প্রতিগ্রহং।
সঃ পূর্ব্বং নরকং যাতি ব্রাহ্মণস্তদনন্তরং।" (শাতাতপ)

অপমান করিয়া যিনি দান করেন এবং যিনি এইরূপ দান গ্রহণ করেন, এই দুই জনেরই বহুদিন ধরিয়া নিরয়গামী হইতে হয়। কোন কার্য্য প্রত্যাশা করিয়া যিনি দান করেন এবং এইরূপ যিনি গ্রহণ করেন, ইঁহারা দুইজন নরক ভোগ করিয়া থাকেন।

যে কোন বস্তু দান করিতে হইলে মন্ত্রপূর্ব্বক দান করিতে হয়, অমন্ত্রক দান নিষ্ফল, এইজন্য কতকগুলি দ্রব্য দানের মন্ত্র লিখিত হইল। দেয় দ্রব্যের দানমন্ত্র হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে।

কপিলাদানের মন্ত্র—
কপিলে সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়াসি রোহিণি।
সর্ব্বতীর্থময়ী যস্মাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

শঙ্খদানের মন্ত্র—
পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।
বিষ্ণুনা বিধৃতো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

বৃষদানের মন্ত্র—
ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

সুবর্ণদানের মন্ত্র—
হিরণ্যগর্ভ গর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ।
অনন্তপুণ্যফলদমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

পীতবস্ত্র দানের মন্ত্র—
পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্বাসুদেবস্য বল্লভং।
প্রদানাত্তস্য মে বিষ্ণুরতঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু॥

শ্বেতাশ্বদানের মন্ত্র—
যস্মাত্ত্বমশ্বরূপেণ যস্মাদমৃতসম্ভবঃ।
চন্দ্রার্কবাহনং নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

ধেনুদানের মন্ত্র—
যস্মাত্ত্বং পৃথিবী সর্ব্বা ধেনুঃ কেশবসন্নিভা।
সর্ব্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

লৌহদানের মন্ত্র—
যস্মাদায়সকর্ম্মাণি ত্বদধীনানি সর্ব্বদা।
লাঙ্গলাদ্যায়ুধাদীনি ততঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
ছাগদানের মন্ত্র—
যস্মাত্ত্বং ছাগযজ্ঞানামঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
যানং বিভাবসোর্নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
শ্বেতবস্ত্রদানের মন্ত্র—
শরণ্যং সর্ব্ব লোকানাং লজ্জায়া রক্ষণং পরং।
সুবেশধারি ত্বং যস্মাত্মাসঃ! শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
রক্তবস্ত্রযুগদানের মন্ত্র—
রক্তবস্ত্রযুগং যস্মাদাদিত্যস্ত প্রিয়ং সদা।
প্রদানাদস্ত মে সূর্য্যো হ্যতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
কৃষ্ণবস্ত্রদানের মন্ত্র—
ধর্ম্মরাজেন বিধৃতং কৃষ্ণবস্ত্রং সুশোভনং।
সর্ব্বক্লেশবিনাশায় কৃষ্ণবস্ত্রং দদাম্যহং॥
অন্নদানের মন্ত্র—
অন্নমেব যতো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
অন্নং ব্রহ্মাখিলত্রাণ মস্তমে জন্ম জন্মনি॥
সোপদংশ দধ্যন্ন-দানের মন্ত্র—
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রাম্বুজসমপ্রভং।
দধ্যন্নং তস্য দানেন প্রীয়তাং বামনো মম॥
দধ্যন্নং সোপদংশঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজোহি তদ্দানাত্মম সর্ব্বদা॥
কৃসরান্ন (খিচুড়ী) দানের মন্ত্র
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশ সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
নারায়ণঃ প্রসন্নস্যাৎ কৃসরান্নপ্রদানতঃ॥
পায়সান্নদানের মন্ত্র—
পায়সং পরমান্নঞ্চ সর্ব্বদানোত্তমোত্তমং।
সর্ব্বদৈবতযোগ্যঞ্চ শ্রেয়ঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতু॥
অপূপান্নদানের মন্ত্র—
আদিত্যতেজসা ভক্ষং জাতিশ্রেষ্ঠকরং পরং।
তদহং মম বিপ্র ত্বং প্রতীচ্ছাপূপমুত্তমং॥
সক্তুদানের মন্ত্র—
প্রাজাপত্যা যতঃ প্রোক্তাঃ সক্তবো যজ্ঞকর্ম্মণি।
তস্মাৎ সক্তূন্ প্রযচ্ছামি প্রীয়তাং মে প্রজাপতিঃ॥
রজতদানের মন্ত্র—
অশ্রুভ্যো যমুদ্ভূতং রজতং পিতৃবল্লভং।
তস্মাদস্য প্রদানেন রুদ্রঃ সম্প্রীয়তাং মম॥
তাম্রদানের মন্ত্র—
পরাপবাদপৈশুন্যাদভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
তৎ প্রজা তচ্চ যৎপাপং তাম্রপাত্রং প্রশাম্যতু॥
স্বর্ণগর্ভতিলপাত্রদানের মন্ত্র—
দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদ।
তিলপাত্রং প্রদাস্যামি তবাঙ্গে সংস্থিতে হ্যহং॥
দর্পণদানের মন্ত্র—
দর্শনেন ত্বমাদর্শ নৃণাং মঙ্গলদায়কঃ।
শৌর্য্যসৌভাগ্যসৎকীর্ত্তিনির্ম্মলজ্ঞানদো ভব॥
মুক্তাদানের মন্ত্র—
তাম্রপর্ণ্যার্ণবোৎপন্না বর্ণাঢ্যা কম্রবর্ণিতাঃ।
মুক্তাঃ শুক্ত্যুদ্ভবাঃ সন্তু ভক্তিমুক্তিপ্রদা মম॥
সুবর্ণপদ্মদানের মন্ত্র—
যদুদ্ভবো জগৎস্রষ্টু র্বেধসো হেমপঙ্কজঃ।
পদ্মাবাস হরের্নাভি জাতো মাং পাহি সর্ব্বদা॥
অঙ্গুলীয়দানের মন্ত্র—
হিরণ্যগর্ভসম্ভূতং সৌবর্ণমঙ্গুলীয়কং।
ধর্ম্ম প্রদং প্রযচ্ছামি প্রীয়তাং কমলাপতিঃ॥
বলয়দানের মন্ত্র—
কাঞ্চনং হস্তবলয়ং রূপকান্তিসুখপ্রদং।
বিভূষণং প্রদাস্যামি বিভূষয়তু মাং সদা॥
কুণ্ডলদানের মন্ত্র—
ক্ষীরোদমথনে পূর্ব্বমুদ্ভূতং কুণ্ডলদ্বয়ং।
শ্রিয়া সহ সমুদ্ভূতং দদৌ শ্রী প্রীয়তাং মম॥
তুলসীদানের মন্ত্র—
মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি মণিমুক্তাময়ানি চ।
তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
তুলসীপত্রদানাদ্বা ব্রহ্মণঃ কায়সম্ভবং।
পাপপ্রশমনং যাতু সর্ব্বে সন্তু মনোরথাঃ॥
দুগ্ধদানের মন্ত্র—
অলক্ষ্মীহরণং নিত্যং নিত্যং সৌভাগ্যবর্দ্ধনং।
ক্ষীরং মঙ্গলমায়ুষ্যং ততঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
নবনীতদানের মন্ত্র—
কামধেনোঃ সমুদ্ভূতং বিজ্ঞো তুষ্টিকরং পরং।
নবনীতং প্রদাস্যামি বলং পুষ্টিঞ্চ দেহি মে॥
ঘৃতদানের মন্ত্র—
কামধেনুসমুদ্ভূতং দেবানামুত্তমং হবিঃ।
আয়ুর্বিবর্দ্ধনং যাতু রাজ্যং পাতু সদৈব মাং॥
তৈলদানের মন্ত্র—
তৈলং পুষ্টিকরং নিত্যমায়ুষ্যং পাপনাশনং।

অমাঙ্গল্যাহরং পুণ্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

পাদুকাদানের মন্ত্র—

কণ্টকোচ্ছিষ্টপাষাণবৃশ্চিকাদিনিবারণং।

পাদুকাং সম্প্রদাস্যামি বিপ্র প্রীত্যা প্রগৃহ্যতাং ॥

চামরদানের মন্ত্র—

শশাঙ্ককরসঙ্কাশ হিমহিণ্ডীরপাণ্ডুর।

প্রোৎসারয়াশু দুরিতং চামরামরবল্লভ ॥

চন্দনখণ্ড দানের মন্ত্র—

চন্দনাবাসমন্দারং সখে বৃন্দাবনার্চ্চিত।

চন্দন ত্বৎপ্রসাদান্মে সান্দ্রানন্দোপ্রদো ভব ॥

কস্তূরীদানের মন্ত্র—

সমস্তেভ্যোঽপি বস্তুভ্যঃ সংস্কৃতানি সুরাসুরৈঃ।

বিমৃষ্টাঙ্গেষু কস্তূরী সুখদাঽস্তু সদা মম ॥

কর্পূরদানের মন্ত্র—

কন্দর্পদর্পদোযস্মাৎ কর্পূরঘ্রাণতর্পণ।

শ্রমমাত্রভবস্তাপস্তদ্দানাদপসর্পতু ॥

ধান্যদানের মন্ত্র—

ধন্যং করোষি দাতারমিহলোকে পরত্র চ।

তস্মাৎ প্রদীয়তে ধান্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

গোধূমদানের মন্ত্র—

যস্মাদয়ময়ো জম্বূদ্বীপো গোধূমসম্ভবঃ।

গান্ধর্ব্বসৌখ্যধনদঃ অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

মুদ্গদানের মন্ত্র—

মুদ্গবীজানি বৈ যস্মাৎ প্রিয়ানি পরমেষ্ঠিনঃ।

তস্মাদেষাং প্রদানেন প্রীতিঃ সিদ্ধতু মে সদা ॥

চণকদানের মন্ত্র—

পুরা গোবর্দ্ধনোদ্ধারসময়ে হরিভক্ষিতাঃ।

চণকাঃ সর্ব্বপাপাঘ্না অতঃ শান্তিং দদত্বমী ॥

লবণদানের মন্ত্র—

রসানামগ্রজং শ্রেষ্ঠং লবণং বলবর্দ্ধনং।

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং সাক্ষাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥

যবদানের মন্ত্র—

ধান্যরাজাশ্চ মাঙ্গল্যা দ্বিজপ্রীতিকরা যবাঃ।

তস্মাদেষাং প্রদানেন মমাস্ত্বভিমতং ফলং ॥

তিলদানের মন্ত্র—

তিলাঃ পাপহরা নিত্যং বিষ্ণোর্দেহসমুদ্ভবাঃ।

তিলদানেন সর্ব্বং মে পাপং নাশয় কেশব ॥

শর্করাদানের মন্ত্র—

অমৃতস্য কণোৎপন্নাঃ ইক্ষুধারাজশর্করা।

সূর্য্যপ্রীতিকরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

ইক্ষুখণ্ডদানের মন্ত্র—

মনোভবধনুর্মধ্যাদুদ্ভূতঃ শর্করাজনিঃ।

তস্মাদস্য প্রদানেন মম সন্তু মনোরথাঃ ॥

গুড়দানের মন্ত্র—

প্রণবঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্ব্বতী যথা।

তথা রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসোমতঃ।

মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং দদস্ব গুড় সর্ব্বদা ॥

মধুদানের মন্ত্র—

যস্মাৎ পিতৃণাং শ্রাদ্ধে ত্বং পীতং মধ্বমৃতোদ্ভবং।

তস্মাত্তব প্রদানেন রক্ষমাং দুঃখসাগরাৎ ॥

জলকুম্ভদানের মন্ত্র—

বারিপূর্ণঘটোপেতং দেবত্রয়ময়ং যতঃ।

প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজোঽস্তু দানেনানেন পুণ্যদঃ ॥

উপানহদানের মন্ত্র—

উপানহৌ প্রদাস্যামি কণ্টকাদিনিবারণে।

সর্ব্বস্থানেষু সুখদে অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছতং ॥

ব্যজনদানের মন্ত্র—

খুবিত্রা সর্ব্বজন্তূনাং শৈত্যানন্দকরী শুভা।

পিতৃণাং তৃপ্তিদা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

শিবলিঙ্গদানের মন্ত্র—

শিবশক্ত্যাত্মকং যস্মাৎ জগদেতচ্চরাচরং।

তস্মাদনেন সর্ব্বং মে করোতু ভগবান্ শিবং ॥

কৈলাসবাসী গৌরীশো ভগবান্ ভগনেত্রভৃৎ।

চরাচরাত্মকোলিঙ্গরূপী দিশতু বাঞ্ছিতং ॥

মরকতলিঙ্গদানের মন্ত্র—

ইদং মারকতং লিঙ্গং রৌপ্যপীঠসমন্বিতং।

ধাতৈর্দ্বাদশভির্যুক্তমেকাদশ কলান্বিতং ॥

সম্প্রদত্তাং বিধানেন যথোক্তং ফলমস্তু মে।

পুস্তকদানের মন্ত্র—

সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ং জ্ঞানকরণং ললিতাক্ষরং।

পুস্তকং সম্প্রযচ্ছামি প্রিয়া ভবতু ভারতী ॥

পুষ্পদানের মন্ত্র—

আশ্রয়ন্তি মনো যস্মাৎ তস্মাৎ সুমনসঃ স্মৃতাঃ।

দত্তা দদতু মে নিত্যমত্যাহ্লাদযুতাং শ্রিয়ং ॥

তাম্বূলদানের মন্ত্র—

তাম্বূলং শ্রীকরং ভদ্রং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।

অস্য প্রদানাৎ ব্রহ্মাদ্যাঃ শিবং দদতু পুষ্কলং ॥

তাম্বূলকরঙ্কদানের মন্ত্র—

পুষ্পিতং পূগপূরেণ নাগবল্লীদলান্বিতং।
পূর্ণেন পূর্ণপাত্রেণ কর্পূর-পূরকেণ চ ॥
সপূগখণ্ডনং দিব্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রিয়ং।
করণ্ডং গুণাধারং ত্বৎপ্রদানাৎ কুরুষ মাং ॥

হরিদ্রাদানের মন্ত্র—

লক্ষ্মীপ্রিয়া যা লক্ষ্মীদা লক্ষ্মীবদ্‌বসনপ্রিয়া।
সৌভাগ্যকৃৎবরস্ত্রীণাং হরিদ্রা শ্রীপ্রদাস্তু মে ॥

যজ্ঞোপবীত দানের মন্ত্র—

ব্রহ্মসূত্রং মহাদিব্যং ময়া যত্নেন নির্ম্মিতং।
ব্রহ্মং জন্মাহস্তু মে দেব ব্রহ্মসূত্রসমর্পণাৎ ॥

শয্যাদানের মন্ত্র—

যস্মাদশূন্যং শয়নং কেশবস্য শিবস্য চ।
শয্যামবাপ্য শূন্যাস্তু তস্মাজ্জন্মনি জন্মনি ॥

ছত্রদানের মন্ত্র—

ইহামুত্রোভয়ত্রাণং কুরু কেশব মে প্রভো।
ছত্রং ত্বৎপ্রীতয়ে দত্তং ব্রাহ্মণায় ময়া শুভং ॥ (হেমাদ্রিব্র° খ°)

মহাপাতকজ রোগ হইলে বা কোন কঠিন পীড়া হইলে সেই রোগ জন্য বিহিত দ্রব্য যথাবিধানে দান করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগজন্য দানের বিষয় হারীত-সংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

গো, ভূমি বা সুবর্ণদান করিয়া দেবতাদিগকে পূজাপূর্ব্বক রোগের প্রতীকার করিবে। কুষ্ঠ ও পাণ্ডু রোগের শান্তির নিমিত্ত গো, ভূমি বা হিরণ্য দান করিবে। মেহ, শূল, শ্বাস, ভগন্দর, অর্শ ও কাশ রোগে সুবর্ণ ও অন্নদান করিতে হইবে। জ্বররোগে রুদ্রজপ, মতি, অন্ন বা শাস্ত্র দান করিবে। গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্যরোগে কন্যাদান করিবে। মেহ ও অশ্মরী রোগে লবণ দান করিতে হইবে। শূলরোগ হইলে প্রভূত অন্নদান করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্যলাভ হয়। রক্তপিত্তরোগে ঘৃত ও মধু দান করিবে। গ্রহণী রোগে গো, হিরণ্য, ভূমি ও অন্ন এই চতুর্ব্বিধ দান করিবে। কুনখী ও শ্যাবদন্ত রোগে সুবর্ণ দান, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগে রৌপ্য দান, শিশ্নরোগে ত্রপুদান, বহুমূত্রে গোদান, নেত্ররোগে ঘৃত, নাসিকারোগে সুগন্ধ দ্রব্য, কণ্ঠরোগে তৈলদান, জিহ্বক রোগে রসদান ও পিত্তরোগে উষ্ট্রদান করিয়া রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। এইরূপ দান করিয়া চিকিৎসা করিলে আশুরোগ উপশমিত হয়। (হারীত দ্বিতীয় স্থান ১ অধ্যায়)

গ্রহগণ গোচরে অষ্টবর্গে বা দশান্তে বিরুদ্ধ হইলে দানাদি দ্বারা শুভ হইয়া থাকে।

রবিগ্রহের দান—মাণিক্য (অভাবে মূল্য), গোধূম, সবৎস ধেনু, কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র, গুড়, স্বর্ণ, তাম্র, রক্তচন্দন, রক্তবস্ত্র ও আতপতণ্ডুল দক্ষিণার সহিত দান করিলে রবিগ্রহ কখন মন্দফল দেননা।

চন্দ্রের দান—রজত পাত্রে তণ্ডুল, কর্পূর, মুক্তা, শুক্লবস্ত্র, রৌপ্য, যুগোপযুক্ত বৃষ, ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ ও বস্ত্র।

মঙ্গলের দান—প্রবাল, গোধূম, মসূর, কলাই, অরুণবর্ণ বৃষ, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীর পুষ্প ও তাম্র মঙ্গলের জন্য দান করিতে হয়।

বুধের দান—নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাংস্য, মুগকলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা ও হস্তিদন্ত বুধের জন্য দান করিবে।

বৃহস্পতির দান—চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব (অভাবে ২৫ কাহন কড়ি), পীতধান্য, পীতবস্ত্র, রক্তপুষ্প, লবণ ও স্বর্ণ বৃহস্পতির জন্য দান করিতে হইবে।

শুক্রের দান—বিচিত্র বস্ত্র, শ্বেতাশ্ব, ধেনু, বস্ত্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি ও তণ্ডুল শুক্রের জন্য দান করিতে হইবে।

শনির দান—মাষকলাই, তৈল, নীলবস্ত্র, কৃষ্ণতিল, নীলমণি, মহিষ, লৌহ ও সবস্ত্র দক্ষিণা।

রাহুর দান—গোমেদ, রত্ন, অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, কৃষ্ণতিল, সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে।

কেতুর দান—বৈদূর্য্যমণি, রত্ন, মৃগমদ, তিল, তিলতৈল, কম্বল ও খড়্গ সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে। এই সকল গ্রহ সম্বন্ধীয় সকল দানই স্ব স্ব মন্ত্র উচ্চারণ ও বস্ত্র সহিত উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। দান দ্রব্যাদি গ্রহাচার্য্যকে দান করিবে, অন্যথা নিষ্ফল হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞান কিংবা অজ্ঞানে লোভ করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণের ইহলোকে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর পর চণ্ডালযোনি লাভ হয়। (জ্যোতিষ)

"গ্রহদেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণা।
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
লোভাৎ গৃহ্লাতি যো বিপ্রো জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যাৎ মৃতে চাণ্ডালযোনিজঃ ॥" (জ্যোতিষ)

গ্রহ সম্বন্ধে কোনরূপ দানাদি গ্রহাচার্য্য ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের গ্রহণ করিতে নাই।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণে দানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় দান সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকার রচিত বিস্তর গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই গুলি উল্লেখযোগ্য যথা—কমলাকর রচিত দানকমলাকর, রঘুনন্দন কৃত দানকল্পতরু, গোবিন্দানন্দ রচিত দানকৌমুদী, অনন্তদেব রচিত দানকৌস্তুভ; গৌতম, জয়রাম, দিবাকর ও বৃন্দা-

বন্দের দানচন্দ্রিকা, দিবাকরের দানদিনকর, জয়দেবভট্টের দানধর্ম্মপ্রক্রিয়া, নররাজ ও রত্নাকর ঠক্কুরের দানপত্রিকা, রামদত্তের দানপদ্ধতি, নীলকণ্ঠের দানপরিভাষা ও দানময়ূখ, শ্রীধরমিশ্রের দানপরীক্ষা, অনন্তভট্টের দানপারিজাত, মিত্রমিশ্রের দানপ্রকাশ, দয়ারামের দানপ্রদীপ, কুবেরনন্দের দানভাগবত, ব্রজরাজের দানমঞ্জরী, চণ্ডেশ্বর ও রাজভট্টের দানরত্নাকর, নররাজ ও বিদ্যাপতির দানবাক্যাবলী, দানবিবেক, মদনসিংহদেবের দানবিবেকোদ্দ্যোত, দিবাকরের দানসংক্ষেপচন্দ্রিকা, অনন্তভট্ট, কামদেব ও রাজা বল্লালসেনের দানসাগর, এ ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রির দানখণ্ড ও অপরার্কের দানাপরার্ক আছে।

দানক (ক্লী) কুৎসিতং দানং দান-কন্। কুৎসিত দান, নিন্দিত দান।

দানকর্ম্ম (ক্লী) দানমেব কর্ম্ম। দানক্রিয়া। পর্য্যায়—দাতি, দাশতি, দাসতি, রাতি, রাসতি, পৃনার্ত্তি, পৃনাতি, শিক্ষতি, তুঞ্জতি, মহত। (নিঘণ্টু ৩ অধ্যায়)

দানকাম (ত্রি) দানং কাময়তে কম-স্বার্থে নিঙ্ অণ্। দানশীল। "গোতমস্তোমেন যদীচ্ছেদ্দানকামা মে প্রজাস্যাৎ।" (আশ্বলায়নশ্রৌ° ৯।৩।১৪)

দানকুল্যা (স্ত্রী) হস্তীর মদজল।

দানকেলী, শ্রীরূপগোস্বামী কৃত ভাণিকালক্ষণাক্রান্ত দৃশ্যকাব্য।

দানকোণা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus harbigar)

দানগড়, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দানলীলা করেন। (শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

দানঘাটি, গোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। (ভক্তমাল)

দানচ্যুত (পুং স্ত্রী) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

দানধর্ম্ম (পুং) দানাখ্যো ধর্ম্মঃ দানরূপোধর্ম্মোবা মধ্যলো°। দানের ধর্ম্ম, দান, দানশীলতা, দানাত্মক ধর্ম্ম।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমনুত্তমং।
অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং॥"(গরুড়পু° ৫১অঃ)

পুণ্য কার্য্যের মধ্যে দানই সর্ব্বোত্তম, দানের ফল অনন্ত। [দান দেখ।]

দাননিবর্ত্তনকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ডের নিকট অবস্থিত কুণ্ডভেদ। (ভক্তমাল, শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

দানপতি (পুং) দানে পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। ১ সতত দাতা, যিনি সর্ব্বদা দান করিয়া থাকেন। ২ অক্রূরের নামান্তর, শতধন্বা স্যমন্তক মণি হরণ করিয়া ইহার নিকট গচ্ছিত রাখেন, ইনি প্রতিদিন এই মণির প্রভাবে বহুদান করিতেন, এই জন্য ইহার দানপতি নাম হয়। (ভাগ°) ৩ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ ২৩২।৭)

দানপত্র (ক্লী) দানস্য পত্রং। ত্যাগপত্র, ত্যাগ করিলাম অর্থাৎ তোমাকে ইহা দান করিলাম বলিয়া যে পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়।

দানপদ্ধতি (স্ত্রী) দানস্য পদ্ধতিঃ। দানবিষয়ক পদ্ধতি, দানের প্রণালী, দানের নিয়ম।

দানপাত্র (ক্লী) দানস্য পাত্রং। দানযোগ্য ব্রাহ্মণভেদ, যিনি দানের উপযুক্ত। [দান দেখ।]

দানপ্রতিভাব্য (ক্লী) ঋণ পরিশোধার্থ জামিন।

দানফল (ক্লী) দানস্য ফলং ৬তৎ। দান জন্য ফল, দানের ফল, দানজন্য ধর্ম্মসঞ্চয়।

দানফলের বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—দাতার নিকটে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দান করিলে স্থির অবস্থায় অক্ষয় ফল লাভ হয়, ভয় বা ক্রোধপূর্ব্বক দান করিলে গর্ভাবস্থায় ইহার ফল ভোগ এবং ঈর্ষা ও ক্রুদ্ধ হইয়া দম্ভ ও অর্থের জন্য দ্বিজাতিদিগকে দান করিলে, বাল্যকালে ইহার ফলভোগ হয়।

যাহারা বৈশ্য ও বেদবিহীন সন্ধ্যাদি-উপাসনাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ইহার ফল বৃদ্ধকালে প্রাপ্ত হয়।

চারিপ্রকার জন্ম ও ষোড়শ প্রকার দান নিষ্ফল—অপুত্র ব্যক্তি, বক ধার্ম্মিক, পরান্নভোজী ও যাহারা সর্ব্বদা লোকের পীড়া দিয়া থাকে এই চারি প্রকার লোকের জন্ম নিষ্ফল। ১ দেবপিতৃবিহীন, ২ ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপী, ৩ দত্তানুকীর্ত্তন (দান করিয়া বলা), ৪ বেদ, অগ্নি ও ব্রতত্যাগী, ৫ অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত বস্তুদান, ৬ ব্রহ্মঘাতী, ৭ মিথ্যাবাদী গুরু, ৮ চোর, ৯ পতিত, ১০ কৃতঘ্ন, ১১ সর্ব্বদা যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, ১২ যাচক, ১৩ বৃষলীপতি, ১৪ পরিচারক, ১৫ ভৃত্য, ও ১৬ মিথ্যাবাদীকে দান করিলে নিষ্ফল হয়, এই ষোড়শ প্রকার দান করিলে দান জন্য কোনই ফল হয় না *।

* "গত্বা যদ্দীয়তে দানং তদভ্যা পাত্রে বিধানতঃ।
তদনন্তফলং বিদ্ধি অবস্থাত্রিতয়ে নৃপঃ॥
তমোবৃত্তস্তু যো দদ্যাৎ ভয়াৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
নৃপদানাস্তু তৎসর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে গর্ভস্থ এব তু॥
ঈর্ষা দম্ভাযশাশ্চৈব দত্তার্থং চার্থকারণাৎ।
যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যঃ স বাল্যে তু তদশ্নুতে॥
বৈশ্যদেববিহীনস্য সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতং।
যদ্দানং দীয়তে তস্মৈ বৃদ্ধকালে তদশ্নুতে॥
বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥

দানব (পুং) দনোরপত্যং দনু-অণ্ (তস্যাপত্যং। পা ৪।১।৯২) দনুর অপত্য, কশ্যপের ঔরসজাত ও দনুগর্ভজ পুত্রগণ, অসুর।

"নি মায়িনো দানবস্য মায়া অপাদয়ৎ।" (ঋক্ ২।১১।১০)

ইন্দ্র অভিষুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবদিগের মায়া সকল নিপাতিত করিয়াছিলেন। ভাগবত মতে ইহাদের সংখ্যা একষষ্টি তাহাদের মধ্যে—দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, তাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয় এই ১৮ জন দানবের মধ্যে প্রধান। মহাভারতের মতে—চত্বারিংশৎ দনুর পুত্র।

"চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বত্র ভারত।
তেষাং প্রথমজো রাজা বিপ্রচিত্তির্মহাযশাঃ॥" (ভারত ১।৬৫।২১)

দক্ষকন্যা দনু ত্রিলোকবিশ্রুত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি রাজা হইয়াছিলেন। শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্, অশ্বশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্র ইহারা দনুবংশে জন্মহেতু দানব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। দানবের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা হইতে ভিন্ন। ক্রমে ইহাদের বংশ এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহা গণনা করাও দুষ্কর হইয়া উঠে। এই বংশেই বৃত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। (ভারত ১।৬৫ অ°)

মনুসংহিতার মতে—দানবগণ পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৩।২০১)

মরীচ্যাদি ঋষিগণ হইতে পিতৃলোক উৎপন্ন হইয়াছে। পিতৃলোক হইতে দেবদানব এবং দেবতা হইতে এই চরাচর জগৎ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। দানবস্যেদং অণ্। (ত্রি) দানব সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দানবগুরু (পুং) দানবানাং গুরুঃ ৬তৎ। দানবদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য।

দানবজ্র (পুং) দানে বজ্রইব। বৈশ্যজাতিক অশ্ববিশেষ। ইহারা দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বহন করে। ইহাদের বার্দ্ধক্যাবস্থা নাই এবং কদাপি বেগহীন হয় না। ইহারা মনের ন্যায় বেগশালী। (ভারত ১।১৭১ অঃ)

দানবারি (পুং) দানবানাং অরিঃ ৬তৎ। ১ দেবতা। ২ বিষ্ণু। দানমেব বারি জলং। (ক্লী) ৩ গজমদজল।

দানবিধি (পুং) দানস্য বিধিঃ ৬তৎ। দান করিবার বিধান বা নিয়ম।

দানবীর (পুং) ১ অত্যন্ত দাতা, যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব দান করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ২ বীররস ভেদ। ৩ নায়কভেদ।

"স চ দানধর্ম্মযুদ্ধৈ দয়য়া চ সমন্বিতশ্চতুর্দ্ধাস্যাৎ।
স চ বীরঃ। দানবীরঃ, ধর্ম্মবীরঃ দয়াবীরঃ, যুদ্ধবীরশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ। তত্র দানবীরঃ পরশুরামঃ।
"ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহী নির্ব্যাজ দানাবধিঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২৩৪)

দানবীরের স্থলে ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ স্থায়িভাব, ব্রাহ্মণদিগকে সম্প্রদান আলম্বনবিভাব, সত্ত্ব ও অধ্যবসায়াদি দ্বারা উদ্দীপন বিভাব, সর্ব্বস্বত্যাগাদি দ্বারা অনুভাব, হর্ষ ও ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। স্থায়িভাব প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া দানবীরতা প্রাপ্ত হয়। 'ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্র' এই শ্লোক দ্বারা পরশুরাম এস্থলে সম্পূর্ণ দানবীর।

[বিশেষ বিবরণ বীররস দেখ।]

দানবেয় (পুং) দনোঃ অপত্যং দনু স্ত্রিয়াং উঙ্, ততো ঠক্। দক্ষকন্যা দনুর অপত্য।

"দৈত্যেয়া দানবেয়াশ্চ কিমিচ্ছন্তি পরাক্রমাৎ।" (হরিব° ২২১ অ°)

দানব্রত (ক্লী) দানমেব ব্রতং। দানরূপ ব্রত।

দানশক্তি (স্ত্রী) দানস্য শক্তিঃ। দান করিবার ক্ষমতা, দাতৃত্ব, দানেচ্ছা।

দানশীল (ত্রি) দানে শীলং স্বভাবো যস্য। দাতা। পর্য্যায়—বদান্য, বদন্য। (হেম ৩।১৫)

দানশূর (পুং) দানে শূরঃ বীরঃ। দানবীর, শাক্যমুনি।

দানশৌণ্ড (ত্রি) দানেষু শৌণ্ডঃ অভিরতঃ। বহুপ্রদ, অত্যন্ত বদান্য, অতিশয় দাতা।

"বিশ্রাণোহপি বিমুখোন ভূপতে
র্দানশৌণ্ডমনসঃ পুরোহভবৎ॥" (মাঘ ১৪।৩৮)

অপুত্রস্য বৃথা জন্ম ধর্ম্মবাহ্যাঃ নরাঃ যথা।
পরপাকং সদাশ্নন্তি পরভার্য্যারতাশ্চ যে॥
দেবপিতৃবিহীনং যৎ দৈবেভ্যঃ নবোদকঃ।
যত্নাদ্ধীর্যণাদ্ধৈব বেদাগ্নিব্রতত্যাগিনে॥
অন্যায়োপার্জ্জিতং দানং ব্যর্থং ব্রহ্মহনে তথা।
ভ্রূণহে বৃষলপত্যে চ তেষাং পতিতায় চ॥
কৃতঘ্নায় চ যজতা সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্বিষে।
যা চকার চ সর্ব্বত্র বৃষলাঃ পততে তথা॥
পরিত্যাজ্যায় কৃতায় সর্ব্বত্র পিশুনায় চ।
ইত্যেতানি তু রাজেন্দ্র বৃথা দানানি ষোড়শ॥" (অগ্নিপুরাণ)

দানসাগর (পুং) দানানাং সাগর ইব। মহাদানবিশেষ, যাহাতে ষোড়শ দান করিতে হয়। গৌড়দেশ প্রসিদ্ধ ভূমি, আসন প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রত্যেক বস্তু ১৬ খান করিয়া যথোক্ত বিধানে দান করিলে দানসাগর হয়।

"যঃ কশ্চিৎ কুরুতে দেবি গ্রহণে দানসাগরং।
বৃষোৎসর্গং মহাদানং যৎ কিঞ্চিৎ পৃথিবীতলে॥"
(কামধেনুতন্ত্র ২৫ পটল)

দানানাং সাগর ইব প্রতিপাদকতয়া আধার ইব। ২ তুলা-পুরুষাদি মহাদানের বিধানজ্ঞাপক স্মৃতিনিবন্ধভেদ।

দানযোগ্য (ত্রি) দানস্য যোগ্যঃ ৬তৎ। দানের যোগ্য, দানের পাত্র।

দানা (দেশজ) ১ দানব, অসুর। ২ প্রেত। ৩ কণ্ঠাভরণবিশেষ। ৪ শস্য। ৫ ক্ষুদ্রবীজ।

দানাপ্নস্ (ত্রি) দানকর্ম্ম। "তা ত ইন্দ্র-দানাপ্নসঃ আক্রাণে" (ঋক্ ১০।২২।১১) 'দানাপ্নসঃ দানকর্ম্মণঃ' (সায়ণ)

দানাদার, ১ দানাযুক্ত। (পারসী) ২ শস্যযুক্ত।

দানাদার পাথর, প্রস্তরভেদ (Granite.)

দানিন্ (ত্রি) দানমস্ত্যস্য দান-ইনি। দানযুক্ত।

"স্বধর্ম্মং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ।" (ভাগবত ৭।২।১০)

দানীয় (ত্রি) দীয়তে ২স্মৈ দা সম্প্রদানে অনীয়র্। দানের যোগ্য, দানপাত্র।

দানু (পুং) দদাতীতি দা-নু (দাধাভ্যাং নুঃ। উণ্ ৩।৩২) ১ দাতা। ২ বিক্রান্ত। ৩ বায়ু। ৪ সুখ, শর্ম্ম। ৫ দানব। "দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ" (ঋক্ ২।১২।১১) 'দানুং দানবং' (সায়ণ) (স্ত্রী) ৬ দান। ৭ বর্ষণ। "যবং ন বৃষ্টি-র্দিব্যেন দানুনা" (ঋক্ ১০।৪৩।৭) 'দানুনা দানেন বর্ষণেন বা' (সায়ণ) ৮ দেয় ধন। "কয়ন্তিপ্রো মঘবা দানু চিত্রাঃ" (ঋক্ ১।১৭৪।৭) 'দানুভি র্দেয়ৈর্ধনৈশ্চিত্রাঃ' (সায়ণ)

দানুদ (ত্রি) দানুং দদাতি দানু দা-ক। ধনদাতা। "প্রদানুদো দিব্যো দানুপিন্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।২৩) 'দানুদঃ দাতৃভ্যঃ ধনা-দীনাং দাতা' (সায়ণ)

দানুমৎ (ত্রি) দানুঃ বিদ্যতে ২স্য দানু-মতুপ্। হিংসাযুক্ত। "পর্ব্বতে দানুমদ্ বসু" (ঋক্ ৫।১।৪) 'দানুমৎ দানুমতো হিংসাযুক্তস্য, যথা দস্যু রসুর মায়া নৈব দানুঃ ভবতঃ।' (সায়ণ)

দানৌকস্ (ত্রি) দানের এক নিলয়।

"বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ" (ঋক্ ১।৬১।৫) 'দানৌকসং দানানামেকনিলয়ং' (সায়ণ)

দান্ত (ত্রি) দম-কর্ম্মণি ক্ত। ১ বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহকর্ত্তা, তপঃ ক্লেশসহ।

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্
সমাহিতোভূত্বা আত্মান্যেবাত্মানমবলোকয়েৎ" (বেদান্তসার)

২ দমিত। ৩ শিক্ষিতবৃক্ষ। ৪ মদনকবৃক্ষ। ৫ বিদর্ভরাজ ভীমসেনের দ্বিতীয় পুত্র, দময়ন্তীর ভ্রাতা। (ভারত ৩।৫৩ অ°) দন্তেন নির্বৃত্তঃ দন্ত-অণ্। ৬ দন্তনির্ম্মিত। ৭ দামা।

দান্তা (স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ।

"বিদ্যুতা প্রশমী দান্তা বিদ্যোতা রতিরেব চ।"(ভারত ১২।১৯।৪৫)

দান্তকড়া (দেশজ) দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, দাঁত কন্‌কনানি। (Toothache)

দান্তি (স্ত্রী) দম-ক্তিন্। ১ তপঃক্লেশাদি সহিষ্ণুতা। ২ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ। ৩ বশ্যতা। ৪ নম্রতা, বিনয়।

দান্তিক (ত্রি) গজদন্তনির্ম্মিত।

দাপ (দর্প শব্দের অপভ্রংশ) ১ দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার। ২ জোরে আঘাত।

দাপনীয় (ত্রি) দণ্ডার্হ।

দাপয়িতব্য (ত্রি) দণ্ডের যোগ্য।

দাপট (দেশজ) প্রভাব, প্রতাপ, অহঙ্কার, গর্ব্ব।

দাপান (দেশজ) দর্পকরণ, প্রভাব প্রদর্শন, প্রতাপ প্রকাশ।

দাপিত (ত্রি) দা-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ সাধিত। ২ দণ্ডিত। ৩ দাপিতধনক প্রতিবাদী প্রভৃতি। ৪ ধনাদি দ্বারা আয়ত্তী-কৃত। ৫ শোধিত দ্রব্য। কলিঙ্গ ও পুরুষোত্তমের মতে দাপিতের পাঠান্তর দাপ্পিত। দর্প।

দাপু (দেশজ) লতাভেদ (Polypodium proliferum.)

দাপোলি, ১ বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তর সীমা অঞ্জিরা ও কোলাবা, পূর্ব্বে কোলাবা ও খেড়, দক্ষিণে বাশিষ্ঠী নদী চিপ্‌লুন্ হইতে দাপোলিকে পৃথক্ রাখিয়াছে এবং পশ্চিমে আরবসাগর। ভূপরিমাণ কমবেশ ৫০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এখানে অপরাপর জাতির মধ্যে কুণবি, মাঙ্গ, মহার ও ভণ্ডিজাতি অনেক। শেষোক্ত তিন জাতির অবস্থা অতিশয় মন্দ।

সমুদ্রের ধারে দাপোলি প্রায় ৩০ মাইল বিস্তৃত। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ অল্প বালুকাযুক্ত। সমুদ্রের ধারে অথচ সাবিত্রী ও বাশিষ্ঠী নদীর সঙ্গমে বাঙ্কোত ও দাভোল নামে দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে। এখানকার গ্রামসমূহে আম ও কাঁঠাল গাছ যথেষ্ট জন্মে। এখানকার জল হাওয়া স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত উপবিভাগের নগর। সমুদ্র হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কোঙ্কণের মধ্যে এই স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর।

দাভি, গুজরাটের রাজপুত জাতির মধ্যে এক প্রধান শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে গজনী, এদর, ভীলড়িগড় ও খেড়গড়ে দাভিদিগের বাস ছিল। দাভঋষি ইহাদের আদিপুরুষ। দাভঋষির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কবিতা শুনা যায়—

"বড়ী সতী বনবাস দেব শ্রীরাম দীধো।
সীতাজী চালীয়াং কনখলবাসো কীধো ॥
পুরা মাসজ পেট এ কুংবর লব আয়ো।
অশো কুংবর অবতার অশোথত পুনম আয়ো ॥
সুংপে কুংবর রখীয়াং সতী সীতা খুবনসে চালীয়াং।
বনং চরী দেখ পাছাং বলাং হেত্ত করে লব লীয়াং ॥
পল খোলী রুখী দেব তহাং বালক নহীং দীশে।
মাখো কোই মংঝার সীংহ শীয়াল কে শশে ॥
(কে) ধরে রখী হর ধ্যান ভাভরখি নাম দেরায়ো।
ওথ বহে আবীয়াং বাল জম দীসে বীজো
বাত কুণ তেড় বে শগতী তেয়ো ॥
মাস জেঁঠ পখ শাম কৃত জগতণো অধতাম
সোম সধবার শবজে দরবাসা রখ ভাভ।
হেক ভড় জোধ উপায়ো চোরাসী রখ্ আয়েনর ডাভীনে পায়ো
গজবেগর ডুঙ্গর গণা হেক পত জুআয়ো ॥
সমসর পংদর চোরাসীএ মহাজোধ পেদাস হুয়ো।"

দেব শ্রীরাম সীতাকে বনবাস দিলেন। সীতা বিজনবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কুমার অবতার লবকে প্রসব করিলেন। (একদিন) সীতা ঋষির নিকট পুত্রকে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করেন। কিন্তু এক বনচরীকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া লবকে লইয়া যান। এদিকে ঋষি ধ্যানান্তে সম্মুখে বালককে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন, বোধ হয় বিড়াল, বা শৃগাল অথবা কোন শশক তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি দাভ (দর্ভ) হইতে একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন। যজুর্বেদ স্মরণ করিয়া তাঁহার দর্ভ ঋষি বা দাভ-রখি নাম রাখিলেন। সীতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যেন ঠিক তাঁহার পুত্রের ন্যায় আর একটী রহিয়াছে। (ঋষি কহিলেন), হে শক্তি! কথায় আর কি হইবে? এ দুইটীকে তোমার আপন পুত্র বলিয়া জানিও। এইরূপে কৃতযুগের অর্দ্ধেক গত হইলে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে সোম-বারে দুর্ব্বাসা ঋষি মহাবল দর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। গজবেগর পর্ব্বতে ৮৪ জন ঋষির সমক্ষে সেই যুগের ১৫৮৪ বর্ষ গত হইলে দাভি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দর্ভঋষির অধস্তন ২০শ পুরুষে অমরসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পসোলড় হইতে যাত্রা করিয়া চোহানদিগকে তাড়াইয়া প্রমাণগড় অধিকার করিয়াছিলেন। অমরসেন হইতে ১২শ পুরুষ সুরপাল। ইনি প্রমাণগড় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কাশ্মীর অধিকার করেন। সুরপালের ১৬শ পুরুষ পরে যোধা কাশ্মীর ছাড়িয়া পড়িয়ারদিগকে পরাস্ত করিয়া ডভোল অধিকার করিলেন। তাঁহার ১০ম পুরুষে অধিরাজ যাদবদিগের নিকট হইতে শক্রঞ্জয় দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। দেভা (ডেভা) অধিরাজ হইতে ৭ পুরুষ অধস্তন। ইনি ১৩৭২ সম্বতে কোরস্তাদিগকে তাড়াইয়া খেড়গড় অধিকার করেন।

খেড়গড়ে দাভিরা বহুদিন ছিলেন। তৎপরে রাঠোর-দিগের হস্তে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে শালদাভি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া ভিন্নমালে (ভিন্নমাল) আসিয়া বসবাস করেন। শালদাভির অষ্টম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী চুন্দার সময়ে দাভিরা কচ্ছবাহভীলের নিকট হইতে ভীলড়ী-গড় জয় করেন। এখানে বহুদিন তাহাদের রাজধানী ছিল। চুন্দার পাঁচ পুরুষ পরে সোমেশ্বর দাভি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেহরাজ কবিকে সোতাম্না গ্রাম দান করেন। এখনও কবির বংশধরেরা ঐ গ্রাম ভোগদখল করিতেছেন *।

শালদাভির প্রপৌত্র আসলদাভি গৃহবিবাদে ভিন্নমাল ছাড়িয়া এদরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে এদর-রাজ তাঁহাকে দশ হাজার অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তিনি অনেকগুলি গ্রাম দখল করিয়া ভীলড়িগড়ে বাস স্থাপন করেন। আসলদাভির পুত্র এক ভীলসর্দ্দারের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু শেষে সমাজে নিন্দিত হইবার ভয়ে এদরে না আসিয়া আবুশিখরের নিকট চোতোয়লা পাহাড়ে গিয়া ভাটেশ্বরী দেবীর কঠোর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। দেবী তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিরোহীরাজের নিকট যাইতে আদেশ করেন। শিরোহীরাজ তাঁহাকে রোহ-সরোত্রা চোরাসি গ্রাম দান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ভাটেশ্বরীর কৃপায় তিনি সম্মান লাভ করেন, এইজন্য তিনি ভাটেশ্বরীর নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও

---

* সোতাম্না দান-সম্বন্ধে এই দুহা প্রচলিত আছে—
"কচবাহা কাঢ়ে কেল ছুবে লই কেলড়ী
সাঢ়ে অসী ত্রব ভণেগো অমর।
দান দশ দুদো দএ মেহরাজনে সোতাম্নু—
সম্বতে সোমেশ্বর সমাপেয়ো।"

ভাটেশ্বরীর নামে বিখ্যাত এবং এখনও উক্ত স্থানে বসবাস করিতেছে। *

দাভী (স্ত্রী) অনিষ্টজনক। (বৈ)

দাভ্য (ত্রি) ১ বাধ বা বাধার যোগ্য। ২ শাসনযোগ্য।

দাম (দেশজ) ১ মূল্য। ২ জলজ তৃণবিশেষ।

(ক্লী) দো খণ্ডনে বা করণে মন্ দামন্। ১ পশ্বাদি বন্ধনরজ্জু। যে দড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যায়, দৌকা, পর্য্যায়—সন্দান, রজ্জু।

"গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দামতাবৎ
যাতে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং॥" (ভাগ° ১৮৮৩১)

(ত্রি) ২ দাতা। "শগ্গস্ত বিশগ্গতে রায়ো দাতা মতীনাং।" (ঋক্ ৬।৪৪।২) 'রায়ো ধনস্য দামা দাতা ভবতি।' (সায়ণ) দ্রা ভাবে মন্। ৩ সন্ধান। ৪ মালা। (মাঘ ৪।৫০) দম্যতে অত্রশিষ্যতে দম কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ লোক, বিশ্বসংসার।

দামকণ্ঠ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

দামকণ্ঠি (পুং) দামকণ্ঠস্য যুবা গোত্রাপত্যং দামকণ্ঠ-ইঞ্। দামকণ্ঠের যুবা গোত্রাপত্য। বহু এই অর্থ বুঝাইলে অপত্যার্থে যে প্রত্যয় হয়, তাহার লুক্ হয়। 'দামকণ্ঠাঃ' দামকণ্ঠের বহু যুবা গোত্রাপত্য।

দামগ্রন্থি (পুং) মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি। (ভারত বিরাটপ° ৩১ অ°)

দামচন্দ্র (পুং) দ্রুপদ নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১৫৮ অ°)

দামজাতশ্রী (পুং) সুরাষ্ট্রের এক শাহরাজ।

[শাহ-রাজবংশ দেখ।]

দামড়া (দেশজ) ছিন্নমুষ্ক বৃষ, খাসী, বলদ।

দামন্ (ক্লী, স্ত্রী) দো খণ্ডনে দীয়তে ইতি দা-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৫) দোহনকালে পশ্বাদির পাদবন্ধন রজ্জু, ছাঁদন দড়ি। ২ মালা। ৩ রজ্জুমাত্র। ৪ যে দড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যায়।

দামনপর্ব্বন্ (ক্লী) দমনো দমনবৃক্ষস্তস্যেদমিত্যণ্ প্রত্যয়ে দামনং তদ্ভঞ্জনসম্বন্ধি পর্ব্ব যস্মিন্। ১ দমনভঞ্জন তিথি, চৈত্র শুক্লচতুর্দ্দশী। ২ চৈত্রমাসের শুক্লদ্বাদশী আদি করিয়া।

"সন্তীর্থেহর্কবিধুগ্রাসে তদ্দামনপর্ব্বণোঃ।" (নরসিংহপু°)

[দমনক দেখ।]

দামনি (পুং) দমনস্যাপত্য ইঞ্। ১ দমনের অপত্য। ২ আয়ুধজীবি সঙ্ঘভেদ।

দামনী (স্ত্রী) দামৈব প্রজ্ঞাদি° স্বার্থে অণ্ অন্নি নলোপঃ ঙীপ্। পশুবন্ধন-রজ্জু।

"দামনী দামসারৈশ্চ কেচিৎ কারাবলম্বিতিঃ।" (হরি° ৬৩ অ°)

দামনীয় (ত্রি) দামনি রাজন্যাদি° ছ। দমনের অপত্য।

দামন্যাদি (পুং) ছ প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিনি গণোক্ত গণভেদ। দামনি, ঔলপি, বৈজবাপি, ঔকদি, ঔদাক, আচ্যুতন্তি, শাকুন্তকি, আকিন্দন্তি, ঔড়বি, কাকদন্তকি, শাকুন্তপি, সার্ব্বসেনি, বিন্দু, বৈন্দবি, তুলভ, মৌঞ্জায়ন, কাকন্দি, সাবিত্রীপুত্র, এইগুলি দামন্যাদি। (পাণিনি)

দামলিপ্ত (ক্লী) তমোলিপ্তনগর, তমোলুক্। [তমোলুক্ দেখ।]

দামলিহ্ (পুং) দাম-লেঢ়ি লিহ-ক্বিপ্। দামলেহক।

দামা (স্ত্রী) দামন্-টাপ্। [দাম দেখ।]

দামাঞ্জন (ক্লী) দামাঞ্চলং পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য নঃ। অশ্বাদির পাদবন্ধন রজ্জু।

দামাঞ্চল (ক্লী) দাম্নঃ অঞ্চলমিব। অশ্বাদি পাদবন্ধন রজ্জু।

"সক্র সরোষপরিচারকবার্য্যমাণা
দামাঞ্চলস্খলিতলোলপদং তুরঙ্গাঃ।" (মাঘ ৫।৬১)

দামাদ (পারসী) জামাতা, দুহিতার পতি।

দামান (দেশজ) জাহাজ বা নৌকার যে দিক্ বায়ু আঘাত করে, তাহার প্রতিকূল দিক্।

দামামা (দেশজ) ১ হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধ যন্ত্র, ইহার অপর নাম দগড়া। ২ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডঙ্কা।

দামাশাহী (পারসী) করনির্ণয়। খণ স্থির।

দামিনী (স্ত্রী) দামা সুদামা নগঃ স একদেশত্বেন অস্ত্যস্য ইনি ঙীপ্। (সংজ্ঞায়াং মন্মাভ্যাং। পা ৫।২।১৩৭)।

সৌদামিনী, বিদ্যুৎ।

দামোদ (পুং) অথর্ব্ববেদের এক শাখা।

দামোদর (পুং) দাম বন্ধনসাধনং উদরে যস্য, বা দমাদি সাধনেন উদারা উৎকৃষ্টা মতির্যা তয়া গম্যতে ইতি দামোদরঃ। যশোদানন্দন কৃষ্ণ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ উদরে দাম বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলিয়া গোপীগণ তাহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান করিত। তদবধি তিনি জগতে দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। (হরিব° ৬৩ অ°)।

"দামানি লোকনামানি তানি যস্যোদরান্তরে।
তেন দামোদরো দেবঃ শ্রীধরস্তু রমাশ্রিতঃ॥"

(বিষ্ণুর সহস্রনামভাষ্যে শঙ্কর)

দামপদে লোক বুঝায়, এই সকল লোক যাহার উদরে

---

* রাজপুত-ইতিহাসলেখক কর্ণেল টড্ বা কয়েস্ এই জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই, এই জাতি মধ্যে এখন যে কিম্বদন্তী আছে, তদনুসারে লিখিত হইল।

তাহার নাম দামোদর। যাহার উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনিই দামোদর বলিয়া প্রসিদ্ধ। "দমাদ্দামোদরং বিদুঃ" (ভারত) বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম, অত্যন্ত দমসাধন জন্য দামোদর এই নামে খ্যাত। ২ অতীত অর্হৎ ভেদ। ৩ শালগ্রাম-মূর্ত্তিভেদ, ইহার লক্ষণ—

"স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মচক্রো ভবেত্তু সঃ।
চক্রে তু মধ্যদেশেঽস্ত পূজিতঃ সুখদঃ সদা।" (পদ্মপু°)

দামোদর শালগ্রাম স্থূল ও ইহার চক্র সূক্ষ্ম, এই শিলা মধ্যস্থের, সুখদ।

"দ্বিচক্রস্ফুটমত্যন্তং জ্ঞেয়ং দামোদরাভিধং।" (ব্রহ্মবৈ°)।

দুইটী চক্রযুক্ত ও স্থূল শালগ্রাম শিলার নাম দামোদর।

"বিশ্বক্সেনমতিস্থূলং লঘু দামোদরং স্মৃতং।" (মৎস্যসূক্ত)

মৎস্যসূক্তের মতে দামোদর লঘু।

"উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলং।
মধ্যে চ রেখালম্বৈকা স চ দামোদরঃ স্মৃতঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অনতিদীর্ঘ উপরি ও অধোদেশে দুইটী চক্র, মুখে বিল, অর্থাৎ গর্ত্ত ও মধ্যদেশে লম্বমান একটী রেখা থাকিলে তাহাকে দামোদর বলিয়া জানিতে হইবে।

[শালগ্রামশিলা ও নারায়ণ দেখ।]

দামোদর, ১ কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি কাশ্মীররাজ প্রথম গোনর্দ্দের পর রাজা হন। ইনি গান্ধার-রাজকন্যার স্বয়ম্বরে সেই কন্যাকে হরণ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্রে নিহত হন। ২ কাশ্মীরের আর একজন রাজা। ইনি মহারাজ অশোকের পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন। ইনি একজন ভক্ত শৈব ছিলেন, যক্ষাধিপতি কুবেরের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। ইঁহার আজ্ঞানুসারে যক্ষেরা একটী জলাভূমির উপর বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করেন। ইনি তদুপরি একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দামোদরসূদ রাখেন। ইনি ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা পূর্ণ না করায় তাহারা ইঁহাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইবার শাপ প্রদান করেন এবং পরে ইনি তাহাদিগকে প্রসন্ন করাইয়া এই বর পান, যে একদিনে সমগ্র রামায়ণ শুনিতে পারিলে শাপমুক্ত হইবেন। (রাজতর°)

দামোদর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয় জনের নাম বিখ্যাত।

১ মহানাটক-সঙ্কলয়িতা।

২ কাশ্মীরের একজন গ্রন্থকার। [দামোদরগুপ্ত দেখ।]

৩ পদ্যাবলী, সদুক্তিকর্ণামৃত ও ভোজপ্রবন্ধধৃত একজন মহাকবি।

৪ অভয়বাদরচয়িতা।

৫ পদ্মনাভের শিষ্য, ইনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভটতুল্য করণগ্রন্থ ও করণপ্রকাশটীকাপ্রণয়ন করেন।

৬ কংসবধ-নাটকরচয়িতা।

৭ লঘুকালনির্ণয় নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

৮ জাতকর্ম্মপদ্ধতি ও দামোদরপদ্ধতি নামে জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

৯ লীলাবতীর পাটীগণিতের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

১০ ভক্তিচন্দ্রিকাপ্রণেতা।

১১ মাধবযোগীর শিষ্য—ইনি 'মীমাংসানয়বিবেকালঙ্কার' রচনা করেন।

১২ বাণীভূষণ নামক ছন্দোগ্রন্থরচয়িতা। ইনি আপনাকে দীর্ঘঘোষবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

১৩ বিবেকদীপক নামে ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

১৪ একজন বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি বৈদ্যজীবন, ব্যাধ্যর্গল ও হরিবন্দন নামে বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫ শতপথীয়ানুবাকসংখ্যা ও হোত্রাবলোকপ্রণেতা।

১৬ শ্রাদ্ধপদ্ধতিরচয়িতা।

১৭ অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সঙ্কেতমঞ্জরী নাম্নী টীকাকার।

১৮ সময়সার নামক জ্যোতিষের এক টীকাকার।

১৯ লক্ষ্মীধরের পুত্র, সঙ্গীতদর্পণ-রচয়িতা।

২০ বিষ্ণুভট্টের পুত্র, আরোগ্যচিন্তামণি-প্রণেতা।

২১ ইষ্টিকাল রচয়িতা।

২২ জাত সংগ্রহকার।

২৩ সিদ্ধান্তহৃদয় নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

২৪ হোরাপ্রদীপরচয়িতা।

২৫ গঙ্গাধরের পুত্র, যন্ত্রচিন্তামণি নামে তান্ত্রিক গ্রন্থকার।

২৬ বিশ্বনাথের পুত্র, ভগবৎপ্রসাদচরিতরচয়িতা।

দামোদর, বাঙ্গালার এক প্রসিদ্ধ নদ। ছোট নাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ৩৫০ মাইল গমনের পর বিখ্যাত জলমারি (গাঙ্গদাড়া) (James and Mary sands) নামক চোরাবালির কিঞ্চিৎ উত্তরে কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলের অক্ষা° ২২° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৭´ ৩০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্ব্বে মধ্যভারতস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে দামোদর ও ইহার বহুসংখ্যক উপনদী প্রবাহিত হইয়াছে।

লোহারডাগা নগরের সন্নিকটে দামোদর নদের অববাহিকা শোণনদের অববাহিকা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। একদিকে জলরাশি পূর্ব্বদিকে আসিয়া দামোদরে পতিত হয়,

অপরদিকের জলরাশি উত্তরাভিমুখে বিহার প্রদেশস্থ সর্ব্ব প্রধান শোণ নদে গিয়া পতিত হয়। ইহার উৎপত্তি স্থান প্রায় অক্ষা° ২৩° ৩৫´ হইতে ২৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪০´ হইতে ৮৪° ৩৫´ পূঃ। দুইটী সরিৎযোগে এই নদ উৎপন্ন। তন্মধ্যে দক্ষিণস্থ সরিতের উৎপত্তি স্থান লোহার্ডাগাস্থ তোরি পরগণায় এবং উত্তরদিকের সরিৎটীর উৎপত্তিস্থান হাজারিবাগ জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে। এই দুইটী পার্ব্বত্য সরিৎ প্রায় ২৬ মাইল গমনের পর হাজারিবাগ জেলার পশ্চিমে মিলিত হইয়া ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে কুণার জমুন্না প্রভৃতি উত্তরস্থ উপনদীর সহিত মিলিত হইতে হইতে ঐ জেলার মধ্য দিয়া ৯৩ মাইল গমন করিয়াছে। তৎপরে মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বমুখেই বর্দ্ধমান জেলার প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানে দামোদরের সর্ব্বপ্রধান উপনদ বরাকর ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ইহার স্রোত দক্ষিণদিকে ঈষৎ বক্র হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ উপবিভাগ ও বাঁকুড়া জেলা উভয়ের মধ্যসীমা দিয়া বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই অভিমুখেই বর্দ্ধমান নগরের কিছু দক্ষিণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তৎপরে দামোদর ঠিক দক্ষিণাভিমুখে বর্দ্ধমান ও হুগলীজেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানের নিকট হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার স্রোতবেগ প্রখর, কত নদ নদী ইহাতে প্রবাহিত; এখানে ইহার বর্ষোপোচিত ভাব, গতি মৃদুল, অন্ত নদীর জল আসিয়া ইহাতে পড়া দূরে থাকুক সমতল ভূমে প্রবাহিত বলিয়া ইহার অনেক জল শাখা প্রশাখারূপে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কাণা নদী প্রধান। এই শাখা বর্দ্ধমান জেলার সলিমাবাদে উৎপন্ন হইয়া কুন্তী নদী নামে নওয়াসরাই গ্রামের নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দামোদরের প্রধান স্রোত কলিকাতার অনেক উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইত। এখন ঐ স্রোত হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যে সামান্ত স্রোত আছে, লোকে তাহাকে 'কাণসোণার খাল' বলে।

ভারতবর্ষের অন্যান্ত নদীর ন্তায় দামোদর নদেরও গতি প্রথমে প্রখর ও শেষে অতি মন্দ। ইহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০২৭ ফিট্ উচ্চ। ঐ উচ্চস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এই নদ হাজারিবাগ জেলায় প্রতি মাইলে প্রায় ৮ ফিট্ নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ৯৩ মাইল মাত্র আসিতে ৭৪৪ ফিট্ নিম্নে উপনীত হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৫০ মাইল পথে ইহার সর্ব্বশুদ্ধ অবনতি কেবল ৫৮২ ফিট্ মাত্র। এইরূপে প্রথমে ভীষণবেগে প্রবাহিত হওয়াতে মৃত্তিকারাশি স্রোত-যোগে নীত হয় এবং শেষে স্রোতবেগ মন্দীভূত হইলে পঙ্করূপে সমতলে পতিত ও সঞ্চিত হয়।

মানভূম জেলাতেও দামোদরের বেগ বড় কম নহে। বর্দ্ধমান জেলায় ঐ বেগ অনেক কমিয়া গিয়াছে, এজন্ত প্রায়ই তথায় বৃহৎ বৃহৎ বালির চড়া পড়িয়া থাকে। বর্দ্ধমানের দক্ষিণে এবং হুগলী জেলায় ইহার গতি মন্দ, সুতরাং ভূরি পরিমাণে স্রোতানীত মৃত্তিকারাশি এই প্রদেশে এবং পলতার অপরদিকে ভাগীরথীর সহিত সঙ্গমস্থলে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। আবার এই সঙ্গমস্থানের কয়েক মাইল দক্ষিণেই রূপনারায়ণ (দ্বারিকেশ্বর) নদীর সঙ্গম। সুতরাং ভাগীরথীর স্রোত প্রতিহত হওয়াতে এই স্থানে বিস্তর চড়া পড়িতে থাকে, সুতরাং যানাদি যাতায়াতের বিশেষ বিপদাশঙ্কা উৎপাদন করে। পূর্ব্বে যখন দামোদর কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিশিত, তখন সমস্ত জলরাশি প্রবাহিত হইয়া নদী মোহানা পরিষ্কার থাকিত, চড়া পড়িয়া বন্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল না। গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীকূলে জলপথে বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে।

মোহানা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দামোদরে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাকালে রাণীগঞ্জের উপর পর্য্যন্ত বড় বড় নৌকা যাইতে পারে। অন্ত সময়ে হুগলীর আমতা পর্য্যন্ত নৌকাদি যায়। পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ হইতে বিস্তর নৌকা পাথরিয়া কয়লা বোঝাই লইয়া হাবড়ার অন্তর্গত মহেশরেখায় যাইত। তথা হইতে ঐ সকল কয়লা উলুবেড়িয়া খাল ও ভাগীরথী দিয়া কলিকাতায় আসিত। এখন রেল হইয়া কয়লা রপ্তানীর সহজ উপায় হইয়াছে।

দামোদরের হঠাৎ বন্ধা বড় ভয়ানক। ইহাকে দেশের লোকে হড়্‌কা বাণ বলে। বহুসংখ্যক গ্রাম, শস্তক্ষেত্র, মনুষ্য ও গবাদি ঐ বন্তা দ্বারা একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ঐ রূপ এক বন্তায় বর্দ্ধমান নগর প্রায় বিধ্বস্ত এবং নদীতীরে বাঁধ ভাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরিণামে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮২৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেও ঐরূপ বন্তায় বিস্তীর্ণ জনপদের গৃহ, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু কীটাদি একবারে ভাসিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শত শত ভগ্নগৃহ, বৃক্ষাদি, মৃত মনুষ্য, পশ্বাদির দেহ, গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি ঐ বন্তায় ভাসিয়া যায়। কৃষকদিগের জমির আলি প্রভৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। তজ্জন্ত বহুকাল পর্য্যন্ত সীমানির্দ্ধারণ লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। এই সকল বন্তায়

পর বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়া অনেক দূর রেল পথ স্থাপিত হওয়ায় লাইন রক্ষার জন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের যত্ন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট বাঁধ রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবার পর আর দুর্ঘটনা ঘটে নাই। নদীর উত্তরদিক্ এখন একরূপ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত জল একদিকে প্রবাহিত হওয়াতে দক্ষিণদিকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই দক্ষিণদিকের উর্ব্বর শস্তপূর্ণ জনপদে বন্তা বারা সমূহ ক্ষতি উৎপন্ন হয়।

সদরস্থল হইতে অনতিদূরে দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৮ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি সময়ে সময়ে ৮ হইতে ১৮ ফিট্ গভীর বন্তা জলে ডুবিয়া যায়।

দামোদর আচার্য্য, একজন বিখ্যাত উপনিষভাষ্যকার। ইহার রচিত ঐতরেয়, কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্য পাওয়া যায়।

দামোদরগার্গ্য, একজন বৈদিক পণ্ডিত। ইনি পারস্করানুসারিণী প্রয়োগপদ্ধতি রচনা করেন। ইনি কর্ক, বিষ্ণু, গদাধর ও হরিহরের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দামোদর গুপ্ত, কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি শম্ভলীমত বা কুট্টনীমত নামে কাব্য রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীতে ইনি জয়াপীড়কবি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। জয়াপীড় ৭৭৯ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন।

দামোদরঠক্কুর, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। সংগ্রামশাহের রাজত্বকালে 'দিব্যনির্ণয়' রচনা করেন। দানময়ূখে অনেক স্থানে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দামোদরত্রিপাঠী, বালকরতন্ত্র ও যন্ত্রচিন্তামণিরচয়িতা।

দামোরদৈবজ্ঞ, সভাবিনোদ ও ষট্পঞ্চাশিকা-টীকাকার। কেশবের জাতকপদ্ধতিতে শেষোক্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

দামোদরপণ্ডিত, কীর্ত্তিচন্দ্রোদয় নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইনি অক্‌বরের সময়েচূড়মল্লের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন।

দামোদরভট্ট, ১ জগন্নাথানন্দের শিষ্য ও মৌনভট্টের পুত্র; ইনি তর্করত্নাকরসেতু ও মুমুক্ষুসর্ব্বস্ব রচনা করেন। ২ মাংসবিবেকরচয়িতা।

দামোদরমিশ্র, কর্ণপুররাজ হেমন্তসিংহের সভাপণ্ডিত। ইনি কিরাতার্জ্জুনীয়ের গৌরবদীপনী নামে এক টীকা রচনা করেন।

দামোষ্ণীষ (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (ভারত সভা° ৪ অ°)

দামোহ, ১ মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীন জব্বলপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। এই জেলা ২২° ১০´ হইতে ২৩° ৩০´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৯° ৫´ হইতে ৮০° পূঃ দ্রাঘি° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে বুন্দেলখণ্ড, পূর্ব্বে জব্বলপুর, দক্ষিণে নরসিংহপুর এবং পশ্চিমে সাগর। পরিমাণ ফল ২৭৯৯ বর্গমাইল। প্রধান নগর দামোহ এই নগরই শাসনবিভাগের সদর। এই জেলার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত, তজ্জন্ত সীমা নির্দ্ধারণে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে। দক্ষিণদিকে বালুকা-প্রস্তরময় উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, শাখাপ্রশাখা বিস্তর। নরসিংহপুর ও জব্বলপুর জেলা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে; পূর্ব্বদিকে ভোঁদলা পাহাড় ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া অবশেষে ভাঁড়ের পর্ব্বতে মিশিয়াছে। পশ্চিমদিকে বিন্ধ্যাচলশ্রেণী সীমান্ত প্রদেশের বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। অধিক উচ্চ না হইলেও এই পর্ব্বতশ্রেণীই জেলার মধ্যে পরম রমণীয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্যক্ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নাতি-উচ্চ গভীর জঙ্গলপরিপূর্ণ পর্ব্বতের উপত্যকাভূমি বিরাজমান। এই সকল উপত্যকার কতক অংশ সাগর জেলার অন্তর্গত। এইরূপে তিনদিকে পর্ব্বতশ্রেণীবেষ্টিত দামোহ জেলার মালভূমি উত্তরদিকে ক্রমনিম্ন হইয়া চলিয়াছে; অবশেষে উত্তর সীমার ভূভাগ সহসা অবনত হওয়ায় তাহার উপর দিয়া বুন্দেলখণ্ডের সুদূর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রান্তে পার্ব্বত্য বন্ধুরভূমি ব্যতীত জেলার অধিকাংশ সমতল ও উর্ব্বর, কেবল স্থানে স্থানে দুই একটা ছত্রভঙ্গ পাহাড় আছে। জেলার মধ্যভাগই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ভূভাগের মৃদুপ্রবণতা হেতু জলনিকাশের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ পর্ব্বত সকলের সচ্ছিদ্রতা নিবন্ধন ভূরি পরিমাণে বৃষ্টিবারি সঞ্চিত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ উৎসরূপে বাহির হইয়া অধিবাসীগণের অশেষ হিতসাধন করে। জেলার সমস্ত নদী দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত; তন্মধ্যে প্রধান সোনার ও বৈয়মা নদীদ্বয় বিয়াস, কোপ্রা, গুরাইয়া প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিশিতে মিশিতে প্রবলবেগে উত্তর সীমায় উপনীত হইয়াছে। এই স্থানে সোনার পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া বৈরমার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তৎপরে ঐ মিলিত নদী দামোহ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে কেন নদীর সহিত মিলিয়া অবশেষে যমুনায় পতিত হইয়াছে। নদী হইতে শস্তক্ষেত্রাদিতে জলসেচনের সুবিধা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান দামোহ এবং সাগর জেলা মহোবা নগরের চন্দেল্ল রাজগণের অধীন বাজিরী নগরস্থ প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হইত। কয়েকটী প্রাচীন মন্দিরের

ভগ্নাবশেষ ব্যতীত চন্দেল্ল রাজগণের আর কোন কীর্ত্তি এখন বিদ্যমান নাই। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দেল্লরাজগণের অধঃপতন হইলে বুন্দেলখণ্ডের খাতোলা-বাসী গোণ্ডগণ ইহার অধিকাংশ অধিকার করে, পরে প্রায় ১৫০০ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত বুন্দেলারাজ বীরবর বড়সিংহ দেব গোণ্ডদিগকে পরাস্ত করিয়া দামোহ অধিকার করেন। ইহার পর দামোহ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এখনও তথায় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প এবং অবস্থাও দুঃস্থ-ভাবাপন্ন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থানকালে যেমন মুসলমান প্রতাপ খর্ব্ব হইতে লাগিল, অমনি পান্নাবাসী মহাবীর রাজা ছত্রশাল দামোহ ও সাগর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহারই সময়ে হট্টা দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে ফরক্কাবাদের নবাব দামোহ আক্রমণ করেন; রাজা ছত্রশাল তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য পেশবার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সাহায্যের প্রতিদান হেতু ছত্রশাল নিজ রাজ্য তিন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দুই ভাগ নিজ দুই পুত্রকে ও এক অংশ পেশবাকে অর্পণ করেন। বর্ত্তমান দামোহ জেলা ঐ তিন অংশেই অল্পাধিক পড়িয়াছিল। যাহা হউক, মহারাষ্ট্রীয়গণ শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল।

তদবধি দামোহ জেলা সাগরস্থ মরাঠাশাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। মরাঠাদিগের দৌরাত্ম্যে ইহার অনেক স্থান অরণ্যে পরিণত হয়। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দামোহ ইংরাজ-দিগকে অর্পিত হয়। তদবধি ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ত্রিশ-সনি পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইতেছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের সংখ্যা প্রায় ⅛ অংশ। অন্যান্য হিন্দুজাতীয়ের মধ্যে কুর্ম্মিগণই উৎকৃষ্ট কৃষক। ইহারা শিষ্ট এবং রাজভক্ত। অপরাপর কৃষিজীবি-গণের মধ্যে লোধিগণ প্রধান, ইহারা কৃষিকার্য্যে কুর্ম্মিদিগের অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু ইহারা বড়ই দুর্দ্দান্ত, প্রতিহিংসা-প্রিয় এবং সহজেই যে কোন বিপ্লবে যোগদান করে। ইহাদের সংখ্যা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। ইহারা উৎকৃষ্ট সৈন্য হইবার উপযুক্ত। অবশিষ্ট জাতির মধ্যে গোণ্ড, কাছি, চামার, ধীমার, চণ্ডাল প্রভৃতি অধিক। মুসলমানদিগের সংখ্যা অত্যল্প, ইহারা প্রায় সকলেই সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই জেলার দামোহ ও হট্টা কেবল এই দুইটী মাত্র সহরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে দামোহ জেলার সমগ্র ২৭৯৯ বর্গ মাইল ভূমির মধ্যে কেবলমাত্র ৮১০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে কৃষিকার্য্য হইয়াছিল, ঐ বর্ষেই ৬৮৪ বর্গমাইল কৃষি-কার্য্যোপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গোধূম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য শস্যের মধ্যে তণ্ডুল ও সর্ষপাদিমাল উল্লেখযোগ্য। কার্পাস সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রধান কৃষক কুর্ম্মিগণ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদী হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। ইহারা কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ক্ষেত্রে গিয়া কাজ করে, এবং ইহাই ইহাদের উন্নতির মূলকারণ। কুর্ম্মিগণ শান্তি-প্রিয় ও রাজভক্ত এবং বিষম দায়ে না ঠেকিলে কদাচ পৈতৃক ভূসম্পত্তি বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করে না। কুর্ম্মিদিগের পরই লোধিগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ পটু। ইহারা প্রায় তিন শতবর্ষ পূর্ব্বে এই জেলায় আসিয়া বাস করে। গোণ্ড-গণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে হীনভাবে চাষ বাস করিয়া থাকে এবং অনেকে নিম্নে আসিয়া কুর্ম্মি ও লোধিদিগের শস্যক্ষেত্রে মজুরি করে।

জেলার অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানতঃ কুণ্ডলপুর ও বন্দকপুরের দুইটী মেলাতেই হইয়া থাকে। কুণ্ডলপুরের মেলা চৈত্রমাসে হোলীপর্ব্বের পরই আরম্ভ হয় এবং দুইপক্ষকাল থাকে। কুণ্ডলপুরে নেমিনাথের মন্দির নিকটে এই মেলা হয়; বহু সংখ্যক জৈন সমবেত হইয়া নেমিনাথের উপাসনা করে এবং সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে। এই মীমাংসাকালে অনেকের অর্থদণ্ড হয়, ঐ অর্থ মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বন্দকপুরের মেলা মাঘ ও ফাল্গুন মাসে বসন্তপঞ্চমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে হইয়া থাকে। ঐ সময়ে নানা দিগ্দেশ হইতে ভক্তগণ মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য যাগেশ্বর মহাদেবের নিকট মানত শুধিতে আইসে এবং গঙ্গা ও নর্ম্মদা হইতে জল আনিয়া মহাদেবের মাথায় ঢালিয়া থাকে। এইরূপ পূজায় মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১২০০০৲ টাকা হয়। দামোহনিবাসী মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নাগজী-বল্লালের পিতা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি এক রাত্রি স্বপ্নে ভূগর্ভে প্রোথিত ঐ শিবলিঙ্গের বিষয় অবগত হন এবং স্বপ্নাদেশক্রমে ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মিত হইলে মহাদেব আপনিই ভূমি বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হন। তদবধি এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল। এখন প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী সমাগত হয়। বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী সওদাগর প্রভৃতি এই মেলায় আসিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া থাকে। নানাবিধ বস্ত্র, বাসন, খেলনা

প্রভৃতিই জেলার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্ব্বদিক্ হইতে বহু পরিমাণে বিলাতি ও দেশীয় বস্ত্র, তামাক, পাণ, সুপারি, নারিকেল, নানাবিধ মসলা, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং ধাতু-নির্ম্মিত নানাবিধ বাসন এই জেলায় আমদানী হয়। পশ্চিমে রাজপুতানা হইতে লবণও আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যজাত জেলার মধ্যে অল্পই ব্যয়িত হয়, অধিকাংশই জেলার মধ্য দিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় জন্য নীত হইয়া থাকে। রপ্তানীর মধ্যে গোধূম, ছোলা, তণ্ডুল, ঘৃত, কার্পাস, মোটা কাপড় ও পশুচর্ম্ম প্রধান।

সাগর হইতে জব্বলপুরের রাজপথ, সাগর হইতে জোকাই পর্য্যন্ত রাস্তা, হট্টা দিয়া নাগোদ পর্য্যন্ত রাস্তা এবং আর একটী রাস্তা দামোহ দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন বঞ্জারাগণ লবণবাহী বলদের পাল লইয়া আর দুইটী পথে এই জেলায় গমনাগমন করে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দামোহ মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক্ জেলারূপে পরিগণিত হয়। একজন যুরোপীয় ডেপুটী কমিসনার একজন সহকারী কমিসনার ও তহসীলদার সাহায্যে ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন করেন।

দামোহ জেলার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী ভূভাগ এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অল্প। শীতকালে প্রায় সামান্য বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির পরই তুহিনপাতাদি ঘটিয়া থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৬ ইঞ্চ।

জেলার মধ্যে মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহুসংখ্যক অধিবাসীকে গ্রাস করে। টীকাদিবার প্রথা হইয়া বসন্তের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। চক্ষু উঠা বিরল নহে।

উপরোক্ত দামোহ জেলার একটী সবডিভিজন বা তহসীল। পরিমাণ ফল ১৭৯২ বর্গমাইল। সদর সমেত ইহাতে মোট ৪টী দেওয়ানি ও ৭টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ উপরোক্ত দামোহ জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৩° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৯´৩০´´ পূঃ। সাগর হইতে জব্বলপুরের উচ্চ রাজপথ এবং সাগর হইতে জোকাই দিয়া আলাহাবাদ পর্য্যন্ত রাজপথ এই নগর দিয়া গিয়াছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১৭৫৩। নগরের ভিত্তি বালুকাপ্রস্তরের উপর স্থাপিত, এজন্য বৃষ্টিবারি পুষ্করিণীতে সহজে সঞ্চিত থাকে না, কূপাদির সংখ্যাও বেশী নহে। ফুটেরাতাল নামে একটী বৃহৎ সুন্দর পুষ্করিণী আছে, তথাপি বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রচুর নহে। নিকটস্থ পর্ব্বত সকল হইতে তাপ-বিকীরণ জন্য দামোহ নগরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। এই নগরে উল্লেখযোগ্য মন্দিরাদি নাই। কয়েকটী প্রাচীন হিন্দু দেব মন্দির ছিল, মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ঐ দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে।

দাম্পত্য (ক্লী) দম্পত্যোরিদং পত্যন্তত্বাৎ যক্। ১ দম্পতি সম্বন্ধী অগ্নিহোত্রাদি। ২ দম্পতিদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা।

"বিত্তাকামস্তু গিরিশং দম্পত্যার্থমুমাং সতীং।" (ভাগ° ২।৩।৮)

দাম্পত্যপ্রণয় (পুং) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের প্রণয়, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর অনুরাগ।

দামাল (দেশজ) অস্থিরচিত্ত। দামাল। এই শব্দ অবোধ শিশুর প্রতি প্রয়োগ করা হয়। যথা, দামাল ছেলে।

দাম্ভিক (পুং স্ত্রী) দম্ভেন চরতীতি দম্ভ-ঠক্। (চরতি। পা ৪।৪।৮) দম্ভযুক্ত, অহঙ্কৃত, কপটী, প্রবঞ্চক, কীর্ত্তি প্রভৃতি খ্যাপনের নিমিত্ত ধর্ম্মচারী বৈড়ালব্রতী।

"পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী।" (মনু ৩।১৫৯)

দায় (পুং) দা-দানে ঘঞ্, ততো যুক্ (আতো যুক্চিণ্-কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ যৌতুকাদি দেয় ধন। কন্যাদানকালে জামাতাকে ব্রতভিক্ষা দিতে ব্রাহ্মণাদিগকে যে ধন দেওয়া হয়।

"দায়স্তু ত্রিবিধং তস্মৈ শৃণু মে গদতো মম।
যজ্ঞার্থং রাজভির্দত্তং মহান্তং ধনসঞ্চয়ং॥" (ভারত ২।৫১।১)

২ হরণ, বিভাগার্হ পিত্রাদি ধন। [দায়ভাগ দেখ।] দীঙ্ ক্ষয়ে ভাবে ঘঞ্। ৩ লয়। দো-খণ্ডনে ঘঞ্। ৪ খণ্ডন। ৫ দেয় ধনাদি। ৬ দীয়মান ধন। ৭ দান।

"অস্বামিনা কৃতো যস্তু দায়ো বিক্রয় এব বা।
অকৃতঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ব্যবহারে যথা স্থিতিঃ॥" (মনু ৮।১৯৯)

৮ দাতা।

দায়ক (ত্রি) দদাতীতি দা-ণ্বুল্। ১ দাতা।

"তাবতাং গোসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি দায়কঃ।"
(ভারত ৩।১৯৩।৩৩)

দো খণ্ডনে ণ্বুল্। ২ খণ্ডক। দায়েন ধনেন কায়তি কৈ-ক। ৩ দায়াদ।

দায়বন্ধু (পুং) দায়ে বন্ধুঃ। ভ্রাতা।

দায়ভাগ (পুং) দায়স্য ভাগঃ বা দায়স্য সম্বন্ধিভির্ভাগো যত্র। ধনবিভাগ, পৈতৃক ধনবিভাগ, অষ্টাদশ বিবাদান্তর্গত বিবাদ পদভেদ, সম্বন্ধিমাত্রে সম্বন্ধিধন বিভাগ।

বঙ্গদেশে জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ বিশেষ আদৃত। এই গ্রন্থ ধর্ম্মরত্নের একভাগ। জীমূতবাহন এক এক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক, বিশেষ বিবেচনা ও যথাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন

পূর্ব্বক পরমত খণ্ডন করিয়া স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে এতদ্দেশে দায়নিবন্ধন আর যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সকলই জীমূতবাহনের অনুগামী হইয়াছে, সকলেই স্বমতের প্রামাণিকতা ও পোষকতা নিমিত্ত তাঁহার মত স্মরণ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে তাহার বাক্য অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। দায়ভাগের সঙ্গে দায়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কৃত দায়ভাগটীকা ও দায়ক্রমসংগ্রহ বিশেষ মান্য। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন কৃত দায়তত্ত্ব নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও বিশেষ উপকারী। ইহাতে প্রায় সকল বিষয়, জীমূতবাহনের মতানুমত তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কোন কোন বিষয়ে রঘুনন্দন দায়ভাগ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে দায়ভাগের ত্রুটি পূরণ করিয়াছেন। দায়ক্রম-সংগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মূলগ্রন্থ, এই গ্রন্থ দায়ভাগের সুসংগ্রহ এবং ইহার মত দায়ভাগটীকার অনুরূপ।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি কৃত দায়রহস্য বা স্মৃতিরত্নাবলী বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে আদৃত ছিল, কিন্তু কোন বিষয়ে তাহার মত জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মত হইতে ভিন্ন, কিন্তু কোন আবশ্যক বিষয়ে তাহাদের ব্যবস্থাপিত মত সন্দেহজনক স্থলে দায়ভাগের বিরুদ্ধে চলে না।

দায়ভাগের কতিপয় টীকা আছে, তাহার মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি কৃত টীকা অতিশয় প্রাচীন, এই টীকার অনেকস্থল শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, খণ্ডিত ও সংশোধিত হইলেও ইহা একখানি উত্তম টীকা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অচ্যুত চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন দায়ভাগের এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকায় তিনি অনেকস্থলে চূড়ামণির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইনি শ্রাদ্ধবিবেকেরও এক টীকা প্রণয়ন করেন। অচ্যুত ও চূড়ামণির পরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য আর এক টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বা প্রায় তৎসমকালীন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকা বিশেষরূপ আদৃত ও বিখ্যাত। এই টীকা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের পরেই প্রামাণ্য। রঘুনন্দন নামে আর একজন পণ্ডিত দায়ভাগের এক টীকা প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ এই রঘুনন্দনকে স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তা রঘুনন্দন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এরূপ অকর্ম্মণ্য টীকা লিখিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কোন পণ্ডিত এই টীকা বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া রঘুনন্দনের নামে প্রচার করিয়াছিলেন। দায়রহস্যকর্ত্তা রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি একখানি টীকা করিয়াছেন। কাশীরাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন পণ্ডিত দায়তত্ত্বের এক টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকায় অনেকস্থল দায়ভাগটীকার সহিত প্রায় একমত।

দায়শাস্ত্রের মত পরস্পর ভিন্ন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধকারীদিগের মত প্রচলিত। গৌড় অর্থাৎ বঙ্গদেশে ধর্ম্মরত্ন অর্থাৎ দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণিকৃত দায়ভাগটীকা, স্মৃতিতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব এই সকল গ্রন্থ বিশেষ আদৃত এবং ইহাদের মতানুসারে বঙ্গদেশে দায়বিষয়ক সকল বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। মিথিলা অঞ্চলে মিতাক্ষরা, বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, দ্বৈতপরিশিষ্ট, বিবাদচন্দ্র, স্মৃতিসারসমুচ্চয় ও মদনপারিজাত প্রভৃতির মত প্রচলিত।

কাশীপ্রদেশে মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, মাধবীয়, বিবাদতাণ্ডব ও নির্ণয়সিন্ধু এই সকল গ্রন্থের মত প্রচলিত।

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে মিতাক্ষরা, ময়ূখ, নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, স্মৃতিকৌস্তুভ ও মাধবীয় ইহাদের মত চলিত।

দ্রাবিড় প্রদেশের দ্রাবিড় ও কর্ণাটকভাগে মিতাক্ষরা, মাধবীয় ও সরস্বতীবিলাস এবং অন্ধ্রভাগে মিতাক্ষরা, মাধবীয়, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও সরস্বতীবিলাসের মত প্রচলিত।

মিতাক্ষরা গ্রন্থ কাশী প্রদেশে প্রচলিত মতের সংস্থাপক এবং অন্যান্য নিবন্ধ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে প্রামাণ্য। কাশীপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত মিতাক্ষরা আদৃত এবং এই গ্রন্থ প্রধান নিবন্ধ বলিয়া গণ্য ও বিশেষ মান্য। এই দেশে প্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থনিচয় সকল বিষয়েই প্রায় মিতাক্ষরার অনুগত এবং ঐ সকল গ্রন্থে মিতাক্ষরার উক্তি প্রমাণস্বরূপ ধৃত হইয়াছে। কেবল কোন কোন স্থলে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা বিরুদ্ধ মত লিখিত হইয়াছে, ইহা মিতাক্ষরার দোষ ধরিবার জন্য বা উহার মত খণ্ডন করিবার জন্য নহে—তৎপ্রতি সম্মানপূর্ব্বক স্বমত ব্যক্ত করিবার জন্য এইরূপ ভাবে লিখিত। এইরূপ মতসমূহের বিশেষ মতের ব্যবহার ও তত্তৎ মত-প্রকাশক গ্রন্থের বিশেষ আদর করায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কাশী হইতে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কাশীপ্রদেশে পরাশরমাধব, ব্যবহারমাধব, মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়, বীরেশ্বর ভট্ট ও বালমভট্ট প্রণীত মিতাক্ষরা টীকাদ্বয় এবং কমলাকর কৃত বিবাদতাণ্ডব প্রভৃতি

মিতাক্ষরার সহিত বিশেষ আদৃত ও ব্যবহৃত। ঐ প্রদেশে ঐ সকল পুস্তকের মতানুসারে দায়বিভাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের শাসনাধীন হওয়াবধি সংস্কৃতে তিনখানি নিবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রথমে বিবাদার্ণব-সেতু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুজ্ঞাক্রমে বিরচিত হয়। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় আর দুইখানি বিরচিত হয়, তন্মধ্যে বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুই-খানি। ইহার প্রথমখানি মিথিলাবাসী স্মার্ত্ত সর্ব্বোরু ত্রিবেদী কর্ত্তৃক লিখিত, দ্বিতীয়খানি ত্রিবেণীনিবাসী জগন্নাথ-তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই সর্ উইলিয়ম জোন্স সাহেবের আদেশ ও উপদেশানুসারে রচিত হইয়াছে।

দায়বিভাগের বিষয় দায়ভাগে এইরূপ লিখিত আছে, পুত্র সকল পিতৃধনের যে বিভাগ করেন, তাহার নাম দায় ভাগ, এই বিভাগ ব্যাপার যে ধনে হইয়া থাকে, সেই ধনকে ঋষিরা বিবাদপদ বলিয়াছেন, অর্থাৎ এই ধন লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়।

"বিভাগোঽর্থস্য পিত্র্যস্য পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে।
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ॥" (দায়ভাগ)

পিতৃ হইতে আগত ধনের নাম পিত্র্যধন, পিতার মরণোত্তর সেই পিত্র্যধনকে পুত্রস্বত্বক বলা যায়। পিত্র্য ও পুত্র এই দুইটী পদ উপলক্ষ মাত্র, ইহা দ্বারা সম্পর্কীয় সমস্ত অধিকারীকে বুঝায়। কেননা সম্পর্ক মাত্রেই সমস্ত সম্পর্কীয়ের ধনবিভাগেও দায়ভাগপদ প্রয়োগ আছে। এইজন্য দায়ভাগ বিবাদপদ উপক্রম করিয়া মাতৃপ্রভৃতিরও ধন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'দীয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা দায়শব্দো দদাতি প্রয়োগশ্চ গৌণঃ।' দান করে যাহা এই ব্যুৎপত্তিতে দায় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু মৃতাদি ধনে তাহা ঘটে না, সুতরাং দাধাতু প্রয়োগ গৌণ, লক্ষণা শক্তি দ্বারা যেমন দানাধীন স্বত্বনাশ ও পরস্বত্বোৎপত্তি জন্মে, তেমনি মরিলে বা পতিত হইলে কিংবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তদ্ধনে তাহার স্বত্ব নিবৃত্তি হইয়া পুত্রাদির স্বত্ব জন্মে।

পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনাশ হইলে পর তৎসম্বন্ধাধীন যে দ্রব্যে স্বত্ব হয়, সেই ধনে দায় শব্দটী প্রসিদ্ধ। প্রথমে দায় নিরূপণ করিয়া তাহার বিভাগ নিরূপণ করা প্রয়োজন। প্রথম দেখা উচিত, দায়ের বিভাগ, কি অবয়বের বিভাগ, কিংবা দায়ের সহিত বিভাগ, এই সকল পক্ষের কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ, প্রথম পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না, কেন না তাহা হইলে দায় বিনাশ পায়, দ্বিতীয় পক্ষও ঘটে না, সংযুক্ত দ্রব্যে ও ইহা আমার নহে, ইহা আমার ভ্রাতার বিভক্ত ধন, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্বন্ধের বিশেষ নাই এইরূপ সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিলে পর ঐ স্বত্বের দ্রব্য বিশেষে যে ব্যবস্থাপন তাহার নাম বিভাগ, ইহাও বলিতে পার না। এক সম্বন্ধ একের সামুদায়িক স্বত্ব জন্মাইয়া দিতে গেলে আর এক তুল্যবলসম্বন্ধ তাহার প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং তাহা না পারিয়া একৈক অংশ স্বত্ব জন্মিয়া দেয়, পরে বিভাগই তাহার ব্যঞ্জক জানিবে। আর সমগ্র পিতৃ-ধনে সকল পুত্রের সামুদায়িক স্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ-কল্পনায় কেবল গৌরব মাত্র।

ভূমি, সুবর্ণ প্রভৃতি ধনে একদেশোপাত্ত অর্থাৎ তত্ত-দংশে উৎপন্ন স্বত্বের এই দ্রব্য অমুকের, ইহা অমুকের নহে, এইরূপ অবধারণ অবিভক্তাবস্থায় না থাকায় বৈশে-ষিক ব্যবহারের অনুপযুক্ততা বিধায় থাকা না থাকায় তুল্য। আংশিক স্বত্বের গুটিকাপাতাদি দ্বারা যে ব্যক্তীকরণ, তাহাকে বিভাগ বলা যায় অথবা বিভাগ শব্দের যৌগিক অর্থ এই যে বিশেষরূপে ভাগ অর্থাৎ স্বত্ব জ্ঞাপন, ইহার নাম বিভাগ।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা ধনবিভাগ করিয়া লইবে, এই কথা বলায় বিভাগের পূর্ব্বে তাহাতে তাহাদের স্বত্ব নাই বোধ হয়, এবং বিভাগকেও স্বত্বের কারণ বলা যায় না। কারণ উদাসীন ব্যক্তি, অসম্পর্কীয়ের ধন, গুটিকাপাতাদি দ্বারা বিভাগ করিয়া লইলে স্বত্ববান্ হইতে পারে, তাহাও অসঙ্গত, এইজন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, পিত্রাদির মৃত্যুর পরই এই ধন আমাদের এইরূপ পুত্রগণ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং একপুত্রাদি স্থলে বিনা বিভাগই স্বত্ব হইয়া থাকে, তখন পিত্রাদির মরণই পুত্র প্রভৃতির স্বত্বের প্রতি কারণ, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ অসঙ্গতি ঘটে না।

পূর্ব্বস্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎ-স্বত্বের প্রতি কারণ। জীবন পদে সন্তানের গর্ভস্থাবস্থাও বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ট হওয়া অপেক্ষা থাকে। উপার্জ্জকের উপার্জ্জন ব্যাপারকে অর্জ্জন বলে, এই অর্জ্জন দ্বারা যে উপার্জ্জিত ধনের স্বামী হয়, তাহার নাম অর্জ্জক, এজন্য উত্তরাধিকারিতা স্থলে পুত্রের জন্মই অর্জ্জন পদবাচ্য, ইহাতে পিতার জীবদ্দশাতেই পুত্রের পিতৃধনে স্বত্ব হউক না কেন, ইহা বলিলে পিত্রাদির মরণাপেক্ষা নাই। এইজন্য কোন কোন গ্রন্থে কথিত হই-য়াছে, জন্মই অর্জ্জন, যেরূপ পিতৃধন পুত্রের, ইহা বলিলে মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মে। মনু বলিয়াছেন, পিতা ও মাতার মরণান্তর পুত্রেরা একত্র হইয়া

পৈতৃকধন সমান করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন, পিতা-মাতার জীবদ্দশায় পুত্রেরা বিভাগ করিতে পারে না। পিতা-মাতা জীবিত থাকিতে পুত্রগণের বিভাগ হয় না। পত্নী, পুত্র ও ক্রীতদাস এই তিনজন অধন বলিয়া উক্ত আছে। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহারই সেই ধন হয়। সিদ্ধান্ত হইল যে পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে পুত্রগণের স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্তু লোকান্তরগত হইলে স্বামিত্ব হয়। মৃত্যুপদে কেবল মরণমাত্র বিবক্ষিত নহে, কিন্তু পতিতত্ব প্রব্রজিতত্বাদির বোধক, যেহেতু স্বত্ব বিনাশক রূপে কি মরণ, কি পাতিত্য, কি সন্ন্যাস সকলই সমান। নারদ বচনানুসারে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে ও ভগিনী সকল পাত্রসাৎ করা হইলে পর, পিতা পতিত হইলে বা গৃহস্থাশ্রম রহিত হইলে অথবা একেবারে বিষয় বিরক্ত হইলে পর পুত্রেরা পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে। তন্মধ্যে পতিতের সর্ব্বস্ব দানাদি প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রে বিহিত থাকায় প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পিতার পাতিত্যই স্বত্ববিনাশক। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্তি থাকিলে স্বত্ব নাশ হইবে না।

"মাতুর্নিবৃত্তে রজসি দত্তাসু ভগিনীষু চ।
বিনষ্টে বাপশরণে পিতর্য্যুপরতস্পৃহে॥" (দায়ভাগ)

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠই সর্ব্বধনাধিকারী হইবে, অন্যেরা অধিকারী নহে, এরূপ ব্যবস্থা না হইবার কারণ কি? যেহেতু মনু বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন পাইবে, অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ পিতৃবৎ সেই জ্যেষ্ঠের অনুজীবী হইবে।

"জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহ্লীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা॥" (দায়ভাগ)

এই বচনের জ্যেষ্ঠপদে পিতার পুন্নাম-নরকনিবর্ত্তক পুত্রই অভিপ্রেত, বর্ত্তমান জীবিতদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নহে, যে হেতু মনুবচনে অন্যস্থলে স্পষ্টই উক্ত আছে। জ্যেষ্ঠ জাতমাত্রে মানব পুত্রবান্ এবং পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয়, সেই হেতু জ্যেষ্ঠ পিতৃধন লাভ করিবার যোগ্য ও যাহাতে ঋণশোধ ও যদ্দ্বারা স্বর্গের আনন্ত্যলাভ হয়, সেই জ্যেষ্ঠই ধর্ম্মজ পুত্র, অন্য পুত্রদিগকে কামজ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহার তাৎপর্য্য ঐরূপ নহে, কারণ সকলের ইচ্ছাধীনই জ্যেষ্ঠাধিকার শ্রুত হয়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার ন্যায় অনুগত সকল ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিবেন, তিনি যদি অসমর্থ হন, এবং কনিষ্ঠ যদি শক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ত্তা হইবে। সংসার প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ-ক্ষমতাসাপেক্ষ কনিষ্ঠ ক্ষমতাবান্ হইলে সকলের ইচ্ছাধীন সেই কনিষ্ঠই সকলের ভরণপোষণ করিবে। এজন্য জ্যেষ্ঠত্ব সকল ধনাধিকারের হেতুবোধ হয় না, কারণ মনু অন্য আর এক বচনে বলিয়াছেন যে, ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়াই বাস করুক বা ধর্ম্ম-বৃদ্ধি কামনায় পৃথক্‌রূপেই বাস করুক, ইহা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; ইত্যাদি কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকল ধনাধিকারী না হইয়া সকল ভ্রাতা তুল্যাংশরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। এইরূপে পিতার স্বত্বনাশ কাল একটী, আর বিভাগের কাল আর একটী, পিতার স্বত্বনাশ না হইলে পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ হয়। এইরূপ পিতৃধন বিভাগের দুইটী কাল, পিতার মরণান্তর একটী ও পিতার বিষয় বৈরাগ্য ও মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পর আর একটী। মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে এবং পিতা বিষয়ানুরক্ত থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বিভাগ হয়, এই মিতাক্ষরাতে যে কালত্রয় উক্ত হইয়াছে, তাহা আদরণীয় নহে। কারণ মাতার রজোনিবৃত্তি ও পিতার বিষয়-বৈরাগ্য এক সময়ে ঘটে না।

কেহ কেহ বলেন, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পিতা কার্য্যাক্ষম হইলে পুত্রদের পিতৃধনবিভাগে ক্ষমতা জন্মে, কিন্তু এই বচনের এরূপ অভিপ্রায় নহে, পিতা জীবিত থাকিলে পিতৃধনের গ্রহণ বা দান কিংবা গচ্ছিত করা কিছুতেই পুত্রের ক্ষমতা নাই। পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ বা প্রবাসী কিংবা রোগগ্রস্ত হইলে পর পৈতৃক অর্থ চিন্তা করিবে অর্থাৎ ধনাদি ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। অথবা তাহার অনুমতিক্রমে কার্য্যদক্ষ অন্যপুত্রও সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু পিতা বৃদ্ধ বা উন্মত্তই হউন কিংবা অত্যন্ত রোগগ্রস্তই হউন, জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার ন্যায় অপর ভ্রাতার অর্থ পালন করিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া বিভাগ করিতে পারিবেন না এবং তাহার বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। ধন-বিভাগের দুইটী কালই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল, একটী পিতার মৃত্যু ও আর একটী তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে পুত্রদিগকে ধনবিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে পারেন। পিতামাতার মরণান্তর পুত্রেরা পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে, গার্হস্থ্য আশ্রম ধন ভিন্ন চলে না, এই কারণই পুত্রেরা পিতামাতার জীবদ্দশায় স্বাধীন হইতে পারে না। সকলে ইচ্ছাক্রমে ব্যয় করিলে ও সমগ্র ধনক্ষয় পাইলে গৃহস্থাশ্রম চলে না, এইজন্য পিতামাতার জীবন থাকিতে পুত্রেরা স্বাধীন হইতে পারেনা। অতএব পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রগণের একত্র সহবাস বিধেয়। ঐ উভয়ের মৃত্যুর পর তাহারা বিভক্ত হইলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃদ্ধি পায়। এই জন্য জীবৎপিতৃমাতৃকের বিভাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিভাগ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের

সমান জানিতে হইবে। যেহেতু পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃক পিতামাতাকে প্রপৌত্র এই তিনেরই পার্ব্বণাধিকারে ধনিপিণ্ড ও ধনিভোগ্য পিণ্ডদ্বয় দানের কোন বিশেষ নাই, যেমন পক্ষিগণ অশ্বত্থবৃক্ষবাসের আশা করে, সেইরূপ পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ ইঁহারা জাতসন্তানকে উপাসনা করেন ও আশা করিয়া থাকেন যে, এই সন্তান মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা বর্ষায় নবোদকোপলক্ষে এবং মঘায় আমাদিগকে শ্রাদ্ধ করিবে।

"পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
জাতং পুত্রং প্রশংসন্তি পিপ্পলং শকুনা ইব॥
মধুমাংসেন শাকেন পয়সা পায়সেন বা।
এষ দাস্যতি ন স্তৃপ্তিং বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥" (দায়ভাগ)

এই বচনে প্রপিতামহগ্রহণহেতু পুত্রপদ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত লাক্ষণিক বিধায়, প্রপিতামহের পর্য্যন্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধকারী বলিয়া প্রপৌত্র পর্য্যন্তের তুল্য ধনাধিকার। এজন্য জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের পার্ব্বণে অনধিকার প্রযুক্ত পিণ্ড প্রদান না করায় দায়াধিকার হইবে না।

তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই উত্তরকালে তাহাদের হইবে। আর যে স্থলে এক পুত্র বিদ্যমান ও আর এক পুত্রের কতকগুলি পুত্র আছে, সে স্থলে সেই পুত্রের এক ভাগ আর একভাগ মাত্র সেই সকল পৌত্র ভাগ করিয়া লইবে। তাহার কারণ এই যে, পিতামহ ধন সম্বন্ধের মূলকারণ, স্ব পিত্রধীন জন্ম, সুতরাং সেই পিতার যতটুকু ধনস্বামিত্ব যোগ্যতা ছিল, তত ধনেই তাহাদের সকলে মিলিয়া অধিকারী হইবে। আর যে 'অনেক পিতৃকানান্ত পিতৃতো ভাগকল্পনা' এই বচনের অভিপ্রায় এরূপ নহে, এস্থলে যদি এক বচনের প্রয়োগ করা যায়, তাহা পিতৃব্যের পিতারই সেই সকল ধন ছিল বলিয়া পিতৃব্যেরই সকল হইতে পারে, ভ্রাতৃপুত্রের কিছু মাত্র হয় না। আর 'পিতৃতো ভাগকল্পনা' এই বাক্যের পিতা পুত্রবৎ ভাগ ব্যবস্থা অর্থ করিলে যেমন পিতার ভাগদ্বয় প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ পিতৃব্যের দুইভাগ ও তদ্ভ্রাতৃপুত্রদের এক এক ভাগ হয়, ইহাও কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। অতএব যেখানে এক ভ্রাতার অল্পসংখ্যক পুত্র ও অপর ভ্রাতার অনেকগুলি পুত্র, সেস্থলেও পিত্রনুসারে ভাগ কল্পনা করিবে। সিদ্ধান্ত হইল যে, পৈতৃক ধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইলে সকল পুত্রেরা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে; ন্যূনাধিক করিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতামাতার মরণে পৈতৃক ধন ও ঋণ পুত্রেরা সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পিতার মরণান্তর সহোদর ভ্রাতারা পিতৃধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইলে মাতাকে পুত্র সমানাংশ দিবে। কিন্তু সহোদর ও বৈমাত্রেয় উভয়কৃত বিভাগস্থলে দিবে না। 'সমাংশহারিণীমাতা' ইত্যাদি বচনে মাতৃপদের মুখ্যার্থ জননী, বিমাতা নহে।

যদি মাতার ভর্ত্তৃ ও শ্বশুরাদি দত্ত কিছু স্ত্রীধন না থাকে, তাহা হইলে পুত্রের সমানাংশ প্রাপ্য। আর যদি স্ত্রীধন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধমাত্র প্রাপ্য, ইহা প্রমাণসিদ্ধ বুঝিতে হইবে। যেস্থলে পিতা পুত্রগণকে সমান ভাগ দেন, সেস্থলে পুত্রহীনা সকল স্ত্রীকেই স্ত্রীধন না থাকিলে পুত্র সমানাংশ দিবেন। বচন বিশেষে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে পিতা পুত্রহীনা পত্নীদিগকে পুত্র সমভাগিনী করিবেন। কিন্তু পুত্রবতীদিগকে নহে। পিতামহ ধনবিভাগকালে পৌত্রেরা পুত্রহীনা পিতামহীকে সমানাংশ দিবেন, কারণ শাস্ত্রে পিতামহী মাতার তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অবিবাহিতা কন্যা বিবাহযোগ্য ধন পায়। কেহ কেহ বলেন, অবিবাহিতা কন্যা ভ্রাতৃভাগের চতুর্থাংশ পাইবে। "সমাংশামাতরস্তেষাং তুরীয়াংশাশ্চ কন্যকাঃ।" (বৃহস্পতি) এই বচনানুসারে মাতা তুল্যাংশ ও কন্যা চতুর্থাংশভাগিনী হইবে। অর্থাৎ পুত্রের তিনভাগ এবং অবিবাহিতা কন্যার একভাগ, কিন্তু স্বল্পধন স্থলে পুত্রগণের স্বামিত্ব, অর্থাৎ পুত্রেরাই সমগ্রভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া কুমারীকে চতুর্থাংশ দিবে, অর্থাৎ ভ্রাতারা অসংস্কৃতা ভগিনীদিগকেও নিজ অংশ হইতে চতুর্থাংশ দিয়া সংস্কার কর্ম্ম করিবে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—ভগিনীদিগের সংস্কারকর্ত্তব্যতাই লিখিত হইয়াছে, অধিকারিতার কথা নাই। বহুতর ধন স্থলে ভগিনীকে তদীয় বিবাহযোগ্য ধনই দিবে, কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ দিবার ব্যবস্থা নাই। সকল স্থলে চতুর্থাংশের নিয়ম করিলে যেখানে চারি পাঁচ পুত্র ও কন্যা একটী সেইখানে কন্যার বহুতর প্রাপ্তি হয়, আর যেখানে চারিটী কুমারী ও একটী পুত্র, সেই স্থলে পুত্রের সবই যায়, তাহা উচিত নহে, যেহেতু পুত্রেরই প্রাধান্য। এই সকল কারণে ভগিনী কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ না পাইয়া তাহার বিবাহযোগ্য ধন তাহাকে দিতে হইবে। অবিবাহিতা ভগিনীদিগকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বিবাহ দিতে হইবেই, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। এইজন্য অংশাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু ঐ সংস্কার কার্য্যে যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় হয়, তাহাও দোষাবহ নহে।

স্ত্রীধন-বিভাগ।—প্রথমতঃ স্ত্রীধন নিরূপণ করিতে হইবে। বিষ্ণুবচনানুসারে পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত অর্থাৎ যৌতুকধন, অধিবেদন লব্ধ, মাতুলাদি দত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় এই গুলি স্ত্রীধন। বিবাহের পর ভর্ত্তৃকুল ও পিতৃমাতৃকুল হইতে এবং ভর্ত্তা ও পিতামাতার নিকট হইতে স্ত্রীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই ধনকে অন্বাধেয় ধন কহে এবং পিতা ও মাতার সম্পর্কে সম্পর্কীয়দিগের নিকট ও পিতামাতার নিকট বিবাহের পর যাহা প্রাপ্ত হয় এবং ভর্ত্তার নিকট ও ভর্ত্তৃকুল অর্থাৎ শ্বশুরাদি হইতে যাহা লব্ধ হয়, তাহার নামও অন্বাধেয়। বিবাহ সময় লব্ধ যৌতুক ধনে সন্তানসন্ততির অভাবে ভর্ত্তার অধিকার। নারদ অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, ভর্ত্তৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, পিতৃ ও মাতৃদত্ত এই ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন বলিয়াছেন। বিবাহকালে অগ্নি সন্নিধানে স্ত্রীলোককে যাহা দান করা যায়, তাহাই অধ্যগ্নিনামক স্ত্রীধন। কন্যাকে যখন পিত্রালয় হইতে পতিগৃহে লইয়া যায়, তখন ঐ কন্যা পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধ্যাবাহনিক স্ত্রীধন কহে। ভর্ত্তৃদায় শব্দে ভর্ত্তৃদত্ত ধন বুঝায়, সংক্রান্ত ধন বুঝায় না। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী ইচ্ছানুসারে ভর্ত্তৃদায় ব্যয় করিবে। কিন্তু পতি বিদ্যমানে মুক্তহস্ত হইয়া ব্যয় করিতে পারিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত ও আধিবেদনিক এই ছয়টী স্ত্রীধন। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিবার নিমিত্ত স্বামী প্রথম স্ত্রীকে যাহা পারিতোষিক দেন, তাহার নাম আধিবেদনিক। (অধিবেদন শব্দের অর্থ অধিক বিবাহ তদুপলক্ষে যাহা দত্ত, এই ব্যুৎপত্তিতে আধিবেদনিক শব্দ নিষ্পন্ন।) বৃত্তি অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাবশিষ্ট ধন, অলঙ্কার, শুল্ক ও সুদ এই সকল স্ত্রীধন। স্ত্রী ইচ্ছানুসারে এই সকল ধনের দানবিক্রয়াদি করিতে পারেন। স্ত্রীধনের প্রকৃত লক্ষণ এই—স্ত্রীলোক ভর্ত্তার কোন অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং যে ধন দান বিক্রয় ও ভোগ করিতে পারে, সেই ধনকে স্ত্রীধন বলা যায়।

স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম্ম করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, পিতৃমাতৃ ও ভর্ত্তৃকুল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা লব্ধ হয়, তাহাও স্ত্রীধন। কাত্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন, যথাবিবাহিতা, বা কুমারী হউক, অথবা পতির গৃহে বা ভর্ত্তার নিকটেই হউক যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সৌদায়িক নামক স্ত্রীধন কহে, এই সৌদায়িক ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। ভর্ত্তা যদি দুর্ভিক্ষাদি সঙ্কটে পড়িয়া স্ত্রীধন গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে স্ত্রীধন লইতে পারিবেন। অন্যথা পারিবেন না। দুর্ভিক্ষ সময়ে, আবশ্যক ধর্ম্মকার্য্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে এবং উত্তমর্ণ ঋণ আদায় জন্য কারারোধ করিলে পর স্বামী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া যে স্ত্রীধন গ্রহণ করেন, তাহা পুনর্ব্বার স্ত্রীকে না দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা ব্যতীত যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরে তাহাকে এই ধন পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথা রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবেন। স্বামী স্ত্রীধন লইয়া যদি অন্যস্ত্রীর সহিত বাস করেন এবং পূর্ব্বস্ত্রীকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে রাজা তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক স্ত্রীধন লইয়া স্ত্রীকে দেওয়াইবেন। জননী পরলোকগতা হইলে সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং ভগিনীরা সকলে মিলিয়া মাতার অযৌতুক ধন সমান ভাগ করিয়া লইবে। স্ত্রীধনে তদীয় অপত্যদিগের অধিকার, কন্যা অবিবাহিতা হইলে সেও অংশভাগিনী হইবে। কিন্তু বিবাহিতা হইলে আর মাতার অযৌতুক ধন পুত্র থাকিতে পাইবে না।

দায়াধিকারক্রম। স্বত্বকারণ।—পূর্ব্ব স্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎস্বত্বের প্রতি কারণ, এই স্থলে জীবন অর্থে গর্ভাবস্থাও বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওনের অপেক্ষা থাকে মাত্র। গর্ভস্থ ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রাপ্য যে ধন, তাহা তাহার বন্ধু বা মিত্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

উদ্দেশরহিত ব্যক্তির (যাহার কোনরূপ উদ্দেশ পাওয়া যায় না) এবম্বিধ লোকের দ্বাদশ বৎসর গতে তাহার ধনে তদুত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয়।

মরণপাতিত্য, আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষা দ্বারা ধনীর স্বত্বনাশ হইলে তদ্ধনে পুত্রের অধিকার। ঔরসপুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে গৃহীত দত্তক ঔরসপুত্রের সহিত বিষয়ভাগী। সকল ঔরসপুত্র পিতৃধন তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অধিক ধন লইতে পারিবেন না। পুত্রাভাবে পৌত্রের ও তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। যে পৌত্রের পিতা মৃত ও যে প্রপৌত্রের পিতৃপিতামহ মৃত তাহারা (ধনীর) পুত্রের সহিত স্ব স্ব পিতৃযোগ্যাংশ ভাগ করিয়া লইবেন। পৌত্র সকল পিত্রনুসারে ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে ভাগ পাইবেন না।

পত্নীর অধিকার—পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী। পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে অধিকারিণী হইবে না। যে ধন পতির অধিকৃত ছিল, পত্নী সেই ধনের অধিকারিণী হইবে, পতি ভবিষ্যতে যে ধনে উত্তরাধিকারী হইত, সেই ধনে পত্নী অধিকারিণী হইবে না। দুই কিংবা

অধিক পত্নী থাকিলে সকলেই তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। পত্নীগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তদধিকৃত পতিধনে বিদ্যমানা অপরা পত্নীদিগের অধিকার জানিতে হইবে। পত্নী পতির ধন ভোগ করিবে, দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারিবে না। অপুত্রা পত্নী বিশুদ্ধস্বভাবা হইয়া পতিগৃহে বাস করিয়া যাবজ্জীবন ধন ভোগ করিবে, পরে তাহার মৃত্যুর পর পতির উত্তরাধিকারী ধন গ্রহণ করিবে। যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণে পত্নীর পতিগৃহে বাস করা কঠিন হয়, তাহা হইলে পিতৃ প্রভৃতি কুলে বাস করিয়া পতিধন পাইবে, কিন্তু ব্যভিচার প্রভৃতির জন্য বাস করিলে পতিধন পাইবে না। স্ত্রীসংক্রান্ত ধন মাত্রে তৎপূর্ব্বস্বামীর দায়াদই অধিকারী হওয়াতে পত্নীপদে অধিকারিণী স্ত্রীমাত্রকে বুঝায়। স্ত্রীরা পতিসংক্রান্ত ধনের উপভোগমাত্র ফলভোগিনী, তাহারা কোনক্রমে পতির ধন অপব্যয় করিবে না। এস্থলে উপভোগ পদে বিলাস নহে, দেহধারণোপযুক্ত অন্ন বস্ত্র; অন্নবস্ত্রের জন্য সেই ধন হইতে লইবে। পতির ধনে যদি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পতির বিষয় বন্ধক দিতে পারে, তাহাতে না চলিলে বিক্রয় করিতে পারে এবং পতির পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য যদি দান বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাও সিদ্ধ হইবে।

পতির ঋণশোধ, কন্যার বিবাহ, অবশ্য পোষ্য পরিবারবর্গের প্রতিপালন, অথবা অত্যাবশ্যক হিতকার্য্যে দানাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণ যদি পত্নীর অন্নাচ্ছাদনের এবং অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যের ব্যয় দেয় বা দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে সে পতির বিষয় বিক্রয়াদি করিতে পারে না। যদি করে, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে না। পতির উপকারার্থ দান ও ভোগ ভিন্ন অন্যের যে দানাদি তাহা অসিদ্ধ। সর্ব্বস্ব বিক্রয় ব্যতিরেকে যদি জীবন ধারণ ও পতির ঋণ শোধাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু পারলৌকিক কাম্যক্রিয়ার্থে কিয়দংশ মাত্র দানাদি অভিমত, সর্ব্বস্ব নহে। পত্নী যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদি করে, তাহা হইলে তাহার পতির উত্তরাধিকারিগণ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য অধিকারী যে তিনিই প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন, যাহারা গৌণউত্তরাধিকারী তাহারা কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ধনস্বামীর উপকারার্থে পত্নী অর্থানুরূপ দানাদি করিলে তাহা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনাও সিদ্ধ হইবে।

পত্নী যেমন স্থাবর ধন অপহার করিবে না, তদ্রূপ অস্থাবর ধন অপহার করিবে না, যেহেতু উভয়রূপ ধনেই অবিশেষে পতির উপকার হইতে পারে; এতদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগাদি গ্রন্থে স্ত্রীর অধিকৃত সংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর ধনে বিশেষ নাই।

ধনস্বামীর অনুপকারে পত্নীকৃত যে দানাদি, তাহা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনা অসিদ্ধ।

পত্নী পতিসংক্রান্ত ধন অভিযোগাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া লইলেও তাহাতে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা জন্মে না। পত্নী যেরূপ পতির সংক্রান্তধন দানাদি করিবে না, সেইরূপ তদুপস্বত্বে উপার্জ্জিত সমস্ত ধনও দানাদি করিতে পারিবে না। পত্নীকৃত সংক্রান্ত ধনের দানাদি অসিদ্ধ হইলে ঐ ধন পত্নীর দখলেই থাকিবে। (যদি সেই পত্নী ব্যভিচারাদি কোন অন্যায় কার্য্য না করে।)

উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করা উদ্দেশে যে কোনরূপে স্ত্রী পতির ধন হস্তান্তর করুকনা কেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে। পত্নী পতির পিতৃব্যাদির অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃমাতৃকুলেও দান করিতে পারিবে, কিন্তু দানাদি বিষয়ে বিধবা পতিকুলের অধীনা জানিবে।

পত্নীর মরণকালে জীবিত নিকট সম্পর্কীয়েরাই তৎপরে অধিকারী। পত্নীর অভাবে দুহিতা অধিকারিণী হয়। দত্তা ও অদত্তা দুহিতা থাকিলে অদত্তা কন্যাই ধনাধিকারিণী হয়। অবিবাহিতা দুহিতার অভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা তুল্যরূপে অধিকারিণী। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা দুহিতা অধিকারিণী নহে।

যে দুহিতার পুত্র নাই পৌত্র আছে, যাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহার কন্যা মাত্র আছে, তাহারা বন্ধ্যা না হইয়াও ধনাধিকারিণী হইবে না।

অধিকারপ্রাপ্তা দুহিতা বন্ধ্যা কি বিধবা হইলে অথবা কন্যামাত্র প্রসব করিলে, তাহার স্বত্বনাশ হয় না।

দায়াধিকার হইতে অযোগ্য দুহিতার জীবিকা না থাকিলে সঙ্গতি অনুসারে তাহাকে অন্নাচ্ছাদন দিবে। অধিকারযোগ্যা দুহিতা অনেক থাকিলে তাহারা সকলে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। তাহাদের একের অভাবে তদধিকৃত ধনে অন্যের অধিকার। দুহিতা সংক্রান্তধন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ভিন্ন দানবিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিবেন না, এবং যদি এইরূপ করেন, তাহা সিদ্ধ হইবে না।

অধিকারযোগ্যা দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার। 'দুহিতার অভাব এইপদ এই স্থলে কুমারী, পুত্র-

বতী ও সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতার অভাবজ্ঞাপক। যেহেতু বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা দুহিতা থাকিতেও দৌহিত্রের অধিকার দৃষ্ট হয়।

মাতামহের ধনাধিকারী হইয়া দৌহিত্র মরিলে তৎসংক্রান্ত ধনে তাহার পুত্র প্রভৃতি অধিকার পাইবে, ঐ মাতামহের দায়াদেরা অধিকারী হইবে না। অনেক দৌহিত্র থাকিলে সকলেই মাতামহ-ধন বিভাগ করিয়া লইবে, ঐ ভাগ তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে সমান হইবে। তাহাদের মাতৃসংখ্যানুসারে সমান হইবে না।

দুহিতার দত্তক মাতামহের ধনে অধিকারী হয় না। দৌহিত্রের অভাবে পিতা ধনাধিকারী হয়। পিতার অভাবে মাতা ধনাধিকারিণী হন। বিমাতা অধিকারিণী নহে। মাতা ঐ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ভিন্ন দানবিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না। মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার, সহোদর ভ্রাতার অভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার। অবিভক্ত স্থাবর ধনে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তুল্যাধিকার। গুণবান্ দত্তক যদি ঔরস পুত্রের অর্থাৎ ধনীর মাতৃ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেও সহোদর রূপে গণ্য, আর যদি ধনীর মাতা তাহাকে দত্তক গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ধনীর বৈমাত্রেয় রূপে গণ্য। ভ্রাতার ধন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা মরিলে তাহার নিজ পুত্রাদিই তদ্ধনাধিকারী হইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়ই মৃত ভ্রাতার সংসৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সহোদরের ধন সহোদরই পাইবে। যে স্থানে বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টি ও সহোদর অসংসৃষ্টি, তথায় উভয়ই দায়াধিকারী।

যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয়ই সংসৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কেবল সহোদরই ধন প্রাপ্ত হইবে। সহোদরের মধ্যে একজন সংসৃষ্টি হইলে সেই অধিকারী হইবে। কেবল বৈমাত্রের ভ্রাতারা থাকিলে তন্মধ্যে যে মৃতের সহিত সংসৃষ্টি ছিল, প্রথমে সেই তদ্ধনাধিকারী, তদভাবে অসংসৃষ্টি অধিকারী।

ভ্রাতারা বিভক্ত হইয়া পরে প্রীতিতে যদি একত্র হয়, এবং তাহার পর যদি বিভক্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে, জ্যেষ্ঠ অধিক পাইবে না।

ভ্রাতার সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র এককালে অধিকারী নয়। বৈমাত্রের ভ্রাতার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র অধিকারী। সহোদর ভ্রাতার পুত্রাভাবে বৈমাত্রের ভ্রাতার পুত্র অধিকারী। যদি সহোদর ভ্রাতার কোন পুত্র সংসৃষ্টি ও কোন পুত্র অসংসৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংসৃষ্টি, সেই তদ্ধনাধিকারী। যদি বৈমাত্রের ভ্রাতার কোন পুত্র সংসৃষ্টি থাকে এবং কোন পুত্র অসংসৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংসৃষ্টি সেই অধিকারী হইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রের ভ্রাতার পুত্রেরা সংসৃষ্টি অথবা অসংসৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও উভয়াবস্থাতেই সহোদর ভ্রাতার সংসৃষ্টি পুত্র অধিকারী।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভাবে ভ্রাতার পৌত্রের অধিকার। ভ্রাতৃপৌত্রের অধিকারেও সহোদর ও বৈমাত্রের ক্রম এবং সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টি এই নিয়ম খাটিবে। মৃতপিতৃক ভ্রাতুষ্পুত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক ভ্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিলে সোদর ও বৈমাত্রের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ক্রমানুসারে অধিকার ও বিভাগ হইবে। পরন্তু এই বিভাগ তাহাদের স্ব স্ব সংখ্যানুসারে হইবে, পিতৃসংখ্যানুসারে হইবে না।

ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার। সহোদরা ও বৈমাত্রেয়া উভয়রূপ ভগিনীপুত্রের তুল্যাধিকার।

পিত্রাদির যে দৌহিত্রগণ ধনীর অথবা তদুত্তরাধিকারীর পত্নী প্রভৃতির নিধনকালে জীবিত বা গর্ভস্থিত, তাহারাই তদ্ধনাধিকারী। তৎপরে গর্ভস্থেরা অধিকারী নহে। পিতৃদৌহিত্রের অভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী।

ভ্রাতৃদৌহিত্রাভাবে পিতামহ ধনাধিকারী। পিতামহের অভাবে পিতামহী অধিকারিণী। পিতামহীর অভাবে পিতৃসহোদরের অধিকার। পিতৃসহোদরের অভাবে পিতার বৈমাত্রের ভ্রাতা অধিকারী। পিতৃবৈমাত্রেয়ের অভাবে পিতৃসহোদরের পুত্র অধিকারী। পিতৃসহোদরের পুত্রের অভাবে পিতৃবৈমাত্রে-ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী।

পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্র অধিকারী। পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্র অধিকারী। পিতৃসহোদরের পৌত্রাভাবে পিতৃবৈমাত্রের ভ্রাতার পৌত্র অধিকারী। পিতৃবৈমাত্রেয়ের ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতামহের দৌহিত্রের অধিকার।

পিতামহের দৌহিত্রাভাবে পিতৃব্যের দৌহিত্র ধনাধিকারী। পিতৃব্যের দৌহিত্র না থাকিলে প্রপিতামহের অধিকার। প্রপিতামহের অভাবে প্রপিতামহী ধনাধিকারিণী।

প্রপিতামহীর অভাবে পিতামহের সহোদর, বৈমাত্রের ভ্রাতা ও তাহাদের পুত্র এবং পৌত্রেরা যথাক্রমে অধিকারী।

পিতামহের ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্র ধনাধিকারী।

প্রপিতামহের দৌহিত্রাভাবে পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র ধন পাইবেন।

পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রাভাবে মাতামহ ধনাধিকারী।

মাতামহের অভাবে মাতুলের অধিকার।

মাতুলের অভাবে মাতুলপুত্র অধিকারী।

মাতুলপুত্রাভাবে মাতুলের পৌত্র অধিকারী।

মাতুলপৌত্রাভাবে মাতামহের দৌহিত্র ধনাধিকারী হইবেন *।

মাতামহের দৌহিত্রাভাবে প্রমাতামহ অধিকারী। প্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্র অধিকারী। প্রমাতামহের পুত্রাভাবে তাহার পৌত্র অধিকারী। তাহার অভাবে প্রপৌত্র। প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে তাহার দৌহিত্র অধিকারী। প্রমাতামহের দৌহিত্র না থাকিলে বৃদ্ধপ্রমাতামহ ধনাধিকারী হইবেন।

বৃদ্ধপ্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্রের অধিকার। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্রাভাবে পৌত্রের অধিকার। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্রাভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। বৃদ্ধ প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার। ধনীর ভোগ হয় এরূপ পিণ্ড দানকর্ত্তার অভাবে সকুল্য অধিকারী। সকুল্যদিগের মধ্যে প্রথমে প্রপৌত্রের পুত্র অধিকারী। তাহার পর প্রপৌত্রের পৌত্র অধিকারী। তৎপরে প্রপৌত্রের প্রপৌত্র অধিকারী। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সকুল্যের ও তাহাদের সন্ততিদের যথাক্রমে অধিকার। অর্থাৎ প্রথমে বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। ইহাদের অভাবে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। বহুজ্ঞাতি সকুল্য ও বান্ধব থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে অধিক নিকট সম্পর্কীয়, সেই অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকারী হইবে। এইরূপ সকুল্যের অভাবে সমানোদক ধনাধিকারী।

চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সমানোদক কহে।

সমানোদকের ও সকুল্যের ন্যায় আসক্তি ক্রমে অধিকার হইবে, অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদি ক্রমে ধনাধিকারী।

সমানোদকের অভাবে আচার্য্য অধিকারী। আচার্য্যাভাবে শিষ্য। শিষ্যাভাবে সহবেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী ধনাধিকারী। তদভাবে স্বগ্রামস্থ সগোত্র অধিকারী। তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমান প্রবর অধিকারী। এই সকলের অভাবে বেদজ্ঞ গুণযুক্ত সেই গ্রামস্থিত ব্রাহ্মণের অধিকার। তদভাবে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যের ধনে রাজা অধিকারী।

* মিতাক্ষরা মতে মাতামহ-দৌহিত্রের পর মাতুলপুত্র অধিকারী। কিন্তু দায়ক্রমসংগ্রহ মতে এবং বঙ্গদেশপ্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থের মতে মাতুলের পরেই মাতুলপুত্র অধিকারী।

গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার। স্বগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অধিকার। সদ্ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার। সদ্ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার।

প্রথমে স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণ, তদভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণ অধিকারী।

শাস্ত্রানুসারে আচার্য্য ধনাধিকারী; কিন্তু গুরু নহে। ধনী ব্রাহ্মণ না হইলে উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার ধন রাজগামী হয়।

মৃতধনীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে হইবে, মৃতব্যক্তির যিনি ধন পাইবেন, তিনিই তাহার ঔর্দ্ধদেহিকাদি কার্য্য করিবেন। যদি একজন ধনাধিকারী হয় ও অন্য আর একজন ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারী হয়, তাহা হইলে সেই ধনাধিকারী ধন দিয়া ক্রিয়াধিকারী দ্বারা তৎক্রিয়া করাইবেক।

বাণপ্রস্থাদির ধনাধিকার—ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য অধিকারী।

বাণপ্রস্থের ধনে এক তীর্থবাসী অথবা একাশ্রমবাসী ধর্ম্মভ্রাতা অধিকারী। তদভাবে একত্র বাসী অথবা একাশ্রমী অধিকারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য ধনাধিকারী হন।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধনে তাহার পিত্রাদি অধিকারী।

কুলাচারাদি—যদি কোন দেশে অঞ্চলে গ্রামে বা সমাজে জাতিতে বা কুলে কোন আচার চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল নিয়মাপেক্ষা মান্য। কিন্তু যে আচার বহুকাল বা বহুপুরুষ হইতে একাদিক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ মান্য হইবে। যে আচার বহুকাল হইতে ক্রমিক চলিয়া আইসে নাই, তাহা তাদৃক্ মান্য নহে। কিন্তু বলে বা অধর্ম্মাচরণে আচারের অবরোধ হইলে তাহাকে আচারভঙ্গ বলা যাইতে পারে না। জীবিকাবিষয়ক মৃত ধনীর ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার অবশ্য পোষ্যবর্গ অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারী।

মৃত ধনীর ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার অবিবাহিত ভগিনী বা কন্যা বিবাহোচিত ধন পাইতে অধিকারিণী।

পত্নী বা অধীন পরিবার কেহ অনুচিত কারণে দূরীভূত হইলে পরিবার কর্ত্তার স্থানে এবং তাহার মৃত্যুর পর তত্ত্যক্ত বিষয় হইতে অন্ন বস্ত্র পাইবে। যে পোষ্যব্যক্তি ন্যায্য কারণে পরিবারের মধ্যে থাকিতে এবং আহারাদি করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পৃথক্ থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। মৃত ধনীর অর্থানুসারে জীবিকার পরিমাণ অবধারণ করিতে

হইবে। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য এমন নহে, কিন্তু বিষয় থাকিলে আর আর আবশ্যক এবং ধর্মকর্মার্থ ধন দিতে হইবে।

যদি কোন স্ত্রী ব্যভিচারের মানস বিনা পিতামাতার বা তৎকুটুম্বের গৃহে আশ্রয় লয়, তাহা হইলেও সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। পতির যদি এরূপ আদেশ থাকে, যে পতিকুলে বাস করিলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, তবে সে বিনাকারণে যদি অন্য কোন স্থানান্তরে বাস করে, তাহা হইলে সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নহে।

পতিত ভিন্ন বিভাগে অনধিকারী ব্যক্তিরা মৃত ধনীর বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারী। দায়াধিকারী উক্ত ব্যক্তিগণকে যদি অন্ন বস্ত্র না দেন, তাহা হইলে রাজা ধনীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন।

অনধিকারী ব্যক্তিদের কন্যারা যে পর্য্যন্ত বিবাহিতা না হয়, ততদিন তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে।

তাহাদের অপুত্র স্ত্রীগণ সদাচারী হইলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলা হইলে দূরীকৃতা হইবে।

পিতৃকৃত বিভাগ কাল।—পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনে তাহার যখনই ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু পৈতামহ বিষয়ে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারিবেন। (মাতা পদে বিমাতাও বুঝিতে হইবে।)

বস্তুতঃ মাতা ও বিমাতার রজোনিবৃত্তির পর কিংবা পিতার রতিশক্তি রোধ হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই পৈতামহ ধন বিভাগ হইতে পারে। পিতা কর্ত্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিতে বাধ্য।

পিতৃ কর্ত্তৃক স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগ।—স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারেই হইবে। স্বোপার্জ্জিত ধন পিতা যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন।

কোন পুত্রের গুণিত্ব হেতু সম্মানার্থ কিংবা কোন পুত্রের অনেক পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় এইজন্য, অথবা কোন পুত্র অযোগ্য এবং কৃপা, ভক্তি প্রভৃতি কারণে যদি পিতা ন্যূনাধিক বিভাগ অর্থাৎ কোন পুত্রকে অধিক এবং কোন পুত্রকে অল্প দেন, তাহা হইলেও এই বিভাগ ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু গুণিত্বাদি কারণ ব্যতীত স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম নহে।

অত্যন্ত ব্যাধি, ক্রোধাদিজন্য আকুলচিত্ততায় কিংবা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া, যদি এক পুত্রকে অধিক ও অন্য পুত্রকে অল্পভাগ দেন অথবা কিছু না দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিদ্ধ অর্থাৎ পিতা যদি গুণিত্বাদি কারণে ন্যূনাধিক ভাগ দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত ও সিদ্ধ। যদি রোগাদিতে আকুলচিত্ততায় বিষয় বিভাগ করেন, অথবা কোন পুত্রকে ভাগশূন্য করেন, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ। গুণিত্বাদি কারণ বিনা অথচ রোগাদি জন্য অস্থিরচিত্ততা ভিন্ন কেবল ইচ্ছাতে যদি ন্যূনাধিক বিভাগ করেন, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, কিন্তু সিদ্ধ। যদি পুত্রেরা এককালে বিভাগ প্রার্থনা করে, কিন্তু ভক্তত্বাদি কারণে পিতা বিষম বিভাগ করিবেন না; পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পত্নীদিগকেও পুত্রের সমান ভাগ দেয়। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্ত্রীধন না দিয়া পত্নীকেও সমান অংশ দিতে হয়। স্ত্রীধন দত্ত হইয়া থাকিলে যে স্ত্রীদিগকে যৎপরিমিত স্ত্রীধন দত্ত হইয়াছে, পিতা তৎসম ধন অপুত্রা পত্নীদিগকে দিবেন। তাদৃশ স্ত্রীধনের অভাবে পুত্রের সমান অংশ দিবেন। কিন্তু পুত্রদিগকে ন্যূন দিলে ও স্বয়ং অধিক গ্রহণ করিলে পিতা পুত্রহীনা পত্নীকে নিজ অংশ হইতে পুত্রের সহিত সমান অংশ দিবেন। স্ত্রীধন দত্ত হইলে অপুত্রা পত্নীকে অর্দ্ধেক দেয়।

ভার্য্যা মাতা কিংবা পিতামহীর লব্ধ অংশ যদি ভোগদ্বারা ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। যদি ভোগাবশিষ্ট থাকে ও ধনীর গৃহীত ধন ভোগে ক্ষয় হয়, তাহা হইলে পুত্রাদিবৎ ভার্য্যাদি হইতেও লইতে পারেন।

পত্নী বিভাগে প্রাপ্ত ধন ন্যায্য কারণ বিনা দানবিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারিবে না। তিনি ঐ ধন ভোগ করিবেন মাত্র, তাহার পর পূর্ব্বস্বামীর উত্তরাধিকারীরা পাইবে।

স্বোপার্জ্জিত ও পৈতামহ-ধন-নির্ণয়।—যে ধন আদিতে পিতা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত, তাহা তাহার প্রকৃত স্বার্জ্জিত। পিতামহের ধন হৃত হইলে পরে পিতা নিজ শ্রমাদিতে উদ্ধার করিলে তাহা তিনি স্বোপার্জ্জিত ধনের মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পৈতামহ স্থাবর ধন থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে তিনি স্বোপার্জ্জিত ধনের মত ব্যবহার করিতে পারিবেন। পিতা নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধ জন্য যে ভূমি নিবন্ধ ও দাসাদি প্রাপ্ত হন, তাহাই ব্যবহারে প্রকৃত পৈতামহ ধন বলিয়া গণ্য। ক্রমাগত যে ধন, তাহাই পৈতামহবৎ ব্যবহার্য্য।

মাতামহাদির মৃত্যু হইলে যে ধন পাওয়া যায়, তাহা স্বোপার্জ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিতৃকৃত পৈতামহধন বিভাগ।—পৈতামহ ধন পিতা বিভাগ করিলে পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন ও নিজে দুই অংশ লইবেন, তদধিক লইতে পারিবেন না। পূর্ব্বোক্ত গুণবত্বাদি কারণে পিতা পৈতামহ ধন ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। পিতা যেরূপ পুত্রকে তদ্‌যোগ্যাংশ দিবেন, সেইরূপ পিতৃহীন পৌত্রকে ও পিতা-পিতামহহীন প্রপৌত্রকেও তত্তৎ পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন।

পুত্রার্জ্জিত ধনে পিতার অংশ।—পুত্রার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই ভাগ। পিতৃ দ্রব্যের উপঘাতে পুত্র কর্ত্তৃক অর্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক পিতার এবং এইরূপে যিনি উপার্জ্জন করেন, তিনি দুই অংশ পাইবেন। অপর পুত্রের এক এক অংশ।

পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে পিতার দুই অংশ, অর্জ্জক পুত্রেরও তাহাই। অন্যান্য পুত্রগণ এই ধনে অংশ পাইবে না।

বিদ্যাবিহীন পিতা জনকতা মাত্র দুই অংশ পাইবেন।

যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ও কোন ভ্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহাতে পিতার দুই অংশ, ঐ পুত্রদ্বয়ের এক এক অংশ, আর যদি কেহ ভ্রাতার ধনদ্বারা ও নিজশ্রম ও ধনদ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তদর্জ্জকের দুই অংশ ও পিতার দুই অংশ, ধনদাতার এক অংশ, উভয় অবস্থাতেই আর আর ভ্রাতার অংশ নাই।

যে পৌত্রের পিতা জীবিত ও তদর্জ্জিত ধনের ভাগ পিতামহ লইবেন না। কিন্তু তৎপিতাই লইবেন। পৈতামহ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে উপঘাতিত ধনানুসারে পিতামহ এক অংশ পাইবেন।

মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জ্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। কিন্তু মাতামহের ধনোপঘাত ব্যতীত যদি দৌহিত্র ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে মাতামহ অংশ পাইবেন না।

ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক বিভাগ—মরণাদিতে পিতার স্বত্বধ্বংস হইলে অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইলে বিভাগ করণে পুত্রদের অধিকার জন্মে। তদবধি ভ্রাতৃগণের বিভাগ কাল। কিন্তু মাতা বিদ্যমানে বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত নহে। যদি মাতার অনুমতি লইয়া বিভাগ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসঙ্গত হইবে।

ভ্রাতৃগণের অংশের পরিমাণ।—সহোদর ভ্রাতৃগণ সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবেন।

ঔরস ও দত্তক পুত্রের মধ্যে বিভাগে ঔরস পুত্রের দুই অংশ দত্তকের এক অংশ। অধিকারী ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অন্য যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশভাগী।

পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্র ক্রমে স্ব স্ব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশভাগী, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে অংশী নহে।

সাধারণ ধনের উপঘাতে উপার্জ্জিত বিষয়ভাগ।—সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই ভাগ, অন্যের এক ভাগ। অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে কাহারও শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে তাহাতে তাহার দুই অংশ প্রাপ্য।

সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যৎপরিমিত ধনের উপঘাত হয়, তদনুসারে তাহার ভাগ কল্পনা কর্ত্তব্য।

দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপার্জ্জিত হইলে যদি তদ্দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায়, তাহা হইলে তাহারা তদনুসারে অংশভাগী, নতুবা সমভাগী।

দায়াদদিগের একের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইবে। যদি জননী বিদ্যমানে বিভাগ হয়, তবে তিনি পুত্র তুল্যাংশ লইবেন। জননী বা পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

স্বামী প্রভৃতি যদি স্ত্রীধন না দেন, তাহা হইলেই জননীর সমভাগ প্রাপ্য, কিন্তু স্ত্রীধন দিলে অর্দ্ধেক প্রাপ্য। যদি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে না চাহে, তাহা হইলে তিনি অভিযোগাদি দ্বারা লইতে পারিবেন। যে স্থলে এক পুত্রক ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে, সে স্থলে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য।

সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নহে। কিন্তু সহোদর ভ্রাতারা যদি ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের জননীকে ভ্রাতৃতুল্যাংশ ভাগ দিবে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কালে যদি সহোদরেরা অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনও যদি আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার জননী ও পুত্র তুল্য অংশ লইতে অধিকারিণী।

পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে ভ্রাতা যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ মাতাও অধিকারিণী।

জননী যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারী হন, তাহা হইলে তদ্‌যোগ্যাংশ পাইবেন, অথচ মাতৃত্ব হেতু পুত্র তুল্যাংশ পাইবেন। জননী যে কেবল একপুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী, তাহা নহে। স্বয়ং পুত্রগণের বিভাগের মধ্যে যেমন, পুত্র ও পৌত্রগণের বিভাগেও ঐরূপ ভাগ পাইবেন।

পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহী ও পৌত্র তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি কোন মৃত পৌত্রের

[illegible] হয়েন, তাহা হইলে [illegible] তাহার যোগ্যাংশ পাইবেন, অথচ পিতামহী বলিয়া বিভাগে নিজ যোগাংশ পাইবেন। যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়াদ অংশ লয়, তাহা হইলে পিতামহীও তাহার নিকট হইতে অংশ পাইতে অধিকারিণী। স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতামহী তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন।

মাতার স্থায় পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধন দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না।

বিভাজ্য নির্ণয়—পৈতামহ ও পিতার অর্জ্জিত এবং সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত এই তিন প্রকার ধন বিভাজ্য। অন্যের ব্যাপারে অর্জ্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারীর সহিতই কেবল বিভাজ্য। পূর্ব্বহৃত ভূমি একজন শ্রমদ্বারা উদ্ধার করিলে তাহাকে চারি ভাগের এক ভাগ দিয়া অন্য দায়াদেরা যোগ্যাংশ বিভাগ করিয়া লইবেন।

বিদ্যা উপাধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত না হইলেও সমান, আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য, ন্যূনবিদ্যা এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তিদের সহিত নয়। উপঘাতে অর্জ্জিত বিদ্যাধনে সকল দায়াদই অংশী।

কুল হইতে বা পিতা হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের উপার্জ্জিত ও শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য। পিতা ও পিতৃব্যাদি ভিন্ন অর্থাৎ অন্য হইতে শিক্ষিত যে কোন বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত তাহা সমবিদ্বান্ ও অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য। ন্যূনবিদ্বান্ ও বিদ্যাহীনের সহিত বিভাগ হইবে না।

যদি বিদ্যার্জ্জনকালে তাহার পরিবারকে অন্য ভ্রাতা নিজ ধনে প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিদ্যার্জ্জিত ধনে ভাগ পাইবেন। দুই অথবা তিন মূর্খ ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে প্রতিপালন করিলে তাহারা সকলেই ভাগী। ধনার্জ্জনার্থ গত ভ্রাতার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণভারার্পিত ভ্রাতা তাহার উপার্জ্জনভাগী। যেস্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, সেই স্থলে সমান ভাগ জানিতে হইবে।

অবিভাজ্য নির্ণয়—অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই, অন্যের নহে, ইহা নিজ।

সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অন্য ভ্রাতার ভাগ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে ভাগ না থাকা [illegible]। পিত্রাদির অর্থ সাহায্য না লইয়া যাহা উপার্জ্জিত [illegible] তাহা অবিভাজ্য বিভাজ্য নহে, যেহেতু তাহা নিজ [illegible]

[illegible] উপার্জ্জিত [illegible] ভ্রাতার

ব্যাপার নাই, কেবল [illegible] তাহা [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] এই ধন বিভাজ্য নহে। পিতৃদ্রব্যের [illegible] উপার্জ্জন করে এবং মিত্র হইতে লব্ধ, আর যাহা [illegible], অর্থাৎ জামাতৃত্ব হেতু শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ, বিদ্যা [illegible] প্রাপ্ত, শৌর্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত এবং যাহা যৌতুকিক, এই সকল ধন বিভাজ্য নহে।

ক্রমাগত বিষয় অন্যে হরণ করিলে যদি দায়াদদিগের একজন সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা এবং অন্যের সাহায্য বিনা উদ্ধার করে, তাহা হইলে এইরূপ ধন অন্যের সহিত বিভাজ্য নহে। অর্থাৎ বিভক্ত বা অবিভক্ত কর্তৃক সাধারণ ধনের অনুপঘাতে এবং অপরের সাহায্য বিনা ভূমি সম্পত্তি ব্যতীত যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহা অর্জ্জকেরই, তাহাতে অন্যের ভাগ নাই।

পিতৃপিতৃব্যাদি ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত, যে কোন বিদ্যা দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহার ভাগ ন্যূনবিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ পাইবে না, কিন্তু সমান বিদ্বান্ বা অধিক বিদ্বান্ ভাগ পাইবে।

শৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জিত ধন, ভার্য্যাধন ও বিদ্যার্জ্জিত ধন এই তিন প্রকার ধন এবং পিতা স্নেহপ্রযুক্ত যাহা দেন, এইরূপ ধন বিভাজ্য নয়। পিতামহ বা পিতা স্নেহপূর্ব্বক যাহা দিয়াছেন, অথবা মাতা হইতে লব্ধ যে ধন, তাহা বিভাজ্য নহে।

বস্ত্র, পত্র, অর্থাৎ অশ্বাদি বাহন, অলঙ্কার, উদক, কৃতান্ন (অজ্ঞ কাদি), স্ত্রীগণ, যোগক্ষেম, অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যবহারযোগ্য শয্যাসন, ভোজনপাত্রাদি, রাজা, যাগস্থান বা যাগপ্রতিমা অর্থাৎ দেবোত্তর, এই সকল বিভাজ্য নহে।

"বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমপ্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥" (মনু)

গোরুর পথ, গাড়ীর পথ, পরিধেয় বস্ত্র, [illegible] ও [illegible] দ্রব্য বিভাজ্য নহে। প্রযোজ্য অর্থে—[illegible] প্রয়োজনীয়, যথাশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থাদি, [illegible] বিভাজ্য নহে। মূর্খে পুস্তক লইবে না, তাহা [illegible] গ্রহণীয়, কিন্তু তদন্তর্গত নিজ [illegible] অথবা অন্য দ্রব্য পণ্ডিতের হাতে তাহা [illegible]।

পিতার [illegible] যে পুত্র [illegible] করে, তাহা তাহার [illegible] নহে। এ স্থলে পিতা তাহাকে নিষেধ না [illegible] অনুমতিক্রমে হইয়াছে, বলিতে হইবে।

বিভাগের পর গর্ভস্থ পুত্রের ভাগ—যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনিও যথাশাস্ত্র ভাগ লইয়া পুত্রের সহিত অসংসৃষ্টাবস্থায় মরেন, তাহা হইলে বিভাগের পর জাতপুত্র পিতৃধনই লইবে, তাহাই তাহার অংশ।

যদি ধনীর অজ্ঞাত গর্ভাবস্থায় পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পর জাত পুত্র ভ্রাতাদের স্থানেই ভাগ লইবে।

ধনীর স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পাইলে যদি তদ্‌গর্ভস্থের ভাগ পূর্ব্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন না হইলে, পিতার অংশ সকলেই ভাগ করিয়া লইবে। পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া কোন পুত্রের সহিত সংসৃষ্টাবস্থায় আর এক পুত্র উৎপন্ন করিয়া পিতার মৃত্যু হইলে তদ্ধনে বিভক্তদিগেরই অধিকার।

পিতা যদি স্ত্রীর গর্ভ নিশ্চয় করিয়া ও প্রভুত্ব হেতু পুত্রদিগকে ভাগ দেন, তাহাতে পুত্রদের স্বামীত্ব জন্মাইবার কারণ, তাহাতে গর্ভস্থের অধিকার নাই। পিতৃধনেই কেবল তাহার অধিকার। বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সে তুল্যাংশভাগী হইবে। যদি ভূম্যাদি পিতামহ ধনও বিভক্ত হয়, তাহা হইলে বিভক্তজ তদ্ধনের ভাগ ভ্রাতৃগণ হইতে লইবে।

বিভাগ হইয়াছে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতি বা বন্ধুগণের অথবা অপরের সাক্ষ্যদ্বারা কিংবা লিখিত দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যদি কোন নিদর্শন বা সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে আনুমানিক প্রমাণ প্রামাণ্য।

বিভাগের পর আগত দায়াদের ভাগ—বিভক্ত হউক বা না হউক, দায়াদ উপস্থিত হইলে সাধারণ বিষয়ের ভাগ পাইবেন। ধন, ক্ষেত্র, গৃহ ও লেখ্য যাহা যাহা পৈতামহ হয়, চিরকাল প্রবাসে থাকিয়াও দায়াদ আগত হইলে তদ্ভাগী হইবে। কেবল সেই যে ভাগ প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে, কিন্তু তৎসন্তানেরা ভাগহারী হইবে।

কোন ব্যক্তি অবিভক্তাবস্থায় দেশান্তরে গিয়া বহুকাল পরে সমাগত হইলেও সে এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তৎসন্ততিরাও পুরুষানুক্রমে তদ্দেশবাসী বা প্রতিবাসীদের পরস্পরায় পরিচিত হইলে পর যথাশাস্ত্র অংশ পাইবে। কিন্তু দেশে থাকিলে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত তদ্ধনভাগী। অবিভক্তাবস্থায় যত ধন বৃদ্ধি বা যত ব্যয় হইয়া থাকে, তৎসমুদায় মিলাইয়া যাহা মূল ধন বিদ্যমান, তাহারই বিভাগ কর্ত্তব্য।

ঋণ পরিশোধাদি—পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া যে ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিভাজ্য। পিতামহের, পিতৃব্যের অথবা অপরের দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইলে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দায় গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তরাধিকারে যাহার ধন পাওয়া যাইবে, তিনি তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। কিন্তু বঙ্গদেশে পিতার বা পিতামহের অথবা অন্য কোন পূর্ব্ব স্বামীর দায়রূপ ধনাধিকারী না হইলে কেহ তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে।

পূর্ব্বস্বামীর ঋণ পরিশোধ তাহার ত্যক্ত ধনের পরিমাণানুসারে কর্ত্তব্য। মৃত ধনীর ত্যক্তধন অনেকে গ্রহণ করিলে তাহা প্রত্যেকের নিজ অংশ পরিমাণে পূর্ব্বস্বামীর ঋণ পরিশোধনীয়। পিতামহের জীবনকালে পৌত্রেরা পৈতামহ ধনাধিকারী হইলে প্রথমে পিতামহের ঋণ পরিশোধ করিবে, এই ঋণ শোধ দিয়া যদি ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পিতার ঋণও পরিশোধ করিতে হইবে। অনধিকারী পিতার ঋণ তাহার জীবনকালেই পৈতামহ ধনাধিকারী পুত্রদের পরিশোধ কর্ত্তব্য। ঋণগ্রাহী ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবাসী হইলে তৎপুত্র, পৌত্র, অথবা ধনহারী ব্যক্তি বিংশতি বৎসরের পর তাহার ঋণ দিবে।

পিতা যদি পুত্রদিগের মধ্যে নিজ ধন ও ঋণ বিভাগ করিয়া দেন ও আপনি নিজ অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে যদি তাহার অপর পুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ জাত পুত্র পিতার ঋণ পরিশোধ করিবে এবং দায় পাইবে। অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে একজনের পরিবারের নিমিত্ত ঋণ করিলে, তাহা সকলে শোধ দিবে, অথবা সাধারণ বিষয় হইতে শোধ যাইবে। অবিভক্তদিগের কৃত ঋণ তাহাদের মধ্যে একজন উপস্থিত থাকিলেও তাহাকে দিতে হইবে এবং ভ্রাতারা অবিভক্ত থাকিলে পিতৃ ঋণও এইরূপে দিবে। কিন্তু বিভক্ত হইলে স্ব স্ব প্রাপ্ত দায়ানুসারে দিবে।

অসংস্কৃত পুত্র কন্যার সংস্কার—যে ভ্রাতাদের সংস্কার হইয়াছে, তাহারা পিতৃ ধন দ্বারা অসংস্কৃত ভ্রাতা ও ভগিনীর সংস্কার অবশ্য করিবে। ধনীর অবিবাহিতা কন্যা প্রভৃতির বিবাহাদি সংস্কার অবিকৃত ধনানুসারে করিবে। পিতৃধন না থাকিলেও ভ্রাতাদের স্ব স্ব ধনে তাহাদের সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বিষয়।—বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের শেষ* পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল অর্থাৎ নাবালক। অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি ব্যবহার কার্য্য করিতে অযোগ্য। ঐ বালক যদি ঋণকরণ করে, তাহা অসিদ্ধ ও নির্ব্বর্ত্তনীয়। বালকের প্রাপ্ত ধন বিবাদ ভাবে তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বন্ধু বা নিজের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। আপনাকে এবং আপন ধন রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের

* বর্ত্তমান আইনানুসারে ১৮ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত।

রাজা রক্ষাকর্ত্তা। অধ্যাক্ষরূপে রাজা বালকের ধন, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। রাজা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করিবেন, তাহার উপর অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকের সকল ভার অর্পণ করিবেন। তিনি বালকের ও তাহার অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত আবশ্যক হইলে অথবা অনিবার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যেরূপ খরচাদির আবশ্যক হইবে, তিনি সেইরূপ দিবেন এবং ঐ বালক ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে তাহার বিষয়ের আয় ব্যয় হ্রাস ও বৃদ্ধির নিকাশ দিতে হইবে এবং যদি তিনি কোন রূপ ক্ষতি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

বঙ্গদেশে পুত্রবান্ পুরুষ পৈতামহ বা স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় পুত্রদের সম্মতি বিনা দানবিক্রয় প্রভৃতি যথা ইচ্ছা করিতে পারেন। ধনী নিজ মরণোত্তর স্বধন বিভক্ত হইবার নিয়ম (অর্থাৎ উইল) করিয়া যাইতে পারেন।

দায়াদদিগের মধ্যে একে বা অনেকে সাধারণ বিষয়ে নিজ প্রাপ্য অংশ দানাদি করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ। অবিভক্ত দায়াদ সকল নাবালক বিধায় দায় প্রাপ্ত না হইয়াই, বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে বিক্রয়াদিতে সম্মতি দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

যে স্থলে সম দায়াদেরা প্রাপ্ত ব্যবহারাদি প্রযুক্ত সম্মতি দানে সমর্থ, অথচ অনুপস্থিত নহে, সে স্থলে উক্ত কারণাদিতে দানাদি কৃত হইলেও তৎসিদ্ধি নিমিত্ত তাহাদের সম্মতি আবশ্যক। ব্যবহারে দান সিদ্ধির নিমিত্ত দাতার ক্ষমতা ও তদ্দান, তাহার চিত্তস্থিরাবস্থায় তৎকর্ত্তৃক কৃত হওয়ার প্রমাণ মাত্র প্রয়োজন।

দান লেখ্য ও বাক্য দ্বারা হইয়া থাকে। গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে শুদ্ধদান মাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না।

কোন নিয়মপূর্ব্বক দানে ঐ নিয়ম পালিত না হইলে দাতার স্বত্ব যায় না এবং গ্রহীতারও স্বত্ব হয় না।

দানে প্রাপ্ত বলিয়া দুইজনে এক বস্তুর প্রার্থী হইলেও কাহার আগম পূর্ব্বকার তাহা ব্যক্ত না হইলে যাহার ভুক্তি প্রমাণ হয়, তাহারই অধিকার। কিন্তু কাহারও আগম পূর্ব্বকার প্রমাণ হইলে তাহার ভুক্তি না থাকিলেও সেই অধিকারী। যে যে বিষয় দানবিষয়ক, বিক্রয় ও বন্ধক প্রভৃতিতে সেই নিয়ম খাটে।

অদেয় প্রকরণ—নিক্ষেপ, [illegible], [illegible], বন্ধক, [illegible] ও [illegible] বিনা নিজের [illegible] সাধারণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পুত্রাদি থাকিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিনা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি সিদ্ধ, কিন্তু অধর্ম।

দত্তক পুত্র করণার্থ পুত্রদান, [illegible] বিনাবে পরিজন পালনার্থ এবং আবশ্যক [illegible] [illegible] বিষয়ের স্বকীয় অংশাতিরিক্ত ও বিভক্ত স্বকীয় [illegible] ও স্ত্রীধনের দানাদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম।

দেয় প্রকরণ।—উত্তমরূপে পরিবার প্রভৃতির প্রতিপালন হইয়া যাহা অতিরিক্ত হয়, সেই স্থাবর [illegible] [illegible] দানাদি সিদ্ধ এবং অধর্ম্মযুক্ত নহে।

পরিবার পালনের বাধাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা কাম্য ধর্ম্ম কামনায় কৃত যে দানাদি তাহা সিদ্ধ হইলেও ধর্ম্ম নহে। কিন্তু যদি সর্ব্বস্ববিক্রয়াদি বিনা বিপদ্ হইতে ত্রাণ, পরিবার পালন, অথবা অবশ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্পাদন না হয়, তাহা হইলে বিবেচনা অনুসারে যাহা কৃত হইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। রক্ষণাবেক্ষণে অশক্ততাদি ন্যায্যকারণে যদি কোন স্ত্রী তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে স্বাধিকৃত সংক্রান্ত ধন দেয়, তাহা হইলে এই দান সিদ্ধ হইবে।

রাজ্য অবিভাজ্য, যোগ্য হইলে জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী, জ্যেষ্ঠ অযোগ্য হইলে অন্য ভ্রাতা পাইবে।

দত্তপ্রকরণ—ভৃতি, দ্রব্যের মূল্য, বা শুল্করূপে অর্থাৎ বিবাহে, তুষ্টিতে বা প্রত্যুপকাররূপে, স্নেহে, অনুগ্রহে, বা শ্রদ্ধা সহকারে যাহা দত্ত, তাহা অপ্রত্যাহার্য্য। ভৃতিতে বা অত্যন্ত ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত অত্যধিক ধন দিতে স্বীকৃত হইলে তাহা দাতব্য নয়। বস্তুতঃ গৃহদাহাদিতে ও পুত্রের রোগাদিতে কেহ যদি ত্রাতাকে সর্ব্বস্ব দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে তৎস্বীকার অসিদ্ধ। কিন্তু উপকারানুসারে অধিক দেওয়া উচিত। অত্যন্ত অধিক ধন দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহা দত্ত না হইলে বা অত্যধিক দত্ত হইলেও উপরোক্ত যুক্তিতে পুনর্গ্রহণীয়।

অদত্ত প্রকরণ।—ভয়ান্বিত, ক্রোধান্বিত, কামার্ত্ত, মোহপ্রযুক্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, বা অপ্রকৃতিস্থাবস্থায়, অথবা উৎকোচরূপে, পরিহাসে, ক্রীড়ায়, ভ্রমে বা প্রতারণায়, কিংবা বালক অস্বতন্ত্র বা অপবর্জ্জিত কর্ত্তৃক অথবা [illegible] কিংবা অপাত্রকে পাত্রবোধে অথবা অতি বৃদ্ধ, [illegible], নিঃসত্ত্ব, বা অতি দুষ্ট কর্ত্তৃক কিংবা [illegible] যাহা দত্ত, তাহা অদত্তাই। বস্তুতঃ দোষযুক্ত দান অসিদ্ধ, কিন্তু কারণমূলক দান সিদ্ধ। আর্ত্তের [illegible] দান সিদ্ধ। বালক কর্ত্তৃক দত্ত ধর্ম্মার্থ দান দক্ষিণাদি সিদ্ধ।

দায়ভাগ সম্বন্ধে যাহা লেখা হইল, এখন [illegible] [illegible]

হেবরন নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। জুডা ব্যতীত অপরাপর অনেক জাতি সলের পুত্র ইশ্‌বোশেথকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া প্রচার করিল। ইশ্‌বোশেথ নিহত হইলে দায়ুদ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং ১০৫৫ হইতে ১০১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গতাসু হন। রাজপদে আসীন হইয়াই তিনি প্রথমে জেবুসাইট-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের প্রধান নগর জেরুসালেম হস্তগত এবং তথায় আপনার বাসস্থান স্থাপিত করেন। এই নগরেই ক্রমশঃ য়িহুদীধর্ম্মের প্রধান আড্ডা হইল। ইহার পর দায়ুদ ফিলিস্তাইন, আমেলকাইট, এডোমাইট, মোয়াবাইট, আমোনাইট এবং সিরীয় প্রভৃতি জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া একদিকে ইউফ্রেতিস্ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ও অপরদিকে সিরীয় হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ প্রজাপূর্ণ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু তিনি বাথসেবাকে হরণ ও তাঁহার স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া নিজ বিজয় গৌরব কলঙ্কিত করেন। তিনি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ এবং তদুন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে য়িহুদীগণ শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়েই বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজ্যশাসনের জন্ত সর্ব্বদা একদল সৈন্ত রাখিতেন এবং দ্বাদশ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ইস্রায়েলের বিভিন্ন জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন।

যাহা হউক, দায়ুদ নিরবচ্ছিন্ন রাজ্যসুখ লাভে সমর্থ হন নাই, তাঁহাকে অনেক বিদ্রোহাদি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রই বিদ্রোহী হইয়া হত হয়। ইহাতে দায়ুদের অবশিষ্ট জীবন নৈরাশ্যে কালিমাময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

দায়ুদ যে কেবল যুদ্ধবীর, রাজনীতিবিদ্ ও রাজা ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার কবিত্বশক্তিও প্রশংসনীয়। তাঁহার রচিত স্তুতিগীতি পুস্তক (Book of psalm) খৃষ্টীয় জগতে অতুলনীয়। এই পুস্তকের অধিকাংশ গীতিই দায়ুদের রচিত।

দায়ুদের জীবন নিষ্পাপ ছিল না। দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া তিনি অনেক সময় পাপে লিপ্ত হইতেন। এই সকল দুষ্কৃত স্মৃতিরূপ বিষকীট দংশনে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হইত এবং তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তিনি বলিতেন, মৎকৃতপাপ আমার হৃদয়ে সদাই জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু এত পাপের মধ্যেও এত ভ্রমসঙ্কুল আবশিক কার্য্য কলাপের অন্তরালেও দায়ুদের অকপট হৃদয়াবেগ ইতিহাসে অতুলনীয়। দুর্দ্দান্ত রিপুগণ তাঁহাকে উন্মার্গগামী করিলেও তাঁহার হৃদয়বত্তা লোপ করিতে পারে নাই, অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইত। কোন পাপকার্য্য করিলে দায়ুদ অনুতাপ পরিহারার্থ, ঐ কার্য্যে নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিতে নানারূপ ছল উদ্ভাবন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতেন না। দায়ুদের রচিত ধর্ম্মগীতি সকল পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কিরূপে এই রাজকবির সরল আত্মা ভবিষ্যতের ভীষণ বিভীষিকায় ভীত শিথিল তমসাচ্ছন্ন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত ও অজ্ঞাত আপৎ-পাতের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, অবশেষে কিরূপে সেই মহা অন্তর্বিপ্লবের ভীষণ ঝটিকা অপগত হইলে দুঃখ, শোক, সন্তাপ, মর্ম্মপীড়া দ্বারা বিশোধিত ঈশ্বরপ্রেম দায়ুদের হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে ধ্রুব, অটল ও ঐকান্তিক ভক্তিসূচক এরূপ গীতি বাইবেলে অতি বিরল। দায়ুদের সুখদুঃখময় বহু ঘটনাপূর্ণ জীবনের স্বতঃ প্রণোদিত হৃদয়োচ্ছ্বাস, তাঁহার গীতিতে পরিস্ফুট হওয়াতে সংসারজ্বালাব্যথিত খৃষ্টানদিগের পক্ষে ঐ সকল স্তোত্র অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিদ্‌গণ দায়ুদকে যীশুখৃষ্টের এক প্রতিরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। বাইবেলে দায়ুদের বিস্তীর্ণ ইতিহাস বর্ণিত আছে।

দায়ের (আরবী) মোকদ্দমা রুজু করা।

দায়েরা (আরবী) ১ মণ্ডলী। ২ কক্ষ। ৩ চক্র। ৪ খান্‌কা, মঠ। ৫ বিচারকমণ্ডলী। ৬ বহুজনের দ্বারা বিচার।

দার (পুং) দারয়তি ভ্রাতৄন্ দৃ-ণিচ্ দারে কর্ত্তরি অচ্। ১ ভার্য্যা, পত্নী, স্ত্রী। 'দারাদের্নিত্যং, এই সূত্রানুসারে দার শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত; এই দার শব্দে একবচন প্রয়োগ হয় না, নিত্য বহুবচন হইয়া থাকে।

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।" (মনু)

পাণিগ্রহণাত্মক মন্ত্রই দারলক্ষণ। পাণিগ্রহণস্বরূপ মন্ত্র পাঠ মাত্রেই দারাত্মক জ্ঞান জন্মে। দৃ-করণে ঘঞ্। ২ ভূম্যবচ্ছেদ। ভাবে ঘঞ্। ৩ বিদারণ।

দারক (ত্রি) দারয়তি নাশয়তি পিতৄণং দৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ পুত্র।

"কচ্চিত্তে দারকা রাজন্ দেবপুত্রোপমাঃ শুভাঃ।
বর্চ্চসা রূপতশ্চৈব সদৃশা মে মতাস্তব।" (ভারত ১।৮৩।১৩)

২ বিদারক। ৩ বালক। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ কন্যা।

দারকর্ম্মন্ (ক্লী) দারাণাং ভার্য্যাত্ব প্রতিপাদকং কর্ম্ম। ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞান বিশেষরূপ বিবাহ, যে ক্রিয়াতে ইনি আমার ভার্য্যা, এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দারকর্ম্ম বলা যায়। "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।" (উদ্বাহতত্ত্ব)। [বিবাহ দেখ।]

দারকাচার্য্য (পুং) শাক্যমুনের শিক্ষাগুরু।

দারক্রিয়া (স্ত্রী) দারাণাং ক্রিয়া। দারকর্ম, বিবাহ।

দারাগঞ্জ, আলাহাবাদ নগরের উপকণ্ঠস্থ একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ২৫´ পূর্ব্ব। এই সহর গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত এবং ফলে আলাহাবাদ নগরেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত। আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটই ইহার শাসনকার্য্য সমাধা করেন, আলাহাবাদের পুলিস ইহার শান্তি রক্ষা করে এবং এই নগরও আলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। আলাহাবাদের কেন্দ্রস্থান হইতে ইহার দূরতা দুই মাইল মাত্র।

দারগ্রহণ (ক্লী) দারাণাং গ্রহণং। পত্নীগ্রহণ, বিবাহ।

দারণ (ক্লী) দারয়তি নাশয়তি জলমলং অনেন দৃ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ কতকফল, নির্ম্মলীফল, এই ফল জলে দিলে জলের মলা বিদূরিত হয়। দৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ বিদারণ, দারকস্বার। ৩ বিদারণ সাধন অস্ত্রাদি। ৪ ব্রণাদি স্ফোটন-সম্পাদকঔষধ বিশেষ। [ব্রণ দেখ।]

অঙ্কুর, ভল্লাতক, দন্তী, চিতা, অশ্বমারক, কপোতক বিষ্ঠা, কাকবিষ্ঠা ও গৃধিনীর বিষ্ঠা, ইহার যে কোন একটী পক্ক ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ বিদারিত হয়। ক্ষার দ্রব্য (অপ-ক্ষারাদি) অথবা যবক্ষার প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও ব্রণ ভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। (ভাবপ্র°)

দারদ (ক্লী) দরদি দেশভেদে ভবঃ সিন্ধ্বাদি° অণ্। ১ দরদ দেশোদ্ভব বিষভেদ। ২ পারদ। ৩ হিঙ্গুল। ৪ সমুদ্র।

দারদ (দার্দ) নামক প্রদেশের পশ্চিম ভাগে সিন্ধুনদের কূল-বর্ত্তী ভূভাগবাসী একজাতি। ইহারা আর্য্যবংশসম্ভূত; নানাশাখায় বিভক্ত হইয়া নানাস্থানে বাস করিতেছে। অনেকে বহুকালাবধি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। মনু মহাভারতাদি গ্রন্থে এই জাতি সংস্কারভ্রষ্ট ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে।

এখন ইহারা তিন বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। তিন ভাষাতেই লিখিবার সময় পারস্য অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ তিন ভাষার নাম শিনা, খজুনা ও অর্ণিয়া। আস্তর, গিলঘিট, এবং আরও দক্ষিণে চেলা, দারেল, কোহলী এবং পালা প্রভৃতি সিন্ধুনদের উত্তর কূলবর্ত্তী প্রদেশে শিনা ব্যবহৃত হয়। হুণজা ও নাগর নামক স্থানে খজুনা এবং চিত্রলে ও ইয়াশানে অর্ণিয়া ভাষাপ্রচলিত। কাশ্মীরীগণ ইহাদের মধ্যে বাস করিলেও নিজ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। কিন্তু কাশ্মীরী ও দার্দ ভাষায় বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

গিলঘিট, আস্তর ও তন্নিকটস্থানে দার্দগণ রোণু, শিন, যস্কুন, ক্রেমিন ও ডোম প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহা-দিগের মধ্যে শিন ও যস্কুন জাতিই প্রধান, ক্রেমিনগণ মিশ্র জাতি। ডোম ও চোকরা নীচতম। অনেকের মতে, এই দার্দ জাতিই গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ বর্ণিত দাদিসি (Dadicæ) জাতি। কিন্তু সার্জন বেলু (Bellew) সাহেব বলেন, কাকর জাতির সহিত আফগানিস্থানে 'দাদি' নামক এক জাতি বাস করে; ইহারাই হিরোদোতাস্-প্রোক্ত দাদিসি জাতি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব *। প্লিনিও কাশ্মীর সীমান্তে হিন্দুকুশস্থ দারদ প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণেও দরদ ও এই জনপদবাসী দারদগণের উল্লেখ আছে।

দারদগণ খুব মদ্যপ্রিয়। ইহারা আপনাদের ব্যবহার্য্য মদ্য নিজেই প্রস্তুত করে। পক্কদ্রাক্ষা সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত লাদক প্রদেশ হইতে আনীত প্যাপস্ নামক একরূপ দ্রব্য মিশাইয়া সূর্য্যোত্তাপে অথবা অগ্নির নিকট মৃৎপাত্রে ১০।১২ দিন রাখিয়া দেয়। উহা ছাঁকিয়া লইলেই মদ্য হইবে। ইহাতে দুই তিনবার জল মিশাইয়া মো নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। আস্তর, শিন ও গিলঘিটবাসিগণ এই মদ্য পান করে। নাগরে দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়।

দারদগণ স্ত্রীপুরুষ একত্র আহার করে। পুরুষগণ একত্র দুগ্ধপান করিলে, তাহারা চিরকালের জন্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল এইরূপ অঙ্গীকার করা হয়।

দার্দগণ চৌগানবাজি অর্থাৎ অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া ভাঁটা তাড়না খেলিতে ভালবাসে। এইরূপ খেলাকে পোলো খেলাও বলে। আস্তরে ইহাকে তোপি এবং গিলঘিটে ইহাকে বুলা কহে। এই খেলার জন্য গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া থাকে। [চৌগানবাজি শব্দ দেখ।]

শিকার করিতে ইহাদের বিশেষ আগ্রহ। ধনুর্ব্বাণ শিকার সকলেই মনোযোগী। শীতকালেই শিকারের ঘটা অধিক।

ইহারা বন্দুক ব্যবহার করে। ঐ সকল বন্দুক টুপি-দার বিলাতী বন্দুক নহে। উহাতে অগ্নিসংযোগে গুলি ছুড়িতে হয়। বন্দুকের গুলি শুদ্ধ সীসার না করিয়া প্রস্তর খণ্ডে সীসা মুড়িয়া প্রস্তুত হয়। শর সন্ধান ও বন্দুক ছুড়িতে ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ।

ইহারা আমোদ প্রমোদের সময় বাদ্য সংযোগে নৃত্য করিয়া থাকে। অসি চর্ম্মাদি লইয়াও নানাপ্রকারে রণো-ন্মুখে নানারূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করে।

দারেলবাসীরা মৃত ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি জাগরি

* Bellew's Races of Afghanistan.

প্রভৃতি ভক্ষণ করে। এই জাতি অনেক সময় মৃত্তিকার নিম্নে খাদ্য দ্রব্য প্রোথিত করিয়া রাখে। কখন কি আকস্মিক বিপৎপাতে খাদ্যাভাব হয়, এই আশঙ্কায় বোধ হয় এরূপ করিবার উদ্দেশ্য। সন্তান জন্মিলে যে খাদ্য প্রোথিত করা হয়, তাহা ঐ সন্তানের বিবাহকালে উত্তোলিত করিয়া বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বিতরিত হয়। খাদ্য দ্রব্যের সহিত ঘৃতও প্রোথিত হয়। এই দীর্ঘকালে ঐ ঘৃত বিস্বাদ ও লোহিত বর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু দার্দগণ মনে করে, এই বর্ণ সুন্দর ও সুন্দরীর সৌভাগ্যসূচক।

দারেল (দারেল) সিন্ধুনদের পশ্চিম কূলবর্ত্তী একটী প্রাচীন প্রদেশ। বহু প্রাচীন কালে ইহার দারেলনগর উদ্যান রাজ্যের রাজধানী ছিল। দারদগণ এই প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী, এই দারদগণ হইতেই ইহার নাম দারেল হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে দারেল বিশেষ সৌভাগ্যশালী ছিল। চীনপর্য্যটক ফা-হিয়ান্ এবং হিউএন্‌ৎ সিয়ং উভয়েই এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন। ফা-হিয়ান্ দারেলকে তো-লি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এখানে ১০০ ফিট্ উচ্চ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন। হিউএন্‌ৎসিয়ং ইহাকে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত এবং অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, মাধ্যান্তিক নামক জনৈক বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধানে এই প্রকাণ্ড ও অত্যদ্ভুত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাতাকে ভাবী বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের আকার প্রকার স্বরূপে দেখাইবার জন্য মাধ্যান্তিক তাহাকে তিনবার তুষিত নামক চতুর্থ স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। স্থপতি ঐ স্থানে মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া সেইরূপ দীর্ঘ ও আকারপ্রকারাদি যুক্ত ঐ কাষ্ঠময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

দারপরিগ্রহ (পুং) দারাণাং পরিগ্রহঃ গ্রহণং। দারকর্ম্ম, বিবাহ। "অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহং।" (মনু)

দারপরিগ্রহিন্ (ত্রি) দারপরিগ্রহ-ইন্। দারপরিগ্রহযুক্ত।

দারবলিভুজ্ (পুং) দারেণ চঞ্চুঘাতজন্য বিদারণেন বলিং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-কিপ্। বকপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

দারব (ত্রি) দারুণঃ বিকারঃ রজতাদিত্বাৎ অঞ্। দারু-বিকার কাষ্ঠময় পদার্থ। "অতীতং পৃথিবীপালং কারয়িত্বা তু দারবং।" (দুর্গাসিং)

দারসংগ্রহ (পুং) দারাণাং সংগ্রহঃ। দারগ্রহণ।

দারা, ১ হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধ যন্ত্র। ২ (দেশজ) স্ত্রী। দার শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এই জন্য দার শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'দারাঃ' এইরূপ প্রয়োগ হয়, কিন্তু আকারান্ত 'দারাঃ' বিসর্গান্ত শব্দের প্রয়োগ নাই। অতএব 'দারা' এইরূপ শব্দ দেশজ বলিতে হইবে। [দার দেখ।]

দারা, ১ পারস্যের কৈআন বংশের ৮ম রাজা। রাণী হুমাউর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে পারস্যে অনেকগুলি যুদ্ধবিগ্রহ হয়, তন্মধ্যে মাকিদনরাজ ফিলিপের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাই প্রধান। ইনি ১২ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে ইহার পুত্র দারা বা দারাব (২য়) রাজা হন।

২ অপর নাম দারাব, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই Darius Cadomanus নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৩৩১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীর আলেকসান্দারের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ইনিই কৈআন্ বংশের শেষ নরপতি।

দারাঙ্গী (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য। (Cyprinus Bunta)

দারাড়, বঙ্গপ্রদেশবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল।

দারাধিগমন (ক্লী) বিবাহ। "দারাধিগমনকৈব বিবাহাদ্যাশ্চ লক্ষণম্।" (মনু ১।১১২) 'দারাধিগমনং বিবাহঃ' (কুল্লূক)

দারাধীন (ত্রি) স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রৈণ।

দারাশেকো, ভারতবর্ষের মোগল সম্রাট্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান, কিন্তু পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। ইহার মাতার নাম অলিয়া-বেগম। এই অলিয়া-বেগমই 'মুমতাজ মহল' নামে খ্যাত হন *। ইহারই সমাধিমন্দির সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল। অর্ম্মি সাহেব মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতে যে বিবরণসংগ্রহ করেন, তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহজাহান্ আসফ্‌খার (নূরজাহানের ভ্রাতার) কন্যা মমতাজ জমানীকে বিবাহ করেন এবং ইহারই সমাধির জন্য তাজমহল নির্ম্মাণ ও ইহারই গর্ভে দারাশেকো সুজা প্রভৃতি পুত্রোৎপাদন করেন †। কোন্ সালে দারাশেকোর জন্ম হয়, তাহা স্থির জানা যায় না। বিভারিজ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের একস্থলে লিখিয়াছেন ‡ যে, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে দারার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অরঙ্গজেব অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। তাহা হইলে দারার জন্মকাল ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ; কিন্তু অরঙ্গজেবের সমকালবর্ত্তী কাফিখাঁ কৃত মুন্তখব্-উল্ লুবাব নামক

* Elliots' History of India, Vol. VII. p. 27, and note.

† Historical Fragments of the Moghul Empire, p. 187—88.

‡ Beveridge's History of India, I. p. 28.

ইতিহাসে অরঙ্গজেবের জন্মকাল ১০২৮ হিজিরা (অর্থাৎ ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ) দেওয়া আছে। তাহা হইলে দারার জন্মকাল ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদশানামার মতে, ১০২৪ হিজিরা ২৯ সফর (১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ২০এ মার্চ্চ) দারার জন্ম হয়। দারার সহোদর ভ্রাতা আটটী ও ছয়টী ভগ্নী ছিল। শেষ সন্তান প্রসবের সময় ৪০ বৎসর বয়সে অলিয়া বেগম ১০৪০ হিজিরা (১৬২০ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। এই সময় দারার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। শাহজাহান্ তখন ৪ বৎসরমাত্র রাজত্ব পাইয়াছেন। সুজা, অরঙ্গজেব, মুরাদ এবং জাহান্‌আরা, রৌশন্‌আরা প্রভৃতি শাহজাহানের ইতিহাস-প্রথিত সন্তানগণ দারার সহোদর সহোদরা ছিলেন।

কাশ্মীর হইতে লাহোরের পথে যখন ১০৩৭ হিজিরার (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) জাহাঁগীরের মৃত্যু হইল, তখন দারাশেকো মহম্মদ সুজা এবং অরঙ্গজেব নূরজাহানের নিকটেই ছিলেন। নূরজাহান্ যদিও এ সময়ে নিজ জামাতা শাহরিয়ারের জন্য দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তজ্জন্য শাহজাহান্ ভ্রাতুষ্পুত্রী জামাতা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রী সন্তান বলিয়া শাহজাহানের সন্তানদিগকে নিজের মহলে নিজের নিকটে রাখিয়াই লালন পালন করিতেন। এ সময় দারার বয়স ১০ বৎসর মাত্র। জাহাঁগীরের মৃত্যুর সময়ে শাহজাহান্ আগ্রায় ছিলেন না, দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। শাহরিয়ারই রাজ্যলাভ করিবেন একপ্রকার স্থির হইল, কিন্তু মূর্খ শাহরিয়ার সেই সময় আগ্রা ত্যাগ করিয়া লাহোরে পিতার ধন রত্ন অধিকার করিতে গেলেন। এদিকে মন্ত্রী ইরাদত খাঁ ও সেনাপতি ইয়ামিন্ উদ্দৌলা আসফ্ খাঁ (নূরজাহানের ভ্রাতা) রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবারণ উদ্দেশে খসরুর (জাহাঁগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের) পুত্র বুলাকিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য নূরজাহানের স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার একদিন আগে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে শাহজাহানের পুত্রগণকে রাজ্ঞীর অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া সাদিক খাঁ নামক এক সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। দৌহিত্রদিগকে নিরাপদ করিয়া আসফ্ খাঁ জামাতার জন্য সিংহাসন রক্ষার্থ মন্ত্রী ইরাদতের পরামর্শে বুলাকিকে সিংহাসনে বসাইয়া দাক্ষিণাত্যে জামাতাকে আনিতে পাঠাইলেন। ৪ মাস পরে (১৬২৮ খৃষ্টাব্দে)* শাহজাহান্ আসিয়া আগ্রার সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। শাহজাহান্ রাজ্যলাভ করিবার ৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে (১০৪০ হিজিরায়) ১৩ বৎসর বয়সে দারার বিবাহ হয়। জাহাঁগীরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার পরবেজের কন্যা নাদিরার সহিত দারার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ন্যায় ধূমধাম ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। তাঁহার গর্ভে সুলেমান শেকো ও শিপেহর শেকো নামে দুই পুত্র জন্মে। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে (১০৬২ হিজিরায়) সুলতান শাহজাহানের আদেশে কুমার অরঙ্গজেব বাহাদুর মুলতান হইতে কান্দাহার জয় করিবার জন্য গমন করেন, কাবুলের পথে অল্লামী শাহল্লা খাঁ নামক সেনাপতি কান্দাহার জয়ের ফরমাণ ও বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। উভয় সৈন্যদল একত্র করিয়া অরঙ্গজেব কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গও সুদৃঢ় ও অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ ছিল। ভিতর হইতে অজস্র বর্ষণ হওয়ায় মোগল সেনার দাঁড়ান দায় হইয়া উঠিল। অরঙ্গজেবের অধীনে যে দুই কামান ছিল, অনবরত ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার দুইটী ফাটিয়া গেল। অল্লামী শাহল্লা খাঁর সেনাদলে মীর-ই-আতিস কাসিম খাঁ অধীনে যে পাঁচটী কামান ছিল, তাহা হইতে যদিও অবিরত গোলা বর্ষণ হইতেছিল, তথাপি বিশেষ কোন ফল হইল না। অনর্থক বারুদ ও গোলা ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু বিন্দুমাত্রও দুর্গধ্বংস হইল না। সংবাদ শাহজাহানের নিকট পৌঁছিল। আরও একটা বিপদের সূত্রপাত হইল। গজনীর নিকটবর্ত্তী উজবেক ও অলমান জাতীয় আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া মহা অনিষ্ট আরম্ভ করিল, কাজেই সুলতান ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবকে অবরোধ উঠাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

অরঙ্গজেব ফিরিয়া আসিলে, কুমার বুলন্দ ইক্‌বাল দারা-শেকো দৃঢ়তা সহকারে জানাইলেন যে তিনি কান্দাহার নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবেন। শাহজাহান্ জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সেই বৎসরেই অধিক সংখ্যক সেনা এবং কাবুল ও মুলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া পাঠাইলেন। দারা লাহোরে পঁহুছিয়াই যুদ্ধের আয়োজনে এত ব্যস্ত হইলেন, যে আয়োজন করিতে এক বৎসর সময় লাগিতে পারে, তাহা তিনি ৪ মাসের মধ্যে করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গে 'কিশাবর-কুশা' (দেশজয়ী) ও 'গড়-ভঞ্জন' নামে দুই অতি বৃহদাকার কামান চলিল। এই দুই কামানে যে গোলা দেওয়া হইত, তাহার ওজন ১/৮ এক মণ আট সের। আর একটী কামান ছিল, তাহার গোলার ওজন ৸৶ এক মণ বোল সের। এতদ্ভিন্ন তিনি ৫ হাজার মণ বারুদ ও ২৫০০০ মণ সীসা সঙ্গে লইলেন। সমস্ত

* ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাহাঁগীরের মৃত্যু হয় এবং ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শাহজাহান্ সিংহাসন লাভ করেন।

[illegible] করিয়া তিনি যাত্রার দিন স্থির করিয়া পিতার অনুমতি লইলেন, মুলতানের পথে রসদ ও ঘাসের সুবিধা বলিয়া সৈন্যদল সেই পথে চলিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে (১০৬৩ হিজিরায়) দারা কান্দাহার অবরোধ করেন ও বুস্তের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন।

অবরোধে ৫ মাস কাটিয়া গেল। বারুদ, সীসা, গোলা গুলি ফুরাইয়া আসিল। আফগানিস্তানের পর্ব্বতমালাসমাচ্ছন্ন প্রদেশে শীতের প্রকোপে শীতবস্ত্রহীন মোগল সেনা মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সুলতান শাহজাহান্ সংবাদ পাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি এখন দুর্গজয় সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, আর অতি অল্পদিনের মধ্যে সে কার্য্য সমাধা হয়, হউক, নতুবা বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে, চলিয়া আসাই শ্রেয়স্কর। দারা কর্ত্তৃক নবনিযুক্ত নবজিত বুস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বুস্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়া সদলে আসিয়া দারার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুস্তের কারখানা পর্য্যন্ত উঠাইয়া আনিলেন। দারা ফিরিবার কথা প্রস্তাব করিলে সমস্ত মোগল সেনাপতিই তাহাতে সম্মত হইলে ঐ বৎসরের শেষ মাসে অবরোধ উঠাইয়া সকলে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাহাঁগীরের সময় নিরূপিত হইয়াছিল যে, অতঃপর চিতোরের আর কোন রাণা চিতোর-দুর্গ সংস্কার করাইতে পারিবেন না। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রাণা জগৎসিংহ সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া জীর্ণস্থান সকল ভাঙ্গিয়া সুদৃঢ় করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান্ এই সংবাদ পাইয়া ৩০ হাজার সৈন্য সহ অল্লামী শাহুল্লা খাঁকে চিতোর ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন।

দারা শাহজাহানের সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন, সর্ব্বদাই কাছে থাকিতেন, এমন কি মতদ্বৈধ হইলেও তিনি দারার কথামত কার্য্য করিতেন। সম্রাটের এই পুত্রবশতার কথা সর্ব্বত্রই প্রকাশ ছিল। রাণা জগৎসিংহও তাহা জানিতেন। শাহুল্লা খাঁ খলিলপুরে গিয়া ছাউনী করিবামাত্র রাণা জগৎ গোপনে দারার নিকট বিশ্বস্ত লোক পাঠাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে, তিনিই মধ্যস্থ হইয়া সুলতানের এই ক্রোধ নিবারণ করিয়া দিন। দারাও সম্রাট্কে রাণা জগতের অনুরোধ অনুনয় বিনয় বিশেষরূপে জানাইলেন। সম্রাট্ শুনিয়া নিজ দূতকে পাঠাইয়া জানাইলেন যে, রাণা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মোগল দরবারে রাখিয়া দিবেন ও একদল সৈন্য রাণারই একজন আত্মীয়ের অধীনে দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া মোগল সম্রাটের কার্য্য করিবে। রাণা ইহাতে স্বীকৃত না হইলে তিনি চিতোর ধ্বংস করিবেন।' রাণা পুনরায় দারাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি যদি তাঁহার দেওয়ানকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত পুত্রকে মোগল দরবারে পাঠাইয়া দিতে পারেন। দারাও সম্রাট্কে বলিয়া সেইরূপ আদেশ লইলেন ও নিজ দেওয়ান সেখ আবদুল করিমকে চিতোরে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে শাহুল্লার সেনা চিতোর আক্রমণ করিয়া বুরুজ প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। রাণা জগৎসিংহ পুনরায় প্রতিনিধি পাঠাইতে স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে দারার দেওয়ান আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাণা তৎক্ষণাৎ আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। দারার মধ্যস্থতায় এবং রাজকুমারকে প্রতিভূস্বরূপ পাইয়া সুলতান শাহজাহান্ রাণাকে ক্ষমা করিলেন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে শাহজাহানের রাজ্যে ১০৬৫ হিজিরা অতীত হওয়ায় এক উৎসব হয়। এই উৎসবে নানা দিগ্দেশ হইতে রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই মজলিসে শাহজাহান্ জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে একটী বিশেষ খেলাৎ দিয়া সম্মানিত করেন। এই খেলাতের সহিত যে জামা দেন, তাহার আস্তীনে ও মগজীতে যে কারচোপের কাজ ছিল, তন্মধ্যে মুক্তা ও মণিমাণিক্যাদি গাঁথা ছিল। ইহার মূল্য ৫০ হাজারের উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। একখানি শিরপেঁচ (শেরফন্দ) দিয়াছিলেন, তাহার একখানি চুনি ও দুইটী মুক্তার দাম ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন নগদ ১৩ লক্ষ টাকাও প্রদান করেন। এই অবধি দারা 'শাহ বুলন্দ ইক্বাল দারাশেকো' নামে অভিহিত হইলেন। এই উপাধি ও সম্মান শাহজাহান্ জাহাঁগীরের নিকট পাইয়াছিলেন। দরবারে সম্রাটের তক্ত তাউসের সম্মুখে এতদিন দারার বসিবার আসন ছিল, এখন হইতে তক্ত তাউসের দক্ষিণে এক স্বতন্ত্র স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপিত হইল।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের একবার পীড়া হয়। এই সময় দারাশেকো রাজ্যের সমস্ত কার্য্য চালাইতে থাকেন। এই সংবাদে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ কিছু চমকিত হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা মহম্মদ সুজা এ সময়ে বাঙ্গালার, তৃতীয় ভ্রাতা মহম্মদ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ও [illegible] মুরাদ বক্স গুজরাটে শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

দারাকে শাহজাহান [illegible] ভালবাসিতেন, কারণ তিনি পারসী, আরবী [illegible] ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, [illegible] তিনি [illegible], সরল ও বুদ্ধিমান্, কিন্তু বড়

অপরিণামদর্শী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও একটা দোষ ছিল, যে তিনি যখন যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র কাল বিলম্ব করিতেন না, মনে উদিত হইবামাত্রই করিয়া ফেলিতেন। শাহজাহান্ তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শমত দুএকটা অন্যায় কার্য্যও করিয়া ফেলিতেন। দারাকে সম্রাট্ চক্ষুর আড় করিতেন না। দারার আরও একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অকবরের ন্যায় মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মের সারমত সংগ্রহ করিয়া নিজ ধর্ম্মমত সংগঠন করিয়াছিলেন। যে সময় তিনি কান্দাহার জয়ার্থ গমন করেন (১০৫০ হিজিরা), সেই সময় কাশ্মীরে মৌলানা শা নামক একজন ফকীরের সহিত পরিচিত হন। এই ব্যক্তিই তাঁহাকে হিন্দু, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেন। ইহার কাছেই তিনি হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য পাঠ করিয়া চমৎকৃত হন এবং তদবধি তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি অকবরের ন্যায় সর্ব্বদা মুসলমান ফকীর ও হিন্দু সন্ন্যাসী, গোঁসাই প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি আল্লা শব্দের পরিবর্ত্তে উপাসনাকালে 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করিতেন, আংটীর উপর ওঁকার খোদাইয়া পরিতেন এবং রোজা, নমাজ কোরাণানুসারে করিতেন না। এই সকল কারণে মুসলমান-সমাজ তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তিনি নিজে বলিতেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক এবং যমজ ভ্রাতার ন্যায় এক সত্য হইতেই উদ্ভূত। তিনি আপনাকে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন না বা আচার ব্যবহারে সেরূপ আচরণও করিতেন না। এই সকল কারণে যখন সম্রাটের পীড়ার সময় তিনি নিজে রাজ্যশাসন গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের সম্রান্ত লোক অনেকেই চমকিয়া উঠিলেন। সকলেই ভাবিল যে, যদি সম্রাটের মৃত্যু হয়, আর দারা যদি রাজা হন, তাহা হইলে মুসলমান ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইবে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে এজন্য অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। শাহজাহান্ দারাকে ভালবাসিতেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুজা, অরঙ্গজেব প্রভৃতির মনে মনেও রাজ্যলিপ্সা ছিল, কিন্তু কেহ এতদিন ফুটিতে পারেন নাই। দারার ভ্রাতৃগণের মধ্যে সুজা অত্যাচারী বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধবিৎ ও যুক্তিজীবি ছিলেন, মুরাদ কেবল আমোদপ্রিয় ও অতিমাত্রায় সুরাসেবী ছিলেন। দারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া পিতাকে দিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতি দূরদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাজধানী হইতে বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য সম্রাটের পীড়ার সময় যখন তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন গোলমাল হইল না, কিন্তু পরস্পরের অন্তরঙ্গ দ্বারা প্রত্যেকেই দূর দেশে থাকিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ পাইলেন। বাঙ্গালায় সুজা ও আহমদাবাদে মুরাদ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া আপন আপন নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন ও খুৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন। সুজা কালবিলম্ব অবিধেয় বোধে রাজ্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে পাটনা ও বিহার প্রদেশ বাঙ্গালার অধিকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। দারা অরঙ্গজেবের কূটবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ভয় করিতেন মাত্র এবং দক্ষিণে তিনি যেরূপ কার্য্যবিক্রমাদি প্রকাশ করিয়া প্রশংসান্বিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্যও তিনি সশঙ্কিত ছিলেন। শাহজাহান্ পূর্ব্ব হইতেই দারাকে ভালবাসিতেন ও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন, এখন আবার শয্যাগত হইয়া আরও তাঁহার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। অরঙ্গজেব ঠিক এই সময়ে বিজাপুর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তখন দক্ষিণে অনেক সৈন্য ও সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে অরঙ্গজেবের অধীনে এত বল রক্ষা করা দারা অকর্ত্তব্য বোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হঠকারিতাবশতঃ তাহা কৌশলে দূর করিবার সময় অপেক্ষা না করিয়া সম্রাট্কে দিয়া আদেশ পাঠাইলেন, যে বিজাপুরের অবরোধ ত্যাগ করিয়া সমস্ত সেনাপতি ও আমীর ওমরাহবর্গ একবারে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। অরঙ্গজেব এই আদেশের মর্ম্ম বুঝিলেন এবং একা অবরোধ রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া বিজাপুরপতি সেকন্দর আদিলশার প্রস্তাব মত সন্ধি করিয়া ১ কোটী টাকা রাজস্ব ও সন্ধির মূল্য স্বরূপ নানারূপ ধন রত্ন লইয়া অবরোধ উঠাইয়া খুজিস্তা-বনিয়াদ সহরে (আরঙ্গাবাদে) প্রস্থান করিলেন। এখানে পঁহুছিয়াই সংবাদ পাইলেন, দারা দিল্লী ত্যাগ করিয়া আগ্রার পিতৃকোষাগার অধিকার করিতে গিয়াছেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুজা বৃহৎ এক দল সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান্ তখন কতকটা সুস্থ ছিলেন। তিনি সুজাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন, সুজা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। কাজেই দারা সত্বর পাঠিয়া রাজা জয়সিংহ (মির্জ্জা) ও সুলেমান শেকোর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজা জয়সিংহ

সৈন্যের পুরোভাগে থাকিয়া যখন কাশীর নিকট গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাহাদুরপুর গ্রামে পঁহুছিলেন, তখন সুজা দেড়ক্রোশ দূরে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজা জয়সিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় সুজাসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উষা-কালের তৃপ্তিপ্রদ মধুর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তখনও বাসগত-শক্ত সুজা বা তাঁহার সেনানীবর্গ গাত্রোত্থান করেন নাই। অস্ত্রের ঝনঝনায় তাঁহারা জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহার ধনরত্ন, কামান গোলাবারুদ শত্রুকরগত, কতকগুলি লোকও বন্দী হইয়াছে। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া গোপনে নৌকারোহণে কয়েক জন অনুচরমাত্র লইয়া সুজা পলায়ন করিলেন। তিনি স্বরাজ্যে গেলেন না, কাজেই সমস্ত দেশ দারার অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়িল। বন্দীদিগকে লইয়া রাজা জয়সিংহ আগ্রায় উপস্থিত হইলে, দারা তাহাদিগকে নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনাইলেন এবং কয়েকজনের প্রাণবধ ও কয়েক জনের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিলেন।

যে দিন দারাপুত্র সুলেমান শেকো ও রাজা জয়সিংহ সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, সেই দিনই আর একদল সৈন্য লইয়া মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁ দক্ষিণে যাত্রা করেন। অরঙ্গজেব ও মুরাদ দক্ষিণে কি করিতেছেন ও কি অবস্থায় আছেন, তাহার সংবাদ না পাইয়া দারা প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য একবারে এই চরম ব্যবস্থা করিলেন। মুরাদ-বক্স যদি আহমদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন দিকে অগ্র-সর হন, তবে তাঁহাকে আক্রমণের ভার কাশিম খাঁর উপর দেওয়া হইল ও মহারাজ যশোবন্ত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ স্থির হইয়া সৈন্যদল প্রস্থান করিল। ইতি-পূর্ব্বে যখন মোগল সম্রাট্ মহারাজ যশোবন্তের রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময় যশোবন্ত নিজ বলাবল বুঝিয়া দারাশেকোর নিকট লোক পাঠাইয়া দেন; তাহারা দারার নিকট পৌঁছিয়া সকল জানাইলে দারা রাজাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সম্রাট্ দারাকে বুঝাইয়া কতক তিরস্কার কতক আশ্বাস দিয়া এক পত্র পাঠাই-লেন। যশোবন্ত পত্রের তিরস্কারসূচক অর্থ বুঝিয়া আরও ভীত হইয়া দারার উপাসনা ত্যাগ করেন ও মির্জা রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া আজমীরের সুবাদারী প্রদান করেন এবং তাঁহাকে এক ফরমাণ ও খেলাত পাঠাইয়া দেন। রাজা এই সময়ে আপন প্রদেশ [illegible]

তাহার সমস্ত রাজস্ব বাকী সৈন্যদের বেতনাদি চুকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং [illegible] ধনরত্নাদি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অপূর্ব্ব উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দারাশেকো অরঙ্গজেবের উকীল ইসাবেগকে বন্দী করিয়া তাহার বাটী লুট করেন।

এদিকে মুরাদ বক্স আহমদাবাদে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া ও খুৎবা পাঠের আদেশ দিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই খাজা শাবাজ নামক একজন খোজার অধীনে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া সুরাটের দুর্গ অধিকার করেন এবং বন্দরের সমস্ত বণিকের নিকট ১৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর বণিক্ দল ৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়।

ওদিকে যখন অরঙ্গজেব জাফরাবাদ ও কল্যাণ প্রদেশ জয় করিয়া বিজাপুর অবরোধ করিয়া ছিলেন, সেই সময় সম্রাট্ শাহজাহান্ মীরজুম্লাকে (উম্দাৎ-উল্ মল্কৎ-উল্ কহির মুয়াজ্জম খাঁকে) তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। মীরজুম্লাও তাঁহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করেন। আলম্গীর নামার মতে দারাশেকো এই সময় গোপনে বিজাপুরপতি আদিল খাঁ ও তাঁহার অন্যান্য আমীর ওমরাকে অরঙ্গজেবের কথামত কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখেন। ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়া আদিলশা অরঙ্গজেবকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর দারা অরঙ্গজেবকে বলহীন করিবার জন্য সম্রাট্‌কে দিয়া মীরজুম্লাকে সসৈন্যে আগ্রায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়াইলেন। মীর-জুম্লা তদনুসারে আরঙ্গাবাদের পথে সসৈন্যে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন। অরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠের কৌশল বুঝিতে পারিলেন এবং তিনিও এ সময়ে মীরজুম্লার ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতিকে বৃহৎ সেনাদল লইয়া আগ্রায় জ্যেষ্ঠের পক্ষে থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি দারার উপর কৌশল খেলিলেন, পথ হইতে মীরজুম্লাকে হঠাৎ বন্দী করিয়া দৌলতাবাদের দুর্গে রাখিয়া দিলেন। মীরজুম্লার পুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ এই সময়ে দরবারে মীরবক্সী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দারা মীরজুম্লাকে বন্দী করার সংবাদ পাইবামাত্র আমীন খাঁকে বন্দী করিলেন, কিন্তু ৩।৪ দিন পরে যথার্থ ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। (ইনায়েত খাঁর লিখিত) "শাহজাহান্‌নামার" মতে, ইহার কিছু পূর্ব্বে আদিল খাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র মজহল ইলাহি উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। অরঙ্গজেব এই সময় খাঁ জাহান্ শায়েস্তা খাঁ নামক তাঁহার মাতুল [illegible]

দৌলতাবাদের ভার দিয়া প্রেরণ করেন। এতদ্ভিন্ন মোয়াজ্জম-উল্-মুল্ক্ মুয়াজ্জম খাঁ (মীর জুম্‌লা), শাহ নবাজ খাঁ সফবী (সায়েস্তা খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), মহব্বত খাঁ, নিজাবেত খাঁ, রাজা রায়সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ প্রায় ২০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার সহিত বিজাপুরের অবরোধ সঙ্কার্থ রহিলেন। মুয়াজ্জম খাঁ (মীরজুম্‌লা) ইহার কিছু পূর্ব্বে (আদিল খাঁর জীবিত কালে) শাহ বুলন্দ একবালের (দারাশেকোর) প্রেরিত দুইজন ক্রীতদাসের আনীত গুপ্ত আদেশ মত হীরামণি চুনি পান্না দ্বারা সজ্জিত কতকগুলি ঘোড়া, কর্ণাটজয়ের ধনরত্নাদির কিয়দংশ এবং ক্রীতদাসদ্বয়কে আদিল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। আদিল খাঁ এই উপহার ও দূতগণকে গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই স্বর্গগত হন। নবভূপতি ঐ দুই ক্রীতদাসের হস্তে পত্রোত্তর ও উপহার দিয়া পুনঃ প্রেরণ করেন। ইহারা প্রায় লক্ষ টাকার উপহার লইয়া ফিরিয়াছিল।

আমল্-ই-সালি নামক ইতিহাসের মতে দারা কেবল মীরজুম্‌লাকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেন নাই, অরঙ্গজেবের অন্যান্য সেনাপতিকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ পাঠান। তদনুসারে মহব্বত খাঁ, রাও ছত্রশাল ও আরও দুই চারিজন অরঙ্গজেবের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন।

অরঙ্গজেব কৌশল করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি জানিতেন যে সুজা একা বঙ্গে আছেন; যদি উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ বাধে, তবে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা একত্র দক্ষিণ হইতে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে একা দারা বা একা সুজা বাধা দিতে পারিবেন না, সুতরাং যুদ্ধজয় তাঁহাদেরই হইবে। তৎপরে কণ্টকে নৈব কণ্টকবৎ সুরাপায়ী অপরিণতবুদ্ধি মুরাদকে অপসৃত করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই বিবেচনায় তিনি পত্রে মুরাদকে লিখিলেন, 'আমি ফকীর, প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে থাকিতে বা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তবে অধার্ম্মিক দারা যে রাজ্যলাভ করে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তুমি বীর, বীরে রাজ্য তোমাকেই সাজে। অধার্ম্মিক দারা ইতিমধ্যে পিতাকে একপ্রকার নিজাধীনে রাখিয়া নিজেই যথেচ্ছাচার করিতেছে ও আমাদের উপরেও হুকুম চালাইতেছে। এ সময় আমাদের একযোগে কার্য্য করা উচিত ও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করা উচিত। পিতা জীবিত আছেন, যদি আমরা এইরূপে তাঁহার রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে তিনিও সন্তুষ্ট হইবেন এবং তখন আমরা তাঁহার নিকট দারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব ও তাঁহাকে মক্কায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আপাততঃ মালব দিয়া যশোবন্ত তোমার পথ রোধ করিতে উপস্থিত হইতেছে। তুমি তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবে। আমি তোমার আজ্ঞাবহ জানিবে এবং শীঘ্রই আমার বৃহৎ সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া নর্ম্মদাতীরে তোমার পার্শ্বে উপস্থিত হইব। ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমায় সন্দেহ করিও না।'

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব বুরহান্‌পুরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যশোবন্তসিংহ পূর্ব্বে সে সংবাদ কিছুই পান নাই। শেষে অরঙ্গজেবের সৈন্য যখন উজ্জয়িনী হইতে ৭ ক্রোশ মাত্র দূরে উপস্থিত হইল, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন। মান্দু অধিপতি রাজা শিবরাম অকবরপুরের নিকট শত্রুসৈন্যের শিপ্রা-উত্তরণ সংবাদ পাইয়া মহারাজ যশোবন্তকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ওদিকে কাশিম খাঁ মুরাদের আহ্মদাবাদ পরিত্যাগ শুনিয়াই অগ্রসর হইবেন, কিন্তু পথে শুনিলেন যে, তিনি অন্যপথ দিয়া অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রায় ১৮ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই হতাশ হইয়া তিনি দ্রুত ফিরিলেন। ধার-দুর্গের নিকট অরঙ্গজেব ও মুরাদের সৈন্য মিলিত হইল। ধার দুর্গে দারাশেকোর যে সৈন্যদল ছিল, তাহারা ভীত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া মহারাজ যশোবন্তের দলে আসিয়া মিশিল এবং কাশিম খাঁও আসিয়া মিলিলেন।

মহারাজ যশোবন্ত সমবেত সৈন্য লইয়া অরঙ্গজেব ও মুরাদের সমবেত সৈন্যের দেড় ক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনী করিলেন। কূটবুদ্ধি অরঙ্গজেব এই সময়ে কবি নামক একজন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে যশোবন্তের নিকট পাঠাইলেন। কবি বাক্যকুশল হিন্দী কবি। তিনি গিয়া অরঙ্গজেবের আদেশমত বলিলেন যে আমি পিতৃদর্শনে যাইতেছি, অতএব তুমি আমার সহিত একত্র যাইতে পার বা আমার পথ হইতে সসৈন্যে দূরে যাও; কেননা একটা গোলমাল বাধিতে পারে। যশোবন্ত এই চাতুরী শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ ভাবে তাহার উত্তর দিলেন। পর দিন (২০এ এপ্রেল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) যুদ্ধ বাধিল। রাজপুতদলপতি যশোবন্ত এবং কাশিম খাঁর দল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অরঙ্গজেব জয়ী হইয়া গোয়ালিয়রের পথে প্রয়াণ করিলেন।

এই সময় অত্যন্ত গরম পড়ায় সম্রাট্ শাহজাহান্ ঈষৎ আরোগ্য হওয়ায় আগ্রা ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করেন। দারা বহু আপত্তি করেন। ইহার উপর আবার যখন যশোবন্তের পরাজয় শুনিলেন, তখন সম্রাট্‌কে নানা অনুযোগ করিয়া শীঘ্র আগ্রায় আসিতে লিখিলেন। তৎপরে দারা ৬০ হাজার সৈন্য ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণকে লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। সম্রাট্ শাহজাহান্ তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিলেন, বুঝাইলেন যে, তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন, এখন এ যুদ্ধের ফল কি হইবে। কেবল ভ্রাতৃবিবাদ বাড়িবে মাত্র, বরং আমার যাত্রার আয়োজন কর। আমি গিয়া বরং অরঙ্গজেব ও মুরাদকে বুঝাইয়া এ বিষয় হইতে নিরস্ত করিয়া আসি। দারাশেকো এই পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না বরং খাঁ জাহান্ শায়েস্তা খাঁর মধ্যস্থতায় সম্রাট্‌কেও এ উদ্দেশ্য ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁ সম্রাটের শ্যালক, তিনি সকল ভাগিনেয়কে ভালবাসিতেন এবং অরঙ্গজেবের বুদ্ধি ও গুণের প্রশংসা করিতেন। সম্রাট্ পুত্রগণের মনোভাব বুঝিয়া অরঙ্গজেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা সায়েস্তাখাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। যশোবন্তের পরাজয়ের সংবাদ আসিবার পূর্ব্বে সায়েস্তাখাঁর সহিত এ বিষয়ের যথেষ্ট পরামর্শ করিতেন, কিন্তু সায়েস্তাখাঁ তাঁহাকে বারণ করিতেন। অরঙ্গজেবের বুদ্ধির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি অরঙ্গজেবকে বুঝাইবার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। তৎপরে যখন যশোবন্তের পরাজয় সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন সম্রাট্ সায়েস্তা খাঁর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি রাগ সামলাইতে না পারিয়া হস্তের ছড়ি দ্বারা সায়েস্তা খাঁর বুকে মারিলেন ও ২।৩ দিন তাঁহার মুখ দর্শন করিলেন না। তৎপরে আবার ডাকাইয়া তাঁহাকে পুনরায় ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ পূর্ব্ববৎ পরামর্শ দিলেন। সমস্ত উদ্যোগ প্রস্তুত হইলেও সায়েস্তা খাঁ সম্রাট্‌কে পুত্রদিগের সহিত দেখা করিতে দিলেন না।

যশোবন্তসিংহের পরাজয়ের পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথমে দারাশেকো খলীল-উল্লা খাঁ নামক একজন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য ঢোলপুরে পাঠাইয়া দিলেন। চম্বল নদীর পারঘাটগুলি রক্ষার্থ ইহার উপর আদেশ থাকিল। দারা নিজে আগ্রা সহরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুজাকে জয় করিয়া সুলেমান শেকো আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই তাঁহার আশা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না, যথা সময়ে সুলেমান আসিয়া পৌঁছিলেন না। দারা বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইলেন। সামুগড় নামক স্থানে উভয়পক্ষের সৈন্য অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে ছাউনি করিয়া রহিল। খলীল-উল্লা খাঁ ঢোলপুরে থাকিয়াও কোন বাধাই দিতে পারিলেন না।

পর দিন প্রাতে (৭ই রমজান ১০৬৮ হিজিরায়) দারাশেকো সৈন্যসংস্থানে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। রৌদ্রের উত্তাপে বর্ম্মাদি উত্তপ্ত হওয়ায় গরমে এবং জলাভাবে অনেক সৈন্য মারা পড়িল। অরঙ্গজেব অভিমুখী কামানের গোলাপতনের স্থান ব্যবধান রাখিয়া বিপক্ষের আক্রমণ-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দারা কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেন না। অরঙ্গজেব সেই ভাবে সেনাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন, কেবল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অতি সতর্ক থাকিতে বলিলেন। রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রত্যূষে উপাসনার পরই অরঙ্গজেব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহম্মদ মুরাদ বকস তাঁহার সুবিখ্যাত সর্দ্দারগণকে লইয়া বামভাগে রহিলেন। বাহাদুর খাঁ দক্ষিণ পার্শ্বে ও অরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজিম হস্তীপৃষ্ঠে পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন।

দারার পক্ষে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিপেহরশেকো সৈন্যদলের সম্মুখে ছিলেন, তাঁহার সাহায্যার্থ রস্তম খাঁ দক্ষিণী দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ইহারা প্রথমেই অরঙ্গজেবের পক্ষীয় তোপ দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেবের পক্ষে তৎপুত্র মহম্মদ সুলতান সম্মুখভাগ রক্ষার্থ উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নিজ পক্ষীয় কামানের গোলা লাগিয়া রস্তম খাঁর হস্তী বিনষ্ট হইল। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা বড়ই ভীষণ। রস্তম খাঁ মধ্যস্থলে আর থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়া শত্রুর দক্ষিণপার্শ্বে বাহাদুর খাঁকে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর খাঁ রস্তমের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রমশঃই হটিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর বাহাদুর খাঁ নিজে আহত হইয়া যুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। দক্ষিণপার্শ্ব প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়াই ইস্‌লাম খাঁ, সেখমীর প্রভৃতি সেনাপতিরা দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষার্থ নববল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। নববলের সহিত রস্তমের পরিশ্রান্ত সেনাবল অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না। রস্তম খাঁ প্রায় পরাস্ত হইলেন ও সিপেহরশেকো পলায়ন করিলেন।

দারা সংবাদ পাইয়া রস্তমের সাহায্যার্থ ২০ হাজার

অশ্বারোহী নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে পশ্চাৎ হইতে তোপ চালাইতে লাগিলেন। দারা স্বয়ং অগ্রসর হওয়ায় অরঙ্গজেব স্বদলের সমস্ত বন্দুকধারীকে সম্মুখে স্থাপিত করিলেন ও এককালে সমস্ত তোপ চালাইতে আদেশ দিলেন। দারা হঠাৎ এত গোলাগুলির আক্রমণ সহিতে না পারিয়া হটিয়া আসিলেন। সে দিন যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হইল।

পরদিন দারা মুরাদকে আক্রমণ করিলেন। খলীল-উল্লা খাঁ এইদিন দারার দলে সম্মুখভাগে নায়ক ছিলেন। তিনি একবারে সহস্র উজবেক তীরন্দাজকে মুরাদের হস্তীবিনাশার্থ নিযুক্ত করিলেন। মুরাদের সৈন্যদল ও হস্তী একবারে সহস্র ধানুকীর আক্রমণ সহিতে পারিল না। হস্তীটা পলাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু মুরাদ তাহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন। রাজপুতসর্দ্দার রাজারাম সিংহ এই সময়ে স্বীয় পীতবসনধারী সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি মুরাদের প্রতি ভীষণ বর্ষা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন 'তুমি দারাশেকোর সহিত সিংহাসন লইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আসিয়াছ?' মুরাদ নিজ হস্তে তীর মারিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার অধিকাংশ পীতবাস সেনা প্রমত্ত হস্তী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। আলমগীর-নামার মতে, অরঙ্গজেব এই সময়ে সসৈন্য অগ্রসর হইয়া মুরাদকে সাহায্য করেন, কিন্তু মুনতখব উল্-লুবাবের গ্রন্থকার স্বীয় পিতার (তিনি এই যুদ্ধে অরঙ্গজেবের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন তাঁহার) মুখে শুনিয়াছিলেন যে অরঙ্গজেব সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

এই সময়ে রাঠোররাজ রূপসিংহ রাজপুতসেনা লইয়া অরঙ্গজেবের সৈন্যের মধ্যস্থান আক্রমণ করিলেন। মধ্যভাগে অরঙ্গজেব নিজে সেনাপতি ছিলেন। রূপসিংহ যুদ্ধে প্রবেশ করিয়াই তরবারি হস্তে বিপক্ষসেনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় অশ্ব ত্যাগ করিয়া বিপক্ষ বিনাশ করিতে করিতে অরঙ্গজেবের হস্তী লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। শক্রব্যুহকে দান করিয়া তিনি হস্তীপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং হাওদার দড়ি কাটিয়া হাওদা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করেন। অরঙ্গজেব বিস্মিত হইয়া এ হেন সাহসী বীরকে জীবিত বন্দী করিবার আদেশ দেন, কিন্তু সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই এই দুর্দ্ধর্ষ বীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

রস্তম খাঁ এই সময় আসিয়া যুদ্ধের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলেন। এই যুদ্ধে রস্তম খাঁ ও রাজা ছত্রশাল নিহত হন। দারা এক যুদ্ধে এতগুলি সেনাপতিকে মরিতে দেখিয়া প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একটা গুলি আসিয়া তাঁহার হাওদায় পড়ায় তিনি চকিত ও ভীত হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় একটী ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িলেন। ইহাতে আরও অনিষ্ট ঘটিল। তাঁহার সৈন্যদলের কতকাংশ তাঁহাকে হাওদার মধ্যে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িল ও কতকাংশ তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িতে দেখিয়া বুঝিল, তিনি বুঝি পলাইতেছেন। তাহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইবে কি থাকিবে এইরূপ বিবেচনা করিতেছে, ইতিমধ্যে আরও এক দুর্ঘটনা ঘটিল। একজন সৈনিক এই সময়ে দারার পৃষ্ঠে একটী শরপূর্ণ তূণ বাঁধিয়া দিতেছিল। সে দক্ষিণ হস্তে তূণটী ধরিয়া বাম হস্ত দ্বারা যেমন বাঁধিবার ফিতা ঘুরাইয়া আনিবে, অমনি একটী কামানের গোলা আসিয়া তূণসহ তাহার দক্ষিণ হস্তটী উড়াইয়া লইয়া গেল এবং সে লোকটাও মারা গেল। ইহাতে নিকটবর্ত্তী চতুর্দিকস্থ সেনা একান্ত ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া ও দারাকে হস্তীপৃষ্ঠে না দেখিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত অন্যান্য সেনাও দারার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। দারা সে ভগ্নসেনাকে নানা চেষ্টা করিয়াও আর ফিরাইতে পারিলেন না, তখন শত্রুর কামানের মুখে দাঁড়াইয়া সিংহাসনের আশা করা অপেক্ষা প্রাণরক্ষার্থ পলাইতে প্রস্তুত হইলেন। সিপেহরশেকো ৩০। ৪০ জন অনুচর লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পরে আরও সহস্র অশ্বারোহী তাঁহাদের সঙ্গ লইল। পিতাপুত্রে তখন দ্রুতপদে আগ্রা অভিমুখে পলাইলেন। শত্রুদল আনন্দে বিজয়োৎসবে মত্ত হইল।

অরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়ী হইয়া আনন্দে প্রথমে উপাসনা করিলেন, পরে স্বয়ং গিয়া দারার পরিত্যক্ত শিবির অধিকার করিলেন। মুরাদ শরীরের নানা স্থানে ও মুখে বিষম শরাঘাত পাইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলে ঔষধ প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিয়া মূর্খ অভিমানী রাজপুত্রকে একেবারে ভুলাইয়া তুলিলেন। মুরাদের হাওদার গাত্রে তীর এত ঘন হইয়া লাগিয়া গিয়াছিল যে, যেন একটী বৃহৎ সজারুর মত বোধ হইতেছিল। শরলিপ্ত এই হাওদা মুরাদের বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ বহুকাল (ফরুকশিয়ারের সময় পর্য্যন্ত) মোগলরাজভাণ্ডারে সুরক্ষিত ছিল।

সপুত্র দারা সন্ধ্যাকালে বিনালোকে আগ্রায় পৌছিলেন।

লজ্জায় তিনি আর পিতাকে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। সম্রাট্ শুনিয়া আশ্বাস দিয়া পরামর্শ করিবার জন্ত তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তবুও তিনি আসিতে পারিলেন না। সেই রাত্রিতেই তিনি তৃতীয় প্রহরের পর আগ্রা ত্যাগ করিয়া লাহোর যাইবার উদ্দেশে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সিপেহরশেকো, পত্নী, কন্তা ও কতিপয় অনুচর মাত্র লইলেন। তাঁহারা হস্তিপৃষ্ঠে এবং উষ্ট্রে ধনরত্নাদি চাপাইয়া লইয়া চলিলেন। পথে তিন দিন পরে প্রায় ৫ হাজার অশ্বারোহী তাঁহার সহযাত্রী হইল। এই সময় কয়েক জন আমীর সম্রাট্‌কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল।

জয়লাভের পর অরঙ্গজেব সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ঘটিয়াছে এইরূপ লিখিয়া একখানি পত্র স্বীয় পিতাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় মাতুল খাঁ আহান সায়েস্তা খাঁ ও তৎপুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ আসিয়া অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইলেন। ১০ই রমজান, অরঙ্গজেব সামুগড় ত্যাগ করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন এবং নগর বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন। এই স্থানে সম্রাট্ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া স্বহস্তে এক পত্র লিখিলেন। এই সময় সম্রাট্‌কন্তা বাদ্‌শা-বেগম পিতার অনুমতি লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে আসেন এবং স্নেহচ্ছলে দুএক কথায় অনুযোগ করেন। অরঙ্গজেব সে অনুযোগ অতি কুভাবে গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে তীব্র উত্তর প্রদান করেন। বাদশা-বেগম ভ্রাতার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসেন। পরদিন সম্রাট্ একখানি তলওয়ারে "আলম্‌গীর" শব্দ খোদাইয়া ও একখানি প্রশংসাসূচক পত্রের সহিত নিজ বিশ্বস্ত অনুচরকে দিয়া অরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। অরঙ্গজেব "আলম্‌গীর" অর্থাৎ "বিশ্বজেতা" নাম পাইয়া মহা আনন্দিত হন এবং স্বীয় পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নগর মধ্যে শান্তিস্থাপনার্থ প্রেরণ করেন। এই সময় অনেক সম্রান্ত লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। অরঙ্গজেব তাঁহাদের পদবৃদ্ধি করিয়া ধনরত্নাদি উপহার প্রদান করেন।

১৭ই রমজান (৮ই জুন তারিখে) অরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র মহম্মদ সুলতানকে বলিয়া পাঠান যে, প্রথমে তিনি আগ্রা দুর্গে যাইবেন ও দুর্গের প্রত্যেক দ্বারে নিজ বিশ্বস্ত অনুচরগণকে প্রহরী নিযুক্ত করিবেন। পরে তাঁহার পিতামহের নিকট গিয়া তাঁহার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন। বাহিরের কোন সংবাদ বৃদ্ধ সম্রাটের নিকট পৌঁছিতে না পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। মহম্মদ সুলতান পিতৃনিদেশে পিতামহের হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে অরঙ্গজেব দারাশেকোর জায়গীর মেবাত অধিকার করিবার জন্ত মহম্মদ জাফর খাঁকে পাঠাইলেন। রাজকোষাগার হইতে মুরাদকে ২৬৲ লক্ষ টাকা ও রাজার প্রয়োজনীয় অন্তান্ত সামগ্রী দান করিয়া তখনও তাঁহাকে বশীভূত করিয়া রাখিলেন এবং ১২ই রমজান নিজে সসৈন্তে আগ্রায় প্রবেশ করিয়া দারাশেকোর অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দারা লাহোরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে হয়ত অরঙ্গজেবের সেনা গোপনে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। নগরে প্রবেশ করিলেই তাহারা তাঁহাকে নগর মধ্যেই অবরুদ্ধ করিবে। তিনি বাহিরে থাকিয়াই অর্থ ও বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং সুলেমান শেকোর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুলেমান শেকো সুজাকে পরাস্ত করিয়া বিহারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অরঙ্গজেবের জয়বার্ত্তা শুনিয়া পিতার সহিত যোগ দিবেন কিনা, ইহাই ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। দারা পুত্রের অনর্থক বিলম্ব দেখিয়া নিজে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ভয় হইল, কোন দিন অরঙ্গজেবের সেনা আসিয়া বন্দী করিবে। কাজেই তিনি ১৫ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। দারা এই সময় কাতরোক্তিতে নিজের বিপন্নাবস্থার কথা জানাইয়া পুত্রের নিকট বিহারে এবং নিজের দুর্দ্দশা হেতু বুদ্ধিভ্রংশতার কথা জানাইয়া পিতার নিকট আগ্রায় প্রত্যহ পত্র লিখিতেন।

অরঙ্গজেব এ দিকে নিজে গিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে বলিয়া প্রবোধ দিবেন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দারার প্রতি সম্রাটের অত্যধিক স্নেহ স্মরণ করিয়া আর নিজে যাইতে সাহস পাইলেন না, মধ্যম পুত্র মহম্মদ আজিমকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গিয়া পিতামহকে ৫০০ আসরফী ও ৪ হাজার মুদ্রা নজর দিলেন। সম্রাট্ শোকে দুঃখে ক্রোধে চক্ষুর জলে আপ্লুত হইয়া পৌত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে আজিম পিতার হইয়া পিতামহের নিকট পিতৃবক্তব্য নিবেদন করিলেন। সম্রাট্ হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। তৎপরে অরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান ও ইস্‌মাইল খাঁকে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রহরিতায় রাখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। খাঁ দুরান্ আলাহাবাদ অধিকারার্থ প্রেরিত হইলেন।

এদিকে শাহজাহান্ কাবুলের শাসনকর্ত্তা মহব্বত খাঁকে এক পত্র গোপনে লিখিয়া জানাইলেন যে দারাশেকো লাহোরে যাইতেছেন। সেখানে অর্থ ও লোকের অসম্ভাব নাই এবং মহব্বত খাঁর ন্যায় সাহসী বীরও আর দ্বিতীয় নাই। অতএব তিনি স্বীয় সৈন্য লইয়া দারার সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া এই দুই অবাধ্য দুর্দ্দান্ত পুত্রকে শাসন করিয়া সম্রাট্‌কে উদ্ধার করুন।

মুরাদ ও অরঙ্গজেব দারার অনুসন্ধানে মথুরায় আসিয়া শিবির করিয়া থাকেন। এই সময় একদিন (৪ঠা শওয়াল) অরঙ্গজেব আর বৃথা ভার বহিয়া বেড়ান অসহ্যবোধে রাত্রিতে নিজ তাম্বুতে মুরাদকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং অত্যন্ত মদ্যপান করাইয়া অচেতনাবস্থায় বন্দী করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সালিনগড় দুর্গে পাঠাইয়া দেন। অপরের সন্দেহ নিবারণার্থ সেই সময়ে আরও তিনটা হস্তী সাজাইয়া আরও তিন দিকে পাঠাইয়া দেন। পরে তাঁহার সমস্ত ধনাদি হরণ করিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে দারা লাহোরে পঁহুছিয়া রাজকোষাগারে প্রায় কোটী টাকা প্রাপ্ত হইলেন ও আমীরদিগের নিকটেও সাহায্য পাইলেন। তিনি এখন সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে ১০৬৮ হিজিরায় ১লা জেলকদে (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ ২২এ জুলাই তারিখে) অরঙ্গজেব শুভমুহূর্ত্তে দিল্লীতে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু স্বনামে মুদ্রা প্রচলন, বিভিন্ন দেশীয় রাজগণকে উপহার ও স্বনামে খুৎবা পাঠাদি এখন স্থগিত রহিল।

ওদিকে সুলেমান-শেকো পিতার পত্র পাইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য ও অরঙ্গজেবের হাত এড়াইবার জন্য হরিদ্বারের নিকট সসৈন্যে গঙ্গাপার হইয়া লাহোর অভিমুখে চলিলেন। অরঙ্গজেব সে সংবাদ পাইয়া বাহাদুর খাঁকে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য পাঠাইলেন এবং নিজে লাহোর অভিমুখে চলিলেন। সুলেমান গঙ্গাপার হইয়া শুনিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সেনা আসিতেছে, অমনি তিনি কাশ্মীর ঘুরিয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীনগরের পাহাড়ের পথে উঠিলেন। শ্রীনগরের রাজা তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন ইহাও তিনি আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না; বরং তাঁহার নিজের সৈন্যদলও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, কেবল ৫ শত মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার সহিত রহিল। তখন তিনি আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন আরও কতক অনুচর তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল। দুই শত মাত্র সঙ্গী লইয়া পাছে শত্রু হস্তে পড়েন, এই ভয়ে আলাহাবাদ ছাড়িয়া পুনরায় শ্রীনগররাজের আশ্রয়ে গমন করিলেন। পথে বাদশাবেগমের জায়গীরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহার দেওয়ানের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা লইলেন ও তাঁহার বাড়ী লুট করিলেন। শেষে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত অনুচর তাঁহাকে ত্যাগ করিল। কেবল মহম্মদ শা কোকা একা তাঁহার সঙ্গে রহিল। তিনি পরে শ্রীনগরে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা তাঁহার ধনাদি লইয়া তাঁহাকে একপ্রকার বন্দীদশায় রাখিলেন, বাহাদুর খাঁ এই সংবাদ পাইয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বন্দীকে সৈন্যের রক্ষকতায় তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি আগ্রায় গমন করুন।

আমল্-ই-শালি পাঠে জানা যায়, শ্রীনগররাজ স্বীয় পুত্রের সমভিব্যাহারে সুলেমান শেকোকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং বাহাদুর খাঁ দুইদিন পরে তাঁহাকে নব সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তিনি তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে রাখিয়া কক্কর (পোস্তর সরবৎ—মৃদু বিষ) খাওয়াইতে বলেন।

এই সময় আলীনকির পুত্রগণ মুরাদ্‌বক্‌সের নামে তাহাদের পিতৃহত্যার নালিশ করে। সম্রাট্ তাহাদিগকে রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত গ্রহণ করিতে গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দেন। মুরাদ এ সময়ে গোয়ালিয়রে বন্দী ছিলেন। কাজীগণ মুরাদের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মুরাদ বলেন, 'আমায় বাঁচাইলে রাজ্যের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বন্দীকে যদি বাঁচাইতে সম্রাটের ইচ্ছা না থাকে, তবে আর এ সকল আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হউক।' আলীনকির পুত্রদ্বয় দুই আঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। তৎপরে মৃদু বিষের প্রভাবে সুলতান শেকোর মৃত্যু হইলে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়কেই সেই দুর্গে প্রোথিত করা হইল।

লাহোর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দারা নানা লোক দেখাইয়া প্রায় বিশহাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। পরে সুজাকে হস্তগত করিবার জন্য নানা প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ হইয়া এক পত্র লিখিলেন। সুজাও জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ ঢাকায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে দারা লাহোরেই আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া প্রচার করিতে ও স্বনামে মুদ্রা চালাইবার ও খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে অরঙ্গজেবের সিংহাসন-গ্রহণের কথা লাহোরে পৌছিল। অমনি অনেকে ভয়ে দারার পক্ষ ত্যাগ করিল।

ওদিকে অরঙ্গজেবের সহিত সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ যশোবন্ত স্বরাজ্যে পলায়ন করেন। রাজা ছত্রশালের কন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। স্বামী যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মহারাণী স্বামীকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ যশোবন্ত পত্নী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাহিলেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন, তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ধনাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন ও তাঁহার মনসব (অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কত্ব) তাঁহাকেই প্রদান করিলেন।

অরঙ্গজেব পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলে দারাশেকো ভীত হইলেন। একে তাঁহার অনেক সৈন্য অরঙ্গজেবের নামে ভয় পাইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার উপর পুনরায় সৈন্য সংগৃহীত হইতে না হইতে দিল্লীর বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল দেখিয়া তিনি এক সহস্র অশ্বারোহী ও কএকটী কামান লইয়া ঠট্টা ও মূলতানের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সেনাপতি দাউদ খাঁ অরঙ্গজেবকে বাধা দিবার জন্য লাহোরেই রহিলেন। দাউদের উপর আদেশ দিয়া গেলেন যে, দিল্লীর সৈন্য যাহাতে নদী পার হইতে না পারে, তাহার উপায়ার্থ তাহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বে তিনি যেন নদীস্থ সমস্ত নৌকাগুলি ডুবাইয়া পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিছুদিন পরে অরঙ্গজেব মূলতানের নিকট ইরাবতীতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া দারা ভক্কর নামক স্থানে সরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মুয়াজ্জম খাঁ সুলতান সুজাকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন ও সম্রাট্‌পুত্র মহম্মদ সুলতান তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন। এই সময় দারার আরও অনেক সৈন্য ছাড়িয়া গেল। তিনি বাধ্য হইয়া ধনরত্নাদির কতকাংশ ভক্করে রাখিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া শিবিস্থান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখ মীর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া অতি নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি সহস্র অশ্বারোহী লইয়া আহ্মদাবাদ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেখ মীরের সৈন্যদলও জলাভাবে পথক্লান্তিতে বলহীন হইয়া পড়িল। ভারবাহী ও অশ্বের মৃত্যুই অধিক হওয়ায় অধিকাংশ সৈন্য হাঁটিয়াই যাইতে লাগিল।

অরঙ্গজেব এই সময় শুনিলেন, দারাশেকো কচ্ছের মধ্য দিয়া আহ্মদাবাদের অতি নিকটে পঁহুছিয়াছেন ও পথে ৩৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সেখ মীর আর তাঁহার অনুসরণ করা বিফল বোধে পঞ্জাবের পথে ফিরিলেন এবং লাহোরের শাসনকর্ত্তা আমীর খাঁ সম্রাটের আদেশমত এই সময় সেলিমগড় হইতে মুরাদ বক্সকে তাঁহার সঙ্গে গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এদিকে দারা কচ্ছের জমীদারকে অর্থদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্র সিপেহর (সফীর) শেকোর বিবাহ দিবার আশ্বাস দেন। কচ্ছের জমীদার তাঁহাদিগকে লোক দিয়া আহ্মদাবাদে প্রেরণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে অরঙ্গজেবের শ্বশুর শাহনবাজ খাঁ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া মুরাদ বক্সের পরিত্যক্ত প্রায় দশলক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। এই অর্থ পাইয়া দারা আবার বল সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। দারার নব নিযুক্ত সেনাপতিরা একে একে সুরাট, কাম্বে, বরোচ প্রভৃতি বন্দর অধিকার করিয়া তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশও হস্তগত করেন। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার আবার ২০ সহস্র অশ্বারোহী সংগৃহীত হইল। তিনি তখন বিজাপুর ও হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তাদিগকে অর্থ ও সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন।

ইতিমধ্যে মহারাজ যশোবন্ত আবার বুদ্ধিদোষে মোগল দরবার হইতে তাড়িত হন। সুজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। সুজা পরাজিত হইলে তিনি অপমানিত হইয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। দারার আশা হইয়াছিল যে এই অপমানিত রাজপুতবীর সংবাদ পাইলে তাঁহার সহিত যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি মোগল দরবারে পুনঃপ্রতিপত্তি লাভাশায় আবার এক নূতন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। দারা যখন দক্ষিণের নবগঠিত সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন, তখন যশোবন্ত পথিমধ্যে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। অরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া আজমীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মির্জা রাজা জয়সিংহ এই সময় রাজা যশোবন্তের অপরাধ ক্ষমার জন্য অরঙ্গজেবকে যথেষ্ট অনুরোধ করেন। সম্রাট্ও সে কথা রক্ষা করেন। রাজা যশোবন্ত দারার সহিত মিলিত হইবার জন্য যোধপুর হইতে ২০ ক্রোশ চলিয়া গিয়াছিলেন, মির্জারাজ এই সংবাদ পাইয়া পথ হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। দারা তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য দেবচাঁদ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দুইবার ও সফীরশেকোকে একবার রাজার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু রাজা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে স্তোক দিয়া ভুলাইলেন।

সাহায্য-বিরহিত হইয়া তিনি আজমীরের পর্ব্বতমালা অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। পার্ব্বত্য পথ সকল পাথর ফেলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। মধ্যে মধ্যে বন্দুকধারী ও কামান রাখিয়া আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া নিজে মধ্যস্থলে রহিলেন। অরঙ্গজেব সংবাদ পাইয়া নিজ দলের কামান পাঠাইয়া দারার এই ব্যূহ ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। তিন দিন ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু দারার সৈন্য-সমাবেশ অতি নিপুণতার সহিত হইয়াছিল, সুতরাং বিপক্ষদল বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। দারার লুক্কায়িত সৈন্য হঠাৎ সম্মুখীন হইয়া আক্রমণকারীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার স্বস্থানে গিয়া লুকাইল। পর দিন অরঙ্গজেব নিজ সেনাপতিবৃন্দকে ডাকিয়া উৎসাহিত ও সম্মান সংবর্দ্ধনার লোভ দেখাইয়া যামুনের জমীদার রাজা রাজরূপকে প্রথমাক্রমণের ভার দিলেন। রাজা রাজরূপ এক দল সাহসী পদাতি লইয়া দারার সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে গিয়া মোগল-সম্রাটের পতাকা উঠাইলেন। দারার সেনাপতিরা ভাবেন নাই যে, এই স্থানে আসিয়া শত্রুরা কোন্‌দিন তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, রাজা রাজরূপ এইরূপে পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া শাহ নবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। শাহ নবাজের দলের সম্মুখভাগ সেখমীর ও আফগান বীর দিলীর খাঁ কর্ত্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ায় তিনি পরাস্ত হইলেন এবং জামাতৃযুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার অপমানে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

দারা পরাজয় ও শাহ নবাজের পতন শুনিয়া একবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন ও পুত্র সফীরশেকো, ফিরোজ মেবাতী ও কতিপয় অন্তঃপুরচারিণীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কতকগুলি অলঙ্কার বহু মূল্য মণিমাণিক্য ভিন্ন তিনি আর সমস্তই ফেলিয়া আহ্মদাবাদের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। রাত্রি ৩ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেলে অরঙ্গজেব শুনিলেন দারা পলাইয়াছেন। তখনও দারার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের কোন কোন দল যুদ্ধ করিতেছিল। রাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া দারার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। দারা পাঁচ ক্রোশ চলিয়া গেলে তাঁহার ভৃত্যবর্গ পরস্পর বিবাদ করিয়া দারার পরিত্যক্ত ধনরাশির মধ্যে যে যাহা পাইল, সে তাহাই লইয়া সরিয়া পড়িল। যে সকল খোজা স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার্থ ছিল, তাহারা লুণ্ঠনকারীদিগকে বলে না পারিয়া কেবল স্ত্রীলোকগণকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইল। লুঠেরা কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মণিমাণিক্যাদি ও গাত্রাভরণ অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তীতে চড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের উষ্ট্রগুলি লইয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। খোজাগণ হস্তীসহ রমণীদিগকে লইয়া দেড় দিন পরে দারার সহিত মিলিত হইল। ভৃত্যবিরহিত, দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত ও অপদস্থ দারা একদল ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ, ক্লিষ্ট, অত্যাচারপীড়িত স্ত্রীলোক লইয়া মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ৮ দিনে আহ্মদাবাদে উপস্থিত হইলেন। সহরের প্রধানগণ অরঙ্গজেবকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া দারাকে নগর প্রবেশ করিতে বাধা দিল। ভাগ্যতাড়িত দারা সেখানেও এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া নগরাধিকারের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সহরের দুইক্রোশ দূরে কারি নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানে দুর্দ্দান্ত কোলসর্দ্দার কাঞ্জি তাঁহার সহায়তা করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুজরাটের ভিতর দিয়া কচ্ছের সীমায় পঁহুছাইয়া দিল। কচ্ছের জমীদার ইতিপূর্ব্বে দারাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবার তাহা করিলেন না। পূর্ব্বে তিনি দারার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ভাগ্যহীন দারার নিকট কোন আশা নাই দেখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না। দারার চক্ষু বিগলিত হইল; তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্করে প্রস্থান করিলেন।

যে এতদিন এত দুর্দ্দশায়ও তাঁহার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ছিল; সিন্ধু প্রদেশের সীমায় পৌঁছিলে সেই ফিরোজ মেবাতি দেখিল, দুর্ভাগ্য আর দারাকে ছাড়িবে না। সেও তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিল। দারা কেবল পুত্রমাত্র সহায় হইয়া জাবিয়ান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার মরুভূমির দস্যুরা তাঁহাকে বন্দী করিবে বলিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দারা মকাশি জাতির দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ জাতির সর্দ্দার মির্জ্জা মকাশি তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং তাঁহাকে লোক দিয়া ১২ দিনের পথ দূরে কান্দাহারে পাঠাইয়া দিতে চাহিল। মির্জ্জা মকাশি তাঁহাকে ইরাণ (পারস্যে) যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু তখনও দারা দিল্লীর সিংহাসনের স্বপ্ন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি কচ্ছের অন্তর্গত দাদরের জমীদার মালিক জিবানের নিকট যাইতে চাহিলেন। এই ব্যক্তি দারার নিকট অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ ছিল। দারা উপস্থিত হইলে এই অতিথিহননকারী নরপশু তাহাকে আলয়ে লইয়া গেল। এখানে দুইদিন অবস্থিতির পর তাঁহার পত্নী নাদিরাবেগম ও কন্যা কুমারী পরবেজ দুর্দ্দশায় দুশ্চিন্তায় আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া

কালকবলিত হইলেন। এইবার কচ্ছে প্রবেশকালে তাঁহার নিজের নিযুক্ত গুল মহম্মদ নামক সুরাট ও বরোচের শাসনকর্ত্তা ৫০ জন অশ্বারোহী ও আড়াইশত বন্দুকধারী লইয়া দারার সহিত মিলিত হন ও বরাবর এপর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। এখন দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের পর বিপদ্, নিরাশার পর নিরাশা ভোগ করিয়া দারা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবিরহিত হইয়া এই গুল মহম্মদের হস্তে স্ত্রীকন্যার মৃত দেহ সমর্পণ করিয়া লাহোরে পাঠাইয়া দিলেন। বিপদের সময় এক মাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে দূরে পাঠাইয়া কয়েক জন ভৃত্য ও অকর্ম্মণ্য খোজামাত্র লইয়া দারা সেই স্থানেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতে মালিক জিবানের সহায়তায় তিনি ইরাণে যাইতে প্রস্তুত হইলে মালিক উদ্যোগ করিল, কিন্তু কৃতজ্ঞতা বিসর্জ্জন দিয়া সে শ্রীবৃদ্ধির আশা আপাততঃ গোপন রাখিয়া দারার সহিত অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর গিয়া সামান্য অছিলা করিয়া স্বীয় ভ্রাতার অধীনে একদল বদমায়েস লোক রাখিয়া চলিয়া আসিল। এই ব্যক্তি দারার সহিত কিয়দ্দূর গিয়াই হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ ও বন্দী করিল। তৎপরে সফীর-শেকো এবং অন্যান্য লোককেও বন্দী করিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট আনিয়া দিল। মালিক জিবান্ এই সংবাদ রাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিল। বাহাদুর খাঁ ভক্করের শাসনকর্ত্তাকে এই সংবাদ শীঘ্র অরঙ্গজেবকে লিখিতে বলিলেন, ভক্করের শাসনকর্ত্তা বাকের খাঁ যথাকালে সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, বাহাদুর খাঁও পাঠাইলেন। অরঙ্গজেব উভয় স্থান হইতে সংবাদ পাইয়া বিশ্বাস করিলেন এবং ঢোল বাজাইয়া এই সংবাদ রাষ্ট্র করিলেন। সাধারণে সকলেই মালিক জিবানের বিশ্বাসঘাতকতায় চটিয়া নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু দরবার হইতে সে ২০০ অশ্ব উপহার এবং এক হাজারী মনসব্দারের পদ প্রাপ্ত হইল।

এই সময় সুলেমানশেকো শ্রীনগররাজের আশ্রয়ে ছিলেন। রাজা রাজরূপ সম্রাটের আদেশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনগররাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সুলেমানকে আশ্রয় দেওয়াতে সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। ইহার পরিণাম যাহা হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাহাদুর খাঁ দারাশেকো ও সফীরশেকোকে লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট্ আদেশ দিলেন যে পিতাপুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হাতীতে চড়াইয়া নগরের সমস্ত বাজারে ঘুরাইয়া পুরাতন দিল্লীর খিজিরাবাদ নামক স্থানে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। বাহাদুর খাঁ বন্দীদ্বয়কে লইয়া আসায় যথেষ্ট সম্মান ও পুরস্কার পাইলেন।

মালিক জিবান ইহার পর বক্তিয়ার খাঁ নাম লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পথে চলিবার সময় যাহারা মনে মনে দারাকে ভালবাসিত, তাহারা ও সাধারণ লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে কাদা ঢেলা মারিতে লাগিল, গালি দিতে লাগিল, শেষে তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইল। প্রস্তরাঘাতে তাঁহার অনুচরেরা অনেকে মারা পড়িল। মালিক গতিক বুঝিয়া ঢাল চাপা দিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গোলেমালে রাজপ্রাসাদে গিয়া আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। কোতয়াল আসিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে উদ্ধার করিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, হৈবত খাঁ নামক একজন আহদী (রক্ষক) এই গোলমালের সূত্রপাত করে। তাহার শিরশ্ছেদ হইল।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরের শেষে (১০৬৯ হিজিরার জেলহজ্জ) দারাশেকোর বিনাশের আদেশ হইল। ব্যবহারজীবীদিগের মতে তিনি ধর্ম্মবহির্ভূত, অনাচারী ও কাফেরদিগের সহবাসী ও তাহাদের আচারানুষ্ঠাতা বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রানুসারে অপরাধী বলিয়া স্থির হইল। তাঁহার শিরশ্ছেদ হইলে তাঁহার ছিন্নদেহ হস্তীপৃষ্ঠে হাওদার মধ্যে স্থাপিত করিয়া নগর ভ্রমণ করাইয়া হুমায়ুন বাদশাহের কবর পার্শ্বে সমাহিত করা হইল। সফীরশেকো গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী রহিলেন।

হিন্দুবন্ধু মোগল সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী দারাশেকোর এইরূপে অন্ত হইল।

পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, দারাশেকো একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যজগতে তিনি 'কাদিরি' নামে খ্যাত। তিনি 'সফীনৎ উল্ আউলিয়া' নামে মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম একীকরণ মানসে 'মজ্মা উল্ বহরইন্' নামে একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, ১০৬৩ হিজরায় 'মুস্তখব্ শাহনামা', 'হস্নাৎ উল্ অরিফীন্', 'রিসালা হকনামা' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পারসী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ফকীর মৌলানার মুখে বেদের সার উপনিষদের পরিচয় পাইয়া কাশী হইতে সাধু, সন্ন্যাসী ও প্রধান পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের মুখে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনিয়া ৬ মাস অনবরত পরিশ্রম করিয়া ১০৬৭ হিজিরায়

(১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) টিপ্পনীসহ পারস্ত ভাষায় সমস্ত প্রধান উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন।

ফরাসী পণ্ডিত মুসো আঁকৃতাই হুপেঁরো উক্ত অনুবাদিত উপনিষদ্গুলি আবার ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। এই ফরাসী অনুবাদ দেখিয়াই উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব য়ুরোপীয়দিগের নিকট সমাদৃত হয়। দারার পক্ষপাতশূন্য ধর্ম্মমত শুনিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই মনে করিতেন। কাত্রু (Catrou) লিখিয়াছেন, যে দারা মৃত্যুকালে খৃষ্টীয় মতাবলম্বী ছিলেন। উপনিষদ্গুলির ভূমিকায় দারা বেদের ও কোরাণের আলোচনা করিয়া অতি সুন্দর কথা লিখিয়া গিয়াছেন *।

দারা নিজে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান পাইবার জন্য কেবল কোরাণে নির্ভর করিতেন না, তিনি হিন্দুর বেদোপনিষদাদি, খৃষ্টানের বাইবল প্রভৃতিও পাঠ করিতেন। উপনিষদের ভূমিকায় তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন †। তিনি এই ভূমিকায় অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করা বা ঘৃণা করা যে কোরাণেরও অনভিমত তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ‡। তাঁহার প্রণীত পারস্ত ভাষায় রচিত অথর্ব্ববেদোক্ত রুদ্রস্তবটী অতি সুন্দর।

দারি (ত্রি) দৃ-ণিচ্ ইন্। দারক।

দারিকা (স্ত্রী) দারক টাপি অতইত্বং। কন্যা।

"অরিষ্টং বৃষভং কেশিং পূতনাং দৈত্যদারিকাং।"

(হরিবংশ ৪১।১৫৯)

দারিকাদান (ক্লী) দারিকায়াং দানং। কন্যাদান, কন্যাকে সৎপাত্রকরণ।

দারিকেশ্বর, বাঙ্গালার অন্তর্গত বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার একটী নদ। মানভূম জেলাস্থ তিলাবনি পাহাড়ের নিকট এই নদ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্য দিয়া ভাগীরথীর মোহানায় পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার স্রোত পূর্ব্বমুখে এবং দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপনদী গন্ধেশ্বরী বাঁকুড়া সহরের ৩ মাইল পূর্ব্বে দারিকেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা দিয়া গমনকালে দারিকেশ্বর তারাজুলি ও আমোদর নামক আরও দুইটী উপনদের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্কিমতরঙ্গে প্রধানতঃ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। তাহার পর ইহা হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যসীমা দিয়া মোহানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা হইতে বহির্গত হইবার পর ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপনারায়ণ হইয়াছে। প্রতি মাইলে ইহার প্রবণতা দামোদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও ইহাতে দামোদরের ন্যায় অনেক সময় হড়্পা বাণ পড়িয়া থাকে। এই হড়্পা বাণ প্রায় ৪।৫ ফিট্ উচ্চ জলের প্রাচীরের ন্যায় নদী ও কূল পূর্ণ করিয়া ভীষণ বেগে সহসা আগমন করে এবং মনুষ্য, পশু, পাল্কী, ঘোড়া প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পড়ে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কামিনীগণ সলিল পার্শ্বে বালুকোপরি কলস রাখিয়া স্নান করিতেছে, এমন সময় সহসা কল কল গম্ভীর নিনাদে ভীষণ বেগে হড়্পা আসিল, রমণীগণ শশব্যস্তে কুম্ভ লইয়া তীরে উঠিতে না উঠিতে বাণ আসিয়া পড়িল, কুম্ভ সহিত তাহারা ভাসিয়া চলিল,—এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। বর্ষাকালে কখন কখন ইহাতে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত এমত বন্যা থাকে, যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। নদী মধ্যে স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর আছে। উহাতে নৌকাদি লাগিলে

---

* ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল—"Happy is he, who having abandoned the prejudices of vile selfishness, sincerely and with grace of God renouncing all partiality, shall study and comprehend this translation which is to be denominated 'mighty secrets', knowing it to be a translation of the words of God, he shall become unperishable and without dread and without solicitude, and eternally liberated."

(a) 'And whereas the views of this seeker of plain truth were directed to the origin of the being, in Arabic language, and the Syriac, and the Chaldaic, and the Sanskrit, he was desirous to comprehend these *Opnekhats*, which are a treasury of monotheism and in which the proficients, even among that tribe, were become very rare by translating without any worldly motives in a clear style word for word."

(b) And whereas the holy *Koran* is almost totally mysterious, and at the present day the understanders thereof are very rare, he (Dara) was desirous to collect into view all the heavenly books, that the very word of God itself might be its own commentary; and if in one book it be compendious, in another book it might be found diffusive, and from the detail of one, the other might be comprehensible, he had therefore cast his eyes on the books of Moses, and the Gospels, and the Psalms and other holy pages."

† "And it is also known out of the holy *Koran* that there is no tribe without a prophet and without a Bible and from sundry passages therein it is proved, that God inflicts no punishment on any tribe until a Prophet hath been sent to them and that there is no country wherein a religion accompanied with prophecy hath not been placed."

‡ See "Historical Fragments of the Moghul Empire", pp. 240—250.

ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ষা ভিন্ন অন্ত সময় ইহাতে অধিক জল থাকে না। গ্রীষ্মকালে নদীর অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় গর্ভে পরিণত হয়। বালুকা খনন করিলে পর জল পাওয়া যায়। তবে ইহাতে অনেক স্থানে বন্যার সময় স্রোত-বেগে বালুকারাশি অপসৃত হওয়ায় গভীর ও বহুদীর্ঘ দহ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দহে গ্রীষ্মকালেও প্রচুর জল থাকে। দারিকেশ্বরে নৌকাদি দ্বারা প্রায় বাণিজ্যাদি হয় না। দুই চারিটা বড় বড় কাঠ সময় সময় বর্ষাকালে মানভূম হইতে ভাসাইয়া পূর্ব্বদিকে আনা হয় মাত্র। ইহার তীর অতিশয় উর্ব্বরা। বর্দ্ধমান ও হুগলীজেলায় বন্যা-ভয়নিবারণার্থ ইহার তীরে বাঁধ আছে।

দারিত (ত্রি) দার্য্যতে স্মেতি দৃ-ণিচ্‌ ক্ত। কৃতদারণ। পর্য্যায় ভিন্ন, ভেদিত, বিদারিত, তাড়িত।

"অংশুমানেব মুক্তস্তু সগরেণ মহাত্মনা।
জগাম দুঃখাৎ তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী॥"(ভারত ৩।১০৭।৪৯)

দারিদ্র্য (ক্লী) দরিদ্রস্য ভাবঃ দরিদ্র-ষ্যঞ্‌। দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, ধনাদিরাহিত্য।

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেম্বিব দীপদর্শনং।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেন মৃতঃ স জীবতি॥" (মৃচ্ছকটিক.)

দুঃখানুভব করিয়া সুখ শোভা পায়, যাহারা সুখ হইতে দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা মৃতকল্প হইয়া জীবন ধারণ করে। এক দারিদ্র্য অনন্ত দুঃখদায়ক, গুণবান্‌ লোকসমূহও দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সকল গুণরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দারিল, বৎস শর্ম্মার প্রপৌত্র। ইনি অথর্ব্ববেদীয় কৌশিক-সূত্রের টীকা রচনা করেন।

দারী (স্ত্রী) দারয়তি পদতলমিতি দৃ-ণিচ্‌-ইন্‌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্‌। উণ্‌ ৪।১১৮) ততো ঙীষ্‌। ক্ষুদ্ররোগ বিশেষ, এই রোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, যাহারা পদব্রজে অধিক গমন করে, তাহাদের বায়ু কুপিত হইয়া অত্যন্ত রুক্ষ হয় এবং পরে পাদতল বেদনার সহিত বিদারিত হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে দারীরোগ কহে।

"পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং সরুজাং তলসংশ্রিতাং॥" (ভাবপ্র°)

দারী চিকিৎসা—পাদদারীরোগে শিরাবেধপূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ এবং স্নেহ স্বেদ ও প্রলেপদ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। মোম, ছাগাদির বসা ও মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার এই সকল মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা মুহুর্মুহু প্রলেপ দিতে হইবে। বিশেষ কিছু উক্ত না থাকায় বসা ও মজ্জা স্থলে ছাগাদিরই গ্রহণীয়। মদনপালের মতানুসারে মেদ, বসা ও মজ্জা, অনুক্ত স্থলে গ্রাম্য ও অনূপজাতির গ্রহণ করিবে। ধুনা, সৈন্ধব ও লোহ এই সকল ঘৃত ও মধুর সহিত মন্থন করিয়া সার্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়া পাদদ্বয়ে ম্রক্ষণ করিলে দারীরোগ নষ্ট হয়। মোম, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, গুগ্‌গুলু, ধুনা ও গেরিমাটি, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী দূর হয়। ধুতুরাবীজের মূল, কন্দ এবং মানকচুর ক্ষার জল দিয়া সার্ষপ তৈলে পাক করিয়া পাদদ্বয়ে ম্রক্ষণ করিলে পাদদারী ভাল হয়। (ভাবপ্র°)

দারু (পুং ক্লী) দীর্য্যতে ইতি দৃ-উণ্‌ (দৃসনিজনীতি। উণ্‌ ১।৩) ১ কাষ্ঠ। ২ পিত্তল। ৩ দেবদারু। ৪ শিল্পী। ৫ দারক। (ত্রি) দা-দানে দো খণ্ডনে বা রু। ৬ দানশীল। ৭ খণ্ডনশীল।

দারুক (ক্লী) দারু স্বার্থে কন্‌। ১ দেবদারু। (পুং) ২ কৃষ্ণের সারথি, ইনি অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। দারুক সুভদ্রাহরণের সময়ে যাদবদিগের বিপক্ষতাচরণ করিবার ভয়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে বন্ধন করিয়া নিজ রথে লইয়া অভীষ্টস্থানে গমন করুন। আমি যাদবদিগের বিপক্ষে রথ চালাইতে পারিব না। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ সমীপে আনিয়া কৃষ্ণের নিদেশ বলিয়া অরণ্য আশ্রয় করেন। (ভাগ° ভারত) ৩ যোগাচার্য্য বিশেষ, ইনি মহাদেবের অবতার স্বরূপ।

"জটামালী চাট্টহাসো দারুকো লাঙ্গলী তথা।" (বায়ুস° ২।১০।৪)

দারুকচ্ছ (পুং) দেশভেদ। (ত্রি) তত্র ভবঃ কচ্ছাদ্যন্তদেশবাসিত্বাৎ বুঞ্‌। দারুকচ্ছক, দারুকচ্ছদেশভব।

দারুকদলী (স্ত্রী) দারুবৎ কঠিনা কদলী। ১ বনকদলী। ২ কাষ্ঠকদলী। কাঠকলা। (রাজনি°)

দারুকা (স্ত্রী) দারুণা কাষ্ঠেন কায়তি কৈ-ক, টাপ্‌। কাষ্ঠময়ী স্ত্রী, কাঠের পুতুল। পর্য্যায়—পত্রিকা, দারুস্ত্রী, শালভঞ্জিকা, শালভঞ্জী, শালাঙ্গী, দারুপুত্রিকা, কুরুঙ্গী, দারুগর্ভা। (হারাবলী)

দারুকাবন (ক্লী) বনময় তীর্থভেদ।

দারুকি (পুং) দারুকস্য অপত্যং ইঞ্‌। দারুকের অপত্য।

দারুকেশ্বর (পুং) শিব লিঙ্গভেদ। (শিবপু°)

দারুকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

দারুগন্ধা (স্ত্রী) চীড়ানামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

দারুগর্ভা (স্ত্রী) দারুময়ো গর্ভো যস্যাঃ। দারুময় স্ত্রী।

দারুচিনি (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত গুড়ত্বক্‌। ভাবপ্রকাশের মতে—ইহার পর্য্যায় স্বকৃপাদু ও দারুসিতা। শব্দরত্নাবলী মতে—পর্য্যায় সুতকট, ভৃঙ্গ, ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গক, ত্বক্‌, চোল,

পত্র, ত্বক্, সুরভিবল্কল, উৎকট, চোচ, গুড়ত্বক্। বাঙ্গালায় ডালচিনি, পঞ্জাবে কিরফা বা দারচিনি, বোম্বাই অঞ্চলে তাজ, দলচীণি বা তিখি, তৈলঙ্গে দারলিঙ্গ, লবঙ্গপত্তা, সন্নলবঙ্গপত্তা, দ্রাবিড়ে করুবা, কর্ণাটে দলচিনি বা লবঙ্গপত্তে, সিংহলে রসুস্থ, কুরুন্দু, আরবী দারসীনি, কির্ফাহে, শৈলানিয়া; পারসী দারচিনি বা তলিখাহে। [গুড়ত্বক্ দেখ।]

সিংহলের বনজঙ্গলে দারুচিনির গাছ আপনাপনি যথেষ্ট জন্মে, সিংহলের পশ্চিম উপকূলেও এই গাছের চাষ আছে। দাক্ষিণাত্যে ও তেনসরিম প্রদেশেও দারুচিনি গাছ হইতে দেখা যায়। (Cinnamonum zeylanicum) বাইবেলের আদি পুস্তকে এই দারুচিনি Kinnemon নামে বর্ণিত হইয়াছে (Exodus XXX. ২০.)

বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর দারুচিনি প্রচলিত, সিংহলের দারুচিনি ও চীনের দারুচিনি। চীনের দারুচিনি অতি নিকৃষ্ট।

সিংহল, চীন, শ্যাম, কোচীন চীন ও যবদ্বীপ হইতে প্রধানতঃ দারুচিনি রপ্তানী হয়। এতন্মধ্যে সিংহলের দারুচিনিই বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদেশে রপ্তানী ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে (ওলন্দাজদিগের আধিপত্য কাল পর্য্যন্ত) সিংহলে সর্ব্বস্থানে বন্যাবস্থায় দারুচিনি গাছ জন্মিত, তখনও কেহ দারুচিনির চাষ করিত না। নরম জমি হইতে যে দারুচিনি পাওয়া যাইত, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং তাহাই গরম মসলার জন্য য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত।

গাছের ছালই বঙ্গদেশে দারুচিনি বা দালচিনি নামে খ্যাত। সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যে যাহারা ত্বক্ সংগ্রহ করে, তাহারা সচরাচর ৯ প্রকার দারুচিনির কথা উল্লেখ করিয়া থাকে—১ নাগ, ২ কপূর অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত, ৩ বাহুতে বা ধারক, ৪ সবেল অর্থাৎ আটাল, ৫ ডবুল অর্থাৎ ডবক, ৬ নিকা অর্থাৎ বক্র, ৭ মাল অর্থাৎ ফুলওলা, ৮ তৌপৎ অর্থাৎ তেপাতা এবং ৯ বে কুরুন্দু অর্থাৎ উইধরা দারুচিনি।

দারুচিনিগাছের শিকড়ে কর্পূর এবং ভিতরের ছাল, পত্র ও মূল এই তিন স্থান হইতে তিনপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। সিংহলে ও ইংলণ্ডে ছাল চোঁয়াইয়া শতকরা অর্দ্ধ বা এক ভাগ তৈল প্রস্তুত করে। এই তৈল দেখিতে সোণার মত, তাহাতে দারুচিনির মিষ্টতা, সুগন্ধ এবং অল্প পোড়া গন্ধ থাকে। ইহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। পাতায় তৈল হয়, তাহার গন্ধ লবঙ্গের মত। সিংহল হইতে তাহা 'লবঙ্গ-তৈল' বলিয়াই রপ্তানী হয়। ইহা দেখিতে কটা ও আটাল। মূল হইতে যে তৈল হয়, তাহা দেখিতে পীতবর্ণ, ইহা জল অপেক্ষা হাল্কা। ইহা কর্পূর ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট এবং উগ্র কর্পূরাস্বাদযুক্ত। এই গাছের ফল হইতেও পূর্ব্বকালে এক প্রকার তৈল হইত, এখন আর এ তৈল পাওয়া যায় না।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দারুচিনির গুণ সুগন্ধ, উত্তেজক, বায়ুনাশক, উদরাধ্মান, উদরশূল, অন্ত্রের আক্ষেপজনক পীড়া, বলহারক উদরাময়, পাকস্থলীর প্রদাহ, রক্তসাধিক্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। দন্তশূল ও জিহ্বার পক্ষাঘাতে ইহা অতিশয় তেজস্কর। আমাশয় রোগেও ২০ গ্রেণ দারুচিনির গুঁড়া প্রয়োগে অনেক সময় উপকার দর্শে।

দারুজ (ত্রি) দারুণো জায়তে জন-ড। ১ মর্দ্দল বাদ্যভেদ, মাদল। ২ কাষ্ঠনির্ম্মিত। "আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারুজমেব বা।" (কালিকাপু° ৬৭ অ°)।

দারুণ (পুং) দারয়তীতি দৃ-ণিচ্-উনন্ (কৃবৃদারিভ্য উনন্। উণ্ ৩।৫৩) ১ চিত্রক বৃক্ষ, চিতা গাছ। ২ ভয়ানক রস। ৩ ভয়ানক, ভীষণ, দুঃসহ। ৪ ভয় হেতু। "হৃদয়কুসুমশোষী দারুণঃ দীর্ঘশোকঃ।" (সাহিত্যদ°)। ৫ রৌদ্রসংজ্ঞক নক্ষত্রগণ। ৬ বিদারক। ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৪)

দারুণক (ক্লী) দারুণবৎ কায়তীতি কৈ-ক। মস্তকজাত ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, খুস্কী, হিন্দী রুসী। বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া মস্তকের কেশস্থল আশ্রয় করে, ইহাতে কেশভূমি কণ্ডুযুক্ত, রুক্ষ ও কর্কশ অর্থাৎ উপরিভাগের ত্বক্ শুষ্ক হইয়া উঠে, এইরূপ হইলে তাহাকে দারুণক কহে। ইহার চিকিৎসা—পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায় ও সৈন্ধব এই সকল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ নষ্ট হয়। আম্রবীজ ও হরীতকী সমভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ নষ্ট হয়। গুঞ্জাফলের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে কণ্ডু ও দারুণক কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দারুণতা (স্ত্রী) দারুণস্য ভাবঃ দারুণ-তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। দারুণের ভাব, কঠোরতা।

দারুণা (স্ত্রী) তিথিভেদ, অক্ষয়তৃতীয়া।
"তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞা যা দারুণা সা প্রকীর্ত্তিতা।" (স্মৃতি)।
২ নর্ম্মদাখণ্ডাধিষ্ঠাতৃদেবীভেদ। (শব্দার্থচি°)

দারুণাত্মন্ (ত্রি) দুরাত্মা, কঠোর হৃদয়।

দারুণ্য (ক্লী) ১ কার্কশ্য। ২ উগ্রতা, কঠোরতা, ভীষণতা।

দারুতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

দারুনিশা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা নিশা হরিদ্রা। দারুহরিদ্রা।

দারুপত্রী (স্ত্রী) দারুণঃ দেবদারুণঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, ঙীপ্। হিঙ্গুপত্রী।

দারুপাত্র (ক্লী) দারুণঃ পাত্রং, বা দারুনির্ম্মিতং পাত্রং। কাষ্ঠজলাধারাদিপাত্র। দারুপাত্র যতিগণের ব্যবহার্য্য।
"অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈদলং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥" (মনু)

দারুপীতা (স্ত্রী) দারুণা কাষ্ঠেন পীতা, কাষ্ঠপ্রধানত্বাৎ তথাত্বং। দারুহরিদ্রা।

দারুপুত্রিকা (স্ত্রী) দারুময়ী পুত্রিকা। কাষ্ঠপুত্তলিকা, দারুকা।

দারুফল (পুং) ফল ও বৃক্ষভেদ। (Pistachio)

দারুব্রহ্ম, জগন্নাথ। [জগন্নাথ দেখ।]

দারুময় (ত্রি) দারুনির্ম্মিতং দারু-ময়ট্। কাষ্ঠনির্ম্মিত।

দারুমেদ, বৃক্ষবিশেষ। (Tomex sebifera)

দারুমুখ্যাহ্বয়া (স্ত্রী) দারুমুখ্যং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে অচ্। গোধা।

দারুমুষা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা মুষা। দারুমোচাখ্যা বিষ।

দারুযন্ত্র (ক্লী) দারুময়ং যন্ত্রং। কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রভেদ।
"অস্বতন্ত্রোহি পুরুষঃ কার্য্যতে দারুযন্ত্রবৎ।
কেচিদীশ্বরনির্দ্দিষ্টাঃ কেচিদেব যদৃচ্ছয়া॥"(ভারত উ° ১৫৮ অ°)।

দারুবধূ (স্ত্রী) দারুময়ী বধূঃ বধূপ্রতিমা দারুময়ী বধূরিব বা। ১ কাষ্ঠপুত্তলিকা। ২ কাষ্ঠময়ী স্ত্রীপ্রতিমা।
"জলবিন্দুমিন্দুমণিদারুবধূঃ" (মাঘ)

দারুবহ্ (ত্রি) দারু বহতি বহ-অচ্। দারুবাহক, যে কাষ্ঠ বহন করে।

দারুসার (পুং) দারুষু সারঃ শ্রেষ্ঠঃ। চন্দন। (শব্দার্থচি°)

দারুসিতা (স্ত্রী) দারুণি সিতেব। দারুচিনি, গুড়ত্বক্।
"জ্ঞেয়া দারুসিতা স্বাদী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।" (ভাবপ্র°)।

দারুহরিদ্রা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা হরিদ্রা স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ, (Curcuma xanthorrhiza) পর্য্যায়—পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রু, দার্ব্বী, পচম্পচা, পর্জ্জনী, পীতিকা, পীত-দারু, স্থিররাগা, কামিনী, কটঙ্কটেরী, পর্জ্জন্যা, পীতা, দারু-নিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী, দারু, নিশা, হরিদ্রা। (শব্দর°) ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ব্রণ, মেহ, কণ্ডু, বিসর্প, ত্বগ্‌দোষ ও চক্ষুদোষনাশক। (রাজব°)। দারুহরিদ্রা হরিদ্রার তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা নেত্র-রোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

দারুহস্তক (পুং) হস্ত ইব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬)। দারুণো হস্তকঃ। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্ত, কাঠের হাতা, পর্য্যায় তর্দ্দু।

দারোগা (পারসী) শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিবিশেষ, থানাদার, পুলিশ আমলা।

দার্ঘসত্র (ত্রি) দীর্ঘসত্রে ভবঃ দীর্ঘসত্র-অণ্ ততো আন্তচ আৎ (দেবিকাশিংশপেতি। পা ৫।৩।৯৬) দীর্ঘসত্রযাগোৎপন্ন, বহুদিন ধরিয়া যে যজ্ঞ করিতে হয় তৎসম্বন্ধীয়।

দার্জিলিঙ্, ১ বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট্ গবর্ণরের শাসনাধীন রাজ-শাহী-কোচবিহার বিভাগের উত্তরভাগস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ৩০´৫০´´ হইতে ২৭° ১২´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১´৩০´´ হইতে ৮৮° ৫৬´৩৫´´ পূঃ, নেপাল ও ভূটান রাজ্যের মধ্যে সিকিম-রাজ্যাভিমুখে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১২৩৪ বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা ২২০৩১৪। তন্মধ্যে হিন্দু ১৭১১৭১, মুসলমান ১০০১১, বৌদ্ধ ৪০৫২০, খৃষ্টান ১৫০২, জৈন ৮০, শিখ ২৭, পারসী ৩ জন। ইহার মধ্যে দুইটী নগর ও ১৩১৭টী গ্রাম আছে।

এই জেলা দুইভাগে বিভক্ত—এক ভাগ পার্ব্বতীয় ও অপর ভাগ তরাই। তরাই বা পর্ব্বতের তলদেশকে এখানকার লোকেরা মোরঙ্গ বলে। তরাই প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর।

এই জেলায় সমতলক্ষেত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০ ফিট্ মাত্র উচ্চ, কিন্তু তাহার পার্শ্ব হইতেই গিরিমালা উঠিয়া ৬০০০ হইতে ১০০০০ ফিট্ উচ্চ শৃঙ্গ বিস্তার করিয়াছে। তাহার পার্শ্বভূভাগ সমুজ্জ্বল তুষারমণ্ডিত। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা ঐ তুষারময় প্রদেশের সহিত সম্মিলিত। এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে ১২ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে শ্যামল তৃণাদি দৃষ্ট হয়। তাহার উপর তালীশপত্র জাতীয়, তাহার নিম্নে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি এবং সমতলের নিকট মূল্যবান্ শালবৃক্ষ জন্মে।

তরাই অংশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, মেচ, ধীমাল ও কোচেরা জঙ্গল পোড়াইয়া জমি পরিষ্কার করিয়া চাষবাস করিত। এখন চা ও কৃষির জন্য অধিকাংশ বন জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

বৃটীশাধিকৃত ভূভাগের মধ্যে এখানে সিঙ্গালীলা পাহাড়টীই সর্ব্বোচ্চ, ইহার অনেকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ফলালুম্ ১২০৪২ ফিট্ উচ্চ, সুবরগাঁ ১০৪৩০ ফিট্ ও তঙ্গলু ১০০৮৪ ফিট্ উচ্চ।

ইতিহাস। পূর্ব্বে এই জেলা সিকিমরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ যে সময় প্রভূত বিক্রমে নেপাল অধিকার করিয়া স্বরাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, সেই সময় সিকিমরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া বৃটীশ গব-র্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার কএক বর্ষ পরে নেপালের সহিত ইংরাজরাজের যুদ্ধ ঘটে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজ পরাস্ত হইয়া বৃটীশ সেনাপতি সর্ ডেভিড্ অক্টরলনির সহিত সন্ধি করেন। ঐ সন্ধিক্রমে সিকিম ও

তাহার দক্ষিণাংশ বৃটীশ শাসনাধীন হয়। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিকিমরাজ্য প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে সিকিম ইংরাজের মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্য সীমা লইয়া নেপাল ও সিকিমে আবার বিবাদ উপস্থিত হয়। মেজর বয়েড গবর্ণর জেনারলের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সময় বয়েড সাহেব সিকিমরাজকে জানাইলেন যে, গবর্ণর জেনারল দার্জ্জিলিঙ্গের জলবায়ুর গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্গ অর্পণ করিলে তিনি প্রীত হইবেন। তদনুসারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ দার্জ্জিলিঙ্গের পার্ব্বতীয়াংশ অর্থাৎ বড় রঙ্গিত নদীর দক্ষিণ, কালিয়াল, রুষী (বলাসন) ও ছোট রঙ্গিত নদীর পূর্ব্ব এবং রংনায়ু ও মহানন্দা নদীর পশ্চিম এই চতুঃসীমাবর্ত্তী ভূভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। উক্ত বয়েড সাহেবই দার্জ্জিলিঙ্গে পাহাড়কাটা পথ প্রস্তুত করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেন। রেলপথ হইবার পূর্ব্বে এই পথ দিয়াই লোকে দার্জ্জিলিঙ্গ যাইত। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ আসিবার রেলপথের ধারে উক্ত পাহাড়কাটা পথ দেখা যায়। এখন ভুটীয়ারাই কেবল ঐ পথ ব্যবহার করে।

উক্ত পথ প্রস্তুত করিয়া বয়েড সাহেব সিঞ্চল পাহাড়ে সৈনিক শিবির নির্ম্মাণ, ভূম্যাদির বন্দোবস্ত ও বিচারালয়াদি স্থাপন করেন। তৎপরে তাঁহার যত্নে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজের নিকট হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বলাসন ও ছোট রঙ্গিত নদীর পশ্চিমাংশ ও মেচী নদীর পূর্ব্বাংশস্থিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। অল্প দিন মধ্যেই দার্জ্জিলিঙ্গ বঙ্গের রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অকর্ম্মণ্য য়ুরোপীয় সৈনিকগণের স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য হইল। এই সময়ে অনেকেই গৃহাদি নির্ম্মাণ কারণ জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তখনও দার্জ্জিলিঙ্গে চায় চাষ প্রচলিত হয় নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হুকার বৃটীশ গবর্মেণ্ট ও সিকিমরাজের আদেশ লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ক্যাম্বেলের সহিত সিকিমরাজ্যে গমন করেন। তাঁহারা রাজমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ধৃত ও বন্দী হন। তাঁহাদের অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত একদল বৃটীশ সৈন্ত প্রেরিত হইল। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিকিমরাজকে বর্ষে বর্ষে টাকা পাঠাইতেন, তাহাও বন্ধ করিলেন। এই সময়ে সিকিম তরাই লইয়া প্রায় ৬৪০ বর্গমাইল জমি বৃটীশ শাসনাধীন হইল। আবার ভুটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিস্তানদীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ সমুদায় পার্ব্বতীয় ভূভাগ দার্জ্জিলিঙ্গের সামিল হয়। এখন সিকিমরাজের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের বেশ মিত্র ভাব। সিকিমরাজ দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিসনরের মত লইয়া সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া এখন ১২০০০৲ টাকা স্থির করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যাবাস বলিয়াই দার্জ্জিলিঙ্গের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ নর্দারন্ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে হওয়া অবধি বঙ্গবাসী য়ুরোপীয়দিগের নিকট সিমলাশৈল অপেক্ষা দার্জ্জিলিঙ্গের আদর বাড়িয়াছে। এখন কেহ মনে করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ যাইতে পারেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গে প্রথম চা বাগান হয়। অল্পদিন মধ্যেই এখানকার চা সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ায় চা বাগানের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতে লোকসংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের ন্তায় এখানেও আমন বা হৈমন্তিক এবং আউস্ বা ভাদই শস্ত উৎপন্ন হয়। তরাই প্রদেশে দিন দিন ধান্তের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালী ও নেপালীরাই এখানে প্রধানতঃ হলচালনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বনজঙ্গল দগ্ধ করিয়া 'ঝুম' প্রণালীতে শস্তোৎপাদন অসভ্যজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এখন এই প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পর্ব্বত ও তরাই উভয় প্রদেশে 'হাল' ও 'পাটি' এই দুই প্রকার ভূমির মাপ প্রচলিত। যে পরিমাণ জমিতে যেরূপ হল বা বলদ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে হাল এবং যে পরিমাণ বীজ যত জমিতে বোনা হয়, তাহাকে পাটি কহে। এখন স্থানে স্থানে ইংরাজীমান প্রচলিত হইতেছে। তরাই অঞ্চলে এক একর জমিতে প্রায় ১২ মণ শস্ত উৎপন্ন হয়। তিস্তানদীর পশ্চিমে গবর্মেণ্ট খাসমহলে প্রতিগৃহের উপর ৩৲ টাকা করিয়া কর ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গ সহর দার্জ্জিলিঙ্গ মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। অধিবাসীদিগকে যথেষ্ট টেক্স দিতে হয়।

তরাই প্রদেশে ধান্তের মূল্য অনেক সস্তা হইলেও দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে ১১৲। ১২৲ টাকার কম ভাল চাউল পাওয়া যায় না। এই জেলায় এখন চা কৃষি ও চা বাণিজ্যই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার সমস্ত চা-বাগানই য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধানে এবং য়ুরোপীয়দিগের মূলধনে চলিতেছে।

রেলপথে সুবিধা থাকায় এখানকার অধিকাংশ চাই কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই জেলায় ১৮৪টী

চা ক্ষেত্র আছে। প্রায় ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে চা আবাদ হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় প্রায় ১৩২২৭০ মণ চা হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে সিন্‌কোণার চাষ আরম্ভ হয়। এই জরঘ্ন ওষধির আদর বৃদ্ধি হওয়ায় এখন চাষও বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সিন্‌কোণা ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতিবর্ষে এই সিন্‌কোণা হইতেই গবর্মেণ্টের লক্ষাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

বন্যা বা ঝড়ঝাপটে দার্জ্জিলিঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হয় না। এখানে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইলেই পাহাড়ীরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। যে বার পৌষমাসে ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সে বারই লোকে ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে।

বাণিজ্য। এখন চাই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখানকার লেপ্‌চারা একপ্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, জেলাস্থ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাহাই ব্যবহার করে। পাহাড়ীরা নানাস্থান হইতে বিক্রয়ার্থ চীনের পেয়ালা, প্রবাল, অকীকের বাটী ও পুঁতির মালা, ঘণ্টা প্রভৃতি লইয়া আসে। এখানকার ভুটিয়াদের প্রস্তুত দা ও লেপ্‌চাদের ছুরিকা বিখ্যাত। দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে য়ুরোপীয়দিগের ব্যবহার্য্য ও বিলাসানুরূপ বিস্তর দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে মূল্য অপর স্থান অপেক্ষা মহার্ঘ্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এই জেলায় কয়লা, লোহ, তাম্র ও অনেক স্থানে চুণ পাওয়া যায়।

তিব্বতে যাইবার পথে তিস্তা নদীর উপর একটী সুন্দর লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে।

এখন দার্জ্জিলিঙ্গে বিদ্যার চর্চ্চাও বেশ। দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে তিব্বত ও ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য গবর্মেণ্টস্কুল আছে। লেপ্‌চা প্রভৃতি জাতিকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

২ উক্ত দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার প্রধান নগর ও বঙ্গাগত য়ুরোপীয়গণের গ্রীষ্মকালের স্বাস্থ্যাবাস। অক্ষা° ২৭° ২´ ৪৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৮´ ৩৬´´ পূঃ।

এই স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এখানকার কোন কোন বৌদ্ধের মতে ইহার প্রাচীন নাম 'দর্জ্জেলামা'। দর্জ্জে নামে এক লামা এখানে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া ভুটিয়ারা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এখনও তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। সেই দর্জ্জেলামা হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ নাম হইয়াছে। আবার কোন কোন হিন্দুর মতে, দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামক শিবের নাম হইতেই বর্ত্তমান নামকরণ হইয়া থাকিবে। কালিকাপুরাণেও এক দুর্জ্জয়গিরির উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত গিরিমালা সম্ভবতঃ কালিকাপুরাণে দুর্জ্জয়গিরি নামে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ আবার দার্জ্জিলিঙ্গ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করেন, দ=প্রস্তর, রজে=শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ=স্থান বা প্রদেশ অর্থাৎ পবিত্র গুহা বা লামাদিগের চিহ্নিত স্থান। দার্জ্জিলিঙ্গের বর্ত্তমান কাছারীর কিছু দূরে একটী গুহা (গুম্ফা) আছে, ভুটিয়ারা মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া মহাকালের পূজা করে। অনেক সন্ন্যাসীও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। ভুটিয়ারা বলে যে ঐ গুম্ফা দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসানগরী পর্য্যন্ত যাওয়া যায় ও লামাগণও ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করেন। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে, নেপালের ফুন্‌সোলামগে নামক এক রাজার রাজত্বকালে এখানে লামাসরাই বা গুম্ফা নির্ম্মিত হয় এবং লামাগণই 'দার্জ্জিলিঙ্গ' নামে অভিহিত করেন। এই নামেই এখন সমগ্র জেলা প্রসিদ্ধ। এক সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের উপর দার্জ্জিলিঙ্গ সহর অবস্থিত। তিনটী শৃঙ্গ ইহার সহিত সংলগ্ন; উহা হইতে নিম্নভাগ অতিশয় ঢালু। দার্জ্জিলিঙ্গে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহাই ৭১৬৬ ফিট্ উচ্চ। কোন কোন ইংরাজের বিশ্বাস দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে ও লণ্ডননগরে প্রায় একভাবেই শীত গ্রীষ্ম দেখা দেয়।

দার্জ্জিলিঙ্গের জলবায়ু ভাল বলিয়া এখানে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৭০১৮ জন লোকের বাস ছিল, কিন্তু গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ১৪১৪৫ জন লোক স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৮৬, বৌদ্ধ ৩৬৫৭, মুসলমান ১৮৯৮, খৃষ্টান ৫২৪, শিখ ৫২, জৈন ২৮।

এখানকার এডেন্ সানিটোরিয়ম্, কোচবিহার মহারাজের বাড়ী, ছোট লাটের প্রমোদ ভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, এ ছাড়া অনেক বড় বড় গির্জ্জা ও মাঝারি বাড়ী এবং বোটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি উদ্যান আছে।

দার্জ্জিলিঙ্গের আশে পাশেও উল্লেখযোগ্য অনেক স্থান আছে। ৭৮৯৬ ফিট্ উচ্চ জলাপাহাড়ে সুন্দর সৈন্যনিবাস, মহাকাল পাহাড়ের গুম্ফা, ভুটিয়াবস্তিতে ভোটগ্রন্থসজ্জিত বুদ্ধমন্দির, লিবঙ্গে নূতন সৈন্যস্বাস্থ্যাবাস, এবং নগরের মধ্যে কাকঝোরা জলপ্রপাত দেখিবার জিনিস। এই প্রপাতকে ইংরাজেরা ভিক্টোরিয়া ফল (Victoria fall) বলেন। প্রবাদ আছে, যে এখানে গৌরীদেবী আসিয়া স্নান করিতেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত এখানে যেমন অনেকে আসিয়া থাকেন, এখন ব্যবসার উপলক্ষেও অনেক বণিক ও সামান্ত দোকানদার সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে। ছোট বড় অনেক দোকান বসিয়াছে।

এখানে প্রতি রবিবারে হাট হয়। এই দিনই সকলে সাত দিনের ব্যবহারোপযোগী জিনিস পত্র খরিদ করিয়া রাখেন। এখানকার জিনিস পত্র মহার্ঘ্য। ভাল চাউলের মণ ১১৲ কি ১২৲ টাকা, এক সের ভাল মাখনের দাম ২৸০ টাকা, মৎস্তের সের ১৲ টাকা, কাষ্ঠের কয়লার মণ ৸০, কোককয়লার মণ ১৷৶০। এখানে ভাল মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। এখানকার গোল আলু বড়ই সুস্বাদু।

দার্ঢ়চ্যুত (পুং) ১ দৃঢ়চ্যুতের অপত্য। ২ সামভেদ।

দার্ঢ্য (ক্লী) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ়-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩)। দৃঢ়তা। "বাক্যান্তপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি যে।" (পঞ্চদশী ৬।১০৪)

দার্ত্তেয় (ত্রি) দৃতৌ ভবঃ ঠঞ্। ১ দৃতিভব। ২ দৃতিভবস্থিত।

দার্দ্দুর (পুং) দর্দ্দুরঃ মৃৎপাত্রভেদ স্তদাকারোঽস্ত্যস্য প্রজ্ঞাদিত্বাৎ ণ। ১ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খভেদ, যে শাঁখের দক্ষিণদিকে আবর্ত্ত থাকে। (ক্লী) ২ লাক্ষা, লা, জৌ। ৩ জল। (ত্রি) দর্দ্দুরস্যেদং অণ্। ৪ দর্দ্দুর সম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"চালিতোগুরুপুত্রেণ ভার্গবোঽঙ্গিরসেন বৈ।
প্রবিষ্টো দার্দ্দুরীং মায়ামনাবৃষ্টিং চকার হ॥" (হরিবংশ) এই স্থলে দার্দ্দুরী শব্দে রাক্ষসী।

দার্দ্দুরিক (ত্রি) দর্দ্দুরঃ মৃৎপাত্রভেদঃ শিল্পমস্য ঠঞ্। মৃৎপাত্র ভেদকারক, কুলাল, কুমার। স্ত্রিয়াং টাপ্।

দার্ভ (ত্রি) দর্ভস্যেদং অণ্। কুশ সম্বন্ধী।

দার্ভায়ণ (পুং, স্ত্রী) দর্ভস্য গোত্রাপত্যং দর্ভ-ফক্। দর্ভ ঋষির গোত্রাপত্য।

দার্ভি (পুং, স্ত্রী) দর্ভস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্। দর্ভ ঋষির গোত্রাপত্য।

দার্ভ্য (ত্রি) দর্ভে ভবঃ কুর্ব্বাদি° ণ্য। দর্ভভব, দর্ভোৎপন্ন।

দার্ব্ব (পুং) দেশভেদ, এই দেশ কূর্ম্মবিভাগের ঈশান দিকে বর্ত্তমান কাশ্মীরে অবস্থিত ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।] (স্ত্রী) ২ তত্রস্থ নদীভেদ।

দার্ব্বক (ত্রি) দার্ব্বেষু দার্ব্বজনপদেষু ভবঃ। বহুবচনার্থে বুঞ্। দার্ব্বজনপদ ভব।

দার্ব্বট (ক্লী) দারুইব নিশ্চলতয়া নিরূপণীয়বিষয়নিশ্চয়ার্থং অটত্যত্র অট বাঞর্থে-ক। ১ চিন্তাগৃহ, মন্ত্রগৃহ, চিন্তা এবং মন্ত্রণা করিবার জন্ত গৃহ।

দার্ব্বণ্ড (পুং) দারুবৎ কঠিনং অণ্ডং যস্য। ময়ূর। (শব্দর°)

দার্ব্বাঘাট (পুং) দারু কাষ্ঠং আহন্তীতি আ-হন অণ্ টশ্চান্তাদেশঃ (দারাবাহনোঽণন্তস্য চ টঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।৪৯) শতপত্রক পক্ষী, কাঠঠোকরা পাখী। সংজ্ঞা না বুঝাইলে অন্তস্থানে ট হইবে না। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দার্ব্বাঘাত (পুং) দারুণি আঘাতো যস্মাৎ। ১ দার্ব্বাঘাট পক্ষী। (ত্রি) ২ কাষ্ঠাঘাতমাত্র।

দার্ব্বাদি (পুং) ঔষধভেদ, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকমূলের ছাল, মুতা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলার মুটী, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের। শেষ অর্দ্ধপোয়া। একটু মধু প্রক্ষেপ দিয়া এই কাথ পান করিলে প্রদর রোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর° স্ত্রীরোগাধি°)

দার্ব্বাদিলৌহ (ক্লী) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ এবং ইহাদের সমভাগ লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

দার্ব্বিকা (স্ত্রী) দারয়তি দৃ উণাদিত্বাৎ সাধুঃ ঙীপ্। দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, তদ্বিকারো ঽপি দার্ব্বী অভেদোপচারাৎ স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ দারুহরিদ্রা কাথোদ্ভব তুথ। ২ রসাঞ্জন। ৩ গোজিহ্বাবৃক্ষ।

দার্ব্বিপত্রিকা (স্ত্রী) দার্ব্ব্যাঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ ততঃ কন্ টাপ্, অত ইত্বং। গোজিহ্বাবৃক্ষ, গোজিয়াগাছ।

দার্ব্বী (স্ত্রী) দারয়তি দৃ-ণিচ্ উণ্ স্ত্রিয়াং দারণস্য অবয়ববিভাগরূপস্বেন গুণবচনত্বাৎ ঙীষ্। ১ দারুহরিদ্রা। ২ গোজিহ্বা। ৩ দেবদারু। ৪ হরিদ্রা।

দার্ব্বীকাথোদ্ভব (ক্লী) রসাঞ্জনবিশেষ, দারুহরিদ্রার কাথ ও দুগ্ধ সমভাগে পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইলেই এই ঘনীভূত দার্ব্বীকাথকে রসাঞ্জন কহে। ইহা অতিশয় চক্ষুর হিতজনক। পর্য্যায়—তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ। ইহার গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, ছেদন এবং কফ, বিষ, নেত্ররোগ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°)

দার্ব্বীতৈল (ক্লী) তৈল ঔষধভেদ, তিল তৈল ৴৪ সের, কল্কার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মিলিত ৴১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈলে মেঢ্ররোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° শূকদোষাধি°)

দার্ব্ব্যাদি (পুং) ঔষধবিশেষ; দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, শিউলী ছোপ, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুঠি, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর,

হাড়ভাঙ্গা, চিরাতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কটুকী, পিপুল, ধন্যা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে ইহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া এই কষায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, সতত প্রভৃতি সুদারুণ বিষমজ্বর, অন্তস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ ও দৈর্ঘরাত্রিক এই সকল জ্বর, শীত, কম্প, দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতীসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধশূল, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ, হলীমক ইত্যাদি নানাবিধ রোগ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দার্শ (ত্রি) দর্শে ভবং আর্ষপ্রয়োগে ঠঞ্ বাধিত্বা° অণ্। ১ দর্শভব। "দার্শমক্ষন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ।" (মনু) (ত্রি) দৃশি নেত্রে ভবঃ অণ্। ২ নেত্রভব।

দার্শনিক (ত্রি) দর্শনশাস্ত্রবেত্তা, যিনি উত্তমরূপ দর্শনশাস্ত্র অবগত আছেন।

দার্শপৌর্ণমাসিক (ত্রি) দর্শে পৌর্ণমাস্যাং চ ভবঃ ঠঞ্। দর্শপৌর্ণমাসভব, যাহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় হয়।

"দার্শপৌর্ণমাসিকেতি কর্ত্তব্যতা।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৬।৩১)

দার্শিক (ত্রি) দর্শে ভবঃ দর্শ ঠঞ্। দর্শভবঃ, আর্ষপ্রয়োগে দার্শ হয়, অর্থাৎ ঠঞ্ না হইয়া অণ্ হয়। দর্শপৌর্ণমাস সম্বন্ধীয়।

দার্শ্য (ত্রি) দার্শিক।

দার্ষদ (ত্রি) দৃষদি পিষ্টঃ অণ্। প্রস্তরে পিষ্ট সক্তু প্রভৃতি।

দার্ষদ্বত (ক্লী) দৃষদ্বত্যা নদ্যাস্তীরে কর্ত্তব্যং অণ্। সত্রভেদ, এই যজ্ঞ দৃষদ্বতী নদীতীরে করিতে হয়।

"দার্ষদ্বতমৃত্বিগাচার্য্যয়োঃ রক্ততরস্ত গা রক্ষেৎ সংবৎসরং।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৬।৩৩)

দার্ষ্টান্ত (ত্রি) দৃষ্টান্ত-অণ্। দৃষ্টান্তযুক্ত। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান।

দার্ষ্টান্তিক (ত্রি) দৃষ্টান্তেন যুতঃ ঠঞ্। দৃষ্টান্তযুক্ত। "যাপন্ত দার্ষ্টান্তিকত্বেন বিবক্ষিতং।" (বৃহদারণ্যক-শাঙ্করভাষ্য°)

দাল (ক্লী) দলেভ্যঃ সঞ্চিতং দল-অণ্। বন্য মধু, ইন্দ্রনীলদলাকার সূক্ষ্ম মক্ষিকোৎপন্ন বৃক্ষকোটরান্তরভব মধু, ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি পতিত হইলে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। ইহার গুণ—মধুর, অম্লকষায়রস, (কিন্তু কষায়রস অল্প, মধুররস অধিক), লঘুপাকী, অগ্নিদীপ্তিকারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ ও শরীরের উপচয়কর। (ভাবপ্র°)

"সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাৎ যত্তু পত্রোপরিস্থিতং।
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ দদ্দালং মধু কীর্ত্তিতং।" (ভাবপ্র°) [মধু দেখ।]

(পুং) দলে জাতং দল-অণ্। ২ কোদ্রব ধান্যভেদ। দল ভাবে ঘঞ্। ৩ দলন।

দালচিনি (দেশজ) [দারুচিনি দেখ।]

দালন (পুং) দালয়তি দল-ণিচ্ ল্যু। দন্তগত রোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দালব (পুং) দলতি দল-উণ্ ততঃ স্বার্থে অণ্। স্থাবর বিষভেদ।

দালবুকার্ক, (Don Alphonzo Dalboquerque) আলবুকার্ক নামে খ্যাত। পর্ত্তুগীজরাজের একজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি ১৫০৪-১৫০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অলমিডার পর ভারতে পর্ত্তুগীজগণের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। তিনি আরব সাগরের উপকূলে মস্কট প্রভৃতি স্থান অধিকার ও ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর, দুইবার গোয়া আক্রমণ করেন। পর বর্ষে তিনি মালাক্কার দুর্গ ও অর্ম্মজদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী আদেন বন্দর দখল করিবার জন্য ২০ খানি জাহাজে ১৭০০ জন পর্ত্তুগীজ ও ২০০০ ভারতীয় সৈন্য লইয়া গমন করেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক ঐ বর্ষে তিনি পেরিম দ্বীপে প্রবেশ করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার যত্নে পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছিল। ঐতিহাসিক ডি ব্যারস্ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

দালহৌসী [ডাল্‌হৌসী দেখ।]

দালা (স্ত্রী) দল্যতে দল কর্ম্মণি ঘঞ্। মহাকাল নামক লতা। (ভাবপ্রকাশ)

দালাদপিক্কয়া, সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের একটী উৎসব। এই উৎসবে বুদ্ধের দন্ত যাত্রীদিগকে দেখান হয়। কাণ্ডীরাজভবনসংলগ্ন বিহার মধ্যে এই দন্ত দাগোবাকার এবং ইহা কএকটী ধাতুনির্ম্মিত রত্নখচিত বাক্সের মধ্যে অবস্থিত। এই দন্তের বিষয় দাঠবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

ক্ষেম নামে একজন বুদ্ধের শিষ্য শাক্যসিংহের নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) তাঁহার দন্ত কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গদেশের রাজা ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পুত্র পৌত্র কশী ও সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে অপর রাজগণের শাসন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হয়। প্রথমে দন্তপুরাধিপতি গুহশিব এই দন্তের বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না, পরে তিনি এই বিবরণ জানিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্য হইতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দূর করিয়া দিলেন। হিন্দুগণ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পাটলিপুত্রেশ্বর পাণ্ডুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু গুহশিবের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য

প্রেরণ করিলেন, তাহারা যাইয়া ঐ দন্ত আনয়ন করিলে রাজা পাণ্ডু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা নষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে পাণ্ডু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। দন্ত দন্তপুরে পুনর্ব্বার প্রেরিত হইল। সেই স্থান হইতে ঐ দন্ত সিংহলে অনুরাধপুরে আনীত হয়। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ যুদ্ধের সময় কনষ্টান্টাইন ডি ব্রাগেঞ্জা এই দন্ত নষ্ট করেন। কিন্তু সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই কথা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে সময় ঐ মন্দির ভগ্ন হয়, সেই সময় ঐ দন্ত সন্ধারামে ছিল। অনেক পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও সিংহলবাসী মুত্তুকুমারস্বামী বলেন, এখন যাহা বুদ্ধদন্ত বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনই নরদন্ত নহে।

দালান (পারসী) ইষ্টকনির্ম্মিত প্রশস্ত গৃহ, প্রাসাদ।

দাল্লাল (আরবী) যে ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যস্থতা করে, অথবা কোন একটী কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য নিষ্পন্ন করে।

দালালি (আরবী) ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে মধ্যস্থতাজন্য প্রাপ্য অর্থ, দস্তুরি।

দালি (স্ত্রী) দল-ইন্। দাল, শমী ধান্য। মুগ, মসূর প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়া তুষ নিষ্কাশিত করিলে দাইল বা দালি প্রস্তুত হয়, দালি ও দালী এই দুইটী সংস্কৃত পর্য্যায়। এই দাল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিলিত পূর্ব্বক পাক করিলে তাহাকে সূপ কহে। ইহার গুণ—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ এবং শীতবীর্য্য। তুষরহিত শমী ধান্য (দাল) ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা লঘু হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° অন্নবর্গ) দাড়িঃ ডস্য লঃ। ২ দাড়িম। স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। ৩ দেবদালীলতা।

দালিকা (স্ত্রী) দালৈব স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। মহাকাললতা।

দালিম (পুং) দাড়িমঃ ডস্য লঃ। দাড়িম।

দাল্ভ (পুং) দল্ভস্য দল্ভগোত্রস্য ছাত্রাঃ অণ্ যলোপঃ। দাল্ভ্যের ছাত্র সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দাল্ভ্য (পুং স্ত্রী) দল্ভস্য মুনেঃ গোত্রাপত্যং যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) দলভ ঋষির গোত্রাপত্য বক নামে মুনিবিশেষ।

"বকো দাল্ভ্যঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।" (ভারত ২।৪।১১)

একজন ঋষি। ইন্দ্র ইহার বন্ধু ছিলেন, এই ঋষি চন্দ্রসেন রাজার গর্ভিণী পত্নীকে পরশুরামের ক্রোধ হইতে রক্ষা করেন। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই কায়স্থদিগের আদিপুরুষ।

দাল্ভ্যঘোষ (পুং) পুণ্যাশ্রমরূপতীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ৯০ অ°)

দাল্ভ্যায়নি (পুং) দল্ভ্যস্য যুবাপত্যে ফিঞ্। দাল্ভ্য ঋষির যুবা অপত্য।

দাল্মি (পুং) দালয়তি অসুরান্ দল-ণিচ্ বাহু° মি। ইন্দ্র।

দাব (পুং) দুনোতি উপতাপয়তি দু-ণ (দুন্যোরনুপসর্গে। পা ৩।১।১৪২) ১ বন। "ইদমিন্দ্রঃ সদা দাবং খাণ্ডবং পরিরক্ষতি।" (ভারত ১।২২৪।৩) ২ বনবহ্নি, বনের মধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দাব কহে।

"উৎসৃজ্য দময়ন্তী তু নলো রাজা বিশাংপতে।
দদর্শ দাবং দহ্যন্তং মহান্তং গহনে বনে॥" (ভারত ৩।৬৬।১)

৩ অগ্নি। দু ভাবে ঘঞ্। ৪ উপতাপ।

দাবন্ (পুং) দা-কর্ম্মভাবাদৌ বনি। ১ দেয়। ২ দান। "দাবনে বাযোমথস্য দাবনে" (ঋক্ ১।১৩৪।৯) 'দাবনে দাতব্যায় হবিষে তৎস্বীকারায় পুনঃ কিমর্থং দাবনে অস্মভ্যং অভিমতদানায়' (সায়ণ)। 'দাবনে' এই স্থলে ছান্দস প্রয়োগ হেতু উপধার লোপ হইল না, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগাদি স্থলে 'দাম্নে' এইরূপ পদ হইবে।

দাবপ (পুং) দাবং বনবহ্নিং পাতি পা-ক। পুরুষভেদ। "অগণ্যায় দাবপং" (শুক্লযজু° ৩০।১৬)

দাবসু (পুং) অঙ্গিরা মুনির পুত্র। (পঞ্চব্রা° ভাষ্য)

দাবাগ্নি (পুং) দাবোদ্ভবোঽগ্নিঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। বনোদ্ভব অগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দাহ করে।

দাবাগ্নিমোচনবন, বন বিশেষ, এই বনে শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নি ভক্ষণ করেন। (ভক্তমাল)

দাবানলকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এই কুণ্ড দাবাগ্নিমোচনবনে অবস্থিত। (ভক্তমাল)

দাবানল (পুং) দাবোদ্ভবোঽনলঃ। দাবাগ্নি।

দাবিক (ত্রি) দেবিকায়াং ভবঃ অণ্, ততো আদ্যচো আৎ (দেবিকা শিংশপেতি। পা ৭।৩।১) দেবিকানদীসম্ভব, যাহা দেবিকা নদীতে হয়।

দাবিককূল (ত্রি) দেবিকাকূলে ভবঃ। অণ্ আদ্যচো আৎ। দেবিকাকূলোদ্ভব।

দাবী (আরবী) প্রার্থনা, আবেদন, স্বত্ব, অধিকার।

দাবীদার (পারসী) প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী, স্বত্বাভিলাষী।

দাবীচুরী, বৃক্ষ বিশেষ (Kyrie Indica)।

দাশ (পুং) দশতি হিনস্তি মৎস্যান্ দশ ট, নক্ত আদ্য (দ্যকেন্দ।

উণ্ ৫।১১)। ধীবর, জেলে, যাহারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"দাশানাং ভুজবেগেন নদ্যাঃ স্রোতোজবেন চ।

বায়ুনা চানুকূলেন তূর্ণং পারমবাপ্নুয়াৎ ॥" (ভারত আ°)

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনং।"

কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনাঃ॥" (মনু ১০।৩৪)

নিষাদকর্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম ভার্গব বা দাশ, ইহারা নৌনির্ম্মাণকর্ম্মোপজীবী এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া থাকে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দাশুতে ভৃতি রস্মৈ। ২ ভৃত্য, চাকর। (রমানাথ)

দাশক (পুং) দাশ-স্বার্থে-কন্। দাশ।

দাশগ্রাম (পুং) দাশপ্রধানো গ্রামঃ। ধীবর প্রধান গ্রাম, যে গ্রামে ধীবরদিগের প্রাধান্য আছে।

দাশগ্রামিক (ত্রি) দাশগ্রাম-ঠঞ্। দশগ্রামের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

দাশ(স)তয়ী (ত্রি) দশ-অবয়বা যস্য তয়প্ ততঃ স্বার্থে-ণ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দশাবয়ব ঋগ্বেদ সংহিতা।

দাশ(স)নন্দিনী (স্ত্রী) দাশস্য নন্দিনী। ধীবরকন্যা, ব্যাসমাতা, সত্যবতী।

দাশ(স)পুর (পুং ক্লী) দাশান্ ধীবরান্ পূরয়তি পুর-অণ্। কৈবর্ত্তমুস্তক, একপ্রকার মুতা ঘাস।

দাশ(স)ফলী (স্ত্রী) দাশপ্রিয়ং ফলং যস্যাঃ, ঙীপ্। ওষধিভেদ। (শব্দার্থচি°)

দাশ(স)মেয় (পুং) দেশভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৮)

দাশরথ (পুং) দশরথস্যেদং অণ্। ১ শ্রীরামচন্দ্র। "প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী"। (মহানা°) দাশরথেঃ শ্রীরামস্যেদং অণ্। (ত্রি) ২ দাশরথ সম্বন্ধী।

দাশরথি (পুং) দশরথস্যাপত্যং অত ইঞ্। দশরথের অপত্য, রামাদি চারি ভ্রাতা, রামচন্দ্র। "স্মরত্যদো দাশরথির্ভবন্ ভবান্" (মাঘ ১স°)

দাশরথি রায়, (দাশুরায় নামে খ্যাত) বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত কবি। যে সকল কবিদিগের যত্নে মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গলা সাহিত্য রক্ষা পাইয়াছিল, সেই কৃত্তিবাস, কাশীদাস যে ছন্দে যে ভাষায়, যে উপায়ে বাঙ্গালাভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, দাশরথি রায়ও ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমান ১৯শ শতাব্দীর প্রবেশ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই উপায়েই বাঙ্গালা সাহিত্যকে জাগরূক রাখিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস কাশীদাসও পাঁচালী প্রবন্ধে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে কৃত্তিবাসাদির সহিত দাশরথির স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ। কৃত্তিবাসাদি পাঁচালী প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কবিত্বপূর্ণ মহাকাব্য আর দাশরথি পাঁচালী প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্য নহে, দীর্ঘ ছড়া বাঁধা গান মাত্র। কৃত্তিবাসাদির কাব্য গীত সুরের অপেক্ষা রাখে না। দাশরথির প্রবন্ধ গীত না হইলে তাদৃশ ভাল লাগে না।

১১২৬ শকে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইহার পৈতৃক বাস ছিল। দাশরথি বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে বাস করিতেন। মাতুলের যত্নে গ্রহগত বাঙ্গালা ও যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে তিনি প্রথম জীবনে কেরাণীগিরি করিতেন। তাঁহার মাতুলই তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দেন। দাশরথির বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময় পীলাগ্রামে অক্ষয় কাটানী (অকাবাই) নামে নৃত্য-গীত-ব্যবসায়িনী এক নীচজাতীয়া রমণী ছিল। গীত বাদ্যের আসক্তিতে ক্রমশঃ দাশরথির সহিত এই রমণীর প্রণয় হয়।

কিছুদিন পরে অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল করে। দাশরথি রায় এই দলে বাঁধনদার ছিলেন। সে কালে কবির লড়ায়ে গানে উভয় দলে গালাগালি হইত। একদিন দাশরথি এক সঙ্গীতসংগ্রামে প্রতিপক্ষ হইতে অতি কটু গালাগালি খান। তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কবির দল ত্যাগ করেন। কবির দলের সখে তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন এই আলস্যের অবসরে ছড়া ও পালা করিয়া গান বাঁধিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই সকল ছড়া ও গান লইয়া এক পাঁচালীর দল করিলেন। পরে এই দলই তাঁহার জীবিকা ও "দাশুরায়" নামে খ্যাতির কারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ও দেশব্যাপ্ত যশঃ এই পাঁচালী হইতেই হয়।

দাশুরায়ের অনেকগুলি পালা আছে। তন্মধ্যে আপাততঃ কতকগুলি বটতলায় দশ খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অনেকগুলি পালা রচনা করেন, তাহার অনেকগুলি তিনি নিজেই

নিজের দলে গাওয়াইয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র হয় নাই। এক কন্যা ছিল, তিনিও অনেক দিন নিঃসন্তান বিধবাবস্থায় গত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী অনেক দিন জীবিত ছিলেন।

দাশুরায়ের ছড়াগুলির প্রধান গুণ সেগুলি অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত। তাহাতে কবিত্বও নিতান্ত বিরল নহে। রামপ্রসাদের গানের ন্যায় তাঁহার গান ও গানের সুর এখন লোকে আগ্রহ করিয়া শিখে। সেকালের প্রাচীনের মধ্যে দাশুরায়ের গান জানে না এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। এখনও অনেক ভিখারী মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থ প্রাচীনাকামিনীগণের কয়রায়েস মত দাশুরায়ের "ঠাকুরুণ বিষয়" গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, দাশুরায় সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতাকে আনন্দ জন্য সহজ নূতন রূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি ইতর, কি ভদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই দাশুরায়ের গানের পক্ষপাতী, এরূপ ভাগ্য কয় জনের হয়।

ইহার পত্নী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব বেচিয়া ফেলিয়াছেন।

দাশুরায়ের কবিতায় অনুপ্রাস বড় বেশী। স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের শব্দ মিলাইতে গিয়া তিনি অতি কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া কবিতা গাঁথিয়াছেন, অনেক স্থলে অতি কষ্টেও স্পষ্ট অর্থ হয় না। তবে তাঁহার রহস্যোদ্দীপনক্ষমতা অতি চমৎকার; বৈরাগীর ভণ্ডাচারের উপর, গোঁড়ামীর উপর তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। যে স্থলে কদাচারের—কুৎসিত ব্যাপারের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, সেই স্থানে প্রায়ই তিনি এই সকল ভণ্ড বিটলগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাশক্তি বড় স্বাভাবিক ছিল। প্রভাসযজ্ঞে নিমন্ত্রিত বীরভূমের মূর্খ ব্রাহ্মণগণের আকুলতার বর্ণনা, প্রভাসযজ্ঞে প্রস্থিত দ্বিজপত্নীকে প্রতিবেশিনীগণের পরামর্শ দান, রুক্মিণীর বিবাহে নারদের রসভাব, রুক্মিণীদূত ব্রাহ্মণের অবস্থা প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার রহস্যোদ্দীপনী ক্ষমতার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে দাশুরায়ের একটী সুন্দর ও সর্ব্বজনপরিচিত গীত উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

রণে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন্,
তোমারে নিদয়া বামা কি জন্যে।
এলোকেশী, করে অসি ষোড়শী কুলকন্যে॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছ নিদয়া মেয়ে, সাধিল প্রাণে।
চলহে রাজন চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল সাগরে আর কূল দেখিনে।
ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,
দাশরথি গতি পায় অতি যতনে॥

দাশরাজ্ঞ (ত্রি) দশানাং রাজ্ঞাং ইদং তদ্ধিতার্থদ্বিগো অণ্, উপধালোপঃ। দশরাজা সম্বন্ধী।

দাশরাত্রিক (ত্রি) দশরাত্রেণ নির্বৃত্তঃ ঠঞ্। দশরাত্র-সাধ্য যজ্ঞভেদ। দশরাত্রস্যেদং ঠঞ্। ২ দশরাত্র সম্বন্ধী। "দেবেভ্যো দশরাত্রং দিগ্‌ভ্যো দাশরাত্রিকং পৃষ্ঠ্যং" (শত°ব্রা° ১২।১।২।৩)

দাশার্ণ (পুং) দশার্ণঃ স্বার্থে অণ্। ১ দশার্ণদেশ। সোঽভি জনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। ২ পিত্রাদি ক্রমে দশার্ণ দেশবাসী। ৩ দশার্ণ দেশের রাজা। স্বার্থে ক। "তত্র দাশার্ণকো রাজা সুধর্ম্মা লোমহর্ষণং।" (ভারত সভা° ২৮ অ°)

দাশার্হ (পুং) দশার্হস্য গোত্রাপত্যং শিবাদিত্বাৎ-অণ্। যদুবংশ মাত্র, যদুবংশীয়, কৃষ্ণাদি। দশার্হস্তদ্বাচকশব্দোঽস্ত্যত্র অধ্যায়ে অনুবাকে বা অণ্। ২ আয়ুধজীবি সঙ্ঘভেদ। ৩ যদুবংশীয় রাজা মাত্র।

দাশাশ্বমেধ (পুং) দশাশ্বমেধ-অণ্। দশাশ্বমেধ সম্বন্ধীয়।

দাশু (ত্রি) দাশ দানে উন্। ১ দাতা। ২ দত্ত। "যংযুবং দাশ্বধ্বরায়" (ঋক্ ৬।৬৮।৬) 'দাশ্বধ্বরায় দত্ত হবিষ্কায়' (সায়ণ)

দাশুরি (ত্রি) দাশ হিংসনে উরিন্। হিংসক। "স্বরং চিৎস মন্ততে দাশুরি" (ঋক্ ৮।৪।১২) 'দাশুরির্দাশ্বান্' (সায়ণ)

দাশেয় (পুং স্ত্রী) দাশ্যা ধীবর্য্যা অপত্যং ঢক্। ধীবরীর অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্যাসের মাতা সত্যবতী। "অভিগম্যোপসংগৃহ্য দাশেয়ীমিদমব্রুবন্।" (ভারত উ° ১৩২ অঃ)

দাশের (পুং স্ত্রী) দাশ্যা অপত্যং ক্ষুদ্রাদিত্বাৎ ঢ্রক্। ধীবরীর অপত্য। স্ত্রিয়াং টাপ্।

দাশেরক (পুং) দাশেরপ্রধানঃ দেশঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরুভূদেশ, মাড়বার। ২ মরুভূদেশের রাজা। ৩ পিত্রাদিক্রমে মরুদেশবাসী সকল। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দাশৌদনিক (পুং) দশ ওদনা যত্র যজ্ঞে তস্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ১ দশৌদন যজ্ঞ ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যে গ্রন্থে দশৌদন যজ্ঞের বিষয় আছে। দশৌদন যজ্ঞস্য দক্ষিণা যজ্ঞাখ্যত্বাৎ ঠঞ্। ২ দশৌদন যজ্ঞের দক্ষিণা।

দাশ্য (ত্রি) দশ-ক দশস্য বংশকস্য অদূরদেশাদি সঙ্কাশা° ণ্য। দংশকের অদূর দেশাদি।

দাশ্ব (ত্রি) দাশ বন্ দাহ° ইত্যাদঃ। দাতা। (জটাধর)

দাশ্বস্ (ত্রি) দাশৃ-দানে কসু (দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ। পা ৬।১।১২) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দত্তবৎ, যাহা দেওয়া হইয়াছে। ২ হিংসিতবৎ, হিংসা করা হইয়াছে। "পীবরোদাশ্বাংসং" (ঋক্ ৪।২।৮) 'দাশ্বাংসং হবির্দত্তবন্তং" (সায়ণ)

দাস (ত্রি) দসতীতি দসি-ট, নস্তচ আৎ (দংসেষ্টটনৌ। উণ্ ৫।১০)। ১ জ্ঞাতাত্মা। ২ শূদ্র। ৩ ধীবর। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। দাস্যতে ভৃতি রস্মৈ দাসতি দদাত্যঙ্গং স্বামিনে উপচারায় বা দাস-অচ্। ৪ চাকর, ভৃত্য। পর্য্যায়—দাসের, দাশের, গোপ্যক, চেটক, নিযোজ্য, কিঙ্কর, ভৈষ্য, ভুজিষ্য, পরিচারক, প্রেষ্য, প্রেষ, ভৈষ, পরিকর্ম্মী, পরিচয়, সহায়, উপস্থাতা, সেবক, অভিসর, অনুগ। (নারদ) ৫ শূদ্রদিগের নামান্ত প্রযোজ্য উপাধি বিশেষ।

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণদিগের নামের শেষে শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়দিগের নামের শেষে বর্ম্মন্, বৈশ্যদিগের গুপ্ত এবং শূদ্রদিগের নামের শেষে দাস এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। দাস দানে সম্প্রদানে ঘঞ্। ৫ দান মাত্র।

"স্বতন্ত্রস্যাত্মনোদানাদ্দাসত্বং দারবদ্ভৃগুঃ।" (কাত্যা°)

যাহারা স্বতন্ত্র আত্মা পরার্থে দান করে, তাহাদিগকে দাস কহে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে দাস সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ দাস হইতে পারে।

"ত্রিষু বর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাস্যং বিপ্রস্য ন কচিৎ।" (স্মৃতিচ°)

বর্ণত্রয়ে দাসত্বের বিষয় বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সবর্ণের নিকটও দাসত্ব স্বীকার করিবে না এবং যদি স্বীকার করে, তাহা হইলে কখন হীনকর্ম্ম করিবে না।

"সবর্ণোঽপি হি বিপ্রং তু দাসত্বং নৈব কারয়েৎ।" (কাত্যায়ন)

যদি কোন ব্রাহ্মণ লোভহেতু সংস্কৃত দ্বিজকে দাসত্বে নিয়োগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন।

"দাস্যন্তু কারয়ঁল্লোভাৎ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্রাজ্ঞা দাপ্যঃ শতানি ষট্॥" (মনু)

কিন্তু শূদ্রাদিকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে দণ্ডনীয় হইবে না। শূদ্র একমাত্র দাসত্বের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই দাস পঞ্চদশ প্রকার।—গৃহজাত, অর্থাৎ যাহারা নিজ গৃহে দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রীত, দায়ে উপাগত অর্থাৎ ঋকৃথগ্রাহিস্বরূপে যাহাকে লাভ করা যায়, অন্নাকালভৃত অর্থাৎ যাহাকে দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রতিপালন করিয়া রক্ষা করা যায়, আহিত, ঋণ দাস, যুদ্ধপ্রাপ্ত, পণে জিত, স্বয়ং উপাগত, প্রব্রজ্যাবসিত অর্থাৎ যাহারা প্রব্রজ্যা হইতে চ্যুত হইয়াছে, কৃত, অর্থাৎ এতদিন তোমার দাস হইব এইরূপে উপাগত, ভক্তদাস, বড়বাহৃত, (গৃহদাসীর নাম বড়বা, তাহার লোভে আগত, অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করিয়া দাসত্বকর্ম্মে অবস্থিতকে বড়বাহৃত কহে), ও আত্মবিক্রেতা।

"গৃহজাতস্তথাক্রীতঃ লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নাকাল ভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ॥" (নারদ)

দাস সকলের মধ্যে যে প্রভুকে প্রাণসংশয়কর বিপদ্ হইতে মোচন করিতে পারে, তাহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং তাহারা পুত্রবৎ প্রতিপালনীয়।

"যশ্চৈনাং স্বামিনং কশ্চিন্মোচয়েৎ প্রাণসংশয়াৎ।
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ॥" (স্মৃতি)

যে আত্মবিক্রেতা অর্থাৎ কিছু টাকা লইয়া আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে, সে অতি জঘন্যতম দাস। এই আত্মবিক্রেতা স্বামীর প্রসাদ ভিন্ন অর্থাৎ প্রভুর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কখনই দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় না।

"বিক্রীনীতে স্বতন্ত্রঃ সন্ য আত্মানং নরাধমঃ।
সজঘন্যতমস্তেষাং সোঽপি দাস্যান্ন মুচ্যতে॥" (স্মৃতি)

শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, এই জন্য ঐ কার্য্য হইতে তাহাকে কেহ বিমুক্ত করিতে পারে না।

মনু সাত প্রকার দাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ধ্বজাহৃত, অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস, যাহারা ভাতের দায়ে দাসত্ব স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ গৃহস্থদাসীর পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ যাহাকে মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক দত্ত, দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে।

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥" (মনু ৮।৪১৫)

এই দাস সকল যে ধন উপার্জ্জন করে, সেই ধন তাহার প্রভু গ্রহণ করিবেন। মনুর মতে, ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ শূদ্রের নিজস্ব কিছুই নহে।

এই দাস প্রভৃতি যদি অন্যায় কার্য্য করে এবং প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। মনুর মতে, স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং

সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জুদ্বারা অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে।

রজ্জ্বাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে, কদাপি উত্তমাঙ্গে প্রহার করিবে না। যদিও অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া এইরূপ অন্যায়রূপে প্রহার করে, তাহা হইলে সে চোরের ন্যায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (মনু ৮।২৯৭—৩০০) বলপূর্ব্বক যাহাকে দাস্যকর্ম্মে নিয়োগ করা যায় এবং চোর চুরি করিয়া যাহাকে দাস্যের নিমিত্ত বিক্রয় করে, ইহারা পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্নও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে।

"বলাদ্দাসীকৃতশ্চোরৈ র্বিক্রীতশ্চাপি মুচ্যতে।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

এই দাসদিগের দুই প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে শুভ ও অশুভ, ইহার মধ্যে গৃহদ্বার, অশুচি স্থান, রথ্যা ও অবস্কর প্রভৃতির শোধন, গুহ্যাঙ্গ স্পর্শন, উচ্ছিষ্ট বিণ্মূত্র গ্রহণ ও পরিত্যাগ এই সকল দাসদিগের অশুভকর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন অন্য আর সকল কার্য্য শুভ।

"কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ।
অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতং॥
গৃহদ্বারাশুচিস্থানরথ্যাবস্করশোধনং।
গুহ্যাঙ্গস্পর্শনোচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রগ্রহণোজ্ঝনং॥
অশুভং কর্ম্মবিজ্ঞেয়ং শুভমন্যদতঃপরং।" (মিতাক্ষরায় নারদ)

ব্রাহ্মণদিগের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেরই দাস।

৭ নিজ গোত্রে সংস্কার ব্যতীত গৃহীতদত্তক, যে বালকের পিতৃগোত্রে চূড়াদি সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, পরে সেই বালককে যদি কেহ দত্তকরূপে গ্রহণ করে তাহাকে দাস কহে।

"চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈকৃতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তেস্যু রন্যথা দাস উচ্যতে॥" (দত্তকচ°)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দাসী। (ত্রি) দাস উপক্ষেপে অচ্। ৮ উপক্ষেপক। (পুং) ৯ বৃত্রাসুর। ১০ দস্যু। [দস্যু দেখ।] ১১ বঙ্গ ও উৎকলের নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত উপাধিভেদ।

দাসক (পুং) দাস-স্বার্থে ক। ১ দাস। ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

দাসকায়ন (পুং স্ত্রী) দাসকস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফক্। তদ্‌গোত্রাপত্য, দাসক ঋষির গোত্রাপত্য।

দাসত্ব (ক্লী) দাসস্য ভাবঃ দাস ত্বতলৌ ভাবে ইতি ত্ব। দাসের ভাব, দাসের কর্ম্ম বা অবস্থা, বেতন লইয়া অপরের কর্ম্মকরা, ভৃত্যতা, পরাধীনতা, গোলামী।

দাসদাসী (দেশজ) চাকর চাকরাণী।

দাসনন্দিনী (স্ত্রী) দাসস্য ধীবরস্য নন্দিনী। সত্যবতী, ধীবরকন্যা।

দাসপত্নী (স্ত্রী) দাসয়তি দাস উপক্ষেপে-অচ্ দাসী বৃত্রাসুরঃ পতির্যাসাং। ১ অপ্, জল। "দাসপত্নী রহিগোপা অতিষ্ঠন্" (ঋক্ ১।৩২।১১) 'দাসঃ বিশ্বোপক্ষপণহেতুর্বৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসামপাং তা দাসপত্নীঃ।' (সায়ণ) জল এই অর্থে দাসপত্নী শব্দ বহুবচনান্ত। দাসস্য পত্নী। ২ দাসের স্ত্রী।

দাসপুর (ক্লী) কৈবর্ত্তমুস্তক, এক প্রকার মুতাঘাস।

দাসমিত্র (ক্লী) দাসস্য মিত্রং ৬তৎ। দাসের মিত্র। অদূর দেশাদৌ কাশ্যা° ঠঞ্। দাসমিত্রিক—দাসমিত্রের অদূর দেশাদি।

দাসমিত্রি (পুং স্ত্রী) দাসমিত্রস্য অপত্যং ইঞ্। দাসমিত্রের অপত্য। ততঃ ঐষুকাদিত্বাৎ ভক্তল্। দাসমিত্রিভক্ত তদীয় বিষয় দেশ।

দাসমীয় (ত্রি) দশমে দেশভেদে ভবঃ, বা দাসং শূদ্রং মিমতে মানয়ন্তি মৈথুনার্থিষ্কঃ তা দাসম্যস্তাসু ভবঃ ছ। ১ দসমদেশ ভব। ২ গৃহস্থশূদ্রাভিরত স্ত্রীজাত।

"ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকা নাম যজনাং।"
(ভারত কর্ণ° ৭৪ অ°)

দাসমেয় (পুং) পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ।

দাসর, (দাস জাতি) কর্ণাটক প্রদেশবাসী জাতিভেদ। ইহারা কবুলিগর্ বা কৈবর্ত্তজাতির একশাখা বলিয়া গণ্য। ইহারা বলে যে তৈলঙ্গ দেশ হইতে কর্ণাটে আসিয়াছে।

কর্ণাটক প্রদেশের বিজাপুর অঞ্চলে অনেক দাসর দৃষ্ট হয়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তিরমলদাসর ও গন্ধ-দাসর। উভয়শ্রেণী মধ্যে আহারাদি চলে, বিবাহ চলে না। তিরমলদাসরেরা তাহাদের রমণীদিগকে বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্য-গীতাদি করিতে দেয়, তাহাতে আপত্তি করে না, কিন্তু গন্ধ-দাসরদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত নাই। এই জাতির মধ্যে ২২টী উপাধি আছে। যথা—বিদি, বব্রু, চিন্নবরু, চিন্তাকালবরু ইত্যাদি।

ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা কবুলিগর্ বা ধীবর-দিগের ন্যায়, তবে ইহারা কতকটা বেশী অসভ্য ও অধিক পরিশ্রমী। ইহারা কণাড়ী ও তেলুগু উভয় ভাষা ব্যবহার করে।

ইহারা গ্রামের বাহিরে অস্থায়ী ঘর করিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু হইলেও মহরমাদি মুসলমান পর্ব্বে হাসন হোসেনের উদ্দেশে ছাগ বলি দেয়। কিন্তু কেহ গোমাংস ভক্ষণ করে না। সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করে। মারুতি ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। নাগপঞ্চমী, দশেরা, গণেশ-

চতুর্থী এই গুলি ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি ঘিসাড়ি ও কর্ণাটকের কৈবর্ত্তজাতির ন্যায়।

দাসবেশ (পুং) দাসস্য দস্তোর্বেশঃ ৬তৎ। দস্যুনাশ, দস্যুক্ষয়। "পুরুয়ে চ দাসবেশায় চাবহঃ।" (ঋক্ ২।১৩।৮) 'দাসবেশায় দাসানাং দস্যুনাং বেশায় নাশায়' (সায়ণ)

দাসিকা (স্ত্রী) দাসতি দদাতি আত্মানমিতি দাস দানে ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। দাসী।

দাসী (স্ত্রী) দাস গৌরাদি° ঙীষ্। ১ দাসের পত্নী, নীচ জাতি স্ত্রী। ২ পরিচারিকা, পরিচর্য্যার নিমিত্ত যে স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা যায়, কর্ম্মকরী, চাকরাণী। ৩ শূদ্র ও কৈবর্ত্তের ভার্য্যা, তজ্জাতীয়া স্ত্রী। ৪ ধীবরী।

"ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া।
তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ॥"
(দেবীভাগ° ১।২০।৭২)

৫ কাকজঙ্ঘা। ৬ নীলাম্লান। ৭ নীলঝিণ্টী। ৮ পীতঝিণ্টী। ৯ বেদী।

দাসীত্ব (ক্লী) দাস্যাঃ ভাবঃ দাসী ত্ব। দাসীর ভাব, দাসীর কার্য্য।

দাসীপাদ (ত্রি) দাস্যাঃ পাদইব পাদো যস্য, হস্ত্যাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ। দাসতুল্য পাদযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পাদস্য পদ্‌ভাবশ্চ। দাসীপদী এইরূপ পদ হইবে।

দাসীভারাদি (পুং) পাণিনিউক্ত শব্দগণ বিশেষ, দাসীভার, দেবহূতি, দেবভীতি, বসুনীতি, ওষধি, চন্দ্রমস্। (পাণিনি ৬।২।৪২)

দাসীসভ (ক্লী) দাসীনাং সভা ততো ক্লীবলিঙ্গত্বং। (অশালা চ। পা ২।৪।২৪) দাসীর সভা, দাসীসমূহ।

দাসেয় (পুং) দাস স্বার্থে ঢক্। ১ দাস। ২ কৈবর্ত্ত। দাসস্য উৎপন্নঃ ইতি ঢক্। (ত্রি) ৩ দাসোৎপন্ন।

দাসেয়ী (স্ত্রী) দাসেয় স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সত্যবতী।
"সমীক্ষ্য রাজা দাসেয়ীং কাময়ামাস শান্তনুঃ।"(ভারত ১।১০০।৪৯)

দাসের (পুং) দাস্যা অপত্যং ঢ্রক্। ১ দাস। ২ কৈবর্ত্ত। দাস বাহুলকাৎ এরচ্। ৩ উষ্ট্র। (ত্রি) ৪ দাসিকাপত্য।

দাসেরক (পুং) দাসের-স্বার্থে কন্। উষ্ট্র।

"দাসেরকঃ সপদি সংবলিতং নিষাদৈ
র্বিপ্রং পুরা পতগরাড়িব নির্জগার।" (মাঘ ৫।৬৬)

২ দাসীসুত। ৩ জাতিভেদ। (ভারত ৬।৪৭।৪৬)

দাস্য (ক্লী) দাসস্য ভাবঃ দাস-ষ্যঞ্। ভক্তিলক্ষণ নয় প্রকার, তন্মধ্যে দাস্য এক প্রকার—

"অর্চ্চনং বন্দনং মন্ত্রজপঃ সেবনমেব চ।
স্মরণং কীর্ত্তনং শশ্বৎ গুণশ্রবণমীপ্সিতং॥
নিবেদনং স্বস্য দাস্যং নবধা ভক্তিলক্ষণং।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ°) [ভক্তি দেখ।]

দাস্যমান (ত্রি) দা কর্ম্মণি স্যমানঃ। ভবিষ্যদ্দান সম্বন্ধি বস্তু, যে বস্তু পরে দান করা যাইবে, তাহাকে দাস্যমান কহে।

দাস্যাদি (পুং) ভৈষজ্যরত্নাবল্যুক্ত পাচন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুণ্ঠি, বেণারমূল, চিরতা, গজপিপ্পলী, যজ্ঞডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, কণ্টকারী, ক্ষেৎপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল, গুড়ুচ, কুড়, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ইহা এইরূপে প্রস্তুত করিয়া আধতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমি সহিত জ্বর, ক্ষয় জন্য জ্বর, সততক, চাতুর্থক প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দাস্র (ক্লী) দস্রৌ দেবতে২স্য অণ্। অশ্বিনীনক্ষত্র।

দাহ (পুং) দহ ভাবে ঘঞ্। দহন, ভস্মীকরণ, পোড়ান।

মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করিতে হয়। তাহার বিধান শুদ্ধিতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর পর পুত্রাদি সকলে মিলিত হইয়া দাহস্থলে শবদেহ লইয়া যায়। সেই স্থলে শবদেহ রক্ষাপূর্ব্বক পুত্রাদি স্নান করিয়া পিণ্ডের নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে। পরে শবদেহকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রে শবের সকল শরীর আচ্ছাদন করিবে। সেই স্থলে কুশ ছড়াইয়া শবের মস্তক দক্ষিণদিকে করিয়া রক্ষা করিবে; পরে শবদেহ ঘৃত মাখাইয়া এই মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।

মন্ত্র—ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডক্যাং সরযূং পনসাং তথা॥
বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং স্তথা॥"

এই সকল পুণ্য তীর্থের বিষয় স্মরণ করিয়া অর্থাৎ ইহা পাঠ করিয়া শবকে স্নান করাইবে, পরে আর একখানি বস্ত্র পরিধান করাইয়া উপনীত ও উত্তরীয় দিতে হইবে, পরে চন্দনাদি দ্বারা শবশরীর উপলিপ্ত করিয়া কর্ণ, নাসিকা, নেত্র ও মুখ এই ৭টী ছিদ্রে ৭ খণ্ড সুবর্ণ দিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। (ইহার পর বান্ধব সকলে শবদেহ বহন করিয়া দাহস্থলে লইয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু ব্যবহার এইরূপ নহে, দাহ স্থলে শব লইয়া যাইয়া এই সকল করা হইয়া থাকে।)

পরে অগ্নিদাতা চিতাভূমিতে গমন করিয়া পিণ্ড প্রদান

করিবে, সেই স্থলের ভূমিতে কিঞ্চিৎ গোময় প্রক্ষেপ দিয়া ভূমিতে বামজানু পাতিয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া কুশমূল দ্বারা 'ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিসদ' এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র রেখা করিবে। তাহার উপরি কুশ ছড়াইয়া দিবে এবং 'ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ' এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া সতিল জলপাত্র বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অদ্য অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব' এই মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশোপরি অবনেজয় অর্থাৎ জল প্রক্ষেপ দিবে। পরে সতিল পিণ্ড গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অদ্য অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তেহন্নমুপতিষ্ঠতাং' এই মন্ত্রে পিণ্ড কুশোপরি দিতে হইবে। পরে পিণ্ড পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে জল দিবে। সামবেদী ভিন্ন অন্ত বেদীরা আবাহন করিবে না। পরে পুত্রাদি চিতা রচনা করিবে, তাহারা শবকে দুইখানি বস্ত্রের সহিত চিতার উপর দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া তুলিয়া দিবে, পুরুষ হইলে অধোমুখে এবং স্ত্রী হইলে উত্তান ভাবে চিতার উপরি স্থাপন করিবে। সামবেদিদিগের শব উত্তরদিকে মস্তক করিয়া চিতায় সাজাইতে হইবে। ইহার পর অগ্নিদাতা অগ্নি গ্রহণ করিয়া 'এনং দহন্তু' অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করুক, এই চিন্তা করিয়া—

"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং॥
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইবে এবং দক্ষিণামুখ হইয়া মস্তক স্থানে অগ্নি প্রদান করিবে। পরে দাহ সম্পন্ন হইলে প্রাদেশপ্রমাণ সপ্তকাষ্ঠিকা অর্থাৎ সাতখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া চিতাগ্নি ৭বার প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমে ক্রমে চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর কুঠার দ্বারা 'ক্রব্যাদায় নমস্তস্তাং' এই মন্ত্র পড়িয়া প্রজ্বলিত চিতার উপর বংশ দণ্ড দ্বারা ৭বার প্রহার করিবে। তাহার পর ঐ চিতাগ্নি অবলোকন না করিয়া বামদিক্ দিয়া স্নান করিবার জন্ত নদীতে গমন করিতে হইবে। শব সম্বন্ধীয় বস্ত্রাদি শ্মশানবাসী চাণ্ডালাদি সকলেই পাইবে। সূতিকা এবং রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীদিগের মৃত্যু হইলে 'আপোহিষ্ঠীয় বামদেব্যাদি' মন্ত্রে আবাহন করিয়া স্নান করাইয়া দাহ করিবে এবং গর্ভবতী নারীর মৃত্যু হইলে স্থানান্তরে গর্ভ নিঃসারিত করিয়া তাহার দাহ করিতে হইবে, গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ নিঃসারিত না করিয়া দাহ করা বিশেষ দোষাবহ ও অধর্ম্মজনক।

তাহার পর সকলে জল সমীপে গমন করিয়া পুত্রাদি অর্থাৎ যিনি অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রয়োগাভিজ্ঞ শ্যালকাদিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'উদকং করিষ্যামঃ' জলকার্য্য করিতে পারি, তিনি ইহার অনুমতি দিলে বৃদ্ধদিগকে অগ্রে করিয়া জলে অবতরণ করিতে হইবে। তাহার পর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণমুখে প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইবে। সামবেদীয়া আচমন করিয়া 'ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুক দেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। যজুর্ব্বেদীরা 'ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে তিলোদকং তৃপ্যস্ব' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। তর্পণ তিনবার করিলে ফলাতিশয় জানিতে হইবে, নচেৎ একবার করিলেও চলিবে। তর্পণের পর পুনরায় স্নান করিয়া সকলে একত্র হইয়া বালককে অগ্রে করিয়া জলাশয় হইতে উঠিবে। তাহার পর তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবে।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥
পঞ্চধাসম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা॥
গন্ত্রী বসুমতীনাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতোভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥"

এই জগতে মনুষ্য সকল কদলীস্তম্ভের স্তায় নিঃসার, জীবন বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে সার কল্পনা করা মূঢ়ের কার্য্য, সকলই স্ব স্ব কর্ম্মভোগ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে পরিদেবনার বিষয় কি? পৃথিবী, সমুদ্র, দেবতা ইহাদেরও নাশ হইবে, তখন আর মর্ত্ত্যের বিষয় চিন্তনীয় কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহদ্বারে গমন করিয়া নিম্বপত্র দন্ত দ্বারা কাটিয়া 'শমী পাপং সময়তু' এই বলিয়া শমী স্পর্শ করিবে। তাহার পর 'অশ্মেব স্থিরোভূয়াসং' এই বলিয়া প্রস্তর পাদদ্বারা স্পর্শ করিয়া 'অগ্নির্নঃ শর্ম্মযচ্ছতু' এই বলিয়া অগ্নি স্পর্শ করিবে। গো, ছাগ, গোময়, উদক ও গৌরসর্ষপ স্পর্শ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে।

দিবাভাগে দাহ করিতে যাইলে রাত্রিতে এবং রাত্রিতে দাহ করিতে যাইলে দিবাভাগে ফিরিয়া আসিবে। ইহাতে অশক্ত

হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া দিবারাত্রি এই উভয় সময়ে যাইয়া ঐ উভয় সময়েই ফিরিয়া আসিতে পারে। (শুদ্ধিতত্ত্ব) [অন্ত্যেষ্টি দেখ।]

২ কুপিত পিত্তজ দেহসন্তাপভেদ, ব্যাধিবিশেষ, এই দাহরোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে।

দাহরোগ সাত প্রকার। তাহার মধ্যে পিত্তজন্য দাহ-রোগে পৈত্তিক জ্বরের ন্যায় লক্ষণ হয়, প্রভেদ এই যে পিত্ত-জ্বরে শরীরের গ্লানি ও আমাশয় দূষিত হয়, এই রোগে তাহা হয় না। ইহারও পিত্তজ জ্বরের ন্যায় প্রতিবিধান করিতে হইবে।

রক্ত জন্য দাহ—রক্ত জন্য দাহরোগে সমস্ত শরীরের রক্ত প্রকুপিত হইয়া দাহ উৎপাদন করে। রোগী দাহ কর্ত্তৃক এত পীড়িত হয় যে, তাহার সমস্ত শরীর যেন নিকটস্থ প্রজ্ব-লিত অগ্নি কর্ত্তৃক তাপিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়, অতিশয় পিপাসা উপস্থিত হয়, শরীর ও চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হয়, মুখে ও গাত্রে রক্তের ন্যায় গন্ধ হয় এবং সমস্ত শরীরে অগ্নি-কণা প্রক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বোধ হয়।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ—শস্ত্রাদি কর্ত্তৃক ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থল হইতে রক্তস্রাব হইয়া কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে আর এক অতি কষ্টকর দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে।

মদ্যজ দাহ—মদ্যপানজনিত উষ্মা, পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয় করিলে ঘোরতর দাহ-রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে। পিত্ত কুপিত হইলে যেরূপ প্রতিবিধান আবশ্যক, তদ্রূপ ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—যে অবোধ মনুষ্য পিপাসা হইলে জলপান না করে, তাহার রসধাতু ক্ষীণ হইয়াও পিত্তের উষ্মা বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ পিত্তোষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে দাহ উৎপাদন করে, এই রোগে রোগীর গলদেশ, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং জিহ্বা বহির্নির্গম ও কম্প হইয়া থাকে।

ধাতুক্ষয়জ দাহ—ধাতুক্ষয় জন্য দাহরোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, স্বরভঙ্গ ও কার্য্যকরণে অক্ষমতা হয়। যদি রোগী দাহ কর্ত্তৃক অত্যধিক পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই রোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ—মস্তক হৃদয় ও বস্তি প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎকর্ত্তৃক যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। এইরূপ দাহরোগও অসাধ্য।

অসাধ্য দাহ—সকল প্রকার দাহ রোগীরই যদি গাত্রের বহির্দ্দেশ শীতল এবং অভ্যন্তরে দাহ হয়, তাহা হইলে এইরূপ রোগীকে চিকিৎসা করিবে না, এইরূপ দাহরোগ অসাধ্য। ইহার প্রতিবিধানে কোন ফল হইবে না।

দাহরোগের চিকিৎসা—শতধৌত ঘৃত ও যবের ছাতু একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

কুলের আঁটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া লেপন করিলে অথবা কাঁজি-সংসিক্ত আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিলে দাহরোগ আরোগ্য হয়। বেণার মূল ও রক্তচন্দন কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়। পদ্মপত্র বা কদলীপত্র-নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করাইয়া চন্দনাক্ত জল-সিক্তি ব্যজন দ্বারা বায়ু সেবন করাইলে দাহ বিনষ্ট হয়।

তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমনের নিমিত্ত জলসেচন, অবগাহন ও ব্যজনানিল সেবন করিতে হইলে তৎস্থলে শীতল জলই প্রশস্ত।

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণারমূল, বালা, নাগকেশর পত্র এবং কৈবর্ত্তমুস্তক এই সকল কালীয়ক কাষ্ঠের কাথের সহিত পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন এবং পদ্ম পেষণ করিয়া জলের সহিত মিলিত করিবে, পরে ঐ জল দ্বারা এক দ্রোণী পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে দাহরোগ নষ্ট হয়।

প্রস্ফুটিত পদ্মসমন্বিত বাপী, জলযন্ত্র গৃহ (ফোয়ারার ঘর) এবং চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গী কামিনী, এই সকলে দাহ জন্য দীনতা দূর হয়। পদ্মনিমগ্নজল, চিনি মিশ্রিত জল, চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ ও ইক্ষুরস সেবন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণামূল, বালা, মুথা, পদ্মমূল, পদ্মমৃণাল, মৌরি, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ এবং আমলকী এই সকল দ্রব্য দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, ইহাতে অতিশয় প্রবল দাহও নিবারিত হয়।

তিলতৈল ৴৪ সের ৬৪ সের কাঁজির সহিত মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া ইহা শরীরে মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ দাহাধিকার)

পান জন্য উষ্ণতা পিত্তরক্ত কর্ত্তৃক বৃদ্ধি হইয়া ত্বক্ আশ্রয় করিয়া ঘোরতর দাহ জন্মায়। এরূপ স্থলে পিত্তজন্য দাহের ন্যায় প্রতিবিধান করিবে। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির এইরূপ দাহ হইলে চন্দনলেপ, শিশিরোদক, শীতলজল, কোমল শয্যা, কামিনীসংস্পর্শ প্রভৃতি হিতকর।

পিত্তজন্য দাহ উপস্থিত হইলে পিত্তজ্বরের ন্যায় প্রতি-বিধান করিতে হইবে। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পান না করিলে জলীয় রস ধাতু ক্ষীণ হইয়া তেজঃ উত্থিত হয়, তৎকর্ত্তৃক

দেহের অন্তর্বাহে দাহ উপস্থিত হইয়া গল, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা বড় শুষ্ক হয় ও রোগী কাঁপিতে থাকে। এরূপ স্থলে তেজের শান্তি করিয়া জলীয় ধাতুর বৃদ্ধি করিবে। শর্করা সহযোগে প্রচুর পরিমাণে শীতলজল, ইক্ষুরস ও মদ্য প্রদান করিলে ইহার প্রতীকার হয়। কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। ধাতুক্ষয় জন্য দাহ উপস্থিত হইলে মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে, স্বরক্ষীণ হয়, ক্রিয়াশক্তিরহিত ও শরীর অবসন্ন হয়। সে স্থলে রক্তপিত্তের ন্যায় প্রক্রিয়া, স্নিগ্ধ এবং বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া সকল হিতকর। অনাহার, শোক প্রভৃতি অনেক কারণে অন্তর্দাহ জন্মে; অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তি হইলে ইহার শান্তি হয়। মর্ম্মস্থানে অভিঘাত জন্য যে দাহ জন্মে, তাহা অসাধ্য। বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে তাহা অসাধ্য। (সুশ্রুত)

দাহক (ত্রি) দহতি দহ-ণ্বুল্। ১ দাহকর্ত্তা।

"ক্ষেত্রবেশ্মবনগ্রামবিবীতখলদাহকাঃ।" (যাজ্ঞ° ২।২৮৫)

(পুং) ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ রক্তচিত্রক। ৪ অগ্নি।

দাহকাষ্ঠ (ক্লী) দাহায় যৎকাষ্ঠং। দাহাগুরু, অগুরুচন্দন।

দাহঘ্ন (ক্লী) দাহং হন্তি হন-টক্। দেহদাহনাশক ঔষধাদি। [দাহ দেখ।]

দাহজ্বর (পুং) দাহপ্রধানোজ্বরঃ। গাত্রজ্বালাযুক্ত জ্বররোগ। পর্য্যুষিত জলের সহিত বৃশ্চিকমূল পান করিলে এই জ্বর প্রশমিত হয়।

"পীতং বৃশ্চিকমূলন্তু পর্য্যুষিতজলেন বৈ।
সার্দ্ধং বিনাশয়েৎ দাহজ্বরঞ্চ পরমেশ্বর॥" (গরুড়পু° ১৯৩ অঃ)
[জ্বর দেখ।]

দাহন (ক্লী) দহ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ভস্মীকরণের নিমিত্ত প্রেরণ। দাহকরান, পোড়ান।

দাহনাগুরু (ক্লী) দাহনস্ত দাহনায় অগুরু। দাহাগুরু নামক গন্ধদ্রব্যভেদ। (রাজনি°)

দাহময় (ত্রি) দাহেন প্রচুরঃ দাহ-ময়ট্। দাহপ্রধান জ্বরাদি, যে জ্বরাদিতে প্রচুর দাহ উপস্থিত হয়।

দাহসর (পুং) দাহার্থং স্রিয়তে গম্যতেঽস্মিন্ সৃ-অপ্। শ্মশান, শবদাহ স্থান।

দাহহরণ (ক্লী) দাহো হ্রিয়তে ২নেন হৃ-ল্যুট্ পিচ্ কর্ত্তরি ল্যু বা। বীরণমূল, বেণার মূল। ইহা দাহনাশক।

দাহাগুরু (ক্লী) দাহায় যদগুরু। সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য বিশেষ; পর্য্যায়—দাহনাগুরু, দাহকাষ্ঠ, ধূপাগুরু, তৈলাগুরু, পুর, বনবহ্নভ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কেশবর্দ্ধন, বর্ণপ্রসাধক, কেশদোষ বিনষ্টকারক, সর্ব্বদা সৌগন্ধবিতারকারী। (রাজনি°)

দাহিন্ (ত্রি) দহতি দহ-ণিনি। দাহক, দাহকর্ত্তা।

দাহিকাশক্তি (স্ত্রী) দাহক-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অত ইত্বং। দহন করিবার শক্তি।

দাহুক (ত্রি) দহ-বাহুলকাৎ উকন্। দাহক।

"নাস্যাগ্নির্দাহুকো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।" (আশ্ব° গৃ° ২।৮।১০)

দাহ্য (ত্রি) দহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ দহনীয়, দগ্ধব্য, দাহার্হ, দহনযোগ্য।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।" (গীতা ২ অঃ)

দিউ (দ্বীপ) পশ্চিম ভারতে পর্ত্তুগীজাধিকৃত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ২০° ৪৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ২´ ৩০´´ পূঃ। কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণসীমান্ত এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ির পর পারে এই দ্বীপ অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৭ মাইল ও উত্তরদক্ষিণে ২ মাইল মাত্র। উত্তরসীমান্ত খালে সামান্য জেলেডিঙ্গি ও ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াত করে, এই খাঁড়ি থাকায় গুজরাট হইতে এই দ্বীপ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণপার্শ্বে বালুপাথরের পাহাড় উঠিয়াছে, তাহারই পাদদেশে সুগভীর সমুদ্র জল প্রবাহিত হইতেছে।

এই দ্বীপের পাহাড় গুলি ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নয়। দ্বীপের নানাস্থানে নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয়। এখানে ছোট হইলেও উত্তম বন্দর আছে; তথায় ২ বাঁও জলে জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে।

এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ, জমি অনুর্ব্বর, ভাল জল দুর্লভ। কৃষিকর্ম্মেরও তেমন আয়োজন নাই। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, কাঙ্নি, বাজরা, নারিকেল ও আম্রাদি ফল পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

দ্বীপের পূর্ব্বকোণে দিউনগর অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুর্গ আছে, নববন্দর হইতে তাহা প্রায় ৫ মাইল দূরে হইবে। এক সময় এই নগর বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তৎকালে এখানে প্রায় ৫০০০০ লোকের বসবাস ছিল। এখন সেই পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই। বেশীদিনের কথা নয়, মোজাম্বিক ও ভারতের নানাস্থানের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিত। নগরের অনেক গৃহস্থের এক একটী বৃহৎ জলকুণ্ড আছে। বৃষ্টির সময় তাহাতে জল ধরিয়া রাখে।

পূর্ব্বে এই নগরে অনেক সুন্দর ও বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, এখন তাহার অতি অল্পই আছে। তন্মধ্যে সেমাত্রিজ গির্জা (এখানে জেসুইটগণ ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন) উল্লেখযোগ্য। সেন্ট্ ফ্রান্সিস্ আশ্রম (এখন সৈনিক হাঁসপাতাল), সেন্টজন নামক

গোরস্থান প্রভৃতির ভগ্নাবস্থা। এখানকার টাঁকশালে পূর্ব্বে সকলপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, এখন আর তেমন হয় না। এ ছাড়া পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের প্রাসাদ, কারাগার ও বিদ্যালয় আছে।

এখন ১০টী হিন্দুদেবালয় ও ২টী মুসলমান মস্জিদ্ দৃষ্ট হয়। পর্ত্তুগীজাগমনের পূর্ব্বে এখানে কএকটী হিন্দু-তীর্থ ও বৃহৎ দেবমন্দির ছিল, পর্ত্তুগীজেরা সেই সকল নষ্ট করে।

দিউ নগর ছাড়া এই দ্বীপে তিনখানি গ্রাম আছে,—উত্তরাংশে বচবারা, দক্ষিণে নগবা ও পশ্চিমে মোনকবারা। শেষোক্ত দুই গ্রামে কেল্লা আছে।

বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র রং করাই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। এখানকার জিনিষ বিদেশে খুব আদৃত হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের অনেকেই মৎস্যজীবি হইয়া পড়িয়াছে। বার্ষিক প্রায় ৪০০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

আরব ও পারস্যোপসাগরে বাণিজ্যের অতি সুবিধা হইবে ভাবিয়া পর্ত্তুগীজেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রথমে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন্ যে সময় গুজরাটাধিপতি বাহাদুর শাহকে আক্রমণ করেন, সেই সময় (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) বাহাদুর শাহ পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ঘটনাক্রমে (১৫৩৭ খৃঃ অব্দে) পর্ত্তুগীজ জাহাজ হইতে প্রত্যাগমনকালে গুজরাটাধিপতি নিহত হন। এই বর্ষে বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র (৩য়) মহম্মদ পর্ত্তুগীজ দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আবার একবার আক্রমণ করেন। এবার ডম্ জোয়াও ডি-কাষ্ট্রো প্রভৃত সৈন্যবল লইয়া দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মুসলমান সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া দ্বীপবাসী পর্ত্তুগীজদিগের রক্ষাবিধান করেন। কাষ্ট্রোর বীরত্বে সমস্ত দ্বীপ চিরতরে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মস্কট হইতে কতকগুলি সশস্ত্র আরবী আসিয়া দ্বীপ আক্রমণ করে ও লুটপাঠ করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে আর কোন গোলমাল হয় নাই।

বর্ত্তমান দুর্গটী মুসলমান অবরোধের পর ডিকাষ্ট্রো কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার সংস্থান সুদৃঢ়, গঠন সুন্দর, অনেকগুলি পিত্তলের কামান দ্বারা সুরক্ষিত। সেতুপার হইয়া তোরণদ্বার দিয়া এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণদ্বারে পর্ত্তুগীজ ভাষায় খোদিত লিপি আছে।

এখানকার গবর্ণর ফৌজদারী ও দাওয়ানী উভয় শাসন বিভাগের কর্ত্তা। তিনি গোয়ার গবর্ণরজেনারলের অধীন।

দিওদোরাস্, সিকিউলাস্ (Diodorous, Siculus) একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক। ইনি সিসিলী দ্বীপে আজিরিয়াম্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাঁহার আখ্যায়িকা জানা যায় নাই। তিনি জুলিয়াস্ ও অগষ্টস্ সিজারের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। এসিয়া ও য়ুরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং রোমনগরে বহুকাল বাস করিয়া তত্তৎ স্থানের প্রাচীন ও তৎকালীন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত সংগৃহীত বিবরণ হইতে তিনি ত্রিশবৎসর পরিশ্রম করিয়া চল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বিবলিওথেকা' (Bibliotheca) অর্থাৎ পুস্তকাগার নামক এক প্রকাণ্ড ইতিহাস রচনা করেন। ইহার প্রথম ৬ খণ্ডে ট্রোজান্ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যান্ত গ্রীস ও অন্যান্য দেশীয় দেবদেবীবিষয়ক আখ্যায়িকাসমূহ বর্ণনা করেন। তৎপরের একাদশ খণ্ডে ১১৮৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে আলেকসান্দারের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিত আছে। অবশিষ্ট ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত। এই চত্বারিংশ খণ্ডাত্মক বিরাট্ ইতিহাসের অধিকাংশই কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে, এখন কেবল প্রথম ৫ পাচখণ্ড এবং একাদশ হইতে বিংশ পর্য্যন্ত দশ খণ্ড এই পনর খণ্ড সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। ৫ম হইতে ১০ম খণ্ড একবারেই লুপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট খণ্ড সকলের নানা অংশ স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে।

দিওদোরাসের ইতিহাস হইতে প্রাচীনকালের প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায়। সাধারণতঃ তাঁহার রচনা কল্পনাচাতুর্য্য ও অতিরঞ্জনদোষবর্জ্জিত এবং সরল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ প্রখর মেধাশক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ইতিহাসে সুশৃঙ্খলা নাই। তিনি যে সকল বিবরণ শুনিয়া অথবা অন্যান্য ঐতিহাসিকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে তাদৃশ বিচারশক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও তিনি এমন বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলিই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল খণ্ড থাকিলে নিঃসন্দেহে অতীতকালের নানা তত্ত্ব, যাহা এখন সন্দেহের ঘোর অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, প্রকাশ হইয়া পড়িত।

দিক্ (আরবী) ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। (সং) দিক্। [দিশ্ দেখ।]

দিক্ক (পুং) দিক্ষু কায়তে কৈ-ক। বিংশতিবর্ষবয়স্ক করি-শাবক, করভ। (শব্দর°)

দিক্কন্যা (স্ত্রী) দিশ এব কন্যাঃ। দিক্‌রূপ কন্যা। দিশ কন্যা এব। দিক্ সকলই কন্যা। দিক্ সকল ব্রহ্মার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম এই জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই সময় একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন কে এই জগৎ সৃষ্টি করিবে? এই প্রকারে অতিশয় চিন্তিত হইলে তাহার কর্ণ হইতে মহাপ্রভাবশালিনী দশটী কন্যা আবির্ভূত হইল। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বা, পশ্চিমা, প্রতীচী ও উত্তরা এই চারি কন্যা পরমশোভনা এবং অতিশয় গভীরা, তাহারা সকলে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে দেবদেব জগৎপতে! আমাদিগকে অবকাশ প্রদান করুন, যেখানে আমরা ভর্ত্তার সহিত সুখে অবস্থান করিতে পারি। ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক, এই ব্রহ্মাণ্ড বহুবিস্তৃত, ইহার অন্তভাগে তোমরা ইচ্ছানুসারে বাস কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের জন্য তপস্বী ও নিষ্পাপ ভর্ত্তৃদিগকে সৃষ্টি করিব, তাহাদের সহিত সুখে অবস্থান করিবে। এখন যেদিকে যাহার অভিরুচি হয়, সেই দিকে গমন কর। এইরূপে ব্রহ্মার আদেশে অভিরুচি অনুসারে এক এক দিকে এক এক জন গমন করিল। ব্রহ্মা এইরূপে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া মহাবলশালী লোকপালদিগকে শীঘ্র সৃষ্টি করিলেন, পরে তিনি লোকপালদিগকে দেখিয়া সেই দশটী কন্যাকে আহ্বান করিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোকপালদিগের সহিত ইহাদের বিবাহ দিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ‍্ত, বরুণ, বায়ু, ধনদ ও ঈশান এই অষ্টদিক্‌পালকে ঐ আট কন্যা প্রদান করিলেন, ঊর্দ্ধদিকে স্বয়ং অবস্থান রহিলেন এবং অধোদিকে শেষকে ব্যবস্থিত করিলেন। ইহার পর হইতে এই দেবীগণ ইন্দ্রাদির সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (বরাহপু°)

দিকর (পুং) দিশং আদেশং করোতি বা দিশং স্ত্রীমুখদংশনং করোতি কৃ-টচ্। ১ যুবা। ২ মহাদেব। (কালিকাপু° ৮২ অঃ)

দিকরবাসিনী (স্ত্রী) দিকরে শিবে বসতীতি বস-ণিনি, ঙীপ্। দেবীবিশেষ, দিকর অর্থে মহাদেব, যিনি তাহাতে অবস্থান করেন, তাহার নাম দিকরবাসিনী।

"এবং দিকরবাসিন্যাঃ কথিতঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমঃ।
যংক্রম্য মাতঙং কিল্কিয়াযোক্তি প্রবণে রতঃ॥
দিকরস্বরূপঃ প্রোক্তস্তথা শম্ভুশ্চ দিকরঃ।
তস্মিন্নধ্যুষিতা দেবী তস্মাদ্দিকরবাসিনী॥"

(কালিকাপু° ৮২ অঃ)

দিক্করিকা (স্ত্রী) দিক্করিণঃ দিগ্‌গজস্য সকাশাৎ কায়তে শোভতে ইতি দিক্করিন্ কৈ-ক, ততষ্টাপ্। নদীবিশেষ, নাটক পর্ব্বতে মানসসরোবরের ন্যায় একটী সরোবর আছে, মহাদেব দুর্গার সহিত এই সরোবরে প্রায় জলক্রীড়া করেন। ইহার পশ্চাৎ পূর্ব্ব ও মধ্যভাগ হইতে তিনটী নদী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত নদীর নাম দিক্করিকা, দিগ্‌গজদিগের ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম দিক্করিকা হইয়াছে।* (কালিকাপু° ৮২ অঃ) ইহার বর্ত্তমান নাম দিকরাই। [কামরূপ দেখ।] দিক্ দন্ত-দংশনং করিকা নখক্ষতরেখা চ যস্যাঃ। ২ যুবতী।

দিক্করিন্ (পুং) দিক্ষু স্থিতঃ করী। ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ, দিক্‌হস্তী।

"ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥" (অমর)

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্ব-ভৌম ও সুপ্রতীক এই ৮টী হস্তী দিগ্‌গজ নামে খ্যাত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দিক্করী (স্ত্রী) দিশঃ বর্ত্তুলাকারা দন্তক্ষতরেখা করী চ নখক্ষত-রেখা চ যস্যাঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ন কপ্, বা দিকরঃ যুবা, ততো ঙীষ্। যুবতী স্ত্রী।

দিক্কান্তা (স্ত্রী) দিশা এব কান্তাঃ। দিক্কন্যা।

দিক্‌কামিনী (স্ত্রী) দিশ এব কামিন্যঃ। দিক্‌রূপ স্ত্রী।

দিক্কুমার (পুং) জৈন মতে ভবনাধিপতি। (হেম)

দিক্‌চক্র (ক্লী) দিশেব চক্রং। চক্রবাল।

দিক্‌তট (পুং) দিক্‌চক্র।

দিক্‌দার (পারসী) বিরক্তিজনক।

দিক্‌দারী (পারসী) বিরক্তি।

দিক্‌পতি (পুং) দিশাং পতিঃ। দিগধীশ্বর, পূর্ব্বাদি অষ্ট-দিকের অধিপতি, শুক্র অগ্নিকোণের, কুজ দক্ষিণদিকের,

---

* "অস্তি নাটকশৈলে তু সরো মানসসন্নিভং।
যত্র শার্ব্বং শৈলপুত্র্যা জলক্রীড়াং সদা হর॥
কুরুতে নরশার্দ্দূল স্বর্ণপঙ্কজশোভিতে।
তত্র পশ্চান্মধ্যপূর্ব্বভাগেভ্যশ্চ সরিত্রয়ং।
অবতীর্ণং প্রবাত্যেব দক্ষিণং সাগরং প্রতি।
তত্র পশ্চিমভাগে তু নদী দিক্করিকাহ্বয়া।
দিগ্‌গজক্ষেত্রসঞ্জাতা তেন দিক্করিকা স্মৃতা॥" (কালিকাপু° ৮২ অঃ)

রাহু নৈর্ঋতকোণের, শনি পশ্চিমদিকের, চন্দ্র বায়ুকোণের, বুধ উত্তরদিকের ও বৃহস্পতি ঈশানকোণের অধিপতি।

"সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী।
সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ দিক্‌সমূহের পতি ইন্দ্রাদি। [দিক্পাল দেখ।]

দিক্পাল (পুং) দিশাং পালয়তি পালি অণ্। পূর্ব্বাদিক্রমে দশ দিক্ পালনকর্ত্তা। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋত, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরদিকে কুবের, ঈশানকোণে ঈশ, ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মা ও অধোদিকে অনন্ত অবস্থান করিয়া পালন করিয়া থাকেন।

দিক্বিভাগ (পুং) দিক্।

দিক্শূল (স্ত্রী) দিশি দিগ্ভেদে গতৌ শূলমিব। পূর্ব্বাদিদিকে গমন বিষয়ে নিষিদ্ধ বারভেদ, কোন দিকে যাত্রা করিতে হইলে দিক্শূল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। শুক্র এবং রবিবারে পশ্চিমদিকে, মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে, সোম এবং শনিবারে পূর্ব্বদিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে শূল হয়, অর্থাৎ যে বারে যে দিকে শূল সেই বারে সেই দিকে গমন করিতে নাই। যে মনুষ্য বিত্তলাভাশায় দিক্শূল লঙ্ঘন করিয়া গমন করে, ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী হইলেও তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না।

"শুক্রাদিত্যদিনে ন বারুণদিশং ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাং।
মন্দেন্দোশ্চ দিনে ন শক্রককুভং যাম্যাং গুরৌ ন ব্রজেৎ॥
শূলানিতি বিলঙ্ঘ্য যান্তি মনুজা যে বিত্তলাভাশয়া।
ভ্রষ্টাশাঃ পুনরাপতন্তি যদি তে শক্রেণ তুল্যা অপি॥" (জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

কাহারও মতে, বুধ ও বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে, সুরাচার্য্য অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে এবং রবি ও শুক্রবারে পশ্চিমদিকে শূল হয়।

"বোধে গুরৌ দক্ষিণাং।
ঈশানে জ্বলনে চৈব নৈর্ঋতে মারুতে তথা।
ন গন্তব্যং সুরাচার্য্যে প্রতীচ্যাং রবিশুক্রয়োঃ॥" (মুগ্ধবোধ)

দিক্সুন্দরী (স্ত্রী) দিশএব সুন্দর্য্য। দিক্‌রূপ সুন্দরী, দিক্‌কন্যা।

দিক্সাধন (স্ত্রী) দিশঃ সাধ্যন্তে জ্ঞানার্থং অনেন। দিক্‌জ্ঞানসাধন উপায়ভেদ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অতি সূক্ষ্মরূপে দিক্ সকল নির্ণয় করিবার উপায় বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত জ্যোতিঃসিদ্ধান্তশাস্ত্রের যন্ত্রাধ্যায়ে যষ্টি ও শঙ্কু প্রভৃতি দ্বারা দিক্‌নির্ণয়ের অতি সূক্ষ্ম উপায় বর্ণিত আছে। স্থূলতঃ যে দিকে সূর্য্যোদয় হয়, তাহাই পূর্ব্ব, আর যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাই পশ্চিম দিক্। এইরূপে পূর্ব্ব পশ্চিমদিক্ অবধারিত হইলে মৎস্যচিহ্ন * দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ সাধন করিতে হয়। আর সমগ্র ভূমণ্ডলের উত্তরভাগে মেরু †। উদয়কালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখে প্রাক্ বা পূর্ব্ব দিক্, পশ্চাতে পশ্চিম, দক্ষিণে দক্ষিণ এবং বামভাগে উত্তর দিক্ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত হয় না। ৎ বৎসরে কেবল দুইদিন মাত্র অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্ত দুইদিন সূর্য্য প্রায় ঠিক পূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। যাহা হউক, অল্প সময়েও সূর্য্য দ্বারা সূক্ষ্মরূপে দিক্ নির্ণয় হইতে পারে। প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে ইহার প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে। যথা-সলিল দ্বারা সংশোধিত কোন সমতল শিলাতলে অথবা কোন প্রকার দৃঢ় প্রলেপযুক্ত কোন সমতল ভূমে ইচ্ছানুরূপ অঙ্গুলি-ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী সমবৃত্ত অঙ্কিত কর। এই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত একটী শঙ্কু স্থাপন কর; তাহার পর উহার ছায়াগ্র পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে যে যে স্থানে বৃত্তের ঠিক পরিধির উপর আসিয়া পড়ে, ঐ দুই স্থানে দুইটী বিন্দু চিহ্নিত কর। ঐ দুইটী বিন্দুকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিন্দু বলা যায়, অতঃপর ইহাদের দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ কেন্দ্র করিয়া তিমিচিহ্ন দ্বারা মধ্যস্থলে উত্তর দক্ষিণ রেখা অঙ্কিত কর। এইরূপে উত্তরদক্ষিণ রেখার মধ্যস্থলে তিমিচিহ্ন দ্বারা পূর্ব্বপশ্চিম রেখাও অঙ্কিত কর। এই দুইটী রেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বপশ্চিম দিক্ সূক্ষ্মরূপে সাধিত হইলে পুনরায় মৎস্য চিহ্নদ্বারা উক্তরূপে বিদিক্ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দিক্ সকল নিরূপিত হইবে ‡।

---

* পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী বিন্দু লইয়া ঐ দুইটী বিন্দুকে কেন্দ্র ও উহাদের পরস্পর দূরত্বের সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে পরিধিদ্বয়ের ছেদজনিত যে অসম্পন্ন মৎস্যাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, ইহাই মৎস্যচিহ্ন। তিমি প্রভৃতি ইহার অপর নামও আছে। ঐ পরিধিদ্বয়ের ছেদ বিন্দুদ্বয় যোগ করিলে সংযোজক রেখা উত্তরদক্ষিণদিক্ সূচিত করিবে।

† "যত্রোদিতোঽর্কঃ কিল তত্র পূর্ব্বা
তত্রাপরা যত্র গতঃ প্রতিষ্ঠাং।
তন্মৎস্যতোঽন্যে চ ততোঽখিলাসা-
মুদক্স্থিতো মেরুরিতি প্রসিদ্ধং॥" (গোলাধ্যায়)

‡ "শিলাতলেঽম্বুসংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে।
তত্র শঙ্কুঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনাদ্বাদশাঙ্গুলং।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদ্যত্র বৃত্তে পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়োঃ॥

পূর্ব্বোক্তরূপে নির্দ্ধারিত পূর্ব্বপশ্চিম দিক্ নিরক্ষ প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র সকল স্থানে সমান নহে অর্থাৎ নিরক্ষপ্রদেশে পূর্ব্বপশ্চিম সর্ব্বত্র এক রেখাভিমুখী, অর্থাৎ তথায় একস্থান আর একস্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে পরস্থান পূর্ব্বস্থানের ঠিক পশ্চিমবর্ত্তী হয়। কিন্তু নিরক্ষপ্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র সেরূপ হয় না, তথায় একস্থান হইতে অপর স্থান পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে পূর্ব্বস্থান পরোক্ত স্থানের ঠিক পশ্চিমবর্ত্তী হয় না। কেননা সকল স্থানেরই উত্তরদিকে মেরু অবস্থিত, সুতরাং কোন স্থানে প্রথমতঃ উত্তরদক্ষিণ রেখা অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বপশ্চিম দিক্সাধন করিলে যে রেখা উৎপন্ন হইবে, ঐ রেখাস্থ অন্য কোন বিন্দুতে পুনরায় যথাবিধি উত্তরদক্ষিণ রেখা অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বপশ্চিম দিক্সাধন করিলে শেষোক্ত পূর্ব্বপশ্চিমনির্দ্দেশক রেখা প্রথমোক্ত পূর্ব্বপশ্চিম রেখার উপর পতিত হয় না। ইহা সামান্য অঙ্কনাদি দ্বারা সহজেই প্রতীত হয়। এইরূপ উজ্জয়িনী নগর হইতে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ দূরে পূর্ব্বদিকে যমকোটি নগর অবস্থিত হইলে যমকোটির পশ্চিমে উজ্জয়িনী হয় না, উজ্জয়িনী দক্ষিণস্থ লঙ্কাই উহার দিক্বর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু নিরক্ষ প্রদেশে সেরূপ কোন অসামঞ্জস্য হইবার সম্ভাবনা নাই *। যাহা হউক নিরক্ষপ্রদেশ হইতে সমান্তরাল অক্ষান্তরবৃত্তগুলিকে তত্তৎ স্থানের পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞাপক রেখা বলিলে আর সেরূপ গোল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং কোন স্থান কোন স্থানের পূর্ব্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত বলিলে ঐ দুই স্থান এক অক্ষান্তর বৃত্তে অবস্থিত এইরূপ বুঝাইবে। মার্কেটর সাহেবের প্রসিদ্ধ মানচিত্রে (Marcator's projection) এইরূপ দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহাতে যাম্যোত্তর রেখা সকল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে সংযুক্ত না করিয়া, উহাদিগকে পরস্পর সমান্তর ভাবে অক্ষান্তর বৃত্ত সকলকে যাম্যোত্তর রেখার সহিত সমকোণ করিয়া নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পূর্ব্বপশ্চিম দিক্নির্ণয়ে কোন গোল হয় না। ধ্রুবতারা উত্তরদিকে মেরুর ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, সুতরাং যষ্টিদ্বারা ধ্রুববেধ অর্থাৎ ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া যষ্টি স্থাপন করিলে উহার ঠিক অধোভাগে যে রেখা তাহাই উত্তর দিক্-নির্দ্দেশক। অনেক স্থলে এইরূপে ধ্রুবতারা দ্বারা সূক্ষ্ম উত্তরদিক্ বাহির হয়। কিন্তু ধ্রুবতারা সূক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে মেরুপ্রদেশের ঠিক ঊর্দ্ধস্থিত নহে, ধ্রুব তাহার সন্নিকটস্থ, কোন স্থানই ইহার ঠিক ঊর্দ্ধস্থ। ঐ স্থান ধ্রুবতারা এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাতভেয়ে) নামক তারকাপুঞ্জের শেষ হইতে দ্বিতীয় তারকা এই উভয়ের সহিত এক রেখায় অবস্থিত। সুতরাং যৎকালে ধ্রুবতারা এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঐ তারা ঠিক ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত হয়, তখনই ধ্রুবতারা ভৌগোলিক উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তনে প্রতিদিন দুইবার মাত্র এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সেই সময় ধ্রুববেধ দ্বারা উত্তর দিক্সাধন করিলে সূক্ষ্ম উত্তর দিক্ লব্ধ হয়। তদনন্তর যথারীতি অপরাপর সকল দিক্ বাহির করা যাইতে পারে। ঘটিকাযন্ত্রাদি দ্বারা মধ্যাহ্নকাল নির্দ্ধারিত করিয়া ঐ সময়ে সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিলেই যাম্যোত্তর রেখা বাহির হইবে।

দিক্স্রক্তি (স্ত্রী) দিক্কোণ।

"দিক্স্রক্তি পুরুষমাত্রং মীয়তে" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২০।৩।২।৩৮)

'দিক্স্রক্তি দিক্কোণং।' (ব্যাখ্যা)

দিক্স্বামিন্ (পুং) দিশাং স্বামী। দিগধিপতি।

দিগংশ (পুং) দিক্ষু অংশঃ। দিক্স্থ অংশভেদ।

"চক্রাংশকাঙ্কে ক্ষিতিজাখ্যবৃত্তে
প্রাক্স্বস্তিকাভীষ্ট দিশন্ত মধ্যে।
যেহংশা স্থিতাস্তেহত্র দিগংশকাখ্য
স্তজ্জ্যাহত্র দিগ্জ্যেত্যপরে বিভাগে॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

কোন অভীষ্টদিনে বা কালে সূর্য্যের উপরি ন্যস্ত দিঙ্মণ্ডল ও ক্ষিতিজের সম্পাতে যে অভীষ্টদিক্ তাহার পূর্ব্বে এবং স্বস্তিকের অন্তরে ক্ষিতিজবৃত্তে যে অংশ তাহার নাম দিগংশ।

দিগন্ত (পুং) দিশাং অন্তঃ ৬তৎ। দিক্সকলের অন্তভাগ।

"ভুজার্জ্জিতানাং চ দিগন্তসম্পদাং।" (রঘু)

২ শাস্ত্রীয় জ্ঞানকর্ম্মযুক্ত জনাধিষ্ঠিত মধ্যদেশের অতিরিক্ত দেশ।

দিগন্তর (ক্লী) দিশাং অন্তরং অবকাশঃ। ১ দিক্সকলের অবকাশ। অন্যা দিক্ দিগন্তরং। ২ অন্যদিক্, বিপরীতদিক্।

তত্র বিন্দু বিধায়োক্তৌ বৃত্তে পূর্ব্বাপরাবিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা॥
যাম্যোত্তরদিশোর্ম্মধ্যে তিমিনা পূর্ব্বপশ্চিমা।
দিঙ্মধ্যমৎস্যৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্বদেবহি॥"

* "যথোজ্জয়িন্যাঃ কুচতুর্থভাগে
প্রাচ্যাং দিশি স্যাদ্ যমকোটিরেব।
ততঃ পশ্চাদ্ভবেদবন্তী
লঙ্কৈব তস্যাঃ ককুভি প্রতীচ্যাম্॥
তথৈব সর্ব্বত্র যতোহি যৎ স্যাৎ
প্রাচ্যাং ততস্তদ্ভবেৎ প্রতীচ্যাম্।
নিরক্ষদেশাদিতরত্র তস্মাৎ
প্রাচী প্রতীচ্যৌ চ বিচিত্ররূপে॥" (গোলাধ্যায়।)

দিগম্বর (পুং) দিশেব অম্বরং বস্ত্রং যস্য। উলঙ্গত্বাৎ তথাত্বং। ১ শিব। ২ ক্ষপণক, জৈনবিশেষ। [জৈনশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ নগ্ন, উলঙ্গ। "দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।" (কুমারস°)

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। গণরত্নমহোদধিতে ইহার প্রকৃত নাম দেবনন্দী ও ইহার নামান্তর দিগম্বর ও দিগ্বাসা লিখিত আছে।

দিগম্বরানুচর, একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি বোধপ্রক্রিয়া নামে বেদান্ত, দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্য ও জাবালোপনিষদর্থপ্রকাশ নামে জাবালোপনিষদের টীকা রচনা করেন।

দিগম্বরী (স্ত্রী) দিগম্বর-ঙীষ্‌। ১ দুর্গা, দিগম্বরপত্নী। ২ নগ্না।

দিগাদি (পুং) পাণিনিসূত্রোক্ত গণভেদ; দিক্‌, বর্গ, পূগ, গণ, পক্ষ, ধায্য, মিত্র, মেধা, অন্তর, পথিন্‌, রহস্‌, অলীক, উখা, সাক্ষিন্‌, দেশ, আদি, অন্ত, মুখ, জঘন, মেষ, যূথ, ন্যায়, বংশ, বেশ, কাল, আকাশ। (পাণিনি)

দিগিভ (পুং) দিশাং ইভাঃ। দিগ্‌হস্তী।

দিগীশ্বর (পুং) দিশাং ঈশ্বরাঃ ৬তৎ। ১ ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল। ২ সূর্য্যাদি গ্রহ।

দিগুপাধি (পুং) দিশাং উপাধিঃ। দিক্‌সকলের প্রাচ্যাদি ব্যবহারোপাধি, অর্থাৎ দিক্ সকল নিত্য এবং এক লৌকিক ব্যবহারের জন্য এই দিক্ পূর্ব্ব এই দিক্ পশ্চিম এইরূপে দিকের উপাধি কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক দিক্ সকলের কোন উপাধি নাই। [দিশ্‌ দেখ।]

দিগ্‌গজ (পুং) দিশি স্থিতো গজঃ। দিক্‌সমূহে অবস্থিত ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্‌ হস্তী।

দিগ্‌গি, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। জয়পুর হইতে প্রায় ২১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া ঘেরা একটী দুর্গ আছে। প্রতি বর্ষে এখানে কল্যাণজীর মেলা হয়, তাহাতে প্রায় ১৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

দিগ্‌জয় (পুং) দিশাং তৎস্থলোকনৃপাণাং জয়ঃ। ১ জিগীষু নৃপতি কর্ত্তৃক দিক্‌স্থিত নৃপদিগের জয়। ২ বিদ্যাদ্বারা নানা স্থানের লোকাদি জয়। নৃপতি যেরূপ নূতন রাজ্যাভিষিক্ত হইলে সকল দিক্ জয়ার্থ গমন করিতেন, সেইরূপ বিদ্যার্থীরা পাঠ সমাপ্তি হইলে তিনি সর্ব্বস্থানের পণ্ডিতদিগকে জয়ের নিমিত্ত গমন করিতেন।

দিগ্‌জ্ঞান (ক্লী) দিশাং জ্ঞানং ৬তৎ। ১ প্রাচ্যাদি জ্ঞানসাধন প্রকারভেদ, যাহাদ্বারা পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের জ্ঞান হয়। (দেশজ) ২ অল্প জ্ঞান। যথা এ লোকটার দিগ্‌জ্ঞান নাই।

দিগ্‌জ্যা (স্ত্রী) দিশাং জ্যা। দিকের অংশভেদ, দিগংশ।

দিগ্দর্শন (ক্লী) দিশো দৃশ্যন্তে ২নেন দৃশ করণে ল্যুট্‌। দিক্ নিরূপণ করিবার যন্ত্রবিশেষ। (Mariner's Compass) ইহার সাহায্যে কি স্থলভাগে কি অকূল সমুদ্রে কি দিবাভাগে ঘন ঘটাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে সর্ব্বত্র সকল সময়েই অনায়াসে দিক্ নির্ণয় করিতে পারা যায়। এজন্য অর্ণববাহী নাবিকদিগের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী। এমন কি অকূল দুস্তর সমুদ্র দিয়া সুদীর্ঘ জলযাত্রা করিতে হইলে ইহার সাহায্য অপরিহার্য্য। পূর্ব্বে সূর্য্য এবং ধ্রুবতারা প্রভৃতি নক্ষত্র দৃষ্টে নাবিকগণ সমুদ্রে পোতচালনা করিত, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে যখন সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, তখন কোন্ দিকে তরি যাইতেছে, স্থির করিতে না পারায়, নাবিকদিগকে মহা বিপদে পড়িতে হইত। এজন্য তাহারা উপকূলের নিকটে নিকটেই থাকিত, কূলের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া অকূল সমুদ্রে তরি বাহিতে সাহস করিত না। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পরও য়ুরোপে দিগ্দর্শনযন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহার বহুকাল পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে চুম্বকসূচীর এই ধর্ম্ম চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহের লোকেরা যে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনেরা বলে, ২৬৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সম্রাট্ হু-য়াং-তির আদেশানুসারে যে দক্ষিণদিক্ নির্দ্দেশক যন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা এই দিগ্দর্শনযন্ত্র। তাহারা প্রথমতঃ স্থলভাগেই ইহার ব্যবহার করিত বলিয়া অনুমিত হয়। ৩০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ইহার সমুদ্রে ব্যবহার প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে, চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমন কালে মার্ক-পোলো সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপে দিগ্দর্শনযন্ত্র আনয়ন করেন। অনেকে বলেন, নেপলস্‌ রাজ্যান্তর্গত এমেলফি-নিবাসী ইলাভিও গিওজা ১৩৬২ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রবাসোপযোগী দিগ্দর্শনযন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সমুদ্রে দিগ্দর্শন ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গিওজা ইহার কোন উন্নতিসাধন মাত্র করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ইহার আবিষ্কারকাল অনিশ্চিত। দিগ্দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়া অবধি সমুদ্র মাঝে নাবিকদিগের পথহারা হইবার ভয় দূর হওয়াতে বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে। এখন নাবিকগণ অনায়াসে দুস্তর সাগর মধ্যে ঠিক পথানুসরণ করিয়া অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে।

দিগ্দর্শন বা কম্পাস যন্ত্র মূলতঃ সূচ্যগ্র কীলকের উপর অবলীলাক্রমে ভ্রাম্যমান একটী চুম্বকসূচী। একটী ধাতু-

নির্ম্মিত গোলকৌটায় একদিকে ধাতুময় আবরণ অপরদিক্ কাচ দ্বারা আবৃত থাকে। ধাতুময় আবরণের ভিতর দিকে দিক্-নির্দ্দেশক রেখা দ্বারা বিভক্ত কাগজের উপর চুম্বকসূচী স্থাপিত হয়। কাগজের উপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারিটী প্রধান দিক্ এবং ঈশান অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু প্রভৃতি চারিটী কোণ। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দিক্ সকলও রেখাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে সচরাচর ১৬ বা ৩২টী দিক্ কম্পাসে ব্যবহৃত হয়। উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ প্রথমতঃ উ, পূ, দ ও প সঙ্কেত দ্বারা চিহ্নিত করিয়া উহাদের সম্মিলনে সুন্দর কৌশলে যাবতীয় মধ্যবর্ত্তী কোণ সূচিত হইয়া থাকে। যথা—উত্তরপূর্ব্বকোণ বুঝাইতে উ পূ, দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বুঝাইতে দ প ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাগজকলকে সচরাচর পুষ্প বা তারা চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। তদ্দ্বারা উত্তর দিক্ সহজেই প্রত্যক্ষ হয়।

দিগ্দর্শন যন্ত্র।
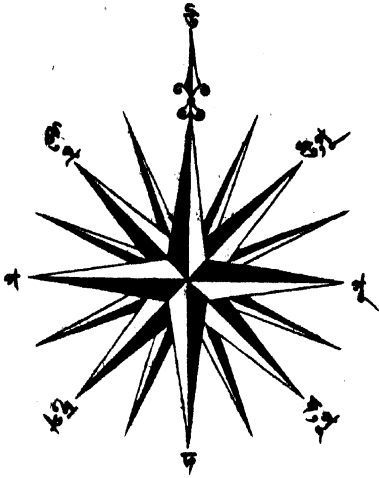
জরিপ প্রভৃতি কার্য্যে দিক্ নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তের পরিধি ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত থাকে। উত্তরের রেখায় ইহার শূন্য এবং তথা হইতে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে একাদিক্রমে ৩৬০ পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখিত থাকে। ঠিক পশ্চিমে ৯০, দক্ষিণে ১৮০, পূর্ব্বে ২৭০ ইত্যাদি। সুবিধার জন্য কোন কোন কম্পাসে ঐ গোলাকার কাগজের কলক চুম্বকসূচীর সহিত সংলগ্ন থাকে, সুতরাং ইহার কাগজ সূচীর সহিত ঘুরিয়া ০ চিহ্নিত স্থান সর্ব্বদা উত্তর দিকেই দাঁড়ায়। কৌটার গাত্রে পরস্পর বিপরীত দিকে সংলগ্ন দুইটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া দূরস্থ বস্তু উত্তর দিকের সহিত কত কৌণিক দূরে অবস্থিত, তাহা পঠিত হয়।

এখন চুম্বকসূচীর নিত্য ধর্ম্মদ্বারা ইহার এক প্রান্ত নিয়তই উত্তর দিকে অবস্থিত থাকে। [চুম্বক দেখ।] সুতরাং কাগজের উত্তরদিগ্জ্ঞাপক চিহ্ন সূচীর ঐ প্রান্তের নিয়ে আনিলে একবারেই সমস্ত দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু চুম্বকের কাঁটা সর্ব্বত্র ভৌগোলিক উত্তর অর্থাৎ যাম্যোত্তর রেখার সহিত ঠিক থাকে না, এমন কি একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইহার উত্তর প্রান্ত ভৌগোলিক বা প্রকৃত উত্তর দিকের পূর্ব্বে বা পশ্চিমে হেলিয়া থাকে। ইহাকে চুম্বকের অপসৃতি (Declination of the needle) বলে। পূর্ব্ব দিকে কাঁটা হেলিলে উহাকে প্রাচ্যপসৃতি ও পশ্চিমদিকে হেলিলে উহাকে প্রতীচ্যপসৃতি বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান স্থানেই অপসৃতি প্রায় সূক্ষ্মরূপে বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কম্পাস দ্বারা ঠিক দিক্ নিরূপণ করিতে হইলে এই বৈষম্য বাদ দিয়া লইতে হয়। বাস্তবিক এইরূপেই দিগ্দর্শন দ্বারা দিক্ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সামান্য পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা এই অপসৃতি অনায়াসে বাহির করিয়া লওয়া যায়। পৃথিবীর যাবতীয় স্থানের চৌম্বকীয় অপসৃতি-নির্দ্দেশক সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, প্রত্যেক নাবিক নিজ নিজ জাহাজে ঐ মানচিত্র রাখিয়া দিগ্দর্শন সাহায্যে দিক্ নিরূপণ করিয়া লয়।

তদ্ভিন্ন প্রত্যেক জাহাজেই যে ভূরি পরিমাণ লৌহ বিদ্যমান থাকে, উহা প্রায়ই অল্লাধিক চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া যায়। জাহাজস্থ এই লৌহ কম্পাস যন্ত্রের অতি সন্নিহিত বিধায় পার্থিব চুম্বক-শক্তি সম্পূর্ণ কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং কম্পাসের কাঁটার নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিকের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এই অন্তরায় নিরাকরণ জন্য নাবিকগণ বহুবিধ উপায় অবলম্বন করে। জাহাজের অগ্রভাগে কম্পাসের সন্নিকট বৃহৎ বৃহৎ লৌহদণ্ড স্থাপন করিলে জাহাজের অন্যান্য লৌহের চুম্বকশক্তিজনিত আকর্ষণ বহু পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। কখন কখন জাহাজের অগ্রভাগের পরিবর্ত্তে উচ্চে মাস্তুলের উপরিভাগে কম্পাস স্থাপন করিলে জাহাজের চুম্বকশক্তি দূরতানিবন্ধন ততদূর কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং কম্পাসের কাঁটা প্রায় সূক্ষ্মরূপে উত্তরদিক্ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু অনেক সময় এই সকল উপায়েও

নির্ভুল দিক্ পাওয়া যায় না। প্রশান্ত মহাসাগরে সুদীর্ঘ জলযাত্রার সময় এইরূপ সামান্য ভুলের জন্য মহান্ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। নাবিকগণ তথায় আকাশস্থ কোন তারকা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজকে এক চক্র ঘুরাইয়া কম্পাসের কাঁটার গতি পরীক্ষা করে, তদ্দ্বারা জাহাজের চুম্বকশক্তিজনিত কাঁটার অপসৃতির পরিমাণ বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং নাবিকগণ সেইরূপে কম্পাস নির্দিষ্ট দিক্ সংশোধন করিয়া অভিলষিত দিকে গমন করিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য কম্পাসদ্বারা বিশুদ্ধরূপে দিক্ নির্দিষ্ট না হইলে উপকারের কথা দূরে থাকুক, ইহা সমূহ বিপজ্জয়ই কারণ হইয়া উঠে।

স্থলভাগেও জরিপ প্রভৃতি কার্য্যে কম্পাসের ব্যবহার অতিশয় উপকারী। ভূগর্ভে খনি এবং সুড়ঙ্গাদি খননে ইহার ব্যবহার সমুদ্রযাত্রার ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। যেরূপ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, দিগ্দর্শন তাহার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হয়। সুতরাং ইহার আকার ও গঠনপ্রণালী বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এক কার্য্যের উদ্দেশে নির্ম্মিত কম্পাসে অপর কার্য্য সুচারু সম্পন্ন হয় না। ২ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা।

দিগ্দাহ (পুং) দিশাং দাহঃ। উৎপাত বিশেষ, আকাশের অস্বাভাবিক অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, দিগ্দাহ উপস্থিত হইলে নানা প্রকার অশুভ হইয়া থাকে।

"দাহো দিশাং রাজভয়ায় পীতোদেশস্য নাশায় হুতাশবর্ণঃ।
যশ্চারুণঃ স্যাদপসব্যবায়ুঃ শস্যস্য নাশং স করোতি দৃষ্টঃ॥"
(বৃহৎস° ৩১।১)

দিগ্দাহ পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজভয়ের কারণ ও অগ্নি বর্ণ দৃষ্ট হইলে দেশ সকল বিনষ্ট হয়, এই সময় যদি দক্ষিণ বায়ু অরুণবর্ণ হয়, তাহা হইলে শস্যসমূহ বিনষ্ট হয়। যে দিগ্দাহে অতীব দীপ্তি এবং সূর্য্যের ন্যায় ছায়া প্রকাশিত হয়, এইরূপ দাহ রাজার মহাভয় ও শস্ত্র প্রকোপ সূচনা করে। পূর্ব্বদিকে দিগ্দাহ হইলে নৃপ ও ক্ষত্রিয়গণের, অগ্নিকোণে হইলে শিল্পী ও কুমারগণের, দক্ষিণে উগ্রপুরুষ, বৈশ্য, দূতগণ, পুনর্ভূ এবং প্রমদাগণের, পশ্চিমে শূদ্র ও কৃষিজীবিগণের, বায়ুকোণে তুরঙ্গ সহিত চৌরগণের, উত্তরদিকে বিপ্রগণের, ঈশানকোণে পাষণ্ডী ও বণিকগণের পীড়া হয়। যদি আকাশ পরিষ্কার হয়, নক্ষত্র সকল নির্ম্মল হয় এবং প্রদক্ষিণভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে স্বর্ণবর্ণ দিগ্দাহে লোকসমূহ ও রাজার মঙ্গল হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৩১ অঃ)

দিগ্দেবতা (স্ত্রী) দিশাং তন্মর্য্যাদানাং দেবতা সাক্ষীভূতেব। দিক্ সকলের মর্য্যাদা ও সাক্ষীভূত দেবতা।

দিগ্ধ (পুং) দিহ্যতে লিপ্যতে স্ম বিষাদিনা দিহ-ক্ত। ১ বিষাক্ত বাণ, বিষ মিশ্রিত বাণ, পর্য্যায়—লিপ্তক। ২ স্নেহ। ৩ অগ্নি। ৪ প্রবন্ধ। (ত্রি) ৫ লিপ্ত।

"সচন্দনোশীরমৃণালদিগ্ধঃ শোকাগ্নিনাগাদ্‌হ্যনিবাসকুলং।"
(ভট্টি ৩।২১)

দিগ্নগর, বর্দ্ধমান জেলাস্থ একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৫´ পূঃ। এক সময়ে এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস ছিল। এখন এখানে শস্য ও চিনির হাট হয়। এখানকার পিত্তল কাঁসার বাসন সুন্দর।

দিগ্বল (ক্লী) দিঙ্ নিমিত্তং গ্রহাণাং বলং। লগ্নাদিতে স্থিত গ্রহগণের বল।

"লগ্নে সৌম্যগুরাচার্য্যৌ কুজার্কৌ দশমে তথা।
দ্যূনে সৌরিশ্চতুর্থে তু সিতেন্দু দিগ্বলান্বিতৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মঙ্গল ও রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে দক্ষিণদিগ্বলী, শনি লগ্নের সপ্তম স্থানে থাকিলে পশ্চিম দিগ্বলী এবং শুক্র ও চন্দ্র লগ্নের চতুর্থ স্থানে থাকিলে উত্তর দিগ্বলী হয়। ইহা দ্বারা দিক্ নির্ণয় ও নানা প্রকার গণনা হইয়া থাকে।

দিগ্বলিন্ (পুং) দিগ্বলং অস্ত্যস্য ইনি। ১ দিঙ্নিমিত্ত বলযুক্ত গৃহ। ২ তাদৃশ রাশি ভেদ।

দিগ্বদন (ক্লী) দিগ্‌ভেদে বদনং যস্য। পূর্ব্বাদি দিক্ ভেদানুসারে ঐ সকল দিকে স্থিত রাশিভেদ।

"মেষাদ্যাস্ত্রিত্রয়াৎ জ্ঞেয়াঃ প্রাগাদি দিঙ্মুখাস্বমী।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মেষরাশির পূর্ব্বদিকে, বৃষরাশির দক্ষিণে ও কর্কটের উত্তরে মুখ, এই প্রকার যথাক্রমে সিংহাদিরও জানিতে হইবে।

দিগ্‌ভাগ (পুং) দিশাং ভাগঃ। দিগ্‌বিভাগ, দিক্ সকলের বিভাগ।

দিগ্রস, বেরারের বূন জেলাস্থ নগর। অক্ষা° ২০° ৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৫´ পূঃ। কার্পাস বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

দিগ্বস্ত্র (পুং) দিক্‌রূপং বস্ত্রং যস্য। ১ মহাদেব। ২ জৈনভেদ। (ত্রি) ৩ নগ্ন।

দিগ্বারণ (পুং) দিক্ষু স্থিতো বারণঃ। ঐরাবতাদি দিগ্‌গজ।

দিগ্বাসস্ (পুং) দিক্‌রূপং বাসঃ যস্য। ১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪১) ২ জৈনভেদ। (ত্রি) ৩ নগ্ন, উলঙ্গ।

দিগ্বিজয় (পুং) দিশাং তৎস্থনৃপলোকানাং বিজয়ঃ। বিদ্যা বা যুদ্ধ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ জয়করণ। যথা শঙ্করদিগ্বিজয়, পাণ্ডবদিগ্বিজয় ইত্যাদি।

দিগ্বিজয়গঞ্জ, রায়বরেলি জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল বা

উপবিভাগ। ইহার মধ্যবর্ত্তী দিগ্বিজয়গঞ্জ গ্রামে তহসীলদার ও পুলিস ইনস্পেক্টর থাকেন। এই গ্রামের নাম হইতেই তহসীলের নামকরণ হইয়াছে। এই তহসীল অক্ষা° ২৬° ১৭´ ৩০´´ হইতে ২৬° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১´ ৩০´´ হইতে ৮১° ৩৭° পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দিগ্বিজয়ী (ত্রি) দিগ্‌বিজয়-ইন্। বিদ্যা বা বাহুবল দ্বারা সকল দেশ জয়কারক। যে দিক্ বিজয় করিয়াছে, যেমন দিগ্বিজয়ী রাজা, অর্থাৎ যে রাজা নানাদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া সেই সেই দেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। যেমন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত অর্থাৎ যে পণ্ডিত নানাদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সেই সেই স্থলে আপন পাণ্ডিত্যখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিগ্বিদিক্ (স্ত্রী) ১ সকল দিক্, অনির্ণীত দিক্, দিক্ ও দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্ অর্থাৎ সকল দিক্। (দেশজ) ২ গুরু লঘু, হিত অহিত, ন্যায় অন্যায় বিবেচনার অভাব প্রদর্শনস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা তাহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই।

দিগ্বিদিকৃস্থ (ত্রি) দিগ্‌বিদিক্ স্থা-ক। নানাদিকে স্থিত।

দিগ্বিভাগ (পুং) দিশাং বিভাগঃ। দিগ্‌ভাগ।

দিগ্বিলোকন (ক্লী) দিশাং বিলোকনং। শূন্যদৃষ্টি।

দিগ্‌ভ্রম (পুং) দিশাং ভ্রমঃ। দিক্ ভুল।

দিঙ্ক (পুং) স্ফোটনকালে দিঙ্ ইতি কৃত্বা কায়তে শব্দায়তে কৈ-ক। উৎকুণ ডিম্ব, ছোট উকুন্, নিকি, ইহার স্ফোটন সময়ে 'দিঙ্' এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

দিঙ্নক্ষত্র (ক্লী) দিশি দিগ্‌ভেদেন স্থিতং নক্ষত্রং। দিক্ ভেদে স্থিত নক্ষত্র।

"কৃত্তিকাদ্যান্ত পূর্ব্বাদৌ সপ্তসপ্তোদিতাঃ ক্রমাৎ।
যদ্দিক্ষুং যত্র নক্ষত্রং তত্র তত্র শুভং গৃহং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কৃত্তিকাদি করিয়া সাতটী নক্ষত্র পূর্ব্বাদি দিকে উদিত হয়, যাহার নক্ষত্র যদ্দিক্স্থ, অর্থাৎ যে দিকে হয়, সেই নক্ষত্রে তাহার গৃহ শুভ হয়।

দিঙ্নাগ (পুং) দিশি স্থিতো নাগঃ। ১ দিগ্‌গজ।

"দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।" (মেঘদূত)

২ এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার। ইহার রচিত প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ পাঠে বৌদ্ধমতের অনেক নিগূঢ় কথা জানিতে পারা যায়। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় লিখিয়াছেন যে, দিঙ্নাগ কালিদাসের একজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছে। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে দিঙ্নাগের একটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ কবিতাটী মহাভারতে পাওয়া যায়।

দিঙ্মণ্ডল (ত্রি) দিশাং মণ্ডলং। দিক্‌সমূহের মণ্ডল, দিক্‌চক্র, দিক্‌চক্রবাল।

দিঙ্মাতঙ্গ (পুং) দিশি স্থিতো মাতঙ্গঃ। দিগ্‌গজ।

দিঙ্মাত্র (ক্লী) দিশেব মাত্রচ্। একদেশ। (শব্দার্থচি°)

দিঙ্মূঢ় (ত্রি) দিশি মূঢ়ঃ। দিগ্‌ভ্রান্তিযুক্ত, দিঙ্নির্ণয়ে অসমর্থ, যাহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে।

দিঙ্মোহ (পুং) দিশি মোহঃ। দিক্ ভ্রম।

দিণ্ডি (পুং) তিণ্ডি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাদ্যভেদ।

দিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাদ্যভেদ।

দিণ্ডীর (পুং) হিণ্ডীর, সমুদ্রফেণ।

দিত (ত্রি) দীয়তে স্ম দো অবখণ্ডনে দো-ক্ত, ইতি ইত্বং (দ্যতিস্যতীতি। পা ৭।৪।৪০) ছিন্ন, দ্বৈধীকৃত, বিদীর্ণ।

দিতি (স্ত্রী) দৈত্যমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী, ইহার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই দৈত্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সমস্ত পুত্র নষ্ট হইলে দিতি আসিয়া কশ্যপের নিকট ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতাশালী এক পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, 'তুমি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিবে, এই সময় অতি শুচি থাকিবে, ভ্রমেও কখন অধর্ম্মাচরণ করিবে না।' দিতিও অতি সাবধানে ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র আপনার ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া দিতির ছল খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে দিতি পা না ধুইয়া শয়ন করিতে যান। ইন্দ্র সেই অবসরে বজ্রদ্বারা তাঁহার জরায়ু সাত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। গর্ভস্থ শিশুর রোদনে ইন্দ্রও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন আবার তিনি সেই প্রত্যেক খণ্ড সাত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাহারাই মরুৎ নামে খ্যাত। [মরুৎ দেখ।] দো-ভাবে ক্তিন্। ২ খণ্ডন, ছেদন। (পুং) ৩ রাজবিশেষ। (শব্দার্থক°) (ত্রি) ৪ দাতা।

"রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিঞ্চ রাস্বাদিতি মুরুস্ব" (ঋক্ ৪।২।১১)। 'দিতিং দাতারং চ রাস্বদেহি' (সায়ণ)। দিতি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দিতী, দৈত্যমাতা।

দিতিজ (পুং) দিতের্জায়তে জন-ড। দৈত্য, দিতিপুত্র, অসুর।

"একএব দিতেঃ পুত্রঃ হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ" (ভারত ১।৬৫ অঃ)

দিতিতনয় (পুং) দিতেস্তনয়ঃ। দৈত্য।

দিতিনন্দন (পুং) দিতেঃ নন্দনঃ। দিতিপুত্র দৈত্য।

দিতিসুত (পুং) দিতেঃ সুতঃ। দৈত্য।

দিত্য (পুং) দিতৌ ভবঃ যৎ। ১ অসুর। দিতিং খণ্ডনমর্হতি যৎ। (ত্রি) ২ ছেদনার্হ, ছেদনযোগ্যখাজাদি।

দিত্যবাহ্ (পুং) দিত্যং ছেদনার্হং ধান্যাদিকং বহতি বহ-ণ্বি। দ্বিবর্ষবয়স্ক পশু। "দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে" (শুক্লযজুঃ ১৪।১৪০) 'দো-অবখণ্ডনে ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ দিতিং খণ্ডনমর্হতি দিত্যং ধান্যং বহতি দিত্যবাট্, যদ্বা দ্বিবর্ষপশুর্দিত্যবাট্' (ভাষ্য)। স্ত্রিয়াং ঙীপি বাহ্ ঊট্। দিত্যৌহী, দ্বিবর্ষবয়স্কা গো। "দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে" (শুক্লযজুঃ ১৮।২৬) 'দ্বিবৎসরো বৃষঃ দিত্যবাট্ তাদৃশী গৌর্দিত্যৌহী" (বেদদীপ)

দিৎসা (স্ত্রী) দাতু-মিচ্ছা দ-সন্ ভাবে অ। দানেচ্ছা, দান করিতে ইচ্ছা।

দিৎসু (ত্রি) দাতুমিচ্ছুঃ দা-সন্ ততো উঃ। দানেচ্ছু, দান করিতে অভিলাষী।

দিৎস্য (ত্রি) দান করিবার যোগ্য।

দিদ্দা, লোহর দুর্গাধিপতি সিংহরাজের কন্যা। কাশ্মীরের রাজা ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যু হইলে দিদ্দা অভিমন্যু নামে শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রিগণের সাহায্যে নিজে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইনি রাজকার্য্য নিজে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যশাসনোপযোগী বুদ্ধির অভাব ছিল, এইজন্য মন্ত্রী ফাল্গুন প্রভৃতি কএকজন প্রধান ব্যক্তির উপর অত্যাচার করেন, তাহাতে তাঁহারা দিদ্দার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ইনি ব্রাহ্মণদিগকে উৎকোচ দিয়া কৌশলে বিবাদ মিটাইয়া ফেলেন। কিছুদিন পরে আবার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইবার ইনি বিবাদ না মিটাইয়া সসৈন্যে দুর্গাশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করেন, অবশেষে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ হত ও বন্দী হয়, পরে বন্দীদের মধ্যে প্রায় সকলে বিনষ্ট হয়। কিছুদিন পরে অভিমন্যু ১৩ বৎসর ১০ মাস রাজত্ব করিয়া যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর দিদ্দা স্বীয় পৌত্র (অভিমন্যুর পুত্র) নন্দীগুপ্তকে রাজা করেন, পরে ইনি স্বীয় পুত্রের স্মরণার্থ অভিমন্যুপুর নামে একটী নগর স্থাপন এবং ঐ স্থলে অভিমন্যুস্বামী নামে একটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিজের নামেও দিদ্দাপুর ও দিদ্দাস্বামী নামে নগর ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এইরূপ সৎকার্য্য করিয়া প্রজাগণের নিকট কিছু প্রিয় হন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই ইহার পুত্রশোক শেষ হয় এবং স্বীয় পৌত্রকে বিনাশ করেন। পরে দ্বিতীয় পৌত্র ত্রিভুবনগুপ্ত রাজা হইলেন, কিন্তু দিদ্দা তাঁহাকেও মারিয়া ফেলিলেন। তৎপরে কনিষ্ঠ পৌত্র ভীমগুপ্তকে রাজা করেন। ইহার জীবনে এতই পাপের রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তাহা গণনা করা যায় না। ব্যভিচার ইহার অঙ্গের ভূষণ ছিল, উপপতি নির্ব্বাচনে নিতান্ত হীন ব্যক্তিকেও উপেক্ষা করিতেন না। ক্রমে সকল লোকের অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভীমগুপ্ত ক্রমে আপনার মাতার উপদেশে সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিতান্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, পিতামহীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার চরিত্র সংশোধনের উপায় করিতে লাগিলেন, রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। পাপিষ্ঠা দিদ্দা তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে হত্যা করিয়া নিজেই রাজাসন অধিকার করিলেন। ইহার প্রধান উপপতি তুঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হইল। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে খশজাতীয় মহিষপালক ছিল; পরে রাণীর অনুগ্রহে ৫ ভ্রাতার সহিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়। অন্যান্য মন্ত্রীরা বাধ্য হইয়া তুঙ্গের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা করিতে লাগিল। তুঙ্গ ইহা জানিতে পারিয়া কএক জনের প্রাণবধ করিল। তৎপরে দিদ্দা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাণীর মৃত্যু হয়। সংগ্রামরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। (রাজতরঙ্গিণী)

দিদ্দাপুর, কাশ্মীরের একটী নগর, দিদ্দা নিজনাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিজের নামে এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। (রাজত°) [দিদ্দা দেখ।]

দিদ্দাস্বামিন্ (পুং) দিদ্দা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি। দিদ্দা দিদ্দাপুরে দিদ্দাস্বামী নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। (রাজতর°) [দিদ্দা দেখ।]

দিদঙ্ক্ষিষু (ত্রি) দন্ত সন্ ততো উ। ঠকাইবার ইচ্ছা।

দিদিৎসু (ত্রি) ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা।

দিদি (দেশজ) জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

দিদিবি (পুং ক্লী) ব্যোম, আকাশ।

দিদৃক্ষমান (ত্রি) দৃশ-সন্ দিদৃক্ষ শানচ্। যে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

দিদৃক্ষা (স্ত্রী) দ্রষ্টুমিচ্ছা দৃশ-সন্ ভাবে অ। দর্শনেচ্ছা, দর্শন করিবার অভিলাষ।

দিদৃক্ষু (ত্রি) দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ দৃশ-সন্ ততো উ। দর্শন করিতে ইচ্ছুক।

দিদৃক্ষেণ্য (ত্রি) দ্রষ্টুমেষ্টব্যঃ দৃশ-সন্ কেন্য। দর্শন করিতে অভিলষণীয়।

"দিদৃক্ষেণ্যঃ পরিকাষ্ঠাসু জেন্যঃ" (ঋক্ ১।১৪৬।৫)

দিদৃক্ষেয় (ত্রি) দিদৃক্ষাং অর্হতি দিদৃক্ষা বাহু° ঠক্। দর্শনীয়। "দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে" (ঋক্ ৩।১।১২) 'দিদৃক্ষেয়ঃ সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ঃ' (সায়ণ)

দিদ্যু (পুং) দিছ্যং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ বজ্র। (নিঘণ্টু)
"সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যু মস্মৈ" (ঋক্ ১।৭১।৫) ২ বাণ।
"ক্ষত্রাণাং ক্ষত্র পতিরেধ্যতি দিছ্যান্ পাহি।" (শুক্লযজু° ১০।১৭)
'দো অবখণ্ডনে দ্যতি খণ্ডয়তি দিদ্যবো বাণাঃ।' (ভাষ্য)

দিদ্যুৎ (ত্রি) দ্যুত-কিপ্ নিপা° সাধুঃ। ১ দীপ্তিশীল। (পুং) ২ বজ্র। (নিঘণ্টু)

দিত্যৌহী (স্ত্রী) দ্বিবর্ষবয়স্কা ধেনু। [দিত্যবাট্ দেখ।]

দিধক্ষমাণ (ত্রি) দিধক্ষ-শানচ্। দাহনেচ্ছু, যে দাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

দিধক্ষা (স্ত্রী) দগ্ধু মিচ্ছা। দহ-সন্ ততো অ। দগ্ধ করিবার ইচ্ছা।

দিধক্ষু (পুং) দগ্ধুমিচ্ছুঃ দহ-সন্ ততো উ। দগ্ধ করিতে ইচ্ছা।

দিধি (পুং) ধা-কি। ১ ধৈর্য্য। ২ ধারণ।

দিধিষায্য (পুং) দধাতি আনন্দমিতি ধা-আয্য, ধাতোর্দ্বিত্বং ইত্বং ষুক্ চ (দিধিষায্যঃ। উণ্ ৩।৯৭) ১ আরোপিত বন্ধু, মিথ্যাবন্ধু। (ত্রি) ২ ধারক।
"মিত্রইব যো দিধিষায্যোভূদ্দেব।" (ঋক্ ২।৪।১)
'দিধিষায্যো ধারয়িতা অভূৎ।' (সায়ণ)

উজ্জ্বলদত্ত "দিধিষায্যঃ" এই সূত্রের স্থলে 'দধিষায্যঃ' এই সূত্র কল্পনা করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাখ্যাস্থলে 'দধি পূর্ব্বাৎ স্যতে রায্য যত্বং চ দধিষায্যঃ ঘৃতং' এইরূপ লিখিয়াছেন।

দিধিষু (পুং) দিধিং ধৈর্য্যং স্যতীতি সো বাহুলকাৎ কুঃ বা দিধিষুং আত্মন ইচ্ছতি সুপআত্মনঃকাচ্, ততোকিপ্, বাহু° হ্রস্বঃ। ১ দ্বিরূঢ়াপতি, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর শেষ স্বামী। ২ গর্ভাধানকর্ত্তা। "হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যু জনিত্বং" (ঋক্ ১০।১৮।৮) 'দিধিষোর্গর্ভস্য নিধাতুঃ' (সায়ণ)

দিধিষূ (স্ত্রী) দধাতি পাপং যদ্বা দিধিং ধৈর্য্যং ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যাৎ স্যতি ত্যজতীতি দা বা সো কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ (অন্দূন্ দৃম্ভূজম্বূজিতি। উণ্ ১।৯৫) ১ দ্বিরূঢ়া, বারদ্বয়বিবাহিতা স্ত্রী, যে স্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইয়াছে। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে দিধিষূ কহে।
"জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়া মুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রে দিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধিষূঃ স্মৃতা॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)
(ত্রি) ৩ ধারক। "ধীতিমাদিদর্য্যো দিধিষো বিভৃত্রাঃ।" (ঋক্ ১।৭১।৩)

দিধিষূপতি (পুং) দিধিষূঃ দ্বিরূঢ়া তস্যাঃ পতিঃ স্বামী। দ্বিরূঢ়াপতি, যে স্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পতি।
"ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ॥" (মনু ৩।১৭৩)

পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্ম্মতঃ প্রতি ঋতুতে এক এক বার গমন না করিয়া যে ব্যক্তি নিয়ম ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক কামতঃ মৃত ভ্রাতার পত্নীতে আসক্ত হয়, তাহাকে দিধিষূপতি কহে। স্মৃত্যন্তরে পরপূর্ব্বার পতিকে দিধিষূপতি বলা হয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জনকত্ব হেতু ব্যাসকেও দিধিষূপতি বলা যায়।

দিন (ক্লী) দ্যতি খণ্ডয়তি মহাকালমিতি দো ছেদে-ইনচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) সূর্য্যকিরণ, প্রকাশিত সময়, সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সময়, দিবস। ৬০ দণ্ড পরিমিত কাল, এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময়, ষষ্টিদণ্ডাত্মক মানুষ অহোরাত্র। পর্য্যায়—ঘস্র, অহন্, দিবস, বাসর, ভাস্বর, দিবস্, বার, অংশক, দ্যু। (শব্দর°)

সূর্য্যকিরণাবচ্ছিন্নকাল, ইহার বৈদিক পর্য্যায়—বস্তো, দ্যু, ভানু, বাসর, স্বসরাণি, ভ্রংস, ঘর্ম্ম, ঘৃণ, দিন, দিবা, দিবেদিবে, দ্যবিদ্যবি। (নিঘণ্টু) চান্দ্রতিথিরূপ কাল ও মানুষ দিন অর্থাৎ এক চান্দ্রতিথি একদিন।

এই সময় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এক অহোরাত্র অর্থেই দিন শব্দ ব্যবহার করেন। আহ্নিকগতিনিবন্ধন পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে। এই আবর্ত্তনই দিবারাত্রির কারণ। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া একবারে ইহার অর্দ্ধাংশে সূর্য্যালোক পড়ে, অপরার্দ্ধ সুতরাং অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে। যে অংশে আলোক তথায় দিবা এবং যে অংশে অন্ধকার তথায় রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন জন্য মেরুদ্বয় সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানেই প্রতিদিন একবার এইরূপ আলোক ও একবার অন্ধকার হয়। বলা বাহুল্য সূর্য্যই দিবারাত্রির কর্ত্তা। দিবাভাগে সূর্য্য চক্রবালের উপরিভাগে এবং নিশাকালে উহার নিম্নে থাকে, সুতরাং দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য পরিদৃশ্যমান আকাশমণ্ডলের কোন স্থান হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া আবার যখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই এক দিবারাত্রি অথবা দিনের পরিমাণ। এক্ষণে কথা হইতেছে, কোন্ সময় হইতে দিবস গণনা আরম্ভ করা যাইবে? এ বিষয়ে নানা জাতীয় ও নানা সম্প্রদায়ের লোকে আপন আপন ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে দিবস গণনা করেন। প্রধানতঃ সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহর এই চারিটী কালই দিবসের আরম্ভকাল বলিয়া

ব্যবহৃত হয়। দিবাভাগই জীবগণের কার্য্যের উপযুক্ত এবং অন্ধকারময় নিশাকালই বিশ্রামের উপযোগী; কার্য্যের পর বিশ্রাম ইহাই স্বাভাবিক; সুতরাং সূর্য্যোদয় হইতে দিবস আরম্ভ করিয়া নিশিশেষে শেষ করাই সহজসিদ্ধ ও প্রকৃতিসঙ্গত। বোধ হয়, এই জন্যই এদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যোদয় হইতে দিবস গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করেন। এখনও এদেশে ঐরূপেই দিন ধরা হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রায় সমস্ত জাতিই সূর্য্যোদয় হইতে দিনমান গণনা করিত। কেবলমাত্র আরবেরা মধ্যাহ্ন এবং মিসরীয়গণ মধ্যরাত্রি হইতে দিবস গণনা করিত। বর্ত্তমান কালে এসিয়ার অধিকাংশ জাতি এবং য়ুরোপের অষ্ট্রিয়া, তুরুক ও ইটালীবাসিগণ সূর্য্যোদয় হইতে দিবস ধরিয়া থাকে। চীনেরা মধ্যরাত্রি হইতে, আরবেরা মধ্যাহ্ন হইতে এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতি মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা করে। সূর্য্যোদয়কাল সূক্ষ্মরূপে প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ও দুরূহ বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সম্ভবতঃ মধ্যদিবা বা মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা করিয়া থাকিবেন। য়ুরোপের অধিকাংশ স্থানে মধ্যরাত্রি হইতে দিন আরম্ভ হইলেও, জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক অধিকাংশ পর্য্যবেক্ষণাদি রজনীযোগেই হইয়া থাকে বলিয়া একরাত্রে প্রত্যক্ষীকৃত নানাবিধ ঘটনা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পড়িয়া যায় এবং তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা উৎপাদন করে, সেই হেতু জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দিবা দ্বিপ্রহর হইতেই দিবস গণনা করেন। সুবিধার জন্য দিবসকে পূর্ব্বাহ্ন ১২ ঘণ্টায় ভাগ না করিয়া একবারেই ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গণনা করা হয়। এইরূপে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের যখন মঙ্গলবার ২১ ঘণ্টা সময়, লৌকিক ও রাজকীয় ব্যবহারে তখন বুধবার পূর্ব্বোক্ত ৯ ঘণ্টা; জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যখন বুধবার ২টা, লৌকিক ব্যবহারে তখন বুধবার অপরাহ্ণ ২টা অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের তারিখ লৌকিক ব্যবহারের তারিখের ১২ ঘণ্টা পরে আরম্ভ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিবস গণনা করিতেন।

পূর্ব্বে যে সকল দিনের কথা বলা হইল, তাহার আরম্ভ কাল কিছু ভিন্ন হইলেও সময় পরিমাণে এক। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্পষ্ট তিন বিভিন্ন প্রকার দিনমানের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) নাক্ষত্রদিন (২) স্ফুট সাবন বা সৌর দিন এবং (৩) মধ্যম সাবন বা সৌরদিন।

কোন একটী নক্ষত্র যে সময় যাম্যোত্তর রেখায় আসিয়া পড়ে, ঐ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখ; অনন্তর আবার ঐ নক্ষত্র যখন সেই রেখায় আসিবে, ঐ সময়ও নির্দ্দিষ্ট কর। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কাল তাহাই নাক্ষত্র দিন। যাম্যোত্তর রেখার উপর দিয়া গতির পরিবর্ত্তে, নক্ষত্রের একবার উদয় হইতে পুনরায় উদয় যে সময়, তাহাকেও নাক্ষত্র দিনমান ধরা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপায়ই যন্ত্রাদি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ সুবিধাজনক। এই নাক্ষত্র দিনের মধ্যে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্ত্তন করিয়া আসে। ইহার পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান অথবা যদিই পরিবর্ত্তনশীল হয়, তবে তাহা এত অল্প যে দুই এক যুগে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। নাক্ষত্রদিনের এই নিত্য সমতা জন্য ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় এবং বহু সংখ্যক জ্যোতিষিককাল এই নক্ষত্রমানে উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তারার উদয়াস্ত লইয়া মনুষ্যের কাজকর্ম্মের কিছুই আসিয়া যায় না।

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্ত্তন হইল কিনা সে বিষয়ে মনুষ্যের তত সংস্রব নাই; আলোক ও অন্ধকারের পর্য্যায় লইয়াই তাহাদের দিন। ইহার সৌরমান গৃহীত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উপর্য্যুপরি দুইবার যাম্যোত্তর রেখা দিয়া গতির মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাই প্রকৃত বা স্ফুট সৌরদিন। এই সৌরদিন নাক্ষত্রদিন অপেক্ষা প্রায় ৪ মিনিট দীর্ঘতর। কি কারণে এই বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। মনে কর একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এক নক্ষত্র ও সূর্য্য যুগপৎ যাম্যোত্তর রেখায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎপর দিবস পৃথিবীর ঠিক একবার আবর্ত্তন হইলে ঐ নক্ষত্র যাম্যোত্তর রেখায় আসিবে, কিন্তু ঐ সময়ে সূর্য্য দৃশ্যতঃ ১° এক অংশ পরিমিত আকাশে পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সূর্য্য পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীকে আরও প্রায় ৪ মিনিট ঘুরিতে হয়। রাশিচক্রে সূর্য্যের এইরূপ পূর্ব্বগতি যদি সমবেগসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সৌরদিন ও নাক্ষত্রদিনের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহা নহে। ক্রান্তিবৃত্তের সহিত নিরক্ষবৃত্তের ছেদন জন্য এতদুভয়ের বক্রতা সর্ব্বদা সমান থাকেনা, সুতরাং ক্রান্তিপথে দৃশ্যতঃ সূর্য্যের গতি সম হইলেও নিরক্ষবৃত্তে ইহার সংঘাত গতি সমান হয় না। পৃথিবীর কক্ষা সূর্য্য হইতে অসমদূরবর্ত্তী এবং পৃথিবীর গতিও বৎসরের সকল সময়ে সমান নহে, এই সকল কারণে দৃশ্যতঃ সূর্য্যের পূর্ব্বগতি বড়ই বৈষম্যভাবাপন্ন। তজ্জন্য সৌরদিনও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। যদি একটী ঘড়ি যথাবিধি প্রকৃত সৌরদিনানুযায়ী সময় রাখিবার জন্য

বিভক্ত করা যায়, তবে প্রায় সপ্তাহ না যাইতে যাইতেই দেখা যাইবে যে উহাতে আর সূর্য্যঘড়ির সহিত ঐক্যভাবে সময় দিতেছে না, হয় কম কিম্বা বেশী সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঘড়ি ঠিকই চলিতেছে, তবে ইতিমধ্যে সূর্য্যের দৃশ্যমান গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌরদিনের বৈষম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু সূর্য্যঘড়ি সর্ব্বদা সৌর সময়ই নির্দ্দেশ করে। এই সকল গোলযোগ পরিহারার্থ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সৌরদিনের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সম্বৎসরগত কালকে দিন সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে কাল পাওয়া যায়, তাহাই গড় বা মধ্যম সৌরদিন। ইহা ২৪ ঘন্টা বা ৬০ দণ্ডে বিভক্ত।

স্মৃতি ও পুরাণ মতে এক চান্দ্রমাসে পিতৃলোকের একদিন, এক সৌর বৎসরে দেবতা ও অসুরদিগের একদিন এবং ৮,৬৪,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন হইয়া থাকে।

৩ জ্যোতিস্তত্ত্বোক্ত রাশিভেদ।

দিনকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, দিনস্য করঃ। ১ সূর্য্য।

"দিনকরপরিতাপাৎ ক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ
বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ।" (ঋতুস° ১।২২)

২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকর, ১ প্রবোধসুধাকর নামে সংস্কৃত বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

২ এক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইহার প্রকৃত নাম মহাদেব দিনকর। ইনি এবং ইহার পিতা বালকৃষ্ণ উভয়ে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ নামে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা দিনকরী নামেও খ্যাত। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ যে তত্ত্বচিন্তামণির টীকা লিখিয়াছেন, দিনকর তাহারও এক বৃত্তি করিয়াছেন।

৩ মাসপ্রবেশসারণী নামে জ্যোতিগ্রন্থকার।

৪ রসতরঙ্গিণী-টীকারচয়িতা।

দিনকরতনয় (পুং) দিনকরস্য তনয়ঃ ৬তৎ। অর্কনন্দন, সূর্য্যপুত্র, ১ শনি। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ সুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ তপতী। ৬ যমুনা।

দিনকরদেব (পুং) সূর্য্যদেব।

দিনকরভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। রামেশ্বরভট্টের পুত্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টের পিতা। ইনি ছত্রপতি শিবের আশ্রয়ে দিনকরোদ্যোত নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বর সমাধা করেন। এ ছাড়া দিনকর শূদ্রধর্ম্মসার, কর্ম্মবিপাকসার, শান্তিসার এবং শাস্ত্রদীপিকার এক টীকা রচনা করেন।

২ বারেন্দ্রবাসী যোড়বংশীয় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫০০ শকে খেটসিদ্ধি এবং চন্দ্রার্কী নামে জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৩ পদ্মাকরভট্টের পুত্র, ইনি তর্ককৌমুদী নামে তর্কভাষার টীকা রচনা করিয়াছেন।

দিনকররাও, গোয়ালিয়রের দেওয়ান্ বা প্রধান রাজমন্ত্রী। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র-রাজ সাবালক হন এবং তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট যুবক দিনকররাওকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাঁহার সুশাসন গুণে গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি যে সকল সংস্কার করেন, ইংরাজরাজপুরুষগণও মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অন্যায় রূপে যে সকল কর আদায় হইত, দিনকর তাহা রহিত করেন। তাহাতে অনেক রাজকর্ম্মচারীর স্বার্থহানি হওয়ায় তাহাদের উত্তেজনায় দিনকর রাওকে পদচ্যুত করিয়া রাজা নিজে রাজকার্য্য দেখিতে থাকেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সুতরাং সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আবার দিনকর নিযুক্ত হইলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি প্রাণপণে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার স্থানে বালাজী চিমনাজি দেওয়ান হইলেন।

দিনকর্ত্তৃ (পুং) দিনং করোতি কৃ-তৃচ্। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকরাত্মজা (স্ত্রী) দিনকরস্য সূর্য্যস্য আত্মজা। সূর্য্যকন্যা, যমুনা, তপতী।

দিনকৃৎ (পুং) দিনং করোতি দিন কৃ-কিপ্ তুকাগমশ্চ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকেশর (পুং) দিনস্য কেশর ইব। অন্ধকার। (শব্দর°)

দিনক্ষয় (পুং) দিনস্য তিথেঃ ক্ষয়ঃ। তিথিক্ষয়।

"একস্মিন্ সাবনেহহ্নি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।
তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলং॥" (মলমাসতত্ত্ব)

[তিথিক্ষয় দেখ।]

দিনচর্য্যা (স্ত্রী) দিবসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, প্রতিদিন কিরূপ আচরণ করিলে সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করা যায়, তৎ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"মানবো যেন বিধিনা স্বস্থ তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতং॥
দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাং।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা॥"

যেরূপ আহার ও আচরণাদি দ্বারা মানবগণের সর্ব্বদা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বৈদ্য তদনুরূপ আদেশ করিবেন। স্বাস্থ্য সকলের অভীপ্সিত, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবন

ধারণই বিষবৎ হইয়া উঠে। এই স্বাস্থ্যলাভের উপায় স্বরূপ দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা লিখিত হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না।

যদি বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের সমতা থাকে, শরীরানুরূপ ক্রিয়াসমর্থ হয়, এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায়। মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কালের প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখশান্তির জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। পরে দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেতসর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও মাল্য দর্শন এবং স্পর্শ করিবে। প্রত্যহ ঘৃতের ছায়ায় স্বকীয় বদন দর্শন করিতে পারিলে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ উষাকালেই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেট ডাকা, আধ্মান ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মলমূত্রাদির বেগ কখনই ধারণ করিবে না, কারণ ইহাতে নানা-প্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

মলবেগ ধারণ করিলে উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং নানা প্রকার বেদনা ও গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া প্রভৃতি, বায়ুবেগ ধারণ করিলে মলমূত্রনিরোধ, উদরাধ্মান ও শরীরের ক্লান্তি প্রভৃতি; মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও শিশ্নদেশে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃশূল, শরীরের নম্রতা এবং বঙ্ক্ষণ দেশে আকর্ষণবৎ পীড়া হয়। এইজন্য মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে বিশেষ কার্য্যানুরোধেও ঐ বেগধারণ করিবে না এবং বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক অকাল কুন্থনাদি দ্বারা তাহা নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিবে না। মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনান্তে গুহ্য প্রভৃতি মলপথসমূহ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে, ইহা দ্বারা শরীরের ক্লান্তি বল ও দেহ পবিত্র হয় এবং অলক্ষ্মী ও কলিকালজাত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পরে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে, ইহাতে শারীরিক পুষ্টিসাধন ও চক্ষুর হিত হইয়া থাকে। পরে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবে। [দন্তধাবন ও দন্তকাষ্ঠ দেখ।]

দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনের পর পুনঃ পুনঃ শীতলজল-গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত এবং মুখের অভ্যন্তর বিশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহই কটুতৈলাদির নস্য গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে।

কিন্তু কফ শান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে, পিত্ত শান্তির নিমিত্ত মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বায়ু নিবারণের জন্য সায়ংকালে নস্য গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ নস্য গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয় এবং বলি, পলিত ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরে সৌবীরাঞ্জন নয়নে প্রয়োগ করিবে, ইহা দ্বারা চক্ষুঃদ্বয় সুন্দর ও সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনে ক্ষমতা হয়। কিন্তু যাহারা রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, পরিশ্রান্ত, বমিরোগাক্রান্ত, ভুক্ত এবং শিরঃস্নাত এই সকল ব্যক্তি নেত্রাঞ্জন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পাঁচ দিন অন্তর নখ, শ্মশ্রু, কেশ ও রোম কর্ত্তন করিবে। কারণ কেশাদির কর্ত্তন শোভাজনক, পুষ্টিকারক, ধন ও পরমায়ুবর্দ্ধক। নাসিকার রোম উৎপাটন করিবে না, এই রোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে। প্রত্যহ চিরুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইবে। প্রতিদিন ব্যায়াম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মসামর্থ্য, বিভক্ত ঘন গাত্রতা (অর্থাৎ শরীরের যে যে স্থানে সরু মোটা হওয়া উচিত পুষ্টির সহিত তাহা সম্পন্ন হওয়া), দোষের নাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। বসন্ত ও শীত ঋতুতে ব্যায়াম করা বিশেষ উপকারী, এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মাদিতে যাহার যেরূপ বল, তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবেন। যৎকালে হৃদয়স্থিত বায়ু মুখরন্ধ্র দ্বারা মুহুর্মুহু বহির্গত হইবে এবং মুখশোষ উপস্থিত হইবে, কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে, তখন অর্দ্ধশক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম হইল বলিয়া জানিতে হইবে। ভোজনান্তে, শৃঙ্গারান্তে, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

শরীর পুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে, কিন্তু মস্তকে, কর্ণদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে বিশেষ করিয়া তৈল মর্দ্দন হিতকর।

অভ্যঙ্গ বিষয়ে সর্ষপতৈল, গন্ধতৈল ও পুষ্পবাসিত তৈল প্রশস্ত। অভ্যঙ্গদ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রান্তি দূর হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হয় এবং শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

প্রত্যহ কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কোনরূপ কর্ণরোগ হয় না। এইরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ইহাতে লোমকূপ, শিরাজাল ও ধমনী দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে তৈল জলাদি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি

সম্পাদন এবং বৃদ্ধি করে। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে নূতন পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ স্নেহসংসিক্ত গাত্রে অবগাহন স্নান করিলে মনুষ্যের রসরক্তাদি ধাতুসমূহ পুষ্ট হইয়া থাকে। শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্মা প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উষ্ণজল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের পর বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিবে, ইহাতে শরীরের কান্তি, কণ্ডূ ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়। গাত্র-মার্জ্জনের পর শরীর স্নিগ্ধ হইলে বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানানন্তর যথাযোগ্য অনুলেপনাদি কর্ত্তব্য। অনুলেপনের পর যথা বিধানে শরীর ভূষিত করিবে। তৎপরে আহারের সময় উপস্থিত হইলে তখন মঙ্গলজনক সামগ্রী গ্রহণ করিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিলে পরমায়ু ও শুভাদৃষ্ট বর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, পুষ্পহার, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা এই ৮টী মঙ্গলজনক।

ভোজনের পূর্ব্বে এবং পরে সর্ব্বদা পাদুকাধারণপূর্ব্বক গমনাগমন করিবে, যেহেতু পাদুকাধারণ করিলে পদগত ব্যাধি দূর হয় এবং চক্ষুর হিত হয়।

মানবগণের স্বভাবতঃই চারিটী স্পৃহা বলবতী হইয়া থাকে—আহার, পান, নিদ্রা এবং সুরতেচ্ছা। ক্ষুধার সময় যদি আহার না করা যায়, তাহা হইলে অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর দুর্ব্বলতা, রস রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। পানেচ্ছা প্রতিঘাত করিয়া জল না খাইলে কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস, রক্তশোষ এবং হৃদয়দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে জৃম্ভা, মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরের বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির আহার্য্য বস্তুর অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষ সমূহকে, তাহার অভাবে রস রক্তাদি ধাতুকে এবং ধাতুর অভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এই জন্য ক্ষুধা হইলেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্‌কালে লবণার্দ্রক অর্থাৎ নুণ ও আদা ভোজন করিবে। ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহার পর কোমল দ্রব্য ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় দ্রব দ্রব্য পান করিবে। এই নিয়মে আহার করিলে বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে সুস্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিবে। এক বস্তু ভোজনের পর অন্য যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই এ স্থলে স্বাদু বলা হইয়াছে। অতিশয় দ্রুত বা বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিবিধ গুরুদ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। মাত্রা গুরু, স্বভাবতঃ গুরু ও সংস্কার গুরু এই ত্রিবিধ গুরুপদার্থ। মাত্রা গুরু-মুদ্গাদি, ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণানুসারে গুরু হয়। মাষকলায় প্রভৃতি স্বভাবতঃ গুরু, পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু। গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণ ভোজন করিবে অর্থাৎ মাষকলায় পিষ্টক প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রায় এবং মুদ্গাদি স্বভাবতঃ লঘুতাপ্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় সেবন করা যায়। পেয়াদি তরল দ্রব্য, তক্র প্রভৃতি অতিশয় তরল দ্রব্য এবং মিশ্রিত ভক্তাদি অধিক মাত্রায় খাইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না। কারণ পেয় সর্ব্বপ্রকারে লঘুগুরুযুক্ত। গুরু দ্রব্য চিপিটক প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য ক্ষীর মৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভি দ্রব্য ছোলা প্রভৃতি ইহারা জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে। ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া বা ক্ষুধা না হইলে ভোজন করিবে না।

উদর গহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু গমনাগমনের নিমিত্ত অপূর্ণ রাখিবে। অত্যন্ত জলপান করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একেবারে জলপান না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। এই জন্য আহারের সময় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করিলে শরীর কৃশ এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা ও কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই জন্য ভোজনের মধ্যভাগেই জল পান করিতে হইবে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন ও ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই বিশেষ নিষিদ্ধ; যেহেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি ভোজন করিলে গুল্মরোগ হয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিলে জলোদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মে ভোজন শেষ হইলে খড়িকা গ্রহণ-পূর্ব্বক আচমন করিবে। আচমন করিবার সময় দন্ত প্রভৃতিতে যে সকল দন্তের মল থাকে, তাহা যত্নপূর্ব্বক বাহির করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। কারণ দন্তসংলগ্ন পদার্থ দূরীকৃত না হইলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এইজন্য অল্পে অল্পে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু যদি কোন পদার্থ দৃঢ়রূপে দন্ত লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দন্ত স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না।

আচমন ক্রিয়ার পর জলসিক্ত হস্তদ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে, আহারের পর চক্ষুতে জল দিলে তিমির বিনষ্ট হয়। পরে ভুক্তান্ন সুখ পাকের জন্ত অগস্ত্যাদি মহাত্মগণের নাম স্মরণ করিতে হইবে। অঙ্গারক, অগস্ত্য, বৈশ্বানর, সূর্য্য এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইবে। ভোজনান্তে অগুরু প্রভৃতির ধূম দ্বারা কফ নির্হরণপূর্ব্বক রুক্ষ অথচ কটুতিক্ত কষায় রসবিশিষ্ট ফল চর্ব্বণ করিয়া মুখের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিবে। পরে সুগন্ধি দ্রব্যাদির সহিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিবে। [তাম্বুল দেখ।]

তাহার পর ধীরে ধীরে একশত পদ গমন করা কর্ত্তব্য। ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি উপবেশন করে, তাহার তুন্দ অর্থাৎ ভুঁড়ি হয়, যে শয়ন করে, তাহার শরীরের পুষ্টি হয়, যে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে এক শত পদ গমন করে, তাহার পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি অতিশয় দ্রুত বেগে গমন করে, তাহার নানারূপ উৎকট ব্যাধি জন্মে। পরে অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তানভাবে, তাহার দ্বিগুণিত-কাল দক্ষিণপার্শ্বে, এবং তাহার দ্বিগুণকাল বামপার্শ্বে শয়নান্তর তৎপরে স্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইলে বামপার্শ্বে শয়ন করা বিধেয় নহে। এইরূপ ভাবে প্রতিদিন চলিতে পারিলে শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

[রাত্রিচর্য্যা শব্দ দেখ।]

দিনজ্যোতিস্ (ক্লী) দিনস্ত জ্যোতিঃ। আতপ, রৌদ্র।

দিন দিন (দেশজ) প্রতিদিন।

দিনদুঃখিত (পুং স্ত্রী) দিনে দিবসে দুঃখিতঃ দিবাভাবে বিয়োগিত্বাত্তথাত্বং। চক্রবাক্ পক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দিনপ (পুং) দিনং পাতি পা-ক। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ রব্যাদি বারাধিপতি।

দিনপতি (পুং) দিনস্ত পতিঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ বারাধিপতি সূর্য্যাদি।

দিনপাত (পুং) দিনস্ত চান্দ্রদিনস্ত তিথেঃ পাতঃ ক্ষয়ঃ। ১ দিনক্ষয়।

"অধিমাসে দিনপাতে ধনুষি রবৌ তাম্রলজ্বিতে মাসি।
চক্রিনি সুপ্তে কুর্য্যান্নবাজন্যঃ বিবাহঞ্চ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(দেশজ) ২ দিনযাপন।

দিনশিশু (পুং) দিনস্ত শিশুঃ ৬তৎ। জ্যোতিষোক্ত অর্হগণ।

দিনপ্রণী (পুং) দিনং প্রণয়তি করোতি প্র-নী-ক্বিপ্। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনপ্রবেশ (পুং) তাজকোক্ত মাসপ্রবেশের ন্তায় বর্ষমাস সম্বন্ধী দিনের প্রবেশ, ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে। যে সময়ে বর্ষ প্রবেশ হইবে, সেই সময়ই প্রথম মাস প্রবেশ ও প্রথম দিন প্রবেশ জানিবে। বর্ষ প্রবেশকালের রবিস্পষ্টে একরাশি যোগ করিলে যত রাশ্যাদি হইবে, তাহার নাম মাসার্ক। মাসার্কের নিকটস্থ পূর্ব্ব পরবর্ত্তী কোন সময়ের রবিস্ফুটের সহিত মাসার্কের অন্তর করিয়া যত অংশাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে কলা করিয়া রবির গতি দ্বারা ভাগ দিলে যত ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাকে নিকটস্থ যে দিন যত দণ্ড সময়ে রবি স্ফুট গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করিবে। অর্থাৎ মাসার্কের পূর্ব্ব রবিস্ফুটে যোগ ও পর রবিস্ফুট হইতে বিয়োগ করিবে।

"মাসার্কস্ত তদাসন্নপত্যার্কেণ সহান্তরং।
কলী কৃত্বার্কগত্যাপ্তং দিনাদ্যেন যুতোহস্থিতং॥
তৎপঙ্ক্তিস্থং বারপূর্ব্বং মাসার্কেহধিকহীনকে।
তদ্বারাস্তে মাসবেশো হ্যবেশোপ্যেকমেব চ॥" (তাজক)

এইরূপ যোগ বা বিয়োগ করিয়া যত দিনদণ্ডাদি হইবে, তত দিন দণ্ডাদি সময়ে মাস প্রবেশ হইবে। দিনপ্রবেশও এই নিয়মে হইবে। যে সময়ে দিন প্রবেশ হইবে, সেই সেই সময়ের সমস্ত গ্রহস্ফুট, ভাব, সন্ধি ও বলাদি নিরূপণ করিয়া ফলের বিচার করিবে।

দিন-প্রবেশকালে বর্ষ-প্রবেশাদির ন্তায় সূর্য্যাদি গ্রহ ও দ্বাদশ ভাব সাধন করিয়া চক্র ও নবাংশাধিপতি দ্বারা শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। মুন্থাধিপতি, জন্মলগ্নাধিপতি, ত্রিরাশিপতি, দিনরাত্রির অধিপতি, দিনলগ্নাধিপতি, মাস-লগ্নাধিপতি ও বর্ষলগ্নাধিপতি ইহাদিগের মধ্যে যিনি বলবান্ হইয়া দিন লগ্নকে দৃষ্টি করেন, সেই গ্রহই দিনাধিপতি হইবেন। যদি দিনপ্রবেশ লগ্ন বা চন্দ্র হইতে ত্রিকোণ, কেন্দ্র বা একাদশ স্থান বলবান্, শুভগ্রহ ষষ্ঠ, তৃতীয় বা একা-দশ স্থানে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে সেই দিন সুখ, মান, অর্থ ও যশ লাভ হয়।

ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে যদি পাপযুক্ত দিনাধিপতি, বর্ষাধিপতি বা মাসাধিপতি অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে রোগ, মান ও যশোহানি হইয়া থাকে এবং উক্ত গ্রহগণ কেন্দ্র ত্রিকোণ বা একাদশ স্থান স্থিত হইলে সুখলাভ হয়। দিনপ্রবেশ নবাংশ শুভগ্রহযুক্ত হইয়া যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক মিত্র দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নীরোগ, রাজলাভ ও শরীর পুষ্টি হয়। ইহার বিপরীতে পূর্ব্ববৎ বিপরীত ফল জানিবে। দিনপ্রবেশকালে যে ভাব নবাংশ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক স্নেহ দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট বা শুভযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের

শুভফল হইবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ যদি পাপযুক্ত বা পাপ গ্রহ কর্ত্তৃক শত্রু দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের অশুভ ফল জানিবে। ষষ্ঠভাব নবাংশ যদি শুভযুক্ত হয়, তবে রোগ ও পাপযুক্ত হইলে শুভফল হইবে। ব্যয়ভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভদৃষ্ট হইলে স্বীয় পত্নী হইতে সদ্ব্যয় হইবে। জায়াভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভ দৃষ্ট হইলে স্বীয় পত্নী হইতে সুখ এবং পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে গৃহবিরোধ হয়। পাপদ্বয়ের মধ্যস্থ হইলে মৃত্যু হয়।

সপ্তমভাব নবাংশ শুভ মধ্যস্থ হইলে বহুবিধ কামিনীসুখ হয়, উক্ত নবাংশে বৃহস্পতি থাকিলে স্বীয় স্ত্রীতে ও অন্য গ্রহ থাকিলে পরস্ত্রীতে রতিসম্ভোগ হয়। অষ্টমভাগ নবাংশ দিনপ্রবেশ লগ্নের অষ্টম স্থান শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে রণে মৃত্যু হয়। শুভাশুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে শুভাশুভ ফল এবং পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে সুখ, দিনপ্রবেশ-লগ্নের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে হানি, শুভগ্রহ থাকিলে সদ্ব্যয় এবং পাপগ্রহজন্য কর্ত্তরীযোগ হইলে রোগ এবং শুভগ্রহঘটিত কর্ত্তরীযোগ হইলে শুভ হয়। ক্ষীণচন্দ্র লগ্নে বা অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে মৃত্যু অথবা রোগ ও শত্রু হইতে অস্ত্রভয় হইয়া থাকে। মঙ্গলযুক্ত চন্দ্র ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রু হইতে অস্ত্রভয় এবং চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে গজাশ্বাদি হইতে পতন ও শরীরে নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। সপ্তম স্থানে শুভ-গ্রহ থাকিলে জয়, দ্বিতীয় স্থানে সুখ, নবম স্থানে ধর্ম্ম, অর্থাগম ও রাজসম্মান লাভ হয়। দিনপ্রবেশ সময়ে চন্দ্র যেরূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। চন্দ্রস্ফুটের রাশি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে চন্দ্রের অবস্থা নির্ণীত হইবে। চন্দ্রের প্রবাসাবস্থায় মনুষ্যেরও প্রবাস, নষ্টাবস্থায় বিত্তনাশ, মৃতাবস্থায় মৃত্যুভয়, জয়াবস্থায় জয়, হাস্যাবস্থায় স্ত্রীবিলাসাদি সুখ, ক্রীড়াবস্থায় সুখ, সুপ্তাবস্থায় নিদ্রা, ভুক্তাবস্থায় দেহপীড়া, ভয় ও তাপ প্রভৃতি হইয়া থাকে। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

দিনবন্ধু (পুং) দিনস্য বন্ধুঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনবল (পুং) দিনে বলং যস্য। দ্বিপদরাশি, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ রাশি, দিনবলী। (বৃহজ্জাতক)

দিনমণি (পুং) দিনস্য মণিরিব। ১ সূর্য্য।

"দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন-ভব-খণ্ডন" (গীতগোবিন্দ)

২ অর্কবৃক্ষ।

দিনমল (ক্লী) মাস।

দিনময়ূখ (পুং) দিনে ময়ূখো যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনমান (ক্লী) দিনস্য মানং। সূর্য্যদর্শনকালের মান ভেদ, দ্বাদশ মাসের প্রতিদিবসীয় দিনমান নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে স্থির করা যায়, প্রথমতঃ রবিস্ফুট করিতে হইবে, আর যদি ঐ রবির স্ফুট অয়নাংশযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে অয়নাংশ হীন করিবে, তাহাতে শূন্য সময়ের অর্থাৎ বিষুব-সংক্রান্তির রবির স্ফুট হইবে। ঐ বিষুবসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৬ মাসের ৬ সংক্রান্তি দিবসের অর্থাৎ বৈশাখ মাসে বিষুবসংক্রান্তি-দিবসীয় ০ শূন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিবসীয় ৩০ ত্রিশ, আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৬৪, ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৩০ এই ৬টী অঙ্ককে বিষুবের মধ্যাহ্ন ছায়া ৫।১০ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯০ দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাতে ৩০ যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই দণ্ডাদিই যথাক্রমে উক্ত বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। আর যে ৬টী সংক্রান্তি অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের দিনমান এইরূপে জানা যাইবে, যথা—যে ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৬০ হইতে বিযুক্ত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই যথাক্রমে কার্ত্তিকাদি ৬ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। যে যে দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কুর ৫।১০ পঞ্চাঙ্গুল দশ ব্যঙ্গুল মধ্যাহ্ন ছায়া হয়, সেই দেশের দিনমান এইরূপে আনয়ন করিতে হয়। যথা—বৈশাখ মাসের বিষুবসংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড, ঐ ৩০ দণ্ডকে ৬০ দণ্ড হইতে হীন করিলে যে ৩০ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩১।৪৩ পল, ঐ অঙ্ক ৬০ হইতে হীন করিলে ২৮।১৭ পল থাকে, উহাই অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হয়। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩৩।৬ পল, ৬০ হইতে ঐ অঙ্ক হীন থাকিলে ২৬।৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনের পরিমাণ। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিনের দিনমান ৩৩।৪০ পল, ৬০ দণ্ড হইতে উহা হীন করিলে ২৬।২০ পল অবশিষ্ট থাকে, ইহাই মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনমান ৩৩।৬ পল, ঐ অঙ্ক ৬০ হইতে বাদ দিলে ২৬।৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩১।৪৩ পল, উহা ৬০ হইতে বিয়োগ

করিলে ২৮।১৭ পল হইয়া থাকে, এই ২৮।১৭ পল চৈত্র সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান হইয়া থাকে। এই যে সকল দিনমান লিখিত হইল, প্রত্যেক ৬৬ বৎসরে রবির এক অয়ন দিন হয়, এই নিয়মানুসারে এখন ১০ই চৈত্র দিবসে সূর্য্য বিষুবরেখায় আসেন, এইজন্ত ঐ দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড হয়, আর আর সংক্রান্তি সেই সেই মাসের ১০ দিবসে ঘটিতেছে। ইদানীন্তন পঞ্জিকা দেখিলেই জানা যায় যে ঐ দিবসেই উক্ত দিনমান দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কেবল সংক্রান্তি দিনের দিনমান উক্ত হইল; ইহার মধ্যবর্ত্তী দিনগণের দিনমান স্থির করিতে হইলে মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান স্থির করিয়া তাহার পর দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সংক্রান্তি দিনের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যত দিন দণ্ড হইবে, তাহা দ্বারা পূর্ব্ব সংক্রান্তি হইতে পর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যে দণ্ডাদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ত্রৈরাশিক দ্বারা পর পর দিবসের দিনমান স্থির করিয়া লইবে।

খং০ খাগ্নী ৩০ যুগশায়কৌ ৫৪ যুগরসৌ ৬৪ বেদেষবঃ ৫৪ খাগ্নয়ঃ। ছায়া ৫।১০ ম্না খনবোঃ ৯০ ষ্ ভাঃ খদহর্নৈ ৩০ যুক্তা ছায়ামানানি ষট্‌॥

স্পষ্টার্কাদয়নাংশযুক্তবিযুতাৎ শুক্তক্রমাৎ ষষ্টি ৬০ তশ্চেৎ।

তদ্ধান্তপরাণি ষট্‌তদপরাণ্যত্রানুপাতাৎ পুনঃ॥" (সিদ্ধান্তর°)

দিনমুখ (ক্লী) দিনস্ত মুখং। অহর্মুখ, প্রভাত।

দিনমূর্দ্ধন্‌ (পুং) দিনস্ত মূর্দ্ধা ইব আস্থানত্বাৎ। উদয়গিরি।

দিনযৌবন (ক্লী) দিনস্ত যৌবনমিব। মধ্যাহ্ন।

দিনরত্ন (ক্লী) দিনস্ত রত্নমিব প্রকাশকত্বাৎ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনরাশি (পুং) জ্যোতিষোক্ত অহর্গণ।

"যথা স্বভগণাভ্যস্তো দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ।

বিভাজিতো মধ্যগত্যা ভানবাদি গ্রহো ভবেৎ॥" (সূর্য্যসি°)

২ দিনসংজ্ঞক বৃষাদি রাশি। [রাশি দেখ।]

দিনব্যাস (পুং) দিনস্ত অহোরাত্রাত্মক কালজ্ঞাপকবৃত্তস্ত ব্যাসঃ। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত অহোরাত্রবৃত্তব্যাসের অর্দ্ধ ব্যাস।

"ক্রান্তৌ ক্রমোৎক্রমজ্যে দ্বে কৃত্বা তত্রোৎক্রমজ্যয়া।

হীনত্রিজ্যা দিনব্যাসদলং তদ্দক্ষিণোত্তরং॥" (সূর্য্যসি°)

'দিনব্যাসদলং অহোরাত্রবৃত্তস্ত ব্যাসার্দ্ধং।' (রঙ্গনাথ)

দিনাংশ (পুং) দিনস্ত অংশঃ। ১ ত্রিধাবিভক্ত দিনের প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন ভাগ, দিবসের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নরূপ ত্রিবিধ কাল। ২ পঞ্চধা বিভক্ত দিনের সঙ্গবাদি কাল।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্‌সঙ্গবস্তাবদেব তু।

মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্তাদপরাহ্নস্ততঃ পরং॥

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্তাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃ, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, পরে তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ, তদনন্তর তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন কাল। দিন এই পাঁচ অংশে বিভক্ত, ইহাদিগের মধ্যে প্রাতরাদি কালকে দিনাংশ কহে। সায়াহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে কোন কার্য্যাদি করিবে না।

দিনাজী, উঃ পঃ প্রদেশে হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। কুলপাহাড় হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ছোট পাহাড়ের উপর চন্দেলরাজদিগের সময়কার এক শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। এই পাহাড়ের নিম্নে জৈনতীর্থঙ্কর শান্তিনাথের এক অতি বৃহৎ মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তাহার গায়ে ১১৯৪ সম্বৎ খোদিত।

দিনাগম (পুং) দিনস্ত আগমঃ। প্রভাতকাল।

দিনাজপুর, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমাংশবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৪° ৪৩´৪০´´ হইতে ২৬° ২২´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৪´ হইতে ৮৯° ২১´ ৫´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বে করতোয়া এবং পশ্চিমে মহানন্দা নদী অনেকদূর পর্য্যন্ত জেলার সীমান্তে অবস্থিত। পরিমাণফল ৪১১৮ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১৪,৩৪৬। পুনর্ভবা নদীতীরস্থ দিনাজপুর নগর জেলার সদর।

উত্তর বঙ্গের অন্যান্ত জেলা অপেক্ষা ইহার ভূমি বন্ধুর। হিমালয় হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ভূমি 'খিয়ার' নামক একপ্রকার আঁটাল মৃত্তিকাময়, তাই নদীকূল সহজে ক্ষয় হয় না। জেলার দক্ষিণাংশে এবং বায়ুকোণে কুলিক নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে ভূমি তরঙ্গায়িত হইয়া স্থানে স্থানে ১০০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। বহুসংখ্যক নদী জেলার মধ্যে নিজ নিজ পথে প্রবাহিত। বর্ষাকালে ইহারা বন্তা প্লাবনে কূল অতিক্রম করিয়া তীরদেশে পলি সঞ্চিত করে। খিয়ার ও পলি মৃত্তিকার পরিমাণের উপরই প্রধানতঃ জেলার কৃষিকার্য্য নির্ভর করে। বর্ষাকালে নদী সকল ফুলিয়া উঠে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে রেখাকারে পরিণত হয়। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে নদীজল দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান প্লাবিত করিয়া যায়, কিন্তু সে জল কোন উল্লেখযোগ্য ঝিল, জলা প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে না। দক্ষিণদিকে মাটির পাহাড় অনুচ্চ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অগণিত বন্ত পশুর আবাস স্থান। ঐ সকল জঙ্গল হইতে বন্তজাত অন্নই উৎপন্ন হয়।

দিনাজপুর জেলার সমস্ত নদী প্রধানতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণী দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মহানন্দা নদীতে পড়িয়াছে, অপর শ্রেণী দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বগুড়া ও রাজ-

শাহী জেলায় তিস্তানদীর (ত্রিস্রোতার) পূর্ব্বতন গর্ভে সলিল বিসর্জ্জন করিতেছে। মহানন্দা নদী পশ্চিম সীমান্তে প্রায় ৩০ মাইল স্থানে প্রবাহিত। নাগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা ইহার উপনদী, সকল গুলিতেই বর্ষাকালে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। আত্রাই (আত্রেয়ী), যমুনা ও করতোয়া নদী পুরাতন তিস্তায় পড়িয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তিস্তার স্রোত সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে, এজন্ত ঐ সকল উপনদীতে বাণিজ্য সম্যক্ হ্রাস ও বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে।

জেলার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ করতোয়া নদীতীরে বহুসংখ্যক শালবন দৃষ্ট হয়। এই সকল অরণ্যে জমিদারদিগের বেশ লাভ হয়। কিন্তু অনেক সময় অকালে ঐ সকল গাছ কাটিয়া ফেলা হয়; সুতরাং কাষ্ঠ তত দূর উৎকৃষ্ট হয় না। অরণ্যে মধু, অনন্তমূল, শতমূলী, এবং বন্য ফুল পাওয়া যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রক, বন্যবরাহ, বন্যমহিষ, নানাজাতীয় মৃগ, বন্যমার্জ্জার, শৃগাল, নকুল, গন্ধগোকুল, সজারু, তরক্ষু এবং নদীতে কুম্ভীর দৃষ্ট হয়। ব্যাঘ্র ও চিত্রক গভীর জঙ্গলে ও কাশবনাদিতে বাস করে এবং প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক মনুষ্য গবাদি বিনাশ করে। বন্যমহিষ, শূকর ও শৃগালাদি ইক্ষু ও ধান্যক্ষেত্রে আসিয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়া যায়। এ জেলায় শিকার ও অন্যান্য জাঙ্গল পক্ষী পর্য্যাপ্ত, নানা প্রকার মৎস্যও পাওয়া যায়। জেলার অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া আছে, পশুপালকগণ ঐ সকল স্থানে বিনা করে নিজ নিজ গোমেষাদি পশুচারণ করে।

দিনাজপুরে অসভ্যজাতির সংখ্যা অধিক, এই সকল অসভ্যজাতি সম্ভবতঃ নিতান্ত নীচভাবে হিন্দুধর্ম্মে থাকা অপেক্ষা বিজেতা মুসলমানদিগের ধর্ম্মের আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করে এবং তজ্জন্যই তথায় মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক। ছোটনাগপুর হইতে ভূমিজ, সাঁওতাল, কোল, খরবার, ভুঁইয়া প্রভৃতি জাতীয় বহুসংখ্যক লোক এখানে রাজপথ নির্ম্মাণে ও জঙ্গলাদি কাটিতে আসিয়া বাস করিতেছে। প্রকৃত হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত অর্দ্ধ হিন্দু শ্রেণীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, ইহারা পালি, রাজবংশী, কোচ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণগণ এদেশে অল্পকাল আসিয়া বাস করিতেছে, এইরূপ প্রবাদ আছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে রাজপুত, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, বেণিয়া, নাপিত, তাঁতি, কুমার, লোহার, গোয়ালা, জেলে, জোলাগ, হাড়ী, চণ্ডাল ইত্যাদি। দিনাজপুর সহরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী মাত্র ইহার উপাসক। কয়েকটী জৈনপরিবারও আসিয়া বাস করিতেছে। ভিক্ষাজীবী বৈরাগী বৈষ্ণবের সংখ্যাও অল্প নহে, অনেক পালি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিজীবী জমিদার বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা অল্প। শস্যসংগ্রহকালে অন্যাধিক লোক এই জেলায় আসিয়া থাকে, কিন্তু দিনাজপুর হইতে লোক বড় অন্য স্থানে যায় না।

এই জেলায় নগরের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল দিনাজপুর নগরে দশসহস্রাধিক লোক বাস করে, আর কোন স্থানে পঞ্চ সহস্রের অধিক লোক থাকে না। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী এবং পল্লীগ্রামে বাস করিতে ভালবাসে। দোকানদার এবং শিল্পজীবিগণও গৃহস্থের খরচ অনুযায়ী চাষ করিয়া থাকে। ধান চাষই বেশী, তবে কেহ কেহ উপযুক্ত জমি থাকিলে সামান্য পরিমাণে শাক, ফলমূলাদি আবাদ করিয়া থাকে।

কৃষকেরা সামান্য ভাবে জীবনযাপন করে। ইহাদের অবস্থা অন্যান্য সুসভ্য জেলায় কৃষকদিগের অপেক্ষা স্বচ্ছল। এখানে কৃষকদিগের অধিকাংশই একাধিক বিবাহ করে, কৃষক মাঠে চাষ করে, আর রমণীগণ বাড়ীতে থাকিয়া কেহ কাপড় বুনে, কেহ সূতা কাটে, কেহ বা শণ পাট হইতে চট থলিয়া প্রস্তুত করে। শেষোক্ত কাজ প্রায় স্ত্রীলোকদিগের একচেটিয়া। এই সকল দ্রব্য গৃহস্থের ব্যবহার বাদে অবশিষ্ট সন্নিহিত হাটে বিক্রীত হয়। নদীতীরে বড় বড় গোলা আছে। তথায় ধান্যাদি শস্য সঞ্চিত হয় এবং বর্ষারম্ভে নৌকাযোগে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

তণ্ডুলই এ জেলার প্রধান শস্য, তন্মধ্যে অধিকাংশই হৈমন্তিক এবং নিম্নভূমিতে জন্মিয়া থাকে। উচ্চভূমিতে আশুধান্য এবং নদী ও বিল প্রভৃতির ধারে ধারে বোরো ধান্য সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ভূট্টা, যবয়া, নানাবিধ কলায়, তামাক, পাট, শণ, সরিষা, গুঞ্জা প্রভৃতি মাল, ইক্ষু ও পাণ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

সারের মধ্যে গোময়, খিয়ার ও পলি উভয় জমিতেই দেওয়া হয়। খিয়ার কখন পড়িয়া থাকে না, কিন্তু পলিজমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইবার নিমিত্ত ৩ বৎসর পরে এক বৎসর ফেলিয়া রাখিতে হয়। এক জমিতে বৎসর বৎসর এক আবাদ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করিলে যে অধিক লাভের সম্ভাবনা তাহা কেহই জানে না। জেলার মধ্যে কর্ষণযোগ্য বিস্তর জমি পতিত অবস্থায় আছে। গো, মহিষ, মেষ, ছাগাদি পশু এবং তাহাদের আবশ্যক মাঠের

অভাব নাই। খিয়ার জমিতে বৎসরে একবার মাত্র ধান্য হয়, পলিজমিতে আউস ধান্য কাটিলে কলায়, গম, যব, সর্ষপ প্রভৃতি আবাদ হইয়া থাকে।

দিনাজপুরে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈববিড়ম্বনা যেন একবারেই নাই বলিলেই হয়। বর্ষাকালে নদী সকল উচ্ছলিত হইয়া বহুদূর জলপ্লাবিত করে বটে, কিন্তু তাহাতে উপকার বই শস্তের অপকার হয় না। কেবল একবার মাত্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে এই জেলার আমন ধান্য আদৌ হয় নাই। প্রজামণ্ডলের এই প্রধান শস্য বিনষ্ট হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্মেণ্ট রিলিফ কার্য্য খুলিয়া দুর্ভিক্ষ অনেকটা নিবারণ করেন।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, ইহার একটী শাখা-রেলপথ দিনাজপুর সহর দিয়া গিয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র সকল দিকে পাকা রাস্তা আছে। নদী দিয়াও যাতায়াত বাণিজ্যাদি চলে বটে, কিন্তু অনেক নদীতে বৎসরে ৩। ৪ মাস মাত্র বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই কৃষিজীবী। তজ্জন্য শিল্পের উন্নতি অত্যল্প। নীলকুঠি বা রেসম কুঠি আদৌ নাই, চিনির কারবারও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। স্থানীয় ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় কিয়ৎ-পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেকলী নামে বন্ত তৃণজাত একরূপ দীর্ঘস্থায়ী মাদুর স্থানে স্থানে নির্ম্মিত হয়।

জেলার উত্তরভাগে কোচ-রমণীগণ বিস্তর চট বলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে নদী দিয়াই দিনাজপুর জেলার বাণিজ্য সম্পন্ন হইত, এখন রেলপথ হইয়া ব্যবসায়ের আরও সুবিধা হইয়াছে। তণ্ডুল, শণ, পাট, তামাক, চিনি, চট এবং চর্ম্ম অন্তান্ত স্থানে রপ্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে লবণ ও বিলাতী কাপড় প্রধান। জেলার পশ্চিমার্দ্ধ হইতে তণ্ডুলাদি মহানন্দা নদী দিয়া বেহার ও উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হয়, পূর্ব্বাংশের বাণিজ্য দ্রব্য তিস্তার উপনদী এবং নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথ দিয়া একবারে কলিকাতায় আনীত হয়। গ্রীষ্মকালে গোরুর গাড়ী ও বলদ দ্বারা ব্যাপারীরা সমস্ত জেলা ঘুরিয়া তণ্ডুল সংগ্রহ করে এবং নদীতীরস্থ আড়তে জমা করিয়া রাখে। বর্ষাকালে নদীযোগে ঐ সংগৃহীত তণ্ডুল স্থানান্তরে নীত হয়। এইরূপ গোলার মধ্যে রায়গঞ্জ, নিতপুর, চাঁদগঞ্জ, বিরামপুর ও খড়িবান প্রধান। নেকমর্দ নামক স্থানে প্রতিবৎসর মুসলমান ফকিরের সমাধির প্রতিষ্ঠার একটী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ১,৫০,০০০ দেড় লক্ষ লোকের সমাগম এবং গো মেষাদি ও ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আনীত বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শান্তপুর, চালনীঘি, অলবার খাওয়া প্রভৃতি তিনটী স্থানেও সামান্য মেলা হইয়া থাকে।

মধ্যবৃত্তি ও পাঠশালা সকলে সরকারী সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানে বিদ্যাশিক্ষার বহু বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার জন্তও নানাস্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা দিনাজপুরের জলবায়ু শীতল। এখানে বসন্তকাল শেষ না হইলে গ্রীষ্ম পড়ে না, বৈশাখ মাসের ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত রাত্রিতে বেশ শীত থাকে। শীতকালে রাত্রে অত্যন্ত তুহিনপাত হয় এবং প্রভাতে কুহেলী রাশিতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন থাকে, সূর্য্য উদিত না হইলে উহা দূর হয় না। দেখা গিয়াছে গ্রীষ্মকালে এস্থান বিদেশীদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে, কিন্তু অধিবাসিগণ বর্ষার শেষেই অধিক পীড়িত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি। গড় তাপাংশ ফা° ৮০°৫।

নানাপ্রকার জ্বর, কালাজ্বর, প্লীহা, উদরাময়, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ সচরাচর হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এখানে অত্যন্ত অধিক, বহুসংখ্যক অধিবাসী এই রোগে প্রাণত্যাগ করে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কেবল এই ম্যালেরিয়া রোগেই ৩০,০০০ এর অধিক লোক গতাসু হয়। এরূপ দুর্ব্বৎসর কেহ কখনও দেখে নাই। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পলাইতে বাধ্য হয়। রাজকার্য্য-পরিচালন দুর্ঘট হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ব্যাপারে দিনাজপুরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হইল, প্রায় শতকরা ৭৫ জন রুগ্ন, তন্মধ্যে ৫৪ জনের প্লীহারোগ। মৃত্যু-সংখ্যা রেজিষ্টারি করিবার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। দেখা গেল, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সহস্রে বার্ষিক প্রায় ৪২ জন অর্থাৎ লণ্ডন নগরের প্রায় দ্বিগুণ। জেলাসমূহে মৃত্যু আরও অধিক। দিনাজপুর নগরের সন্নিকটে এবং অন্তান্ত স্থানে জল নিকাশ, জঙ্গল কর্ত্তনাদির ব্যবস্থা এবং অন্তান্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও দাতব্যচিকিৎসালয় সংস্থাপন দ্বারা ইহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বলা বাহুল্য ক্রমশঃ দিনাজপুরের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। দিনাজপুর নগর, রায়গঞ্জ, বৃন্দাবন, মহাদেবপুর, বালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

ইতিহাস। দিনাজপুরের প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। পৌরাণিককালে এই স্থান জ্যোতিষিক নামে খ্যাত ছিল। তৎপরে ইহার কতকাংশ নিবৃত্তি ও কতকাংশ বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত হয়। প্রবাদ অনুসারে এই জেলার অধিকাংশ প্রাচীন মৎস্যদেশের অন্তর্গত ছিল এবং বিরাট্ রাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে এই মৎস্যকেই মহাভারতোক্ত বিরাট্রাজের রাজ্য বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে বিরাটের মৎস্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, এ অঞ্চলে নহে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে মৎস্যের অবস্থান ও মৎস্য শব্দ দ্রষ্টব্য।] প্রবাদ আছে—দিনাজপুরে এক সময়ে বাণ রাজা রাজত্ব করিতেন, এই জেলার নানাস্থানে বাণ-কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

বহুদিন হইল, পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজগণ এখানে আধিপত্য করিতেন। জেলার নানাস্থানে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণ এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন,—তাঁহাদের কীর্ত্তি এখনও দিনাজপুরের নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। [পালবংশ দেখ।]

পালবংশীয়দিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইলে এই জেলা সেন-রাজগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। পালবংশীয়দিগের ন্যায় এখানে কোন সেনরাজ বাস করিতেন কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এখানকার তর্পণদীঘি হইতে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সেনদিগের পর এই জেলা গৌড়ের মুসলমান অধিপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। দিনাজপুরের নানাস্থানে উৎকীর্ণ পারসী ও আরবী শিলালিপি দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুকানন সাহেব লিখিয়াছেন, রাজা গণেশ নামে এক ব্যক্তি এখানে বিশেষ প্রবল হইয়াছিলেন। আইন-ই-অক্‌বরীতে ইসিই কাঁস বা কংস নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি এক সময় সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেই কংসের আবাস রাজসাহী জেলায় ভাতুরিয়া নামক স্থানে ছিল, দিনাজপুরে নহে।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশসম্ভূত বিষ্ণুদত্ত নামে এক ব্যক্তি নবাব-সরকারে কানুনগো হইয়া দিনাজপুরে আগমন করেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার নিকট প্রতি-পত্তি লাভ করেন এবং চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র মজুমদার পিতৃসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার ভাগিনেয় শুকদেব মাতুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। অপুত্রকাবস্থায় হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু হইলে ১৫৬৬ শকাব্দে শুকদেব সমস্ত মাতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তখন রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী। শুকদেব রাজমহলে গিয়া শাহসুজার নিকট ফরমাণ গ্রহণ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া পড়িলেন; সকলে তাঁহাকে রাজা শুকদেব বলিয়া ডাকিত। শুকদেব শুকসাগর নামক এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৩ শকে শুকদেবের মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ রামদেব তিন বর্ষ ও তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ জয়দেবও তিন বর্ষ সম্পত্তি সম্ভোগ করেন। এই সময়ে ঘোড়াঘাট পরগণা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬০৯ শকে প্রাণনাথ বৈমাত্রের ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীর দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হয়। ১৬১৪ শকে তিনি বাদসাহ আলমগীরের নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি পাইলেন। পথিমধ্যে বৃন্দাবনধামে যমুনার জলে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, ঐ মূর্ত্তি দিনাজপুরে আনিয়া নিজগৃহে স্থাপন করেন। ঐ মূর্ত্তির নাম রুক্মিণীকান্ত। তাঁহারই যত্নে কান্তনগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে একখানি শিলাপট্টে মন্দিরনির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে এই কবিতাটী উৎকীর্ণ আছে—

"শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদকান্তিরম্যং সুরচিতনবরত্নাখ্যমন্দিরকার্ষীৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্তভূষ্টৈঃ সমুচিতমনসা রামনাথেন রাজ্ঞা।
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্তু নিজ নগরে তাতসঙ্কল্পসিদ্ধ্যৈ॥"

[কান্তনগর দেখ।]

এ ছাড়া প্রাণনাথ নানাস্থানে আরও কতকগুলি দেবালয় ও প্রাণসাগর নামে এক বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। কান্তনগরের মন্দির তিনি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র রামনাথ সম্পূর্ণ করেন।

রামনাথকে কেহ কেহ রমানাথ নামেও উল্লেখ করেন। ১৬৪১ শকে রাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হইলে রমানাথ পিতৃ-বিষয় লাভ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি বাগরাজের

ভগ্ন বাটী হইতে প্রভূত নিধি প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময় সালবাড়ী পরগণার জমিদার রাজস্ব না দেওয়ায় নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ রামনাথকে সালবাড়ী অধিকারের আদেশ করেন। তাহাতে সালবাড়ী জমিদারের সহিত রামনাথের দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে রামনাথ জয়লাভ করিয়া সালবাড়ী হইতে কালিকা ও চামুণ্ডা দেবীর মূর্ত্তি আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সালবাড়ীর জমিদার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং সালবাড়ী পরগণা রামনাথের অধিকৃত হয়। রামনাথ নবাবের নিকট আপনার বিজয়বার্ত্তা ও রাজস্ব পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে করদাহ পরগণা দান করিলেন। ১৬৬৭ শকে তিনি কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনান্তর দিল্লীতে উপস্থিত হন। দিল্লীর দরবারে তিনি 'মহারাজ' উপাধি, রাজোচিত খেলাত এবং নিজ রাজধানীতে দুর্গ ও সৈন্তরক্ষার আদেশ পাইয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে এক গোপালমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। ১৬৭৬ শকে গোপালগঞ্জে এক পঁচিশ রত্নমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে এরূপ সুন্দর মন্দির অতি বিরল। এই মন্দিরে শিলাফলকে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"শাকেঽঙ্গভূমিধরতর্কসুধাংশুসঙ্খ্যে
শ্রীতত্ত্বমন্দিরমসৌ নৃপরামনাথঃ।
ভক্ত্যা দদৌ পরময়া সহ রাধিকায়ৈ
কৃষ্ণায় তচ্চরণপঙ্কজলব্ধিকামঃ॥"

ইতিপূর্ব্বে শুকসাগরের তীরে পিতার স্থাপিত শুকেশ লিঙ্গেরও এক সুন্দর শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;— সেই মন্দির মধ্যেও এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"শকাব্দে শশাঙ্কর্ষিকালেন্দুসঙ্খ্যে
শিবায়াতিহৃষ্টো দদৌ সৌধগেহম্।
শুকেশায় রম্যং রমানাথভূপে
নৃপপ্রাণনাথস্য সংস্থাপিতায়॥"

এ ছাড়া রামনাথ আরও অনেক সৎকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, এক সময়ে ইনি কল্পতরু হইয়াছিলেন।

তৎকালে সৈয়দ মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি রঙ্গপুরের সীমান্তরক্ষার জন্ত ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ রামনাথের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া দুষ্ট ফৌজদার একদিন হঠাৎ রামনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। রামনাথ স্ত্রীপুত্রসহ গোবিন্দনগরে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন, পরে গঙ্গাজানের ছল করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সুবাদারের নিকট ফৌজদারের অত্যাচারের কথা জানাইলেন। সুবাদার সৈয়দ মহম্মদকে ধরিয়া আনিবার জন্ত একদল সৈন্ত দিলেন, সেই সৈন্ত সাহায্যে রামনাথ ফৌজদারকে বিনাশ করিয়া তাঁহার অধিকৃত বাজাখনাদি পাঁচখানি পরগণা অধিকার করেন এবং সুবাদারের নিকট নগদ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ও বিস্তর মুক্তা জহরতাদি পাঠাইয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইলেন। রামনাথের চারি স্ত্রী, চারি পুত্র, চারি কন্তা ও চারি জামাতা ছিল। এই জন্ত তিনি সমস্ত দ্রব্যে ৪ চিহ্ন অঙ্কিত করাইতেন। এখনও রাজবাড়ীর সকল দ্রব্যে এই ৪ চিহ্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

১৬৮২ শকে রামনাথ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। অপর তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। রামনাথের ২য় পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতার শ্রাদ্ধাদির পরই সনন্দ আনিবার জন্ত দিল্লীযাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই করদাহের বাড়ীতে সহসা জ্বররোগে মৃত্যু হয়। এখন তাঁহার ৩য় ভ্রাতা বৈদ্যনাথ নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার সময় মীর কাসিম বাঙ্গালার নবাব। তিনি বাঙ্গালার সকল রাজা ও জমিদারগণের প্রতি রাজস্ব বৃদ্ধির আদেশ করেন। বৈদ্যনাথ রাজস্ব বৃদ্ধি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কাসিম কৌশলক্রমে মুঙ্গেরে আনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এই সুযোগে তাঁহার কনিষ্ঠ কান্তনাথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নিজ নামে সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন। বৈদ্যনাথ দুর্গরক্ষককে উৎকোচ দিয়া দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন এবং কান্তনাথের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেন। তাঁহার যত্নে আনন্দসাগর নামক সরোবর, আনন্দসাগর ও মাতাসাগরের সহিত সংযুক্ত রামডাঁড়া নামক বৃহৎ খাল এবং ১৬৯৭ শকে নিজ রাজধানীতে কালিয়াজীউ বিগ্রহের বিশ্রাম মন্দির নির্ম্মিত হয়। শেষোক্ত মন্দিরে শিলাপট্টে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"যং কালিয়েতি সততং ব্রজরাজপত্নী
প্রেম্ণা জগাদ নিখিল শ্রুতিমৃগ্যমীশম্।
তস্মৈ হরায় নৃপতৌ হরয়ে শকাব্দে
বিশ্রামমন্দিরমদাৎ পবৈদ্যনাথঃ॥"

বৈদ্যনাথের সময় দিনাজপুরের ঐশ্বর্য্যের চরমাবস্থা *।

* তখনকার লোকেরা এই শ্লোকটী আওড়াইত—
"দমের রাজার দুর্গোৎসব রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।
দিনাজপুরের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধমানের বৃদ্ধি।"

বৈদ্যনাথের পুত্র সন্তান হয় নাই, এই জন্ত তিনি এক জ্ঞাতি-পুত্রকে দত্তক লয়েন। তাঁহার নাম রাধানাথ। বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট রাধানাথ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সময়েই দিনাজপুররাজ্যের অবনতির সূত্রপাত হয়। সুশাসনের অভাবে এই সময় বিজয়নগর পরগণা ভিন্ন প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রীত হইল। মনোকষ্টে রাধানাথ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দত্তক পুত্র গোবিন্দ নাথ উত্তরাধিকার পাইলেন।

ইনি বৃন্দাবনে কুঞ্জসংযুক্ত একটী মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাশ্যামরায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৬৩ শকে গোবিন্দনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তারকনাথ রাজা হইলেন। মহারাজ তারকনাথ দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে পাকা রাস্তা এবং দিনাজপুর সহরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করাইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৭ শকে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার মহিষী শ্যামামোহিনী সম্পত্তির রক্ষাভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময় প্রভূত অর্থ বিতরণ করিয়া দীন প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উচ্চ দয়ার গুণে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করেন। ইহার যত্নে দিনাজপুরে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও ব্যায়াম শিক্ষার্থ বিস্তালয় স্থাপিত হয়। ইনিই দিনাজপুরের বর্ত্তমান মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরকে দত্তক গ্রহণ করেন।

পুরাতত্ত্ব। এই জেলায় নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তি এবং পুণ্যস্থান পড়িয়া আছে।

বীরগঞ্জ থানার মধ্যে কান্তনগরের চারিপার্শ্বস্থ ভূভাগকে এখানকার লোকেরা উত্তরগোগৃহ বলে। তাহাদের বিশ্বাস, এখানে বিরাটরাজ গোধন চরাইতেন। বীরগঞ্জের ২ ক্রোশ পূর্ব্বে আত্রেয়ী নদীর তীরে সনকা নামক স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এখানে চাঁদসওদাগরের মাটীর দুর্গ ছিল। কান্তনগর ও প্রাণনগরে দিনাজপুর রাজগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

রাণী শঙ্করথানার মধ্যে গোরক্ষনাথ নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শিব ও কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর দিয়া ঘেরা একটী প্রস্রবণ বা কূপ আছে। যতই জল লওয়া হউক না, কিছুতেই তাহার জল খালি হয় না। শিবরাত্রির দিন এখানে মহাধুমধাম হইয়া থাকে। ইহার নিকট রামরায় ও শ্যামরায়ের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

পীরগঞ্জ থানায় তজননদীর বামধারে ইষ্টকরাশির স্তূপ দেখা যায়। প্রবাদ আছে, এখানে বিরাটের সমসাময়িক মহাদেবের এক গড় ছিল। হেমতাবাদের নিকট মখদুম্ দোকরপোস্ নামক এক মুসলমান সাধুর দরগা আছে, সহস্র সহস্র মুসলমান এখানে সাধুর পূজা দিতে আইসে।

দোকরপোসের মস্জিদ্ সুলতান্ হোসেন শাহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মস্জিদ্গাত্রে ৯৯৬ হিজরী অঙ্কিত আছে। হেমতাবাদের পশ্চিমাংশে মহেশ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এখানকার লোকেরা বলেন, বদরুদ্দীন্ নামক এক মুসলমান পীরের উৎপাতে মহেশ ঢাকায় চলিয়া যান। এখানে একটী উচ্চ প্রাচীর আছে, সাধারণে তাহাকে হোসেনশাহের 'তখ্ত' বা সিংহাসন বলে। বংশীহারী থানার উত্তরপূর্ব্বাংশে রাজা মহীপালের কীর্ত্তি মহীপালদীঘি নামে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এক বৃহৎ সরোবর আছে। জগদল থানায় তজন ও পুনর্ভবা নদীর পলি পড়িয়া এক দ্বীপ হইয়াছে, এই দ্বীপের মধ্যে একটী সরোবর ও এক প্রকাণ্ড ইটের স্তূপ দেখা যায়। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস, সূর্য্যবংশীয় মায়ারুদ্র রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। গঙ্গারামপুর থানায় দমদমা নামক স্থান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। লোকেরা ঐ সকল বাণরাজার কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। এখানে তর্পণদীঘি নামে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। চুয়াত্তর সালের মন্বন্তরের সময় ইহার নিকট একটী ক্ষুদ্র ডোবা কাটাইবার সময় তন্মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এক খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়।

প্রবাদ এইরূপ এখানে বাণরাজ তর্পণ করিতেন, সেই জন্ত তর্পণদীঘি নাম হয়। ইহার অনতিদূরে বাণেশ্বরবাটী ও মুসলমানগণের প্রাচীন রাজধানী দেবকোট অবস্থিত। দেবকোটে মুসলমান রাজগণের সময়কার কয়েকখানি খোদিত লিপি আছে। এই নগরের অনতিদূরে এক বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ পতিত আছে।

হাবড়া থানার মধ্যে বিরাটপাট নামে ইষ্টকের স্তূপবিশিষ্ট এক প্রাচীন স্থান আছে। এখানকার লোকেরা ইহারই কিছু দূরে বিরাটসেনাপতি মদনের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া থাকে। ইহার খানিক দূরেও অনেক প্রাচীন স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে কেহ কেহ কীচকের বাড়ী নির্দ্দেশ করে। হাবড়া থানার মধ্যে করতোয়াতীর্থ অবস্থিত, কোন যোগ উপলক্ষে সহস্র সহস্র হিন্দু এখানে করতোয়া নদীতে স্নান করিতে আইসে। এ অঞ্চলের মুসলমানেরাও মাল্য উৎসর্গ করিয়া করতোয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ ছাড়া ঘোড়াঘাট থানায়

করতোয়ায় ঋষিতীর্থ বিদ্যমান। হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তি ব্যতীত এই জেলায় বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন ও বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই। দিনাজপুরের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে বিস্তর বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ অঞ্চলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন রাজধানী বর্দ্ধনকুটী অবস্থিত। পালরাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে 'যোগীগুফা' নামক বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মায়াদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের এই পবিত্র স্থানে পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবেরা চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। খেতল পরগণায়ও ঐরূপ অনেক আছে। পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে ও পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫৷৷০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাইশাহ নামক পীরের আস্তানার নিকট বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল স্থাপিত মহীপুর অবস্থিত। যোগীগুফার চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে; প্রবাদ যে ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী, চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ বুদলস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ। বাস্তবিক যোগীগুফার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটন করিলে পালরাজগণের অনেক কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দিনাণ্ড (ক্লী) অন্ধকার।

দিনাদি (পুং) দিনস্য আদিঃ। প্রভাতকাল।

দিনাধীশ (পুং) দিনস্য অধীশঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনান্ত (পুং) দিনস্য অন্তঃ। দিবাবসান, সায়াহ্ন।

"কৃত্বাদিনান্তে নিলয়ায় গন্তং" (রঘু)

দিনান্তক (পুং) দিনং অন্তয়তি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। অন্ধকার। (ত্রিকা°)

দিনাপুর (দানাপুর), ১ বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের শাসনাধীন পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। ইহার প্রকৃত নাম দানাপুর, সাহেবেরা দিনাপুর বলে। অক্ষা° ২৫° ৩২´ হইতে ২৫° ৪৪´ উঃ; দ্রাঘি° ৮৪° ৫০´ ১৫´´ হইতে ৮৫° ৭´ পূঃ। পরিমাণ ফল ১৪৩ বর্গমাইল। এই মহকুমাতে দুইটী থানা, একটী দেওয়ানী আদালত ও তিনটী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ আলাহাবাদ সামরিক বিভাগের অন্তর্গত পাটনা জেলার সেনানিবাস ও সামরিক সদর আড্ডা। এই নগর গঙ্গা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৮´ ১৯´´ উঃ; দ্রাঘি° ৮৫° ৫´ ৮´´ পূঃ। সেনানিবাসের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমস্ত দানাপুর মহকুমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। দানাপুর হইতে বাঁকিপুর তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী; সুতরাং দানাপুর বাঁকিপুর এবং পাটনা সহর সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত একটী নগরের তিনটী অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের উত্তরে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ। তিনটী নগরেই রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে পাটনা জেলাতে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তাহার সূত্রপাত এই দানাপুরের সেনানিবাস হইতেই হইয়াছিল। ঐ সালের জুলাই মাসে এখানকার তিন দল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সেনানিবাস হইতে বহির্গত হয় এবং দলবদ্ধ হইয়া শাহাবাদে গমন করে। তাহাদিগকে বাধা দিবার কেহ না থাকায়, তাহারা তথা হইতে গিয়া আরা আক্রমণ করে। ইহার পূর্ব্বেই দানাপুর হইতে এক দল গোরা পল্টন আরা রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। য়ুরোপীয় গোরা সৈন্যগণ বিলক্ষণ পটুতা ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু শেষে সিপাহীদিগেরই জয়লাভ হয়।

দিনারম্ভ (পুং) দিনস্য আরম্ভঃ ৬তৎ। প্রভাতকাল।

দিনার্দ্ধ (পুং) দিবসের অর্দ্ধভাগ, মধ্যাহ্ন।

দিনাবসান (ক্লী) দিনস্য অবসানং। দিনান্ত, সন্ধ্যা।

দিনাস্ত্র (ক্লী) মন্ত্রভেদ।

দিনিকা (স্ত্রী) দিনং কৃত্যাহেতুতয়া অস্ত্যত্র ইতি দিন-ঠন্। একদিন কৃত কর্ম্মমূল্য, একদিন কার্য্যের বেতন, একদিন কর্ম্ম করিলে যাহা পাওয়া যায়। (রত্নমালা)

দিনেমার, ডেন্মার্ক দেশের অধিবাসী, ইংরাজীতে ইহাদিগকে ডেন্ (Danes) কহে। [ডেন্মার্ক দেখ।] খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দিনেমারগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাঙ্কুইবার ও শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ কুঠি স্থাপন করেন। এই দুই স্থান এ পর্য্যন্ত উঁহাদিগেরই অধীন ছিল, অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ডেন্মার্কের নিকট হইতে ঐ দুই স্থান ক্রয় করেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পোর্টনভ, এবং মলবার উপকূলে ইন্দোত্তা ও হোলচেরি প্রভৃতি স্থানেও দিনেমারদিগের কুঠি ছিল।

ডেন্মার্কের রাজার সহায়তায় এদেশের প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচারিত হয়। জিজেনবাল্গ্ ও প্লচু

(Plutschau) ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের আশ্রয় ট্রাঙ্কুইবারে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচার আরম্ভ করেন। ইঁহারাই প্রটেষ্টেণ্ট মতে তামিল ভাষায় সমস্ত বাইবেল অনুবাদ করেন।

বাঙ্গালা দেশে কেরি, মার্সমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের নাম বহুবিখ্যাত। ইঁহারা সকলেই দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে থাকিয়া নানাবিধ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন এবং বিদ্যাশিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা এদেশের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক ছাপিবার জন্য ইঁহারাই প্রথম বঙ্গীয় অক্ষর প্রস্তুত করেন।

দিনেশ (পুং) দিনস্য ঈশঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ সূর্য্যাদি বারাধিপতি।

দিনেশাত্মজ (পুং) দিনেশস্য আত্মজঃ। ১ শনি। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ সুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। তপতী, যমুনা।

দিনেশ্বর (পুং) দিনস্য ঈশ্বরঃ। ১ দিনেশ, সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ সূর্য্যাদি বারাধিপতি।

দিন্দিগল, (দিণ্ডুক্কল), ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মদুরা জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণফল ১১৩২ বর্গমাইল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই মহকুমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। কোদবর, মাগেরি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত, তদ্ভিন্ন প্রচুর মৎস্যপূর্ণ বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা আছে। শুনা যায়, ঐ সকল পুষ্করিণীতে পূর্ব্বে মুক্তা ও শুক্তি জন্মিত। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে জয়পাল, সালসা ও সোণামুখীর পাতা উল্লেখযোগ্য। এই মহকুমার অন্তর্গত গুত্তম এবং কলমপত্তি নামক স্থানে লৌহের কারখানা এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

২ উপরিউক্ত দিন্দিগল মহকুমার প্রধান নগর; ইহার প্রকৃত নাম দিণ্ডুক্কল অর্থাৎ দিণ্ডুকনামক দানবের শৈল। অক্ষা° ১০°২১´৩৯´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°০´১৭´´ পূঃ। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮৮০ কিট্ উচ্চে অবস্থিত এবং পলনী পর্ব্বতস্থ কোদাইকানাল স্বাস্থ্যনিবাস হইতে ৫৪ মাইল ও মদুরা হইতে ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী।

অধিবাসীর সংখ্যা ২০,২০৩ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ১৪৫৮৯, মুসলমান ২২৫১, খৃষ্টান প্রভৃতি ৩৩৬৩ জন। পূর্ব্বে খৃষ্টানগণ সহরের এক পৃথক্ পল্লীতে বাস করিত, প্রত্যেক খৃষ্টানের গৃহচূড়ায় ক্রুশ চিহ্ন স্থাপিত থাকিত। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫ জন তন্তুবায়, ১৮ জন ব্যবসায়ী এবং ১৩ জন কৃষিজীবী।

দিন্দিগল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত বড় বড় সহরের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। তামাক, কফি, এলাইচ ও পশুচর্ম্ম প্রভৃতি এ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানকার পট্টবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রভৃতির খুব সমাদর ছিল, কম্বল নানক ঊর্ণাজাত কম্বলও আদরে বিক্রীত হইত। সব্‌ডিভিজনের সদর বলিয়া দিন্দিগল সহরে সমস্ত কাছারী, পোষ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, ডাকবাঙ্গলা, গবর্মেণ্ট স্কুল ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে।

পূর্ব্বে দিন্দিগল নগর মদুরারাজের নামে মাত্র অধীন একটী পৃথক্ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার দুর্গ নগরের পশ্চিমদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১২২৩ কিট্ ঊর্দ্ধে এক দুরারোহ শৈল শৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অদ্যাপি ঐ দুর্গ সম্পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে, এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুরাক্রম্য ও সুদৃঢ়, পরন্তু ইহা মদুরা ও কোইম্বাতোরের মধ্যবর্ত্তী গিরিবর্ত্ম সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই কারণে এই দুর্গ লইয়া অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে।

১৬২৩ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান মরাঠা, মহিশূর ও মদুরা সৈন্যগণের রণকৌশলের লীলাভূমি হইয়াছিল। ঐ সময়ে দিন্দিগলের পলিগার অর্থাৎ সর্দ্দারগণ প্রায় ১৮ জন ক্ষুদ্র সর্দ্দারের উপর আধিপত্য করিত। চাঁদ সাহেব, মহারাষ্ট্রগণ ও মহিশূরের সৈন্যদল যথাক্রমে এই স্থান অধিকার করে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলি এই দুর্গে সেনা সন্নিবেশ করিয়া নিজ ভাবী রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করেন। দক্ষিণ দিক্ হইতে কোইম্বাতোরের পরে অবস্থিত বলিয়া হায়দরআলীর সহিত যুদ্ধে এই দুর্গ ইংরাজদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হস্তচ্যুত হয়, পুনরায় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলুর সন্ধি অনুসারে মহিশূর রাজাকে প্রদত্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আবার যুদ্ধের সূচনা হওয়ায় ইংরাজগণ উহা অধিকার করেন। পরিশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা দুর্গটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হয়। শৈলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে দুর্গের মধ্যস্থলে কএকটী ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার পাদদেশে ভিত্তির চতুর্দ্দিকে বেষ্টিয়া ১৪৬০ শকাঙ্কিত বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতদের রায়ের সাময়িক একটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন দিন্দিগলের দুই একজন ব্রাহ্মণের নিকটও প্রাচীন তাম্রশাসন আছে।

দিন্দিবরম্, (তিণ্ডিবরম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী তালুক বা সব্‌ডিভিজন। পরিমাণ

ফল ৮০৪ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই তালুক দিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনটী ষ্টেশন আছে। প্রধান স্থান দিন্দিবরম্ ও গিঞ্জি।

২ উপরোক্ত দিন্দিবরম্ সবডিভিজনের প্রধান সহর।

দিণ্ডোরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার একটী সব্‌ডিভিজন্। ইহার উত্তরে কল্‌বান ও সপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বত, পূর্ব্বে চান্দোর ও নিফাদ; দক্ষিণে নাসিক সব্‌ডিভিজন; পশ্চিমে সহ্যাদ্রি ও পেণ্ট্‌ পরিমাণফল ৫২৯ বর্গমাইল।

এই উপবিভাগের অধিকাংশ পর্ব্বতময়, তজ্জন্য শকটাদি যাতায়াতের সুবিধা নাই। কেবল সাবল গিরিপথ দিয়া বল্‌সার পর্য্যন্ত এবং আইবান গিরিপথ দিয়া কল্‌বান পর্য্যন্ত রাজপথ দুইটী সুগম। বৃষ্টি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়ে জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

২ উপরোক্ত দিণ্ডোরী সব্‌ডিভিজনের প্রধান নগর। এই নগর নাসিক হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে সবডিভিজন সংক্রান্ত কাছারী, ডাকঘর, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে।

দিন্নাগ্রাম (পুং) কাশ্মীরের একটী গ্রাম। (রাজতর° ৪।৩০১৮)

দিপ্সু (ত্রি) দম্ভ সন্ উ ছান্দসঃ ন ভষ্। দম্ভেচ্ছু। "ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবঃ" (ঋক্ ১।২৫।১৪) লৌকিক প্রয়োগে দিপ্সু হইবে না, সেই স্থলে ধিপ্সু এইরূপ হইবে, বৈদিক প্রয়োগে কেবল 'দিপ্সু, দিপ্সন্তি' এইরূপ প্রয়োগে হইবে।

দিপালপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটী তহসীল। পরিমাণফল ৯৫৬ বর্গমাইল। ইহার প্রায় ৩ অংশে কৃষিকার্য্য হয়, অবশিষ্ট পতিত ও অনুর্ব্বর।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটী প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট নগর ও উপরোক্ত দিপালপুর তহসীলের সদর। এই নগর ওথারা ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল এবং পাকপত্তন হইতে ২৮ মাইল ঈশানকোণে প্রাচীন বিপাশা নদীর তটে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেও পূর্ব্বে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্‌গণের সময়ে ইহা সুসমৃদ্ধ উত্তর পঞ্জাবের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বাবর দিপালপুর নগরকে লাহোরের সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন। অনেকে অনুমান করেন, এই নগর সম্ভবতঃ দেবপাল নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ দেবপাল হইতেই দেবপালপুর বা দিপালপুর হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে আছে ইহার আদি নাম শ্রীপুর, [illegible] নামে কোন ক্ষত্রিয় এই নগর স্থাপন করিয়া নিজ পুত্রের নামে ইহার নামকরণ করেন। জেনারেল কনিংহাম সাহেব বলেন, এই স্থানই সম্ভবতঃ টলেমী বর্ণিত দৈদলনগর হইবে। প্রাচীন নগরভিত্তির স্থানে স্থানে স্তূপাকার ভগ্ন ইষ্টকাদির সহিত শকরাজাদিগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ফিরোজ তোগলক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নগর পরিদর্শন করিয়া নগর বাহিরে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন এবং শতদ্রু হইতে খাল কাটিয়া নগর পরিখায় পর্য্যন্ত জল আনয়ন করেন। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণকালে এই নগর সমৃদ্ধিতে মুলতান ব্যতীত আর সকল নগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎকালে এখানে ৮৪টী বুরুজ, ৮৪টী মস্‌জিদ ও ৮৪টী কূপ ছিল। প্রাচীন নগর-প্রাকার প্রায় ২১ মাইল দীর্ঘ হইবে। ইহার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত ভগ্ন ইষ্টক স্তূপাদি দৃষ্টে বোধ হয় প্রাচীরের বাহিরে বহু লোকের বসতি ছিল। এক্ষণে এই বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসমাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমান দিপালপুর নগর প্রাচীন নগরের ঈশানকোণে নদীর পরপারে অবস্থিত। নদীর উপর তিনটী খিলানযুক্ত একটী সেতু আছে। কি কারণে এই নগর পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয় তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান হয়, বিপাশা নদীর পুরাতন স্রোত শুখাইয়া যাওয়ায় ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে খাল বা খাল সংস্কার করা হয়, তাহাতে দিপালপুরের প্রাচীন বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এখানে তহসীলের যাবতীয় কাছারী, থানা, সরাই প্রভৃতি আছে।

দিপালপুর, মধ্যভারতের অন্তর্গত ইন্দোর অর্থাৎ হোলকর রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫´ পূঃ। এই সহর মৌ হইতে নীমচের পথে অবস্থিত। সহরের পূর্ব্বভাগে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

দিমাপুর, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত নাগাপাহাড় জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম সমাগুটিং হইতে ১২ মাইল উত্তরে ধনেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান কাছাড়ের রাজগণের রাজধানী ছিল, ঐ রাজধানী বহুকাল জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপি গভীর অরণ্যের মধ্যে বৃহৎ পুষ্করিণী ও দুর্গপরিখাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্পকাল পূর্ব্বে যখন এখানে দিমাপুর গ্রাম ও বাজার স্থাপিত হয়, তৎকালে এখানে জনপ্রাণীও ছিল না। এখানে অনেকগুলি নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সুন্দর সরোবর বিদ্যমান আছে, এবং বিস্তীর্ণ দুর্গ প্রাকারের সুস্পষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রাচীর উৎকৃষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত এবং অনুন ৮ হাত

উচ্চ ও ৪ হাত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইষ্টক-নির্ম্মিত সুদৃঢ় তোরণদ্বার এবং তাহার পাথরের চৌকাঠ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট প্রভৃতি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। প্রাচীর হইতে ইষ্টক খসিয়া খসিয়া উভয় পার্শ্বে স্তূপাকার হইয়াছে এবং তদুপরি নানা জাতীয় তরুলতা জন্মিয়াছে। দুর্গের পরিসর প্রায় দুই দিকেই ৮০০ গজ, ইহার আকার অনেকটা সমচতুরস্র ক্ষেত্রের ন্যায়। নদীর দিকে প্রাচীরের নিকট পাদদেশে পরিখা নাই, কিন্তু নদীর বিপরীত দিকে গভীর পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গ মধ্যে তিনটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর গর্ভমাত্র বিদ্যমান আছে। ইহাদের একটীতে সোপানমালা-শোভিত একটী ঘাট এবং তাহার পশ্চাতে সোপানযুক্ত এক উচ্চ স্তম্ভস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্তম্ভস্তূপ সম্ভবতঃ কোন দেবালয় কিম্বা ঘাটের চাঁদনী ছিল। তোরণ প্রবেশ করিয়াই অদূরে বামদিকে এবং কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণদিকে কতকগুলি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ, এক এক খণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য এই অদ্ভুত স্তম্ভগুলিই এস্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়জনক। বামভাগের স্তম্ভনিচয় প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৫টী করিয়া চারি শ্রেণীতে দণ্ডায়মান; দুই পংক্তিস্থ স্তম্ভসকলের উপরিভাগ গোলাকার, কতকটা ছত্রকের ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গ অনন্য কারুচাতুর্য্যপরিচায়ক লতাপুষ্পাদিদ্বারা পরিশোভিত। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ ১৫ ফিট এবং সকলের ছোটটী ৮ ফিট ৫ ইঞ্চ উচ্চ। অপর গুলির উচ্চতা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৩ ফিট এবং পরিধি ১৮ হইতে ২০ ফিটের মধ্যবর্ত্তী। ইহাদের সাধারণ গঠন-প্রণালী এক হইলেও কোন দুইটী স্তম্ভ একরূপ নহে, প্রত্যেকের গঠন ও খোদকতা প্রভৃতিতে একটু বিশেষত্ব আছে। অপর দুই পংক্তির স্তম্ভ চতুরস্র এবং অদ্ভুতাকার, ইহাদেরও গাত্রে কারুকার্য্যের অভাব নাই। কি উদ্দেশে এই সকল স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। ইহাদের অসম উচ্চতা এবং মস্তকের উপরিভাগেও কারুকার্য্য থাকাতে, এ গুলি প্রাসাদাদির স্তম্ভ বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল হইতে এস্থান জনশূন্য হইয়াছে এবং এখানকার রাজবংশ নানাস্থানে ছড়িয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রবাদ ও নাই। কোথাও খোদিত লিপিও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি স্তম্ভ কয়টীর নিকটবর্ত্তী স্থান মাত্র জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, অন্যত্র দুর্গম অরণ্য হইয়া রহিয়াছে। এই সকল পরিষ্কৃত হইলে হয়ত ইহার মধ্যে অনেক গূঢ়তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে।

দিনাজপুরে সম্প্রতি একটী পুলিস আউট পোষ্ট হইয়াছে। ধনেশ্বরী নদী দিয়া নৌকাদি যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এখানে নাগাদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ক্রয়বিক্রয়াদি হইয়া থাকে।

দিয় (ত্রি) দেয় পৃষো° সাধুঃ। দেয়। "ভুবদ্বসু র্দিয়ানাং পতিঃ" (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

দিয়িপক (পুং) কন্দুক। (ত্রিকা°)

দিল (পারসী) ১ মন, অন্তঃকরণ। ২ সাহস। ৩ উৎসাহ।

দিল্‌গীর (পারসী) দুঃখিত, মনঃপীড়িত।

দিল্‌গীরী (পারসী) দুঃখ, মনঃপীড়া।

দিল্‌হিহী (পারসী) মনোযোগ।

দিলার খাঁ, জাহাঙ্গীরের দুইজন সেনাপতি। একজন ৫০০০ ও অপর জন ৭০০০ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

দিলাল, মেঘনামোহানাস্থ সন্দীপ নামক দ্বীপের মুসলমান দস্যুরাজ। ইহার দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য কতকগুলি বেতন-ভোগী সৈন্য ছিল। দিলালের মতে বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ হইলে সন্তান সন্ততিসকল ও দৃঢ়কায় হয়। এই ধারণা অনুসারে তিনি নিজ অধিকারে এবং সৈনিকদের মধ্যে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভাবিতেন, হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল এক মাত্র জাতির মধ্যে আদান প্রদান আবদ্ধ থাকাতেই তাহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইতেছে। বাঙ্গালার নবাবের সৈন্য কর্তৃক দিলাল ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হয় এবং তথায় লৌহপিঞ্জরে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দিলাবর খাঁ, মালব প্রদেশের মুসলমান রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহার মাতা সুলতান সাহাবুদ্দীনের 'বংশীয়া'। হিন্দু-রাজগণের শৌর্য্য অবসানকালে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি গিয়াস্‌-উদ্দীন্ বল্‌বনের সময়ে মুসলমানগণ মালব আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। তদবধি মালব দিল্লীসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ তোগলকের রাজত্বকালে দিলাবর খাঁ মালবের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করিলে সম্রাট্ মামুদশাহ পলায়ন করিয়া প্রায় ৩ বৎসরকাল প্রথমে গুজরাটে ও পরে মালবদেশে বাস করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দিলাবর নিজ সভাসদ্‌গণকে মালবরাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া

তাহাদিগকে সামন্ত রাজা করিলেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ধারানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি মাণ্ডু নগরেও অনেক সময় যাপন করিতেন।

দিলাবর খাঁ রাজা হইয়া কয়েকবর্ষ পরেই ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে গতাসু হইলে তৎপুত্র আল্প খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দিলাবর খাঁ হইতে তাঁহার বংশীয় ১১ জন রাজা মালবের সিংহাসনে রাজত্ব করিলে পর হুমায়ুনপুত্র বীরবর অক্বর মালব অধিকার করিয়া দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

দিলাবার, পঞ্জাবের অন্তর্গত বহাবলপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৮° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৪´ পূঃ। এই দুর্গম দুর্গ পঞ্চনদের বামতীর হইতে ৪০ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ধেড়া সিদ্ধভাট ইহা নির্ম্মাণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ জয়শালমেরের রাজাদিগের অধিকারে ছিল, ঐ বৎসর দাযুদ-পুত্রগণ দুর্গ অধিকার করে।

দিলবারা, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটী সহর। এই নগর উদয়পুরের ১৪ মাইল ঈশানকোণে আরাবলী পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। উদয়পুরের জনৈক সামন্ত সর্দার এই নগরে বাস করেন। নগরের দক্ষিণে একটী শৈলের উপর তাঁহার প্রাসাদ নির্ম্মিত, আরও প্রায় ২১ মাইল দক্ষিণে নগর তল হইতে প্রায় ১০০০ ফিট্ উচ্চ, একটী সূচীবৎ দুরারোহ আবু নামক গণ্ডশৈলের উপর জৈনদিগের বিখ্যাত দিল্‌বারা মন্দির অবস্থিত। ইহা জৈনদিগের পবিত্র স্থান। পূর্ব্বে এখানে শিব কৃষ্ণাদির মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু তাহার এখন বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূরস্থ প্রদেশ হইতে গিরিশৃঙ্গস্থ মন্দির দৃষ্ট হয়।

দিলাসা (পারসী) মনের মত। ২ সন্তোষ। ৩ উৎসাহ।

দিলীপ (পুং) সূর্য্যবংশীয় নৃপভেদ। সূর্য্যবংশে দুই জন দিলীপ নামে রাজা ছিলেন, হরিবংশে এই দুই জনের বিবয় এইরূপ লিখিত আছে—মহীপতি সাগরের পুত্রদিগের মধ্যে পঞ্চজন পৃথিবীর অধীশ্বর হন, পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্, ইহার পুত্র দিলীপ। এই দিলীপের আর একটী নাম খট্টাঙ্গ, এই নামেও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মুহূর্ত্ত-কালের জন্ত স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যে তিনি সত্যধর্ম্ম ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অনুসন্ধান করেন। ভগীরথ ইহার পুত্র ছিলেন। পরে এই সূর্য্যবংশে মহারাজ অনমিত্রের দুলিদুহ নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন, ইহার পুত্র মহারাজ দিলীপ। এই দিলীপ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ, ইহার পুত্র রঘু, রঘু নিজের বাহুবলে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। (হরিবংশ ১৫ অঃ)

লিঙ্গপুরাণের মতে অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। পরে এই বংশে ঐলবিলি নামে রাজার ঔরসে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খট্টাঙ্গ নামেও বিখ্যাত ছিলেন, ইনি মুহূর্ত্তকালের জন্ত স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি সত্য ও বুদ্ধিবলে তিনলোক ও তিন অগ্নি জয় করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র রঘু, ইনিই রামের প্রপিতামহ। (লিঙ্গপু° ৬৬ অঃ)

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দিলীপের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা ইনি রাজীর ঋতু-লোপাশঙ্কায় স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আসিবার সময় অনবধানতাবশতঃ স্বর্গীয় গাভী সুরভির পূজা করিতে বিস্মৃত হন, সুরভি এই অপরাধে রাজা দিলীপকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, আমার নন্দিনীর সেবা না করিলে তোমার পুত্র হইবে না। রাজা দিলীপ এই জন্ত অনপত্যতা হেতু দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন, পরে পত্নীর সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। ঋষি বশিষ্ঠ ধ্যানে সুরভির অবমাননা অবগত হইয়া রাজাকে নন্দিনীর সেবা করিতে বলেন, দিলীপ অনন্তকর্ম্মা হইয়া সুরভিতনয়া নন্দিনীর সেবা করেন। নন্দিনী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর প্রদান করেন। এই বরে ইনি পুত্রলাভ করেন, এই পুত্রের নাম রঘু, তাঁহারই নামে রঘুবংশ বিখ্যাত হইয়াছে। দিলীপের পত্নীর নাম সুদক্ষিণা। রঘু বয়োপ্রাপ্ত হইলে দিলীপ তাহার উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। (রঘুবংশ)

দিলীপরাট্ (পুং) দিলীপ এব রাট্ রাজা। দিলীপ রাজা।

দিলীর (স্ত্রী) শিলীন্ধ্রক। গোময় ছত্র, গোবরের ছাতা, কোঁড়ক ছাতি।

দিল্লী (দিহ্লী), ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী বিভাগ। উত্তর অক্ষা° ২৭° ৩৯´ হইতে ৩০° ১১´ এবং পূর্ব্বদ্রাঘি° ৭৬° ১৩´ হইতে ৭৭° ৩৫´ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিভাগে দিল্লী, গুড়্গাঁও এবং কর্ণাল এই তিনটী জেলা আছে। পরিমাণ ফল ৫৬১০ বর্গমাইল।

২ পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন উক্ত দিল্লী বিভাগের একটী জেলা। উত্তর অক্ষা° ২৮° ১২´ হইতে ২৯° ১৩´ এবং পূর্ব্বদ্রাঘি° ৭৬° ৫১´ ১৫´´ হইতে ৭৭° ৩৪´ ৪৫´´ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পরিমাণ ফল ১২৭৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬,৪৩,৫১৫ জন। এই জেলা দিল্লী বিভাগের

মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কর্ণাল জেলা, পশ্চিমে রোহতক, দক্ষিণে গুরগাঁও জেলা এবং পূর্ব্বে যমুনা নদী, যমুনার উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত মীরট ও বুলন্দ সহর জেলা। মোগল রাজধানী প্রাচীন দিল্লীনগর শাসন বিভাগের সদর।

দিল্লী জেলার একদিকে যমুনা নদীর অবাহিকাস্থিত পললময় উর্ব্বরা প্রান্তর, অপরদিকে রাজপুতানার পর্ব্বতশ্রেণীর উপকণ্ঠস্থ শৈলমালা, সুতরাং ইহার ভূমির প্রকৃতিও বিচিত্র। উত্তরভাগ শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী। নিম্নপ্রান্তর প্রায় জলশূন্য ও অনুর্ব্বর, তবে ইহার মধ্য দিয়া যমুনা খাল কাটা হইয়াছে, তজ্জন্য যেখানে যেখানে জল জমিয়া হানি না করে অথবা ভূমি হইতে লবণ উঠিয়া একবারে সমস্ত উদ্ভিদ্ বিনাশ না করে, সেই সমুদায় স্থানে প্রচুর শস্য জন্মে। এই অংশে কেবলমাত্র যমুনাতীরবর্ত্তী ভূমি স্বভাবতঃ অতিশয় উর্ব্বরা। এখন যমুনা নদী যে স্থানে, পূর্ব্বকালে যমুনা তাহার ৫ ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত হইত, এখনও তথায় উচ্চ নদীতট স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। কাল সহকারে তথা হইতে সরিয়া সরিয়া যমুনা বর্ত্তমান স্থানে আসিয়াছে এবং বৃহৎ চর বা নালা উৎপন্ন করিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ নালা ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দিল্লী নগরের এক মাইল মাত্র উত্তরে যেরাট শৈলের একটী শাখার পাদমূলে প্রতিহত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রস্তরময় শৈল প্রায় যমুনার গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরাবলী গিরি শ্রেণীর একটি শাখা দিল্লী জেলার দক্ষিণদিকে গুরগাঁও হইতে প্রবেশ করিয়া অদূরেই তিন মাইল প্রশস্ত মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং দিল্লী নগরের ১০ মাইল দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ উত্তরমুখে দিল্লীর পশ্চিম দিয়া অবতরণে যমুনাতীরস্থ প্রান্তরে বিলীন হইয়াছে, অপর শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ফিরিয়া পুনরায় গুরগাঁও জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এই মালভূমি কোথাও সমতল হইতে ৫০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, কিন্তু উহাতে কোথাও জল নাই। কচিৎ ভূমি সমতল হইলেও জলাভাবে তথায় কোনরূপ শস্যাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ গ্রামের সীমাভুক্ত এই মালভূমির অংশ লইয়া ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ করে। উহাতে সামান্য পরিমাণে তৃণাদি জন্মিয়া থাকে, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে পশুচারণ ব্যতীত আর কোন ব্যবহারে আইসে না। বর্ষাকালে পাহাড়ের জলরাশি, গিরিনদী দিয়া বেগে নিম্ন দিকে সমতল প্রান্তরে আসিয়া পতিত ও রক্ষিত হয়, তাহাতে তত্রত্যস্থানের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে নাজফগড় নামে এক বিস্তীর্ণ অগভীর বিল আছে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঐ জলা প্রায় ৪৩।৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। দিল্লী জেলায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম খাল দিয়া যমুনার অধিকাংশ জল বহিয়া যায়; সুতরাং এই স্থলে যমুনা শুষ্ক প্রায় এবং বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সকল সময়েই প্রায় সর্ব্বত্র হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; আবার দিল্লীর নীচে ওখলা সহরের নিকট যমুনার অবশিষ্ট জলরাশি নূতন আগরা খাল দিয়া প্রবাহিত হয়। ঐ সকল খাল দিয়া যেরূপ জল যায়, তাহাতে যমুনা শুষ্ক হইয়া পড়িত, তবে বাঁধ ও বালুকারাশির নিম্ন দিয়া অধিকাংশ জল ঝরিয়া আইসে, তাহাতেই স্রোত কথঞ্চিৎ বজায় থাকে।

এই জেলার ইতিহাস প্রধানতঃ দিল্লী নগরের ইতিহাসেই পর্য্যবসিত, সুতরাং তাহা যথাস্থানে লিখিত হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান ভারতবর্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত এক রাজচক্রবর্ত্তীর সুসমৃদ্ধ রাজধানী হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান দিল্লী নগর যে স্থানে অবস্থিত তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০।১২ মাইল স্থানের মধ্যে ঐ সকল রাজধানী একের পর একাদিক্রমে নানা সময় স্থাপিত হয়। অদ্যাপি ভূরি ভূরি ভগ্নস্তূপাদি ঐ সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া পতিত রহিয়াছে এবং প্রাচীন রাজধানীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। ইহার অতি প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। পাণ্ডবগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর এই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হয়। [ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ]।

যুধিষ্ঠিরের পর বংশপরম্পরায় তাঁহার অধস্তন ত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন, তৎপরে পাণ্ডব রাজমন্ত্রী বিসর্প সিংহাসন অধিকার করেন। বিসর্পের বংশধরগণ ৫০০ বর্ষ রাজত্ব করিলে পর গৌতমরাজ ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জেলার সহিত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ক্রমান্বয়ে হিন্দু, পাঠান, মোগল ও অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ডলেকের বিজয়ের পর দিল্লী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, সন্ধিমতে তাৎকালিক মোগল রাজধানী দিল্লীনগরের উত্তর দক্ষিণ যমুনার পশ্চিমতীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট সম্রাট্ শাহআলমকে মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে মোচন করেন এবং তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বর্ত্তমান দিল্লী ও হিসার জেলার অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইংরাজ কর্মচারিগণ সম্রাটের নামে দিল্লী প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন, কেবল বল্লভগড় প্রভৃতি কয়েকস্থানের রাজা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ

রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু এইরূপ শাসনকার্য্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। অবশেষে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা দিল্লীর রেসিডেণ্ট ও চিফ্ কমিশনরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং শাসনভার একজন কমিশনরের হাতে দিয়া আগরা-হাইকোর্টের অধীনস্থ করা হইল। ইহার পর হইতেই দিল্লীপ্রদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনভুক্ত হয়। তদবধি ঐ প্রদেশ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জেলা প্রথম গঠিত হয়, তৎকালে বর্ত্তমান রোহতক জেলার কতক ভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। তাহার পর কর্ণাল জেলার অন্তর্গত পানিপথ তহসীলের অনেকাংশ ও বল্লভগড় রাজ্য ক্রমশঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় সমস্ত জেলা বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হয়, এবং উত্তরভাগ ইংরাজেরা পুনরধিকার করিলেও যতদিন দিল্লীনগর সম্পূর্ণ ইংরাজ করায়ত্ত না হইয়াছিল, ততদিন ইংরাজেরা দক্ষিণভাগে পুনরাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হইলে দিল্লী জেলা ইংরাজ গবর্মেণ্টের নবোপার্জ্জিত পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের অধীন হইল। বল্লভগড়ের রাজা রাজদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডিত হইলে তাঁহার রাজ্য একটী নূতন তহসীলরূপে দিল্লী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইল; আর যমুনার পূর্ব্বতীরস্থ পূর্ব্বপরগণা নামক ভূভাগ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত হইল। কিছুদিন পরে সিংহাসনচ্যুত দিল্লীর সম্রাট্‌কে রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত করা হয়, সম্রাট্ তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট্‌কে স্থানান্তরিত করিবার পর হইতে দিল্লী জেলায় একরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এই জেলার অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃঃ অঃ) ৬৪৩,৫১৫, ঐ বর্ষে প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা গড় ৫০৪ জন। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৪,৮৩,৩৫২, মুসলমান ১,৪৯,৮০০, শিখ ৯১০, জৈন ৭৩৩৬, পারসী ২৭, খৃষ্টান ২০১৭ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৩ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার ১২১৬ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ৭০১টী গ্রাম ও নগর ছিল। তন্মধ্যে ১৯০টীতে দুই হইতে পাঁচশত, ১৯২টীতে পাঁচ হইতে দশ শত, ৯১টীতে এক হাজার হইতে দুই হাজার; ২৬টীতে দুই হইতে তিন হাজার, ৮টীতে তিন হইতে পাঁচ হাজার; ২টীতে পাঁচ হইতে দশহাজার এবং ১টীতে দশ হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত লোক বাস করিত।

এই জেলায় যে সকল জাতি বাস করে, তন্মধ্যে জাঠগণই সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক এবং প্রধান। দিল্লীর উত্তরে অধিকাংশ ভূমি ইহাদের অধিকৃত, তবে অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ অংশীদার আছে। অন্যান্য স্থানের জাঠগণের ন্যায় ইহারাও পরিশ্রমী, কৃষিকুশল এবং নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করে বলিয়া বিখ্যাত। যমুনাতীরবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূমি অপেক্ষা মধ্যভাগে উচ্চভূমিতেই অধিক সংখ্যক জাঠ বাস করে। দিল্লীর নিকট ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—দেশবাল বা দেশস্থ ও পচাদে বা পাশ্চাত্য, শেষোক্ত সম্প্রদায় পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, অনেকে মুসলমান শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে রাজপুতগণের সংখ্যা অধিক, ইহাদের এবং ব্রাহ্মণদিগেরও অনেকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বেণিয়া, জোহার, চামার, ধোবি, যোগি, গুজার, ঝুরা, নাই প্রভৃতি হিন্দু এবং বেলুচি, সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, ফকির প্রভৃতি মুসলমান বাস করে। এখানে তগা নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, ইহারা গৌড়দেশীয়। প্রবাদ আছে, তক্ষককুলের বিনাশ জন্য ইহারা এদেশে আহূত হয়েন। অনেকে অনুমান করেন, এই প্রবাদোক্ত তক্ষকবংশ, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী শক রাজগণই হইবে। বেণিয়াগণ জেলার সর্ব্বত্র বাস করে এবং দোকান অথবা ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দিল্লীনগরে সওদাগরদিগের মধ্যে অনেকে বেণিয়া। গুজার জাতি স্বভাবতঃ অলস ও শঠ, ইহারা অধিকাংশ দক্ষিণদিগের উচ্চ মালভূমি ও পাহাড় সকলে পশুচারণ ও সামান্য কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা অধিককাল একস্থানে বাস করে না। ইহাদের পশ্বাদি অপহরণের অপবাদ আছে। গোপালক অর্থাৎ আহীরগণ হিন্দুসমাজে নিতান্ত নিম্নস্থান অধিকার করে না। মুসলমানদিগের মধ্যে কেবলমাত্র পাঠানগণই বিশুদ্ধ মুসলমান বংশোদ্ভব। দিল্লীজেলায় নিম্নলিখিত চারিটী মাত্র নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে, যথা দিল্লী, সোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্লভগড়।

এই জেলার অনেক অংশ উচ্চ প্রস্তরময় অনুর্ব্বর এবং কোন কোন স্থান লবণময়, সুতরাং কৃষিকর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অবশিষ্ট অনেক ভূমি জলাভাবে পতিত রহিয়াছে। গবর্মেণ্ট খাল কাটিয়া অনেক স্থানে জলসেচনের সুবিধা ও তজ্জন্য কৃষির উন্নতিসাধন করিতেছেন। উত্তরভাগে যমুনার পশ্চিমতীরবর্ত্তী খাল থাকায় শস্যাদি জন্মিয়া থাকে।

কার্পাস, ইক্ষু, ধান্য, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তামাকও পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ নীল সর্ষপাদি জন্মে। যমুনার পশ্চিমকূলে বিস্তীর্ণ পলিময় 'খাদার' বা মানাতে জল-সেচনের অভাব না হইলেও তথায় খালের তীরের মত শস্যাদি উৎপন্ন হয় না।

এ বিষয়ে কৃত্রিম উপায়ে সিঞ্চিত ভূমি যমুনাতীরবর্ত্তী ভূমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খালের ধারে যে সকল শস্য জন্মে, ঐ সকল শস্য খাদারেও হইয়া থাকে। কয়েক হাত খনন করিলেই সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। দিল্লীর দক্ষিণভাগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর ও পর্ব্বতময় এবং যদিও আগরা খাল এই স্থান দিয়া কাটা হইয়াছে, তথাপি ঐ খাল এত নিম্ন যে উহার জলে উচ্চ ভূমিতে জলসিঞ্চন করিবার উপায় নাই। নাজফগড় ঝিল বর্ষাকালে পূর্ণ হয়, একটী খাল দিয়া যমুনাতেই জল ফেলিয়া পরে কতক পরিমাণে ঝিল শুষ্ক করিলে জলে ডুবা জমিতে আবাদ হয়। যাহা হউক এ জেলায় বৃষ্টিপাত বড় অল্প, তজ্জন্য খাল প্রভৃতি স্বত্বেও কৃষিকার্য্যের সম্যক্ উন্নতি হইতেছে না।

দিল্লী বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং এই জেলায় জোত জমি প্রভৃতির বন্দোবস্ত অনেকাংশে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ন্যায়। ভায়াচারা নামক একপ্রকার জোত খুব চলিত। অধিকাংশ প্রজারই দখলী স্বত্ব নাই। জমির উৎপন্ন শস্য অনুসারে খাজনার হার ভিন্ন ভিন্ন।

বাণিজ্যাদি প্রধানতঃ দিল্লী নগরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন সোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্লভগড়ে স্থানীয় ক্রয় বিক্রয় জন্য হাট আছে। জেলার শিল্পাদিও দিল্লী নগরেই সীমা-বদ্ধ। তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহুবিধ অলঙ্কার, তথাকার নকাশি ও জরির চিকণ কাজ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখানকার কাচমণ্ডিত চিক্কণ মাটির বাসন পেশাবরের সম শ্রেণীর বাসন ব্যতীত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কালকা পর্য্যন্ত রেলপথ দিল্লী হইতে দূরে যমুনার পরপার দিয়া গমন করি-য়াছে, সুতরাং এই পথেই অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হই-তেছে। যাহা হউক, তজ্জন্য সামান্য অসুবিধা হইলেও নদী, সুন্দর রাজপথ এবং রেলপথ প্রভৃতি দ্বারা দিল্লী প্রধান বাণিজ্যস্থানের সহিত সংলগ্ন থাকায়, ইহার তত ক্ষতি হয় নাই। গাজিয়াবাদ জংশন হইতে যমুনার উপর লৌহসেতু দিয়া দিল্লী সহর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী শাখা রেলপথ আছে, এই শাখা পঞ্জাব রেলপথের সহিত সংলগ্ন। রাজপুতানা ষ্টেট্ রেলপথ দক্ষিণভাগে কিয়দ্দূর এই জেলার ভিতর দিয়া গুরগাঁও অভিমুখে গিয়াছে। বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা যমুনায় যাতায়াত করে। দিল্লী হইতে লাহোর, আগ্‌রা, জয়পুর ও হিসার পর্য্যন্ত প্রস্তরময় উৎকৃষ্ট রাজপথ আছে; তদ্ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের গমনোপযোগী বহুসংখ্যক রাস্তা প্রত্যেক সহর ও প্রধান প্রধান ঘাট প্রভৃতিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভাগপত, ছাঁনা, মনিয়ারপুর ও ঝুল্লপুরে ভাসমান নৌসেতু আছে। দিল্লীর নিকট যমুনার উপরিস্থ রেলপথ সংক্রান্ত সেতুকে রেলের নিম্নে এক পৃথক্ পথ দিয়া সাধারণ শকটাদি যাতায়াত করে।

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে এখানে ১ জন ডেপুটি কমি-শনার, ১ জন সহকারী আসিষ্টাণ্ট্ ও ২ জন অতিরিক্ত সহকারী আসিষ্টাণ্ট্ কমিশনার, ১ জন স্মল কজ কোর্টের জজ, ২ জন মুনসেফ, ৩ জন তহসীলদার এবং তদ্ভিন্ন শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব-আদায় প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় অপরাপর কর্ম্মচারী আছে। এই জেলা ৩টী তহসীলে এবং শান্তিরক্ষার সুবিধা জন্য ১৩টী থানায় বিভক্ত। প্রায় ১১৮টী স্কুলে এবং একটী কলেজে যথারীতি ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মিসনরী কলেজ, জেলা স্কুল, আংলো আরবী স্কুল এবং মিসনরীদিগের অন্যান্য বিদ্যালয় প্রধান। দিল্লীর গব-র্মেণ্ট কলেজ কয়েক বর্ষ হইল উঠিয়া গিয়াছে।

যমুনানদীর অববাহিকাস্থিত অন্যান্য জেলার সহিত দিল্লীর জলবায়ুর বেশী প্রভেদ নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের সময় ছায়াতে উত্তাপের পরিমাণ ফা° ১১৬° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, শীতকালে পৌষমাসে নিম্ন সংখ্যা ফা° ৪৬°৪´ পর্য্যন্ত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি মাত্র। সচরাচর পশ্চিম ও বায়ুকোণ হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। জ্বর ও উদরাময় পীড়া সচরাচর হয়, অনেক সময় বসন্তরোগ দেশব্যাপক হইয়া বহু প্রাণী বিনাশ করে। ৮টী দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

৩ দিল্লী জেলার সদর তহসীল। পরিমাণফল ৪৩৪ বর্গমাইল। দিল্লী সহর এই তহসীলের অন্তর্গত। দিল্লী সহরেই কাছারী প্রভৃতি আছে।

৪ উক্ত দিল্লী বিভাগের অন্তর্গত দিল্লী জেলার প্রধান নগর। পূর্ব্বে এইখানে মোগলসম্রাটদিগের রাজধানী ছিল। এখন ইহা ইংরাজদিগের দিল্লী বিভাগের সদর। অক্ষা° ২৮° ৩৮´ ৫৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ ৩০´´ পূঃ। লোক-

সংখ্যা ১,৯২,৫৭৯। তন্মধ্যে হিন্দু ১০৮,০৫৮, মুসলমান ৭৯,২৩৮, খৃষ্টান ১৯০০, জৈন ৩২৫৬, শিখ ২৮৯, পারসী ৩১ এবং য়িহুদী ৬ জন। দিল্লী নগর কলিকাতা হইতে ৯৫৪ মাইল, আগ্রা হইতে ১১৩ মাইল এবং আলাহাবাদ হইতে ৩৯০ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার অপর নাম শাহজাহানাবাদ। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ সম্রাট্ শাহজাহান নির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং পূর্ব্বদিকে পুণ্যতোয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। উক্ত প্রাচীরের পরিমাণ ৫½ মাইল। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে ইংরাজদিগের নিখাত পরিখায় নগরটী আরও দুর্গম হইয়াছে। ইহার দশটী সিংহদ্বার, তন্মধ্যে উত্তরে কাশ্মীর ও মোরি দ্বার, পূর্ব্বে কাবুল ও লাহোর দ্বার এবং দক্ষিণে আজমীর ও দিল্লীদ্বার প্রধান। মোগলসম্রাট্দিগের রাজপ্রাসাদ নগরের পূর্ব্বাংশে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত; এখন ইহা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার তিনদিকে লোহিতবর্ণ বালুকাপ্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটী সিংহদ্বার আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পরে প্রাসাদের কিয়দংশ ভূমিসাৎ করিয়া গোরা সৈন্তের জন্ত বারিক নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত দুর্গের দক্ষিণে দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে দেশী সিপাহী সৈন্তগণের জন্ত একটী সেনানিবাস আছে। যমুনার পরপারে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সলিম শাহ কর্তৃক নির্ম্মিত সলিমগড় নামক একটী দুর্গ আছে; এখন তাহার ভগ্ন দশা, এই সলিমগড়ের এক কোণ দিয়া ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ একটী সুরম্য লৌহসেতু দ্বারা যমুনা পার হইয়া দিল্লী নগরাভ্যন্তরস্থ ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে। তৎপরে উক্ত রেলপথ রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে নামে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে কোষাগার ও অন্তান্ত সরকারী আফিস। দরিয়াগঞ্জের সেনানিবাস ও দুর্গের পশ্চিমদিকে কোম্পানির বাগান। এই সেনানিবাস, দুর্গ, রেলপথ ও বাগানে নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ। এই অংশে লোকসংখ্যা বিরল, কিন্তু অপর অংশে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের গৌরব জগদ্বিখ্যাত; এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক দিল্লীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাবলীর অত্যদ্ভুত নির্ম্মাণকৌশল ও বিস্ময়োৎপাদনকারী পরম রমণীয়তা বর্ণনা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। মিঃ ফার্গুসন্ তাঁহার ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থপতিবিদ্যার ইতিহাস (History of India and Eastern Architecture) নামক পুস্তকে এই সকল প্রাসাদের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শাহজাহানের রাজপ্রাসাদ আগরার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা হয়ত চিত্রবৈচিত্র্যে ও আড়ম্বরে হীন হইলেও ইহার গঠনপ্রণালী অনেকটা সমুন্নতভাবাপন্ন এবং ভারতীয় সর্ব্বপ্রধান স্থপতিপ্রিয় সম্রাট্ দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রাসাদের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩২০০ ফিট্ এবং বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে ১৬০০ ফিট্; প্রাসাদের চারিদিকে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর, তাহার স্থানে স্থানে বুরুজ, প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর, তাহার পরই ৩৭৫ ফিট্ দীর্ঘ সারি সারি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভাবলী-শোভিত প্রশস্ত হর্ম্ম্যতল। মিঃ ফার্গুসন্ বলেন, "এই প্রবেশদ্বার জগতের যাবতীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর। এই প্রাসাদ বহুসংখ্যক উদ্যান, ফোয়ারা প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নাট্যশালা, সঙ্গীতশালা প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। অন্ত সকল হর্ম্ম্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র দেওয়ানি খাস অর্থাৎ সম্রাটের মন্ত্রণাগার শাহজাহানের নির্ম্মিত অন্তান্ত সমস্ত অট্টালিকা অপেক্ষা সুন্দর না হইলেও যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কারুকার্য্যসম্বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যমুনার ঠিক উপরেই এই বাটী অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম খোদকতা কৌশল এবং উহাদের ফলপুষ্পাদির চিত্র প্রভৃতির কল্পনাচাতুর্য্য অতীব প্রশংসনীয়। এই দেওয়ানিখাসেরই ছাদের চতুর্দ্দিকে লেখা আছে, 'যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে তাহা এই!' বাস্তবিক এরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যময় কক্ষ পৃথিবীর যাবতীয় রাজপ্রাসাদে কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রাসাদের মধ্যস্থল হইতে সমস্ত দক্ষিণাংশে দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় ১০০০ ফিট্ পরিমিত স্থানে সম্রাটের অন্তঃপুর ছিল। এই অন্তঃপুরের পরিসর য়ুরোপের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদেরও দ্বিগুণ। প্রাসাদের অধিকাংশ কক্ষাদিই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এখন যে সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদের নাম যথা—প্রবেশকক্ষ, নৌবতখানা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, এবং রঙ্গমহল। তদ্ভিন্ন আরও দুই একটী গৃহ বিদ্যমান আছে। বলাবাহুল্য এই কয়েকটী গৃহই প্রাসাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তথাপি ইহাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ এবং পরস্পরকে সংলগ্ন করিবার পথ প্রভৃতি লুপ্ত হওয়াতে ঐ সমস্ত অনেকটা শ্রীহীন হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের বারিকে ঐ সকল অতুলনীয় হর্ম্ম্যাবলী বিচিত্রকারুখচিত কারুকার্য্য হইতে চ্যুত এবং সামান্য প্রাচীর গাত্রে স্থাপিত মণির ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

সহরের যে অংশে দেশীয়দিগের বাস, তথায় অট্টালিকাদি ইষ্টক নির্ম্মিত, সুন্দর ও সুদৃঢ়। অধিকাংশ গলি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা বক্র এবং অনেকগুলি একদিকে রুদ্ধ, কিন্তু ছোট রাস্তা খারাপ হইলেও ভারতবর্ষের অন্য কোন সহরে দিল্লীর মত উৎকৃষ্ট বড় রাস্তা নাই। ইহার প্রধান প্রধান ১০টী বৃহৎ রাজপথ সুন্দররূপে পাথর দিয়া বাঁধান, জল নিকাসের জন্ত নর্দমার ব্যবস্থা এবং রাত্রে আলোকদানের বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট। চাঁদনীচক বা রজতরথ্যা ইহাদের মধ্যে প্রধান; এই পথ ৭৪ ফিট্ প্রশস্ত এবং দুর্গ হইতে লাহোর তোরণদ্বার পর্য্যন্ত প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থিত জলপ্রণালীর উভয় পার্শ্বে দুইশ্রেণী নিম ও অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; পূর্ব্বে এই প্রণালী দিয়া রাজপ্রাসাদে জল আনয়ন করা হইত, এখন এই জলপ্রণালীর উপর উচ্চপথ প্রস্তুত হইয়াছে। চাঁদনীচকের কিছু দক্ষিণে এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর বিখ্যাত জুমা-মস্‌জিদ্। সম্রাট্ শাহজাহান তাঁহার রাজত্বের ৪র্থ বর্ষে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ ও দশম বর্ষে শেষ করেন। ইহার সম্মুখে ৪৫০ বর্গ ফিট্ প্রশস্ত চত্বরভূমি উৎকৃষ্ট প্রাণিট্ ও মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধান এবং চতুর্দ্দিকে অলিন্দময় প্রাচীরযুক্ত। এই স্থান হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত দিল্লী নগর একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্‌জিদের দৈর্ঘ্য ২৬১ ফিট্, ইহার তিনটী গুম্বজ শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। নিম্ন হইতে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী মস্‌জিদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ছাদের উপর সম্মুখভাগে দুই কোণে দুইটী উচ্চ চূড়া আছে। মস্‌জিদের অভ্যন্তর সমস্ত শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তর মণ্ডিত। দিল্লীর আরও দুইটী মস্‌জিদ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটীর নাম কালা মস্‌জিদ। প্রবাদ—কোন আফগান সম্রাট্ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার বর্ণ কালক্রমে কাল হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কালামস্‌জিদ বলে। অপরটী রস্থনউদ্দৌলার মস্‌জিদ। আধুনিক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট কলেজ, রেসিডেন্সি এবং প্রটেষ্টেণ্টদিগের গির্জ্জা, এই তিনটী প্রধান। কর্ণেল স্কিনার লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে উপরোক্ত গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। চাঁদনী হইতে যমুনারদিকে অর্দ্ধপথে একটী ঘড়ির স্তম্ভ এবং উহার সম্মুখে দিল্লীকলেজ ভবন ও মিউজিয়ম বা যাদুঘর। চাঁদনীচকের উত্তরে মহারাণীর উদ্যান তাহার পর উত্তরে পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত নগর সীমা বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে দিল্লীসহর ও ষ্টেসনের দৃশ্য অতি মনোহর। নগরের পশ্চিমে প্রাচীরের বাহিরে বহুসংখ্যক পল্লী দৃষ্ট হয়, এই সকলের মধ্যে এক পল্লীতে সম্রাট্‌দিগের সমাধিস্থান আছে। তন্মধ্যে সম্রাট্ হুমায়ুনের সুন্দর প্রাণিট প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অভ্যন্তরে মর্ম্মরখচিত সমাধিমন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নগর হইতে প্রায় দুইমাইল দূরে এক বিস্তীর্ণ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং অভ্যন্তরে নানাস্থানে সুন্দর জলাশয় ও বহুসংখ্যক মন্দির আছে। মধ্যভাগে ২০ ফিট্ উচ্চ, ২০০ ফিট্ প্রশস্ত চত্বরের উপর সুন্দর স্তম্ভরাশি সুশোভিত এবং শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের গুম্বজযুক্ত হুমায়ুনের সমাধিমন্দির অবস্থিত। ইহা অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। আরও পশ্চিমে প্রায় এক মাইলদূরে আর একটী সমাধি মন্দির আছে, ইহার মধ্যেও অনেকগুলি সুন্দর সমাধিমন্দির এবং ক্ষুদ্র মস্‌জিদ বিদ্যমান; তন্মধ্যে মুসলমান ফকির নিজাম উদ্দীনের সমাধি ও ধর্ম্মশালা প্রধান। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর শেষ সম্রাট্‌গণ সকলেই এই ফকিরের সমাধির চতুর্দ্দিকে সমাহিত হইতেন। প্রত্যেক সমাধিক্ষেত্র প্রধান সুন্দর ঝাঁঝরি কাটা মর্ম্মর প্রস্তরের ঘেরার মধ্যে অবস্থিত। এই সকল গোরস্থান ব্যতীত দিল্লীতে কুতবমিনার, লৌহস্তম্ভ প্রভৃতি আরও বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তাহা ক্রমশঃ যথাস্থানে বর্ণিত হইতেছে।

সম্ভ্রান্ত আমীর ও অন্যান্য ধনকুবেরদিগের হর্ম্ম্যাবলী নিঃসন্দেহে পূর্ব্বে নগরের অদ্ভুত শোভা বর্দ্ধন করিত, কিন্তু ঐ সকল সুন্দর সৌধমালার একটীও একণে বিদ্যমান নাই। উহাদিগের স্থানে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত হীন তথাপি মনোহর অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নগরে পরিষ্কৃত জল প্রচুর পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইহার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এখানে দিল্লীকলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাই প্রধান বিদ্যালয় ছিল। প্রথমে ইহাতে কেবলমাত্র দেশীয় ভাষা সকলই শিক্ষা দেওয়া হইত। দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ চাঁদা দিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন এবং একটী সভাগঠন করিয়া তদ্বারা ইহার কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজে ইংরাজী শিক্ষাবিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে উহা সরকারী শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লী কলেজ হইতে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্মদক্ষ হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই কলেজভবন বিদ্রোহীদিগের দ্বারা ভগ্ন এবং ইহার দুষ্প্রাপ্য প্রাচ্য গ্রন্থ-সমূহ-সম্বলিত উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় লুণ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অপর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে কলেজ পুনঃ স্থাপিত

হয়, ঐ কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইল। অবশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাব রাজধানী লাহোর নগরস্থ কলেজে ঐ প্রদেশের শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য দিল্লী কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

যে দিন হইতে প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমিতে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক পুণ্যসলিলা যমুনাতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে এই স্থানে কত কত রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তিগণের উত্থান ও পতন হইয়া গেল। কত কত রাজার পর রাজা, সম্রাটের পর সম্রাট্ এই স্থানে নূতন নূতন রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া কালের করালকবলে কবলিত হইলেন, পর পর কত রাজধানী স্থাপিত এবং কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে দিল্লী সহর যে স্থানে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক্ যেন একটী প্রকাণ্ড ধ্বংসক্ষেত্র। বিসপ হিবর সাহেব এই অধুনাতন দৃশ্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "দৃশ্যটী যেন একটী অতীব ভয়ানক ধ্বংসক্ষেত্র, ভগ্নস্তূপের পর ভগ্নস্তূপ, সমাধির পর সমাধি, ভগ্ন গৃহের ভগ্ন ইষ্টক ও নানাবিধ প্রস্তর খণ্ড চতুর্দ্দিকে তরুলতাদি-পরিশূন্য কঠিন মরু তুল্য ভূমির উপর সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।" এই ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন স্তূপরাশি বর্ত্তমান শাহজাহানাবাদ নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরবর্ত্তী রায়-পিথোরা এবং তোগলকাবাদের (পরিত্যক্ত) দুর্গ অবধি বিস্তৃত। যতদূর পর্য্যন্ত উক্ত ধ্বংসাবশিষ্ট রাজধানীসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ ফল ৪৫ বর্গমাইল। বর্ত্তমান নগর-প্রাচীরের ২ মাইল দক্ষিণে যে স্থানে ইন্দরপথ বা পুরাণকিল্লা নামক গ্রাম এবং দুর্গ আছে, পূর্ব্বে তথায় পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এখন দেখা যাউক, দিল্লী এই নামটীর উদ্ভব কিরূপে হইল? খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে দিল্লী অথবা, দিল্লীপুর এই নামটীর উৎপত্তি হইয়াছিল। ফেরিস্তার মতানুসারে জেনারল কনিংহাম বলেন যে, রাজা দিলু হইতে প্রথমে দিল্লীর নামকরণ হয়। এই দিলু ইন্দ্রপ্রস্থের গৌতমবংশীয় রাজগণের পরবর্ত্তী ময়ূরবংশীয় শেষ রাজা। তখন দিল্লী বর্ত্তমান সহরের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ধাব কর্ত্তৃক স্থাপিত বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করিতে পারা যায়। ঐ ধাতুময় স্তম্ভটী নিরেট, উহার ব্যাস ১৬ ইঞ্চ এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট্। ইহার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর মৃত্তিকায় দৃঢ়প্রোথিত। স্তম্ভের পশ্চিমদিকের গাত্রে সংস্কৃত অনুশাসন গভীররূপে খোদিত আছে। একমাত্র এই লিপিই ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথঞ্চিৎ পরিচায়ক বলিয়া আদরণীয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রিন্সেপ সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই অনুশাসনের পাঠোদ্ধার করেন, উহার মর্ম্ম এইরূপ—'রাজা ধাব যিনি নিজ ভুজবলে বহুকাল সমগ্র ধরায় অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ এই স্তম্ভ স্থাপিত হইল। এই সকল খোদিত লিপি তাঁহার শাণিত অসিধারাঙ্কিত শত্রুগণের দেহের গভীর ক্ষতাঙ্কের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষণা করুক।' কনিংহাম্ সাহেব অনুমান করেন, এই ধাব রাজা সম্ভবতঃ ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময়ের গুপ্তবংশের অনুশাসনের অক্ষরগুলির ছাঁদ পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ অক্ষর গুপ্তদিগের সাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অনুসারে ঐ লৌহস্তম্ভ তোমরবংশের স্থাপয়িতা অনঙ্গপালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে। কথিত আছে, ব্যাস রাজাকে ঐ স্তম্ভ ভূগর্ভে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতে আদেশ দেন, এবং বলিয়া দেন ইহার দৃঢ়তার উপর তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মীর অচলতা নির্ভর করিবে। তদনুসারে ঐ স্তম্ভ প্রোথিত হইল। ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, স্তম্ভ যথাস্থানে বিহিত হইয়াছে, ইহার পাদমূল ভূগর্ভে বাসুকির মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, সুতরাং স্তম্ভও অচল এবং রাজার রাজলক্ষ্মীও অচল। কিন্তু স্তম্ভমূল বাসুকির মাথায় ঠেকিয়াছে, রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না। তিনি স্তম্ভ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। খনন হইলে উহার পাদদেশে বাসুকির শোণিত দৃষ্ট হইল। রাজা কাঁফরে পড়িলেন এবং নিজ সন্দিগ্ধতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। যাহা-হউক ব্যাসকে পুনরায় আহ্বান করিয়া স্তম্ভ পুনঃস্থাপিত করিলেন। কিন্তু এবার আর কোন মতে স্তম্ভ সেরূপ অটল ভাবে প্রোথিত হইল না, 'ঢিলা' অর্থাৎ আল্‌গা রহিয়া গেল, সুতরাং তোমরবংশের রাজলক্ষ্মীও অচিরে পরহস্তগত হইল, এই ঢিল্লি অর্থাৎ ঢিলা স্তম্ভ হইতে নগরের নাম ঢিল্লি হইল *। এই প্রবাদেরও নানারূপ মতভেদ আছে,

* "কিল্লিতো ঢিল্লি ভই
তোমর ভয় মত হিন।"

কিল্লি অর্থাৎ স্তম্ভ ঢিল্লি অর্থাৎ ঢিলা হইয়াছে, তোমরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।

যাহা হউক সকলেরই মতে ইহা তোমরবংশীয় রাজগণের অভ্যুত্থান কালে স্থাপিত হয়। কিন্তু স্তম্ভে যে লিপি আছে, তদ্দ্বারা প্রবাদের সত্যতা অপ্রমাণিত হইয়া যায়।

জেনারল কনিংহাম বলেন, দিল্লী নগর বহুকাল ভগ্নাবশিষ্ট হইয়া পতিত থাকিলে পর অনঙ্গপাল ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া নগর পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণ দিল্লী হইতে কনোজ বা কান্যকুব্জ নগরে গিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।

রাঠোর-বংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জ হইতে তোমরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলে ঐ বংশীয় ২য় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় আর একবার তোমর-রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি দিল্লীনগর পুনর্ব্বার গৃহপ্রাসাদাদি দ্বারা সুশোভিত এবং পরিখা প্রাচীর দ্বারা সুদৃঢ় করিলেন। অদ্যাপি কুতব-মিনারের চতুষ্পার্শ্বে ঐ দুর্গ প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। রাজা ধাব-প্রতিষ্ঠিত লৌহস্তম্ভের গাত্রে অপর এক পংক্তি অনুশাসন লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—'১১০৯ সংবতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপাল দিল্লীকে জনপূর্ণ করেন।' এই লিপি দ্বারা অনঙ্গপালের দিল্লীতে পুনরাগমনের কাল অনুমান করা যায়। ইহার প্রায় এক শত বর্ষ পরে তোমর বা তুয়ার বংশীয় শেষ রাজা ৩য় অনঙ্গ-পালের রাজত্বকালে আজমীরাধিপতি চোহানবংশীয় বিশল-দেব দিল্লী অধিকার করেন। যাহা হউক, বিশলদেব তোমররাজকে সামন্তভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করিতে দিলেন। ক্রমশঃ উভয় বংশ বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইল। এইরূপে পরি-ণীত দম্পতি হইতে অবশেষে আর্য্যাবর্ত্তের শেষ স্বাধীন ভূপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ তুয়ার ও চোহান উভয় বংশেরই উত্তরাধিকারী হই-লেন। ইনি রায় পিথোরা নামক দুর্গ এবং অনঙ্গপালের দুর্গপ্রাকারের বহির্ভাগে আর একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল্লী নগরকে আরও সুদৃঢ় করিলেন। অদ্যাপি বহুদূর ব্যাপিয়া এই প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে দিল্লীর অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন্ বা মহম্মদ ঘোরী প্রথমবার আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ প্রভূত পরাক্রমে নিজ রাজ্য রক্ষা করি-লেন, এবং প্রসিদ্ধ থানেশ্বরের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ৪০ মাইল পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। দুই বৎসর পরেই পরাক্রান্ত যবনকুল্য পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার দৈবদুর্ব্বিপাকে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দুর্দ্দান্ত যবন-সেনাপতি বন্দীকৃত বীরবর পৃথ্বীরাজকে নিরস্ত্র নিঃসহায় অবস্থায় হত্যা করিল। ভারতের সৌভাগ্যরবি সেই দিন অস্তমিত হইল, হিন্দুর গৌরব সেই দিন অবসান হইল। পরাধীনতার তমোময় ঘনজালে সেই ভীষণ দিনে ভারতের ভাবী অদৃষ্টা-কাশ আচ্ছন্ন করিল। বিধর্ম্মীর বিজাতীর শাসনশেল সেই দিন হইতে হিন্দুর বক্ষে প্রোথিত হইল।

মহম্মদঘোরীর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ আইবক পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করিয়া যে পর্য্যন্ত দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় হইতে দিল্লী মুসলমানদিগের রাজধানী হইল। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরীর মৃত্যুর পরে কুতব আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীর দাস রাজাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম। ইহাদিগের স্থাপিত অনেকগুলি কীর্ত্তি এখন ধ্বংসপ্রায়। কুতবের মসজিদ্ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণের পর হইতে আরম্ভ হইয়া তিন বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। পরে তাঁহার জামাতা আল্‌তামাস্ ইহার অনেকাংশ বর্দ্ধিত করেন। মসজিদের দুইটী প্রাঙ্গণ আছে। একটী বাহিরে এবং অন্যটী ভিতরে। ভিতরের প্রাঙ্গণটী চতুর্দ্দিকে নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভশ্রেণীবিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত। ঐ স্তম্ভগুলি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ সমুদয় স্তম্ভে খোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলি চূর্ণাদিবিশিষ্ট একপ্রকার স্থূল আবরণে আবৃত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি ঐ আবরণ খসিয়া পড়াতে মূর্ত্তিগুলি স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইয়া হিন্দুদিগের প্রাচীন শিল্পগৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছে। ইবন বতুতা নামক একজন মুসলমান ভ্রমণকারী মসজিদ্ নির্ম্মাণের দেড়শত বৎসর পরে উহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ মসজিদ্ সৌন্দর্য্যে এবং বিস্তারে অতুলনীয়। মসজিদের বহিঃপ্রাঙ্গণের নৈর্ঋত কোণে কুতবের আর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে; তাহারই নাম দিল্লীর কুতব-মিনার। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ কুতবমিনার শব্দে লিখিত হইয়াছে।] কুতবমিনারের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রাজা ধাব প্রতিষ্ঠিত লৌহস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এই মিনারের চতুর্দ্দিকে ভূরিপরিমাণে ভগ্ন স্তূপ পতিত আছে, তন্মধ্যে ১৩১১ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ আলাউদ্দীনের অসম্পূর্ণ স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ প্রধান।

দাসরাজগণের সময়েই দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসল-মান-রমণী অধিরোহণ করেন। অনুচরবর্গ ইহাকে সুলতান বলিয়া এই পুরুষোচিত উপাধি দিয়াছিল। ১২৩৭ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত দাসরাজগণ রাজত্ব করিলে জলালউদ্দীন্ খিলজী দিল্লী অধিকার করেন। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মধ্য-এসিয়া হইতে মোগলগণ দুইবার দিল্লী আক্রমণ করে।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে তোগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে এই রাজবংশের আদিপুরুষ গয়াসউদ্দীন্ তাৎকালিক দিল্লীর ৪ মাইল পূর্ব্বে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই তৃতীয় রাজধানীর দুর্গ, অট্টালিকা, রাজপথ প্রভৃতির সুস্পষ্ট ভগ্নাবশেষ বিস্তীর্ণস্থানে অদ্যাপি পড়িয়া আছে। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে গয়াসউদ্দীন্ পরলোকগত হইলে তৎপুত্র মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। এই ব্যক্তি তিনবার সমস্ত দিল্লীবাসীর সহিত নিজ রাজধানী দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রায় ৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী দেবগিরি বা দৌলতাবাদ নগরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। সুদীর্ঘ পথ যাতায়াতে দিল্লীবাসিগণের কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঞ্জিয়ার্স নিবাসী ইবন্ বতুতা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী পরিদর্শন করেন। তিনি এই পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূন্য শূন্য অট্টালিকাদির সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ফিরোজশাহ তোগলক নামে অপর একজন সম্রাট্ আর একবার দিল্লী রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হুমায়ুনের সমাধি ও পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই রাজধানী স্থাপিত হয়। এই নরপতির প্রাসাদের ভগ্নস্তূপমধ্যে বর্ত্তমান দক্ষিণ তোরণদ্বারের বাহিরে অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ ৪২ ফিট্ উচ্চ এবং ফিরোজশাহের লাট অর্থাৎ স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। গোলাপীরঙের এক খণ্ড প্রস্তরে এই স্তম্ভ গঠিত। ইহাতে পালিভাষায় এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রিন্সেপ সাহেব বহুযত্নে ও পরিশ্রমে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই স্তম্ভ আদৌ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফিরোজশাহ খিজিরাবাদ হইতে ইহা আনাইয়া নিজ নব রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করেন, দিল্লীসৈন্য প্রাচীরের নিকটেই তৈমুর কর্তৃক পরাজিত হয়। তৈমুর অরক্ষিত নগরে প্রবেশ করিলে ক্রমাগতঃ পাঁচ দিবস ধরিয়া লোমহর্ষণকারী হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। দিল্লীর রাস্তাঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে নরশোণিতলোলুপ তৈমুরের উৎকট নরহত্যা লালসা পরিতৃপ্ত হইলে তিনি বহুসংখ্যক নরনারী বন্দী করিয়া এবং প্রভূত অর্থ লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রায় দুইমাস দিল্লী এইরূপ বিভীষিকাময় হইয়া রহিল, অবশেষে মহম্মদ তোগলক আসিয়া পুনরায় দিল্লীসাম্রাজ্য কথঞ্চিৎ অধিকার করিলেন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ প্রাণত্যাগ করিলে সৈয়দবংশ দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ সামান্যমাত্র প্রদেশে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে লোদিবংশ রাজ্যাধিকার করিলে আগরা নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাট্‌দিগের আদিপুরুষ বাবর অল্পসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং লোদিবংশীয় শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। ইনি অধিকাংশ সময় আগ্রাতেই বাস করিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ভিত্তিতে পুরাণকিল্লা নামক দুর্গ নির্ম্মাণ কিম্বা সংস্কার করাইলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সেরশাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লী নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। ইহার নির্ম্মিত লালদরজা নামে একটী তোরণ অদ্যাপি জেলখানার সম্মুখে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সেরশাহের পুত্র সেলিমের নির্ম্মিত সেলিমগড় নামক দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করেন, কিন্তু ছয়মাস মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার সমাধি মন্দির বিখ্যাত। তৎপরবর্ত্তী অকবর ও জাহাঙ্গীর আগরা, লাহোর অথবা আজমীরে বাস করিতেন। সুতরাং দিল্লী কিছুকাল হীনদশায় রহিল। অবশেষে সম্রাট্ শাহজাহানের সময়ে দিল্লী বর্ত্তমান সৌধমণ্ডলীতে সুশোভিত হইয়াছিল। ইনি নগরকে বর্ত্তমান পরিখাপ্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত করেন এবং নিজ নামানুসারে ইহার নাম শাহজাহানাবাদ রাখেন। প্রসিদ্ধ জুমা মস্‌জিদ ইহারই নির্ম্মিত, তদ্ভিন্ন ইনি যমুনা নদীর পশ্চিম খাল সংস্কার করেন। অরঙ্গজেবের সময় দিল্লী উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার যশঃসৌরভ দিগ্মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া য়ুরোপখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। অরঙ্গজেবের রাজসভার অলৌকিক বৈভব ও গৌরবরাশি ভ্রমণকারীদিগের মুখে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উপন্যাসের ন্যায় দূরদেশে জনগণের ভয়-বিস্ময়-কৌতুহলোদ্দীপ্ত কর্ণকুহরে গীত হইত।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদে শীঘ্রই মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইতে লাগিল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীর নিকট আগমন করে। তিন বৎসর পরে নাদিরশাহ সদর্পে এই নগরে প্রবেশ করেন। তৈমুরকৃত হত্যাকাণ্ডের আর একবার অভিনয় হইল। পূর্ণ আটার দিন নাদির দিল্লীতে থাকিয়া

ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে লুণ্ঠন করেন, যতদিন এক কপর্দ্দক কোথাও ছিল, ততদিন তাঁহার লুণ্ঠন বন্ধ হয় নাই। অবশেষে নাদির প্রায় সর্ব্বসমেত ৯ কোটী টাকা এবং বিখ্যাত ময়ূরাসন লইয়া প্রস্থান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছয়মাসকাল ধরিয়া দিল্লীর রাস্তার মধ্যেই ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া হতভাগ্য রাজধানীকে শীঘ্র শীঘ্র অধঃপতনের চরম সীমায় আনয়ন করিল। এই সময় আহ্মদশাহ-দুরাণী দুইবার দিল্লী আক্রমণ করেন, আবার দুর্দান্ত বর্গিসৈন্য কর্ত্তৃক ইহার উৎসন্নের পূর্ণতা সাধিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর নিহত হইলেন। তাঁহার পর শাহ আলম্ নামে মাত্র সম্রাট্ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছুই ক্ষমতা রহিল না। আফগান ও মরাঠাগণ ক্রমান্বয়ে দিল্লী আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ শাহআলমকে দিল্লীতে স্থাপন করিল। কিন্তু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা দিল্লীদুর্গ অধিকার করিল। সম্রাট্ সিন্ধিয়ার হস্তে বন্দী রহিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক মরাঠাদিগকে পরাজিত ও দিল্লী অধিকার করিয়া শাহআলমকে মুক্ত করিলেন। পর বৎসর হোলকর দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু রেসিডেন্ট অক্টরলোনি অল্পমাত্র সৈন্য দ্বারা নগর রক্ষা করেন, অবশেষে লর্ড লেক গিয়া আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই বিজিত প্রদেশ প্রাসাদ ব্যতীত সমস্তই সম্রাটের নামে শাসিত হইত।

ইহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই। তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় দিল্লীতে আর একবার পতনোন্মুখ মোগলাধিপত্য স্থাপিত হইল। ১০ই মে সন্ধ্যার সময়ে মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং পরদিবস প্রাতঃকালে যমুনাপার হইয়া দিল্লীপ্রবেশের চেষ্টা করে। তৎক্ষণে রক্ষি-সৈন্যের অধিনায়ক, কমিশনার এবং কালেক্টর সাহেব লাহোর কটকের সমীপে উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণ তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল, তৎকালে অধিকাংশ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী নগর মধ্যে বাস করিত। তখন গৃহে গৃহে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ব্যাপার চলিতে লাগিল। বেলা ৮ ঘটিকার মধ্যেই অস্ত্রাগার এবং দুর্গ ব্যতীত সমস্ত সহর তাহাদিগের করতলগত হইয়া গেল। এই সংবাদ শীঘ্রই নগর বহিঃস্থ সেনানিবাসে পঁহুছিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে এক দল সিপাহী সৈন্য বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। কিন্তু দিল্লীতে পঁহুছিবামাত্র তাহারা বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া সেনা বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিল। লেপ্টনাণ্ট উইলোবি অপর আট জন য়ুরোপীয়ের সাহায্যে বিলক্ষণ সাহসের সহিত অস্ত্রাগার রক্ষার নিমিত্ত বহুক্ষণ চেষ্টা করেন; অবশেষে হতাশ হইয়া অস্ত্রাগারের বারুদ-রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বারুদরাশি প্রজ্বলিত হওয়ায় ভীষণ শব্দে অস্ত্রাগার উড়িয়া গেল। পাঁচজন ইংরাজ এই ব্যাপারে বিনষ্ট হইল, অবশিষ্ট চারিজন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। দুর্গ ও সেনানিবাসের সিপাহীসৈন্য মিরাট হইতে গোরা পল্টন আসিবার আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। সন্ধ্যার সময়ে তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং য়ুরোপীয়দিগের স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই বধ করিতে লাগিল। অতি অল্প য়ুরোপীয় পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগেরও অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে দিল্লীতে ইংরাজশাসনের সমস্ত চিহ্ন একবারে বিলুপ্ত হইল।

এইরূপে মোগল সাম্রাজ্যের আর একবার অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু এই দৈবাগত স্বাধীনতা সম্রাট্কে অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে ইংরাজ সৈন্য বদলি-কা-সরাইয়ের যুদ্ধে সিপাহীদিগকে পরাস্ত করে। ঐ দিবসেই সন্ধ্যার সময় তাহারা বিদ্রোহীদিগকে সেনা-নিবাস হইতে তাড়াইয়া নগরবহিঃস্থ উচ্চভূমিতে ছাউনি স্থাপন করে। তিন মাস অবরোধের পর ইংরাজসৈন্য পুনরায় দিল্লী হস্তগত করিল। সম্রাট্ পলায়ন করিয়া হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে আশ্রয় লয়েন, কিন্তু পরদিবস ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সামরিক-আইনে তাঁহার বিচার হইল এবং বিচারে বিদ্রোহের উত্তেজনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি চিরকালের জন্য রেঙ্গুণ নগরে নির্ব্বাসিত হইলেন। তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর মোগলসম্রাটের নামও অবসান হইল।

দিল্লী পুনরায় ইংরাজাধিকৃত হইলে কিছুকাল উহা সামরিক বিভাগের শাসনাধীনে রহিল। ঐ সময়ে দিল্লীবাসিগণ সুযোগ পাইলেই য়ুরোপীয় সৈনিকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল, প্রতিকারের জন্য ইংরাজ-সেনানী সমস্ত অধিবাসীদিগকে কিছুদিনের জন্য দিল্লী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুগণ অল্পদিন পরেই নগর প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইল বটে, কিন্তু মুসলমানগণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত পূর্ব্বরূপ কঠোরভাবে বিতাড়িত রহিল। ঐ তারিখে দিল্লীনগর সামরিক-শাসন বিভাগ হইতে সাধারণ

শাসন বিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লীতে একরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং ইহার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্র পাঠ করিবার জন্ম এই দিল্লীনগরেই দরবার হয় এবং ঐ দরবারে ভারতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ গৃহ সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান। দিল্লী ইন্‌ষ্টিটিউট—ইহা সাধারণের নিকট সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা গবর্মেণ্ট সাহায্যে নির্ম্মিত। ইহাতে দরবারহল, যাদুঘর, পুস্তকাগার, পাঠাগার, ষ্টেসন সংক্রান্ত ঘর, বক্তৃতা দিবার রঙ্গমঞ্চ ও বল-নাচের ঘর, এই কয়েকটী বিভাগ আছে। মিউনিসিপাল সভা ও অনরারি মাজিষ্ট্রেটগণের বৈঠক উক্ত দরবার হলে হইয়া থাকে। সরকারী আফিস সকল, জেলা আদালত, কোষাগার, তহসিলী পুলিস আফিস, ডিষ্ট্রিক্ট জেল, পাগ্‌লা গারদ, হাঁসপাতাল ও দাতব্যঔষধালয় আছে। সদাব্রত-গৃহ সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা ও মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্য দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে ৪টী গির্জ্জা আছে। দিল্লী কলেজ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, সাধারণের চাঁদায় ইহা চলিত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ফজলআলি খাঁ এককালীন ইহাতে ১,৭০,০০০ টাকা দান করেন। এখন দিল্লীতে বহুসংখ্যক ছাপাখানা হইয়াছে।

দিল্লীনগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া, পঞ্জাব ও রাজপুতানা ষ্টেট্ এই তিনটী রেলপথেরই ষ্টেসন আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড এবং অন্যান্য অনেকগুলি সুন্দর রাজপথ দিল্লী হইতে চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান স্থানে গিয়াছে। তদ্ভিন্ন যমুনা দিয়াও নৌকাদি যাতায়াত করে। সুতরাং দিল্লীতে কি জলপথ কি স্থলপথ কি রেলপথ সকল দিয়া বাণিজ্যের সুবিধা আছে। অদ্যাপি এস্থান কলিকাতা, বোম্বাই, রাজপুতানা প্রভৃতির সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের একটী কেন্দ্রস্থল। আমদানীর মধ্যে নীলবড়ী, রাসায়নিক নানাবিধ ঔষধাদি, তুলা, রেসম, সূত্র, গোধূম, সর্ষপাদি শস্য, ঘৃত, লবণ, নানাবিধ ধাতু, শৃঙ্গ, চর্ম্ম এবং বিলাতী কাপড় প্রধান। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশ আবার তথা হইতে নানাস্থানে রপ্তানি হয়; অধিকন্তু তামাক, চিনি, তৈল, স্বর্ণরৌপ্যের বিবিধ অলঙ্কার ও জরি প্রভৃতিও রপ্তানি হইয়া থাকে। খিল্জ, কাবুল, অল্‌বার, বিকানীর, জয়পুর এবং দোয়াব ও পঞ্জাবের সমস্ত নগরে দিল্লী-সওদাগরগণ বাণিজ্য করিয়া থাকে। বেঙ্গল এণ্ড দিল্লী ব্যাঙ্ক য়ুরোপীয় মূলধনে স্থাপিত। তুলার সওদাগরদিগের অনেকের এখানে এজেন্ট্ আছে। চাঁদনী চক কারবারের প্রধান আড্ডা, এখানে সারি সারি নানাবিধ পণ্য পরিপূর্ণ বহুসংখ্যক আপণশ্রেণী দর্শকের মনোহরণ করে। শিল্পজাতের মধ্যে দিল্লীর স্বর্ণরৌপ্যাদির সূক্ষ্মতার নির্ম্মিত পুষ্পাদি প্রধান। কিন্তু এখন বিলাতী দ্রব্যের অনুকরণ অতিশয় প্রবল হওয়ায় ঐ সকলের কল্পনা-চাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়া যাইতেছে। মোগলরাজবংশের লোপ হওয়াতেও এই শিল্প উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে দিল্লীনগরে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মস্‌লিম প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন এখানে উৎকৃষ্ট শাল, নানাবিধ খোদাই ও চিকনদাজি, কাচমণ্ডিত মাটীর বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাঁদনীচকে মণি জহরত প্রভৃতির বহুসংখ্যক সওদাগর আছে। দিল্লীর মিউনিসিপালিটী প্রথমশ্রেণীর মধ্যে গণনীয়।

দিল্লীর প্রত্যেক প্রাচীন সৌধমন্দিরাদি এবং অন্যান্য স্থানের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও এক প্রকাণ্ড বহি হইয়া পড়ে, সুতরাং এস্থলে প্রধান প্রধান স্থান ও অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের নামের কেবল এক তালিকামাত্র দেওয়া গেল। যথা—তোগলকাবাদ, তোগলকের সমাধি, হাজার-সতুন, আদিলাবাদ, মন্দিরকক্ষা, রোসন চিরাগ, সুলতান বহ্‌লোল লোদির সমাধি, সাতপাল্লা বাঁধ, খিড়কি মস্‌জিদ, দর্গা য়ুসুফ কোটাল, দর্গা সেখ সলাউদ্দীন্, পাঁচবুরুজ কাঞ্চন সরাই, লস্করখাঁর সমাধি, বস্তিবাউড়ি, খিজিরের গুম্বজ ওকলা, বড় পাল্লা, খান্‌ইখানানের সমাধি, নীলগুম্বজ, হুমায়ুনের সমাধি ও তন্মধ্যস্থ অপর একটী কবর, আরব-কি-সরাই, দরজা মন্দি, ইসা খাঁর সমাধি ও মস্‌জিদ, দর্গা নিজামুদ্দীন্, খিজর খাঁর মস্‌জিদ, দিল্লীর শেষ সম্রাট্‌গণের সমাধি, দর্গা আমীর খুস্‌রু, রাজাখাঁর সমাধি, চৌষট্টিখম্বা, লালমহল, সৈয়দ আবিদের সমাধি, লালবাঙ্গলা, পুরাণকিল্লা, খাসমহল, নীল-ছত্রি, সিরমন্দিল, কিল্লাকোণমস্‌জিদ, কাবুলফটক, ফিরোজ-শাহের কোতেলা, অশোকের স্তম্ভ, কুশাক-শিকার, চৌবুরুজী, ভূতুলিঙ্গ, ফিরোজশাহের কোতেলার দক্ষিণে লিপিযুক্ত একটী মস্‌জিদ, পুরাণকিল্লার সন্নিকট নগরতোরণ ও ইহার নিকটবর্ত্তী লিপিযুক্ত মস্‌জিদ, কোশমিনার, মস্‌জিদ কুওৎ-উল্-ইস্‌লাম, লৌহস্তম্ভ, অসম্পূর্ণ মিনার, বৃহৎমিনার বা লাট, কুশাক সবুজ, আল্‌তামাসের সমাধি, আলাউদ্দীন্ খিলজীর সমাধি, আলাই দরজা, ইমাম্ জামিনের সমাধি, মহম্মদকুলিখাঁর সমাধি, রাজন-কা-বইন, মৌলানা জমালের সমাধি ও মস্‌জিদ, গয়াসুদ্দীন্ বলবনের সমাধি, শামশি হৌজ ও নিকটস্থ মন্দির, দর্গা কুতবউদ্দীন্, বখ্‌তিয়ার কাকি ও মস্‌জিদ, মতি মস্‌জিদ, আদমখাঁর সমাধি, যোগমায়া, অনঙ্গপালের লালকোট ও

আলাউদ্দীন্ কৃত উহার বিস্তার, কিল্লা রায় পিথোরা, হাজিখাবা য়োসেফির সমাধি, সুলতান গারির সমাধি, হৌজ খাস, ফিরোজশাহের গোর ও সন্নিহিত ইদ্গা, পাহাড়ের উপরিস্থ সুলতান গারির সমাধির ভগ্নাবশেষ, কিত্ বায়েন, মহীপালপুর, মালচা, বদি-মঞ্জিল বা বিজয়মন্দির, মস্জিদ বেগমপুর, খঠকি মস্জিদ, ভিরহোন্জা, মুবারকপুর কোতেলা সমাধি, বুরুজ্, কালা হজরত কতেলা, খয়েরপুরে সমাধি ও মস্জিদ, সেকন্দর লোদির সমাধি, যন্ত্র-মন্ত্র, কদম শরিফী, মহল ভুলি ভাজিয়ারি, মস্জিদ সব্হিন্দি, নিগমবোধঘাট, দিল্লীদুর্গস্থ সৌধমালা, জমা মস্জিদ, কালা বা কলান মস্জিদ, দর্গা শাহ তুর্কমান, মস্জিদ অকবরবাদী, সোণালী মস্জিদ, জিনৎ উল্ মস্জিদ, শরিফ উদ্দৌলার মস্জিদ, ফত্তেপুরী মস্জিদ, পঞ্জাবী কাট্রা মস্জিদ, ফক্র-উল্-মস্জিদ, গাজিউদ্দীনের মাদ্রাসা, সোণালী মস্জিদ কোতোয়ালী, ঔকপুর ও সূর্য্য-কুণ্ড, সেলিমগড় ও দুর্গ মধ্যবর্ত্তী সেতু, জাহাঁপানা, দিল্লী শিরসা, ফিরোজাবাদ, সিরি, কিলোকড়ি ইত্যাদি।

দিব্ (স্ত্রী) দীব্যন্ত্যত্র দিব বাহু° আধারে ডিব্। ১ স্বর্গ। ২ আকাশ। ৩ দিন। "দিবীব চক্ষুরাততম্" (ঋক্ ১।২২।৫)

দিব (ক্লী) দীব্যন্ত্যস্মিন্ দিব স্বঞর্থে অধিকরণে ক। ১ স্বর্গ। ২ আকাশ। ৩ দিন। ৪ বন।

দিবক্কস্ (ত্রি) ১ স্বর্গীয়। (পুং) ২ ইন্দ্র।

দিবঙ্গম (ত্রি) দিবং আকাশং স্বর্গং বা গচ্ছতি দিব বাহু° খচ্ মুম্। ১ আকাশগামী। ২ স্বর্গগামী। "দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমস্ত কারণাৎ।" (ভারত বন° ১৪৬ অঃ)

দিবন্ (পুং) দীব্যত্যস্মিন্নিতি দিব-কনিন্ (কনিন্ যু বৃষীতি। উণ্ ১।১৫৬) দিন।

দিবস (পুং ক্লী) দীব্যত্যত্র দিব অসচ্ কিচ্চ (দিবঃ কিৎ। উণ্ ৩।১২১) দিন।

"প্রাবৃষ্কালদিবসানি স্বদীয় বিরহেণ তীব্রতাপেন।
গ্রীষ্মেণেব নলিন্যা জীবসমন্ত্রীকৃতং তস্যাঃ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৩৯)

দিবসকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্ দিবসস্ত করঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবসকৃৎ (পুং) দিবসং করোতি কৃ-কিপ্ তুগাগমঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবসনাথ (পুং) দিবসস্ত নাথঃ। সূর্য্য।

দিবসভর্ত্তৃ (পুং) দিবসস্ত ভর্ত্তা। সূর্য্য।

দিবসমুখ (ক্লী) দিবসস্ত মুখং। প্রভাত, প্রাতঃকাল।

দিবসমুদ্রা (স্ত্রী) একদিনের বেতন।

দিবসবিগম (পুং) দিবসস্ত বিগমঃ। দিবাবসান, দিবসাত্যয়, সায়ংকাল, সন্ধ্যাকাল।

দিবসান্তর (ত্রি) অন্তং দিবসং। অন্যদিন। "গর্ভস্থো বা প্রসূতো বাপ্যথবা দিবসান্তরঃ।" (ভারত ১১।৩৮)

দিবসেশ্বর (পুং) দিবসস্ত ঈশ্বরঃ। দিবসের প্রভু, সূর্য্য।

দিবস্পতি (পুং) দিবঃ পতি অলুক্সমাসঃ। ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র।

দিবস্পুত্র (পুং) দিব আকাশস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ঃ বা দিবঃ পুত্র জায়তে ত্রৈ-ক, পৃষো° সাধু। ১ দ্যুলোকপ্রিয়। ২ দ্যুলোক-পালক সূর্য্য।

"দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শংসত।" (শুক্ল যজু° ৪।৩৫)

'দিবস্পুত্রায় দ্যুলোকস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ায় দ্যুলোকাদ্ধি সূর্য্যো জায়তে দিব পূরু জায়তে স ইতি দিবস্পুত্রায় দিবঃ পালকায়।' (বেদদীপ)

দিবস্পৃথিবী (স্ত্রী) দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দিবো দিবসাদেশঃ। (দিবসশ্চ পৃথিব্যাং। পা ৬।৩।৩০) স্বর্গ ও ভূমি। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। "স্বজসঃ স্বদংসসংদিবস্পৃথিব্যাঃ।" (ঋক্ ২।২।৩)

দিবস্পৃশ্ (পুং) স্পৃশতি স্পৃশ-কিন্ দিবঃ স্পৃক্ ৬তৎ। ১ পাদ দ্বারা স্বর্গস্পর্শী বিষ্ণু, যিনি পা দিয়া স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বামনাবতারে পাদ দ্বারা স্বর্গ লোক স্পর্শ করিয়াছিলেন। "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" (ছান্দো° উ°) ২ আকাশস্পর্শী শব্দাদি।

দিবা (অব্য) দিব-কা। দিবস।

"পশ্চিমাস্ত সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতং।" (মনু)

দিবাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত বুলন্দসহর জেলার একটী সমৃদ্ধিসহর ও বাণিজ্যস্থান। অক্ষা° ২৮° ১২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৩৫´´ পূঃ। এই সহর বুলন্দসহরের ২৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। কথিত আছে, দুন্দগড় নামক একটী প্রধান রাজপুত রাজধানীর উত্তরে ১০২৯ খৃষ্টাব্দে এই সহর স্থাপিত হয়। সম্প্রতি অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলপথ এই স্থান দিয়া গমন করাতে ইহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। কাসের দিবাই নামে উক্ত রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। প্রতি সোমবার দিবাই সহরে একটী হাট বসিয়া থাকে। ঐ হাট জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

দিবাকর (পুং) দিবা দিনং করোতীতি কৃ-ট। (দিবাবিভেতি। পা ৩।২।২১) ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ কাক। ৪ পুষ্পবিশেষ।

দিবাকর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই কয়জন উল্লেখযোগ্য।

১ দিবাকরের পুত্র, দানদিনকর-রচয়িতা।

২ বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার, মল্লিনাথ শিশুপালবধের টীকায় ঐ টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, কোন কোন গ্রন্থে ইহার নামান্তর 'দিনকর' লিখিত আছে। ইনি নৃসিংহের পুত্র, কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের পৌত্র এবং দিবাকরের প্রপৌত্র। ইনি তত্ত্ব-চিন্তামণি নামে গণিত জ্যোতিষ, জাতকপদ্ধতি, জাতকপদ্ধতি-প্রকাশ, পদ্মজাতক, কেশবপদ্ধতির প্রৌঢ়মনোরমা নামে টীকা, মকরন্দবৃন্দাবন, রথোদ্ধতা নামে বর্ষগণিতপদ্ধতি, বর্ষতন্ত্র, শ্রীপতিপ্রকাশ, গণিতামৃতসারণী, জাতকপদ্ধত্যু-দাহরণ, রামবিনোদপ্রকাশপদ্ধতি, দিবাকরী এবং ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে গোপীরাজমতখণ্ডন নামে জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। মহাদেবভট্টের পুত্র ও গঙ্গার গর্ভজাত। ইহার পিতামহের নাম বালকৃষ্ণ, প্রপিতামহের' নাম মহাদেব এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম নারায়ণ। ইহার পুত্রের নাম বৈদ্যনাথ।

ইনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মশাস্ত্রসুধানিধি নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ (আচারার্ক, তিথ্যর্ক প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত), প্রায়-শ্চিত্তমুক্তাবলী ও প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলীপ্রকাশ, মল্লমার্ত্তণ্ড, শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নাকরাদর্শ রচনা করেন।

৫ মহাদেবভট্টের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র, ইহার উপনাম 'কাল'। ইনি পূর্ব্বোক্ত দিবাকরের মাতা গঙ্গার খুল্ল-পিতামহ।' ইনি দানচন্দ্রিকা ও স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্ত রচনা করেন।

৬ পদ্যাবলীধৃত একজন বিখ্যাত কবি।

দিবাকর দত্ত, সূক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

দিবাকরবৎস, কন্যামালাস্তোত্র এবং বিবেকজ্ঞান নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা। শেষোক্ত গ্রন্থ অভিনবগুপ্তের ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাসূত্রবিমর্শিনীবৃত্তিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিবাকরসুত (পুং) দিবাকরস্য সুতঃ। সূর্য্যপুত্র শনি, যম, কর্ণ, সুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। যমুনা, তপতী।

দিবাকীর্ত্তি (পুং) দিবা দিবসে এব কীর্ত্তির্যস্য, রাত্রৌ ক্ষৌর-কর্ম্মনিষেধাৎ। ১ নাপিত। ২ চাণ্ডাল।

"রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ।
দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ॥" (মনু ১০।৫৪)

নাপিতগণ রাজার শাসনানুসারে গ্রাম এবং নগরে কার্য্যের নিমিত্ত দিবাভাগে বিচরণ করিবে, রাত্রিতে কদাপি কার্য্যের জন্য গমন করিবে না। নাপিত, চাণ্ডাল প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

"দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবন্তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥" (মনু ৫।৮৫)

দিবা অকীর্ত্তির্যস্য। উলূক, পেচক। দিবসে ইহাদিগের নাম উচ্চারণ করিলে ইহাদের ভক্ষদ্রব্য তিক্ত হয়, এইরূপ লোক প্রবাদ আছে, এইজন্য দিবাভাগে ইহাদের নাম করিতে নাই।

দিবাকীর্ত্ত্য (ক্লী) দিবা দিবসে কীর্ত্ত্যং কীর্ত্তনীয়ং। বর্ষসাধ্য গবাময়ন যজ্ঞে দুই মাসষট্কের মধ্যে বিষুব নামক দিনে গেয় সামভেদ, অর্থাৎ বর্ষসাধ্য গবাময়ন যজ্ঞে বিষুবসংক্রা-ন্তির দিন যে সাম গান করা যায়, তাহার নাম দিবাকীর্ত্ত্য।
"দিবাকীর্ত্ত্যসামা ভবতি" (তাণ্ড্যব্রা° ৪।৬।১৫)
'দিবাকীর্ত্ত্যানি তক্রিয়ানি সামানি তস্মিন্ প্রযুজ্যন্তে ইতি দিবাকীর্ত্ত্যসামা অয়ং বিষুবান্ দিবাকীর্ত্ত্যসামা কার্য্যঃ' (ভাষ্য)

দিবাচর (পুং) দিবা চরতীতি চর-ট। ১ পক্ষী। ২ চণ্ডাল।

দিবাচারিন্ (ত্রি) দিবা-চরতি চর-ণিনি। দিবসসঞ্চারীভূত।
"সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ দিবাচারিভ্যঃ" (আশ্বলায়নগৃহ্য ১।২৯)

দিবাতর (ক্লী) অতিশয়েন দিবা প্রকাশকং তরপ্। অত্যন্ত প্রকাশক দিবা। "যঃ সুহূর্ণতরো দিবাতরাৎ প্রায়ুষে দিবা-তরাৎ" (ঋক্ ১।১২৭।৫)

দিবান্ধ (পুং স্ত্রী) দিবা দিবসে অন্ধঃ। ১ পেচক। ২ দিবসান্ধ প্রাণিমাত্র।
"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথা পরে।" (দেবীমা°)
(স্ত্রী) ৩ বল্গুলাপক্ষী।

দিবান্ধকী (স্ত্রী) দিবান্ধ স্বার্থে-ক গৌরা° ঙীষ্। ছুছুন্দরী, ছুচা।

দিবাপুষ্ট (পুং) সূর্য্য।

দিবাপ্রদীপ (পুং) কুৎসিত মনুষ্য।

দিবাভীত (পুং স্ত্রী) দিবা দিবসে ভীতঃ। ১ পেচক
"লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারং" (কুমার)
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (পুং) ২ কুমুদাকর। ৩ চৌর। (মেদিনী)

দিবাভীতি (স্ত্রী) দিবা দিবসে ভীতির্ভয়ং যস্য। ১ পেচক।
(ত্রি) ২ দিবস ভীতিযুক্ত।

দিবাভূত (ত্রি) দিবার ন্যায় আলোকযুক্ত।

দিবামণি (পুং) দিবা দিবসস্য মণিরিব। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবামধ্য (ক্লী) দিবা দিবসস্য মধ্যং। মধ্যাহ্ন।

দিবাবসু (পুং) দিবা বসুঃ কিরণো যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্ক-বৃক্ষ। দীব্যতি দিব-কিপ্ দ্যৌঃ আবসুঃ হবিরস্য বা দিব-মাবসতি বস্-উন্। ১ দীপ্তহবিষ্ক। ২ দ্যুলোকবাসী ইন্দ্র।
"দিবং যব দিবাবসো" (ঋক্ ৮।৩৪।১)

দিবাশয় (পুং) দিবা দিবসে শেতে শী-অচ্। ১ দিবাস্বাপ-যুক্ত, যাহারা দিনে শয়ন করে। ২ দিবসে অন্ধকারযুক্ত।

"ন যে দিবাশয়াঃ পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং নানুগচ্ছতি ন স্পৃশতি রজস্বলাং॥" (জৈমি° ভারত)

দিবাসঞ্চর (ত্রি) দিবা দিবসে সঞ্চরতি সম্-চর-ট। দিবসচারী প্রাণিভেদ, পর্য্যায়—শ্যামা, শ্যেন, শশঘ্ন, বঞ্জুল, শিখী, শ্রীকর্ণ, চক্রবাক, চাষ, অণ্ডীরক, খঞ্জরীট, শুক, ধ্বাঙ্ক্ষ, ত্রিবিধ কপোত, ভারদ্বাজ, কুলাল, কুক্কুট, খর, হারীত, গৃধ্র, কপি, ফেণ্ট, পূর্ণকূট ও চটক এই সকল পক্ষী দিবাচর।
(বৃহৎসংহিতা ৮৮।১)

দিবাস্বপ্ন (পুং) দিবা দিবসে স্বপ্নঃ। দিবানিদ্রা।
"দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে॥
উচিতো হি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং।
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা॥" (ভাবপ্র°)
দিবসে নিদ্রা যাইবে না, কারণ দিবানিদ্রা কফকারক। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা দ্বারা কোন দোষ হয় না। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। যাহাদের প্রত্যহ দিবানিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, তাহারা দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হয়। যে সকল ব্যক্তি ব্যায়াম বা স্ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা অথবা পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত, এবং অতিসার, শূল, শ্বাস, পিপাসা, হিক্কা, বায়ুরোগ, মদাত্যয় ও অজীর্ণ এই সকল রোগে আক্রান্ত, অথবা ক্ষীণদেহ, ক্ষীণ কফ, শিশু, বৃদ্ধ ও যাহারা রাত্রিজাগরণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকারক। যে দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে অভ্যস্ত, তাহার দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে কোন দোষ হয় না। (ভাবপ্র°) [নিদ্রা দেখ।]
দিবানিদ্রা কামজ ব্যসন মধ্যে গণ্য।
"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ॥" (মনু)

দিবাস্বাপ (পুং) দিবা দিবসে স্বাপঃ ৭তৎ। দিবানিদ্রা।
[দিবাস্বপ্ন দেখ।]

দিবাস্বাপা (স্ত্রী) বল্গুলা পক্ষী। (রাজনি°)

দিবি (পুং) দীব্যতীতি দিবু ক্রীড়ায়াং দিব-ইন্-সচ কিৎ। (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) চাষ পক্ষী।

দিবিক্ষয় (ত্রি) স্বর্গবাসী।

দিবিক্ষিৎ (ত্রি) দিবি ক্ষয়তি ক্ষি-ক্বিপ্ তুকাগমঃ, অলুক্ সমাসশ্চ। স্বর্গবাসী। "সূর্য্যামাসাবিচরন্তা দিবিক্ষিতা" (ঋক্ ১০।৯২।১২) 'দিবিক্ষিতা দিবি বসন্তৌ' (সায়ণ)

দিবিগত (ত্রি) দিবি গতঃ অলুক্ সমাসঃ। স্বর্গগত। "মহিতো তত্র সংস্তাবো যথা দিবিগতো তথা।" (হরিবং°)

দিবিচর (ত্রি) দিবি আকাশে চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, স্বর্গচারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দিবিচারিন্ (ত্রি) দিবি চরতি চর-ণিনি। আকাশচারী, স্বর্গচারী।

দিবিজ (পুং) দিবি জায়তে জন-ড, অলুক্ সমাসঃ। দ্যুলোকজাত, স্বর্গজাত, যাহারা স্বর্গে জন্মিয়াছেন।
"যুবা আবো দিবিজা ঋতে নাবিক্কধানা।" (ঋক্ ৭।৭৫।১)
বিকল্পে অলুক্ সমাস হয়, কিন্তু বিকল্প স্থানে অলুক্ না হইলে দ্যুজ এইরূপ পদ হইবে।

দিবিজাত (ত্রি) দিবিজাতঃ অলুক্ সমাসঃ। স্বর্গজাত, আকাশজাত।

দিবিতা (স্ত্রী) দীপ বাহু° ইতচ্ পৃষো° সাধুঃ। দীপ্তি।
"গ্রাবাণো বাচা দিবিতা দিবিত্মতা।" (ঋক্ ১০।৭৬।৬)
'দিবিতায়াং দীপ্তিমত্যায়াং।' (সায়ণ)

দিবিত্মৎ (ত্রি) দীপ্তিমৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দীপ্তিযুক্ত।
"মহারায়ে দিবিত্মতে" (ঋক্ ৪।৩১।১১) 'দিবিত্মতে দীপ্তিমতে' (সায়ণ)

দিবিযজ্ (পুং) দিবি দ্যুলোকে স্থিতান্ ইন্দ্রাদীন্ যজতে যজ-ক্বিপ্, অলুক্ সমাসঃ। দ্যুলোকস্থিত দেবযাজী, যাহারা স্বর্গলোকে থাকিয়া দেবতাদিগের যাগ করে। "হোতারো ন দিবিযজোমন্দ্রতমাঃ।" (ঋক্ ৯।৯৭।২৬) 'দেবানিন্দ্রাদীন্ স্তুবন্ত্যেবং দিবিযজো দিবি দ্যুলোকে স্থিতান্ ইন্দ্রাদীন্ দেবান্ যজন্তঃ' (সায়ণ)

দিবিযোনি (ত্রি) স্বর্গজন্মা।

দিবিরথ (পুং) ১ পুরুবংশে ভুমন্যুপুত্র নৃপভেদ। (ভারত ৯৪ অঃ) ২ অঙ্গদেশাধিপতি দধিবাহনের পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অঃ)

দিবিশ্রিৎ (ত্রি) স্বর্গে বাসকারী।

দিবিষদ্ (পুং) দিবি সীদতীতি সদ-ক্বিপ্ সপ্তম্যা অলুক্ ষত্বঞ্চ। দেবতা, যাহারা স্বর্গে বাস করেন। "পৃথিবীসদং অন্তরিক্ষসদং দিবিসদং দেবসদং নাকসদং" (শুক্লযজুঃ ৯।২)

দিবিস্থেয় (ত্রি) স্বর্গে স্থাপনীয়।

দিবিষ্টি (স্ত্রী) যাগ, যজ্ঞ।

দিবিষ্ঠ (ত্রি) দিবি স্বর্গে তিষ্ঠতি স্থা-ক-অলুক্ সমাসঃ ততো ষত্বং। ১ স্বর্গস্থ, যাহারা স্বর্গে অবস্থান করে। ২ অন্তরীক্ষস্থিত। কোন কোন স্থলে অকৃতষত্ব, অর্থাৎ ষত্ব হয় নাই এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, সেই স্থলে দিবিস্থ এইরূপ হয়।
"নত্বা দিবিস্থাং ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য
বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্তৃপাদং।" (ভাগবত ৪।২৩।২২)

দিবিসদ্ [দিবিষদ্ দেখ।]

দিবিস্পৃশ্ (ত্রি) দিবি স্পৃশতি কিন্, ন বধং। দ্যুলোক-স্পর্শী, যাহারা স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া থাকে। "আহি ত্বাথো দিবিস্পৃশং।" (ঋক্ ৪।৪৬।৪)

দিবী (স্ত্রী) দিব বাহু° ঈ। উপজিহ্বিকা কীট।

দিবেদিবে (অব্য) দিব বাহুলকাৎ দ্বিত্বঞ্চ। দিবস।

দিবোকস্ (পুং) দ্যৌঃ স্বর্গঃ আকাশো বা ওকো যস্য। ১ দেবতা। ২ চাতক পক্ষী। (ত্রি) ৩ আকাশবাসী।

দিবোজা (ত্রি) দিবো জায়তে জন-ড, বাহু° অলুক্ সমাসঃ। দ্যুলোক হইতে জাত, যাহারা স্বর্গলোক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"এষা স্যানো দুহিতা দিবোজাঃ।" (ঋক্ ৬।৬৫।১)

দিবোদাস (পুং) দিবঃ স্বর্গাৎ দাসো দানং যস্মৈ। ১ বধ্র্যশ্বের পুত্রভেদ।

ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেনার বধ্র্যশ্ব নামে এক পরাক্রমশালী পুত্র হয়, এই বধ্র্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে দুই যমজ সন্তান জন্মে, একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা, পুত্রের নাম রাজর্ষি দিবোদাস, কন্যার নাম যশস্বিনী অহল্যা। দিবোদাসের মহর্ষি মিত্রয়ু নামে এক পুত্র হয়। (হরিবংশ ৩২ অঃ) ২ মনুবংশীয় রিপুঞ্জয়াখ্য নৃপভেদ, মহামতি রিপুঞ্জয় অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে কঠোর তপঃসাধন করেন, ব্রহ্মা ইহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক বর দেন এবং ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'রিপুঞ্জয় তুমি এই পৃথিবী পালন কর, নাগরাজ অনঙ্গমোহিনী নামে কন্যা প্রদান করিতেছেন; ইনি তোমার পত্নী হইবেন। দেবতাগণ তোমাকে স্বর্গ হইতে কুসুম এবং রত্ন সকল প্রদান করিবেন। এই জন্য তুমি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইবে।'

"দিবোঽপি দেবা দাস্যন্তি রত্নানি কুসুমানি চ।
প্রজাপালনসন্তুষ্টা মহারাজ! প্রতিক্ষণং।
দিবোদাস ইতি খ্যাত মতো নাম স্বমাপ্স্যসি॥"

(কাশীখণ্ড ৪৭ অঃ)

'আমার বরপ্রভাবে তুমি অতিশয় বলশালী হইবে।' লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন, দিবোদাসও কাশীতে অবস্থান করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাকেন। [কাশী দেখ।]

দিবোদাস চন্দ্রবংশীয় ভীমরথের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম সুদাস ও প্রতর্দ্দন। ইনি ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইন্দ্র শম্বর নামক অসুরের ১০০ শত পুরীর মধ্যে ৯৯টী বিনষ্ট করিয়া ঐ অবশিষ্ট পুরী দিবোদাসকে দান করেন। ইনি কাশীর রাজা ছিলেন। মহাভারত মতে ইহার পিতার নাম সুদেব। ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হন। ইহার পিতৃশত্রু বীতহব্যের পুত্রগণ আসিয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে দিবোদাস পরাজিত হন। পরে ইনি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ ইহার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ-প্রভাবে ইহার প্রতর্দ্দন নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র হয়। এই প্রতর্দ্দন বীতহব্যের পুত্রগণের বিনাশ সাধন করেন। মহাদেব ইহার নিকট হইতে কাশী গ্রহণ করেন।

(ভারত অনুশাসন ৩০ অঃ)

৩ দিবোদাসপ্রকাশ নামক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। নির্ণয়সিন্ধু ও শ্রাদ্ধময়ূখে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ চিকিৎসাদর্পণকার। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও সুশ্রুতে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

দিবোদুহ্ (ত্রি) দিবোধুক্, স্বর্গ হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত।

দিবোদ্ভব (ত্রি) দিবে স্বর্গে উদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্। ১ স্বর্গজাত, আকাশজাত। (স্ত্রী) দিবি বনে উদ্ভবো যস্যাঃ। ২ এলা।

দিবোরুচ্ (ত্রি) আকাশে দীপ্তিশীল।

দিবোল্কা (স্ত্রী) দিবা জাতা উল্কা। দিবসজাত আকাশ হইতে পতিত উল্কা, যে উল্কা দিবাভাগে আকাশ হইতে পতিত হয়।

"সধূমাস্তপতৎ সার্চির্দিবোল্কা নভসশ্চ্যুতা।" (ভারত উ° ৩০ অঃ)

দিবৌকস্ (পুং) দিবং স্বর্গ আকাশো বা ওকোঽবস্থানং যস্য। ১ দেবতা। ২ চাতক। (ত্রি) ৩ স্বর্গবাসী।

"সা তু বিধ্বস্তবপুষঃ কশ্মলাভিহতান্ নৃপ!
দদর্শ পথি গচ্ছন্তী বস্যূন্ দেবান্ দিবৌকসঃ॥" (ভারত ১।৯৬।৯)

দিবৌকস (পুং) ওকস্ শব্দো অদন্তোঽপ্যস্তি দিবং ওকসো যস্য। দেবতা।

"বসূধানিহ সংপ্রাপ্তৈঃ সর্ব্বৈরেব দিবৌকসৈঃ।" (হরিব° ২১৩ অঃ)

দিব্য (ত্রি) দিবি ভবঃ যৎ। ১ স্বর্গভব। ২ আকাশভব। ৩ উৎপাত ভেদ। ৪ যব। ৫ গুগ্‌গুলু। ৬ তান্ত্রিক আচার বিশেষ, ইহাকে দিব্যভাব কহে, সকল তান্ত্রিক কার্য্য তিন ভাবে হয়, দিব্য, পশু ও বীর ভাব। সত্য ও ত্রেতার প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত দিব্য ও বীর ভাবে তান্ত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চ মকার সাধন, শ্মশান সাধন ও চিতা সাধন দিব্য ও বীর ভাবানুসারে হয়, পশুভাবে এই সকল আচরণ করিবে না।* [তন্ত্র দেখ।] ৭ নায়কভেদ, এই নায়ক দিব্য ও অদিব্য

* "শৃণু ভাবত্রয়ং দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ॥
সত্যত্রেতার্দ্ধপর্য্যন্তং দিব্যভাববিনির্ণয়ঃ।
ত্রেতাদ্বাপরপর্য্যন্তং বীরভাব ইতীরিতং॥

ভেদে বহুবিধ, ইহার মধ্যে ইন্দ্রাদি দিব্য নায়ক, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দিব্যা নায়িকা। মাধব প্রভৃতি অদিব্য নায়ক, মালতী প্রভৃতি অদিব্যা নায়িকা, অর্জ্জুনাদি দিব্যাদিব্য নায়ক, দ্রৌপদী প্রভৃতি দিব্যাদিব্যা নায়িকা। (রসমঞ্জরী) ৮ লবঙ্গ। (স্ত্রী) ৯ হরিচন্দন। ১০ গঙ্গাজলাদি স্পর্শপূর্ব্বক শপথ ভেদ, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যদি কেহ মিথ্যা কহে, তাহা হইলে যতদিন ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ না হয়, ততদিন তাহার নরক হয়।

"গঙ্গাতোয়মুপস্পৃশ্য মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মযোনয়ঃ॥" (ব্রহ্মবৈ° প্র° খ°)

গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া দিব্য করিবে না, যদি কেহ বলপূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া দিব্য করে, তাহা হইলে উভয়েরই নরক হয়।

গঙ্গোদক, তাম্র, গোময়, গোরজ ইহা স্পর্শ করিয়া যদি কেহ সত্য বা মিথ্যা শপথ করে, তাহা হইলে যিনি করেন বা যিনি করান, উভয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

"তথা গঙ্গোদকং তাম্রং গোময়ং গোরজস্তথা।
সত্যং বা যদি বাসত্যং যদি দিব্যং করোতি যঃ॥
কর্ত্তা চ রৌরবং যাতি তথা কারয়িতা প্রিয়ে।
উভয়োঃ পুনরাবৃত্তির্ব্যাঘ্রশূকরযোনিষু॥
দিব্যং কর্ত্তুঃ কারয়িতুর্জপপূজা বৃথা তথা।
গায়ত্রীরহিতস্যাপি নরকোত্তরোত্তরং॥" (গায়ত্রীতন্ত্র ৫ প°)

১১ ব্যবহারভেদ। এই ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ ইহা পরীক্ষা করিবার নিয়ম। প্রতিজ্ঞাত অর্থ সাধনের নিমিত্ত বাদী ও প্রতিবাদীর কর্ত্তব্য তুলাদি পরীক্ষাভেদ, যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর লৌকিক ও লেখ্য প্রমাণাদি না থাকে, সেই স্থলে তুলা প্রভৃতির বিধানানুসারে দিব্য করিতে হয়, এই সকল দিব্য করিলে বিচারক ধর্ম্মানুসারে বিচার করিবেন। বৃহস্পতির মতে এই দিব্য নব প্রকার—

"ঘটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষস্তু পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠশ্চ তণ্ডুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তপ্তমাষকং॥
অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা॥" (বৃহস্পতি)

ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক ফাল ও ধর্ম্মজ এই নব প্রকার দিব্য, বিধাতা স্বয়ং বিধান করিয়াছেন।

মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
শ্মশানসাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেব চ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিয়ে।
দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥" (কালীবিলাসতন্ত্র)

এই দিব্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে ভিন্ন প্রকার; ব্রাহ্মণের দিব্য করিতে হইলে ঘটবিধি অনুসারে, ক্ষত্রিয় হুতাশন, বৈশ্য সলিল ও শূদ্র বিষ প্রয়োগানুসারে দিব্য করিবে।

"ব্রাহ্মণস্য ঘটোদেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং দেয়ং শূদ্রস্য বিষমেব তু॥" (নারদ)

বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রী ইহাদিগের ঘটবিধি অনুসারে দিব্য করিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রীদিগকে কখন বিষ দিবে না। বিষ্ণুসংহিতার বচনানুসারে শ্লেষ্মরোগী, ভীরু, শ্বাসকাসরোগী ও অম্বুসেবীকে হেমন্ত ও শিশিরকালে জলদিব্য করিতে দিবে না। কুষ্ঠরোগীদিগের অগ্নি দিব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। মদ্যপায়ী, স্ত্রীব্যসনী, কিতব ও নাস্তিক ইহাদিগকে কোষদিব্য করিতে দিবে না।

ধর্ম্মজ দিব্য এবং ঘট ধারণ সকল ঋতুতে হইতে পারে। বর্ষা, হেমন্ত ও শিশিরকালে বহ্নি, গ্রীষ্মে সলিল এবং শীতকালে বিষ দিব্য করিবার নিয়ম। শীতকালে তোয়, গ্রীষ্মকালে অগ্নি, বর্ষাকালে বিষ এবং প্রভাত সময়ে তুলা দিব্য করিবে না।

পূর্ব্বাহ্ণে অগ্নি, ঘট ও কোষ, মধ্যাহ্নে জল এবং রাত্রির পশ্চিমভাগে বিষদিব্য করিবার নিয়ম। বৃহস্পতি যখন সিংহস্থ বা মকরস্থ এবং ভৃগু যখন অস্তমিত হন, সেই সময় দিব্য করিতে নাই। মলমাসে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী, ইহাতে দিব্য করিবে না।

যজ্ঞে অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ যেরূপ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, দিব্যবিষয়ে বিচারক সেইরূপ রাজার আদেশে সকল কার্য্য করিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

১২ তত্ত্ববেত্তা। (স্ত্রী) ১৩ আমলকী। ১৪ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ১৫ শতাবরী। ১৬ মহামেদা। ১৭ ব্রাহ্মী। ১৮ শ্বেতদূর্ব্বা। ১৯ হরীতকী। ২০ পুরা। ২১ গন্ধবতী। (পুং) ২২ স্থূলজীরক। (স্ত্রী) ২৩ দৈবদিন। ২৪ দৈব দিনের পরিমাণ। ২৫ দ্যুলোকজাত। ২৬ মনোজ্ঞ। ২৭ লোকাতীত।

দিব্যক (পুং) ১ সর্পভেদ। ২ জন্তুভেদ।

দিব্যকট (স্ত্রী) প্রতীচীস্থ পুরভেদ।

"কৃৎস্নং পঞ্চনদঞ্চৈব তথৈবামরপর্ব্বতং।
উত্তরজ্যোতিষঞ্চৈব তথা দিব্যকটং পুরং॥" (ভা° সভা° ৩১ অঃ)

দিব্যকুণ্ড (স্ত্রী) দিব্যং পুণ্যপ্রদত্বাৎ অত্যুৎকৃষ্টং কুণ্ডং। কামরূপে কোভকশৈলের পূর্ব্বভাগস্থ পুষ্করিণী বিশেষ, কামরূপে দুর্জয় পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে বরাসন নামে এক নগর আছে, ঐ নগরের দক্ষিণে কোভকশৈল অবস্থিত। এই

পাহাড়ে রক্তশিলাপৃষ্ঠে স্বয়ং দেবী বিরাজিতা আছেন এবং এই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে দিব্যকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া দেবীকে পূজা করিতে হয়। যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য দিব্যকুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চ পুষ্করিণী দেবীকে পূজা করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"দিব্যকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা পঞ্চপুষ্করিণীং শিবাং।
যঃ পূজয়েন্ মহাভাগ স যোনৌ নহি জায়তে॥"

(কালিকাপু° ৮১ অঃ)

দিব্যগন্ধ (পুং) দিব্য গন্ধঃ যস্ত। ১ গন্ধক। দিব্যঃ গন্ধঃ। ২ মনোহর গন্ধ। (ক্লী) ৩ লবঙ্গ।

দিব্যগন্ধা (স্ত্রী) দিব্যঃ গন্ধো যস্যাঃ। ১ স্থূলৈলা, বড়এলাচ। ২ মহাপঞ্চশাক।

দিব্যগায়ন (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ গায়নঃ। গন্ধর্ব্ব, স্বর্গগায়ক।

দিব্যচক্ষুস্ (ত্রি) দিব্যং অলৌকিকং চক্ষুর্যস্ত। জ্ঞানচক্ষু।

"নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।" (নীলকণ্ঠস্তোত্র)

জ্ঞানাত্মক চক্ষু, জ্ঞানরূপ চক্ষু, অলৌকিক পদার্থ দর্শনযোগ্য নেত্র।

"নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥" (গীতা ১১।৮)

হে অর্জ্জুন! তুমি এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা আমার ঐশ্বরিকরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলাম, এই দিব্য চক্ষু দ্বারা আমার ঐশ্বরিকরূপ ও প্রভাব দর্শন কর। দিব্যং স্বর্গীয়ং মনোজ্ঞং বা চক্ষুঃ। ৩ স্বর্গীয় চক্ষু। ৪ সুন্দরলোচন। ৫ উপচক্ষু, অর্থাৎ চস্‌মা। ৬ মর্কট। (ত্রি) ৭ সুগন্ধ ভেদ। দিব্যে আকাশভূতে চক্ষুষী যস্ত। ৮ অন্ধ।

দিব্যতা (স্ত্রী) দেবভাব।

দিব্যতেজস্ (স্ত্রী) দিব্যং তেজো যস্যাঃ। ব্রাহ্মীশাক, ইহা সেবন করিলে স্বর্গীয় লোকদিগের ন্যায় তেজ হয়, এই জন্য ইহার নাম দিব্যতেজস্। (ত্রি) দিব্যং তেজো যস্ত। অলৌকিক তেজস্ক।

দিব্যদর্শিন্ (ত্রি) দিব্যং অলৌকিকপদার্থং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক।

দিব্যদৃশ্ (ত্রি) দিব্যং পশ্যতি দৃশ-কিপ্। অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক, দিব্যপদার্থদর্শী।

দিব্যদোহদ (ক্লী) দিব্যং স্বর্গীয়ং দোহদং অভিলাষো যত্র। উপযাচিত, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগকে দেয় বস্তু।

"যদীয়তে তু দেবেভ্যো মনো রাজ্যস্য সিদ্ধয়ে।
উপযাচিতকং দিব্যদোহদং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥" (হারাবলী)

দিব্যনদী (স্ত্রী) দিব্যা নদী। আকাশগঙ্গা।

দিব্যনারী (স্ত্রী) দিব্য স্ত্রী, অপ্সরা, স্বর্বেশ্যা।

দিব্যপঞ্চামৃত (ক্লী) পঞ্চানাং অমৃতানাং তত্তুল্যস্বাদুগুণবদ্দ্রব্যাণাং সমাহারঃ। পঞ্চামৃত; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু এই পাঁচটী দ্রব্য মিশাইলে দিব্যপঞ্চামৃত হয়।

দিব্যপুষ্প (পুং) দিব্যং মনোজ্ঞং পুষ্পং যস্ত। ১ করবীর। (ক্লী) ৩ মনোহর কুসুম।

দিব্যপুষ্পা (স্ত্রী) দিব্যানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। মহাদ্রোণা।

দিব্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) দিব্যপুষ্প সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, অত ইত্বং। লোহিতবর্ণ অর্কবৃক্ষ।

দিব্যপ্রশ্ন (পুং) দিব্যঃ প্রশ্নঃ। অনাগত জ্ঞাপক প্রশ্ন।

"উচ্চাবচং দৈবযুক্তং রহস্যং দিব্যপ্রশ্নাঃ মৃগচক্রা মুহূর্ত্তাঃ।"

(ভারত উ° ৪৭ অ°)

দিব্যমান (ক্লী) দিব্যং মানং। দৈব মান।

দিব্যযমুনা (স্ত্রী) দিব্যা যমুনা তত্তুল্যফলপ্রদত্বাৎ। নদী বিশেষ, এই নদী কামরূপে দমনিকা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিতা। দমনিকা নদীর পূর্ব্বোত্তরকোণে যমুনা সদৃশ ফলদায়িনী দিব্যযমুনা নামে এক মহতী নদী আছে। এই দিব্যযমুনা দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণসমুদ্রাভিমুখে পতিত হইয়াছে। যে কোন মাসে একমাসকাল এই স্থানে স্নান করিলে মুক্তি ও নানাবিধ সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়। বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে এই নদীতে স্নান করিলে মোক্ষ হয়। (কালিকাপু° ৭৯ অঃ) [কামরূপ দেখ।]

দিব্যরত্ন (ক্লী) দিব্যং চিন্তামাত্রং স্বদর্থপ্রদায়কত্বাৎ অলৌকিকং রত্নং। চিন্তামণি।

দিব্যরথ (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ অন্তরীক্ষং বা রথঃ। ব্যোমযান, দেববিমান।

দিব্যরস (পুং) দিব্যঃ রসঃ নিত্যকর্ম্মধা°। ১ পারদ। ২ মনোজ্ঞ রস। দিব্যঃ রসঃ যস্ত। ৩ মধুর রসযুক্ত।

দিব্যলতা (স্ত্রী) দিব্যবনভবা লতা। ১ মূর্ব্বালতা। ২ মনোজ্ঞ লতামাত্র।

দিব্যবস্ত্র (পুং) দিব্যং বস্ত্রমিব, অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। ১ সূর্য্যশোভা, সূর্য্যপ্রকাশ। (ত্রি) দিব্যং সুন্দরং বস্ত্রং যস্ত। ২ সুন্দর বস্ত্রযুক্ত। (ক্লী) দিব্যং বস্ত্রং। ৩ মনোহর বস্ত্র। দিবি ভবং যৎ, দিব্যং বস্ত্রং। ৪ দিবিভব বস্ত্র।

দিব্যশ্রোত্র (ক্লী) যে কাণে সব শুনা যায়।

দিব্যসরিৎ (স্ত্রী) দিব্যা সরিৎ। আকাশগঙ্গা।

দিব্যসানু (পুং) দিব্যঃ সানুর্যস্ত। ১ বিশ্বদেবভেদ। ২ দিব্যসানুক গিরি।

দিব্যসার (পুং) দিব্যঃ সারোযস্ত। শালবৃক্ষ।

দিব্যসিংহ, শ্রীহট্টজেলার উত্তরপশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া সুনামগঞ্জ সবডিভিসন। সুনামগঞ্জে লাউড়ের জঙ্গল বিখ্যাত। এই 'লাউড়ে' এক সময়ে একটী ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ছিল। ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে যিনি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম দিব্যসিংহ। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন, এই কারণে দিব্যসিংহ অদ্বৈত প্রভুর বাল্যচরিত সকল অবগত ছিলেন। কালে অদ্বৈত প্রভু লাউড় ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধ রাজা দিব্যসিংহ পুত্রহস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর কাছে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বৈরাগ্যদর্শনে অদ্বৈত তাহাকে 'কৃষ্ণদাস' এই নূতন নাম দেন। বৈষ্ণব জগতে তিনি এই নামেই পরিচিত। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে আছে—

"সেই হৈতে রাজার নাম হৈল কৃষ্ণদাস।"

অদ্বৈতশাখার চরিতামৃতে ও কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত—

"পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।"

এই রাজা দিব্যসিংহ (কৃষ্ণদাস) সংস্কৃতে অদ্বৈতের বাল্যলীলা রচনা করেন। ইহাই সকলের আদিগ্রন্থ।

যথা—"ভক্তিবলে হৈলা তিঁহো প্রভুর কৃপাপাত্র।
সংস্কৃতে রচিলা প্রভুর বাল্যলীলাসূত্র॥" (অ° প্র°)

দিব্যস্ত্রী (স্ত্রী) দিব্যাঙ্গনা, অপ্সরা।

দিব্যাশ্রম (পুং) পুণ্যাশ্রমবিশেষ, বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করেন, এই পবিত্র আশ্রম মধুক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস প্রভৃতি বৃক্ষে সমাকীর্ণ। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়া যথাবিধি সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করেন। এই স্থলে ব্রহ্মচারিণী কুমারী শাণ্ডিল্যদুহিতা স্ত্রীলোকের দুষ্কর তপস্যা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। মহাত্মা বলদেব ঋষিদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাপন করিয়া হিমালয়ে আরোহণ করেন। (ভারত শল্য ৫৫ অ:)

দিব্যাংশু (পুং) সূর্য্য।

দিব্যা (স্ত্রী) দিবি ভবা মনোজ্ঞত্বগুণবত্বাৎ দিব্যেব। ১ ধাত্রী। ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৩ শতাবরী। ৪ মহামেদা। ৫ ব্রাহ্মী। ৬ স্থূলজীরক। ৭ শ্বেতদূর্ব্বা। ৮ হরীতকী। ৯ নায়িকাভেদ। [দিব্য দেখ।]

দিব্যাদিব্য (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ অদিব্যশ্চ। ১ নায়কভেদ। (স্ত্রী) ২ নায়িকাভেদ।

দিব্যাবদান (স্ত্রী) বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থ ভেদ।

দিব্যাসন (ক্লী) আসন ভেদ।

"অথ দিব্যাসনং বক্ষ্যে পৃষ্ঠং হস্তেন বন্ধয়েৎ।
একহস্তমধ্যদেশং ভূমিহস্তঞ্চ নাসনা॥" (রুদ্রযামল)

দিব্যোল্‌ক (পুং) সর্পভেদ। "ব্রহ্মাণাং বৈ করঞ্জানাং পুনর্দিব্যোলকলোপ্রপুষ্পকরাজিচিত্রিকাঃ।" (সুশ্রুত)

দিব্যোদক (ক্লী) দিব্যং আন্তরীক্ষং উদকং। আকাশ জল। পর্য্যায়—খবারি, আকাশসলিল, ব্যোমোদক, অন্তরীক্ষ জল। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুর, পথ্যদ, পরম রুচিকর, অগ্নিকারক, তৃষ্ণা ও মেহনাশক। সদ্যোভূমিষ্ঠ জলের গুণ—কলুষ ও দোষদায়ক। (রাজনি°)

দিব্যোপপাদুক (ত্রি) দিবি ভবঃ দিব-যৎ (দ্যুপ্রাগপাগুদকপ্রতীচো যৎ। পা ৪।২।১০১) উপপদ উকঞ্। (লষ পত পদ স্থেতি। পা ৩।২।১৫৪) দিব্যশ্চাসৌ উপপাদুকশ্চেতি। দেবতা। যে সকল দেবতা মাতৃ ও পিত্রাদি অপেক্ষা না করিয়া অদৃষ্টসহকৃত হইতে জন্মে, সেই দেবতাদিগকে দিব্যোপপাদুক কহে। (শব্দার্থচি°)

দিব্যৌঘ (পুং) দিব্যানাং স্বর্গীয় গুণানাং ওঘঃ সমূহোযত্র। গুরুবিশেষ।

"মহাদেবো মহাকাল স্ত্রিপুরশ্চৈব ভৈরবঃ।
দিব্যৌঘাঃ গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্ কথয়ামি তে॥"
(শক্তিরত্নাকরতন্ত্র)

যেখানে মহাদেব, মহাকাল, ত্রিপুরভৈরব দিব্যৌঘ গুরু, সেই স্থলে আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

"অথ তারা গুরূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
ঊর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠোবৃষধ্বজঃ॥
দিব্যৌঘান্ সিদ্ধিদান্ বৎস শৃণুষ্বাবহিতো মুদা।"
(শক্তিরত্নাকরত°)

দিব্যৌষধি (স্ত্রী) দিব্যঃ ওষধিঃ। মনঃশিলা। (শব্দার্থচি°)

দিশ্ (স্ত্রী) দিশতি অবকাশং দদাতি যা দিশ্-কিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (ঋত্বিগদধৃগিতি। পা ৩।২।৫৯) আশা, পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণাদিরূপা। পর্য্যায়—ককুপ্, কাষ্ঠা, আশা, হরিৎ, নিদেশিনী, দিশা, ককুভ, হরিত, গো। (শব্দর°) বৈদিক মতে দিকের নাম।

"ক্রুষৈবমবধিং তস্মাদিমং পূর্ব্বঞ্চ পশ্চিমং।
ইতি দিশো নির্দিষ্টেত যয়া সা দিগিতি স্মৃতা॥"

অবধি অর্থাৎ নিয়ম করিয়া তুমি পূর্ব্ব, তুমি পশ্চিম এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া 'দিশ্' এই শব্দ হইয়াছে। এই দিকের সংখ্যা দশ—পূর্ব্বা, পশ্চিমা, আগ্নেয়ী, দক্ষিণা, নৈর্ঋতী, পশ্চিমা, বায়বী, উত্তরা, ঐশানী, ঊর্দ্ধ ও অধঃ।

তার মতে, এই দিক্ সর্ব্বগতত্ব ও পরম মহৎ পরিমাণ দূরান্তিকাদি ধীহেতু, অর্থাৎ ইহা অতি দূরে এবং এই বস্তু অতি নিকট এইরূপ জ্ঞানের কারণ। দিক্ এক, কিন্তু এক হইলেও উপাধিভেদে পূর্ব্বাদি সংজ্ঞা হইয়াছে, যথার্থতঃ কোন সংজ্ঞা নাই। ইহার গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ।

"দূরান্তিকাদিধীহেতুরেকানিত্যাদিশুচ্যতে।
উপাধিভেদাদেকাপি প্রাচ্যাদিব্যপদেশভাক্॥" (ভাষাপ° ৪৬)

তর্ককৌমুদীতে দিকের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, দূরত্ব সন্নিহিতত্ব জ্ঞানাধীন অর্থাৎ ইহা দূর ইহা নিকট এইরূপ জ্ঞানের অধীন পরত্ব এবং অপরত্বানুমেয়ের নাম দিক্ অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরত্ব ও অপরত্ব অনুমিত হয়, তাহাই দিক্। এই দিক্ এক নিত্য ও বিভু, তাহা হইলেও উপাধির ভেদানুসারে চতুর্বিধ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রধানতঃ এই চারিটী দিক্। ইহার মধ্যে যে দিক্ উদয়াচলের সন্নিহিত অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য উদিত হন, তাহাকে পূর্ব্বদিক্ কহে। অস্তাচলের সন্নিহিত দিক্কে অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য অস্তমিত হন, তাহাকে পশ্চিম বলে। সুমেরুর সন্নিহিত দিক্ উদীচী অর্থাৎ উত্তর এবং যে দিকে সুমেরু ব্যবহিত, তাহার নাম দক্ষিণ। (তর্ককৌমুদী) *

২ দশকৃত। ৩ দশসংখ্যা। ৪ দশ সংখ্যান্বিত। ৫ শ্রোত্রাধিষ্ঠিত দেবতাভেদ

"দিক্ বাতার্ক প্রচেতোঽশ্বি ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।"
(শারদাতিলক)

দিব্রু, আসামের লক্ষ্মীপুর জেলার দক্ষিণাংশস্থিত একটী নদী। দিব্রুগড় নগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। এই নদী হইতেই তীরস্থ দিব্রুগড় নগরের নাম হইয়াছে।

দিব্রুগড়, ১ আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার সদর সব্ডিবিজন। পরিমাণফল ২০৩৮ বর্গমাইল।

২ দিব্রু নদীতীরের গড় অর্থাৎ দুর্গ। আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯৪° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। ইহা দিব্রু নদীতীরে, ব্রহ্মপুত্র ও দিব্রুর সঙ্গমস্থল হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯৮৭৬ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ৭১০১, মুসলমান ২৩৯৫, খৃষ্টান ৯০, জৈন ৪৭ এবং বৌদ্ধ ৪ জন। ব্রহ্মপুত্র দিয়া ষ্টীমার দিব্রুমুখ অর্থাৎ দিব্রুনদীর মোহানা পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। সুতরাং দিব্রুগড়ই জলপথে বাণিজ্যের শেষ সীমা। এখান হইতে চা ও কুচুক নামক একপ্রকার বৃক্ষনির্য্যাস বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আমদানীর মধ্যে বস্ত্র, তণ্ডুল, লবণ ও তৈল প্রধান। এখানে একটী সেনানিবাস আছে।

দিশস্ (স্ত্রী) দিশতীতি দিশ-কসুন্। দিক্।

দিশা (স্ত্রী) দিশ্-কিপ্-টাপ্। ১ দিক্। ২ রুদ্রপত্নীভেদ।

দিশাগজ (পুং) দিশায়াং স্থিতো গজঃ। দিগ্গজ।

দিশাচক্ষুস্ (পুং) গরুড়াত্মজভেদ।

দিশাপাল (পুং) দিশাং পালয়তি পালি-অণ্। ১ দিক্পাল। ২ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নিয়োজিত বৈরাজাদি প্রজাপতি পুত্র, ইহারা দিক্ সকল পালন করিয়া থাকেন। ইহার বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় জগৎ বিভাগ করিয়া দিক্পালদিগকে স্থাপন করিলেন, পূর্ব্বদিক্ পালনার্থ বিরাটতনয় সুধন্বা, দক্ষিণদিক্-রক্ষার্থ কর্দ্দম প্রজাপতিপুত্র শঙ্খপদ নৃপতি, পশ্চিমদিকে মহাত্মা রজঃপুত্র কেতুমান্ ও উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যতনয় রাজা হিরণ্যরোমা অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে গণপতি ও দিক্পালগণ কর্ত্তৃক স্বাধিকৃত প্রদেশ সমুদয় যথাবিধি আবহমান কাল হইতে অদ্যাপি পালিত হইতেছে। (হরিবংশ ৪ অঃ)

দিশাহারা (দেশজ) দিগ্ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্ত, হতবুদ্ধি।

দিশোদণ্ড (পুং) দিশং অনাদৃত্য দণ্ডঃ। অনাদর দ্বারা দণ্ড।

দিশ্য (ত্রি) দিশি ভবমিতি দিশ্-যৎ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) দিগ্ভব, দিগ্জাত। "যে দিব্যা যে দিশ্যা স্তেভ্যইমং বলি মহার্ষং।" (আশ্ব° গৃহ্য ২।১।৯)

দিষ্ট (ক্লী) দিশতি ইষ্টানিষ্টফলং দদাতি দিশ-ক্ত (ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) ১ ভাগ্য।

"ততস্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে সভৃতবান্ধবাঃ।
ন দিষ্টমিত্যতিক্রান্তুং শক্যং বুদ্ধ্যা বলেন বা॥" (ভারত ১৪।৫৩।১৬)

(ত্রি) দিশ-কর্ম্মণি ক্ত। ২ উপদিষ্ট। (পুং) দিশতি দিশ সংজ্ঞায়াং ক্ত। ৩ কাল। ৪ বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ। ৬ দারুহরিদ্রা। (ত্রি) ৭ প্রদর্শিত। ৮ দত্ত।

দিষ্টান্ত (পুং) দিষ্টস্য ভাগ্যস্য অন্তোযত্র। মরণ, অন্তিম কাল, মৃত্যু।

"মোক্ষয়িত্বা তু ভুজগান্ সর্পসত্রাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
জগাম কালে ধর্ম্মাত্মা দিষ্টান্তং পুত্রপৌত্রবান্॥" (ভারত ১।৫৮।২৭)

দিষ্টি (স্ত্রী) দিশ-ক্তিন্ সংজ্ঞায়াং ক্তিচ্ বা। ১ হর্ষ। ২ পরি-

---

* "দূরত্বসন্নিহিতত্বজ্ঞানাধীনপরত্বাপরত্বানুমেয়া দিক্। সংখ্যা পরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগগুণপঞ্চকবতী। সাপ্যেকা বিভুর্নিত্যা চ। তথাপ্যুপাধিভেদাচ্চতুর্ব্বিধা, প্রাচী, প্রতীচী, উদীচী, দক্ষিণা চেতি, উদয়াচল-সন্নিহিতা দিক্ প্রাচী। অস্তাচলসন্নিহিতা দিক্ প্রতীচী। সুমেরুসন্নিহিতা দিক্ প্রতীচী। সুমেরুব্যবহিতা দিক্ উদীচী।" (তর্ককৌমুদী)

দান। ৩ কথন। ৪ উপদেশ। ৫ উৎসব। "তথাচাত্র দিষ্টিবৃদ্ধি-দিব ভুঞ্জাব।" (কাদ°) ৬ ভাগ্য।

দিষ্ট্যা (অব্য) দিশ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্ দিশং দেশনং ত্যায়তি দৈ্যা-ক্বিপ্ দিপা° সাধুঃ। ১ হর্ষ। ২ মঙ্গল। ভাগ্যার্থ দিষ্ট শব্দের তৃতীয়ার একবচনে দিষ্ট্যা হয়, ইহার অর্থ 'ভাগ্যেন' অর্থাৎ ভাগ্য দ্বারা।

দিক্ষু (ত্রি) দদাতি দা বাহুলকাৎ সিক্ষু। দাতা।

দিস্তা (পারসী) ২৪টী কাগজে এক দিস্তা হয়। ২ কাপড়ের সূত্র সরিয়া ফাঁক হওয়া।

দিস্তাপড়া (দেশজ) সূতাসরা, যে কাপড়ের সূত্র সরিয়া গিয়াছে এবং যে স্থলের সূত্র সরিয়াছে, সেই স্থল।

দিহ, অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বরেলী জেলার একটী সহর। ইহা সাইনদীতীরে বরেলী নগর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার বাজার উৎকৃষ্ট।

দিহঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার একটী নদী। যে তিনটী নদীসংযোগে ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে, দিহঙ্গ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহা দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জলরাশি আসিয়া থাকে। তিব্বতদেশে শান্‌পো নামে যে নদী আছে, সকলেরই বিশ্বাস সেই নদী হিমালয়ের অজ্ঞাত অগম্য পথ দিয়া বহুদূর গমনের পর আবর পর্ব্বতের গহ্বর পথে বহির্গত হইয়াছে এবং অবশেষে আসামে আসিয়া দিহঙ্গ নাম ধারণ করিয়াছে।

দিহিঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার দুইটী নদী এই নামে পরিচিত—নোয়া (নব) দিহিঙ্গ ও বুড়ী দিহিঙ্গ। এই দুইটী নদী ও দিহঙ্গ নদী একত্র মিলিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে। নোয়া দিহিঙ্গ পূর্ব্বভাগে সিংপো পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে সদিয়া সহরের কিছু উপরে ব্রহ্মপুত্রনদে মিলিত হইয়াছে। বুড়ীদিহিঙ্গ লক্ষীপুর জেলার অগ্নিকোণে পাটকাই পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে জয়পুর সহরের নিকট দিয়া অবশেষে শিবসাগর ও লক্ষীপুর জেলার মধ্য সীমাপথে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বুড়ী ডিহিঙ্গ দিয়া জয়পুর পর্য্যন্ত ষ্টীমার গতায়াত করে। দিল্লগাঁও নামক গ্রামের নিকটে একটী কৃত্রিম খাল কাটিয়া দুইটী দিহিঙ্গ নদী সংযুক্ত করা হইয়াছে। বুড়ী দিহিঙ্গ নদীর তীরে বহুবিস্তীর্ণ স্থানে পাথরিয়া কয়লা ও মেটে তৈলের (কেরোসিন) খনি আছে। এখানকার কয়লা খুব উৎকৃষ্ট এবং জলপথে রপ্তানী করিবারও বেশ উপায় আছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার কয়লা ও কেরোসিনের খনি একবার খোলা হয়, কিন্তু পরে অনেক দিন বন্ধ থাকে। জয়পুর ও মাকুম নামক স্থানে সম্প্রতি খনি খোলা হইয়াছে। আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ কোম্পানি মাকুমের কয়লা রপ্তানীর জন্ত ডিব্রুগড় ষ্টীমারঘাট হইতে দমদমা পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল রেলপথ খুলিয়াছেন। দমদমা হইতে আবার ডিহিঙ্গ নদীর উপর দিয়া মাকুমের কয়লা খনি পর্য্যন্ত রেল আছে।

দীক্ষক (ত্রি) দীক্ষতে দীক্ষ-ণ্বুল্। উপদেষ্টা, শিক্ষক।

দীক্ষণ (ক্লী) দীক্ষ ভাবে ল্যুট্। যজ্ঞাদির নিমিত্ত নিয়মভেদ।
"যজ্ঞযোক্তমথদীক্ষণেষপি।" (রাজমা°)

দীক্ষণীয় (ক্লী) দীক্ষণায় হিতং হিতাদিত্বাৎ ছ। দীক্ষাসাধন হবির্ভেদ। "যো দীক্ষতে আগ্নাবৈষ্ণবং হুতো দীক্ষণীয়ং হবির্ভবতি।" (শত° ব্রা° ৩।২।৪।২১)

দীক্ষণীয়া (স্ত্রী) দীক্ষণীয়-টাপ্। ইষ্টিভেদ, যজ্ঞভেদ।
"দীক্ষণীয়া প্রায়ণীয়াতিথ্যা দেবতা।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৪।১০)
'দীক্ষণীয়াদীনাং সকলানামিষ্টীনাং স দেবতাকানামুপাংশুত্বং।' (কর্ক) ৩ সৌমিক যজ্ঞভেদ। ৪ বাজপেয়াঙ্গভূত যজ্ঞভেদ।

দীক্ষণীয়েষ্টি (স্ত্রী) দীক্ষণীয়া ইষ্টিঃ। যজ্ঞবিশেষ, পর্য্যায়—সৌমিক। এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে বিশেষতঃ বিষ্ণু ও অগ্নিকে আবাহন করিয়া একজনকে সূর্য্যরূপে অপরকে নিজরূপে যজ্ঞকারীর পাপমুক্তির জন্য পূজা করা হয়, তাহার পর তাহাকে বস্ত্র ও তদুপরি কৃষ্ণসার চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া অন্যান্য যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। তাহার পর তাহার আবরণ মোচন করিয়া তাহাকে অবভৃত স্নানার্থ প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তাহার নব জন্ম হইল স্থির করা হয়।

দীক্ষা (স্ত্রী) দীক্ষ ভাবে অ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ যজন। ২ পূজন। ৩ ব্রতসংগ্রহ। ৪ নিয়ম। ৫ উপনয়ন সংস্কার। ৬ গুরুর নিকট তন্ত্রোক্ত ইষ্টমন্ত্রগ্রহণ।

"দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥
দদাতি দিব্যতাং ভাবং ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥"

(গোতমীয় তন্ত্র)

যাহাতে বিমল জ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মবাসনা সকল ক্ষীণ হয়, তাহার নাম দীক্ষা এবং যাহাতে দিব্যত্ব লাভ ও পাপসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দীক্ষা। দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষিত না হইলে দেহ পবিত্র হয় না, এই জন্য প্রত্যেক বর্ণেরই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। পিতা, মাতা-

নহে, কনিষ্ঠ-সহোদর ও শত্রুপক্ষের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥" (যোগিনীতন্ত্র)

স্বামী পত্নীকে, পিতা পুত্রকন্যাকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।" (রুদ্রযামল)

যতিদিগের নিকট হইতে, পিতা ও বনবাসীর নিকট হইতে এবং বিবিক্তাশ্রমী অর্থাৎ সংসারত্যাগীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িকা হয় না।

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণাং দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকাঃ॥"
(গণেশবিমর্ষিণী)

এই সকল নিষেধ বচন থাকায় ইহাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সিদ্ধেতর বিষয় জানিতে হইবে অর্থাৎ ঐ সকল নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণ যদি সিদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ অশুভ হইবে না, বরং কল্যাণদায়িকা হইবে। যেহেতু শক্তিযামলে 'সিদ্ধমন্ত্রো ন দুষ্যতি' এবং

"যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদেব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণং॥" (সিদ্ধযামল)

যদি ভাগ্যানুসারে সিদ্ধবিদ্যা লাভ হয়, তাহা হইলে গুরুবিচার না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি কেহ প্রমাদ বা অজ্ঞানতা হেতু পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

"প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥" (গণেশবিমর্ষিণী)

এই স্থলে পিতৃপদ উপলক্ষণা জানিতে হইবে অর্থাৎ মাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বে যে যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দশহাজার সাবিত্রী জপ।

"দশসাহস্র জপেন সর্ব্বকল্মষনাশিনী।" (শব্দ)

রুদ্রযামলে যতির নিকটও দীক্ষা লইবার বিধান আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—তীর্থাচারযুক্ত, অজস্রপ্রণিপাতপর, জ্ঞানী, সংযতেন্দ্রিয় ও নিত্য কার্য্যতৎপর কেবল এরূপ যতিকে গুরু করিতে পারা যায়। পিতার মন্ত্র নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ পিতার নিকট দীক্ষিত হইলে সেই মন্ত্রদ্বারা জপপূজাদি করিলে কোন ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।" কিন্তু শৈব ও শাক্ত মন্ত্র বিষয়ে কোন দোষ নাই। 'পিতার নিকট দীক্ষিত হইবে না' এই বচন কৌল-দীক্ষাপর অর্থাৎ কৌলাচার বিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র নহে। কারণ যোগিনীতন্ত্রে শক্ত্যাদি বিদ্যা রক্ষা করিয়াই পিত্রাদি হইতে দীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অথবা 'শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি' এই স্থানের শাক্ত পদটী কেবলমাত্র তারাদিবিদ্যাবিষয়ে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তারাদির মন্ত্র পিত্রাদি হইতে গ্রহণ করিতে পারা যায়। মৎস্যসূক্তে এইরূপ লিখিত আছে,—পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। গঙ্গা ও কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে পিত্রাদি হইতে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ বিচার করিবে না। স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্র পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয়। স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—সাধ্বী, সদাচারতৎপরা, গুরুর প্রতি ভক্তিশীলা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা ও পূজাদি কার্য্যে অনুরক্তা অর্থাৎ এই সকল গুণসম্পন্না স্ত্রীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা এই সকল গুণসম্পন্না হইলেও তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে শুভ ফল হয়। বিশেষ মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে অষ্ট গুণ ফল লাভ হয়। যদি মাতা তাহার উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে অষ্ট গুণ ফল, নচেৎ শুভ ফল। কোন কোন তন্ত্রবিদ্ বলেন,—সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে গুরু বিচার নাই। বিধবা স্ত্রীর মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, ইহার প্রতিপ্রসবে এইরূপ লিখিত আছে, বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া, কন্যা পিতার আজ্ঞা ও সধবা স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে দীক্ষা দিবে, নচেৎ ইহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। গর্ভবতী স্ত্রীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ দোষাবহ নহে; কিন্তু দশম মাস গর্ভবতী স্ত্রীর নিকট দীক্ষিত হইলে রৌরব নরক হইয়া থাকে।

মন্ত্র যদি স্বপ্নে লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ মন্ত্র সদ্গুরুর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যদি সদ্গুরু লাভ না হয়, তাহা হইলে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুম দিয়া মন্ত্র লিখিয়া ঐক কলসে ঐ পত্র

নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ঐ বটপত্র সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে মন্ত্রপরীক্ষা অনাবশ্যক।

দীক্ষার আবশ্যকতা—দীক্ষাব্যতীত মন্ত্রজপ দূষিত হয়, এই জন্য প্রথমে দীক্ষার নিরূপণ করা আবশ্যক। দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপরাশি ক্ষয় করে, এই হেতুই ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা আছে, কারণ দীক্ষাই জপ, তপস্যা প্রভৃতির মূল। দীক্ষা ব্যতীত জপতপস্যাদি কোন কার্য্যই হইতে পারে না। এই জন্য সকল আশ্রমেই দীক্ষিত হইয়া বাস করিবে। দীক্ষিত না হইয়া যে ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্য করে, তাহার সেই সকল কার্য্য পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদ্গতি কিছুই হয় না। অতএব অতিশয় যত্নপূর্ব্বক গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে। যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে, যাহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া গ্রন্থে মন্ত্র দর্শনপূর্ব্বক ঐ মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই নরাধম সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি পায় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাসম, জল মূত্র তুল্য এবং তৎকৃত শ্রাদ্ধাদিও নিষ্ফল। (তন্ত্র)

শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে প্রভেদ এইরূপ। প্রণব ও প্রণবঘটিত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আদ্যমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামন্ত্র, স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং মন্ত্রগৃহীতা শূদ্রও নিরয়গামী হইয়া থাকে। লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রীঁ) স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রকে গোপাল, মহেশ্বর, দুর্গা, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে। কারণ শূদ্র ইহাদের মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী। ইহার অন্যথা করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে। যে যে দেবতার মন্ত্রগ্রহণে অধিকার আছে, তন্মধ্য হইতে অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দীক্ষার সময় তারাচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্ত্র অনুকূল হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং ঋণীধনী ও কুলাকুল প্রভৃতি চক্র বিচার করিতে হইবে।

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, স্ত্রীর নিকট হইতে গ্রহীতব্য মন্ত্র, মালামন্ত্র ও ত্র্যক্ষরমন্ত্র এই সকল বৈদিক মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর এবং ত্র্যক্ষরাদি মন্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার করিবে না। যে মন্ত্রের অন্তে 'হুঁফট্' থাকে, তাহাকে পুং মন্ত্র, যাহার অন্তে 'স্বাহা' থাকে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার অন্তে 'নমঃ' আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। সুতরাং মন্ত্র তিন প্রকার।

যে যে মহাবিদ্যা পৃথিবীতে দোষপরিশূন্যা, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবীগণ কলিকালে সাধকের পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিদ্ধমন্ত্র, সুতরাং ইঁহাদিগের উপাসনায় কলিকালে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না অর্থাৎ 'কলৌ সংখ্যাচতুর্গুণং' ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে কলিকালে জপপূজাদির চতুর্গুণ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা করিতে হয় না, কারণ এই সকল মহাবিদ্যাগণ কলিদোষদুষ্টা নহেন।

দশমহাবিদ্যা মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার, নক্ষত্রচক্রাদি বিচার, বর্গলাদি শোধন ও অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। দীক্ষাকালে ইঁহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিলে সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রশংসা বাক্য, সর্ব্বত্রই বিচারের আবশ্যক। কেননা দুরদৃষ্টক্রমে যদি কখন স্বপ্নে বৈরিমন্ত্র পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা দোষ দৃষ্ট হয়, এই সকল কারণে বিচারের আবশ্যক।

দীক্ষাকালে নামগ্রহণপ্রণালী।—দীক্ষাগ্রহণের সময় পিতামাতা যে নাম নির্দ্দিষ্ট রাখেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বর্ণ সকল গ্রহণ করিবে। নামগ্রহণ সম্বন্ধে পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে—যাহার যে প্রসিদ্ধনাম থাকে, অথবা জন্মকালে যে নাম রক্ষিত হয় এবং যতিগণের সম্বন্ধে গুরু পুষ্পপাত দ্বারা যে নাম গ্রহণ করেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। রুদ্রযামলে লিখিত হইয়াছে, যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে, দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং যে নাম গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিলে অন্যমনস্ক অবস্থায় প্রত্যুত্তর দান করে, সেই নাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষাকার্য্যের সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে।

কোন্ দেবতার মন্ত্রগ্রহণে কোন্ কোন্ চক্র আবশ্যক?—বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র, ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্রে অকড়মচক্র, গণেশমন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র এবং মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্র বিচার করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

[চক্রবিচারের জ্ঞাতব্য বিষয় তত্তৎ চক্র শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দীক্ষাপ্রকরণ। দীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিবসে গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্র কুশ শয্যাতে বসাইয়া নিদ্রামন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিবেন এবং শিষ্য শয়নকালে এই নিদ্রামন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রীগুরুর পাদুকা ধ্যানপূর্ব্বক শয়ন করিবেন।

নিদ্রামন্ত্র—"ওঁ হিলি হিলি শূলপাণয়ে স্বাহা" অথবা
"নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে।
রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ॥
স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষশেষতঃ।
ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বর॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিদ্রিত হইবে, পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য যদি স্বপ্নে কন্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মাল্য, সমুদ্র, সর্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, ঘোটক কোন পবিত্র দ্রব্য, আমমাংস, মদ এবং আসব ইহাদের মধ্যে কোন একবস্তু দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে।

দীক্ষাসম্বন্ধে কালনির্ণয়। চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি, বৈশাখ মাসে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণ মাসে পূর্ণায়ুঃপ্রাপ্তি, ভাদ্রমাসে বন্ধুনাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনে সকল কামনা সিদ্ধি হয়। যদি উক্ত বিহিত মাস মলমাস হয়, তাহা বর্জ্জন করিবে। কখনও মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। চৈত্র মাসে যে দীক্ষার বিধান বলা হইয়াছে, তাহা গোপাল মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে জানিতে হইবে। কারণ কোন তন্ত্রের মতে, চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মৃত্যু ও দুঃখ হয়। ভাদ্র ও নক্ষত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। এই জন্য দীক্ষা সম্বন্ধে সৌরমাস গ্রাহ্য।

দীক্ষা সম্বন্ধে বারনির্ণয়। রবিবারে দীক্ষা গ্রহণে বিত্তসঞ্চয়, সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্য এবং শনিবারে যশ নাশ হয়।

দীক্ষা সম্বন্ধে তিথি নিরূপণ। প্রতিপদে দীক্ষা গ্রহণে জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়াতে জ্ঞান, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি বৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞাননাশ, সপ্তমীতে সুখ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজবৎ সৌভাগ্যলাভ, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যকযোনিপ্রাপ্তি, অমাবস্যায় মানহানি এবং পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অনধ্যায় তিথি বর্জ্জন করিতে হইবে। যে দিনে সন্ধ্যা গর্জ্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয়, সেই দিন অনধ্যায় বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং সেই সমস্ত দিন এবং বেদোক্ত অন্যান্য অনধ্যায় দিন দীক্ষাকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। এই স্থলে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি বিহিত হইয়াছে, ইহা বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। ষষ্ঠী তিথিতে শিবমন্ত্র গ্রহণ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দশমী ও সপ্তমী নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—শুক্র পক্ষের দশমী ও ষষ্ঠী বিশেষরূপে নিন্দনীয়। ইহা শৈবতন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দীক্ষাবিষয়ে নক্ষত্রনির্ণয়—অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলে সুখ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাক্পতিত্ব, মৃগশীর্ষে সুখপ্রাপ্তি, আর্দ্রায় বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধন সম্পত্তি, পুষ্যায় শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখনাশ, এবং পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুনাশ, বিশাখায় সুখ, অনুরাধায় বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় সুতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় কীর্ত্তি, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্ব্বভাদ্রে সুখ, উত্তরভাদ্রে দুঃখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়। এই স্থলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকার যে নিষেধ বিধান করা হইল, ইহা শিব ও বহ্নির ইতর বিষয়ে জানিবে অর্থাৎ শিব ও বহ্নিমন্ত্র গ্রহণে উক্ত নক্ষত্রদ্বয় দোষাবহ নহে। কারণ কোনস্থলে শিব ও বহ্নিমন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী এবং উত্তরাষাঢ়ায় দীক্ষা গ্রহণ শুভজনক, এই স্থলে যে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা বিধান আছে, ইহা কেবল মাত্র রামমন্ত্র গ্রহণে জানিতে হইবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে যোগনির্ণয়—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি এবং হর্ষণযোগ দীক্ষাকার্য্যে শুভাবহ। রত্নাবলীতে লিখিত আছে—প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ এবং ইন্দ্র এই ষোড়শ যোগই দীক্ষাকার্য্য শুভজনক।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই সকল করণ দীক্ষাকার্য্যে শুভ।

লগ্ননির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনুঃ ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্রতারা শুদ্ধিতে দীক্ষাকার্য্য করিবে। বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে স্থিরলগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত।

শিবমন্ত্রগ্রহণে চরলগ্ন অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্রদীক্ষাতে দ্ব্যাত্মক লগ্ন অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত। লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চমস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে দীক্ষা গ্রহণে শুভ হইবে। কিন্তু দীক্ষাকার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী, এই জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পক্ষ নির্ণয়—শুক্লপক্ষে দীক্ষা শুভফল প্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষেরও পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষাকার্য্য দোষাবহ নহে। সম্পত্তিকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধমাসে ও তিথিবিশেষে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয়ে রত্নাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লাচতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লানবমী, চৈত্রমাসের কামচতুর্দ্দশী, বৈশাখের অক্ষয়াতৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী এই সকল দেবপর্ব্ব, ইহাতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তীর্থস্থানে দীক্ষা গ্রহণের ন্যায় কোটীগুণ ফল হয়। এই সকল দেবপর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণে মাস, তিথি, বার ও নক্ষত্রাদি কিছুই বিচার করিবে না। শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন, দেবপর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বার, নক্ষত্র, মাস ও তিথ্যাদিদোষ এবং যোগ করণাদির দোষাদোষ বিচার করিতে হইবে না। কাহারও কাহার ও মতে, চৈত্রের শুক্লাত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লাএকাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠী, পৌষের চতুর্দ্দশী, মাঘমাসের শুক্লাএকাদশী, ফাল্গুনের শুক্লাষষ্ঠী, এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তিদিন, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ, যুগাদ্যা তিথি ও মন্বন্তরা তিথি এবং মহাপূজাদিন দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ। চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথিও দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। এই বচনে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী বিধান শক্তিদীক্ষায় এবং চতুর্থী গণেশমন্ত্রে দীক্ষা-বিষয়ে জানিবে। দীক্ষাবিষয়ে সূর্য্যগ্রহণের ন্যায় উত্তম সময় আর নাই। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে বারতিথ্যাদির নিয়ম নাই। সূর্য্যগ্রহণকালে শক্তিদীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণকালে বিষ্ণুদীক্ষা করিবে না। রুদ্রযামলের বচনানুসারে শ্রীবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিদ্যা সম্বন্ধে জানিবে অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র এবং চন্দ্রগ্রহণকালে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, পর্ব্বযোগে ও চন্দ্রগ্রহণ কালে সকল প্রকার দীক্ষাই প্রশস্ত। নীলতন্ত্রে তারামন্ত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শুভলগ্ন, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র এবং মিত্র তারাতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে দীক্ষাকার্য্যে অন্য কিছুই বিচার করিবে না। সূর্য্যগ্রহণকালে শ্রীবিদ্যা ও দুর্গামন্ত্র গ্রহণ করিলে মনুষ্যের মুক্তিলাভ হয়। সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী ও রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে শত সূর্য্যগ্রহণের সমান হয়, ইহাতে দীক্ষাদি কার্য্য অতি প্রশস্ত। কুলার্ণবে লিখিত আছে, রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে দেবতুল্য পর্ব্ব হয়, এই জন্য ইহাতে দীক্ষা অতি প্রশস্ত।

গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কৈলাস পর্ব্বত ও কাশীক্ষেত্র এই সকল স্থানে মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল শুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে, দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি তাঁহার প্রত্যেক তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমী তিথি দীক্ষাকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত। কারণ এই সময়ে জগদম্বা গৃহে গৃহে আবির্ভূতা হন, অতএব এই সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ইহাতে মাস ও নক্ষত্রাদির বিচার করিবে না। অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীতে, রামনবমীদিনে এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে নাই।

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যে কোন তিথিতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারা যায়। অশোকাষ্টমী, রামনবমী এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে হইবে না।

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যে কোন তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়। মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে এবং ব্রাহ্মস্পর্শ দিবসে লগ্নাদি বিবেচনা না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। সময়াচারতন্ত্রে লিখিত আছে, যুগাদ্য তিথি, জন্মদিবস এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কিছুই বিচার করিতে হয় না। গুরুদেব শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক যদি দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে লগ্নাদির

কিছুই বিচার করিতে হইবে না। যখন মন্ত্রজ্ঞ গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত করেন, তখন সকল বার, সকল গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র ও সকল রাশিই শুভফল প্রদান করেন।

দীক্ষাস্থান নিরূপণ—গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের সমীপ, পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতগুহা ও গঙ্গাতট, এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হয়। গয়া, ভাস্করক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চট্টগ্রামে চন্দ্রপর্ব্বত, মতঙ্গদেশ ও কন্যাগৃহ এই সকল স্থলে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বারাহী-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যদি শুক্র অস্তগত কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন, অথবা গুরু ও রবি একগৃহস্থ হন, তাহা হইলে মেষ, বৃশ্চিক ও সিংহে মন্ত্র গ্রহণে দোষ হয় না। কালী, তারাদি মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে কালাকালাদি বিচার নাই। এই বিষয় মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে, মহাবিদ্যার মন্ত্র-গ্রহণে কালাদি বিচার ও অরিমন্ত্রাদি দোষ বিচারের আবশ্যক হইবে না। (তন্ত্রসার) [অন্যান্য বিবরণ মন্ত্র শব্দে ও কলাবতী দীক্ষার বিষয় কলাবতী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চায়তনী দীক্ষা—এই দীক্ষার বিষয় যামলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে—গুরু যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্তিচক্র প্রধান বলিয়া ভাবনা করেন, তবে তাহা যন্ত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবেন এবং ঐ যন্ত্রের ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নি-কোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সূর্য্যের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদের পূজা করিতে হইবে। আর যদি মধ্যভাগে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে ঈশানকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য ও বায়ুকোণে অম্বিকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ইহাদের পূজা করিবেন। যদি মধ্যভাগে শঙ্করের অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীর পূজা করিতে হইবে ইত্যাদি। (তন্ত্রসার।) [পঞ্চায়তনী দীক্ষা দেখ।]

সংক্ষেপ দীক্ষা—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর নূতন কুম্ভ স্থাপন করিয়া জল দিয়া পূর্ণ করিবে, তাহার পর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা ঐ কুম্ভে অর্চ্চনা করিয়া বস্ত্রসংযুক্ত কুম্ভ মধ্যে সর্ব্বৌষধি ও নবরত্ন ক্ষেপণ করিবে। তাহার পর কুম্ভ মুখে পঞ্চপল্লব দিয়া যথাশক্তি দেবতার পূজা করিয়া হোমবিধি অনুসারে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। পরে অলঙ্কৃত শিষ্যকে বেদির উপরে অগ্নির সমীপে উপবেশন করাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল ও শান্তিকুম্ভ জলে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। তৎপরে শিষ্যমস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে। তাহার পর 'নমোঽস্তু' এই মন্ত্রে আতপতণ্ডুল দ্বারা শিষ্য গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। প্রকারান্তর যথা—অক্ষতযুক্ত শঙ্খ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার অর্চ্চনা করিবে। পরে শঙ্খস্থ জল দ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গুরু শিষ্যকর্ণে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন, ইহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিস্তৃত দীক্ষাপ্রণালী অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শঙ্খ অর্চ্চনা করিয়া সেই জল দ্বারা মূলমন্ত্রে অষ্টবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া কর্ণে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। বিশ্বসারতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, কাশ্যাদি পুণ্য ক্ষেত্রে কিংবা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিলেই দীক্ষা হইল। এই সমস্ত স্থলে পূজাদি অনাবশ্যক। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, অন্যান্য যুগে মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ দিবে; কলিযুগে কেবল উপদেশ করি-লেই কার্য্য হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার) উপনয়নাদি সংস্কারকেও দীক্ষা কহে। [তাহার বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ৫ অনুষ্ঠান। ৬ প্রবৃত্তকরণ, প্রবর্ত্তনা। ৭ যজ্ঞাদি কর্ম্মে সংস্কার।

দীক্ষাকর্ত্তৃ (পুং) দীক্ষাগুরু, উপদেষ্টা।

দীক্ষাতত্ত্ব (ক্লী) দীক্ষায়াঃ তত্ত্বং। দীক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব, দীক্ষা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

দীক্ষাগুরু (পুং) দীক্ষায়াং গুরুরূপদেষ্টা। মন্ত্রাদি উপদেষ্টা, যিনি দীক্ষা দেন।

দীক্ষান্ত (পুং) দীক্ষায়াঃ প্রধান যাগস্য অন্তঃ অন্তোপলক্ষিতো-যজ্ঞঃ। অবভৃত স্নানরূপ যাগভেদ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাপনান্তে ন্যূনত্বাদি দোষ শান্তির জন্য যে যজ্ঞ করা হয়। প্রধান যজ্ঞের নাম দীক্ষা, প্রধান যজ্ঞ অবসান হইলে প্রধান যজ্ঞের দোষাদি শান্তির জন্য যে যজ্ঞ করা যায়, তাহার নাম অবভৃত বা দীক্ষান্ত। [অবভৃত দেখ।]

দীক্ষাপতি (পুং) দীক্ষায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। দীক্ষাপালক সোম। "দীক্ষাং মে দীক্ষাপতির্মন্যতামছু" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'দীক্ষায়াঃ পতিঃ পালকো সোমঃ' (বেদদীপ)

দীক্ষাপাল (পুং) দীক্ষায়াঃ পালঃ। দীক্ষাপতি।

দীক্ষাযূপ (পুং ক্লী) দীক্ষায়াং যূপঃ। দীক্ষায় পশ্বাদি মার-ণার্থ কাষ্ঠময় পদার্থভেদ, হাড়িকাট। যজ্ঞাদি স্থলে যজ্ঞীয় পশু-হত্যার নিমিত্ত কাষ্ঠের হাড়িকাট প্রস্তুত করা হইত, তাহাকে দীক্ষাযূপ কহে।

দীক্ষিত (ত্রি) দীক্ষ-কর্ত্তরি ক্ত, বা দীক্ষা সঞ্জাতা ইতু, তার-কাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্রতাদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রবৃত্ত, যাহারা সোমাদি যজ্ঞ সংকল্পপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ২ তন্ত্রোক্ত গৃহীতমন্ত্র, যাহারা তন্ত্রানুসারে গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবি দীক্ষাবিহীনস্ত ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ॥
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" (তন্ত্রসার)

অদীক্ষিত ব্যক্তি জপপূজাদি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হয়। [দীক্ষা দেখ।] ৩ কাম্পিল্ল-নগরস্থ যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ। কাম্পিল্লনগরে সোমযাজীকুলে যজ্ঞদত্ত নামে বেদবেদাঙ্গবিশারদ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি রাজমান্য ও বহুধন সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। ইনি সাগ্নিক ও বেদাধ্যয়নে কালাতিপাত করিতেন।

"আসীৎ কাম্পিল্লনগরে সোমযাজিকুলোদ্ভবঃ।
দীক্ষিতোযজ্ঞদত্তাখ্যো যজ্ঞবিদ্যাবিশারদঃ॥" (কাশীখ° ১৩অঃ)

৪ স্বীকৃতদীক্ষ, যিনি দীক্ষা স্বীকার করিয়াছেন।

"ততঃ পরাজিতাঃ পার্থা বনবাসায় দীক্ষিতাঃ।
অজিনান্যুত্তরীয়াণি জগৃহুশ্চ যথাক্রমং॥" (ভারত ২।৭৭।১)

দীক্ষিতায়নী (স্ত্রী) দীক্ষিতঃ স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ এব অয়নং গতির্যস্যাঃ স্ত্রিয়াং টিত্বাৎ ঙীপ্। কাম্পিল্লনগরস্থিত দীক্ষিত নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী। (কাশীখ° ১৩ অঃ)

দীক্ষিতৃ (পুং) দীক্ষ (সুদদীপদীক্ষশ্চ। পা ৩।২।১৫৩) ইতি সূত্রেণ যুক্তং বাধিত্বা শীলার্থে তৃচ্। দীক্ষাশীল, দীক্ষাবিশিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে সোমযাজী এইরূপ অর্থ করেন।

দীঘল (দেশজ) দীর্ঘ, লম্বা।

দীঘী (দেশজ) দীর্ঘিকা শব্দের অপভ্রংশ, বৃহৎ জলাশয়।

দীতি (স্ত্রী) দীপ্, ক্তিন্ বেদে পলোপঃ। দীপ্তি। "সুদীতি রস্তাদিত্যেভ্যঃ" (তাণ্ড্যব্রা° ১৯।১১)। 'সুদীতিঃ সুদীপ্তিরসি' (ভাষ্য)

দীদি (পুং) দীপ বাহ° দি পৃষো° সাধুঃ। দ্যোতমান। "অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা" (ঋক্ ১।১৫।১০) 'দীদ্যগ্নীদ্যোতমানাগ্নিযুক্তৌ' (সায়ণ)

দীদিবি (পুং-স্ত্রী) দিব্যত্যনেনেতি দিব-ক্বিন্ অভ্যাসস্ত চ দীর্ঘশ্চ (ছিবোর্ঘে দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্ত। উণ্ ৪।৫৫)। ১ অন্ন। ২ বৃহস্পতি। ৩ স্বর্গ। ৪ ভক্ষ্যদ্রব্য। (ত্রি) পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা দীব্যতি দিব-যঙ্লুক্ ইন্ ন গুণঃ অভ্যাসদীর্ঘঃ। পুনঃ পুনঃ বা অত্যন্তদ্যোতক। "রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং" (ঋক্ ১।১।৮) 'দীদিবিং পৌনঃপুন্যেন ভৃশংবা দ্যোতিকং' (সায়ণ)

দীধিতি (স্ত্রী) দী ধীতে দীপ্যতে ইতি দীধী সংজ্ঞায়াং ক্তিচ্ ইট্ (যীবর্ণয়োর্দীধীবেব্যোঃ। পা ৭।৪।৫৩) ইতি সূত্রেণ অন্ত্যস্য লোপঃ। কিরণ।

"পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-
রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।" (রঘু ৩।২২)

জলময় চন্দ্রে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নৈশ অন্ধকার বিদূরিত হয়। ২ নৈয়ায়িকপ্রবর রঘুনাথশিরোমণি চিন্তামণির এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকার নাম দীধিতি। ৩ অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু)

দীধিতিকৃৎ (পুং) দীধিতিং করোতি কৃ-ক্বিপ্। চিন্তামণি টীকাকারক রঘুনাথ শিরোমণি। [রঘুনাথশিরোমণি দেখ।]

দীধিতিমৎ (পুং) দীধিতয়ঃ ভূম্না সন্ত্যস্য মতুপ্। সূর্য্য।

দীন (ত্রি) দীয়তে স্মেতি কর্ত্তরিক্ত ততো নিষ্ঠা তস্য নঃ (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ১ দুঃখিত। ২ দরিদ্র। "চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।" (মনু ৯।২৩৮) ৩ কাতর। ৪ শোচ। ৫ হীন। ৬ ক্ষুদ্র। ৭ সন্তপ্ত। ৮ ভীত। (ক্লী) ৯ তগরপুষ্প।

দীন কৃষ্ণদাস, উৎকলের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। দীনকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ রহস্যময়। ইঁহার মাতা শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের মন্দিরে সন্ন্যাসিনী ভাবে বাস করিতেন। সহসা একদিন প্রভাতে তিনি একটী নবকুমার প্রসব করিয়া বসিলেন। লোকে স্বামীহীনা এই রমণীর পুত্র প্রসব দেখিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী তাহাতে উত্তর দিলেন, একদিন তিনি রজনীযোগে প্রভু জগন্নাথের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে জগন্নাথ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মনুষ্যদেহে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহা হইতেই এই পুত্র জন্মিয়াছে। এই অপূর্ব্ব গল্প জগন্নাথদেবের উপর অটল ভক্তিযুক্ত আপামর সাধারণ সকলেরই মনে বেশ লাগিল। শীঘ্রই ইহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। দীনকৃষ্ণ ৺ জগন্নাথদেবের পুত্র বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনৈসর্গিক জন্ম এইরূপে মাতৃদোষ ক্ষালন করিল।

দীনকৃষ্ণের জন্মবিবরণ যাহাই হউক, তিনি সকল শ্রেণীর লোকদ্বারা সমাদৃত হইয়া মন্দিরেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছিল। উৎকলে তখন তাঁহার

পূর্ণ প্রভাব। দীনকৃষ্ণ সেই বৈষ্ণবশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত হইতেন এবং বৈষ্ণব-কবিদিগের স্বাভাবিক প্রিয় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সুমধুর 'রসকল্লোল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়, সুললিত ভাষায় রচিত এবং উৎকল ভাষায় একটী অলঙ্কার স্বরূপ। রসকল্লোল ব্যতীত দীনকৃষ্ণ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিষয়েও সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। দীনকৃষ্ণের জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ইনি পুরীর তাৎকালিক রাজা পুরুষোত্তমদেবের (১৪৭৮—১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে) প্রশংসাসূচক কয়েকটী কবিতা লেখেন; ঐ সকল কবিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহাদ্বারা অনুমান হয়, দীনকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রসকল্লোল রচনা করিয়া থাকিবেন।

দীনকৃষ্ণদাস, বাঙ্গালার একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা। অনেকে ইঁহার রচিত পদগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ বলিয়া ভুল করেন।

দীনতা (স্ত্রী) দীনস্য ভাবঃ দীন-তল্ ততো টাপ্। ১ দৈন্য, দারিদ্র। ২ কাতরতা। ৩ ক্ষোভ। ৪ সন্তাপ।

দীনদয়ালু (পুং) দীনে দয়ালু। দুঃখিতে দয়ালু, যাহারা দুঃখিত লোকের প্রতি সর্ব্বদা দয়াশীল।

দীনদয়ালু পাঠক, মুহূর্ত্তভৈরব নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা।

দীনদয়ালু বাজপেয়িন্, রঘুবরসংহিতা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতা।

দীননাথ (পুং) দীনানাং নাথঃ। দুঃখিতজনভর্ত্তা।

দীননাথ, ১ গীর্ব্বাণবোধ নামে সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা।
২ পর্ব্বসংগ্রহ নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ রচয়িতা।

দীননাথ পণ্ডিত, (রাজা) পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজস্ব সচিব। ইঁহার পিতা ভকতমল দিল্লীনগরে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। পঞ্জাবের দেওয়ান গঙ্গারামের সহিত দীননাথের নিকট সম্পর্ক ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গারাম দিল্লী হইতে দীননাথকে লাহোরে আহ্বান করেন। এই সময়ে গঙ্গারাম লাহোর রাজ-সরকারের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহে দীননাথ তথায় একটী পদ প্রাপ্ত হন; শীঘ্রই তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সুদক্ষ দেওয়ান গঙ্গারামের মৃত্যু হইলে তৎপদে দীননাথ পণ্ডিত রাজকীয় মুদ্রাধ্যক্ষ ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান ভবানীদাসের মৃত্যুর পর প্রধান রাজস্বসচিব পদে নিযুক্ত হন। রণজিৎসিংহের পরও তিনি অনেক দিন শিখরাজ্যের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। ইনি সুবক্তা, কর্ম্মকুশল, কূটনীতিবিৎ, সূক্ষ্মদর্শী ও পরিশ্রমী।

দীননাথ সূরি, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় ভৈরবসাহের আদেশে 'ভৈরব-নবরস-রত্ন' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দীন ভবানন্দ, একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা। ইঁহার সুন্দর বাঙ্গালা পদগুলি বৈষ্ণবগণের বড় প্রিয়।

দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার ও কবি। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলিনী গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতা কালাচাঁদ মিত্র কাঁচড়াপাড়ার কয়ক্রোশ দূরে যমুনাবেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া তথায় বাস করেন। এখানে দীনবন্ধুর জন্ম।

সন ১২৩৬ সালে চৈত্রমাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। কোন প্রকারে দিনপাত হইত মাত্র। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্ব্বনারায়ণ। তাঁহারই অপভ্রংশে লোকে তাঁহাকে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত। দীনবন্ধুর চরিত্রে যে সকল মহত্ত্বের লক্ষণ ছিল, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বীয় জননীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

বাল্যকালে তিনি গ্রামস্থ পাঠশালায় লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং তাহা সমাপন হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জমীদারী সেরেস্তায় অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতা ঠাকুরের কথায় অবাধ্য হইয়া চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন বাহির-সীমুলিয়ায় পিতৃব্যের বাটী আসিয়া খুড়তুতা-ভাইগণের আশ্রয়ে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাঁহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্য্যও করিতে হইত।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার ভাবী নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদক মহাত্মা লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। লঙ্ সাহেব বালক দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদত্ত 'গন্ধর্ব্ব নারায়ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া 'দীনবন্ধু' নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হইয়াছেন।

লঙ্ সাহেবের স্কুল হইতে তিনি হেয়ার স্কুলে, পরে জুনিয়ার স্কলারসিপ্ বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া

সিনিয়ার স্কলারসিপ্ (Senior Scholarship) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

পাঠদ্দশাতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন এবং সত্বরেই তখনকার বঙ্গসাহিত্যের নেতা প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের মনাকর্ষণ করেন। ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধুর কবিতার গুরু। দীনবন্ধুর অনেক কবিতা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার ছাঁচে ঢালা।

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার বাঁশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধুর বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর উচ্চ চরিত্রগুণে একদিনের জন্যও তাঁহাকে সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

উক্ত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার আইন শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ভরণপোষণাভাবে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি পরীক্ষা দিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পোষ্ট আফিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে ১৫০৲ বেতনে পাটনার পোষ্ট মাষ্টার হইলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও সাহিত্যচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই।

পাটনায় তাহার কার্য্যের দক্ষতা দেখিয়া সাহেবগণ একবৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত করেন এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। ঐ পদে থাকিয়া তিনি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থানই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুসাই যুদ্ধে ডাকের বন্দোবস্তের জন্য গবর্মেণ্ট তাঁহাকে মনোনীত করিলে, তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধের মুখে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'কমলেকামিনী' প্রকাশ করেন। কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণনগরেই তাঁহাকে অধিককাল থাকিতে হয়। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের প্রধান সহকারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতায় থাকিয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে গমন করিতে হইত। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি ১৮৭১ মে মাসে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বিষম বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং রোগের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ১লা নবেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপূজার ভাসানের দিন ইহজীবন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স তখন ৪২ বৎসর ৮ মাস মাত্র হইয়াছিল। তাহার যথাক্রমে আটটী পুত্র সন্তান ও একটী কন্যা হইয়াছিল।

প্রায় ৩২ বৎসর হইল, তাঁহার মাতা ৮ গঙ্গালাভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু তখন কার্য্যোপলক্ষে কটকে গমন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে জননীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা তিনি কখন ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া দ্বাদশ কবিতায় প্রবাসীর বিলাপে লিখিয়াছেন—

"ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই॥"

বঙ্গদেশে এমন স্থান নাই, যেখানে দীনবন্ধুর বন্ধু মিলে না। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই ভদ্রলোকেরা তাহার বন্ধুশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্কিম বাবুর জীবনের একটী বিশেষ ঘটনা। সেই ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে 'মৃণালিনী' উপহার দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ভালবাসা শুধু ইহকাল লইয়া নহে। তাই দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ দেখাইবার জন্যই আনন্দমঠের নূতন রকমের উৎসর্গ পত্র লিখিত হইয়াছে। তাই সেই চিরকালের বন্ধু দীনবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "কণ্ মাং ত্বদধীনজীবিতাং" ইত্যাদি কুমারসম্ভবের শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর জীবন আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায়, তাঁহার ন্যায় সুখী পুরুষ দুর্লভ। যদিও প্রথম জীবনে দরিদ্রতায় কষ্ট ভোগ করিয়াছেন; তথাপি উত্তর জীবনে তাঁহার ন্যায় সুখী কে? তাঁহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাগম, সংসারে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ, সমাজে বিপুল খ্যাতি, সাহিত্যে প্রভূত সম্মান, রাজকার্য্যে সমধিক উন্নতি, বন্ধুবর্গের অক্ষুণ্ণ সৌহার্দ্দ্য, বয়োঃজ্যেষ্ঠগণের সাদর সম্ভাষণ, কনিষ্ঠগণের অকৃত্রিম সম্মান, তিনি একাধারে সকলই ভোগ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্ত-সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় দীনবন্ধু সর্ব্ব প্রথম মানবচরিত্র নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সুরধুনীকাব্য, দ্বাদশকবিতা, দুই বার জামাইষষ্ঠী এবং প্রভাকরে বিজয়কামিনী নামে একক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যের সহিত তাঁহার দশবর্ষ পরবর্ত্তী 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের নায়ক নায়িকার নাম ও চরিত্র সম্বন্ধে মিল আছে। নানাস্থানে ভ্রমণকালে নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপ অবগত হইয়া তিনি নীলদর্পণ প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থে তাঁহার নাম ছিল না। লঙ্ সাহেব এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করায় কারারুদ্ধ হন। পরে এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় অপরাপর অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থদ্বারা দীনবন্ধু বঙ্গের প্রজা সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। নবীনতপস্বিনীর পর তিনি বিয়েপাগলাবুড়ো এবং তৎপরে সধবার একাদশী রচনা করেন। এ সময়ে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার বিশেষ যত্নের ধন লীলাবতী প্রকাশিত হয়। ইহার পর দীনবন্ধু কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করেন, তৎপরে সুরধুনী, জামাইবারিক ও দ্বাদশকবিতা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হইল। সুরধুনী কাব্য বহুপূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, এ গ্রন্থ তেমন ভাল না হওয়ায় অনেকেই এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া ছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত, নবীনতপস্বিনীর বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। সধবারএকাদশীর প্রায় সকল নায়কনায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলাবুড়োও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।" বঙ্কিমচন্দ্র আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। যেখানে যেটী সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন: দীনবন্ধুর এই দুটী গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি। যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ।"

বাস্তবিক দীনবন্ধু যাহা একবার দেখিয়াছেন, তাহা যেরূপ চিত্রকরের তুলিতে আঁকিয়াছেন,—তাহাতে যেরূপ সফল হইয়াছেন, যাহা তিনি কখন দেখেন নাই, কল্পনাবলে সে চিত্র আঁকিতে গিয়া সেরূপ কৃতকার্য্য হন নাই।

দীনবাউল, পাবনা জেলা বাসী একজন প্রসিদ্ধ বাউল। ইহার প্রকৃত নাম গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার রচিত বাউল সংগীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বজনপ্রিয়।

দীনসাধক (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩৷১৭৷৩৭)

দীনা (স্ত্রী) দীন-টাপ্। মূষিকা। (ত্রি) দরিদ্রা।

দীনার (পুং) দীয়তে ইতি। (দীদীঙোন্নুট্চ। উণ্ ৩৷১৪০।) ইতি আরন্ নুট্চ। ১ স্বর্ণভূষা। ২ স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। ৩ নিষ্ক পরিমাণ। ৪ সুবর্ণকর্ষদ্বয়।

দীনার, এসিয়া ও য়ুরোপের নানাস্থানে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা বিশেষ। ইহা দেশভেদে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুতেই প্রস্তুত হইত এবং মূল্যেও নানাস্থানে নানারূপ ছিল। এখন ভারতবর্ষে কোথাও দীনার প্রচলিত নাই, কিন্তু মুসলমানদিগের এদেশে আগমনের বহুপূর্ব্বে এদেশে দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার যিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিবংশ, মহাবীর চরিত প্রভৃতিতে দীনারের উল্লেখ আছে। সাঞ্চিস্তূপ প্রকাণ্ড টোপ বা বৌদ্ধস্তূপের পূর্ব্বদ্বারে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ যে লিপি আছে, তাহাতে দীনারের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অমরকোষেও দীনারের নাম আছে*।

পারস্যদেশেও দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা চলিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, পারস্য ও ভারতবর্ষের দীনার মুদ্রা সম্ভবতঃ রোমকদিগের দিনারিয়াস্ হইতে আখ্যাত হইয়া থাকিবেক। রোমকদিগের দিনারিয়াস্ একরূপ রৌপ্যমুদ্রা, কিন্তু স্বর্ণের দিনারিয়াস্, তাম্রের দিনারিয়াস্ প্রভৃতি মুদ্রাও চলিত ছিল, যাহা হউক রোম হইতেই এ দেশে দীনার নাম চলিত হয়, কি এদেশ হইতেই রোমে দিনারিয়াস্ প্রচলিত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যখন অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দীনার নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন খুব সম্ভব ঐ নাম এদেশীয়।

দীপ (পুং) দীপ্যতে দীপয়তি বা স্বং পরঞ্চেতি দীপি বা দীপ-চ। বর্ত্তিস্থ জ্বলদগ্নিশিখা। তৈলাদি স্নেহযোগে স্বপর প্রকাশক বর্ত্তিকাদাহক শিখাযুক্ত প্রদীপ। পর্য্যায়—প্রদীপ, স্নেহাশ, দীপক, কজ্জলধ্বজ, শিখাতরু, গৃহমণি, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দশেন্ধন, দোষাতিলক, দোষাস্ত, নয়নোৎসব। (শব্দর°)

* কোষকার অমরসিংহের মতে দীনারের পরিমাণ ১ নিষ্ক অর্থাৎ দুই তোলা। রঘুনন্দনের মতে দীনারের পরিমাণ ৩২ রতি সুবর্ণ। অকবরের সময়ে দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ছিল ১ মিস্কাল অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ তোলা। সম্প্রতি পারস্যদেশে দীনার শব্দে মুদ্রার ভগ্নাংশ মাত্র বুঝায়। তথায় ১০০০০ দীনার=১ টোমান (প্রায় আট আনা)।

"বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয়মন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমং॥" (মনু ৪।২২৯)

জলদাতা তৃপ্তি, অন্নদাতা অক্ষয় সুখ, তিলদাতা মনোমত সন্তান সন্ততি এবং দীপদাতা উত্তম চক্ষু লাভ করেন। কার্ত্তিকমাসে দীপ দান অতিশয় পুণ্যজনক। ইহার বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে*। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ এবং নর্ম্মদা ও কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ দান করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিক মাসে দীপ দান করিলে তাহার অধিক পুণ্য হয়। কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর অগ্রে যাহারা দীপ দান করে, তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্প্রয়োজন এবং এক দীপ দানে সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়। যাহারা কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর অগ্রে দীপদান না করেন, তাহাদের প্রতি সকল পাপ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং যাহারা দীপদান করেন, তাহাদের সকল প্রকার পুণ্য হয়। কার্ত্তিকমাসে কেশবাগ্রে দীপদান বিষ্ণুর যে প্রকার তুষ্টিপ্রদ, গয়ায় পিণ্ডদানে বিষ্ণুর তাদৃশ প্রীতি হয় না।

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শুদ্ধিহীনং জনার্দ্দন।
ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু কার্ত্তিকে দীপদানতঃ॥"

এই মন্ত্রে বিষ্ণুর অগ্রে দীপদান করিতে হইবে। বলি কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর আয়তনে বিধিবৎ দীপ দান করিয়া সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হন এবং স্বর্গলোকে গমন করেন। দীপ স্পর্শ করিয়া কোন বৈধকর্ম্ম করিতে নাই, দীপ স্পর্শ করিয়া দেবোদ্দেশে কোন কার্য্য করিলে তাহাতে পাপ হয়।

"দীপং স্পৃষ্ট্বা তু যো দেবি মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তস্যাপরাধাদ্বৈ ভূমে! পাপং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" (বরাহপু°)

দীপার্থ স্নেহাদির নিয়ম—ঘৃত ও তৈল দিয়া দীপ প্রস্তুত করিবে, অন্য কোনরূপ স্নেহ পদার্থ দ্বারা দীপ করিবে না।

"ঘৃতং তৈলঞ্চ দীপার্থে স্নেহাংস্ত্বন্যানি বর্জ্জয়েৎ।" (অগ্নিপু°)

"ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ।
সার্ষপঃ ফলনির্য্যাসজাতোবা রাজিকোদ্ভবঃ।
দধিজশ্চাণুজশ্চৈব প্রদীপাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥" (কালিকাপু°)

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়—ইহা তেজোময় ও চতুর্ব্বর্গপ্রদ, এই নিমিত্ত যত্ন সহকারে দীপদ্বারা দেবতার পূজা করিতে হয়। দীপ ৭ প্রকার—ঘৃত প্রদীপ, তিল তৈলযুক্ত প্রদীপ, সার্ষপ তৈলযুক্ত, ফলনির্য্যাসজাত, রাজিকাজাত, দধিজাত ও অণুজ। পদ্মসূত্র ভব, দর্ভ, গর্ভসূত্রভব, শণজ, বাদর ও কোষোদ্ভব এই পাঁচ প্রকার বাতি দীপকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তৈজস, দারুময়, লৌহনির্ম্মিত, মৃণ্ময় এবং নারিকেল জাত এই সকল দীপপাত্র প্রশস্ত। প্রদীপের আধার তৈজসাদির নির্ম্মাণ করিতে হইবে অথবা বৃক্ষের উপর দীপদান করিবে। কখনও ভূমিতে দীপদান করিতে নাই। পৃথিবী সকল সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু দুইটী সহ্য করিতে পারেন না; অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং দীপতাপ। এইজন্য পৃথিবী যাহাতে তাপ না পান, এইরূপ দীপদান করিতে হইবে। যদি কেহ এইরূপ দীপদান করে, তাহা হইলে তাহার তাম্রতাপ নরক হয়। শোভন বৃত্তাকার বর্ত্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য, সুচ্ছায়, এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্ব্বক দীপ দান করিতে হইবে। যে দীপের তাপ চতুরঙ্গুল দূর হইতে পাওয়া যায়, তাহা দীপ নহে, তাহা পাপবহ্নি। নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভন, অর্চ্চিযুক্ত, ভূমি তাপবিবর্জ্জিত, সুশিখ, শব্দশূন্য, ধূমরহিত, অনতিহ্রস্ব, এবং দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্তিযুক্ত দীপদানই মঙ্গলজনক। দীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয়, এবং পাত্র যদি স্নেহ দ্বারা পূরিত থাকেন, বর্ত্তী যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল ভাবে জ্বলে, তাহা হইলে এই দীপই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং এইরূপ দীপ সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। যদি ঐরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মধ্যম দীপ কহে। যদি দীপপাত্রে তৈল না থাকে, তাহা হইলে অধম দীপ বলিয়া অভিহিত হয়। শণসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্ নির্ম্মিত কিংবা জীর্ণ অথবা শুক্ল বা মলিনবস্ত্র সলিতা নির্ম্মাণের জন্য গ্রহণ করিবে না। শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা তুলা দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঘৃত ও তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না, যে ব্যক্তি ঘৃত ও তৈলাদি মিশাইয়া প্রদীপে স্নেহ দান করে, সে তামিস্র নরকে গমন করে। বসা, মজ্জা এবং অস্থি নির্য্যাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গসমূহের স্নেহ দ্বারা দীপ জ্বালিবে

* "সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে।
তুলাদানস্য যৎ পুণ্যং তদূর্দ্ধে দীপদানতঃ॥
ঘৃতেন দীপকং যস্তু তিলতৈলেন বা পুনঃ।
জ্বালয়েৎ মুনিশার্দ্দূল অশ্বমেধেন তস্য কিং॥
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বং কৃতং তীর্থাবগাহনং।
দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥
তাবৎগর্জ্জন্তি পাপানি দেহে ঽস্মিন্ মুনিসত্তম।
যাবৎ কার্ত্তিকমাসে ন দীপদানং কৃত ভবেৎ॥
তাবদ্‌গর্জ্জন্তি পুণ্যানি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
যাবত্ জ্বলতে দীপঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥" (পাদ্মোত্তরখ°)

না। এরূপ স্নেহদ্বারা দীপ জ্বালিলে নরক হয়। শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া অস্থিনির্ম্মিত পাত্রে অথবা পচা চূর্ণাদিযুক্ত পাত্রে দীপ স্থাপন করিবে না। যত্নপূর্ব্বক কখনও লক্ষণযুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত কল্পিত দীপ নির্ব্বাণ করিবে না। জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও দীপ হরণ করিবে না। কারণ দীপ হরণ করিলে অন্ধ হয় এবং যে দীপ নির্ব্বাপণ করে, সে কাণা হয়। (কালিকাপু° ৬৯ অঃ)

পুরুষের দীপ নির্ব্বাণ করিতে নাই।

"দীপনির্ব্বাপণাৎ পুংসঃ কুষ্মাণ্ডচ্ছেদনাৎ স্ত্রিয়াঃ।
অচিরেণৈব কালেন বংশনাশো ভবেৎ ধ্রুবং ॥" (তিথিত°)

পুরুষ দীপ নির্ব্বাণ করিলে এবং স্ত্রীসকল কুষ্মাণ্ড ছেদন করিলে নিশ্চয় বংশ নাশ হয়। পুরুষ দেবদত্ত দীপ নির্ব্বাপণ করিতে পারে।

"স্বয়ং নির্ব্বাপিতং দীপং মাভিপ্রত্তি সুরাররঃ।
তস্মান্নির্ব্বাপয়েদ্দীপং দেবানাং ! পতুষ্টয়ে ॥" (বিধান পারি°)

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে নরক নিবৃত্তি জন্ম দীপ দান করিতে হইবে। দেবতাকে দীপ দান করিবার সময় ঘণ্টানাদ করিতে হয়।

"স্নানে ধূমে তথা দীপে নৈবেদ্যে ভূষণে তথা।
ঘণ্টানাদং প্রকুর্ব্বীত তথা নীরাজনেঽপি চ ॥"
(বিধানপারিজাত)

একাদশীতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণের বচনানুসারে দেবতার নিমিত্ত কল্পিত দীপও নির্ব্বাপণ করিতে নাই।

"নৈব নির্ব্বাপয়েদ্দীপং দেবার্থমুপকল্পিতং।
দীপহর্ত্তাভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাপকো ভবেৎ ॥" (একাদশীত°)

দেবার্থ উপকল্পিত দীপ নির্ব্বাপণ করিতে নাই, নির্ব্বাপণ করিলে চক্ষু অন্ধ হয়। বৃহৎসংহিতায় দীপ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে ;—বামাবর্ত্ত মলিন কিরণ স্ফুলিঙ্গ যুক্ত ও অল্পমূর্ত্তি দীপ বিমল স্নেহ ও বর্ত্তিকান্বিত হইলেও শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। যে দীপ কম্পমান ও শব্দযুক্ত হয়, বিশেষ রূপে তাহার প্রসারিত শিখা হইলেও শলভ বা মরুৎবিহীন হইয়া শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দীপ পাপ ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। দীপাদি সংহত মূর্ত্তি, আয়ত তনু, কম্পহীন, দীপ্তিমান্, নিঃশব্দ, সুন্দর প্রাদক্ষিণ গতি অর্থাৎ যাহার গতি দক্ষিণ দিকে, বৈদূর্য্য ও স্বর্ণ সদৃশ দ্যুতিময় এবং রুচির ও উদ্দ্যত হইয়া দীপ্তি পায়, এইরূপ দীপ অতিশয় শুভজনক। (বৃহৎসংহিতা ৮৪ অঃ)
[প্রদীপ দেখ।]

দীপক (ক্লী) দীপয়তি দীপ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বাক্যালঙ্কার। ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োর্দীপকন্তু নিগদ্যতে।
অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৯৬)

যে স্থলে অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুতের গুণক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম একত্র হয় এবং অনেক ক্রিয়ায় এক কারক হয়, সেই স্থলে দীপকালঙ্কার হইয়া থাকে। অপ্রস্তুত অর্থে অবর্ণনীয় বিষয়, প্রস্তুত অর্থে বর্ণনীয় বিষয়। উদাহরণ

"বলাবলেপাদধুনাপি পূর্ব্ববৎ
প্রবাধ্যতে তেন জগজ্জিগীষুণা।
সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি ॥" (সাহিত্যদ°)

জগজ্জিগীষু সেই শিশুপাল পূর্ব্বের ন্যায় (অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রূপে যেরূপ জগৎকে পীড়া দিত) অধুনাও সেইরূপ অহঙ্কারের সহিত এই জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। নিশ্চলা প্রকৃতি ও সতী স্ত্রী পরজন্মেও তাহাকে পরিত্যাগ করে না এবং তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এইস্থলে বর্ণনীয় বিষয় শিশুপাল জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে, পূর্ব্বজন্মে যখন হিরণ্যকশিপু রাবণাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখনও যেরূপ জগৎকে পীড়া দিত, এই শিশুপালরূপে সেইরূপ জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। হিরণ্যকশিপু রাবণাদির পরপীড়ারূপ নিশ্চলা প্রকৃতি এই শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণের সময়ও পরিত্যাগ করে নাই অর্থাৎ ইহাই এই স্থলে বর্ণনীয় বিষয়। এ স্থলে অবর্ণনীয় বিষয় সতী স্ত্রী জন্মান্তরে তাহাকে পরিত্যাগ করে না। এই দুয়ের বর্ণনীয় ও অবর্ণনীয়ের একধর্ম্মাভিসম্বন্ধহেতু দীপক অলঙ্কার হইল। অনেক ক্রিয়ায় এক কারক হইলে দীপক অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দূরং সমাগতবতি ত্বয়ি জীবনাথে
ভিন্না মনোভবশরেণ তপস্বিনী সা।
উত্তিষ্ঠতি স্বপিতি বাসগৃহং ত্বদীয়
মায়াতি যাতি হসতি শ্বসিতি ক্ষণেন ॥" (সাহিত্যদ°)

হৃদয়নাথ তুমি দূরে গেলে সেই দীনা কামশরপীড়িতা হইয়া কখন উঠিতেছে, কখন নিদ্রা যাইতেছে, হাস্য ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। এই স্থলে এক নায়িকার উত্থানাদির অনেক ক্রিয়া সম্বন্ধ হেতু দীপক অলঙ্কার হইল।

'সোঽধ্যৈষ্ট বেদান্ ত্রিদশানযষ্ট' ইত্যাদি স্থলেও দীপকালঙ্কার হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কারের বিচিত্রতাই প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এই স্থলে বিচিত্রতা নাই বলিয়া দীপক অলঙ্কার হইল না।

অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুতের এক ধর্ম্মাভিসম্বন্ধ তুল্যযোগিতার সহিত এক হইয়া উঠে, যেহেতু তুল্যযোগিতার লক্ষণ—

"পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্ম্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা॥" (সাহিত্যদ°)

প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত পদার্থের একধর্ম্মাভিসম্বন্ধ হইলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়।

এই স্থলে প্রভেদ এই 'প্রস্তুতানাং অন্যেষাং বা' প্রস্তুত বা অন্যের অপ্রস্তুতের এই কথা বলায়, যেস্থলে প্রস্তুতের সহিত অপ্রস্তুতের এবং অপ্রস্তুতের সহিত প্রস্তুতের এক ধর্ম্মাভি-সম্বন্ধ হইল, সেই স্থলে তুল্যযোগিতা এবং যে স্থলে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সহিত একধর্ম্মাভিসম্বন্ধ হইবে, সেই স্থলে দীপক হইবে। (সাহিত্যদ° ১০ প°)

(ত্রি) ২ দীপ্তিকারক। (পুং) দীপয়তি জঠরাগ্নিমিতি দীপি-ণ্বুল্। ৩ যমানী, জোয়ান। ৪ লোচমস্তক। (শব্দর°) ৫ রাগবিশেষ, দীপক রাগ। হনুমন্মতে এই রাগ ষড়্রাগের মধ্যে দ্বিতীয়। এই রাগ সূর্য্যনেত্র হইতে নির্গত হয়। ইহার জাতি সম্পূর্ণ, গৃহ ষড়্জ স্বর, গ্রীষ্ম ঋতু ও মধ্যাহ্ন সময়ে এই রাগ গান করিতে হয়। ইহার রূপ রক্তবর্ণ, বস্ত্র পাটলবর্ণ, গলভূষণ বৃহন্মুক্তামালা, এই রাগ মত্তহস্তীআরূঢ় এবং বহু স্ত্রীপরিবৃত। ইহা সম্পূর্ণ। ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ষড়্জ, ইহার মূর্ত্তি—

"বালারতার্থং প্রবিলীনদীপে গৃহেঽন্ধকারে ভুজগং প্রবৃত্তঃ।
তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈঃ লজ্জাং দধৌ দীপকরাগরাজঃ॥"

কাহার কাহারও মতে, এই রাগ লজ্জাহেতু গৃহ অন্ধকার করিয়া বালারত ছিলেন, তাহার শিরোভূষণ রত্নদীপ দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হয়। ইহার পঞ্চ পত্নী দেশী, কামোদী, নাটিকা, কেদারী ও কানাড়া এবং অষ্ট পুত্র কুণ্ডল, কমল, কলিঙ্গ, চম্পক, কুসুম্ভ, রাম, লহিল ও হিমাল। ভরত মতে ইহার পত্নীগণ—কেদারা, গৌরী, গৌড়ী, গুর্জ্জরী ও রুদ্রাণী এবং পুত্রগণ—কুসুম, টঙ্ক, নটনারায়ণ, বিহাগরা, ফিরোদস্ত, রভসমঙ্গলা, মঙ্গলাষ্টক ও আড়ানা।

স্বরগ্রাম—স ঋ গ ম প ধ নি স। মতান্তরে দীপকের ভার্য্যা দেশী, কামোদী, কেদারা, কাফী, নাটিকা ও কানড়া। দীপকের পুত্র নট, কানড়া, বারোঞা, গারা, খাম্বাজ, ইমন, কেদার, সথা, শ্যামকল্যাণ। অন্য মতে ইমনকেদার, কেদারকল্যাণ, জয়েৎকল্যাণ, কামোদকল্যাণ, হাম্বির কল্যাণ, শ্যামকল্যাণ ও সথাবট্। কল্লিনাথ মতে—সুহানায়ক, আড়ানা, শঙ্করা, কানড়া, বেহাগড়া, নটকেদার। পুত্রবধূ—মিঞামল্লার, পরদীপকী, মায়ারী, বাসীগৌরা, কামোদবতী, পলাশী, সখী, ঠুংরী। মতান্তরে পুরিয়াধানশ্রী, চৌবাঠকী, ভথারী, মলবেহা, কানড়া, আভীরী, অষ্ট সখী, ভীমপলশ্রী। (সঙ্গীতর°) ৬ প্রদীপ।

"বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকং।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

৭ পক্ষীবিশেষ, শিকরা, বাজপাখী। ৮ তালবিশেষ।

"প্লুতোলঘুঃ প্লুতশ্চৈব তালে দীপকনামনি।" (সঙ্গীতদা°)

দীপকমালা (স্ত্রী) দশাক্ষরযুক্ত ছন্দোভেদ, ইহার ২।৩।৭।৯ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্নবর্ণ গুরু। "দীপকমালা ভ্মৌমতাজগৌ।" (ছন্দোম°) ऽ।।, ऽऽऽ, ।ऽ।, ऽ।

দীপকলিকা (স্ত্রী) দীপস্য কলিকেব। ১ দীপশিখা। ২ শূলপাণিকৃত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা।

দীপকিট্ট (ক্লী) দীপস্য কিট্টং। দীপজাত কজ্জল।

দীপকূপী (স্ত্রী) দীপস্য কূপীব তৈলধারকত্বাৎ। দীপবর্ত্তি, শলিতা, পর্য্যায়—তৈলমালী, দীপক্ষীরী, বিদাহিকা। (শব্দমা°)

দীপখোরী (স্ত্রী) দীপং খোরয়তি গত্যাঘাতং করোতি স্থিরীকরোতীতি খোর গত্যাঘাতে ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দীপকূপী, শলিতা।

দীপঙ্কর, বুদ্ধাবতারের মধ্যে একটী। [বুদ্ধ দেখ।]

দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান অতিশ, একজন বিখ্যাত বৌদ্ধযতি। ইনি ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্যান্তর্গত বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আদিনাম চন্দ্রগর্ভ, অবধূত জেতারির নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ইনি হীনযান শ্রাবকদিগের ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতাবলম্বীদিগের তিন পিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের দুরূহ ন্যায়দর্শন এবং চারি তন্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তীর্থিকদিগের শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাস্ত করেন। অবশেষে ইনি সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জ্জন, ধর্ম্ম, ধ্যান ও অধ্যাত্মজ্ঞানসম্বলিত ত্রিশিক্ষা নামক বৌদ্ধদিগের তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভার্থ কৃষ্ণগিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। এই স্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞানবজ্র নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দণ্ডপুরীর মহাসাঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিত তাঁহাকে পবিত্র বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি প্রদান করেন। একত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীজ্ঞান উচ্চতম ভিক্ষু পদবী প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব মন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। ইনি সেই সময়ের

সকল প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং অবশেষে নানাবিষয় শিক্ষাহেতু সর্ব্বদা মনের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিকতা লাভার্থ সুবর্ণদ্বীপস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে উপদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি একটী বণিকপোতে আরোহণ করিয়া সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দ্বাদশবর্ষকাল বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া বজ্রাসনস্থ (বোধ গয়া) মহাবোধির মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। [অতীশ দেখ।]

দীপধ্বজ (পুং) দীপস্য ধ্বজইব। কজ্জল।

দীপন (পুং) দীপ্যতে ইতি দীপ-ল্যু। ১ তগরমূল। ২ কুঙ্কুম। ৩ ময়ূরশিখাবৃক্ষ। ৪ শালিঞ্চ শাক। ৫ কাসমর্দ্দ। ৬ পলাণ্ডু। (ত্রি) ৭ দীপক মাত্র, দীপয়িতা।

"সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোরমং
প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং
শুচৌ নিশীথে হনুভবন্তি কামিনঃ॥" (ঋতুসংহার ১।৩)

৮ গ্রাহ্য মন্ত্রসংস্কারভেদ, মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহার সংস্কার করিতে হয়, দীপন তাহার মধ্যে একটী। মন্ত্রের দশপ্রকার সংস্কার করিলে সেই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ী হয়। জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার।

"মন্ত্রাণাং দশকথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ" (শারদাতিলক) [মন্ত্র দেখ।] ৯ প্রকাশন।

দীপনী (স্ত্রী) দীপ্যতে জঠরবহ্নিরনয়া দীপ-ণিচ্ ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মেথিকা, মেথি। [মেথিকা দেখ।] ২ যমানী। ৩ পাঠা। (রাজনি॰)

দীপনীয় (পুং) দীপ্যতে জঠরবহ্নিরনেন দীপ-ণিচ্ অনীয়র্। ১ যমানী। (ত্রি) ২ দীপনযোগ্য। ৩ ঔষধ বর্গ বিশেষ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রক ও কয়টী নাগর, এই দ্রব্য লইয়া দীপনীয় বর্গ। ইহা কফ ও বায়ুনাশক।

"পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরং।
দীপনীয়ঃ স্মৃতোবর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥" (চক্রদত্ত)

দীপপাদপ (পুং) দীপস্য পাদপ ইব। দীপবৃক্ষ। দীপাধার, পিলসুজ।

দীপপুষ্প (পুং) দীপ ইব পুষ্পং যস্য। চম্পক বৃক্ষ।

দীপভাজন (স্ত্রী) দীপস্য ভাজনং ৬তৎ। দীপপাত্র।

"বাসনার্চ্চিরিব দীপভাজনং" (রঘু)

দীপমালা (স্ত্রী) দীপানাং মালা ৬তৎ। শ্রেণীভূত প্রদীপ, দীপশ্রেণী, একবালে অনেক প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া জগদ্ধাত্রী বা দুর্গার পূজা করিতে হয়, এইরূপ দীপমালা দান বিশেষ ফলদায়ক।

"উদবুদ্ধাক জগদ্ধাত্রীং পূজয়েৎ দীপমালয়া।" (তিথিতত্ত্ব)

দীপবৎ (ত্রি) দীপ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ দীপযুক্ত গৃহাদি।

দীপবতী (স্ত্রী) দীপবৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কামাখ্যাস্থিত নদীবিশেষ। শাশ্বতী নদীর পূর্ব্বে দীপবতী নামে এক নদী আছে, এই নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দীপের ন্যায় অন্ধকার নষ্ট করে, এইজন্য দেবমনুষ্য সমাজে ইহার নাম দীপবতী হইয়াছে। দীপবতী নদীর পূর্ব্বদিকে শৃঙ্গাট নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। (কালিকাপু॰ ৮২।১-৩)

দীপবৃক্ষ (পুং) দীপস্য বৃক্ষ ইব আধারঃ। দীপাধার। পিলসুজ, পর্য্যায়—দীপতরু, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দীপপাদপ। (শব্দার্থক॰)

"যথা প্রদীপ্তঃ পুরতঃ প্রদীপঃ
প্রকাশমন্যস্য করোতি দীপ্যন্।
তথেহ পঞ্চেন্দ্রিয়দীপবৃক্ষা
জ্ঞানপ্রদীপ্তাঃ পরবস্তএব॥" (ভারত ১২।২০২।৯)

দীপশত্রু (পুং) দীপস্য শত্রুরিব। কীটভেদ, জোনাকী পোকা।

দীপশিখা (স্ত্রী) দীপস্য শিখা কারণত্বেন অস্ত্যস্যাঃ অচ টাপ্। ১ কজ্জল। দীপস্য শিখা। প্রদীপজ্বালা।

"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।" (রঘু ৬।৬৭)

দীপশৃঙ্খলা (স্ত্রী) দীপানাং শৃঙ্খলেব। দীপালী।

দীপান্বিত (ত্রি॰) দীপৈরন্বিতঃ। দীপযুক্ত।

দীপান্বিতা (স্ত্রী) দীপৈরন্বিতা। গৌণচান্দ্র কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিন প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয় এবং এই তিথিতে যথাশক্তি পথ, আপণ, শ্মশান, নদীতট ও পর্ব্বতসানুতে দীপমালা বিভূষিত করিতে হয়। সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে এবং অপরাহ্ণ সময়ে রাজা নগরে ঘোষণা করিবেন, 'সকলেই লক্ষ্মীপূজা কর এবং চারিদিকে উদ্দাদান কর' এইরূপ ঘোষণার পর সকলে লক্ষ্মীপূজা ও উদ্দাদান করিবে।

"তুলারাশিগতে ভানৌ অমাবস্যাং নরাধিপ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৃন্ ভক্ত্যা সংপূজ্যাথ প্রণম্য চ॥
কৃত্বা তু পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।

ততোঽপরাহ্নসময়ে ঘোষয়েন্নগরে নৃপঃ।
লক্ষ্মীঃ সম্পূজ্যতাং লোকা উল্কাভিশ্চাপিবেষ্ট্যতাং॥" (তিথিতত্ত্ব)

অমাবস্যার দিন প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা করিবে।

লক্ষ্মীপূজা ব্যবস্থা।—যদি অমাবস্যা উভয় দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে প্রদোষ ব্যাপ্তি দ্বারা সময় নির্ণয় করিতে হইবে অর্থাৎ যে দিনে অমাবস্যা প্রদোষ সময় পাইবে, সেই দিন লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"তুলাসংস্থে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শয়োঃ
উল্কাহস্তা নরাঃ কুর্য্যুঃ পিতৃণাং মার্গদর্শনং॥" (তিথিতত্ত্ব)

কিন্তু যদি দুই দিনে প্রদোষ পায়, অর্থাৎ অমাবস্যা দুই দিনেই প্রদোষ পাইয়াছে, এরূপ স্থলে পরদিনে লক্ষ্মী পূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"উভয়তঃ প্রদোষপ্রাপ্তৌ পরদিন এব যুগ্মাৎ।
দণ্ডৈকোরজনীযোগো দর্শাস্তু স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেঽহ্নি সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি হইলে পর দিনে লক্ষ্মী পূজা হইবে, অমাবস্যা যদি পরদিবস একদণ্ড রাত্রি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিবস পরিত্যাগ করিয়া পরদিন লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। ইহার নাম সুখরাত্রিকা। যদি উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি না হয়, অর্থাৎ অমাবস্যা উভয় দিনের কোন দিনেই প্রদোষ না পায় এরূপ স্থলে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুরোধে পর দিনে উল্কাদান এবং পূর্ব্বদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"উভয়ত্র প্রদোষপ্রাপ্তাবপি উল্কাদানং পরদিনে পূর্ব্বোক্ত-পার্ব্বণানুরোধাৎ,

ভূতাহে যে প্রকুর্ব্বন্তি উল্কাগ্রহমচেতসঃ।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণং॥

ইতি জ্যোতির্ব্বচনাচ্চ। অতএব লক্ষ্মীঃ পূর্ব্বাহে রাত্রৌ পূজ্যা।

"অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্ব্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

উভয় দিনে প্রদোষ না পাইলে উল্কাদান পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুরোধে পরদিন করিতে হইবে, ভূতচতুর্দ্দশীর দিন যে সকল দুর্বুদ্ধি লোক উল্কাদান করে, তাহাদের পিতৃগণ নিরাশা হইয়া তাহাদের সুদারুণ শাপ দিয়া গমন করেন, দর্শনের জন্যই উল্কাদানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা। যে দিন পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা হইবে, সেই দিনই উল্কাদান করিবে। এই কারণে পর দিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধকৃত হইলে সেই দিনই সায়ংকালে উল্কাদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বদিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে, কারণ এই বচনে যদি রাত্রি-কালে অমাবস্যা হয় এবং দিবাভাগে চতুর্দ্দশী থাকে, তাহা হইলে সেই দিন রাত্রিতেই লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে এবং তাহারই নাম সুখরাত্রি। পিতৃকৃত্যহেতু দক্ষিণ দিকে প্রাচীনাবীতি হইয়া উল্কাদান করিতে হইবে। উল্কাগ্রহণের মন্ত্র—

"শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥"

উল্কাদানের মন্ত্র—

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিং॥"

উল্কাবিসর্জ্জনমন্ত্র—

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মমালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥"

এই মন্ত্রে উল্কাগ্রহণ, দান ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই অমাবস্যার দিন বাল ও আতুর ভিন্ন কাহারও দিবা-কালে ভোজন করিতে নাই। প্রদোষ সময়ে যথাবিধানে লক্ষ্মীপূজা করিয়া দেবতার গৃহে দীপবৃক্ষ প্রদান করিবে এবং পরে চতুষ্পথ, শ্মশান, নদী, পর্ব্বত, সানু, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, চত্বর, গৃহ ও ক্রয় বিক্রয় ভূমি প্রভৃতি সকল স্থল দীপাবলী প্রদান করিবে এবং বস্ত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিতে হইবে। এইরূপ আলো দেওয়ার নাম দেওয়ালী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে ইহার অতিশয় ধুমধাম হয়।

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন লক্ষ্মীপূজাপ্রয়োগ।—গৃহমধ্যে উত্তরমুখী হইয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। প্রথমে স্বস্তি-বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 'ওঁ তদসদ্ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা পরম বিভূতিলাভকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে', এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া শালগ্রাম বা ঘটাদিস্থ জলে ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবে। 'পাশাঙ্ক' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি দশ বা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তাহার পর

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥"

পরে কুবেরাদিকে পূজা করিতে হইবে। পূজা করিয়া গৃহাদিতে দীপ দিতে হইবে।

দীপদানের মন্ত্র—

"অগ্নির্জ্যোতিঃ রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ॥
উত্তমঃ সর্ব্ব জ্যোতীনাং দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥"

পরে ব্রাহ্মণ ও বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। তাহার পর প্রত্যূষে ভবিষ্যোক্ত কর্ম, গোরোচনা, তিলক ও প্রদীপ বন্দন করিয়া লক্ষ্মীকে এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে।

'ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
মহালক্ষ্মি নমস্তুভ্যং সুখরাত্রিং কুরুষ্ব মে॥
বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
সুখরাত্রিপ্রভাতেঽদ্য তন্মে লক্ষ্মীর্ব্যপোহতু॥
যা রাত্রিঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা।
সম্বৎসরপ্রিয়া যা চ সা মমাস্তু সুমঙ্গলা॥
মাতা ত্বং সর্ব্বলোকানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা।
আখ্যাতা ভূতলে দেবি সুখরাত্রি নমোঽস্তু তে॥
'ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ' এইরূপ তিনবার পূজা করিবে।

(তিথি ও কৃত্যতত্ত্ব)

[লক্ষ্মীপূজা দেখ।]

কালীকুলসদ্ভাব নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের মতে—এই দিন মহানিশায় কালীপূজা করিতে হয়। [শ্যামা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দীপালী (স্ত্রী) দীপানাং আলী। দীপশ্রেণী, দেওয়ালী।

দীপাবতী, রাগিণীবিশেষ। দীপক ও সরস্বতীযোগে উৎপন্ন।

দীপাবলি (স্ত্রী) দীপানাং আবলিঃ ৬তৎ। দীপশ্রেণী।

দীপিকা (স্ত্রী) দীপয়তি প্রকাশয়তি দীপ-ণিচ্ ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ মহিস্তাপনীয় শ্রীনিবাস কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ। ২ রাগিণী বিশেষ, হিন্দোলরাগের পত্নী। ইহার রূপ—

"প্রদোষকালে গৃহসম্প্রবিষ্টা প্রদীপহস্তারুণগাত্রবস্ত্রা।
সীমন্তসিন্দুরবিরাজমানা স্বরক্তমাল্যা কিল দীপিকেয়ম্॥"

এই রাগ প্রদোষকালে গেয়।

দীপিকাতৈলং (ক্লী) তৈল ঔষধ ভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—মহৎপঞ্চমূলের ৮ অঙ্গুলি কাষ্ঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়া পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিবে। ইহাতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে সদ্য বেদনার উপশম হয়। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরল কাষ্ঠে দীপিকা-তৈল প্রস্তুত করা যায়। কর্ণের বেদনানাশের পক্ষে এই তৈল অতিশয় উপকারী। (ভৈষজ্যর° কর্ণরোগাধি°)

দীপিতৃ (ত্রি) দীপয়তীতি দীপ-ণিচ্ তৃচ্। দীপ্তিকর্ত্তা।

দীপীয় (ত্রি) দীপ অপূপাদিত্বাৎ হিতার্থে ছ। দীপহিত।

দীপ্য (ত্রি) দীপ-যৎ। দীপহিত।

দীপোৎসব (পুং) দীপৈরুৎসবঃ। ১ দীপজন্য উৎসব। ২ দীপান্বিতা অমাবস্যা।

দীপ্ত (ত্রি) দীপ-ক্ত। ১ প্রকাশান্বিত। ২ সমুত্তাপিত। (ক্লী) ৩ স্বর্ণ। ৪ হিঙ্গু। ৫ নিম্বুক, লেবু। ৬ সিংহ। ৭ নাসিকাগত রোগবিশেষ, এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে ধূমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয়, এবং নাসারন্ধ্র প্রদীপ্তের ন্যায় জ্বালা করে।

"ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু
বিনিঃসরেদ্ ধূম ইবেহ বায়ুঃ।
নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তো-
র্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদাহরন্তি॥" (সুশ্রুত উত্তরত° ২২ অঃ)

৭ উজ্জ্বল। ৮ আলোকময়।

দীপ্তক (ক্লী) দীপ্তমেব স্বার্থে কন্। স্বর্ণ।

দীপ্তকিরণ (পুং) দীপ্তাঃ কিরণাঃ যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দীপ্তকীর্ত্তি (ত্রি) দীপ্তা কীর্ত্তির্যস্য। ১ প্রকাশমানযশাঃ, যাহার যশ প্রকাশিত হইয়াছে। ২ কার্ত্তিকেয়।

"আগ্নেয়শ্চৈব স্কন্দশ্চ দীপ্তকীর্ত্তিরনাময়ঃ।" (ভারত বন ২৩১ অঃ)

দীপ্তা কীর্ত্তিঃ কর্ম্মধা। দীপ্ত এইরূপ যশ।

দীপ্তকেতু (পুং) ১ নৃপভেদ। (ভারত ১।২ অঃ)
২ দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ।

"নবমো দক্ষসাবর্ণি র্মনুর্বরুণসম্ভবঃ।
ধৃষ্টকেতুর্দীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ॥" (ভাগ° ৮।১৩।১৯)

দীপ্তঃ কেতু র্যস্য। (ত্রি) ২ দীপ্তধ্বজক, যাহার ধ্বজ প্রদীপ্ত, তাহাকে দীপ্তকেতু কহে। (পুং) দীপ্তঃ কেতুঃ কর্ম্মধা। দীপ্ত এমন ধ্বজ।

দীপ্তজিহ্বা (স্ত্রী) দীপ্তা জিহ্বা যস্যাঃ। উল্কামুখী শৃগালী, খ্যাকশিয়াল। (হারা°) ইহাদের জিহ্বা হইতে রাত্রিকালে স্বতঃই অগ্নিস্ফুরণ হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, এইজন্য ইহাদের নাম দীপ্তজিহ্বা হইয়াছে। (ত্রি) ২ প্রদীপ্ত জিহ্বা।

"দীপ্তাক্ষো দীপ্তজিহ্বশ্চ সংপ্রদীপ্তমহাননঃ।" (ভারত ১।২২৯।৩৭)

দীপ্তপিঙ্গল (পুং) দীপ্তপিঙ্গলশ্চ দীপ্তং স্বর্ণং তদ্বৎ পিঙ্গলো বা। সিংহ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীপ্তমূর্ত্তি (ত্রি) দীপ্তা মূর্ত্তির্যস্য। ১ প্রকাশান্বিত মূর্ত্তিক, যাহার মূর্ত্তি অতিশয় উজ্জ্বল। ২ বিষ্ণু।

"বিশ্বমূর্ত্তি র্মহামূর্ত্তি র্দীপ্তমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্।" (ভারত ১৩।১৪৯।৯০)

দীপ্তরস (পুং) দীপ্ত উজ্জ্বলঃ রসো যস্য। কিঞ্চুলক, কেঁচো, রাত্রিকালে ইহাদের রস উজ্জ্বল হয়, এই জন্য ইহাদের নাম দীপ্তরস হইয়াছে।

দীপ্তরোমন্ (পুং) বিশ্বদেবভেদ।

"জিতাত্মা মুনিবর্য্যশ্চ দীপ্তরোমা ভয়ঙ্করঃ।" (ভারত অনু ৯১ অঃ)

দীপ্তলোচন (পুং) দীপ্তে লোচনে নয়নে যস্য। বিড়াল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীপ্তলোহ (ক্লী) দীপ্তং লোহমিব। ১ কাংস্য। ২ জলিতলোহ।

দীপ্তবর্ণ (ত্রি) দীপ্তঃ স্বর্ণমিব বর্ণো যস্য। ১ সুবর্ণ তুল্য বর্ণ-যুক্ত, যাহার বর্ণ সোণার মত। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়।

(ভারত ৩।২৩১ অঃ)

দীপ্তশক্তি (ত্রি) দীপ্তা শক্তির্যস্য। ১ প্রকাশমান সামর্থ্য, যাহার সামর্থ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ২ কার্ত্তিকেয়।

(ভারত বন ২৩১ অঃ)

দীপ্তা (স্ত্রী) দীপ্ত-টাপ্। ১ লাঙ্গলিকা বৃক্ষ, লাঙ্গলাগাছ। ২ জ্যোতিষ্মতীলতা, লওয়া কটকী। ৩ সাতলা, সেহুণ্ডভেদ। (রাজনি॰)

দীপ্তাংশু (পুং) দীপ্তা অংশবো যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দীপ্তাক্ষ (পুং) দীপ্তে অক্ষিণী যস্য। ১ বিড়াল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ দীপ্তলোচনান্বিত উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট।

দীপ্তাগ্নি (পুং) দীপ্তঃ অগ্নির্যস্য। ১ অগস্ত্যমুনি। এই মুনি বাতাপি ও সমুদ্রকে জীর্ণ করায় ইহার নাম দীপ্তাগ্নি হইয়াছে। [অগস্ত্য দেখ।] ২ দীপ্তজঠরাগ্নিযুক্ত। দীপ্তঃ অগ্নিঃ। ৩ প্রজ্বলিত অগ্নি।

দীপ্তাঙ্গ (ত্রি) দীপ্তং অঙ্গং যস্য। ১ দীপ্তিযুক্ত দেহ, প্রভা-বিশিষ্ট অঙ্গ। ২ ময়ূর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীপ্তি (স্ত্রী) দীপ-ক্তিন্। দীপন, পর্য্যায়—প্রভা, রুচ্, রুচি, ত্বিষ, ভা, ভাস, ছবি, দ্যুতি, রোচিস্, শোচি। (অমর) ২ স্ত্রীদিগের অযত্নজ গুণ। (হেম ২।১৩)

"কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥"

বয়স ভোগ, দেশকাল ও গুণাদিদ্বারা যে কান্তি অতিশয় উদ্দীপিত হয়, তাহাকে দীপ্তি কহে; বয়ঃ প্রভৃতি অনুসারে স্ত্রীদিগের শারীরিক কমনীয়তা জন্মে, তাহার নামই দীপ্তি। সাহিত্যদর্পণেও ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"কান্তিরেবাতিবিস্তীর্ণা দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে ॥"

(সাহিত্যদ॰ ৩।১৩১)

অতি বিস্তীর্ণা কান্তির নাম দীপ্তি। সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ—

"তারুণ্যস্য বিলাসঃ সমধিকলাবণ্যসম্পদোহাসঃ।
ধরণিতলস্যাভরণং যুবজনমনসো বশীকরণং।" (সাহিত্যদ॰)

২ অভিব্যক্তি, জ্ঞানাভিব্যক্তিরূপ দীপ্তির কারণ পাতঞ্জলে এইরূপ লিখিত আছে।

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।"

(পাতঞ্জল ২।২৮)

বিষয় সকল সংযোগ না হইতে পারিলে বিবেকের হেতু অর্থাৎ কারণ হয়। যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ সকল অনুষ্ঠান করিলে অশুদ্ধি ক্ষয় এবং বিবেকের প্রতিবন্ধক সকল নাশ হয়, তখন জ্ঞানে দীপ্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

দীপ সংজ্ঞায়াং ক্তিচ্। ৩ লাক্ষা। ৪ কাংস্য।

(পুং) ৫ বিশ্বদেবভেদ।

"উক্ষীনাভো নভোদশ্চ বিশ্বায়ু দীপ্তিরেবচ।"(ভারত অনু ৯১ অঃ)

দীপ্তিক (পুং) দীপ্ত্যা কায়তীতি কৈ-ক। দুগ্ধপাষাণবৃক্ষ, শিয়লোলা।

দীপ্তিকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) দীপ্তিকেশ্বরং নাম তীর্থং। তীর্থভেদ।

দীপ্তিমৎ (পুং) দীপ্তি বিদ্যতে যস্য, দীপ্তি-মতুপ্। ১ দীপ্তিযুক্ত। ২ সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। (হরিবংশ ১৬২ অঃ)

দীপ্তোদ (ক্লী) দীপ্তং উদকং যত্র উদকস্য উদাদেশঃ। ১ তীর্থ-ভেদ। এই তীর্থে বধূসর নামে একটী নদী আছে। ইহাতে স্নান করিয়া দানাদি করিলে পাপবিমুক্ত হওয়া যায়। এখানে ভৃগুনন্দন রাম অবগাহন করিয়া আপনার হৃততেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবযুগে ভৃগু এখানে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (ভারত বন ৯৯ অঃ)

দীপ্তোপল (পুং) দীপ্তঃ সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ জ্বলিতঃ উপলঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

দীপ্য (ত্রি) দীপ্তায় দীপনায় হিতং গবা॰ যৎ। দীপ্তিহিত। (পুং) দীপায় অগ্নিদীপনায় হিতং অপূপাদিত্বাৎ পক্ষে যৎ। যমানী, জোয়ান, ইহা অতিশয় অগ্নিকারক, এই জন্য ইহার নাম দীপ্য। ২ জীরক। দীপ তত্র সাধু ইতি যৎ। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ রুদ্রজটা।

দীপ্যক (ক্লী) দীপায় হিতং সাধুরিতি বা। দীপ-যৎ ততঃ স্বার্থে কন্। ১ অজমোদা, বনজোয়ান। ২ যমানী, জোয়ান। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ লাচমস্তকবৃক্ষ, রুদ্রজটা।

দীপ্যা (স্ত্রী) পিণ্ডখর্জ্জুরী, পিণ্ডিখেজুর।

দীপ্র (ত্রি) দীপ্যতে ইতি দীপ-র (নমিকম্পাতি। পা ৩।২।১৬৭) দীপ্তিশীল, দীপ্তিবিশিষ্ট।

"কচিৎ কচিচ্ছিতাজ্যোতির্দীপ্রদীপপ্রকাশিতং।"

(কথাসরিৎসাগর ২৫।১৩৫)

দীয়মান (ত্রি) দীয়তে ইতি দা কর্ম্মণি শানচ্। বর্ত্তমান দান সম্বন্ধি বস্তু, যাহা দেওয়া হইতেছে।

"বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দীর্ঘ (ত্রি) দৃণাতীতি দৃ-বিদারণে বাহ॰ ঘঞ্। আয়ত, লম্বা, পরিমাণভেদযুক্ত। কণাদ বলেন, 'দীর্ঘত্বক পরিমাণভেদঃ' পরিমাণ ভেদই দীর্ঘত্ব। সাংখ্যমতে মহত্ত্বের অবস্থান্তরভেদ।

[পরিমাণ দেখ।] ২ সতাশালবৃক্ষ। ৩ ইৎকট, শুকড়া। ৪ মাড়বৃক্ষ, কোঙ্কণদেশে মাড়বিন্। ৫ উষ্ট্র। ৬ নল খাগড়া। ৭ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমরাশি, অর্থাৎ সিংহ, কন্তা, তুলা ও বৃশ্চিকরাশি, দীর্ঘরাশি।

"বৃশ্চিককন্তামৃগপতিবণিজো দীর্ঘাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ব)

৮ দ্বিমাত্রবর্ণ অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ এই সকল গুরুবর্ণ, ইহাদিগকে দীর্ঘ কহে।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতোজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং ॥" (ব্যাকরণ)

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ অর্থাৎ গুরু হয়। ৯ সঙ্গীত গ্রন্থের মতানুসারে দ্বিমাত্রার নাম দীর্ঘ যেমন অ—অ, সহজে দুইটী অকার উচ্চারণে যে সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্র কাল কহে।

দীর্ঘকণা (স্ত্রী) দীর্ঘ কণা নিত্যকর্ম্মধা°। গৌরজীরক, সাজীরে।

দীর্ঘকণ্টক (পুং) দীর্ঘঃ কণ্টকো যস্ত। বর্ব্বুরবৃক্ষ, বাবলাগাছ।

দীর্ঘকণ্ঠ (পুং স্ত্রী) দীর্ঘঃ কণ্ঠোযস্ত। ১ বকপক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ দানব ভেদ। (ত্রি) ৩ আয়ত কণ্ঠমাত্র, যাহাদের কণ্ঠদেশ দীর্ঘ। ৪ আয়ত এইরূপ কণ্ঠ।

দীর্ঘকণ্ঠক (পুং) দীর্ঘকণ্ঠ-কপ্। বকপক্ষী।

দীর্ঘকন্দ (ক্লী) দীর্ঘঃ কন্দো যস্ত। মূলক।

দীর্ঘকন্দক (স্ত্রী) দীর্ঘকন্দ-কপ্। মূলক।

দীর্ঘকন্দিকা (স্ত্রী) দীর্ঘকন্দক টাপ্ টাপি অত ইত্বং। মুষলী, তালমূলী।

দীর্ঘকন্ধর (পুং) দীর্ঘঃ কন্ধরো যস্ত। ১ বকপক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ দীর্ঘকন্ধরযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ কন্ধর।

দীর্ঘকর্ণ (পুং) দীর্ঘো কর্ণ যস্ত। ১ যাহার বড় কাণ। ২ জাতিবিশেষ।

দীর্ঘকাণ্ড (পুং) দীর্ঘঃ কাণ্ডো যস্ত। গুণ্ড তৃণ।

দীর্ঘকাণ্ডা (স্ত্রী) ১ পাতালগরুড়ীলতা, ছেওড়া হিন্দীভাষা। ২ তিক্তাঙ্গা। (রাজনি°)

দীর্ঘকায় (পুং) দীর্ঘঃ কায়ঃ যস্ত। আয়তশরীরী, যাহার শরীর দীর্ঘ।

দীর্ঘকাল (ক্লী) দীর্ঘং কালং। অনেকদিন।

দীর্ঘকীল (পুং) দীর্ঘঃ কীলঃ শাখাদণ্ডো যত্র। অঙ্কোঠবৃক্ষ। ধলা আকড়া। ২ দীর্ঘ এইরূপ কীল।

দীর্ঘকীলক (পুং) দীর্ঘকীল স্বার্থে কন্। অঙ্কোঠ বৃক্ষ।

দীর্ঘকুল্যা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী।

দীর্ঘকূরক (স্ত্রী) দীর্ঘঃ কূরকং অন্নং। রাজান্ন, আন্দু দেশোদ্ভব শালিভেদ।

দীর্ঘকেশ (পুং স্ত্রী) দীর্ঘঃ কেশইব লোম অস্ত। ১ ভল্লুক। ২ দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪।২৬) এই দেশ কূর্ম্মবিভাগের পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত। (ত্রি) ৩ আয়তকেশযুক্ত, যাহার কেশ দীর্ঘ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। স্বাঙ্গত্বাৎ বা ঙীষ্।

"বিম্বোষ্ঠি চারুনেত্রা গজপতিগমনা দীর্ঘকেশী সুমধ্যা।"
(মহানাটক ১৯১)

দীর্ঘকো(ষ)শিকা (স্ত্রী) দীর্ঘ কো(ষো)শো যস্তাঃ কপ্, কাপি অত ইত্বং। ঝিনারিকা, ঝিণুক, পর্য্যায়—দুর্ণামা, শুক্তি।

দীর্ঘগতি (পুং) দীর্ঘঃ গতির্যস্ত। উষ্ট্র, ইহারা দূরে দূরে পাদ নিঃক্ষেপ করে, এই জন্ত ইহাদিগকে দীর্ঘগতি কহে।

দীর্ঘগমন (ত্রি) দীর্ঘং গচ্ছতি দীর্ঘ-গম-ণিনি। যাহারা দীর্ঘ বা দ্রুত গমন করে।

দীর্ঘগ্রন্থি (পুং) দীর্ঘোগ্রন্থিঃ পর্ব্ব যস্ত। গজপিপ্পলী, গজ-পিপুল। (রাজনি°)

দীর্ঘগ্রীব (পুং) দীর্ঘা গ্রীবা যস্ত। ১ উষ্ট্র। ২ নীলক্রৌঞ্চ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ৩ দেশভেদ, এই দেশ কূর্ম্মবিভা-গের দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৩)

দীর্ঘঘাটিক (পুং, স্ত্রী) দীর্ঘা ঘাটা অস্তাস্তি ঠন্। উষ্ট্র।

দীর্ঘচঞ্চু (পুং) দীর্ঘা চঞ্চুর্যস্ত। পক্ষিভেদ। (পারস্কর নিঘণ্ট্)

দীর্ঘচ্ছদ (পুং) দীর্ঘাশ্ছদা যস্ত। ১ ইক্ষু। (ত্রি) ২ দীর্ঘচ্ছদক, দীর্ঘপত্রযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ পত্র।

দীর্ঘচ্ছন্দস্ (ক্লী) ছন্দোবিশেষ, বড় ছন্দঃ।

দীর্ঘজঙ্গল (পুং) দীর্ঘং যথা তথা জঙ্গলো গতিশীলঃ। ভঙ্গান মৎস্ত।

দীর্ঘজঙ্ঘ (পুং) দীর্ঘা জঙ্ঘা যস্ত। ১ বক। ২ উষ্ট্র। (ত্রি) ৩ আয়তজানুযুক্ত। (স্ত্রী) ৪ দীর্ঘ এইরূপ জঙ্ঘা।

দীর্ঘজানুক (পুং) দীর্ঘঃ জানুর্যস্ত ততো কপ্। দীর্ঘজঙ্ঘ।

দীর্ঘজিহ্ব (পুং) দীর্ঘা জিহ্বা যস্ত। ১ সর্প। ২ দানববিশেষ।

"গরিষ্ঠশ্চ বনায়ুশ্চ দীর্ঘজিহ্বশ্চ দানবঃ।" (ভারত ১।৬৫।৩০)

দীর্ঘজিহ্বা (স্ত্রী) দীর্ঘজিহ্ব-টাপ্। ১ রাক্ষসীভেদ। (ভারত ৩।২৮।৪৪) ২ কুমারানুচরমাতৃগণভেদ।

দীর্ঘজিহ্বী (পুং) ১ কুকুর। "দীর্ঘজিহ্বী চ ছন্দসি" (পারস্করনি°)

এই শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও বৈদিক প্রয়োগানুসারে ঙীপ্ হইল।

দীর্ঘজীবিন্ (ত্রি) দীর্ঘং বহুকালং জীবতি জীব-ণিনি। বহু-কালজীবী, যাহারা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকেন, তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী কহে।

"যত্র বর্জ্জয়তে রাজা পাপকৃত্তো ধনাগমং।
তত্র কালেন জায়ন্তে মানবা দীর্ঘজীবিনঃ॥" (মনু ৯।২৪৬)

রাজা যখন ন্যায়পূর্ব্বক দণ্ড ধারণ করেন, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ সকল যখন প্রভু হন এবং রাজা মহাপাতকীর নিকট ধন গ্রহণ করেন না, এ সময় সকলেই দীর্ঘজীবী হয়। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধাচার আবশ্যক। বিশুদ্ধাচারী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন লাভ হয়। যথেচ্ছাচারই অকাল মৃত্যুর প্রতিকারণ, এই জন্য মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই বিশুদ্ধাচারীর প্রশংসা দেখা যায় এবং অকাল মৃত্যুর উদ্দেশ স্থলেও এইরূপ লিখিত আছে। বিহিতকর্ম্মের অননুষ্ঠান, নিন্দিতের সেবন, ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ, আলস্য এবং অন্নদোষই একমাত্র অকাল মৃত্যুর কারণ। যাহারা এই সকল অনুষ্ঠান করেন না, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে।

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি॥" (মনু)

দীর্ঘতন্তু (পুং) দীর্ঘাস্তন্তবঃ তন্তবো যস্য। প্রভূত-স্তুতিক দেবাদি, যে দেবাদির অনেক স্তব আছে। "দীর্ঘতন্তুর্বৃহদুক্ষা যমগ্নিঃ" (ঋক্ ১০৷৬৯৷৭) ২ দীর্ঘকালব্যাপিসন্তানক। (ভাষ্য) ৩ দীর্ঘ এইরূপ তন্তু।

দীর্ঘতপস্ (ত্রি) দীর্ঘং বহুকালব্যাপকং তপোযস্য। বহুকাল-ব্যাপক তপস্ক আয়ুবংশীয় নৃপভেদ, ইনি অনেক দিন ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম 'দীর্ঘতপস্' হইয়াছিল। (হরিবং ২৯ অং)

দীর্ঘতমস্ (পুং) ১ কাশীরাজের পুত্র ধন্বন্তরির পিতা। উতথ্যপুত্র। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—উতথ্য নামে এক ধীসম্পন্ন মুনি ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা মমতা নামে এক ভার্য্যা ছিল। মমতা যখন পূর্ণ গর্ভবতী, এমন সময় উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগণের পুরোহিত বৃহস্পতি মমতার উপগত হইলেন, ইহাতে মমতা বৃহস্পতিকে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে গর্ভধারণ করিয়াছি, অতএব তুমি বিরত হও, আমার এই সন্তান গর্ভস্থ হইয়াই ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তোমারও বীর্য্য অমোঘ, এক কুক্ষিতে দুই সন্তানের অবস্থান অসম্ভব, অতএব ইহাতে বিরত হও। বৃহস্পতি অতিতেজস্বী হইয়াও কামবশে আপনার চিত্তকে সংযত করিতে পারিলেন না। বৃহস্পতি মমতার অনভিমতে তাহাতে উপগত হইলেন। অনন্তর রেতঃপাত-করণোদ্যত বৃহস্পতিকে গর্ভস্থ বালক কহিল, তাত! ক্ষান্ত হউন, এই গর্ভমধ্যে উভয়ের স্থিতি হইতে পারে না। বৃহস্পতি তাহার বাক্য না শুনিয়া রেতঃপাত করিলেন। গর্ভস্থ সেই মুনি শুক্রত্যাগের সময় বুঝিতে পারিয়া শুক্রপ্রবেশের পথ চরণদ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন ঐ রেতঃ প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। ইহাতে ভগবান্ বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিলেন, 'তুমি এতাদৃশ মনোরম সময়ে আমাকে এরূপ বাক্য কহিলে, এ কারণে তুমি দীর্ঘতামসে প্রবিষ্ট হইবে অর্থাৎ অন্ধ হইবে।' বৃহস্পতির এই শাপে ঐ ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হইলেন। প্রদ্বেষী নাম্নী ব্রাহ্মণতনয়ার সহিত ইহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইহার গৌতম প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ঐ গৌতমাদি পুত্র সকলই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিল। দীর্ঘতমা সুরভিসন্তান কামধেনু হইতে গোধর্ম্ম শিক্ষাপূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রকাশ্য মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইলেন। প্রদ্বেষীও নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। একদিন দীর্ঘতমা পত্নীকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায় এবং পালন করেন বলিয়া তাহাকে পতি কহে। তোমার জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত আমি চিরকাল তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, এখন আর ভরণপোষণ করিতে পারিব না।

দীর্ঘতমা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি অদ্য হইতে এইরূপ লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। নারীগণ একমাত্র পতিতেই অনুরক্ত থাকিবে, স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, পত্নী আর অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে পতিতা হইবে। ব্রাহ্মণী তাহার এই বাক্য শুনিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া পুত্রদিগকে কহিল, 'তোমরা অন্ধ পিতাকে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আইস।' পুত্রগণ দীর্ঘতমাকে বন্ধন করিয়া ভেলার উপরে চড়াইয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া আসিল। দীর্ঘতমা গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে যাইয়া পড়িলেন। বলি নামে এক রাজা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই অবস্থাপন্ন ঋষিকে দেখিয়া ইহাকে নিজ আলয়ে লইয়া যাইলেন। পরে ইহাকে তেজস্বী জানিতে পারিয়া ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'হে মহাভাগ! আমার বংশরক্ষার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্মার্থকুশল, সন্তান উৎপাদন করুন।' তেজস্বী ঋষি রাজার ঐ কথায় সম্মত হইলে রাজা

সুদেষ্ণা নামে স্বীয় পত্নীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করিলেন। ঋষি শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবান্ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন দীর্ঘতমা ঋষি সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'তোমার অতি তেজস্বী পুত্র হইবে, তাহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের নামে এক এক দেশ হইবে। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ এবং সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হইবে।' (ভারত আদিপ° ১০৪ অঃ) নীতিমঞ্জরীতে লিখিত আছে—ত্রৈতন প্রভৃতি ভৃত্যগণ দীর্ঘতমাকে প্রথমে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করে, কিন্তু সেখানে ইনি অশ্বিনীকুমারের প্রসাদে রক্ষা পান। তাহারা আবার জলে নিঃক্ষেপ করে, এখানেও ইনি ঐরূপে রক্ষা পান। ত্রৈতন ইহার মস্তকে, বক্ষে ও বাহুযুগলে আঘাত করিয়াছিল। শেষে আপনি অনুতপ্ত হইয়া নিজ দেহে সেইরূপ আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

দীর্ঘতরু (পুং) দীর্ঘঃ তরুঃ। ১ তালবৃক্ষ। ২ দীর্ঘ বৃক্ষমাত্র।

দীর্ঘতা (স্ত্রী) দীর্ঘস্য ভাবঃ দীর্ঘ-তল্-টাপ্। আয়তি, দৈর্ঘ্য, দীর্ঘত্ব।

দীর্ঘতিমিষা (স্ত্রী) দীর্ঘতিম বা ফিষম্। কর্কটী, কাঁকুড়।

দীর্ঘতুণ্ডা (স্ত্রী) দীর্ঘং তুণ্ডং যস্যা। ১ ছুছুন্দরী। (ত্রি) ২ দীর্ঘতুণ্ডযুক্ত গজাদি। (ক্লী) ৩ দীর্ঘ এইরূপ তুণ্ড।

দীর্ঘতৃণ (পুং) দীর্ঘং তৃণমিব, অভিধানাৎ পুংত্বং। ১ পল্লিবাহ তৃণ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ দীর্ঘ এইরূপ তৃণ।

দীর্ঘদণ্ড (পুং) দীর্ঘো দণ্ড ইব কাণ্ডাবচ্ছেদেন। এরণ্ড বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) স্বার্থে কন্।

দীর্ঘদণ্ডী (স্ত্রী) দীর্ঘদণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গোরক্ষী। (রাজনি°)

দীর্ঘদর্শিতা (স্ত্রী) দীর্ঘদর্শিনোভাবঃ দীর্ঘদর্শিন্ তল্ অনুনাসিকলোপঃ ততোটাপ্। বহুদর্শিতা, অনেক দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

দীর্ঘদর্শিন্ (পুং) দীর্ঘং দীর্ঘাৎ বা পশ্যতি ণিনি। ভাবিকার্য্যজ্ঞ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা যে বিদিত আছে, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পণ্ডিত। ২ ভল্লুক। (ত্রি) ৩ দূরদর্শক।
"স হি ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতং।" (ভারত ১।৪৮।৪৩)

দীর্ঘদৃষ্টি (পুং) দীর্ঘা দৃষ্টির্দর্শনমস্য। ১ পণ্ডিত। দীর্ঘা দূরতো দৃষ্টি যেন্। ২ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রভেদ।

দীর্ঘদ্রু (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ দ্রুশ্চেতি। তালবৃক্ষ।

দীর্ঘদ্রুম (পুং) দীর্ঘোদ্রুমঃ। শাল্মলিবৃক্ষ, শিমূল।

দীর্ঘদ্বার, ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বিশালদেশান্তর্বর্ত্তী একটী জনপদ। ব্রহ্মখণ্ডের মতে, এই জনপদ গণ্ডকীতটে অবস্থিত এবং ইহাতে সপ্ত সহস্র গ্রাম ও ত্রিশটী নগর ছিল।

দীর্ঘনখ, বুদ্ধের সাময়িক জনৈক ব্রহ্মচারী। ইনি 'দীর্ঘনখ-পরিব্রাজক-পরিপৃচ্ছা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া বিখ্যাত।

দীর্ঘনাদ (পুং) দীর্ঘঃ দূরগামিত্বাৎ বিস্তীর্ণঃ নাদোযস্য, দুন্দুভ্যাদিত্বাৎ ন পত্বং। ১ শঙ্খ। (ত্রি) ২ বহুকালস্থায়ি শব্দযুক্ত ঘণ্টাদি। (পুং) ৩ আয়ত শব্দ।

দীর্ঘনাল (পুং) দীর্ঘং নালং যস্য। ১ যাবনাল। ২ ভূতৃণ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষ।

দীর্ঘনাস (ত্রি) দীর্ঘা নাসা যস্য। দীর্ঘনাসিকাযুক্ত।
"বকবাজী দীর্ঘনাসো দদ্যাৎ গাং ধবলপ্রভাং।" (শাতাতপ)
(স্ত্রী) দীর্ঘনাসিকা।

দীর্ঘনিদ্রা (স্ত্রী) দীর্ঘা নিদ্রা। মৃত্যু।
"সোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥" (মার্কণ্ডপু° ৭।১৩)
২ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা।

দীর্ঘপক্ষ (পুং) দীর্ঘৌ পক্ষৌ যস্য। ১ কলিঙ্গাখ্য। ২ দীর্ঘপক্ষযুক্ত পক্ষিমাত্র।

দীর্ঘপটোলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘা পটোলিকা। লতাফলবিশেষ, ধুঁদুল। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, কটু, বিষ্টম্ভী ও গুরু; বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রুচি ও ভেদকারক, মধুর এবং শীতল। (রাজবল্লভ)

দীর্ঘপত্র (পুং) দীর্ঘং পত্রং যস্য। ১ রাজপলাণ্ডু। ২ বিষ্ণুকন্দ। ৩ হরিদর্ভ। ৪ কুপীলুবৃক্ষ, কুঁচলে গাছ। ৫ ইক্ষুভেদ।
"কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ।
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোষকৃৎ॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ)। [ইক্ষু দেখ।]

দীর্ঘপত্রক (পুং) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্। ১ রক্ত লশুন, লালরশুন। ২ এরণ্ড। ৩ হিজ্জল বৃক্ষ, হিজলগাছ। ৪ বেতস বৃক্ষ। ৫ করীরবৃক্ষ, মথুরা অঞ্চলে কচড়া। ৬ জলজ মধুক বৃক্ষ, জলমৌলগাছ। ৭ লশুন।

দীর্ঘপত্রা (স্ত্রী) দীর্ঘং পত্রং যস্যাঃ। ১ চিত্রপর্ণিক, ফুলে চাকুলিয়া। ২ হ্রস্বজম্বুবৃক্ষ, ছোট জাম। ৩ পৃশ্নিপর্ণীলতা, চাকুলে। ৪ পদ্মপত্রা। ৫ কেতকী। ৬ ডোম্বীক্ষুপ। ৭ শালপর্ণী, শালপাইন্।

দীর্ঘপত্রিকা (স্ত্রী) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ শ্বেতবচা, সাদা বচ। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ শালপর্ণী। ৪ শ্বেত পুনর্ণবা।

দীর্ঘপত্রা (স্ত্রী) দীর্ঘপত্র গৌরাদি° ঙীষ্। ১ পলাশীলতা। ২ মহাচঞ্চুশাক।

দীর্ঘপর্ণী (স্ত্রী) দীর্ঘং পর্ণং যস্যা গৌরাদি° ঙীষ্। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে।

দীর্ঘপল্লব (পুং) দীর্ঘঃ পল্লবো যস্য। ১ শণবৃক্ষ। (ত্রি) ২ আয়ত পত্রযুক্ত। (পুং ক্লী) ৩ আয়তপল্লব।

দীর্ঘপাদ্ (পুং) দীর্ঘঃ পাদো যস্য সমাসান্তঃ অন্ত্যলোপঃ। কঙ্কপক্ষী, কাঁক। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ অন্ত্যলোপাভাবঃ। সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু অর্থাৎ সমাসান্তবিধি কোন স্থলে হইবে, কোন স্থলে হইবে না, এইজন্ত অন্ত্যলোপ না করিয়া 'দীর্ঘপাদ' এইরূপ শব্দ হইবে। পাদ শব্দ স্থানে পদ আদেশ করিয়া দীর্ঘপদ এইরূপ হইবে। (ত্রি) দীর্ঘপদযুক্ত।

দীর্ঘপাদপ (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ পাদপশ্চেতি। ১ তাল। ২ পুগ।

দীর্ঘপৃষ্ঠ (পুং) দীর্ঘং পৃষ্ঠং যস্য। সর্প।

দীর্ঘপ্রজ্ঞ (পুং) দ্বাপরযুগে অসুরাবতার বৃষপর্ব্বা নামক নৃপভেদ।

"বৃষপর্ব্বেতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্তু মহাসুরঃ।
দীর্ঘপ্রজ্ঞ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোঽভবন্নৃপ॥"
(ভারত আ° ৬৭ অঃ)

ইনি অতিশয় দূরদর্শী ছিলেন বলিয়া দীর্ঘপ্রজ্ঞ এই নামে বিখ্যাত হন। (ত্রি) দীর্ঘা প্রজ্ঞা যস্য। ২ দূরদর্শী।

দীর্ঘফল (পুং) দীর্ঘং ফলং যস্য। আরগ্বধবৃক্ষ, সোন্দাল, সোঁদালুগাছ।

দীর্ঘফলক (পুং) দীর্ঘফল সংজ্ঞায়াং কন্। অগস্ত্যবৃক্ষ, বককুলগাছ।

দীর্ঘফলা (স্ত্রী) দীর্ঘা ফলানি যস্যাঃ। ১ মালবদেশপ্রসিদ্ধ জতুকা নামে লতা। ২ কপিলদ্রাক্ষা, আঙ্গুর।

দীর্ঘফলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘফল কপ্ টাপ্ কাপি অত ইত্বং। ১ কপিলদ্রাক্ষা। ২ জতুকা।

দীর্ঘবালা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ বালঃ কেশো যস্যাঃ। চমরী। স্বাঙ্গত্বাৎ ঙীষ্। দীর্ঘবালী।

দীর্ঘবাহু (পুং) দীর্ঘৌ বাহূ যস্য। ১ শিবানুচরভেদ। "দীর্ঘরোমাদীর্ঘভুজো দীর্ঘবাহুনিরঞ্জনঃ।" (হরিবংশ ২৭৭ অঃ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।১৩) (ত্রি) ৩ আয়তবাহুযুক্ত, যাহার বাহুযুগল দীর্ঘ অর্থাৎ আজানুলম্বিত, তাহাকে দীর্ঘবাহু কহে।

দীর্ঘবাহুগর্ব্বিত (ত্রি) দৈত্যভেদ।

দীর্ঘভুজ (পুং) দীর্ঘৌ ভুজৌ যস্য। ১ শিবানুচরভেদ। ২ দীর্ঘ-বাহুযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ বাহু।

দীর্ঘমারুত (পুং) দীর্ঘঃ অধিকসময়ব্যাপী মারুতঃ নিঃশ্বাস-বায়ুর্যস্য। হস্তী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীর্ঘমুখ (পুং) ১ বকভেদ। (ত্রি) ২ দীর্ঘ মুখযুক্ত।

দীর্ঘমূল (পুং) দীর্ঘং মূলং যস্য। ১ মোরটলতা, ক্ষীরমোরটা। ২ বিষাস্তর বৃক্ষ। (ক্লী) ৩ লামজ্জক তৃণ, বেণাগাছের সদৃশ পীতাভ তৃণ।

দীর্ঘমূলক (ক্লী) দীর্ঘমূল-সংজ্ঞায়াং কন্। মূলক। (রাজনি°)

দীর্ঘমূলা (স্ত্রী) দীর্ঘং মূলং যস্যাঃ টাপ্। ১ শ্যামালতা। ২ শালপর্ণী, শালপাইনগাছ।

দীর্ঘমূলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘমূল-কপ্ টাপ্ কাপি অত ইত্বং। দুরালভা।

দীর্ঘমূলী (স্ত্রী) দীর্ঘং মূলং যস্যাঃ ঙীপ্। দুরালভা।

দীর্ঘযজ্ঞ (ত্রি) দীর্ঘঃ বহুকালব্যাপকো যজ্ঞো যস্য। ১ বহুকাল-ব্যাপক যজ্ঞকারী। যিনি অনেক দিন ধরিয়া যজ্ঞ করেন। (পুং) ২ দ্বাপরযুগের একজন অযোধ্যাধিপতি।

"অযোধ্যায়ান্তু ধর্ম্মজ্ঞং দীর্ঘযজ্ঞং মহাবলং।
অজয়ৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো নাতি তীব্রেণ কর্ম্মণা॥"
(ভারত সভা° ২৯ অঃ)

দীর্ঘযাথ (ত্রি) যা-কর্ম্মণি থ, দীর্ঘকালেন যাথঃ গন্তব্যঃ। দীর্ঘকাল দ্বারা গন্তব্য। "বৃথা সৃজৎপথিভির্দীর্ঘযাথৈঃ।" (ঋক্ ২।১৫।৩) 'দীর্ঘযাথৈ দীর্ঘকালেন গন্তব্যৈঃ।' (সায়ণ)

দীর্ঘরঙ্গা (স্ত্রী) হরিদ্রা।

দীর্ঘরত (পুং) কুক্কুর।

দীর্ঘরদ (পুং) দীর্ঘৌ রদৌ দন্তৌ যস্য। ১ শূকর। (ত্রি) ২ আয়ত দন্ত, যাহার দন্ত দীর্ঘ। (পুং) ৩ দীর্ঘ এইরূপ দন্ত।

দীর্ঘরব, উৎকলের একজন রাজা। ইনি উৎকলবিজয়ী মহারাজ জনমেজয়ের পুত্র। [জনমেজয় দেখ।]

দীর্ঘরসন (পুং) দীর্ঘা রসনা জিহ্বা যস্য। সর্প।

দীর্ঘরাগা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ অধিককালস্থায়ী রাগঃ যস্যাঃ। হরিদ্রা। (রাজনি°)

দীর্ঘরাত্র (ক্লী) দীর্ঘাঃ প্রচুরা রাত্রয়ঃ সন্ত্যত্র, অর্শ আদিত্বাদচ্। চিরকাল। মুগ্ধবোধ মতে, দীর্ঘাশ্চাসৌ রাত্রিশ্চেতি 'সর্ব্বৈক-দেশসংখ্যাতপুণ্যাবর্ষা দীর্ঘাত্রাত্রেঃ' ইতিসূত্রেণ য, পুংস্বমভি-ধানাৎ। দীর্ঘা রাত্রি, দীর্ঘনিশা।

দীর্ঘরাব (ত্রি) দীর্ঘঃ রাবঃ যস্য। উচ্চশব্দকারী।

দীর্ঘরোগিন্ (ত্রি) চিররোগী, যাহারা প্রায় সকল সময় রোগ ভোগ করে।

দীর্ঘরোমন্ (পুং) দীর্ঘাণি রোমাণি যস্য। ১ ভল্লুক। ২ শিবা-নুচরভেদ। (হরিবংশ ১৭৫২)

দীর্ঘরোহিষক (ক্লী) দীর্ঘং রোহিষং ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। কতৃণভেদ, সুগন্ধি তৃণ বিশেষ, বড়রোহিষ, পর্য্যায়—দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়চ্ছদ, বজ্রেষ্ট, দীর্ঘনাল, তিক্তসার, ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, ভূতগ্রহ ও বিষনাশক এবং ব্রণক্ষত উপশমকারক। (রাজনি°)

দীর্ঘলতাক্রম (পুং) অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতাশাল।

দীর্ঘলোচন (ত্রি) দীর্ঘং লোচনং যস্য। ১ আয়তনেত্রক, যাহার চক্ষু আয়ত। ২ শিবানুচরভেদ। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ক্লী) আয়তং লোচনং। ৪ আয়ত এইরূপ লোচন।

দীর্ঘলোহিতযষ্টিকা (স্ত্রী) রক্ত ইক্ষু।

দীর্ঘবংশ (পুং) দীর্ঘো বংশ ইব। ১ নল তৃণ। ২ সন্ততকুল। ৩ প্রাচীনবংশসম্ভূত।

দীর্ঘবক্ত্র (পুং স্ত্রী) দীর্ঘং বক্ত্রং মুখং যস্য। হস্তী। (ত্রি) লম্ববদন। স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বেঽপি টাপ্। (ক্লী) দীর্ঘং বক্ত্রং। আয়ত এইরূপ বদন।

দীর্ঘবচ্ছিকা (স্ত্রী) দীর্ঘবৎ শীকতে সিঞ্চতি শীক-ক পৃষোদরা° হ্রস্বঃ। কুম্ভীর।

দীর্ঘবর্ষাভূ (পুং স্ত্রী) দীর্ঘা বর্ষাভূঃ। শ্বেতপুনর্ণবা।

দীর্ঘবল্লী (স্ত্রী) দীর্ঘা বল্লী। ১ মহেন্দ্রবারুণী, বড় মাকাল। ২ পাতালগরুড়ীলতা, ছেউড়ী। ৩ পলাশীলতা। ৪ আয়তা এইরূপ লতা।

দীর্ঘবৃক্ষ (পুং) দীর্ঘঃ বৃক্ষঃ। ১ শালবৃক্ষ। ২ তালবৃক্ষ।

দীর্ঘবৃন্ত (পুং) দীর্ঘং বৃন্তং যস্য। শ্যোনাক বৃক্ষ, সোণাগাছ। ২ শ্যোনাক প্রভেদ, লম্বাসোনা। ৩ লতাক্রম, লতাশাল।

দীর্ঘবৃন্তক (পুং) দীর্ঘবৃন্ত স্বার্থে-কন্। [দীর্ঘবৃন্ত দেখ।]

দীর্ঘবৃন্তা (স্ত্রী) দীর্ঘং বৃন্তং যস্যাঃ। ইন্দ্রচির্ভিটীলতা।

দীর্ঘবৃন্তিকা (স্ত্রী) দীর্ঘং বৃন্তং যস্যাঃ কপ্ টাপি অতইত্বং। এলাপর্ণী, কাটা আমরুলীগাছ।

দীর্ঘশর (পুং) দীর্ঘঃ শরঃ। যাবনাল ধান্য, জোনার ধান।

দীর্ঘশস্য (পুং) গাব কল।

দীর্ঘশাখ (পুং) দীর্ঘা শাখা যস্য। ১ শণবৃক্ষ, শণের গাছ। ২ শালবৃক্ষ।

দীর্ঘশাখিকা (স্ত্রী) দীর্ঘা শাখা যস্যাঃ কাপি অতইত্বং। নীলাম্লীক্ষুপ, হিন্দীতে নন্নবনগুড়।

দীর্ঘশিম্বিক (পুং) দীর্ঘা শিম্বির্যস্য কপ্। কব। রাজিকাভেদ।

দীর্ঘশূক (পুং) দীর্ঘঃশূকঃ অগ্রং যস্য। শালিভেদ, শালিধান্য।

দীর্ঘশূকক (ক্লী) দীর্ঘং শূকং যস্য কপ্। রাজান্ন, অন্ধ্রদেশের আমন ধানকে রাজান্ন কহে।

দীর্ঘশ্মশ্রু (ত্রি) বৃহৎ শ্মশ্রুযুক্ত, বড় দেড়ে।

দীর্ঘশ্রবস্ (পুং) দীর্ঘং শ্রবো যস্য। দীর্ঘতমার পুত্র ঋষিভেদ। "ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে" (ঋক্ ১।১১২।১১) 'উশিক্ সংজ্ঞা দীর্ঘতমসঃ পত্নী তস্যাঃ পুত্রো দীর্ঘশ্রবানাম কশ্চিদৃষিরনাবৃষ্টৌ জীবনার্থমকরোৎ বাণিজ্যং।' (সায়ণ) এই ঋষি কোন সময়ে অনাবৃষ্টি হইলে জীবিকার জন্য বাণিজ্য করিয়াছিলেন। (ত্রি) ২ দীর্ঘকর্ণযুক্ত। (ক্লী) ৩ দীর্ঘ এইরূপ কর্ণ।

দীর্ঘশ্রুৎ (ত্রি) ১ বহুদূর হইতে যাহা শুনা যায়। ২ দূর দেশ পর্য্যন্ত যাহার নাম বিখ্যাত।

দীর্ঘসক্থ (ত্রি) দীর্ঘে সক্থিনী যস্য বহুব্রীহৌ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষো স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩) দীর্ঘোরু।

দীর্ঘসক্থি (ক্লী) দীর্ঘে সক্থিনী যস্য, স্বাঙ্গাদিত্যুক্তে ন ষচ্। শকট। বহুব্রীহি সমাসে স্বাঙ্গ বুঝাইলে সক্থি ও অক্ষিশব্দের উত্তর ষচ্ হয়, কিন্তু এই স্থলে শরীরাঙ্গ বুঝায় নাই, এইজন্য ষচ্ হইল না, যে স্থলে স্বাঙ্গ বুঝাইবে, সেইস্থলে দীর্ঘসক্থি না হইয়া 'দীর্ঘসক্থ' এইরূপ হইবে।

দীর্ঘসত্র (ক্লী) দীর্ঘং বহুকালসাধ্যং সত্রং। ১ যজ্ঞবিশেষ, দীর্ঘকালিকযজ্ঞ, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকে। (ত্রি) ২ দীর্ঘসত্রযজ্ঞকর্ত্তা। ৩ তীর্থবিশেষ, এই দীর্ঘসত্র তীর্থে ব্রহ্মাদিদেবতা ও পরমর্ষি সিদ্ধ প্রভৃতি যথানিয়মে অবস্থান করিয়াছিলেন, এই তীর্থে গমন মাত্রই অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। (ভারত ৩।১০৩।১০৪)
(ক্লী) ৪ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। "দীর্ঘসত্রং হ বা এত উপযন্তি যেঽগ্নিহোত্রং জুহ্বত্যেতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং জরয়া বা।" (শতপথব্রা° ১২।৪।১।২)

দীর্ঘসত্রিন্ (পুং) দীর্ঘসত্রকারী।

দীর্ঘসুরত (পুং) দীর্ঘং বহুকালব্যাপকং সুরতং যস্য। ১ কুক্কুর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ক্লী) ২ আয়তসুরত।

দীর্ঘসূক্ষ্ম (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ সূক্ষ্মশ্চেতি। প্রাণায়ামভেদ।
[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম দেখ।]

দীর্ঘসূত্র (ত্রি) দীর্ঘেণ বহুকালেন সূত্রং কার্য্যারম্ভঃ যস্য। চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যসম্পাদনকারী।

"অদীর্ঘসূত্রশ্চ ভবেৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পার্থিবঃ।
দীর্ঘসূত্রস্য নৃপতেঃ কর্ম্মহানি র্ধ্রুবং ভবেৎ॥
রাগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রঃ প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপুরাণ)

সকল কার্য্যেই অদীর্ঘসূত্র হইবে, নৃপতিগণ দীর্ঘসূত্র হইলে কার্য্যহানি হইবে। কিন্তু রাগ, দ্বেষ, কাম, দ্রোহ, পাপকার্য্য এবং অপ্রিয় কর্ম্মে দীর্ঘসূত্র অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ এই সকল দুষ্কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রী হইলে সেই সেই কার্য্য

হইতে পারে, এইজন্য এই সকল কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতার বিধান আছে। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা আজি, না হয় কালি করিব মনে করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্র কহে। যাহারা উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যত্নপূর্ব্বক দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করিবেন, দীর্ঘসূত্র হইলে কখনও উন্নতিলাভ হইবে না। (ক্লী) ২ দীর্ঘ এইরূপ সূত্র। (ত্রি) ৩ দীর্ঘতন্তুক।

দীর্ঘসূত্রতা (স্ত্রী) দীর্ঘসূত্রস্য ভাবঃ দীর্ঘসূত্র-তল্-টাপ্। চিরক্রিয়তা।

দীর্ঘসূত্রিন্ (ত্রি) সূত্রং বহুকালং ব্যাপ্য কর্ম্মারম্ভোহস্ত্যস্য দীর্ঘসূত্র-ইনি। দীর্ঘসূত্র।

"বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥" (গীতা ১৮।২৮)

একদিনে যে কার্য্য করা যায়, সেই সেই কর্ম্ম একমাসে যিনি করেন, তাহার নাম দীর্ঘসূত্রী। "যদহ্না কার্য্যং তন্মাসেনাপি যো ন সম্পাদয়তি স দীর্ঘসূত্রী" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দীর্ঘস্কন্ধ (পুং) দীর্ঘঃ স্কন্ধোযস্য। তালবৃক্ষ।

দীর্ঘস্বর (পুং) দীর্ঘঃ স্বরঃ। [দীর্ঘ দেখ।]

দীর্ঘা (স্ত্রী) দীর্ঘ-টাপ্। পৃশ্নিপর্ণী, পর্য্যায়—পৃথক্‌পর্ণী, লাঙ্গুলী, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, ধামনি, কলশী, গুহা, গুহা, ক্রোষ্টুক-মেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবিন্না, শ্রীপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অস্থিলুহা, ঘৃষ্টিলা, চিত্রপর্ণিকা। (বৈদ্যকরত্নমালা)

দীর্ঘাধ্বগ (পুং) দীর্ঘং আয়তং অধ্বানং গচ্ছতি গম-ড। ১ লেখহার, পত্রবাহক। ২ উষ্ট্র।

দীর্ঘায়ু (ত্রি) দীর্ঘং আয়ুর্যস্য। চিরজীবী। "জীবাতুশ্চ দীর্ঘায়ুত্বং মে" (শুক্লযজুঃ ১৮।৩) 'দীর্ঘায়ুষোভাবঃ দীর্ঘায়ুত্বং বহুকালমায়ুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ আয়ুরুদন্তো বা।' (ভাষ্য)

দীর্ঘায়ুষ (ক্লী) [দীর্ঘায়ু দেখ।]

দীর্ঘায়ুধ (পুং) দীর্ঘঃ আয়ুধঃ। ১ কুন্তাস্ত্র। দীর্ঘো আয়ুধো ইব দন্তৌ যস্য। ২ শূকর।

দীর্ঘায়ুষ্ট্ব (পুং) দীর্ঘায়ুষো ভবঃ দীর্ঘায়ুস্ ত্ব। বহুকাল আয়ু, দীর্ঘকালজীবন, লৌকিক প্রয়োগে 'দীর্ঘায়ুষ্ট্ব' হইবে, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে অন্ত্যস্বর লোপ করিলে দীর্ঘায়ুত্ব হইবে।

দীর্ঘায়ুষ্য (পুং) দীর্ঘং আয়ুষং জীবনং যস্য। ১ শ্বেত মন্দার। (ত্রি) ২ দীর্ঘায়ুযুক্ত, যাহাদের আয়ু অতিশয় দীর্ঘ।

দীর্ঘায়ুস্ (পুং) দীর্ঘং আয়ুর্যস্য। দীর্ঘায়ুযুক্ত, চিরজীবী, যাহারা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে।

"গূঢ়সন্ধিশিরাস্নায়ুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরোত্তরসুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে॥
গর্ভাৎপ্রভৃত্যরোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে।
শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ুঃ সমাসতঃ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৫ অঃ)

যাহার শরীরে শিরা, স্নায়ু, বা সন্ধি গূঢ়ভাবে নিহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল স্থির এবং শরীর উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু। যিনি জন্মাবধি অরোগী এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি হয়, তাহাকে দীর্ঘায়ু জানিতে হইবে। চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে যাইলে প্রথমে রোগী অল্পায়ু কি দীর্ঘায়ু তাহা নিরূপণ করিবেন। দীর্ঘায়ু নিরূপণ স্থলে সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনের অগ্রভাগ, দশন, বদন, স্কন্ধ এবং ললাট দেশ বিস্তৃত হইলে, অঙ্গুলির পর্ব্ব, উচ্ছ্বাস (যে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায়), বাহু এবং চক্ষু দীর্ঘ হইলে, ভ্রূ ও স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ হইলে, জঙ্ঘা, মেঢ্র এবং গ্রীবা হ্রস্ব হইলে, স্বর, নাভি ও বুদ্ধি গভীর হইলে, স্তনদ্বয় শরীরে অনুচ্চ এবং দৃঢ় ভাবে থাকিলে, কর্ণ দীর্ঘরোমবিশিষ্ট হইলে, মস্তিষ্ক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, স্নান ও অনুলেপন করিলে, মস্তক হইতে শরীরের নিম্নভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে এবং সকলের শেষে হৃদয়দেশ শুষ্ক হইলে আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৪ অঃ)

দীর্ঘারণ্য (ক্লী) দীর্ঘং অরণ্যং। নিবিড় বন।

দীর্ঘালর্ক (পুং) দীর্ঘোঽলর্ক ইব। শ্বেতমন্দারকবৃক্ষ।

দীর্ঘাস্য (ত্রি) দীর্ঘং আস্যং যস্য। ১ আয়তমুখ। ২ হস্তী। ৩ শিবানুচরভেদ। দীর্ঘং আস্যং যত্র দেশে। ৪ পশ্চিমোত্তর-দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪ অঃ)

দীর্ঘাহন্ (পুং) দীর্ঘাণি অহানি যত্র। যে সময়ের দিন সকল দীর্ঘ, নিদাঘ সময়, গ্রীষ্মকাল। দীর্ঘং অহঃ। এই স্থলে সমাস করিয়া 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' এই সূত্রানুসারে টচ্ সমাস করিলে 'দীর্ঘাহ' এইরূপ হইবে, 'দীর্ঘদিবস' এইরূপ অর্থ বুঝাইবে, বহুব্রীহি সমাসে টচ্ সমাসান্ত হয় না, এইজন্যই 'দীর্ঘাহন্' শব্দ হইয়াছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ ও কর্ম্মধারয় সমাসে টচ্ সমাসান্ত হইয়া থাকে।

দীর্ঘিকা (স্ত্রী) দীর্ঘৈব দীর্ঘা সংজ্ঞায়াং কন্ টাপি অত ইত্বং। জলাশয়ভেদ, দীঘি, পর্য্যায়—বাপী। বিলম্ভ বহু পরিমিত জলাশয় হইলে তাহাকে দীর্ঘিকা কহে। "শতৈক ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী, ত্রিভিঃ শতৈর্দীর্ঘিকা, চতুর্ভি দ্রোণঃ পঞ্চভিস্তড়াগঃ" (জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব) ২ জলাশয়মাত্র। 'অপীন্দুরদীর্ঘিকা' (অমর)

দীর্ঘৈর্বারু (পুং) দীর্ঘা ঐর্বারুঃ। জলজীলতা।

দীর্ঘোচ্চারণ (ক্লী) দীর্ঘং উচ্চারণং। উচ্চারণ কালে প্রয়োজনাধিক্যাদি বুঝাইবার জন্য শব্দ বিশেষের গুরু উচ্চারণ।

দীর্ণ (ত্রি) দৄ-বিদারে ক্ত। বিদারিত।

"আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ং।
যন্ন দীর্ণং প্রিয়ে পুত্রে বনবাসায় নির্গতে॥" (রামা° ২।৩৯।২৯)

২ ভীত। ভাবে ক্ত। ৩ বিদারণ।

দীসা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের পালনপুর রাজ্যস্থ একটী সহর ও ইংরাজ সেনানিবাস। অক্ষা° ২৪°১৪´৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°১২´৩০″ পূঃ। এই সহর মাউ নগরের ৩০১ মাইল উত্তরপশ্চিমে, নীমচের ২৫১ মাইল পশ্চিমে এবং বোম্বাই নগরের ৩৯০ মাইল উত্তরে বানস্ নদীতটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই সহরের নাম ফরিদাবাদ ছিল। সহরের উত্তরপূর্ব্বদিকে ৩ মাইল দূরে বানস্ নদীতীরে ইংরাজ সৈন্যনিবাস। পূর্ব্বে এই সহর সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত ছিল এবং বরদার গাইকবাড় ও রাধনপুরের সৈন্যের আক্রমণে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এখন ঐ প্রাচীর নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে।

দুআ (দেশজ) ১ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলে তাহাকে দুআ কহিয়া থাকে। ২ দোহন করা।

দুআর (দেশজ) দরজা।

দুই (দেশজ) দ্বিসংখ্যা।

দুইটা (দেশজ) দ্বিসংখ্যা।

দুইবার (দেশজী) দ্বি।

দুইমনা (দেশজ) যাহার মন দুই দিকে থাকে, দ্বিমনা।

দুঃকূল (পুং) চোয়নামক গন্ধদ্রব্য।

দুঃখ (ক্লী) দুষ্‌ দুষ্টং খনতীতি খন-ড বা দুঃখয়তীতি দুঃখ-অচ্।
১ সংসার। ২ রোগ।

"ভেকাস্তঃ পীড্যন্তে দুঃখৈ র্শোণিতক্ষয়সম্ভবৈ।" (ভাবপ্র°)
'দুঃখৈঃ রোগৈঃ' (টীকা)

৩ কষ্ট। অসুখ, পর্য্যায়—ব্যথা, অমানস্য, প্রসূতিজ, কষ্ট, কৃচ্ছ্র, আভীল, অভি, অর্ত্তি, আর্ত্তি, পীড়ন, অবাধা, বাধন, আমনস্ত, আমানস্য, বিবাধন, পীড়িত, বিহেঠন। (শব্দর°) এই এই বস্তু দুঃখদ—পারতন্ত্র্য, যাহারা পরের অধীন হইয়া জীবন যাপন করে, আধি (মানসিক ক্লেশ), ব্যাধি, মানচ্যুতি, শত্রু, দুর্ভার্য্যা, যাহার স্ত্রী দুষ্টা, তাহার দুঃখে জীবন অতিবাহিত হয়, নৈঃস্ব, ধনরাহিত্য, কুগ্রামবাস, কুস্বামিসেবন, বহুকন্যা, বৃদ্ধত্ব, পরগৃহবাস, বর্ষাপ্রবাস, ভার্য্যাবধ, দুষ্টতা ও দুর্ব্বলকরণক কৃষি, কবিকল্পলতায় এই সকল বস্তুকে দুঃখপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যাদি মত সিদ্ধ প্রতিকূলবেদনীয় রজোকার্য্য চিত্তধর্ম্মভেদ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে, দুঃখ আত্মার (জীবাত্মার) ধর্ম্ম, সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে দুঃখ বুদ্ধি ধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্ত ধর্ম্ম।

"বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌগুণাএতে আত্মনস্যুশ্চতুর্দ্দশ।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখন্তাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম, এই দুঃখ অধর্ম্ম জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দুঃখের প্রতি অধর্ম্ম কারণ দুঃখ কার্য্য, কার্য্য ও কারণের সহিত নিত্য সম্বন্ধহেতু অধর্ম্ম আচরণ করিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ যাবতীয় প্রাণীর অনভিপ্রেত, লোকের যত প্রকার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি, এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মানব কতপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু কোন্ পথ আশ্রয় করিলে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিপদে অনন্তদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এইজন্য লিখিত হইয়াছে 'অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ' অধর্ম্ম আচরণ করিলেই দুঃখ হইবে। ক্লেশাদিভেদে দুঃখ নানাবিধ। সুখ সকলেরই অভিপ্রেত, এই কারণে সকলেই প্রতিনিয়ত সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই বস্তু হইতে আমার সুখ দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এই জ্ঞান হইলে সুখ দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা জন্মে।

যাহা দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে তাহার ফল কহে, যেমন রন্ধনের ফল অন্ন, শাস্ত্রানুশীলনের ফল জ্ঞানোদয়। ফল পদার্থও মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। চরমফলকে মুখ্যফল কহে। মুখ্যফল সুখ ও দুঃখের ভোগ, এতদতিরিক্ত সকল ফলই গৌণ, যেহেতু সকল কর্ম্মেরই চরমে সুখ বা দুঃখের ভোগ স্বরূপ ফল-পর্য্যবসান হয়। দেখ রন্ধনদ্বারা পরিশেষে ভোজন জন্য তৃপ্তিরূপ সুখ ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ হয়। আর চৌর্য্যাদি দোষে দূষিত হইয়া কারাবাসরূপ অশেষ যন্ত্রণা স্বরূপ দুঃখের ভোগ হয়। এইরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যে সকল কর্ম্মেরই চরমফল সুখভোগ কিংবা দুঃখ ভোগ। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইলে মুক্তি হয়। এই মুক্তিই একমাত্র সকলের অভিপ্রেত। এই মুক্তির জন্য সকলেই চেষ্টিত, কিন্তু পথ হারাইয়া লোকে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া অশেষবিধ ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শনের মতে—দুঃখনিবৃত্তির জন্যই শাস্ত্রজিজ্ঞাসা হইয়াছে, লোক সকল যখন প্রতিনিয়ত দুঃখে পীড়িত হইয়া ক্রমাগত জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখে অভিভূত হইতে লাগিল, তখন পরম কারুণিক কপিলদেব ভূতগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দুঃখোদ্ধারের উপায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান হইলে দুঃখের ক্ষয় হয়। যদি এ জগতে দুঃখ বলিয়া কোন জিনিস না থাকিত, নিত্য পদার্থের স্থায় যদি তাহার নিবৃত্তি না হইত ও এই দুঃখ পরিহার যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রজিজ্ঞাসার আবশ্যকতা ছিল না। যখন দেখা যায়, দুঃখোৎপত্তি হয়, তাহার আবার ধ্বংসও হয়, এইজন্য—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেৎ নৈকান্তাত্যন্ততো ভাবাৎ॥" (তত্ত্বকৌ°)

দুঃখত্রয়ের বিনাশই এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যদিও তাহার ক্ষণিক অবসানের হেতু প্রত্যক্ষগোচর হয়, কিন্তু একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, এইজন্য জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন নহে। দুঃখত্রয়ের বিনাশই এস্থলে জিজ্ঞাস্য। এই মতে দুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ হয়, তাহাকেই শারীরিক দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন দুঃখ মানসিক। আধিভৌতিক দুঃখ চারিপ্রকার—ভূত সকল হইতে উৎপন্ন, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন, যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক প্রভৃতি স্থাবরাদিজনিত দুঃখ। আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন যথা—শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপতনজনিত ক্লেশ।

এই ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশই একমাত্র শাস্ত্রজিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, যাহাতে এই দুঃখত্রয় নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই হেতু। এই সকল দুঃখের ক্ষণিক নাশ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কহেন, এই সকল দুঃখবিনাশের নিমিত্ত শত শত উপায় আছে। শারীরিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য চিকিৎসক কর্তৃক নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারিত আছে। মানসিক দুঃখ প্রতীকারের জন্য মনোজ্ঞ স্ত্রী, পান, ভোজন প্রভৃতি উপায় বিদ্যমান আছে। নীতি, শাস্ত্রাভ্যাস-কুশলতা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। আধিদৈবিক দুঃখ প্রতীকারের জন্য মণিমন্ত্রৌষধাদি প্রভৃতি সহজ উপায় আছে।

এই সকল দুঃখ প্রতীকারের উপায় সত্য, কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় বটে, একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ক্ষুধা হইলে ভোজন করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, আবার পরক্ষণে ক্ষুধা হয়, সেইরূপ এই সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি হইলেও একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না; আবার পরক্ষণে দুঃখনিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। যদি মনে কর দৃষ্টোপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় না, কিন্তু আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্য বিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞানবিজ্ঞানাৎ॥" (তত্ত্বকৌ°)

দৃষ্টের ন্যায় আনুশ্রবিকও অসম্পূর্ণকারণ, তাহাও অবিশুদ্ধি ও ক্ষয়াতিশয়যুক্ত তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞেয় জ্ঞানই শ্রেয়ঃ। ত্রিবিধ দুঃখ আদৌ থাকিবে না, কোনকালেও পুনরুৎপন্ন হইবে না, এইরূপ ভাব বিনিবৃত্ত হইলে বা বিনষ্ট হইলে তাহাকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলা যায়।

সামান্যাকারে দুঃখ নিবৃত্তি হওয়া সামান্য পুরুষার্থ, কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি আত্যন্তিক পুরুষার্থ। ইহার অপর নাম পরম পুরুষার্থ। তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ দুঃখনিবৃত্তিই দুঃখনিবৃত্তিকামনার চরমসীমা। দৃষ্ট উপায় দ্বারা অর্থাৎ লৌকিক উপকরণ দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, লৌকিক উপকরণে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও তাহার অনুবর্ত্তন থাকে। ধনাদির দ্বারা উপস্থিত দুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার তৎসদৃশ অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, লৌকিক উপায়ে ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি হইলেও তাহা অপুরুষার্থ নহে। কেননা পুরুষ তাহাও চায়, তাহাও প্রার্থনা করে। আজ ক্ষুধার প্রতীকার করিলেও কাল আবার ক্ষুধা হইবে, ইহা ভাবিয়া কে কোথায় উদাসীন থাকে? খাইতে চায় না? অতএব দৈনন্দিন ক্ষুধাস্থলে যেমন সেই সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য, সেইরূপ লৌকিক উপায় ও তৎসাধ্য সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি উভয়ই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য।

সকল স্থানে ও সকল সময়ে দুঃখনিবারক লৌকিক উপায় থাকে না, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই; থাকিলেও তদ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখনিবারক লৌকিক উপায় গুলিকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন। স্ত্রী, অন্নপান ও ভোজনাদি

দৃষ্ট উপায় পরিত্যাগ ও শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন। লৌকিক উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে তাহা নাই। এই জন্য মুক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির উৎকর্ষতা জানিয়া অভিজ্ঞ পুরুষ ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি ও তৎসাধক লৌকিক উপকরণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং মুমুক্ষু হইয়া শাস্ত্রপথ অবলম্বন করেন। ধনাদি দৃষ্ট উপায় এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ উভয়ই তুল্য। ধন-ভোগ যেমন নশ্বর, পুণ্যভোগও তদ্রূপ নশ্বর, সুতরাং শাস্ত্রীয় উপায়ের মধ্যে ক্রিয়াত্মক উপায়গুলি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কারণ নহে। শাস্ত্র মোক্ষ উপদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন ও অনেক বিচার্য্য আছে।

কেহ কেহ বলেন, এই দুঃখ ভোগ করে কে? আত্মা না অন্য কেহ। কিন্তু আত্মা কোনরূপ ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন, তিনি ত্রিগুণাতীত, প্রকৃতির মায়ায় মোহিত হইয়া প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, একবার সুখানুভব হইলেই সময়ান্তরে তাহা মনে হই-বেই হইবে। সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা করে, ভোগ কামনা করে, সুখসাধন দ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তির নাম রাগ। এইরূপ সুখেচ্ছার ন্যায় দুঃখের প্রতি অনুশয় বা অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" (পাতং ২।৮)। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্রই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত চেষ্টাও হয়। সেই প্রতিঘাত চেষ্টা বা অনিচ্ছা বিশেষকে দ্বেষ শব্দে অভিহিত করা যায়। যে বস্তুতে একবার দুঃখ হইয়াছে, সে বস্তুর প্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে। এইরূপ দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা না হয়, তাহার চেষ্টা হয় অর্থাৎ অবশ্যই তাহার প্রতিঘাত চেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা, ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এ সমস্তই দ্বেষের রূপান্তর মাত্র। যাহাতে আমার দুঃখ না হয়, প্রতি-নিয়ত এই চেষ্টা আছে এবং দুঃখের প্রতি দ্বেষও আছে, তথাচ দুঃখ পরিহার করিতে কেহ সমর্থ হয় না। জীব সকল বার বার মরণদুঃখভোগ করিয়া জীবের চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, এই সকল বাসনার নাম স্মরস, এই স্মরস্তের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমু-দয় জীবেরই চিত্তে সেইপ্রকার ভাব অর্থাৎ অলক্ষ্যরূপে মরণ দুঃখের ছায়া বা স্মৃতি নামক সূক্ষ্মাকারা বৃত্তি আরূঢ় আছে. সেই আরূঢ় বৃত্তির নাম অভিনিবেশ। একবার দুঃখানুভব হইলে সেই সেই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহা আর না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। সেই ইচ্ছাবিশেষকেও অভিনিবেশ বলা যাইতে পারে।

দুঃখের চূড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই দুঃখের পরাকাষ্ঠা বা চরম সীমা। সেইজন্যই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক এবং তাহাদের চিত্তে 'আমি যেন না মরি,' এইরূপ একটা সূক্ষ্ম বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তি-সমূহের মূলে নিগূঢ় ভাবে নিহিত বা লুক্কায়িত আছে।

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর—ইন্দ্রিয়ের উপর 'অহং' এই-রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। সেই জন্যই প্রাণিগণ সম্পর্ক পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদি নাশের ইচ্ছাও করে না, সর্ব্বদাই মনে করে এবং প্রার্থনা করে, আমার যেন মরণদুঃখ এবং ধনাদি নাশ না হয়। বিশেষতঃ মরণদুঃখে অনুবৃত্তি অর্থাৎ 'আমি যেন না মরি' এইরূপ প্রার্থনাটী জীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ইতর প্রাণী, সকলেরই উক্তরূপ মরণত্রাস আছে এবং সকল প্রাণীই এইরূপ প্রার্থনা করে। জীবের এইরূপ সংস্কার থাকাতে অশেষবিধ দুঃখ-ভোগী হয়, কোনরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বদাই যেন, কিসে না মরি, কিসে ভাল থাকিব, ইত্যাকার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্যান্য ঋষিগণ জীবের এই মরণত্রাস দেখিয়া পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের অনুমান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনর্ব্বার তাহাতে ইচ্ছার উদ্রেক হয় এবং দুঃখ অনুভূত হইলে তৎপ্রতি বিদ্বেষ জন্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ, তখন নিঃসংশয়িতরূপে অনুমান হইতেছে যে মরণে অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই কঠোরতর দুঃখ অবশ্যই কোন না কোন সময়ে ভোগ করি-য়াছে। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত এবং জীব যদি তাহা না ভোগ করিত, তাহা হইলে জীবের মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ হইত না। মরণের প্রতি বিদ্বেষ কেবল মনুষ্যের নহে, কৃমি কীটাদিরও আছে, সদ্যোজাত শিশুরও আছে। মনুষ্য যখন একবার বই দুইবার মরে না, তখন মরিতে এত ভয় কেন? ইহাতে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতেছে, মরণে একটা অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আছে, জীব তাহা ভোগ করিয়াছে, বর্ত্ত-মান দেহে তাহারই অনুবৃত্তি হইতেছে, সেই অনুবর্ত্তন বাসনা সংস্কারের স্রোতে আসিয়া পড়িতেছে, নিগূঢ়তম বাসনার

স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না; অর্থাৎ আমি অনন্তবার মরিয়াছি এবং অনন্তবার মরণ দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। ঐ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। কিন্তু ইহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত গূঢ়তম সংস্কারের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহার কারণ অজ্ঞাত থাকাতেই জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, যে আমি একবার মরিয়াছিলাম এবং তজ্জনিত অনির্বাচ্য কঠোরতম দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম। এইজন্যই জীবের মরিতে এত অনিচ্ছা। যদি মরণই সকলপ্রকার দুঃখের প্রধান হয়, তাহা হইলে কিরূপে এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় এবং ইহার কারণই বা কি? সংসারচিত্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, জীব সকল জন্মপরিগ্রহ করিয়া কত দুঃখ ভোগ করিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অতিশয় গতিতে একবার মরিতেছে, আবার জন্মাইতেছে, দুঃখ ভিন্ন কথাটী নাই, সাংসারিক যে সুখ, তাহাও দুঃখ মাখা, এইজন্য সেই দুঃখমিশ্রিত সুখকে দুঃখ বলিয়াই জানিতে হইবে এবং সাংখ্যদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন, 'তত্ দুঃখপক্ষে নিঃক্ষেপণীয়ঃ'। অর্থাৎ তাহাও দুঃখ মধ্যে গণনীয়। সমগ্রদর্শন শাস্ত্রে কিসে দুঃখনিবৃত্তি হয়, ইহার তত্ত্বান্বেষণ করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই দুঃখের প্রতিকারণ। কেহবলিয়াছেন, অবিদ্যা বা মায়া বশতঃই দুঃখভোগ হইয়া থাকে। যাহা হউক এই সকলে সামান্য মতভেদ থাকিলেও মূল সকলের এক, কাহারও মতে প্রকৃতিও পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয়। কেহ বলেন, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের মায়ারূপ উপাধি তিরোহিত হইলে দুঃখ দূর হয়। এইরূপ দুঃখ নষ্ট হওয়াকে মুক্তি বা মোক্ষ কহে [মুক্তি ও মোক্ষ দেখ।] দুঃখের কারণ কি, এই বিষয় একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে, আমরা যে সকল কার্য্য করি তাহার একটী সংস্কার আত্মাতে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, পরে সেই সেই সংস্কারানুরূপ সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখের মূল কর্ম্মাশয় বলিতে হইবে, ইহাতে ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ" (পাতঃ দঃ ২।১২) ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুইপ্রকার, এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর দ্বারা কৃত ও জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত। চিরকাল বলিয়া ভাল মন্দ কর্ম্ম কর, আর তাহার ফলভোগ কর, জীব সকল ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য আবার তাহাদের নূতন ক্লেশের বা কর্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ম্মের অনুভব দ্বারা যে চিত্তক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয়, বা নূতন রাগ দ্বেষাদিরূপ কর্ম্মবীজ উৎপন্ন করে, ইহাকেই যোগীরা কর্ম্মাশয়, বাজ্ঞিকেরা অদৃষ্ট, অপূর্ব্ব, পাপ, পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম কহিয়া থাকেন। কেহবা তাহাকে সংস্কারও কহে, এই সংস্কার যত দিন থাকিবে, ততদিন দুঃখ অনিবার্য্য। এই সংস্কার থাকিলেই তাহার ফল স্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। উক্ত কর্ম্মাশয় ক্রিয়া যোগাদির দ্বারা জীর্ণ, শীর্ণ বা দগ্ধকল্প না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া অবশ্যই বিবিধ ভাল মন্দ কার্য্য করিতে হইবে এবং সেই সেই স্বকৃত কর্ম্মের ভালমন্দ ফলও ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বারবার মরণ ও বার বার সুর, নর ও তির্য্যক্ যোনিতে পতন, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবন ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবেই হইবে। যে সকল স্থলে সুখ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত সুখ, অর্থাৎ দুঃখ নামক সুখ। কারণ যোগিগণ বিষয় মাত্রকেই দুঃখ বলিয়া বলিয়াছেন।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ" (পাতঃ ২।১৫)।

পরিণামে দুঃখ অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণকালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্বাদিগুণ পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু অভিজ্ঞ, অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মোহে মুগ্ধ ও ভ্রমান্ধ হইয়া ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে দুঃখ হয় এইরূপ নির্ণয় করে। যে জানে না, সেই গিয়া সুস্বাদু বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ করে; কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে জানে না সেই গিয়া দুঃখমাখা সুখ ভোগ করুক, যে জানে সে তাহা ভোগ করিতে চাহিবে না। চক্ষু যেমন সূক্ষ্মতম ও কোমলতম লূতাতন্তুর (মাকড়সার সূতার) স্পর্শ দুঃসহ বোধ করে, সেইরূপ যোগীরা কিংবা বিবেকীরা দুঃখানুবিদ্ধ ভোগকে দুঃসহ বিবেচনা করেন। প্রত্যেক দৃশ্যে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ একত্র গ্রথিত আছে।

অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহারা তাহাতে মুগ্ধ হয়, ব্যাসক্ত হয় ও ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর তাহার নিকট যায়, কদাচ নহে। মত্তপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেমন

সন্তপারীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ-দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির সংযোগাদি দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া ভ্রম হয়।

অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ কহেন। যাহা পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখে জড়িত, যাহা কেবল মনের বিকার মাত্র, যাহা কেবল সত্ত্বগুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাত সুখ নহে, সুখ নামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই অনুভূত হয়। মনে কর, এক দিন তুমি কোন দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইলে, তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে তুমি সুখ বলিয়া ভাবিলে; মনোবিকার যতক্ষণ থাকিল, ততক্ষণই সুখ ভাবিলে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ, সেই কার্য্য করায় তোমার যে আয়ুক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য আর এক প্রকার পৃথক্ দুঃখও হইল, আরও দেখ তোমার সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না, শীঘ্র শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না, নষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়াও আবার তোমার দুঃখ হইল। তুমি যে সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্পকালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিলে, তৎপ্রভাবে পর দিন আবার তুমি তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হইলে। সুখের জন্য লালায়িত হইলে যে কত ক্লেশ, কত দুঃখ, কত আয়াস ও কত পাপ করিতে হয়, তাহাও মনে করিয়া দেখ। সেই সুখ নামক মনোবিকার বা ভোগটী দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত তুমি ইচ্ছুক হও কিনা? অবশ্যই হও। কোন গতিকে যদি তোমার সেই ইচ্ছার পূরণ না হয়, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছানুরূপ উপকরণ না পাও, অথবা ভোগের সঙ্কোচ, কি তাহার অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে তোমার যে কত দুঃখ, তাহা শতমুখ না হইলে এক মুখে বলা যায় না।

মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা ঘটিল না, বৃদ্ধিই হইল। কিন্তু যেমন ভোগ বাড়িল, অমনি তৎসঙ্গে রোগও জন্মিল। "ভোগে রোগভয়ং" ভোগের সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময় তাহা বলা বাহুল্য, একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণাম দুঃখ প্রত্যক্ষ হইবে। এমন কি বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত দুঃখে বা শত শত পরিতাপে আক্রান্ত বা জড়িত হইতেছ। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে, কিসে ইহার ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহু প্রকার চিন্তানল বা তাপজনক চিন্তা উপস্থিত হইয়া তোমাকে পরিতপ্ত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপময় মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ সঞ্চার করিতেছে। অতএব সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখভোগ করিতে হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে, সুখভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়, সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্ব্বার সেই ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্যই তুমি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্য সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা কর, যতক্ষণ তাহা না পাও, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক। অতএব সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে ভোগ আর কিছুই না, কেবল এক প্রকার মানসবিকার মাত্র। সুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম রূপ ক্ষণভঙ্গুর ভোগ মাত্রেই দুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পর বিরোধী গুণপরিণাম বর্ত্তমান থাকায় যোগীর নিকট ও বিবেকীর নিকট সে সকলই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কখন তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। তাহা হইলে কি সুখ নাই, মনোবিকার নষ্ট হইলেই সুখ, ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্যভোগে নাই বলিয়াই যোগীরা দৃশ্য সমুদায়কে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন। ইহাই সকলের উদ্দেশ্য, ইহার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতমার্গ অবলম্বন করিতে না পারিয়া রাশি রাশি দুঃখ নিরাকরণ জন্য চেষ্টা বৃথা, কেননা, দুঃখের যখন উৎপত্তি হয়, তখন দুঃখের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষণে দুঃখ আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। দুঃখ যখন আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন দুঃখনাশের জন্য চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। অতীত দুঃখ তো বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্যও সাধনের আবশ্যক নাই, এই জন্য শাস্ত্রে অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখ প্রতীকার না করিয়া অনাগত দুঃখের প্রতীকার করিবার ব্যবস্থা আছে।

"হেয়ং দুঃখমনাগতং।" (পাত০ ২।১৬) অনাগত

অর্থাৎ ভবিষ্য দুঃখই হেয়, যাহাতে আর ভবিষ্যতে দুঃখ না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই যে, প্রারব্ধ ভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে দুঃখ বিনা ভোগে নিবৃত্ত হয় না। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না। সুতরাং যোগীর প্রতি উপদেশ এই যে যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখের নিবারণ চেষ্টা করিবেন। যোগ দ্বারা দুঃখের বীজ দগ্ধ করিয়া দিলেই তাহা সুসিদ্ধ হইবে। দুঃখবীজ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে দুঃখাঙ্কুর হইবে? দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ, এই দুএর সংযোগ থাকাই দুঃখের কারণ।

অভিপ্রায় এই যে সুখ দুঃখ ও মোহ এ সমস্তই বুদ্ধি দ্রব্যের বিকার। বুদ্ধিদ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধদ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র তাহা চিৎশক্তিদ্বারা প্রজ্বলিত হয়। তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে শাস্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতিসংক্রম বা চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। লোক-ব্যবহারে তাহা, 'দর্শন' বা 'দেখা', জ্ঞান বা বুঝা; সুতরাং পরিণাম স্বভাব বুদ্ধি সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটা দৃশ্য এবং তৎসান্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা। সেই দৃশ্য আর দ্রষ্টা—এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারীজীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহের মূল অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখদুঃখাদি বিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে।

যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের মায়োপাধি দূর না হইবে, ততদিন কিছুতেই দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না; তাহা বলিয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাজ্য নহে, ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন দুঃখনিবৃত্তি হয়, এইরূপ ধরিলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপও দুঃখনিবৃত্তির কারণ, 'অপাম সোমং অমৃতা অভূম' ইত্যাদি শ্রুতিতে আমরা সোমরস পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিব, এইরূপ উক্ত আছে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই স্থলে সুখ অনুভব করিয়া আর অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রতি যত্ন থাকে না, ইহাদের যখন পুণ্য ক্ষীণ হয়, তখন আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই সকল কারণে ক্রিয়াকলাপ নিন্দিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির উপায়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানাদি হইবে না।

মনুষ্যের আশাই দুঃখের কারণ, আশা যতদিন থাকিবে, ততদিন অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, যখন আর কোন প্রকাণ্ড আশা থাকিবে না, তখনই যথার্থতঃ দুঃখ নিবৃত্তি হইবে।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
তথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥" (সাংখ্যভাষ্য)

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই সুখ, পিঙ্গলা বেশ্যা কান্তাশা ছেদ করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। যখন আমাদের সকল আশা তিরোহিত হইবে, আর কোন বিষয়ের প্রয়োজন থাকিবে না, তখনই দুঃখনিবৃত্তি হইবে। আশার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিতেছি, যেদিন সকল আশা দূর হইবে, সেইদিন আর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না, সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। বরাহপুরাণে এইগুলি দুঃখতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—অহঙ্কারী জীব মোহে আবৃত হইয়া আমাকে (ঈশ্বর) প্রাপ্ত হয় না, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? যাহারা সর্ব্বাশী, সর্ব্ববিক্রেতা, নমস্কারবিবর্জ্জিত এবং যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় না, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? গৃহে মধ্যাহ্ন সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে অতিথিসেবা না করিয়া যাহারা ভোজন করে, তাহা অপেক্ষা তাহাদের আর দুঃখতর কি? কেহ বা আমমাংস ভক্ষণ করে, আবার কেহ ঘৃতদুগ্ধাদি সেবন করে এবং কেহ শুষ্ক মাংস ভক্ষণ করে, কেহ দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করে, কেহ বা তৃণশয্যায় দিন কাটায়, কেহ বিদ্বান্, কেহ কৃতী, কেহ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়, আবার কেহ মূক হয়, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? *

(বরাহপুরাণ)

* "দুঃখমেব প্রবক্ষ্যামি তন্মে শৃণু বসুন্ধরে।
উচিতে যোপচারেণ দুঃখং যোক্ষবিনাশনং॥
অহঙ্কারকৃতো নিত্যং নরো মোহেন চাবৃতঃ।
যে মাং নৈব প্রপদ্যন্তে ততো দুঃখতরম্ কিং॥
সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রেতা নমস্কারবিবর্জ্জিতঃ।
যে চ মাং ন প্রপদ্যন্তে ততো দুঃখতরম্ কিং॥
প্রাপ্তকালে বৈশ্বদেবে দৃষ্টমতিথিমাগতং।
অদত্বা তত্র যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র দুঃখতরম্ কিং॥
অশ্নন্তি পিশিতং কেচিৎ ঘৃতশাল্যন্নসমন্বিতং।
শুষ্কান্নং কেচিদশ্নন্তি ততো দুঃখতরম্ কিং॥
বরবস্ত্রাবৃতাং শয্যাং সমাসেবন্তি ভূষিতাঃ।
কেচিৎ তৃণেষু সেবন্তে ততো দুঃখতরম্ কিং॥" (বরাহপু°)

দুঃখগ্রাম (পুং) দুঃখানাং গ্রামো যত্র। সংসার, সংসারই সকলপ্রকার দুঃখের কারণ, বা সংসারই দুঃখময়। সংসার নিবৃত্তি না হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয় না। এই জন্ত সংসারকে দুঃখগ্রাম বলা যায়। দুঃখানাং গ্রামঃ ৬তৎ। দুঃখ সমূহ।

দুঃখজাত (ত্রি) জাতং দুঃখমস্ত পরনিপাতঃ। সংজাত দুঃখ। (ক্লী) দুঃখানাং জাতং ৬তৎ। দুঃখ সমূহ।

দুঃখতা (স্ত্রী) দুঃখস্ত ভাবঃ দুঃখ তল্, ততো টাপ্। দুঃখের ভাব, দুঃখত্ব।

দুঃখত্রয় (ক্লী) দুঃখানাং ত্রয়ং। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা" (তত্ত্বকৌ° ১কা°) [দুঃখ দেখ।]

দুঃখদ (ত্রি) দুঃখং দদাতি দা-ক। ক্লেশকর, দুঃখজনক।

দুঃখদগ্ধ (ত্রি) দুঃখেন দগ্ধঃ। পরিতপ্ত, ক্লিষ্ট।

দুঃখদায়ক (ত্রি) দুঃখ-দা-ণিচ্-ণ্বুল্। দুঃখকর, দুঃখজনক, যাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়।

দুঃখদির (পুং) দুষ্টঃ খদিরঃ। মহাসার খদিরভেদ। (শব্দার্থচি°)

দুঃখদোহ্যা (স্ত্রী) দুঃখেন দুহ্যতে ইতি দুহ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।৪।১২৪) কষ্টে যে গাভীর দুগ্ধদোহন করা যায়। যে গাভীকে সহজে দোহন করা যায় না, করটা। (হেম)

দুঃখনিবহ (ত্রি) দুঃসহ।

দুঃখভাগিন্ (ত্রি) দুঃখ-ভজ-ণিনি। যিনি দুঃখ ভজনা করেন, দুঃখভোগী, যাহার ভাগ্যে দুঃখ হইয়াছে।

দুঃখভোগ (পুং) দুঃখস্ত ভোগঃ। দুঃখানুভব, দুঃখসহন।

দুঃখময় (ত্রি) দুঃখ স্বরূপে-ময়ট্। ১ দুঃখ স্বরূপ। ২ দুঃখপূর্ণ।

দুঃখলভ্য (ত্রি) দুঃখেন লভ্যঃ। দুঃখসাধ্য, যাহা দুঃখ দ্বারা লাভ হয়; যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।

দুঃখলব্ধিকা (স্ত্রী) ১ দুঃখে যাহা পাওয়া যায়। ২ রাজীভেদ।

দুঃখলোক (পুং) সংসার, যে লোকে দুঃখভোগ করিতে হয়।

দুঃখভাষিত (ত্রি) কষ্টে উচ্চারিত।

দুঃখশীল (ত্রি) দুঃখং শীলয়তি শীল-অণ্। দুঃখানুভবশীলনকর্ত্তা, যাহাদের দুঃখভোগ করা স্বভাব, অর্থাৎ যে সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভব করেন।

দুঃখসাগর (পুং) দুঃখানাং সাগরঃ। দুঃখের সমুদ্র, অতিশয় দুঃখ।

দুঃখসংস্পর্শ (ত্রি) দুঃখস্পর্শ।

দুঃখসংস্কার (পুং) ১ কষ্টে যাপন। ২ কষ্টভোগ।

দুঃখস্পর্শ (ত্রি) দুঃখভোগ।

দুঃখহরা (স্ত্রী) দুঃখং হরতি হৃ-অচ্ টাপ্। দুঃখনাশিনী দুর্গা।

দুঃখাকর (পুং) দুঃখস্ত আকরঃ। ১ দুঃখের খনি, সংসার। (ত্রি) ২ দুঃখদায়ক।

দুঃখাচার (ত্রি) ১ দুঃস্বভাব। ২ দুঃশাসন।

দুঃখান্ত (পুং) দুঃখস্ত অন্তঃ। দুঃখের অবসান।

দুঃখান্বিত (ত্রি) দুঃখেন অন্বিতঃ। দুঃখযুক্ত।

দুঃখার্ত্ত (ত্রি) দুঃখেন আর্ত্তঃ পীড়িতঃ। দুঃখপীড়িত, যিনি দুঃখে কাতর হইয়াছেন।

দুঃখিত (ত্রি) দুঃখ সঞ্জাতমস্ত, দুঃখ তারকাদিত্বাদিতচ্। সঞ্জাত দুঃখ, যাহার দুঃখ হইয়াছে।

"দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ।" (মনু)

দুঃখিন্ (ত্রি) দুঃখমস্তাস্তীতি ইনি। দুঃখান্বিত।

"দুঃখিনো হ্যদুঃখিনো বাপি প্রাণিনো লক্ষচক্ষুষঃ।
আত্মবৎ পরিপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিং॥" (অগ্নিপু°)

দুঃপ্রাপ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রাপ্যতে আপ-ণ্যৎ। দুঃখলভ্য, যাহা দুঃখে পাওয়া যায়।

দুঃশকুন (ক্লী) দুষ্টং শকুনং। অশুভসূচক নিমিত্ত ভেদ। কোন স্থলে যাত্রাকালে অশুভসূচক নিমিত্ত দর্শন করিলে যে কার্য্যে যাত্রা করা যায়, তাহা সফল হয় না।

বন্ধ্যা, চর্ম্ম, তুষ, অস্থি, সর্প, লবণ, অঙ্গার, ইন্ধন, ক্লীব, বিট্, তৈল, উন্মত্ত, বসা, ঔষধ, শত্রু, জটিল, প্রাবৃট্তৃণ, ব্যাধিত, নগ্ন, তৈলাভ্যক্ত, বিকলাঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত, রক্ত, স্ত্রীপুষ্প, শরট, স্বগৃহদাহ, মার্জ্জারযুদ্ধ, ক্ষুত (হাচি), কাষায় বস্ত্রধারী, গুড়, তক্র, পঙ্ক, বিধবা, কুব্জ, কুটুম্ব, বস্ত্রাদির স্খলন, কৃষ্ণধান্ত, কার্পাস, বমন, দক্ষিণদিকে গর্দ্দভস্বন, গর্ভিনী, মুণ্ডিতমস্তক, আর্দ্র বস্ত্রপরিধায়ী, দুর্বচ, অন্ধ, বধির ও উদক্যা এই সকল দুঃশকুন অর্থাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয়। কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা, কৃষ্ণবর্ণ বিলেপনে বিভূষিতা ও কৃষ্ণবর্ণ মাল মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এইরূপ কৃষ্ণবর্ণা নারী দৃষ্ট হইলে অশুভ হইয়া থাকে। (শব্দার্থচিন্তামণিধৃত যাত্রা°)

"অন্য জন্মান্তরকৃতং কর্ম্ম পুংসাং শুভাশুভং।
যস্তস্য শকুনঃ পাকং নিবেদয়তি গচ্ছতাং॥" (বৃহৎসং ৮৬ অঃ)

গমনকালে পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা পুরুষগণের জন্মান্তর কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম প্রকাশ পায়, ইহার নামই শাকুন, যে শকুন অশুভ সূচিত হয়, তাহাকেই দুঃশকুন কহে। (বৃহৎসংহিতা ৮৬-৯০ অঃ) [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ।]

দুঃশলা (স্ত্রী) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা, গান্ধারীর গর্ভে এই কন্যা জন্মে। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত ইহার বিবাহ হয়। যখন কুরুক্ষেত্রসমরে জয়দ্রথ নিহত হন, তখন

ইহার একটী শিশু পুত্র ছিল। দুঃশলা তাহাকেই সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ বালকের নাম সুরথ, ক্রমে ঐ বালক রাজকার্য্যে বিচক্ষণ হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া সিন্ধুরাজ্যে প্রবেশ করেন, যে অর্জ্জুনের হস্তে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই অর্জ্জুন যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে সুরথ মূর্চ্ছিত হন এবং ভূতলে পড়িয়া যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অর্জ্জুন এই বিবরণ শুনিয়া সুরথের বালকপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (ভারত) (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। (ভারত ১।১১৭।২)

দুঃশাস (ত্রি) দুঃখেন শিষ্যতে ইসৌ শাস কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা শিষ্যমান।

দুঃশাসন (ত্রি) দুঃখেন শিষ্যতে ইসৌ শাস কর্ম্মণি যুচ্। ১ যাহাকে কষ্টে শাসন করা যায়। ২ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে এক পুত্র। ইনি গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় ও মন্ত্রী ছিলেন, দুর্য্যোধন ইহার পরামর্শানুসারে সকল কার্য্য করিতেন, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ইনিই একজন মূল। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে রজস্বলাবস্থায় সভাস্থলে আনিয়া বস্ত্রাপহরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কিছুতেই বস্ত্রহরণ করিতে পারেন নাই, যতই বস্ত্র টানিতে লাগিলেন, ততই বস্ত্র বাড়িতে লাগিল, তাহাতে দুঃশাসন ক্রমে ক্লান্ত হইয়া অধোবদনে সভাস্থলে উপবেশন করেন। ইনি অতিশয় ক্রূরস্বভাব ছিলেন। পাণ্ডবগণ বনগমনকালে একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুরী পরিত্যাগ করেন। ইহাতে ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন না দুঃশাসনের রক্ত পান করিব এবং ইহার রক্তদ্বারা দ্রৌপদীর কেশকলাপ রঞ্জিত করিতে না পারিব, ততদিন দ্রৌপদী বেণী বদ্ধ করিবে না। কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমসেন ইহার বক্ষের রক্তপান করিয়া বধ করেন। (ভারত)

দুঃশীল (ত্রি) দুষ্টং শীলং যস্য। দুষ্টশীল, দুষ্টস্বভাব।
"পূর্ব্বমপ্যতি দুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কর্ত্তুমর্হতি।" (ভারত ২।২০অঃ)

দুঃশীলতা (স্ত্রী) দুঃশীলস্য ভাবঃ দুঃশীল-তল্-টাপ্। অবিনয়, দুশ্চরিত্রতা।

দুঃশোধ (ত্রি) দুঃখেন শুধ্যতে দুর-শুধ কর্ম্মণি খল্। কষ্ট দ্বারা শোধনীয়, যাহা অতি কষ্টে শোধ দেওয়া যায়।

দুঃ(ষ্ষ)ষন্ধি (পুং) দুষ্টঃ সন্ধিঃ সুষামাদিত্বাৎ ষত্বে বা বিসর্গত্বঃ। দুষ্ট সন্ধি।

দুঃশ্রব (ত্রি) দুর-শ্রু-খল্। অশ্রাব্য, যাহা শুনিলে দুঃখ উপস্থিত হয়।

দুঃষম (ত্রি) নিন্দনীয়।

দুঃ(ষ্)ষমস্ (অব্য) দুষ্টং সমমত্র 'তিষ্ঠদ্গু' ইত্যব্যয়ীভাবঃ ষত্বে রো র্বা ষঃ। গর্হ, নিন্দা।

দুঃ(স্স)সহ (ত্রি) দুঃখেন সহ্যতে ইসৌ দুর-সহ খল্। ১ দুঃখ দ্বারা সহনীয়, যাহা অতি কষ্টে সহ্য করা যায়। অসহ্য, অতি ক্লেশদায়ক। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।২)

দুঃসহা (স্ত্রী) নাগদমনী।

দুঃস্ব(ষ্ব)প্ন (ত্রি) দুর স্বপ-ক্ত বা ষত্বং। ১ দুষ্ট স্বপ্নযুক্ত। ভাবে ক্ত। (স্ত্রী) ২ দুষ্টস্বপ্ন।

দুঃস্মৃতি (ত্রি) দুষ্টা স্মৃতিঃ রো র্বা ষঃ। দুষ্টা স্মৃতি।

দুঃষেধ (ত্রি) দুর সিধ খল্ সুষামাদিত্বাৎ ষত্বে রো র্বা ষঃ। সেধ করিতে অসাধ্য, যাহা কষ্টে নিবারণ করা যায়।

দুঃসক্থ (ত্রি) দুষ্টং সক্থি যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। দুষ্ট সক্থিযুক্ত।

দুঃসাধ (ত্রি) দুঃখেন সাধ্যতে ইসৌ খল্, তত্রার্থে ঘঞ্ বা। দুঃসাধ্য, কষ্ট সাধ্য, যাহা অতি কষ্টে সাধিত হয়।
"ছন্দোনুবৃত্তিদুঃসাধ্যা।" (মাঘ)

দুঃসাধ্য (ত্রি) দুর সাধ খলর্থে যৎ। কষ্টসাধ্য, যাহা অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়।
"কিং নাম মম দুঃসাধ্যং শত্রুণা নিগ্রহে রণে।"
(হরিবংশ ২৬৭ অ°)

দুঃসাধিন্ (ত্রি) দুষ্টং সাধয়তি সাধি-ণিনি। ১ দুষ্টসাধক। ২ দৌবারিক, দ্বারপাল।

দুঃসাহস (পুং) দুঃসাহসী। অনুচিত সাহস।

দুঃসাহসিক (ত্রি) অগম সাহসিক, যাহাতে সাহস করা অবিধেয়।

দুঃস্ত্রী (স্ত্রী) দুষ্টা স্ত্রী।

দুঃস্থ (ত্রি) দুষ্টং তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ দুর্গত, দরিদ্র, দুর্দ্দশাপন্ন। ২ মূর্খ। ৩ দুঃখে অবস্থিত। ৪ লুব্ধ।

দুঃস্থিত (ত্রি) দুর স্থা-ক্ত। দুঃখে অবস্থিত।

দুঃস্থিতি (স্ত্রী) দুর স্থা-ক্তিচ্। দুরবস্থা, অস্থিরতা, দুঃখে অবস্থান।

দুঃস্পর্শ (ত্রি) দুঃখেন স্পৃশ্যতে ইসৌ দুর-স্পৃশ-কর্ম্মণি খল্। স্পর্শ করিতে অশক্য, দুরাসদ।
"দুগ্রাহ্যো মুষ্টিনা বায়ুঃ দুস্পর্শঃ পাণিনা শশী।" (ভারত অনু ৬৩ অঃ) (স্ত্রী) ২ লতাকরঞ্জ। ৩ কপিকচ্ছু। ৪ আকাশবল্লী। ৫ কণ্টকারী।

পূর্ব্বোক্ত দুঃস্বপ্ন সকল দেখিলে তাহার শান্তি করা উচিত। ইহার শান্তির বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

রক্তচন্দন কাষ্ঠ ঘৃতাক্ত করিয়া হোম এবং সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, তাহাতে দুঃস্বপ্ন জন্ত ফল হইবে না এবং সহস্র মধুসূদন নাম জপ করিলেও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নামাষ্টক পূর্ব্বমুখ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলেও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়।

"রক্তচন্দনকাষ্ঠানি ঘৃতাক্তানি চ যো জুহেৎ।
গায়ত্র্যা চ সহস্রেণ তেন শান্তির্বিধীয়তে॥
সহস্রধা জপেৎ যোহি ভক্ত্যা মাং মধুসূদনং।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নো সুস্বপ্নোভবেৎ॥
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং॥
শুচিঃ পূর্ব্বমুখঃ প্রাজ্ঞঃ দশকৃত্বশ্চ যোজপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নোসুস্বপ্নোভবেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

দুকূল (ক্লী) দু-উলচ্ কুক্ চ। দুষ্টঃ কূলতি কূল আবরণে ক পৃষো° বা সাধু। ১ ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র। ২ শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র। ৩ সূক্ষ্মবস্ত্র। "গোপবধূটি দুকূলচৌরায়।" (ভাষাপ° ১)

দুকূল, (শ্যাম)-জাতক বর্ণিত একজন বৌদ্ধ ঋষি। ইনি গোতম বা শ্যামের পিতা। শ্যামজাতকে লিখিত আছে—শ্যামের জন্মের পর দুকূল এবং তাঁহার পত্নী পরিকা একদিন ফলমূলাহরণে অরণ্যে গমন করেন এবং তথায় দৈবদুর্ব্বিপাকে উভয়েই অন্ধ হন। শ্যাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া আইসেন এবং অনন্যকর্ম্মা ও একাগ্রচিত্তে অন্ধ পিতামাতার সেবায় রত হন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি নদীতে জলানয়নে গমন করিলে ভ্রমক্রমে জনৈক মৃগয়ারত নৃপতি তাঁহাকে শরাঘাত করেন। শ্যাম রাজাকে অসহায় পিতামাতার ভাবী দুঃখ বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা অন্ধ ঋষিদম্পতির নিকট গমন করিয়া যথাযথ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলে সকলে দারুণ শোকসন্তপ্তচিত্তে মৃত শ্যামের নিকট আগমন করিলেন। পরিকা এই বলিয়া 'সত্য ক্রিয়া' সমাপন করিলেন, "যদি আমার পুত্র যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিয়া থাকে, যদি সে 'ব্রহ্মশিলা' ক্রিয়াকলাপ অতন্দ্রিতভাবে সমাপন করিয়া থাকে এবং যদি আমার একমাত্র বুদ্ধদেবেই ভক্তি থাকে ও কখন 'তিলকুনতমন' ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে আমার পুত্র পুনর্জীবিত হউক।" দুকূলও এইরূপে সত্য ক্রিয়া করিলে শ্যাম পুনর্জীবিত হইলেন। একজন দেবী ঐ কালে আবির্ভূত হইয়া অন্ধ দম্পতিকে চক্ষুদান করিল। রাজা বিস্মিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উপন্যাসটী রামায়ণবর্ণিত দশরথ কর্তৃক অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুবধের অনুকরণ। রামায়ণের সিন্ধু বাণাঘাতে গতাসু হইয়াছিলেন এবং পুত্রশোকে অন্ধকমুনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জাতকে শ্যাম আবার বাঁচিয়া উঠিলেন।

দুগড়, থানা নগরের ২০ মাইল উত্তরস্থ একটী সহর। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল হার্টলে দুগড়ের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করেন।

দুগড়িয়া, মধ্যভারতের ভূপালরাজ্যের বন্দোবস্তকালে পিণ্ডারী সর্দার চীতুর ভ্রাতা রাজা খাঁ তাঁহার জীবদ্দশায় ভোগ করিবার জন্ত সুজাবলপুরের কিয়দংশ জায়গীর পান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের কথামত রাজাখাঁর মৃত্যুর পর বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহার পাঁচপুত্রের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। দুগড়িয়া রাজাখাঁর তৃতীয়পুত্রের অংশে পড়িল।

দুগারি, রাজপুতানার অন্তর্গত বুন্দীরাজ্যের একটী সহর। এই সহরেই বুন্দীরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মনুষ্যখাত সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পরিমাণ প্রায় ৩ বর্গ মাইল। বুন্দীরাজের অনেক আত্মীয় এখানকার জায়গীরদার। এখানে অনেক হিন্দু দেবালয় ও দুইটী জৈন-মন্দির আছে।

দুগূল (ক্লী) দুকূল পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দুকূল, পট্টবস্ত্র।

দুগ্ধ (ক্লী) দুহতে স্ম দুহ কর্ম্মণি ক্ত। স্ত্রীজাতির স্তননিঃসৃত দ্রব দ্রব্যবিশেষ, দুধ; পর্য্যায়—ক্ষীর, পীযূষ, উধস্য, স্তন্য, পয়, বালজীবন। (ভাবপ্রকাশ)

স্তন্যপায়ী জীবগণ জন্মের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধমাত্র পান করিয়াই জীবন ধারণ করে ও তাহাতেই তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। পরমেশ্বরের অপার কৌশলে ঐ সকল প্রাণীর মাতৃস্তনে শিশুর জীবনধারণোপযোগী পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। শিশু তৎকালে আর কোন খাদ্যই পরিপাক করিতে পারে না, অন্য কোন খাদ্যের প্রয়োজনও হয় না, মাতৃস্তন্য হইতেই তাহার সকল খাদ্যের অভাব দূর হয়। শরীরধারণোপযোগী যাবতীয় পদার্থ দুগ্ধে বিদ্যমান থাকায় একমাত্র দুগ্ধপান করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারা যায়। এজন্য অনেক ডাক্তার দুগ্ধকে আদর্শ খাদ্য ধরিয়া অন্যান্য খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নির্দ্ধারণ করেন।

মাতৃশরীরস্থ দ্রব আর্জিকাবিশেষ দ্বারা স্তনে দুগ্ধরূপে পরিণত হয় এবং চুচুক দিয়া ক্ষরিত হয়। গোমহিষাদি

যোনিবহুক প্রাণীদিগের স্তনাগ্রভাগে এক একটী মাত্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু মনুষ্যের সেরূপ নহে, মানব স্তনাগ্রভাগে বহু ছিদ্র দিয়া দুগ্ধ নির্গত হয়। ঐ সকল ছিদ্র বহুশাখা প্রশাখা-যুক্ত, দুগ্ধ প্রণালীসমূহের বহির্ম্মুখ মাত্র। [ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ স্তন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রায় সকল প্রাণীরই দুগ্ধ অস্বচ্ছ, শুভ্রবর্ণ, পরিস্রুত, জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ভারী, ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ ও একপ্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত, দুগ্ধে নানাবিধ অম্ল এবং উদ্বায়ু পদার্থের সত্ত্বা হেতু এই গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টি করিলে সদ্য দুগ্ধে অসংখ্য শুভ্রবর্ণ অণ্ডাকার বিম্ব দৃষ্ট হয়, ঐ সকলের ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চির ১০ সহস্র ভাগের একভাগ, সুতরাং মনুষ্যশোণিতস্থ অণ্ডাণু পরিমাণে উহাদের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক। ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণ্ডমেদ বা তৈল অণ্ডলালবৎ পদার্থময় এবং স্বচ্ছ সলিলবৎ পদার্থে ভাসমান থাকে। দুগ্ধের ঐ জলীয়াংশ তন্মধ্যস্থ অণ্ডাণু সকল অপেক্ষা ঈষৎ গুরু, সুতরাং কিছুক্ষণ স্থির করিয়া রাখিলে ঐ সকল তৈলময় অণ্ড অধিকাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন এই অংশ পৃথক্ করিয়া তাহা হইতে প্রচুর মাখন পাওয়া যায়। অবশিষ্ট দুগ্ধে নবনীতের ভাগ অল্পই থাকে। দুগ্ধে মন্থন করিলেও স্নেহময় অণ্ডাণু সকল পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র জমিয়া যায় এবং ভাসিয়া উঠে। অবশিষ্ট দুগ্ধকে মাখন তোলা দুধ কহে। ইহার গুণ অল্প, সুতরাং মূল্যও কম।

দুগ্ধ হইতে নবনীত পৃথক্ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে ছানা প্রভৃতি থাকিয়া যায়, অম্লাদি যোগ করিলে ঐ ছানা পৃথক্ জমিয়া থাকে। এই-রূপে সমস্ত ছানা বাহির করিয়া লইলে অবশিষ্ট অংশে কিঞ্চিৎ সির্কা যোগ করিলে প্রায় সমস্ত ছানা পৃথক্ হইয়া যায় এবং স্বচ্ছ ঈষৎ নীলবর্ণ জলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে ছানার জল কহে। ঐ জলে তখনও দুগ্ধ শর্করা এবং নানা জাতীয় খনিজ পদার্থ ও লবণাদি থাকিয়া যায়। নিম্নে কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাণীর দুগ্ধের পৃথক্ পৃথক্ উপাদান লিখিত হইল। ১০০ ভাগ দুগ্ধ বিশ্লিষ্ট করিয়া যে যে বস্তু পাওয়া যায়, অপর স্তম্ভে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

এতদ্ভিন্ন প্রদেশে মাহিষ দুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন দধি, ঘৃত প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধে তৈলের ভাগ অধিক থাকায় উহা হইতে অধিক পরিমাণে নবনীত ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঘোটকীদুগ্ধে শর্করার ভাগ অধিক, তজ্জন্য

	জলীয়াংশ	তৈলাদি পদার্থ	ছানা	শর্করা	ক্ষারাদি কঠিন পদার্থ
নারীদুগ্ধ (গড়)	৮৮৩.৬	২৫.৩	৩৯.৩	৪৮.২	২.৩
ঐ (উর্দ্ধসংখ্যা)	৯১৪.০	৫৪.৩	৫৫.৫	[illegible]	২.৭
ঐ (নিম্নসংখ্যা)	৮৬১.৪	৮.০	১৯.৩	৩৯.২	১.৬
ঐ (শিশু ১৪ দিনের)	৮৭৯.৮৫৮	৪২.৯৮৮	৩৫.৩৩৩	৪১.১৩৪	২.০৯৬
গোদুগ্ধ	৮৫৭.০	৪০.০	৭২.০	২৮.০	৬.২
গর্দ্দভীদুগ্ধ	৯১৬.৩	১.১	১৮.২	৬০.৮	৩.৪
ছাগীদুগ্ধ	৮৬৮.০	৩৩.২	৪০.২	৫২.৮	৫.৮
মেষদুগ্ধ	৮৫৬.২	৪২.০	৪৫.০	৫০.০	৬.৮

উহা হইতে একরূপ আসব প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

স্তন্যপায়ী জীবের শিশুগণ বহুদিন কেবলমাত্র স্তন্য পান করিয়াই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং দুগ্ধে প্রাণিদেহের পুষ্টিজনক সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। তদনুসারে ডাক্তার প্রাউট (Prout) সাহেব দুগ্ধের উপাদান অনুযায়ী খাদ্যের পর্য্যায় বিভাগ করিবার প্রস্তাব করেন ; যথা—

১ জলীয় খাদ্য (জল), ২ অণ্ডলালময় খাদ্য (ছানা), ৩ তৈলময় খাদ্য (নবনীত), ৪ শর্করাময় খাদ্য (দুগ্ধশর্করা) এবং ৫ ক্ষারময় খাদ্য, তাহাও দুগ্ধে বিদ্যমান আছে। হেড্‌লেন সাহেব দুগ্ধের ক্ষারাংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাতে চূণ, লবণ, যবক্ষার, সোডা, ম্যাগ্‌নেসিয়া প্রভৃতি পাইয়াছেন।

দুগ্ধ সহজে পরিপাকযন্ত্রের বিশেষ উত্তেজনা ব্যতীত শিশুর উদরে পরিপাক হয়। ইহার উপাদান সকল সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরপোষণে নিযুক্ত হয়। চূণ প্রভৃতি দুগ্ধের কঠিনাংশ শিশুর অস্থি পোষণ ও দৃঢ় করে। এইরূপে ছানা তৈলময় ও শর্করা তরল শরীরের অন্যান্য অংশ পূরণ করে। শিশুগণের কতকাল মাতৃস্তন্য পান করা উচিত, তাহা সুস্পষ্টরূপে স্থির হয় নাই। শিশুর শারীরিক পুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ইহার বিভিন্নতা হয়। সচরাচর ৯ মাস পর্য্যন্ত স্তন্যপানের কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার ঊর্দ্ধে স্তন্য পান করিলে শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই হানির সম্ভাবনা।

শিশু স্তন্য ত্যাগ করিলেও তাহাকে গো, মহিষ ও অজা-দির দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর দেওয়া উচিত। যদিও কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিয়া শরীরের সম্যক্ পুষ্টি হয়না, তথাপি সকল অবস্থাতেই মনুষ্যদেহের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর। রুগ্ন, দুর্ব্বল, বিশেষতঃ ক্ষয় রোগগ্রস্তদিগের পক্ষে দুগ্ধ অমৃত তুল্য।

তুঁতে প্রভৃতি কোন কোন ধাতব বিষ খাইয়া শরীর বিষাক্ত হইলে দুগ্ধপানে ঐ বিষ প্রশমিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দূরবীক্ষণ সাহায্যে সদ্য দুগ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদময় অণ্ড দৃষ্ট হয়। উহাদের অধিকাংশের ব্যাস $\frac{১}{৫০০০}$ ইঞ্চ হইতে $\frac{১}{২০০০০}$ ইঞ্চ, কচিৎ $\frac{১}{১০০০০}$ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট অণ্ডাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কোন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দুগ্ধে $\frac{১}{৮০০০}$ এমন কি $\frac{৩১}{১০০০০}$ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট অণ্ড দেখিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদময় অণ্ড আবার সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ আবরণ তৈলময় নহে, যেহেতু সদ্যদুগ্ধে এসিটিক এসিড যোগ করিলে ঐ সকল অণ্ড নানাবিধ আকার ধারণ করে। আবরণ শুদ্ধ মেদময় হইলে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। আবার ইথর যোগ করিলেও উহারা মেদের ন্যায় দ্রব হইয়া যায় না।

প্রসবের অব্যবহিত পরেই স্তন হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহার উপাদান পরবর্ত্তী সময়ের দুগ্ধ হইতে অনেকটা পৃথক্। এই দুগ্ধ তিন চারিদিন পর্য্যন্ত খুব ঘন থাকে, ঐ অবস্থায় উহাকে গাজলা দুগ্ধ কহে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, গাজলা দুগ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক মেদময় অণ্ডাণু ব্যতীত পীতবর্ণ বর্ত্তুলাকার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদ ও অণ্ডলালময় কণাদি বিদ্যমান আছে। ইথর যোগে ঐ সকল মেদভাগ সহজে দ্রব হয়। ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত এই সকল কণা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সচরাচর ২।৩ দিন মধ্যে একবারে তিরোহিত হয়। কখন কখন ২০ দিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধে এই সকল কণা দৃষ্ট হইয়াছে। আবার অনেক সময় পীড়া প্রভৃতি দ্বারা স্তন দুগ্ধ বিকৃত হইয়া এই সকল কণা প্রকাশ পায়।

স্বাস্থ্যব্যতীত প্রসূতির খাদ্যের উপরেও স্তনদুগ্ধের গুণাগুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বলা বাহুল্য যখন শিশু কেবল মাতৃস্তন্য দ্বারা প্রাণধারণ করে, তখন তাহার পীড়া হইলে মাতা উপবাস করেন এবং স্বয়ং ঔষধ সেবন করেন, তাহাতেই শিশু আরোগ্য লাভ করে। শিশু পীড়িত হইলে মাতাকেই পথ্যাপথ্য বিচার করিতে হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়াছেন, একটী কুকুরী যখন কেবল শস্যাদি খাইত, তখন তাহার দুগ্ধে অধিক মাত্রায় মাখন ও শর্করা দেখা যাইত, আবার যখন তাহাকে মাংসাদি খাইতে দেওয়া হয়, তখন তাহার দুগ্ধে ক্ষারাদি কঠিন পদার্থের আধিক্য দেখা যাইত। স্বাস্থ্যকর খাদ্য দিলে দুগ্ধে মাখনের ভাগ অধিক হয়। এই নিয়ম সকল প্রাণীতেই সম্ভব হইতে পারে। আবার স্প্রেঙ্গেল সাহেব দেখিয়াছেন যে গবাদি যখন গৃহে পোষা হয়, তখন তাহাদের দুগ্ধে অধিক মাখন উৎপন্ন হয়, আর মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দিলে দুগ্ধে মাখনের ভাগ কমিয়া যায়। বর্ষাকালের কাটা শুষ্ক ঘাস অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের টাট্‌কা ঘাস খাওয়াইলেও দুগ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক মাখন হয়।

ফেরিয়ার সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, শিশুর স্তন্য পানকালে নারীদুগ্ধ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিলেও উহাতে নবনীর অংশ বরাবর সমান থাকে। শিশুর বয়োবৃদ্ধি সহকারে মাতৃদুগ্ধে ছানার ভাগ বর্দ্ধিত হয়, এদিকে শর্করার ভাগ কমিয়া আইসে এবং ক্ষারাংশ বৃদ্ধি পায়।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। [দুগ্ধপরিমাপকযন্ত্র শব্দে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

এসিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে কেবল হিন্দুগণ ব্যতীত অপর কোন জাতি প্রায় গোমহিষাদির সদ্য দুগ্ধ পান করে না। এমন কি চীন, ব্রহ্মদেশ, মলয় ও ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ খসিয়া, গারো, নাগা, যাবা (যবদ্বীপ), সুমাত্রা জাপান প্রভৃতি দেশবাসিগণ সদ্য দুগ্ধ পান করা দূরে থাকুক, স্বকারজনক মনে করিয়া ঘৃণা করে। দুগ্ধ শুষ্ক করিয়া কিংবা পচাইয়া তাহা হইতে পনির, ছানা প্রভৃতি তাহাদের সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য উহাদের প্রস্তুত পনিরাদি এদেশীয়দিগের প্রীতিকর হইতে পারে না। হিন্দু ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক জাতিই নবনীত বা মাখন গলাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করে এবং তাহা উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। য়ুরোপীয়গণ মাখন ব্যবহার করেন, ঘৃত তাঁহাদের রুচিকর নহে। অনেক জাতি আছে, দুগ্ধবিক্রয়কে নিতান্ত হীনবৃত্তি মনে করে। আরবেরা পণ্যপরিবর্ত্তন লইয়া দুগ্ধ দেয়, কিন্তু বিক্রয় করেনা। লাব্বান (দুগ্ধবিক্রেতা) তাহাদের নিকট অতি ঘৃণিত ও অধম বলিয়া গণ্য। বালফোর সাহেব অনুমান করেন, ঐ দেশে অতিথিকে বিনামূল্যে দুগ্ধ দান করিবার ব্যবহার থাকায় বিক্রয়প্রথা এতদূর ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি মক্কানগরে মিসরীয় এক নিকৃষ্ট জাতি ব্যতীত অপর কেহ দুগ্ধ বিক্রয় করে না।

পশ্চিম ও মধ্যএসিয়ার অনেক জাতি অদ্যাপি উষ্ট্রদুগ্ধ পান করে। অনেকের উষ্ট্রের দুগ্ধই জীবনধারণের প্রধান উপায়। বহু প্রাচীনকাল হইতে উষ্ট্রের দুগ্ধ ব্যবহৃত হইতে জানা যায়। বাইবেলে উক্ত আছে যাকুব তাঁহার ভ্রাতা ইসাকে

অন্যান্য পশুর সহিত ৩০টী দুগ্ধবতী উষ্ট্রী প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় য়িহুদিগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই উষ্ট্র দুগ্ধ ব্যবহার করিত।

চীনের উত্তরভাগে বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়া প্রদেশের অধিবাসিগণ সদ্য দুগ্ধ পান করে এবং তাহা হইতে ছানা মাখনাদিও প্রস্তুত করে। মঙ্গোলিয়ার গাভীর সংখ্যা পর্য্যাপ্ত, এতদ্ব্যতীত মঙ্গোলীয়গণ ঘোটকীদুগ্ধও পান করিয়া থাকে। ঘোটকী দুগ্ধে কঠিন ক্ষারাদির ভাগ শতকরা প্রায় ১৭ এবং শর্করা প্রায় ৮ অংশ থাকায় শর্করা ভাগ সহজে অন্তরোৎসেক দ্বারা সুরাসারে পরিণত হয়। এজন্য মঙ্গোলীয়গণ এবং তাতারবাসিগণ ঘোটকীদুগ্ধ হইতে কুমিস নামক উহাদের উপাদেয় এক প্রকার আসব প্রস্তুত করে। হানবংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে চীনদেশে কুমিস প্রচলিত ছিল। কালমক তাতারগণ গোদুগ্ধ ও ঘোটকীদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া টক্ হইতে দেয় এবং পরে উহাকে নানারূপে পচাইয়া একরূপ সুরা প্রস্তুত করে। এই মাদক দ্রব্য গ্রীষ্মকালে তথায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ২৪ ঘণ্টা আন্দাজ পচান দিয়া চোঁয়াইলেই সুরা হয়, শীতকালে ২।৩ দিন রাখিতে হয়।

মাহিষদুগ্ধ ভারতবর্ষে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহিষের দুগ্ধ সচরাচর গাঢ় ও মিষ্ট এবং ইহাতে গোদুগ্ধ অপেক্ষা মাখনের ভাগ অনেক অধিক। ধূর্ত্ত গোয়ালারা গোদুগ্ধে অপেক্ষাকৃত সুলভ মহিষদুগ্ধ মিশাইয়া বিক্রয় করে, গোদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ একত্র মিশাইয়া মাখন প্রস্তুত করে। যাহা হউক, অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মহিষাদির দুগ্ধ অপবিত্র বোধে পান করেন না।

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীনতাতার প্রভৃতি স্থানে লোকে চামরী, বনগোরু প্রভৃতির দুগ্ধ পান করে। রুষিয়ার উত্তরভাগে বল্গাহরিণে দুধ দেয়। আরবেরা জ্বাল না দিয়া দুগ্ধকে শুষ্ক করিয়া জামিদা নামক একপ্রকার ক্ষীর প্রস্তুত করে। ঘৃত সংযোগে উহাতে সুমিষ্ট খাদ্য হয়। জলে গুলিয়াও আরবেরা ঐ শুষ্ক ক্ষীর উপাদেয় বোধে পান করে বটে, কিন্তু বিদেশীয়দিগের পক্ষে উহা তাদৃশ সুস্বাদ ও প্রীতিকর হয়না। বলা বাহুল্য দুগ্ধ হইতে দেশ, কাল ও লোকের রুচিভেদে দধি, ছানা, মাখন, নবনীত প্রভৃতি নানা উপায়ে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যতস্থানে যতপ্রকার মিষ্টান্ন হইতে পারে, তাহার অধিকাংশই হয় দুগ্ধজাত, দুগ্ধ মিশ্রিত, অথবা দুগ্ধজাত কোন পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পয়ান্ন কেবল হিন্দুর নহে, পৃথিবীর অনেক জাতিরই পায়সের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কবিগণ বলেন, পয়ান্নবিহীন ভোজনই বৃথা। গো মহিষাদির দুগ্ধ সদ্য এবং তরল অবস্থাতেই সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর, তদ্ভিন্ন উহাকে বিকৃত করিয়া যে রূপই খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত হউক না কেন উহা অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া উঠে। দুগ্ধকে নানা উপায়ে শুষ্ক এবং চূর্ণ অবস্থায় আনয়ন করা যায়। এইরূপ দুগ্ধচূর্ণ গরমজলে গুলিয়া কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রে দীর্ঘকাল গমন করিতে হইলে দুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব, এইরূপ স্থলে ঐ দুগ্ধচূর্ণ দ্বারা কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে দেওয়া হয়।

সদ্য দুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে দুগ্ধ এইরূপে নষ্ট না হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে, তাহার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে নানা উপায়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এইরূপে যে স্থলে গোমহিষাদির সদ্যদুগ্ধ পাওয়া যায় না, তথায় ঐ সকল দুগ্ধদ্বারা তাহার অভাব পূরণ হয়।

আমরা এস্থলে দুগ্ধরক্ষা করিবার কয়েকটী স্থূল উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এদেশে সম্প্রতি বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ কোম্পানীকৃত যে সকল বিলাতী দুগ্ধ আইসে, তাহার অধিকাংশই স্থূলতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দুগ্ধকে প্রশস্ত তাম্রকটাহে ঢালিয়া ১১০° ফা° তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া ক্রমাগত ৪ ঘণ্টাকাল হাত দিয়া নাড়িতে হইবে। সিদ্ধ হইলে দুগ্ধ মরিয়া ৩ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, এই গাঢ় দুগ্ধ পরে টিনের কৌটায় পুরিয়া ঝাল দিয়া লইতে হয়, পরে সমস্ত কৌটা ফুটন্ত জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া শীতল হইলেই হইল। এইরূপে প্রস্তুত দুগ্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। এসেন্স অব্ মিল্ক্ এইরূপে প্রস্তুত হয়। ব্লাচফোর্ড সাহেব এক প্রকার কঠিন দুগ্ধ প্রস্তুত করেন, তাহা এইরূপ। ৫৬ সের দুগ্ধে ১৪ সের শ্বেতশর্করা এবং ছোট এক চামচ বাইকার্বনেট অব্ সোডা দাও। ঐ মিশ্র দ্রব্য এনামেলমণ্ডিত লৌহকটাহে ঢালিয়া বাষ্পের তাপে সিদ্ধ কর এবং ক্রমাগত উহাতে বাতাস কর ও নাড়িতে থাক। এইরূপ করিতে করিতে যখন সমস্ত জল মরিয়া দুগ্ধ গুঁড়ার মত হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া লও। এই সকল চূর্ণই পরে এক এক পাউণ্ড লইয়া চাপ দিয়া ইষ্টকাকার করিয়া বিক্রয় হয়। ব্যবহারকালে ঐ ইট গুঁড়াইয়া জলে গুলিলেই দুগ্ধ হয়। বলা বাহুল্য

বহু লোকের প্রতিযোগিতায় দিন দিন নানারূপ রক্ষিত দুগ্ধ আবিষ্কৃত হইতেছে। চিনি, সোডা বা কোন প্রকার ক্ষার যোগে জলীয়াংশ হ্রাস ও দুগ্ধ হইতে বায়ু নিষ্কাশন প্রভৃতি ঐ সকল প্রক্রিয়ার মূল সূত্র। মেবার সাহেব দুগ্ধ পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া পরে ঐ পাত্রকে শতাংশিকের ১০০° উত্তপ্ত অগ্নিতে সিদ্ধ করেন, পরে ঐ দুগ্ধ বোতলে সম্পূর্ণ বদ্ধ রাখায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

বৈদ্যক ভাবপ্রকাশ মতে, দুগ্ধের গুণ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক, সদ্য শুক্রকারক, শীতবীর্য্য, সকল প্রাণীরই সাত্ম্য, জীবন ও শরীরের উপচয়কারক, বল্যকারক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্কর, সন্ধানকারক, রসায়ন, বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া-তুল্য গুণকর; পাণ্ডু, দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বস্তিগতরোগ, গুদাঙ্কুর, রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনি-রোগ, শ্রম, ক্লম ও গর্ভস্রাবে সর্ব্বদা হিতকর; বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ রোগগ্রস্ত, ক্ষুধাতুর ও মৈথুন দ্বারা কৃশ এই সকল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ সর্ব্বদা অত্যন্ত হিতকারী।

গোদুগ্ধের গুণ—মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, স্তন্য-বর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, রক্তপিত্তনাশক, দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতোসমূহের ঈষৎ ক্লিন্নতাসম্পাদক এবং গুরু, ইহা প্রতি-দিন সেবন করিলে জরা ও সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়। দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক এবং অতিশয় গুণকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্ত ও বায়ুনাশক, শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধ কফকারক ও গুরু, রক্তবর্ণ ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক। বাল-বৎসা, অর্থাৎ যে গাভীর বাছুর অতি শিশু এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক, এই দুগ্ধ সেবন করিতে নাই; জঙ্গল দেশে বিচরণকারী, অনূপদেশে এবং পার্ব্বতীয় দেশে বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ যথাক্রমে গুরু ও স্নিগ্ধ।

আহারবিশেষে গুণ বিশেষ।—যে সকল গাভী অল্প পরিমাণে আহার করে, তাহার দুগ্ধ গুরু, কফকারক, বলজনক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং সুস্থব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণ-কারী। যে সকল গাভী পলালতৃণ ও কার্পাসবীজ ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ রোগীদিগের পক্ষে হিতকর।

মাহিষ দুগ্ধ।—মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুনিদ্রাজনক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাজনক, শীতবীর্য্য ও গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা স্নেহবহুল।

ছাগীদুগ্ধ।—কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী, লঘু, রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়কাশ ও জ্বরের শান্তিকারক। শরীরের লঘুত্ব হেতু এবং কটুতিক্ত দ্রব্য ভোজন, অল্প জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া ছাগলের দুগ্ধ সমস্ত রোগনাশক।

মৃগাদির দুগ্ধগুণ।—মৃগ প্রভৃতি জাঙ্গল দেশজ পশুর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধের ন্যায় উপকারী।

মেষীদুগ্ধ।—লবণ, মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীরোগ-নাশক, অহৃদ্য, তৃপ্তিকর, কেশের হিতজনক, শুক্র, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, গুরু এবং বায়ুজনিত কাসরোগে ও অপর দোষের সংসর্গবিহীন বায়ুরোগে প্রশস্ত।

ঘোটকীদুগ্ধ।—ঘোটকীর দুগ্ধ এবং আর সমস্ত একশফ অর্থাৎ একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর দুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, অম্ললবণ, মধুররস, লঘু; শোষ ও বায়ুনাশক।

উষ্ট্রীদুগ্ধ।—লঘু, মধুর, লবণরস, অগ্নিদীপ্তিকারক, সারক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদররোগনাশক।

হস্তিনীদুগ্ধ। শরীরের উপচয়কারক, মধুর, কষায়রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক এবং স্থিরতাসম্পাদক।

নারীদুগ্ধ। লঘু, শীতবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক এবং বায়ু পিত্ত ও চক্ষুঃশূলবিনাশক। ইহা নস্য ও চক্ষুপ্রসাধন-ক্রিয়ায় প্রশস্ত।

ধারোষ্ণদুগ্ধ।—অর্থাৎ দোহনকালের পর যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, এইরূপ দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতবীর্য্য, অমৃত তুল্য গুণকারী, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং ত্রিদোষনাশক, কিন্তু উহা শীতল হইলে পরিত্যাগ করিবে। গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণ অবস্থায় উপকারী, মাহিষদুগ্ধ ধারাশীত অবস্থায়, অর্থাৎ দোহনের পর শীতল হইলে, মেষীদুগ্ধ শীতোষ্ণ অবস্থায় (অর্থাৎ সিদ্ধ করিলে শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে গুণদায়ক হয়। গব্য ও মাহিষদুগ্ধ ব্যতিরেকে সমস্ত অপক্ক দুগ্ধ অভিষ্যন্দী, গুরু, কফবর্দ্ধক, আমজনক এবং অহিতকারী। অপক্ক নারীদুগ্ধ হিতকারক, সিদ্ধ করা হইলে অহিতজনক।

দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে কফ ও বায়ু নষ্ট হয়। সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তদ্দ্বারা পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধাংশ জলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিলে অর্থাৎ জল সকল নষ্ট হইয়া যাইলে তাহা অপক্ক দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু হয়।

জলরহিত দুগ্ধ যত অধিক জাল দেওয়া যায়, ততই অধিকতর গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

সদ্যপ্রসূতা গাভীর ঘন দুগ্ধকে পীযূষ বলা যায়। নষ্ট দুগ্ধ জাল দিলে তাহার পিণ্ডাকৃতি অংশকে কিলাট বা ছানা এবং অপক্ক নষ্ট দুগ্ধকে ক্ষীরশাক কহে। দধি অথবা তক্র

দ্বারা দুগ্ধকে নষ্ট করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া নিংড়াইয়া দ্রবভাগ নিষ্কাশিত করিলে উহাকে তক্রপিণ্ড কহে। নষ্ট দুধের ছানা উদ্ধৃত করিলে যে দ্রবভাগ থাকে, তাহা মোরট নামে অভিহিত। পীযূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড এই সকল শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, গুরু, কফজনক, হৃদয়গ্রাহী, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত ও যাহাদের নিদ্রা হয় না, অথবা যাহারা মৈথুনপ্রযুক্ত ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চিনিসংযুক্ত মোরট লঘু, বলকারক, রুচিজনক, মুখশোষ, পিপাসা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, তৃপ্তিকারক, শরীরের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, কফ, বল ও শুক্রদায়ক।

খণ্ড সংযুক্ত দুগ্ধ—শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। গুড় সংযুক্ত দুগ্ধ—মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক। প্রভাতাদি ভব দুগ্ধ—রাত্রিকালে সোমগুণ বহুল, এইজন্য প্রাণি সকলের দেহ সোমাত্মক থাকে এবং রাত্রিকালে কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়া হয় না, এইজন্য দৈহিক ধাত্বাদি সোমগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য প্রভাত কালের দুগ্ধ সায়ংকালের উৎপন্ন দুগ্ধ হইতে গুরু ও শীতবীর্য্য। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ দ্বারা প্রাণিগণের শরীর সন্তাপিত হয়, সুতরাং ধাত্বাদি সমস্তই আগ্নের গুণান্বিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্যায়াম ও বায়ু সেবন করা হয়, একারণে প্রভাত সময়ের দুগ্ধ অপেক্ষা সায়ংকালীন দুগ্ধ লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক।

প্রাতঃকালে দুধ পান করিলে পুষ্টি, উপচয় এবং অগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে পান করিলে বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং কফ ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাল্য অবস্থায় পান করিলে শরীর বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়াবস্থায় পান করিলে ক্ষয় নিবারণ হয়, বৃদ্ধাবস্থায় পান করিলে শুক্র বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিকালে পান করিলে শরীরের হিত সম্পাদন, বহুবিধ দোষের নাশ এবং চক্ষুর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রাত্রিকালে অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত না করিয়া কেবল পান করিবে। কারণ রাত্রিতে কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে তাহা জীর্ণ হয় না। সমস্তই পান করিবে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিবে না।

মানবগণ দিবাভাগে যে সকল বিদাহী অন্ন ও পানীয় দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, সেই বিদাহ প্রশান্তির নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিবে।

কৃশ, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত আছে, তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় হিতজনক ; কারণ ইহাতে সদ্য শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মথিত দুগ্ধের গুণ—গব্য অথবা ছাগী দুধ মন্থন করিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে তাহা লঘু, শুক্রজনক এবং জ্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক হইয়া থাকে। গো অথবা ছাগী দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত ফেনা ত্রিদোষনাশক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, হিতকর, সদ্যতৃপ্তিকারক, লঘু এবং অতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও জীর্ণজ্বরে প্রশস্ত।

নিন্দিত দুগ্ধ।—যে বিবর্ণ, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রথিত, অম্ল অথবা লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সংযুক্ত অর্থাৎ দুগ্ধে অম্ল ও লবণ দিলে তাহা দুষ্ট মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ দুগ্ধ সেবন অহিতকর। এরূপ দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

দুগ্ধের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—গো, ছাগী, উষ্ট্র, মেষ, মহিষ, নারী ও হস্তিনী ইহারা বিবিধপ্রকার ওষধি ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন, আশ্বাসজনক, গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সারক এবং মৃদু। যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই স্থলে কথিত সকল প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের প্রকৃতির অনুকূল ও সেবনীয়। কোন প্রকার দুগ্ধই তাহাদের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ দুগ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার। বায়ু, পিত্ত, শোণিত, এবং মানসিক বিকারে দুগ্ধ পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, উন্মাদ, উদরী, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, দাহ, পিপাসা, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, অর্শ, শূল, উদাবর্ত্ত, অতীসার, প্রবাহিকা, যোনিরোগ, গর্ভস্রাব, রক্তপিত্তশ্রম ও ক্লম, দুগ্ধ এই সকলের শান্তিকর ; পাপনাশক, বলকর, বৃষ্য কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক, রসায়ন, মেধাজনক, সন্ধানস্থাপন, বয়ঃস্থাপন, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর, বমন ও বিরেচনে তুল্য হিতকর এবং ওজঃধাতুবর্দ্ধক। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবং ক্ষুধা, স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত ইহাদিগের পক্ষে দুগ্ধই উৎকৃষ্ট পথ্য। রাত্রিকালে চন্দ্রের গুণে ও ব্যায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হইয়া থাকে। দিবাভাগে সূর্য্যের তাপসঞ্চারণ, বায়ুসেবন প্রভৃতি কারণে অপরাহ্ন কালের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোমকর, শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুর প্রীতিকর। দুগ্ধ অগ্নিতে পক্ব করিলে লঘু হয়, কেবল নারীর দুগ্ধই অপক্ব অবস্থায় হিতকর। অপক্ব দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল হইলে বিপরীত গুণ হয়। সকল দুগ্ধই অতিশয় সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর

হয়। দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অম্লরস জন্মিলে বিবর্ণ, বিরস, লবণযুক্ত বা গ্রথিত হইলে (অর্থাৎ ছানা হইয়া পড়িলে) এইরূপ দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। (সুশ্রুত)

দুগ্ধোৎপত্তির বিষয় হারীতসংহিতায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে *। যে যে বস্তু আহার করা যায়, সেই সকল দ্রব্য ক্ষীরশিরার অনুগত হইয়া পিত্তদ্বারা মূর্চ্ছিত এবং জঠরাগ্নিতে পরিপাক হয়, এইরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শুক্রবাহিনী শিরা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দুগ্ধ কহে। ইহা অমৃত তুল্য এবং সকল ভূতের জীবন ও বলকারক। হারীত সংশয়াপন্ন হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিভো! এই দুগ্ধ কেমন করিয়া রসের সম্পত্তি এবং কেমন করিয়াই বা বর্দ্ধিত হয়, রক্তের সংস্থানে রক্তবর্ণ না হইয়া ক্ষীর কেন পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং কুমারী ও বন্ধ্যাদিগের দুগ্ধ প্রবৃত্তি না হইবার কারণ কি? তাঁহার পিতা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, রক্তপিত্তে পরিপাক হইয়া রক্তই শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এইজন্য দুগ্ধ শুভ্রবর্ণ। কুমারী ও বন্ধ্যাদিগের অল্পধাতু ও অল্পবল এইজন্য ইহাদের দুগ্ধ হয় না। বন্ধ্যাদিগের ক্ষীরনাড়ী বাতে পরিপূরিত থাকে এবং আর্ত্তব অধিক পরিমাণে হয়, এইজন্য ইহাদের দুগ্ধ প্রবৃত্তি হয় না। নারীসকল প্রসূতা হইলে স্রোতঃবিশুদ্ধি হয়, সেইজন্য আশুক্ষীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সদ্যঃপ্রসূতা স্ত্রীর শ্লৈষ্মিক পয়ঃ জন্মে, সেইজন্য এই দুগ্ধ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। এই দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। নারীদিগের অবিকৃত দুগ্ধ বলকারক ও দোষনাশক। (হারীত)

* "যদ্‌যদাহারজাতন্তু রসং ক্ষীরশিরানুগং।
সরং জলঞ্চ ভুক্তঞ্চ তথা পিত্তেন সংযুতং॥
পাচিতং জাঠরে বহ্নৌ পিত্তেন সহ মূর্চ্ছিতং।
পচ্যমানং শিরাপ্রাপ্তং ক্ষীর তদ্বিদ্ধি পুত্রক॥
তেন ক্ষীরমিতি খ্যাতমগ্নিসোমাত্মকং পয়ঃ।
অমৃতং সর্ব্বভূতানাং জীবনং বলকৃন্মতং॥
হারীতঃ সংশয়াপন্নঃ পপ্রচ্ছ পিতরং পুনঃ।
কথং রসস্য সম্পত্তিঃ কথং সর্দ্ধীয়তে বিভো॥
কথং রসস্য সংস্থানে ক্ষীরং পাণ্ডুত্বমীয়তে।
কথং তত্র কুমারীণাং বন্ধ্যানাং ন কথং ভবেৎ॥
অল্পধাতুবলং যস্মাৎ তস্মাৎ ক্ষীরং ন জায়তে।
বন্ধ্যানাং ক্ষীরনাড্যস্তু বাতেন পরিপূরিতাঃ॥
ক্ষীরঞ্চ ন ভবেত্তস্মাৎ আর্ত্তবঞ্চাধিকং যতঃ।
প্রসূতাসু চ নারীষু বলেন সহ সূয়তে।
তেন স্রোতোবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষীরমাশুপ্রবর্ত্ততে॥
তস্মাৎ সদ্যঃ প্রসূতায়াং জায়তে শ্লৈষ্মিকং পয়ঃ।
তেন কাঠিন্যমায়াতি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।
পয়স্ত্ববিকৃতং নার্য্যা বলকৃদ্দোষনাশনং॥" (হারীতসং প্রথমস্থান ৮ অঃ)

পূর্ব্বাহ্নে গব্যদুগ্ধ ও অপরাহ্নকালে মাহিষ দুগ্ধ প্রশস্ত, দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলেই বলকর হয়।

"গব্যং পূর্ব্বাহ্নকালে স্যাদপরাহ্নে তু মাহিষং।
ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং যদ্বা সাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বদা॥" (রাজনি°)

দুগ্ধ সকল সময়েই তপ্ত করিয়া পান করিতে হইবে। দুগ্ধের সহিত মৎস্য, মাংস, গুড়, মুদ্গ ও মূলক ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ হয়, শাক ও জাম্ববরসাদির সহিত সেবন করিলে আশু মৃত্যু হয়।

শাক, অম্ল, পল, পিণ্যাক, কুলথ, লবণ, আমিষ, করীর, দধি ও মাষ মিশ্রিত হইলে দুগ্ধ বিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ এই সকল মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন অহিতকর।

"শাকাম্লপলপিণ্যাককুলথলবণামিষৈঃ।
করীরদধিমাষৈশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীরং বিরুধ্যতে॥" (রাজবল্লভ)

দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। জ্বাল দিবার পর তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সেই দুগ্ধকে অতপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে; এই দুগ্ধ দূষিত হয়। দুগ্ধে চতুর্থভাগ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়। দুগ্ধের সর বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, বলকর, তেজস্কর, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও স্বাদু, পরিপাকে মধুর, রক্তপিত্তনাশক ও গুরু-পাক। দুগ্ধাম্র চক্ষুর্হিতকর, বলকর, পিত্তনাশক ও রসায়ন। পর্য্যুষিত দুগ্ধ অর্থাৎ বাসী দুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভী ও দুর্জ্জর।

গাভীর দুগ্ধ প্রসবের পর ৭ দিন না যাইলে পান করিতে নাই।

দুগ্ধকূপিকা (স্ত্রী) দুগ্ধকূপঃ সাধনত্বেন অস্ত্যস্যা ইতি দুগ্ধ-কূপ ঠন্‌-টাপ্‌। পিষ্টক বিশেষ। ভাবপ্রকাশে প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে;—পাককুশল ব্যক্তি ছানার সহিত তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা দৃঢ় কূপিকা প্রস্তুত করিয়া ঘৃতের সহিত সম্যক্ পাক করিবে। অনন্তর ঐ কূপিকার মধ্যদেশ মধ্যে ঘনদুগ্ধ অর্থাৎ ক্ষীর দ্বারা পূরণ করিয়া ময়দা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে উহাকে তপ্ত ঘৃতে পাক করিয়া কর্পূর-বাসিত করিবে, পরে উৎকৃষ্ট চিনির রসে নিমজ্জিত করিয়া ক্ষণকাল পরে তুলিয়া লইলে তাহাকে দুগ্ধকূপিকা বলা যায়। ইহার গুণ—বলকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, পুষ্টিজনক, শীত-বীর্য্য, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক এবং ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

দুগ্ধতালীয় (ক্লী) দুগ্ধস্য তালায় প্রতিষ্ঠায়ৈ হিতং। দুগ্ধাম্র, ক্ষীরফেন, দুধের সর।

দুগ্ধদা (স্ত্রী) দুগ্ধং দদাতি যা দুগ্ধ-দা ক্বিপ্‌ টাপ্‌। যে দুগ্ধ দেয়।

দুগ্ধপরিমাপক যন্ত্র, (Galacto-meter or lacto-meter) দুগ্ধের গুণাগুণ ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার যন্ত্র বিশেষ। অনেক স্থলেই গোয়ালার নিকট বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় না, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে দুগ্ধস্থ অপরাপর মিশ্রদ্রব্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাদ গন্ধাদি দ্বারাও উহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। দুগ্ধের মধ্যে মাখনের অংশ অথবা ইহাতে মিশ্রিত জলের পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্য দুগ্ধপরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার অতি সহজ। একটী সূক্ষ্ম কাচের নল ১০০ অংশে বিভক্ত। যে দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা ঐ নলে পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধের নবনীতাংশ সমুদায় উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তখন ঐ নবনীত নলের কত অংশ ব্যাপিয়া আছে, তাহা নলের গায়ে চিহ্ন দেখিয়া লইলেই দুধে শতকরা নবনীতের ভাগ বাহির হইল। ডোকেল সাহেব দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য একরূপ বারিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, ইহা দুই ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ২০ অংশে বিভক্ত, বিশুদ্ধ জলে দিলে এই যন্ত্রের ০° চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩৮৩ হয়। এমন কি কোন দ্রব পদার্থে দিলে ২০° চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। দুগ্ধ নির্জ্জল হইলে ঐ যন্ত্র ১৪০ অংশ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ডুবে। বলা বাহুল্য দুধে আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। জল মিশাইলেই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস হয়, সুতরাং দুগ্ধপরিমাপক যন্ত্র অধিক ডুবিয়া যায়।

দুগ্ধপাচন (ক্লী) পচ্যতে ইস্মিন্নিতি পচ অধিকরণে ল্যুট্। দুগ্ধ পাকের পাত্র, যাহাতে দুগ্ধ পাক করা যায়। পর্য্যায়—বল্লক।

দুগ্ধপাষাণ (পুং) দুগ্ধং ক্ষীরং পাষাণ-ইব কঠিনং যস্য। বৃক্ষবিশেষ, শিরগোলা, পর্য্যায়—দুগ্ধপাষাণক, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরী, গোমেদসন্নিভ, বজ্রাভ, দীপ্তিক, দুগ্ধী, ক্ষীরকব। ইহার গুণ—রুচিকারক, ঈষদুষ্ণ, জ্বর, পিত্ত, হৃদ্রোগ, শূল, কাস ও আধ্মান-বিনাশক।

দুগ্ধপুচ্ছী (স্ত্রী) দুগ্ধবৎ শুভ্রং পুচ্ছং মূলদেশো যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, দুগ্ধপেয়া, পর্য্যায়—সেবকালু, নিশাভজা, নসহরী। (শব্দচ°)

দুগ্ধপোষ্য (ত্রি) দুগ্ধেন পোষ্যঃ। ১ যাহারা কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবিত থাকে। ২ শিশু।

দুগ্ধফেন (পুং) ১ দুগ্ধস্য ফেন ইব ফেনো যস্য। ১ ক্ষীরহিণ্ডীর, পর্য্যায়—শার্কর। (রাজনি°) ২ দুধের ফেনা।

দুগ্ধফেনী (স্ত্রী) দুগ্ধবৎ শুভ্রঃ ফেনোযস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—পয়ঃফেনী, ফেনদুগ্ধা, পয়স্বিনী, সূতারি, ব্রণকেতুঘ্নী, গোজাপর্ণী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল, বিষব্রণনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

দুগ্ধবন্ধক (পুং) দুগ্ধার্থং বন্ধঃ ততো কন্। দুগ্ধদোহনের জন্য গোবন্ধ। "শীতদুগ্ধাতু ধেনুস্তা সংস্থিতা দুগ্ধবন্ধকৈঃ। (হেম° ৪।৩৩৬)

দুগ্ধবীজা (স্ত্রী) দুগ্ধবৎ শুভ্রং বীজং যস্যাঃ। যবনালাদ্য তণ্ডুল, চিপিট। ইহার গুণ—সুমধুর, দুর্জ্জর, বীর্য্য ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

দুগ্ধসমুদ্র (পুং) সমুদ্রবিশেষ। সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে একটী সমুদ্র।

দুগ্ধাক্ষ (পুং) দুগ্ধবৎ শুভ্রং অক্ষং নেত্রং চিহ্নবিশেষো যস্য। উপল বিশেষ।

দুগ্ধাব্ধি (পুং) দুগ্ধ সমুদ্র।

দুগ্ধাব্ধিতনয়া (স্ত্রী) দুগ্ধাব্ধেস্তনয়া। লক্ষ্মী।

দুগ্ধাম্বুধি (পুং) দুগ্ধ সমুদ্র।

দুগ্ধাশ্মন্ (পুং) দুগ্ধং ক্ষীরং অশ্মা প্রস্তর ইব কঠিনং যস্য। দুগ্ধপাষাণ।

দুগ্ধিকা (স্ত্রী) দুগ্ধং নির্য্যাসো বহুলতয়া বিদ্যতে যস্যাঃ দুগ্ধ-ঠন্ টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ, দুধী দুধ্যাক্ষীব। পর্য্যায়—স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরাবী, ক্ষীরিণী, দুগ্ধী, ক্ষীরী, ক্ষীরাম্বিকা। (শব্দর°) ইহার গুণ—উষ্ণ, গুরু, রুক্ষ, বাতল, গর্ভকারক, স্বাদুক্ষীর, কটু, তিক্ত, মলমূত্রোপসর্গকারক, পটু, স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বলকর এবং কফ, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক।

২ গন্ধিকাবৃক্ষ, ইহার পর্য্যায়—উত্তমা, যুগ্মফলা, উত্তমফলিনী। (রত্নমালা)

দুগ্ধিন্ (ত্রি) দুগ্ধমস্ত্যস্ত ইনি। ক্ষীরবৃক্ষ।

দুগ্ধিনিকা (স্ত্রী) রক্তাপামার্গ, লালঅপাঙ্গ।

দুগ্ধী (স্ত্রী) দুগ্ধং ক্ষীরং বহুলতয়া অস্ত্যস্যাঃ ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্ গৌরাদি° ঙীষ্। ক্ষীরাবী, পর্য্যায়—উত্তমা, দুগ্ধিকা, দুগ্ধী, ফলোত্তমা, ফলিনী, দুগ্ধপাষাণ। (রাজনি°)

দুঘ (ত্রি) দুহ-ক হস্য ঘ। দোহনকর্ত্তা। "কামদুঘা গৌঃ" (সিদ্ধান্তকৌ°) এইরূপ প্রয়োগ কোন উপপদ থাকিলেই হয়, অন্যথা হয় না, যেমন কামদুঘা। এই স্থলে কাম উপপদ থাকায় এই প্রয়োগ সাধু। আর যে স্থলে উপপদ থাকিবে না অর্থাৎ দুঘ এই পদের পূর্ব্বে কোন শব্দ থাকিবে না, সেই স্থলে এইরূপ প্রয়োগ হইবে না।

দুঙ্গাগালি, পঞ্জাব প্রদেশস্থ হাজারা জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যাবাস। গ্রীষ্মকালে য়ুরোপীয়গণ এখানে আসিয়া কিছুদিন বসবাস করেন।

দুচ্ছক (পুং) দু-উপতাপে ভাবে কিপ্, দুক্ চ দুঃ উপতাপঃ

তুমিবারণে শক্লোতীতি শক-পচাদ্যচ্ । মুরা নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ, বিহারাম্ববকাশক।

দুচ্ছুন (ত্রি) দুষ্ট উচ্ছুনঃ প্রাদিসং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দুষ্ট উচ্ছুন। দুচ্ছুন ভূশাদিক্যঙ্। "কিমস্মান্ দুচ্ছুনায়সে।" (ঋক্ ১।৫৫।৩) 'দুচ্ছুনায়স বাধসে।' (সায়ণ)

দুচ্ছুন্ (পুং) দুষ্টঃ শ্বা প্রাদিসমাসঃ পৃষোদরা° সাধু। দুষ্ট কুক্কুর। "আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং।" (শুক্ল যজু° ১৯।৩৮) 'দুষ্টাশ্চ তে শ্বানশ্চ তেষাং।' (বেদদীপ)

দুজনা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৮। ৩৯´১৫´´ হইতে ২৮° ৪২´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ হইতে ৭৭°৪৩´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার নবাব মহম্মদ সাদত আলী খাঁ আফগানবংশীয়। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক আবদুল সমন্দ খাঁর কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রদিগকে আজীবন ভোগ করিবার জন্ত এই স্থান প্রদান করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরজেনারল এক চিরস্থায়ী সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সময় হরিয়াণা জেলাস্থ কএকটী জমিদারী এই সনন্দের অন্তর্গত হয়। পরে সেই কতকগুলি গ্রামে জমিদারীর পরিবর্ত্তে আবদুল সমন্দ রোহতক জেলাস্থ দুজানা ও মেহানা গ্রাম গ্রহণ করেন। দুজানা গ্রাম দিল্লী হইতে ৩৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার নবাব কার্য্যকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে দুইশত অশ্বারোহী দ্বারা সাহায্য করিতে বাধ্য। এই রাজ্যের ভূপরিমাণ ১১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

দুটা (দেশজ) দুই।

দুটী (দেশজ) দুই।

দুটাখানি (দেশজ) অল্প পরিমাণ।

দুড়ি (স্ত্রী) দুলি লস্য ডঃ। দুলি, কচ্ছপী।

দুড়ুমদাম, দুড়ুমদাড়ুম (দেশজ) গোলাগুলি নিঃক্ষেপ কিংবা দ্বারে আঘাত করার স্তায় শব্দ।

দুণ্ডুক (ত্রি) দুণ্ডুভ ইব কায়তি কৈ-ক পৃষো° ভলোপঃ। দুষ্টচিত্ত।

দুণ্ডুভ (পুং) দ্রোড়তি মজ্জতি ক্রড় মজ্জনে উ ভ দুন রলোপশ্চ। (উভঃ কিৎ কুদিত্রড়িভ্যাং কন্বুণোরলোপশ্চ। উণ্ ১।৪৪০) ইত্যুণাদিকোবটীকাধৃতসূত্রাৎ সাধু। ডুণ্ডুভ সর্প, ঢোঁড়া সাপ। "শয়মীনাং মহারৌদ্রাং গ্রাস শক্ত্যগ্র দুণ্ডুভাং।" (ভারত ৬।১৫৪।১৭০)

দুণ্ডুভি (পুং) দুন্দুভি পৃষো° সাধু। দুন্দুভি।

দুত (ত্রি) দু-উপতাপে ক্ত। পীড়িত।

"বৃহদ্ভয়া দুতয়া।" (মাঘ) 'দু-গতৌ' এই অর্থে দুধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'দূন' এইরূপ পদ হইবে।

দুদাহি, উ-প প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে রাম-সাগর নামক একটী হ্রদের ধারে ও দুজরিয়া নামক গিরি-দুর্গের প্রায় অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

এখানকার প্রভূত ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টে এই গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামসাগরের তীরে এখানকার অতীত কীর্ত্তির বিশিষ্ট নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে।

এখানকার বরাহমন্দির ও ব্রহ্মার মন্দির উল্লেখযোগ্য। ভারতে ব্রহ্মার মন্দির অতি বিরল, কিন্তু এখানকার সুগঠিত ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত মন্দিরটী সেই অভাব মোচন করিয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মার পৌত্র দেবলব্ধি কর্ত্তৃক প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী জগমোহন, ভোগমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ এই তিন অংশে বিভক্ত। গর্ভগৃহটী অন্ধকারময়। এই গৃহের মধ্যস্থলে দ্বারের নিকট নবগ্রহ-রক্ষিত হংসোপরি চতুর্মুখ ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজিত। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরের ছয় খানি শিলালিপি এই মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে।

এই গ্রামে দুইটী ভগ্ন জৈনমন্দির পড়িয়া আছে। ইহার একটীতে এখনও ৮হাত উচ্চ একটী দিগম্বর জিন মূর্ত্তি রহি-য়াছে। অপরটীতে পূর্ব্বে ২৪টী তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ব্রাহ্মণদিগের উৎপাতে জৈনমূর্ত্তিগুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

গ্রাম হইতে একপোয়া পথ পশ্চিমে 'বণিয়া কা বরাৎ' নামে এক জঙ্গল পড়িয়া আছে। এই জঙ্গলের মধ্যেও অনেক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

চন্দেল্লরাজ সল্লক্ষণসিংহের একখণ্ড খোদিত লিপিতে এই স্থান 'দুগ্ধকুপ্যগ্রাম' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

দুদুয়া, জলাইগুড়ী জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। গয়েরকাটা ও ননাই নদীর মিলনে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদীতীরে গবর্মেণ্টের খাস বনবিভাগের কাষ্ঠাদি বিক্রয়ের একটী আড়ত আছে। এই নদীর আবার কএকটী উপনদী আছে, যথা—গুলন্দী, কাপুয়া, রেহতী, বড়বাক, দেমদেমা, ভাসাতি। সকল গুলি ভুটানস্থ গিরিমালা হইতে বাহির হইয়াছে।

দুখোখাদবীয় (পুং) নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশ বিষয়ে যোগভেদ।

"বীর্য্যান্বিতৌ কার্য্যবিলগ্ননাথৌ স্বস্থাদিগেনাস্তভয়ো যুনক্তি। অস্তৌ যদা যৌ বলিনৌ তদাস্তসহায়তঃ কার্য্যমুশন্তি সন্তঃ॥" (নীলকণ্ঠতাজিক)

লগ্নাধিপতি বা কার্য্যাধিপতি বলবান্ হইয়া স্বক্ষেত্রাদি-স্থিত কোন গ্রহের সহিত ইথশালী হইলে এই যোগ হয়।

অঙ্গের সাহায্যে শুভফল প্রদান করে। পক্ষান্তরে যদি লগ্নাধিপতি বা কার্য্যাধিপতির সহিত অন্য বলবান্ গ্রহদ্বয়ের ইথশাল হয়, তাহা হইলে এই যোগ শুভ ফলপ্রদ হইবে।

দু (ত্রি) দুৎ উপতাপঃ তং দদাতি দা-ক। যাতনাদায়ক।

দুদিক্ (দেশজ) দুই দিক্, দুই পক্ষ।

দুদুহ (পুং) অনুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩২ অঃ)

দুদ্রুম (পুং) দুর্ দুষ্টোদ্রুমঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ। হরিৎ পলাণ্ডু, সবুজবর্ণ পেঁয়াজ।

দুধ (দেশজ) দুগ্ধ।

দুধকলমা (দেশজ) হৈমন্তিক ধান্য বিশেষ।

দুধকলমী (দেশজ) লতাবিশেষ।

দুধকুশী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Convolvulus turpatham)

দুধকোরেয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Trichosanthes anguina)

দুধচাঁপা (দেশজ) চম্পকভেদ।

দুধতোলা (দেশজ) দুগ্ধোত্তলন। পেটে অম্ল হইলে ছেলেরা দুধ তুলিয়া ফেলে।

দুধদাঁত (দেশজ) শিশুদিগের প্রথমোদ্গত দন্ত।

দুধপিটলী (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Dolichos lignosus)

দুধপুর, বোম্বাই প্রদেশের রেবাকাম্বার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২ বর্গমাইল মাত্র। এখানকার সর্দার রাঠোর রাজপুত। বরদায় গাইকবাড়কে ৩০৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়।

দুধরুজ, গুজরাটের ঝালাবারপ্রান্তের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। দুইখানি মাত্র গ্রাম লইয়া এই বিষয়। আয় প্রায় ১৮৩৪০৲, তন্মধ্যে ১১০০৲ টাকা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে এবং ৯৭৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

দুধলতা (দেশজ) ক্ষীরীবৃক্ষ।

দুধাধারী, এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইহারা কেবল মাত্র দুগ্ধপান করিয়া শরীর রক্ষণ করেন।

দুধি (ত্রি) দুধি হিংসাকর্ম্ম ইতি ভাষ্যোক্তেঃ দুধ-হিংসায়াং কি। ১ হিংসক। "দুম গৃভে দুধয়ে হর্কতে।" (ঋক্ ৬।৩৬।২) 'দুধয়ে হিংসকায়।' (সায়ণ) উপচারহেতু দুর্দ্ধর এই অর্থও হইবে। "দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানসা।" (ঋক্ ১০।১০২।৬) 'দুধেঃ দুর্দ্ধরস্য' (সায়ণ)

দুধিত (ত্রি) ক্ষুভিত, বিরক্ত।

দুধিক্ষু (পুং) দুগ্ধেক্ষু।

দুধিয়া (দেশজ) ১ দুগ্ধপোষ্য। ২ দুগ্ধযুক্ত।

দুধ্র (ত্রি) দুধ বাহু° রক্। দুষ্টং বা ধারয়তি, ধৃক পৃষোদরাদি° সাধুঃ। ১ হিংসক। ২ প্রেরক। ৩ দুর্দ্ধর। ৪ দুর্দ্ধর্ষ। ৫ দুষ্টব্যবস্থাপক। "দুধ্র আভূতু রামহরি বামনি।" (ঋক্ ১।৫৬।৩) 'দুধ্রঃ দুষ্টানাং ধর্ত্তা, ব্যবস্থাপয়িতা বা' (সায়ণ) "দুধ্রকৃতো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১১) 'দুধ্রকৃৎ দুধ্রং দুষ্টং নাষ্টৈঃ দুর্দ্ধর্ষং বা আত্মনা' (সায়ণ)

দুধ্রকৃৎ (ত্রি) দুষ্ট কার্য্যকারী।

দুধ্রবাচ্ (ত্রি) দুষ্ট কথা, না বুঝিয়া মন্দকথা বলা।

দুন্ (দেশজ) শীঘ্র।

দুন (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুনা (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুনিয়া (আরবী) পৃথিবী, জগৎ।

দুনিয়াদার (পারসী) পার্থিব বা সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত।

দুনিয়াদারী (পারসী) পার্থিব কার্য্যসম্বন্ধীয়।

দুনুগী (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুন্দম (পুং) দুন্দ ইত্যব্যক্তশব্দেন মণতি শব্দায়তে ইতি মণ শব্দে ড। দুন্দুভি। (শব্দর°)

দুন্দু (পুং) ১ বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের পিতা। ২ দুন্দুভিবাদ্য।

দুন্দুভ (পুং) দুন্দু ইত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। দুন্দুভিবাদ্য।

দুন্দুভি (পুং) দুন্দু ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতীতি ভা বাহুলকাৎ কি। বৃহৎ ঢক্কা, পর্য্যায়—ভেরী, আনক।

"আকাশে দুন্দুভীনাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ।"

(ভারত ১।১২৩।৪৭)

২ বরুণ। ৩ দৈত্যভেদ, দানববিশেষ।

"অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ।

শঙ্কুকর্ণৌ বিদারশ্চ গবেষ্ঠো দুন্দুভি স্তথা॥" (হরিবংশ ৩।৮১)

৪ রাক্ষসভেদ। ৫ বাদ্যবিশেষ। ৬ বিষ। ৭ কুকুরবংশীয় অন্ধকের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।২০) ৮ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতির পুত্রের অন্যতম। ৯ ক্রৌঞ্চদ্বীপের দেশভেদ।

(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৬ অঃ)

১০ পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।১৩) ১১ অসুরবিশেষ।

"মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বজোদুন্দুভেঃ সুতঃ।

তেন তস্য মহদ্বৈরং বালিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা॥" (রামা ৪।৯।৪)

মহিষরূপী দানব, বালী ইহাকে বধ করিয়া ইহার দেহ ঋষ্য-মূখে ক্ষেপণ করে, সেই অবধি মহর্ষি মতঙ্গের শাপে বালী আর ঋষ্যমুখে আসিতে পারিত না। (রামায়ণ কি° ১১ সর্গ) (স্ত্রী) ১২একজন গন্ধর্ব্বী, ব্রহ্মার আদেশে মন্থরা হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহারই উদ্যোগে রামের বনবাস হয়। (ভারত বন ২৭৫ অ°) ১৩ অক্ষবিশেষ, পাশক, অন্নবিন্দু ত্রিকযুত। ১৪ একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

দুন্দুভিক (পুং) কীটভেদ। [কীট দেখ।]

দুন্দুভিনির্হ্রাদ (পুং) দুন্দুভেরিবনির্হ্রাদো যস্য। দানবভেদ। (জম্বপু°)

দুন্দুভিষেণ (পুং) দুন্দুভিঃ সেনায়াং যস্য, সুষাম্নাদি° ষত্বং। নৃপভেদ।

দুন্দুভিস্বন (পুং) দুন্দুভের্বাদ্যভেদস্য স্বনোযত্র বিষচিকিৎ-সায়াং। সুশ্রুতোক্ত বিষচিকিৎসাভেদ। "অথাতো দুন্দুভি-স্বনীয় মধ্যায়াং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইত্যাদি" (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৭ অঃ)। বচ, (ধোয়াগাছ) অশ্বকর্ণ, (লতাশাল) তিনিশ, পিচুমর্দ্দ (নিম্ব), পাটলী (পারুল), পারিভদ্রক, আম্র, উডু-ম্বর, করহাট, ককুভ, সর্জ্জক, আম্রাতক, শ্লেষ্মাতক, অক্ষোট, আমলক, প্রগ্রহ, কুটজ, শমী, কপিথ, অশ্মান্তক, চিরবিল্ব, মহা-বৃক্ষ, মুহীবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ, শোনাগাছ, মধুর, রক্তসজিনা শাক, গোজী, মূর্ব্বা, তিলক, গোক্ষুরক, গোপঘণ্টা, অরিমেদ এই সকলের ভস্ম গোমূত্র সহযোগে ক্ষার প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে স্রাবিত করিয়া অর্থাৎ ছাকিয়া পাক করিতে হইবে। পরে পিপ্পলীমূল, তণ্ডুলীয়ক, অম্লবেতস, চোচক, গুড়ত্বক্, মঞ্জিষ্ঠা, করঞ্জিকা, গজপিপ্পলী, মরিচ, উৎপল, শ্যামা-লতা, বিড়ঙ্গ, ঝুল, অনন্তমূল, সোমলতা, তেউড়ী, কুঙ্কুম, শাল-পর্ণী, কেওড়া, শ্বেতসর্ষপ, বরুণবৃক্ষ, সৈন্ধবলবণ, পাকুড়, হিজ্জলবৃক্ষ, গাবভেরাণ্ডা, বেতস, মূষিকপর্ণী, ছাতিমের ডাঁটা, হাতিশুঁড়া; আতইচ, পঞ্চশিরা, হরীতকী, ভদ্রদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বচ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য সেই ক্ষারে প্রক্ষেপ করিবে। এই ক্ষার দ্বারা দুন্দুভিপতাকা ও তোরণাদি লেপন করিবে। তাহাদিগের শ্রবণ, দর্শন বা স্পর্শে বিষ নষ্ট হয়। শর্করাশ্মরী, অর্শ, বায়ুজন্য গুল্ম, কাস, শূল, উদরী, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি ও সকলপ্রকার শোক ও শ্বাস এই সকল রোগেও সেবন করান যায়। ইহা সকল প্রকার বিষের প্রতি কারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (সুশ্রুত দুন্দুভিস্বনীয় চিকিৎ-সিতাধ্যায়)

দুন্দুভিস্বর (পুং) দুন্দুভির শব্দ।

দুন্দুভিস্বররাজ (পুং) কএকজন বুদ্ধের নাম।

দুন্দুভ্য (পুং) দুন্দুভৌ দানবভেদে বিষে বাদ্যভেদে বা ভবঃ প্রভবোবা যৎ। ১ রুদ্রভেদ। 'নমোদুন্দুভ্যায় বক্তায়' (শুক্ল যজু° ১৬।৩৫) দুন্দুভয়ে তদ্বাদনায় সাধু যৎ। ২ দুন্দুভিবাদন সাধনযন্ত্রভেদ। "ঐন্দ্রাঃ ঋত্বিজস্ত চক্রদুন্দুভ্যাঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।৩।১৭) 'ঋত্বিয়স্ত চক্রারোহণে দুন্দুভের্বাদনযন্ত্রা ঐন্দ্রা ভবন্তি' (কর্ক)।

দুন্দুমার (পুং) ধুন্ধুমার পৃষোদরা° সাধুঃ। ধুন্ধুমার। (শব্দার্থকল্প°)

দুকানিকুথ (স্ত্রী) নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশযোগ ভেদ।

"মন্দঃ স্বতোচ্চাদিপদে স্থিতশ্চেৎ
পদোনবীর্য্যেণ কৃতেত্থশালঃ।
তত্রাপি কার্য্যং ভবতীতি বাচ্যং
বক্রাদি নির্ব্বীর্য্য পদে ন চেৎ স্যাৎ॥" (নীলকণ্ঠোক্ত তাজিক)

মন্দগতিগ্রহ স্বোচ্চ স্বক্ষেত্রাদিরহিত হইয়া শীঘ্রগতি গ্রহের সহিত ইথশাল যোগবিশিষ্ট হইলে, যদি উক্ত শীঘ্রগতি গ্রহ অস্তগত, নীচগত বা বক্রগত না হয়, তবে এই যোগ হয়। এই যোগ কার্য্য সিদ্ধিকারী, এই যোগের নাম 'দুকালিকুথ' এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

দুপর (দেশজ) দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি।

দুপরেমণি (দেশজ) সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ, ইহার পুষ্প মধ্যাহ্নে প্রস্ফুটিত হয়।

দুপাটী (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

দুবরাজপুর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩°৪৭'৩৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২৫' পূঃ। এখানে মুনসফী আদালত, থানা, নানা খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসাদি বিক্রয়ের এক বৃহৎ বাজার আছে। এখানে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর তীরে বিস্তর তালগাছ দেখা যায়। ঐ সকল তালগাছ হইতে যথেষ্ট তাড়ী সংগৃহীত হইয়া থাকে। নগরের দক্ষিণাংশে দানাদার পাথরের এবং কাল অভ্রের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া পরিষ্কার দিনে পার্শ্বনাথ, রাজমহল ও পঞ্চকূট পাহাড় নয়নগোচর হয়। এই পাহাড়ের উপর পাথর কাটিয়া একটী সুন্দর শিবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

দুমকা, নয়া, (দুমকা) ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণা জেলার সদর সব্‌ডিভিজন। পরিমাণ ফল ১৪২৬ বর্গমাইল।

২ সাঁওতাল পরগণা জেলার ও ঐ জেলার নয়াদুমকা সব্‌ডিভিজনের সদর। অক্ষা° ২৪°১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৮৭°১৭' ৩০" পূঃ। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা হইতেই দুমকার ইংরাজ গবর্মেন্টের থানার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুমকা বীরভূমের অধীন একটী ঘাটোয়ালী থানা ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজমহল পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন জন্য ইহাকে ভাগলপুরের অধীন একটী "কোহিস্থানী" থানা করা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার নাম দুমকা বলিয়াই শুনা যায়, ঐ বৎসর সাঁওতাল হাঙ্গামার সময় এস্থানের ছাউনির ইংরাজ সেনানী ইহাকে নয়া দুমকা বলিয়া বর্ণনা করেন। এখনও লোকে সচরাচর কেবল দুমকা বলিয়া থাকে, কচিৎ নয়া দুমকা নাম ব্যবহৃত হয়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দুম্‌কা 'সাঁওতাল পরগণা' জেলার সদর হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ জেলার প্রত্যেক সব্‌ডিভিজন স্ব স্ব প্রধান এক একটী জেলা হইলে দুম্‌কা কেবল দুম্‌কা সব্-ডিভিজনের সদর থাকে, পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জেলা মিলিত হইলে দুম্‌কা পুনরায় সমস্ত সাঁওতাল পরগণার সদর হইল। এখানে জেলা সংক্রান্ত কাছারী প্রভৃতি আছে। মোড় নদীতীরে ইহার বাজার অবস্থিত; বাজার তত উৎকৃষ্ট নহে।

দুপাটী (দেশজ) একপ্রকার ছোট ফুলের গাছ। (Impatiens Balsamina)

দুপেঁচা (দেশজ) যাহার দুইটী পেঁচ আছে।

দুফাক (দেশজ) দ্বিধা।

দুবার (দেশজ) দুইবার।

দুভাষিয়া (দেশজ) যাহারা দুইপ্রকার ভাষা বলিতে পারে।

দুমুখ (দেশজ) ১ যাহার দুই দিকে মুখ। ২ সর্পভেদ।

দুমুড়ি (দেশজ) ১ দুমুখ। ২ বাঁকা।

দুমেটিয়া, দুমেটম (দেশজ) দুইবার মৃত্তিকা প্রদত্ত। ইহা কেবল মৃত্তিকাদ্বারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্যবহৃত হয়।

দুমৃড়া (দেশজ) বাঁকান।

দুম্বক (পুং) দুম্বা, মেষভেদ।

দুম্বাভেড়া (দেশজ) মেষবিশেষ।

দুয়ার (দেশজ) দ্বার, দরজা।

দুর্ (স্) (অব্য) দু-রুক্ সুক্ বা। ১ দুষ্ট। ২ নিন্দা। ৩ নিষেধ। ৪ দুঃখ। ৫ ঈষদর্থ। ৬ কৃচ্ছ্রার্থ। ৭ ক্লেশ। ৮ অসম্পত্তি। ৯ সঙ্কট। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে দুর্ বা দুস্ শব্দ উপসর্গ হয়।

দুর্ (ত্রি) দৃ-ক্বিপ্। দ্বার। "দুরোদূত্যাজ্ঞয়ং" (ঋক্ ১।১২৮।৫) 'দ্বাদুরঃ যজ্ঞগৃহদ্বারা' (সায়ণ)। "দুরোমানুষী দেব আচ" (ঋক্ ৫।৪৫।১) 'মানুষীমনুষ্যসম্বন্ধিনীর্দ্দুরঃ দ্বারঃ।' (সায়ণ)

দুর (ত্রি) দু-বাহ° কুর। দাতা। "দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র" (ঋক্ ১।৫৩।২)। 'দুরোদাতাসি' (সায়ণ)

দুরক্ষ (পুং) দুষ্টো অক্ষঃ প্রাদিস°। ১ কপট পাশক। ২ দুষ্টনেত্র। "অক্ষৈর্দেবপুরুষতাক্ষি প্রশাসয়েতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যো দুরক্ষ ইব হাসঃ" (শত° ব্রা° ৩।১।৪।১০) 'দুরক্ষমেব অক্ষমেন নাশয়তি' (ভাষ্য°)। দুষ্টমক্ষি যস্য বহু সমাসান্তঃ। ৩ তদ্যুক্ত দুষ্টনেত্রযুক্ত। দুষ্টো অক্ষো যস্য। ৪ দুষ্টদ্যূত।

দুরতিক্রম (ত্রি) দুঃখেন অতিক্রম্যতেহসৌ দুর-অতি-ক্রম খল্। ১ যাহা দুঃখে অতিক্রম করা যায়, অলঙ্ঘনীয়, যাহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ২ অজেয়। "সর্ব্বস্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমং।" (মনু) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।[illegible])

দুরত্যয় (ত্রি) দুঃখেন অতীয়তে দুর্-অতি ই-খল্। ১ দুরতিক্রমণীয়। ২ দুস্তর। "বর্গমার্গপরিধো দুরত্যয়ঃ" (রঘু°)

দুরত্যেতু (ত্রি) দুর্-অতি-ই-কর্ম্মণি তুন্। দুরতিক্রমণীয়। "তাভূরি পাশাবনৃতস্য সেতূ দুরত্যেতূ রিপবে মর্ত্যায়" (ঋক্ ৭।৬৫।৩) 'দুরত্যেতূ দুরতিক্রমণীয়ৌ' (সায়ণ)

দুরদৃষ্ট (ক্লী) দুর্ দুষ্টং অদৃষ্টং। দুর্ভাগ্য, পাপ। মন্দভাগ্য। পাপকার্য্য দ্বারা দুরদৃষ্ট জন্মে, যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার একটী সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে 'অদৃষ্ট' এইপদে অভিহিত করা যায়; ঐ অদৃষ্ট শুভাশুভ কর্ম্মসাধ্য। শুভকর্ম্ম করিলে অর্থাৎ পুণ্য কার্য্য করিলে শুভাদৃষ্ট ও পাপকার্য্য করিলে দুরদৃষ্ট হয়, এইজন্য পাপই একমাত্র দুরদৃষ্টের কারণ। [অদৃষ্ট দেখ।]

দুরদ্মনী (স্ত্রী) অদ-ভাবে মনিন্ বা ঙীপ্ দুষ্টা অদ্মনী প্রাদিস°। দুর্ভোজন। "পাহি দুরদ্মন্যা অবিধং নঃ পিতুং।" (শুক্লযজু ২।২০) 'অদনমদ্মনী দুষ্টা অদ্মনী দুরদ্মনী দুর্ভোজনং ততঃ মাং পাহি।" (বেদদীপ°)

দুরধিগ (ত্রি) দুঃখেন হধিগম্যতে হসৌ দুর-অধি-গম বাহ° কর্ম্মণি ড। ১ দুষ্প্রাপ্য। ২ দুর্জ্ঞেয়।

দুরধিগম (ত্রি) দুঃখেন অধিগম্যতে দু-অধি-গম কর্ম্মণি খল্। ১ দুষ্প্রাপ্য। ২ দুর্জ্ঞেয়।

দুরধিষ্ঠিত (ত্রি) দুর্ অধি-স্থা-ক্ত। ১ নিতান্ত মন্দভাবে সম্পাদিত। (পুং) ২ অনুপযুক্ত গৃহাধিষ্ঠান।

দুরধীত (ক্লী) দুষ্টং অধীতং প্রাদিস°। দুষ্টাধ্যয়ন, মন্দাধ্যয়ন।

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
সোহনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥" (মহাভাষ্য)

যাহা অধীত হইয়াছে, অথচ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জানা হয় নাই, বলিবারও শক্তি নাই, অগ্নি ব্যতিরেকে যেমন শুষ্ককাষ্ঠ প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ দুরধীত বিদ্যাও কোন ফলদায়ক হয় না।

দুরধ্যয় (ত্রি) দুঃখেন অধীয়তে দুর-অধি-ই খল্। অধ্যয়ন করিতে অশক্য। যাহা অনায়াসে অধ্যয়ন করিতে পারা যায় না। যাহা পড়িয়া উঠা কঠিন।

দুরধ্যবসায় (পুং) দুর্ দুষ্টঃ অধ্যবসায়ঃ। মন্দ কার্য্যে চেষ্টা বা দৃঢ় যত্ন।

দুরধ্ব (পুং) দুষ্টো অধ্বা প্রাদি সমাসঃ অচ্ সমা°। দুষ্টবর্ত্ম, খারাপ পথ।

দুরনুপালন (ত্রি) পালন করা অতি কঠিন।

দুরনুবোধ (ত্রি) যাহা স্মরণ করাও কঠিন।

দুরনুষ্ঠিত (ত্রি) দুর্ অনু-স্থা-ক্ত। যাহা দুঃখে অনুষ্ঠান করা যায়।

দুরনুষ্ঠেয় (ত্রি) দুর্-অনু-স্থা-যৎ। কষ্টে অনুষ্ঠানযোগ্য।

দুরন্ত (ত্রি) দুষ্টো হন্তো অবসানং যস্ত। মৃগয়া-দ্যূত-পানাদি-ব্যসন, যাহার অবসান অতিশয় অশুভজনক। যাহা প্রথমে আপাত রমণীয় বোধ হয়, পরে অতিশয় দুঃখ প্রদান করে।

ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু)

ব্যসনসমূহ অতিশয় দুরন্ত, ইহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। দুর্জ্ঞেয়ো হন্তঃ পরিচ্ছেদো যস্ত। ২ দুর্জ্ঞেয়। ৩ গভীর। ৪ দুরতিক্রমণীয়।

"নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি! বিরহিজনস্ত দুরন্তে।" (গীতগোবিন্দ)

দুরন্তক (পুং) দুরন্ত-কপ্। ১ অসদ্ধামর্য্যাদ। ২ শিব।

"দুর্বিজ্ঞেয়ো মহাদেবো দুরাধায়ো দুরন্তকঃ।" (ভারত অনু ৪১ অঃ)

দুরন্বয় (ত্রি) দুঃখেন অন্বীয়তে হসৌ দুর্ অনু ই কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা অনুগমনীয়।

দুরন্বেষ্য (ত্রি) কষ্টে যাহার অনুসন্ধান করা যায়।

দুরভিগ্রহ (পুং) দুঃখেন আভিমুখ্যেন গৃহ্যতে হসৌ দুর্-অভি গ্রহ খল্। ১ অপামার্গ। (ত্রি) ২ দুঃখ দ্বারা গ্রাহ্য। (স্ত্রী) ৩ দুরালভা। ৪ কপিকচ্ছু। (রাজনি°)

দুরবগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন অবগৃহ্যতে নিগৃহ্যতে হসৌ দুর্ অব-গ্রহ কর্ম্মণি খল্। কষ্টদ্বারা অনিগ্রাহ্য।

"বংশাগতো রিপুর্যস্ত বিচলেৎ দুরবগ্রহঃ।" (কামন্দকী)

দুরপচার (ত্রি) যাহাকে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত করা যায় না।

দুরপনেয় (ত্রি) দুঃখেন হপনীয়তে হসৌ দুর্-অপ-নী যৎ। যাহা দূরীকরণ করা দুঃসাধ্য, যাহা অপনয়ন করা কঠিন।

দুরবগত (ত্রি) দুর্ অব গম-ক্ত। যাহা দুঃখে জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা দুঃখে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দুরবগম (ত্রি) দুর-অব-গম-খল্। দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য।

দুরভিগাহ (ত্রি) দুষ্প্রবেশ্য, জটিল, দুর্ব্বোধ।

দুরবগ্রাহ্য (ত্রি) দুঃখেন অবগৃহ্যতে হসৌ দুর-অব-গ্রহ-ণ্যৎ। দুঃখ দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়।

দুরববোধ (ত্রি) দুঃখেন অববুধ্যতে হসৌ দুর-অব-বুধ-খলর্থে ঘঞ্। দুর্বোধ্য, যাহা দুঃখে বুঝা যায়।

দুরবরোহ (ত্রি) দুঃখেন অবরুহ্যতে হসৌ দুর-অব-রুহ খলর্থে ঘঞ্। দুরারোহণীয়, যাহা কষ্টে আরোহণ করা যায়।

দুরববদ (স্ত্রী) বিরুদ্ধ বলা বা নিন্দা করার পক্ষে কষ্টকর অর্থাৎ যাহা সহজে মন্দ বলা যায় না।

দুরবস্থ (ত্রি) দুর দুষ্টা অবস্থা যস্ত। যাহার অবস্থা মন্দ, দুর্দশাপন্ন।

দুরবস্থা (স্ত্রী) দুষ্টা অবস্থা প্রাদিস। দারিদ্র্যাদি মন্দা অবস্থা।

দুরবাপ (ত্রি) দুঃখেন অবাপ্যতেহসৌ অব-আপ-খল্। দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।

দুরবেক্ষিত (স্ত্রী) দুষ্টং অবেক্ষিতং। মন্দ দৃষ্টি।

দুরস্যু (ত্রি) দুঃখ দিতে বা অনিষ্ট করিতে ইচ্ছু।

দুরহ্ন (পুং) দুর্ নিন্দিতং অহঃ। দুর্দিন, মন্দ দিন।

দুরাক (পুং) দুনোতীতি দু-ন উপতাপে আকঃ (আকঃ খজাদেঃ সতু কিৎ। উণ্ ১।২১৯) ইতি উণাদিকোষধৃত সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ম্লেচ্ছবিশেষ। ২ ম্লেচ্ছদেশবিশেষ।

দুরাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) দুর্ দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা যস্ত। কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না, দুরপ্রত্যাশী, যে অসম্ভব বিষয়ের প্রত্যাশা করে।

দুরাকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) দুর্ দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা। দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ।

দুরাকৃতি (ত্রি) দুর্ দুষ্টা আকৃতি র্যস্ত। ১ মন্দ আকৃতিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) দুষ্টা আকৃতি। ২ মন্দ আকৃতি, খারাপ আকার।

দুরাক্রন্দ (অব্য) দুঃখেন আক্রন্দ্যতেহসৌ আক্রন্দ-খল্। অতি দুঃখে ক্রন্দন।

দুরাক্রম (ত্রি) দুঃখেন আক্রম্যতেহসৌ দুর-আ-ক্রম-খল্। দুঃখদ্বারা আক্রমণীয়, দুরাক্রম্য।

দুরাক্রাম্য (ত্রি) দুর্ আ-ক্রম-ণ্যৎ। দুঃখদ্বারা আক্রমণীয়, যাহা সহজে আক্রমণ করা যায় না।

দুরাক্রোশ (পুং) দুঃখেন আক্রুশ্যতেহসৌ দুর্-আ-ক্রুশ খলর্থে ঘঞ্। আর্ত্তনাদ, কাতরে ক্রন্দন।

দুরাগত (ত্রি) দুঃখেন আগতঃ। ১ যে অতি কষ্টে আসিয়াছে। ২ যে অতি দুঃখে আসিয়াছে।

দুরাগম (পুং) মন্দ উপায়ে উপার্জ্জন।

দুরাগ্রহ (পুং) দুঃখেন আগৃহ্যতেহসৌ দুঃ-আ-গ্রহ-খল্। মন্দ বিষয়ে আগ্রহ যুক্ত।

দুরাচর (ত্রি) দুঃখেন আচর্য্যতেহসৌ দুর্ আ-চর-খল্। যাহা দুঃখে আচরণ করা যায়। দুশ্চর।

"সোহয়ং চতুর্ণামেতেষামাশ্রমানাং দুরাচরঃ।" (ভারত)

দুষ্টং আচরতি অচ্। ২ দুষ্টাচারযুক্ত।

"সমীরণঃ শ্রোত্রগতোহন্যথা চরঃ
সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
করোতি দোষৈস্ত যথা স্বমাবৃতঃ
সকর্ণশূলো কথিতো দুরাচরঃ॥" (সুশ্রুত)

দুরাচরিত (স্ত্রী) দুঃখেন আচরিতং। যাহা অতি দুঃখে আচরিত হইয়াছে।

দুরাচার (পুং) আচর্য্যতে ইতি চর ভাবে ঘঞ্। দুষ্টঃ আচারঃ। ১ দুষ্ট আচার, বিরুদ্ধ আচরণ, কুব্যবহার, কদাচার।
"প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখাঃ॥" (অধ্যাত্মরামায়ণ)
কলিকালে লোক সকল পুণ্যকর্ম্মবিবর্জ্জিত হইবে এবং সর্ব্বদা মন্দকার্য্যে রত থাকিবে, সকলে সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হইবে। (ত্রি) দুষ্টঃ আচারো যস্য। ২ দুষ্টাচারযুক্ত।
"দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ॥" (মনু)

দুরাঢ্যঙ্কর (ত্রি) দুঃখেন আঢ্যং ক্রিয়তে কর্ম্মোপপদে খল্ মুম্। দুঃখ দ্বারা অনাঢ্য আঢ্যকরণীয়।

দুরাঢ্যম্ভব (স্ত্রী) দুঃখেন অনাঢ্যেন আঢ্যেন ভূয়তে, উপপদে ভাবে খল্-মুম্। দুঃখদ্বারা অনাঢ্যের আঢ্য হওয়া, যাহারা কষ্ট করিয়া দুরবস্থা হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

দুরাত্মতা (স্ত্রী) দুরাত্মনো ভাবঃ দুরাত্মন্-তল্-টাপ্। দুরাত্মার কার্য্য, দুরাত্মার ভাব।

দুরাত্মন্ (ত্রি) দুষ্টঃ আত্মা অন্তকরণং যস্য। দুষ্টান্তঃকরণ, পাপাত্মা, দুষ্ট, অত্যাচারী, নির্দ্দয়।
"যস্তু ধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ॥" (মনু ৮।১৭৪)
যে ব্যক্তি কন্যার দোষ গোপন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, সে দুরাত্মা পদবাচ্য এবং তাহার দান নিষ্ফল হয়।
"যস্তু দোষবতীং কন্যা মনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্য্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ॥" (মনু ৯।৭৩)

দুরাদান (ত্রি) কষ্টে যাহা ধারণা করা যায়।

দুরাধন (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি° ৬৭ অঃ)

দুরাধর (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অ°)

দুরাধর্ষ (পুং) দুষ্টান্ রাক্ষসান্ আধর্ষতি দুর্ আ-ধৃষ-অচ্। ১ শ্বেতসর্ষপ। ২ অধর্ষণীয়। ৩ অহঙ্কারী।
"জগন্নাথো দুরাধর্ষো গঙ্গাং ভাগীরথীং প্রতি।"
(ভারত অনু° ৫৮ অঃ)

দুরাধর্ষা (স্ত্রী) দুরাধর্ষ-টাপ্। কুটুম্বিনী বৃক্ষ।

দুরাধার (পুং) দুঃখেন আধার্য্যতে দুর্ আ-ধারি কর্ম্মণি খল্। ১ দুঃখ দ্বারা আধারণীয়। ২ চিন্তনীয়। (পুং) ৩ মহাদেব। [দুরন্ত দেখ।]

দুরাধি (পুং) দুষ্টঃ আধিঃ। ক্লেশজনক, দুঃখজনক।

দুরাধী (ত্রি) [বৈ] মন্দধী, মন্দচেষ্টাকারী।

দুরানম (ত্রি) দুঃখেন আনম্যতে দুর্ আ-নম ণিচ্ কর্ম্মণি খল্। দুঃখদ্বারা আনমনীয়। "ন বিচিন্ত্য চ ধর্ম্মদুর্দুরানমং" (রঘু)

দুরানী, আফগানস্থানের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী একজাতি, ইহাদের অপর নাম আবদালি। দুরানী শব্দটী পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহার মৌলিক অর্থ 'মুক্তা সদৃশীয়'। আবদালি জাতি দক্ষিণ কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাখচিত একটী কুণ্ডল পরিধান করে, এই জন্য ইহাদের প্রথম রাজা বীরবর আহ্মদ শাহ আবদালী 'দুরিদুরান্' অর্থাৎ মুক্তাবলীর মুক্তা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর হইতে সমগ্র আবদালি জাতি দুরানী নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতি সাদোজাই, পপুলজাই, বারকজাই, হলকোজাই, নুরজাই, ইশাকজাই ও খাগবানি এই কয়টী শাখায় বিভক্ত। ইহাদের আদি বাসস্থান কান্দাহার (প্রাচীন গান্ধার) প্রদেশ; তথা হইতে ইহারা বহুকাল হইতে হেলমন্দ ও অর্ঘন্দাবনদী তীর দিয়া বর্ত্তমান হাজারা প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাবুল হইতে জলালাবাদ প্রদেশে স্থানে স্থানে দুই একজন দুরানী বাস করে, ঐ সকল স্থানে ইহারা সর্ব্বত্রই হয় জমিদার অথবা সৈনিক-বিভাগের বৃত্তিভোগী। কেহই সামান্য প্রজাভাবে বাস করে না।

প্রসিদ্ধ আহ্মদ শাহ আবদালী (পরে দুরানী) নিজ অসাধারণ বীরত্ব ও অধ্যবসায় প্রভাবে এই জাতিকে প্রবল পরাক্রান্ত রণকুশল এবং দিগ্বিজয়ী করিয়া তুলেন। [আহ্মদ শাহ আবদালি দেখ।] তাঁহারই সময়ে এই জাতির চরম উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্বে শতদ্রু ও সিন্ধুতীর হইতে পশ্চিমে পারস্যের মরুভূমি এবং উত্তরে আমু বা অক্সস্ নদী হইতে দক্ষিণে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে দুরানী-শাসন সংস্থাপিত হয়। আহ্মদের বারবার রণভূমি ভারতবর্ষ লুণ্ঠনে ঐ জাতি রাজপদে উন্নীত এবং মহাসমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়ে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পশুপালক বা দস্যুবৃত্ত সর্দারগণ সম্রান্ত সভাসদে পরিণত হয়। কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থা হইতে দৈবক্রমে একবারেই প্রভূত ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়া ইহারা অধিকদিন তাহা রাখিতে পারে নাই। আহ্মদ-শাহের মৃত্যুর পরই তাঁহার পুত্র বিলাসী, দুর্ব্বলচেতা ও নিষ্ক্রম তৈমুরের রাজত্বকালে অনেক প্রদেশ তাঁহার অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ সমস্ত রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লয়। কিন্তু শীঘ্রই গৃহবিবাদে তাহারা সকলেই হীনবল হইয়া পড়ে, তখন বারকজাই বংশীয় দোস্তমহম্মদ কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ কান্দাহার, খিলাত প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। এইরূপে সাদোজাই বংশ হইতে বারক-জাই বংশীয়গণের হস্তে আফগানস্থানের রাজ্যশাসন ন্যস্ত হয়। সাদোজাই বংশীয় আহ্মদশাহ দুরানীর বংশধর সুজা লুধিয়ানায় ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

ভারতগবর্মেণ্ট রুষিয়ার আক্রমণ হইতে সতর্কতা অবলম্বন জন্ত দোস্তমহম্মদের সহিত সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু দোস্তমহম্মদ সম্মত না হওয়ায় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবিলম্বে দোস্তমহম্মদ ইংরাজ করে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। কিন্তু তৎপরেই কাবুল-যুদ্ধের সময় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুজা দুর্দান্ত আফগান কর্ত্তৃক নিহত হন। ঐ বৎসর কাবুলস্থ ইংরাজ সেনা সকল বিনষ্ট হইল, প্রতিশোধ দিবার জন্ত ইংরাজ গবর্মেণ্ট পলক সাহেবের অধীনে সৈন্ত প্রেরণ করেন। এই সৈন্ত প্রতিশোধ লইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলে দোস্ত মহম্মদকে আফগানস্থানের আমীর পদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠান হয়। যুদ্ধপ্রিয় আফগানগণ সাহসী বীর দোস্ত মহম্মদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তদবধি ঐ বংশীয়েরাই রাজত্ব করিতেছে।

দুরাপ (ত্রি) দুঃখেন আপ্যতে দুর্-আপ-খল্। ১ দুষ্প্রাপ্য।
"ইক্ষ্বাকুনাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ।" (রঘু)
(ক্লী) ভাবে খল্। ২ দুষ্প্রাপ্তি।

দুরাপন (ত্রি) দুর্-আপ-ল্যুট্। দুষ্প্রাপ, দুরাপ, যাহা দুঃখে পাওয়া যায়। "পরে হি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি" (ঋক্ ১০।৯৫।২)
'দুরাপনা দুষ্প্রাপ্যদুরাপা বাস্মি।' (সায়ণ)

দুরাপাদন (ত্রি) দুঃখেন আপাদ্যতে দুর্-আ-পাদ-ল্যুট্। দুঃখ দ্বারা আপাদনীয়, দুষ্কর।
"কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং।
বৈরাগ্রিভতীর্থপাদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ॥" (ভাগবত ৩।২৩।৪১)

দুরাপূর (ত্রি) দুঃখেন আপূর্য্যতে আ-পূর খল্। ১ দুষ্পূর, যাহা অতি কষ্টে পূর্ণ হয়। ২ দুঃখদ্বারা চারিদিকে যাহা পূর্য্যমাণ, যাহার সকল দিকে দুঃখ পূর্ণ আছে।
"দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি॥" (ভাগ° ৭।৬।৮)
'দুরাপূরেণ দুঃখৈঃ সমন্তাৎ পূর্য্যমাণেন।' (শ্রীধর)

দুরাবাধ (ত্রি) ১ দুঃখ বা পীড়া দিবার যোগ্য নহে। (পুং) ২ শিব।

দুরাম্নায় (ত্রি) দুঃখে যাহা আয়ত্ত করা যায়।

দুরায্য (ত্রি) দুরাপ্য, দুষ্প্রাপ্য। (বেদ)

দুরারক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন আরক্ষ্যতে দুর্-রক্ষ-যৎ। ১ দুঃখদ্বারা রক্ষণীয়। ২ যাহা অতি কষ্টে রক্ষা করা যায়।

দুরারাধ্য (ত্রি) দুঃখেন আরাধ্যতে আ-রাধ-যৎ। দুঃখদ্বারা আরাধনীয়, যাহা অতি কষ্টে আরাধনা করা যায়।
"ইতি লোকাদহমুমাৎ দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।" (ভাগ° ৯।১১।১০)
২ বিষ্ণু। (ভাগ° ৪।৮।৩০)

দুরারিহন্ (পুং) দুষ্টারিমর্দ্দি দুর্-ঋ-ণিনি দুরারী দুর্দ্ধর্ষী অসুরঃ তং হন্তি হন-কিপ্। বিষ্ণু।

দুরারুহ (পুং) দুঃখেন আরুহ্যতে ২সৌ দুর-আ রুহ-খর্থে কর্ম্মণি ক। ১ বিল্ববৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ দুরারোহণীয়, যাহা দুঃখে আরোহণ করা যায়।

দুরারুহা (স্ত্রী) খর্জ্জুরীবৃক্ষ।

দুরারোহ (পুং স্ত্রী) দুঃখেন আরুহ্যতে দুর্-আ-রুহ-খল্। ১ সর্জ্জ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (স্ত্রী) ২ শ্রীবল্লী। ৩ শাল্মলিবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ দুরারোহণীয়। "দুরারোহং পদং রাজ্ঞাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতং।" (কামন্দক) ভাবে খল্। (পুং) দুঃখ দ্বারা আরোহণ। কষ্টে যাহাতে আরোহণ করা যায়।

দুরালক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন আলক্ষ্যতে দুর-আ-লক্ষ্য-যৎ। অতি কষ্টে যাহা লক্ষ্য করা যায়।

দুরালভ (ত্রি) দুঃখেন-আলভ্যতে আ-লভ-খল্। দুর্লভ্য, যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।

দুরালভা (স্ত্রী) দুরালভ-টাপ্। স্বনামখ্যাত কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুপ বিশেষ। আলকুশীলতা, হিন্দীভাষায় হিঙ্গুয়া, যবাস ভেদ। পর্য্যায়—দুরালম্ভা, ধন্বযাস, তাম্রমূলা, কচ্ছুরা, দুস্পর্শা, ধন্বী, ধন্বযবাসক, প্রবোধনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরতিগ্রহা, দুর্লভা, দুষ্প্রধর্ষা, যাস, যবাস, দুস্পর্শ, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা, সমুদ্রান্তা, গান্ধারী, কাষায়া, ধন্বযাস, যুবস, কচ্ছুরা, বিকণ্টক, পদ্মমুখী। (শব্দচ°) ইহার গুণ—সারক, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বিসর্প ও বেদনানাশক। (রাজব°) কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্ষার, অম্ল, মধুর, বাত, গুল্ম ও প্রমেহনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

দুরালম্ভ (ত্রি) দুর আ-লম্ভ-খল্ নুম্। দুরালভ, দুষ্প্রাপ। স্ত্রিয়াং টাপ্ দুরালম্ভা। [দুরালভা দেখ।]

দুরালাপ (পুং) দুর্দ্দুষ্টঃ আলাপঃ। কটু কথা, গালি। (ত্রি) দুর্দ্দুষ্টঃ আলাপো যস্য। কটুভাষী, দুষ্টবক্তা।

দুরালোক (ত্রি) ১ অত্যুজ্জ্বল। (পুং) ২ অত্যুজ্জ্বলতা, মহাদ্যুতি।

দুরাবর্ত্ত (ত্রি) সহজে যাহা ফিরান যায় না।

দুরাবহ (ত্রি) যাহা আনা কষ্টকর।

দুরাব্য (ক্লী) অবলভ্যাদেৌ ভাবে ণ্যৎ দুষ্টং আব্যং গতিঃ। দুষ্টমতি। "দুবিতস্য মনামহে হতিসেভুং দুরাব্যম্।" (ঋক্ ৯।৪১।২) 'দুরাব্যং দুষ্টমতিং।' (সায়ণ)

দুরাশ (পুং) দুর্দ্দুষ্টা আশা যস্য। দুরাশান্বিত।

দুরাশা (স্ত্রী) দুর্দ্দুষ্টা আশা। দুর্ভাবনাপথ। দুষ্প্রাশা।

দুরাশয় (পুং) দুর্দ্দুষ্ট আশয়ঃ। দুষ্ট আশয়। খলচিত্ত।
"কুটনির্মিত দুরাশয়োহন্ম।" (মাঘ)
দুষ্টঃ আশয়ো যস্য। (ত্রি) ২ দুষ্টাশয়যুক্ত।

দুরাস (ত্রি) অজেয়, অবহিষ্করণীয়, অনির্ব্বাসনীয়।

দুরাসদ (ত্রি) দুঃখেন আসাদ্যতে হসৌ দুর্ আ-সদ-কর্ম্মণি খল্। ১ দুষ্প্রাপ্য, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ব্বিষহ, দুঃসহ।

"সবত্বব দুরাসদঃ পরৈঃ" (রঘু)

দুরাসিত (ক্লী) দুর্-আস্ ক্ত। ১ বসিবার অনুপযুক্ত। ২ বসা খারাপ।

দুরাহর (ত্রি) দুঃখেন আহ্রিয়তে হসৌ দুর্ আ-হৃ-খল্। দুঃখ দ্বারা আহরণীয়, যাহা দুঃখে আহরণ করা যায়।

দুরাহা (ত্রি) দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য।

দুরিত (ক্লী) দুষ্টং ইতং গমনং নরকাদিস্থানপ্রাপ্তিরস্মাৎ। ১ পাপ।

"দুরিতৈরপি কর্ত্তুমাত্মসাৎ প্রযতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ।" (রঘু ৮।২) (ত্রি) ২ পাপযুক্ত।

দুরিতক্ষয় (পুং) দুরিতস্য ক্ষয়ঃ। পাপক্ষয়।

দুরিতদমনী (স্ত্রী) দুরিতং দম্যতে হনয়া দম-করণে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ শমীবৃক্ষ। ২ (ত্রি) পাপদমনসাধন মাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ পাপনাশিনী।

দুরিতারি (পুং) দুরিতস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ দুরিতনাশক, পাপ-নাশক। ২ জৈনদিগের শাসনদেবতাভেদ।

"চক্রেশ্বর্য্যজিতা বালা দুরিতারিশ্চ কালিকা।
মহাকালী শ্যামা শান্তা ভ্রুকুটিশ্চ সুতারকা॥
আকাশা মানবী চণ্ডা বিদিতা চাঙ্কুশী তথা।
কন্দর্পনির্ব্বাণবলা ধারিণী ধরণপ্রিয়া॥
নরদত্তাথ গান্ধার্য্যম্বিকা পদ্মাবতী তথা।
সিদ্ধার্থিকা চেতি জৈন্তঃ ক্রমাচ্ছাসনদেবতা॥" (হেম°)

যথাক্রমে এই সকল জৈনদিগের শাসনদেবতা।

দুরিষ্ট (ক্লী) দুষ্টং ইষ্টং যজ্ঞঃ। অভিচারার্থ যজ্ঞ, অভিচার করার জন্য যে যজ্ঞ করা যায়।

দুরিষ্টকৃৎ (পুং) দুরিষ্টং অভিচারযজ্ঞং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুগাগমঃ। অভিচারযজ্ঞকর্ত্তা।

"দেবদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি কৃমিভক্ষে বৈ কৃমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ॥" (বিষ্ণুপু° ২।৬।১৪)

যাহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদিগকে দ্বেষ করে, এবং রত্নাপহরণ ও দুরিষ্ট যজ্ঞ করে, তাহারা কৃমিভক্ষ বা কৃমীশ নরকে গমন করিয়া থাকে।

দুরিষ্টি (স্ত্রী) দুষ্টা ইষ্টিঃ। অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ। "পাহি দুরিষ্টৌ" (শুক্লযজু ২।২০)

দুরিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন দুঃ নিন্দিতঃ। অতিমন্দ।

দুরীশ (পুং) দুষ্টঃ ঈশঃ প্রভুঃ। নিন্দিত প্রভু।

দুরীষণা (স্ত্রী) দুষ্টা ঈষণা ইচ্ছাভিলাষঃ। শাপ।

দুরু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত অনু° ১৬৫ অঃ)

'দুরুদুর্দ্দরতথা' এই স্থলে দুরু ও দুর এই পদ সাধু নহে, ঐ স্থলে 'দুর্দ্দুরস্তথা' এইরূপ পদ সাধু। তাহা হইলে দুরুদুর' পরিবর্ত্তে দর্দ্দুর এইরূপ পাঠ হইবে।

দুরুক্ত (ক্লী) দুষ্টং উক্তং। দুষ্টবচন, দুর্ব্বাক্য, কটু কথা, গালি।

দুরুক্তি (স্ত্রী) দুষ্টা উক্তিঃ। কটুবাক্য, মন্দভাষণ।

দুরুচ্চার (ত্রি) দুঃখেন উচ্চার্য্যতেহসৌ দুর্-উৎ-চর খলর্থে ঘঞ্। অনুচ্চার্য্য, যাহা উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, অশ্লীল।

দুরুচ্চার্য্য (ত্রি) দুর্-উৎ-চর-ণ্যৎ। যাহা সহজে উচ্চারণ করা যায় না।

দুরুচ্ছেদ (ত্রি) দুঃখেন উচ্ছিদ্যতেহসৌ দুর্-উদ্-ছিদ কর্ম্মণি খল্। ১ দুর্ব্বার, দুরপনেয়, দুর্নিবার, যাহা অতিকষ্টে উন্মূলিত করা যায়।

দুরুচ্ছেদ্য (ত্রি) দুর্ উৎ-ছিদ-ণ্যৎ। দুশ্ছেদ্য।

দুরুত্তর (ত্রি) দুঃখেন উত্তীর্য্যতেহসৌ দুর উৎ-তৃ-কর্ম্মণি খল্। ১ দুস্তর। ২ অনুত্তর, যাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। দুষ্টং উত্তরং। (ক্লী) ৩ দুষ্ট উত্তর বাক্য, অসদুত্তর।

দুরুত্তোল্য (ত্রি) দুস্তোল্য, যাহা সহজে উত্তোলন করা যায় না।

দুরুৎসহ (ত্রি) দুঃসহ, অসহনীয়।

দুরুদয় (ত্রি) ১ যাহা ভাল দেখা যায় না। ২ দুর্নিরীক্ষ্য।

দুরুদাহর (ত্রি) দুঃখেন উদাহ্রিয়তে দুর্-আ-হৃ কর্ম্মণি খল্। সহজে যাহার উদাহরণ দেওয়া বা বলা যায় না।

"অনুজ্ঝিতার্থসম্বন্ধঃ প্রবন্ধো দুরুদাহরঃ।" (মাঘ)

দুরুদ্বহ (ত্রি) দুর্ব্বহ, দুঃসহ।

দুরুধুরা (স্ত্রী) যোগভেদ।

"রবিবর্জ্জং দ্বাদশগৈরনফা চন্দ্রাদ্দ্বিতীয়গৈঃ সুনফা।
উভয়স্থিতৈ দুরুধুরা কেমদ্রুম সংজ্ঞকোহন্তঃ॥" (বৃহজ্জাতক)

জন্মকালে রবি ভিন্ন অন্যগ্রহ দ্বাদশ গৃহে অবস্থান করিলে অনফা যোগ হয় এবং যদি রবি ভিন্ন গ্রহ, চন্দ্র হইতে দ্বিতীয় ভবনস্থ হন, তাহা হইলে সুনফাযোগ হয়; যদি ঐ উভয়ের যোগ হয়, অর্থাৎ রবি ভিন্ন গ্রহ লগ্ন হইতে দ্বাদশ গৃহে থাকিয়া চন্দ্র হইতে দ্বিতীয় গৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে দুরধুরা যোগ হয়। এই দুরুধুরা যোগে জন্ম হইলে বহুতর বাগ্মিতা, ধন, বিক্রম প্রভৃতি অন্যান্য গুণসমূহ দ্বারা ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হন। সে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বাধীনতা ভোগ করে এবং সৌম্যমূর্ত্তি,

ধনবান্, উত্তম সৌভাগ্যশালী, সুখোপভোগী, রাজা, কুটুম্ব প্রতিপালক, সুবুদ্ধি ও উত্তম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

দুরুপক্রম (ত্রি) দুঃখেন উপক্রম্যতেঽসৌ দুর্ উপ-ক্রম খল্। দুরাসদ, দুর্গম, যেখানে যাওয়া কঠিন।

দুরুপচার (ত্রি) দুর্-উপ-চর-খঞ্। অনুপগম্য।

দুরুপলক্ষ (ত্রি) দুঃখেন উপলক্ষ্যতেঽসৌ দুর্ উপ-লক্ষ-খল্। দুর্নিরীক্ষ।

দুরুপসর্পিন্ (ত্রি) দুঃখেন উপসর্প যস্ত উপ-সৃপ-ণিনি। অতর্কিতভাবে আগত।

"একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।" (মনু ৭।৯)

দুরুপস্থান (ত্রি) দুষ্প্রাপ্য।

দুরুপায় (পুং) দুষ্টঃ উপায়ঃ। দুষ্টোপায়, মন্দোপায়।

দুরূহ (ত্রি) দুঃখেন উহ্যতে দুর্ উহ কর্ম্মণি খল্। দুর্বিতর্ক।

"জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।"(গীতগোবিন্দ)

দুরেবা (ত্রি) দুর-ই বাহু° ব। দুঃখদ্বারাগম্য।

"প্রাদেবীর্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ।" (ঋক্ ৫।২।৯)

'দুরেবাঃ দুঃখগমনা' (সায়ণ)

দুরোক (ত্রি) দুষ্ট ওকো সমবায়ো অত্র। দুঃসেব।

"দুরোকমগ্নিরায়বে শুশোচ।" (ঋক্ ৭।৪।৩)

'দুরোকং দুঃসেবং' (সায়ণ)

দুরোণ (পুং) গৃহ। (নিঘণ্টু) যজ্ঞগৃহ। "কাব্যয়ো রাজা নেষু ক্রত্বা দক্ষস্ত দুরোণে।" (শুক্লযজু ৩৩।৭২) 'দুরোণে যজ্ঞগৃহে।' (মহীধর)

দুরোণযু (পুং) যজমান গৃহের মিশ্রয়িতা। "অসি দিবস্তায়ুর্দুরোণয়ু।" (ঋক্ ৮।৬০।১৯) 'দুরোণয়ু র্যজমানগৃহস্ত মিশ্রয়িতা।' (সায়ণ)

দুরোদর (পুং) দুষ্টং আ সমন্তাদুদরমস্ত। ১ দ্যূতকার। ২ পণ। ৩ অক্ষ। (ক্লী) ৪ দ্যূত। "দুরোদরচ্ছদ্মজিতাং সমীহতে নয়েন জেতুং জগতীং সুযোধনঃ।" (কিরাত°)

দুর্গ (পুং ক্লী) দুঃখেন গম্যতে ঽসৌ দুর্ গম বাহ ড। প্রসিদ্ধ রাজাদিগের আশ্রয়ণীয় কোট, গড়, কেল্লা। কালিকাপুরাণে দুর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রাজা নগরের অদূরে প্রাকার অট্টালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত দুর্গ প্রস্তুত করাইবেন, নগর যদি কোনরূপ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতীকার করা যায়। দুর্গ রাজাদের প্রধান সহায়। দুর্গস্থিত একজন ধনুর্দ্ধারী অন্ত স্থানস্থিত একশত লোকের সহিত এবং দুর্গস্থিত একশত লোক সহস্র লোকের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। এই জন্ত সকল স্থলেই দুর্গের প্রশংসা দৃষ্ট হয়। জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ, মরুদুর্গ এবং পর্ব্বতদুর্গ এই ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে দেশানুসারে যে কোন দুর্গ করিতে পারে, পার্ব্বত্যদেশে সুবিধা হইলে পর্ব্বতদুর্গ, মরুদেশে মরুদুর্গ ইত্যাদি। দুর্গ করিতে হইলে নগর ধনুর ন্যায়, ত্রিকোণ বা গোল অথবা চতুষ্কোণ করিবে। অন্তরূপ দুর্গ করিতে নাই। মৃদঙ্গাকার দুর্গ করিতে নাই, এইরূপ দুর্গ কুলনাশক। রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাদুর্গ মৃদঙ্গাকৃতি ছিল। বলিরাজের শোণিতপুরে তেজোময় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ইহা ব্যজনাকৃতি ছিল, এই জন্ত বলি শ্রীভ্রষ্ট এবং লঙ্কাধিপতি রাবণ বিনষ্ট হয়। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অযোধ্যানগর ধনুর ন্যায় ত্রিকোণ, এই জন্ত ইহা সর্ব্বদা জয়প্রদ। রাজা দুর্গভূমিতে দুর্গা দেবী ও দুর্গদ্বারে দিক্‌পালগণকে যথাবিধি পূজা করিলে জয়লাভ করেন। রাজা জয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কামনায় দুর্গসন্নিবেশ করিবেন। (কালিকাপু° ৮৪ অঃ)

রাজা দুর্গ প্রস্তুত করিয়া দুর্গমধ্যে বাস করিবেন, ইহাতে অধিকাংশ বৈশ্য ও শূদ্র, অল্প ব্রাহ্মণ এবং অনেক কর্ম্মকার রাখিয়া দিবেন। এইরূপ স্থলে দুর্গ নির্ম্মাণ করা প্রশস্ত, যে স্থলে শত্রুগণ হঠাৎ আসিতে না পারে এবং নানা প্রকার ফলপুষ্পাদি সুশোভিত থাকে, ব্যাল ও তস্কর প্রভৃতির কিছুমাত্রও উপদ্রব নাই। এমন পরচক্রের অগম্য অদেবমাতৃক ভক্তজন দেশই প্রশস্ত। ধনুদুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, অম্বুদুর্গ ও গিরিদুর্গ এই ষড়্‌বিধ দুর্গ। ইহার মধ্যে যে কোন এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা বাস করিবেন। এই ৬ প্রকার দুর্গের মধ্যে শৈলদুর্গ সর্ব্বোত্তম, অভেদ্য এবং শত্রুভেদন। তথায় অন্তের দুর্গম উৎকৃষ্ট অম্বুযন্ত্রায়ুধসম্পন্ন এবং হট্টাদি ও দেবালয়াদি বিশিষ্ট পুর স্থাপন করিবেন। (অগ্নিপু°)

রাজা প্রভূত ধন সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বলসম্পন্ন হইয়া দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থান করিবেন। দুর্গ-নির্ম্মাণের এইরূপ স্থান প্রশস্ত, যেখানে অনেক বৈশ্য ও শূদ্র এবং অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্যক কর্ম্মকার অবস্থান করে, অনেক অনুরক্ত লোক যে স্থলে বাস করে, যেখানে প্রজা সকল করভারে পীড়িত না হয় ও রাজার সুখদুঃখভাগী হয়, যে স্থলে ভূমি অদেবমাতৃক, বৃক্ষাদি সকল ফলভরে অবনত, পরচক্রের অগম্য, যে স্থলে শত্রু প্রভৃতি হঠাৎ না যাইতে পারে, সরীসৃপ, ব্যাঘ্র ও তস্কর প্রভৃতি বর্জ্জিত যে স্থল, এইরূপ স্থলই দুর্গনির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত। যে কোন দুর্গ প্রস্তুত করিতে হইলে দুর্গের চারিদিকে পরিখা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে প্রাকার এবং

অট্টালকসংযুক্ত করিয়া তাহার চারিদিকে শত শত শতঘ্নীযন্ত্র সন্নিবেশ করিতে হইবে। তাহাতে মনোহর সকপাট গোপুর করিয়া পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে এবং ইহার মধ্যে চারিটী আয়তবীথি প্রস্তুত করিয়া একটী বীথিকার অগ্রভাগে সুদৃঢ়ভাবে দেবতার গৃহ, দ্বিতীয় বীথিকার অগ্রে রাজবেশ্ম, তৃতীয় বীথ্যগ্রে ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ও চতুর্থ বীথিকার অগ্রভাগে গোপুর প্রস্তুত করিবে। পুর চতুরস্র আয়ত বা বৃত্তাকার হইবে। ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বা বজ্রাকারও করা যাইতে পারে। নদীতীরে পুরাদি করিতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বিশেষ প্রশস্ত। নদীতীরে অন্য কোন প্রকার শুভদায়ক নহে। রাজগৃহের দক্ষিণদিকে কোশাগার ও তাহার দক্ষিণে গজস্থান করিতে হইবে, গজগৃহ পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে, অগ্নিকোণে অস্ত্রাগার, মহানস, অপরাপর কর্ম্মশালা, পুরোহিতের গৃহ, রাজগৃহের বামদিকে মন্ত্রী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, কোষ্ঠাগার, গো এবং অশ্বস্থান করিতে হইবে। অশ্বশালার উত্তর বা দক্ষিণদিকে শ্রেণী প্রশস্ত, ইহা ভিন্ন অন্যদিকে শুভদায়ক নহে। অশ্বশালায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হইবে এবং অশ্বশালাতে কুক্কুট, বানর, মর্কট ও সবৎসাধেনু রাখিয়া দিবে। গো, গজ ও অশ্বশালাতে সূর্য্য অস্তমিত হইলে ইহাদের পুরীষ নির্গম করিবে না। রাজা এইরূপ দুর্গমধ্যে যথাক্রমে যোধ, শিল্পী, মন্ত্রী, গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য, গজবৈদ্য প্রভৃতির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। দুর্গমধ্যে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য তাহার প্রতীকারের জন্য বৈদ্য প্রভৃতিকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবেন। দুর্গমধ্যে নানা প্রকার প্রহরণযুক্ত সহস্রঘাতী, অর্থাৎ যিনি সহস্রকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন তাহার উপর এই দুর্গ রক্ষার ভার অর্পণ করিবেন। দুর্গদ্বার সুগুপ্ত থাকিবে এবং ইহার কার্য্যকলাপ কেহ যেন জানিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করিবেন। দুর্গমধ্যে সকল প্রকার আয়ুধ, ধনু, তোমর, খড়্গ, কবচ, বসা, লগুড়, গুড়, হুড়, পরিঘ, প্রস্তর, মুদ্গর, ত্রিশূল, পট্টিশ, কুঠার, শূল, শক্তি, পরশ্বধ, চক্র, বর্ম্ম, কুদ্দাল, রজ্জু, বেত্র, পীঠক, তুষ, দাত্র প্রভৃতি সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদির সঞ্চয় করিবেন। সকল প্রকার বাদিত্র প্রভৃতি, সকল প্রকার ওষধি, প্রভূত পরিমাণ যবস, ইন্ধন, গুড়, তৈল, বসা, গোরস, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি, গোচর্ম্ম, পটহ, ধান্য, যব, গোধূম, রত্ন, সকল প্রকার বস্ত্র, কলায়, মুদ্গ, মাষ, চণক, তিল প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য, পাংশু, গোময়, শণ, সর্জ্জরস, ভূর্জ্জ, জতু, লাক্ষা, টঙ্কণ, আশী-বিষ দ্বারা কুম্ভ, ব্যাল, সিংহাদি মৃগপক্ষী এই সকল যথাস্থানে দুর্গমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবেন এবং নানা প্রকার ফল প্রভৃতি ইহাতে রক্ষা করিবেন।

ভীত, প্রমত্ত, কুপিত, বিমানিত, কৃতঘ্ন ও পাপাশয় লোককে দুর্গমধ্যে রাখিবেন না। (মৎস্যপু° ২১৭ অঃ)

দুর্গ রাজাদিগের প্রধান সহায়, দুর্গ না থাকিলে রাজ্য কিছুতেই রক্ষা হয় না। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

দুর্গের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—রাজার কিরূপ পুরে অবস্থান করা উচিত যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে ভীষ্মদেব এইরূপ বলিয়াছেন, দুর্গ ৬ প্রকার—ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ সর্ব্বাগ্রে এই ৬ প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ দুর্গ মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী স্থাপন করিবে। যে পুরী দুর্গমধ্যে অবস্থিত এবং দুর্গের প্রাকার, সুদৃঢ় পরিখা, হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেক বিদ্বান্ শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া থাকে, অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য এবং হস্তী, অশ্ব, চত্বর ও আপণ থাকে, সেই স্থলে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। দুর্গমধ্যে কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন এবং বিচারালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবে। সর্ব্বদা দুর্গ মধ্যে অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবে; কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মূর্ব্বা ও বল্বজ সংগ্রহ, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানা প্রকার জলাশয়, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বৎসরিক, চিকিৎসক, প্রজ্ঞাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধু লোকসমূহকে পরম সমাদরে এই দুর্গস্থ পুরী মধ্যে অবস্থান করাইয়া ন্যায়ানুসারে দণ্ড বিধান করিবে। যে রাজা দুর্গ নির্ম্মাণ না করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি অচিরাৎ রাজ্যচ্যুত হন এবং লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হন। দুর্গই রাজাদিগের প্রধান সহায়। এই জন্য দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া তাহা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষাপূর্ব্বক যথানিয়মে রাজ্যপালন করিবেন। (ভারত শান্তিপর্ব্ব) [রাজধর্ম্ম দেখ।]

২ অসুরভেদ, এই অসুরকে বিনাশ করাতে দেবী ভগবতী দুর্গা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। [দুর্গা দেখ।]

দুর্গ (দ্রুগ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও সহর। অক্ষা° ২১° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২১´ পূঃ। রায়পুর হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিম বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত।

লোক সংখ্যা প্রায় চারি হাজার। মরাঠারা (১৭৫০-৪১ খৃষ্টাব্দে) যে সময়ে দক্ষিণবঙ্গ আক্রমণ করে, সেই সময় এই দুর্গনগরেই তাহাদের আড্ডা ছিল। তাহারা উচ্চ মৃন্ময় প্রাকারবেষ্টিত এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখন তাহা ধ্বংসমুখে পতিত। এখানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র পাওয়া যায়। এখানে তহসীল, থানা, স্কুল, ডাকঘর, পান্থনিবাস ও ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দুর্গ, অম্মার্গাশ্রমনিবাসী নিরুক্তভাষ্যকার।

দুর্গকর্ম্মন্ (ক্লী) দুর্গার্থং দুর্গে বা কর্ম্ম কার্য্যং। দুর্গসাধন কর্ম্ম-ভেদ। [দুর্গ দেখ।]

দুর্গকারক (পুং) দুর্গং করোতি বেষ্টনেন কৃ-ণ্বুল। ১ বৃক্ষভেদ। (ত্রি) ২ দুর্গকর্ত্তা।

দুর্গটীকা (স্ত্রী) দুর্গসিংহকৃত কলাপ-ব্যাকরণের টীকাভেদ।

দুর্গত (ত্রি) দুর্গচ্ছতি দুর্-গম কর্ত্তরি ক্ত। ১ দরিদ্র, দৈন্যপ্রাপ্ত।
"সমাশ্বসিমি কেনাহং কথং প্রাণিমি দুর্গতঃ।" (ভট্টি)
(পুং) ২ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

দুর্গতত্বা (স্ত্রী) দুর্গতস্য ভাবঃ দুর্গত-তল্ ততো টাপ্। দরিদ্রতা, দুর্দ্দশার ভাব।

দুর্গতরণী (স্ত্রী) দুর্গং তীর্য্যতে হনয়া তৄ করণে ল্যুট্ ততো ঙীপ্। দেবীভেদ। "সাবিত্রী দুর্গতরণী বীণা সপ্তবিধা তথা।"
(ভারত স° ১১ অঃ)
(ত্রি) ২ দুর্গতরণ সাধন, যাহা দ্বারা দুর্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

দুর্গতি (স্ত্রী) দুষ্টা গতিঃ। ১ নরক। ২ দুরবস্থা, দারিদ্র্য, দীনতা। ৩ ক্লেশকর পথ।
"ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।" (ভারত শান্তি)
(ত্রি) ৪ দারিদ্র্যযুক্ত।

দুর্গতিনাশিনী (স্ত্রী) দুর্গতিং নাশয়তি নাশি-ণিনি ঙীপ্। দুর্গাদেবী, ইহার নাম স্মরণ করিলে সকল প্রকার দুর্গতি বিনষ্ট হয়, এই জন্য ইহার নাম দুর্গতিনাশিনী; বিপদে পড়িয়া যিনি ভক্তি সহকারে একবার দুর্গানাম স্মরণ করেন, তাঁহার সকল প্রকার দুর্গতি নাশ হয়।
"ব্রহ্মাণ্ডবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবী দুর্গতিনাশিনী॥" (ব্রহ্মবৈ° গণেশখ°)

দুর্গদেব, ষষ্টিসংবৎসরী নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ প্রণেতা। ইহার রচিত সংবৎসরফল নামে আর একখানি জ্যোতিষ পাওয়া যায়।

দুর্গন্ধ (পুং) দুষ্টঃ গন্ধঃ। দুষ্টগন্ধঃ, পর্য্যায় পূতিগন্ধি।
"সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধং দুর্গন্ধঞ্চ সুগন্ধিতাং।
যো বা গন্ধাজ্জানাতি গতায়ুস্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (সুশ্রুত ১।৩০)
যাহারা দুর্গন্ধকে সুগন্ধ জ্ঞান এবং সুগন্ধকে দুর্গন্ধ জ্ঞান করে বা যাহাদের কোনরূপ গন্ধের জ্ঞান হয় না, তাহাদিগকে ক্ষীণায়ু জানিতে হইবে। ২ আম্রবৃক্ষ। ৩ পলাণ্ডু। দুর্দুষ্টো গন্ধো যত্র। (ত্রি) ৪ দুষ্টগন্ধযুক্ত।
"অথাজগাম হরিতোধর্ম্মশ্চাণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতোরূক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী॥" (মার্কপু° ৮।৮১)
(ক্লী) দুর্দুষ্টো গন্ধো যস্য। ৫ সৌবর্চ্চল লবণ।

দুর্গন্ধতা (স্ত্রী) দুর্গন্ধস্য ভাবঃ দুর্গন্ধ তল্-টাপ্। দুর্গন্ধের ভাব।

দুর্গন্ধাঙ্গ (ত্রি) দুর্গন্ধো অঙ্গে যস্য। পূতিগন্ধান্বিত দেহ-যুক্ত, সুগন্ধি পুষ্প হরণ করিলে তাহার গাত্রে দুর্গন্ধ হয়।
"সৌগন্ধিকস্য হরণাৎ দুর্গন্ধাঙ্গঃ প্রজায়তে।" (শাতাতপ)

দুর্গন্ধিন্ (ত্রি) দুর্গন্ধোঽস্ত্যস্যেতি দুর্গন্ধ-ইনি। দুর্গন্ধযুক্ত, মন্দ গন্ধবিশিষ্ট।
"অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥" (মনু ৬।৭৬)

দুর্গপতি (পুং) দুর্গস্য পতিঃ। ১ দুর্গরক্ষক, যাহার উপর দুর্গরক্ষার ভার থাকে। ২ দুর্গস্বামী।

দুর্গপাল (পুং) দুর্গে দুর্গং বা পালয়তি পালি-অণ্। ১ কৃচ্ছ্র-পালক। "বয়োঽসুরাণামসি দুর্গপালো।" (ভাগ° ৮।২৩।৫)
২ দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ।

দুর্গপুষ্পী (স্ত্রী) দুর্গং পুষ্পং যস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায় কেশপুষ্টা, মানসী, বালাক্ষী, কেশধারিণী। (শব্দচ°) ইহা কেশপুষ্পা নামে খ্যাত।

দুর্গম (ত্রি) দু দুঃখেন গম্যতে ইতি দুর্-গম-খল্ (ঈষদ্দুঃসু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষ্যঃ খল্। পা ৩।৩।৬)। ১ দুর্গ, দুর্গে গমন অতিশয় ক্লেশ সাধ্য, এইজন্য দুর্গম পদেও দুর্গ। ২ দুঃখ দ্বারা গমনীয় স্থান প্রভৃতি। দুর্দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি। ৩ দুর্জ্ঞেয়, যাহাকে অতি কষ্টে জানা যায়। (পুং) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ৬।১৪।৩৫) ৫ অসুরবিশেষ। (ক্লী) ৬ বন। ৭ সঙ্কটস্থল। (ভারত ১।৮১।৩০)

দুর্গমনীয় (ত্রি) দুর্-গম-অনীয়র্। দুর্গমা, যে স্থলে গমন করা অতিশয় ক্লেশকর।

দুর্গয়, বাসুদেবের পুত্র, বাক্যশ্লোকীর টীকাকার।

দুর্গল (পুং) দুঃস্থিতো গলো যত্র লোকানাং। দেশভেদ। সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা, অণ্ দৌর্গল, পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাসী, বা দুর্গল দেশের রাজা। বহুষু অণোলুক্। যে স্থলে অণের লুক্ হইবে সেই স্থলে 'দুর্গলাঃ' এইরূপ হইবে, অর্থাৎ বহুবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি হইবে না। দুর্গল দেশ-বাসী লোকসমূহ, বা দুর্গল দেশের রাজসমূহ।

দুর্গলঙ্ঘন (পুং) দুর্গং দুর্গমস্থানং মরুভূম্যাদি লঙ্ঘয়তেহনেন লঙ্ঘি করণে ল্যুট্। ১ উষ্ট্র। (হেম) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দুর্গসংস্কার (পুং) দুর্গস্য সংস্কারঃ। দুর্গের সংস্কার, দুর্গ ভগ্নাদি হইলে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া প্রস্তুত করণ, প্রতি পক্ষেরা যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিলে বিশেষরূপে দুর্গ সংস্কার করিতে হয়। দুর্গ অসংস্কৃত থাকিলে রাজার প্রতিপক্ষে পরাজয়ের সম্ভাবনা। এইজন্ত সর্ব্বদাই দুর্গ সংস্কার করা বিশেষ আবশ্যক।

দুর্গসঞ্চর (পুং) দুর্গং সঞ্চর্য্যতে অনেন সম্-চর করণে অপ্। সংক্রম, সাঁকো।

দুর্গসঞ্চার (পুং) দুর্গং নদ্যাদি দুর্গমস্থানং সঞ্চার্য্যতে গম্যতে হনেন সম্-চর-ণিচ্-ঘঞ্। দুর্গসঞ্চর, সংক্রম, সাঁকো, যাহার সাহায্যে দুর্গম স্থানাদি সঞ্চরণ করা যায়।

দুর্গসিংহ, ১ কাতন্ত্রবৃত্তি-রচয়িতা। মল্লিনাথ, বিট্‌ঠল, ভট্টোজি, দুর্গাদাস, বোপদেব, হেমাদ্রি প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার বৃত্তি না থাকিলে কলাপব্যাকরণ সহজে আয়ত্ত হইত না, এমন কি অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ থাকিত। এই দুর্গসিংহ সম্বন্ধে অনেকে অপরূপ গল্প করিয়া থাকেন, তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। ইহার রচিত পরিভাষাবৃত্তিও আছে। ২ বিখ্যাত নিরুক্তভাষ্যকার, ইনি জম্বুমার্গনিবাসী বলিয়া পরিচিত। ৩ একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দুর্গসেন, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী-ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দুর্গা (স্ত্রী) দুর্-গম্-ড (সুদুরোরধিকরণে। পা ৩।২।৪৮ বার্ত্তিক) ততষ্টাপ্। ১ আদ্যাশক্তি। নামান্তর—উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, শর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্ব্বতী, মৃড়ানী, চণ্ডিকা, অম্বিকা, শারদা, চণ্ডী, চণ্ডবতী, চণ্ডা, চণ্ডনায়িকা, গিরিজা, মঙ্গলা, নারায়ণী, মহামায়া, বৈষ্ণবী, মহেশ্বরী, মহাদেবী, হিণ্ডী, ঈশ্বরী, কোট্টবী, ষষ্ঠী, মাধবী, নগনন্দিনী, জয়ন্তী, ভার্গবী, রম্ভা, সিংহরথা, সতী, ভ্রামরী, দক্ষকন্যা, মহিষমর্দ্দিনী, হেরম্বজননী, সাবিত্রী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বৃষাকপায়ী, লম্বা, হিমশৈলজা, কার্ত্তিকেয়প্রসূ, আদ্যা, নিত্যা, বিদ্যা, শুভঙ্করী, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, ভীমা, নন্দনন্দিনী, মহামায়া, শূলধরা, সুনন্দা, শুম্ভঘাতিনী, হ্রীঃ, পর্ব্বতরাজতনয়া, হিমালয়সুতা, মহেশ্বরবনিতা, সত্যা, ভগবতী, ঈশানা, সনাতনী, মহাকালী, শিবানী, হরবল্লভা, উগ্রচণ্ডা, [illegible], [illegible], আনন্দা, [illegible], মহামুদ্রা, [illegible], চার্ব্বঙ্গী, বাণী, উমা, ঈশানী, বরদা, রুদ্রা, কান্তা, শক্তি, ব্রহ্মময়ী, ভাবিনী, দেবী, অচিন্ত্যা, ত্রিনেত্রা, ত্রিশূলা, চর্চ্চিকা, তীব্রা, নন্দিনী, নন্দা, ধরিত্রী, মাতৃকা, চিদানন্দস্বরূপিণী, মনস্বিনী, মহাদেবী, নিদ্রারূপা, ভবানিকা, তারা, নীলসরস্বতী, কালিকা, উগ্রতারা, কামেশ্বরী, সুন্দরী, ভৈরবী, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশী, ত্বরিতা, মহালক্ষ্মী, রাজীবলোচনী, ধনদা, বাগীশ্বরী, ত্রিপুরা, জ্বালামুখী, বগলামুখী, সিদ্ধবিদ্যা, অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী, সুভগা, সগুণা, নির্গুণা, ধবলা, গীতি, গীতবাদ্যপ্রিয়া, অট্টালবাসিনী, অট্টাট্টহাসিনী, ঘোরা, প্রেমা, বটেশ্বরী, কীর্ত্তিদা, বুদ্ধিদা, অবীরা, পণ্ডিতালয়বাসিনী, মণ্ডিতা, সংবৎসরা, কৃষ্ণরূপা, বলিপ্রিয়া, তুমুলা, কামিনী, কামরূপা, পুণ্যদা, বিষ্ণুচক্রধরা, পঞ্চমা, বৃন্দাবনস্বরূপিণী, অযোধ্যারূপিণী, মায়াবতী, জীমূতবসনা, জগন্নাথস্বরূপিণী, কৃত্তিবসনা, ত্রিযামা, যমলার্জ্জুনী, যামিনী, যশোদা, যাদবী, জগতী, কৃষ্ণজায়া, সত্যভামা, সুভদ্রিকা, লক্ষ্মণা, দিগম্বরী, পৃথুকা, তীক্ষ্ণা, আচারা, অক্রূরা, জাহ্নবী, গণ্ডকী, ধ্যেয়া, জৃম্ভণী, মোহনী, বিকারা, অক্ষরবাসিনী, অংশকা, পত্রিকা, পবিত্রকা, তুলসী, অতুলা, জানকী, বন্দ্যা, কামনা, নারসিংহী, গিরীশা, সাধ্বী, কল্যাণী, কমলা, কান্তা, শান্তা, কুলা, বেদমাতা, কর্ম্মদা, সন্ধ্যা, ত্রিপুরসুন্দরী, রাসেশী, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, অনন্তা, ধর্ম্মেশ্বরী, চক্রেশ্বরী, খঞ্জনা, বিদগ্ধা, কুঞ্জিকা, চিত্রা, সুলেখা, চতুর্ভুজা, রাকা, প্রজ্ঞা, ঋদ্ধিদা, তাপিনী, তপা, সুমন্ত্রা, দূতী ইত্যাদি *।

নামনিরুক্তি। দেবীর দুর্গাদি নাম হইবার কারণ দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"স্মরণাদভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাত্তেন দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥" ৩৭ অঃ।

স্মরণমাত্রই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দুর্গা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের মতে—

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

আমি দুর্গা নামক মহাসুরকে বিনাশ করিব, সেইজন্ত দুর্গাদেবী নামে আমার নাম বিখ্যাত হইবে।

কাশীখণ্ড (৭২ অঃ) লিখিত আছে—

"অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতি দুর্গমাৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় [illegible] মতে—

* সহস্র নামের মধ্যে এই কয়টী মাত্র লিখিত হইল।

"দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥ ৭
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥" ৮

দুর্গ নামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, সংসারবন্ধন, কর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতি ভয় এবং রোগকেও যে দেবী হনন করিয়া থাকেন, তিনিই দুর্গা নামে খ্যাত।

(প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ)

অপরাপর নামনিরুক্তি সম্বন্ধে দেবীপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়—

"সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি ইপ্সিতাল্লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥" ১

দেবী সকলের হৃদয়ে থাকিলে মঙ্গল শুভ ও অভিলষিত ফল দান করেন, এই জন্য লোকে তাঁহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা।

"শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে।
ভক্তানামার্ত্তিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা॥"

তিনি ভক্তদিগকে শোভন অথবা শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন এবং ভক্তদিগের দুঃখ নিবারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গল্যা।

"শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী।
শিবায় যো জপেদ্দেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা॥"

শিব শব্দের অর্থ মুক্তি দেবী যোগিগণের মোক্ষদায়িকা। শিবফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম শিবা।

"সোমসূর্য্যানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু ইহারা দেবীর ত্রিনেত্র স্বরূপ, এই জন্য মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলিয়া থাকেন।

"যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পুনর্জাতা হিমালয়ে।
পূর্ণসূর্য্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা॥"

যোগানলে যিনি আপনার তনুদগ্ধ করিয়া হিমালয়ে পূর্ণসূর্য্যেন্দু সদৃশ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই গৌরী।

"কং ব্রহ্মা কং শিবঃ প্রোক্তমপসারক কং মতম্।
ধারণাদ্বসনাদ্বাপি কাত্যায়নী মতা বুধৈঃ॥"

ক শব্দে ব্রহ্মা, ক শব্দে শিব ও ক শব্দে অপসার বুঝায়। ব্রহ্মা ও শিব তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছেন এবং অপসার তাঁহার বসন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী *।

দেবীর স্বরূপ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—

"আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
করোমি চ যয়া সৃষ্টিং যয়া ব্রহ্মাদি দেবতা॥
যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
যয়া বিনা জগন্নাস্তি ময়া দত্তা শিবায় সা॥
দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্তৃপ্তিস্তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী চ সা॥
সা দুর্গা মেনকাকন্যা দৈন্যদুর্গতিনাশিনী।
স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্যশক্তি র্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা॥
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তিঃ ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তরতারিণী॥
সতাং সদ্বুদ্ধিরূপা চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তিঃশ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।
এবংরূপা চ যা শক্তির্ময়া দত্তা শিবায় সা॥"

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী আদ্যা নারায়ণী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা আমি ব্রহ্মাদি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি, যদ্দ্বারা বিশ্ব জয়যুক্ত হইতেছে, যদ্দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে, যে শক্তি বিনা জগৎ থাকে না, সেই শক্তিই আমি শিবকে দিয়াছি; দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও লজ্জার অধিদেবতা সেই শক্তি। তিনিই বৈকুণ্ঠে গোলোকধামে ও মর্ত্ত্যে মহালক্ষ্মী রাধিকা সতী, তিনিই ক্ষীরোদসমুদ্রে লক্ষ্মী, তিনিই দক্ষকন্যা সতী, তিনিই দৈন্যদুর্গতিনাশিনী, মেনকার কন্যা দুর্গা, তিনিই বাণী, বিপ্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, তিনিই অগ্নির দাহিকাশক্তি, সূর্য্যের প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রের শোভাশক্তি, জলের শীতলা শক্তি, ধরার ধারণা ও শস্যপ্রসূতি শক্তি, তিনিই ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যশক্তি, দেবগণের দেবশক্তি, তিনি তপস্বিগণের তপস্যা, গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তগণের মুক্তি ও সাংসারিকগণের মায়াশক্তি, আমার ভক্তগণের ভক্তিশক্তি, আমার প্রতি তিনি সর্ব্বদা

* দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামনিরুক্তি সম্বন্ধে দেবীপুরাণ ৩৭ অঃ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমতী, তিনিই রাজগণের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকগণের লক্ষ্মী-রূপিণী, সংসারসাগর পার করিতে তিনিই দুস্তরতারিণী তরী, সজ্জনগণের তিনিই বুদ্ধি ও মেধাশক্তিস্বরূপা, শ্রুতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাশক্তি, দাতার দানশক্তি, ক্ষত্রিয়াদির বিপ্রভক্তি, সতীর পতিভক্তি, এরূপ যে শক্তি তাঁহাকেই আমি মহাদেবকে দান করিয়াছি।

দেবীর পরিচয়।—সর্ব্বপ্রথম বাজসনেয়সংহিতায় (শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৩।৫৭) অম্বিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।"

হে রুদ্র! তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আমাদের প্রদত্ত এই পুরোডাশ অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর।

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৬।১০।৪)

এখানে ভাষ্যকার মহীধর এইরূপ লিখিয়াছেন—

'অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম্ (২।৬।২।৯), "অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা তয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি যোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি। সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি। রুদ্রাম্বিকয়োরুগ্রত্বমনেন হবিষা শান্তং ভবতি। তথাচ তিত্তিরিঃ। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ শরদ্বা অস্যাম্বিকা সা স্ত্রিয়া এষা হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ শময়তীতি।"

(কা° ৫।১০।১৩)

অম্বিকার রুদ্রভগিনীত্ব শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, অম্বিকা তাঁহারই ভগিনীর নাম,—তাঁহার সহিত তাঁহারও যজ্ঞ-ভাগ আছে। এই রুদ্র নামক ক্রূরদেবতা তাঁহার বিরোধি-গণের হননেচ্ছা করিয়া থাকেন। সেইরূপ সাধনভূতা ক্রূরদেবী তাঁহার ভগিনীর সহিত বিরোধিকে হনন করেন। সেই অম্বিকা শরদ্রূপগ্রহণপূর্ব্বক জ্বরাদি উৎপাদন করিয়া তাঁহার বিরোধিকে বিনাশ করেন। রুদ্র ও অম্বিকার উগ্রত্ব হবি-র্দ্বারা প্রশমিত হউক। তিত্তিরি (কাঠক) শ্রুতিতে আছে, হে রুদ্র! এই তোমার ভাগ, ভগিনী অম্বিকার সহিত গ্রহণ কর। এই অম্বিকাই শরৎ রূপ ধারণ করিয়া ইহাদের হনন করেন, তোমার সহিত (আবার) শান্ত করেন।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, দেবী অম্বিকা প্রথমে রুদ্রের ভগিনীরূপেই গণ্য ছিলেন। তৎপরে তলবকার উপনিষদে উমা হৈমবতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

এক [illegible] দেবগণের জন্য যুদ্ধে জয় লাভ করেন। কিন্তু এই [illegible] আমরাই বলেই [illegible] এরূপ সকলেই মনে করেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের অবলিপ্ত-করণের জন্য দেখা দিলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রথমে অগ্নি, তৎপরে বায়ুকে তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য পাঠাইলেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি বলিলেন, 'আমি সকলই পুড়াইতে পারি।' বায়ু কহিলেন, 'আমি সকলই উড়াইতে পারি।' তখন ব্রহ্ম তাহাদিগকে একগাছি তৃণ দিলেন। দেবদ্বয় সেই তৃণ গাছটীর কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ—

"অথ ইন্দ্র মব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি। সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"

তখন ইন্দ্রকে কহিলেন, 'মঘবন্! জান দেখি এই ভক্তির জিনিসটী কি?' তিনি বলিলেন, 'তাই হউক' এবং যেমন অভিমুখী হইলেন; অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই ব্রহ্ম বহুশোভমানা উমা হৈমবতী স্ত্রীমূর্ত্তিতে আকাশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ভক্তির পাত্র কি?' সেই (স্ত্রীরূপা) কহিলেন, ইহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের বিজয়প্রভাবেই তোমরা মহত্বলাভ করিয়াছ। তখন হইতে তিনি ব্রহ্মকে জানিলেন।

কেনোপনিষদের উক্ত বিবরণানুসারে জানা যাইতেছে, উমা হৈমবতীই ব্রহ্মবিদ্যা। ভাষ্যকার এখানে উমা হৈমবতী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'হৈমবতীং হেমকৃতা-ভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি।'

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যও এইরূপ লিখিয়াছেন, "হিমবৎপুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাদ্ গৌরীবাচক উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যামুপলক্ষয়তি। অতএব তলব-কারোপনিষদি ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিপ্রভাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিঃ পঠ্যতে 'বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ' ইতি তদ্বিষয়ঃ তয়া উময়া সহ বর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ।"

হিমবানের কন্যা গৌরীর ব্রহ্মবিদ্যাভিমানী রূপ থাকায় গৌরীবাচক উমা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাই উপলক্ষ করিতেছে। এই হেতু তলবকার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত্তি বর্ণিত হই-য়াছে। 'সেই বহুশোভমানা উমা হৈমবতী তাঁহাকে বলিলেন', এইরূপে উমার সহিত বর্ত্তমান হেতু সোম নাম হইয়াছে।

আবার উক্ত আরণ্যকের ৬৮ অনুবাকের সায়ণভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে—

'উমা ব্রহ্মবিদ্যা তয়া সহ বর্ত্তমান সোম পত্নবামন্ !'

হে পত্নবামন্ সোম ! * উমা ব্রহ্মবিদ্যা, তোমার সহিত বর্ত্তমান। ঐ আরণ্যকের ১৮ অনুবাকে "অম্বিকাপতয়ে †" শব্দ আছে, এখানেও ভাষ্যে 'অম্বিকা জগন্মাতা পার্ব্বতী তস্যা ভর্ত্রে' এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।

কৈবল্যোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক প্রস্তাবে এইরূপ বর্ণিত আছে—"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে দুর্গা সম্বন্ধে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি তন্নোদুর্গি প্রচোদয়াৎ।"

সায়ণাচার্য্যের মতে ইহাই বেদোক্ত দুর্গাগায়ত্রী। তিনি এই মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'পশ্চাদ্দুর্গাগায়ত্রী। হেমপ্রখ্যা-মিন্দুখণ্ডাত্তমৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে কাত্যায়নায় ইতি। কৃত্তিং বস্তে ইতি কাত্যো রুদ্রঃ।...স এব স্থানমধিষ্ঠানং যস্যা সা কাত্যায়নী অথবা কতস্য ঋষিবিশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।...কুৎসিতমনিষ্টং মারয়তি ইতি কুমারী কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী। দুর্গিঃ দুর্গা। লিঙ্গাদি-ব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।"

পরে দুর্গা গায়ত্রী বলিতেছি। সুবর্ণসদৃশ মস্তকে অর্দ্ধ-চন্দ্রভূষিতা ইত্যাদি আগমপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তিধারিণী দুর্গার প্রার্থনা করিতেছে। কৃত্তি আচ্ছাদন করেন বলিয়া রুদ্রের অপর নাম কাত্য, তিনিই যাহার অধিষ্ঠান সেই কাত্যায়নী। অথবা কত নামক ঋষিবিশেষের অপত্য বলিয়া কাত্য নাম হই-য়াছে। কুৎসিত অনিষ্ট মারেন অর্থাৎ বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম কুমারী; কন্যা অর্থাৎ দীপ্যমানা, উভয় মিলিয়া তাঁহার নাম কন্যাকুমারী হইয়াছে। দুর্গিই দুর্গা, এরূপ লিঙ্গাদিব্যত্যয় বেদের সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

নারায়ণোপনিষদে দুর্গাগায়ত্রী এইরূপ আছে—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি,
তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।"

ঋগ্বেদ পরিশিষ্টের রাত্রিপরিশিষ্টে দুর্গা সম্বন্ধে এই পাওয়া যায়—

"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্ ॥ ৫
শান্ত্যর্থং দ্বিজাতিভিঃ ঋষিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ।
ঋগ্বেদে ত্বম্ সমুৎপন্নারাতি যতো নিদহাতি বেদঃ। ৬
যে ত্বাম্ দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্যবাহনীম্।
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ॥ ৭
অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ।
তান্ তারয়তি দুর্গাণি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৮
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুষ্টগ্রহনিবারণে ॥
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু ॥
কেশিনীং সর্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
স মাং সমা নিশাঃ দেবী সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু ॥ ওম্ নমঃ।
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু যুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ
সুতরসি তরসে নমঃ ॥
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু শং নো দেবীরভিষ্টয়ে।
যঃ ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্য রাত্রৌ রাত্রৌ সদাপঠেৎ ॥ ১৩"

দেব্যুপনিষদে মহাদেবীর এইরূপ পরিচয় আছে—"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবী উপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি ? সা ব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যকাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইত্যাহাথর্ব্বশ্রুতিঃ। অহং পঞ্চভূতান্যপঞ্চভূতানি অহমখিলং জগৎ বেদোহহমবেদোহহং অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চ-রাম্যহং আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ অহং মিত্রাবরুণাবুভা বিভ-র্ম্যহং ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনাবুভৌ অহং সোমং ত্বষ্টারং পূষণং ভগং দধাম্যহং বিষ্ণুমুরুক্রমং ব্রহ্মাণমুত প্রজাপতিং দধাম্যহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যে যজমানায় সুন্বতেহহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনামহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্-স্বন্তঃ সমুদ্রে য এবং বেদ স দেবীপদমাপ্নোতি।" "এষাত্ম-শক্তিরেষা বিশ্বমোহিনী পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধারিণী শ্রীমহা-বিদ্যা য এবং বেদ স শোকং তরতি।"

সকল দেবতা তাঁহার চারিপাশে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কে, মহাদেবি ?' তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, আমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। আমি শূন্য ও অশূন্য, আমি আনন্দ ও অনানন্দ, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম অথর্ব্বশ্রুতিতে ইহাই নির্দিষ্ট আছে। আমিই পঞ্চভূত ও অপঞ্চভূত, আমিই অখিল জগৎ, আমিই বেদ ও অবেদ, আমিই রুদ্রগণ ও বসুগণের, আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব, আমি

* মহীধর বাজসনেয়সংহিতার ভাষ্যে (৩৩।৩৩) এবং ভট্টভাস্করমিশ্র তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষ্যে 'সোম' শব্দের 'উমরা সহিত' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

† আন্ধ্রের পুথিতে 'উমাপতয়ে' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

ইন্দ্র ও অগ্নি, আমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমিই সোম, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগ, আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিকে ধারণ করি; যাহারা যজ্ঞ করে, সেই যজমানদিগকে আমি বহু ধন দান করি, আমি সকল রাজ্যে বাস করি, জগতের পিতাকে আমিই প্রথম উৎপন্ন করি, সমুদ্র জলের মধ্যে আমার জন্ম, আমার যে জানে, সে দেবীপদ প্রাপ্ত হয়।' পরে দেবগণ কহিলেন, ইনিই আদ্যশক্তি বিশ্ববিমোহিনী পাশাঙ্কুশ ও ধনুর্ব্বাণধারিণী, ইনিই শ্রীমহাবিদ্যা। যে ইহাকে জানে, সে শোক হইতে নিস্তার পায়।

বহ্বৃচোপনিষদে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ সৈব জগদণ্ডমসৃজত কামকলেতি বিজ্ঞায়তে শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়তে; তস্যা এব ব্রহ্ম অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ রুদ্রো অজীজনৎ সর্ব্বে মরুদ্গণা অজীজনন্ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কিন্নরা বাদিত্রবাদিনঃ সমন্তাদজীজনন্, ভোগ্যমজীজনৎ, সর্ব্বমজীজনৎ, সর্ব্বং শাক্তমজীজনৎ, অণ্ডজং স্বেদজং উদ্ভিজ্জং জরায়ুজং যৎকিঞ্চৈতৎ প্রাণিস্থাবরজঙ্গমং মনুষ্যমজীজনৎ। সৈষা পরাশক্তি সৈষা শাম্ভবী বিদ্যা কাদিবিদ্যেতি বা হাদিবিদ্যেতি বা সাদিবিদ্যেতি বা; রহস্যং ওম্ ওম্ বাচি প্রতিষ্ঠা সৈব পুরত্রয়ং শরীরত্রয়ং ব্যাপ্য বহিরন্তরবভাসয়ন্তী দেশকালবস্তন্তরাসঙ্গাৎ মহাত্রিপুরসুন্দরী বৈ প্রত্যক্চিতিঃ সৈবাত্মা ততোঽন্যদসত্যমনাত্মা। অতএষা ব্রহ্মসম্বিত্তিঃ ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্ত চিদ্বিদ্যা দ্বিতীয়া ব্রহ্মসম্বিত্তিঃ। সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী বহিরন্তরমনুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি। যদস্তি সন্মাত্রং যদ্বিভাতি চিন্মাত্রং যৎপ্রিয়মানন্দং তদেতৎ সর্ব্বাকারা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ত্বমেবাহং সর্ব্বং বিশ্বং সর্ব্বদেবতেতরৎ সর্ব্বং মহাত্রিপুরসুন্দরী সত্যমেতং ললিতাখ্যং বস্তু তদদ্বিতীয়মখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ম। পঞ্চরূপপরিত্যাগাদস্বরূপপ্রহাণতঃ অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্ছিষ্যতে মহদিতি। প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বা ভাষ্যতে। তত্ত্বমসীত্যেব সম্ভাষ্যতে অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি বা ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি বা যোঽহমস্মীতি বা সোঽহমস্মীতি বা যোঽসৌ সোঽহমস্মীতি বা যা ভাব্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী বালাম্বিকেতি বগলেতি মাতঙ্গীতি স্বয়ম্বরকল্যাণীতি ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি তিরস্করিণী রাজমাতঙ্গীতি বা অশ্বারূঢ়েতি বা প্রত্যঙ্গিরা ধূমাবতী সাবিত্রী গায়ত্রী সরস্বতী ব্রহ্মাণ্ডকলেতি। ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ যস্তন্ন বেদ কিং ঋচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ইত্যুপনিষৎ।"

দেবীই সর্ব্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, কামকলা ও শৃঙ্গারকলা নামে খ্যাত হইয়াছেন; তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ ও সকল স্থানের বাদিত্রবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সকল ভোগ্য উৎপাদন করিয়াছেন, বাস্তবিক শক্তি হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ যে কোন প্রাণী স্থাবর, জঙ্গম, মনুষ্যাদি জন্মলাভ করিয়াছে। এই দেবীই পরাশক্তি, শাম্ভবী বিদ্যা, কাদিবিদ্যা, হাদিবিদ্যা, সাদিবিদ্যা, রহস্য, ওঙ্কারাদি বাক্প্রতিষ্ঠা, তিনিই পুরত্রয় ও শরীরত্রয় ব্যাপিয়া দেশকাল ও বস্তুর আসঙ্গহেতু অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশিত, মহাত্রিপুরসুন্দরী, প্রত্যক্ চৈতন্য, তিনিই আত্মা, তিনিই অন্যপক্ষে অসত্য ও অনাত্মা, এই দেবীই ব্রহ্মসম্বিৎ, ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্ত, চিদ্বিদ্ দ্বিতীয়া, ব্রহ্মসম্বিৎ, সচ্চিদানন্দলহরী, মহাত্রিপুরসুন্দরী, অন্তরে ও বাহিরে অনুপ্রবেশ করিয়া স্বয়ং একস্বরূপ প্রকাশমান, যাহা কিছু সৎ আছে, যাহা কিছু চিৎ বিদ্যমান, যাহার আনন্দই প্রিয়, তাহা এই সর্ব্বাকারা মহাত্রিপুরসুন্দরী, সকল বিশ্ব সর্ব্বদেবতা সর্ব্বসাধারণ মহাত্রিপুরসুন্দরী, ইনিই সত্য ললিতা নামে আখ্যাত, বাস্তবিক ইনিই অদ্বিতীয় অখণ্ড পরব্রহ্ম। পঞ্চরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্বরূপ ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই মহদাদি সৎ এক পরতত্ত্ব? আমি প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, আমিই আত্মা বা পরব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি, যে আমি সেই আমি, যে এই সেই আমি, এইরূপ যাহা বলা যায় বা ভাবা যায় সে সমস্তই তিনি, তিনিই এই ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, পঞ্চদশাক্ষরী, শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী, বালাম্বিকা, বগলা, মাতঙ্গী, স্বয়ম্বরকল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী, তিরস্করিণী, রাজমাতঙ্গী, শুকশ্যামলা, লঘুশ্যামলা, অশ্বারূঢ়া, প্রত্যঙ্গিরা, ধূমাবতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দকলা।

দেবীর বৈদিক পরিচয় উপরে লিপিবদ্ধ হইল। মহাভারত ও হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত আছে। এখন পৌরাণিক বিবরণ বর্ণিত হইতেছে—

মহামায়ার আবির্ভাব। কালিকাপুরাণের মতে, জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সৃষ্টিস্থিতির সংরক্ষণের জন্য স্ব স্ব শক্তি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহেশ্বর তাহা করিলেন না। তিনি যোগে তন্ময় হইয়া রহিলেন। কুসুমশরের প্রভাবে ব্রহ্মা নিজ সৃষ্ট সন্ধ্যার প্রতি অনুরক্ত হন। এই ব্যাপার জন্য মহাদেব তাঁহাকে [illegible] উপহাস করেন। তাহাতে মহাদেবও [illegible] সহিত মিলিত হইবেন, [illegible] [illegible] হইল। [illegible] [illegible]

না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হয় না, কিন্তু মহাদেবের জীবন-সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত কোন রমণীও ছিলেন না। কাজেই সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

অবশেষে ব্রহ্মা অনেক চিন্তার পর দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন, 'সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারেন, এমন নারী কেহ নাই। আমি তাঁহার স্তব করিতেছি, অবশ্য তিনিই শিবকে মোহিত করিবেন। দক্ষ! তুমিও সেই জগন্ময়ীর পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন।' ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ প্রজাপতি তিন সহস্র দিব্য বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মহামায়া প্রথমে ব্রহ্মা, তৎপরে ধ্যানস্থ দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তিনি ব্রহ্মার কামনা পূর্ণ করিবেন স্বীকার করিলেন এবং দক্ষকে বলিলেন, 'আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। যখন তুমি আমাকে আর আদর করিবে না, তখনই আমি দেহত্যাগ করিব।' পরে দেবী দক্ষপত্নী বীরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে মহামায়া শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। মহাদেবকে পাইবার জন্য মাতার আদেশে মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। যে মহাদেব বিবাহের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী ছিলেন, এখন সতীর রূপে ও পূজায় তাঁহার মন টলিল, ভোলানাথ ভুলিলেন। সতীকে দেখা দিলেন। সতী বর প্রার্থনা করিলেন। দাক্ষায়ণীর কথা শেষ হইতে না হইতেই 'তুমি আমার ভার্য্যা হও' মহাদেব এই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। তখন সতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমার পিতাকে জানাইয়া আমায় গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া সতী মাতার নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাদেবও হিমালয়প্রস্থে প্রবেশ করিয়া সতীর বিরহে ব্যাকুল হইলেন, ব্রহ্মাকে আপনার মর্ম্মের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি দক্ষকে গিয়া শিবের মনোভাব জানাইলেন। দক্ষও প্রফুল্ল চিত্তে সতীকে সম্প্রদান করিলেন। প্রকৃতিপুরুষের মিলন হইল। কৈলাসগিরি-কন্দরে ও হিমালয়ে মহাকোষী নদীপ্রপাতের নিকট শিবা শিবানীর সহিত নানারূপে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। দক্ষ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সকল দেবতাই তাঁহার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল মহাদেব কপালী, অতএব যজ্ঞার্হ নহেন, এই ভাবিয়া দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সতী তাঁহার অতি প্রিয়কন্যা হইলেও কপালীর ভার্য্যা বলিয়া সে যজ্ঞে দোষদর্শী দক্ষ তাঁহাকেও আহ্বান করেন নাই। যখন সতী পিতার এই দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিলেন, ক্ষণমাত্র আর তাঁহার জীবনধারণের ইচ্ছা রহিল না। তখন কোপারক্তনয়না সতী যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন। সেই মহাকুম্ভকে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। মহাদেব গৃহে আসিয়া বিজয়ার নিকট সতীর প্রাণত্যাগের কারণ শুনিলেন। তখন রোষপূর্ণ মহারুদ্র অবিলম্বে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। [দক্ষযজ্ঞ দেখ।] তখন রুদ্রভীত যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতীর মৃত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। যজ্ঞানুগামী রুদ্র সতীর নিকট আসিয়া ও তাঁহাকে মৃত দেখিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গেলেন, শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন সলিলে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হইল। মহাদেব সতীর শব স্কন্ধে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি এই তিন দেব সতীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইল, সেই স্থানেই পুণ্যতীর্থ বা মহাপীঠ হইল। শিব মায়া মোহিত হইয়া সতীশোকে বিলাপ করিতেছিলেন, জগজ্জননী মায়াই ইহার কারণ। যতদিন না সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন তিনি নিষ্কল পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহামায়া যোগনিদ্রা শিবের হৃদয় পরিত্যাগ করিলেন। শিব প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার যোগাসীন হইলেন। এদিকে হিমালয়-ভার্য্যা মেনকা পুত্রার্থী হইয়া সপ্তবিংশতি বৎসর মহামায়ার পূজা করিতে থাকেন। পূর্ব্ব হইতেই দাক্ষায়ণী গিরিরাজমহিষীর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন, এখন তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। মেনকা প্রার্থনা করিলেন, দেবি! আমি বীর্য্যবান্ ও আয়ুষ্মান্ শতপুত্র এবং আমন্দরূপা ত্রিভুবনমোহিনী এক কন্যা প্রার্থনা করি।' ভগবতী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, নিজে মেনকার কন্যারূপে জন্ম লইলেন। এইরূপে বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রির সময় মহামায়া জন্ম লইলেন। হিমালয় তাঁহার নাম 'কালী' ও বান্ধবগণ 'পার্ব্বতী' নাম রাখিলেন।

এক দিন নারদ আসিয়া হিমালয়কে পরিচয় দিয়া গেলেন, আপনার কন্যা কালী ভগবান হরকে প্রদান করিবেন

স্বর্ণাভা ও সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী বিদ্যুৎসদৃশী হইবেন। শিবই ইঁহার যোগ্য বর। তৎকালে মহাদেব হিমালয়ের ওষধিপ্রস্থনগরের নিকট এক সানুতে ধ্যানরত ছিলেন। গিরিরাজ এখানে আসিয়া একদিন যথাবিধানে মহাদেবের পূজা করিলেন। মহাদেব তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্য আসিয়াছি, কিন্তু যেন কোন ব্যক্তি এখানে না আসিতে পারে, তাহাই কর।" গিরিরাজ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কেবল তিনি নিজ তনয়াকে মহাদেবের পূজার জন্য রাখিয়া গেলেন। কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক শম্ভুর সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মন সহজে ভুলিল না। দেবীর সাধ্য সাধনায় মহাদেব দেখিয়াও দেখিলেন না।

এদিকে তারকাসুর প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। দেবতারা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ সময় মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই তারকাসুরকে বধ করিতে সমর্থ নহে, ব্রহ্মা একথাও সকলকে বলিলেন। মহাদেবকে মোহিত করিবার জন্য মদন রতি ও বসন্তের সহিত প্রেরিত হইলেন। এবার কুসুমায়ুধের শর সন্ধান ব্যর্থ হইল। মহাদেবের ক্রোধানলে তিনি ভস্মীভূত হইলেন। তাহাতে ভগবতীর বিরহ জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি পঞ্চতপা করিয়া ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িলেন। (হরিবংশে লিখিত আছে, মেনকা কন্যার ঐ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'উ মা' আর তপস্যা করিও না, তাহা হইতেই ভগবতীর উমা নাম হইল।)

আশুতোষ আর কি স্থির থাকিতে পারেন? দেবীকে কহিলেন, "সুভগে! আমি তোমার বিরহ ভোগ করিতেছি। আমার নেত্রানলে দগ্ধ মদন ভস্মরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছে। সে যেন প্রতিশোধ লইবার জন্য তোমার সমক্ষেই আমায় দগ্ধ করিতেছে। এখন তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" দেবী আর কি বলিবেন। ইঙ্গিতে তাঁহার সখীগণকে আপনার মনোভাব জানাইলেন,—পিতাই কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া থাকেন, পিতাকে বলিলেই সকল দিক্ রক্ষা হইবে। এই বলিয়া লজ্জাবনত মুখে পার্ব্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া আসিলেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ মহাদেবের আদেশে গিরিরাজকে মহাদেবের ইচ্ছা জানাইলেন। গিরিরাজ হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। মহা সমারোহে শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। অনন্তর মহাদেব কালীকে লইয়া কৈলাসে গিয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্বেশ্যাকে দেখিয়া পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভিন্নাঞ্জনতোমলে কালি! তুমি উর্ব্বশী প্রভৃতির সহিত আলাপ কর।' এই বলিয়া তিনি কালীর নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। 'ভিন্নাঞ্জন শ্যামলা কালী' এই কথা শুনিয়া ভগবতীর ক্রোধোদ্রেক হইল। তিনি অপ্সরোগণের সমক্ষে মহাদেবের ঐ কথায় আপনাকে নিন্দিত বোধ করিলেন ও শৈলশিখরে গুপ্ত হইয়া প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব অনেক খুঁজিয়াও তাঁহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মহাদেবকে বিশেষ কাতর জানিয়া সতী দেখা দিলেন। মহাদেব তাঁহার মান ভাঙ্গিতে গেলেন, কিন্তু কালী মানভরে বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমার শরীর সোণার মত গৌর না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার সহবাস করিব না।" এই বলিয়া মহামায়া মহাকোষীপ্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন। এখানে তপস্যায় এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল। তপস্যান্তে তিনি অন্তরে বাহিরে কেবল মহাদেবকেই দেখিতে লাগিলেন। এখন দেবীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, আকাশগঙ্গায় জলে স্নান করিয়া কালী বিদ্যুৎসদৃশা গৌরবর্ণ গৌরী হইলেন। (কালিকাপু° ৪৫ অঃ)

কার্ত্তিক গণেশ ইঁহার পুত্র। ইনিই মহিষমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরকে নিধন করেন।

দেবীভাগবতে দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

দেবগণ মহিষাসুরের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সকলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা আবার শিব ও দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলেন। এখানে বিষ্ণুকে সকলে জানাইলেন যে, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হইয়াছে। সুতরাং বরদানের বলে সে বড়ই উদ্ধত ও গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে এমন রমণীও দেখি না যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এখন যাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, তাহার একটা উপায় বিধান করুন। বিষ্ণু তাঁহাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যদি সেই অসুরকে বধ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব তেজের নিকট প্রার্থনা কর, যেন উৎপন্ন তেজসমূহ সমবেত হইয়া এক নারীরূপে আবির্ভূত হন। সেই নারীকে আমরা রুদ্রাদির ত্রিশূল প্রভৃতি দিব্য-অস্ত্রে ভূষিত করিব। সেই নারীই বলগর্ব্বিত অসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। তখন ব্রহ্মার মুখ হইতে পদ্মরাগমণির ন্যায় রক্তবর্ণ সুন্দর তেজ উৎপন্ন হইল। এইরূপ শঙ্করের শরীর হইতে অত্যদ্ভুত রৌপ্যবর্ণ, বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলবর্ণ,

ইন্দ্রের শরীর হইতে ত্রিগুণময় বিচিত্রবর্ণ, কুবের যম অনল ও বরুণের শরীর হইতে একেবারে সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইল, পরে অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে তাবৎ তেজ নির্গত হইল। তখন সেই মহাতেজের সমষ্টি অতীব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই তেজোরাশি অবলোকন করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। অকস্মাৎ সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে এক অদ্বিতীয় রমণীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। এই রমণী মূর্ত্তিই মহালক্ষ্মী, এই ভুবনমোহিনীর বাহু অষ্টাদশ, মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, অধর রক্তবর্ণ ও পাণিতল তাম্রবর্ণ। তিনি দিব্যভূষণভূষিতা কমনীয়া কান্তিধারিণী; তাঁহার সহস্র বাহু হইলেও অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তেজোরাশি হইতে অষ্টাদশভুজারূপে আবির্ভূত হইলেন। (দেবীভাগ° ৮।৮ অঃ)

কাহার তেজ হইতে তাঁহার শরীরের কোন স্থান উৎপন্ন হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও দেবীভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার সুবিপুল শ্বেতবর্ণ ও মনোহর মুখকমল, যমের তেজ হইতে আজানুলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ মনোহর কেশকলাপ, অগ্নির তেজ হইতে মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ তারকাযুক্ত ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এইরূপ ত্রিনয়ন; সন্ধ্যার তেজ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজ হইতে নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব শ্রবণযুগল, কুবেরের তেজ হইতে তিলফুল সদৃশ নাসিকা, দক্ষাদির তেজ হইতে কুন্দকুসুম সদৃশ দন্তপঙ্‌ক্তি, অরুণের তেজ হইতে রক্তবর্ণ অধর, কার্ত্তিকের তেজ হইতে রমণীয় ওষ্ঠ, বিষ্ণুর তেজ হইতে অষ্টাদশ বাহু, বসুগণের তেজ হইতে রক্তবর্ণ অঙ্গুলি সকল, সোমের তেজ হইতে উত্তম স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজ হইতে ত্রিবলীযুক্ত মধ্যস্থল, বরুণের তেজ হইতে জঙ্ঘা ও ঊরুযুগল এবং পৃথিবীর তেজ হইতে বিপুল নিতম্ব উৎপন্ন হইল। তখন সেই পরাশক্তিকে দেবগণ এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিলেন;—বিষ্ণু চক্র, শঙ্কর শূল, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতঘ্নী, বায়ু বাণপূর্ণ তূণ, ইন্দ্র বজ্র, যম কালদণ্ড, ব্রহ্মা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু, বরুণ পাশ ও পদ্ম, কাল খড়্গ ও চর্ম্ম, কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র, বিশ্বকর্ম্মা পরশু ও গদা প্রদান করিলেন। এইরূপ অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত হইয়া মহাদেবী সিংহের উপর আরোহণ করিয়া অসুর বিনাশে অগ্রসর হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মহাদেবীর হস্তে মহিষাসুর পরাজিত ও নিহত হইলেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও সর্ব্বদেবের তেজ হইতে সহস্রভুজা মহিষমর্দ্দিনীর আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে মহামায়ার আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে—

"যদিও মহাদেবী (দশভুজা) পশ্চাৎ মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তবে আবার তিনি (ষোড়শভুজা) ভদ্রকালীরূপে যে মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এরূপ বলিবার কারণ কি? দেবগণ যখন সেই ভদ্রকালী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন দেবীর পাদদেশে মহিষাসুর নিপতিত ও তাহার হৃদয়ে শূল বিদ্ধ দেখিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি?" ঔর্ব্ব কহিলেন, "হে মহারাজ! যেরূপে মহিষের সহিত ভদ্রকালী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর মহিষাসুর একদিন নিশাযোগে পর্ব্বতে নিদ্রা যাইতে যাইতে অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—যেন মহামায়া ভদ্রকালী অতি ভীষণভাবে মুখবিস্তারপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তপান করিতেছেন। প্রাতঃকালে মহিষাসুর অতিশয় ভীত হইয়া আপনার অনুচরবর্গের সহিত সেই মহামায়ার পূজা করিল। অনন্তর মহাদেবী মহিষাসুর কর্তৃক প্রপূজিত হইয়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর মহিষাসুর মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, দেবি! আমি সত্যই স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন। তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আপনি আমার রুধির পান করিবেন। আমি যে আপনার বধ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমারও তাহাতে দুঃখ নাই। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার জন্য আপনার সহিত শম্ভুর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার জন্ম হয়। আমি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ও অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিয়াছি, সুতরাং আর আমার বাঞ্ছনীয় কিছুই নাই। এখন আপনার আশ্রয় এই মাত্র আমার প্রার্থনা। নিখিল যজ্ঞে যাহাতে আমি পূজ্য হই, তাহা করুন। যতদিন সূর্য্য থাকিবে, ততদিন যেন আমি আপনার পদত্যাগ না করি, এই বর প্রদান করুন। মহাদেবী কহিলেন, যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা এখন আমি তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু তুমি যুদ্ধে আমাদ্বারা নিহত হইয়াও কোনকালে আমার পদত্যাগ করিবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে।

তখন মহিষাসুর দেবীকে সাদরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পরমেশ্বরি! যজ্ঞে আপনার কোন্ কোন্ মূর্ত্তির সহিত আমি পূজ্য হইব? দেবী কহিলেন, উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা এই তিন মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার পাদলগ্ন হইয়া মনুষ্য দেব ও রাক্ষসগণের পূজ্য হইবে। আদি-সৃষ্টিতে আমি অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে তোমাকে বিনাশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় সৃষ্টিতে এই (ষোড়শভুজা) ভদ্রকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি। এখন (দশভুজা) দুর্গারূপে অনুচরবর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব।

দুর্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে—

পুরাকালে দুর্গ নামে রুরুর এক পুত্র ছিল, এই মহাদৈত্য তপস্যার বলে ত্রিলোক জয় করিয়া আপনার অধীন করিয়াছিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলের পদই কাড়িয়া লইয়াছিল। তাঁহার ভয়ে ঋষিগণের তপস্যা ও ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ বন্ধ হইল। মহাবিপদে পড়িয়া দেবগণ মহেশ্বরের আশ্রয় লইলেন। মহেশ্বর সেই দুষ্ট অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবীকে পাঠাইলেন। মহাদেবী দেবগণকে অভয় দিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি কালরাত্রি নাম্নী রুদ্রাণীকে দৈত্যকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। দুর্গাসুর সেই মনোরমা রুদ্রাণীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছে বলিয়াও তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না। দৈত্যানুচরগণ যেমন কালরাত্রিকে ধরিতে যাইবেন, অমনি দেবীর হুঙ্কারে সেই রক্ষিগণ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তখন দুর্গাসুরের আদেশে অযুত সংখ্যক অসুর আসিয়া সেই দেবীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ুতে দৈত্যগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। দেবীও আকাশমার্গে উঠিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গাসুর দৈত্যবীরবর্গের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাসুরাগণ বিন্ধ্যাচলে আসিয়া সহস্রভুজা, মহাতেজা, মহাপ্রহরণা মহাদেবীকে দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, কালরাত্রি আসিয়া দেবীর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। দুর্গাসুর মহামায়ার রূপ দর্শন করিয়া কামশরে পীড়িত হইল এবং যে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে বিশেষরূপে পারিতোষিক দিবার লোভ দেখাইল। তখন দৈত্যবীরগণ ভগবতীকে ধরিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও মহামায়ার সম্মুখীন হইতে হইল না। সকলেই পরাজিত হইল। পরে দুর্গাসুর নিজে মহাদেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

মহাদেবীর শরীর হইতে শক্তিগণ উৎপন্ন হইয়া দৈত্যসেনা ধ্বংস করিতে লাগিল। দুর্গাসুর সেনাগণের দুর্দশা দর্শন করিয়া মহাগজ মূর্তিধারণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। মহাদেবী খাণ্ডুর প্রহারে তাহার শুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দৈত্যপতি আবার মহিষরূপ ধারণ করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু দেবী ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন। অবিলম্বে সেই দৈত্য সহস্রভুজ পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবিলম্বে দেবী একটী মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দুর্গাসুর নিহত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। দেবগণ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে মহাদেবী দুর্গা নামে বিখ্যাত হইলেন। (কাশীখণ্ড ৭২ অঃ)

কালিকাপুরাণে একস্থলে লিখিত আছে—সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রীই মহিষাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। ইনিই আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীর দিন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরে শুক্লপক্ষে সপ্তমীর দিন দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ তাঁহাকে নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া ছিলেন। নবমীতে মহাদেবী নানাবিধ উপচারে পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে বিনাশ করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই দশভুজা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। সপ্তশতীচণ্ডীর মতে—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর পূজা করেন। দেবী ভাগবতের মতে, ভারতভূমে সর্ব্বপ্রথম সুরথ রাজাই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

দেবীভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) পূজার কথা বর্ণিত আছে। কালিকাপুরাণে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতে আছে—রামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য একটী পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। তখন রামচন্দ্র আপনার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে অগ্রসর হন। দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

কাহারও মতে, রাবণ বসন্তকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহা বাসন্তীপূজা নামে খ্যাত।

[বাসন্তীপূজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্গোৎসববিধি।—শরৎকালে বার্ষিক যে মহাপূজা করা হয়, তাহাকে শারদীয়া মহাপূজা কহে এবং এই পূজার চারিটী প্রধান কর্ম্ম স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান। এই পূজা ত্রিবিধরূপে সম্পন্ন করিতে হয়।

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা॥
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।"
'চতুঃকর্ম্মময়ী স্নপনপূজনবলিদানহোমরূপা সা॥'

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে প্রত্যেকেরই এই পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহারা মোহ আলস্য দম্ভ বা দ্বেষপূর্ব্বক পূজা না করেন, তাহাদের প্রতি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের সকল প্রকার অভিলাষ নষ্ট করেন। এই শরৎকালীন দুর্গা পূজায় সকল প্রকারে নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

"বিশরীরে চরে চৈব লগ্নে কেন্দ্রগতে রবৌ।
বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনং॥
যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।
ন পূজয়তি দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব॥
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামানিষ্টান্ নিহন্তি বৈ॥"

দুর্গা পূজা করিলে দেবতা সকল প্রীত হন এবং যিনি পূজা বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অতুল বিভূতি ও চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে যিনি যাহা অভিলাষ করিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করেন, তিনি অচিরাৎ তাহা প্রাপ্ত হন। সমাধি নামক বৈশ্য ও সুরথ রাজা পূজা করিয়া সমাধি বৈশ্য নির্ব্বাণ ও সুরথ রাজা রাজ্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে যে কোন অভিলাষ করিয়া দেবীর পূজা করে, তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করে, এই সকল কারণে প্রত্যেকেরই এই পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূজায় ৭টী কল্প বিহিত আছে—এই সকল ৭টী কল্পের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে যে কোন কল্পে পূজা করিতে হইবে।

নবম্যাদি কল্প।—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমী হইতে আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্য্যন্ত যে পূজা করা হয়, তাহাকে নবম্যাদি কল্প কহে। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যে পূজা করা যায়, তাহাকে প্রতিপদাদি কল্প, আশ্বিন শুক্লাষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত অষ্টম্যাদি কল্প, কেবল মহাষ্টমীর দিন অষ্টমীকল্প, এবং মহানবমীর দিন নবমীকল্প; এই সপ্তবিধকল্প উল্লিখিত হইয়াছে। এই সপ্তবিধ কল্পদ্বারা ইহার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তিনি এই সপ্তবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন এক কল্পে পূজা করিতে পারেন।

"তত্তদ্বচনাৎ কৃষ্ণনবম্যাদি-প্রতিপদাদি-ষষ্ঠ্যাদি-সপ্তম্যাদি মহাষ্টম্যাদি কেবলমহাষ্টমী কেবলমহানবমী পূজারূপকল্পা উহেয়া।" (তিথিতত্ত্ব)

কল্পারম্ভের পর যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না। যেহেতু এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং নস্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চ্চনা ও জপ আরম্ভ হইলে সূতক অশৌচ হয় না, অনারব্ধ হইলে সূতক অশৌচ হয়।

দুর্গোৎসব ব্রত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পূজা সাত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা। সাত্বিকী পূজায় নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ ও যজ্ঞাদি, পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ, এবং দেবীসূক্ত জপ প্রভৃতি করিতে হয়। বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যে পূজা করা যায়, তাহাকে রাজসী পূজা কহে। জপ যজ্ঞ বিনা সুরামাংসাদি উপহারে যে পূজা হয়, তাহাকে তামসী পূজা কহে। এইরূপ পূজা ম্লেচ্ছগণ ও দস্যুগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥
সাত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবী মনাস্তথা।
দেবীসূক্তজপৈশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণং॥
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরামাংসাদ্যুপাহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তথা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

পূজাস্থলে পূজকের তপোযোগ অধিক থাকে এবং পূজায় আতিশয্য ও দেব প্রতিকৃতির স্বরূপ হয়, সেইস্থলে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে।

"অর্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতি শায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

নবম্যাদিকল্প—রবি কন্যারাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করিতে হইবে। যদি নবমীতে আর্দ্রানক্ষত্র না হয়, তাহা হইলে কোন্ নবমীতে বোধন হইবে? কালিকাপুরাণের মতে নবমীতে অষ্টাদশভুজার বোধন ও ষষ্ঠীতে দশভুজার বোধন করা কর্ত্তব্য। স্মার্ত্তের মতে, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ কাত্যায়নতন্ত্র প্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে—

"শরৎকালে পুরা যস্মাৎ নবম্যাং বোধিতাসুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ॥"

"অপরস্যাঃ পূজা প্রোক্তং সিংহস্থং দশ বাহুভিঃ।
রূপমেবং দশভুজং পূর্ব্বোক্তন্ত বিচিন্তয়েৎ।"
উগ্রচণ্ডেতি যা মূর্ত্তি ভদ্রকালী যথং পুনঃ।
যয়া মূর্ত্ত্যা ত্বাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্ত্তিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

পূর্ব্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবগণ কর্ত্তৃক যে দেবী বোধিত হইয়াছে, তাঁহার নাম শারদা, ইনি দশবাহু সমন্বিতা এবং সিংহবাহিনী। ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে মহিষাসুরের পাদলগ্ন হেতু পূজার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশভুজার মহিষাসুরের প্রতি পাদলগ্ন সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি কারণে নবমীতে বা ষষ্ঠীতে দশভুজার বোধনই যুক্ত। "দুর্গায়াঃ পাদলগ্নত্বেন মহিষাসুরস্ত পূজ্যত্বং পূর্ব্বমুক্তং অতএব অষ্টাদশভুজায়াঃ পাদলগ্নত্বং মহিষাসুরস্ত ন সম্ভবতি তদষ্টাদশভুজায়াঃ নবম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা বোধনং।"

(তিথিতত্ত্ব *)

নবমীতে বোধন করিয়া জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা ষষ্ঠীতে বিল্বমূলে আমন্ত্রণ, মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে পত্রিকাপ্রবেশ, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে পূজা হোম ও উপবাস, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বিবিধ বলিদ্বারা শিবাকে পূজা ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা দশমীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল নক্ষত্র উক্ত হইল, ঐ সকল তিথিতে যদি ঐ সকল নক্ষত্র যোগ না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল তিথিতেই কার্য্যাদি হইবে, নক্ষত্রের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ফলাতিশয়ের জন্য। যদি ঐ তিথিতে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে পূজাতেও বিশেষ ফল হয়।

"ঈষে মাস্তসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তায়াং ষষ্ঠ্যাং বিল্বাভিমন্ত্রণং।
সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়াঃ প্রবেশনং॥
পূর্ব্বাষাঢ়যুতাষ্টম্যাং পূজাহোমাদ্যুপোষণং।
উত্তরেণ নবম্যান্তু বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং॥
শ্রবণেন দশম্যান্তু প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিবৎসর কন্যারাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে অর্থাৎ আশ্বিনমাসে কর্ত্তব্যত্বের অনুপপত্তি হেতু সিংহকে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে বোধন এবং তুলায় অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে স্থাপনাদি করিবে। কিন্তু মলমাসে করিবে না। যদি আশ্বিন মাস মলমাস হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসে পূজাদি কিছুই হইবে না, কার্ত্তিক মাসে হইবে। এইরূপ স্থলে ভাদ্রমাসে বোধন ও কার্ত্তিক মাসে পূজা হইবে, তাদ্রের কৃষ্ণানবমী হইতে প্রতিদিন দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও পূজাদি করিতে হইবে। "প্রতিবর্ষং কন্যার্কে কর্ত্তব্যত্বানুপপত্তেঃ সিংহার্কেঽপি বোধনং, তুলার্কেঽপি স্থাপনাদিকং ক্রিয়তে চান্দ্রকৃত্যত্বাৎ কন্যার্কে মলমাসে ন তদারভ্যতে যদি পূর্ব্বমারব্ধং তদা মলমাসেঽপি পূজা দেবীমাহাত্ম্যপাঠাদিকং প্রত্যহং কর্ত্তব্যমেব।" (তিথিতত্ত্ব)

কৃষ্ণানবমীতে যে বোধন হইবে, তাহা দেবকৃত্যহেতু পূর্ব্বাহ্লে হইবে, যদি উভয় দিন পূর্ব্বাহ্লে নবমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে এবং পূর্ব্বদিনে যদি আর্দ্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্লসময়ে দেবীর বোধন হইবে। বোধন কার্য্যে যে রাত্রিপদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেবরাত্রিপর জানিতে হইবে। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি, এই জন্য রাত্রিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি পরদিনে আর্দ্রানক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে বোধন হইবে এবং পূর্ব্বাহ্লেতর সময়ে যদি আর্দ্রানক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে আর্দ্রানক্ষত্রানুরোধে পূর্ব্বাহ্লেতরকালে বোধন হইবে।

"তত্র কৃষ্ণনবম্যাং দেবকৃত্যত্বেন পূর্ব্বাহ্লে বোধনং।

উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্লে নবমীলাভে পূর্ব্বদিনে আর্দ্রানুরোধে তু পূর্ব্বাহ্লং বিনা নিবামাত্রে যুগ্মাদরং বিনাপি পরদিনে বোধনং উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্লে নবম্যার্দ্রালাভে পূর্ব্বদিনে বোধনং যুগ্মাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

ষষ্ঠীতে বোধন করিতে হইলে সায়ংকালে বোধন করিতে হয়। যাহারা নবমীতে বোধন করিতে সমর্থ হন না, তাহারাই ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বোধন করিবে।

"ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ।"

ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষে সায়ংকালে দেবীর বোধন করিবে, যে সময় সন্ধ্যা পরিস্ফুট হয় নাই, তারকা সকল যখন ভাল করিয়া দেখা যায় না, এইরূপ সময়ই প্রকৃত বোধনের কাল।

ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে বোধন আরম্ভ করিতে হইবে, পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিনে যদি সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, তাহা হইলে একদিনে বোধন ও আমন্ত্রণ হইবে। কিন্তু পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে ষষ্ঠীলাভ না হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে বোধন এবং পরদিনে সায়ংকালে আমন্ত্রণ হইবে। যখন উভয়দিনে সায়ংকালে ষষ্ঠী হইয়াছে, সেই সময় পরদিনে ষষ্ঠীতে বোধন হইবে। যদি উভয়দিনেই সায়ংকালে ষষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্লে ষষ্ঠীতে বোধন করিবে।

"ষষ্ঠ্যাং বোধনামন্ত্রণকরণেঽপি পত্রীপ্রবেশপূর্ব্বদিনে

* মার্কেণ্ডের এই স্থানে কিছু বিরোধ দেখা যাইতেছে। কারণ কালিকাপুরাণে দশভুজা, ষোড়শভুজা ও অষ্টাদশভুজা এই তিন মূর্ত্তিরই পাদদেশে মহিষাসুরকথাকিরণ [illegible]

সায়ং ষষ্ঠীলাভে একদৈবোক্তকল্পনং যদা তু পূর্ব্বদিনে সায়ং-ষষ্ঠীলাভ তদা পূর্ব্বেহ্ন্যর্বোধনং পরদিনে সায়ং আমন্ত্রণং। যদা তূভয়দিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভ তদা পরেহ্নি ষষ্ঠ্যাং বোধনং উভয়দিনে সায়ং ষষ্ঠ্যভাবে পূর্ব্বাহ্নে ষষ্ঠ্যাং বোধনং।" (তিথিত°)

প্রতিপদাদি কল্প—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে নবরাত্রক বিধি অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিপদাদি ক্রমে মহানবমী পর্য্যন্ত যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে। প্রতিপদে কল্পারম্ভ করিয়া মহানবমী পর্য্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও পূজা করিতে হইবে। প্রতিপদে কেশসংস্কার দ্রব্য, দ্বিতীয়ায় পট্টডোর, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিন্দূর ও অলক্তক, চতুর্থীতে মধুপর্ক, তিলক ও নেত্র-মণ্ডল, পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ ও যথাশক্তি অলঙ্কার, ষষ্ঠীতে সায়ং-বিল্বতরুতে বোধন, সপ্তমীতে পূজন, অষ্টমীতে উপবাস ও অষ্টশক্তি পূজা, নবমীতে উগ্রচণ্ডা ও অন্যান্য দেবতার পূজা, বলিদান ও কুমারীপূজা করিতে হইবে, দশমীতে পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

এইরূপ বিধিদ্বারা যাহারা পূজা করে, তাহাদের সকল আপদ্ নাশ এবং পুত্র, দারা, ধন ও ধান্যাদি বিবিধ সুখ লাভ হয়; অন্তকালে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবতীর গণমধ্যে পরিগণিত হয়। এই বিধানকে নবরাত্রক কহে।

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু কর্ত্তব্যং নবরাত্রকং।
প্রতিপদাদিক্রমেণৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ॥
কেশসংস্কারদ্রব্যাণি প্রদদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে।
পট্টডোরং দ্বিতীয়ায়াং কেশসংযমহেতবে॥
দর্পণঞ্চ তৃতীয়ায়াং সিন্দূরালক্তকং তথা।
মধুপর্কং চতুর্থ্যান্তু তিলকং নেত্রমণ্ডলং॥
পঞ্চম্যাং অঙ্গরাগঞ্চ শক্ত্যালঙ্করণানি চ।
ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ॥
সপ্তম্যাং প্রাতরানীয় গৃহমধ্যে প্রপূজয়েৎ।
উপোষণমথাষ্টম্যামষ্টশক্তেঃ প্রপূজনং॥
নবম্যামুগ্রচণ্ডায়া অন্যদেবার্চ্চনং দিবা।
পূজা চ বলিদানঞ্চ তথাত্মতুঃ প্রপূজয়েৎ॥
কুমারী পূজনীয়া চ ভূষণীয়া চ ভূষণৈঃ।
সংপূজ্য প্রেষণং কুর্য্যাৎ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ॥
অনেন বিধিনা যস্তু দেবীং শ্রীণয়তে নরঃ।
তন্নবৎ পালয়েত্তস্ত দেবী সর্ব্বাপদি স্থিতং॥
পুত্রদারধনর্দ্ধীনাং সংখ্যা তস্য ন বিদ্যতে।
ভুক্তে্‌হ পরমান্ ভোগান্ প্রেত্য দেবীগণো ভবেৎ॥"

ষষ্ঠ্যাদিকল্প—ষষ্ঠীর দিন প্রাতঃকালে কল্পারম্ভ করিয়া সায়ংকালে বিল্বশাখা ও কলে দেবীর বোধন করিবে, সপ্তমীতে বোধিত বিল্বশাখা আনিয়া পূজা করিতে হইবে, অষ্টমীতে পূজা ও জাগরণ, নবমীতে প্রভূত বলিদান ও পূজা এবং দশমীতে শাবরোৎসব দ্বারা বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

"বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।
সপ্তম্যাং বিল্বশাখান্তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ॥
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাৎ বলিদানং মহানিশি॥
প্রভূতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।
ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গামন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥
বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ শাবরোৎসবৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ কুর্য্যাচ্চ দশমীদিনে॥" (ভবিষ্যপু°)

সাধারণতঃ প্রায় এই তিন কল্প দেখা যায়, নবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদিকল্প ও ষষ্ঠ্যাদিকল্প। অনেক স্থলে এই ত্রিবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন এক কল্পানুসারে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে; কিন্তু কুলাচার অনুসারে যাহাদের যে কোন কল্পের বিধান থাকে, তাহারা সেই কল্পানুসারে পূজা করিবে। যেহেতু কুলাচার উল্লঙ্ঘন করা শাস্ত্রসম্মত নহে।

কল্পারম্ভ হইলে সেইদিন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত পূজা ও বিজয়াদশমীতে বিসর্জ্জন করিতে হইবে এবং প্রতিদিন দেবীমাহাত্ম্য ও ঋষিচ্ছন্দাদি পাঠ করিতে হইবে।

"মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পঠেচ্চ শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥"

পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সকলকামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠ করিবে। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" (চণ্ডী)

শরৎকালে যে মহাপূজা হয়, তাহাতে আমার মাহাত্ম্য অবশ্য পঠনীয়, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। [চণ্ডীপাঠ শব্দ দেখ।]

নবম্যাদি কল্পারম্ভ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, দেবীমাহাত্ম্য একবার পাঠ করিলেই হয়। প্রতিদিন পাঠ করিবার আবশ্যক কি? ইহাতে রঘুনন্দন

এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, একবার পাঠ করিলে শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়, তথাচ ফলবাহুল্য হেতু পুনঃ পুনঃ পাঠ করা আবশ্যক।

"অত্র যদ্যপি দেবীমাহাত্ম্যপাঠস্য 'সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ' ইতি ন্যায়াৎ সকৃৎকরণাদেব তত্তৎফলসিদ্ধির্জায়তে তথাপি তৎফলবাহুল্যায় পুনঃ পুনঃ পাঠঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদাদি কল্পে প্রতিপদ্ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পে ষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত পাঠ করিতে হইবে। নবম্যাদি কল্পে নবমীতে বোধন করিয়া পত্রীপ্রবেশ পূর্ব্ব-দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীতে সায়ংকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস এবং নবমীর দিন বোধন করিতে অসক্ত হইলে ষষ্ঠীর দিন বোধন, আমন্ত্রণ ও দেবীর অধিবাস করিতে হইবে।

বোধন ও আমন্ত্রণের মন্ত্র ভেদানুসারেই পৃথক্ত্ব অর্থাৎ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রদ্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ পৃথক্, এইরূপ সূচিত হইয়াছে। বোধন মন্ত্র—

"শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥
ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীং।
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥"

আমন্ত্রণের মন্ত্র—

"মেরুমন্দারকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বং অম্বিকায়াঃ সদাপ্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।
নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গা স্বরূপতঃ॥"

এই দুইটী মন্ত্রদ্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ এই দুইটী পৃথক্ অর্থাৎ বোধনের সময় পূর্ব্বোক্ত বোধনমন্ত্র এবং আমন্ত্রণ সময়ে আমন্ত্রণের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

সপ্তম্যাদিকল্প। আশ্বিনমাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হইবে। সপ্তমী তিথিতে কল্পারম্ভ করিয়া নবপত্রিকা ও মৃণ্ময়ী ভগবতী প্রতিমাপূজা ও অষ্টমীতে মহাস্নান করাইতে হইবে। পঞ্চগব্য, গায়ত্রী, কষায়, গঙ্গাদি, তীর্থবারি, সকল প্রকার ওষধি, ভৃঙ্গার, কলস, পুষ্পরত্নাদি, স্তোত্র প্রভৃতি এবং গীতবাদিত্র-নাট্য সহকারে মহাস্নান করাইতে হয়। পরে পূজা, নানাবিধ উপহারাদি দ্বারা নৈবেদ্য ও তিলধান্যাদি সংযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে। সংসারে যে সকল কাম্য সুখ আছে, তাহা এই হোম দ্বারা হয় এবং দীর্ঘায়ু, পুত্র ও বিপুল ধনধান্যাদি লাভ হয়। নবমীতে এই বিধি অনুসারে পূজা এবং দেবীর প্রীতির নিমিত্ত বলি প্রদান করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে পূজা করিলে ইহজন্মে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে দেবীপুরে গতি হয়।

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে।
তত্র পূজাবিশেষেণ কর্ত্তব্যা মম মানবৈঃ॥
বিশেষং তত্র বক্ষ্যামি শৃণু পুত্রক সত্বরং।
সপ্তম্যাং পত্রিকাপূজা হ্যষ্টাদি নবভির্বৃতা॥
মহীময়ী চ মূর্ত্তি র্মে পূজ্যায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে।
অষ্টমী সা মহাপুণ্যা তিথিঃ প্রীতিকরী মম॥
কুর্য্যাত্তত্র মহাস্নানং পঞ্চগব্যযুতৈস্তথা।
গায়ত্রীভিঃ কষায়ৈশ্চ গঙ্গাদ্যৈস্তীর্থবারিভিঃ॥
ওষধীভিশ্চ সর্ব্বাভি র্ভৃঙ্গারৈঃ কলসৈস্তথা।
গীতবাদিত্রনাট্যেন স্নাপয়েন্মাং ভক্তিতঃ।
পূজা সদুপহারৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ মনোহরৈঃ॥
বিল্বপত্রৈঃ ঘৃতাক্তৈশ্চ তিলধান্যাদিসংযুতৈঃ।
জুহুয়াজ্জলিতে বহ্নৌ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
সংসারে যানি সৌখ্যানি কাম্যানি নরপুঙ্গব।
দীর্ঘমায়ুর্ধনঃপুত্রঃ বিপুলং ধনধান্যকং।
লভতে মৎপ্রসাদেন অন্তে মম পুরং ব্রজেৎ॥
অনেন বিধিনা যস্তু নবমীমতিবাহয়েৎ।
ভুঙ্‌ক্তে চ বিপুলান্ ভোগানন্তে শিবপুরং ব্রজেৎ॥"

পত্রীপ্রবেশ-ব্যবস্থা—মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে বা কেবল সপ্তমীতে পূর্ব্বাহ্ন সময়ে পত্রীপ্রবেশ অর্থাৎ নব-পত্রিকা স্থাপন করিতে হইবে, উত্তর দিন যদি পূর্ব্বাহ্ন লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে পত্রীপ্রবেশ হইবে। ইহাতে তিথিযুগ্মাদি আদরণীয় হইবে না।

"ততঃ সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং কেবলায়াং উত্তরত্র পূর্ব্বাহ্নে সপ্তমীলাভে পরত্র।

"যুগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতী প্রিয়া।
রবেরুদয়মীক্ষন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

"পূর্ব্বাহ্নে নবপত্রিকা শুভকরী সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
আরোগ্যং ধনদা করোতি বিজয়ং চণ্ডীপ্রবেশে শুভা।
মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষয়করী সংগ্রামে যোদ্ধাবহা।
সায়াহ্নে বধবন্ধনানি কলহং সর্ব্বক্ষতং সর্ব্বদা।" (তিথিত°)

পূর্ব্বাহ্ন সময়ে নবপত্রিকাপ্রবেশ অত্যন্ত শুভ এবং সকল সিদ্ধিদায়িনী। মধ্যাহ্ন সময়ে পত্রীপ্রবেশ জনপীড়ন ও ক্ষয়, সায়াহ্নকালে বধ, বন্ধন ও নানা প্রকার অশুভ হইয়া থাকে। এই জন্য পূর্ব্বাহ্ন সময়ে নবপত্রিকা প্রবেশ প্রশস্ত।

নবপত্রিকা—কদলী, দাড়িমী, ধান্ত, হরিদ্রা, মানক, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তীপত্র এই নয়টী নবপত্রিকা—

"কদলী দাড়িমী ধান্তং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বোঽশোকঃ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥" (তিথিত°)

[নবপত্রিকা দেখ।] পত্রীস্থাপন করিয়া মৃণ্ময়ীমূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কারণ দেবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করিলে তাহাতে দেবত্ব হয় না।

"অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাস্বপি পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্মাৎ দেবত্বসিদ্ধয়ে॥" (তিথিত°)

প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর যথাবিধি নানা প্রকার উপহার দ্বারা দেবীপূজা করিতে হইবে।

মহাষ্টমীর দিন উপবাস, নানা প্রকার উপহার ও বলিদ্বারা ভগবতীর পূজা করিতে হইবে। অষ্টমীতে বলিদানের বিষয় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দেবীপুরাণের বচনান্তরে লিখিত আছে, অষ্টমীতে বলিদান করিলে বংশনাশ হয়। ইহাতে রঘুনন্দন এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, অষ্টমীতে যে বলিদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সন্ধিপূজাপর; কারণ সন্ধিপূজা অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দুই দণ্ডের মধ্যে এই সন্ধিপূজা হয়, উভয় তিথিকৃত্য হেতু সাবকাশ স্থল হইয়াছে, এই জন্য ঐ অষ্টমীতে বলিদান না করিয়া নবমীতে বলিদান নিষিদ্ধ, এইরূপ অভিপ্রায় নচেৎ অন্যবচনে লিখিত আছে, অষ্টমীতে বলি প্রভৃতি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে এই বচন নিরর্থক হয়।

"অষ্টম্যাং পশুঘাতপ্রস্তেঃ—
অষ্টম্যাং রুধিরৈর্মাংসৈ র্মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্বলিভির্ভোজয়েচ্ছিবাং॥
ইতি কালিকাপুরাণাচ্চ।
অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেৎ ধ্রুবং।
ইতি দেবীপুরাণীয়ং। সন্ধিপূজাবলিদানপরং তৎপূজায়া উভয়তিথিকর্ত্তব্যত্বেন তদ্বলিদানস্ত নবম্যাং সাবকাশত্বাৎ।" (তিথিত°)

সন্ধিপূজা—অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে যোগিনীগণের সহিত দেবীর পূজা করিতে হইবে। ইহাতে অষ্টমীর শেষদণ্ড ও নবমীর প্রথমদণ্ড যে দেবীর পূজা করা যায়, তাহা অতিশয় ফলদায়ক; অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি রাত্রিভাগেই প্রশস্ত, অর্দ্ধরাত্রে দশগুণ, সন্ধ্যারাত্রে ত্রিগুণ ফলদায়ক। এই সন্ধিকালকে উমামহেশ্বরতিথি কহে।

"অষ্টমী নবমী যত্র্যৌ তৃতীয়া ধনু কথ্যতে।
তত্র পূজ্যাহবং পূজ্য যোগিনীগণসংযুতা॥
অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্বএব চ।
অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥
অষ্টমী নবমীযোগো রাত্রিভাগে বিশিষ্যতে।
অর্দ্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যায়াং ত্রিগুণং ভবেৎ॥
অষ্টমী নবমীযুক্তা নবমী চাষ্টমীযুতা।
অর্দ্ধনারীশ্বরপ্রায়া উমা মাহেশ্বরী তিথিঃ॥" (তিথিত°)

মহাষ্টমী তিথিতে পুত্রবান্ ব্যক্তি উপবাস করিবে না। নবমীতে বিবিধ বলি প্রভৃতি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে। অষ্টমী বা নবমী এই দুই দিনের মধ্যে যে কোন একদিনে হোম করিতে হইবে, কিন্তু মহাষ্টমীর দিন হোম প্রশস্ত। জপ ও স্তোত্রপাঠ করিয়া নবমীর দিন দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। দেবীর পূজোপচার সম্বন্ধে যাঁহার যে প্রকার শক্তি, তিনি সেই শক্ত্যনুসারে পূজা করিবেন।

"উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ন সমাচরেৎ।
যথা তথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
নবম্যাং বলিদানন্ত কর্ত্তব্যং বৈ যথাবিধি।
জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে॥" (তিথিত°)

মহাষ্টমীর দিনই উপবাস করিতে হইবে, মহাষ্টমী পূজার পর দিন যদি সন্ধিপূজা হয়, তাহা হইলে সেই দিন উপবাস হইবে না।

মহানবমী পূজাকল্প—আশ্বিন মাসে মহানবমীতে ভগবতীর পূজা করিতে হইবে।

"লব্ধাভিষেকা বরদা শুক্লে চাশ্বযুজস্ত চ।
তস্মাৎ সা তত্র সংপূজ্যা নবম্যাঞ্চণ্ডিকা বুধৈঃ॥" (তিথিত°)

কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমীকল্প—আশ্বিনমাসের মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে বিশুদ্ধভাবে ভগবতীতে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিতে হইবে।

"ভদ্রকালীং পটে কৃত্বা তত্র সংপূজয়েদ্দ্বিজঃ।
আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য চাষ্টম্যাং নিয়তব্রতঃ॥" (বিষ্ণুধর্ম°)
"উপোষিতো দ্বিতীয়েঽহ্নি পূজয়েৎ পুনরেব তাং।
যদ্বেকস্যা যথাষ্টম্যাং নবম্যাং বাথ সাধকঃ।
পূজয়েদ্বরদাং দেবীং ভক্তভাবেন চেতসা॥" (কালিকাপু°)

অষ্টম্যাদি কল্পারম্ভে—অষ্টমী ও নবমী এই দুই দিনই যথাবিহিত পূজাদি করিতে হইবে।

দুর্গার ধ্যান—

"জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥

সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গরূপিণং।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তরক্তী কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননং॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ সততং দুর্গাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥"

এই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়া মহাস্নানপূর্ব্বক ষোড়শোপচার ও বলিদানাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং আবরণ ও দেবতা পূজা করিবে। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমীও নবমী পূজা করিবে।

বিজয়াদশমীকৃত্য—উক্তরূপে পূজা সমাপন করিয়া দশমী দিনে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

'চরলগ্নে বিসর্জ্জয়েৎ' এই বচনানুসারে চরলগ্নে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যদি চরলগ্ন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল তিথিতেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। দেবীর যাত্রাকালে নিমজ্জন করিতে হয়, তাহার পর বিসর্জ্জন করিতে হইবে, নৌযান বা নরযান দ্বারা ভগবতী শিবাকে লইয়া যাইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদি মঙ্গলদ্বারা স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

"দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।
নিমজ্জাম্ভসি দেবি ত্বং চণ্ডিকা প্রতিমা শুভা।
পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥"

বিসর্জ্জন করিয়া গৃহে আগমন করিয়া অভিস্রাবধারণ করিবে। তাহার পর ঘটস্থিত জল দ্বারা এই মন্ত্রে যজমানকে অভিষেক করিতে হইবে।

অভিষেকমন্ত্র—

ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে দেবা উপপ্রযন্তু মরুতঃ সুদানবে ইন্দ্রপ্রাশূর্ভবা সচা।
ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতো শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ পুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপালাঃ সুসংযতাঃ।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুকেতুশ্চ তর্পিতা।
ঋষয়ো মুনয়ে গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যোঽধ্বরা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা হ্রদাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥" (বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ)

এই বিজয়া দশমীর দিন অপরাজিতা পূজা করিতে হইবে। এই দশমী তিথিতে রাজাদিগের বিজয়যাত্রা করিতে হয়, এই যাত্রা অতিশয় শুভদায়ক। যদি দশমী উল্লঙ্ঘন করিয়া নৃপগণ যাত্রা করে; তাহা হইলে তাহার রাজ্যে সংবৎসরের মধ্যে কোন বিজয় হইবে না।

"দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ।
তস্য সংবৎসরং রাজ্যে ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বয়ং যাত্রা করিতে অশক্ত হইলে খড়্গাদির যাত্রা করিতে হইবে। এই বিজয়া দশমীর দিন দুর্গানাম জপ করিতে হইবে, যে কোন বিপদ্ হউক না কেন দুর্গানাম জপ করিলে তাহা দূর হয়।

"দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানামং পরং মনুং।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ॥
মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়সমুত্থিতে॥

যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মনুং।
স জীবলোকো দেবেশি নীলকণ্ঠত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

প্রাতঃকালে উঠিয়া যাহারা দুর্গানাম স্মরণ করে, তাহাদেরও কোন বিপদ্ হয় না। দুর্গানাম ভবসমুদ্র উদ্ধারের একমাত্র তরণি স্বরূপ। ভক্তিপূর্ব্বক দুর্গানাম করিয়া যে যাহা চায়, সেই তাহা প্রাপ্ত হয়। দুর্গানামে সকল বিপদ্ দূর হয়। দুর্গাদেবীর বিসর্জ্জন হইলে পর সম্বৎসরের শুভাশুভের নিমিত্ত দুর্গামণ্ডপে বসিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া যাত্রা করিবে। দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া পিতা, মাতা ও গুরুলোকদিগকে প্রণাম ও আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রেমালিঙ্গনে সম্ভাষণ করিতে হয়।

বঙ্গবাসী হিন্দুগণের দুর্গোৎসবই সর্ব্বপ্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য। বৎসরান্তে এরূপ মহাপূজার ধূমধাম আর কোন দেশে দেখা যায় না। দুর্গাপূজার তিন দিন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই অপর সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করেন। হিন্দুগণ ভাবেন, এমন দিন আর আসিবে না। এই কয় দিন আমরা যেরূপে কাটাইব, সংবৎসর সেইরূপে যাইবে। তাই এই কয় দিন সকলেই নব বেশে নবোল্লাসে মহাসুখী হইবার চেষ্টা করেন এবং দেবীর নিকট আপনার মনের কথা প্রকাশ করিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। পূজার চতুর্থ দিবস অর্থাৎ বিজয়ার দিন বৎসরের মধ্যে প্রধান দিন বলিয়া গণ্য। মহামায়াকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া মনের আবেগে শান্তিবারিগ্রহণার্থ আত্মীয় সজ্জন একত্র হন। সকল অত্যাচার দুর্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া শত্রুকেও কোলে নিয়া থাকেন। এ সময় শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না, সকলেই পরস্পরে কোলাকুলী করেন, আশীর্ব্বাদ নমস্কারাদি করিয়া থাকেন।

বঙ্গের সর্ব্বত্রই কার্ত্তিকগণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি পরিবৃত দশভুজা দুর্গার মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পূজা হয়। বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও এরূপ মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পূজা হইতে দেখা যায় না। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অপরাপর স্থানে যেখানে ভগবতীর শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইখানেই ঐ কয়দিন দেবীপূজা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। অনেক স্থানে ঘটস্থাপনা করিয়াও মহাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভিন্ন অপর সকল স্থানে এই উৎসব 'দশেরা' নামে খ্যাত। দুর্গোৎসব উপলক্ষে যেমন এ দেশে চণ্ডীপাঠ হয়, দশেরার কয়দিন দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ঘরে ঘরে বেদপাঠ হইয়া থাকে। [মহাবিদ্যা, শারদীয়পূজা ও বাসন্তীপূজা প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্গাচরণ রক্ষিত, একজন বাঙ্গালী বণিক। গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের পুত্র। সন ১২৪৭ সালের ১৪ আশ্বিন বুধবার (১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর) বঙ্গদেশের ফরাসী চন্দননগরে জন্ম হয়। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে কলিকাতার সওদাগরের বাটীতে চাকরি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেও নানা প্রকার স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া বণিক্ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও উদারতায় ফরাসী বণিকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে। ক্রমে মরিচসহর, বর্দো ও ফ্রান্সের অন্যান্য অধিকারের সহিত তিনি স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি এখন একজন প্রধান বাঙ্গালী বণিক। চন্দননগরে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কল বসাইয়া গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া লোকের পুষ্করিণী পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ কলটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও দানাদিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজ্য ত্যাগের পর ফরাসি-রাজ্যে আবার সাধারণ তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সেই জন্য ফরাসী উপনিবেশ গুলিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত হইল। চন্দননগরের শাসন ও বিধি ব্যবস্থা করিবার ভার তত্রত্য নির্ব্বাচিত 'লোকাল কৌন্সিল' নামক সভার উপর অর্পিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থাপন সময়ে দুর্গাচরণ এই সভার সভ্য নিযুক্ত হন। পরে ১৮৭৯ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীরা দুর্গাচরণকে এই সভার সভাপতি মনোনীত করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহার সততার ও ন্যায়পরতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে নগরের অবৈতনিক জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া প্যারিনগরে ফরাসী সাহিত্য-পরিষদ্

তাঁহাকে সম্মানিত সভাপদ (Officier de Academie) অর্পণ করিয়া একটী পদক পাঠাইয়া দিয়াছেন। এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে কম্বোজের ফরাসীসমাজ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে (Chevalier de ordre Royal du Cambodge) নামক উপাধি অর্পণ করিয়াছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির প্রতিষ্ঠিত ফরাসীদিগের অত্যুচ্চ সম্মানের পদ সেভালিয়ে দেলা লেজিয়ন্তার (Chevalier de la Legion de honour) নামক উপাধিও ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন চন্দননগরের রাজবাটীতে এই উপাধি বিতরণ উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। পরদিবস তিনি দীন দুঃখীকে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। দুর্গাচরণ জাতিতে তন্তুবায় ও প্রকৃত হিন্দু। বৎসরে ২।১ বার করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় যে সকল লোক সমাজে উন্নত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের পিতা। ইনি য়ুরোপীয় চিকিৎসায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালাদেশে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না এবং এখনও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই। চিকিৎসাকার্য্যে অভূতপূর্ব্ব পারদর্শিতা দর্শনে দেশের লোক সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দুর্গাঢ় (ত্রি) দুর-গাহ কর্ম্মণি ক্ত। কষ্ট দ্বারা অবগাহ্য, যাহা সহজে অবগাহন করা যায় না।

দুর্গাদত্তমৈথিল, বুন্দেলাপতি হিন্দুপতির আশ্রয়ে ইনি বৃত্তমুক্তাবলী নাম্নী সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গাদাস, একজন বিখ্যাত রাঠোরনেতা। মারবাররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর পিশাচ-প্রকৃতি অরঙ্গজেব যখন যশোবন্তের শিশু পুত্র ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আপনার করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সময় রাঠোর-বীর দুর্গাদাস রাঠোরকুলমান রক্ষা করিবার জন্য দিল্লী রাজধানীতে মুসলমান সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে একজন বিশ্বাসী মুসলমান মুক্তির মধ্যে (যশোবন্তের পুত্র) শিশু অজিতকে লইয়া গুপ্তভাবে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে। কুমার নিরাপদ স্থানে পৌছিলে দুর্গাদাস কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর সহ সেই স্থানে আসিয়া কুমারকে লইয়া আবুশিখরে উপস্থিত হইলেন। এখানে দুর্গাদাস এক সন্ন্যাসীর গৃহে অতি গুপ্তভাবে থাকিয়া শিশু অজিতকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও স্নেহে শিশু অজিত রক্ষিত ও যুদ্ধবিদ্যাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া শেষে রাজপুত সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

যে সময়ে দুর্গাদাস অজিতকে লইয়া অর্ব্বুদ শিখরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দুবংশীয় পরিহাররাজ মাড়বারের শূন্য সিংহাসন অধিকার করেন। রাঠোরজাতি নেতৃহীন হইলেও অবিলম্বে আবার পরিহারদিগকে তাড়াইয়া মাড়বার উদ্ধার করেন। নেতৃহীন রাঠোরদিগের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অরঙ্গজেব জলিয়া উঠিলেন, তিনি মাড়বার রাজ্য ধ্বংস করিবার আয়োজন করিলেন। এই সময় দুর্গাদাস কুমার অজিতকে মিবারে আনিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন যে, রাঠোরবীর দুর্গাদাস আজমির অধিকার করিয়াছেন। মোগল সম্রাট্ কালবিলম্ব না করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য আজমিরে সৈন্য পাঠাইলেন। মোগল সৈন্য পৌছিবার পূর্ব্বেই দুর্গাদাস আজমির অধিকার ও এখান হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময় মোগল সম্রাট্ সমস্ত রাজপুতজাতিকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন; তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য তাঁহার পুত্র কুমার অক্বর মোগল সেনাপতি তাইবর খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। নাদোল নামক ক্ষেত্রে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হয়। মিবার ও মাড়বারের বীরগণ একত্র হইয়া মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করেন। ১৭৩৭ সম্বতে ১৪ই আশ্বিন যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাবীর দুর্গাদাস অতুল বীরত্ব ও অপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেবের পুত্র কুমার অক্বর রাজপুতগণের অসীম সাহস ও অনুপম বীরত্ব দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে যদি এরূপ মহাবীরদিগকে আমার পক্ষে লইতে পারি, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ভারতের রাজছত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। এই ভাবিয়া দুর্গাদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। দুর্গাদাস ভাবিলেন, কুমার অক্বরের সহিত মিলিলে কুমার অজিতের অনেকটা সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাজপুত বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। উভয় দলে সন্ধি হইয়া গেল। অরঙ্গজেবের চিরশত্রু রাঠোরগণ কুমার অক্বরকে ভারতের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন অক্বর সম্রাট্‌রূপে

নিজ নামে ঘোষণা প্রচার করিলেন। অরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া অকবর ও তাঁহার সহচর দুর্গাদাসকে রীতিমত শাস্তি দিবার জন্য কূটনীতি বিস্তার করিলেন। তিনি কুমার অকবরের দক্ষিণ হস্ত তাইবর খাঁকে হস্তগত করিবার জন্য মহোচ্চ পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন। তাইবর খাঁ লোভে পড়িয়া অরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং একজন বিশ্বাসী ফকিরকে পাঠাইয়া রাজপুতদিগকে জানাইলেন, 'পিতাপুত্রে এখন মিলিত হইয়াছে। আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এখন মনে করিবেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আপনারা স্বদেশে প্রস্থান করুন।' দূত আসিয়া ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, আরও জানাইল যে তাইবর খাঁ অরঙ্গজেবের হস্তে নিহত হইয়াছে। রাজপুত মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া অজমের হইতে ১০ ক্রোশ দূরে চলিয়া আসিলেন। কুমার অকবর পরে সেই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া আবার বিশ্বস্ত সেনানীবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজপুতগণের সহিত মিলিত হইলেন। রাজপুতগণ এখন বুঝিতে পারিয়া সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিল। তাঁহারা যে সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে অচিরে অরঙ্গজেবের ধ্বংসসাধন ও তাহাদের সৌভাগ্যোদয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন বীর দুর্গাদাস কুমার অকবরকে লইয়া মাড়বারের পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে অরঙ্গজেব অকবরকে ধৃত করিবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে ৮ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া দুর্গাদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গাদাস উৎকোচের বশীভূত হইবার লোক নহেন, তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিয়া কুমার অকবরকেই প্রদান করিলেন। অকবর দুর্গাদাসের সেই আনুরক্তি ও প্রতিজ্ঞা পালনে তাঁহাকে অটল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উচ্চহৃদয় তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। অরঙ্গজেব যখন দেখিলেন, যে তাঁহার চাতুরী ব্যর্থ হইল, তিনি দুর্গাদাস ও অকবরকে ধৃত করিবার জন্য অবিলম্বে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গাদাস নিজ অগ্রজ শোনিঙ্গের হস্তে অজিতের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া অকবরকে লইয়া বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে মোগলসেনা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তিনি অমিততেজে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। অরঙ্গজেব বাদর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। শেষে যখন জানিলেন যে তিনি প্রকৃত পথে আসেন নাই; দুর্গাদাস দক্ষিণে গুজরাট ও বামে চম্পন রাখিয়া নিরাপদে নর্ম্মদা অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্র আজিমকে রাঠোরবংশ ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন এবং নিজে সসৈন্যে দক্ষিণাপথাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই দুর্গাদাসের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। ১৭৩৮ সম্বতে কুমার অকবর মরাঠাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। দুর্গাদাস নিশ্চিন্ত হইয়া সসৈন্যে অজমেরাভিমুখে উপস্থিত হইয়া তথাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে আক্রমণ করিলেন। পরে তিনি মাড়বার হইয়া মহারাণার সাহায্যার্থ কিছু দিন চিতোরে যাত্রা করেন। ইহার অল্পকাল পরে কুমার অকবর অরঙ্গজেবের ভয়ে পারস্য দেশে চলিয়া যান। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কন্যা ও পরিবার রাঠোরদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল। পাছে রাঠোরপতি মোগলরাজনন্দিনীর সতীত্ব নষ্ট করেন, এই কলঙ্কের আশঙ্কায় অরঙ্গজেব অজিতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এতদিনে দুর্গাদাসের মনোষ্কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার যত্নের ধন অজিত সমস্ত আপদ্ অতিক্রম করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন দেখিয়া তিনি আন্তরিক প্রীত হইলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অজিতের সুখসমৃদ্ধির জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এরূপ উচ্চপ্রকৃতি প্রভুভক্ত, মহাবীর, সদাশয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অতি বিরল।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, নবদ্বীপনিবাসী একজন পণ্ডিত। দুর্গাদাস নৈয়ায়িক প্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র ছিলেন। ইনি বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ কল্পদ্রুম টীকার নাম ধাতুদীপিকা। ঐ টীকায় তিনি আপনাকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"শাকে সোমরসেষু ভূমিগণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো দুর্গাদাস ইমাং চকার বিবৃতিং টীকাং সুবোধাবধিঃ।"

অন্য আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

"ইতি বাসুদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীদুর্গাদাসশর্ম্ম বিরচিত ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পদ্রুমটীকা সমাপ্তা।"

দুর্গাদাস ধাতুদীপিকার টীকা ১৫১১ বা ১৫৬১ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে, কারণ 'শাকে সোমরসেষু' রসা-ইষু ও রস ইষু এই দুইয়েই 'রসেষু' হয়। রসাশব্দে ১ এবং রস শব্দে ৬ বুঝায়। যদি এই স্থলে রসা-ইষু এইরূপ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ টীকা ১৫১১ শকে রচিত এইরূপ ধরিলে ইহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। ১৪৫৫ শকে চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান হয়। তৎকালে সার্ব্বভৌম জীবিত ছিলেন এবং ১৫১১ শকে 'ধাতুদীপিকা' রচিত হয়,

তাহা হইলে উভয়ের ব্যবধানকাল ৪৬ বৎসর দেখা যায়। যদি দুর্গাদাসকে কিছু দীর্ঘজীবী ধরা যায়, তাহা হইলে এবং যদি সার্ব্বভৌমের শেষ দশায় তাঁহার জন্ম হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র এইরূপ অনুমান করা যায়। সার্ব্বভৌম জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দুর্গাদাসের পর সার্ব্বভৌমবংশের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাচস্পতি, গুরুপাদুকাপঞ্চক স্তোত্র-টীকাকার।

দুর্গাদাসসম্মিশ্র, ন্যায়বোধিনী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

দুর্গাদেবী, মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধ এক মহাদুর্ভিক্ষ। এরূপ দুর্ভিক্ষের কথা কখন শুনা যায় নাই। (১৩৯৬ হইতে ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টিতে এই দুর্ভিক্ষ ঘটে। দুর্ভিক্ষের ১ম বর্ষে মান্দ্দশাহ বাহ্মণি গুজরাট হইতে শস্যাদি আমদানী করিবার জন্য ১২০০০ বৃষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? জলাভাবে অল্পকাল মধ্যেই জনপদ মরুভূমে পরিণত হইল। কত শত লোক মরিল, তাহার সংখ্যা নাই। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইলেন। এই সুযোগে হিন্দুসামন্তগণ অধিকার লাভ করেন। ১২ বর্ষের পর বৃষ্টি হইলে এই দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ (পুং) দুর্গস্য অধ্যক্ষঃ ৬তৎ। দুর্গরক্ষক, দুর্গের প্রধান অধিনায়ক।

"অনাহার্য্যশ্চ শূরশ্চ তথা প্রাজ্ঞঃ কুলোদ্ভবঃ।
দুর্গাধ্যক্ষস্তো রাজস্তদ্‌যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥" (মৎস্যপু°)

অনাহার্য্য অর্থাৎ হঠাৎ যাহাকে পরাভব করা যায় না, বীর, কুলীন এবং সকল কার্য্যকুশল ব্যক্তিই দুর্গাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত।

দুর্গানবমী (স্ত্রী) দুর্গায়া পূজোপলক্ষিতা নবমী। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল নবমী, চান্দ্র কার্ত্তিকের শুক্ল নবমীকে দুর্গানবমী কহে। এই তিথি ত্রেতাযুগের আদ্যাতিথি, অর্থাৎ এই তিথিতে ত্রেতাযুগের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছিল। এই দুর্গানবমীর দিন তিনবার জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবীর পূজা করিতে হয়, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে পূজাই প্রশস্ত। যাহারা এইরূপ পূজা করে, তাহারা সকল প্রকার অভিলষিত লাভ করে। যাহারা ত্রিকালে পূজা করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা একবারে অর্থাৎ একবার পূজা করিবে। বিধিপূর্ব্বক চারি মাস চণ্ডিকাপূজা করিলে যে পুণ্য হয়, নবমী দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা করিলে সেই ফললাভ হয়।* [জগদ্ধাত্রী দেখ।]

দুর্গাপুর, রঙ্গপুর জেলার বাহিরবন্দ পরগণাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে পাট হইতে এক রকম কাগজ প্রস্তুত হয়। দিনে এক রিমের বেশী কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না। এই প্রস্তুত কাগজ প্রায় অর্দ্ধেক বগুড়া ও জলপাইগুড়িতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

২ ময়মনসিংহ জেলায় অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজধানী।

[সুসঙ্গ দেখ।]

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী (স্ত্রী) একখানি তন্ত্রের নাম।

[বিদ্যাপতি দেখ।]

দুর্গামাহাত্ম্য (ক্লী) দুর্গায়াঃ মাহাত্ম্যং। দেবীমাহাত্ম্য, ভগবতীর মহিমা। চণ্ডীতে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপ বর্ণিত আছে, এইজন্য চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য কহে।

দুর্গারাম, পাষণ্ডখণ্ডক নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

দুর্গাবতী, চিতোরের রাণা সঙ্গের কন্যা। রেসিনের রাজা শিলোদীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহ শিলোদীকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎকাল পরেই রাজা শিলোদীর ভ্রাতা লক্ষণ অনন্যোপায় হইয়া রেসিনের দুর্গ বাহাদুর শাহের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করেন। তখন রাণী দুর্গাবতী মুসলমানের হস্তে নিগ্রহভোগ অপেক্ষা "জহরব্রত" অবলম্বনই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সাত শত রাজপুতরমণী সহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করেন।

দুর্গাবতী, হামিরপুর জেলার মহোবা নগরে চন্দেল রাজপুত বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। দুর্গাবতী মহোবার রাজার কন্যা। ইঁহার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া গড়মণ্ডলের গোঁড় রাজপুতবংশীয় দলপৎ শা তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। দুর্গাবতী অন্য একজনের বাগ্‌দত্তা এবং দলপৎশা দুর্গাবতী হইতে জাত্যংশে হীন ছিলেন, এই দুই কারণে বিবাহের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়। দলপৎশা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া নিজ দলবল সহ দুর্গাবতীর পিতাকে আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে পরাভূত করিয়া দুর্গাবতীকে স্বীয় ধর্ম্মপত্নী-

* "কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে নবম্যাং জগদীশ্বরীং।
ত্রিকালমেককালং বা বর্ষে বর্ষে প্রপূজয়েৎ।
নির্ম্মায় প্রতিমাং শক্ত্যা জগদ্ধাত্র্যা বিধানতঃ।
পূজয়িত্বা পরদিনে প্রতিমাং তাং বিসর্জ্জয়েৎ।
এবং কৃত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেৎ সাধকসত্তমঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসংযুক্তাস্ত ভবেৎ পুরী।
দাসদাসীগণৈর্যুক্তঃ মুক্তঃ স্যাৎ পাপসঙ্কটাৎ।
বিশেষতো যুগাদ্যায়াং নবমীং প্রাপ্য সাধকঃ।
পূজয়িত্বা দুর্গাদেবীং তাং লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)
"মাসৈশ্চতুর্ভির্যৎ পুণ্যং বিধিবৎ পূজ্য চণ্ডিকাং।
তৎফলং লভতে বীর নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ।" (তিথিতত্ত্ব)

রূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের একবৎসর পরে দুর্গাবতীর একটী পুত্র সন্তান জন্মে। এই পুত্রের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে দলপৎশা রাণী দুর্গাবতীকে রাজ্যভার ও পুত্র বীরনারায়ণের রক্ষাভার দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্গাবতী দয়াধর্ম্মে উন্নত ও প্রজাপালনে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে এখনও প্রতি গৃহে তাঁহার সুনাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া সম্রাট্ আকবরের মাণিকপুরস্থ প্রতিনিধি আসফ খাঁ ১৮০০০ সৈন্য লইয়া মণ্ডলের রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করেন। রাণী দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে গড়া (আধুনিক জব্বলপুরের সন্নিকটে) ও পরে মণ্ডলে প্রস্থান করেন। এখানে প্রথম যুদ্ধে রাণী দুর্গাবতীরই জয় হয়। পরদিন যুদ্ধে আসফ খাঁ কামান ব্যবহার করেন। তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হইলেও দুর্গাবতী অসীম সাহসে নিজ সৈন্য পরিচালন করিতেছিলেন—যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই। যুদ্ধকালে একটী তীর তাঁহার বামনেত্রে ও দ্বিতীয় তীর তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হয়, এই সময়ে তাঁহার পশ্চাদ্দিকস্থ শুষ্ক নদী সহসা জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় সৈন্যগণ ত্রস্তহৃদয়ে পলায়নপর হয়। তখন যুদ্ধ জয়াশায় হতাশ হইয়া রাণী মাহুতের কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা গ্রহণ করিয়া নিজ হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দুর্গাশঙ্কর, ইনি মল্লারিপদ্ধতি নামে জ্যোতিষের টীকা ও আগারবিনোদ নামে শিল্পশাস্ত্র রচনা করেন।

দুর্গাসহায়, একজন খ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি অমরস্থ নামে ও মুহূর্ত্তরচন নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ এবং বৃত্তবিবেচন নামে ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গাস্মরণ (ক্লী) দুর্গায়াঃ স্মরণং ৬তৎ। দুর্গানাম স্মরণ।

"দুর্গা জগদিদং সর্ব্বং দুর্গা সর্ব্বস্য কারণং।
অহঞ্চ দুর্গেত্যেবং যৎ তদ্ দুর্গাস্মরণং বিদুঃ॥" (তন্ত্রসার)

পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই দুর্গাময়, বা তিনিই এই সকল জগতের কারণ, তাহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, আমি দুর্গা স্বরূপ অর্থাৎ অভেদ এইরূপ চিন্তাকে দুর্গাস্মরণ কহে।

দুর্গাহ্য (ত্রি) দুঃখেন গাহ্যতে গাহ-ণ্যৎ। সহজে যাহা অবগাহন করা যায় না।

দুর্গাহ্ব (পুং) দুর্গা আহ্বা যস্য। ভূমিজগুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

দুর্গৃভি (ত্রি) দুঃখেন গৃহ্যতেঽসৌ দুর্-গ্রহ বা° কর্ম্মণি কি, সম্প্রসারণং বেদে হস্য ভঃ। দুর্গ্রাহ, গ্রহণ করিতে অশক্য, যাহা গ্রহণ করা অতি কষ্টকর। "বৃত্রস্য যৎপ্রবণে দুর্গৃভিঃ স্বনঃ" (ঋক্ ১।৫২।৬) 'দুর্গৃভিশ্বনঃ দুর্গ্রহব্যাপকঃ' (সায়ণ)।

দুর্গোৎসব (পুং) দুর্গায়াঃ উৎসবঃ। দুর্গাপূজা নিমিত্ত উৎসব, দুর্গাপূজার সময় পূজানিমিত্তক যে নানাপ্রকার উৎসব হয়, তাহাই দুর্গোৎসব। কিন্তু ব্যবহারিক দুর্গোৎসব বলিলে দুর্গাপূজা এইরূপ ব্যবহৃত হয়। [দুর্গা দেখ।]

দুর্গ্রহ (ত্রি) দুঃখেন গৃহ্যতেঽসৌ দুর্-গ্রহ কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা গ্রহণীয়, যাহা সহজে গ্রহণ করা যায় না। ২ দুর্জ্ঞেয়। ৩ দুরাসক। "দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসন্ তস্য রৌক্ষ্মণিদ্বিষাং।" (রঘু)। (স্ত্রী) টাপ্। ৪ অপামার্গ।

দুর্গ্রাহ্য (ত্রি) দুঃখেন গৃহ্যতেঽসৌ দুর্-গ্রহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। গ্রহণ করিতে অশক্য, সহজে যাহা গ্রহণ করা যায় না।

"অগ্রাহ্য তদনুরক্তং দুর্গ্রাহ্যং দৈবতৈরপি।" (হরিব° ৮৪ অঃ)

দুর্ঘট (ত্রি) দুঃখেন ঘট্যতেঽসৌ দুর্-ঘট কর্ম্মণি খল্। দুর্ ঘট কর্ম্মণি খল্। দুঃসংপদ্য, যাহা দুঃখে সম্পন্ন হয়, যাহা হওয়া অতি কঠিন।

"কোঽর্থো দুর্ঘটইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" (ভাগ° ৬।৯।৩৪)

দুর্ঘটনা (স্ত্রী) দুর্দ্দুষ্টা অশুভা ঘটনা। অশুভ ঘটনা, বিপদ্।

দুর্ঘোষ (পুং) দুর্দ্দুষ্টঃ ঘোষো নিনাদোযস্য। ১ ভল্লূক। (ত্রি) ২ দুষ্টশব্দযুক্ত। (পুং) দুষ্ট শব্দ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দুর্জন (পুং) দুষ্টোজনঃ প্রাদিস°। দুষ্টলোক, খল।

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়া ভূষিতোঽপি সঃ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥
দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণং।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলং॥" (চাণক্য)

দুর্জন বিদ্যাবিভূষিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, মণিবিভূষিত সর্প কি ভয়ঙ্কর নহে? দুর্জন প্রিয়বাদী হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই, যেহেতু তাহাদের মুখে মধু এবং হৃদয়ে হলাহল বিষ, এই সকল কারণে দুর্জনকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। দুর্জন সর্প হইতেও ক্রূরতর, সর্ব্বদাই দুর্জন হইতে পৃথক্ থাকিবে।

"শাম্যেৎপ্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ।" (কুমারস°)

দুর্জন প্রত্যুপকার দ্বারাই শান্ত হয়, উপকার করিলে ঠাণ্ডা হয় না। দুর্জনকে উপকার করিলে বরং মন্দ ফলই হয়। দুর্জনের সহিত সংসর্গ করিলে মহাপাতক হয়।

দুর্জ্জনশাল, রাজপুতানার অন্তর্গত কোটার একজন প্রসিদ্ধ রাজা। কোটারাজ ভীমসিংহের ৩য় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুনসিংহ রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু চারি বর্ষ রাজ্যভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে মধ্যম শ্যামসিংহ ও কনিষ্ঠ দুর্জ্জনশাল এই দুই ভ্রাতার সিংহাসন লইয়া বিবাদ ঘটে, শেষে উভয় ভ্রাতায় ঘোরতর যুদ্ধ

হয়। যুদ্ধে শ্যামসিংহ নিহত হইলেন, দুর্জ্জনশালের আর শোকের পরিসীমা রহিল না। ১৭৮০ সম্বতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দুর্জ্জনশাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মোগল-সম্রাট্ মহম্মদশাহ দুর্জ্জনশালকে ভাল বাসিতেন। দুর্জ্জনশালের প্রার্থনামত মহম্মদ শাহ আদেশ দেন যে, যমুনা-তীরে যে যে অংশে হরজাতি বাস করেন, সেই সেই অংশে কোন মুসলমান আর গোহত্যা করিতে পারিবেন না।

১৭৯৫ সম্বতে হররাজ দুর্জ্জনশালের সহিত মহারাষ্ট্র-নায়ক পেশবা বাজীরাওর সম্মিলন হয়। কিন্তু এ মৈত্রতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮০০ সম্বতে অম্বররাজ ঈশ্বরীসিংহ কোটা জয় করিবার অভিলাষে জাঠ ও মহারাষ্ট্র-গণের সহিত মিলিত হইয়া কোটা আক্রমণ করেন। এই সময় মহাবীর দুর্জ্জনশাল বিপুল বিক্রমে রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনমাস অবরোধের পর ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ঈশ্বরীসিংহ চলিয়া আসেন। সেই সময়কার যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-দলের অন্যতম নেতা জয়াপ্পা সিন্ধিয়ার একটী হাত কামানের মুখে উড়িয়া যায়। প্রধান সেনাপতি হিম্মতসিংহের গুণে দুর্জ্জনশাল বাজীরাওর নিকট হইতে নাহরগড় দুর্গ লাভ করিলেন।

ঈশ্বরীসিংহ পলায়ন করিলে বীরবর দুর্জ্জনশাল পূর্ব্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া উমেদসিংহকে তাঁহার পৈত্রিক বুন্দী-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পরামর্শে হোলকরের সাহায্যে উমেদসিংহ বুন্দীরাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু উমেদসিংহের উপকার করিতে গিয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত হোলকরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইহার পর দুর্জ্জনশাল নানাদেশ জয় করিয়া কোটা রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮১০ সম্বতে হর ও খিচি এই দুই জাতির মধ্যে প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধে উমেদ-সিংহ দুর্জ্জনশালকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনবর্ষ রাজত্বের পর দুর্জ্জনশাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে গুণ থাকিলে রাজপুত প্রশংসনীয় হয়, দুর্জ্জন-শালের তৎসমস্ত গুণই ছিল। অমায়িকতা, উদারতা ও সাহ-সিকতা প্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। তিনি গুণ ও বিশ্বাসের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময় নিয়ম হয় যে, সন্ধ্যার পর কোটার নগরদ্বার রুদ্ধ হইবে, আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঘটনাক্রমে এক দিন তিনি মৃগয়া হইতে ফিরিয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে, তাঁহার অনুচরেরা প্রথমে দ্বার ঠেলিল, শেষে দুর্জ্জনশাল নিজ পরিচয় দিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন। দ্বাররক্ষক কহিল, 'রাত্রে তাহার দ্বার খুলিবার আদেশ নাই, সুতরাং এখন তিনি অন্যত্র গিয়া অবস্থান করুন।'

প্রাতে যখন দুর্জ্জনশাল নগরে প্রবেশ করেন, দ্বাররক্ষক তাঁহার পদদেশে অস্ত্র রক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। দুর্জ্জনশাল তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাহাকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন। কোটায় দুর্জ্জনশালের গুণের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

দুর্জ্জয় (ত্রি) দুঃখেন জীয়তেঽসৌ দুর্-জি-খল্। ১ জয় করিতে অশক্য, যাহা সহজে জয় করা যায় না। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৬) "ক্লেশাংশ্চ বিবিধাংস্তাং স্তান্ মৃত্যুমেব চ দুর্জ্জয়ং॥" (মনু) ৩ কার্ত্তবীর্য্য বংশীয় অনন্ত রাজার পুত্র-ভেদ। (কূর্ম্মপু°) ৫ দানব বিশেষ। ৬ রাক্ষস বিশেষ।

দুর্জ্জয়গিরি, কামরূপস্থ বিখ্যাত শৈল। কালিকাপুরাণে এই গিরির বিষয় বর্ণিত আছে। [কামরূপ দেখ।]

দুর্জ্জয়ন্ত (পুং) নৃপভেদ। (বিষ্ণুপু°)

দুর্জ্জর (ত্রি) দুঃখেন জীর্য্যতি জৄ-অচ্। কষ্টপরিপাচ্য, যাহা সহজে পরিপাক করা যায় না।

"স্বাদু পাকরসং শাকং দুর্জ্জরং হরিমন্থজং।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

দুর্জ্জরা (স্ত্রী) দুর্জ্জর-টাপ্। জ্যোতিষ্মতীলতা।

দুর্জ্জাত (ক্লী) দুষ্টং জাতং প্রা° স°। ব্যসন। "দুর্জ্জাত বন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরোমে পৌলস্ত এষ সময়েষু পুরঃ প্রহর্ত্তা।"(রঘু ১৩।৭২) ২ অসমঞ্জ। (ত্রি) অসম্যক্‌জাত, যাহার বৃথা জন্ম হইয়াছে।

"যো ন যাতয়তে বৈরমল্পসত্ত্বোদ্যমঃ পুমান্।

অফলং জন্ম তস্যাহং মন্যে দুর্জ্জাতযায়িনঃ॥" (ভারত বন ৩৫ অঃ)

দুর্জ্জাতি (ত্রি) দুঃস্থিতা জাতি রস্য। ১ নিন্দিত বংশীয়, যাহার জাতি নিন্দিত হইয়াছে। দুঃস্থিতা জাতি র্জন্ম যস্য। ২ যাহার জন্ম নিন্দিত হইয়াছে। দুষ্টা জাতিঃ। দুষ্টা জাতি।

দুর্জ্জীব (ত্রি) দুঃ স্থিতো জীবো জীবনোপায়ো যস্য। পরভক্ষ্যা-দ্যুপজীবী, যাহারা পরের অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। দুর্ জীব ভাবে ঘল্। (ক্লী) ২ নিন্দিত জীবন। দুঃখং জীবতি জীব-অচ্। ৩ পরের অধীন হইয়া জীবনধারণ। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' পরের অধীন সকলই দুঃখজনক। এই জন্য জীবনের পরাধীনতা হেতু দুর্জ্জীব শব্দে এই অর্থবোধ হইয়াছে।

দুর্জ্জেয় (ত্রি) দুঃখেন জীয়তেঽসৌ দুর্-জী-যৎ। দুর্জ্জয়, যাহা দুঃখে জয় করা যায়।

দুর্জ্ঞেয় (ত্রি) দুঃখেন জ্ঞায়তে জ্ঞা কর্ম্মণি যৎ। জানিবার নিমিত্ত অশক্য, দুর্ব্বোধ্য, যাহা বহু কষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়।

"উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।" (মনু)

দুর্ণ(র্ন)য় (পুং) দুষ্টোনয়ঃ, প্রাদি সং ততোণত্বং। দুষ্টা নীতি। দুঃস্থিতো নয়ো যস্য। (ত্রি) দুষ্টনীতিযুক্ত। "কর্ত্তব্যো মম যুদ্ধস্য দুর্ণয়স্য ফলোদয়ঃ॥" (হরিবংশ ৫১ অঃ) এই স্থলে ণত্ব না হওয়াই ন্যায্য, যে হেতু 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' সংজ্ঞা বুঝিতে পূর্ব্বপদের উত্তর ণত্ব হইবে, এই স্থলে নী ধাতু অচ্ প্রত্যয় করিয়া নয় এবং ণত্ববিধিতে দুর্ শব্দের প্রতিষেধ হেতু অণত্ব অর্থাৎ ণত্ব না হওয়াই উচিত।

দুর্ণশ (ত্রি) দুঃখেন নশ্যতি দুর্ নশ-অচ্ বেদে ণত্বং। কষ্ট দ্বারা নষ্ট, যাহা অতি কষ্টে নষ্ট হয়। "পরএকেন দুর্ণশং চিদর্বাক্" (অথর্ব্ব° ৫।১১।৭) বৈদিক প্রয়োগে 'দুর্ণশ' এইরূপ ণত্ব হয়, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে দুর্নশ এইরূপ অণত্ব হইবে।

দুর্ণামন্ (স্ত্রী) দুঃস্থিতং নামাহস্য 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' ইতি ণত্বে প্রাপ্তি ক্ষুভ্নাদিপাঠাৎ ন ণত্বং ইতি কেচিৎ, বেদে তু ণত্ব মধ্যপাঠোদৃশ্যতে। ১ দীর্ঘকোষিকা, ঝিনুক। ২ অর্শ-রোগ। অতিপাতক করিলে অর্শরোগ হয়, তাহা হইলে অতিপাতকই অর্শরোগের কারণ, এইজন্য ইহা অতিশয় নিন্দিত বলিয়া এই রোগের নাম দুর্ণামন্ হইয়াছে। "অমী বা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে" (ঋক্ ১০।১৬২।১) বা টাপ্। দুর্ণামা উপধার লোপ করিলে বিকল্প পক্ষে ঙীপ্ হয়, সেই স্থলে 'দুর্ণাম্নী' এইরূপ হইবে।

দুর্ণীতি [দুর্নীতি দেখ।]

দুর্দ্দম (ত্রি) দুঃখেন দম্যতেঽসৌ দুর্ দম-কর্ম্মণি খল্। অদমনীয়, যাহা অতি কষ্টে দমন করিতে হয়। "সকৃৎ পাশাবকীর্ণান্তে ন ভবিষ্যতি দুর্দ্দমাঃ।" (ভারত শা° ৮৮ অঃ) ২ রোহিণীর গর্ভজাত বসুদেবের এক পুত্র। (হরিবংশ ৩৫ অঃ)

দুর্দ্দমন (ত্রি) দুঃখেন দম্যতেঽসৌ বা° যুচ্ দুঃখেন দমনং যস্য ইতি বা। ১ দুঃখ দ্বারা দমনীয়। ২ জনমেজয় বংশজাত শতানীকাত্মজ নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২২।২৯)

দুর্দ্দম্য (ত্রি) দুঃখেন দম্যতে দম-যৎ। ১ অদমনীয়, দুর্দ্দম, দুরন্ত, অশান্ত। ২ বৎসতর, গোশিশু, বাছুর।

দুর্দ্দর্শ (ত্রি) দুঃখেন দৃশ্যতেঽসৌ দুর্-দৃশ কর্ম্মণি খল্। দর্শন করিতে অশক্য, দুঃখদ্বারা দর্শনযোগ্য, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়। "সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।" (গীতা ১১ অঃ) যেহেতু দুঃখেন দর্শোদর্শনমস্য ইত্যেবাক্যং।

দুর্দ্দর্শন (ত্রি) দুঃখেন দৃশ্যতে দৃশ-যুচ্। দুর্দ্দর্শ, দেখিতে অশক্য। "বিশেষতশ্চাত্র দুর্দ্দর্শনানি পক্ষ্মাণি" (সুশ্রুত)

দুর্দ্দশা (স্ত্রী) দুষ্টা দশা। দুরবস্থা, মন্দ অবস্থা।

দুর্দ্দান্ত (ত্রি) দুঃখেন দান্তঃ দম-ক্ত। দুর্দ্দমনীয়, অশান্ত। "এবমসা যুধ্যতে রাজা দুর্দ্দান্ত ইতি চোচ্যতে।" (ভারত শাং ২৪ অঃ) রাজা পাপী হইলে দুর্দ্দান্তপদবাচ্য হয়। ২ কলহ। ৩ বৎস-তর, বাছুর। ৪ শিব। (ভারত শা° ২৮৬ অঃ)

দুর্দ্দিন (ক্লী) দুষ্টং দিনং। ১ মেঘাচ্ছন্ন দিন, দিন বলিলে অহো-রাত্র বুঝায়, কিন্তু দুর্দ্দিন শব্দে রাত্রি বুঝাইবে না, কেবল দিন-মাত্র পর বুঝাইবে। ২ ঘনান্ধকার। ৩ বৃষ্টি। "অনভিজ্ঞা-স্তমিস্রাণাং দুর্দ্দিনেষ্বভিসারিকাঃ।" (কুমারস°) ৫ দুঃখিত দিনমাত্র, মন্দ দিন।

"যদচ্যুতকথালাপরসপীযূষবর্জ্জিতং।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং প্রোক্তং মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং॥" (শব্দার্থচি° ধৃত)

যে দিন ভগবানের নাম করা হয় নাই, সেই দিনই দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

দুর্দ্দিবস (পুং) দুষ্টঃ দিবসঃ প্রাদি সঃ। দুর্দ্দিন। বৃষ্টির দিন।

দুর্দ্দুরিয়া, বাঙ্গালা প্রদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন বিধ্বস্ত গ্রাম। ভূঞা রাজগণের নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখানে রহিয়াছে। সাধারণে ইহাকে রাণীবাড়ী বলে। এক সময় এই দুর্গ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল, ইহার চারিদিকে বনার নদী প্রবাহিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দেও প্রায় দুই মাইল বেড়ের মধ্যে ১২ হইতে ১৪ ফিট্ উচ্চ বহিঃ-প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। দুর্গের অবস্থান দেখিলেই বোধ হয় যে এক সময়ে এখানে দুইটী বাটী ও একটী বুরুজ ছিল। দুর্দ্দুরিয়ার পার্শ্বে ও পূর্ব্বে একটী প্রাচীন নগর ছিল, এখন ভাঙ্গা ইটকাদি তাহার পরিচয় দিতেছে মাত্র।

দুর্দ্রূঢ় (ত্রি) দোলয়তি উৎক্ষিপতি আস্তিকতামিতি দোলি বাহ° কূট প্রত্যয়েন সাধুঃ। নাস্তিক। (জটাধর)

দুর্দুহা (স্ত্রী) সহজে যাহাকে দোহন করা যায় না।

দুর্দ্দ্যূত (ক্লী) দুষ্টং দ্যূতং প্রাদি° স°। কপট দ্যূতক্রীড়া, কপট পাশাখেলা। "অহং হি তাবৎ সর্ব্বেষাং তেষাং দুর্দ্দ্যূতদেবিনাং।" (ভারত আশ° ৮ অঃ)

দুর্দ্দৃশীক (ক্লী) দুর্ দৃশ বা° কর্ম্মণি ঈকক্। দুর্দ্দর্শনীয় বিষ। "অজকাবং সুদুর্দৃশীকং তিরোদধে" (ঋক্ ৭।৫০।২) 'সুদুর্দৃশীকং সুদুর্দ্দর্শনং বিষং' (সায়ণ)

দুর্দ্দৃষ্ট (ত্রি) দুষ্টং দৃষ্টং। রাগাদিদোষ দুষ্ট।

"দুর্দ্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যাঃ স জয়িনো দণ্ড্যা বিবাদা দ্বিগুণং দমং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দুর্দ্দৈব (ক্লী) দুষ্টং দৈবং। দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। পাপ।

দুর্দ্দৈববৎ (ত্রি) দুর্দ্দৈবং বিদ্যতেঽস্য দুর্দ্দৈব মতুপ্ মস্য বঃ। দুরদৃষ্টযুক্ত।

দুর্দ্রিত্তা (স্ত্রী) খণ্ডিত লতাবিশেষ।

দুষ্ক্রম (পুং) দুষ্টোক্রমঃ। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (জটাধর)

দুর্দ্ধর (পুং) দুর্ দুঃখেন ধ্রিয়তে ধৃ-কর্ম্মণি খল্। ১ নরক বিশেষ। ২ ঋষভৌষধি। ৩ পারদ। ৪ ভল্লাতক। ৫ মহিষাসুরের সেনাপতিভেদ, ইনি দেবী ভগবতীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। (মার্ক° পু° ৮৩।১৯)

৬ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ভেদ। (ভারত ১।১৩৩।৩০) ৭ শম্বরাসুরের এক মন্ত্রী। (হরিব° ১৬২।১৮) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৩) ৯ রাবণের সেনাপতি, অশোক বন ভঙ্গ সময়ে রক্ষকগণ হনুমানের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে রাবণ হনুমানকে ধরিবার জন্য দুর্দ্ধর প্রভৃতিকে আদেশ দিয়াছিল। (রামা° সুন্দর ৪৬ অঃ) দুর্দ্ধর রাক্ষস হনুমানের হস্তে নিহত হন।

দুর্দ্ধরা, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রধানা মহিষী। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ একটু একটু করিয়া বিষপান অভ্যাস করাইতেন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাহা জানিতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন রাণী দুর্দ্ধরা তাঁহার সহিত আহার করিতে বসেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত নিকটে ছিলেন না, রাণীও তখন পূর্ণগর্ভা। বিষ খাওয়া রাণীর অভ্যাস ছিল না। সুতরাং বিষান্ন ভোজন মাত্রই চাণক্য আসিয়া বলিলেন, 'একি করিয়াছ' এই কথা বলিতে না বলিতে রাজ্ঞী পঞ্চত্ব পাইলেন। তখন চাণক্য দুর্দ্ধরার গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিলেন। সেই শিশু বিন্দুসার। (স্থবিরাবলীচরিত ৮।৪৩৯-৪৪৩)

দুর্দ্ধরীতু (পুং) দুর্-ধৃ বা° ঈতুন্। দুর্দ্ধরণীয়। "অগ্নিমীলে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্দ্ধরীতুং" (ঋক্ ১০।২০।২)। 'দুর্দ্ধরীতুং দুর্দ্ধরণীয়ং' (সায়ণ)

দুর্দ্ধর্তু (ত্রি) দুর্দ্ধর, যাহাকে ধরা যায় না বা যাহার গতিরোধ করা যায় না।

দুর্দ্ধর্ম্ম (ত্রি) দুঃ স্থিতো ধর্ম্মোযস্য, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ আর্ষে ন কচিৎ অনিচ্ সমা°। দুষ্ট ধর্ম্মযুক্ত। "কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্দ্ধর্ম্মাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।" (ভারত কর্ণ ৪৪ অঃ) লৌকিক প্রয়োগে অনিচ্ সমাসান্ত হইবে। সেই স্থলে 'দুর্দ্ধর্ম্মন্' এইরূপ হইবে।

দুর্দ্ধর্ষ (ত্রি) দুঃখেন ধৃষ্যতেঽসৌ দুর্ ধৃষ কর্ম্মণি খল্। অধর্ষণীয়, ধর্ষণ করিতে অশক্য, দুঃখ দ্বারা ধর্ষণীয়। "সংশিতাত্মা সুদুর্দ্ধর্ষ উগ্রে তপসি বর্ত্ততে।" (ভারত আ° ৭১ অঃ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।১১৭।৩) ৩ দুর্জ্জেয়।

দুর্দ্ধর্ষণ (ত্রি) দুর্ ধৃষ-যুচ্। দুঃখদ্বারা ধর্ষণীয়।
"বিন্দানুবিন্দৌ দুর্দ্ধর্ষঃ সুবাহুঃ দুষ্প্রধর্ষণঃ।" (ভারত শা° ৬৭)

দুর্দ্ধর্ষতা (স্ত্রী) দুর্দ্ধর্ষস্য ভাবঃ দুর্দ্ধর্ষ-তল্ টাপ্। দুর্দ্ধর্ষের ভাব, দুর্দ্ধর্ষত্ব।

দুর্দ্ধর্ষা (স্ত্রী) দুর্দ্ধর্ষ-টাপ্। ১ নাগদমনী। ২ কন্থারীবৃক্ষ।

দুর্দ্ধা (স্ত্রী) দুর্ ধা-ভাবে-অ। দুষ্টধান।
"দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্।" (ঋক্ ১০।১০৯।৪)
'দুর্দ্ধাং দুর্দ্ধানং।' (সায়ণ)

দুর্দ্ধার্য্য (ত্রি) দুঃখেন ধার্য্যতে ধারি-যৎ। যাহা সহজে ধারণ করা যায় না, দুর্ব্বোধ্য।

দুর্দ্ধাব (ত্রি) দুর্-ধাব-খল্। দুঃশোধনীয়।

দুর্দ্ধিত (ত্রি) দুর্-ধা কর্ম্মণি ক্ত, বেদেন ধাঞো হিঃ। দুষ্ট ভাবে স্থাপিত। "ইদমগ্রে সুধিতং দুর্দ্ধিতাদপি।" (ঋক্ ১।১৪০।১১) 'দুর্দ্ধিতাৎ দুষ্টং স্থাপিতাৎ।' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে 'দুর্দ্ধিত' এইরূপ প্রয়োগ হইবে না, বেদেই ব্যবহৃত হয়, লৌকিক প্রয়োগে 'দুর্হিত' এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

দুর্দ্ধী (ত্রি) দুঃস্থিতা ধীর্যস্য। দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত, মন্দবুদ্ধিযুক্ত।
"অনুত্থানবতা চাপি দুর্বিনীতেন দুর্দ্ধিয়া।" (ভারত উ° ১৩৪ অঃ)

দুর্দ্ধুর (ত্রি) দুর্ ধুর্ব হিংসনে কর্ম্মণি কিপ্। দুঃখ দ্বারা হিংসনীয়। "বৃথা গাবো ন দুধুরঃ।" (ঋক্ ৫।৫৬।৪)
'দুর্দ্ধুরো দুঃখেন হিংস্যাঃ।' (সায়ণ)

দুর্দ্ধুরূট (ত্রি) দুর্ ধুর্ব ডট্ পৃষো° সাধুঃ। যুক্তিবিনা গুরুবাক্য অমান্তকারী শিষ্য, যে শিষ্য বা ছাত্র বিচারকরণান্তর গুরুবাক্য মান্য করে।

দুর্নয় (পুং) দুর্-নী-অচ্। নীতিবিরুদ্ধাচরণ, দুর্নীতি, কুনীতি, মন্দরীতি। "সংচিন্ত্য দুর্নয়ং ঘোরং সুতানাং দ্যূতজন্মযৎ।" (ভারত বন° ৫১ অঃ)

দুর্নামক (পুং) দুষ্টং নামা অস্য। অর্শরোগ।

দুর্নামন্ (স্ত্রী) দুর্ দুষ্টং নাম যস্য। অর্শরোগ।
"দধ্যাজং কফপিত্তঘ্নং লঘুবাতক্ষয়াপহং।
দুর্নাম শ্বাসকাসেষু হিতমগ্নেঃ প্রদীপনং॥" (সুশ্রুত)

দুর্নামন্ (পুং স্ত্রী) দুঃ নিন্দিতং নাম যস্য। দীর্ঘকোষিকা, ঝিণুক।

দুর্নামারি (পুং) দুর্নাম্নঃ অর্শোরোগস্য অরিঃ শত্রুঃ। শূরণ, ইহা অর্শরোগ নাশক।

দুর্নাম্নী (স্ত্রী) দুর্ নিন্দিতং নাম যস্যাঃ ঙীপ্। দুর্নামা। (শব্দর°)

দুর্নিগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন নিগৃহ্যতে দুরং নি-গ্রহ-খল্। যাহা সহজে নিগ্রহ বা দমন করা যায় না, দুর্দ্দম।

দুর্নিমিত (ত্রি) দুর্-নি-মি-ক্ত। দুষ্টভাবে ক্ষিপ্ত, সভয়ে উৎক্ষিপ্ত।
"পদে পদে দুর্নিমিতা গলন্তী।" (কুমারস° ৭।৬১)

দুর্নিমিত্ত (ক্লী) দুষ্টং নিমিত্তং। ভাবি রিষ্টসূচক শকুনভেদ, যাহাতে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচিত হয়। বিপদ্ হইবার পূর্ব্বে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন হয়। দুর্নিমিত্ত দর্শন হইলে তাহার শান্তি করা উচিত। [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ।]

দুর্নিয়ন্তু (ত্রি) দুর্-নি-যম-তুন্। দুঃখ দ্বারা নিয়ন্তব্য, যাহাকে অতি দুঃখে নিয়মন করা যায়।

"দুর্ধ্যাস্তেব রশ্ময়ো দুর্নিয়ন্তবো হস্তয়োর্দুর্নিয়ন্তবঃ। (ঋক্ ১।১৩৫।৯) 'দুর্নিয়ন্তবঃ দুঃখেন নিয়ন্তব্যাঃ।' (সায়ণ)

দুর্নিরীক্ষ (ত্রি) দুঃখেন নিরীক্ষ্যতে নির্-ঈক্ষ খল্। অতি কষ্টে যাহা নিরীক্ষণ করা যায়, যাহা দেখিতে অতি কষ্ট হয়। দুর্দর্শ।

দুর্নিরীক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন নিরীক্ষ্যতে নির্-ঈক্ষ যৎ। দুঃখে যাহা নিরীক্ষণ করা যায়।

দুর্নিবর্ত্ত্য (ত্রি) দুঃখেন নিবৃর্ত্যতে দুর্-নি-বৃত যৎ। দুঃখে যাহা নিবর্ত্তিত হয়, যাহা অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়।

দুর্নিবার (ত্রি) দুর্-নি-বৃ-ঘঞ্। যাহা অতি কষ্টে নিবারণ করা যায়।

দুর্নিবার্য্য (ত্রি) দুর্-নি-বৃ-ণ্যৎ। যাহা অতি দুঃখে নিবারণ করা যায়, সহজে যাহা নিবারণ করা যায় না।

"দুর্নিবার্য্যতমা চৈব প্রভগ্না মহতী চমূঃ।" (ভারত শান্তি°)

দুর্নিষ্প্রপতর (ক্লী) দুঃখেন নিষ্প্রপততি দুর্-নির্ প্র-পত-অচ্, অতিশয়েন তৎতরপ্ বেদে তকারলোপঃ। দুঃখ দ্বারা নিষ্ক্রান্ততর, অতিশয় দুঃখে নিষ্ক্রান্ত হওয়া। "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং ভবতি।" (ছান্দোগ্য উঃ) 'দুর্নিষ্প্রপতরমিতি তকার একো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ।' (ভাষ্য)

দুর্নীত (ক্লী) দুর্-নী-ভাবে ক্ত। নীতিবিরুদ্ধাচরণ।

"যস্ত প্রসাদাৎ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ।"

(ভারত বি° ২০ অঃ)

দুর্-নী-কর্ত্তরি ক্ত। (ত্রি) ২ দুর্নীতিযুক্ত, কুরীতিবিশিষ্ট, যাহার রীতি নীতি ভাল নহে, উচ্ছৃঙ্খল, অশিষ্ট, অসদাচারী।

দুর্নীতি (স্ত্রী) দুর্ দুষ্টা নীতিঃ দুর্-নী-ক্তিন্। দুষ্টানীতি, কুনীতি, দুর্নীতি পরায়ণ হইলে নানাবিধ কষ্ট পাইতে হয়, এই জন্য প্রত্যেকের দুর্নীতি পরিহার করা কর্ত্তব্য, রাজা দুর্নীতিযুক্ত হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ ধ্বংস হয়। দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাই উচ্ছৃঙ্খল হয়। [নীতি দেখ।]

দুর্নীতিভাব (পুং) দুর্নীত্যাঃ ভাবঃ। দুর্নীতির ভাব।

দুর্নৃপ (পুং) দুষ্টঃ নৃপঃ। কুরাজা, মন্দ নৃপতি।

দুর্বচন (পুং) দুষ্টোবচনঃ। কুবাক্য, কটুবাক্য, কুকথা।

দুর্বদ্ধ (ত্রি) দুষ্টং বদ্ধঃ। দুষ্টভাবে বদ্ধ, যেরূপ ভাবে আদেশ থাকে, সেইরূপে বন্ধন না করিয়া দুষ্টভাবে বন্ধ।

"দুর্বদ্ধেনাস্থ ছিদ্রে চ ছিদ্রেবং ভিন্নমেত্রবৎ।" (সুশ্রুত)

দুর্বল (ত্রি) দুর্নিন্দিতং বলং যস্ত। কৃশ, পর্য্যায়—অমাংস, ছাত, কাস্ক, শিত, শাত, অবল ও অল্পবলযুক্ত।

"সবলো জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।" (দেবীভা° ১।৯।৫৩)

সকল কার্য্যে সবল ব্যক্তি জয় লাভ করে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি দৈবাৎ জয় যুক্ত হয়। 'বলীয়সা হি দুর্ব্বলং বাধ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ। বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল পরাজিত হয়, এই ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলকে পীড়া দিতে পারে এবং অনেক স্থলে পীড়িত হইতে দেখা যায়, এই কারণে 'দুর্ব্বলস্য বলং রাজা' দুর্ব্বলদিগের একমাত্র রাজাই বল, নৃপতিগণ সর্ব্বদা সবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিবেন। ২ শিথিল। ৩ কৃশ। ৩ দুশ্চর্ম্মা।

"জটিলশ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবস্তথা।

যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধেন ভোজয়েৎ॥"(মনু ৩।১৫১)

দুর্ব্বলতা (স্ত্রী) দুর্ব্বলস্য ভাবঃ দুর্ব্বল-তল্-টাপ্। দুর্ব্বলত্ব, দুর্ব্বলের কার্য্য।

দুর্ব্বলত্ব (ক্লী) দুর্ব্বল ভাবে-ত্ব। দুর্ব্বলতা।

দুর্ব্বলা (স্ত্রী) দুর্ব্বল-টাপ্। অম্বুশিরীষিকা।

দুর্ব্বলাচার্য্য, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা, মঞ্জুষা ও কুঞ্চিকা নামে তাহার টীকা এবং দুর্ব্বলী নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচয়িতা।

দুর্ব্বাল (ত্রি) দুষ্টো বালো যস্য। ১ দুশ্চর্ম্মরোগযুক্ত। ২ খলতি। টাকরোগ। ৩ কুটিলকেশ। (মেধাতিথি)

"জটিলশ্চানধীয়ানং দুর্ব্বালং কিতবং তথা।" (মনু ২।১৫১)

দুর্বীরণ (ক্লী) দুষ্টং বীরণং। দুষ্টবীরণ তৃণভেদ।

"শ্মশ্রুণ্যোপপক্ষ্যাণি দুর্বীরণানি জায়ন্তে।" (শত° ব্রা° ১১।৪। ১৬) 'দুর্বীরণানি দুষ্ট বীরণানীবেতি লুপ্তোপমা'। (ভাষ্য)

দুর্বুদ্ধি (স্ত্রী) দুষ্টা বুদ্ধিঃ। দুর্মতি, কুবুদ্ধি। (ত্রি) দুষ্টা বুদ্ধি র্যস্য। ২ মন্দবুদ্ধিযুক্ত, কুবুদ্ধিশালী।

দুর্বুধ (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে হসৌ দুর-বুধ-খঙর্থে ক। দুর্ব্বলচিত্ত, দুর্মনা।

দুর্ব্বোধ (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে বুধ-কর্ম্মণি খল্। দুর্জ্ঞেয়, যাহা সহজে বোঝা যায় না।

"নিসর্গদুর্ব্বোধমবোধবিক্লবাঃ।" (কিরাতা°)

দুর্ব্বোধ্য (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে বুধ-ণ্যৎ। দুর্ব্বোধ, দুর্জ্ঞেয়।

দুর্ব্রাহ্মণ (পুং) দুষ্টো ব্রাহ্মণঃ। নিন্দিত ব্রাহ্মণ ভেদ। যাহার তিন পুরুষ হইতে বেদপাঠ ও বিহিতহোম লোপ হইয়াছে, তাহাকে দুর্ব্রাহ্মণ কহে।

"যস্য বেদশ্চ বেদী চ উৎসন্না চ ত্রিপৌরুষী।

স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ।" (ধূর্ত্তস্বামী)

দুর্ভক্ষ (ত্রি) দুঃখেন ভক্ষ্যতে দুর্-ভক্ষ-খল্। ১ কষ্ট দ্বারা ভক্ষণীয়, যাহা অতি কষ্টে ভক্ষণ করা যায়। ২ যে সময়ে ভক্ষ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভক্ষ্য (ত্রি) দুর্-ভক্ষ-ণ্যৎ। দুর্ভক্ষ।

দুর্ভগ (ত্রি) দুঃস্থিতো ভগো ভাগ্যং যস্ত। দুষ্টভাগ্যান্বিত, মন্দ ভাগ্যযুক্ত।

"দুর্ভগোঽয়ং জন স্তত্র কিমর্থমনুশব্দিতঃ।" (হরিবংশ ১২৬ অঃ)

যাহারা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দুর্ভগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

দুর্ভগত্ব (ক্লী) দুর্ভগস্ত ভাবঃ দুর্ভগ-ত্ব। দুর্ভগতা, দুর্ভগের ধর্ম্ম, মন্দভাগ্যের ভাব।

দুর্ভগা (স্ত্রী) দুর্ভগ-টাপ্। পতিস্নেহরহিতা স্ত্রী, পর্য্যায়—বিরক্তা, বিবৃক্তা, নিন্দা, সৌভাগ্যরহিতা স্ত্রী, যে স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসে না।

"কর্ম্মভিঃ স্বকৃতৈঃ সা তু দুর্ভগা সমপদ্যত।
নাভ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী॥"

(ভারত ১।১২৬ অঃ)

নারী সকল স্বকৃত কর্ম্মানুসারে দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়।

দুর্ভগ্ন (ত্রি) দুষ্টো ভগ্নঃ। সহজে যাহা ভগ্ন করা যায় না।

দুর্ভঙ্গ (ত্রি) সহজে যাহা ভাঙ্গা যায় না।

দুর্ভর (ত্রি) দুঃখেন ভ্রিয়তে দুর্-ভৃ-খল্। দুঃসহ, গুরু, ভারী।

দুর্ভাগ্য (ক্লী) দুষ্টং ভাগ্যং প্রাদি সং। ১ দুরদৃষ্ট। ২ পাপ। (ত্রি) দুঃস্থিতং ভাগ্যং যস্ত। ৩ দুষ্ট ভাগ্যযুক্ত। ৪ হতভাগ্য, অভাগা, যাহার ভাগ্য ভাল নহে।

দুর্ভাবনা (স্ত্রী) দুষ্টা ভাবনা। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

দুর্ভব্য (ক্লী) দুঃখেন ভূয়তে দুর্-ভূ-ণ্যৎ। অভাবনীয়।

দুর্ভাষিত (ত্রি) দুষ্টঃ ভাষিতঃ। ১ মন্দ কথন, মন্দবাক্য বলা, দুরুক্ত। দুর্ভাষিতং যস্ত। ২ কর্কশভাষী।

দুর্ভাষিন্ (ত্রি) দুঃখেন ভাষতে দুর্-ভাষ-ণিনি। দুষ্টভাষী, কর্কশভাষী।

দুর্ভিক্ষ (ক্লী) ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ অব্যয়ীভাবসমাসে অস্ত অব্যয়ত্বং। ভিক্ষার অপ্রাপ্তিকাল, যে সময়ে ভিক্ষার অভাব হয়, যখন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। যে দেশে যেরূপ শস্ত হওয়া আবশ্যক, সেই দেশে তৎপরিমিত শস্তাদি না হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, যাহা কিছু পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইলে চেষ্টা করিলেও আর খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, কাজে কাজেই তখন দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষকারক বৎসরের বিষয় জ্যোতিস্তত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে *।

যষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ১৩ প্রমাথী নামক সংবৎসরে রাষ্ট্রভঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, চৌরোপদ্রব ও ঘোরবিগ্রহ হয়। ২০ ব্যয় নামক সংবৎসর, ৩৪ শর্ব্বরী সংবৎসর, ৩৫ প্লবসংবৎসর, ৫০ অনল সংবৎসর, এই সকল সংবৎসরে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ৫১ পিঙ্গল সংবৎসরে নর্ম্মদাতটে দুর্ভিক্ষ হয়। ৫৫ দুর্ম্মতি নামক সম্বৎসরে সামান্তরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ৫৭ রক্তাক্ষ সংবৎসর, ৫৮ ক্রোধসংবৎসর ও ৬০ ক্ষয়সংবৎসরে বিষম দুর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

যে সময়ে শ্মশান হইতে শৃগাল, কুকুরাদি মাংস অস্থি প্রভৃতি লইয়া পুরের মধ্যে আগমন করে, বা গৃহমধ্যে পরিত্যাগ করে, সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে; পৃথিবী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়।

"মাংসাস্থিনী সমাদায় শ্মশানাদ্ গৃধ্রবায়সা।
শ্বাশৃগালোঽথবা মধ্যে পুরস্ত প্রবিশন্তি চেৎ॥
বিকিরন্তি গৃহাদৌ চ শ্মশানং সা মহী ভবেৎ।
সংগ্রামশ্চ মহাঘোরো দুর্ভিক্ষমরকস্তথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে অশৌচাদি বিশেষ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে দোষাবহ হয় না।

"দুর্ভিক্ষযুক্তরাষ্ট্রে চ মৃতকে সূতকেঽপি বা।
নিয়মাশ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্ম্মরতেষপি॥" (গরুড়পুং ২২৬ অঃ)

* "রাষ্ট্রভঙ্গশ্চ দুর্ভিক্ষং তস্করৈরুপপীড়নং।
প্রমাথী(?)বিগ্রহং ঘোরং প্রমাথিনি বরাননে॥
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতং।
অনাবৃষ্টিঃ সমাখ্যাতা ব্যয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে॥ ২০॥
ক্বচিৎ বর্ষতি পর্জ্জন্যো দেশে সংচ্ছিন্নমণ্ডলঃ।
দুর্ভিক্ষং শর্ব্বরীবর্ষে ব্যবহারা বিপর্য্যয়ঃ॥ ৩৪॥
দুর্ভিক্ষং জায়তে সর্ব্বা মেদিনী দূয্যতি প্রিয়ে।
প্লবে প্লবন্তি তোয়ানি পীড়িতা মানবা ভুবি॥ ৩৫॥
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ধান্যৌষধি প্রপীড়নং।
অনলে চ সমাখ্যাতা মাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫০॥
দেশভঙ্গঃ সুদুর্ভিক্ষং সমাসাৎ কথয়াম্যহং।
পিঙ্গলে চারুপদ্মাক্ষি! দুর্ভিক্ষং নর্ম্মদাতটে॥ ৫১॥
দুর্ভিক্ষং মধ্যমং প্রোক্তং ব্যবহারো ন বর্ত্ততে।
ভবেদ্বৈ মধ্যমাবৃষ্টির্দুর্ম্মতৌ সমুপস্থিতে॥ ৫৫॥
দুর্ভিক্ষং মরণং ঘোরং ধান্যৌষধি প্রপীড়নং।
পাপরোগো ভবেদ্দেবি রক্তাখ্যেঽমরবন্দিনি॥ ৫৮॥
রোগো মরণ দুর্ভিক্ষং বিরোধোপদ্রবাকুলং।
ক্রোধে তু বিষমং সর্ব্বং সমাখ্যাতং হরপ্রিয়ে॥ ৫৯॥
মেদিনী চলতে দেবি সর্ব্বভূতং চরাচরং।
দেশভঙ্গশ্চ দুর্ভিক্ষং ক্ষয়ে সর্ব্বীয়তে প্রজা॥
সৌরাষ্ট্রে মালবে দেশে দক্ষিণে কোঙ্কণে তথা।
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ক্ষয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে॥ ৬০॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যে স্ত্রীর পতিগৃহে দ্বিরাগমন হয় নাই, তৎপূর্ব্বে যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং পতি তাহাকে লইয়া যায়, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না।

"একগ্রামে চতুঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
পতিনা নীয়মানায়াঃ পুরশুক্রো ন দুষ্যতি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজা অতিশয় যত্ন সহকারে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, আর যে স্থলে রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই দেশ সমূলে বিনষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষ সময়ে যাহারা অন্নপ্রদান করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যশালী। দুর্ভিক্ষ সময়ে চাণক্য নয়টী বৃত্তির বিধান করিয়াছেন।

"শকটঃ শাকিনী গাবো জালমাস্কন্দনং বনং।
অনূপঃ পর্ব্বতোরাজা দুর্ভিক্ষে নববৃত্তয়ঃ॥" (চাণক্য)

শকট, শাকিনী, গো, জাল, আস্কন্দন, বন, অনূপ, পর্ব্বত ও রাজা দুর্ভিক্ষ সময়ে এই নয়টী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবে।

দুর্ভিদ (ত্রি) দুঃখেন ভিদ্যতে দুর্ ভিদ কর্ম্মণি খঞর্থে ক। দুর্ভেদ্য, ভেদ করিতে অশক্য, যাহা ভেদ করা যায় না।

দুর্ভিষজ্য (ক্লী) দুর্ ভিষজ্ কণ্ডা যক্ কর্ম্মণি ণ্যৎ যলোপঃ। ২ দুশ্চিকিৎস্য, সহজে যাহার চিকিৎসা করা যায় না। ভাবে ণ্যৎ। ২ দুঃখ দ্বারা চিকিৎসা। "দুর্ভিষজ্যং চাস্মৈ ভবতি যমেধন প্রতিপদ্যতে" (বৃহদারণ্য উ°) 'ভত আন্ধ্য বাধির্য্যাদি দোষ প্রাপ্তৌ দুর্ভিষজ্যং দুঃখভিষক্কর্ম্মতা হাস্মৈ দেহায় ভবতি দুঃখেন চিকিৎসনীয়ো ঽসৌ ভবতি।' (ভাষ্য)

দুর্ভৃত্য (পুং) দুষ্টো অসন্ ভৃত্যঃ। দুষ্টভৃত্য। শুক্রনীতিতে ভৃত্যের এই সকল দোষ নিন্দিত হইয়াছে। যে সকল ভৃত্যকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া যায় না, এবং যাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, শঠ, কাতর, লুব্ধ, সমক্ষে অপ্রিয়বাদী, অতি উৎকোচাভিলাষী, নাস্তিক, দাম্ভিক, সত্যবাদী হইলেও অসূয়াপরায়ণ, অপমানিত এবং যাহারা নিজ বুদ্ধিবলে অসত্যকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মহৎ ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিয়া ধনাদি গ্রহণ করে, ভৃত্যের এই সকল দোষ থাকিলে তাহারা কুভৃত্য পদবাচ্য, এইরূপ ভৃত্য হইলে প্রভুর মহাঅনিষ্ট হইয়া থাকে। (শুক্রনীতি ২ অঃ)[ভৃত্য দেখ।]

দুর্ভেদ (ত্রি) দুঃখেন ভিদ্যতে দুর্-ভিদ্-খল্। দুর্ভেদ্য, দুঃখে ভেদনীয়, যাহা ভেদ করা যায় না, কঠিন।

দুর্ভেদ্য (ত্রি) দুঃখেন ভিদ্যতে দুর্-ভিদ কর্ম্মণি ণ্যৎ। দুর্ভেদ।

দুর্ভ্রাতৃ (পুং) দুষ্টোভ্রাতা। দুষ্ট ভ্রাতা। "দুর্ভ্রাতৃভ্রস্ত চোগ্রস্ত রাজন্ দুঃশাসনস্ত চ।" (ভারত বন ২৭ অঃ)

দুর্ম্মুখ (ত্রি) ১ অমুখী। ২ মন্দ বক্ত।

দুর্মঙ্গল (ত্রি) অশুভ।

দুর্ম্মতি (স্ত্রী) দুষ্টা মতিঃ। দুর্ব্বুদ্ধি, যাহাতে বিবেকোৎপত্তি হয় তাহার প্রতিবন্ধক পাপলিপ্ত মলিন বুদ্ধি।

"নিষীদন্নো অপদুর্মতিং জহি।" (শুক্লযজুঃ ১১।৪৭) দুস্থিতা মতির্যস্ত। (ত্রি) দুষ্টমতিযুক্ত। ৩ ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ৫৫ম বৎসরের নাম, এই বৎসরে দুর্ভিক্ষ হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুর্ম্মদ (ত্রি) দুরস্থিতো মদো যস্ত। উন্মত্ত। "দুর্মদং গন্ধর্ব্বাপ্সরোভ্যঃ।" (শুক্লযজু° ৩০।৮)

২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১২৭।৫)

দুর্মনস্ (ক্লী) দুষ্টং মনঃ। দুষ্ট মন।

"প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ।" (রামা° ২।৩১।২০)

দুস্থিতং মনোযস্ত। (ত্রি) দুস্থিতমনস্ক, যাহার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, উদ্বিগ্নচিত্ত, চিন্তিত, বিমনা, দুর্ম্মনা।

দুর্ম্মনা [দুর্মনস্ দেখ।]

দুর্মনায়মান (ত্রি) দুর্মনস্ ক্যঙ্, সলোপঃ। দুর্মনায় শানচ্। উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত।

দুর্মনুষ্য (পুং) দুষ্টো মনুষ্যঃ। দুষ্ট মানুষ, দুষ্ট লোক।

দুর্মন্তু (ত্রি) দুর্-মন-তুন্। দুষ্ট মন্তমান, দুষ্ট বলিয়া ভাবা।
"দুর্মন্বত্রা মৃতস্ত নাম।" (ঋক্ ১০।১২।৬)

দুর্মন্ত্র (পুং) দুষ্টোমন্ত্রঃ। দুষ্ট মন্ত্রণা, দুর্ম্মন্ত্রণায় রাজগণ আশু বিনষ্ট হয়।

দুর্ম্মন্ত্রিত (ত্রি) দুর্-মন্ত্র-ক্ত। দুষ্টভাবে মন্ত্রিত, যাহা মন্দভাবে মন্ত্রণা করা হইয়াছে।

"ত্বয়া দুর্ম্মন্ত্রিতং দ্যূতং সৌবলে ন চ ভারত॥" (ভারত উ° ১২৭ অঃ) (ক্লী) ভাবে ক্ত। দুষ্ট মন্ত্রণা।

দুর্মন্ত্রিন্ (পুং) দুষ্টঃ মন্ত্রী। কুমন্ত্রী, মন্ত্রীর যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ যে মন্ত্রীর না থাকে, তাহাকে দুর্মন্ত্রী কহে। মন্ত্রী দুষ্ট হইলে সেই রাজ্য অচিরাৎ নষ্ট হয়। [মন্ত্রিন্ দেখ।]

দুর্মর (ত্রি) দুষ্টো মরো মৃত্যুঃ। ১ দুষ্ট মৃত্যু। (ত্রি) দুঃখেন মরো মরণং যস্ত। ২ দুষ্টভাবে মৃত, যাহার কষ্টে মৃত্যু হয়।

"দুর্মরত্বমহং মন্যে নৃণাং কৃচ্ছ্রেঽপি বর্ত্ততাং।
যত্র কর্ণং হতং শ্রুত্বা নাত্যজন্ জীবিতং নৃপ॥"
(ভারত ক° ১ অঃ)

যাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদের অতিশয় কষ্টে মৃত্যু হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে— চাণ্ডাল, উদক, সর্প, ব্রাহ্মণ, বিদ্যুৎ, দংষ্ট্রী ও পশু হইতে পাপীদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে, এইরূপ মৃত্যুকে দুর্মরণ কহে। এইরূপ ভাবে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের উদ্দেশে

উদকাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা বিফল হয়। যাহারা ক্রোধপূর্ব্বক শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, উদ্বন্ধন, জল, গিরি ও বৃক্ষ হইতে পতন প্রভৃতি ইহার মধ্যে যে কোন এক উপায়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের এইরূপ মৃত্যুও দুর্ম্মৃত্যু পদবাচ্য।

ইহাদের দাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই হইবে না। যদি কেহ ইহাদের দাহাদি করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে *।

দুর্ম্মৃত্যুজন্ত দানাদি করিতে হয়। তাহার বিষয় বিশ্বপ্রকাশাদিতে এইরূপ লিখিত আছে।—সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যু হইলে কাঞ্চন, হস্তী দ্বারা নিহত হইলে চতুর্নিষ্ক পরিমাণ সুবর্ণ, রাজা কর্ত্তৃক হত হইলে হিরণ্ময় পুরুষ, চোর কর্ত্তৃক হত হইলে ধেনু, বৈরি কর্ত্তৃক হত হইলে যথাশক্তি কাঞ্চন, শয্যাতে মৃত্যু হইলে শয্যা, শৌচহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে দ্বিনিষ্ক সুবর্ণ, সংস্কারহীন হইয়া মরিলে ব্রাহ্মণ বালককে উপনয়ন, অশ্ব দ্বারা হত হইলে নিষ্কত্রয়পরিমিত সুবর্ণ নির্ম্মিত অশ্ব, কুকুর কর্ত্তৃক হত হইলে শক্তি অনুসারে ক্ষেত্রপাল স্থাপন, শূকর কর্ত্তৃক হত হইলে সদক্ষিণ মহিষ, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিলে ধান্য পর্ব্বত, বিষ দ্বারা মৃত্যু হইলে সুবর্ণনির্ম্মিত মেদিনী, উদ্বন্ধনে মৃত হইলে কনকনির্ম্মিত কপি, প্রস্তর দ্বারা নিহত হইলে সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, জল দ্বারা মৃত্যু হইলে হৈমবরুণ, বিসূচিকারোগে মৃত্যু হইলে শত ব্রাহ্মণভোজন, কাসরোগে মৃত্যু হইলে অষ্টকৃচ্ছ্রব্রত, অতিসার রোগে মৃত্যু হইলে লক্ষ গায়ত্রী জপ, অন্তরীক্ষে মৃত্যু হইলে বেদপারায়ণ. বিদ্যুৎপাতে মৃত্যু হইলে বিদ্যাদান, এবং পতিত হইয়া মৃত হইলে ষোড়শ প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত মৃত্যু সকল দুর্ম্মৃত্যু, এরূপ মৃত্যুতে এবং অপত্য রহিত হইয়া মরিলে নবতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ করিবে। মৃত্যুর পর এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (শাতাতপীয়) [মৃত্যু দেখ।]

দুর্ম্মরণ (ক্লী) দুর্-মৃ-ল্যুট্। [দুর্ম্মর দেখ।]

দুর্ম্মরত্ব (ক্লী) দুর্ম্মরস্ত ভাবঃ দুর্ম্মর-ত্ব। দুর্ম্মরতা, দুর্ম্মৃত্যুর ভাব।

দুর্ম্মরা (স্ত্রী) দুর্ম্মর-টাপ্। দূর্ব্বা।

দুর্ম্মর্ষ (পুং) দুঃখেন মৃষ্যতে দুর্-মৃষ কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা মর্ষণীয়, যাহা অতিকষ্টে সহ্য করা যায়। 'বজ্রভৃন্না ইমং দুধং দুর্ম্মর্ষং চক্রিয়া উত।' (ঋক্ ৮।৪৫।১৮)

দুর্ম্মর্ষণ (পুং) দুর্-মৃষ ভাষায়াং খল্ বাহুল্যাৎ যুচ্। ১ অতিকষ্টে সহনীয়। ২ বিষ্ণু। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৩)

দুর্ম্মর্ষিত (ত্রি) দুর্-মৃষ-ক্ত। বৈরতা-সাধনে উত্তেজিত।

দুর্ম্মল্লিকা (স্ত্রী) দৃশ্যকাব্যরূপ উপরূপক ভেদ, নাটিকা ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক প্রভৃতি নানাবিধ, দুর্ম্মল্লিকা তাহার মধ্যে একবিধ। ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"দুর্ম্মল্লী চতুরঙ্কা স্যাৎ কৌশিকী ভারতী তথা।
অগর্ভা নাগরনরা ন্যূন নায়কভূষিতা॥
ত্রিনালিঃ প্রথমোঽঙ্কোঽস্যাং বিটক্রীড়াময়ো ভবেৎ।
পঞ্চনালি দ্বিতীয়োঽঙ্কো বিদূষকবিলাসবান্॥
ষণ্নালিকস্তৃতীয়স্তু পীঠমর্দ্দবিলাসবান্।
চতুর্থো দশনালিঃ স্যাদঙ্কঃ ক্রীড়িতনায়কঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৬।৫৪৪)

এই দৃশ্যকাব্য হাস্যরসপ্রধান, ইহা চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইবে, গর্ভাঙ্ক থাকিবে না, অম্লনায়ক হইবে। প্রথম অঙ্কে ত্রিনালি হইবে এবং তাহাতে বিটের ক্রীড়াতে পূর্ণ থাকিবে, দ্বিতীয় অঙ্কে পঞ্চনালি এবং বিদূষকের বিষয়, তৃতীয় অঙ্কে ষণ্নালি এবং পীঠমর্দ্দের বিষয়, চতুর্থ অঙ্কে দশনালি এবং ক্রীড়িত নায়ক হইবে ; এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দুর্ম্মল্লিকা কহে। যেমন বিন্দুমতী।

দুর্ম্মল্লী [দুর্ম্মল্লিকা দেখ।]

দুর্ম্মাৎসর্য্য (ক্লী) দুষ্টং মাৎসর্য্যং। দুষ্ট মাৎসর্য্য।

দুর্ম্মায়ু (ত্রি) দুষ্টান্যায়ুধানি মিমন্তি মি ক্ষেপে উন্। দুষ্টায়ুধক্ষেপক, দুষ্টাস্ত্র নিক্ষেপকারক।

"দুর্ম্মায়বো দুরেবা মর্ত্ত্যাসঃ।" (ঋক্ ৩।২০।১৫)

দুর্ম্মিত্র (পুং) দুষ্টং মিত্রং প্রাদি° স° অমিত্রবৎ পুংস্থং। ১ অমিত্র, শত্রু। (ত্রি) দুঃস্থিতং মিত্রং যস্ত। ২ দুষ্ট মিত্রক, দুষ্টবন্ধুযুক্ত।

দুর্ম্মিত্রিয় (ত্রি) দুর্ম্মিত্রায় অমিত্রতায় সাধু। অমিত্র ভাবে অবস্থিত।

"সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রায়া তস্মৈ সন্তু।"

(শুক্লযজু° ৬।২২)

'দুর্ম্মিত্রিয়া অমিত্রভাবমবস্থিতাং।' (বেদদীপ)

দুর্ম্মিলকা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তভেদ, ইহার প্রতিচরণে দ্বাত্রিংশৎ মাত্রা হইবে।

---

* "চণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাদপি।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাং॥
উদকং পিণ্ডদানঞ্চ প্রেতেভ্যো যৎ প্রদীয়তে।
নোপতিষ্ঠতি তৎ সর্ব্বমন্তরীক্ষে বিনশ্যতি॥
ক্রোধাৎ প্রাণং ত্যজেৎ বহ্নিং শস্ত্রমুদ্বন্ধনং জলং।
গিরিবৃক্ষপ্রপাতঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ॥" (নির্ণয়সি° ধৃত অঙ্গিরা)

দ্বাত্রিংশন্মাত্রং ফণিপতি-জল্পিত-সকল-বিভূষণ-যুক্তবরং।
দশবসুভুবনৈর্যতিরত্র প্রভবতি কবিকুলহৃদয়ানন্দকরং॥
'যদাইচতুর্গণনির্ম্মিতপদমিতি দুর্ম্মিলকা নামপরং।
নরপতিবরতোষণ-বন্দিবিভূষণ ভুবনবিদিত সন্তাপহরং॥"

(ছন্দঃশাস্ত্র)

দুর্ম্মুখ (ত্রি) দুষ্টং মুখং যস্য তদ্ব্যাপারো বা যস্য। ১ অশ্ব। ২ বানরভেদ। ৩ মহিষাসুরের সেনাপতিভেদ। (চণ্ডী) ৪ রামচন্দ্রের গুপ্তচর, রামচন্দ্র ইহার দ্বারা প্রজামণ্ডলীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতেন, ইহার নিকট সীতার লোকাপবাদ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। এই অপবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করেন। উত্তররামচরিতে কেবল ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

"শুদ্ধান্তচারী দুর্ম্মুখঃ সময়া পৌরজানপদানপসর্পিতুং প্রযুক্তঃ।" (উত্তররামচ°) ৫ নৃপভেদ। (ভারত ৬৭ অঃ) ৬ নাগভেদ। ৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩) ৮ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৯ উত্তরদ্বারগৃহ। ১০ ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে ১১ বৎসরের নাম দুর্ম্মুখবৎসর। ১২ যক্ষভেদ। ১৩ অপ্রিয়বাদী। ভক্তমালে এক দুর্ম্মুখের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি রাধিকার দেবর ও ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী। (ভক্তমাল)

দুর্ম্মুহূর্ত্ত (পুং ক্লী) নিন্দিতো মুহূর্ত্তঃ প্রাদি স°। অপ্রশস্ত-মুহূর্ত্ত, নিন্দিত মুহূর্ত্ত।

"নক্ষত্রেষাসুরেষস্তে দুস্তিথৌ দুর্ম্মুহূর্ত্তজাঃ।
সংপতন্ত্যাসুরীং যোনিং যজ্ঞপ্রসববর্জ্জিতাঃ॥"

(ভারত শা° ১৮০ অঃ)

দুর্ম্মুষ (দেশজ) মুদগর, পিটনে, গাদনী, যদ্দারা মৃত্তিকা পেটা হয়, নূতন প্রাসাদাদি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকাকে দুর্ম্মুষ করিয়া অর্থাৎ মাটী ভাল করিয়া পিটিয়া তাহার উপর গাঁথনি বা অপরাপর কার্য্য করিতে হয়।

দুর্ম্মূল্য (ত্রি) দুস্থিতং মূল্যং। দুস্থিত মূল্য, মহার্ঘ্য, যাহার দাম অধিক, যে বস্তুর যে পরিমাণ দাম স্থির আছে, সেই বস্তুর তাহা অপেক্ষা অধিক দাম হইলে দুর্ম্মূল্য কহে।

দুর্ম্মেধস্ (ত্রি) নিন্দিতা মেধা অস্য, অসিচ্ সমা°। নিন্দিত মতি, দুর্ব্বুদ্ধি, ধারণাবর্জ্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়ে ধারণা করিতে না পারে।

"ন কিঞ্চিদুক্তা দুর্মেধাস্তস্থৌ কিঞ্চিদবাঙ্মুখে।"

(ভারত বন° ১০ অঃ)

আর্ষেতু সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ নাসিচ্। আর্ষ প্রয়োগ স্থলে সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু অসিচ্ সমাসান্ত হইবে না, সেই স্থলে দুর্মেধ এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

"অপ্রজ্ঞানান্ নিঃসত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ।"

(ভাগবত ১৩।১৮)

দুর্মেধস্ত্ব (ক্লী) দুর্মেধসো ভাবঃ ত্ব। দুর্মেধার ভাব, দুষ্টবুদ্ধির কার্য্য।

দুর্মেধাবিন্ (ত্রি) দুষ্টঃ মেধাবী। দুষ্টমেধা যুক্ত।

দুর্মৈত্র (ত্রি) দুষ্টো মৈত্রঃ। দুষ্টমিত্র, দুষ্টবন্ধু।

দুর্মোহ (পুং) দুষ্টং নিন্দিতং মুহ্যত্যনেন মুহ করণে ঘঞ্। ১ কাকতুণ্ডী। (স্ত্রী) কাকাদনী।

দুর্য্য (পুং) দুরং যাতি বা-ক দুরি দ্বারে ভবঃ যৎ বা। ১ গৃহ। "স্বং গোষ্ঠমাবদন্তং দেবী দুর্যো।" (শুক্লযজু ৫।১৭) 'দুর্য্য শব্দো গৃহবাচী 'দুর্য্যাবৈ গৃহাঃ ইতি শ্রুতেঃ।' (বেদদীপ) ২ দ্বার-ভব যূপ। 'নিরেকে পস্ত্রেষু স্তোমো দুর্য্যোন কূপ।'

(ঋক্ ১।৫১।১৪)

দুর্যশস্ (ক্লী) নিন্দিতং যশঃ। অকীর্ত্তি।

"স্বদগ্রসূচী সচিবঃ স কামিনীর্মনোভবঃ সীব্যতি দুর্যশঃ পটৌ।" (নৈষধ) দুঃস্থিতং যশো যস্য। (ত্রি) দুষ্ট যশযুক্ত, মন্দযশস্ক।

দুর্যোগ (পুং) দুষ্টো যোগঃ। ১ দুর্ভাগ্যসূচক গ্রহযোগ ভেদ। ২ দুষ্টকৌশল।

"দাসীভূতাস্মি দুর্যোগাৎ সপত্ন্যাঃ পতগোত্তম।" (ভারত আ° ২৭ অঃ) (দেশজ) দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্নদিন, যেদিন অতিশয় ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হয়।

দুর্যোণ (ক্লী) দুষ্টা যোনিস্থানমস্ত্যস্য অর্শ আদি° অচ সংজ্ঞায়াং ণত্বং। সংগ্রাম, যুদ্ধ।

"নিদুর্যোণ আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচঃ।" (ঋক্ ৫।১৯।১০)

'দুর্যোণঃ সংগ্রামঃ।' (সায়ণ)

দুর্যোধ (পুং) দুঃখেন যুধ্যতে হসৌ দুর্ যুধ কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা যোধনীয়, যিনি অতিশয় দুঃখ সহ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন।

দুর্য্যোধন (পুং) দুর্দ্দুঃখেন যুধ্যতে হসৌ দুর্-যুধ-যুচ্। কুরু-বংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহাভারতীয় যুদ্ধে ইনিই প্রধান নায়ক ও কৌরবদলের নেতা ছিলেন। পাণ্ডু-রাজের মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হস্তি-নায় আনীত হন এবং দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতার সহিত একত্র শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়পাণ্ডব ভীম দুর্য্যোধনের সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত বলবিক্রম এবং গদা চালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ্টা হইয়া পড়েন। দুর্য্যোধনও গদা-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের নিকট উক্ত অস্ত্রের ব্যবহারাদি শিক্ষা

করেন ; কিন্তু তবু ভীমের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া ভীমকে বিনষ্ট করিবার জন্ত ক্রীড়াচ্ছলে একদিন তাঁহাকে বিষপান করাইয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ভীম তদবস্থায় নদীগর্ভে পড়িয়া থাকিবার পর বাস্থকী কর্তৃক নাগলোকে নীত ও বিষজ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দুর্য্যোধন তাহাতে বিষম আপত্তি উত্থাপন করেন। পুত্রস্নেহে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পথে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্য্যোধন লোক পাঠাইয়া জতুগৃহে বদ্ধ করিয়া পুড়াইয়া মারিবার কল্পনা করেন, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধকাম হন নাই। বনবাসের পর পাণ্ডবেরা ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দুর্য্যোধন যজ্ঞসভায় পাণ্ডবগণের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও যশ দেখিয়া একান্ত অসূয়াপরবশ হইয়া পিতাকে প্ররোচিত করিয়া পাণ্ডবগণকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি নামক গান্ধার রাজতনয় অক্ষবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের মাতুল, সুতরাং তিনিই দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক খেলিতে বসিলেন ; রাজা যুধিষ্ঠিরও অক্ষবিদ্যায় অতি পটু, শকুনি ন্যায়পথে তাঁহাকে হারাইতে না পারিয়া মায়া অক্ষ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন ; শেষে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের, পত্নীর ও নিজের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত পণে হারিলেন। দুর্য্যোধন জয়ে প্রফুল্ল হইয়া দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিতে আদেশ দিলেন। দ্রৌপদী রজঃস্বলা ছিলেন ; তিনি আসিতে অস্বীকৃত হইলে দুঃশাসন গিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে স্বীয় উরুদেশে বসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। ভীম এই অপমানে জ্বলিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইয়া আত্মবিবাদ নিবারণ করিলেন এবং পণের নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে আদেশ দিলেন। বনবাস কালে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আনন্দলাভের জন্ত ঘোষযাত্রা করেন। পথে তিনি সদলে গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক বন্দী হন ; যুধিষ্ঠির শুনিতে পাইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে পাঠাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় দুর্য্যোধন মর্ম্মপীড়িত হইয়া পাণ্ডবের শত্রুতাসাধনে বদ্ধপরিকর হন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাতবাসকাল অতীত হইলে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হয়, কিন্তু দুর্য্যোধন কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই কৃষ্ণের সাহায্য চাহিলেন। পাণ্ডবেরা একা কৃষ্ণকে এবং দুর্য্যোধন কৃষ্ণের সৈন্যদল গ্রহণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ বাধিল। দশদিন যুদ্ধের পর কৌরবগণের সেনাপতি ভীষ্ম, পাঁচদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি দ্রোণ, আড়াইদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি কর্ণ ও অর্দ্ধ দিন যুদ্ধে কৌরব সেনাপতি শল্য বিনষ্ট হইলে কৌরবগণের সম্যক্ পরাজয় হইল। দুর্য্যোধন পলাইয়া এক হ্রদ মধ্যে লুকাইলেন। অবশেষে দুর্ব্বাক্যে ও বিদ্রূপে উৎপীড়িত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে দুর্য্যোধনেরই জয়লাভের সম্ভাবনা ঘটিল। কিন্তু ভীম প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ন্যায় বিরুদ্ধ হইলেও কটীদেশের নিম্নে গদাঘাত করিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে অস্থিভগ্ন হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভীম পতিত-শত্রুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া চিরপোষিত ক্রোধের শান্তি করিলেন। পাণ্ডবেরা মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আসিয়া দেখা করিলেন। হতাশ অবস্থায় দুর্য্যোধন ইহাকেই পাণ্ডব বিনাশে নিযুক্ত করিলেন ও ভীমের মুণ্ড আনিতে বলিয়া দিলেন। অশ্বত্থামা ছদ্মবেশে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে সংবাদ দিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবপুত্র নিধন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। (মহাভারত) [illegible] মহাভারতে আছে—অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মুণ্ড লইয়া আসেন। দুর্য্যোধন ভীমের মুণ্ড চাহিলেন। অশ্বত্থামা ভীমাকৃতি ভীমপুত্রের মুণ্ড দিলেন, কিন্তু যখন দুর্য্যোধন তাহা দুই হস্তের চাপে গুঁড়াইয়া ফেলিলেন, তখনই ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডবই আমার শত্রু, দ্রৌপদীর এই বালক কয়টী আমার নিকট কোন দোষী নহে। ইহার পরই অত্যন্ত হর্ষের পর অতি বিষাদ উৎপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনের প্রাণ বহির্গত হইল। দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির 'সুযোধন' বলিতেন। (ত্রি) যিনি অতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন।

দুর্যোনি (স্ত্রী) নিন্দিতা যোনিঃ প্রাদি স°। নিন্দিত জাতি। দুঃখিতা যোনিযন্ত্র। (ত্রি) নিন্দিত জাতিক, যাহার নিন্দিত কুলে জন্ম হইয়াছে।

"ন দুর্যোনিঃ ... ।" (মনু)

দুর্লক্ষণ (ক্লী) দুষ্টং লক্ষণং। অশুভ চিহ্ন, অমঙ্গলসূচক চিহ্ন।

দুর্লক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন লক্ষ্যতে হসৌ দুর্-লক্ষ-যৎ। অদৃশ্য, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়।

দুর্লঙ্ঘন (ত্রি) দুঃখেন লঙ্ঘ্যতে লঙ্ঘ-যুচ্। দুঃখদ্বারা লঙ্ঘনীয়, অতি কষ্টে লঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য, যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না।

দুর্লঙ্ঘ্য (ত্রি) দুঃখেন লঙ্ঘ্যতে লঙ্ঘ-যৎ। অলঙ্ঘনীয়, যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না।

দুর্লতিকা (স্ত্রী) দুষ্টা লতৈব স্বার্থে কন্-টাপ্। ১ নিন্দিতা লতা। ২ ছন্দোভেদ।

দুর্লভ (ত্রি) দুঃখেন লভ্যতে দুর্-লভ কর্ম্মণি খল্। লাভ করিতে অশক্য, দুষ্প্রাপ্য, বিরল, যাহা সহজে লাভ করা যায় না, যাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। বহুমূল্য। ২ অতি প্রশস্ত। ৩ প্রিয়।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।" (সাহিত্যদ°)
"দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥" (চাণক্য)

সত্যবাক্য, উত্তমপুত্র, সদৃশী ভার্য্যা ও প্রিয়তম স্বজন ইহ জগতে অতি দুর্লভ। ৪ কচ্চুর। ৫ বিষ্ণু।

"দুর্লভো দুর্জ্জয়ো দুর্গঃ।" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

দুর্লভ ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুকে পাওয়া যায়, এই জন্ত ভগবান্ বিষ্ণুর নাম দুর্লভ হইয়াছে। ব্যাস বচনে লিখিত আছে, সহস্র সহস্র জন্ম ধরিয়া তপস্তা করিলে কৃষ্ণে পরাভক্তি জন্মে, সেই ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

(স্ত্রী) ৬ দুরালভা। ৭ শ্বেত কণ্টকারী।

দুর্ল্লভক, কাশ্মীররাজ দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র। ইনি অনঙ্গলেখার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং পরে প্রতাপাদিত্য এই নাম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

ইনি প্রতাপপুর নামে একটী নগরী স্থাপন করেন। ঐ স্থানে রোহিত হইতে লোনগ্রামের একজন বণিক আসিয়া বাস করেন। ঐ বণিকের সহিত ইহার অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। একদা ইনি বন্ধুর গৃহে তাহার পত্নী শ্রীনরেন্দ্রপ্রভাকে দেখিয়া অতিশয় মোহিত হন, কিন্তু স্বীয় অভিলাষকে অন্তরে গোপন রাখিয়া দারুণ মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। এই সময় ইহার বন্ধু পীড়ার কারণ কোনরূপে অবগত হইয়া আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্লভকের করে অর্পণ করেন। সেই স্ত্রী লাভে ইহার দেহ পূর্ব্ববৎ বল প্রাপ্ত হয়। ঐ রাণীর গর্ভে ইহার তিন পুত্র হয়,—তাহাদের নাম চন্দ্রাপীড় বা বজ্রাদিত্য, তারাপীড় বা উদয়াদিত্য এবং অবিমুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্য। ইনি ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। (রাজত°) [কাশ্মীর দেখ।]

দুর্ল্লভ, মূলতানের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। আল্‌বিরুনী ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দুর্ল্লভরাজ, গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি ১০৭৮ সংবৎ পর্য্যন্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন।

[চৌলুক্যশব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্ল্লভরাজ, সামুদ্রতিলক নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পুত্র জগদ্দেব স্বপ্নচিন্তামণি নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্ল্লভবর্দ্ধন, কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের জামাতা। বালাদিত্য গণকের মুখে শুনিয়া ছিলেন যে, তাহার মৃত্যুতেই গোনর্দবংশের শেষ হইবে, তজ্জন্য তিনি ইহার সহিত স্বীয় কন্যা অনঙ্গলেখার বিবাহ দিয়া ইহার পুত্র দুর্লভককে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইনি কর্কোটনাগের পুত্র। ইহার শ্বশুর ইহাকে প্রজ্ঞাদিত্য নাম দিয়া অনেক ধন অর্পণ করেন। ইহার পত্নী ইহাকে বড়ই অবজ্ঞা করিতেন। তাঁহার ব্যভিচার কাশ্মীরভূমিকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইনি এই ব্যভিচার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আর তাঁহার সহিত পত্নীবৎ ব্যবহার করিতেন না। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ইনিই রাজা হন। ইহার পত্নীর গর্ভে অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ইহার ঔরসজাত প্রথম পুত্র দুর্ল্লভক ইহার মৃত্যুর পর রাজা হন। ইনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। (রাজতর° ৩ তর°) [কাশ্মীর দেখ।]

দুর্ল্লভস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিবিশেষ। (রাজত° ৩।৬)

দুর্ললিত (ক্লী) দুর্-লল ঈপ্সায়াং ভাবে ক্ত। ১ দুশ্চেষ্টা, আবদার। ২ দুশ্চেষ্টিত।

"স শশাপ ততো রোষাদ্মুনির্দুহিতরং তব।
অতিদুর্ললিতৈঃ কন্যা শক্রহস্তং গমিষ্যতি॥" (হরিবংশ ১৪৯ অঃ)

কর্ত্তরি ক্ত। ৩ তথাবিধ ইচ্ছাযুক্ত। ৪ দুশ্চেষ্টান্বিত। (ত্রি) ৫ চপল।

দুর্লসিত (ক্লী) দুর্-লস-ক্ত। দুশ্চেষ্টা।

দুর্লাভ (পুং) দুঃখেন লভ্যতে দুর্-লভ-ঘঞ্। দুঃখ দ্বারা লাভ, কষ্টে লাভ, ক্লেশে পাওয়া।

"মোক্ষদুর্লাভবিষয়ং বড়বামুখসাগরং।" (ভারত শা° ৩০৩ অঃ)

দুর্লেখ্য (ক্লী) দুষ্টং লেখ্যং। গর্হিত লেখ্যপত্র, জাল দলিল। আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইলে পুনরায় যাহা যাহা লেখা যায়।

"যেখানুরহে দুর্লেখ্যো নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধে তথা ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ॥" (নারদ)

লিপির অক্ষর লোপ করিয়া দুষ্টভাবে মিথ্যা করিয়া যাহা লেখা যায়, তাহাকে দুর্লেখ্য কহে। কাগজে যেরূপ ছিল, সেই রূপ না লিখিয়া নিজ আবশ্যক মত মিথ্যা করিয়া যাহা লিখিত হয়। "দুষ্টং লিপ্যক্ষরপরিলোপেনাবাচকতয়া বা যল্লেখ্যং তত্তু দুর্লেখ্যং।" (বীরমি°)

দুর্বচ (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন উচ্যতে দুর্-বচ্-খল্। অতিদুঃখে কথনীয়, যাহা অতিশয় দুঃখে বলা যায়।
"অপি বাগধিপস্য দুর্বচং বচনং তদ্বিদধীত বিস্ময়ং।" (কিরাত)

দুর্বচস্ (ক্লী) দুষ্টং বচঃ। গর্হিত বাক্য, দুর্ব্বাক্য, কটুকথা, নিন্দাবাক্য।
"অসহ্যং দুর্ব্বচো জ্ঞাতে র্মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।" (উদ্ভট)
মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায় জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য অসহ্য।

দুর্বরাহ (পুং স্ত্রী) দুষ্টো বরাহঃ প্রাদিস°। গর্হিত বরাহ, নিন্দিত বরাহ, গ্রাম্য শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "ত্রয়ো হ বাপশবো হমেধ্যা দুর্ব্বরাহ এড়কঃ শ্বা।" (শত° ব্রা° ১২।৪।১।৪)

দুর্বর্ণা (ক্লী) দুর্ নিন্দিতং সুবর্ণাদ্যপেক্ষয়া বর্ণং যস্য। ১ রজত, রৌপ্য।
২ এলবালুক। (ত্রি) ৩ নিন্দ্যবর্ণযুক্ত।
"ন তত্র কশ্চিদ্দুর্বর্ণো ব্যাধিতো বাপি দৃশ্যতে।"
(ভারত বন ১৯৬ অঃ)
৪ শ্বেতকুষ্ঠী, যাহার গায়ে শ্বেতবর্ণ কুষ্ঠরোগ জন্মে।
"দুর্বর্ণঃ কুনখী কুষ্ঠী মায়াবী কুণ্ডগোলকৌ।"
(ভারত বন ১৯৯ অঃ)
দুষ্টোবর্ণঃ। ৫ নিন্দনীয় ব্রাহ্মাদিবর্ণ। "দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ।" (তৈত্তি° সংহিতা ২।২।৪।৬) ৬ দুষ্ট অক্ষর।

দুর্বর্ত্তু (ত্রি) দুর্ বৃ-কর্ম্মণি তুন্। দুর্বার। "দুর্বর্ত্তুঃ স্মা ভবতি ভীমঃ।" (ঋক্ ৪।৩৮।৮) 'দুর্বর্ত্তুঃ দুর্বারঃ' (সায়ণ)

দুর্বস (ত্রি) দুঃখেনোষ্যতে হত্র দুর্-বস বাহু° আধারে খল্। কষ্টে বাসযোগ্য, যেখানে বাস করিতে অতিশয় কষ্ট হয়।
"ত্রয়োদশোঽয়ং সংপ্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রাৎ পরমদুর্ব্বসঃ।"
(ভারত বি° ১ অ°)

দুর্বসতি (স্ত্রী) দুঃখেন বসতিঃ। দুঃখে অবস্থিতি, কষ্টে অবস্থান।

দুর্বহ (ত্রি) দুঃখেন উহ্যতে অসৌ দুর্-বহ কর্ম্মণি খল্। দুঃখে বহনীয়, যাহা অতিশয় দুঃখে বহন করা যায়, বহন করিতে অশক্য। "বহুপ্রবেশাদ্যত্র পুংসত্ত্বেনাপি দুর্বহং" (রঘু)

দুর্বহক, সূক্তাবিলাবলীধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দুর্বাচ্ (স্ত্রী) দুর্ দুষ্টা নিন্দিতা বাক্। ১ নিন্দিত বাক্য। দুষ্টা বাক্ যস্য। (ত্রি) ২ নিন্দাবচনান্বিত, নিন্দনীয় বচনযুক্ত।
"অতীব জ্বলন্ দুর্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ।"
(ভারত ২।৭৪।৮৮)

দুর্বাচ্য (ক্লী) নিন্দ্যং বাচ্যং প্রাদিস°। অপবাদ, অকীর্ত্তি।
"ক্রীড়ানিমিত্তং ন শ্রুত্বা দুর্বাচ্যং ন ভবিষ্যতি।" (রামা° সু°)
২ কষ্টে কথনীয়, যাহা বলিতে অতিশয় কষ্ট হয়।

দুর্বাদ (পুং) দুষ্টো বাদঃ প্রাদি স°। ১ অকীর্ত্তি, অপবাদ। ২ স্তুতিপূর্ব্বক অপ্রিয়বাক্য। ৩ নিন্দিত বাক্য।

দুর্বান্ত (স্ত্রী) দুষ্টং বান্তং প্রাদিস°। ১ বিধানাতিক্রম দ্বারা বমন, অনিয়মিত বমি। দুঃস্থিতং বান্তং যস্য। ২ দুষ্টবমনযুক্ত।

দুর্বার (ত্রি) দুঃখেন বার্য্যতে হসৌ দুর্-বারি-খল্। কষ্টে বারণীয়, যাহা অতিশয় কষ্টে বারণ করা যায়, বারণ করিতে অশক্য।
"কিঙ্কারমরিদুর্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ।" (কুমারস°)

দুর্বারণ (ত্রি) দুঃখেন বারণমস্য। ১ কষ্টে বারণীয়। (পুং) ২ শিব।

দুর্বারি (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বারির্বারণং যস্য। কম্বোজ দেশীয় যোধভেদ।
"এতে দুর্বারয়ো নাম কম্বোজা যদি তে শ্রুতাঃ।"
(ভারত দ্রোণ ১১২ অঃ)

দুর্বারিত (ত্রি) মন্দভাবে নিবারিত বা শাসিত।

দুর্বার্ত্তা (স্ত্রী) দুষ্টা নিন্দিতা বার্ত্তা। দুষ্টবার্ত্তা, মন্দখবর, অপ্রিয়াবেদক বার্ত্তা।

দুর্বার্য্য (ত্রি) দুঃখেন বার্য্যতে হসৌ দুর্-বারি-ণ্যৎ। অতি কষ্টে বারণীয়, সহজে যাহা নিবারণ করা যায় না।

দুর্বাসনা (স্ত্রী) দুর্দ্দুষ্টা বাসনা। দুষ্ট বাসনা, দুষ্পূরেচ্ছা, যে ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। দুর্বাসনাবশে মানবগণ সর্ব্বদাই অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। [বাসনা দেখ।]

দুর্বাসস্ (পুং) দুর্দ্দুষ্টং নিগূঢ়মিতি বাস ইব ধর্ম্মাবরণম্যং যস্য। মুনিবিশেষ। ইহার নামনিরুক্তিস্থলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যাহার ধর্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় আছে, তাহাকে দুর্ব্বাসা কহে।
"নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্ম্মে যং তং দুর্ব্বাসসং বিদুঃ।"
(ভারত অনু ৪৭ অঃ)

দুর্ব্বাসা অত্রিমুনির পুত্র, শিবাংশসম্ভূত। ইনি অতিশয় কোপনস্বভাব ছিলেন। ঔর্ব্বমুনির কন্যা কন্দলীকে ইনি বিবাহ করেন। বিবাহ সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে পত্নীর শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তদনুসারে ইনি শত অপরাধের পর পত্নীকে শাপ দ্বারা ভস্ম করেন। ঔর্ব্ব কন্যাশোকাতুর হইয়া ইহাকে 'হত দর্প হইবে' এই

বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট হতদর্প হন। একদা ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অপ্সরা-হস্তে এক ছড়া সন্তানক পুষ্পমালা দর্শন করিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া লন। ঐ মালা ঐরাবত মস্তকে রক্ষা করিলে ঐরাবত ঐ মালা ভূতলে ফেলিয়া দেয়। এই জন্য দুর্ব্বাসা কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন, ইন্দ্র এই শাপে শ্রীভ্রষ্ট হন। ইহারই শাপে শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইনি কুন্তীভোজগৃহে কুন্তীর পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে মহামন্ত্র প্রদান করেন, তৎপ্রভাবেই পাণ্ডবগণের জন্ম হয়। ইনি রাধিকাকে প্রকৃতি জানিয়া বৃষভানু রাজার নিকট অনেক প্রশংসা করেন। পরে শ্বেতকি রাজার দীর্ঘ-সত্রে যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কাম্যকবনে দ্রৌপদীর ভোজনের পর ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

দুর্ব্বাসা উন্মত্তবৎ ছিলেন, এজন্য কখন কোন কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল না। কোন দিন বহুলোকের ভোজ্য ভোজন করিতেন, কোন দিন অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিয়াই ভোজন সমাপ্ত করিতেন। একদিন ইনি উত্তপ্ত পায়স ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, এই পায়স সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ পদতলে পায়স লেপন করিলেন না। তখন দুর্ব্বাসা রুক্মিণীর দেহে পায়স লেপন করিয়া তাহাকে রথে যোজনা করিয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক রুক্মিণীকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী যথাশক্তি রথ আকর্ষণ করিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতারণ করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে সন্তুষ্ট করিলে ইনি বলিয়াছিলেন, তুমি ক্রোধজিৎ; আমার বরে তুমি ও রুক্মিণী সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়স লেপন কর নাই, তাহাতে আমি বড়ই অপ্রীত হইয়াছি। যাহা হউক, পদতল ব্যতীত তোমার সর্ব্বদেহ অভেদ্য হইল। ইহারই শাপে শাম্ব যদুবংশনাশক মুসল প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়। (ভারত, ব্রহ্মবৈ°, ভাগবত)

২ আর্য্যাদ্বিশতী, দেবীমহিম্নস্তোত্র, পরশিবমহিম্নস্তোত্র, ললিতাস্তবরত্ন ও সুন্দরীমহিমা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা।

দুর্বাহিত (স্ত্রী) দুর্বহ, সহজে যাহা বহন করা যায় না।

দুর্বিকত্থন (ত্রি) অকারণে যা বাক্যে গর্ব্ব করে।

দুর্বিগাহ (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিগাহ্যতে দুর্-বি-গাহ কর্ম্মণি খল্। অতি কষ্টে গাহনীয়, দুরবগাহ। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৫)

দুর্বিগাহ্য (ত্রি) দুঃখেন বিগাহ্যতে দুর্-বি-গাহ-ণ্যৎ। দুর্বিগাহনীয়।

দুর্বিচিন্ত্য (ত্রি) দুঃখেন বিচিন্ত্যতে দুর্-বি-চিন্তি-যৎ। সহজে যাহা চিন্তা করা যায় না, চিন্তার অসাধ্য।

দুর্বিচেষ্ট (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিচেষ্ট্যতে দুর্-বি-চেষ্ট-খল্। দুর্ব্যবহার, চেষ্টার অসাধ্য।

দুর্বিজ্ঞান (ক্লী) দুর্দ্দুঃখেন বিজ্ঞায়তে দুর্-বি-জ্ঞা-যুচ্। অজ্ঞেয়, অতি কষ্টে জ্ঞেয়, যাহা অতিকষ্টে জানা যায়।

"ধনেষু চ বিদ্বত্ত্যেবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।" (মনু ৬।৩৩)

'আয়ুষস্তৃতীয়ভাগস্য দুর্বিজ্ঞানাৎ।' (কুল্লূক)

দুর্বিতর্ক (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিতর্ক্যতে দুর্-বি-তর্ক-খল্। তর্কের অসাধ্য।

"দৈবেন দুর্বিতর্কেন পরেণানিমিষেণ চ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্গুণত্রয়াৎ ॥" (ভাগ° ৩।২০।১২)

দুর্বিতর্ক্য (ত্রি) দুর্-বি-তর্ক-যৎ। সহজে যাহা তর্ক করিয়া স্থির করা যায় না।

"সনির্ম্মায় পুরস্তিস্রো হেমী রৌপ্যায়সীর্বিভুঃ।
দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগা দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ ॥" (ভাগ° ৭।১১।৫৪)

দুর্বিদ (ত্রি) ১ দুর্জ্ঞেয়। ২ সহজে যাহা জানা যায় না।

দুর্বিদগ্ধ (ত্রি) দুষ্টো বিদগ্ধঃ প্রাদিস°। গর্ব্বিত, অহঙ্কারী।

"অলীকবেগদুর্বিদগ্ধং গরুত্মন্তং।" (কাদম্বরী)

দুর্বিদত্র (ত্রি) বিদ-লাভে বিদ-জ্ঞানে বা বাহু° অত্র, বিদত্রং লভ্যং ধনং জ্ঞানং বা প্রাদি স°। ১ দুর্ধনক। ২ দুর্জ্ঞানক।

"আ যে মন্যুং দুর্বিদত্রস্য ধীমহি" (ঋক্ ১০।৩৫।৪)

"দুর্বিদত্রা নির্ঋতির্ন" (ঋক্ ১০।৩৬।২)

দুর্বিদ্য (ত্রি) দুর্বিদ-যৎ। অজ্ঞ, অশিক্ষিত।

দুর্বিদ্বস্ (ত্রি) দুর্মনা, অসহ্য।

দুর্বিধ (ত্রি) দুষ্টা বিধা অস্য। ১ দরিদ্র। ২ খল। ৩ মূর্খ।

"শাস্ত্রেষ্বজ্ঞেষু কুশিলো বিজ্ঞমানেষু দুর্বিধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থান্ প্রবদন্তি তে ॥"

(রামায়ণ ২।১০৯।৩০)

দুর্বিধি (পুং) দুষ্টঃ বিধিঃ। ১ দুর্ভাগ্য। ২ দুর্নিয়ম।

দুর্বিনয় (পুং) দুর্-বি-নী ভাবে অচ্। বিনয় রাহিত্য।

দুর্বিনীত (ত্রি) দুর্-বি-নী কর্ম্মণি ক্ত। বিনয়শূন্য, অবিনীত, উদ্ধত, দুর্ব্যবহারী।

"সুপুত্রোঽপি ভবেৎ পুত্রো: [illegible]কারকঃ।
দুর্বিনীতঃ কুলোদ্ভবোঽপি মূর্খোঽপি [illegible] ॥" (সংকলন গ্রন্থ)

অনিশ্চিত অর্থ, ক্রিয়াং ক্ষাত্তিয়াং স্ত্রীষু।

দুর্বিনীতি (স্ত্রী) দুর-বি-নী ভাবে ক্তিন্। বিনয়রাহিত্য।

দুর্বিপাক (পুং) দুষ্টঃ বিপাকঃ। মন্দ পরিণাম, দুর্ঘটনা।

"দৈবদুর্বিপাকাদনলিতনয়নঃ।" (হিতোপ°)

দুর্বিভাগ (পুং) দুষ্টো বিভাগঃ প্রাদিস°। মন্দ বিভাগ, সহজে যাহা বিভাগ করা যায় না।

দুর্বিভাব্য (ত্রি) দুর্দুঃখেন বিভাব্যতে দুর-বি-ভূ-ণ্যৎ। দুর্বোধ, যাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

দুর্বিভাষ (ক্লী) দুষ্টা বিভাষা যত্র। দুর্বাচ্য।

"দুর্বিভাষং ভাষিতং ত্বাদৃশেন" (ভারত ২।২১৪৭)

দুর্বিমোচন (ত্রি) দুঃখেন বিমোচনং যস্য। অতি কষ্টে মোচনীয়। (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অঃ) দুর্বিমোচন স্থলে দুর্বিরোচন এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

দুর্বিলসিত (ক্লী) দুষ্টং বিলসিতং। দুষ্কার্য্য।

দুর্বিবক্তৃ (পুং) দুষ্টঃ বিবক্তা। মন্দবক্তা, যে মন্দভাবে উত্তর দেয়।

দুর্বিবাহ (পুং) দুর্নিন্দিতো বিবাহঃ। আসুর প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহ। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহে গুণবান্ পুত্র জন্মে, এই কারণে উক্ত চারি প্রকার বিবাহ সুবিবাহ, আর আসুর প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহে ব্রহ্মদ্বেষ্টা ও ধর্ম্মদ্বেষ্টা পুত্র হয়,—এই জন্য ইহাকে দুর্বিবাহ বলে, এইরূপ বিবাহ পরিত্যাজ্য। নিন্দিতা স্ত্রী বিবাহ করিলে নিন্দিত সন্তান হয়, তাহাও দুর্বিবাহ।

"ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

(মনু ৩।৩৯-৪২)

দুর্বিষ (পুং) দুঃস্থিতো বিষো যস্য। বিষকৃত বিকারশূন্য শিব, মহাদেব, সমুদ্র মন্থনকালে মহাদেব বিষপান করিলে কিছুমাত্র বিষক্রিয়া হয় নাই, এই জন্য মহাদেবের নাম 'দুর্বিষ' হইয়াছে।

দুর্বিষহ (ত্রি) দুঃখেন বিষহ্যতেঽসৌ দুর্-বি-সহ কর্ম্মণি খল্। ১ অতিশয় দুঃখে সহনীয়। ২ অসহ্য।

"সৈষা দুর্বিষহা মায়া দেবৈরপি দুরাসদা।" (হরিবংশ ৪৬ অঃ)

(পুং) ৩ শিব। ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত১।১৮৬ অঃ)

দুর্বিবহ (ত্রি) দুঃখেন বিবহ্যতে বি-সহ-খল্। অতিশয় দুঃখে সহনীয়।

দুর্বৃত্ত (ক্লী) দুষ্টং বৃত্তং প্রাদি স°। ১ নিন্দিত আচরণ, খারাপ ব্যবহার। দুষ্টমিত্তং বৃত্তং যস্য। ২ দুর্জ্জন, দুশ্চরিত্র, দুরন্ত, অবাধ্য, উদ্ধত।

"দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলম্" (দেবীমাহাত্ম্য)

দুর্বৃত্তি (স্ত্রী) দুষ্টা বৃত্তিঃ। মন্দ ব্যবহার, নিন্দিত আচরণ। দুশ্চরিত্র, দুর্জ্জনতা।

দুর্বেদ (ত্রি) দুঃখেন বিদ্যতে লভ্যতেঽসৌ দুর্-বিদ্-লাভে কর্ম্মণি খল্। অতিশয় কষ্টে লভ্য, যাহা অতি দুঃখে লাভ হয়। "যে এব কে চ মারুত্যো তাত্তাং দুর্বেদে এব যথা পৃথি-র্যদি যথাং পৃথিং ন বিন্দেদপি" (শতপথব্রা° ৫।১।৩।৩) দুরুৎসন্নো বেদো যস্য। (ত্রি) ২ বেদপাঠরহিত, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে না।

"দুর্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মাচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ॥" (ভারত ৩।১৯৯ অঃ)

দুর্ব্যবস্থাপক (পুং) দুষ্টো ব্যবস্থাপকঃ। দুষ্ট ব্যবস্থাপক, যিনি মন্দভাবে ব্যবস্থা করেন।

"উপচারোক্তিজালস্য জ্বলহারিতবেতনঃ।
সোঽহং মহাজনস্যাগ্রে দুর্ব্যবস্থাপকস্তু তে॥" (রাজত° ৮।৩৪)

দুর্ব্যবহার (পুং) দুর্দুষ্টো ব্যবহারঃ। ১ রাগ ও লোভাদি দ্বারা অসম্যক্ নির্ণীত ব্যবহার, প্রকৃত বিধি স্থির হইয়া সম্যক্ রূপে জানিতে হইবে, কিন্তু যে স্থলে রাগ বা লোভাদিতে ব্যবহার অসম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয়, তাহাই দুর্ব্যবহার পদবাচ্য। ২ মন্দ আচরণ, খারাপ ব্যবহার।

দুর্ব্যাহৃত (ত্রি) দুষ্টং ব্যাহৃতং প্রাদি স°। মন্দকথিত, মন্দ কথা বলা।

"ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতং।
লক্ষ্মণো রাঘব ভ্রাতা যস্মাদক্ষ্ণ ইহাগতঃ॥" (রামা° ৪।৩২।৩)

দুর্ব্রজিত (ক্লী) গর্হিতং ব্রজিতং প্রাদি স°। নিন্দিত গতি।

"দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতা দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাদ্ দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি॥" (ভারত ৩।২৩২ অঃ)

দুর্ব্রত (ত্রি) দুষ্টং ব্রতং। অবাধ্য, দুর্নীত।

দুর্হণ (ত্রি) দুঃখেন আহন্যতে হসৌ আ-হন-কর্ম্মণি খল্। হনন করিতে অশক্য, দুঃখে হননীয়, যাহা অতি কষ্টে হনন করা যায়। বেদে তু ণত্বং। বৈদিক প্রয়োগে 'দুর্হণ' পদ হইবে, লৌকিক প্রয়োগে ণত্ব হইবে না, তখন 'দুর্হন' দন্ত্যনকারান্ত থাকিবে। উদাহরণ—

"প্রকম্পতি চ তত্রার্থো নিহন্তে দুর্হনে হন্তে।" (ভট্টি)

এই লৌকিক প্রয়োগে 'ণত্ব' হইল না, কিন্তু বৈদিক প্রকরণে "নির্ঋতি দুর্হণা বধীৎ।" (ঋক্ ১।৩৮।৬) ণত্ব হইল।

দুর্হণায়ু (ত্রি) দুষ্টং হননমিচ্ছতি ক্যচ্, দুর্হনায় উন্, বেদে ণত্বং। দুষ্টহননেচ্ছু। "প্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুবং" (ঋক্ ৪।৩০।৮) 'দুর্হণায়ুবং দুষ্টহননমিচ্ছন্তীং।' (সায়ণ) ছান্দস উবঙ্।

দুর্হণাবৎ (ত্রি) দুর্হণাবিষ্মতে ২য় দুর্হণা মতুপ্ মস্য বঃ। সাংঘাতিক।

দুর্হন্ (ত্রি) দুঃখেৈ হন্যর্থস্ত প্রাদি বহ° বা দুর্-হন-উন্। ১ দুঃখে হননীয়। ২ দুষ্ট হনুযুক্ত। "তদায়ন্তস্য দুর্হণো।" (ঋক্ ১০।১৫৫।৩) লৌকিক প্রয়োগে দুর্হনু অণত্ব হইবে, ইহার অর্থ দুষ্টহনুযুক্ত।

দুর্হল [লি] (ত্রি) দুষ্টৌ হলিরস্ত অচ্ সমা°। মন্দ হলযুক্ত।

দুর্হার্দ্দ (ত্রি) দুরাচরিত।

দুর্হিত (ত্রি) নিন্দিতো হিতঃ প্রাদি স°। শত্রু, অমিত্র। "ন দুর্হিতঃ ত্যাদপ্রে ন পাপয়া।" (ঋক্ ৮।১৯।২৬)

দুর্হুত (ক্লী) নিন্দিতং হুতং। নিন্দিত হোম, অফলজনক হোমকার্য্য।

"সদৈব যাচমানেষু তথা দম্ভাবিত্তেষু চ।
এতেষু দক্ষিণা দত্তা দাবাগ্নাবিব দুর্হুতং॥" (ভারত শা° ১৮অঃ)

দুর্হৃণায়ু (ত্রি) দুষ্টং হৃণীয়তে ক্রুধ্যতি লজ্জতে বা দুর্-হৃণী কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্ ততো উণ্ অল্লোপযলোপৌ পৃষো° সাধুঃ উকারস্তাকারঃ। ১ দুষ্ট ক্রোধন, দুষ্টভাবে ক্রোধযুক্ত। ২ দুষ্ট ভাবে লজ্জমান। 'দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।" (ঋক্ ৭।৫৯।৮) 'দুর্হৃণায়ুরশোভনং ক্রুধ্যন্' (সায়ণ)

দুর্হৃদ্ (ত্রি) দুর্দ্দুষ্টং হৃদয়ং যস্য (সুহৃদ দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ। পা ৫।৪।১৫০) ইতি নিপাতনাৎ হৃদয়স্য হৃদ্ভাবঃ। শত্রু, অমিত্র। দুঃস্থিতং হৃদস্য প্রাদিব°। ২ দুঃস্থিত হৃদয়।

"অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ।" (ভা° বন° ১১২ অঃ)

দুর্হৃদয় (ত্রি) দুঃস্থং হৃদয়ং যস্য প্রাদি° বহু। ১ দুষ্টান্তঃকরণযুক্ত। দুষ্টং হৃদয়ং। (ক্লী) ২ দুষ্ট অন্তঃকরণ। যে স্থলে শত্রু ও মিত্র না বুঝায়, সেই স্থলে হৃদয় শব্দ স্থানে হৃদ আদেশ হয় না। শত্রু ও মিত্র বুঝাইতে দুর্ ও সু পূর্ব্বক হৃদয় শব্দ স্থানে হৃদ্ আদেশ হয়। এই জন্য 'দুর্হৃদয়' এই স্থলে হৃদ আদেশ হইল না।

দুর্হৃষীক (ত্রি) দুর্দ্দুষ্টঃ হৃষীকং যস্য। দুর্বলেন্দ্রিয়, যাহার ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল।

দুল্ (দেশজ) কর্ণাভরণ বিশেষ।

দুলা (স্ত্রী) ১ ইষ্টকা ভেদ। ২ দোলা।

দুলাই, ১ পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যে প্রবাহিত মনুনদী হইতে নির্গত একটী উপনদী। ২ ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী পরগণা।

দুলারভট্টাচার্য্য, প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ গাদাধরীর ক্রোড় নামক টীকা রচয়িতা।

দুলাল (দেশজ) ১ প্রেম, অনুরাগ। ২ প্রিয়, মনোজ্ঞ।

দুলালচাঁপা (দেশজ) এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ।

দুলি (পুং) দুল-কি। ১ মুনিভেদ।

দুলিচা (দেশজ) আসন বিশেষ।

দুলিয়া (দেশজ) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, ইহারা নীচজাতি, শিবিকা বা ডুলি বহন করিয়া জীবন ধারণ করে।

দুলিদুহ (পুং) দিলীপ রাজার পিতা, অনমিত্রের পুত্র। (হরিবংশ ১৫ অ°)

দুলোল, সূক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন কবি।

দুল্লল (ত্রি) দু-ক্বিপ্ দুতঃ ললতি লল-অচ্। রোমশ। (শব্দার্থচি°)

দুল্লানবাব, একজন বিখ্যাত সাধু। ১৭৫৪ শকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুর হইতে ভূকৈলাসে আনীত হন। তখন ইনি সমাধিস্থ ছিলেন। অনেক বাঙ্গালী ও সাহেব ইহার ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করেন। ইহার নাসিকার নিকট আমোনিয়া প্রয়োগ করিয়াও সহজে কেহ ইহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

কতদিন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময়ে তিনি কিছুই আহারাদি করিতেন না। অনেক কষ্টে প্রথমতঃ কএক ফোঁটা দুগ্ধ গলাধঃকরণ করা হয়। যাহা হউক সাধারণের উত্তেজনায় কিছুদিন পরেই তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। ৫।৭ দিন চেষ্টার পর তিনি দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'দুল্লানবাব' বলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্জাবী বলিয়া অনুমান করেন। যখন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল বর্ণ ছিল, কিন্তু ধ্যানভঙ্গের পর তাঁহার সে মুখশ্রী ও শরীরের জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হয়। ১৭৫৫ শকে উদরভঙ্গ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমাধিকালে যোগিগণ যে মহা স্বচ্ছন্দ ভোগ করেন এবং এই দুর্দ্দিনের সময়ও যে ভারতে সিদ্ধ যোগীর অভাব নাই, এই সাধু তাহার নিদর্শন।

দুল্ব, তিব্বতে বৌদ্ধদিগের বিনয়শাস্ত্র দুল্ব নামে পরিচিত।

দুল্হী, অযোধ্যা প্রদেশের খেরিজেলার অন্তর্গত একটী নগর। চৌকানদীর ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে গ্রামের জমিদারের বৃহৎ বাটী ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় বাজেয়াপ্ত হয়।

দুবস্ (ক্লী) দুবস্ পরিচরণে কণ্ডা° যক্ দুবস্য ক্বিপ্ অল্লোপ-

যলোপৌভাবঃ। ১ হবিঃ। ২ পরিচরণ। "এভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ।" (ঋক্ ১।১৪।৮)

দুবস্য (ত্রি) দুবস্ শব্দার্থে যৎ অল্লোপযলোপৌ। পরিচর্য্যার্হ। "আ যদ্ দুবস্যাদ্ দুবসে ন কারুঃ।" (ঋক্ ১।৬৫।১৪) 'দুবস্যাৎ পরিচর্য্যার্হাৎ দুবসে পরিচরণায়।' (সায়ণ)

দুবস্যু (ত্রি) দুবঃ পরিচরণমিচ্ছতি ক্যচ্ ততো উন্। পরিচরণেচ্ছাযুক্ত। "গোত্রা তূর্ষতি পর্য্যগ্রং দুবস্যুঃ।" (ঋক্ ১০। ১০০।১২) বেদে কচিদস্য ত্রিয়ামুবঙ্।

দুবস্বৎ (ত্রি) দুবো হবিঃ পরিচরণং বাস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ ন পদকার্য্যং। ১ হবির্যুক্ত। ২ পরিচরণযুক্ত। "অবস্যুরসি দুবস্বান্" (শুক্ল যজু° ৫।৩২)

দুবোয়া (স্ত্রী) পূজা। (বৈ)

দুবোয়ু (ত্রি) দুবঃ পরিচর্য্যা মিচ্ছতি ক্যচি বেদে বা পদকার্য্যং ততো উন্। পরিচরণেচ্ছু। "স তু শ্রুধি শ্রুত্যা যো দুবোয়ুঃ" (ঋক্ ৬।৩৬।৫) 'দুবোয়ুরস্মদীয়ং পরিচরণমাত্মন ইচ্ছন্' (সায়ণ)

দুশ্চর (ত্রি) দুঃখেন চর্য্যতেঽসৌ দুর্-চর কর্ম্মণি খল্। যাহা আচরণ করা কঠিন, অতি কষ্টে আচরণীয়।

"চরতঃ কিল দুশ্চরং তপঃ" (রঘু) ২ দুর্গম। দুঃখেন দুষ্টং বা চরতি চর-অচ্। ৩ শম্বূক। ৪ ভল্লূক।

দুশ্চরত্ব (ক্লী) দুশ্চরস্য ভাবঃ ত্ব। দুশ্চরের ভাব, দুশ্চরতা।

দুশ্চরিত (ক্লী) দুষ্টং চরিতং প্রাদি স°। দুষ্কৃত, পাপ, দুস্বভাব, মন্দ চরিত্র।

"ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ং।" (মনু ১১।৪৮)

ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের দুশ্চরিত্র দ্বারা মনুষ্য কুষ্ঠী, কুনখী প্রভৃতি রূপবিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পাপ অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল রোগভোগ অবশ্যই করিতে হয়। যথা—

"যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং নিমজ্জতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্ব্বং বেদে ত্রিবৃতিমজ্জতি॥" (মনু ১১।২৬৪)

যেরূপ মহাহ্রদে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে তাহা নিমগ্ন হয়, সেইরূপ সকল দুশ্চরিত বেদে নিমগ্ন হয়, অর্থাৎ বেদপাঠ ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিলে দুশ্চরিত সকল বিনষ্ট হয়। যাহারা যথাবিহিত বেদপাঠ ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পাপে আর মতি হয় না, এবং পূর্ব্বকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়। (ত্রি) দুঃখেন চরিতং। ২ অতিকষ্টে কৃত, দুঃখে আচরণীয়। দুষ্টং চরিতং যস্য প্রাদিবহু°। ৩ দুশ্চরিত্র, যাহার স্বভাব মন্দ, দুষ্ট প্রকৃতি।

দুশ্চরিতিন্ (ত্রি) দুরাচার।

দুশ্চরিত্র (ত্রি) দুর্নিন্দিতং চরিত্রং যস্য। মন্দচরিত্র, কুস্বভাব।

দুশ্চর্ম্মন্ (পুং) দুষ্টং চর্ম্ম যস্য। অনাবৃত মেঢ্র, যাহার মেঢ্রের অগ্রভাগ চর্ম্ম আচ্ছাদিত থাকে না। পর্য্যায়—ছিন্নক, চণ্ড, শিপিবিষ্ট। (হেম°) গুরুপত্নী হরণ করিলে দুশ্চর্ম্মা হয়, ইহা মহাপাতকের চিহ্ন। "দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ।" (স্মৃতি)

দুশ্চর্ম্মা ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করিলে তাহার কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না এবং এই অবস্থায় মৃত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দাহাদি করিতে নাই। [মহাপাতক দেখ।]

দুশ্চারিত্র (ক্লী) চরিত্রমেব স্বার্থে অণ্ চারিত্রং দুষ্টং চারিত্রং। ১ দুষ্টচরিত্র, পাপ। দুঃস্থিতং চারিত্রমস্য। ২ দুষ্ট চরিত্রযুক্ত, যাহার স্বভাব অতিশয় মন্দ।

দুশ্চিকিৎস (ত্রি) দুর্-চিকিৎস-খল্। অচিকিৎস্য, যাহার চিকিৎসা দুঃসাধ্য।

"সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম।" (ভাগবত ৪।৩০।৩৮) 'সুদুশ্চিকিৎসস্য অত্যন্তং অচিকিৎসস্য ভবস্য জন্মনো' (শ্রীধরস্বামী)

দুশ্চিকিৎসা (স্ত্রী) দুর্নিন্দিতা চিকিৎসা। নিন্দিত চিকিৎসা, অন্যায়রূপে চিকিৎসা। ভিষগ্‌গণ এইরূপে গো পশু প্রভৃতিকে চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ড এবং মানুষের প্রতি করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

"চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যা প্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমঃ মানুষেষু তু মধ্যমঃ॥" (মনু° ৯।২৮৪)

'সর্ব্বেষাং কায়শল্যাদিভিষজাং দুশ্চিকিৎসাং কুর্ব্বতাং দণ্ডঃ কর্ত্তব্যঃ' (কুল্লূক)

দুশ্চিকিৎসিত (ত্রি) দুশ্চিকিৎস-ক্ত। অচিকিৎসনীয়, যে ব্যাধির প্রতিবিধান করা যায় না, যে গ্রামে দুশ্চিকিৎসিত ব্যাধি পীড়িত বহুলোকের বাস, সেই গ্রামে বাস করিতে নাই।

"নাধার্ম্মিকে বসেদ্‌গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশং।" (মনু ৪।৬০)

'যত্র দুশ্চিকিৎসিত ব্যাধিপীড়িতা বহবো জনাঃ তত্র বাসো ন যুক্তঃ।' (কুল্লূক)

দুশ্চিকিৎস্য (ত্রি) দুর্-কিত স্বার্থে সন্, দুঃখেন চিকিৎস্যতে দুর্-চিকিৎস কর্ম্মণি যৎ। অতি দুঃখে চিকিৎসনীয়, প্রতিকার্য্য রোগ, যে রোগ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভাল করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়। [রোগ দেখ।]

দুশ্চিক্য (ক্লী) লগ্ন হইতে তৃতীয়রাশি।

"ত্রিত্রিকোণঞ্চ নবমং দুশ্চিক্যাং তাৎ তৃতীয়কং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুশ্চিৎ (ত্রি) দুশ্চিন্তা, মন্দ ভাবা।

দুশ্চিন্তা (ক্লী) কুচিন্তা, মন্দ ভাবনা।

দুশ্চিন্ত্য (ত্রি) দুঃখেন চিন্ত্যতে চিন্তি কর্ম্মণি যৎ। অতি দুঃখে চিন্তনীয়, যাহা চিন্তা করা অতিশয় কষ্টকর।

দুশ্চেষ্টিত (ক্লী) দুর্নিন্দিতং চেষ্টিতং। ১ নিন্দিত চেষ্টিত, মন্দ চেষ্টা। ২ মন্দকার্য্য।

দুশ্চ্যবন (পুং) দুঃসহং চ্যবনং চালনমস্য, বা দুর্দ্দুশ্চ্যবনঃ শিবো যস্য দুস্-চ্যু-ল্যু। ইন্দ্র। "যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।" (ঋক্ ১০।১০২।২) 'দুশ্চ্যবনেন অন্যৈরবিচাল্যেন' (সায়ণ)

ইন্দ্র বহুকাল স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিয়া নিজ স্থান হইতে চ্যুত হন, এই জন্য ইঁহার নাম দুশ্চ্যবন হইয়াছে। এক এক মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র হয়, কিঞ্চিদধিক পাঁচহাজার যুগ এক এক ইন্দ্র নিজপদ ভোগ করে। কল্পভেদে প্রত্যেক ইন্দ্রের নাম বিভিন্ন। [ইন্দ্র দেখ।] (ত্রি) ২ অবিচাল্য।

দুশ্চ্যাব (ত্রি) দুঃখেন চ্যাব্যতে হসৌ দুস্-চ্যু-ণিচ্ কর্ম্মণি খল্। ১ অতি কষ্টে চ্যাবনীয়, যাহাকে অতি কষ্টে চ্যাবিত করা যায়। (পুং) ২ মহাদেব।

"দুশ্চ্যাবশ্চ্যাবনোজেতা হন্তা ব্রহ্মবিষাং হরঃ।"

(ভারত কর্ণ ৩৪ অঃ)

দুঃশ্রব (ক্লী) দুঃখেন শ্রূয়তে হসৌ দুস্-শ্রু-খল্। শ্রুতি-দুঃখাবহ পরুষবর্ণযুক্ত কাব্যদোষভেদ, যে সকল স্থলে শব্দ বিন্যাস শুনিতে অতি কঠোর হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়।

"দুঃশ্রবং ত্রিবিধা শ্লীলামুচিতার্থপ্রযুক্ততা।" (সাহিত্যদ° ৭।৫৭৪)

'পরুষবর্ণতয়া শ্রুতিদুঃখাবহত্বং দুঃশ্রবত্বং।' (সাহিত্যদ°)

উদাহরণ—

"কার্ত্তার্থং যাতু তন্বঙ্গী কদানঙ্গবশং বদা।" (সাহিত্যদ°)

চন্দ্রালোকে ইহা শ্রুতিকটুদোষ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"ভবেচ্ছ্রুতিকটুর্বর্ণঃ শ্রবণোদ্বেজনে পটুঃ॥" (চন্দ্রালোক)

শ্রবণের উদ্বেজনে পটু বর্ণ হইলে শ্রুতিকটুদোষ হয়।

দুষ্কর (ত্রি) দুঃখেন ক্রিয়তে দুস্-কৃ কর্ম্মণি খল্। অতিশয় দুঃখে করণীয়, যাহা করা অতিশয় কষ্টকর।

"অপি যৎ দুষ্করং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।" (মনু)

(ক্লী) ২ আকাশ। ভাবে খল্। ৩ দুঃখে করণ।

দুষ্করচর্য্যা (স্ত্রী) দুষ্কর কার্য্যের অধীন।

দুষ্করণ (ত্রি) যে কার্য্য সহজে করা যায় না।

দুষ্কর্ণ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

দুষ্কর্ম্মন্ (ক্লী) দুষ্টং কর্ম্ম প্রাদি স°। ১ পাপ।

"দুষ্কর্ম্মজানৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাৎ শমং।

জপৈঃ সুরার্চনৈর্হোমৈর্দ্দানৈস্তেষাং ক্ষয়ো ভবেৎ॥" (শাতাতপ°)

দুর্নিন্দিতং কর্ম্ম যস্য। ২ পাপকর্ম্মকারক, নিন্দিতকার্য্যকারী।

দুষ্কলেবর (পুং ক্লী) দুষ্টং নিন্দিতং কলেবরং। ১ কুৎসিত কলেবর।

"শয়েত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্ যস্তত্র মন্ত্রঃ শ্রম এব কেবলং।" (ভাগ° ৫।১৯।১৩) 'কুৎসিতস্য কলেবরস্য অত্যয়াৎ' (শ্রীধরস্বামী) ২ ব্যাধিময় দেহ।

দুষ্কাল (পুং) দুষ্টঃ কালঃ প্রাদি স°। ১ নিন্দিতকাল, যে কার্য্যের জন্য যে কাল বিহিত হইয়াছে, সেই কার্য্য সেই কাল অতিক্রম করিয়া অন্য সময়ে করিলে কালের দুষ্টত্ব হয়। দুঃসহঃ কালো কলনমস্য। ২ মহাদেব। (ভারত শা° ২৮৬)

দুষ্কীর্ত্তি (ত্রি) দুষ্টা কীর্ত্তির্যস্য। দুষ্ট কীর্ত্তিযুক্ত। দুষ্টাকীর্ত্তিঃ। ২ কুকীর্ত্তি।

দুষ্কুল (ক্লী) দুষ্টং কুলং প্রাদি স°। নিন্দিত কুল।

"অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" (মনু)

নিন্দিতকুল হইতেও স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারা যায়। দুষ্টং কুলং যস্য। (ত্রি) ২ নিন্দিত কুলজাত।

"মদমূর্খতাভিমানা দুষ্কুলতৈশ্চর্য্যসংযুক্তাঃ।" (সাহিত্যদ°)

দুষ্কুলীন (ত্রি) দুষ্কুলে ভবঃ দুষ্কুল-ঠক্। নিন্দ্য কুলভব, নিন্দিত কুলজাত।

দুষ্কৃৎ (ত্রি) মন্দকার্য্য।

দুষ্কৃত (ক্লী) দুষ্টং কৃতং প্রাদি স°। ১ পাপ।

"দাতুর্যৎ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।

ত্রিশানকর্ত্তুঃ প্রাক্তা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে॥" (মনু)

২ তজ্জনক কর্ম্ম।

দুষ্কৃতকর্ম্মন্ (ত্রি) দুষ্কৃতং কর্ম্ম যস্য। ১ দুষ্কার্য্য। ২ পাপী, যাহারা দুষ্কার্য্য করে।

দুষ্কৃতাত্মন্ (ত্রি) দুষ্কৃতং আত্মা স্বভাবো যস্য। পাপাত্মা, দুরাত্মা।

দুষ্কৃতি (ত্রি) দুষ্টা কৃতির্যস্য। দুষ্কর্ম্মকারক।

"পাদস্পর্শস্ত রক্ষাংসি দুষ্কৃতীনবধূনমং।" (মনু)

দুষ্কৃতিন্ (ত্রি) দুষ্কৃতমস্ত্যস্য অস্ত্যর্থে ইনি। দুষ্কৃতকারী, পাপকারক।

দুষ্কৃষ্ট (ত্রি) দুস্-কৃষ-ক্ত। দুঃখে যাহা কর্ষিত হইয়াছে।

দুষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) দুষ্টা ক্রিয়া। কুকার্য্য, দুষ্কর্ম্ম, পাপ।

দুষ্ক্রিয়াচরণ (ক্লী) দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কুকার্য্যকরণ।

দুষ্ক্রিয়ারত (ত্রি) দুষ্ক্রিয়ায়াং রতঃ ৭তৎ। কুকার্য্যে অতি-নিবিষ্ট।

দুষ্ক্রীত (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন ক্রীয়তে স্ম ইতি দুস্-ক্রী-ক্ত। দুর্ম্মূল্য, মহার্ঘ, অনুচিত মূল্যে ক্রীত।

"ক্রীণন্ মূল্যেন যো দ্রব্যং দুষ্ক্রীতং মন্যতে ক্রয়ী।"

(প্রায়শ্চিত্তত্ত্ব আরব)

দ্রব্য ক্রয় করিয়া যদি ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য অধিক

বিবেচনা করে, তাহা হইলে সেই দিন অবিকল সেই বস্ত্র-বিক্রেতাকে ফেরত দিবে।

দুষ্খ [দুঃখ দেখ ।]

দুষ্খদির (ত্রি) দুষ্টঃ খদিরঃ প্রাদি স°। কালস্কন্ধ, ক্ষুদ্র খদির-ভেদ, পর্য্যায়—কাম্বোজী, কালস্কন্ধ, গোরট, অমরজ, পত্রতরু, বহুসার, খদির, মহাসার, ক্ষুদ্রখদির। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রক্তব্রণোত্থ দোষ, কণ্ডূতি, বিষ, বিসর্প, জ্বর, কুষ্ঠ ও উন্মাদনাশক। (রাজনি°)

দুষ্ট (ত্রি) দুষ্‌-ক্ত। ১ দুর্ব্বল। ২ অধম, দুর্জ্জন। ৩ দোষাশ্রিত। ৪ পিত্তাদিদোষযুক্ত। (স্ত্রী) ৫ কুষ্ঠ, কুড়।

দুষ্টগজ (পুং) দুষ্টঃ গজঃ। গম্ভীরবেদী হস্তী।

দুষ্টচারিন্ (ত্রি) দুষ্টং চরতি চর-ণিনি। দোষযুক্ত কর্ম্মকারী, কুকর্ম্মানুষ্ঠানকারী।

"অথ যত্রৈনমাসীনং শক্যেরন্ দুষ্টচারিণঃ।" (ভারত বি° ৪ অঃ)

দুষ্টতা (স্ত্রী) দুষ্টস্য ভাবঃ দুষ্ট-তল্ ততো টাপ্। দুর্জ্জনতা, দোষযুক্ততা, অধমত্ব।

দুষ্টত্ব (ক্লী) দুষ্টস্য ভাবঃ দুষ্ট ভাবে-ত্ব। দুষ্টতা।

দুষ্টনু (ত্রি) দুষ্টা তনুর্যস্য প্রাদি বহু° বেদে বত্বং। দুষ্ট দেহযুক্ত।

"ক্ষুধা কিল ত্বা দুষ্টনো জক্ষিবানৎসরূপ।"

(অথর্ব্ব ৪।৭।৩)

লৌকিক প্রয়োগে দুষ্টনু এই পদ হইবে না, সেইস্থলে দুস্তনু এইরূপ হইবে। বেদেই কেবল ষত্ব হইয়া দুষ্টনু এই পদ হইয়াছে।

দুষ্টযোগ (পুং) দুষ্টঃ যোগঃ। ১ বৈধৃতি ব্যতীপাত প্রভৃতি নিন্দিত যোগ। এই যোগে স্নান দানাদি অন্য কোন প্রকার শুভকর্ম্ম করিতে নাই। ২ অরিষ্টসূচক গোচরবিলম্বাদিস্থিত গ্রহযোগ ভেদ।

দুষ্টর (ত্রি) দুঃখেন তীর্য্যতে হসৌ কর্ম্মণি খল্ বেদে ষত্বং। দুস্তর, অতি দুঃখে তরণীয়।

"চর্ক্কৃত্যং মরুতঃ যৎসু দুষ্টরং।" (ঋক্ ১।৬৪।১৪)

লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না। সেইস্থলে 'দুস্তর' এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥" (রঘুব°)

দুষ্টরক্তদৃক্ (ত্রি) দুষ্টা রক্তা চ দৃগস্য। পিত্তাদি দোষজ-রক্তনেত্রক, পিত্তাদি দোষ জন্মিলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এই-রূপে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে দুষ্টরক্তদৃক্ বলা যায়।

"দৌক্ষিতঃ স্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তদৃক্।" (শাতাতপীয়)

যাহারা অত্যন্ত স্ত্রী আসক্ত, তাহারা দুষ্টরক্তদৃক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

দুষ্টরীতু (পুং) দুস-তৃ-তুন্ বেদে ইট্ দীর্ঘশ্চ ততো ষত্বং। অতি দুঃখে তরণীয়। অহিংস্র।

"ভুবিগ্রয়ে বহয়ে দুষ্টরীতবে।" (ঋক্ ২।২১।২)

লৌকিক প্রয়োগে 'দুষ্টরীতু' হইবে না, সেইস্থলে দুস্তরীতু হইবে।

দুষ্টবৃষ (পুং) দুষ্টঃ বৃষঃ। যে সকল বৃষ ভার বহন করিতে সমর্থ অথচ ভার বহন করে না, তাহাদিগকে দুষ্টবৃষ কহে; পর্য্যায়—গলি।

দুষ্টব্রণ (পুং) দুষ্টঃ ব্রণঃ। অচিকিৎস্য ব্রণ ভেদ, এই রোগ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয় না। পূর্ব্বজন্মে মহাপাতক করিলে ইহজন্মে এই রোগ হয়। এই রোগে যদি মৃত্যু হয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে উহার দাহাদি কার্য্য হইবে না, যদি কেহ মোহবশে তাহার দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা হইলে দাহকারীরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নচেৎ দাহকারী কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না।

"দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতো হক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতা॥" (মলমাসত°)

দুষ্ট ব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ মহাপাতকজ, এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিতকালে যদি এই রোগের প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে নিজেও ব্রত নিয়মাদি কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পাপ জন্য ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাপাতকজ রোগ মাত্রেই সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। [মহাপাতক ও রোগের বিশেষ বিবরণ ষিত্রণীর শব্দে দেখ।]

দুষ্টি (স্ত্রী) দুষ-ক্তিচ্। দোষ।

"ক্ষিপ্তং রক্তং দুষ্টিং যায়াতি।" (সুশ্রুত)

দুষ্টুত (ত্রি) দুর্দুষ্টঃ নিন্দিতঃ স্তুতঃ বেদে ষত্বং। নিন্দিত ভাবে স্তুত। "যজ্ঞস্য দুষ্টুতং দুঃশস্তং।" (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৩৮)

লৌকিক প্রয়োগে 'দুষ্টুত' এইরূপ হইবে না, 'দুস্তুত' হইবে।

দুষ্টসাক্ষিন্ (পুং) দুষ্টঃ সাক্ষী কর্ম্মধা°। নারদাদি কথিত অসাক্ষিত্ব প্রযোজক দোষযুক্ত সাক্ষী, কূটসাক্ষী, যে সকল সাক্ষী প্রকৃত কথা বলে না, তাহাদিগকে দুষ্টসাক্ষী কহে।

"নার্থ সম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দুষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধ্যার্ত্তা ন দূষিতা॥
ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারুককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ॥"

(মনু ৮।৬৪-৬৫)

সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান আছে এবং অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। যাহাদের সহিত অর্থ সম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র এবং সাহায্যকারী, ভৃত্য, প্রকৃত শত্রু, পূর্ব্বে যাহারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষী গ্রাহ্য নহে। এই সকল সাক্ষী দুষ্টসাক্ষী। সূপকার বা তদ্রূপ কারুকর্ম্মজীবী, নটাদি-বহুবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, নিষিদ্ধকর্ম্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ, খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে ক্লান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। ইহারাও দুষ্টসাক্ষী পদবাচ্য। [বিশেষ বিবরণ সাক্ষিন্ দেখ।]

দুষ্টু (অব্য) দুর্ নিন্দিতং তিষ্ঠতি দুর্-স্থা-কু, ততো ষত্বং। নিন্দা।

দুষ্টু (ত্রি) দুর্নিন্দিতং তিষ্ঠতি দুর্-স্থা-কু ষত্বং। অবিনীত।

দুষ্পচ (ত্রি) দুঃখেন পচ্যতে দুর্-পচ-খল্। সহজে যাহা পরিপাক হয় না।

দুষ্পতন (ক্লী) দুষ্টং পতত্যনেন পত করণে ল্যুট্। অপ্ শব্দ, অপ্ শব্দের প্রয়োগ করিলে দুরদৃষ্ট জন্মে এবং দুরদৃষ্ট জন্ত পতন হয়, এই কারণে দুষ্পতনশব্দ অপ্ শব্দবোধক। "নাপ ভাষিত বৈ ন ম্লেচ্ছিতু বৈ ম্লেচ্ছো হ বা নাম যদপশব্দঃ।" (শ্রুতি) (ক্লী) দুর্-পত ভাবে ল্যুট্। অতি দুঃখে পতন।

দুষ্পত্র (পুং) দুষ্টানি পত্রাণি যস্য। চোরনামক গন্ধদ্রব্য। (অমর)

দুষ্পদ (ত্রি) দুঃখেন পদ্যতে দুর্ পদ কর্ম্মণি খল্। অতিশয় দুঃখে প্রাপ্য, যাহা অতি দুঃখে পাওয়া যায়। "শ্রুত্যোনি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদা বৃণক।" (ঋক্ ১।৫৩।৯)

'দুষ্পদা দুষ্পাদেন প্রাপ্তুমশক্যেন চক্রেণ তৃতীয়স্থানে ছাদন আচ্' (সায়ণ)

দুষ্পরাজয় (ত্রি) দুঃখেন পরাজীয়তে হসৌ দুর্-পরা-জি কর্ম্মণি খল্। জয় করিতে অশক্য, অতিশয় দুঃখে জেতব্য, যাহা অতিশয় দুঃখে জয় করা যায়। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অঃ)

দুষ্পরিগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন পরিগৃহ্যতে হসৌ দুর্-পরি-গ্রহ কর্ম্মণি খল্। পরিগ্রহ করিতে অশক্য, যাহাকে পরিগ্রহ করিতে পারা যায় না।

"লোকাধারাঃ শ্রিয়ো রাজ্ঞাং দুরাপা দুষ্পরিগ্রহাঃ।" (কামন্দকী)

২ নিন্দ্যভার্য্যা। দুঃস্থিতঃ পরিগ্রহো ভার্য্যা যস্য। ৩ দুষ্ট ভার্য্যক, যাহার ভার্য্যা দুষ্ট।

দুষ্পরিহন্তু (ত্রি) দুর্-পরি-হন খলর্থে তুন্। অতিশয় দুঃখে নাশয়িতব্য, যাহা অতিশয় দুঃখে হনন করা যায়। ২ দুষ্পরিহার্য্য। "যচ্ছতা নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম্ম।" (ঋক্ ২।২৩।৬) 'দুষ্পরিহন্তু হন্তুমশক্যং' (সায়ণ)

দুষ্পরীক্ষ (ত্রি) দুঃখেন পরীক্ষ্যতে দুর্-পরি-ঈক্ষ-খৎ। অতিশয় দুঃখে পরীক্ষণীয়, যাহা অতি কষ্টে পরীক্ষা করা যায়।

দুষ্পর্শ (ত্রি) দুর্-স্পৃশ কর্ম্মণি খল্-বা বিসর্গলোপঃ। ১ দুঃখে স্পর্শনীয়, স্পর্শ করিতে অশক্য। (স্ত্রী) ২ দুরালভা।

দুষ্পান (ত্রি) দুঃখেন পীয়তে হসৌ খলর্থে কর্ম্মণি যুচ্। দুঃখে পেয়, যাহা অতিশয় দুঃখে পান করা যায়, পান করিতে অশক্য। ভাবে যুচ্ (ক্লী)

দুষ্পার (ত্রি) ১ সহজে যাহা পার হওয়া যায় না। ২ দুঃসাধ্য।

দুষ্পুত্র (পুং) দুষ্টঃ পুত্রঃ কর্ম্মধা°। কুপুত্র। নিন্দিতপুত্র। (ত্রি) দুষ্টঃ পুত্রঃ যস্য। ২ যাহার দুষ্টপুত্র আছে, দুষ্ট পুত্রযুক্ত।

দুষ্পুরুষ (পুং) দুষ্টঃ পুরুষঃ কর্ম্মধা°। নিন্দনীয় পুরুষ, মন্দ লোক।

দুষ্পূর (ত্রি) দুর্-পূরি কর্ম্মণি খল্। পূরণ করিতে অশক্য, অতিশয় দুঃখে পূরণীয়, যাহা পূর্ণ হয় না।

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।" (গীতা)

২ অনিবার্য্য। মনুষ্যের আশা দুষ্পূর, মানবগণ এই দুষ্পূর আশার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রতিপদে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। একটী আশা পূর্ণ হয়, আবার পরক্ষণেই সেইস্থলে আর একটী আশা আসিয়া স্থান অধিকার করে।

দুষ্প্রকম্প্য (ত্রি) দুঃখেন প্রকম্প্যতে দুর্-প্র-কম্প-খৎ। সহজে যাহা কাঁপে না।

দুষ্প্রকাশ (ত্রি) দুষ্টঃ প্রকাশঃ প্রাদিস°। অন্ধকার।

"পাপস্য লোকো নিরয়ো দুষ্প্রকাশো
নিত্যং দুঃখং শোকভূয়িষ্ঠমেব।" (ভারত শান্তি° ৭৩ অঃ)

দুষ্প্রকৃতি (ত্রি) দুঃস্থা প্রকৃতির্যস্য। দুষ্ট স্বভাব, মন্দ স্বভাব। (স্ত্রী) দুষ্টা প্রকৃতিঃ। মন্দ এমন প্রকৃতি।

দুষ্প্রজস্ (ত্রি) দুঃস্থা প্রজা যস্য বহুব্রীহৌ অসিচ্ সমাসান্তঃ। নিন্দ্য প্রজাযুক্ত, যাহার প্রজা নিন্দিত। প্রাদি সমাস হইলে অসিচ্ সমাসান্ত হইবে না। কারণ বহুব্রীহি সমাসে অসিচ্ প্রত্যয় হয়, যে স্থলে 'দুষ্টা প্রজা' এইরূপ বাক্য হইবে, সেই স্থলে দুষ্প্রজস্ এইরূপ না হইয়া দুষ্প্রজা এইরূপ হইবে। অর্থ নিন্দিত প্রজা হইবে।

দুষ্প্রজ্ঞ (ত্রি) মন্দ প্রজ্ঞ, নির্ব্বোধ।

দুষ্প্রজ্ঞান (ত্রি) দুঃখেন প্রজ্ঞায়তে হসৌ দুর্‌-প্র-জ্ঞা খলর্থে কর্ম্মণি যুচ্‌। জানিতে অশক্য, অতিশয় কষ্টে যাহা জানা যায়। (ক্লী) দুষ্টং প্রজ্ঞানং। ২ নিন্দনীয় জ্ঞান।

"দুষ্প্রজ্ঞানেন নিরয়াঃ বহবঃ সমুদাহৃতাঃ।"

(ভারত শান্তি° ১২৭ অঃ)

দুষ্প্রতিগ্রহ (ত্রি) প্রতিগ্রহ পক্ষে অতি কঠিন, সহজে যাহা গ্রহণ করা যায় না।

দুষ্প্রতিবীক্ষণীয় (ত্রি) দুর্‌-প্রতি-বি-ঈক্ষ-অনীয়র্‌। যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়, দেখিতে অশক্য।

দুষ্প্রতিবীক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রতিবীক্ষ্যতে দুঃখ-প্রতি-বি-ঈক্ষ কর্ম্মণি যৎ। যাহা অতি কষ্টে নিরীক্ষণ করা যায়।

দুষ্প্রধর্ষ (ত্রি) দুষ্করঃ প্রধর্ষো যস্য। অতিশয় দুঃখে ধর্ষণীয়। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ভীষ্ম° ৬৮ অঃ) দুষ্প্রধর্ষ স্থলে দুষ্প্রহর্ষ এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। (স্ত্রী) ৩ দুরালভা। ৪ খর্জ্জুরা।

দুষ্প্রধর্ষণ (ত্রি) দুর্‌-প্র-ধৃষ ভাবাদাং যুচ্‌। অতিশয় দুঃখে ধর্ষণীয়। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৩) (স্ত্রী) ৩ বার্ত্তাকী।

দুষ্প্রধর্ষিণী (স্ত্রী) দুষ্প্রধর্ষো হস্ত্যস্যাঃ ইনি-ঙীপ্‌। ১ কণ্টকারী। ২ বৃহতী।

দুষ্প্রধৃষ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রধৃষ্যতে হনেন, দুর্‌-প্র-ধৃষ কর্ম্মণি যৎ। অতি দুঃখে ধর্ষণীয়।

দুষ্প্রমেয় (ত্রি) সহজে যাহা মাপা যায় না।

দুষ্প্রলম্ভ (ত্রি) দুঃখেন প্রলভ্যতে দুর্‌-প্রলম্ভ-খল্‌। ১ সহজে যাহা ঠকান যায় না। ২ সহজে যাহা পাওয়া যায় না।

দুষ্প্রবাদ (পুং) দুষ্টঃ প্রবাদঃ প্রাদি স°। ১ দুষ্ট প্রবাদ, নিন্দিত প্রবাদ। দুষ্টঃ প্রবাদো যস্য। (ত্রি) ২ নিন্দিত প্রবাদযুক্ত।

দুষ্প্রবৃত্তি (স্ত্রী) দুষ্টা প্রবৃত্তিঃ প্রাদি স°। দুষ্টা প্রবৃত্তি, বার্ত্তা।

"তেষাং দুর্শনখৈবৈকা দুষ্প্রবৃত্তিহরাভবৎ।" (রঘু)

দুষ্প্রবেশ (ত্রি) দুষ্করঃ প্রবেশো যত্র। দুঃখে প্রবেশ্য, যে স্থলে অতি দুঃখে প্রবেশ করা যায়।

"মহর্ষিগণসম্বাধং ত্রাজ্ঞা লক্ষ্যা সমন্বিতং।

দুষ্প্রবেশং মহারাজ নরৈ র্ধর্ম্মবহিষ্কৃতৈঃ॥" (ভারত ১৪৫ অঃ)

(স্ত্রী) ২ কন্থারীবৃক্ষ।

দুষ্প্রসহ (ত্রি) দুঃখেন প্রসহ্যতে হসৌ দুর্‌-প্র-সহ কর্ম্মণি খল্‌। ১ দুঃসহ, যাহা অতিশয় দুঃখে সহ্য করা যায়। ২ ভীষণ। (পুং) ৩ একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

দুষ্প্রসাদ (ত্রি) সহজে যাহা প্রসন্ন করা যায় না।

দুষ্প্রসাদন (ত্রি) দুষ্প্রসাদ।

দুষ্প্রসাধ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রসাধ্যতে হনেন দুর্‌-প্রসাধ-যৎ। সাধন করিতে অশক্য, যাহা অতি কষ্টে প্রসাধন করা যায়।

দুষ্প্রসাহ (ত্রি) দুঃখেন প্রসহ্যতে হনেন খলর্থে যঞ্‌। দুঃসহ।

দুষ্প্রহর্ষ (ত্রি) দুষ্করঃ প্রহর্ষোহস্য। দুষ্কর প্রহর্ষযুক্ত। (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দুষ্প্রাপ (ত্রি) দুঃখেন প্রাপ্যতে হসৌ দুর্‌-প্র-আপ-খল্‌। দুর্লভ, যাহা অতি কষ্টে পাওয়া যায়।

দুষ্প্রাপন (ত্রি) দুষ্প্রাপ্য, সহজে যাহা পাওয়া যায় না।

দুষ্প্রাপ্তি (স্ত্রী) দুঃখে প্রাপ্তি, দুর্লভতা, অভাব।

দুষ্প্রাপ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রাপ্যতে হসৌ দুর্‌-প্র-আপ কর্ম্মণি যৎ। দুরালভ্য, যাহা সহজে পাওয়া যায় না।

দুষ্প্রাবী (স্ত্রী) [বৈ] ১ দুষ্প্রাপ্য। ২ অশুভকর।

দুষ্প্রীতি (স্ত্রী) দুষ্টা প্রীতিঃ। অপ্রীতি, মন্দ ভালবাসা। (ত্রি) দুষ্টা প্রীতির্যস্য। ২ দুষ্ট প্রীতিযুক্ত।

দুষ্প্রেক্ষ (ত্রি) দুঃখেন প্রেক্ষ্যতে দুর্‌-প্র-ঈক্ষ কর্ম্মণি খল্‌। দুর্দর্শ, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়।

দুষ্প্রেক্ষণীয় (ত্রি) দুর্‌-প্র-ঈক্ষ-অনীয়র্‌। দুর্দর্শনীয়।

দুষ্প্রেক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রেক্ষ্যতে দুর্‌-প্র-ঈক্ষ কর্ম্মণি যৎ। অতি কষ্টে দর্শনীয়।

দুষ্মন্ত (পুং) পৌরববংশীয় একজন রাজা। চন্দ্রবংশীয় ঐতি-রাজার পুত্র। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া কণ্বমুনির আশ্রমের নিকট গমন করেন এবং এই স্থল হইতে অমাত্য প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া একাকী কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হন। এই সময়ে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রম-পালিতা শকু-ন্তলা আসিয়া যথাবিধানে রাজাকে পাদ্য অর্ঘাদি দিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করেন। রাজা যথাবিধানে পূজিত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্ব ঋষিকে উপাসনা করিতে আসিয়াছি, তিনি কোথায় গমন করিয়া-ছেন। শকুন্তলা কহিলেন, ভগবান্‌ পিতা ফলান্বেষণে গমন করিয়াছেন, মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করিলে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে।

রাজা শকুন্তলার অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি শুভে! তুমি ঈদৃশ রূপসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত বনে আসি-য়াছ এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে সকল বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর। শকুন্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন,

আমি অপ্সরার গর্ভসম্ভূতা, মহামুনি কৌশিক আমার পিতা। আমি ঊর্দ্ধরেতা ভগবান্ কণ্বের পালিতকন্যা। রাজা শকুন্তলাকে অপ্সরা-গর্ভসম্ভূতা ভাবিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার পত্নী হও। শকুন্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি গন্ধর্ব্ব বিবাহে কোন দোষ না থাকে এবং আমার গর্ভজাত পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি। মহারাজ দুষ্মন্ত তাহাই হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া যথাবিধানে গন্ধর্ব্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এই বিবাহের পর শকুন্তলা গর্ভধারণ করেন, তিন বৎসর সমাপ্ত হইলে তিনি দুষ্মন্তের ঔরসসম্ভূত এক কুমার প্রসব করেন। ঋষিগণ ঐ কুমারের নাম সর্ব্বদমন রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষি কণ্ব শিষ্যের সহিত শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা রাজার সমীপে আগমন করিয়া যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাজন্, আপনার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, আপনি ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। মনস্বিগণ যাহা প্রতিশ্রুত হন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা যশোভাজন হইয়া থাকেন। শকুন্তলার এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বকৃত সকল কার্য্য দুষ্মন্তের স্মৃতিপথারূঢ় হইল, কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শকুন্তলাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট তাপসি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে না, অতএব এখন তোমার যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।

শকুন্তলা রাজার এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রাজাকে নানাবিধ তিরস্কার করিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে নানাবিধ মর্ম্ম-পীড়াদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। শকুন্তলা তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন, রাজন্! আপনারা স্বয়ং দুর্জ্জন হইয়া সজ্জনদিগকে তিরস্কার করেন, যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, সেইরূপ সত্যধর্ম্ম-চ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিকদিগেরও ভয় হইয়া থাকে। আস্তিকগণ যে ভীত হইবে, তাহা আর বলাই বাহুল্য। যাহা হউক যে ব্যক্তি নিজে আত্মরূপে সন্তান উৎপাদন করিয়া পরে অস্বীকার করে, ভগবান তাহার যথোচিত ফল বিধান করেন। শকুন্তলা এইরূপে অনেক বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সভামধ্যে এইরূপ দৈববাণী হইল, 'মহারাজ! শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, তাহা সকলই সত্য। এই পুত্র আপনারই, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন, এই পুত্রকে আমাদের বাক্যানুসারে ভরণ করুন এই জন্য ইহার নাম ভরত হইবে।' রাজা এই দৈববাণী শুনিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। শকুন্তলার সেই পুত্র সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হন, এই ভরত হইতেই ভারত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (মহাভারত আদি ৬৮-৭৪)

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক গ্রন্থে দুষ্মন্ত চরিত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত লোকনিন্দাভয়ে কপট ভাব অবলম্বন করিয়া শকুন্তলা-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইলেও তাহাকে অন্যায়রূপে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী-নিস্যন্দিত শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসা মুনির শাপ প্রভাবে বিস্মৃত হন এবং প্রতিপদে পাছে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন, না জানিয়া কি করিয়া পরস্ত্রী গ্রহণ করেন ইত্যাদি ধর্ম্মলোপ আশঙ্কা করিয়া বাধ্য হইয়া তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, বিশেষতঃ শকুন্তলা এই সময় গর্ভবতী ছিলেন, কোন্ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি না জানিয়া গর্ভিনী স্ত্রীকে নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে? শকুন্তলা রাজাকে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে দেখাইতে পারিলেন না। ইহাতে রাজার আরও সন্দেহ হইল, কাজেই শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলেন।

মহাভারতে শকুন্তলাও নিতান্ত লজ্জাহীনা হইয়া পুংশ্চলীর ন্যায়, রাজাকে নানাবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী লজ্জা।

"শকুন্তলা মূর্ত্তিমতীব সৎক্রিয়া।" (শকুন্তলা)

শকুন্তলা কালিদাসের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। [বিশেষ বিবরণ শকুন্তলা দেখ।]

হরিবংশে দুষ্মন্তের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে— মহারাজ সুরোধের ঔরসে উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, ভরত শকুন্তলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩২ অঃ)

দুস্থ (ত্রি) দুস্-স্থা-ক, বাহুলকাৎ বিসর্গ লোপঃ। দুঃখে অবস্থিত।

"কল্পান্তদুস্থা বসুধা তথোহে।" (ভট্টি) ২ কুক্কুট। ৩ কুকুর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দুস্পৃষ্ট (স্ত্রী) দুষ্টং পৃষ্টং বা বিসর্গলোপঃ। মন্দভাবে জিজ্ঞাসিত।

দুহাদি (পুং) দুহ আদি যস্য। ধাতুগণ বিশেষ, লকার নির্ণয় জন্য এই গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দুহ, যাচ, রুধ, প্রচ্ছ, ভি, চি, ব্রু, শাস, জি, মথ, মুষ, বহ এই সকল ধাতু দুহাদি গণ। "অপ্রধানং দুহাদীনাং।" পাণিনির শাসনানুসারে যে স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর কর্ম্ম উক্ত হইবে, সেই স্থলে দুহাদি

ধাতুর অপ্রধান কর্ম্ম উক্ত হইবে, গৌণকর্ম্মকে অপ্রধান কর্ম্ম কহে। অপ্রধান কর্ম্ম উক্ত হইলে 'উক্তে কর্ম্মণি প্রথমা' এই নিয়মানুসারে দুহাদি ধাতুর অপ্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ গৌণ কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হইবে এবং প্রধান কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে। দ্বিকর্ম্মক ধাতুর মুখ্যকর্ম্ম উক্ত হয়, কিন্তু 'অপ্রধানং দুহাদীনাং' এই বিশেষ নিয়মানুসারে তাহা হইবে না।

দুহিতুঃপতি (পুং) দুহিতুঃ পতিঃ বাঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্ সমাসান্তঃ। দুহিতার পতি, কন্যার স্বামী, জামাতা। বিকল্পে ষষ্ঠীর অলুক্ সমাস হয়, যে স্থলে অলুক্ হইবে না, সেইখানে দুহিতৃপতি এইরূপ হইবে।

দুহিতৃ (স্ত্রী) দোগ্ধি বিবাহাদিকালে ধনাদিকমাকৃষ্য গৃহ্লাতীতি যা দোগ্ধি গা ইতি দুহ-তৃচ্ (নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃমাতৃপিতৃদুহিতৃ। উণ্ ২।৯৬) নিপাতনাৎ গুণাভাবঃ। কন্যা।

দুহিতাকে সযত্নে পালন করিয়া উপযুক্ত পাত্রকে দান করিতে হয়। বিশেষরূপে পাত্র বিবেচনা করিয়া কন্যাকে দান করিতে হইবে, কন্যাদানের পাত্রাপাত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূঢ়, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত কোপন, অতি দুর্ম্মুখ, চাপল, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূর্খ, ক্লীবতুল্য ও পাপী, ইহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। কদাপি এইরূপ পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না।

শান্ত, গুণী, যুবক, পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ইহাদের সহিত বিবাহ দিবে। এইরূপ পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে কন্যাদাতা দশবাপী দানের ফল প্রাপ্ত হয়।

উক্ত রূপ গুণ ও দোষ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সম্প্রদান করিবে। যদি কেহ কন্যা পালন করিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার কুম্ভীপাক নরক হয়। ঐ নরকে গমন করিয়া মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করে এবং যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র অবস্থান করে, ততদিন পর্য্যন্ত এই দুর্দ্দশা ভোগ করে, ইহার পর ব্যাধ যোনিতে জন্ম হয়, এই ব্যাধ জন্ম লাভ করিয়া দিবানিশি মাংসভার বহন ও বিক্রয় করিয়া থাকে *।

যথোক্তরূপে কন্যাদান করিলে অশেষবিধ পুণ্য হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ, যাহারা ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, পণ্ডিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এরূপ সদ্গুণ সম্পন্ন পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। অপাত্রে কিছুতেই কন্যা সম্প্রদান করিবে না।

যাহারা কন্যাকে বিষ্ণু বা মহাদেবের প্রীতির জন্য দান করে, তাহারা নারায়ণ স্বরূপ হয়, এই কথা শ্রুতিতে লিখিত আছে।

"দত্বা কন্যাং সুশীলাঞ্চ হরায় হরয়ে তথা।
নারায়ণস্বরূপশ্চ ভবেদেব শ্রুতৌ শ্রুতং॥
বিষ্ণুভক্তো যদা কন্যাং দদাতি বিষ্ণুপ্রীতয়ে।
সলভেদ্দশদানঞ্চ ধ্রুবং বিপ্রোত্তমায় চ॥" (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ°)

মন্বাদি সংহিতায়ও অপাত্রে কন্যাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দুহিতৃত্ব (ক্লী) দুহিতুর্ভাবঃ। দুহিতৃ-ত্ব। কন্যার ভাব।

দুহিতৃপতি (পুং) দুহিতুঃ পতিঃ। জামাতা।

দুহিতৃমৎ (ত্রি) দুহিতৃ বিদ্যতে ২স্য অস্ত্যর্থে মতুপ্। দুহিতৃযুক্ত।

দুহ্য (ক্লী) দুহ্যতে ইতি দুহ কর্ম্মণি ক্যপ্ (এতিস্তু শাস্ বৃদৃ জুষঃ ক্যপ্। পা ৩।১।১০৯) ইতি সূত্রস্থ 'শংসি দুহি গুহিভ্যোবা' ইতি কাশিকোক্তেঃ ক্যপ্। ১ দোহনযোগ্য। ২ দোহ্য।

দুহ্যমান (ত্রি) দুহ্যতে ইতি দুহ কর্ম্মণি শানচ্। যাহাকে দোহন করা যায়। দোহনবিশিষ্ট।

দুহ্য (পুং) যযাতি রাজার পুত্রভেদ। ইনি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি দিক্ সকল বিজয় করিয়া পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতীচীদিকের শাসনভার দ্রুহ্যুর উপর অর্পিত ছিল। যযাতি দুহ্যকে নিজের বার্দ্ধক্য দিয়া তাহার যৌবন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুহ্য স্বীকার করে নাই। তাহাতে যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন।

---

* "কৃত্বা পরীক্ষাং কান্তস্য বৃণোতি কামিনী বরং।
বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা॥
দরিদ্রায় চ মূঢ়ায় রোগিণে কুৎসিতায় চ।
অত্যন্তকোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ॥
চাপলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ।
জড়ায় চৈব মূর্খায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি যঃ স্বকন্যাং দদাতি চ॥
শান্তায় গুণিনে চৈব যূনে চ বিদুষে ২পি চ।
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্বা দশবাপী ফলং লভেৎ॥"

কন্যাবিক্রয়ে দোষ যথা—

"যঃ কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদাধমলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি॥
কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দ্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌ চ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং।
বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশং॥" (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃ°)

"ত্বমংগে হৃদয়াজ্জাতঃ যনঃ স্বং ন প্রযচ্ছতি।
তস্মাদ্ ধ্যো প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতে কচিৎ॥"

(মন্দাক্রান্ত)

তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় যৌবন আমাকে দিতেছ না, এই জন্ম তোমার কোন প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। [যযাতি দেখ।] ইহার পাঠান্তর দ্রুহ্য এইরূপ দেখা যায়।

দূঙ্গরপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। গবর্ণর-জেনারলের এজেণ্টের রাজনৈতিক শাসনাধীন। অক্ষা° ২৩° ৩১´ হইতে ২৪° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৭´ হইতে ৭৪° ১৬´ পূঃ। এই রাজ্যের উত্তর সীমা উদয়পুর রাজ্য, পূর্ব্বে উদয়পুর ও মাহি (মহী) নদী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গুজরাটের অন্তর্গত রেবাকান্তা ও মহীকান্ত বিভাগ। পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৩৫ মাইল।

রাজ্যের অধিকাংশই শৈলময়, বদরী, নাগফণী ও খদির নামক গঁদ গাছের জঙ্গলে ভরা, মধ্যে অপরাপর তরুগুল্ম-লতাও দেখা যায়। উত্তরাংশের ভূমি বন্ধুর ও অসমতল, দক্ষিণাংশ দেখিতে অনেকটা গুজরাটের মত। এখানে আবলুস, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান্ কাষ্ঠেরও দুই তিনটী বন আছে। কিন্তু পশু চারণের উপযুক্ত মাঠ নাই। সুতরাং গ্রীষ্মকাল আসিলে এখানকার ভীলদিগের পালিত গবাদি উপযুক্ত আহারাভাবে নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে। পর্ব্বতের উপত্যকায় ও পাদদেশে চাষবাস হয়। অন্য স্থানে বনজঙ্গল পোড়াইয়া ভস্ম হইলে তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া সামান্য চাষ হইয়া থাকে।

এখানে নানাবিধ পাথর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গ্রানিট্ পাথরে গৃহাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সামান্য রকম চূণও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তেমন বিশুদ্ধ নয়। এখানে লৌহের আকর থাকিলেও লৌহ উত্তোলনের জন্য কোন চেষ্টা করা হয় না।

এই রাজ্যে মহী ও সোম কেবল এই দুই নদী প্রবাহিত। মহী-সোম-সঙ্গম একটি পুণ্য তীর্থ। এখানে বাণেশ্বর শিবের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। প্রতিবর্ষে এখানে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়।

মহীনদী বাঁসবাড়া হইতে এবং সোম সালুম্বর হইতে এই রাজ্যকে পৃথক্ রাখিয়াছে। মহীনদীর প্রস্তরময় গর্ত্ত প্রায় ৩।৪ শত ফিট্ বিস্তৃত; ইহার তীর বেণাগাছে পরিপূর্ণ।

যব, গম, ছোলা, ধান, কাকনি, বাজরা ও কয়েক প্রকার সামান্য শস্য, কার্পাস, অহিফেন, তিসি, সরিষা, আদা, লঙ্কা, হরিদ্রা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। তরিতরকারীর মধ্যে পেঁয়াজ, লশুন, রাঙাআলু, মূলা প্রভৃতি জন্মে। ফল তেমন বেশী হয় না, তবে তরমুজ, নেবু, আম ও কদলী অল্প স্বল্প পাওয়া যায়। মউয়া গাছ যথেষ্ট জন্মে এবং তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানে প্রায় লক্ষ ভীলের বসবাস।

রাজ্যের মধ্যে ১৬ ঘর প্রধান ও তন্নিম্নে ৩২ ঘর ঠাকুর বা সর্দারের বাস। ইহারা সকলেই রাজপুত। এই ৪৮ ঘরই প্রধান বলিয়া গণ্য।

এই রাজ্য ছয় তপ্পা বা পরগণায় বিভক্ত। যথা—বারা, বরেল, কিতারা, চৌরাশি, ভিয়পোদ ও চুযট্। প্রত্যেক পরগণায় কতকগুলি গ্রাম আছে।

জমির মধ্যে কতক খাল্‌সা বা রাজার খাসে, কতক জায়গীর বা সর্দ্দারগণের অধীন এবং কতকগুলি খয়রাৎ বা দেবোত্তর।

রাজপুত মহাজন ও বোড়া শ্রেণীর মুসলমানেরা এখানে বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া থাকে। রাজার অধীনে পাঠান মেকরাণী সৈন্য আছে।

দুঙ্গরপুর রাজ্যে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রিত 'বাগর' নামক ভাষা প্রচলিত।

এখানে তেমন ভাল রাস্তা প্রস্তুত হয় নাই। প্রধান নগর দুঙ্গড়পুর, গলিয়াকোট ও সগ্‌বারা। বাণেশ্বরের মত গলিয়া-কোট নামক স্থানে প্রতি বর্ষে ফাল্গুন মাসে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা হইয়া থাকে।

ইতিহাস।—দুঙ্গড়পুরের রাজার উপাধি মহা-রাবল। উদয়পুরের রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশেই মহারাবলের উৎপত্তি। ইনি বিখ্যাত শিশোদীয় বংশ-সম্ভূত। এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। যে সময়ে মোগল বাদশাহগণ আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎকালে এখানকার মহারাবল মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি হইলে দুঙ্গড়পুররাজ মহারাষ্ট্রগণের করদ হইলেন। শেষে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্যে মহারাবল মহারাষ্ট্রকবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাবল যশোবন্ত সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বৃটীশ গবর্মেণ্টকে বর্ষে বর্ষে ৩৫ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। যশোবন্ত ভীরু, ব্যসনাসক্ত ও লম্পট ছিলেন; এই জন্য তাঁহার সময়ে রাজ্যের অবনতি ঘটিবার সূত্রপাত হওয়ায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার দত্তকপুত্র

দলপৎসিং (প্রতাপগড়ের সামন্তসিংহের পৌত্র) রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সামন্তসিংহের মৃত্যুর পর দলপৎসিং প্রতাপগড়েরও অধিকারী হইলেন। বৃটীশ গবর্মণ্টের পরামর্শ মত দলপৎ সবলির ঠাকুরের শিশুপুত্র উদয়সিংহকে দত্তক লয়েন এবং দুঙ্গড়পুররাজের ভাবী উত্তরাধিকারী স্থির করেন। মধ্যে একবার যশোবন্ত সিংহ রাজ্যগ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ে নাবালক রাজাকে লইয়া রাজ্যমধ্যে অনেক অনিয়ম ঘটিতে লাগিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রতিনিধির হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া একজন দেশীয়কে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাবল উদয়সিংহ বয়োপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে দুঙ্গড়পুররাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে জয়শালমেরের মহারাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়।

এখন মহারাবলই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার অধীনে দেওয়ান এবং দেওয়ানের অধীনে কামদারগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিচার করিয়া থাকেন। কোন মোকদ্দমার পুনর্বিচার অর্থাৎ শেষ বিচার করিতে হইলে তাহা মহারাবল করিয়া থাকেন। রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য থানাদার ও কোতোয়াল নিযুক্ত আছে। মহারাবলের অধীনে ১০০০ পদাতি ৪০০ অশ্বারোহী ও ৩টী কামান আছে। তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট ১৫টি মান্যতোপ পাইয়া থাকেন।

দূড়ভ (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন দভ্যতে ইতি দুর্-দভ-খল্ (দুরো দাশনাশ দভধ্যেষূষমুত্তরপদাদেঃ ষ্টুত্বঞ্চ। পা ৬।৩।১০৯) ইত্যস্যেতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উত্বং ভস্য ঢত্বঞ্চ। ১ অতি দুঃখে দণ্ডনীয়। ২ ব্যসনপ্রাপ্ত বিপদ্‌যুক্ত। ৩ দুর্দ্দহ নাশ করিতে অশক্য। "যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূড়ভং" (ঋক্ ১।১৫।৬) 'দূড়ভং দুর্দ্দহং শত্রুভির্দ্দগ্ধুং বিনাশয়িতুং অশক্যং দূড়ভং দহ ভস্মীকরণে দুঃখেন দহ্যতে ইতি দুর্দ্দহং ঈষদ্দুঃ ইত্যাদিনা দুরিত্যুপপদে দহেঃ খল্, ব্যত্যয়ো বহুলমিত্যুকারস্য উকারো রেফস্য লোপঃ দকারস্য ডকারো হকারস্য চ ভকারঃ' (সায়ণ)

দূড়াশ (ত্রি) দুঃখেন নাশ্যতে যঃ দুর্-নাশি-খল্ 'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং' ইত্যত্র 'দুরো দাশনাশেতি' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উত্বং ঢত্বঞ্চ। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। "অয়ংতে অস্মদে যেনা দূড়াশে অভসি" (অথ ১।১৩।১) কোন কোন স্থলে দন্ত্য সকারান্ত এইরূপও দেখা যায়। সেই স্থলে দূড়াস এইরূপ হইবে।

দূঢ়ী (ত্রি) দুষ্টং ধারয়তি দুর্-ধৈ্য চিন্তায়াং সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কর্ত্তরি বা ক্বিপ্। দূড়ভ শব্দবৎ কার্য্যং। ১ দুষ্টধ্যায়ী। ২ দুষ্ট বুদ্ধি। "অস্মাকং শংসো অভ্যস্তু দূঢ্যঃ।" (ঋক্ ১।৯৪।৮)

'দুঢ়্যো দুর্ধিয়ঃ পাপবুদ্ধীন্ দুর্-ধৈ্য ক্বিপ্ দৃশি গ্রহণাদ্বৃত্তে শুশ্চ বিধ্যংত্তরোপসংগ্রহার্থত্বাৎ সম্প্রসারণং, পৃষোদরাদিষু ধ্যো চেতি পাঠাদ্দুরো রেফস্যোত্বং উত্তরপদাদেষ্টুত্বঞ্চ।' (সায়ণ)

দূঢ্য (ত্রি) দুঃখেন ধ্যায়তি দুর্-ধৈ্য-ক দূড়ভশব্দবৎ ক কার্য্যং। দুষ্টধ্যায়ী অধম।

দূণাশ (ত্রি) দুঃখেন নশ্যতে হসৌ দুর্-নাশি-খল্ (দুরো দাশনাশেতি। পা ৫।৩।১০৯ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা উত্বং ণত্বঞ্চ। অতিশয় দুঃখে নষ্ট, যাহা নাশ করিতে অশক্য।

দূত (পুং) দূয়তে বার্ত্তাবহনাদিনা দূ-ক্ত দীর্ঘশ্চ (দুতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০) বার্ত্তাহর; পর্য্যায়—সন্দেশ, সন্দিষ্টকথক। রাজগণ যখন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন অথবা যখন কোন সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন, তখন দূতের প্রয়োজন।

"চারেক্ষণঃ দূতমুখঃ।" রাজাদিগের দূত মুখ স্বরূপ, চর চক্ষু, অর্থাৎ রাজগণ যাহা কিছু বলিবেন, সকলই দূতমুখে। দূত ও চর নৃপতিগণের প্রধান সহায়, দূত ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহাদি কোন কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় না, এই জন্য বিশেষ করিয়া দেখিয়া ও দূতের স্বভাব চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নিয়োগ করিবেন। দূতের বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ।
শক্তঃ ক্লেশসহো বাগ্মী দেশকালবিভাগবিৎ॥
বিজ্ঞাতদেশকালশ্চ দূতঃ স্যাৎ স মহীক্ষিতঃ।
বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ॥" (মৎস্যপু॰)

দূত নিয়োগ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—যথোক্তবাদী, দেশভাষাবিশারদ, যে স্থলে দূত প্রয়োগ করিতে হইবে সেই স্থানের ভাষায় সুপণ্ডিত, কার্য্যকুশল, ক্লেশসহ, দেশকালবিভাগবিদ্ অর্থাৎ কোন্ সময়ে কিরূপভাবে কার্য্য করিলে ফলদায়ক হয়, তাহা যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং নীতিশাস্ত্রে বক্তা এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত লোক দূত হইবার উপযুক্ত। চাণক্য দূত বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে॥" (চাণক্য ১০৬)

যিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, বাক্‌পটু, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যিনি অপরের চিত্ত জানিতে বিশেষ পারদর্শী, ধীর ও যথোক্তবাদী, এইরূপ গুণ-সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে দূত নিয়োগ করা যাইতে পারে। * যুক্তিকল্পতরুতে দূতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যিনি শত্রুদিগের আকার ও ইঙ্গিত দেখিয়া সকল ভাব বুঝিতে পারেন, শত্রুর বাক্য ও ব্যঙ্গার্থ প্রভৃতি অবগত আছেন এবং যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীর, ইঙ্গিতজ্ঞ, সত্য, সৎকুলজাত, কার্য্যকুশল, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, বিশুদ্ধ স্বভাব, মেধাবী, দেশকালবিদ্, বপুষ্মান্, নির্ভীক, বাগ্মী, এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে দূত নিয়োগ করা যায় এবং উক্ত গুণসম্পন্ন দূতই প্রশস্ত। এই দূত তিন প্রকার—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও শাসনহারক, ইহার মধ্যে যিনি কার্য্যকালে কেবল প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থ; যিনি কার্য্য মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত হন, উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না, তাঁহাকে মিতার্থ এবং যিনি লেখ্য পত্রাদি লইয়া যান, তাঁহাকে শাসনহারক কহে। দূত কোন বিষয়ের নিশ্চয় করিবেন না, এবং কোন বিষয় লিখিবেন না। দূতকে তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুর কোনরূপ ছিদ্র প্রকাশ করিবেন না। দূত যাইয়া নিজ প্রভুর তেজ এবং শ্রী, বিক্রম ও উন্নতিকর বাক্য, শত্রুর ক্ষোভকর চেষ্টা, অমর্ষণীয়তা, কার্য্যদক্ষতা ও নির্ভীকতা এই সকল বিষয় বর্ণন করিবেন। কামন্দকীতে দূতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মন্ত্রণাকুশল, মন্ত্রজ্ঞ, প্রগল্‌ভ, মেধাবী, বাগ্মী ও সুপণ্ডিত এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দূত হইবার উপযুক্ত। এবংবিধ গুণসম্পন্ন দূতকে দূতাভিমানীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রাজাদিগের চর দুই প্রকার—প্রকাশ ও অপ্রকাশ, যাহারা প্রকাশ্যভাবে রাজার কার্য্যাদি করে; তাহাদিগকে দূত ও যাহারা অপ্রকাশিত থাকে, তাহাদিগকে চর কহে।

প্রথমে দূতদ্বারা সন্ধান লইয়া চর প্রয়োগ করিবেন, তখন এই দুই উপায়ে পররাষ্ট্রের সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইবেন। যে রাজগণ স্বপক্ষ বা পরপক্ষের অভিপ্রায় জানিতে পারেন না, তিনি জাগিয়া থাকিয়াও অতিশয় নিদ্রিত, কখনও তাঁহার এই নিদ্রা ভঙ্গ হয় না এবং অচিরে তিনি বিনষ্ট হন, এইজন্য দূত ও চর নিয়োগ করিয়া যেরূপ স্বরাষ্ট্র ও সেইরূপ পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। দূত বধ্য নহে। দূতকে সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে হয়। [রাজধর্ম্ম দেখ।]

২ কাহারও পীড়া হইলে তাহার বিবরণ জানিয়া যিনি বৈদ্যগৃহে গমন করেন, তাহাকে বৈদ্যকোক্ত দূত কহে। ইহার মুখে শুনিয়া চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিবেন।

"আতুরোপক্রমার্থস্তু দূতো যাতি ভিষগ্‌গৃহে।
তস্য পরীক্ষণং কার্য্যং যেন সংলক্ষ্যতে গদঃ॥" (হারীত)

বৈদ্যক দূতের লক্ষণ।—খঞ্জ, অন্ধ, মূক, বধির, বামন, স্ত্রী, ক্রুদ্ধ, তৃষিত, জীর্ণ, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, দীন, ক্রোধী ইত্যাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি দূত হইতে পারিবে না, অর্থাৎ ইহাদিগকে বৈদ্য-গৃহে প্রেরণ করিতে নাই। (ত্রি) ২ প্রেষ্যমাত্র।

দূতক (পুং) দূত স্বার্থে কন্। ১ দূত। ২ রাজপ্রদত্ত শাসনাদি জ্ঞাপন করিবার প্রধান কর্ম্মচারী।

দূতঘ্নী (স্ত্রী) দূতং দু উপতাপে ভাবে উণাদিক ক্তঃ, দীর্ঘশ্চ, দূতং উপতাপং হন্তীতি হন-টক্, ঙীপ্। কদম্বপুষ্পী। (Michelia Kadamba)

দূতত্ব (ক্লী) দূতস্য ভাবঃ দূত ভাবে ত্ব। দূতের কার্য্য, দৌত্য, দূতের ভাব।

দূতি (স্ত্রী) দূয়তে নায়কাদিবার্ত্তাহরণাদিনেতি। দু-বাহু° তি দীর্ঘশ্চ। দূতী। "প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূতিসন্দর্শিতাভ্যঃ সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধসন্তানকামৈঃ।" (রঘু ১৮।৫৩)

দূতিকা (স্ত্রী) দূতিরেব স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্ অতইত্বং। দূতী।

"জম্বুকো হুড়ুযুদ্ধেন বয়ং আষাঢ়ভূতিনা।
দূতিকা পরকার্য্যেণ ত্রয়ো দোষাঃ স্বয়ং কৃতাঃ॥"
(পঞ্চতন্ত্র ১।১৭৮)

দূতী (স্ত্রী) দূতি কৃদিকারাদিতি বা ঙীপ্। দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্তা স্ত্রী, স্ত্রীপুরুষের বার্ত্তাবাহিনী, কুট্টনী, কুটনী, সঞ্চারিকা। পর্য্যায়—সারিকা, দূতীকা, দূতিকা। সাহিত্যদর্পণে দূত ও দূতীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—"নিসৃষ্টার্থো মিতার্থশ্চ

* "পরেঙ্গিতজ্ঞঃ পরবাগ্‌ব্যঙ্গার্থজ্ঞাপি তত্ত্ববিদ্।
সদোৎপন্নমতির্ধীরো দূতঃ স্যাৎ পৃথিবীপতেঃ॥
দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং।
ইঙ্গিতজ্ঞং তথা সত্যং দক্ষং সৎকুলসম্ভবং॥
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিদ্।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥
দূতএব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব হি সংহতান্।
নিসৃষ্টার্থো মিতার্থশ্চ তথা শাসনহারকঃ॥
দূতাস্ত্রয়োঽমাত্যগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাদার্দ্ধবর্জ্জিতৈঃ।
নিসৃষ্টার্থং কার্য্যবশাৎ শাসনং ন করোতি যঃ॥
মিতার্থঃ কার্য্যমাত্রোক্তৌ ন কুর্য্যাদুত্তরোত্তরং।
যথোক্তবাদী সন্দেশহারকো লেখহারকঃ॥
তত্র দূতো ব্রজন্নেব চিন্তয়েদুত্তরোত্তরং।
দূতো হি ন লিখেৎ কিঞ্চিৎ নির্ণেতা বিনিশ্চয়ং।
পৃচ্ছ্যমানোঽপি ন ব্রূয়াৎ স্বামিনঃ কাপি বৈগুণ্যং॥" (যুক্তিকল্পতরু)

তথা সন্দেশহারকঃ। কার্য্যপ্রেষ্যস্ত্রিধা দূতো দূত্যশ্চাপি তথাবিধাঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।৮৬)

ও প্রয়োজন মত লোক প্রেরণ করিলে তাহাকে দূত বলা যায়, এই দূত তিন প্রকার—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশ-হারক। দূতীও এই প্রকার জানিতে হইবে।

"উভয়োর্ভাবমুন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরং।
সুশ্লিষ্টং কুরুতে কার্য্যং নিসৃষ্টার্থস্তু স স্মৃতঃ॥
মিতার্থভাষী কার্য্যস্য সিদ্ধিকারী মিতার্থকঃ।
যাবদ্ভাষিতসন্দেশহারঃ সন্দেশহারকঃ॥"(সাহিত্যদ° ৩।৮৭-৮৮)

যে সকল দূত বা দূতী উভয়ের অর্থাৎ যিনি প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, এই দুইজনের ভাব বিশেষরূপে অবগত হইয়া নিজেই উত্তর প্রদান করে, এবং কার্য্য সুসিদ্ধ করে, তাহাকে নিসৃষ্টার্থ; যাহারা অল্প কথা কয় এবং কার্য্য সাধিত করে, তাহাকে মিতার্থক ও যাহারা প্রভুর কথা মাত্র বলিয়া থাকে, তাহাকে সন্দেশহারক কহে। নারীদিগের ভাবাভিব্যক্তি দূতীপ্রেরণ দ্বারা জানা যায়—

"লেখ্যস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্ম্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১৫৬)

সখী, নর্ত্তকী, দাসী, ধাত্রীকন্যা, প্রতিবেশিনী, অপ্রৌঢ়া কন্যা, সন্ন্যাসিনী, রজকী, চিত্রকারাদি স্ত্রী, তাম্বূলিক, গান্ধিক স্ত্রী প্রভৃতি দূতী হইয়া থাকে। নায়িকাবিষয়ে ইহারা দূতী হয়, কিন্তু ইহাদিগকে নায়ক বিষয়েও দূতী জানিতে হইবে।

"দূত্যঃ সখী নটী দাসী ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিনী।
বালা প্রব্রজিতা কারুঃ শিল্পিন্যাদ্যাঃ স্বয়ং তথা॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১৫৭)

দূতীদিগের এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—নৃত্য গীতাদি কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ, দৃঢ়তর যত্ন, ভক্তি, স্মৃতি, চিত্তজ্ঞতা, অর্থাৎ চিত্ত দেখিয়া যে সকল অবগত হইতে পারে, কর্ত্তব্যার্থ স্মরণ, মাধুর্য্য, নর্ম্মবিজ্ঞান অর্থাৎ পরিহাসাভিজ্ঞতা, বাগ্মিতা ও মধুরভাষিত্ব এই সকল গুণ ভূষিতা হইলে তাহাকে দূতী কহে। গুণের তারতম্যানুসারে দূতী উত্তম মধ্যম ও অধম, এই তিন ভাবে বিভক্ত।

"কলাকৌশলমুৎসাহো ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞতা স্মৃতিঃ।
মাধুর্য্যং নর্ম্মবিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদ্‌গুণাঃ॥
এতা অপি যথৌচিত্যাদুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৮)

দূতীদিগকে চলিত কথায় কুটনী বলে। কুলললনার সর্ব্বনাশ সাধন করাই ইহাদের কার্য্য, ইহাদের কুহকে পড়িয়া কত কুলকামিনী স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়াছে।

দূত্য (ক্লী) দূতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা দূত বণিগ্‌ভ্যাঞ্চ। পা ৫।১।১২৬) ইত্যত্রেতি বার্ত্তিকোক্তস্য যৎ, টিলোপে ষ্য (দূতস্য ভাগকর্ম্মণী। পা ৪।৪।১২০) ইতি য। ১ দূতকর্ম্ম। ২ দূতের ভাব, দূতের কর্ম্ম।

দূন (পুং) দু-উপতাপে ক্ত 'দ্বাদেশীর্ঘশ্চ' ইতি বার্ত্তিকোক্তস্য তস্য ন দীর্ঘশ্চ। ১ অশ্বাদি দ্বারা প্রাপ্ত। ২ উপতপ্ত। ৩ দুঃখিতান্তিষ্ট, প্রাপ্ত পরিতাপিত।

"পিতেন দূনে রসনা সিতাপি
তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস॥" (নৈষধচ° ৩।৯৪)

দূর্ (স্ত্রী) দেশ ভবো বাহুলকাৎ দূ। প্রাণরূপ দেবতাভেদ।
"সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বাস্মান্ মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ।" (শতপথ ব্রা° ১৪।৪।১।১০) 'উপাসকশরীরস্থা প্রাণরূপা দেবতা দূর্নাম দূরিত্যেবং খ্যাতাঃ অতঃ তস্যা' (ভাষ্য) উপাসকদিগের শরীরে অবস্থিত প্রাণরূপ দেবতা 'দূর্' এই নামে খ্যাত বলিয়া বিদিত। উপাসকের মৃত্যুকে দূর করে বলিয়া এই জন্য দূর্ নামে খ্যাত। দূরং করোতি মৃত্যুমুপাসকস্য দূর কৃতার্থে ণিচ্ বাহুলকাৎ ন দবাদেশঃ ক্বিপ্, ণিলোপঃ।

দূর (ত্রি) দুর্দুঃখেনেয়তে প্রাপ্যতে ইতি দুর্-ইণ্-(দুরীণো-লোপশ্চ। উণ্ ২।২০) ইতি রক্ ধাতোর্লোপশ্চ। অনিকট, অসন্নিকৃষ্ট। পর্য্যায়—বিপ্রকৃষ্ট, অনাসন্ন।

"শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ॥" (হিতো° ১৪৩)

বৈদিক পর্য্যায়—আক, পরাক, পরাচ, আর, পরাবত। (নিরুক্ত ৩ অ)

"দূরাস্তিকাদিধীহেতুরেকা নিত্যা দিগুচ্যতে।" (ভাষাপ°) দিকের দেশগত পরত্বই দূরত্ব, অত্যন্ত দূর হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কোন বস্তু অতিশয় দূরে আছে, এই দূরত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎসমানাভিহারাচ্চ।" (সাংখ্যকা°)
অতিশয় অর্থ বুঝাইলে ইষ্ঠন্, ঈয়সুন্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইলে দূর শব্দ স্থানে দব আদেশ হয়।

দূরক (ত্রি) দূর স্বার্থে কন্। দূর।

দূরগ (ত্রি) দূরং গচ্ছতি দূর-গম-ড। দূরগামী।
"যো হ্যাকাশময়ো দেবো দূরগঃ শব্দসংজ্ঞকঃ।" (হরিবংশ ১৩৯।৪০)

দূরগত (ত্রি) দূরং গতঃ অন্তৎ। যাহারা দূরে গমন করিয়াছে।

দূরগামিন্ (ত্রি) দূরং গচ্ছতি দূর-গম-ণিনি। যে দূরে গমন করিয়াছে।

দূরগ্রহণ (স্ত্রী) বহুদূর হইতে গ্রহণ বা দর্শন করিবার ক্ষমতা।

দূরকরণ (ত্রি) দূর করা, স্থানান্তর করা।

দূরসংগত (ত্রি) দূরে থাকা।

দূরঙ্গম (ত্রি) দূরং গচ্ছতি গম বাহুলকাৎ খেদে খ, মুম্‌চ। দূরগামী।

"দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং।" (শুক্লযজুঃ ৩৪।১)

লৌকিক প্রয়োগে দূরঙ্গমপদ হইবে না, "দূরগ" হইবে।

দূরচর (ত্রি) দূরে চরতীতি চর-ট। দূরবিচরণকারী, যাহারা দূরে বিচরণ করে। টিত্বাৎ ঙীপ্‌। স্ত্রীলিঙ্গে দূরচরী হইবে।

দূরতস্‌ (অব্য) দূর-তস্‌। দূর হইতে।

"রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।৭০)

রাত্রিকালে বৃক্ষমূল দূর হইতে পরিবর্জ্জনীয়।

দূরত্ব (স্ত্রী) দূরস্য ভাবঃ দূর ভাবে ত্ব। দৈশিক পরত্ব, দেশগত পৃথকত্ব।

"দোষো হপ্রমায়া জনকং প্রমায়াস্তু গুণোভবেৎ।

পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ভাষাপ°)

দূরদর্শন (পুং স্ত্রী) দূরে হপি দর্শনং দৃষ্টি র্যস্য। ১ গৃধ্র। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌। (পুং) ২ পণ্ডিত। দৃশ-ভাবে ল্যুট্‌। (স্ত্রী) ৩ দূর হইতে দর্শন। দূরতো দৃশ্যতে হনেন দৃশ-করণে ল্যুট্‌। ৪ দূরবীক্ষণ যন্ত্রভেদ, দূরবীন।

দূরদর্শিন্‌ (ত্রি) দূরাৎ পশ্যতি কার্য্যোৎপত্তেঃ প্রাক্‌ পশ্যতি জানাতি বা দৃশ-ণিনি। ১ দূরদর্শক। (পুং) ২ পণ্ডিত। ৩ গৃধ্র।

দূরদৃশ্‌ (ত্রি) দূরাৎ পশ্যতি দৃশ-ক্বিন্‌। ১ দূরদর্শী। ২ পণ্ডিত। ৩ গৃধ্র।

দূরদৃষ্টি (ত্রি) দূরে দৃষ্টির্যস্য। ১ দূরদর্শী, পরিণামদর্শী। (স্ত্রী) ২ দূরদর্শন।

দূরমূল (পুং) দূরে অসন্নিকটে মূলং যস্য। মুঞ্জতৃণ।

দূরযায়িন্‌ (ত্রি) দূরে যাতি যা-ণিনি। দূরগামী, যে দূরে গিয়াছে।

দূরবর্ত্তিন্‌ (ত্রি) দূরে বর্ত্ততে দূর-বৃত-ণিনি। দূরস্থিত, যাহা দূরে আছে।

দূরবস্ত্রক (ত্রি) দূরে বস্ত্রং যস্য। বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।

দূরবাসিন্‌ (ত্রি) দূরে বসতি বস-ণিনি। দূরদেশবাসী, যে দূর দেশে বাস করে।

দূরবীক্ষণ (স্ত্রী) দূরং বীক্ষ্যতে হনেন দূর-বি-ঈক্ষ-ল্যুট্‌। (Telescope) চক্ষুর অগোচর দূরস্থিত বস্তুদর্শনার্থ নলাকার যন্ত্র। যে যন্ত্র দ্বারা বহুদূরের পদার্থ দেখা যায়, তাহাকে দূরবীক্ষণ কহে।

যে সকল যন্ত্র দ্বারা জীবসমূহের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র একটী। হলণ্ডরাজ্যের হিডেলবর্গ দেশের একজন চসমা-ব্যবসায়ীর পুত্র দুইখানি কাচ লইয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, ঐ দুইখানি কাচ, একবার এদিকে একবার ওদিকে এইরূপে দেখিতে দেখিতে ঐ কাচ দ্বারা সম্মুখস্থ এক গির্জ্জার চূড়াস্থিত কুক্কুটকে অপেক্ষাকৃত বড় ও তাহার উপরিভাগ নিম্নে ও নিম্নভাগ উপরে দেখিতে পাইল। এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার পিতাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিল। তাহার পিতাও সেই দুই কাচ দ্বারা তদ্রূপ অবলোকন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া সেই দুইখানি কাচ এক কাষ্ঠফলকে এরূপ কৌশলে স্থাপিত করিলেন, যে ইচ্ছাক্রমে তাহা নিকটস্থ ও দূরস্থ করিতে পারেন, এই প্রকারে দূরস্থিত বস্তু নিকটস্থিত বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট করিবার যন্ত্র অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হইল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডি পরিপ্রেক্ষিত কাচের (perspective glasses) বিষয় বর্ণনা করেন। তৎপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা হয়। য়ুরোপীয়গণ সকলেই স্বীকার করেন, হলণ্ড হইতেই দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইয়াছে। জচারিয়াস্‌ জান্‌সেন, হান্‌স্‌ লিপার্সে, জেম্‌স্‌ বা যাকুব মেতিয়াস্‌ প্রভৃতি কএক ব্যক্তি দূরবীক্ষণের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। তৎপরে ভুবনবিখ্যাত গ্যালিলিও ইহার বিষয় অবগত হইয়া দূরবীক্ষণযন্ত্র সৃষ্টি করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে এক কাষ্ঠময় নলের দুই দিকে দূরদৃষ্টিসাধক কাচ বসাইয়া প্রকৃষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই যন্ত্রের সহায়তায় বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দ্দিকে চারিটী চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছেন ও তন্মধ্যে নানাবিধ দাগ আছে, চন্দ্র মধ্যে পর্ব্বত ও উপত্যকা আছে এবং সামান্য চক্ষুর অগোচর অনেক জ্যোতিষ্ক আকাশমণ্ডলে বিরাজমান আছে, এই সকল বিষয় আবিষ্কার করিলেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তদবধি ক্রমে ক্রমে ঐ যন্ত্রের উন্নতি হইয়া আকাশমণ্ডলস্থিত অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সকল আবিষ্কৃত হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত হর্শেল সাহেব কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দৃষ্ট বস্তু তাহার স্বাভাবিক অবয়ব অপেক্ষা ৬০০ গুণ বড় দেখায়। মহাতেজঃপুঞ্জ শনিগ্রহকে ঐ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট রূপে দেখা যায়, বোধ হয় যেন আমরা ঐ গ্রহাভিমুখে ৪০০০০০০০০ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছি।

১ ঘণ্টায় যদি আমরা ২৫ ক্রোশ ঐ গ্রহাভিমুখে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ ৪০০০০০০০০ ক্রোশ উত্তীর্ণ হইতে আমাদের ১৮০ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু এই যন্ত্রের সহায়তায় আমরা এই দূরস্থিত হইলেও সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। ইহার সহায়তায় আমরা বহুদূরস্থ অগম্য অচল জ্যোতিষ্ক ও তাহাদের অবস্থিতি স্থান স্পষ্টরূপে দেখিয়া থাকি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং ধূমকেতু লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, এখন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ এই যন্ত্র সাহায্যে তাহার আবিষ্কার করিয়াছেন; দিন দিন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভৃতি অনেক প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে।

৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচদ্বারা বস্তুখণ্ড (object-glass) নির্ম্মাণ করিয়া একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণার্থ অনেক দিন হইতে কএকজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ইহার বস্তুখণ্ডের একাংশ পারিনগর হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। একখণ্ড কাচ দ্বারা যদি বস্তুখণ্ডের কাজ চলিত, তাহা হইলে এ প্রকার একটী দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ সহজ সাধ্য বিষয় হইয়া পড়িত। কিন্তু বস্তুখণ্ডের জন্য আরও একখানি ভিন্ন প্রকৃতির কাচ আবশ্যক এবং এই কাচ প্রস্তুত করা এত কঠিন ব্যাপার, যে তিন বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্যতৎপর ও সুনিপুণ শিল্পিগণ দ্বারা কার্য্য করাইলেও একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাচ প্রস্তুত হইবে কিনা, এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। এই কাচখণ্ড এমন ভাবে গঠিত হইবে, যে ইহার বিভিন্নাংশের স্থূলতা পূর্ব্বপ্রস্তুত কাচের তত্তৎ অংশের স্থূলতার সহিত একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রাখিবে এবং আলোক রশ্মি সকল প্রথম কাচ খানির মধ্যে বিস্ফারিত (refracted) ও বিশ্লেষণ-জনিত রঞ্জিন হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলে যাহাতে রশ্মি সকলের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অপনোদিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর ছায়া একবালীন বর্ণচ্ছটা শূন্য হয় এবং যাহাতে কাচ দ্বারা কেবলমাত্র বিস্ফারণের কার্য্য সুসাধিত হয়, তাহা বস্তুখণ্ডের দ্বিতীয়াংশের প্রস্তুত সময়ে বিশেষ সাবধানের সহিত দেখা আবশ্যক। সুতরাং এইরূপ একখণ্ড কাচ ঘসিয়া মাজিয়া প্রস্তুত করিতে তিন বৎসরের অধিক সময় লাগিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই প্রকার ৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচখণ্ড নির্ম্মিত হইলে ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অতুলনীয় আদরের সামগ্রী হইবে এবং এই কাচ দুইখানি অতিশয় মূল্যবান্ হইবে।

প্রস্তাবিত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ শেষ না হইতেই ইহাদ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হইবে এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ অপেক্ষা ইহার আকৃতি-বৃদ্ধিকারী ক্ষমতা কত অধিক হইবে, এখনই সেই সকল বিষয়ের গণনা হইতেছে।

লিক্ মানমন্দিরের দুই হাত ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ ও আয়র্লণ্ডের ৪ হাত ব্যাসযুক্ত যন্ত্রই আজকাল পৃথিবীর ২টী সর্ব্ববৃহৎ যন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টীর (লর্ড রসের) যন্ত্রটীর ব্যাস পরিমাণ অপরটী অপেক্ষা দ্বিগুণ হইলেও একটী প্রতিফলক দূরবীক্ষণ (Reflecting telescope) বলিয়া লিকের যন্ত্রটীর অপেক্ষা ইহার পরিসর বৃদ্ধিকারী শক্তি অনেক কম। এইরূপ লিক্-মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী ক্ষমতায় সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কল্পিত দূরবীক্ষণের ক্ষমতা এই যন্ত্রটীর সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, নূতন যন্ত্রের রশ্মিপুঞ্জীকরণশক্তি (Light-gathering power) লিকের যন্ত্র অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অধিক হইবে। সুতরাং এই যন্ত্রটী দ্বারা অপরিজ্ঞাত তারকা ও নীহারিকা মণ্ডলের প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা এবং ওরিয়ন্ (orion) প্রভৃতি জ্যোতিষ্করাশির রহস্য কতকটা উদ্ভেদ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোক রশ্মিপ্রেরণে বায়ুস্তরের বাধা ও আকাশের অপরিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ধরিয়া হিসাব করিয়া এই নূতন যন্ত্রটীর আকৃতি বৃদ্ধিকারী ক্ষমতা শেষে কি দাঁড়াইবে, ইহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদ্বারা নগ্ন চক্ষু দৃষ্ট পদার্থ যে একলক্ষ গুণ বৃহদায়তন দেখাইবে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা শুক্র ও মঙ্গলাদি গ্রহের উপরিস্থ নানাবিষয়ের আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা গ্রহবাসী জীবগণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করাইবার উপযোগী হইবে না। কএকজন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখাইছেন;—এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিলে ইহা ১২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদার্থের ন্যায় বৃহৎ দেখাইবে এবং চন্দ্রমণ্ডলের সকল বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কতই নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে। কালে হয়ত এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে, যাহাদ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সকল বিবরণ প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

দূরবীন (দেশজ) দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

দূরবেধিন্ (পুং) দূরাৎ বেধো ব্যস্ত ইনি। ১ দূর হইতে লক্ষ ভেদক। দূর নিক্ষেপ্য অস্ত্র, দূরাপাতী, দূরস্থ বস্তুকে যাহা বিদ্ধ করে, সায়কাদি।

দূরসংস্থ (ত্রি) দূরে সংস্থা স্থিতির্যস্য। দূরস্থ, দূরবর্ত্তী, দূরস্থিত।

দূরসংস্থান (ক্লী) দূরে সংস্থানং। ১ দূরস্থতা। ২ দূরে স্থিতি, দূরস্থানে বাস।

দূরস্থ (ত্রি) দূরে তিষ্ঠতি দূর-স্থা-ক। দূরস্থিত, যে দূরে থাকে, দূরবর্ত্তী।

দূরাপাত (ত্রি) দূরমাপতন্তি দূর আ-পত-ণ। দূরপাতী অস্ত্র, যে অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করা যায়।

দূরাপাতিন্ (ত্রি) দূরং আপততি আ-পত-ণিনি। দূরনিক্ষেপ্য অস্ত্র।

দূরারাব (ত্রি) দূরে আরাবো যস্য। দূরে শব্দপ্রদানকারী, যে দূরে শব্দ প্রদান করে।

দূরাবস্থিত (ত্রি) দূরে অবস্থিত, দূরস্থিত, দূরবর্ত্তী।

দূরীকরণ (ক্লী) বহিষ্কৃত করণ, তাড়াইয়া দেওন।

দূরীকৃত (ত্রি) তাড়িত, যাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দূরীভূত (ত্রি) তাড়িত, বহিষ্কৃত, যে দূর হইয়া গিয়াছে, যে অবমাননা সহকারে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

দূরূঢ়া (স্ত্রী) দুর্ রুহ-ক্ত রেফে পরে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ক্ষুদ্ররোগ ভেদ।

দূরেঅমিত্র (পুং) দূরে অমিত্র শত্রুর্যস্য বেদে সপ্তম্যাঃ অলুক্। একোনপঞ্চাশৎ মরুৎমধ্যে মরুৎ ভেদ।

দূরেত্য (ত্রি) দূরে ভবঃ এত্য। দূরভব, দূরগামী, দূরস্থ।

দূরেপাক (ত্রি) দূরে পচতি পচ-ণ ভস্ত্রাদিত্বাৎ কুত্বং, সপ্তম্যাঃ অলুক্। দূরে পাচক। স্ত্রিয়াং টাপ্। অভিধানে এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু লিঙ্গবিশিষ্ট পরিভাষায় নিত্যতা নাই, এইজন্য এইস্থলে কুত্ব হইল।

দূরেপাকু (ত্রি) পচ-উণ্ ভস্ত্রাদিত্বাৎ কুত্বং সপ্তম্যাঃ অলুক্। দূরে পাচক।

দূরেরিতেক্ষণ (ত্রি) দূরে ঈরিতং ঈক্ষণং যেন। দূর পর্য্যন্ত প্রেরিত দর্শন, কেকর, টেরা, বক্রাক্ষি।

দূরোহ (পুং) দুঃখেন রুহ্যতে হসৌ দুর-রুহ কর্ম্মণি খল্ রেফে পরে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ১ দুঃখ দ্বারা রোহণীয়, রোহণ করিতে অশক্য, আদিত্য লোক। "অসৌ বৈ দূরোহো যো হসৌ তপতীতি।" (ঐত° ব্রা° ৪।২০) (ত্রি) ২ দুরারোহমাত্র।

দূরোহণ (ত্রি) দুষ্করং আরোহণং যস্য। ১ আদিত্য। (ক্লী) ২ ছন্দোভেদ। "অসৌ বা আদিত্যো দূরোহণং ছন্দঃ।" (শ্রুতি) "দূরোহণং ছন্দঃ।" (শুক্লযজুঃ ১০।৫)

(ত্রি) ৩ দুরারোহণীয়। ৪ অতি দুঃখে আরোহণ। ৫ দুঃসাধ্যারোহণ। ৬ তদ্দ্দাবক মন্ত্র পাঠায় ভেদ। "পুনস্ত্রিপত্তাঽর্দ্ধর্চশঃ পঞ্চ এব সপ্তমং।" (আশ° শ্রৌ° ৮।২।১৩)

'পুনস্ত্রিপতেভ্যোঽব্যাপ্রিনোক্তং পঞ্চমং অর্দ্ধর্চশঃ ষষ্ঠং পুনঃ পচ্ছঃ সপ্তমং, এতদ দূরোহণং ভবতি। সপ্তমস্থাননিয়মেন ঋক্ সপ্তকৃত্বোঽভ্যস্তা দূরোহণমিতি জ্ঞাপনার্থং।' (নারায়ণ) "এতদ্ দূরোহণং।" (আশ° শ্রৌ° ৮।২।১৪) 'দূরোহণমিতি প্রকৃতেঃ পুনর্দূরোহণবচনং দ্বিবিধং। দূরোহণমস্তীতি প্রদর্শনার্থং তেন স্বর্গকামস্য চতুরভ্যস্তেন দূরোহণং ভবতি।' (নারায়ণ)

দূর্ষ্য (ক্লী) দূরে উৎসার্য্যং দূর-ষৎ। ১ পুরীষ, বিষ্ঠা, প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া নৈর্ঋত কোণে দাঁড়াইয়া বাণ ত্যাগ করিলে যত দূর যায়—সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়, এইজন্য পুরীষের নাম দূর্ষ্য।

"ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ॥" (বিষ্ণুপু°)

দূর্ব্ব (পুং) নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২২।২৯)

দূর্ব্বা (স্ত্রী) দূর্ব্বতি রোগান্ অনিষ্টং বা দুর্ব্ব হিংসায়াং অচ্ রেফে পরে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। (Panicum dactylon) স্বনামখ্যাত তৃণভেদ। পর্য্যায়—শতপর্ব্বিকা, সহস্রবীর্য্যা, ভার্গবী, রুহা, অনন্তা, তিক্তপর্ব্বা, দুর্ম্মরা, বহুবীর্য্যা, হরিতা, হরিতালী, কচ্ছরুহা। শ্বেতদূর্ব্বার পর্য্যায়—শতবীর্য্যা, গণ্ডালী, শকুলাক্ষক, গোলোমী, শতপর্ব্বা, সিতদূর্ব্বা, সিতা, নন্দা, মহাবরা। (শব্দর°) ভাবপ্রকাশের মতে দূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা তিন প্রকার—নীলদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা। রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্য ও শতবল্লী এই কএকটী নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, তিক্ত, মধুর, কষায়, রস এবং কফপিত্ত, রক্তদোষ, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগনাশক।

গোলোমী ও শতবীর্য্যা শ্বেতদূর্ব্বার নামান্তর, ইহার গুণ—কষায়, তিক্ত, মধুর রস, ব্রণনাশক, শুক্রোধাতুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, বীসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহনাশক।

গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক ইহা গণ্ডদূর্ব্বার নামান্তর; গুণ—শীতবীর্য্য লৌহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর রস, বায়ুবর্দ্ধক, কটু, বিপাক এবং দাহ, তৃষ্ণা, কফ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, ও জ্বরনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

দূর্ব্বার উৎপত্তি বিবরণ—ভবিষ্যোত্তরে এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে যখন দেবাসুর কর্তৃক ক্ষীরোদ সমুদ্র মথিত হয়, সেই সময় বিষ্ণু মন্দর পর্ব্বত বাহু ও জঙ্ঘা দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। যখন ঐ পর্ব্বত অতিশয় বেগে ঘুরিতে লাগিল, তাহাতে বিষ্ণুর রোম সকল ঘর্ষিত হইয়া উৎপাটিত

হইয়াছিল; সেই সকল রোম উর্ম্মিদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তটান্তরে লাগিয়াছিল, তাহাতে হরিৎবর্ণ সুন্দর দূর্ব্বা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিষ্ণুর শরীর হইতে দূর্ব্বা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দূর্ব্বার উপরি মথিত অমৃত বিন্যস্ত হইল; ঐ অমৃতকুম্ভের গাত্রের বারিবিন্দু ইহাতে পতিত হয়; সেই জন্য এই দূর্ব্বা অজর ও অমর হইয়াছে এবং ইহা অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দূর্ব্বা পাপ সকল বিনষ্ট করে, এই জন্য ইহার নাম দূর্ব্বা।

"দূর্ব্বা হরতি পাপানি ধাত্রী হরতি পাতকং।
হরীতকী হরেদ্রোগং তুলসী হরতে ত্রয়ং॥" (বিষ্ণুধ°)

দূর্ব্বা পূজার একটী প্রধান উপকরণ। কেবল দূর্ব্বা দ্বারা দেবপূজা হইয়া থাকে। দূর্ব্বা অতিশয় পবিত্র। কিন্তু দুর্গাদেবীকে দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করিতে নাই।

"অক্ষতৈর্নার্চ্চয়েৎ বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কং।
ন দূর্ব্বয়া যজেৎ দুর্গাং নৌষ্মস্তেন দিবাকরং॥" (আহ্নিকত°)

অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু, তুলসী দ্বারা বিনায়ক এবং দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাকে পূজা করিবে না। "ন দূর্ব্বয়া যজেৎ দুর্গাং এই বচনানুসারে দুর্গাকে দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করা যাইবে না, কিন্তু দুর্গাপূজায় অর্ঘে দূর্ব্বা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ অর্ঘে দূর্ব্বা দান বিশেষ বিধি আছে, এই জন্য অর্ঘ্য কার্য্যে দূর্ব্বাদান দোষাবহ নহে।

দূর্ব্বাক্ষী (স্ত্রী) বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের পত্নী।

"তক্ষপুষ্করমালাদীন্ দূর্ব্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে।" (ভাগ° ৯।২৪।২২)

দূর্ব্বাগ্রাম, পঞ্চকূটের অন্তর্গত এক প্রাচীন গ্রাম। চন্দনকারির ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। (দেশাবলীবিবৃতি)

দূর্ব্বাদ্যঘৃত, বৈদ্যকোক্ত রক্তপিত্তাধিকারের ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দাউদখানি চাউল ৪ সের, ১৬ সের জলে মাড়িয়া ছাঁকিয়া তাহার ১৬ সের জল লইবে, তাহাতে ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ দূর্ব্বামূল, সুঁদিরকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল, মুতা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা দিবে। রক্ত বমন হইলে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুতে পূরণ ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গায়ে মালিস করিবে।

দূর্ব্বাষ্টমী (স্ত্রী) দূর্ব্বা তদ্রূপা গৌরী তৎপ্রিয়া অষ্টমী। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাকে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত কহে।

"শ্রাবণীদৌর্গনবমী দূর্ব্বা চৈব হুতাশনী।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি র্বলে দিনং॥"
(কালমাধবীয় ধৃতবাক্য)

"ব্রজন্ ভাদ্রপদে মাসি শুক্লাষ্টম্যামুপোষিতঃ।
দূর্ব্বাং গৌরীং গণেশঞ্চ কলাকারং শিবং যজেৎ॥
ফলব্রীহ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ শস্তুং নমঃ শিবায় চ।
অনগ্নিপক্কমশ্নীয়াৎ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥" (গরুড়পু°)

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া দূর্ব্বা, গৌরী, গণেশ ও মহাদেবকে ফল প্রভৃতি যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং এই অনগ্নিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি হয়। এই ব্রত অষ্টবর্ষ সাধ্য। যে বৎসরে আরম্ভ করা যায়, সেই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া যে বৎসর পূর্ণ হইবে সেই বৎসরে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, যে বৎসর এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বৎসর যদি অকাল হয় তাহা হইলে ব্রত গ্রহণ করা যায় না এবং যদি প্রতিষ্ঠা বৎসরে কোন রূপ প্রতিবন্ধকে প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহা হইলে অকালে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। যে বৎসর কালাশুদ্ধি থাকিবে; সেই বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ব্রতপ্রয়োগবিধি—ব্রতারম্ভের পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি ও আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে; পরে সূর্য্যার্ঘ দিয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে।

সঙ্কল্প—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথাবারভ্য অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী মর্ত্ত্যলোকাধিকরণক-সুখ-সৌভাগ্যাবিচ্ছিন্ন পুত্রপৌত্রাদিলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামা ভবিষ্যপুরাণোক্তাষ্টাবর্ষনিষ্পাদিত দূর্ব্বাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সংকল্প সূক্ত পড়িবে; পরে যথাবিধি আসন শুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতা প্রভৃতিকে পূজা করিবে। পরে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

"নীলোৎপলদলশ্যামং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং॥
শ্রীবৎসলক্ষণোপেতং প্রিয়া বাক্যা সমন্বিতং।"

এইরূপে ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

তাহার পর আবরণ দেবতা পূজা করিতে হইবে। শচী, দুর্গা, গৌরী, শ্রী, সরস্বতী, গঙ্গা, দিতি, অদিতি, সুষেণা, অরুন্ধতী, মন্দোদরী, সুভদ্রা, শাণ্ডিলী, জয়া, বিজয়া, রমা, দীক্ষা, রেবতী, দময়ন্তী, শীলা, সুকেশা, রম্ভা, বাসুদেব, দেবকী, বিষ্ণু, মহাদেব এই সকল আবরণ দেবতা পূজা করিয়া দূর্ব্বার ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং সর্ব্বদেবশিরোধৃতাং।
বিষ্ণুদেহোদ্ভবাং পুণ্যামমৃতৈরভিষিক্তাং॥

সর্ব্বদেবাজয়াং দূর্ব্বামময়াং বিষ্ণুরূপিণীং।
দিব্যসন্তানসংদাত্রীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাং॥"

পরে যথোপচারে দূর্ব্বা পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। প্রণাম মন্ত্র—

"ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি পূজিতাসি সুরাসুরৈঃ।
সৌভাগ্যসন্ততিং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যকরীভব॥
যথাশাখাপ্রশাখাভি র্বিস্তৃতাসি মহীতলে।
তথা মমাপি সন্তানং দেহিত্বমজরামরং॥"

এইরূপে প্রণাম ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার পর বামহস্তে ডোর ধারণ করিয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রতমেকং সমাচক্ষ বিচার্য্য মধুসূদন।
যেন সন্ততি বিচ্ছেদো জায়তে ন কদাচন॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাসি ভাদ্রপদে হ্যষ্টম্যাং শুক্লপক্ষে যুধিষ্ঠির।
দূর্ব্বাষ্টমীব্রতং নাম যা করোতি পতিব্রতা॥
ন তস্যাঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানং সাপ্তপৌরুষং।
নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলং॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথমেষা সমুৎপন্না কস্মাদ্দূর্ব্বা চিরায়ুষী।
কস্মাৎ বন্দ্যা পবিত্রা চ লোকে ধন্যা মহীতলে॥
কেন বা তৎব্রতং দেব চরিতং কেন হেতুনা।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ক্ষীরোদসাগরে পূর্ব্বং মথ্যমানেঽমৃতার্থিনা।
বিষ্ণুনা বাহুজঙ্ঘাভ্যাং বিধৃতো মন্দরো গিরিঃ॥
ভ্রমতা তেন বেগেন লোমাস্তাৎঘর্ষিতানি বৈ।
উর্ম্মিভিস্তানি রোমাণি চোৎক্ষিপ্তানি তটান্তরে॥
অজায়ত শুভা দূর্ব্বা রম্যা হরিতশাদ্বলা।
এবমেষা সমুৎপন্না দূর্ব্বা বিষ্ণুতনূদ্ভবা।
তস্যা উপরি বিন্যস্তং মথিতামৃতমুত্তমং॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
তত্র যে হ্যমৃতকুম্ভস্য নিপেতুর্বারিবিন্দবঃ॥
তৈরিয়ং স্পর্শমাসাদ্য দূর্ব্বা চৈবাজরামরা।
বন্দ্যা পবিত্রা দেবৈস্ত সর্ব্বদাভ্যর্চ্চিতা তথা॥
পূজয়েত্তাং প্রযত্নেন দ্রব্যৈর্নানাবিধৈরপি।
অষ্টম্যাং কলপুষ্পৈস্তু গুবাকৈর্নারিকেলকৈঃ।
দ্রাক্ষা হরীতকীভিশ্চ মোচকৈ র্জাম্বৈস্তথা।
নাগরঙ্গৈশ্চ জম্বীরৈ র্বীজপূরৈশ্চ শোভনৈঃ।
দধ্যাক্ষতৈঃ পয়োভিশ্চ ধূপনৈবেদ্যদীপকৈঃ॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র শৃণুষ কথিতং ময়া।
ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ॥
সৌভাগ্যং সন্ততিং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব।
যথা শাখাপ্রশাখাভির্ব্বিস্তৃতাসি মহীতলে॥
তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরং।
এবমেব পুরা পার্থ পূজিতা ত্রিদশোত্তমৈঃ॥
তেষাং পত্নীভিরনিশং ভগিনীভিস্তথৈব চ।
পূজিতা চ তথা গৌর্য্যা দেব্যা রত্যা শ্রিয়া তথা॥
সরস্বত্যা গঙ্গয়া চ দিত্যাদিত্যা সুশীলয়া।
বিন্দুমত্যা বেশবত্যা ইন্দুমত্যা সুশীলয়া॥
মন্দোদর্য্যা চণ্ডিকয়া মায়য়া দীক্ষয়া তথা।
মর্ত্ত্যলোকে চ রেবত্যা দময়ন্ত্যা সুশীলয়া॥
সুকেশয়া ঘৃতাচ্যা চ রম্ভয়া মিশ্রকেশয়া।
সুকেশয়া ঘৃতাচ্যা চ রম্ভয়া মিশ্রকেশয়া।
মঞ্জুনস্যা মেনকয়া তথৈব মানিকাদিভিঃ।
স্ত্রীভিরভ্যর্চ্চিতা দূর্ব্বা সৌভাগ্যসুখদায়িনী॥
স্নাতাভিঃ শুচিবস্ত্রাভির্দূর্ব্বা সংপূজিতা জনৈঃ।
দত্ত্বা পিষ্টানি বিপ্রেভ্যঃ ফলানি বিবিধানি চ॥
তিলপিষ্টানি গোধূমধান্যপিষ্টানি পায়সং।
ভোজয়িত্বা সুহৃন্মিত্রং সম্বন্ধিস্বজনং তথা॥
ততো ভুঞ্জীত তচ্ছেষং স্বয়ং ভক্ত্যা সমাহিতা।
নারীচৈব প্রকুর্ব্বীত চাষ্টমীব্রতমুত্তমং॥
সর্ব্বতঃ সুখসৌভাগ্যপুত্রপৌত্রাদিভির্যুতা।
মর্ত্ত্যলোকে চিরং স্থিত্বা চতুর্ব্বর্গং গতা শুভঃ॥
বসতে রময়া সার্দ্ধং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
মেঘাবৃতে হম্বরতলে বিশদে চ পক্ষে
যাশ্চাষ্টমীব্রতমদো নভসীহ কুর্য্যুঃ।
দূর্ব্বাং তদক্ষতভিলৈঃ প্রতিপূজয়েয়ু-
স্তাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ সকলসিদ্ধসমৃদ্ধিমৃদ্ধিং॥"

ইতি ভবিষ্যোত্তরে দূর্ব্বাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ব্রতানুষ্ঠান করিলে স্ত্রীদিগের সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করিলে সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না। দূর্ব্বা যেরূপ মহীতলে অজর অমর হইয়া বিস্তৃত লাভ করিয়াছে, যে নারী এই সকল ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহাদের সন্ততিও ঐরূপ বৃদ্ধিলাভ করে; কদাচ ক্ষয় হয় না। এই ব্রত নারীদিগকে

সকল সৌভাগ্য দান করিয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে—এই ব্রত প্রত্যেক নারীর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

দূর্ব্বাসোম (পুং) সুশ্রুতোক্ত রসায়নার্থ সোমলতাভেদ।

"অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ।
দূর্ব্বাসোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ ॥" (সুশ্রুত)
[সোম দেখ।]

দূর্ব্বেষ্টকা (স্ত্রী) যজ্ঞার্থ চিতিরূপ ইষ্টকাভেদ।

"তমগ্নিরব্রবীৎ। উপাহমায়ানীতি কেনেতি পশুভিরিতি তথেতি পশ্বিষ্ট কয়াহ তদ্বাচৈষা যাব পশ্বিষ্টকা যদ্দূর্ব্বেষ্টকা তস্মাৎ।" (শত° ব্রা° ৬।২।৩।২)

দূলাশ (ত্রি) দুড়াশ ড়স্ত বা লঃ। দুঃখ দ্বারা হিংস্র, অতিশয় দুঃখে হিংসনীয়।

দূলিকা (স্ত্রী) দূলী-স্বার্থে কন্-টাপ্, পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। দূলী, নীলী।

দূলী (স্ত্রী) দূরং দূরত্বং অস্যা অস্তি দূর-অচ্ রস্য লঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। এই বৃক্ষ বপন প্রভৃতি করিতে নাই, ইহা বিক্রয়াদি করিলে পাতিত্য জন্মে, যাহারা মোহপ্রযুক্ত বপন ও বিক্রয়াদি করে, তাহারা তিন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। ইহার বিক্রয়াদিতে পাতিত্য জন্মে, এই হেতু ইহা দূর করিয়া দিবে, এই জন্য ইহার নাম দূলী হইয়াছে।

"শৃণুষ্বেহ মহাবাহো নীলীরক্তস্য ধারণাৎ।
বাসসোগণশার্দ্দূল গদতো মম কৃৎস্নশঃ ॥
পালনাৎ বিক্রয়াচ্চৈব তদ্বৃত্তেরূপজীবনাৎ।
পতিতস্তু ভবেৎ বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥" (ভবিষ্যপু°)

দূবকুণ্ড, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। গোয়ালিয়র সহর হইতে ৭৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং সিপ্রি হইতে ৪৪ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে কুনু ও চম্বল নদীর অধিত্যকার উপর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই স্থান অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন জৈন দেবালয় আছে। প্রায় ৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়। জৈন শ্রেষ্ঠী ও শ্রাবকগণের উৎকীর্ণ কএকখানি খোদিত লিপিযুক্ত শিলাফলক আছে। তৎপাঠে জানা যায়, এক সময় এখানে দিগম্বর জৈনদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখনও অনেক ভগ্নদিগম্বর জিনমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। প্রবাদ এইরূপ অমরকণ্টু নামে এক মহারাষ্ট্র সর্দ্দার এখানকার জৈন দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লুঠপাট করিয়া চলিয়া যায়।

দূশ্য (ক্লী) দূষ্যতে ইতি ভাবে ক্বিপ্ দূঃ খেদস্তাং শ্যায়তে শ্যৈ-ক। বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, তাঁবু। (সারসুন্দরী)

দূষক (ত্রি) দূষয়তি দুষ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দোষোৎপাদক, দোষজনক। পর্য্যায়—পাংসন, যে দোষ জন্মায়, যে দোষযুক্ত করিয়া দেয়।

"বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং নিন্দকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥" (ভারত অনু°)
২ খল।

দূষণ (ক্লী) দূষি ভাবে ল্যুট্। দোষ, দোষ দেওন, সদোষতা সম্পাদন।

"দূষ্যস্তা দূষণার্থং চ পরিত্যাগো মহীয়সঃ।
অর্থস্য নীতিতত্ত্বজ্ঞৈরর্থদূষণমুচ্যতে ॥" (কামন্দক)

(ত্রি) দূষি কর্ত্তরি ল্যু। ২ দোষজনক।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহো২টনং।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি চ ॥" (মনু ৯।১৩)

পান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, অন্য গৃহে বাস ও নিদ্রা স্ত্রীদিগের দূষণীয়। (পুং) ৩ রাক্ষস ভেদ, রাবণের ভ্রাতা। পঞ্চবটী বনে খর ও দূষণ শূর্পনখার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল, লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিলে রামচন্দ্রের সহিত ইহার ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে দূষণ রামের হস্তে নিহত হয়। (রামায়ণ আর°)

দূষণারি (পুং) দূষণস্য রাক্ষস ভেদস্য অরিঃ ৬তৎ। রামচন্দ্র, ইনি দূষণকে নিহত করেন।

দূষয়িতৃ (ত্রি) দুষ্-ণিচ্-তৃচ্। দোষোৎপাদক।

দূষয়িষ্ণু (ত্রি) দূষি শীলার্থে ইষ্ণুচ্। দূষণশীল।

দূষি (স্ত্রী) দূষয়তি দুষ্-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্। উণ্ ৪।১১৭) দূষিকা, নেত্রমল, চক্ষুর মলা, পিচটী।

দূষিকা (স্ত্রী) দূষি-স্বার্থে কন্ টাপ্ যদ্বা দূষি-ণ্বুল্ টাপ্ অত-ইত্বঞ্চ। ১ নেত্রমল। পর্য্যায়—দূষি, দূষী, পিকোড়ক, দূষীকা, পিল্লেট, পিজ্জট। ২ তূলিকা। ৩ দূষণকর্ত্রী।

"শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈঃ।
জায়ন্তে পিড়কা যূনাং বক্ত্রে যা মুখদূষিকা ॥" (সুশ্রুত)

দূষিত (ত্রি) দুষ্-ক্ত। প্রাপ্তদোষ, যিনি দোষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ মৈথুনাপবাদযুক্ত। পর্য্যায়—অভিশস্ত, বাচ্য, ক্ষারিত, আক্ষারিত। (শব্দর°)

দূষিতা (স্ত্রী) দূষিত-টাপ্। দূষণপ্রাপ্তা কন্যা, পর্য্যায়—সখেদা, বর্ষকারিণী, প্রমাদিকা। (শব্দর°)

দূষী (স্ত্রী) দূষি 'কৃদিকারাদিতি' ঙীষ্। দূষিকা।

দূষীকা (স্ত্রী) দূষয়তি দূষি-ঈকন্ ততষ্টাপ্ (কৃষি দূষিভ্যামীকন্। উণ্ ৪।১৬) দূষিকা।

দূষীবিষ (ক্লী) দূষয়তীতি দূষি বাহুলকাৎ ঈ, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। সুশ্রুতোক্ত ধাতুদূষক বিষ ভেদ, এই বিষের বিবর

সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে। স্থাবর, জঙ্গম অথবা কৃত্রিম এই তিন প্রকার বিষের মধ্যে যে কোন বিষ হউক শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে বা জীর্ণ হইলে বা বিষঘ্ন ঔষধ কর্তৃক বিনষ্ট হইলে অথবা দাবাগ্নি বায়ু কিংবা সূর্য্যকিরণে শোষিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে অথবা স্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ যদি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে দূষীবিষ কহে। অল্পবীর্য্য প্রযুক্ত এই বিষে প্রাণ নাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি করে। দূষীবিষ কর্তৃক পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ ভিন্নপ্রকার হয়, মুখ-দুর্গন্ধযুক্ত ও বিরস হয়, পিপাসা জন্মে, মূর্চ্ছা, বমন ও বাক্যের জড়তা হয় এবং দূষ্যোদরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ বিষ আমাশয় গত হইলে কফ বাতজন্য রোগ এবং পক্কাশয় গত হইলে বায়ু পিত্তজন্য রোগ জন্মে। পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে ধাতুকে আশ্রয় করে, তাহারই বিকার জন্মে। শীতল বায়ু প্রবাহিত মেঘাচ্ছন্নদিনে ইহা কুপিত হয়, এবং এই সময় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে,—নিদ্রা, দেহের ভার, জৃম্ভণ, হর্ষ, অর্থাৎ রোমাঞ্চ, অঙ্গমর্দ্দ অর্থাৎ গায়ের কামড়ানি, অঙ্গের অবসন্নতা, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অন্নে অরুচি, অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার চাকা চাকা দাগ জন্মে, ধাতু সকল ক্ষয় হয়, হস্ত ও পদ ফুলিয়া উঠে, জলোদরী ও বমন হয়, এবং অতীসার রোগ জন্মে, অথবা শরীরের বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা বা বিষমজ্বর অথবা পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই বিষ কর্তৃক উন্মাদ, আনাহ, শুক্রক্ষয়, বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকার জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ তেজ বিষ দেশ কাল ও ভক্ষ্যদ্রব্যের দোষে ও দিবানিদ্রা দ্বারা সর্ব্বদা দূষিত হইয়া সকল ধাতু দূষিত করে, এইজন্য দূষীবিষ বলা যায়। দূষীবিষ কর্তৃক পীড়িত রোগীর স্বেদ, ভেদ ও বমন দ্বারা সংশোধিত হইলে নিম্নলিখিত দূষীবিষনাশক অগদ পান করাইবে। পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, কেউটামুথা, সুবর্চ্চিকা, ছোটএলাচ, বালা, কনকপলাস, গিরিমৃত্তিকা, এই অগদ মধু সহযোগে দূষীবিষ নাশ করে। ইহাকে বিষারি অগদ কহে। ইহা অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হয়। জ্বর, দাহ, হিক্কা, শুক্রক্ষয়, শোক, অতিসার, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবে রোগ ও তাহার উপদ্রব বিবেচনা করিয়া বিষনাশক ঔষধ দ্বারা প্রতীকার করিতে হইবে। দূষীবিষ রোগ আত্মবান্ হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু এক বৎসরের অধিক কালের হইলে যাপ্য থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারীর হইলে আরোগ্য হয় না। (সুশ্রুত কল্পস্থান ২ অঃ)

দূষীবিষারি (পুং) দূষীবিষস্য অরিঃ। দূষীবিষনাশক দ্রব্য।

দূষ্য (ত্রি) দুষ্-ণিচ্-যৎ। ১ দূষণীয়। ২ নিন্দ্য। ৩ রাজ্যোপঘাতক।

"রাজ্যোপঘাতং কুর্ব্বাণা যে পাপা রাজবল্লভাঃ।
একৈকশঃ সংহতা বা দূষ্যাংস্তান্ পরিচক্ষতে॥" (কামন্দকী)

যাহারা রাজ্যের পীড়া জন্মায় এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যাহাদের মিত্র, তাহারা একত্র অথবা মিলিত হইলে তাহাদিগকে দূষ্য কহে। ৩ বস্ত্র। ৪ বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। (ক্লী) ৫ পূষ।

দূষ্যা (স্ত্রী) দূষ্যতে ইতি দুষ্-ণিচ্ যৎ-টাপ্। হস্তিকক্ষ রজ্জু, হস্তিবন্ধ রজ্জু। পর্য্যায়—কক্ষা, বরত্রা, চূষা। (অমর)

দূষ্যোদর (ক্লী) উদররোগ ভেদ, ইহার লক্ষণ—অসৎ স্ত্রীলোকের দ্বারা নখ, রোম, মূত্র, মল বা আর্ত্তবযুক্ত অন্নপান প্রদত্ত হইলে বা শত্রু কর্তৃক বিষ প্রদত্ত হইলে অথবা দূষিত জল বা দূষীবিষ সেবন করিলে রক্ত ও দোষ কুপিত হইয়া জঠরে সান্নিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট ঘোর উদরী রোগ জন্মে। শীতল বায়ু প্রবাহিত ও মেঘাবৃত দিনে এই রোগে দোষ সকল কুপিত হইয়া দাহ, রোগী মূর্চ্ছিত, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ ও তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়। ইহাকে দূষ্যোদর কহে। (সুশ্রুত)

ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—কোন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী বশীকরণাদি দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির মানসে যাহাকে অন্নপানীয়ের সহিত নখ, লোম, মূত্র-মার্জ্জারাদির বিষ্ঠা বা আর্ত্তবরক্ত ভক্ষণ করায়, অথবা শত্রুতে যাহাকে সংযোগজ বিষ ভক্ষণ করায়, কিংবা যে ব্যক্তি দূষিত জলপান বা দূষীবিষ ভক্ষণ করে, তাঁহার বাতাদি দোষ এবং রক্ত দূষিত হইয়া শীঘ্রই অতি ঘোরতর ত্রৈদোষিক উদররোগ উৎপাদন করে। শীতল বায়ুতে এবং দুর্দ্দিনে এই রোগ অতি প্রবল হয়। অতিশয় পিপাসা হইতে থাকে, রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মূর্চ্ছা হয়, এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও পিপাসায় কণ্ঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাকে সান্নিপাতিক উদরও কহে। (ভাবপ্র°)

দৃংহণ (ক্লী) দৃংহ-ল্যুট্। দৃঢ়করণ।

দৃংহিত (ত্রি) দৃংহ-ক্ত। বর্দ্ধিত।

দৃক (ক্লী) দীর্য্যতে ইতি দৃ-বিদারে বাহুলকাৎ কক্। ছিদ্র।

দৃকাণ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত রাশির তৃতীয় দশাংশরূপ অংশ, দ্রেকাণ। "ত্রিংশৎসকে বিংশতিকচ্ছতে যে হস্তেঽক্ষিচন্দ্রাঙ্কণকং দৃকাণে।" (নীলকণ্ঠ তাজক)

দৃক্কর্ণ (পুং) দৃশৌ নেত্রাবেব কর্ণৌ যস্ত। সর্প।

"দৃকর্ণো মশকঃ শিলা সরসিজং বাণো জলোকাঃ শুকঃ
শুভাংশুর্গণকো কুলোত্তমবলী পান্থো নভশ্চাতকঃ।
বাদী চক্রচয়ো বকো মধুলিহো লালাটিকো লম্পটঃ
শ্রীমদ্‌ভোজ ! ভবন্ত বিংশতিরমী ত্বদ্বৈরিণাং সেবকাঃ॥"
(উদ্ভট)

দৃক্কর্ম্মন্ (ক্লী) দৃগর্থং দৃষ্টার্থং কর্ম্ম। গ্রহ সকলের দর্শন-যোগ্যতা-জ্ঞানার্থ কর্ম্মভেদ।

"নক্ষত্রগ্রহযোগেষু গ্রহাস্তোদয়সাধনে।
শৃঙ্গোন্নতৌ তু চন্দ্রস্য দৃক্কর্ম্মাদাবিদং স্মৃতং॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

দৃক্কাণ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত রাশির দশাংশরূপ তৃতীয়াংশ, দ্রেক্কাণ। এক একটী রাশিতে তিনটী করিয়া দ্রেক্কাণ আছে। রাশির তিন অংশের এক অংশের নাম দ্রেক্কাণ। যে গ্রহ যে রাশির অধীশ্বর হন, তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধীশ্বর যে গ্রহ তিনি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং তাহার নবমরাশির অধীশ্বর যে গ্রহ তিনি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন। অর্থাৎ মেষের অধীশ্বর মঙ্গল, তিনি মেষের প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি; মেষের পঞ্চরাশি সিংহ, ঐ সিংহের অধীশ্বর রবিগ্রহ, তিনি মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি; মেষের নবম ধনু, ঐ ধনুর অধীশ্বর বৃহস্পতি, তিনি মেষের তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন। এইরূপ বৃষ প্রভৃতি সকল রাশি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। মেষাদি লগ্ন পরিমাণকে তিনভাগ করিলে দ্রেক্কাণ জানা যাইবে। দৃষ্টান্ত—কলিকাতাদি প্রদেশে অয়নাংশ শোধিত মেষলগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড, ৭ পল, ৭ বিপল উহাকে তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ ১ দণ্ড ২২ পল ২২ বিপল ২০ অনুপল হয়, অতএব মেষলগ্নের প্রথম ভাগে জন্মিলে তাহার মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্ম বলা যায়। প্রথম ভাগের পর ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল ৩০ অনুপল মধ্যে জন্ম হইলে মেষ হইতে গণনায় পঞ্চম রাশি যে সিংহ, তাহার অধিপতি রবি, তিনি ঐ মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন, অতএব রবির দ্রেক্কাণে জন্ম হইল। ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল ৪০ অনুপল গতে জন্ম হইলে মেষ হইতে গণনায় নবমরাশি ধনু এবং ঐ ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি অতএব বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্ম জানা যাইবে। অয়নাংশ-শোধিত লগ্ন সকলকে বিভাগ করিয়া সহজোপায়ে দ্রেক্কাণ জ্ঞাত হইবার জন্য একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, ইহাতে লগ্নমান তিন ভাগ করিয়া কাহার কোন্ ভাগে জন্ম হইয়াছে, ইহা দেখিলেই সহজেই বুঝা যাইবে। তালিকা—

রাশির নাম	প্রথম দ্রেক্কাণ	দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ	তৃতীয় দ্রেক্কাণ
মেষ	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্র	বুধ	শনি
মিথুন	বুধ	শুক্র	শনি
কর্কট	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্যা	বুধ	শনি	শুক্র
তুলা	শুক্র	শনি	বুধ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি
মকর	শনি	শুক্র	বুধ
কুম্ভ	শনি	বুধ	শুক্র
মীন	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

শুভগ্রহের দ্রেক্কাণের নাম জল, এবং অশুভ গ্রহের দ্রেক্কাণের নাম দহন। ঐ জল দ্রেক্কাণে যে ব্যক্তি জন্মিবে, তাহার জল মধ্যে মৃত্যু এবং দহন দ্রেক্কাণে যাহার জন্ম হয়, তাহার অগ্নিতে মৃত্যু হয়। শুভগ্রহের দ্রেক্কাণে পাপগ্রহযুক্ত হইলে তাহার সলিল এবং মিশ্র সংজ্ঞা হয়।

সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ—মিথুনের এবং মীন লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণ, কর্কট ও ধনুলগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং কন্যালগ্নের তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ। এই সকল দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে মানব সুখী হয়।

রত্নভাণ্ডান্বিত দ্রেক্কাণ—কর্কট লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণের নাম ফলপুষ্প যুত, এই দ্রেক্কাণে জন্মিলে ফল পুষ্পযুক্ত বাটীতে বাস হয়। ধনুর্লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং তুলা লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণের নাম রত্নভাণ্ডান্বিত। ইহাতে জন্মিলে রত্নভাণ্ড লাভ হয়।

রৌদ্রদ্রেক্কাণ—মেষলগ্নের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণ, বৃশ্চিকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মিথুন ও তুলার তৃতীয়, মীন লগ্নের দ্বিতীয় এবং সিংহ লগ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম রৌদ্র-দ্রেক্কাণ।

উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ—মিথুন, মেষ, মকর, কুম্ভ, ইহাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণের এবং ধনুর প্রথম ও তৃতীয়, তুলার তৃতীয়, সিংহ এবং কন্যার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এই সকল দ্রেক্কাণের নাম উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ; এই সকল দ্রেক্কাণে জন্মিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ—মীন ও কর্কটের শেষ দ্রেক্কাণ এবং বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ, এই সকল দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে। সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

ব্যাড় দ্রেক্কাণ—কুম্ভ ও বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয়, কর্কট ও মীনের তৃতীয়, সিংহের প্রথম ও তৃতীয়, মকরের তৃতীয়, তুলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম ব্যাড় দ্রেক্কাণ, ইহাতে জন্ম হইলে হিংস্র জন্তু হইতে মৃত্যু হয়।

পাশধারিপক্ষি দ্রেক্কাণ—বৃষের প্রথম, এবং মকরের প্রথম ও তৃতীয় দ্রেক্কাণের নাম পাশধারি দ্রেক্কাণ, ইহাতে জন্মিলে পাশধারী অর্থাৎ বাণ বিশেষে মৃত্যু হয়। তুলালগ্নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং সিংহ ও কুম্ভের প্রথম পক্ষি-দ্রেক্কাণ; এই পক্ষি-দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পক্ষী হইতে মৃত্যু হয়।

দ্রেক্কাণে জন্মফল—প্রতি লগ্নমানকে তিনভাগ করিয়া তাহার কোন দ্রেক্কাণে পুরুষ এবং কোন দ্রেক্কাণে স্ত্রী এবং তাহার কিরূপ আকৃতি এবং হৃত বা নষ্ট বস্তুর প্রশ্ন গণনায় চোর পুরুষ বা স্ত্রী ও তাহার কিরূপ আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি তাহার বিষয় বৃহজ্জাতকে এইরূপ লিখিত আছে—

মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে প্রসব করিলে পুরুষ জন্মে, সে ব্যক্তি কটিদেশে শুক্লবস্ত্র বেষ্টন করিয়া রাখিবে, কৃষ্ণবর্ণ, ক্রোধী, বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ, ভীষণ স্বভাব, কুঠারধারী এবং রক্তচক্ষু হইবে।

মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী রক্তবস্ত্র পরিধান, ভূষণ এবং ভোজনীয় দ্রব্যে লালসা করিবে, কুম্ভোদরী, অশ্বমুখী, পিপাসাযুক্তা এবং খঞ্জা হইবে। মেষের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ ক্রূর, চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ, কপিলবর্ণ, সর্ব্বদা কর্ম্মে অভিলাষী, নিয়ম রক্ষা করিতে অসমর্থ, উদ্যত দণ্ডহস্ত, রক্তবস্ত্রপরিধানপ্রিয় এবং ক্রোধী হয়।

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত ও লূন, উদর কুম্ভাকৃতি, এবং পান, ভোজন ও অলঙ্কার পরিধানে সর্ব্বদা অভিলাষিণী হইবে।

বৃষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ কৃষি, ধান্য, গৃহ, ধেনু প্রভৃতি লাভ করিবে, পণ্ডিত, লাঙ্গল ও শকট চালনে দক্ষ, ক্ষুধার্ত্ত ও মলিন বস্ত্রধারী হইবে।

বৃষের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষের শরীর হস্তীর সদৃশ বৃহৎ, দন্ত পাণ্ডুবর্ণ, চরণ বৃহৎ, বর্ণ পিঙ্গল এবং মেষ ও মৃগমাংস ভক্ষণে অনুরাগী হইবে।

মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী সূচীকর্ম্মে অভিলাষিণী, সুন্দরী, আভরণ পরিতে ও পরাইতে আহ্লাদিতা, সন্তানহীনা এবং অতিশয় কামার্ত্তা হয়।

মিথুনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ ধনুর্দ্ধারী ও বলবান্ হইবে, সর্ব্বদা ক্রীড়া, পুত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি চিন্তনে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

মিথুনের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ অলঙ্কারবিভূষিত, বহু অর্থশালী, ধনুর্দ্ধারী, নৃত্যগীতাদি কুশল ও পরিহাস পটু হয়।

কর্কটের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ হস্তী সদৃশ বলবান্, মলয়কানন-বাসপ্রিয়, তাহার মুখ শূকরের ন্যায় ও হয়গ্রীব হইবে।

কর্কটের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী কর্কশস্বভাবা ও পূর্ণযৌবনা হইয়াও রোদনশীলা হয়।

কর্কটের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ স্ত্রীর আভরণ জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ মলিন বস্ত্রধারী এবং পিতৃমাতৃবিয়োগবিধুর হইয়া রোদনপরায়ণ হইবে।

সিংহের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষের অশ্বসদৃশ আকৃতি, মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ মালাযুক্ত কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও কম্বলধারী, দুরাসদ এবং তাহার নাসিকাগ্রভাগ নত হয়।

সিংহের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ বানরের ন্যায় স্বভাব এবং দীর্ঘশ্মশ্রু ও কুটিল হইবে।

কন্যার প্রথমভাগে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রী মলিন বস্ত্রপরিধানা, অর্থাভিলাষিণী ও গুরুকুলগামিনী হইবে।

কন্যার দ্বিতীয়ভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষের হস্তে লেখনী, শ্যাম বর্ণ মস্তক বস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত, ধনুর্দ্ধারী ও লোমশ হইবে।

কন্যার তৃতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রী গৌরবর্ণা, ধৌতপট্টবাসে আচ্ছাদিতা ও দেবভক্তিপরায়ণা হইবে।

তুলার প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ পথিমধ্যে তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তুলকার্য্যে বিশেষ দক্ষ হইবে।

তুলার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষের মুখ পক্ষী সদৃশ এবং সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসান্বিত হইয়া স্ত্রী পুত্রকে স্মরণ করিয়া থাকে।

তুলার তৃতীয়ভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত এবং আকৃতি কুৎসিত হইবে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী বস্ত্র আভরণবর্জ্জিতা হয় এবং নানাবিধ কষ্ট পাইয়া থাকে। বৃশ্চিকের দ্বিতীয়ভাগেও স্ত্রী হয়, সেই স্ত্রী সুখাভিলাষিণী হইবে।

বৃশ্চিকের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ অতি প্রতাপান্বিত হইবে, ইহাকে দেখিলে সকলেই ভয় পাইবে।

ধনুর প্রথমভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ অশ্ব সদৃশ বলবান্ হইবে ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক তপস্বীদিগের যজ্ঞীয় দ্রব্য রক্ষা করিবে।

ধনুর দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী হয়, ঐ স্ত্রী মনোরমা, অতিশয় সুন্দরী ও সৌভাগ্যশালিনী হয়।

ধনুর তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ অতিশয় সুন্দরাকৃতি হয় এবং নানাবিধ সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকে।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ রোমশ, মকরদন্ত ও শূকর সদৃশ দেহসম্পন্ন হয়।

মকরের দ্বিতীয়ভাগে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী কলাভিজ্ঞা ও নানাবিধ বিচিত্র বস্তুতে অভিলাষিণী হইবে।

মকরের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ সুন্দরাকৃতি এবং অর্থ সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকে।

কুম্ভের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ ভোজন চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুলচিত্ত হইবে।

কুম্ভের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী হয়, এই স্ত্রী দুর্ভাগ্যশালিনী হইবে।

কুম্ভের তৃতীয়ভাগে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ শ্যামবর্ণ এবং কর্ণে লোমযুক্ত হইবে।

মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ সৌভাগ্যশালী হইবে।

মীনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মিবে, ঐ স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী হইয়া থাকে।

মীনের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়. ঐ পুরুষ নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া থাকে, বিশেষ এই যে, দ্রেক্কাণাধিপতি স্ত্রীগ্রহ যদি দুর্ব্বল হয় এবং লগ্নাধিপতিগ্রহ যদি পুরুষ হয়, কিংবা যদি পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে এবং বলবান্ স্ত্রীগ্রহ যদি ঐ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে পুরুষ দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, কিন্তু স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মিলে ঐ পুরুষের স্বভাব স্ত্রীলোকের মত এবং পুরুষ দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মিলে ঐ স্ত্রীর স্বভাব পুরুষের মত হয়। (দীপিকা)

লগ্নের কোন্ দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ জন্মে তাহা বলা হইল। কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে—মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ভোক্তা, তেজস্বী, উগ্র, উন্নতিহীন, বন্ধুপ্রিয় ও কোপন হইবে। মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রীচঞ্চল, রতিমান্, গীতপ্রিয়, প্রশস্তমনা, মিত্রধনভোগী ও সুরূপ হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে গুণবান্ পরদোষকর, নরেন্দ্রসেবী, স্বজনপ্রিয়, অতিশয় ধার্ম্মিক ও রাজপ্রিয় হইবে।

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পানভোজনপ্রিয় ও নারী-বিয়োগ-সন্তাপযুক্ত, স্ত্রীকর্ম্মানুসারী ও বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে উত্তম ধনসম্পন্ন, মিত্রতাযুক্ত, সুরূপ সম্পন্ন, ভোক্তা, ভূষণযুক্ত, বলবান্, স্থিরপ্রকৃতি, মনস্বী, লোভী ও স্ত্রীপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে চতুর, অল্প ভাগ্যধর, মলিন এবং স্বজাতিগণকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিতাপিত হয়।

মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্থূল মস্তকসম্পন্ন, বলবান্, প্রাজ্ঞ, গুণবান্, ধূর্ত্ত, বিলাসী, রাজলক্ষ্মানী ও বাগ্মী হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সুরূপ ও সুন্দর গঠন, সূক্ষ্ম কেশযুক্ত, বিখ্যাত, মৃদু, মহাধীসম্পন্ন, প্রতাপা-ন্বিত, বলশালী ও যশস্বী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে কোমল নয়ন, উত্তম শরীরসম্পন্ন, বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট, নির্জ্জনপ্রিয় ও ভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণভক্ত, চপল, গৌরবর্ণ, সুধীর মূর্ত্তি ও স্ত্রীপুত্রপ্রিয় হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে লোভী, সুন্দর স্ত্রীরত, অন্নরুচি, স্ত্রীজিত, অভিমানী, ভ্রাতৃপূজিত, বিলাসী, চপল ও বহুভোজী হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রীচঞ্চল, ভাগ্যবান্, বিদেশপ্রিয়, মিত্র ও পুত্রাদির প্রীতিকর ও স্ত্রৈণ হইয়া থাকে।

সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ঘাতক, বিজয়েচ্ছু, বহু ধনসম্পন্ন, রমণীর বন্ধু, গুরু, রাজসেবক ও সহিষ্ণু হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে হইলে সুকবি, কামী, দাতা, স্থির স্বভাব, উত্তমশরীর, ভূষণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্মে রুচি ও উত্তম বুদ্ধিযুক্ত হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে পরধনহরণে লোভী, স্থূল শরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, অনেক সন্ততিযুক্ত ও প্রগল্ভ হয়।

কন্যার প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে শ্যামবর্ণ, সুবাক্যসম্পন্ন, বিনীত, প্রাজ্ঞ, সুন্দরমূর্ত্তি ও উত্তম চক্ষু যুক্ত হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে ধীর, বিদেশগামী, শিল্প ও সমরকুশল, বাচাল ও বুদ্ধিমান্ হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে রোগী, পরান্নভোজী, রতি ও গীতযুক্ত, রাজপ্রিয়, ধর্ম্ম, স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলমস্তক হইয়া থাকে।

তুলারাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে কন্দর্প সমান রূপবান্, কর্ম্মনিপুণ, মন্ত্র ও সেবাজ্ঞ এবং উত্তম মেধাবী হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে পদ্মচক্ষু, উত্তম রূপবান্, প্রলাপী, বিখ্যাত আত্মবংশ-বর্দ্ধনকর্ত্তা, বুদ্ধি ও অর্থ পটু হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে চপল, শঠ, কৃতঘ্ন, রূপহীন, ক্রূরাচারী, কৃশ শরীর, ধন, বন্ধু ও যশোহীন, অল্পবুদ্ধি ও পাতক হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে গৌরবর্ণ, স্থিরপ্রকৃতি, ক্রোধী, মদরহিত, বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট, স্থূল, বিশাল শরীর ও

বিবাদপ্রিয় হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে মিষ্টান্নপানভোক্তা, বলবান্, রতিপ্রিয়, কমনীয় মূর্ত্তি, শক্রজয়কারী, সরল ও ক্রিয়াবান্ হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শ্মশ্রুরোমহীন, হিংস্র, পিঙ্গাক্ষ, মহোদর, প্রবক্তা, ধর্ম্মচ্যুত, বাহু ও হৃদয় স্থূল এবং সতৃষ্ণ হইয়া থাকে।

ধনুরাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে উত্তম মণ্ডলাকার চক্ষুঃসম্পন্ন, বাগ্মী, মৃদু ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শাস্ত্রার্থবেত্তা, মন্ত্রভৃৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রভু হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে বক্তৃতাপটু, সাধুগতি, ধার্ম্মিক, মানী, বারাঙ্গনাসক্ত, রূপযশোভাজন ও প্রভু হইয়া থাকে।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে আজানুলম্বিত বাহু, শ্যামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও মেধাযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শ্যামবর্ণ, শঠ, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে দীর্ঘ ললাট, পাপাত্মা, কৃশ ও দীর্ঘাঙ্গ এবং বিদেশবাসী হয়।

কুম্ভের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে অতিশয় লুব্ধ, উন্নত, কার্য্যকুশল, ধনবান্ ও সুবাক্যসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে লুব্ধ, পটু, দ্যুতিমান্, গৌরবর্ণ, মেধাবী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শঠ, প্রলাপী, কৃশ, কুশীল, রতিবেত্তা ও বহুমিত্রযুক্ত হয়।

মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে প্রাজ্ঞ, গৌরবর্ণ, মেধাবী, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, ক্রিয়াকুশল, সুখভোগী ও বিনীত হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে বহনশীল, পরান্নভোক্তা, কামী, সজ্জনের স্মরণীয় এবং পণ্ডিতপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শ্যামবর্ণ, কলানিপুণ, শুচি, দ্বিজানুরক্ত, ক্রীড়া ও হাস্যকুশল হইয়া থাকে।

যদি সূর্য্যের দ্রেক্কাণে জন্ম হয়, তাহা হইলে বালক মলিন, শূর, স্ত্রীবল্লভ, ক্রূর, সাহসিক, কুকর্ম্মকুশল, মূর্খ, রূপহীন, ব্রণান্বিত শরীর, বহু আশাযুক্ত, দুর্জ্জনগামী, অল্প সন্তানবিশিষ্ট, দ্যূতক্রিয়ারত, পাপী, মুখর, কৃপণ ও অসূয়ান্বিত হইবে।

চন্দ্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দর গঠন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ধনবান্, সর্ব্বদা শীলসম্পন্ন, বহুভাষী, বৈধকর্ম্মরত, তীর্থগামী, শাস্ত্রবেত্তা, কুলভূষণ, দেবতা, গুরু ও বন্ধুজনের ভক্ত, নিত্য ধর্ম্মরত, বিদেশ-যাত্রাকুশল ও দাতা হয়।

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রূর, ধনহীন, পাপাত্মা, খল, দয়াহীন, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, আত্মম্ভরি, ক্রোধন, রোগার্ত্ত, পরসেবক ও গুণবিহীন হইবে।

বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে বুদ্ধিমান, সর্ব্বদা রাজপূজ্য, দীর্ঘায়ু, বলবান্, বহুসন্ততিযুক্ত, শান্ত, যশস্বী, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণ, প্রমাদশূন্য, শাস্ত্রবিদ্, ধনী, মানী ও সুরূপ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্মিলে অতিশয় গুণবান্, দীর্ঘায়ু, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী, ধার্ম্মিক, দয়ালু, শান্ত, সুশীল ও যশস্বী হয়।

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দর শরীরসম্পন্ন, রাজমন্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞ, দাতা ও সাধুগণের প্রতিপালক, ধনী, দয়ালু, শুচি ও ধার্ম্মিক হইবে।

শনির দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রূর, মৃদু, তস্কর, দুশ্চরিত্র, কৃপণ, গুণহীন, পাপাত্মা, দুর্জ্জনগামী, অতিশয় খল, ক্রোধন, নির্দ্দয়, রোগার্ত্ত, মুখর, কুরূপ ও কামাতুর হয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

দৃক্ক্ষেপ (পুং) দৃশাং ক্ষেপঃ ৬তৎ। ১ দৃষ্টিপাত। ২ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত দৃক্‌বৃত্তজ্যান্তরালস্থ শররূপ ক্ষেপ।

"মধ্যোদয়জ্যয়াভ্যস্তা ত্রিজ্যাপ্তা বর্গিতং ফলং।
মধ্যজ্যাবর্গবিশ্লিষ্টং দৃক্ক্ষেপঃ শেষতঃ পদং॥" (সূর্য্যসিং)

দৃক্‌পথ (পুং) দৃশাং পন্থা ৬তৎ। দৃষ্টিযোগ্য স্থান।
"ক্রমেণ তস্মিন্নথ তীর্ণ দৃক্‌পথে।" (নৈষধ)

দৃক্‌পাত (পুং) দৃশাং পাতঃ ৬তৎ। দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিনিঃক্ষেপ।
"নৃপতিস্তস্য দৃক্‌পাতৈ র্জলদ্ভিঃ কপিলীকৃতঃ।"
(রাজতর° ৩।৩৪১)

দৃক্‌প্রসাদা (স্ত্রী) দৃশৌ নেত্রৌ প্রসাদয়তি প্র-সদ-ণিচ্-অণ্ টাপ্। কুলথা, কুলথাঞ্জন, ইহা চক্ষুতে দিলে চক্ষু প্রসন্ন হয়, এই জন্য দৃক্‌প্রসাদা নাম হইয়াছে।

দৃক্‌প্রিয়া (স্ত্রী) দৃশোঃ প্রিয়া ৬তৎ। শোভা, দেখিতে চক্ষুর অতিশয় প্রীতি জন্মে, এই জন্য দৃক্‌প্রিয়া নাম হইয়াছে।

দৃক্‌শক্তি (স্ত্রী) দৃক্ প্রকাশনমেব শক্তিঃ। ১ প্রকাশরূপ চৈতন্য। ২ তদ্ধাক্ত সর্ব্বপ্রকাশক চেতন পুরুষ। "দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।" (পাত° সূ° ২।৬) 'পুরুষো দৃক্‌শক্তির্বুদ্ধিদর্শনশক্তিঃ।' (ভাষ্য)

দৃক্‌শ্রুতি (পুং) দৃশৌ এব শ্রুতী কর্ণৌ যস্য। সর্প, চক্ষুঃশ্রবা।

দৃগধ্যক্ষ (পুং) দৃশোঃ নেত্রয়োরধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠাতৃদেবঃ। সূর্য্য, সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আলোকে দেখিবার শক্তি জন্মে।

দৃগল (ক্লী) দৃশে দর্শনায় অলতি অল-অচ্। শকলখণ্ড, পুরোডাশ। "পুরাদৃগলং প্রত্তমিত্রামিত্রঃ।" (আশ° শ্রৌ° ৫।৭।২) 'দৃগলং শকলং' (নারায়ণ)

দৃগ্‌গতি (স্ত্রী) দৃশোর্গতিঃ ৬তৎ। ১ চক্ষুর গতি। ২ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহস্পষ্টোপযোগী দৃগ্‌গতিভেদ।

দৃগ্‌গোল (পুং) খগোলান্তর্গত গোল, দৃঙ্মণ্ডল।

"বদ্ধা খগোলে নলিকাদ্বয়ং চ ধ্রুবদ্বয়ে তন্নলিকাদ্বয়েব।
বহিঃ খগোলাদ্বিনিবীত ধীমান্ দৃগ্গোলমেবং খলু বক্ষ্যমাণং॥"
(সিদ্ধান্তশিরো°)

প্রথমে খস্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক এই দুইটী স্বস্তিক করিবে, তাহাতে অন্তঃকীলকদ্বয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্লথ ভাবে প্রোথিত করিয়া তাহার পর দৃঙ্মণ্ডল করিবে। এই দৃঙ্মণ্ডল পূর্ব্ববৃত্ত হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন করিয়া করিতে হইবে, যাহাতে ইহা খগোলের মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহাতে যদি একটীই গ্রহগোল হয়, তাহা হইলে একটী দৃঙ্মণ্ডল হইবে। যে যে গ্রহ যেখানে যেখানে অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের উপরিভাগে দৃগ্জ্যা ও শঙ্ক্বাদি করিতে হইবে। অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আটটী দৃঙ্মণ্ডল রচনা করিবে। তাহাতে অষ্টম এবং দৃক্ক্ষেপমণ্ডল ঐ খগোলে ধ্রুব চিহ্নেরনলিকাদ্বয় বদ্ধ করিয়া ঐ নলিকায় আধার-কে খগোল করিয়া অঙ্গুলিত্রয় অন্তরে দৃগ্গোল রচনা করিবে।

ক্রান্তিমণ্ডলাদিযুক্ত খগোলবৃত্ত এবং ভূগোলবৃত্ত দ্বারা যাহা নিবদ্ধ হয়, তাহাকেই দৃগ্গোল কহে। অগ্রা, কুজ্যা, সমশঙ্কু, আদ্যক্ষেত্র, দ্বিগোলজাত, ভগোলবৃত্ত এবং খগোলবৃত্ত মিলিত হইয়া গোলবন্ধে যাহা সম্যক্‌রূপে উপলক্ষিত না হয়, এইরূপ হইলে দৃগ্গোল কহে।

দৃগ্জ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত দিনমানাদিজ্ঞানার্থ শঙ্কুচ্ছায়ার উপযোগিনী দৃষ্টিযোগ্যা দৃক্‌বৃত্তক্ষেত্রস্থ জীবা।

দৃগ্ভক্তি (স্ত্রী) প্রেমদৃষ্টি।

দৃগ্ভূ (স্ত্রী) ১ বজ্র। ২ সূর্য্য। ৩ সর্প।

দৃগ্লম্বন (ক্লী) সিদ্ধান্তশিরোমণিকথিত গ্রহণদর্শনোপযোগী দৃক্‌ক্ষেত্রস্থ লম্ব ভেদ।

"গর্ভসূত্রে সদা স্যাতাং চন্দ্রার্কৌ সমলিপ্তিকৌ।
দৃক্‌সূত্রালম্বিতশ্চন্দ্রস্তেন তল্লম্বনং স্মৃতং॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

দৃগ্বিষ (পুং) দৃশি বিষং যস্য। দৃষ্টিবিষ সর্পভেদ, যে সর্পের চক্ষুতে বিষ আছে। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দৃগ্বৃত্ত (ক্লী) দৃশঃ প্রচারস্থানং বৃত্তমিব। বৃত্তাকার দৃক্‌প্রচার স্থল।

দৃঙ্নতি (স্ত্রী) সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুক্ত গ্রহণ-দর্শনোপযোগিতা হেতু দর্শিত দৃক্‌প্রচারের নতিবিশেষ। [নতি দেখ।]

দৃঙ্মণ্ডল (ক্লী) দৃশঃ তৎপ্রচারস্য মণ্ডলমিব। গোলবন্ধান্তর্গত বলয়াকার মণ্ডলভেদ।

"ঊর্দ্ধাধঃস্বস্তিককীলযুগ্মে প্রোতং শ্লথং দৃগ্বলয়ং তদন্তঃ।
কৃত্বা পরিভ্রাম্য চ তত্র তত্র নেয়ং গ্রহো গচ্ছতি যত্র যত্র॥
জ্ঞেয়ং তদেবাখিলখেচরাণাং পৃথক্ পৃথগ্বা রচয়েৎ তথাষ্টৌ।
দৃঙ্মণ্ডলং দ্বিত্রিভলগ্নকস্য দৃক্ক্ষেপবৃত্তাখ্যমিদং বদন্তি॥"
(সিদ্ধান্তশি°)

দৃঢ় (ত্রি) দৃন্‌হ-ক্ত নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ স্থূল। ২ অশিথিল, প্রগাঢ়। ৩ বলবান্। ৪ কঠিন। (ক্লী) ৫ লৌহ। ভাবে-ক্ত। ৬ অতিশয়। (পুং) ৭ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৮ ত্রয়োদশ মনু রুচির পুত্রভেদ। (হরিবং ৭ অ°) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) ১০ সপ্তবিধ রূপকের মধ্যে একপ্রকার।

"দৃঢ়ঃ প্রোঢ়োঽথ খচরো বিতথশ্চতুরক্রমঃ।
নিঃসারকঃ প্রতিতালঃ কথিতাঃ সপ্তরূপকাঃ॥"

ইহার লক্ষণ—

"দৃঢ়াখ্যঃ স্যাদ্যুগন্বং তালেঽত্র হংসলীলকে।
চতুর্দ্দশাক্ষরৈর্যুক্তঃ শৃঙ্গারে পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

১১ লীলাবত্যুক্ত কুট্টকগণিতভেদ।

দৃঢ়কণ্টক (পুং) দৃঢ়ঃ কণ্টকো যস্য। ১ ক্ষুদ্রফলক বৃক্ষ, ধলা আঁকড়া। ২ ক্ষুদ্র কণ্টকযুক্ত বৃক্ষভেদ।

দৃঢ়কাণ্ড (পুং) দৃঢ়ং কাণ্ডং যস্য। ১ বংশবৃক্ষ। ২ দীর্ঘ-রোহিষক। (স্ত্রী) ৩ পাতালগরুড়ীলতা।

দৃঢ়কারিন্ (ত্রি) দৃঢ়-কৃ-ণিনি। প্রারব্ধসম্পাদয়িতা, কর্ত্তব্য বিষয়ে স্থির দৃঢ়নিশ্চয়।

"দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রোদমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথা ব্রতঃ॥" (মনু ৪।২৪৬)

দৃঢ়ক্ষত্র (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়ক্ষুরা (স্ত্রী) দৃঢ়ং ক্ষুরমিব অগ্রং যস্যাঃ। বল্বজাতৃণ। (রাজনি°)

দৃঢ়গাত্রিকা (স্ত্রী) দৃঢ়ং গাত্রং যস্যাঃ কপ্ টাপি অতইত্বং। মৎস্যণ্ডী। (শব্দচ°)

দৃঢ়গ্রন্থি (পুং) দৃঢ়ঃ গ্রন্থিঃ পর্ব্ব যস্য। ১ বংশ। (ত্রি) ২ দৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত মাত্র।

দৃঢ়গ্রাহিন্ (ত্রি) দৃঢ়-গ্রহ-ণিনি। দৃঢ়রূপে গ্রহণকারী, নিশ্চয় করিব এইরূপ ভাবে যাহারা গ্রহণ করে।

"দৃঢ়গ্রাহী করোমীতি জপ্যং জপতি জাপকঃ।
ন সম্পূর্ণো ন সংযুক্তো নিরয়ং সোঽধিগচ্ছতি॥"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব)

দৃঢ়চ্ছদ (পুং) দৃঢ়ঃ ছদো যস্য। দীর্ঘরোহিষক তৃণ। (রাজনি°)

দৃঢ়চ্যুত (পুং) পরপুরঞ্জয়নৃপাত্মজাতে জাত অগস্ত্য মুনির পুত্র, ইহার নাম ইধ্মবাহ। (ভাগবত ৪।২৮ অঃ)

দৃঢ়তরু (পুং) দৃঢ়ঃ তরুঃ কর্ম্মধা। ধববৃক্ষ। (রাজনি°)

দৃঢ়তা (স্ত্রী) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ়-তল্-টাপ্। দৃঢ়ত্ব, কাঠিন্য, স্থিরতা।

দৃঢ়তৃণ (পুং) দৃঢ়ং কঠিনং তৃণং যস্য। মুঞ্জতৃণ।

দৃঢ়তৃণা (স্ত্রী) দৃঢ়ং তৃণং যস্যাঃ। বল্বজা তৃণ।

দৃঢ়ত্ব (ক্লী) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ় ভাবে-ত্ব। দৃঢ়তা।

দৃঢ়ত্বচ্ (পুং) দৃঢ়া ত্বক্ যস্য। বাবনাল শর।

দৃঢ়দংশক (পুং) দৃঢ়ং যথা তথা দংশতীতি দংশ-ণ্বুল্। জলজন্তু বিশেষ, হাঙ্গর।

দৃঢ়দস্যু (পুং) দৃঢ়চ্যুতের পুত্র একজন ঋষি।

দৃঢ়ধন (পুং) দৃঢ়ং ধনং নিশ্চয়রূপসম্পত্তির্যস্য। শাক্যমুনি।

দৃঢ়ধনুস্ (পুং) শাক্যমুনির এক পূর্ব্বপুরুষ।

দৃঢ়ধন্বন্ (পুং) দৃঢ়ং ধনুর্যস্য, অনঙ্ সমাসান্ত। ১ দৃঢ় ধনুক। "রাজানং দৃঢ়ধন্বানং দিলীপং সত্যবাদিনং।" (ভারত ৮।১৩১ অঃ) ২ পৌরব নৃপভেদ। (ভারত ১।১৮৭ অ°)

দৃঢ়ধন্বিন্ (ত্রি) দৃঢ় ধনুর্যুক্ত।

দৃঢ়ধুর্ (ত্রি) দৃঢ় ধুরাযুক্ত।

দৃঢ়নাভ (পুং) মায়া-অস্ত্র এড়াইবার মন্ত্রভেদ।

দৃঢ়নিশ্চয় (পুং) দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুং অশক্যতয়া স্থিরঃ নিশ্চয়ো অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি নিশ্চয়ো যস্য। স্থিরপ্রজ্ঞ, সংসার হইতে উপরত আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অধ্যবসায়যুক্ত বিশ্বাস।

দৃঢ়নীর (পুং) দৃঢ়ং কালেন দৃঢ়তাং প্রাপ্তং নীরং যস্য। নারিকেল, ইহার জল ক্রমে ক্রমে শস্যরূপে পরিণত হয়।

দৃঢ়নেত্র (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

দৃঢ়নেমি (পুং) ১ অজমীঢ় বংশীয় সত্যধৃতি নৃপ-পুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অ°) দৃঢ়ানেমির্যস্য। ২ দৃঢ়নেমিক রথ, কঠিন নেমিযুক্ত রথ।

দৃঢ়পত্র (পুং) দৃঢ়ং পত্রং যস্য। বংশ।

দৃঢ়পত্রী (স্ত্রী) দৃঢ়পত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বল্বজাতৃণ।

দৃঢ়পাদ (ত্রি) দৃঢ়ঃ পাদঃ পদনং জ্ঞানং যস্য। ১ দৃঢ়নিশ্চয়। ২ বেধস্। "বহুত্বাদ্দৃঢ়পাদশ্চ বিশ্বাত্মা জগতাং পতিঃ।" (হরিবংশ)

দৃঢ়পাদা (স্ত্রী) দৃঢ়ঃ পাদো মূলং যস্যাঃ, সমাসান্ত বিধেরনিত্যত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ। যবতিক্তা।

দৃঢ়পাদী (স্ত্রী) দৃঢ়পাদ-ঙীষ্। ভূম্যামলকী।

দৃঢ়প্ররোহ (পুং) দৃঢ়ঃ প্ররোহঃ অঙ্কুরো যস্য। বটবৃক্ষ।

দৃঢ়ফল (পুং) দৃঢ়ানি ফলানি যস্য। নারিকেল।

দৃঢ়বন্ধিনী (স্ত্রী) দৃঢ়ং যথা তথা বধ্নাতীতি বন্ধ-ণিনি-ঙীপ্। ১ শ্যামালতা। (ত্রি) ২ অশিথিলবন্ধকারক।

দৃঢ়ভূমি (পুং) দৃঢ়া ভূমিরবস্থা যস্য। মনের স্থৈর্য্যকরণের জন্য অভ্যাস ভেদ, ইহার বিষয় পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" (পাত° ১।১৩)

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" (পাত° ১।১৪)

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যাহাতে রাজস ও তামস বৃত্তির উদয় না হয়, এইরূপ যত্ন বিশেষকে অভ্যাস কহে। বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বারবার একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্ব সাধক যমনিয়মাদি সাত প্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করাই অভ্যাস। ফল কথা এই, যেরূপ যত্ন দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, সেইরূপ যত্ন ও তদ্রূপ অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। যম নিয়মাদি দ্বারা পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে যে অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে পারিবে। এবংবিধ অভ্যাসকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা শ্রদ্ধা সহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়। এইরূপ হইলে তাহাকে দৃঢ়ভূমি কহে। বস্তুতঃ উক্তবিধ অভ্যাস দুই পাঁচ দিনে হয় না, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, উৎসাহের সহিত সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ় হইবে, তখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধীন হইবে। চিত্তের কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না। তখন চিত্ত একতান হইবে, এইরূপ হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। চিত্তের দৃঢ়ভূমি অবস্থা হইলে তখন বৈরাগ্য নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে।

দৃঢ়মুষ্টি (পুং) দৃঢ়া মুষ্টির্ধারণায় যস্য। ১ খড়্গাদি। দৃঢ়া দানাভাবাৎ কঠিনা মুষ্টির্যস্য। (ত্রি) ২ কৃপণ। ৩ দৃঢ়মুষ্টিধারক। "নিগৃহীতঃ কঙ্করায়াং শিশুনা দৃঢ়মুষ্টিনা।" (হরিবংশ ২০।১৭)

দৃঢ়মূল (পুং) দৃঢ়ং মূলং যস্য। ১ মুঞ্জতৃণ। ২ মন্থানক তৃণ। ৩ নারিকেল।

দৃঢ়রঙ্গা (স্ত্রী) দৃঢ়ঃ স্থিরঃ রঙ্গো রাগো যস্যাঃ। স্ফটী, ফট্‌কিরি।

দৃঢ়রথ (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অ°) ইহার পাঠান্তর দৃঢ়রথাশ্রয় এইরূপ দেখা যায়। (ভারত ১।১১৭।১১) ২ কক্ষেয়ু বংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩১৩ অ°)

দৃঢ়রুচি (স্ত্রী) দৃঢ়া রুচির্যস্য। ১ স্থির রাগযুক্ত। ২ কুশদ্বীপপতি হিরণ্যরেতা প্রৈয়ব্রতের এক পুত্র।

দৃঢ়লতা (স্ত্রী) দৃঢ়া কঠিনা লতা। পাতালগরুড়ীলতা। (রাজনি°)

দৃঢ়লোমন্ (পুং) দৃঢ়ানি লোমানি যস্য। ১ শূকর। স্ত্রিয়াং টাপ্ ঙীষ্ বা। দৃঢ়লোমা বা দৃঢ়লোম্নী এইরূপ পদ হইবে। (ত্রি) ২ কঠিন লোমযুক্ত।

দৃঢ়বজ্র (পুং) একজন অসুররাজ।

দৃঢ়বর্ম্মন্ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।১১৭।৮) দৃঢ়ং বর্ম্ম যস্য। দুর্ভেদসন্নাহযুক্ত, যাহার বর্ম্ম অতিশয় কঠিন।

দৃঢ়বল, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার। বাচস্পতি ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দৃঢ়বল্কল (পুং) দৃঢ়ং বল্কলমস্য। ১ পূগবৃক্ষ। ২ লকুচ। (ত্রি) ৩ দৃঢ় বল্কলযুক্ত, যাহার বল্কল অতিশয় কঠিন।

দৃঢ়বল্কা (স্ত্রী) দৃঢ়ং বল্কং যস্যাঃ। অম্বষ্ঠা। (রাজনি°)

দৃঢ়বীজ (পুং) দৃঢ়ং বীজং যস্য। ১ চক্রমর্দ্দ। ২ বদর। ৩ বর্ব্বূর। (ত্রি) ৪ কঠিন বীজযুক্ত। (ক্লী) দৃঢ়ং বীজং। দৃঢ় এরূপ বীজ।

দৃঢ়বৃক্ষ (পুং) নারিকেল।

দৃঢ়বেধন (ক্লী) দৃঢ়রূপে বিদ্ধকরণ।

দৃঢ়ব্য (পুং) ঋষিভেদ।

"দৃঢ়ব্যশ্চোর্দ্ধবাহশ্চ তৃণসোমাঙ্গিরাস্তথা।" (ভারত অনু ১৫ অঃ)

দৃঢ়ব্রত (ত্রি) দৃঢ়ং প্রতিপক্ষৈশ্চালয়িতুং ব্রতং যস্য। স্থির সঙ্কল্পযুক্ত, দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী, অবলম্বিত কার্য্যসাধনে যাহার দৃঢ়তর যত্ন আছে।

"এবং দৃঢ়ব্রতো নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।" (মনু)

দৃঢ়শক্তিক (ত্রি) দৃঢ়া শক্তির্যস্য ততো কপ্। মহাশক্তিযুক্ত।

দৃঢ়সন্ধ (ত্রি) দৃঢ়া সন্ধা যস্য। ১ স্থির সন্ধান। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৮)

দৃঢ়সন্ধি (ত্রি) দৃঢ়ঃ স্থূলঃ সন্ধির্যস্য। নিশ্ছিদ্র। পর্য্যায়—সংহত, দৃঢ়রূপে মিলিত।

দৃঢ়সূত্রিকা (স্ত্রী) দৃঢ়ং সূত্রং যস্যাঃ কপ্ অত ইত্বং। মূর্ব্বালতা।

দৃঢ়সেন (পুং) কলিযুগের জনমেজয় বংশীয় নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২২।৪৭)

দৃঢ়স্কন্ধ (পুং) দৃঢ়ঃ স্কন্ধো যস্য। ১ ক্ষীরিকা বৃক্ষ। (ত্রি) ২ দৃঢ় স্কন্ধবিশিষ্ট।

দৃঢ়স্যু (পুং) লোপামুদ্রার গর্ভজাত অগস্ত্য ঋষির পুত্র, ইনি ইধ্মবাহ নামে প্রসিদ্ধ।

দৃঢ়হনু (পুং) অজমীঢ় বংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৫।২১।১৭)

দৃঢ়হস্ত (পুং) দৃঢ়ঃ হস্তঃ হস্তব্যাপারোযস্য। ১ খড়্গাদি ধারণ বিষয়ে দৃঢ়হস্তযুক্ত যোদ্ধৃপুরুষ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়াঙ্গ (ত্রি) দৃঢ়ং অঙ্গং যস্য। ১ কঠিনাঙ্গযুক্ত, যাহার অবয়ব অতিশয় কঠিন। (ক্লী) ২ হীরক।

দৃঢ়াদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ,—দৃঢ়, বৃঢ়, পরিবৃঢ়, ভৃশ, কৃশ, বক্র, শুক্র, চুক্র, আম্র, কৃষ্ট, লবণ, তাম্র, শীত, উষ্ণ, জড়, বধির, পণ্ডিত, মধুর, মূর্খ, মূক, জবন এই সকল শব্দ দৃঢ়াদিগণ। "বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ।" (পাণিনি) ভাবার্থে দৃঢ়াদির উত্তর ষ্যঞ্ ও ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়।

দৃঢ়ায়ু (পুং) তৃতীয় মনু সাবর্ণির পুত্র বিশেষ। (হরিব° ৭ অঃ) ২ উর্ব্বশী-গর্ভজাত ঐল নৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৭৪ অঃ)।

দৃঢ়ায়ুধ (পুং) দৃঢ়ং আয়ুধো তদ্ব্যাপারো যস্য। যোদ্ধা, যুদ্ধতৎপর ব্যক্তি।

"দৃঢ়ায়ুধৌ ক্রথপাণ্ডৌ যুদ্ধে চ কৃতনিশ্চয়ৌ।" (ভারত বনপর্ব্ব ৫১ অঃ)

২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়াশ্ব (পুং) ধুন্ধুমার নৃপপুত্রভেদ। (হরিব° ১২ অঃ)

দৃঢ়েয়ু (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ১৫০ অঃ)

দৃঢ়েষুধি (পুং) দৃঢ়ং ইষুধি র্যেন। ১ বদ্ধতূণক যোধ, যে যোদ্ধৃপুরুষের ইষুধি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ আছে। ২ রাজভেদ। (ভারত অনু° ১৫০ অঃ)

দৃত (ত্রি) দৃ-ক্ত। ১ আদরযুক্ত। দৃ বিদারে ক্ত বাহুলকাৎ হ্রস্বঃ। ২ বিদীর্ণ। "দৃতে দৃংহ মামিত্রস্য।" (শুক্লযজুঃ ৩৬।১৮) 'দৃতে দৃ বিদারে বিদীর্ণে জরাজর্জ্জরিতেঽপি শরীরে।' (বেদদীপ)

দৃতা (স্ত্রী) ম্রিয়তে ম্মেতি দৃ-কর্ম্মণি ক্ত টাপ্। জীরক।

দৃতি (পুং) দৃণাতীতি দৃ বিদারে ইতি তি হ্রস্বশ্চ (দৃণাতে হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪।১৮৩) চর্ম্মপুটক, চর্ম্মময় পাত্র।

"ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥" (মনু ২।৯৯)

চর্ম্মপাত্র বহুছিদ্রময় না হইলেও একটী ছিদ্রের দোষে যেমন জলপূর্ণ হইয়া মগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয় স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যেই পরম জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। ২ মৎস্য। ৩ গলকম্বল।

"সবৎসাং পীবরীং দত্বা দৃতিকণ্ঠামলঙ্কৃতাং।
বৈশ্বদেবমসংবাধং স্থানং শ্রেষ্ঠং প্রপদ্যতে॥" (ভারত ১৩।৭৯।১৮)

'দৃতিকণ্ঠাং প্রলম্বগলকম্বলাং।' (নীলকণ্ঠ) ৪ মেঘ। (নিঘণ্টু) ৫ মন্ত্রবিশেষধারক যজমান ভেদ। ৬ রোমশ চর্ম্ম।

দৃতিধারক (পুং) দৃতিশ্চর্ম্মপুটস্তদাকারং ধারয়তীতি ধারি-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) বৃক্ষবিশেষ, আকন্দপাতা। পর্য্যায়—আনন্দী, মূষিকারাতি, বামন। (শব্দচ°)

দৃতিবাতবতোরয়ন (ক্লী) যজ্ঞভেদ। "দৃতিবাতবতোরয়নমেকৈকেন পৃষ্ঠ্যস্তোমেন মাসং মাসং।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪। ২৪।১৬) 'দৃতিবাতবতোরয়নমিতি সত্রস্য সংজ্ঞা।' (কর্ক)

দৃতিহরি (পুং) দৃতিং চর্ম্মময় দ্রব্যং হরতীতি দৃতি-হৃ-ইন্। কুকুর। যে স্থলে পশু অর্থ হইবে না, সেই স্থলে ইন্ না

হইয়া অণু হইবে এবং পদ 'দৃতিহাস্র' এইরূপ হইবে, অর্থ- চর্ম্মহারক বুঝাইবে।

দৃত্য (ত্রি) দৃ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ১ আদরণীয়। (স্ত্রী) ভাবে ক্যপ্। ২ আদর। "আদৃত্যত্বেন বৃত্যোন" (ভট্টি)

দৃধ্র (স্ত্রী) গোদিগের নির্গমন-দ্বাররোধক। 'তে গব্যত মনসা দৃধ্রমূর্ব্বং।' (ঋক্ ৪।১।১৫ ভাষ্যে সায়ণ)

দৃন্ (অব্য) ১ হিংসা। ২ দূরার্থ। (শব্দার্থচি°)

দৃন্ফু (স্ত্রী) দৃন্ক ফু নিপাতনাৎ ন নলোপঃ। ১ সর্পজাতি। ২ বজ্র।

দৃন্ভূ (স্ত্রী) দৃন্ফতীতি দৃন্ক নিপাতনাৎ কূপ্রত্যয়েন সাধু। (অপূ দৃন্ভূ জম্বূ কম্বূ কফেলু কর্কন্ধূ দিধিষূ। উণ্ ১।৯৫) ১ সর্প। ২ চক্র। (পুং) ৩ বজ্র। ৪ সূর্য্য। ৫ রাজা, নৃপ। ৬ অন্তক। কোন কোন স্থলে দৃন্ভুর পাঠান্তর দৃন্ফু দেখা যায়।

দৃপ্ত (ত্রি) দৃপ-গর্ব্বে হর্ষে চ বর্ত্তমানে ক্ত। গর্ব্বান্বিত। গর্ব্বিত।

"যদাশ্রৌষং কালকেয়াস্ততস্তে
পৌলোমানো বরদানাচ্চ দৃপ্তাঃ।
দেবৈরজেয়া নির্জ্জিতাশ্চার্জ্জুনেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥" (ভারত ১।১।১৬২)

দৃপ্র (ত্রি) দৃপতি বাধতে ইতি দৃপ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দৃপ্ত বলযুক্ত।

দৃব্ধ (ত্রি) দৃভ গ্রন্থনে কর্ম্মণি ক্ত। ১ গ্রথিত। দৃভ-ভয়ে কর্ত্তরি ক্ত। ২ ভীত। ভাবে ক্ত। (স্ত্রী) ৩ গ্রন্থন। ৪ ভয়।

দৃভীক (পুং) দৃভ বাহুলকাৎ ঈকন্। অসুরভেদ। "অথর্ব্বো যো দৃভীকং।" (ঋক্ ২।১৪।৩) 'দৃভীকো নামাসুরঃ।' (সায়ণ)

দৃমিচণ্ডেশ্বর (স্ত্রী) মৎস্যপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গ ভেদ।

দৃবন্ (ত্রি) দৃ-বিদারে কনিপ্ বাহুলকাৎ বেদে হ্রস্বঃ। বিদারক। "দৃবাসি কজাসি।" (শুক্লযজুঃ ১০।৮) 'ত্বং দৃবাসি দৃ বিদারণে দৃণাতি শত্রূন্ বিদারয়তি দৃবা।' (ভাষ্য)

দৃশ্ (ত্রি) পশ্যত্যনেন ইতি দৃশ-করণে কিপ্। ১ চক্ষু, নেত্র, যাহার দ্বারা দেখা যায়।

"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ ॥" (সাহিত্যদ°)

ভাবে কিপ্। ২ দর্শন। ৩ বুদ্ধি। (ত্রি) পশ্যতীতি দৃশ কর্ত্তরি কিন্। ৪ বীক্ষক। তত্তৎ পদার্থ-দর্শক।

"বায়ুজ্যোতিষা ভিন্দন্ রাত্রিং নীহারশূন্য সূর্য্যদৃক্।" (যাজ্ঞ°)

৫ দ্রষ্টা পুরুষ।

"দৃক্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।" (পাতঃ° সূত্র)

'দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ' (ভাষ্য) ৬ দ্বি সংখ্যা।

দৃশতি (স্ত্রী) দৃশ বাহুলকাৎ ভাবে অতিচ্। দর্শন।

"সূয়ো ন যস্য দৃশতিররেপাঃ।" (ঋক্ ৬।৩।৩)

'দৃশতির্দর্শনং।' (সায়ণ)

দৃশদ্ (স্ত্রী) দৃষদ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শিলা, পাষাণ- নিষ্পেষণ শিলাপট্ট। "তথা দৃশৎপুত্রক।" (গোভিল)

'দৃশৎ পেষণাধারশিলাপুত্রং পেষণকরণরূপপ্রস্তরঃ।'

(সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন)

দৃশদ্বতী (স্ত্রী) দৃষদ্বতী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ব্রহ্মাবর্ত্ত সীমাস্থ নদীভেদ। এই নদী কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত, যাহারা দৃশদ্বতী নদীতীরে অবস্থান করেন তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থান অতি মনোরম। [দৃষদ্বতী দেখ।]

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥"(ভারত ৩।৮৩।৪)

২ কাত্যায়নী।

দৃশা (স্ত্রী) দৃশ হলন্তত্বাৎ বা টাপ্। চক্ষু, নেত্র।

দৃশাকাঙ্ক্ষ্য (স্ত্রী) দৃশা দৃশয়া বা আকাঙ্ক্ষ্যং অভিলষণীয়ং। পদ্ম।

দৃশান (পুং) দৃশ-আনচ্ কিচ্চ। ১ লোকপাল। ২ বিরোচন। ৩ আচার্য্য। ৪ ব্রাহ্মণ। ৫ উপাধ্যায়। (স্ত্রী) ৬ জ্যোতিঃ। (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-কর্ম্মণি আনচ্। ৭ দৃশ্যমান।

"দৃশানো রুক্ম উর্বিয়া।" (ঋক্ ১০।৪৫।৮)

দৃশি (স্ত্রী) দৃশ্যতে অনয়া দৃশ-ইন্ স চ-কিৎ। ১ চক্ষু। ২ চেতন পুরুষ। "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।"

(পাতঃ° সূ° ২।২০)

পুরুষের নাম দ্রষ্টা, বস্তুতঃ যাহাকে দ্রষ্টা বলা হয়, তিনি দ্রষ্টা নহেন, কেননা তিনি চিদ্রূপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণমনস্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার। নির্ব্বিকার স্বভাব আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরক্ত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন, তখনই তাহাকে উপচারক্রমে দ্রষ্টা কহে। বুদ্ধির বা অন্তঃ- করণের পরিণাম বা বিষয়াকারতা না থাকিলে তাহার কিছু মাত্র দ্রষ্টৃত্ব থাকে না।

তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাহার দেখা। অন্য কোনরূপ দেখা তাহার নাই।

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যং।"

(পাতঃ° সূ° ২।২৫)

দৃক্ এবং দৃশ্যের সংযোগের কারণ অবিদ্যা, এই অবিদ্যা যদি যোগাভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা চিত্তনিরোধ দ্বারা বিদূরিত

হয়, তাহা হইলে সে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাব থাকে না। পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল হন। জড় সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়ায় তিনি তখন স্বীয় চিদ্‌ঘন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

দৃশী (স্ত্রী) দৃশি বাহুলকাৎ ঙীষ্। [দৃশি দেখ।]

দৃশাক (ত্রি) দৃশ কর্ম্মণি ঈকক্। দর্শনীয়। "ত্তোমং জনায় দৃশীকং।" (ঋক্ ১।২৭।১০) 'দৃশীকং দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

দৃশেন্য (ত্রি) দৃশ-কর্ম্মণি কেন্যন্। দর্শনীয়। "দৃশেন্যো মহিনা সমিদ্ধঃ।" (ঋক্ ১০।৮৮।৭) 'দৃশেন্যঃ দর্শনীয়ঃ' (সায়ণ)

দৃশোপম (ক্লী) দৃশায়া উপমা যত্র। শ্বেতপদ্ম। (শব্দমালা)

দৃশ্য (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ১ দর্শনীয়। ২ মনোরম। ৩ দ্রষ্টব্য। ৪ জ্ঞেয়মাত্র, প্রকাশ্য।

"দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।" (পাত° সূ° ২।১৭)

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগই হেয় হেতু অর্থাৎ দুঃখের প্রতিকারণ। দ্রষ্টা, আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ এই দুইয়ের সংযোগ থাকিলেই দুঃখ উপস্থিত হয়, কেবল দুঃখ নহে, সুখ, দুঃখ ও মোহ এ সমস্তই অন্তঃকরণের বিকার। বুদ্ধি দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবা মাত্র তাহা চিৎশক্তি দ্বারা প্রোজ্জ্বল হয়। সুতরাং পরিণাম স্বভাব বুদ্ধিসত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটী দৃশ্য এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা।

দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই দুয়ের যে সংযোগ আছে অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, ইহাই সংসারী জীবের দুঃখ সমূহের মূল। "প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং।" (পাত° ২।১৮) প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, তদুভয়ের প্রতিরোধক অচল স্বভাব তম, এতৎ ত্রিয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয় ইহারা দৃশ্য। পুরুষ ভিন্ন পরিদৃশ্য জগতে যাহা কিছু নয়ন গোচর হয়, সকলই দৃশ্য; ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূত ভৌতিক সে সকলই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের নিমিত্ত কারণ। এই দৃশ্য অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

দৃশ্যকাব্য (ক্লী) কাব্যবিশেষ, যে কাব্য রঙ্গালয়ে নটগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে।

"দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতং।
দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তদ্রূপারোপাত্তু রূপকং॥"

(সাহিত্যদ° ৬।২৭২)

কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্য, যাহা অভিনীত হয়, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে। ইহাকে সাধারণ লোকে নাটক কহে, কিন্তু সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের মতানুসারে নাটক দৃশ্যকাব্যের এক প্রকার মাত্র।

রঙ্গালয়ে নটগণ যে যে পুস্তক অভিনয় করে, সকলই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে অন্তর্ভূত। যে নাট্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা ভরত মুনি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। এইরূপ কথিত আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে শিক্ষা দেন। ক্রমে উহা প্রচলিত হইয়াছে। দৃশ্যকাব্য দুই ভাগে বিভক্ত রূপক ও উপরূপক, ইহার মধ্যে রূপক দশ এবং উপরূপক অষ্টাদশ প্রকার। রূপক—

"নাটকমথপ্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥"

উপরূপক—

"নাটিকাত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্য কাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥"

(সাহিত্যদ° ৬।২৭৫-৭৭)

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন এই দশবিধ রূপক। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা এই অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক।

দৃশ্যকাব্যের মধ্যে নাটক সর্ব্ব প্রধান। ইহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত এবং কিয়দংশ কবির মনঃকল্পিত হইবে। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা হইবে। শৃঙ্গার বা বীররস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, অনর্ঘরাঘব প্রভৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত। প্রকরণের লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কেবল ইহার গল্পে সমাজের প্রকৃতি ও প্রেম-বিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধপ্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণ প্রকরণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিকা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর

ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্তবণিক। মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। ভাণ ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার ভাষা বিশুদ্ধ হইবে, প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানাস্বরে ও নানা ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। লীলামধুর ও সারদাতিলক নামক গ্রন্থ ভাণশ্রেণীভুক্ত।

ব্যায়োগ ইহাও এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধবর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনীয় নহে, ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ হইবে। জামদগ্ন্যজয়, সৌগন্ধিকাহরণ, ধনঞ্জয়বিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যায়োগ মধ্যে পরিগণিত।

সমবকার তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহা আদ্যোপান্ত বীররসব্যঞ্জক এবং উষ্ণীক্ ও গায়ত্রী ছন্দে রচিত। অভিনয়কালে ইহাতে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম এবং নগরাদির ধ্বংস, ইহার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা থাকিবে। সমবকার গ্রন্থ অতিবিরল। ডিম—বীর ও ভয়ানক রস সংযুক্ত রূপক, ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। ঈহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা, প্রেম ও কৌতুক বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কুসুমশেখরবিজয় প্রভৃতি ঈহামৃগ। অঙ্ক—ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণ রসপ্রধান। কবি কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয় লইয়া ইহার গল্প রচনা করিবেন। শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ অঙ্ক লক্ষণাক্রান্ত। বীথ্য ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত, এবং এক অঙ্কে গ্রথিত। কিন্তু দশরূপকের মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিতে পারে। প্রহসন হাস্যরসপ্রধান রূপক, ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ করিতে হয়। সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচ জাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। হাস্যার্ণব, কৌতুকসর্ব্বস্ব এবং ধূর্ত্তসমাগম প্রভৃতি সংস্কৃত প্রহসন। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় একপ্রকার, শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। রত্নাবলী প্রভৃতি নাটিকা। ত্রোটক ৫।৭।৮ বা ৯ অঙ্কে সম্পূর্ণ, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার প্রধান বর্ণনীয়। বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ত্রোটক। গোষ্ঠী এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নাট্যপ্রদর্শক ব্যক্তি ৯।১০ জন পুরুষ, এবং ৫।৬টী স্ত্রী। রৈবতমদনিকা গোষ্ঠী লক্ষণাক্রান্ত। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় বর্ণিত থাকিবে। কর্পূরমঞ্জরী এই লক্ষণাক্রান্ত। নাট্যরাসক—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিতব্য বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয়কালে নৃত্য ও সঙ্গীত সহ সম্পন্ন করিতে হয়। নর্ম্মবতী ও বিলাসবতী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ নাট্যরাসক লক্ষণাক্রান্ত। প্রস্থানও নাট্যরাসকের সদৃশ, কিন্তু ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অতীব নীচ জাতীয়। ইহাও তান লয় স্বর সংযুক্ত নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ। উল্লাপ্য এক অঙ্কে গ্রথিত. প্রেম ও হাস্য ইহার প্রধান বর্ণনীয়। পৌরাণিক এবং নাট্যবিষয়ক কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীত গেয়। দেবীমহাদেব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। কাব্যপ্রেমবিষয়ক বর্ণনে এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও কবিতা থাকিবে। যাদবোদয় প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রেক্ষণ বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক নীচ জাতীয়। বালিবধ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রেক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাসক—হাস্যরস উদ্দীপক উপরূপক এবং ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত, ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি, নায়ক মূর্খ এবং নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবে। মেনকাহিত একখানি রাসক। সংলাপক ১।২।৩ বা ৪ অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, ইহার অধিকাংশেই যুদ্ধ বর্ণন। মায়াকাপালিক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। শ্রীগদিত—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়িকা লক্ষ্মী, এবং ইহাতে অধিকাংশ সঙ্গীত থাকে। ক্রীড়ারসাতল (সংস্কৃত) একখানি শ্রীগদিত। শিল্পক—চারি অঙ্ক যুক্ত, শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, নায়ক ব্রাহ্মণ, প্রতিনায়ক চণ্ডাল, ইন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করাই শিল্পকের উদ্দেশ্য। কনকাবতীমাধব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। বিলাসিকা এক অঙ্কে গ্রথিত, প্রেম এবং কৌতুক ইহার বর্ণনীয়। দুর্ম্মল্লিকা হাস্যরস প্রধান উপরূপক ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিন্দুমতী এই শ্রেণীভুক্ত। প্রকরণিকা নাটিকার ন্যায়। হল্লীশ—ইহাতে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। আজকাল ইহাকে 'অপেরা' বলা যাইতে পারে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, একজন পুরুষ এবং ৮।১০ জন স্ত্রীলোক দ্বারা ইহা অভিনীত হয়। কেলিরৈবতক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। ভাণিকা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহা হাস্য রসময়। কামদত্তা (সংস্কৃত) ভাণিকা লক্ষণাক্রান্ত।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহে এই সকল লক্ষণ সন্নিবিষ্ট

থাকিত। নাটক রচনায় তাহাদিগেরও বিশেষ নিয়ম ছিল, নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত, এবং স্ত্রীলোক-দিগের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক। এই সকল বিষয় সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে। উচ্চপদস্থ পণ্ডিতদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। এইরূপ স্ত্রীলোক-দিগের সম্বন্ধে সৌরসেনী এবং গাথা সম্পর্কে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রযুক্ত হইবে। রাজান্তঃপুরচারী জনগণের ভাষা মাগধী। রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্পর্কে অর্দ্ধ-মাগধী। বিদূষকের প্রাচ্য, ও ধূর্ত্তের অবন্তিকা। যোদ্ধা এবং নাগর প্রভৃতির পক্ষে দাক্ষিণাত্য ভাষা প্রয়োগ করা উচিত। শকার প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির পক্ষে শকারী, বাহ্লীকের বাহ্লীকী, দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী, আভীর দেশীয়ের আভারী, পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতিতে চাণ্ডালী রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য। কাষ্ঠ বা তৃণপর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে আভীরী বা চাণ্ডালী এবং অঙ্গারকারক নীচ ব্যবসায়িগণেরও ঐ ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিতবাক্ মূর্খদিগের পক্ষে পৈশাচী এবং উচ্চ পদান্তিষিক্ত চেট ও চেটীদিগের পক্ষে শৌরসেনী। বালক, উন্মত্ত,যণ্ড ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের শৌরসেনী এবং স্থল বিশেষে সংস্কৃত ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দরিদ্র ভিক্ষু প্রভৃতির প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। উত্তমা-শয় ব্যক্তি, কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা এই সকল ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শোভনীয়া। অন্যপ্রকার হইলেও তাহাতে দোষাবহ হয় না। স্ত্রী, সখী, বালক, ধূর্ত্ত, বেশ্যা, এবং অপ্সরাদিগের ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে। (সাহিত্যদ°)। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ দৃশ্যকাব্যের কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই। কেবল নাটকই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সর্ব্বাঙ্গীন দৃশ্যকাব্যের নাটক লক্ষণাক্রান্ত নহে। [এই সকল দৃশ্যকাব্যের বিশেষ বিবরণ নাটক এবং তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দৃশ্যাদৃশ্য (ত্রি) দৃশ্যঞ্চ অদৃশ্যঞ্চ দ্বন্দ্বস°। দৃশ্য ও অদৃশ্য।

"অষ্টাদশশতান্যস্য দৃশ্যাংশাঃ ষোড়শাংস্মৃতিঃ।
বিভক্তালক্ষ্যাঃ ক্ষেত্রাংশৈর্দৃশ্যাদৃশ্যাস্তথা বা॥" (সূর্য্যসি°)

দৃশ্যাদৃশ্যা (স্ত্রী) ১ কোন অংশে দৃশ্য চন্দ্র এবং কোন অংশে অদৃশ্যচন্দ্র, সিনীবালী, ইহাতে কোন অংশে চন্দ্র দেখা যায় না। ২ তদভিমানী দেবতাভেদ। ইনি অঙ্গিরার তৃতীয়া কন্যা।

"যাং কপর্দিসুতামাহুর্দৃশ্যাদৃশ্যেতি দেহিনঃ।
তনুত্বাৎ সা সিনীবালী তৃতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা॥" (ভারত ৩।২১৮অঃ)

দৃষদ্ (ত্রি) দৃশ-অদ্রিপ্। দর্শক।

"অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।" (রঘু ১সর্গ)

দৃষৎসার (স্ত্রী) দৃষদঃ পাষাণস্য সারইব সারো যস্য। লৌহ।

দৃষদ্ (স্ত্রী) দীর্য্যতে অনেনেতি দৃ-অদি-যুগ্ ষুকশ্চ (দৃণাতেঃ ষুগ্ ষুকশ্চ। উণ্ ১।১৩১) পাষাণ, শিলা, পেষণশিলা।

"তত্র ব্যক্তং দৃষদিচরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ।
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।" (মেঘদূত ৫৭)

দৃষদিমাষক (পুং) মাষঃ শুক্লমেব দীয়তে কর দৃষদি পেষণ, ব্যবহারে রাজ্ঞে দেয়ঃ মাষকঃ অলুক্ সমাসঃ। পেষণ ব্যব-হারে রাজদেয় মাষরূপ কর।

দৃষদ্বৎ (ত্রি) দৃষদঃ সন্ত্যস্মিন্ ভূম্না মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দৃষদ্যুক্ত, শিলাযুক্ত। (পুং) ২ নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৫ অঃ)

দৃষদ্বতী (স্ত্রী) দৃষদ্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদীভেদ, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী, এই দুই নদীর মধ্যস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ।

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

কুরুক্ষেত্রে এই নদী প্রবাহিত। ঋকসংহিতা হইতে এই নদী পুণ্যসলিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতে এই নদী মহাতীর্থরূপে গণ্য।

মুসলমান ইতিহাসে ইহা "ঘাঘর" নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম "রাক্ষি।" থানেশ্বরের ১৭ মাইল দক্ষিণে প্রস্তরময় গর্ভে এই নদী প্রবাহিত হইতেছে। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]
২ বিশ্বামিত্রের পত্নীভেদ। (হরিব° ২৭ অঃ)

দৃষ্ট (ত্রি) দৃশ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ দর্শনকর্ম্ম বিলোকিত।

"দৃষ্টদোষোঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।" (দেবীমা°)

২ জ্ঞাতমাত্র।

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং।"
(পাতঞ্জ দ° ১।১৫)

দৃষ্টবিষয় ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদিত বিষয় যুগপদ্ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইলে বশীকার সংজ্ঞা নামে বৈরাগ্য জন্মে। যাহা দেখা যায়, তাহার নাম দৃষ্ট। স্ত্রী, অন্ন, পান, উপলেপন প্রভৃতি বর্ত্তমান ভোগসাধন বস্তু সকলই দৃষ্ট। যাহা বিন্দুমাত্রও প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সকলই দৃষ্ট পদবাচ্য। ভাবে ক্ত। ৩ দর্শন। ৪ রাজাদিগের স্বরাষ্ট্রস্থিত চৌরাদির ভয়। ৫ পররাষ্ট্রস্থিত দায়বিলোপাদির ভয়। (স্ত্রী) ৬ সাক্ষাৎকার।

"দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং।" (সাংখ্যকারিকা)

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনপ্রকার—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন। তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের নাম দৃষ্ট প্রমাণ, এই প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। এই জন্য দৃষ্ট প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগের অব্যবহিত পরেই যে তৎসম্বন্ধ বস্তুর স্বরূপবোধকবৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ। [বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ।]

দৃষ্টকর্ম্মন্ (ত্রি) যাহা কার্য্য দৃষ্ট বা পরীক্ষিত হইয়াছে।

দৃষ্টকূট (ক্লী) প্রহেলিকা, হেঁয়ালির দৃষ্ট প্রশ্ন।

দৃষ্টত্ব (ক্লী) দৃষ্টস্য ভাবঃ দৃষ্ট ভাবে ত্ব। দৃষ্টের ভাব, দর্শনহেতু।

দৃষ্টদোষ (ত্রি) দৃষ্টো দোষঃ রাগলোভাদির্যস্য। জ্ঞাতরাগ-লোভদোষাদিযুক্ত ; যে ব্যক্তির রাগ লোভ প্রভৃতি দোষ সকল দেখা গিয়াছে, তাহাকে দৃষ্টদোষ কহে। এবংভূত-ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে পারা যায় না। মানিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

"ন দৃষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধার্ত্তা ন দূষিতাঃ।" (মনু ৭।৬৪)

দৃষ্টো দোষা মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা যত্র। ২ জ্ঞাত-মিথ্যা-জ্ঞান জন্য বাসনাযুক্ত বিষয়।

"দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টচেতসঃ।" (দেবীমা°)

দৃষ্টো জ্ঞাতো দোষো যেন। ৩ ছিদ্রাবলোকক রিপু, যে শত্রু দোষ দেখিয়াছে।

দৃষ্টনষ্ট (ত্রি) দৃষ্টঃ সন্ নষ্টঃ। দর্শন মাত্রেই নষ্ট, যাহা দেখি-লেই নষ্ট হইয়া যায়।"বিদ্যুৎপুঞ্জাবিবগণৌ দৃষ্টনষ্টৌ বভূবতুঃ।"

(কথাসরিৎসাগর ১।৬২)

দৃষ্টপৃষ্ঠ (ত্রি) দৃষ্টং প্রতিযোধৈঃ পৃষ্ঠং যস্য। পলায়মান, যুদ্ধ-কালে পলায়ন করিলে শত্রুগণ পৃষ্ঠ অবলোকন করে, এইজন্য দৃষ্টপৃষ্ঠ অর্থে পলায়ন।

দৃষ্টপ্রত্যয় (ত্রি) দৃষ্টেন দর্শনেন প্রত্যয়ঃ বিশ্বাসো যস্য। দর্শনের দ্বারা কৃত দৃঢ়নিশ্চয়।

দৃষ্টরজস্ (স্ত্রী) দৃষ্টং রজঃ আর্ত্তবং যয়া। ১ দৃষ্ট রজস্কানারী, যে নারীর রজঃ দৃষ্ট হইয়াছে। ২ তদুপলক্ষিতা প্রৌঢ়া স্ত্রী।

দৃষ্টবীর্য্য (ত্রি) দৃষ্টং বীর্য্যং যেন। দৃষ্ট বল, যাহার বল দেখা বা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

দৃষ্টসার (ত্রি) দৃষ্টঃ সারো যেন। দৃষ্ট বল।

"গজেন্দ্রো দৃষ্টসারেণ গজেন্দ্রেণৈব বধ্যতে॥" (কাম° নীতি° ৮।৩৭)

দৃষ্টাদৃষ্ট (ত্রি) ১ যাহা দেখিবার নয়, তাহা যে দেখিয়াছে। ২ দেখা ও অদেখা।

দৃষ্টান্ত (পুং) দৃষ্টঃ অন্তঃ নিশ্চয়ো যস্মিন্। ১ উদাহরণ, কোন বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য বা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন পরিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ।

"তুষ্টিযোগঃ পরেণাপি মহিমা ন মহাত্মনাং।
পূর্ণশ্চন্দ্রোদয়াকাঙ্ক্ষী দৃষ্টান্তোঽত্র মহার্ণবঃ॥"

(শিশুপালবধ ২।৩১)

২ শাস্ত্র। ৩ মরণ। ৪ অর্থালঙ্কারবিশেষ, ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনং॥" (সাহিত্যদ° ১০।৯৮)

সমান ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর প্রতিবিম্বনের নাম দৃষ্টান্ত ; যে স্থলে দুইটী বিষয় সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইবে এবং এই দুইটী বিষয়ের প্রতিবিম্বন প্রণিধানগম্য সাম্য হইবে অর্থাৎ দুইটী বিষয়ের সমতা প্রণিধান করিলেই বোধ হইবে, সেই স্থলে দৃষ্টান্তালঙ্কার হইবে। ইহা সাধর্ম্ম্যে এবং বৈধর্ম্ম্যে হইবে।

উদাহরণ

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাং।
অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥"

(সাহিত্যদ° ১০ প°)

সৎকবিদিগের বাণীর গুণ না জানিলেও অর্থাৎ অর্থাদি অবগত না হইলেও কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে, যেরূপ মালতী-পুষ্পের মালার গন্ধ পরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্রকে হরণ করে। এই স্থলে কর্ণে মধুধারা বমন ও নেত্রহরণ এই দুই-টার শব্দ ঠিক্ একরূপ নহে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেও এ দুইয়ের সাম্যতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবে। এইস্থলে দুইটী বিষয় একটী সৎকবিভণিতি ও দ্বিতীয় মালতীমালা। সৎকবিভণিতির স্থলে 'অবিদিতগুণা' গুণ অর্থাৎ অর্থাদি বোধ না হইলেও কর্ণে মধুধারাবর্ষণ, দ্বিতীয় মালতীমালা এই পদে 'অনধিগতপরিমলা' গন্ধপরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্র হরণ এই দুই বিষয়ের সমতা একরূপে না হইয়া প্রণিধান অর্থাৎ একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে এই দুইটী বিষয় এক তাহার সাদৃশ্যবোধ হইল, এইজন্য এইস্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইল। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বৈপরীত্যে এই অলঙ্কার হয়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সাধর্ম্ম্য দ্বারা হইল।

বৈধর্ম্ম্যের উদাহরণ

"ত্বয়ি দৃষ্টে কুরঙ্গাক্ষ্যাঃ স্রংসতে মদনব্যথা।
দৃষ্টানুদয়ভাজিন্দৌ গ্লানিঃ কুমুদসংহতেঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

তুমি দৃষ্ট হইলে কুরঙ্গাক্ষীর মদন ব্যথা দূর হয়। ইন্দু উদিত না হইলে কুমুদসংহতির গ্লানি দেখা যায়। এইস্থলে এই

দুইয়ের বৈপরীত্য ভাবে সমতা হওয়ায় দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। এই শ্লোকে কুরঙ্গাক্ষীর মদন ব্যথা নাশ এবং কুমুদসংহতির গ্লানি দর্শন, একের দুঃখ নাশ, অপরের দুঃখ দর্শন এই দুই পদের বৈপরীত্য ভাবে প্রণিধান দ্বারা সমতা হওয়ায় দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। দৃষ্টান্ত ও প্রতিবস্তূপমা প্রায় একরূপ, কেবল এইমাত্র পৃথক্, যে স্থলে একটী ক্রিয়ার পৃথক্ নির্দ্দেশ হইবে, সেই স্থলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইবে। [প্রতিবস্তূপমা দেখ।]

৫ গৌতমসূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পদার্থভেদ। "লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (গৌতমসূ°)। প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা যায়, সেই স্থলে দৃষ্টান্ত কহে। যথা এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালা। এ স্থলে যেমন রন্ধনশালা এই অংশটীকে দৃষ্টান্ত কহে।

দৃষ্টান্তিত (ত্রি) দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত।

দৃষ্টার্থ (ত্রি) দৃষ্টঃ অর্থো যেন। ১ যৎ কর্ত্তৃক অর্থ দৃষ্ট হইয়াছে, যিনি অর্থ অবলোকন করিয়াছেন।

"স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতিমান্ পুনঃ॥" (রামা° ৫।৫১।২৫)

২ যাহার অর্থ স্পষ্ট।

দৃষ্টি (স্ত্রী) দৃশ-ভাবে ক্তিন্। ১ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান। ২ জ্ঞান মাত্র। "বিদিত বন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যা তদ্রূপং" (সাংখ্যসূ°) ৩ প্রকাশ। পশ্যত্যনেন দৃশ-করণে ক্তিন্। ৪ চক্ষু।

"দৃষ্টা দৃষ্টি মধো দদাতি কুরুতে নালাপমাভাষিতা"
(সাহিত্যদ° ৩।৬৮)

দৃষ্টিকৃৎ (ত্রি) দৃষ্টিং করোতি কৃ-কিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ দর্শক। (ক্লী) ২ স্থলপদ্ম।

দৃষ্টিকৃত (ক্লী) দৃষ্টেদর্শনায় কৃতমিব অতীব শোভাকরত্বাৎ তথাত্বং। স্থলপদ্ম।

দৃষ্টিক্ষেপ (পুং) দৃষ্টেঃ ক্ষেপঃ। দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিগত (পুং) দৃষ্টিং গতঃ বিষয়তয়া প্রাপ্ত ২য়া তৎ। ১ নেত্রবিষয়। ২ নেত্রগত রোগ ভেদ।

দৃষ্টিগুণ (পুং) দৃষ্ট্যা গুণ্যতে অভ্যস্যতে যত্র গুণ অভ্যাসে অচ্ বা ঘঞ্। ১ বাণাদিলক্ষ্য। ২ নেত্রগুণ।

দৃষ্টিগুরু (পুং) শিব।

দৃষ্টিগোচর (পুং) দৃষ্টের্গোচরঃ। নেত্রগোচর। দৃষ্টিপথ মধ্যবর্ত্তী যাহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

দৃষ্টিনিপাত (পুং) দৃষ্টের্নিপাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্ষেপ, দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিপ (পুং) দৃষ্টিং পিবতি পা-ক। দেবগণভেদ।

"আভামুরা গন্ধপা দৃষ্টিপাশ্চ" (ভারত অনু° ১৮ অঃ)

দৃষ্টিপথ (পুং) দৃষ্টেঃ পন্থা। দৃষ্টির পথ, দর্শনপথ।

দৃষ্টিপাত (পুং) দৃষ্টেঃ পাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্ষেপ, দৃষ্টিনিপাত।

দৃষ্টিফল (ক্লী) গ্রহগণ রাশিতে অবস্থান করিয়া অন্যান্য রাশিকে অবলোকন করিলে শুভাশুভাদি যে ফল হয়, তাহাকে দৃষ্টিফল কহে। বৃহজ্জাতকে দৃষ্টিফলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

মেষ রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপাল, বুধ দৃষ্টে পণ্ডিত, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজ সদৃশ, শুক্রদৃষ্টে গুণবান্, শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তস্কর এবং রবিদৃষ্টে ভৃত্য হয়। বৃষ রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন, বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চৌর, গুরুদৃষ্টে মানবীয়, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনি দৃষ্টে ধনবান্ এবং রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভৃত্য হয়।

মিথুন রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, বুধ দৃষ্টে ক্ষিতিপতি, গুরুদৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে ভয়হীন, শনিদৃষ্টে তন্তুকর্ম্মকারী এবং রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয়া থাকে। কর্কট রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যোদ্ধা, বুধদৃষ্টে কবি, বৃহস্পতি দৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনিদৃষ্টে অস্ত্রজীবী ও রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয়া থাকে।

সিংহরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্যোতিষবেত্তা, গুরুদৃষ্টে ধনবান্, শুক্রদৃষ্টে নরশ্রেষ্ঠ, শনিদৃষ্টে ক্ষুরকর্ম্মকর, রবিদৃষ্টে নরপালক এবং মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাণিঘাতক হইবে।

বৃশ্চিক রাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুগল সন্তানোৎপাদক, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কুজাঙ্গ, শুক্রদৃষ্টে বস্ত্রের রাগকর্ত্তা, শনিদৃষ্টে অঙ্গহীন, রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন এবং মঙ্গল দৃষ্টে ভূপাল হয়।

ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্ঞাতিগণের অধীশ্বর, বৃহস্পতি দৃষ্টে ক্ষিতিনাথ, শুক্রদৃষ্টে জনগণের আশ্রয়স্থল এবং শনি রবি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দাম্ভিক ও শঠ হয়।

মকর রাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজাধিরাজ, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজা, শুক্র দৃষ্টে পণ্ডিত, শনিদৃষ্টে ধনবান্, সূর্য্যদৃষ্টে দরিদ্র এবং মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতি হইয়া থাকে।

কুম্ভরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপাল, গুরুদৃষ্টে রাজতুল্য এবং শুক্র, শনি, রবি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়।

মীনরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উপহাসবেত্তা,

বৃহস্পতি দৃষ্টে নরপাল, শুক্রদৃষ্টে পণ্ডিত এবং শনি, রবি ও মঙ্গল এই পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পাপাত্মা হইয়া থাকে।

মেষাদি দ্বাদশরাশির অর্দ্ধভাগ হোরা নামে বিখ্যাত। সেই হোরা রবি ও চন্দ্রগ্রহের হইয়া থাকে।

সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে হোরায় অবস্থিতি করিবেন, যদি চন্দ্রমা তৎকালে স্বীয় অধিষ্ঠিত মেষাদি দ্বাদশরাশির কোন একরাশিতে সূর্য্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠিত হোরাতে থাকিয়া ঐ সকল গ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভকর হইবে।

মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন এক রাশিতে রবির হোরা-ভাগে চন্দ্রমা থাকিয়া মেষাদি দ্বাদশ রাশির রবির হোরাভাগ-স্থিত রব্যাদি গ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় শুভকর হয় এবং মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন এক রাশিতে চন্দ্রের হোরা ভাগস্থিত সূর্য্যাদি গ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও শুভকর হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ রবির হোরাভাগস্থিত গ্রহ দৃষ্টে অশুভ এবং চন্দ্রের হোরাভাগস্থিত চন্দ্র সূর্য্যের হোরা ভাগস্থ গ্রহ দৃষ্টি অশুভকর হয়। অধিপতি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শুভ এবং পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মধ্য-ফল হইয়া থাকে। যদি রব্যাদি গ্রহগণ মিত্রভবন এবং স্বভবন গত হইয়া দৃষ্টি প্রদান করে, তাহা হইলে শুভ হয়। আর শত্রুভবন গত হইয়া দৃষ্টি করিলে অশুভ হয়।

গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে এই যে ফল উল্লিখিত হইল, এই ফলই লগ্নের ফল হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

যে রাশিতে রাহু থাকে, সেই রাশি হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত গণনায় পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং দ্বাদশ রাশিতে রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি; দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টমরাশিতে অর্দ্ধদৃষ্টি এবং যে রাশিতে রাহু থাকে, সেই রাশিতে আর একাদশ স্থানে রাহু ও কেতুর দৃষ্টি নাই। এই সকল দৃষ্টি ও গ্রহ বলাবল অনুসারে ফলাফল বিবেচিত হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব *)

দৃষ্টিবন্ধু (পুং) দৃষ্টের্নেত্রস্য বন্ধুরিব সাদৃশ্যাপাদনাৎ। খদ্যোত।

দৃষ্টিমৎ (ত্রি) দৃষ্টি বিদ্যতে অস্য দৃষ্টি-মতুপ্। দৃষ্টিযুক্ত, দর্শন-বিশিষ্ট। "অরেরপ্যেষ মেষেতি দৃষ্টং দৃষ্টিমতাং বরৈঃ।" (কামন্দক)

দৃষ্টিবাদ (পুং) জৈনদিগের পঞ্চাত্মক বাদসম্বলিত অঙ্গ ভেদ।

"দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গী স্যাদ্গণিপিটকাহ্বয়া।
পরিকর্ম্মসূত্রপূর্ব্বানুযোগপূর্ব্বগত চুলিকাঃ পঞ্চ।
স্যুদৃষ্টিবাদভেদাঃ পূর্ব্বাণি চতুর্দ্দশাপি পূর্ব্বগতে॥"
(হেমচন্দ্র ২।১৫৯-৬০)

জৈনদিগের ১২ খানি অঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ দৃষ্টিবাদ। ইহাতে ক্রিয়াবাদীদিগের মত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হই-য়াছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সকলকীর্ত্তিরচিত তত্ত্বার্থসারদীপকে লিখিত আছে—

"অন্তিমং দৃষ্টিবাদাঙ্গং ক্রিয়াবাদ্যাদিসূচকং।
চন্দ্রস্যায়ুর্বিভূত্যাদ্যা যস্যাং প্রোক্তা জিনাধিপৈঃ॥ ৯৫
চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তিসংজ্ঞা সা চন্দ্রগত্যাদিসূচিকা।
ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযুক্‌পঞ্চসহস্রপদসম্মিতা॥ ৯৬
লক্ষাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণীতি পদসংখ্যকা।
সূর্য্যস্যায়ুঃপরীবারচারক্ষেত্রাদিসম্পদাম্॥ ৯৭
সম্যগ্নিরূপিকা সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিরুচ্যতে বুধৈঃ।
পঞ্চবিংশৎসহস্রত্রিলক্ষসৎপদসম্মিতা॥ ৯৮
জম্বুদ্বীপকুলাদ্রীণাং ভোগভূমীতরাত্মনাং।
পৃথক্‌প্ররূপিকা জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তিরুচ্যতে॥ ৯৯
স্যাৎ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রদ্বিপঞ্চাশল্লক্ষসৎপদা।
অসংখ্যদ্বীপবার্দ্ধীনাং তির্য্যক্‌স্থিত্যাদিভূভৃতাম্॥ ১০০
সম্যক্‌প্ররূপিকা দ্বীপবার্দ্ধিপ্রজ্ঞপ্তিরুত্তমা।
লক্ষাশ্চতুরশীতিঃ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রসংযুতা॥ ১০১
ইতি সংখ্যাঙ্কিতা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিঃ প্রতিপাদিকা।
ষড়্‌দ্রব্যলক্ষণাদীনাং গুণপর্য্যায়ভাষৈঃ॥ ১০২
একা কোটী তথা লক্ষা একাশীতিঃ সহস্রকাঃ।
পঞ্চেতি পদসংখ্যাঢ্যং পঞ্চধা পরিকর্ম্ম চ॥ ১০৩
কর্ম্মণাং কর্ত্তৃভোক্তৃত্বাদয়ো যত্রোদিতা নৃণাং।
তৎসূত্রং স্যাৎপদং হ্যষ্টাশীতিলক্ষপদপ্রমং॥ ১০৪
স্যাৎ প্রথমানুযোগং পঞ্চ সহস্রপদপ্রমং।
সত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষস্বরূপদেশকম্॥ ১০৫

* "তৃতীয়ে দশমে চৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা।
অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীর্ত্তিতা॥
চতুর্থে চাষ্টমে চৈব পাদোনাপরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্পয়েৎ॥
তৃতীয় দশমাবার্কিঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ।
ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥
পাদৈকদৃষ্টির্দ্দশমতৃতীয়ে দ্বিপাদদৃষ্টির্নবপঞ্চকে তু।
ত্রিপাদদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে তু সম্পূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে স্যাৎ॥
সুতমদনবাস্ত্যে পূর্ণদৃষ্টিঃ স্বরারে যুগল দশমরাশৌ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদং।
সহজরিপু চতুর্থে চাষ্টমে চার্দ্ধদৃষ্টিঃ স্থিতিভবনমুপান্ত্যং নৈব দৃষ্টং হি রাহোঃ॥
ত্রিদশে সূর্য্যপুত্রস্য ত্রিকোণে চ বৃহস্পতৌ।
চতুরস্রে মহীজস্য পূর্ণদৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
স্বস্থানঞ্চ দ্বিতীয়ঞ্চ ষষ্ঠমেকাদশস্তথা।
দ্বাদশঞ্চ ন পশ্যন্তি সর্ব্বএব কিল গ্রহাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

আদ্যমুৎপাদপূর্ব্বং স্যাৎ কোট্যেকপদমানকম্।
জীবাদীনাং কিলোৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যাদিসূচকং ॥ ১০৬
অগ্রায়ণীয়পূর্ব্বং ষণ্ণবতিলক্ষসৎপদং।
অঙ্গানামগ্রভূতার্থপ্রধানার্থপ্ররূপকং ॥ ১০৭
বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্বং সপ্ততিলক্ষপদপ্রমং।
চক্রিকেবলিদেবেন্দ্রাদীনাং দৃগ্বীর্য্যদেশকং ॥ ১০৮
অস্তিনাস্তিপ্রবাদং স্যাৎ ষষ্টিলক্ষপদপ্রমং।
দ্রব্যপঞ্চাস্তিকায়াস্তিনাস্ত্যাদিনয়ভাবকং ॥ ১০৯
জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্বং চৈকোনকোটী পদপ্রমা।
পঞ্চজ্ঞানত্রিকাজ্ঞানোৎপত্ত্যাধারাদিদেশকম্ ॥ ১১০
সত্যপ্রবাদপূর্ব্বং ষড়গ্রকোটীপদপ্রমং।
বাগ্‌গুপ্তিসূনৃতাসত্যাদীনাং সূচকমঞ্জসা ॥ ১১১
আত্মপ্রবাদপূর্ব্বং ষড়্‌বিংশকোটীপদপ্রমং।
জীবানাং কর্মকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিনিরূপকম্ ॥ ১১২
এককোট্যধিকাশীতিলক্ষ সৎপদসম্মিতম্।
কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্বং স্যাৎ কর্ম্মণাং সূচকং নৃণাম্ ॥ ১১৩
বন্ধোদয়শমাদীনাং নির্জ্জরানুভবাত্মনাম্।
চতুর্ভিরধিকাশীতিলক্ষসংখ্যপদপ্রমং ॥ ১১৪
প্রত্যাখ্যানাহ্বয়ং পূর্ব্বং প্রত্যাখ্যানস্য ধীমতাং।
ব্রতানাং নিয়মাদিস্বরূপাণাং চ প্ররূপকম্ ॥ ১১৫
বিদ্যানুবাদমেকা কোটীদশলক্ষসৎপদং।
সর্ব্ববিদ্যা নিমিত্তাষ্টাঙ্গনিমিত্তসূচকং ॥ ১১৬
কল্যাণনামধেয়ং ষড়্‌বিংশকোটীপদপ্রমং।
সত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষকল্যাণদেশকম্ ॥ ১১৭
প্রাণাবায়ং ভবেৎকোটীনাং ত্রয়োদশসৎপদম্।
প্রাণায়ানচিকিৎসাদিপ্রতিপাদকমঙ্গিনাম্ ॥ ১১৮
ক্রিয়াবিশালপূর্ব্বং স্যান্নবকোটীপদপ্রমং।
ছন্দোলঙ্কারসৎকাব্যং কলাগুণাদিদেশকম্ ॥ ১১৯
দ্বিষট্‌কোট্যগ্রপঞ্চাশল্লক্ষসৎপদমানকম্।
স্যাল্লোকবিন্দুসারাখ্যং মোক্ষমার্গাদিসূচকম্ ॥ ১২০
পঞ্চাগ্রনবতিঃ কোট্যো লক্ষাঃ পঞ্চাশদেব হি।
পঞ্চেতি সর্ব্বপূর্ব্বাণাং পদসংখ্যাস্তি পিণ্ডিতা ॥ ১২১
দ্বে কোটী নব লক্ষাণি নবাশীতি সহস্রকাঃ।
দ্বে শতেত্রেতি চাপ্যোক্তপদসংখ্যাসমন্বিতা ॥ ১২২
আদ্যা জলগতাভিখ্যা চূলিকাস্তি নিরূপিকা।
জলেষু গমনস্তম্ভনাদি সন্ত্রাদিকাত্মনঃ ॥ ১২৩
এতাবৎ পদসংখ্যা চূলিকা স্থলগতাভিধা।
ধরাগমনসন্মন্ত্রতন্ত্রাদিপ্রতিপাদিকা ॥ ১২৪
তাবৎ পদপ্রমা মায়াগতাখ্যা চূলিকা স্মৃতা।
ইন্দ্রজালাদিহেতুনাং মন্ত্রযন্ত্রাদিসূচিকা ॥ ১২৫
পূর্ব্বোক্ত পদসংখ্যা চূলিকা রূপগতাহ্বয়া।
নানা ব্যাঘ্রেভরূপাদি কর্তৃবিদ্যাদিদেশিকা ॥ ১২৬
তৎপ্রমাণপদাঢ্যা চূলিকাকাশগতা মতা।
আকাশগমনাদীনাং মন্ত্রতন্ত্রাদিসূচিকা ॥ ১২৭
দশকোটাশ্চ লক্ষাণ্যেকোনপঞ্চাশদেব হি।
সহস্রাঃ ষট্‌চত্বারিংশৎপদসংখ্যেতি চূলিকা ॥ ১১৮
অষ্টোত্তরশতকোট্যোষ্টষষ্টিলক্ষসংখ্যকাঃ।
ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্রাণি পঞ্চেতি পদসম্মিতা ॥ ১২৯
সংখ্যা পিণ্ডীকৃতা প্রোক্তা শ্রীগণেশৈর্জ্জিনাগমে।
দৃষ্টিবাদাখ্য পূর্ব্বস্যান্তিমস্য পঞ্চধাত্মনঃ ॥" ১৩০

শেষ অঙ্গের নাম দৃষ্টিবাদ। ইহাতে ক্রিয়াবাদী ও অপরাপর বিষয় আছে। উহা ৫ ভাগে বিভক্ত—পরিকর্ম্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চূলিকা।

পরিকর্ম্মের মধ্যে—

১। চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে জিনাধিপ চন্দ্রের শক্তি, গতি, আয়ু, বিভূতি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পদসংখ্যা ৩৬০৫০০০।

২। সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে সূর্য্যের আয়ু, পরিবার, চার ও ক্ষেত্রাদি-সম্পদ্ বর্ণিত আছে। ইহার পদসংখ্যা ৫০৩০০০।

৩। জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে জম্বূদ্বীপের ভোগ, ভূমি ও কুলপর্ব্বতাদির বিষয় বর্ণিত আছে। ইহার পদসংখ্যা ৩২৫০০০।

৪। দ্বীপবার্ধিপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে অসংখ্য দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ৫২৩৬০০০।

৫। ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে ছয় প্রকার দ্রব্যের গুণপর্য্যায় ও লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৮৪৩৬০০০।

সর্ব্বশুদ্ধ পরিকর্ম্মের পদসংখ্যা ১৮১০৫০০০।

সূত্র—মানবের দ্বারা কর্ম্মের কর্তৃত্ব ও ভোগাদি যে সমস্ত হইয়া থাকে, সূত্রে সেই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পদসংখ্যা ৮৮০০০০০।

প্রথমানুযোগ—ইহাতে ৬৩ জন শলাকা-পুরুষের স্বরূপাদি নির্ণীত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৫০০০।

পূর্ব্বগতের মধ্যে—

১। উৎপাদপূর্ব্ব—ইহাতে জীবাদির উৎপত্তি, নাশ ও স্থিতির বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা ১০০০০০০০।

২। অগ্রায়ণীয়পূর্ব্ব—ইহাতে অঙ্গসমূহের মুখ্য বিষয়গুলি ও মুখ্য তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৯৬০০০০০।

৩। বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্ব—চক্রী, কেবলী ও দেবাদির শক্তি-জ্ঞান ও বীর্য্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদসংখ্যা ৭০০০০০০।

৪। অস্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব্ব—দ্রব্যের পঞ্চাস্তিকায়ের অস্তি-নাস্তি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৬০০০০০০।

৫। জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্ব—এই গ্রন্থে পঞ্চজ্ঞান ও ত্রিপ্রকার অজ্ঞান এবং যাহারা জ্ঞানাজ্ঞান ধারণ করে, তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ৯৯৯৯৯৯৯।

৬। সত্যপ্রবাদপূর্ব্ব—বাগ্‌গুপ্তি অর্থাৎ বাক্‌সংযম, সূনৃত ও সত্যাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১০০০০০০৬।

৭। আত্মপ্রবাদপূর্ব্ব—এই গ্রন্থে জীবগণের কর্ম্ম, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি নিরূপিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২৬০০০০০০০।

৮। কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্ব—ইহাতে মানবের কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১৮০০০০০০।

৯। প্রত্যাখ্যানপূর্ব্ব—ইহাতে জীবের প্রত্যাখ্যান, ব্রত-নিয়মাদি স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৮৪০০০০০।

১০। বিদ্যানুবাদপূর্ব্ব—ইহাতে সকল বিদ্যার নিমিত্তাদি অষ্টাঙ্গের বিষয় আছে। পদসংখ্যা ১১০০০০০০।

১১। কল্যাণপূর্ব্ব—ইহাতে ৬৩শলাকা-পুরুষের কল্যাণকর কর্ম্মসমূহের বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২৬০০০০০০০।

১২। প্রাণাবায়পূর্ব্ব—প্রাণাপান চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১৩০০০০০০০।

১৩। ক্রিয়াবিশালপূর্ব্ব—ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কার, সৎ কাব্য, কলা ও গুণাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ৯০০০০০০।

১৪। লোকবিন্দুসারপূর্ব্ব—ইহাতে মোক্ষমার্গাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১৩৫০০০০০০।

পূর্ব্ববাদের মোট পদসংখ্যা ৯৫৫০০০০০৫।

চূলিকার মধ্যে—

১। জলগতা—এই গ্রন্থে জলে গমন ও মন্ত্রাদিপ্রভাবে জলস্তম্ভনাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

২। স্থলগতা—ইহাতে স্থলভ্রমণ ও তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রতি-পাদিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

৩। মায়াগতা—ইহাতে ইন্দ্রজালাদি হেতু মন্ত্রবাদাদি লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

৪। রূপগতা—ইহাতে ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতির রূপধারণ করিবার বিদ্যা আছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

৫। আকাশগতা—আকাশ গমন সম্বন্ধে মন্ত্রতন্ত্রাদি বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

চূলিকার মোট পদসংখ্যা ১০৪৯৪৬০০।

গণধরগণের বিরচিত এই শেষ অঙ্গের মোট পদসংখ্যা ১০৮৬৮৫৬০০৫।

দৃষ্টিবিক্ষেপ (পুং) দৃষ্টিতলেকদেশস্থ বিক্ষেপঃ। ১ কটাক্ষ-দর্শন। দৃষ্টিবিক্ষেপঃ। ২ দৃষ্টিপাত। ৩ দর্শনান্তরায়।

দৃষ্টিবিভ্রম (পুং) দৃষ্টের্বিভ্রমঃ। নেত্রবিলাস ভেদ।

"বিবর্তিতভ্রূরিয়মত্র শিক্ষ্যতে ভয়াদকামাপি দৃষ্টিবিভ্রমং।"

(শকুন্তলা)

দৃষ্টিবিজ্ঞান (ক্লী) দৃষ্টের্বিজ্ঞানং। আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিদ্যা।

দৃষ্টিবিষ (পুং) দৃষ্টৌ বিষং যস্য। সর্পভেদ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ।

"দৃষ্টীবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈর্গুপ্তং ভোগিভিরদ্ভুতৈঃ" (ভারত ৩।২২ অঃ)

'দৃষ্টীবিষৈঃ' ইত্যত্র আর্ষোদীর্ঘঃ।

দৃষ্টিস্থান (ক্লী) দৃষ্টেঃ স্থানং। গ্রহদিগের অবলোকনস্থান। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—প্রশ্ন কিংবা জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইতে গণনায় তৃতীয় আর দশম স্থানে সেই গ্রহের একপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম আর নবম রাশিতে অর্দ্ধ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, এবং সপ্তম রাশিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হয়।

ইহাতে বিশেষ এই যে—তৃতীয় আর দশম স্থানে শনি গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি নাই। গ্রহগণের বলাবল এবং এই সকল দৃষ্টি অনুসারে ন্যূনাধিক বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করা যাইবে।

দৃষ্যা (স্ত্রী) দূষ্যা, হস্তীর গাত্রাবরণ।

দেআনৎ (আরবী) নিষ্ঠা, সাধুতা, নম্রতা।

দেআনদার (পারসী) ধার্ম্মিক, ন্যায়পর।

দেআল (পারসী) প্রাচীর।

দেআলতা (দেশজ) ১ অলক্তকভেদ। ২ সিন্দূর।

দেউটী (দেশজ) প্রদীপ।

দেউড়ী (দেশজ) প্রবেশদ্বার, ফটক।

দেউড়ীবাল (পারসী) দ্বারবান, দ্বাররক্ষক।

দেউড়ী বা বার-দেউড়ী, সাগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৩° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪´ পূঃ। সাগর হইতে ৪৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এক সময়ে এখানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বসবাস ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ হইল, ডাকাতেরা আগুন লাগাইয়া এখানকার গৃহাদি পুড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রায় ত্রিশহাজার লোকের মৃত্যু হয় ও বহুসংখ্যক লোক নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। সেই পর্য্যন্ত লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

দেউল (দেশজ) দেবালয়, মন্দির, মঠ।

দেউলগাঁও রাজা, বরারের বুলদানা জেলার অধীন একটী নগর। অক্ষা° ২০° উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° পূঃ। ইহার পূর্ব্বনাম দেবলবাড়ী। জাদোনবংশীয় রাজগণ এখানে কুঞ্জবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ নাম হয়। নগরের উত্তরে সারি সারি ছোট পাহাড় ও দক্ষিণে আমী নামে একটী ছোট নদী প্রবাহিত। এক সময় নগরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল; এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

নগর-নির্ম্মাতা জাদোনবংশের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। লখুজি জাদোনরাও উত্তর-ভারত হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। তাঁহার কন্যা জিজিয়ার সহিত শাহজীর বিবাহ হয়। এই জিজিয়ার গর্ভে মহাবীর শিবাজী জন্ম গ্রহণ করেন।

জাদোনবংশ বরাবর এখানকার আয় ভোগ করিতে-ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওর অধীনে এক দল আরব-সৈন্য আসিয়া এখানে আশ্রয় লয়, সেই অবধি জাদোনদিগের সম্পত্তি বৃটীশ গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। জাদোন-দিগের যত্নে বরারে যে সকল দেবস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই নগরস্থ বালাজীর মন্দির বিখ্যাত।

কার্ত্তিক মাসে বালাজীর মহোৎসব হয়, সে সময় দেবের উদ্দেশে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকার পূজা দেওয়া হয়। যাঁহারা দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এখানে কার্পাস ও রেশমের ব্যবসাই প্রধান।

দেউলঘাট, বরারের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৩১′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১০′ ৩০″ পূঃ। বেণগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে দেউলী নাম ছিল। এখানে অনেক হিন্দু দেবমন্দির ছিল, অরঙ্গজেব-প্রেরিত নাসির্-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত বিধ্বস্ত হয়।

দেউলাম্মি (দেশজ) গতবিভবতা, নিঃস্বতা।

দেউলিয়া (দেশজ) গতসর্ব্বস্ব, গতবিভব, নিঃস্ব।

দেউলী (দেশজ) দীপাবলি।

দেওকর্ণ, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সিপাহীবিদ্রোহ হয়, দেওকর্ণ সেই সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহারই চেষ্টা ও যত্নে মথুরার চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ৫ই অক্টোবর, আগ্রা হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া মথুরা আক্রমণে আগমন করেন। বিদ্রোহী সেনাপতি দেওকর্ণ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বন্দী হন। দেওকর্ণ বন্দী হইলে পর কর্ণেল কটনের সৈন্যদল মথুরার ভিতর দিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিতে দিতে কাসী পর্য্যন্ত গমন করে। ইহার পর আর মথুরায় কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

দেওকলি, রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর দেবগিরি। [দেবগিরি দেখ।]

দেওকালী, ত্রিহুত জেলার সীতামারীর রাস্তার উপর একটী গ্রাম। এখানে একটী বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ফাল্গুনমাসে এই শিবলিঙ্গের মাথায় জল দিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। সেই সময়ে এখানে একটী মেলা হয়।

দেওগড়, মেবার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মেবারের একজন প্রধান সামন্ত এখানে বাস করেন। ৮২ খানি গ্রাম তাঁহার অধীন। নগরের চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইহার মধ্যে প্রায় ৩০০০ ঘর ও প্রায় সাতহাজার লোকের বসবাস আছে। রাও উপাধিকারী সামন্তের প্রাসাদের চারিপার্শ্বে গড় আছে।

দেওগড়, মধ্যপ্রদেশস্থ ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পূর্ব্বকালে এখানে গোণ্ড রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এখন দেওগড়ে ৫০।৬০ ঘর মাত্র লোকের বসতি। কিন্তু গ্রামের সন্নিহিত জঙ্গলে বহুতর গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও কূপ দেখা যায়, সেগুলির জল এখন অব্যবহার্য্য। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে এবং গ্রাম-সন্নিহিত পর্ব্বতচূড়ায় একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

দেওগড় (দেবগড়), বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন রত্ন-গিরি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। দৈর্ঘ্যে ২৬ মাইল ও প্রস্থে গড়ে ৩২ মাইল। উপবিভাগের মধ্যে ১২১ খানি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা ১১২৯০৩। ঐ উপবিভাগের মধ্যে দেবগড় নগরটী সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটী সুন্দর বন্দর। এখানে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মরাঠা দস্যু অঙ্গিরা কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অঙ্গিরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ইম্লাক্ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খারেপত্তন হইতে মহকুমা উঠাইয়া এখানে আনা হয়।

দেওগাঁ, উঃ পঃ প্রদেশস্থ আজিমগড় জেলার একটী নগর। লোকসংখ্যা ১৯২৩৭৪। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

দেওঘর, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী মহকুমা ও মিউনিসিপালিটী আছে। আয় পাঁচ-হাজার টাকার উপর। বিখ্যাত তীর্থ বৈদ্যনাথ এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। [বৈদ্যনাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] দেশাবলী-বিবৃতিমতে, ইহার নাম 'দেবঘর', ইহা বীরভূম প্রদেশের অন্তর্গত।

দেওড়, (দেশজ) ১ বাজির আওয়াজ। ২ অগ্নি নিক্ষেপ।

দেওড়া, পঞ্জাবের বসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার অক্ষা° ৩১° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৪´ পূঃ। চারিদিকে বেষ্টিত ও মধ্যে নানা শস্যশ্যামলা উর্ব্বরক্ষেত্রযুক্ত। যেখানে যেখানে কৃষি আছে বা স্রোত চলিয়াছে, সেখানে লোকের বসবাস। এখানকার রাণা নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে সমুচ্চপ্রাসাদে বাস করেন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫৫০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

দেওদার, গুজরাটের অন্তর্গত একটী অর্দ্ধ স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য। এখানে অধিকাংশই রাজপুত ও কোলীজাতির বাস। পূর্ব্বে এখানে কেবল ডাকাতের আড্ডা ছিল। তাহাদের উৎপাতে নিকটস্থ জনপদ বড়ই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যত্নে এখান হইতে ডাকাতেরা পলায়ন করে। সেই অবধি এই রাজ্য বৃটীশ গবর্মেণ্টের রক্ষণাধীন আছে। কিন্তু বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজ্যের আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। দেওদার নগর অক্ষা° ২৪° ৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১° ৪৯´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

দেওমথল, একটী গ্রাম, পঞ্জাবের অন্তর্গত সুবাথূ হইতে সিমলা যাইবার পথে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চে গম্বর নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২´ পূঃ। এই স্থানের অবস্থান ও দৃশ্য অতি মনোরম।

ইহারই ১৫ মাইল দূরে দেওনথল নামে আর একটী বিখ্যাত গ্রাম আছে। এখানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারল্ অক্টর্লনির সহিত গুর্খাদিগের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরই গুর্খারা বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

দেওয়ান্, (আরবী দিবান্) ভারতবর্ষে বড় বড় রাজার মন্ত্রীর যে কার্য্য, ছোট রাজার বা জমিদারের দেওয়ানের কার্য্য তাহাই। পারস্যদেশে দেওয়ান বলিলে আদালত বুঝায়। যে গৃহে আগন্তুক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বসান যায়, তাহাকে দেওয়ানীআম বলে। কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র সংযুক্ত করিলে তাহাকেও দেওয়ান বলে।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে দেওয়ানী আদালত ছিল, তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই রকম মোকদ্দমাই হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি শাহ আলমের নিকট যে বাঙ্গালার দেওয়ানীর সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে দেওয়ানীর অর্থ করসংগ্রহ ও বিচারক্ষমতা।

দেওয়ানী আদালত (পারসী) বিচারালয় বিশেষ, এখানে ভূসম্পত্ত্যাদির বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। [দেওয়ান্ দেখ।]

দেওয়াল (দেশজ) প্রাচীর।

দেওয়ালী, দীপদান উৎসব। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় কালী-প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে, সেইদিন প্রতিগৃহ আলোকমালায় সজ্জিত হয়। বঙ্গদেশে দেওয়ালীর ধূম নাই, বাঙ্গালীরা কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে ও অমাবস্যায় ঘরে ঘরে আলো দিয়া থাকে; বিশেষ আমোদ কিছুই করে না। পশ্চিম প্রদেশেই ইহার গৌরব দেখা যায়। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপ্রদেশবাসীরা শুক্লাপঞ্চমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহাদি আলোকশোভিত করিয়া গীতবাদ্য প্রভৃতি আমোদে রত থাকে। মহারাষ্ট্র ব্যবসায়ীরা এই দিনে সমস্ত বৎসরের ক্ষতিলাভ হিসাব করিয়া "নূতন খাতা" আরম্ভ করে। প্রবাদ যে শ্রীকৃষ্ণ এই দিনে নরক দৈত্যকে হত্যা করিয়া ১৬০০০ হাজার বন্দীকৃতা কুমারীর উদ্ধার করেন। মেবারের রাণা এইদিনে তাহার প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আহার করেন; রাণা একটী মাটির প্রদীপ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং মন্ত্রী ও রাণার আত্মীয়বর্গ সেই প্রদীপে তৈল প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই দিনে ও ইহার পূর্ব্বদিনে তুলসী প্রভৃতি হাতে লইয়া দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। [দীপান্বিতা অমাবস্যা দেখ।]

দেওর (দেশজ) দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

দেওয়ালী, একটী আধুনিক রাগ। গান্ধারী, মালশ্রী ও সরস্বতী যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্নাকর)

দেওলী, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমের, জয়পুর ও মাড়বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত একটী সেনানিবাস। মেজর টম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে পদাতিক ও অশ্বারোহী দুই প্রকার সৈন্য অবস্থানের বন্দোবস্ত আছে। হরবতীর পলিটিকেল এজেণ্ট এই স্থানে অবস্থান করেন।

দেওলী, মধ্যপ্রদেশের বরদা জেলায় একটী নগর। এখানে তুলা বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুইবার হাট হইয়া থাকে। হাটে গোরু বিক্রয়ও হয়। লোকসংখ্যা ৫১২৬। এখানে চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও পান্থনিবাস আছে।

দেওবিহাগ, [দেববেহাগ দেখ।]

দেওশাক, সম্পূর্ণ রাগ। মোল্লার, কানড়া ও শঙ্করাভরণযোগে উৎপন্ন।

স্বরগ্রাম। "স, ম, প, ধ, নি, স, ঋ, ঃ ঃ।" (সঙ্গীতরত্নাকর)

দেখন (দেশজ) দর্শন, অবলোকন।

দেখা (দেশজ) অবলোকন করা, দর্শন করা।

দেখান (দেশজ) প্রদর্শন।

দেখাদেখি (দেশজ) ১ অনুকরণ। ২ সামনাসামনি।

দেখাশুনা (দেশজ) দর্শন ও শ্রবণ। দেখা সাক্ষাৎ।

দেগাঁ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরোচ জেলার অঙ্ক্লেশ্বর উপবিভাগের অধীন একটী পুরাতন বন্দর। নগরটী মহী-নদীর উপকূলে, কাম্বে উপসাগরের ১৮ মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০০০। আইন-ই অকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে।

দেড় (দেশজ) অর্দ্ধন্যূন দুই, সার্দ্ধৈক।

দেড়ী (দেশজ) ১ দেড়গুণ, সার্দ্ধ এক গুণ। ২ অর্দ্ধ প্রস্তুত। (ধানের খোসা ঝাড়িয়া যখন অর্দ্ধেক পরিষ্কার করা হয়)।

দেতাড়া (দেশজ) তৃণভেদ।

দেদীপ্যমান (ত্রি) জাজ্বল্যমান, অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

দেধান (দেশজ) ধান্যের ন্যায় শস্যবিশেষ, ইহাতে খই হয়।

দেনদার (পারসী) ঋণী, অধমর্ণ।

দেনদারী (পারসী) ঋণগ্রস্ত।

দেনা (আরবী) ঋণ, ধার, কর্জ্জ।

দেন্নুয়া (দেশজ) দানে প্রদত্ত।

দেফল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

দেমাক (আরবী) অহঙ্কার, ধৃষ্টতা।

দেমাগিরি, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে কর্ণফুলী নদীর একটী জলপ্রপাত। এই প্রপাতের পরে কর্ণফুলী বর্দ্ধিতায়ন হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দেমাগিরি গ্রামে রবর ও অন্যান্য বনজ পদার্থ বিক্রয়ার্থ একটী হাট স্থাপিত হয়। হাট উত্তরোত্তর জমকাইয়া উঠিতেছে।

দেয়ালপুর [দিপালপুর দেখ।]

দেয় (ত্রি) দা-কর্ম্মণি যৎ। ১ দাতব্য। দানযোগ্য, দিবার উপযুক্ত।

"স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে।
নান্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দেরা ইস্মাইল খাঁ, পঞ্জাবের অধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরে বন্নু জেলা, পূর্ব্বে ঝঙ্গ ও সাপুর, দক্ষিণে দেরাগাজি খাঁ ও মুজফ্ফরগড় ও পশ্চিমে সুলেমান পাহাড়। এই জেলা ভারতের শেষ সীমা। ইহা উত্তরদক্ষিণে ১০০ মাইল দীর্ঘ, পূর্ব্ব পশ্চিমে গড়ে ৮০ মাইল।

এখানে দুইটী গড়ের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। তাহাদিগকে কাফিরকোট বলে। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই এই গড় নির্ম্মাণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ দেশের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালিক সোহ্রাবের অধীন একদল বলূচী আসিয়া এই স্থানে বাস করে। ইস্মাইল খাঁ ও ফত্তখাঁ নামে তাঁহার দুই পুত্র আপন নামে দুইটী নগর স্থাপিত করে। এই বলূচীদিগকে হটজাতি বলিত। এই হটজাতি ৩০০ বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করে, পরে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদশাহ দুরানি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দুরানীর সিংহাসনাধিকারী শাহ জমান মহম্মদ খাঁ একজন আফগানকে নবাব খেতাব দিয়া এখানে প্রেরণ করেন। মহম্মদ খাঁ দেশ অধিকৃত করিয়া মনকেরা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক দৌহিত্র সের মহম্মদ খাঁ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। রণজিৎসিংহ এই সময়ে দেশজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মনকেরা অধিকার করিয়া লইলে সের মহম্মদ দেরা ইস্মাইল খাঁ নগরে পলায়ন করেন ও শিখরাজের করদ হইয়া তথায় পঞ্চদশবর্ষকাল রাজত্ব করেন। দেয় কর বাকি পড়িলে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে নব নেহালসিংহ এদেশ আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লন। পঞ্জাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেরা ইস্মাইল খাঁ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহ কালে এখানেও বিদ্রোহের সূচনা দেখা যায়, কিন্তু ডেপুটী কমিশনার কর্ণেল কক্সের যত্নে সে বিদ্রোহ-অগ্নি জলিবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হয়।

এখানকার লোকসংখ্যা ৪৪১৬৪৯। চাষের সুবিধা আদৌ নাই। খাল কাটিয়া জল আনিয়া মাটি ভিজাইয়া চাষ করিতে হয়। গম, যব, জোয়ার, চিনি, তামাক, মকা, মুগ, মসুর, অরহর প্রভৃতি এখানে জন্মিয়া থাকে। দেরা ইস্মাইল খাঁ ও খোরাসানের সহিত বৎসরে দুইবার এখানে আমদানী ও রপ্তানী চলে। চামড়া, লবণ ও অন্যান্য নানাবিধ সখের জিনিষ এখানে আমদানি হয়। এখানে গ্রীষ্মের প্রকোপ বড় বেশী।

দেরাগাজী খাঁ, পঞ্জাবের দেরাজাত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরসীমা দেরা ইসমাইল খাঁ, পূর্ব্বে সিন্ধু নদী, দক্ষিণে উত্তর-সিন্ধুর প্রান্তসীমান্ত জেলা এবং পশ্চিমে সুলেমান পাহাড়। অক্ষা° ২৮° ৩৭´ হইতে ৩১° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩৫´ হইতে ৭০° ৫৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ১৯৮ মাইল, প্রস্থে ২৫ মাইল। মোট ভূপরিমাণ প্রায় ৪৫১৭ বর্গমাইল।

এই জেলা বালুকাময় নিম্নভূমি সমাচ্ছন্ন। একদিকে সুলেমান পাহাড় ও অপর দিকে সিন্ধুতট এই স্থান বেষ্টিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমাংশে সমুন্নত গিরিমালা পাহাড়ের সানুভূমির দিকে বিস্তৃত, ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক স্বাধীন বলূচী জাতির আশ্রয়স্থান রহিয়াছে। পাহাড় হইতে বিস্তর জলস্রোত জমির উপর আসিয়া পতিত হয় বটে,

কিন্তু শুষ্ক ভূমিতে শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। কহা ও সঙ্ঘর নদীতে কেবল বারমাস জল থাকে, অন্য সকল স্থানে গ্রীষ্মাগমে নদী বিল প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এ সময়ে বলুচীরা স্ব স্ব গোমেষাদি লইয়া দূরদেশে পাহাড়ে চলিয়া আসে। তৎকালে কেবল দেড় শত বা দুই শত হাত মাটির নীচে কূপ হইতে জল পাওয়া যায়। এই পশ্চিমাংশে নদীর ধারে জনমানবশূন্য নির্জ্জন মরুভূমি পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে জলকষ্টনিবারণার্থ গবর্মেণ্টের ব্যয়ে ৩৮৮ ফিট্ গর্ত্ত করিয়া কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বাংশে সিন্ধুনদের জল কতকটা ভূমিকে উর্ব্বরতা দান করিয়াছে। এই অংশেই অধিকাংশ লোকের বসবাস। অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ জাট, হিন্দু ও নানাবিধ বলুচী জাতি। এ অঞ্চলে উপবন মধ্যে বিস্তর খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে। এখানকার খর্জ্জুর অতি উৎকৃষ্ট। এখানে বন জঙ্গলে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহা কেবল জ্বালান হইয়া থাকে। চাষবাসের জন্য কএকটী খাল কাটাও হইয়াছে। সঙ্ঘর ও জামপুর তহসীলের অংশ এখানকার লোকের নিকট কালাপাণি নামে খ্যাত। দুইটী নদীতে বার মাস কৃষ্ণনীলাভ জল থাকে, এই জন্য কালাপাণি নাম হইয়াছে।

এখানকার সুলেমান পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গের নাম একভাই, তাহা প্রায় ৭৪৭২ ফিট্ উচ্চ, ইহার পরই গন্ধারি নামক শৃঙ্গ। গ্রীষ্মের সময় সুলেমান পাহাড়ের উর্দ্ধভাগ বেশ শীতল থাকে। সুতরাং য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে অতি মনোরম। এখানে ৯২টী গিরিসঙ্কট আছে, তন্মধ্যে সঙ্ঘর, সখী সর্ব্বার, চাচার, কহা ও মোরি প্রধান।

সিন্ধুনদের প্লাবনে জেলার পূর্ব্বাংশে কোন কোন স্থান ডুবিয়া যায়। যে যে গ্রাম প্লাবিত হয়, তাহাতে পলি পড়িয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। সময়ে সময়ে সিন্ধুনদের ভীষণ প্লাবন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ১৮৩৩ ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের প্লাবন সকলেই উল্লেখ করিয়া থাকে। এই সময়ে সিন্ধুনদের জল ২০ ফিট্ উঠিয়া ঘণ্টায় ৬ ক্রোশ ভূমি প্লাবিত করিয়া শায়র উপত্যকা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্লাবনে দেরাগাজী খাঁর সেনাবারিক ভাসিয়া যায়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এখানকার পাহাড়ে লৌহ, তামা ও সীসক পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট কয়লাও বাহির হইয়াছে। জেলার দক্ষিণাংশে ফটকিরি উত্তোলিত হয়। পাহাড়ে মুলতানী মাটি নামে একপ্রকার মাটি পাওয়া যায়, তাহাতে ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং তাহা সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। এখানকার খার নামক গাছ পুড়াইয়া সাজী প্রস্তুত করে। সিন্ধু-প্লাবিত ভূমিতে যথেষ্ট মুঞ্জাতৃণ জন্মে। বন্য পশুর মধ্যে বাঘ, হরিণ, শূকর, বন্য গর্দ্দভ, নানাপ্রকার পক্ষী ও পায়রা দেখা যায়।

ইতিহাস।—পূর্ব্বকালে এই জেলায় কেবল হিন্দুজাতির বসবাস ও হিন্দুরাজত্ব ছিল। জেলায় অনেক নগরেই হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়া থাকে। এখানকার হিন্দুরাজগণের মধ্যে বীরবর রসালুর নাম অতি বিখ্যাত।

[রসালু দেখ।]

সঙ্ঘর ও অপরাপর নানাস্থানে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কীর্ত্তির প্রভূত ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুলতানের সহিত এই জেলা আরব-বিজেতা মহম্মদ বিন্-কাসিমের হস্তগত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই জেলার আয় রাজপরিবারগণের বৃত্তি স্বরূপ বরাদ্দ ছিল। প্রায় ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন নবাবের আত্মীয় লোদীবংশীয় নাহীরেরা প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহারা কিন ও সীতপুর অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। নাহীরবংশ সমস্ত দেরাজাত বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তবাসী পার্ব্বতীয় বলুচীজাতির আক্রমণে তাঁহাদের অধিকার হ্রাস হইতে থাকে। বলুচীদিগের মধ্যে মালিক সোহ্‌রাবের নামই প্রথম শুনা যায়। তৎপরে সর্দ্দার হাজী খাঁ প্রবল হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র গাজী খাঁ (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে) আপনার নামানুসারে সহর ও এই জেলার নামকরণ করেন, তদবধি দেরাগাজী খাঁ নামই প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে উক্ত বলুচীরা মুলতানরাজের অধীন সামন্তরূপে গণ্য ছিলেন। ক্রমে আপনাদিগের দলপুষ্ট করিয়া দুই পুরুষ পরে ইহারা দেরাজাতের স্বাধীন রাজরূপে গণ্য হইলেন। এই বংশীয় ১৮ জন রাজা দেরাজাত শাসন করেন এবং তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে হাজী ও গাজী খাঁ উপাধি ধারণ করিতেন। অক্‌বরের আধিপত্যকালে গাজী খাঁর বংশ নামমাত্র মোগলসাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন। যদিও এই সময় তাঁহাদের রাজ্য জায়গীর স্বরূপ গণ্য হইত এবং কিছু কিছু কর দিতে হইত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। দক্ষিণাংশে নাহীরেরা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগলপ্রভুত্ব হ্রাস হইয়া আসিলে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদের পশ্চিম কূলবর্ত্তী প্রদেশ নাদিরশাহ দুরাণির অধীন হয়। এই সময়ের গাজী খাঁ দুরাণির অধীনতা স্বীকার করিয়া পৈতৃক অধিকার নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী না থাকায় এই জেলা আবার কিছুদিনের জন্য নাম মাত্র মুলতানের সামীল হয় (প্রায় ১৭৫৮ খৃঃ অঃ)। এই সময় সিন্ধুর

কলহোরা রাজগণ এই জেলা আক্রমণ ও জয় করেন, কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ গুজর নামে আহ্মদশাহ দুরানীর অধীনস্থ একজন শাসনকর্ত্তা এই জেলা উদ্ধার করেন। তাঁহার যত্নে এই জেলার নানাস্থানে কূপ ও খাল খনন এবং কৃষিকার্য্যের সুবন্দোবস্ত হয়। দুরানী রাজগণের অধীনে এখানে কএক ব্যক্তি যথাক্রমে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তৎপরে বলুচী-জাতির অন্তর্বিদ্রোহে এই স্থান শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়।

এ সময় সংস্কারাভাবে খালগুলি মজিয়া যায়, কৃষিকর্ম্ম উঠিয়া যায়, প্রজাগণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। রণজিতের অভ্যুদয়কালে এই জেলা লাহোর দরবারের অধীন হয়। সমস্ত পঞ্জাব বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইলে এই জেলাও সেই সঙ্গে বৃটীশাধীন হইল। বৃটীশ শাসনে জেলার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে।

জেলার মধ্যে পাঁচটী প্রধান সহর আছে,—দেরাগাজী খাঁ, দজল, নৌসহরা, যমপুর, রাজনপুর ও মিথনকোট।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ৩০° ৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৫০´ পূঃ। এ সময়ে ইহার ধার দিয়া সিন্ধু প্রবাহিত হইত, এখন গর্ত্ত পড়িয়া আছে, স্রোত প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা ২৭৮৮৬, তন্মধ্যে ১১১২৪ জন হিন্দু ও ১৫৯৬ জন মুসলমান।

১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে গাজী খাঁ মহরানি নামক এক বলুচী এই নগর স্থাপন করেন। সেই পর্য্যন্ত এই স্থানই নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের শাসনকেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। নগরের পূর্ব্বাংশে কস্তুরিমাল চলিয়াছে; তাহার দুইপার্শ্বে ঘন আম্র বৃক্ষ শোভিত; মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে বিস্তর লোক এখানে স্নান করিতে আইসে। নগরের উপর এক সমুচ্চ বাঁধ আছে, বন্যা হইতে নগর-রক্ষা করিবার জন্ত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বাঁধ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যেখানে গাজীখাঁর বাগান ছিল, এখন সেখানে আদালত ও প্রাচীন দুর্গ মধ্যে তহসীলের কাছারী ও পুলিস কার্য্যালয় হইয়াছে। এ ছাড়া টাউনহল, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বাঙ্গলা, ডাকঘর প্রভৃতি এবং মধ্যে মধ্যে অনেক-গুলি মস্‌জিদ আছে, তন্মধ্যে গাজী খাঁ, আবদুল জবার ও চুতাখাঁর মস্‌জিদ বিখ্যাত। শিখদিগের আধিপত্যকালে ঐ তিনটী শিখদিগের উপাসনাগৃহরূপে গণ্য হইয়াছে। এ ছাড়া কয়েকটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ও দুইজন মুসল-মান সাধুর আস্তানা আছে।

এখান হইতে নীল, আফিম, খেজুর, গম, কার্পাস, কাজলি, ঘৃত ও চর্ম্ম রপ্তানী হয় এবং চিনি, কাবুলের নানা ফল, বিলাতী কাটা কাপড়, ধাতু, লবণ ও গরমমসলা আমদানী হয়। এক সময়ে এখানে রেশম ও তুলার বিস্তৃত কারবার ছিল, এখন আর নাই। এখানকার বাজারটী মন্দ নয়।

গ্রীষ্মকালে খালের ধারে সপ্তাহে একবার হাট বসে। জেলার প্রায় অধিকাংশ বণিকই এই সহরে বাস করে। শান্তিরক্ষার জন্ত এখানকার কেল্লায় একদল অশ্বারোহী ও দুইদল পদাতিক আছে।

দেরাজাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একজন কমিসনরের অধীন একটী বিভাগ। অক্ষা° ২৮° ২১´ হইতে ৪৩° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩৫´ হইতে ৭২° ২´ পূঃ পর্য্যন্ত, সিন্ধুর উপত্যকায় অবস্থিত। দেরাইস্‌মাইল খাঁ, দেরাগাজী খাঁ ও বন্নু এই তিন জেলা ইহার অন্তর্গত। মোট ভূপরিমাণ ১৭৬৮১ বর্গ মাইল।

দেরাদূন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটী জেলা। লোক-সংখ্যা ১৪৪০৭০। প্রবাদ মতে, দেরাদূন মহাদেবের আবাস স্থান কেদারখণ্ডের এক অংশ। রাবণবধ-জনিত পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করিবার জন্ত রাম লক্ষ্মণ এখানে আসিয়া পূজাদি করেন। মহাপ্রস্থান-গমনকালে যুধিষ্ঠিরাদিও এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। নাগবংশীয় বামন নাগাশধ পর্ব্বতে কিছুদিন রাজত্ব করেন। হরিপুরের নিকটস্থ বিখ্যাত চালশি শিলার উপর অশোকের একখানি লিপি খোদিত আছে, তাহাতে বোধ হয় এই দেরাদূনই এক সময় ভারত ও চীন সাম্রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশক ছিল। হিউএন্ সিয়াংএর ভারতে আগমনকালে তিনি এখানে কোন নগরই দেখেন নাই। কথিত আছে, একা-দশ শতাব্দীতে একদল বঞ্জারা এই পথ দিয়া যাইবার সময় এই স্থানের শোভায় মুগ্ধ হইয়া এই বসতিশূন্য ও লোকসমাগম-শূন্য স্থানে তাহাদের চিরবাসস্থান নিরূপিত করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার কোন যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তখন দেরাদূন গড়বাল রাজ্যের অধীন। শিখগুরু রামরায় [রামরায় দেখ।] পঞ্জাব হইতে তাড়িত হইয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সুপারিস লইয়া গড়বালের রাজার নিকট গমন করেন। রাজা ফতেশা রামরায়কে দেবায় বা গুরুদ্বারে একটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু সম্পত্তি প্রদান করেন। ফতেশার মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পৌত্র প্রতাপ শা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া সাহারাণপুরের শাসনকর্ত্তা নাজীবুদ্দৌলা রাজধার আত্মসাৎ করেন। তাঁহার শাসনকালে রাজধার আরও সমৃদ্ধ হয়। নাজীবের মৃত্যুর পর দেরাদূনের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে। সীমান্তের জাতিসমূহের ক্রমাগত আক্রমণে দেশ দরিদ্র

হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুর্খাজাতি আসিয়া দেরাদুন আক্রমণ করে। রাজা পর্য্যুমান শা শ্রীনগর হইতে দুন ও তথা হইতে সাহারণপুরে পলায়ন করেন। গুর্খাজাতি দেরাদুন অধিকার করিয়া লয়। গুর্খাদিগের শাসন সময়ে দাস-ব্যবসায় চলিতে লাগিল। দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

গুর্খাদিগের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দেরাদুন সহজেই হস্তগত হয়। ক্রমে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ইংরাজ গবর্মেণ্ট কলিঙ্গাদুর্গ হস্তগত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেরাদুন ইংরাজ করগত হয়।

দেরাদুন উত্তরাংশে একটী ত্রিভুজের আকারে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, দক্ষিণে শিবালিক পর্ব্বত তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুইটী বৃহৎ উপত্যকা উৎপাদন করিয়াছে। পর্ব্বতে দেবদারু, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। জঙ্গলে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি জন্তু বাস করে।

দেরাদুনের ভূপরিমাণ ১১৯৩ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ১০২১ বর্গমাইল ভূমি এখনও কর্ষিত হয় নাই। ধান্য, তিল, ইক্ষু, গম, যব প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এখান হইতে বড় বড় কাঠ, বাঁশ, চুণ, কয়লা ও চাল্‌তা প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে।

দেরানানক, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত বতালা তহসীলের অধীন একটী নগর। অক্ষা° ৩২° ২´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৪´ পূঃ। ইরাবতী (রাবি) নদীর ধারে ও বতালা সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

এই নগরের নিকট অপরদিকে পথোকিগ্রামে শিখদিগের আদিগুরু নানক বাস করিতেন ও ঐ গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধর বেদিগণ বরাবর ঐ গ্রামেই বাস করিতেন, কিন্তু ঐ গ্রাম ক্রমে ইরাবতীর গর্ভশায়ী হইলে বেদিরা নদী পার হইয়া আসিয়া এক নূতন নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের আদিপুরুষ নানকের নামানুসারে এই স্থানের দেরানানক নাম রাখেন। তদবধি এই নগর শিখদিগের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য। বাবা নানকের স্মরণার্থ এখানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে নানকের বংশধরেরাই প্রধান। আরও অনেক শিখের বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা বেশী নয়।

এক সময়ে এখানে প্রভূত বাণিজ্য সম্পন্ন হইত; রেলপথ হইয়া অবধি ব্যবসায় বড়ই কমিয়া গিয়াছে। তবে এখানকার শাল প্রস্তুতের ব্যবসা এখনও প্রসিদ্ধ। এখানে বিস্তর কার্পাস ও চিনি রপ্তানী হয়। রাবি নদীর ভাঙ্গনে নগরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই জন্ত বাঁধও নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু মন্দির ও নগর কখন গর্ভশায়ী হইতে পারে, এ আশঙ্কা দূর হয় নাই।

এখানে থানা, ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা শিখিবার বিদ্যালয়, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দেরাপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও দেরাপুর তহসীলের সদর। সেঙ্গুর নদীর ডানধারে ও কাণপুর সহর হইতে ১৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, প্রথমশ্রেণীর থানা, বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। মরাঠাদিগের শাসনকালে (১৭৫৮-১৭৬২ খৃঃ অঃ) এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা গোবিন্দরায় পণ্ডিত এখানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নগরের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন মস্‌জিদও আছে।

দেরুবন্দ, পঞ্জাবের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩৪° ১৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৫´ পূঃ। সিন্ধুনদের বামধারে অবস্থিত। এখানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শিখ-সেনাপতি শেরসাহ সৈয়দ আহ্মদকে পরাস্ত করেন। এখন এই স্থান আমের নবাবের অধীন।

দেব (পুং) দিব-অচ্‌। ১ অমর, সুর। ২ রাজা। ৩ নৃপ। ৪ মেঘ। ৫ পারদ। ৬ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিভেদ।

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্ম বর্ম্মাদিসংযুতং॥" (ভবিষ্যপু°)।

পিতা পুত্রজননের দশম দিনে দেবপূর্ব্ব নামকরণ করিবেন। ৭ দেবদারু। ৮ পূজ্য। ৯ দীপ্ত। ১০ পারদ। ১১ পরাত্মা।

"একদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্রুতি)।

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥" (যোগিযাজ্ঞ°)

প্রধানতঃ স্বর্গবাসীকে দেব বা দেবতা কহে। এই জগতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেবও বলা যায়, যেমন ভূদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, নরদেব অর্থাৎ রাজা। কেহ কেহ দেব শব্দকে শ্রেষ্ঠার্থবাচক বলিয়া থাকেন। যেমন নরদেব নরশ্রেষ্ঠ। [দেবতা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ১২ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। ১৩ আতুর-সন্ন্যাসকারিকা নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

দেবঋষভ (পুং) দেবশ্চাসৌ ঋষভশ্চেতি নিত্যকর্ম্মধা° প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। ধর্ম্মের পত্নী ভানুগর্ভজাত পুত্র, ইনি কশ্যপের কন্যা। (ভাগবত ৬।৬।৫)। 'দেবঋষভ' এই স্থলে প্রকৃতিভাব না হইলে দেবর্ষভ এইরূপ পদ হইত।

দেবঋষি (পুং) দেবানাং ঋষিঃ পূজ্যত্বাৎ প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। দেবর্ষি নারদাদি।

"অথ দেবঋষী রাজন্ সংপরেত্য নৃপাত্মজং।" (ভাগ° ৬।১৬।১)
প্রকৃতিবস্তাব না হইলে দেবর্ষি এইরূপ হইবে।

দেবক (পুং) যদুবংশীয় একজন রাজা ইনি শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ, ইনি গন্ধর্ব্বপতির অংশাবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।
"যস্ত্বাসীদ্দেবকোনাম দেবরাজ সমদ্যুতিঃ।
সগন্ধর্ব্বপতির্মুখ্যঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে নরাধিপঃ॥" (ভারত ১।৬৭।৬৯)
আহুক নরপতির কন্যার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, দেবক ও উগ্রসেন। এই দেবকের চারি পুত্র ও সপ্ত কন্যা হয়। নৃপতি দেবক বসুদেবকে সাতটী কন্যা সম্প্রদান করেন।(হরিবং ৩৮অঃ)
২ যুধিষ্ঠিরের এক পুত্র। (ভারত)

দেবকর্দ্দম (পুং) দেবপ্রিয়ঃ কর্দ্দমইব। সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুম এই সকল মিশ্রিত হইলে দেবকর্দ্দম পদবাচ্য হয়। (রাজনি°)

দেবকাত্মজা (স্ত্রী) দেবকস্য আত্মজা কন্যা। দেবকী।

দেবকার্য্য (ক্লী) দেবপ্রিয়ার্থং কার্য্যং। দেবপ্রিয়ার্থ হোমপূজাদি কার্য্য।
"দেবকার্য্যাৎ দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে॥" (মনু)
দেবানাং অভিলষিতং কার্য্যং। ২ দেবতাদিগের অভিলষিত কার্য্য।

দেবকাষ্ঠ (ক্লী) দেবপ্রিয়ং কাষ্ঠং। দেবদারু, দেবদারুপ্রভেদ। পর্য্যায়—পূতিকাষ্ঠ, ভদ্রকাষ্ঠ, সুকাষ্ঠক, স্নিগ্ধদারুক, কাষ্ঠদারু। ইহার গুণ তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, শ্লেষ্ম, ও বায়ুনাশক। (রাজনি°)

দেবকিরী (স্ত্রী) দেবং মেঘং কিরতীতি কৃ-ক। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেঘরাগের ভার্য্যা।
"ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ॥"
ইহার স্বরূপ—
"ভ্রমন্তী নন্দনে শ্যামা পুষ্পপ্রচয়তৎপরা।
খ্যাতা দেবকিরী হ্যেষা করার্পিতসখীকরা॥" (সঙ্গীতদামো°)

দেবকিল্বিষ (ক্লী) দেবেন কৃতং কিল্বিষং অনিষ্টকর্ম্ম। দেবকৃত অনিষ্টকার্য্য।
"অথো যমস্য পড়্বীশাৎ সর্ব্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ"(ঋক্১০।৯৭।১৬)

দেবকী (স্ত্রী) দেবক-ঙীষ্। দেবকের কন্যা, বসুদেবের পত্নী। পর্য্যায়—দৈবকী, কৃষ্ণজননী, দেবকাত্মজা। (শব্দর°) বসুদেবের সহিত ইহার বিবাহের পর একদিন নারদ আসিয়া কংসকে এই সংবাদ জ্ঞাত করেন যে এই মথুরাপুরীতে দেবকী নামে যে তোমার পিতৃস্বসা আছেন, তাহারই অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তোমার মৃত্যু স্বরূপ হইবেন। তুমি এই বেলা হইতে সাবধান হও। নারদ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কংস ক্রোধ ভয়ে অধীর হইয়া আত্মীয় ও সচিবগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা দেবকীর গর্ভ ক্রমে সর্ব্বদা যত্নশীল হইবে, প্রথম হইতেই দেবকীর সকল গর্ভ ধ্বংস করিবে। দেবকী বিশ্বস্ত হৃদয়ে যেচ্ছানুসারে আমার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করুক, অন্তঃপুরে নারীগণ যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহাকে রক্ষা করে। দেবকী যথাক্রমে সপ্তগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার এক একটী গর্ভস্থবালক ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল, কংস তৎক্ষণাৎ লইয়া শিলাতলে নিঃক্ষেপপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে একাদিক্রমে ষড়্গর্ভ নিহত করিলে দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন যোগমায়া স্বীয় মায়াবলে আকর্ষণ করিয়া ঐ গর্ভ রোহিণীতে বিনিবেশিত করিলেন। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ কি হইল বলিয়া অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় দেবকীর অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল। রক্ষিবর্গ এই সময়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাহার সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে দেবকী অষ্টমমাসে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। এইরাত্রে যশোদা একটী কন্যা প্রসব করেন। বসুদেব এই রাত্রে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া যশোদার গৃহে রাখিয়া তাহার কন্যা লইয়া দেবকীর শয্যায় অর্পণ করিলেন। পরে বসুদেব কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমার একটী কন্যা হইয়াছে। কংস ইহা শুনিয়া ঐ কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক শিলাতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ কন্যা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কংসকে কহিল, 'তুই এই পাপে অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবি।' এই কথা বলিয়া যোগমায়া আকাশমার্গে গমন করেন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া দেবকী ও বসুদেবকে উদ্ধার করেন। দেবকী ও বসুদেব জন্মান্তরে পৃশ্নি ও সুতপা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ হইয়া বামনরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করেন। অদিতি কশ্যপকে বরুণের গাভী প্রত্যর্পণ করিতে বারণ করায় ব্রহ্মার শাপে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবকী নামে প্রসিদ্ধ হন। [বসুদেব, কৃষ্ণ ও কংস দেখ।]

মথুরায় ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দর্শন করিলে সকল প্রকার পাতক বিনষ্ট হয়। (পুরাণ)

দেবকীনন্দন (পুং) দেবক্যাঃ নন্দনঃ ৬তৎ। বসুদেবপত্নী দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।
"নন্দগোপস্য ভার্য্যৈকা বসুদেবস্য চাপরা।
তুল্যকালং হি গর্ভিণ্যৌ যশোদা দেবকী তথা॥
দেবক্যা জনয়দ্বিষ্ণুং যশোদা তাস্তু কন্যকাং।
মুহূর্ত্তে ঽভিজিতে প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে॥"

দেবকীনন্দন কবিরাজ, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ইনি আচার্য্যচিন্তামণি, একাদশীব্রতনির্ণয়, চরিত্রচিন্তামণি, নামরত্নবিবরণ, বালবোধ, রসাভিধমহাকাব্য এবং বৈষ্ণবাভিধান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দেবকীপুত্র (পুং) ১ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ২ পুরুষযজ্ঞদর্শন বিষয়ে ঘোর নামক আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণের মাতার নামও দেবকী। "তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচা ঽপিপাস এব স বভূব।" (ছান্দোগ্য উ° ৩।১৭।৬) 'তদ্ধৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামতঃ আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ তদেতত্রয়মিত্যাদি।' (ভাষ্য)

দেবকীমাতৃ (পুং) দেবকী মাতা যস্য। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

"পশ্যৈতান্ দেবকীমাতর্মুর্মুর্নন্ত সংযুগে।" (ভা° দ্রো° ১৮অঃ)

দেবকীয় (ত্রি) দেবস্যেদং গহাদিত্বাৎ ছ। দেব সম্বন্ধীয়।

দেবকীর্ত্তি, ১ একজন প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্। ভট্টোৎপল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ বর্ণদেশনা নামে সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা। রায়মুকুট ইহার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দেবকোট, দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রাচীন নগর। মহম্মদ বখ্তিয়ার গৌড় আক্রমণের পর এখানে কিছুদিন রাজধানী করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ৬০২ হিজরায় আলীমর্দ্দন তাঁহাকে হত্যা করেন। দমদমার নিকট গঙ্গারামপুরে যে ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, বুকম্যান সাহেবের মতে এখানেই প্রাচীন দেবকোট অবস্থিত ছিল। এখনও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থান দেবকোট পরগণার অধীন।

দেবকুণ্ড (ক্লী) দেবকৃতং কুণ্ডং। দেবখাত।

দেবকুরু (পুং) সুমেরু ও নিষধের মধ্যস্থিত জনপদ। (জৈনহরিবংশ ৫।৬৫)

দেবকুরুম্বা (স্ত্রী) মহাদ্রোণী। (রাজনি°)

দেবকুল (স্ত্রী) দেবায় কোলতীতি কুল সংঘাতে ক। বিনামুখ, অন্নমুখ, দেবগৃহভেদ, দেউল।

"সোঽহং দরিদ্রসন্তপ্তস্তত্র নারায়ণাগ্রতঃ।
নিরাহারঃ স্থিতোঽকার্ষং গত্বা দেবকুলং তপঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ১২।১২৭)

দেবানাং কুলং। ২ দেবতাদিগের বংশ। ৩ দেবতাসমূহ।

দেবকুলা, প্রভাসখণ্ডোক্ত পবিত্র নদী।

দেবকুল্যা (স্ত্রী) দেবকৃতা কুল্যা অল্পসরিৎ। ১ দেবনদী গঙ্গা। ২ মরীচির কন্যা পূর্ণিমার তনয়া।

"পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়ো রাপূরিতং জগৎ॥
পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎ সরিদ্দিবঃ॥"
(ভাগবত ৪।১।১৩-১৪)

ইনি ভগবানের অংশাবতার ভূমার পত্নীভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।৬)

দেবকুসুম (ক্লী) দেবপ্রিয়ং কুসুমং পুষ্পং যস্য। লবঙ্গ।

দেবকূট (ক্লী) বশিষ্ঠাশ্রম সন্নিকটস্থিত আশ্রমভেদ।

"তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণো বাজপেয় সমাপ্নুয়াৎ॥
দেবকূটং সমাসাদ্য দেবর্ষিগণসেবিতং।" (ভারত বনপ° ৮৪)

২ মেরুর পূর্ব্বস্থিত একটী পর্ব্বত। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪)

দেবক্ষত্র (ক্লী) দেবানাং ক্ষত্রং বলং যত্র। যজ্ঞ। "উচ্ছুস্ত্যাং ভে যজতা দেবক্ষত্রে রুশদ্ গবি।" (ঋক্ ৫।৬৪।৭) 'দেবক্ষত্রে যজ্ঞে' (সায়ণ)

দেবক্ষেত্র (ক্লী) দেবানাং ক্ষেত্রং। ১ দেবতাদিগের ক্ষেত্র, পুণ্যস্থান। ২ স্বর্গ।

দেবক্ষেম (পুং) বিজ্ঞানকায় নামক গ্রন্থরচয়িতা।

দেবখাত (ক্লী) দেবেন খাতং, অকৃত্রিমত্বাদস্য তথাত্বং। দেবখাতক, অকৃত্রিম জলাশয়। দেবসমীপস্থ খাত।

"নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ॥" (মনু ৪।২০৩)

নদী, দেবখাত, তড়াগ, সরোবর, গর্ত্ত ও প্রস্রবণ প্রভৃতিতে প্রতিদিন স্নান করিতে হয়।

দেবখাতক (পুং ক্লী) দেবখাতমেব স্বার্থে-কন্। ১অকৃত্রিম জলাশয়, অপৌরুষেয় দেবকুণ্ড, নাগাদিকুণ্ড, সকৃত্রিমকুণ্ড। পর্য্যায়—আখাত, অখাত, দৈবনির্ম্মিত। ২ গুহা।

দেবখাতবিল (ক্লী) দেবখাতং অকৃত্রিমং বিলং, নিত্যকর্ম্মধা°। গুহা।

দেবগঙ্গ, আসামে প্রবাহিত এক নদী। বর্ত্তমান নাম দিবঙ্গ। (দেশা°)

দেবগণ (পুং) দেবানাং গণঃ ৬তৎ। দেবসমূহ, এই দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

"ত্রয়স্ত্রিংশত ইত্যেতে দেবাস্তেষামহং তব।
অন্বয়ং সংপ্রবক্ষ্যামি পক্ষশঃ কুলতো গণান্॥"
(ভারত ১।৬৬ অঃ)

২ নক্ষত্রভেদ। ৩ দৈবপক্ষ। ৪ দেবানুচরাদি।

দেবগণগ্রহ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দেবাদিগণরূপ গ্রহ, দেবসমূহ বিশুদ্ধ স্বভাব, এই জন্য তাঁহারা গ্রহ হইতে পারেন না,

সুতরাং দেবগণদিগকে দেবগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

রোগীর ক্রিয়া-শুদ্ধতা, বিষমতা, অমানুষিকতা এবং সহিষ্ণুতা থাকিলে গ্রহ বলা যায়। অসংখ্যগ্রহ এবং গ্রহাধিপতিগণ, অশুচি, অমর্য্যাদক, ক্ষত হউক বা না হউক লোকের হিংসাকারী। ইহারা সংকারাত্তিলাষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই গ্রহগণ বিবিধাকার ও আট ভাগে বিভক্ত। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভুজঙ্গ এবং পিশাচ এই আট প্রকার। সন্তুষ্ট, শুচি, গন্ধমাল্য প্রভৃতি, তন্দ্রাহীন, বিশুদ্ধ, সংযতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরপ্রদাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠাশীল এই সকল দেবগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। ধর্ম্মাক্ত, দ্বিজ, গুরু ও দেবতার দোষবক্তা, কুটিলনেত্র, নির্ভয়, বিষম দৃষ্টি, অন্নপানে অসন্তুষ্ট ও দুষ্টবুদ্ধি এ সকল অসুরগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ।

দর্পণাদিতে যেরূপ ছায়া, প্রাণীদেহে শীতোষ্ণ, সূর্য্যকান্তমণিতে যেরূপ সূর্য্যরশ্মি এবং দেহে যেরূপ জীব অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গ্রহগণও সেইরূপে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবগ্রহ পৌর্ণমাসী তিথিতে আবিষ্ট হয়। গ্রহগণ মধ্যে যাহারা দেবাংশসম্ভূত, তাহাদের মধ্যে দেবতার সত্ত্বা থাকায় তাহাদিগকে দেবাংশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই সকল শুচিশীল দেবগ্রহকে দেবতার ন্যায় নমস্কার ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু এই সকল দেবগ্রহ দিব্যভাব ধারণ করিয়া হিংসার্থ বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ভূত বলা যায়। ইহাদিগের শান্তির জন্য একাগ্রচিত্ত হইয়া জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ইহাদিগকে রক্তবর্ণ গন্ধমালা, সকল প্রকার ভক্ষদ্রব্য, বস্ত্র, মদ্য, মাংস, রক্ত প্রভৃতি যাহার যাহা অভিলষিত, তাহা প্রদান করিতে হইবে। যাহারা দিবাভাগে মনুষ্যের হিংসা করে, তাহাদিগকে দিবাভাগেই বলিপ্রদান করিবে। দেবগ্রহ হইলে দেবতার গৃহে হোম করিয়া বলি প্রদান করিবে। দেবগ্রহের স্থলে কোন বিষয় অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচগ্রহ ভিন্ন অন্য গ্রহের স্থলে প্রতিকূল আচরণ করিবে না। তাহা হইলে সেই গ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য এবং আতুর উভয়কেই হনন করে। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬০ অঃ)

দেবগণদেব, এক প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দেবগণিকা (স্ত্রী) স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা।

দেবগন্ধর্ব্ব (পুং) দেবানাং গন্ধর্ব্বঃ ৬তৎ। ইহারা দেবতাদিগের সমীপে গান করিয়া থাকে।

দেবগন্ধা (স্ত্রী) দেবপ্রিয়ো গন্ধো যস্যাঃ। মহামেদা।

দেবগর্ভ (পুং) দেবাং গর্ভোদ্ভব। দেবাহিত গর্ভক, দেবপুত্র নরাদি।

"প্রভিজগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্বিধ্যারূপিণং।
পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়াবৃতং॥"
(ভারত বনপ° ৩০৮ অঃ)

(স্ত্রী) ২ কুশদ্বীপের নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২১)।

দেবগান্ধার (পুং) দেবপ্রিয়ঃ দেবযোগ্যোক্ত গান্ধারঃ। স্বরভেদ, রাগভেদ, দেওগান্ধার নামে প্রসিদ্ধ, ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ, বড়জ বাদী, স্বরগ্রাম "গ ম প ধ নি স ঋ::" (সঙ্গীতর°)

দেবগান্ধারী (স্ত্রী) শ্রী রাগের ভার্য্যা, ইহার গানের সময় শিশির ঋতু এবং তৃতীয় প্রহর হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত।

"গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সাবরী।
রামগিরীপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়াইমাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

দেবগায়ন (পুং) দেবানাং গায়নঃ ৬তৎ। গন্ধর্ব্ব।

দেবগিরি (পুং) দেবানাং প্রিয়ঃ গিরিঃ। ১ পর্ব্বত বিশেষ, রৈবতক পর্ব্বতের নাম ভেদ, গিরনর। এই স্থানে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

দেবগিরি, দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও দুর্গ। এখন দৌলতাবাদ নামে খ্যাত। অক্ষা° ১৯° ৫৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১৮´ পূঃ; অরঙ্গাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ এবং হায়দরাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। যন্ত্ররাজ নামক সংস্কৃত জ্যোতিষের মতে, দেবগিরি ২০° ৩৪´ অক্ষাংশে অবস্থিত।

দেবগিরি দুর্গ অতি প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজগণের আধিপত্যকালে এখানে অনেক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করিতেন। দেড়শত ফিট উচ্চ কোণাকার পাথরে দুর্ভেদ্য দুর্গ গঠিত। ইহার বহিঃপ্রাকারের বেড় প্রায় দেড়ক্রোশ হইবে। দুর্গ ও প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেক গুলি পরিখা আছে। তোরণদ্বার গুলি ব্যতীত আর কোন স্থান দিয়া প্রবেশের পথ নাই। পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত। পাহাড়ের চূড়ায় কামান ও ধ্বজস্তম্ভ থাকিবার একটী ছোট জায়গা আছে। গড়খাইএর বাহিরে অল্প দূরে ২১০ ফিট উচ্চ একটী মিনার আছে। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথম এই স্থান আক্রমণ করিলে স্মরণার্থ এই মিনার নির্ম্মিত হয়। এখনও এই মিনারটীর কোনরূপ অঙ্গহানি হয় নাই। চূড়ায় উঠিলে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দৃশ্য বেশ নয়নগোচর হইয়া থাকে। মিনারের নিকটেই অতি প্রাচীন ও বৃহৎ জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া

আছে। মন্দিরের নিকটেই চীনী-মহলের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। গোলকণ্ডার শেষ সুলতান আবুল্ হসন (তানশা নামে খ্যাত) অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এখানে বন্দী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

যে পাহাড়ের উপর দেবগিরি দুর্গ স্থাপিত, তাহা প্রায় ৬০০ ফিট্ উচ্চ। পরিখাও প্রায় ৩০ ফিট্ বিস্তৃত; একটী ছোট পাথরের সেতু দিয়া পার হইতে হয়।

কোন্ সময়ে দেবগিরি নগর স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। এখানকার যাদবরাজগণের অভ্যুদয় হইতে দেবগিরির নাম ও সমৃদ্ধি ভারতবিখ্যাত হইয়াছে।

কলচুরিবংশের অধঃপতন হইলে তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগের দক্ষিণাংশ হোয়শল বল্লাল ও দ্বারসমুদ্রের যাদবগণের শাসনাধীন হয়। এই সময় উত্তরভাগ আর এক যাদববংশের করতলগত হইল। তাঁহারা দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে দেবগিরির যাদবরাজগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়।

সিঙ্ঘন (১ম)
|
মল্লুগি
|
ভিল্লম
(১১০৯—১১১৩ শক)
|
জৈতুগি (১ম), জৈত্রসিংহ বা জৈত্রপাল
(১১১৩—১১৩১ শক)
|
সিঙ্ঘন (২য়)
[সিংহ, সিংহল, সিংহন বা ত্রিভুবনমল্ল]
(১১৩১—১১৬৯ শক)
|
জৈতুগি (২য়) *
|
কৃষ্ণ বা কন্হার (১১৬৯-১১৮২ শক) | মহাদেব (অপর নাম উরগ সার্ব্বভৌম ১১৮২—১১৯৩ শক)
|
রামচন্দ্র বা রামদেব (১১৯৩—১২৩১ শক) | অম্মন
|
শঙ্কর (১২৩১—১২৩৪ শক) | ভীম | কন্যা (হরিপালের সহিত বিবাহ)
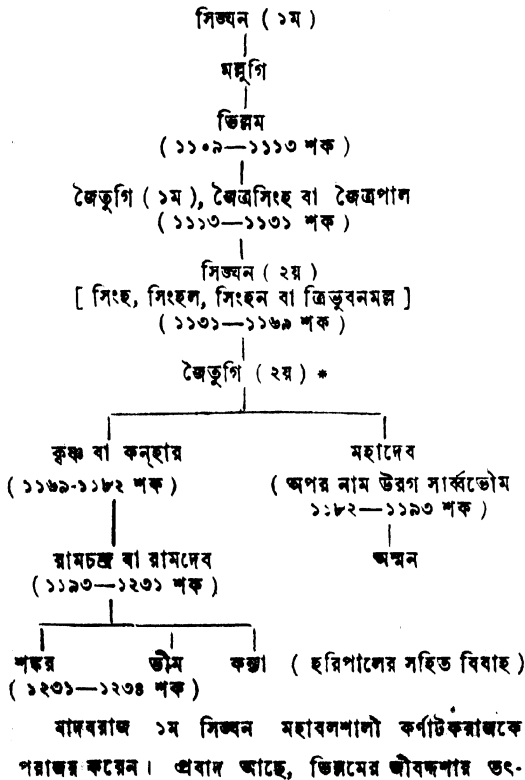
যাদবরাজ ১ম সিঙ্ঘন মহাবলশালী কর্ণাটকরাজকে পরাজয় করেন। প্রবাদ আছে, ভিল্লমের জীবদ্দশায় তৎপুত্র জৈতুগি ধারবাড় জেলার অন্তর্গত লকুণ্ডি নামক স্থানে হোয়শলরাজ ২য় বল্লালের নিকট পরাজিত হন। জৈতুগি বিজয়পুরে (বিজাপুরে) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ত্রিকলিঙ্গরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পরে ধারবাড় পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।

২য় সিঙ্ঘনের রাজত্বকালেই দেবগিরি যাদবগণের রাজধানী বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। ২য় সিঙ্ঘনের সময়কার ৩৮ খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি ভিল্ল, কলচুরি ও অন্ধ্ররাজকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দেবগিরির যাদবরাজ্য অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। ২য় সিঙ্ঘনের পর তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণ রাজা হন। তাঁহার মহাপ্রধান বা প্রতিনিধির খোদিত লিপিপাঠে জানা যায়, তাঁহার পিতা (যাদব-সেনাপতি), রট্ট, কোঙ্কণের কাদম্ব, গুণ্ডির পাণ্ড্য এবং হোয়শলরাজকে পরাজয় করিয়া কাবেরীতীরে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সিঙ্ঘনের পর মহাদেব আপন প্রতাপে সিংহাসন অধিকার করেন। এই মহাদেবের সময় দেবগিরির সভায় অনেক মহাপণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাপণ্ডিত হেমাদ্রি ও বোপদেবের নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত। মহাদেবের পর তৎপুত্র অম্মনের ভাগ্যে রাজ্যসম্পদ্ ঘটে নাই। কৃষ্ণের পুত্র বীরবর রামচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সমুদয় দক্ষিণ ও মধ্যভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১২১৬ শকে (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) আলাউদ্দীন্ খিলজী ৮ হাজার অশ্বারোহী সহ অকস্মাৎ দেবগিরি আক্রমণ করেন। রাজা রামচন্দ্র প্রাণপণে দুর্গ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৩ সপ্তাহ ক্রমাগত যুদ্ধের পর খাদ্যাভাব ঘটিল, সুতরাং রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ ও আলাউদ্দীন্ খিলজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম দেবগিরির যাদববংশ মুসলমানের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিলেন। দেবগিরিপতি কর দিতে বাধ্য হইলেন। ১২২৮ শকে রামচন্দ্র করদানে অস্বীকার করেন। তখন আলাউদ্দীন্ আপন পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। তিনি একলক্ষ অশ্বারোহীসহ মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। এবারও রামচন্দ্র বিপুল মুসলমান-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কাজেই আবার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

* হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষখণ্ডে ইঁহার নাম 'চৈত্রপাল' লিখিত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন্ সমাদরে রামচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া সসম্মানে দেবগিরিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিন বর্ষ পরে যখন মালিক কাফুর ওরঙ্গল জয় করিতে যান, তৎকালে রাজা রামচন্দ্র মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১২৩২ শকে রাজা শঙ্কর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং মুসলমানরাজকে করদানে অস্বীকৃত হইলেন। আবার (১২৩৪ শকে) মালিক কাফুর ভীমবলে আসিয়া শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন। প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিয়া শঙ্কর পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই সময় মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। দেবগিরিতে তাঁহার সদর হইল। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীতে আহূত হইলে রাজা রামচন্দ্রের জামাতা হরিপাল দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান হইতে দলবল সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেবগিরির সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রবল প্রতাপে ছয় বর্ষকাল তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৩৪০ শকে দিল্লীশ্বর মুবারক আপনি সসৈন্যে আসিয়া হরিপালকে আক্রমণ করিলেন। ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায় হরিপাল পরাজিত হইলেন। মুসলমানেরা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া নগরদ্বারে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে দেবগিরির যাদবরাজ্যের অবসান হইল। তৎপরে দিল্লীশ্বরের প্রিয়পাত্র কএক ব্যক্তি যথাক্রমে দেবগিরি শাসন করিতে থাকেন। গয়াসউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুবিখ্যাত দিল্লী নগরী তাঁহার ভাল লাগিল না। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং দিল্লীবাসীদিগকে আদেশ করিলেন, 'অবিলম্বে নগর শূন্য করিয়া সকলে দেবগিরি যাত্রা কর।' দিল্লী হইতে দেবগিরি চারিশত ক্রোশ ব্যবধান। সুদূর পথ পর্য্যটন করিতে দিল্লীবাসিগণ কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষীণমতি মুবারকের বুদ্ধির দোষে দিল্লী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইল। দেবগিরির সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। এই সময়ে দেবগিরির 'দৌলতাবাদ' অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী নগর নাম হইল। এই সময়ে তাঞ্জিয়রবাসী ইবন্ বতুতা দেবগিরি দেখিয়া শতমুখে ইহার সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তোগলকবংশের পর দেবগিরি কুলবর্গা ও বিদরের বাহ্মনীবংশের শাসনাধীন হইল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বাহ্মনীবংশের অধীন থাকে। তৎপরে দেবগিরি-দুর্গ আহ্মদ্ নগরের নিজামশাহী বংশের করায়ত্ত হইল। তাঁহাদের গৌরবরবি অস্তমিত হইলে মোগলদিগের অধীন হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দক্ষিণাপথে সমস্ত মোগলাধিকারের সহিত এই দেবগিরিও বর্ত্তমান নিজামবংশের স্থাপয়িতা আসফজার অধিকারভুক্ত হইল। এখানকার দুর্গে এখন ১০০ মাত্র সৈন্য আছে।

দেবগিরি, ধারবাড়ের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। করাজগীর তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে কাদম্ব-রাজগণের সময়কার অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এক সময়ে এখানে জৈনপ্রাধান্য ছিল। বধমাচার্য্য নির্ম্মিত এখানকার বহ্মায় মন্দির বিখ্যাত।

দেবগিরী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। সোমেশ্বর মতে, বসন্তরাগের ভার্য্যা। এই রাগিণী বসন্ত সময়ে গেয়। ভরত মতে, হিন্দোল রাগের পুত্র, নাগধ্বনির ভার্য্যা। সঙ্গীতদর্পণ মতে, নটকল্যাণের ভার্য্যা।

"কাদম্বিনী শ্যামতনুঃ সুবৃত্তা কুচস্তনী সুন্দরহারবল্লী।
চিত্রাম্বরা মত্তচকোরনেত্রা মদালসা দেবগিরী প্রতিষ্ঠা॥"

স্বরগ্রাম "স ঋ গ ম প ধ নি স ঃ ঃ"

হেমন্তে দিবা চতুর্থ প্রহর হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত গান সময়।

দেবগুপ্তসূরি, অপর নাম জিনচন্দ্র। উকেশগচ্ছ-সম্ভূত একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য, কক্কসূরির শিষ্য। ইনি প্রথমে "নবপদ" বা নবপদপ্রকরণ নামে জৈন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তৎপরে ১০৭৩ সম্বতে 'শ্রাবকানন্দ' নামে নবপদের একখানি বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। ইহার কুলচন্দ্র নামে আর একটী উপাধি ছিল।

২ আর একজন জৈনাচার্য্য, সিদ্ধসূরির শিষ্য। এই দ্বিতীয় দেবগুপ্তের শিষ্য যশোদেব ও সিদ্ধসূরি, ইহার প্রথম শিষ্য ১১৭৪ সম্বতে অষ্টচর্য্যাবিবরণ ও ২য় শিষ্য ১১৯২ সম্বতে বৃহৎক্ষেত্রসমাসবৃত্তি রচনা করেন।

দেবগৃহ, গয়ায় একটী পুণ্যস্থান। এখানে চ্যবনাশ্রম ছিল। (দেশাবলী)

দেবগ্রাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, রাধানগরের দক্ষিণে অবস্থিত। (দেশাবলী)

দেবঘট্ট, ১ যশোরের মধ্যবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। ২ হিমালয় শৈলস্থ দেবপ্রয়াগের অদূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন তীর্থ। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

(হিমবৎ ৮।৯৮, ৪৪।১৪৪)

দেবগুরু (পুং) দেবস্য গুরুঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের গুরু, বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য। ২ দেবতাদিগের পিতা কশ্যপ।

দেবগুহী (স্ত্রী) গুহ-বাহুলকাৎ কি ঙীপ্, দেববৎ গুহী। গুহা সরস্বতী।

"দেবগুহ্যাং সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ।"
(ভাগবত ৮।১৩।৮)

দেবগুহ্য (ত্রি) দেবানাং গুহ্যং ৬তৎ। দেবতাদিগের অতি রহস্য।

"শ্রুত্যার্থো দেবগুহ্যস্ত ভবান্ যত্র বয়ং স্থিতাঃ।"(হরিবং ১১৬ অঃ)

যাহাতে প্রাণীগণের বৈরাগ্য উৎপন্ন না হয়, এই জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রুতির অর্থ অতিশয় গোপিত বলিয়া ইহার নাম দেবগুহ্য হইয়াছে।

দেবগৃহ (ক্লী) দেবানাং গৃহং ৬তৎ। দেবালয়, দেবমন্দির। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার মধ্যে প্রভূত জলাশয় এবং উপবন সকল বিনিবেশিত করিতে হইবে। ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা যে সকল লোক লাভ হয়, এক দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিলে সেই সকল লোক লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে লোকভূষণ ও দেবতাতুষ্টি দুইই হয়। সলিল এবং উদ্যানযুক্ত মনুষ্যকৃত বা দৈব সম্পাদিত স্থানের সন্নিধানে দেবতাগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। যে সরোবরে নলিনীরূপ ছত্রদ্বারা সূর্য্যের কিরণ নিরস্ত হয়, যাহার বিমল সলিলে হংসের স্কন্ধদ্বারা কহ্লার নিম্নে বীচি সকল বিক্ষিপ্ত হয়, যে সরোবরে হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক শব্দিত হয় এবং যাহার তীরস্থ নিচুল বৃক্ষের ছায়ায় জলচারী প্রাণিগণ বিশ্রাম লাভ করে, সেই সরোবরের সান্নিধ্যে দেবগণ সুখী হন।

ক্রৌঞ্চশ্রেণী যাহার কাঞ্চীকলাপ, কলহংসের কলস্বন যাহার শব্দ, জল যাহার বস্ত্র, শফরী সকল যাহার মেখলা, তীরস্থ প্রফুল্ল বৃক্ষ সকল যাহার কর্ণভূষণ, জল ও স্থলের সঙ্গমস্থল যাহার শ্রোণী, পুলিন যাহার উন্নত স্তন এবং হংস সকলই যাহার হাস্য, এইরূপ নিম্নগামিনী নদী সকলের সমীপবর্ত্তী স্থানে দেবতাগণ উপস্থিত হন।

বনের উপান্ত স্থানে, নদী, শৈল ও নির্ঝরের উপান্ত ভূমি সকলে এবং উদ্যানযুক্ত পুর প্রদেশে দেবগণ নিত্য রতি লাভ করেন। দেবগৃহ নির্ম্মাণের স্থান নিরূপণ করিতে হইলে বাস্তুবিদ্যায় যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণগণের বলিয়া কথিত হইয়াছে, দেবমন্দিরে সেই সকল ভূমি প্রশস্ত। সর্ব্বদা দেবগৃহে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করা কর্ত্তব্য।

ইহাতে সমদিকৃস্থিত মধ্যমস্থলে দ্বার করিতে হইবে। যাহার বিস্তার যত হইবে, তাহা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে উন্নত করিবে। উন্নতির একতৃতীয়াংশ কটি হইবে, বিস্তারের অর্দ্ধেক গর্ভগৃহ ও চতুর্দ্দিকস্থ অন্য ভিত্তি সকল হইবে। আর গর্ভের পাদ অর্থাৎ একচতুর্থাংশ পরিমাণে উহা বিস্তীর্ণ ও দ্বিগুণোন্নত হইবে।

উন্নতির পাদ পরিমাণে বিস্তীর্ণ শাখা ও দ্বারের উপরিতন অংশের দিগন্তকে সমভাবে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বিস্তার এক চতুর্থাংশ করিতে হইবে এবং তাহার বেধ এই বিস্তারের এক চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাৎ শাখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য বিস্তারের পাদ পরিমাণে হইবে। ত্রি, পঞ্চ, সপ্ত ও নব সংখ্যক শাখাসমন্বিত আয়তনই প্রশস্ত। অধঃস্থ শাখার চারিভাগে দুইটী দ্বারদেশ নিবিষ্ট করিবে। ইহার শেষভাগ মঙ্গলসূচক বিহঙ্গম, শ্রীবৃক্ষ, স্বস্তিক, ঘট, মিথুন, পত্রবল্লী ও প্রমথগণ কর্ত্তৃক উপশোভিত হইবে। দ্বার পরিমাণের অষ্টভাগের একভাগ হীন ও পিণ্ডিকাযুক্ত প্রতিমা হইবে এবং তাহাতে দুইভাগ প্রতিমা ও তৃতীয়াংশ পিণ্ডিকা হইবে। মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছন্দ, নন্দন, সমুদ্গ, পদ্ম, গরুড়, নন্দিবর্দ্ধন, কুঞ্জর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্ব্বতোভদ্র, ঘট, সিংহ, বৃত্ত চতুষ্কোণ, ষোড়শাস্রি ও অষ্টাস্রি এই বিংশতি প্রকার দেবগৃহের সংজ্ঞা। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—

যে দেবগৃহ ষড়্‌কোণ, দশভৌম, সুন্দর কুহরযুক্ত, চতুর্দ্বার ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ লক্ষণযুক্ত দেবগৃহের নাম 'মেরু'। যাহা ত্রিশহস্ত বিস্তীর্ণ, দশভৌমযুক্ত ও চূড়াবান্, তাহার নাম 'মন্দর'। মন্দর লক্ষণাক্রান্ত দেবগৃহ যদি ২৮ হস্ত বিস্তীর্ণ ও অষ্ট ভৌমযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'কৈলাস' বলা যায়। যাহা জালাকৃতি গবাক্ষবিশিষ্ট এবং ২১ হাত বিস্তীর্ণ, তাহার নাম 'বিমান'। যাহাতে ৬টী ভৌম থাকে, যাহা ৩২ হাত বিস্তীর্ণ এবং ১৬টী চূড়াযুক্ত, তাহাকে 'নন্দন' কহে। গোলাকার একশৃঙ্গ ও এক ভৌম দেবালয়ের নাম 'সমুদ্গ'। একভূমিক, একশৃঙ্গ, পদ্মাকৃতি ও অষ্টশাখ দেবগৃহের নাম 'পদ্ম'। গরুড়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দেবগৃহের নাম 'গরুড়'। ২৪ হাত বিস্তীর্ণ সপ্তভৌম এবং বিংশতি অণ্ডে বিভূষিত দেবগৃহ 'নন্দিবর্দ্ধন' নামে বিখ্যাত। গজপৃষ্ঠের ন্যায় আকারধারী ও মূল হইতে চতুর্দ্দিকে ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত দেবালয়ের নাম 'কুঞ্জর'। যাহার বিস্তৃতি ১৬ হাত এবং বলভীদেশ তিনটী চন্দ্রশালাবিশিষ্ট তাহাকে 'গুহরাজ' কহে। যাহা দ্বাদশহস্ত বিস্তৃত, গোলাকার, একশৃঙ্গ ও এক নেমিযুক্ত, তাহা 'বৃষ' নামক দেবগৃহ। ইহা গোলাকার হইলে 'বৃত্ত' দেবগৃহ হয়। হংসাকার দেবগৃহের নাম 'হংস'। ৮ হাত বিস্তীর্ণ কলসাকার দেবালয়ের নাম 'ঘট'।

যে দেবগৃহে ৪টী দ্বার থাকে ও যাহা বহুচূড়াবিশিষ্ট, তাহার নাম 'সর্ব্বতোভদ্র'। ইহাতে ৫টী ভৌম এবং সুন্দর অনেক চন্দ্রশালা থাকে, ইহার বিস্তৃতি ২৬ হাত। যাহাতে সিংহ চিহ্ন থাকে, যাহা ৮ হাত বিস্তীর্ণ ও দ্বাদশ কোণ সমন্বিত, তাহার নাম 'সিংহ'। যাহার ৫টী মাত্র অণ্ডের মধ্যে চারিটী কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে 'চতুরস্র' কহে। (বৃহৎসং ৭৪ অঃ)

অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—প্রথমে স্থান নিরূপণ করিয়া চতুরস্রীকৃত ক্ষেত্র ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থিত চতুর্ভাগ আরত করিয়া অপর দ্বাদশভাগ ভিত্তির নিমিত্ত কল্পিত করিবে। জঙ্ঘা চতুর্ভাগ পরিমিত উচ্ছ্রিত, জঙ্ঘার দ্বিগুণ উন্নত মঞ্জরী, মঞ্জরীর চতুর্থভাগে প্রদক্ষিণ পরিমাণ হইবে। উভয়পার্শ্বে সম বা দ্বিগুণ শোভা-সম্পাদনানুরূপ অগ্রভূমির বিস্তার হইবে। মণ্ডপের অগ্রে গর্ভসূত্রদ্বয় পরিমাণে বিস্তীর্ণ এবং পাদাধিক পরিমাণে দীর্ঘ বা প্রাসাদ পরিমাণ স্তম্ভ দ্বারা মুখমণ্ডপ করিবে। পরে একাশীতি পদযুক্ত বাস্তু করিয়া মণ্ডপ আরম্ভ করিবে। প্রতিমা-প্রমাণ শুভ পিণ্ডিকা করিয়া পিণ্ডিকার্দ্ধ পরিমাণে গর্ভ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ গর্ভ পরিমাণে ভিত্তি সকল প্রস্তুত করিবে। ভিত্তির আয়াম পরিমাণে উৎসেধ, ভিত্তির উচ্ছ্রায়ের দ্বিগুণ পরিমিত শিখর, শিখরের চতুর্গুণ ভ্রমণ-ভূমি, শিখরের চতুর্থাংশ পরিমাণে সম্মুখে মুখমণ্ডপ, গর্ভের অষ্টমাংশ পরিমাণে রথনির্গমদ্বার, পরিধির ষষ্ঠাংশ পরিমিত রথ সকল এবং উহার তৃতীয়াংশ পরিমাণে রথনির্গমদ্বার করিতে হইবে। রথত্রয়ে ঘোটকত্রয় সর্ব্বদা যোজিত করিয়া রাখিবে। বেদিকা পরিমাণের উর্দ্ধে কলস কল্পিত করিয়া বিস্তারের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য করিতে হইবে।

প্রাসাদের চতুর্থাংশ পরিমাণে প্রাকারের উচ্চতা এবং পাদোনপরিমিত গোপুরের উচ্চতা হইবে। (অগ্নিপু° ২৬৮ অঃ)

[বিশেষ বিবরণ প্রাসাদ ও মন্দির দেখ।]

দেবগ্রহ (পুং) সুশ্রুতোক্ত গ্রহভেদ।

"যঃ পশ্যতি নরো দেবান্ জাগ্রদ্বা শয়িতোঽপি বা।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং তন্তু দেবগ্রহং বিদুঃ॥"

যে সকল মনুষ্য জাগ্রৎ বা শয়িতাবস্থায় দেবতাদিগকে অবলোকন করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হয়, ইহাদিগকে দেবগ্রহ কহে।

দেবঙ্গম (ত্রি) দেবং গচ্ছতি গম-বেদে ক। দেবগামী। "অন্তাং রাধ্যেতু হোত্রায়াং দেবঙ্গমায়।" (শতপথব্রা° ১।৯।১।১২)

লৌকিক প্রয়োগে—"দেবঙ্গম" হইবে না, সেইস্থলে ণিনি প্রত্যয় হইয়া দেবগামী এইরূপ পদ হইবে।

দেবচক্র (ক্লী) ১ যজ্ঞাঙ্গ অভিপ্লবভেদ।

"পরি বা এতদ্দেবচক্রং বদভিপ্লবঃ॥" (ঐত° ব্রা° ৪।১৫)

২ যামলোক্ত দেবতাভেদে উপাসনাজ্ঞাপক চক্রভেদ।

দেবচন্দ্র, বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের শিষ্য। ইনি শান্তিনাথবৃত্ত নামে প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেন। মুনিদেব সূরি তাহাই সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবচন্দ্রগণি, এক খ্যাতনামা জৈন পণ্ডিত। ইনি ১৭৩৮ সম্বতে আপন শিষ্য মুনিচন্দ্রের জন্য যমকস্তুতি ও তাহার টীকা রচনা করেন।

দেবচর্য্যা (স্ত্রী) দেবানাং চর্য্যা ৬-তৎ। ১ দেবচরিত। ২ দেবার্থ চরণ হোমাদি।

"প্রিয়াবৃত্তমনির্দ্দিষ্টং দেবচর্য্যোপশোভিতং।"

(ভারত বন ১৪৫ অঃ)

দেবচিকিৎসক (পুং) ১ দেবতাদিগের চিকিৎসক, স্বর্বৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। ২ দ্বিত্ব সংখ্যা। ৩ অশ্বিনী নক্ষত্র।

দেবচ্ছন্দ (পুং) দেবৈশ্ছন্দ্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে ছন্দ-ঘঞ্। হারবিশেষ, এই হার শতযষ্টিক। কাহার কাহার মতে অষ্টোত্তরশত যষ্টিক।

"শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দো অশীতিরেকযুতা।
অষ্টাধিকো হর্দ্ধহারো রশ্মিকলাশ্চ নবষট্কঃ॥" (বৃহৎস°)

অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতাযুক্ত বা একাশীতি সংখ্যক লতাযুক্ত হইলে দেবচ্ছন্দ।

দেবচ্ছন্দস (ক্লী) দেবপ্রিয়ং ছন্দঃ টচ্ সমাসান্তঃ। বৈদিক ছন্দোভেদ।

দেবজ (ত্রি) দেবাজ্জায়তে জন-ড। ১ দেবজাত। (ক্লী) ২ সামভেদ। "তস্মাদাহুঃ সত্যং সাম দেবজং সামেতি" (শতপথব্রা° ৩।৪।২।১৬)। (পুং) ৩ কৃশাশ্বের সহোদর সূর্য্যবংশীয় সংযম নৃপতির পুত্র ভেদ। (ভাগ° ৯।২।২২) ৪ সূর্য্য সম্পাদিত ঋতু। "সপ্তথ মাহুরেকজং ষড়িদ্ যমা ঋষয়ো দেবজাঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫) 'সপ্তানাং ঋতূনাং মধ্যে সপ্তথং সপ্তমং ঋতু একজং একেনোৎপন্নং আহুঃ কলাতত্ত্ববিদঃ। চৈত্রাদীনাং মাসানাং দ্বয়মেলনেন বসন্তাদ্যাঃ ষড়্ ঋতবো ভবন্তি, অধিক মাসেনৈক উৎপদ্যতে সপ্তমর্তুঃ। ন চ তাদৃশোমাস এব নাস্তীতি মন্তব্যং। অস্তি ত্রয়োদশমাস ইত্যাহুরিতি শ্রুতেঃ, তদেব উচ্যতে। ষড়েব ঋতবো মাসদ্বয়রূপঋতুযোগত্বাৎ। তে চ দেবজাঃ দেবাদাদিত্যাজ্জাতা ইত্যেবমাহুঃ ষড়েব দেবজাঃ অদেবজ একঃ' (সায়ণ)

দেবজগ্ধ (ত্রি) দেবৈরদ্যতে ইতি অদ-ক্ত জগ্ধাদেশঃ (অদো-

বহির্নির্ধিকিতি। পা° ২।৪।৩৬) ১ দেবগণ কর্তৃক অঙ্কিত। (স্ত্রী) ২ কমূণ।

দেবজম্বুক (স্ত্রী) দেবজম্বু-স্বার্থে কন্। কমূণ।

দেবজন (পুং) দেবজ্রপোজনঃ। দেবরূপ জন। "তক্ষরিষ্যাত্যাশ্রপঃ ক্রচা নিনয়তে ত্রিঃ সর্ব্বদেবজনেভ্যঃ স্বাহেতি" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।৪।১২)। দেবানাং জনঃ। ২ উপদেব, দেবতাদিগের উপকরণে উৎপন্ন গন্ধর্ব্বাদি।

দেবজনবিদ্যা (স্ত্রী) দেবজনানাং বিদ্যা। গন্ধর্ব্ববিদ্যা, নৃত্যগীতাদি।

দেবজাত (ত্রি) দেবেভ্যোজাতঃ। দেবতা হইতে যিনি জন্মিয়াছেন। "যবাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ" (ঋক্ ১।১৬২।১) দেবানাং জাতঃ। ২ দেবগণ। "যান্তেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে।" (শতপথব্রা° ১৪।১।২।২৭)

দেবজামি (স্ত্রী) দেবানাং জামিরিব। ১ দেববন্ধু। "অযামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামি রিরজ্যত" (ঋক্ ৭।২৩।২) 'দেবজামি র্দেবানাং বন্ধুঃ' (সায়ণ)। দেবানাং জামিঃ। ২ দেবতাদিগের স্ত্রী। "বিন্দতে বসুজনিত্রং দেবজামীনাং পুত্রোঽসি।" (অথর্ব্ব ৬।৪৬।২)

দেবজুষ্ট (ত্রি) দেবৈর্জুষ্টং। দেবসেবিত।

দেবট (ত্রি) দিব্যতীতি দিব-অটন্ (শকাদিভ্যো অটন্। উণ্ ৪।৮১) শিল্পী।

দেবট্টী (স্ত্রী) দেবং দেবশব্দং অট্টতে অতিক্রামতীতি অট-অণ্ শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গন্ধাচিল্লী।

দেবতর (ত্রি) অতিশয়েন দেবঃ দীপ্তঃ দেবকো বা তরপ্। ১ অতিশয় দীপ্ত। ২ অতিদেবক।

দেবতরু (পুং) দেবপ্রিয়ঃ তরুঃ। ১ মন্দারাদি বৃক্ষ।

'পঞ্চৈতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনং॥' (অমর)

মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই ৫টী বৃক্ষ দেবতরু। ২ চৈত্যবৃক্ষ।

দেবতা (স্ত্রী) দেব স্বার্থে তল্. কচিৎ স্বার্থিকা অপি প্রত্যয়াঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্ত্তন্তে ইতি ভাষ্যোক্তেঃ পুংস্বাতিক্রমেণ স্ত্রীত্বং। দেব, নির্জর।

।০। এখন দেবতা বলিলে আমরা যেমন স্বর্গবাসী অমরবৃন্দকে বুঝিয়া থাকি, ঋগ্বেদের ঋষিগণ ঠিক এরূপ ভাবিতেন কি না, তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ। কাত্যায়ন ঋষি ঋক্‌সংহিতার অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ, যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং বস্তু সা দেবতা॥"

যাহার কথা সেই ঋষি। যাহার বিষয় তৎকর্তৃক বলা হইয়া থাকে, তাহা দেবতা। সেই (ঋষি) বাক্যের প্রতিপাদ্য যে বস্তু, তাহাই দেবতা।

ঋষি, ছন্দ ও দেবতা এই তিন লইয়া বেদ। যে বস্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদি, গিরি, নদী, বনস্পতি প্রভৃতি যাহা দ্বারা বৈদিক ঋষিগণ কিছুমাত্র উপকার পাইয়াছেন, ঋক্‌সংহিতায় সে সমস্তই দেবতানামে স্তুত হইয়াছে।

নিরুক্তকার যাস্ক দেবতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা।" (৭।১৫)

দান এবং দীপন হেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় হন, তিনিই দেব এবং দেবতা।

সায়ণাচার্য্য ঋক্‌সংহিতার প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে 'দেব' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'তথা দেবনার্থ দীব্যতি ধাতুনিমিত্তো দেবশব্দ ইত্যেতদায়াতে। দেবনাদ্বৈদেবোঽভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি।'

দেবনার্থ দিবধাতু হইতে দেবশব্দ নিষ্পন্ন, এই জন্য দেবতা হইয়াছে। দেবন হেতু দেবতা হইয়াছে, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের দেবত্ব।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥"

যাহারা দীপ্তি পান, ক্রীড়া করেন, স্বর্গে শোভিত হন এবং দ্যুতিবিশিষ্ট হন, এইজন্য তাহাদিগকে দেবতা বলা যায় এবং সকল দেবতা কর্তৃক স্তূয়মান হন।

দেব শব্দের মূল ধাত্বর্থ দ্যোতমান বা দীপ্তিমান্। ('দ্যোতমানদেবঃ।' মনুটীকায় কুল্লূক ১২।১১৭) আর্য্য ঋষিগণের সমক্ষে যাহা দীপ্তিমান্ বা প্রকাশমান হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহাকেই তাঁহারা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন দেব শব্দের যেরূপ বিশেষত্ব আছে, প্রথমতঃ বৈদিকযুগে দেবতা-আখ্যাত প্রকৃতিপুঞ্জের এরূপ একটী বিশেষত্ব আরোপিত হয় নাই। ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্থায়িত্ব দর্শনে, এই সকল প্রকৃতিপুঞ্জ হইতে জগতের নিত্য উপকার ও নিত্য প্রয়োজনীয়তা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঋষিগণ তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দেবত্ব আরোপ করিলেন। দেবতত্ত্বের ইহাই মূলবীজ। ঋক্‌সংহিতায় এই কয়জন দেব দেবীর বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ঋভুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম,

ত্বষ্টা, সূর্য্য, বিষ্ণু, পৃশ্নি, যম, পর্জ্জন্য, অর্য্যমা, পূষা, রুদ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, উশনা, ত্রিত, ত্রৈতন, অহির্বুধ্ন, অজ একপাৎ, ঋভুক্ষা, গরুত্মান্ এই সকল দেব এবং সরস্বতী, সূনৃতা, ইলা, ইন্দ্রাণী, হোত্রা, পৃথিবী, উষা, আত্রী, রোদসী, রাকা, সিনীবালী ও কুহূ প্রভৃতি দেবী।

তখনও দেবতত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। দেবগণের সংখ্যা ও অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিগণের মধ্যেও মত ভেদ ছিল। এ বিষয়ে নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন—

"দেবতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগ্য, কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের জন্য (ভিন্ন নাম হইয়াছে।) অথবা তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেবই ছিলেন, কারণ স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদিগের স্তুতি করা হইয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে।" (নিরুক্ত ৭।৫)

ঋক্‌সংহিতার ১ম, ৮ম ও ৯ম মণ্ডলের অনেক সূক্তে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

"যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥"
(ঋক্ ১।১৩৯।১১)

যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর মধ্যেও একাদশ, অন্তরীক্ষে অবস্থানকালেও একাদশ, তাঁহারা আপন মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।

"যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।
বিদন্নহ দ্বিতাসনন্॥" (ঋক্ ৮।২৮।১)

যে ত্রিশের পর তিন সংখ্যাযুক্ত অর্থাৎ যে ৩৩ জন দেবতা বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে অবগত হউন এবং দুই প্রকার ধন দান করুন।

এই ৩৩ জন দেবতা কাহারা? এ সম্বন্ধে ঋক্‌সংহিতায় কোন কথা নাই। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।"
(শতপথব্রা° ১১।৬।৩।৫)

সেই ৩৩ জন কে কে, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া ৩৩।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আবার ৩৩ জন সোমপ এবং ৩৩ জন অসোমপ এই ৬৬ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

'অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার এই ৩৩ জন সোমপ। একাদশ প্রযাজ, একাদশ অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ ইহারা অসোমপ। সোমপায়ীরা সোমধারা তৃপ্ত হন এবং অসোমপায়ীরা যজ্ঞীয় পশুদ্বারা প্রীত হন।' (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ২।১৮)

ঋক্‌সংহিতায় আবার ৩৩৩৯ দেবতারও উল্লেখ আছে।

"ত্রীণিশতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্।"
(ঋক্ ৩।৯।৯)

তিন সহস্র তিনশত ত্রিংশৎ ও নবসংখ্যক দেবগণ* অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।

শতপথব্রাহ্মণ (১১।৬।৩।৪), শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র (৮।২১।১৪) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থেও ৩৩৩৯ জন দেবতার বর্ণনা আছে। বোধ হয় দেবগণের এইরূপ সংখ্যা সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্টে কোন কোন ঋষি আবার দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥"
(৮।১০০।৩)

হে অন্নাভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দ! ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহার স্তুতি করিব?

এরূপ সন্দেহ অল্পদিন মধ্যেই ঋষিগণের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। ঋষিগণ জানিয়াছিলেন, দেবগণ সোমরস পান করেন ও মানব হইতে ভিন্ন।

"দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েভ্যোঽমৃতত্বং
সুবসি ভাগমুত্তমম্।" (ঋক্ ৪।৫৪।২ = শতপথ ব্রা° ২।৪।২।১)

প্রথমে যজ্ঞিয় দেবগণের নিমিত্ত অমরত্বের সাধনভূত সোমরূপ উত্তমভাগ উৎপন্ন করিয়া থাক।

"ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্তাঃ।"
(ঋক্ ২।২৭।১০)

হে অসুর বরুণ! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, তুমি সকলের রাজা। (এখানে দেবতা ও মনুষ্যে পার্থক্য নিরূপিত হইল।)

ঋক্‌সংহিতায় দেবতা সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ ভাবও প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইল, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাত্মার নাম মাত্র।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

---

* সায়ণাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন, দেবতা কেবল ৩৩ জন, ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমাপ্রকাশক। কিন্তু ঋক্‌সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তেও এই ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে।

এবং সবিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

(১।১৬৪।৪৬)

মেধাবীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় সুপর্ণ ও গরুত্মান্। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"

(১০।১১৪।৫)

সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কল্পনাবলে নানারূপে বর্ণনা করেন।

শেষে যে দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত হইল, উহাই উপনিষদ্ ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য একাত্মবাদের মূল বীজ। পুরাণে যে অসংখ্য দেবদেবীর বর্ণনা আছে, তাহা আর কিছু নয়, এক পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরই মহিমাব্যঞ্জক রূপক বর্ণনা, ঋক্‌সংহিতার উক্ত দুই মন্ত্রে তাহার মূল সূত্র প্রকটিত হইল। অধিক বলিতে কি দেব-দেবীর উপাসনামূলক বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উক্ত দুই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসাদর্শনের মতে, দেবগণের বাস্তবিক রূপ বা বিগ্রহ নাই। দেবগণ মন্ত্রাত্মক। চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত মন্ত্রই দেবতা।

[পৌরাণিক দেবতত্ত্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।

দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৩।২০১)

ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে দেবদানব এবং দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

মনুর বচনানুসারে দেবগণ যেন এক স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। সকল পুরাণ মতেই কশ্যপ ঋষি ও অদিতি হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়াদি অঞ্চলে হিন্দুগণের মধ্যে বিশ্বাস সৎব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা দেব এবং অসৎ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহারা উপদেবতা হয়।

এদিকে বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে দেবাসুর সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেব ও অসুরনামক দুই দলের স্পষ্ট সংগ্রামের পরিচয় পাই।

কাহারও মতে—দেবাসুরের সংগ্রাম রূপক বর্ণনা মাত্র, উহা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সংঘর্ষ-প্রকাশক। ঋক্‌সংহিতায় অনেক মন্ত্রে দেব ও অসুর এই দুই শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও এবং ঐ দুই শব্দই অনেক স্থলে দৃশ্যমান প্রাকৃতিপুঞ্জের সংজ্ঞা স্বরূপ ব্যবহৃত হইলেও, ঋক্‌সংহিতার কোন কোন মন্ত্রে এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেব ও অসুর এই দুই দলের পরস্পর বৈরভাবের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিদর্শন হইতে অনেক ভাষাবিদ্ ও পুরাবিদ্ অনুমান করেন, বেদোক্ত দেবাসুরই জগতের প্রাচীনতম সভ্য আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ। পারস্ত ও ভারতবাসী আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন একত্র বসবাস করিতেন, সে সময় দেবাসুরের পার্থক্য ছিল না। সেই সময়কার ঋকে দেবাসুর এক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। আবার যখন গৃহবিবাদে অথবা অপর কোন কারণে দেব ও অসুর-উপাসকগণ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি হইতেছিল, সেই সময় এক দল অন্যদলের উপাস্যদিগের কুৎসা করিতে লাগিলেন। অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পারসিকগণ তাঁহাদের অবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেবগণকে অহিতাচারী ও প্রেতস্বরূপ এবং দেবোপাসকগণকে মিথ্যা শঠ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। অন্যপক্ষে বৈদিক ঋষিগণ অসুর ও অসুরোপাসকগণের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে ছাড়েন নাই। [আর্য্য, বেদ, পারসী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

আসিরীয় হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপিতে আসিরীয়বাসীগণ 'অসুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন সেই অসুর ও দেবোপাসকগণের যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই দেবাসুর সংগ্রাম নামে খ্যাত।

বেদে যে ৩৩টী দেবতার উল্লেখ দেখিলাম, পুরাণে তাহাই ৩৩ কোটী হইয়াছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"সদারা বিবুধাঃ সর্ব্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ।

ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিসংখ্যাস্তয়াঽভবন্॥"

(পাদ্মে উত্তরখণ্ড)

এই ত্রৈলোক্যে দেবগণ তাঁহাদের পত্নী ও স্ব স্ব গণ সহ সংখ্যায় মোট ৩৩ কোটী। [দেবতাদিগের গণ গণদেবতা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুরাণ মতে, অধিকারী ভেদে দেবতার ভেদ হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

"যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।

কিন্তু কার্য্যবিশেষেণ পূজিতা চেষ্টদা নৃণাম্॥

বিশেষাৎ সর্ব্বদা নায়ং নিয়মোহন্যথা নৃপাঃ।

নৃপাণাং দৈবতং বিষ্ণুস্তথৈব চ পুরন্দরঃ॥

বিপ্রাণামগ্নিরাদিত্যো ব্রহ্মা চৈব পিনাকধৃক্।

দেবানাং দৈবতং বিষ্ণুর্দানবানাং ত্রিশূলভৃৎ॥

গন্ধর্ব্বাণাং তথা সোমো যক্ষাণামপি কথ্যতে।

বিদ্যাধরাণাং বাগ্দেবী সাধ্যানাং ভগবান্ হরিঃ॥
রক্ষসাং শঙ্করো রুদ্রঃ কিন্নরাণাঞ্চ পার্ব্বতী।
ঋষীণাং দৈবতং ব্রহ্মা মহাদেবশ্চ শূলভৃৎ।
মনূনাং স্যাদুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সভাস্করঃ॥
গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যু র্ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্।
বৈখানসস্তাম্বিকা স্যাদ্ যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ।
ভূতানাং ভগবান্ রুদ্রঃ কুষ্মাণ্ডানাং বিনায়কঃ।
সর্ব্বেষাং ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব প্রজাপতিঃ।
ইত্যেবং ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবোঽভ্যভাষত॥"

যে পুরুষের যিনি অভিমত, তিনিই তাহার দেবতা। তিনিই কার্য্যবিশেষদ্বারা পূজিতা হইয়া মনুষ্যদিগের অভীষ্ট-দান করিয়া থাকেন। সকল স্থলেই যে এই নিয়ম, তাহা নহে, ইহার বিপরীতও দেখা যায়। নৃপদিগের দেবতা অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও মহাদেব, দেবতাদিগের দেবতা বিষ্ণু, দানবদিগের মহাদেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষদিগের সোম, বিদ্যাধর-দিগের বাগ্দেবী, সাধ্যদিগের হরি, রক্ষদিগের শঙ্কর রুদ্র, কিন্নরদিগের পার্ব্বতী, ঋষিদিগের ব্রহ্মা ও মহাদেব, মনুদিগের উমা, বিষ্ণু এবং ভাস্কর দেবতা, ব্রহ্মচারীদিগের দেবতা ব্রহ্মা, বৈখানসদিগের দেবতা সকলই, যতিদিগের মহেশ্বর, ভূতদিগের ভগবান্ রুদ্র, কুষ্মাণ্ডের বিনায়ক এবং সকলের দেবতা দেবদেব প্রজাপতি। এরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

দেবতাদিগের মধ্যেও আবার বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে—

"আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা।
অশ্বিনৌ চ স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ॥
স্মৃতাস্ত্বাঙ্গিরসা দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বদেবানাং চাতুর্বর্ণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

দ্বাদশ আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদগণ বৈশ্য, উগ্রতপস্যাযুক্ত অশ্বিদ্বয় শূদ্র এবং আঙ্গিরস দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত। এইরূপ সকল দেবতার চাতুর্বর্ণ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে—দেবগণের মধ্যে ছয় জনই প্রধান।

"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
দেবষট্কঞ্চ সংপূজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণঃ॥" (ব্রহ্মবৈ°)

গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা এই দেবষট্ক, বিচক্ষণ ব্যক্তির এই ছয়জনকে পূজা ও প্রণাম করা কর্ত্তব্য।

মাসবিশেষে দেবতাবিশেষের পূজা নির্দ্দিষ্ট আছে।

মন্ত্রমহোদধির মতে—

"যথা যথেষ্টদেবেষু নৃণাং ভক্তিঃ সমেধতে।
প্রাপ্যতে তৈস্তথৈব যনোঽভীষ্টং তথা তথা॥
শুচৌ তত্তমহে কুর্য্যাদ্দেবপ্রস্বপনোৎসবম্।
ঊর্জ্জে তথৈব দেবানামুত্থাপনবিধিং সুধীঃ॥
মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং বিশেষাচ্ছিবপূজনম্।
আশ্বিনাদ্যানবাহেষু দুর্গা পূজ্যা যথাবিধি॥
গোপালং পূজয়েদ্বিদ্বাংস্তঃ কৃষ্ণাষ্টমীদিনে।
রামং চৈত্রে সিতে পক্ষে নরসিংহং প্রপূজয়েৎ।
যজেচ্ছুক্লচতুর্থ্যান্তু গণেশং ভাদ্রমাঘয়োঃ॥
মহালক্ষ্মীং যজেদ্বিদ্বান্ ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীদিনে।
মাঘস্য শুক্লসপ্তম্যাং বিশেষাদ্দিননায়কম্॥
যা কাচিৎ সপ্তমী শুক্লা রবিবারযুতা যদি।
তস্যাং দিনেশং সংপূজ্য দত্তাদর্ঘ্যং পুরোদিতম্॥
তত্তৎ করোদিতানন্তান্ দেবতাপ্রীতিবর্দ্ধনান্।
বিশেষনিয়মান্ কৃত্বা ভজেদ্দেবমনন্যধীঃ॥
আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মধ্যে কিঞ্চিন্নিয়মমাচরেৎ।
দেবসম্প্রীতয়ে বিদ্বান্ জপপূজাদিতৎপরঃ॥
এবং যো ভজতে বিষ্ণুং রুদ্রং দুর্গাং গণাধিপম্।
ভাস্করং শ্রদ্ধয়া নিত্যং স কদাচিন্ন সীদতি॥"

যেরূপে মনুষ্যদিগের ইষ্টদেবে ভক্তি বৃদ্ধি এবং যত্ন ব্যতীত অভীষ্ট লাভ হয়, (তদ্বিষয় বলিতেছি।) গ্রীষ্মকালে দেবতা-দিগের প্রস্বপনোৎসব করিবে এবং তাহার পর দেবতাদিগের উত্থাপন করিবে। মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে শিবপূজা করিবে। আশ্বিন মাসে প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দুর্গা-পূজা, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে গোপাল, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে রাম, বৈশাখের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে নর-সিংহ, ভাদ্র এবং মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে গণেশ, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মহালক্ষ্মী, মাঘমাসের শুক্লসপ্তমী তিথিতে দিননায়ক, যে কোন শুক্লসপ্তমী তাহাতে যদি রবিবার হয়, এই বারে গণেশপূজা করিবে। আষাঢ় এবং কার্ত্তিকমাসে কোন নিয়ম আচরণ করিবে। দেবতার প্রীতির নিমিত্ত যদি জপপূজাদি তৎপর হইয়া বিষ্ণু, রুদ্র, দুর্গা, গণেশ ও সূর্য্য ইহাদিগকে নিত্য পূজা করা হয়, তাহা হইলে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা কখন অবসন্ন হন না।

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মধ্যে কুলদেবতা, ইষ্টদেবতা, গৃহ-দেবতা, গ্রাম্যদেবতা, স্থানদেবতা প্রভৃতি দেবতার পূজা দৃষ্ট হয়।

কুলক্রমানুসারে যে দেবতা পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাহাই কুলদেবতা। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি ইঁহাদের মধ্যে কোন একটী কোন শ্রেণীর হিন্দুপরিবারের কুলদেবতা। যিনি যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন, সেই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতাই

ইষ্টদেবতা। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপ যাহা পূজিত হন, তিনিই গৃহদেবতা। গ্রামদেবতার বিশেষ কোন রূপাদি নির্দ্দেশ নাই। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

গ্রাম্যদেবতার স্থিতিকাল কলির প্রথম ২০০০ বৎসর, এই সময়ের পর হইতে আর গ্রাম্যদেবতার দেবত্ব থাকিবে না।

"কলের্দশ সহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা।"

চৈত্য প্রভৃতি বৃক্ষাদি তলে যে দেবতার পূজা হইয়া থাকে, তাহাকেই গ্রাম্যদেবতা কহে।

দাক্ষিণাত্যেই গ্রাম্যদেবতার বেশী প্রাধান্য। তথাকার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেই গ্রাম্যদেবতাগণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখা যায়। ঐ সকল গ্রাম্যদেবতা কোন স্থানে মূর্ত্তিহীন কাষ্ঠখণ্ড বা শিলাখণ্ডে পূজিত হন।

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে ইঁহারা অম্ম, অম্মন্ বা অম্মার এবং পশ্চিম ও উত্তরাংশে সট্বাই, ভৈরো, মসোবা, চামণ্ডা, অসরা, অই, মরিয়াই প্রভৃতি নামে খ্যাত। সাধারণে বিপদে পড়িলে, রোগে পীড়িত হইলে, তাঁহাদের পূজা দেয় এবং তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ত ছাগ, মেষ, মহিষাদি বলি দিয়া থাকে।

বৌদ্ধেরাও দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহাদের মতে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নিম্ন শ্রেণীতে দেবগণ। দেবগণের নিম্নে মানব। বৌদ্ধগণের মতে, অনেক প্রকার দেবতা আছেন, তন্মধ্যে দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে চাতুর-মহারাজিক, তুষিত প্রভৃতি কএকপ্রকার দেবতার উল্লেখ আছে।

যথা—"যা উপবিষ্টাদাচ্ছন্তি তাশ্চাতুরমহারাজিকান্ দেবান্ গত্বা ত্রয়স্ত্রিংশান্ যামাংস্তুষিতান্ নির্ম্মাণরতীন্ পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনো দেবান্ ব্রহ্মকায়িকান্ ব্রহ্মপুরোহিতান্ মহাব্রহ্মণঃ পরীত্তাভান্ অপ্রমাণাভান্ আভাস্বরান্ পরীত্তশুভান্ অপ্রমাণশুভান্ শুভকৃৎস্নানভ্রকান্ পুণ্যপ্রসবান্ বৃহৎফলান্ অবৃহান্ অতপান্ সুদৃশান্ সুদর্শান্ অকনিষ্ঠপর্য্যন্তান্ দেবান্ গত্বানিত্যং দুঃখং শূন্যমনাত্মেত্যুদেবাবয়ন্তি।" (দিব্যাবদান)।

যাঁহারা উপরিভাগ হইতে গমন করেন, তাঁহারা চাতুর মহারাজিক দেবতা, তুষিত নির্ম্মাণরতি, পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, পরীত্তাভ, অপ্রমাণাভ, আভাস্বর, পরীত্তশুভ, অপ্রমাণশুভ, শুভকৃৎস্ন, অনভ্রক, পুণ্যপ্রসব, বৃহৎফল, অবৃহ, অতপ, সুদৃশ, সুদর্শ ও অকনিষ্ঠ প্রভৃতি দেব সমীপে গমন করিয়া অনিত্য দুঃখ শূন্যময়, আত্মার অস্তিত্ব নাই, ইহাই উদ্ঘোষিত করিয়াছিল।

জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের মত তীর্থঙ্কর কেবলী প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্তগণকে দেবাধিদেব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; দেবগণ এই দেবাধিদেব অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় সকল বিষয়ে নিম্ন। দেবগণের পর মানব। জৈনদিগের দেবতা চারিপ্রকার—বৈমানিক বা কল্পভব, কল্পাতীত, গ্রৈবেয়ক ও অনুত্তর। বৈমানিক ১২ প্রকার—সৌধর্ম্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্ম, লান্তক, শুক্র, সহস্রার, নত, প্রাণত, আরণ ও অচ্যুত। কল্পাতীত দেব ৯ প্রকার ও অনুত্তর ৫ প্রকার। (হেম)

পৃথিবীর প্রাচীনতম সকল সভ্য দেশেই এক সময় ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। অনেক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি ও রূপাদির পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, মিসর হইতে দেবতত্ত্বের সূত্রপাত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহারই ছায়া অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই মত সমাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক আর্য্যগণের ন্যায় অপরাপর সভ্যজাতির মধ্যেও দেবতত্ত্ব আপনাপনি উদ্ভূত হইয়াছিল; তবে বিদেশীয় সংস্রবে এক ভাব ভাবান্তরে যে রূপান্তরিত হয় নাই, এমন নহে। [মিসর, রোম প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দেবতাগার (ক্লী) দেবতানাং আগারঃ ৬তৎ। দেবগৃহ, দেবতামন্দির।

"কোষ্ঠাগারায়ুধাগারদেবতাগারভেদকান্।
হস্ত্যশ্বরথহর্ত্তৃংশ্চ হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥" (মনু ৯।২৮০)

যাহারা কোষ্ঠাগার, আয়ুধগৃহ ও দেবগৃহ নষ্ট করে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ হরণ করে; রাজা কোন বিষয় বিচার না করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

দেবতাগৃহ (ক্লী) দেবতানাং গৃহং ৬তৎ। দেবতাদিগের আলয়, দেবমন্দির।

দেবতাজিৎ (পুং) দেবতাঃ জয়তি জি-কিপ্। ১ দেববিজয়ী অসুরাদি। ২ ভরতপুত্র সুমতির পুত্রভেদ।

"তস্মাদ্ বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নাম পুত্রোঽভূৎ" (ভাগ° ৫।১৫।২)

দেবতাড় (পুং) দেবো দীপ্তস্তালঃ ইতি লস্য ড়। বৃক্ষবিশেষ, দেতাড়াগাছ। পর্য্যায়—বেণী, খরা, গর, জীমূত, অগরী, খরাগরী, তাড়ী, আখুবিষহা, আখু, বিষজিহ্ব, মহাচ্ছদ, কদম্ব, শুক্লাক, দেবতাড়ক। (রত্নমালা)। দেবৌ চন্দ্রার্কৌ তাড়য়তি তাড়ি কর্ম্মণি অণ্। ২ রাহু। দেবনায় দীপনায় তাড্যতেঽসৌ তাড়ি কর্ম্মণি অচ্। ৩ অগ্নি। ৪ ঘোষকলতা।

দেবতাড়ক (পুং) দেবতাড় স্বার্থে কন্। দেবতাড় বৃক্ষ।

দেবতাত (পুং) তন-ক্ত ততএব তাত স্বার্থে অণ্। দেবানাং তাতঃ। দেবতাদিগের নিমিত্ত বিস্তৃত যজ্ঞ। "এবা দেব দেবতাতে

পথম" (ঋক্ ৯।৯৭।২৭) দেবানাং তাতঃ ৬তৎ। ২ দেবতাদিগের জনক কশ্যপ। ৩ মরীচ্যাদি ঋষি। ৪ হিরণ্যগর্ভ।

দেবতাতি (পুং) দেব-স্বার্থে তাতিল্। দেবতা। "স আবহ দেবতাতিং যবিষ্ঠ" (ঋক্ ৩।৪৯।৪) 'দেবতাতিং দেবং স্বার্থে তাতিল্' (সায়ণ)

দেবতাধিকরণ (ক্লী) দেবতাকর্ম্মসু তদধিকারিত্বমনধিকারিত্বং বা অধিক্রিয়তে বিচার্য্যতেঽত্র অধি-কৃ-আধারে ল্যুট্। যজ্ঞাদিতে দেবতাদিগের অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্বের অন্যতর সাধক ন্যায়ভেদ।

দেবতাধিপ (পুং) দেবতানাং অধিপঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের অধিপতি ইন্দ্র।

দেবতাধ্যায় (ক্লী) সামবেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

দেবতানুক্রম (পুং) দেবতানাং অনুক্রমঃ ৬তৎ। দেবোদ্দেশ, দেবতাদিগের উদ্দেশ।

"নামধেয়ানি মন্ত্রশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ॥" (ভাগ° ২।৬।২৬)

দেবতাপ্রতিমা (স্ত্রী) দেবতানাং প্রতিমা ৬তৎ। দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি। দেবতাদিগের প্রতিমা গঠন করিবার অঙ্গমানাদি এবং মূর্ত্তি-বিষয় সামান্য রূপে বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

দেবালয়-দ্বারের যে এক তৃতীয়াংশ তাহাই পিণ্ডিকার প্রমাণ; এইরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট পিণ্ডিকার নির্ম্মাণ করিয়া ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে প্রতিমা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রতিমার স্বীয় অঙ্গুলি প্রমাণের দ্বাদশগুণ বিস্তীর্ণ এবং আয়ত মুখ হইবে, কিন্তু নগ্নজিৎ মুনির মতে প্রতিমার মুখ দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি হইবে। ইহা দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত। নাসা, ললাট, চিবুক ও গ্রীবা চতুরঙ্গুল প্রমাণ এবং কর্ণদ্বয়, হনুদ্বয় ও চিবুক দ্বিঅঙ্গুল পরিমাণে বিস্তৃত। ললাটের পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল, বিস্তার দ্বিঅঙ্গুল, শঙ্খদ্বয় দ্বিঅঙ্গুল এবং কর্ণদ্বয়, হনুদ্বয় ও চিবুক দ্বিঅঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃত হইবে। সার্দ্ধপঞ্চমাঙ্গুলে ভ্রূদ্বয়ের সমসূত্রে কর্ণোপান্ত এবং সুন্দররূপে কর্ণস্রোত করিতে হইবে। নেত্রান্ত হইতে কর্ণদ্বয়ের বিবর চতুরঙ্গুল, অধর অঙ্গুল প্রমাণ এবং তাহার অর্দ্ধাধিক ওষ্ঠ, বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন। গোছা অর্দ্ধাঙ্গুল এবং মুখ চারি অঙ্গুল, নাসার অগ্রভাগ হইতে নাসাপুটদ্বয় দ্বিঅঙ্গুল, নাসার উচ্চতায় দ্বিঅঙ্গুল এবং ইহা চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থানে চারি অঙ্গুল অন্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে। অক্ষিকোষ ও নেত্রদ্বয় দ্বিঅঙ্গুল, নেত্রতারা ইহার এক তৃতীয়াংশ, দৃক্‌তারা ইহার এক পঞ্চমাংশ এবং অক্ষিবিকাশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ভ্রূ সকল দশাঙ্গুল, ভ্রূরেখা অর্দ্ধাঙ্গুল, ভ্রূমধ্য দ্বিঅঙ্গুল ও ভ্রূদৈর্ঘ্য চতুরঙ্গুল প্রমাণ হইবে। ভ্রূমধ্যধাম অর্দ্ধাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ইহা কেশরেখাবৃৎ করা আবশ্যক। নেত্রান্তে অঙ্গুলি সদৃশ করবীর দেওয়া কর্ত্তব্য। মস্তকের বিশালতা ৩২ অঙ্গুল এবং ১৪ অঙ্গুল প্রশস্ত হইবে। নগ্নজিৎ মুনির মতে, কেশযুক্ত মস্তক দৈর্ঘ্যে ১৬ অঙ্গুল। গ্রীবাদেশ দশ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও একবিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ। কণ্ঠ হইতে হৃদয় দ্বাদশ অঙ্গুলি, হৃদয় হইতে নাভি এবং নাভি হইতে মেঢ্রদেশ পর্য্যন্ত এই পরিমাণ হইবে। ঊরুদ্বয় ও জঙ্ঘা চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি, জানু ও পিচ্ছ চারি অঙ্গুল, গুল্‌ফদ্বয়ও চারি অঙ্গুল, পদদ্বয় ১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল প্রশস্ত, পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ৩ অঙ্গুল প্রশস্ত এবং পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ, পাদতর্জ্জনী দৈর্ঘ্যে ৩ অঙ্গুল হইবে। অবশিষ্ট পাদাঙ্গুলি সকল ক্রমে ক্রমে অষ্টাংশ অষ্টাংশ কম করিয়া করিতে হইবে। ১।০ অঙ্গুলি অঙ্গুলের উৎসেধ হইবে। অঙ্গুষ্ঠের চতুর্থভাগই অঙ্গুষ্ঠ-নখের পরিমাণ। ইহাতে কাহার কাহারও মত—একাঙ্গুলির চতুর্থভাগ কম, অন্য সকল অঙ্গুলির পরিমাণ বা অর্দ্ধাঙ্গুলি কিংবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হইবে। জঙ্ঘার অগ্রভাগের দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্গুলি ও বিস্তার ৫ অঙ্গুলি। জঙ্ঘার মধ্যভাগ সপ্তাঙ্গুলি, দৈর্ঘ্য পরিণাহ অপেক্ষা ত্রিগুণ ও উহা সপ্তাঙ্গুলি বেধবিশিষ্ট, জানুমধ্যে বেধ অষ্টাঙ্গুলি এবং পরিণাহ ২৪ অঙ্গুলি হইবে। চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি পরিমিত বিপুল ঊরুদ্বয়ের মধ্যদেশের পরিধি তাহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২৮ অঙ্গুল, অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত কটিদেশের পরিধি ৪৮ অঙ্গুল এবং নাভির বেধ ও প্রমাণ এক অঙ্গুল হইবে। নাভিমধ্যের সহিত স্তনদ্বয়ের মধ্য-পরিণাহ পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি ও ঊর্দ্ধ ষোড়শাঙ্গুলি, তাহার কক্ষদ্বয় ৬ অঙ্গুলি, স্কন্ধদেশ ৮ অঙ্গুলি এবং বাহু ও প্রবাহুদ্বয়ের পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি, বাহু ৬ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও প্রতিবাহু চারি অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। বাহুমূলদ্বয় ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অগ্রহস্তদ্বয় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইবে।

করতল বিস্তারে ৬ অঙ্গুলি ও দৈর্ঘ্যে সপ্তাঙ্গুলি, মধ্যমা পঞ্চাঙ্গুলি, প্রদেশিনী অঙ্গুলির পরিমাণ মধ্যাঙ্গুলির পর্ব্বার্দ্ধ-পরিমাণে কম, অনামিকা তর্জ্জনীর সমান, আর কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকার এক পর্ব্ব পরিমাণে কম হইবে। অঙ্গুষ্ঠে দুইটী পর্ব্ব এবং অন্যান্য অঙ্গুলিতে ত্রিপর্ব্ব এবং অঙ্গুলি সকলের নখের পরিমাণ পর্ব্বের অর্দ্ধেক হইবে। দেশানুরূপ ভূষণ, বেশ, অলঙ্কার ও মূর্ত্তিদ্বারা প্রতিমাকে লক্ষণযুক্ত করিতে হইবে।

দেবপ্রতিমা ১০৮, ৯৬, বা ৮৪ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে

যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম হয়। ভগবান্ বিষ্ণুকে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বা অষ্টভুজ করিবে, পরে তাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসাঙ্কযুক্ত এবং কৌস্তুভমণি ভূষিত করিতে হইবে। তাহার আকৃতি অতসীপুষ্পবর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র-পরিহিত, প্রসন্নমুখ, কুণ্ডল ও কিরীটধারী এবং তাহার গল, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ ও ভুজদ্বয় করিবে। এই বিষ্ণুপ্রতিমার দক্ষিণ হস্তসমূহে যথাক্রমে খড়্গ, গদা, শর ও চতুর্থ হস্তে শান্তি এবং বাম কর সকলে কার্ম্মুক, খেটক, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করাইবে। নারায়ণকে চতুর্ভুজ করিতে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের একহস্ত শান্তিপ্রদ ও অন্য হস্ত গদাধর এবং বাম-পার্শ্বের হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করাইবে। কিন্তু দ্বিভুজ করিলে দক্ষিণ হস্তে শান্তি এবং বামহস্তে শঙ্খ থাকিবে। ভক্তগণ এই প্রকার বিষ্ণুপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিবেন।

বলদেবকে শঙ্খ, চক্র ও মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ কলেবর বিশিষ্ট এক কুণ্ডলধারী, মদবিভ্রমলোচন ও হলধারী করিয়া নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে এক অনংশা নাম্নী দেবী প্রতিমা করিয়া সেই দেবীর কটি সংস্থিত করিবে, আর তাহার হস্তে পদ্ম রাখিবে। ঐ দেবী চতুর্ভুজা হইলে তাহার বামকরদ্বয়ে পুস্তক সহিত পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের একটী বরদ ও অপরটী সাক্ষসূত্র হইবে। অষ্টভুজার বামহস্ত সকল কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম ও শস্ত্রযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত সকল বর, শর, দর্পণ ও অক্ষসূত্রসমন্বিত করিতে হইবে। শাম্ব গদাধারী, প্রদ্যুম্ন চাপধারী ও সুন্দররূপ বিশিষ্ট হইবেন এবং ইহাদিগের স্ত্রীদিগকেও খেটক ও নিস্ত্রিংশধারিণী করিবে। ব্রহ্মা কম-ণ্ডলুধারী, চতুর্ম্মুখ এবং পদ্মাসনস্থিত হইবেন। কার্ত্তিকেয়-কে কুমাররূপধারী, শক্তিধর ও ময়ূরচিহ্নিত করিবে। শুক্লবর্ণ ইন্দ্রের হস্তে বজ্র ও তির্য্যক্‌ভাবাপন্ন ললাট, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত চতুর্দ্দন্ত ও তিনটী নেত্র। মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রকলা, বৃষধ্বজ, ঊর্দ্ধে তৃতীয় নেত্র, বামার্দ্ধে শূল, ধনু, পিনাক, কিংবা গিরিজা উমার অর্দ্ধাঙ্গ, এই সকল চিহ্ন থাকিবে। বুদ্ধের চরণ ও হস্তে পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাঁহার প্রসন্নমূর্ত্তি, সুনীলকেশ ও তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন। অর্হন্তের আজানুলম্বিত বাহু, শ্রীবৎসাঙ্কযুক্ত, প্রশান্তমূর্ত্তি, দিগম্বর, তরুণ ও রূপবান্ করিতে হইবে।

রবির নাসা, ললাট, জঙ্ঘা, ঊরু, গণ্ড ও বক্ষঃ উন্নত, কিন্তু পদ হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত লুক্কায়িত হইবে, তিনি ঔদীচ্যিক বেশধারী হইবেন। তাঁহার হস্তে পদ্ম, মাথায় মুকুট ও ভ্রমণ-কারী গ্রহে পরিবৃত্ত এবং তাহার গলদেশে হার প্রলম্বিত ও কুণ্ডল দ্বারা বদন ভূষিত হইবে। স্বর্ণের ন্যায় দ্যুতিশালী মুখ, কঞ্চুক দ্বারা গুপ্তদেহ, স্মিত ও প্রসন্নমুখ এবং রত্নের উজ্জ্বল প্রভামণ্ডলবিশিষ্ট সূর্য্যপ্রতিমা যিনি নির্ম্মাণ করান, তাঁহার অশেষ বিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। দেবপ্রতিমা একহস্ত পরি-মিত হইলে সৌম্যা, হস্তদ্বয় উন্নতা হইলে ধনদায়িনী এবং তিন হস্ত বা চারি হস্ত পরিমিতা হইলে তাহা ক্ষেম ও সুভিক্ষের কারণ হয়। দেবপ্রতিমার অঙ্গ অধিক হইলে কর্ত্তার নৃপভয়, প্রতিমা হীনাঙ্গী হইলে অমঙ্গল, ক্ষীণোদরী হইলে ক্ষুদ্ভয় এবং কৃশা হইলে কর্ত্তার অর্থনাশ হয়।

প্রতিমা শস্ত্রপাত দ্বারা ক্ষত হইলে অথবা বামদিকে অবনত হইলে কর্ত্তার মরণ, বামদিকে অবনত হইলে কর্ত্তার পত্নী এবং দক্ষিণদিকে অবনত হইলে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রতিমার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হইলে কর্ত্তা অন্ধ এবং দৃষ্টি অধো-মুখী হইলে কর্ত্তা সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকে। এই সূর্য্য-প্রতিমা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা সকল দেবপ্রতিমা সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল যাহাতে না ঘটে, এইরূপ বিশেষ সাবধান হইয়া দেবপ্রতিমা সকল প্রস্তুত করাইতে হয়।

লিঙ্গের বৃত্তপরিধিকে সূত্রদ্বারা দৈর্ঘ্যে পরিমিত করিয়া তাহা ত্রিভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার একভাগ মূলের পরিমাণ, কিন্তু মূল চতুরস্র হইবে। দ্বিতীয়ভাগে অষ্টাস্রি মধ্য আর তৃতীয়ভাগে ঊর্দ্ধস্থল বৃত্ত করিবে। লিঙ্গের নিম্নের চতুরস্রভাগ অবনীখাতে পিণ্ডিকাছিদ্রের মধ্যের সহিত এরূপ সমভাবে বিন্যস্ত রাখিতে হইবে, যে গর্ত্ত হইতে পিণ্ডিকার উচ্ছ্রায়ের সহিত পিণ্ডিকা যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লিঙ্গ কৃশদীর্ঘ হইলে দেশনাশক, পার্শ্ববিহীন হইলে পুরবিনাশক এবং ক্ষত-মস্তক লিঙ্গ বিনাশের কারণ হয়।

মাতৃগণ স্বনামদেবতার অনুরূপ চিহ্নযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যপুত্র রেবন্ত অশ্বারূঢ়, মৃগয়া-ক্রীড়াদিযুক্ত, মহিষা-রূঢ়, বরুণপাশধারী ও হংসারূঢ়। কুবের নরবাহন, বৃহৎ কুক্ষি ও সুন্দর কিরীটধারী। প্রমথাধিপতি গণেশ গজমুখ, প্রলম্ব জঠর, কুঠারধারী, একদন্ত এবং মূলক কন্দ ও সুনীল দল কন্দধারণকারী হইবেন। (বৃহৎসং ৫৮ অঃ)

অগ্নিপুরাণে দেবপ্রতিমার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।—ভগবান্ নারায়ণ যে মৎস্যাবতার পরিগ্রহ করিয়া-ছিলেন, সেই মৎস্যের আকার প্রাকৃত মৎস্যের ন্যায়। কূর্ম্মের আকার কূর্ম্মের ন্যায়। বরাহের আকার মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গ-

অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, দক্ষিণে ও বামে শঙ্খ, লক্ষ্মী বা পদ্ম, বাম কূর্পরে শ্রী, চরণতলে পৃথিবী ও অনন্ত।

নরসিংহের বদন ব্যাদিত, বাম ঊরুতে দানব ক্ষত বিক্ষত, গলদেশে মালা, হস্তে চক্র ও গদা, এই অবস্থায় তিনি দৈত্যপতির বক্ষ বিদারণ করিতেছেন।

বামনের আকৃতি হ্রস্ব, মস্তকে ছত্র, হস্তে দণ্ড এবং চারি বাহু। পরশুরামাবতারের হস্তে সশর শরাসন, খড়্গ ও পরশু। রামাবতারের দুইভুজ, ঐ দুই হস্তে ধনু শর, খড়্গ ও শঙ্খ শোভিত। বলরামের চারি বাহু, ইহা গদা ও লাঙ্গলে সুশোভিত, তন্মধ্যে বামহস্তের ঊর্দ্ধে লাঙ্গল, অধোদেশে সুশোভন শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তের ঊর্দ্ধদিকের বাহুতে মুষল ও অধোদিকের বাহুতে চক্র।

ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি অতি শান্ত, কর্ণ লম্বিত, অঙ্গ গৌরবর্ণ, পরিধান সুন্দর বস্ত্র, আসন ঊর্দ্ধপদ্ম, তিনি বর ও অভয় প্রদান করেন। ভগবান্ কল্কি ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি, তিনি অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া আছেন; হস্তে ধনু, তূণ, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও শর। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর। এই প্রকারে বাসুদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

চণ্ডীর বিংশতি হস্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তসমূহে শূল, অসি, শক্তি, চক্র, প্রাস, খেট, আয়ুধ, অভয়, ডমরু ও শক্তিকা এবং বামকরসমূহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু, ঘণ্টা, ধ্বজ, গদা, আদর্শ ও মুদ্গর অথবা চণ্ডীর দশবাহু, তাঁহার অধোভাগে ছিন্নমূর্দ্ধা পতিত মহিষ। ক্রোধভরে হস্তে অস্ত্র শোভিত। ঐ মহিষের গ্রীবা হইতে এক পুরুষ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার হস্তে শূল, মুখে রক্ত বমি হইতেছে এবং তাহার কেশ, মালা ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ, গলদেশ পাশবদ্ধ এবং ঐ পুরুষ সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। চণ্ডীর দক্ষিণ চরণ সিংহের স্কন্ধে এবং বামচরণ অসুরের পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত। ইনি ত্রিনেত্রা ও সশস্ত্রা।

চণ্ডীর আর এক প্রকার মূর্ত্তি আছে, ইহাতে অষ্টাদশ বাহু, তন্মধ্যে দক্ষিণ করসমূহে মুণ্ড, খেটক, আদর্শ, তর্জ্জনী, চাপ, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ এবং বামহস্তসমূহে শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা। অবশিষ্ট মূর্ত্তির ষোড়শ বাহু। রুদ্রচণ্ডাদি নব মূর্ত্তির হস্তে ডমরু ও তর্জ্জনী ভিন্ন উল্লিখিত সমস্ত অস্ত্রই বিরাজমান। রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ও উগ্রচণ্ডা, এই সকলের বর্ণ যথাক্রমে রোচনাভ, অরুণ, অসিত, নীল, শুক্ল, ধূম্র, পীত ও শ্বেত। ইহারা সকলেই সিংহের উপর আরোহণ করিয়া মুণ্ডিকায় মহিষ ও তাহার গ্রীবাসম্ভূত শস্ত্রপাণি পুরুষের কচ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহাদিগের নাম নবদুর্গা। ললিতার বামহস্তে স্কন্দ ও মস্তক এবং দক্ষিণ করে দর্পণ। লক্ষ্মীর দক্ষিণকরে পদ্ম এবং বামহস্তে শ্রীফল। সরস্বতীর হস্তে পুস্তক, অক্ষমালা ও বীণা। জাহ্নবীর হস্তে কুম্ভ ও পদ্ম, বর্ণ শ্বেত এবং তাহার আসন মকর। তুম্বুরু শুক্লবর্ণ এবং শূল ও বীণা হস্তে মাতার পুরোভাগে বৃষে আরূঢ়। গৌরী চতুর্ম্মুখী, ব্রহ্মচারিণী ও অক্ষমালা হস্তে বিরাজমানা। শাঙ্করী শ্বেতবর্ণা ও হংসগামিনী, ইহার বামহস্তে কুণ্ড ও অক্ষপাত্র এবং দক্ষিণহস্তে শর ও চাপ। কৌমারী শিখিধ্বজা, রক্তবর্ণা, শক্তিহস্তা ও শিখিপৃষ্ঠে আসীনা। বারাহী দণ্ড, শঙ্খ, অসি ও গদা হস্তে মহিষ পৃষ্ঠে অধিরূঢ়া, তাঁহার বামহস্তে চক্র এবং পার্শ্বে গদাপদ্মধারিণী লক্ষ্মী বিরাজমানা। ইন্দ্রাণী সহস্রলোচনা ও বামহস্তে বজ্রধারিণী।

চামুণ্ডার ত্রিনয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নাই, অস্থি চর্ম্মসার, কেশ সকল ঊর্দ্ধগ, উদর কৃশ, পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, বামহস্তে কপাল ও পট্টিশ, দক্ষিণহস্তে শূল ও কর্ত্তরী, অস্থি ভূষণ ও শব আসন। যক্ষিণীদিগের লোচন স্তব্ধ ও দীর্ঘ, শাকিনীদের দৃষ্টি বক্র এবং অপ্সরাদের নয়ন পিঙ্গলবর্ণ ও শরীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। দ্বারপাল নন্দীশ্বর অক্ষমালা ও ত্রিশূল-হস্ত। (অগ্নিপুং ৮৮ অং)

দেব প্রতিমা সকল নগরাভিমুখে স্থাপন করিবে, পরাঙ্মুখে স্থাপন করিবে না। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের, অগ্নিকোণে অগ্নির, দক্ষিণদিকে মাতৃকাগণের, ভূতসমূহের, যম ও চণ্ডিকার, নৈঋতে পিতৃদেবতাদিগের, বারুণে বরুণাদির, বায়ব্যে বায়ু ও নাগের, সৌম্যে যক্ষ ও গুহের, ঈশানে চণ্ডীশ্বর ও মহাদেবের এবং সকল দিকে বিষ্ণুর ও মধ্যভাগে ব্রহ্মার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। বিশেষ সাবধান হইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পরে তাহাতে দেবপ্রতিমা স্থাপন করিবে।

(অগ্নিপুং ৮৮ অং)

অগ্নিপুরাণে অনেক দেবপ্রতিমার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যবোধে সকল লিখিত হইল না। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে অনেক দেবতার মূর্ত্তি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, এইস্থলে সমস্ত লক্ষণ না লিখিয়া কেবল মাত্র সেই সেই দেবতার নাম প্রদত্ত হইল। গণেশ, সরস্বতী (মূর্ত্তি চতুর্ভুজা ও সর্ব্বাভরণবিভূষিতা, ইহার দক্ষিণ হস্তে পুস্তক ও অক্ষমালা, হস্তে বীণা ও কমণ্ডলু), লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, চণ্ডিকা, দুর্গা, নন্দা, জয়া, সর্ব্বমঙ্গলা, কালরাত্রি, ললিতা, জ্যেষ্ঠা, গৌরী, তুষ্টা, ঋদ্ধি,

যোগনিদ্রা, মাতৃগণ, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, নান্দীমুখ মাতৃগণ, (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবমাতা, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা, ইহারা নান্দীমুখ মাতৃগণ,) নবদুর্গা, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকর্ণিকা, বলবিকর্ণিকা, বলপ্রমথনী, সর্ব্বভূতদমনী, মনোন্মনী, কৃষ্ণা, উমা, পার্ব্বতী, মহাকালী, বারুণী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, কাত্যায়নী, অম্বিকা, যোগেশ্বরী, ভৈরবী, রম্ভা, শিবা, কীর্ত্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ক্ষমা, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, বায়ব্যা, দীপ্তি, রতি, শ্বেতা, ভদ্রা, মঙ্গলা, জয়া, বিজয়া, কালী, ঘন্টাকর্ণ, জয়ন্তী, দিতি, অরুন্ধতী, অপরাজিতা, কৌমারী, চতুঃষষ্টি যোগিনী, মন্ত্রদীপিকার মতে যোগিনীগণের নাম—অক্ষোভ্যা, ঋক্ষপর্ণী, রাক্ষসী, ক্ষপণা, ক্ষয়া, পিঙ্গাক্ষী, অক্ষয়া, ক্ষেমা, বালা, লীলা, লয়া, লোল্বা, লঙ্কা, লঙ্কেশ্বরী, লালসা, বিমলা, হুতাশনা, বিশালাক্ষী, হুঙ্কারা, বড়বামুখী, হাহারবা, মহাক্রূরা, ক্রোধনা, ভয়াননা, সর্ব্বজ্ঞা, তরলা, তারা, কৃষ্ণা, হয়াননা, রসসংগ্রাহী, শবরা, তালুজিহ্বিকা, রক্তাক্ষী, সুপ্রসিদ্ধা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, করঙ্কিণী, মেঘনাদা, প্রচণ্ডোগ্রা, কালকর্ণী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রহাসা, বরপ্রদা, প্রপঞ্চিকা, প্রলয়ান্তা, শিশুবক্ত্রা, পিশাচী, পিশিতাশয়া, লোলুপা, ধমনী, তাপনী, বামনী, বিকৃতাননা, বায়ুবেগা, বৃহৎকুক্ষি, বিকৃতা, বিশ্বরূপিকা, যমজিহ্বা, জয়ন্তী, দুর্গা, যমান্তিকা, বিড়ালী, রেবতী, পূতনা ও বিজয়ান্তিকা এই ৬৪ জন চতুঃষষ্টিযোগিনী)।

আদিত্যপুরাণে এই সকল দেবমূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, লোকপাল, বিশ্বকর্ম্মা, ধর্ম্ম, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, নৃত্যশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, পাতঞ্জল, সাঙ্খ্য, অর্থশাস্ত্র, নারদ মুনি, ভৃগু, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, লোকপাল বিষ্ণু, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, লক্ষ্মীনারায়ণ, যোগেশ্বর, হংস, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, রাম প্রভৃতি, কৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, কাম, অনিরুদ্ধ, সাম্ব, দেবকী, যশোদা, গোপাল, বুদ্ধ, কল্কি, নরনারায়ণ, হরি, হয়গ্রীব, কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি, দত্তাত্রেয়, ধন্বন্তরি, জলশায়ী, গরুড়, রুদ্র, মূর্ত্ত্যষ্টক, অর্দ্ধনারীশ্বর, দক্ষিণামূর্ত্তি, উমামহেশ্বর, হরিহর, বিশ্বেশ্বর, রুদ্রভেদ, একপাদ, অহির্ব্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, অপরাজিত, স্কন্দ, ভৈরব, মহাকাল, নন্দি, বীরভদ্র, ধর, বসু, ধ্রুব, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, দ্বাদশাদিত্য, ধাতু, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সূর্য্য, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, ৪৯ মরুৎ, রেবন্ত, যক্ষ রাক্ষসাদি, গন্ধর্ব্ব, বাসুকি, তক্ষকাদি, পিতৃগণ, বিশ্বদেব সকল, সপ্ত সমুদ্র, দ্বীপাদি দিক্‌পতি, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু, ধনদ, আকাশ, ধ্রুব, নবগ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি, কাল, মুহূর্ত্ত, সিত, অজপ, আর্য্যভট, সাবিত্র, বৈরাজ, গন্ধর্ব্ব, অভিজিত, রৌহিণেয়, বল, বিজয়, সন্ত্রম, বরুণ, সুভগ, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু, সুভানু, তারণ, অব্যয়, সর্ব্বজিৎ, দেব, মন্মথ, হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, প্লব প্রভৃতি বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। এ সকল দেবপ্রতিমা যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিলে ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি লাভ হয়। [প্রতিমালক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দেবতাপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) দেবতানাং প্রতিষ্ঠা ৬তৎ। দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা, বিধানপূর্ব্বক দেবপ্রতিমাতে দেবগণের সান্নিধ্য-সম্পাদক কার্য্যভেদ। দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিলে দেবপ্রতিমায় দেবত্ব জন্মে। দেবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা না করিয়া পূজাদি করা যায় না, প্রথমে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পরে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

"সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।
শৈলদারুময়ী বাপি লোহশঙ্খময়ী তথা॥
রীতিকা ধাতুযুক্তা চ তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥" (প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রত্ন, পাষাণ, দারু, লৌহ, শঙ্খ, রীতিকা, তাম্র ও কাংস্য দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল প্রতিমা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিলে অধিক শুভ হয়। প্রতিমাতে দেবত্ব কল্পিত না হইলে সাধকদিগের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, এই জন্ত চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অশরীরী ব্রহ্মের উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"
'রূপকল্পনা রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদি কল্পনা।'
(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

স্বর্ণজ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে মুক্তিলাভ এবং তেজো নির্ম্মিত দারুনির্ম্মিত এবং রৈতিকী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে শুভ হয়। দেবপ্রতিমার ন্যায় শালগ্রামাদি শিলা, শিবলিঙ্গাদিও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। জ্যোতিষোক্ত দিনে এবং কালশুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিবে। মলমাসাদি অশুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা হয় না। [প্রতিষ্ঠা দেখ।]

দেবতাময় (ত্রি) দেবতাস্বরূপং দেবতা-ময়ট্। ১ দেবতাত্মক। দেবতাস্বরূপ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ হিরণ্যগর্ভরূপ দেবতাভেদ।

"যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ।" (কঠোপনি° ৪।৭)

'যা দেবতাময়ী সর্ব্বদেবতাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভবেতি' (ভাষ্য)

দেবতায়তন (ক্লী) দেবতানাং আয়তনং ৬তৎ। দেবগৃহ।

"সীমাসন্ধিষু কার্য্যানি দেবতায়তনানি চ।" (মনু) সীমার সন্ধিস্থলে দেবগৃহ প্রস্তুত করিতে হয়।

দেবতালয় (পুং) দেবতানাং আলয়ঃ ৬তৎ। দেবগৃহ।

দেবতাবেশ্মন্ (ক্লী) দেবতানাং বেশ্ম ৬তৎ। দেবগৃহ, দেবালয়।

দেবতিথি (পুং) পুরুবংশীয় অক্রোধনের পুত্র নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৫ অ°)

'দেবাতিথি' এই পাঠই প্রায় অধিকাংশ পুস্তকে দেখা যায়, 'দেবতিথি' এই পাঠ অল্প পুস্তকেই আছে।

দেবতীর্থ (ক্লী) ১ পবিত্র তীর্থভেদ। ২ দেবপূজার উপযুক্ত সময়। ৩ অঙ্গুলির অগ্রভাগ, দেবপূজার উপযোগী হস্তের অংশ।

দেবত্ত (ত্রি) দেবতা কর্তৃক দত্ত।

দেবত্য (ত্রি) দেব সম্বন্ধীয়।

দেবত্যা (ত্রি) পশুভেদ। (বেদ)

দেবত্রা (অব্য) দেবায় দেয়ং করোতি সম্পাদ্যতে দেয়ে ত্রাচ্। ১ করণাদি বিষয়ে দেবতাকে দেয়। ২ দেবতাধীন। দেয়ং বন্দে দেবে রমে বা দ্বিতীয়ান্তাৎ সপ্তম্যন্তাৎ ন দেবশব্দাৎ ত্রা। ৩ বন্দনাদি কর্ম্মযুক্ত দেবতা। ৪ রমণবিষয় দেবতা। ৫ দেবদিগের প্রতি এই অর্থ। "দেবত্রা বস্তমবসে" (শুক্লযজুঃ ৬।২০) "দেবান্ প্রতি যন্তং গচ্ছন্তং।" (বেদদীপ) (ত্রি) দেবান্ ত্রায়তে ত্রা-ক। ৬ দেবতারক্ষক। "দেবএব সবিতা প্রপয়তি বর্ষিষ্ঠেঽধিনাক ইতি দেবত্রো এতদাহ "(শতপথব্রা° ১।২।২।১৪)

দেবত্রাত, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার। নির্ণয়সিন্ধু ও সংস্কারকৌস্তুভে এই ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবত্ব (ক্লী) দেবস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। দেবতার ভাব, দেবতার ধর্ম্ম, দেবসাযুজ্য, দেবত্বম।

দেবদণ্ডা (স্ত্রী) দেবাৎ মেঘাৎ দণ্ডো যস্যাঃ। নাগবলা। (রাজনি°)

দেবদত্ত (পুং) দেবা এনং দেয়াস্থ্যিতি সংজ্ঞায়াং (ক্তিচ্ ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) সংজ্ঞা শব্দ-প্রতিপাদ্য নরভেদ, যে স্থলে নামাদি জ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই স্থলে দেবদত্ত এই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা দেবদত্ত প্রস্তুত করিতেছে ইত্যাদি।

"ব্রাহ্মণার্থো যথা নাস্তি কশ্চিৎ ব্রাহ্মণকম্বলে।
দেবদত্তাদয়ো বাক্যে তথৈব স্যুর্নিরর্থকাঃ ॥"

যেরূপ ব্রাহ্মণ কম্বলে ব্রাহ্মণার্থ নাই, সেইরূপ দেবদত্তাদি বাক্য নিরর্থক অর্থাৎ ইহার কোন অর্থ নাই। (ত্রি) দেবেন দত্তঃ ৩তৎ। ২ দেবতা কর্ত্তৃক দত্ত, দেবদত্ত। ৩ দেবতাকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে। ৪ অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত।

"পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।" (গীতা)

৫ দেহস্থিত জৃম্ভনকর বায়ুভেদ।

"বিজৃম্ভনে দেবদত্তঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।" (সারদাতি° রাঘব) দেবায় দত্তং। ৬ দেবার্থ উৎসৃষ্ট গ্রামাদি।

দেবদত্ত, ১ জৈনমতে সূর্য্যের এক পুত্র। (জৈনহরিবংশ ১৭।৩০)

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সংস্কৃতভাষায় গ্রহলাঘবপ্রকাশ রচনা করেন।

৩ শৃঙ্গাররসবিলাস নামে অলঙ্কার-গ্রন্থ-রচয়িতা।

৪ গুর্জ্জরবাসী হরির পুত্র। ইনি ধাতুরত্নমালা নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদত্ত, শাক্যবংশীয় একজন রাজকুমার। শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র। যেরূপ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদির শত্রু, দেবদত্ত শাক্যবুদ্ধেরও সেইরূপ ঘোর জ্ঞাতিশত্রু ছিলেন। যে যে বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধ শাক্যসিংহের বিবরণ আছে, সেই সেই গ্রন্থেই দেবদত্তের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধের সহিত বাল্যকাল হইতেই একত্র লালিত পালিত হইলেও তেজঃবীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি সর্ব্ববিষয়ে শাক্যসিংহের উন্নতি দর্শনে দেবদত্ত অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইতেন। প্রথমে দেবদত্ত যশোধরাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু যশোধরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধার্থের অঙ্কলক্ষ্মী হন, তাহাতে দেবদত্ত আরও মর্ম্মপীড়িত ও তাঁহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। কিসে বুদ্ধের অনিষ্ট করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার সুযোগ খুঁজিতেন। মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু দেবদত্তের পরম বন্ধু ছিলেন। কল্পদ্রুমাবদানে লিখিত আছে, অজাতশত্রু তাঁহার বন্ধু দেবদত্তের প্ররোচনায় আপন পিতা বিম্বিসারের প্রাণসংহার করেন। অবদানশতকে লিখিত আছে, যখন বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন, দুর্বৃত্ত দেবদত্ত বহু সংখ্যক ঘাতককে তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পাঠান। কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। দেবদত্ত ও অজাতশত্রু উভয়ে মিলিয়া বুদ্ধ-মতের বিরুদ্ধে প্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভদ্রকল্পাবদানে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা যশোধরাকে পাইবার

জন্ত দেবদত্ত অনেক প্রলোভন দেখায়, কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় যশোধরার প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন।

যাহা হউক সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে সকল চেষ্টা সকল যত্ন বৃথা হইল। দেবদত্তের বন্ধু অজাতশত্রুও বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইলেন। পৃথিবী দেবদত্তকে আর রাখিতে পারিলেন না। একদিন বিদীর্ণ হইল। দেবদত্ত মিথ্যামুক্ত পাপমুখে নরকে গেল। এইরূপে দেবদত্তের অবসান হইল। বৌদ্ধদিগের নানা অবদান গ্রন্থে দেখা যায়, বুদ্ধ যত বার জন্মিয়াছিলেন, ততবার দেবদত্ত তাঁহার শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধেরা দেবদত্তকেই যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করে। আবার শ্যামবাসিগণের বিশ্বাস দেবদত্ত য়ুরোপের এক দেবতা।

দেবদত্তক (পুং) দেবদত্তো মুখ্য এষাং ইতি কন্। দেবদত্ত প্রধানক, এই দেবদত্তক শব্দ বহুবচনান্ত।

দেবদত্তাগ্রজ (পুং) দেবদত্তস্য অগ্রজঃ। শাক্য বুদ্ধ।

দেবদর্শ (ত্রি) দেবং পশ্যতি দৃশ-অণ্। ১ দেবতাদর্শক, যাহারা দেবতাকে দেখে। (পুং) ২ ঋষিভেদ।

দেবদর্শন (ত্রি) দেবং পশ্যতি দৃশ-ল্যুট্। ১ দেবদর্শক। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ক্লী) ৩ দেবতাদিগের দর্শন।

দেবদর্শনিন্ (পুং) দেবদর্শনপ্রোক্তং অধীয়তে ইতি দেবদর্শ-ণিনি। দেবদর্শ ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে।

দেবদালী (স্ত্রী) দৈপ শোধনে ভাবে ল্যুট। দেবস্তেব দানং তদ্বিদ্যতে গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঘোষকাকৃতি, হস্তিঘোষা। (রত্নমালা)

দেবদারু (ক্লী) দেবানাং দারু তেষাং প্রিয়ত্বাৎ। বৃক্ষবিশেষ; পর্য্যায়—শক্রপাদপ, পারিভদ্রক, ভদ্রদারু, দ্রুকিলিম, পীতদারু, দারু, পূতিকাষ্ঠ, সুরদারু, দারুক, স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শাম্ভব, ভূতহারি, ভবদারু, ভদ্রবৎ, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, সুরভূরুহ, সুরাহ, দেবকাষ্ঠ (রত্নমালা)।

এ দেশে দেবদারু বা দেবদারু, হিন্দীতে কিলন্, দেওদার বা কিলন্ কা-পেড়, পঞ্জাবে দেউদার, কলাইন্, দারা, কাশ্মীরে দার বা দেওদার, হিমালয় অঞ্চলে দিয়ার, দেউদার, দরার, তিব্বতে সিয়াদ্, তামিল দেবদারী চেট্টি, তৈলঙ্গে দেবদারী চেট্টু, বম্বে দেবতারম, আরবে সহ্‌রুল্ দেবদার বা দারোবজরুহিন্দ্, এবং পারসীতে দরখ্তে দেবদার বা দিয়ার বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Cedrus Deodara or Pinus Deodara.

উত্তর ভারতে সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে। এই গাছ খুব উচ্চ হয়। হিমালয় প্রদেশেই বড় বড় দেবদারু গাছ দেখা যায়, এই সকল গাছ এক একটা একশত দেড়শত বৎসরের হইবে। ঐরূপ এক একটা গাছের গুঁড়ি চারি পাঁচ হাত পর্য্যন্ত মোটা হয়।

দেবদারু কাঠের মাঝা অল্প পীতাভ, গন্ধযুক্ত ও কঠিন। এই কাঠ বহুকালস্থায়ী হয়। ইহাতে নানাপ্রকার আসবাব, তক্তা ও সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কচি দেবদারু ছাগমেষাদির প্রিয় খাদ্য।

দেবদারুগাছ হইতে এক প্রকার আল্‌কাতরা ও তৈলবৎ নির্য্যাস বাহির হয়। পঞ্জাবে তৈলকে 'কেলোন-কা-তেল' বলে। পঞ্জাবে এইরূপে উক্ত আল্‌কাতরা ও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে চারিসের ধরিতে পারে এরূপ একটা কলসী গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর ১২ সের ধরিতে পারে এরূপ আর একটা বড় কলসী তলদেশে তিনটী ফুটা করিয়া প্রথম কলসীর মুখের উপর চাপাইয়া দেয়। এই কলসীর ভিতর কতকগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা দেবদারুর ডাল রাখে এবং সেই দ্বিতীয় কলসীর মুখে আর একটী ছোট জলপাত্র মুখামুখী চাপাইয়া উপরে ভাল করিয়া কাদা দিয়া তিনটী মুখই বন্ধ করিতে হয়। পরে তাহার চারিপাশে ৪ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অল্প অল্প জাল দিতে থাকে। সেই উত্তাপে বড় কলসীর মধ্যস্থ ডাল হইতে চট্‌চটে আটা বাহির হইয়া তাহার তিনটী ছিদ্র দিয়া নিম্ন কলসীতে আসিয়া জমা হইতে থাকে। পরে তাহা বাহির করিয়া পূর্ব্ববৎ বড় কলসীতে সেই আল্‌কাতরাবৎ আটা রাখিয়া পূর্ব্ববৎ তিনটী কলসী একত্র করিয়া পরে জাল দেওয়া হয়। আটা বাহির করিয়া কলসীতে দিবার সময় যাহাতে কোন রকমে ভিতরে মাটি না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, এইরূপে কএকবার পাত্রান্তর করা ও জাল দেওয়া হয়। এইরূপ ১ সের কাঠে প্রায় দুই ছটাক আটা ও ৪ ছটাক কয়লা হয়। আবার কাঠ চোঁয়াইয়া লইলে তার্পিণ তৈলের মত কৃষ্ণবর্ণ তৈল পাওয়া যায়। নালি ঘা, বিষফোড়া, ঘোড়ার পাঁচড়া ও গবাদির পায়ের তলায় ক্ষত হইলে এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। দেবদারুর কচিপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়। বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—তিক্ত, রুক্ষ, শ্লেষ্মা, বায়ু ও ভূতদোষনাশক। (রাজনি°) স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কটুপাক, বিবন্ধ, আমাম, শোথ, হিক্কা, জ্বর, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কাস, কণ্ডু ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°) ইহার লেপনগুণ—কান্তিপ্রদ, আমদোষ, বিবন্ধ, অর্শ, প্রমেহ ও জ্বরনাশক।

দেবদারুবন, একটী পুণ্যস্থান। মহাভিষণ্ড, বৃহন্নন্দপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার বর্ণনা আছে।

দেবদার্ব্বাদি (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত কাথৌষধি ভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—দেবদারু, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুঠী, চিরাতা, কট্‌ফল, মুথা, কট্‌কী, ধনিয়া, হরীতকী, গজপিপ্পলী, দুরালভা, গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ্‌, শুলফ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট কাথ করিতে হইবে, পরে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা প্রসূতা নারীকে পান করাইলে জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, পিপাসা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার এবং বমি প্রভৃতি, বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত সর্ব্বপ্রকার সূতিকা রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দেবদালিকা (স্ত্রী) দেবদালীব কায়তি কৈ-ক টাপ্ পূর্ব্ব-হ্রস্বঃ। মহাকাল বৃক্ষ।

দেবদালী (স্ত্রী) দেবেন দেবোদরেন দাল্যো দলনং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ, হিন্দীতে ঘঘরবেল ও সোনেয়া বলে। পর্য্যায়—জীমূতক, কণ্টফলা, গরা, গরী, বেণী, মহাকোষফলা, কটুফলা, ঘোরা, কদলী, বিষহরা, কর্কটী, সার-মূষিকা, বৃত্তকোষা, আখুবিষহা, দালী, রোমশপত্রিকা, কুর-ঞ্জিকা, সুতর্কারী, দেবতাড়। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, পাণ্ডু, কফ, দুর্নাম, শ্বাস, কাস, কামলা ও ভূতনাশক। (রাজনি°)

দেবদাস (পুং) দেবানাং দাসঃ ৬তৎ। ১ দেবতাদিগের দাস। ২ দেবদাসপ্রকাশ নামক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধকার।

দেবদাসী (স্ত্রী) দেবং ইন্দ্রিয়ং দাস্যোতি হন্তীতি দেব-দাস-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বনবীজপূরক বৃক্ষ। (রাজনি°)

দেবায় ক্রীড়ায়ৈ দাসীব। ২ বেশ্যা। দেবানাং দাসী। ৩ দেবতাদিগের পরিচারিকা।

।৪। দেবতাগণের সেবায় নিযুক্ত কিঙ্করী। দাক্ষিণাত্যে কোন মন্দিরের দেবনর্ত্তকীগণকেই দেবদাসী বলে। দেবতার পূজার সময় তাঁহার সমক্ষে নৃত্যগীত করাই দেবদাসীর কার্য্য। জগন্নাথের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রায় সকল প্রধান প্রধান দেবালয়েই দেবদাসী বা দেবনর্ত্তকী দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে মিসর, গ্রীস, আসিরীয়া, কিনিসীয়া প্রভৃতি নানা স্থানে দেবালয়ে এইরূপ বিস্তর দেবনর্ত্তকী ছিল। বেশী দিনের কথা নয়, এসিয়ার পশ্চিমাংশে এবং গ্রীসের বীণাস্ দেবীর মন্দিরে অনেক দেবদাসী দেখা যাইত। দেবস্তুতি ও দেবতার মহিমা গান করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। এক সময়ে আর্মেনিয়ায় এই নিয়ম ছিল যে উচ্চবংশীয় সকল লোকের কন্যাগণ বিবাহের পূর্ব্বে অনাইতিস্ (অনা-হিতা) দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইত। এ সময় তাহারা অনেক অসদাচরণ করিলেও বিবাহের পর কেহ আর নিন্দা করিত না। বাবিলনে কোন রমণীই মিলিত্তা (Mylitta) দেবের মন্দিরে একবার আত্মসমর্পণ না করিয়া আর অব্যাহতি পাইত না। বিবাহের পর আর দেবমন্দিরে তাহাদের প্রয়োজন হইত না। বাইবেলের এক্সোডাস্ গ্রন্থেও লিখিত আছে—আরণ-নির্ম্মিত গোবৎসরূপ দেবের সম্মুখে ইস্রাইলের সন্তানগণ নৃত্য করিত। (Exodus)

দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপৎ জেলায় স্থানে স্থানে তন্তুবায়দিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রত্যেক গৃহস্থ জ্যেষ্ঠকন্যাকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে দেবালয়ে প্রদান করে। এখানে একজন ওস্তাদ্ তাহাদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দেয়। তৈলঙ্গে এই সকল কুমারী 'বসবা' এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' নামে আখ্যাত। বসবাগণ প্রধানতঃ শিবের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্র তাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে;—অপর অনেকেই দেবালয়ের পূজক বা কর্তৃপক্ষগণের ভোগ্যা হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও খড়্গের সহিত, আবার কাহারও দেবের সহিত বিবাহ হয়। খড়্গের সহিত বিবাহ-কালে কন্যা খড়্গের উপর এক ছড়া মালা দেয়, তাই মঙ্গলশ্লোক পাঠ করে; তাহার মাতা ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। তখন হইতে সে 'কবিন্' বা কুমারী হইয়া কোন মন্দিরে নিযুক্ত হয়। কেহ যদি মানত করিয়া অতি অল্প বয়সেই কন্যাকে দেবতার উদ্দেশে সম্প্রদান করে, এই ক্রিয়াকে দাক্ষিণাত্যে 'সেজ' বলে।

দেবদাসীরা প্রথমে অতি প্রত্যূষে দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে মন্দিরে গিয়া এ বেলা দুই ঘণ্টা এবং বৈকালে দুই ঘণ্টা নৃত্যগীত শিক্ষা করে। দুই চারি বর্ষ মধ্যেই নৃত্য গীতে পরিপক্ক হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে স্বর্গে দেবসভায় যেমন অপ্সরাগণ দেবনর্ত্তকী, মর্ত্ত্যে ইহারাও সেইরূপ দেবালয়ে দেবনর্ত্তকী। ইহাদের ভরণপোষণ জন্য মন্দির হইতেই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা বা কোন বড় লোকের বাড়ী উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়াও অনেক রোজগার করে। ইহাদের পুত্রেরা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল কন্যাই উত্তরাধিকারিণী। কাহারও কন্যাদি না হইলে অপরের কন্যা দত্তক লয় বা কন্যা ক্রয় করিয়া তাহাকে মানুষ পালন করে। ভবিষ্যতে সেও নৃত্য গীত শিখিয়া দেবনর্ত্তকী বলিয়া গণ্য হয়।

দেবসেবায় জন্য দেবনর্ত্তকী নিযুক্ত করিবার প্রথা গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। সহস্রবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক খোদিত লিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে দেবনর্ত্তকী প্রদানের কথা বর্ণিত আছে। এক সময়ে উত্তর ভারতেও এইরূপ অনেক দেবনর্ত্তকী ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। প্রবাদ এইরূপ, এক সময়ে কামাখ্যার মন্দিরে প্রায় পাঁচ হাজার দেবনর্ত্তকী ছিল। এখন দক্ষিণ ভারত ভিন্ন আর কোথাও দেবনর্ত্তকীর আদর নাই। তথায় দেবনর্ত্তকীর বেশ সম্মান আছে।

দেবদীপ (পুং) দেবার্থঃ দীপঃ। ১ দেবতার নিমিত্ত দীপ। দেবঃ দীপ্তিশীলঃ দীপয়তি প্রকাশয়তি বুদ্ধিবৃং করোতি দীপ-শিচ্-অণ্। ২ লোচন, চক্ষু।

দেবদুন্দুভি (পুং) দেবানাং দুন্দুভিরিব হর্ষপ্রদত্বাৎ। ১ রক্ত তুলসী। ২ দেবঢক্কা, দেবতাদিগের দুন্দুভি।

"দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ র্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।" (ভূরিপ্রয়োগ)

দেবদূত (পুং) ১ দেবগণের দূত। অগ্নি।

দেবদূতী (স্ত্রী) দেবানিন্দ্রিয়াণি দূরতো অবসাদয়তীতি দূ-ক্বিচ্ ততো ঙীষ্। ১ বনবীজপূরক বৃক্ষ। ২ অপ্সরা, স্বর্গবিদ্যাধরী।

দেবদেব (পুং) দেবেষু মধ্যে দীব্যতি দিব-অচ্। মহাদেব, শিব। "অযাচিতারং নহি দেবদেবং অদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক॥" (কুমারস°)

২ ব্রহ্মা। ৩ বিষ্ণু।

"কারণং সর্ব্বলোকানাং দেবদেবং জগৎ গুরুং।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ॥"(দেবীভাগ° ১।৪।৩৫)

৪ গণেশ।

দেবদেবেশ (পুং) দেবপ্রকারঃ দেবদেবঃ তস্যেশঃ। মহাদেব।

দেবদোল (পুং) দেবৈর্দ্দেষ্টব্যো দোলঃ। প্রাতঃকরণীয় দোলোৎসব, প্রাতঃকালে যে দোলপূজা হয়, তাহাকে দেবদোল কহে। [দোল দেখ।]

দেবদ্যুম্ন (পুং) ভরতবংশীয় দেবাজিতের অপত্য নৃপভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।৩)

দেবদ্রোণী (স্ত্রী) দেবানাং দ্রোণী ৬তৎ। ১ দেবযাত্রা। ২ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গাদির অবস্থান গহ্বর।

"দেবদ্রোণ্যাং বিহারে চ কূপেষায়তনেষু চ।
এষু গোষু বিপন্নাসু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥" (সংবর্ত্ত)

'দেবদ্রোণী স্বয়ম্ভূলিঙ্গাদ্যবস্থানগহ্বরং।' (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

দেবদ্রুক্ (ত্রি) দেবং অঞ্চতি পূজয়তি অন্চ-ক্বিন্ টেরদ্র্যাদেশ (বিষ্বগ্দেবয়োশ্চ টেরদ্র্যঞ্চতাবপ্রত্যয়ে। পা ৬।৩।৯২)। ১ দেবপূজক। গত্যর্থ অঞ্চধাতু হইলে নকারের লোপ হইয়া দেবদ্রচ্ এই পদ হইবে, সেই স্থলে দেবদ্রচ্ শব্দে দেবসমীপগন্তা।

দেবধন (ক্লী) দেবার্থং ধনং। ১ দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট ধন। ২ দেবস্বামিকধন।

দেবধর ভাগবতাচার্য্য, কাশ্মীরবাসী, কবি মঙ্খের সমসাময়িক একজন গৃহ্যসূত্র-ভাষ্যকার।

দেবধান্য (ক্লী) দেবযোগ্যং ধান্যং। ধান্যবিশেষ, দেধান, জোয়ার হিন্দী ভাষা। পর্য্যায়—যবনাল, যোনল, জূর্ণাহ্বয়, পোতালা, বীজপুষ্পিকা।

দেবধূপ (পুং) দেবানাং প্রিয়ো ধূপঃ। গুগ্গুলু।

দেবন্ (পুং) দিবং বাং অনি। পতির অনুজাত ভ্রাতা, দেবর।

দেবন (ক্লী) দিব-ভাবে ল্যুট্। ১ ব্যবহার। ২ ক্রিড়া। ৩ ক্রীড়া। দীব্যতি অস্মিন্ অধিকরণে ল্যুট্। ৪ লীলোদ্যান। দীব্যত্যনেন দিব-করণে ল্যুট্। ৫ পদ্ম। ৬ পরিদেবন। ৭ দ্যুতি। ৮ স্তুতি। ৯ কান্তি। ১০ গতি। ১১ শোক। ১২ দ্যূত।

"প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবন সমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতিঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥" (মনু ৯।২২২)

(পুং) ১৩ পাশক।

দেবনদী (স্ত্রী) দেবানাং নদী ৬তৎ। গঙ্গা।

"স্নাতুং গতান্ দেবনদ্যাং দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীন্ মুনীন্।"

(ভারত বনপ° ২৬২ অ°)। ২ দেবখাত নদী মাত্র। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদী।

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দেবনদ্যোর্যদন্তরং॥"

দেবনন্দিন্ (পুং) দেবং শক্রং নন্দয়তি নন্দি-ণিনি। ইন্দ্রদ্বারপাল।

দেবনন্দী, একজন প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ। কোন কোন পট্টাবলীতে দেবনন্দীর নামান্তর যশঃকীর্ত্তি, যশোনন্দী, পূজ্যপাদ, গুণনন্দী ও গুণাকর এই কয়েকটী নামান্তর দৃষ্ট হয়।

"যশঃকীর্ত্তির্যশোনন্দী দেবনন্দী মহামতিঃ।
শ্রীপূজ্যপাদাপরাখ্যো গুণনন্দী গুণাকরঃ॥"

কাহারও মতে, ইনিই প্রসিদ্ধ জৈনেন্দ্রব্যাকরণ রচনা করেন। আবার কাহারও মতে, পূজ্যপাদ ও দেবনন্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পূজ্যপাদ জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের মূল সূত্র ও দেবনন্দী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত দেবনন্দী 'শব্দাব্জভাস্কর' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণবিষয়ক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রুতকীর্ত্তি শব্দাব্জভাস্করের বিবরণ সম্বলিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ত্রিশতয়ন্দর্শন-

সার নামক অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত জৈনগ্রন্থের মতে পূজ্যপাদের শিষ্য বজ্রনন্দী ৫২৬ সম্বতে মথুরায় দ্রাবিড়সঙ্ঘ স্থাপন করেন।

"সিরিপুজ্জপাদসীসো দাবিড়সঙ্ঘস্সকারগোদুট্টৈ।
পাযেণ বজ্জণংদী পাহুড়বেদী মহাসত্থো॥
পংচসএছবীসে বিক্কমরায়স্স মরণপত্তস্স।
দক্খিণমহুরাজাদো দাবিড়সংঘো মহামোহেব॥"

সুতরাং পূজ্যপাদ ৫২৬ সম্বতের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রুতকীর্ত্তি ১০১৫ শকে জীবিত ছিলেন। যদি পূজ্যপাদ ও দেবনন্দী এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই। নহিলে দেবনন্দী পূজ্যপাদ ও শ্রুতকীর্ত্তির মধ্যকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবনল (পুং) দেবইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ নলঃ। নলভেদ। পর্য্যায়—দেবনাল, মহানল, বক্র, নলোত্তম, স্থূলনাল, স্থূলদণ্ড, সুরনাল, সুরক্রম। ইহার গুণ অতি মধুর, বৃষ্য, ঈষৎ কষায়, নলাপেক্ষা অধিকবীর্য্য ও রসকার্য্যে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজনি॰)

দেবনা (স্ত্রী) দিব ভাবে- যুচ্ টাপ্ চ। ১ ক্রীড়া। ২ সেবা।

দেবনাগর (পুং) লিপিভেদ। প্রকৃত নাম নাগর বা নাগরী।

এদেশীয় পণ্ডিতগণের মতেও 'নগরে ভবং' এইরূপে নাগর নাম হইয়াছে। কাশীস্থ কোন পণ্ডিত "দেবনগরে ভবং ইতি দেবনাগরম্" এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিয়াছেন। এইরূপে কেহ নগরে বা যে কোন জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার "নাগর" নাম হইয়াছে, আবার কেহ পূর্ব্বে দেবলোকে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার "দেবনাগর" নাম হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কেবল "নগরে ভবং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিলে যে কোন নগর হইতে নাগরের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাতে অনিশ্চয়তা দোষ পড়ে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট অক্ষর দেখাইতে হইলে যে স্থান বা পাত্র হইতে উদ্ভাবিত হইল, সেই স্থান বা পাত্রবিশেষ নির্দ্দেশ করা চাই। কিন্তু উক্ত মতপ্রকাশকগণ কেহই বিশেষ স্থান বা পাত্র নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কেবল "নগরে ভবং" বলিলে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমে নাগর শব্দের এক অর্থ লিখিয়াছেন, "নাগর দেশীয়াক্ষরম্।" বর্ত্তমান অধ্যাপকদিগের নিকট শব্দকল্পদ্রুমের মত গৃহীত হয় নাই। আমরা যত দূর প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, নগর-নামক স্থান বিশেষে এবং নাগর-নামক সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া ঐ অক্ষরের নাম নাগর হইয়াছে। যেমন বঙ্গদেশ হইতেই বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে, নাগরের তাৎপর্য্যও সেইরূপ। প্রায় সাড়ে সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে বিখ্যাত পণ্ডিত শেষকৃষ্ণ (১) তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় এই কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেশভাষার পরিচয় দিয়াছেন—

"মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকী মাগধীচৈব ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজাঃ॥ *
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালটাক্কমালবকৈকয়াঃ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ।
কালিঙ্গ্যপ্রাচ্যকর্ণাটঃ কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ॥
আভীরো মধ্যদেশীয় সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশা বৈতালাদি প্রভেদতঃ॥"

মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী ও মাগধী দাক্ষিণাত্য-দেশজাত এই ৬টী মূলভাষা। ঐ ৬টী হইতে আভীর, ব্রাচণ্ড (?), লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয়, গৌড়, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ্য, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, আভীর, মধ্যদেশীয়, বিতাল, এই ২৭টী পরম্পর অল্পবিস্তর প্রভেদানুসারে অপভ্রংশ ভাষা।

উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যেমন মহারাষ্ট্র, শূরসেন প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বে নগর, উপনগর, দেব প্রভৃতি জনপদের নামানুসারে নাগর, উপনাগর, দৈব প্রভৃতি অক্ষরেরও নামকরণ হইয়াছে।

ভারতে নগরনামক জনপদ একটী নয়। আমাদের এই বঙ্গদেশে বীরভূমের প্রাচীন রাজধানীর নামও নগর, যশোরে নগর নামে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর আছে। মহিসুরের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগের নাম নগর, এই বিভাগে নগর নামে একটী তালুক ও তাহার মধ্যে নগর নামে গ্রামও আছে। পঞ্জাবের কাঙ্ড়া জেলার মধ্যে বিপাশা নদীতীরেও নগর নামে একটী বিশিষ্ট সহর এবং নগরকোট নামে একটী প্রাচীন নগরও

(১) কৃষ্ণপণ্ডিত নামেও খ্যাত। ইনি নরসিংহের পুত্র ও শেষবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শেষকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (R. G. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss, 1883-84, p. 59.)

* 'ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজাঃ।' এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত করতোয়া জেলার মধ্যবর্ত্তি, সিন্ধুপ্রদেশে নগরপার্কর নামে একটী সহর এবং বস্তি জেলার নগরখাস নামে একটী নগর দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যে "অগ্রহার্" নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম আছে।

নাগর নামেরও অসদ্ভাব নাই। উত্তর বঙ্গেই নাগর নামে দুইটী নদী আছে, একটী পূর্ণিয়া জেলা হইতে দিনাজপুর জেলাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী বগুড়া জেলা হইতে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এক রাজপুতনার মধ্যেই নাগর নামে ৯।১০টী স্থান আছে, তন্মধ্যে তিনটী সহর মধ্যে গণ্য, তাহার একটী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত *। অপরটী বাহাদুর রাজ্যের মধ্যে †, এবং অন্যটী প্রসিদ্ধ রণথম্ভোরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাঁওতাল পরগণার মধ্যেও দুর্গপরিবেষ্টিত নাগর নামে বিখ্যাত গ্রাম আছে। সুদূর আফগানস্থানের কাবুল জেলায় পার্ব্বত্যপ্রদেশে নাগর নামে এক প্রবল জাতির বাসও আছে। বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সে দিন তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি এই নাগর জাতির সন্ধান পাইয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের নামানুসারে এই নাগরাক্ষরের নাম হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, যেমন প্রাচীনতম আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ক্রমে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ নাগর জাতি হইতেই কোন রূপে ভারতে নাগরাক্ষর প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু উক্ত মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ঐ নাগর জাতি এখন ইস্‌লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সকলেই রাজপুত। তাহারা রাজপুতনাই আপনাদের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কাবুলের উত্তরাংশ হইতে যে নাগরাক্ষর এদেশে আসিয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসঙ্গত।

রাজপুতনায় চিতোরের নিকট নাগরী নামে একটী অতি প্রাচীন নগর আছে। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এই নগর ছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ কনিংহাম্ সাহেব সেই স্থান হইতে আবিষ্কৃত ছেনি-কাটা (Punch-marked) মুদ্রা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ঐ স্থানের প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী।

উপরে যে সকল নাম উদ্ধৃত করিলাম, ঐ সকল স্থানে এমন কোন কথা অথবা আনুসঙ্গিক এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না, যদ্দ্বারা নাগরাক্ষরের উৎপত্তিস্থান বলিয়া স্বীকার করা যায়।

উপরোক্ত কয়েকটী ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার মধ্যে নগর নামে একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ আছে। ইহার ভূপরিমাণ ৬১৯ বর্গ মাইল *। এখানে নাগর নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা আহ্মদনগরকে কেবল নগর বলিয়াও জানে। তাহারা বলে, সুলতান আহ্মদ কর্ত্তৃক ১৪১১ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থান নগর নামে খ্যাত ছিল। এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদের প্রধান পরিচায়ক গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডে লিখিত আছে—সরস্বতীনদীতীরবর্ত্তী হাটকেশ্বরক্ষেত্রের অপর নাম নগর। নগরবিভাগের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বিভাগের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরে শ্রীগুণ্ডী নগরে যে প্রাচীন হাটকেশ্বর মন্দির আছে, তাহাই নাগরখণ্ডবর্ণিত হাটকেশ্বর, ইহার ক্ষেত্রবিস্তার পঞ্চক্রোশ। এক সময়ে নগর বা আহ্মদনগর এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। তাঁহাদের বিশ্বাস নাগরখণ্ডে যে বহুসংখ্যক তীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত নগরবিভাগের মধ্যেই ছিল। মুসলমান রাজগণের দারুণ অত্যাচারে তাহার অধিকাংশই বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সিদ্ধেশ্বর, নাগনাথ, হাটকেশ্বর প্রভৃতি অল্প মন্দিরই বিদ্যমান আছে।

উক্ত নগরবিভাগ ও সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মুখের কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এই স্থানই নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন নগরক্ষেত্র এবং এখান হইতে নাগর ব্রাহ্মণ ও নাগরাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু হাটকেশ্বরের পাণ্ডারা নাম জাহির করিবার জন্ত ঐ রূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেও বর্ত্তমান শ্রীগুণ্ডী নগরের হাটকেশ্বর নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন হাটকেশ্বর নহে। পূর্ব্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্র স্থাপিত হইবার অনেক পরে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়। নাগরখণ্ডের এক স্থানে লিখিত আছে যে, চম্পশর্ম্মা নামে এক নাগর ব্রাহ্মণ পুষ্প নামে এক ব্যক্তির দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন। তিনি জাতি বন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে গিয়া

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, ইহার প্রাচীন নাম কর্কোটনগর। এখানে শ্রীরূপ, রাজা মুচুকুন্দ এই নগর স্থাপন করেন। এখান হইতে হিন্দুরাজগণের সময়কার বহু প্রাচীন ক্ষুদ্র তাম্রের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† স্থানীয় লোকের মতে নাগরক হইতে বর্ত্তমান নাগর নাম হইয়াছে।

* Bombay Gazetteer, Vol. XVII, p 686.

বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা বাড়নাগর নামে খ্যাত হন। সেই বাড়নাগরেরাই বর্ত্তমান বরদাবিভাগের অন্তর্গত শ্রীস্থলী* নামক নগরে পূর্ব্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্রের আদর্শে সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে হাটকেশ্বরাদি স্থাপন করেন ও বর্ত্তমান আনন্দনগরকেই প্রাচীন 'নগর' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডের মতে, নগরক্ষেত্র পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং সরস্বতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু বর্ত্তমান আনন্দনগর শ্রীস্থলী হইতে ৫ ক্রোশ অপেক্ষা বহু দূরে অবস্থিত। আনন্দনগরের নিকট সরস্বতী নদীও প্রবাহিত নাই। এরূপ স্থলে বরদাবিভাগের অন্তর্গত আনন্দনগর নাগর ব্রাহ্মণের আদিনিবাস নগরক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এখান হইতে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই।

তবে প্রকৃত নাগরোৎপত্তি-স্থান কোথায়?

গুজরাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে গুজরাটের নাগর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, নাগরী অক্ষর তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত।

গুজরাটে এখনও বহুসংখ্যক নাগর ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারাই আপনাদিগকে অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। এমন কি, তাঁহারা অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নজল গ্রহণ করেন না। গুজরাটের হিন্দুরাজগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত এই নাগর ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি সকল প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নাগর ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমে অধিকার লক্ষিত হয়। এই ব্রাহ্মণেরাও স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদিগের প্রধান পরিচায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

নাগর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাগরখণ্ডে এইরূপ আছে,—আনর্ত্তাধিপ চমৎকার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি কোনক্রমে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া জীবনে হতাশ হইলেন। এক দিন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে নিজ দুরবস্থার কথা জানাইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে শঙ্খতীর্থে স্নান করিতে বলেন। তিনি শঙ্খতীর্থে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন সেই শঙ্খতীর্থের নিকট চমৎকারপুর নামে এক ক্রোশ বিস্তৃত এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এখানে বিবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া বেদবিৎ কুলীন ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসতি করাইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধ্যে চিত্রশর্ম্মা নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যাদি দ্বারা দেবাদিদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। মহাদেব তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পাতালস্থ হাটকেশ্বর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। নানা দেশ বিদেশ হইতে যাত্রিগণ সেই অনুপম হাটকেশ্বর লিঙ্গ দেখিতে আসিলেন। চমৎকারপুরবাসী অপরাপর ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, চিত্রশর্ম্মার আর আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সাধারণের পূজ্য হইল, আমরাই বা কেন না হইব? সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। তখন চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৬৮টী গোত্র ছিল। মহাদেব সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টী শৈব ক্ষেত্র আছে, আমি ৬৮ ভাগে বিভক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করি। এখন তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ৬৮ মূর্ত্তিতে এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে এখানে ৬৮টী দেবপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল এবং এক এক গোত্র এক এক দেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

(নাগরখণ্ডে ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়।)

কোন সময়ে আনর্ত্তাধিপতি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রের গ্রহবৈগুণ্যে তদীয় চিরশান্তিময় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য মধ্যে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তিনি প্রধান প্রধান দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি করাইতে পরামর্শ দিলেন। আনর্ত্তরাজ পূর্ব্বেই চমৎকারপুরে সুন্দর সৌধাবলী নির্ম্মাণ করিয়া ৬৮ গোত্রজ ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তিনি দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক চমৎকারপুরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ১৭ জন ব্রাহ্মণ শান্তি ও হোম কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে যাগ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ওদিকে আনর্ত্তরাজের রাজধানীতেও রাজপুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই আমোদ প্রমোদে আবার নিরানন্দ দেখা দিল। রাজপুত্রের গ্রহদোষে রাজার রাজ্য গজবাজি-যান-বাহনাদি সমস্তই ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে চমৎকারপুরের বিপ্রগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রতি মাসে ১৬ জনে মিলিয়া যথাবিধি হোমাদি করিতেছি, কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতেছি না। অতএব আমরা

* List of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 107.

ঋষিদেবকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব। তখন ঋষিদেব দেখা দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণ! বৃথা ক্রোধবশে আমাকে অভিসম্পাত করিও না। যাগে যাগে যে ১৬ জন হোম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ত্রিজাত নামক এক ব্রাহ্মণের দোষে সকল দ্রব্যই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্যই সূর্য্যাদি গ্রহগণ আপনাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, সেই জন্যই রাজ্য মধ্যে রোগ, শোক এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণাধমকে পরিত্যাগ করিয়া হোম কর; তাহা হইলে রাজা আরোগ্য ও পুত্রাদি লাভ করিবেন এবং তাঁহার শত্রুগণের নিপাত হইবে।" তখন ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কিরূপে জানিব যে, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হোমদ্রব্য দূষিত করিতেছে?" ঋষি কহিলেন, "হোমকুণ্ডে আমার যেদ জলে স্নান করিয়া সকলে পরিশুদ্ধ হও। স্নানের পর যাহার গায়ে বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবে, জানিবে, তাহা হইতে দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।" ঋষির কথামত একে একে সেই ১৬ জন ব্রাহ্মণ হোমকুণ্ডে নামিয়া স্নান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল ত্রিজাতের গায়ে বিস্ফোটক জন্মিল। তখন ত্রিজাত লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। নিতান্ত দুঃখে খেদে ও লজ্জায় বনবাসী হইলেন। ত্রিজাত বাস্তবিক একজন বেদবিৎ মহাপণ্ডিত। মাতৃদোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জন বনভূমিতে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। ত্রিজাত তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "দেবাদিদেব! আমি মাতৃদোষে চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ও আনর্ত্তরাজের নিকট সবিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। যাহাতে আমি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।" মহাদেব কহিলেন, "কিছু কাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে চমৎকারপুরে মহাবিভ্রাট্ উপস্থিত। মৌলভ্য গোত্রজ দেবরাজের পুত্র রুথ নামে এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণগণের সহিত নাগপঞ্চমীর দিন নাগতীর্থে স্নান করিতে গিয়া, নাগাক্ত অবসর্প ভাবিয়া লগুড়াঘাতে নাগকুমার রুদ্রমালের প্রাণবধ করিল। তাহাতে নাগরাজের আদেশে বিষধরগণ চমৎকারপুরে দলে দলে উপস্থিত হইল। বিষধরের বিষম উৎপাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সকলেই গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত শত ব্রাহ্মণ সর্পবিষেতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তখন কতকগুলি ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া যে বনে ত্রিজাত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া ত্রিজাত কহিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই।" তিনি আবার দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে এক সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই মহাবিষধরও বিষহীন হইয়া পড়িবে।

"গরং বিষমিতি প্রোক্তং ন তত্রাস্তি চ সাম্প্রতম্।
মৎপ্রসাদাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বদুচ্চার্য্যং ব্রাহ্মণোত্তম॥
ন গরং ন গরং চৈতৎ শ্রুত্বা যে পন্নগাধমাঃ।
তত্র স্থাস্যন্তি তে বধ্যা ভবিষ্যন্তি যথা সুখম্॥
অদ্য প্রভৃতি তৎস্থানং নগরাখ্যং ধরাতলে।
ভবিষ্যতি সুবিখ্যাতং তবকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
তথান্যোঽপি চ যো বিপ্রো নাগরঃ শুদ্ধবংশজঃ।
নগরাখ্যেন মন্ত্রেণ অভিমন্ত্র্য ত্রিধা জলম্॥
প্রাণিনং কালসংদৃষ্টমপি মৃত্যুবশং গতং।
প্রকরিষ্যতি জীবন্তং প্রক্ষিপ্য বদনে ধরম্॥"

(নাগরখণ্ড ১০৭।৭৮—৮২)

'গরশব্দে বিষ বুঝায়, কিন্তু অধুনা সেই স্থানে বিষ নাই। আমার অনুগ্রহে তোমার উচ্চারিত "ন গরং ন গরং" (বিষ নাই বিষ নাই) এই কথা শুনিয়া যে পন্নগাধম, সেইখানে থাকিবে, স্বচ্ছন্দে তাহাকে মারিতে পারিবে। ধরাতলে আজ হইতে তোমার কীর্ত্তিবর্দ্ধক এই স্থান "নগর" নামে বিখ্যাত হইবে। অন্য যে কোন বিশুদ্ধ নাগর ব্রাহ্মণ এই নগর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার জল লইয়া মৃত্যু মুখে পতিত প্রাণীর মুখে প্রদান করিলে সে নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ বা স্মরণ করিলে স্থাবর জঙ্গম কৃত্রিমাদি সকল বিষই নষ্ট হয়।' এই বলিয়া ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন। ত্রিজাত সেই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া চমৎকারপুরে আগমন করিলেন। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "ন গরং ন গরং" শব্দ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধমন্ত্র শুনিয়া চমৎকারপুরস্থ আশীবিষগণ নির্বিষ হইয়া পড়িল। কে কোথায় পলাইবে। সহস্র সহস্র সর্প বিনষ্ট হইল। এখন ত্রিজাতের সম্মান দেখে কে? যে এক দিন লজ্জাবনতমুখে মনঃকষ্টে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত! আজ তাঁহা হইতেই চমৎকারপুর "নগর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং সেখানকার ব্রাহ্মণেরা নাগর নামে খ্যাত হইল।

নাগরখণ্ডের মতে—নগরের পূর্ব্বনাম চমৎকারপুর।

তাঁহার তৎকালে এখানে বহুজন লোক নির্বাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্থাপিত করায় তাঁহার নামানুসারে চমৎকারপুর নাম হয়। এই স্থানের অপর নাম হাটকেশ্বর ক্ষেত্র। আনর্ত্তদেশের নৈর্ঋত কোণে হাটকেশ্বর অবস্থিত। এই পুণ্যধাম পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত (২)। ইহার পূর্ব্বসীমা গয়াশীর্ষ, পশ্চিমে বিষ্ণুপদ এবং দক্ষিণোত্তরভাবে গোকর্ণেশ্বর (৩)।

নাগরখণ্ডের আর এক স্থানে লিখিত আছে—উক্ত ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ হইলেও নগরের আয়তন এক ক্রোশ মাত্র (৪)। উক্ত পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বরের মধ্যে অচলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, গয়াশীর্ষ, মার্কণ্ডেশ্বর, চিত্রেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, যযাতীশ্বর, আমদেশ্বর, কলশেশ্বর, কপিলেশ্বর, আনর্ত্তেশ্বর, শুক্রেশ্বর, জলশায়ীশ্বর, বাণেশ্বর, লক্ষণেশ্বর, ত্রিজাতেশ্বর, অবারেবতী, কেদারেশ্বর, বৃষভনাথ, সত্যসন্ধেশ্বর, শীটেশ্বর, ধর্ম্মরাজেশ্বর, মিষ্টান্নেশ্বর, চিত্রাঙ্গদেশ্বর, অমরকেশ্বর, অটেশ্বর, মঙ্কেশ্বর, পুষ্পাদিত্য প্রভৃতি দেবমন্দির এবং পাতালগঙ্গা, গঙ্গাযমুনা, প্রাচী সরস্বতী, নাগতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, মৃগতীর্থ, নিজতেজোদ্ভবতীর্থ, রুদ্রাবর্ত্ত, রামহ্রদ, চক্রতীর্থ, মাতৃতীর্থ, সুধারতীর্থ প্রভৃতি শত শত তীর্থ আছে।

নাগরখণ্ডের মতে—

নৈমিষারণ্য, কেদারনাথ, পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও হাটকেশ্বর, এই আটটী সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত হইয়া যে বাস করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। এই আটটী ক্ষেত্রের মধ্যে হাটকেশ্বরক্ষেত্রই সর্ব্বপ্রধান। এখানে ব্রহ্মার (শিবের) আজ্ঞায় সকলতীর্থই অধিষ্ঠিত। কলিকালে মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বতীর্থসেবিত এই হাটকেশ্বর ক্ষেত্র সর্ব্বতোভাবে সেবনীয়। (নাগরখণ্ড ১০৩।৪—১০)

উইল্সন্ সাহেব তাঁহার ভারতীয় জাতিতত্ত্ব (Indian Caste) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নাগর শব্দ পুরবাচক নগর শব্দের বিশেষণরূপ। নাগর বলিলে গুজরাটের প্রধান ছয় শ্রেণীকে বুঝায়। উক্ত প্রদেশের উত্তরপূর্ব্বভাগস্থ কোন কোন নগর হইতে তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে।" (৫)

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, নাগরখণ্ডের মতে ত্রিজাত কর্ত্তৃক হাটকেশ্বরের ক্ষেত্র বিষধরহীন হইলে উহার নাম নগর হয়। তৎকর্ত্তৃক সমানীত ব্রাহ্মণগণ ঐ নগরে বাস হেতুই নাগর নামে খ্যাত হইয়াছিল (৬)।

গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, আনন্দপুর বা বর্ত্তমান বড়নগর নামক স্থানই তাঁহাদের আদি নিবাস। গুজরাটের অন্তর্গত কড়িজেলার মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। এখন উহা বরদার গাইকবাড়-রাজের অধিকারভুক্ত। কোন কোন পুরাবিৎ আনন্দপুর নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) বোধ হয়, নবাজ্জুয়ান বাহ্মণগণ উক্ত নগরক্ষেত্রের নামানুসারে স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিলে (৮) আনন্দপুরবাসী নাগরগণ আপনাদের নিবাসভূমি পৃথক্ বুঝাইবার জন্য উহা বড়নগর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বড়নগরে এখনও প্রসিদ্ধ হাটকেশ্বর মন্দির বিরাজমান। এখনও এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের

---

(২) "অস্মিন্ নৈর্ঋত দিগ্ভাগে দেশে চানর্ত্তসংজ্ঞিকম্।
তত্রাদ্য স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেন সুরোত্তমৈঃ॥
এতৎ সংকীর্ত্ত্যতে লোকে পাতালে হাটকেশ্বরম্॥"
(নাগরখণ্ড ৪।৫১—৫২)।

(৩) "পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
আয়ামব্যাসতশ্চৈব চমৎকারপুরোদ্ভবম্॥
প্রাচ্যাং তস্যাং গয়াশীর্ষং পশ্চিমেন হরেঃ পদম্।
দক্ষিণোত্তরয়োশ্চৈব গোকর্ণেশ্বরসংজ্ঞিতৌ॥
হাটকেশ্বরমাজ্ঞেয় পূর্ব্বমাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
তৎক্ষেত্রে প্রথিতং লোকে সর্ব্বপাতকনাশনম্॥
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেভ্যো দত্তং তেন মহাত্মনা॥
চমৎকারেণ তৎস্থানং নাম্না খ্যাতিং ততো গতম্॥"
(নাগরখণ্ড ১৬।৩—৬)।

(৪) "নগরং কল্পয়ামাস তত্র স্থানে মহত্তমম্।
প্রাকারেণ সুতুঙ্গেন পরিখাভিশ্চ সর্ব্বতঃ॥
আয়ামব্যাসতশ্চৈব ক্রোশমাত্রং মনোহরম্॥"
(নাগরখণ্ড ১১।৩২—৩৩)

(৫) "The word Nāgar is the adjective form of *Nagar*, a city. It is applied to several (six) principal castes of Brahmans in Gujarat, getting their designations respectively from certain towns in the north-eastern portion of the province."

(Wilson's Indian Castes, Vol. II. p. 96.)

(৬) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, ত্রিজাতের আগমনের পূর্ব্বে নাগের উৎপাতে হাটকেশ্বর ক্ষেত্র জনশূন্য হইয়াছিল। তিনি আপনার নানা স্থান হইতে ৬৮ গোত্র ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১০৮ অঃ)

(৭) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 295.

(৮) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, নবাজ্জুয়ান চণ্ডশর্ম্মা ও তাঁহার সহচর সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে নগরেশ্বর ও নগরাদিত্য প্রভৃতি মূর্ত্তি স্থাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১৪৪ অঃ) এরূপ স্থলে বাহ্মণগণেরা যে, এখানেও নগর নামে একটী পুর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

অভিপ্রেত পাইকবাকের মঙ্গলের জন্য শান্তি পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গের অনেকেই এই হাটকেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই।

বড়নগর ও উহার চারি দিকে পঞ্চক্রোশের মধ্যে নাগরখণ্ডবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত দেবমন্দির ও তীর্থগুলি এখনও বিদ্যমান (৯)। এখানকার সরস্বতীনদী স্থানীয় লোকের নিকট গঙ্গার ন্যায় পুণ্যপ্রদা। যে রুদ্রমাল নামক নাগকুমারের হত্যাপ্রযুক্ত পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের মধ্যে সিদ্ধপুর নামক স্থানে সরস্বতীনদী তীরে সেই রুদ্রমালের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকবৃন্দের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতের সকল স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী নগর বা হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আগমন করিত। এখানকার পাণ্ডাগণের অনুচরেরা ভারতের সর্ব্বত্রই যাত্রীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক এখনও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে নাগর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা এখনও কেবল নাগরাক্ষরেই সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। এমন কি সুদূর দ্রাবিড় ও কর্ণাট অঞ্চলে—যেখানে অপর কোন জাতি নাগরাক্ষর ব্যবহার করে না,—তথায় এই নাগর ব্রাহ্মণেরা বহুশতাব্দী বাস করিয়া মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় নাগরাক্ষর এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা নাগরাক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ হাওলুইনটোক সাহেব বিজয়নগর ও আনগুণ্ডীর নিকটবর্ত্তী নাগর ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বিজয়নগর ও আনগুণ্ডী রাজগণের প্রাধান্য কালে তাঁহারা এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা কণাড়ী ভাষায় কথা কহেন, কিন্তু পুস্তকাদি লিখিবার সময় কেবল নাগরী অক্ষরই ব্যবহার করিয়া থাকেন" (১০)।

পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, মনোযোগপূর্ব্বক তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ স্থির হইবে, দ্বিজাত কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণ নগর নামক পুরে বাসনিবন্ধন নাগর (১১) নামে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা নাগর এবং অক্ষর নাগর বা নাগরী নামে প্রচলিত হয়। তাঁহাদের সহিত যে নাগরাক্ষরের বিশেষ সংস্রব আছে, তাঁহা বহু দিন হইতে বিদেশবাসী নাগরগণের ব্যবহৃত অক্ষরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নগরনামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন হিন্দুরাজগণের সময়ে গুজরাটের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সোমনাথপত্তনে গিয়া বাস করেন। প্রভাস বা সোমনাথপত্তনের আর একটী প্রাচীন নাম দেবনগর। [দেবপত্তন দেখ।] এই দেবনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষরে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করেন, বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে তাহাই দেবনাগরী নামে খ্যাত হয়। অথবা নাগরী লিপির বহু বিস্তৃতি অথবা ইহাতে অধিকাংশ দেবমাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ লিখিত হওয়ায় মহিমাবাচক দেবশব্দযোগে নাগরী 'দেবনাগরী' নামে খ্যাত হয়।

কত দিন হইতে নাগরাক্ষর উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে দিন হইতে লিখিবার প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই নাগরাক্ষরের উৎপত্তিনির্ণয় করিতে হইবে। উদয়পুরবাসী প্রাচীন লিপিমালাপ্রণেতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সামান্য বিবেচনায় উক্ত পণ্ডিতগণের কথা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীন লিপিসমূহের নামোল্লেখ আছে, সে সকল গ্রন্থে নাগরী লিপির আদৌ উল্লেখ নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র দারকাচার্য্য সিদ্ধার্থকে লিপি শিখাইতে আসিলে সিদ্ধার্থ শিক্ষার পূর্ব্বেই গুরুর নিকট এই ৬৪ প্রকার লিপির পরিচয় দিয়াছিলেন—যথা ১ ব্রাহ্মী ২ খরোষ্টী ৩ পুষ্করসারী ৪ অঙ্গলিপি ৫ বঙ্গলিপি ৬ মগধলিপি ৭ মাঙ্গল্যলিপি ৮ মনুষ্যলিপি ৯ অঙ্গুলীয়লিপি ১০ শকারিলিপি ১১ ব্রহ্মবল্লীলিপি ১২ দ্রাবিড়লিপি ১৩ কিনারিলিপি ১৪ দক্ষিণলিপি ১৫ উগ্রলিপি ১৬ সংখ্যালিপি

(৯) Campbell's Bombay Gazetteer, Vol. VII., and Lists of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 169.

(১০) Indian Antiquary, 1874, p. 230.

(১১) নাগর ব্রাহ্মণেরা এখনও অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

"শ্রেষ্ঠা গাবঃ পশূনাং চ যথা পঞ্চনদাহ্বয়া।

বিপ্রাণামিহ সর্ব্বেষাং তথা শ্রেষ্ঠা হি নাগরাঃ।" (নাগরখণ্ড ১০৯।১৫)

১৭ অনুলোমলিপি ১৮ অর্দ্ধধনুলিপি ১৯ দরদলিপি ২০ খাস্যলিপি ২১ চীনলিপি ২২ হূণলিপি ২৩ মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৪ পুষ্প-লিপি ২৫ দৈবলিপি ২৬ নাগলিপি ২৭ যক্ষলিপি ২৮ গন্ধর্ব্বলিপি ২৯ কিন্নরলিপি ৩০ মহোরগলিপি ৩১ অসুরলিপি ৩২ গরুড়লিপি ৩৩ মৃগচক্রলিপি ৩৪ চক্রলিপি ৩৫ বায়ুমরু-লিপি ৩৬ ভৌমদেবলিপি ৩৭ অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৮ উত্তর-কুরুদ্বীপলিপি ৩৯ অপরগৌড়লিপি ৪০ পূর্ব্ববিদেহলিপি ৪১ উৎক্ষেপলিপি ৪২ নিক্ষেপলিপি ৪৩ বিক্ষেপলিপি ৪৪ প্রক্ষেপলিপি ৪৫ সাগরলিপি ৪৬ বজ্রলিপি ৪৭ লেখ-প্রতিলেখলিপি ৪৮ অনুদ্রুতলিপি ৪৯ শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি ৫০ গণনাবর্ত্তলিপি ৫১ উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫২ নিক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫৩ পাদলিখিতলিপি ৫৪ দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৫ দশোত্তর-পদসন্ধিলিপি ৫৬ অধ্যাহারিণিলিপি ৫৭ সর্ব্বরুতসংগ্রহণি-লিপি ৫৮ বিদ্যানুলোমলিপি ৫৯ বিমিশ্রিতলিপি ৬০ ঋষিতপস্তপ্তা ৬১ রোচমানা ধরণীপ্রেক্ষণলিপি ৬২ সর্ব্বৌষধি-নিষ্যন্দা ৬৪ সর্ব্বসারসংগ্রহণী এবং ৬৫ সর্ব্বভূতরুত-গ্রহণীলিপি (১২)।

জৈনদিগের প্রাচীনতম একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়নামক ৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে, আদি জিন ঋষভদেবের দুহিতা ব্রাহ্মীকে আশ্রয় করিয়া যে লিপি হয়, তাহাই ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন-প্রক্রিয়ার নাম যথা—১ ব্রাহ্মী ২ যবনালী ৩ দাশপুরিকা ৪ খরোষ্ঠী ৫ পুষ্কর-শারিকা ৬ পার্ব্বতীয়া ৭ উচ্চত্তুরিকা ? ৮ অক্ষরপৃষ্টিকা ৯ ভোগযবস্তা ১০ বেণতিকা ? ১১ নিহ্নাইয়া ১২ অঙ্ক-লিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্ধর্ব্বলিপি ১৫ আদর্শলিপি ১৬ মাহেশ্বরলিপি ১৭ দামিলিপি এবং ১৮ বোলিন্দিলিপি (১৩)।

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও এইরূপ ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। যথা—১ ব্রাহ্মী ২ যবনালী ৩ দাশপুরী ৪ খরোষ্ঠী ৫ পুষ্করশারী ৬ ভোগবতিকা (?), পার্ব্বতীয়া ৮ অন্তরকরী ৯ অক্ষরপৃষ্টিকা ১০ বেণমিয়া (?), ১১ নিহ্নইয়া (?) ১২ অঙ্কলিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্ধর্ব্বলিপি ১৫ আদর্শলিপি ১৬ মাহেশ্বরী ১৭ দ্রাবিড়ী ও ১৮ পোলিন্দা-লিপি (১৪)। কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত লিপিসমূহের মধ্যে দেবলিপি, ভৌমদেবলিপি ও অন্তরীক্ষ-দেবলিপি এই যে তিন প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, ইহার কোনটা দেবনাগর হইতে পারে এবং সেই দেব বা ভৌমদেবলিপিই এখন দেবনাগর বা কেবল নাগর নামে অভিহিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যখন স্পষ্ট নাগর শব্দের উল্লেখ নাই, তখন কেবল দেবশব্দ ধরিয়া নাগরী লিপির কল্পনা করিতে পারা যায় না।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাই-য়াছি যে, প্রাকৃতচন্দ্রিকারচয়িতা শেষকৃষ্ণ (খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে) সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে নাগর, উপনাগর ও দৈব নামে তিনটী স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ করিয়া-ছেন। হয়ত যেমন তিনটী ভাষা ছিল, তেমনি তিনপ্রকার

(১২) "অথ বোধিসত্ত্ব উরগসারচন্দনময়ং লিপিফলকমাদায় দিব্যার্ষকং সুবর্ণতিলকং সমন্তান্মণিরত্নপ্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্য্যমেবমাহ। কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি। ব্রাহ্মীং খরোষ্টীং পুষ্করসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাঙ্গল্যলিপিং মনুষ্যলিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্মবল্লীলিপিং দ্রাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং দক্ষিণলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অর্দ্ধধনুলিপিং দরদলিপিং খাস্যলিপিং চীনলিপিং হূণলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধর্ব্বলিপিং কিন্নরলিপিং মহোরগলিপিং অসুরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রলিপিং বায়ুমরুলিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপরগৌড়াদিলিপিং পূর্ব্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং অনুদ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্ত্তলিপিং গণনাবর্ত্তলিপিং উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপিং নিক্ষেপাবর্ত্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তরপদসন্ধিলিপিং অধ্যাহারিণিলিপিং সর্ব্বরুতসংগ্রহণিলিপিং বিদ্যানুলোমালিপিং বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপ্তাং রোচমানধরণীপ্রেক্ষণলিপিং সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দাং সর্ব্বসারসংগ্রহণীং সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীমাসাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি॥" (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

(১৩) "বম্ভী এণং লিবী অঠারসবিহলেখবিহাণে। বম্ভী জবণালিয়া দাসউরিয়া খরোট্টিয়া (পু) খরসারিয়া পহারাইয়া উচ্চত্তুরিয়া অখ্খরপুট্ঠিয়া ভোগবয়তা বেণতিয়া নিহ্নাইয়া অংকলিবি গণিঅলিবি গন্ধব্বলিবি আদংসলিবি মাহেসরলিবি দামিলিবি বোলিন্দিলিবি।" (সমবায়সূত্র)

(১৪) "বম্ভীএণম্ লিবিএ অট্ঠারসবিহলিখবিহাণে পণ্ণত্তে তম্ বম্ভী জবনালিয় দাসপুরিয়া খরোট্ঠী পুক্খরসারিয়া ভোগবইয়া পহারাইয়া উ য অন্তর করিয়া অক্খরপুট্ঠিয়া বেণনিয়া নিহ্নইয়া অঙ্কলিবি গণিতলিবি গন্ধব্বলিবি আদংসলিবি মাহেসরী দামিলী পোলিন্দী সেহস্তং ভাষাবিয়া॥" (প্রজ্ঞাপনাসূত্র)

টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মীযবনালীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্ত সম্প্রদায়াদবসেয়ঃ।" জৈনদিগের মতে, মহাবীরের সময়েই অঙ্গসমূহ প্রচলিত এবং মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৬৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্রের শ্রীসংঘে সংগৃহীত হয়। শেষ সময় ধরিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয়, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে নাগরী লিপি ছিল না। সমবায়াঙ্গে "জবনালিয়া"র যে উল্লেখ আছে, তাহাই পাণিনি বর্ণিত যবনানী লিপি।

অক্ষরও প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে ভৌমদেবলিপির উল্লেখ আছে, হয় ত দৈব বা দেবভাষার অক্ষরের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে।

কিন্তু দেবলিপি বলিলে যে নাগরাক্ষরকে বুঝাইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না। নাগর বলিলে যেমন দেবনাগর অক্ষরকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু দেবাক্ষর বলিলে আমরা সেরূপ বুঝি না। এদেশে যাহার লেখা সহজে বুঝা যায় না, নিতান্ত অস্পষ্ট, সেই লেখাকেই সাধারণে দেবাক্ষর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দেবলিপি বা ভৌমদেবলিপিকে নাগরাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ২।৩ শতাব্দী মধ্যে ললিতবিস্তর রচিত হয়। জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্র শ্যামার্য্য (১ম কালকাচার্য্য) কর্তৃক রচিত হয়। খরতরগচ্ছীয় পট্টাবলীর মতে বীর-নির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য্য আবির্ভূত হন। [জৈন শব্দ দ্রষ্টব্য।] এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে কোন অক্ষরের নাগরী নাম ছিল না।

তবে কোন্ সময় হইতে নাগর বা নাগরী নাম প্রথম প্রচলিত হইল?

জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরী লিপির উল্লেখ পাই। জৈনপণ্ডিত লক্ষ্মীবল্লভগণি তদ্বির-চিত কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকানামক কল্পসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"অথ শ্রীঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ো দর্শিতাঃ। নন্দীসূত্রে উক্তা যথা—১ হংসলিপি ২ ভূতলিপি ৩ যক্ষলিপি ৪ রাক্ষসীলিপি ৪ উড্ডীলিপি ৬ যাবনীলিপি ৭ তুরুষ্কীলিপি ৮ কীরীলিপি ৯ দ্রাবিড়ীলিপি ১০ সৈন্ধবীলিপি ১১ মালবীলিপি ১২ নড়ীলিপি ১৩ নাগরী-লিপি ১৪ পারসীলিপি ১৫ লাটীলিপি ১৬ অনিমিত্তলিপি ১৭ চাণক্যীলিপি ১৮ মৌলদেবী। দেশবিশেষাদন্যা অপি লিপয় তদ্যথা ১ লাটী ২ চৌড়ী ৩ ডাহলী ৪ কানড়ী ৫ গূর্জরী ৬ সোরঠী ৭ মরহঠী ৮ কোঙ্কণী ৯ খুরাসানী ১০ মাগধী ১১ সৈংহলী ১২ হাড়ী ১৩ কীরী ১৪ হম্মীরী ১৫ পরতীরী ১৬ মসী ১৭ মালবী ১৮ মহাযোধী ইত্যাদয়ো লিপয়ঃ পুনরঙ্কানাং গণিতকলা দর্শিতাঃ বামহস্তেন সুন্দরী প্রভৃতিলিপি দর্শিতা।"

নন্দীসূত্র ও কল্পসূত্রের রচনাপ্রণালী প্রায় একরূপ। জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, কল্পসূত্রের কিছু পূর্ব্বে নন্দী-সূত্র প্রচারিত হয়। কল্পসূত্র আনন্দপুরে (বর্ত্তমান বড়-নগরে) বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে বীরনির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে (৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। প্রায় সেই সময়ে কি তাহার কিছু পূর্ব্বে নন্দীসূত্রও সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ বা পঞ্চম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে নাগরীলিপির এখনও সন্ধান পাই নাই। আমাদেরও অনুমান, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন বিশেষ লিপির নাগরী নাম হয় নাই।

যখন ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন পুস্তকে নাগরী লিপির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং কোন্ সময় হইতে নাগরাক্ষর আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাচীনতম শিলাফলক, তাম্রশাসনাদি এবং নাগরী অক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, আপাততঃ সেই সমুদয় পরিদর্শন করা চাই। এরূপ স্থলে দুই এক খানি প্রাচীন খোদিত লিপি বা হস্তলিপি হইলে চলিবে না। এসিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তিস্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের যত্নে যত খোদিত লিপি বা হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিজ অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর আবিষ্কৃত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের অক্ষরবিন্যাস মনঃসংযোগপূর্ব্বক আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং নাগরাক্ষরের পূর্ব্বাপর লিপিবিন্যাস স্থির করা বহু অনুসন্ধান ও বহু সময়সাপেক্ষ।

উপস্থিত অল্প অনুসন্ধান দ্বারা যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে বৈদিক সময়ে ভারতে লিপিপদ্ধতি ছিল না, তখন সমস্তই মুখে মুখে চলিয়া আসিত বলিয়াই বেদের অপর নাম শ্রুতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা পাণিনিতে যে "যবনানি লিপি"র উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় যে ভারতে প্রথমতঃ যবনলিপিই প্রচলিত হয়। তাহাই পরে ভারতীয় লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (১৫)। পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমাণ করিয়াছেন যে মূল বেদ ও উপনিষদ্ রচিত হইবার অব্যবহিত পরে এবং বেদের নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(১৫) Max Muller's Ancient India, Weber's Indische Studien, IV, p, 544,

তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় যে অন্ততঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন”(১৬)। পাণিনির ৩।২।২১ সূত্রে “লিপিকর” শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে যে তাঁহার সময়ে লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনিতে যে “যবনানি” শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা Cuneiform writing হইতে পারে (১৭)। কাহারও অনুমান, পাণিনির সময় ব্রাহ্মণগণের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মী অক্ষর প্রচলিত ছিল, সেই অক্ষরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই পাণিনি যবনলিপির উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তৎপরে খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপির উদ্ভাবন হইয়াছে। ব্রাহ্মী-লিপি নাগরীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনতম লিপি হইলেও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত তাহাকেই আমরা ভারতের আদি অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্রে লিখিত আছে, অর্দ্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি (১৮)। কিন্তু যে লিপি বেদব্যাস বাল্মীকির অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লিপি কি? তাহা এখনও অজ্ঞাত।

বুদ্ধের সময় যে ভারতে বহুবিধ অক্ষর প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহার পর হইতেই ভারতে মগধ-রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি লক্ষিত হয়। সে সময়ে এখানকার সম্রাট্‌গণ স্থানীয় মগধলিপিই ব্যবহার করিতেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। সমস্ত ভারতবর্ষেই যখন মগধ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন মগধ-লিপিও যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্যই আমরা সিন্ধুনদের পশ্চিম পার ব্যতীত সর্ব্বত্রই একরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনলিপি নয়ন-গোচর করিয়া থাকি। উক্ত মগধলিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যথাক্রমে শাহ, গুপ্ত, বলভী, চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল লিপি কিরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা এ-প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। [ব্রাহ্মী ও বর্ণমালা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন মগধলিপি হইতেই মৈথিল (পূর্ব্ববিদেহ), বঙ্গ প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হইয়াছে, মাগধী লিপিও মগধলিপি-সম্ভূত। কিরূপে ও কত দিন হইল, মাগধী লিপি হইতে নাগরাক্ষরের প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

পরাক্রান্ত গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহাদের সময়কার লিপিসংযুক্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত বঙ্গ উৎকল পর্য্যন্ত গুপ্তমগধলিপি ব্যবহৃত হইত (১৯)। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধরাজ আদিত্যসেনের শিলা-লিপিতে আমরা নাগরীলিপির স্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাই। গয়া জেলার অন্তর্গত নবাদা থানার এলাকাধীন শকরী নদীর ডান ধারে জাফরপুর বা অফসড় নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, সেখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে বরাহমূর্ত্তির নিকট ঐ শিলালিপি খানি ছিল। তক্ষাদিত্য নামধেয় এক গৌড়-বাসী কর্ত্তৃক ঐ লিপি খানি উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট্ সাহেব ঐ লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই খোদিত লিপির অক্ষরকে (খৃষ্টীয়) ৭ম শতাব্দীর মাগধী কুটিল (২০) নামক অক্ষর বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্ত্তমান দেবনাগরী হইতে ইহার অল্পই ভেদ লক্ষিত হয়।” (২১)

আদিত্যসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে যুক্তস্বরগুলির লিখনপ্রণালী এখনকার বঙ্গীয় বা

(১৬) এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত নিরুক্তের ৪র্থ ভাগে “কঃ কালো যাস্কস্য?” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১৭) Prof. Goldstucker's Manava-kalpasūtra, preface, p. 16.

(১৮) “সে কিং তং ভাষারিয়া? জেণং অদ্ধমগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জথ য নং বম্ভীলিবি পবত্তই।” (প্রজ্ঞাপনাসূত্র)

(১৯) গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে এই লিপি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার ‘গুপ্তলিপি’ পরিভাষা দেওয়া গেল। বাস্তবিক এই লিপি গুপ্তসম্রাট্‌গণেরও বহু পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। পঞ্জাব, গুজ-রাট ও মথুরা অঞ্চল হইতে শাহ (শক)-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গুপ্তলিপির নিদ-র্শন আছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার যে শিলালিপি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও গুপ্তলিপির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় অশোকলিপি হইতেই শাহ এবং তাহা হইতেই গুপ্তলিপির ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

(২০) চিন্দরাজ লল্লের ১০৪৯ সম্বতে উৎকীর্ণ দেবল-প্রশস্তিতে কুটি-লাক্ষর শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়,—

“বিদুষয়েত্তমরেন চ লিখিতা গৌড়েন করণিকেনৈষা ;
কুটিলাক্ষরাণি বিদুষা তক্ষাদিত্যাভিধানেন।”

Epigraphia Indica, Vol. I. p. 81.

(২১) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III p. 202.

নাগরাক্ষরের মত নহে, বরং এখনকার তিব্বতীয় (২২) অক্ষরের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু উক্ত অক্‌-সড়্‌-লিপির যুক্তস্বর প্রাচীন গুপ্তলিপির যুক্ত স্বরের মত নহে, বরং মৈথিলী বা প্রাচীন নাগরাক্ষরে লিখিত পুথির যুক্তাক্ষরের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অক্‌সড়-লিপির স্বর ও ব্যঞ্জনের আকার শাখামণ্ডলপ্রশস্তি (২৩) ও ভাটিন্দার শিলাফলকে (২৪) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীপুরের শবররাজগণের শিলালিপির অক্ষরও অক্‌সড়-লিপির ক্রমবিকাশ (২৫)। ভাটিন্দা-শিলাফলক খানি যদিও পঞ্জাব অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি উহার যুক্তস্বর ভিন্ন অপরাপর অক্ষরের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক মৈথিল অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। আমাদিগের গৌড়-রাজ ধর্ম্মপালের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ অক্ষরও ভাটিন্দালিপির অনুরূপ (২৬)।

যদিও অক্‌সড়-লিপির পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তলিপিতে যুক্তস্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান তোটাক্ষরের যুক্ত স্বরের মত ছিল, তথাপি তাহাই যে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান মৈথিল, বঙ্গ ও নাগরাক্ষরের যুক্তস্বরের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বখ্‌শালী হইতে সারদা অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণমালাই আমার প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে। ডাক্তার হোর্ণলি সাহেবের মতে, ঐ পুথিখানি প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়া থাকিবে (২৭)। ঐ পুথি লিখিত ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ণ, ৎত, দ, ধ, প, ব, ম প্রভৃতি অনেক অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও এখনকার মৈথিল হস্তলিপির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। আবার অনেক যুক্তস্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত অক্‌সড় প্রভৃতি গুপ্তলিপির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সারদা অক্ষরও মগধ বা গৌড় হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং তৎপরে কাশ্মীর পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ লিপির সহিত সাময়িক গৌড়লিপির সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তৎকাল-প্রচলিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লিপিসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। এরূপ স্থলে দূরদেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে গৌড়রাজ্যে ঐ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যায়।

অতএব যে সময়ে মগধরাজ্যে অক্‌সড়্‌-শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, সেই সময় বা তাহার অল্প পরেই আধুনিক লিপিমূলক মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যদি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে বর্ত্তমান মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের লিপিতে বর্ত্তমান গৌড়াক্ষরের প্রকৃতরূপ প্রদত্ত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই, ধর্ম্মপালের পিতা গোপাল মগধে রাজত্ব করিতেন, সে সময় অক্ষর পরিবর্ত্তন হইলেও তিনি রাজকীয় দানপত্রাদিতে পূর্ব্বতন মগধলিপি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই (২৮)। কিন্তু ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ পূর্ব্বাক্ষর পরিত্যাগ করিয়া তৎকাল-প্রচলিত অক্ষরেই তাম্রশাসন ও শিলাফলকাদি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচলিত অক্ষরের সহিত গুপ্তলিপির কোন মিল নাই। সেই অক্ষরই এখনকার গৌড়লিপির আদি বিকাশ (২৯)। ঐ সকল লিপি নিতান্ত অল্প সময় মধ্যে কিছু পূর্ণতা লাভ করে নাই। পূর্ণতা ও পুষ্টতা লাভ করিতে অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দীর কম সময় লাগে নাই। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হইতে গৌড়াক্ষর বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মূল বঙ্গলিপি তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন, কারণ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। [বঙ্গলিপি দেখ।] নাগরীলিপি তত প্রাচীন নহে।

বর্ত্তমান নাগরাক্ষরে লিখিত যত শিলাফলক, তাম্রশাসন ও হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বগুম্‌রা হইতে প্রাপ্ত ৪১৫ শকে উৎকীর্ণ গুর্জ্জররাজ দদ্দপ্রশান্তরাগের তাম্রশাসনই সর্ব্বপ্রাচীন (৩০)। এই তাম্রশাসনের সর্ব্বাংশই তখনকার

(২২) তোন্‌-মি-সম্‌-ভো-ট নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ভারতীয় বর্ণমালা তিব্বতে প্রকাশ করেন। সেইজন্য খৃষ্টীয় ৭ম বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উত্তর-ভারতীয় বর্ণমালার সহিত এখনকার তিব্বতীয় অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ভারত হইতে বহু দিন হইল, যে অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে, তিব্বতে এখনও তাহা প্রচলিত।

(২৩) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 10

(২৪) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XXIII. plate XXVII.

(২৫) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVII, plates IX, XVIII, XIX, and XX.

(২৬) Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. I, plate III.

(২৭) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 89.

(২৮) নালন্দ হইতে মহারাজ গোপালদেবের যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন অংশ আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও অনেকাংশে অক্‌সড়্‌ লিপির সদৃশ। (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. I. plate XIII, No. I. দ্রষ্টব্য)।

(২৯) Cunningham's Archæological Survey Reports. Vol. III, plates XXXV, XXVI, XXVII অশোকবন, নরপাল, নারায়ণপাল প্রভৃতির সময় শিলালিপির প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

(৩০) Indian Antiquary, Vol. XVII.

গুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইলেও সর্ব্বশেষে রাজার স্বাক্ষর স্থানে এই কএকটী কথামাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত—

"স্বহস্তোয়ং মম শ্রীবিতরাগসূনোঃ শ্রীপ্রশান্তরাগস্য।"

কেবল রাজার স্বাক্ষর নাগরাক্ষরে লিখিত হওয়ায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে, গুজরাটে ভিন্ন অক্ষর (গুহালিপি) প্রচলিত থাকিলেও, তৎকালে বা তৎপূর্ব্ব হইতেই রাজপরিবারগণ নাগরাক্ষরে লিখন অভ্যাস করিতেছিলেন। উপরোক্ত দদ্দের তাম্রশাসনের পর দ্বারকাপুরীর দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ধিনিকি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ৭৯৪ সম্বতে উৎকীর্ণ সৌরাষ্ট্ররাজ জাইকদেবের তাম্রশাসনে নাগরাক্ষরের পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয় (৩১)। জাইকদেব মহামাত্য ভট্টনারায়ণের অনুমতি লইয়াই মুদ্গলগোত্র ঈশ্বরকে উক্ত শাসনপত্র দান করেন। জাইকদেবের ঐ তাম্রশাসন দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উহার লেখা কোন অপটু লেখকের হস্তপ্রসূত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। মহারাজ দদ্দের হস্তলিপিতে যেরূপ নাগরাক্ষরের সহিত কতক কতক গুপ্তলিপির আভাস লক্ষিত হয়, জাইকদেবের লিপিতে সেরূপ আভাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা যে বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। তৎপরেই রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ খড়্গাবলোকের ৬৭৫ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন দেখিতে পাই। কোলাপুরের অন্তর্গত সামনগড় হইতে ঐ শাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩২)। এই তাম্রফলকের অক্ষরবিন্যাস অতি পরিপাটী। ইহার ই এ ঘ চ ণ ধ ন ব এবং জ গুজরাটের প্রাচীন (Cave) অক্ষরের রূপ ধারণ করিলেও অপর সকল বর্ণেই নাগরাক্ষরের বিকাশ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক দন্তিদুর্গ ও তৎপরবর্ত্তী গুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজগণের যত্নেই নাগরাক্ষরের বহুল প্রচার আরম্ভ হয় (৩৩)। ৭৫৭ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় ধ্রুবের তাম্রশাসন (৩৪), ৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র নিত্যবর্ষের তাম্রশাসন (৩৫), ৮৫৫ শকে উৎকীর্ণ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসন (৩৬), ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ অকালবর্ষের তাম্রশাসন (৩৭), এবং ৮৯৪ শকে * উৎকীর্ণ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে যথাক্রমে নাগরাক্ষরের পূর্ণবিকাশ সংসাধিত হইয়াছে।

২য় ধ্রুবের তাম্রশাসন প্রাচীনতম নাগরাক্ষরে লিখিত হইলেও উহার ভ ধ ণ ল এ প্রভৃতি কোন কোন বর্ণে প্রাচীন গুপ্তাক্ষর বা দাক্ষিণাত্যের গুহালিপির ছাঁদ আছে, কিন্তু গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষ, ইন্দ্র নিত্যবর্ষ এবং অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে আধুনিক নাগরাক্ষরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বতন দদ্দ, জাইক, দন্তিদুর্গ বা ধ্রুবের শাসনলিপির যুক্ত স্বরগুলি দেখিলেই গুপ্তলিপি হইতে নিঃসৃত ও বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের আদিম অবস্থার যুক্তস্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের লিপিতে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যেমন প্রাচীন বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে ে ো ৌ প্রভৃতি যুক্ত স্বর আছে, সেইরূপ সুবর্ণবর্ষ প্রভৃতির তাম্রশাসনে মৈথিল বা বঙ্গীয় যুক্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে যে যুক্তস্বর ব্যবহৃত হয়, গুপ্ত বা নাগরীলিপির সহিত উহার মিল না থাকিলেও উহা নিতান্ত আধুনিক নয়। অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে ঐরূপ যুক্তস্বর উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। ঐরূপ যুক্তস্বরবিশিষ্ট নাগরীলিপি গুজরাটে জৈননাগরী বলিয়া খ্যাত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে ঐরূপ যুক্তস্বর ব্যবহৃত না হইলেও তৎপরবর্ত্তী অপরাপর পাল ও সেনরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর স্পষ্টতঃ গৃহীত হইয়াছে। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ৯৩০ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত কাশীখণ্ডের পুথিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর অতি পরিষ্কার অঙ্কিত আছে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে নাগরী ও গৌড়লিপির পূর্ণপ্রচার লক্ষিত হয়। ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী মধ্যে নাগরী ও গৌড়লিপি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আজও সেই আকার দৃষ্ট হয়। যাহা কিছু অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়, তাহা স্থানভেদে লেখক বা ক্ষোদকের অভিরুচিক্রমে ঘটিয়াছে।

(৩১) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 155.

(৩২) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. II., p. 3-IL and Indian Antiquary, Vol. XI, p. 110.

(৩৩) কেবল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্ক সুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই তাম্রশাসনে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গুহালিপি (Cave alphabet) গৃহীত হইয়াছে। (Indian Antiquary, 1883. p. 156.)

(৩৪) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 200.

(৩৫) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

(৩৬) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 250.

(৩৭) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

* Indian Antiquary, Vol. XII. p. 266.

উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তদ্দ্বারা এইটুকু জানা যাইতেছে যে কি গ্রন্থগত প্রমাণ, কি প্রাচীনলিপি উভয় হইতেই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাইয়াছি। তৎপূর্ব্বে নাগরীলিপি ছিল কি না তাহার প্রমাণের অভাব। সর্ব্বপ্রথম লিখিয়াছি, নগর নামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ হইতে নাগরাক্ষর বা নাগরীলিপি প্রচলিত হইয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটের অধিবাসী। গুজরাট হইতেই সর্ব্বপ্রাচীন নাগরী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে।

কিন্তু এখানে একটী কথা উঠিতে পারে। গুজরাটে খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুরাবিদ্‌গণ গুহালিপি (Cave-character) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ঐরূপ গুহালিপিতে উৎকীর্ণ। এরূপ স্থলে নাগর ব্রাহ্মণেরা দেশ-প্রচলিত অক্ষর গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অক্ষর গ্রহণ করিলেন কেন? গুহালিপির পর্য্যালোচনা করিলে তাহা হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি স্পষ্টতঃ স্বীকার করা যায় না, বরং নাগরী লিপিকে মগধের গুপ্তলিপিমূলক বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, গুজরাটে প্রচলিত প্রাচীনতম নাগরীলিপি গৌড়, মগধ বা উত্তর ভারত হইতে আনীত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

কিরূপে কোন্ সময়ে এই নাগরীলিপির প্রাচীন রূপ উত্তর-ভারত হইতে গুজরাটে আনীত হয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। স্কন্দপুরাণীয় নাগরখণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দূর দেশান্তর হইতে যে ব্রাহ্মণগণ পুত্রকল-ত্রাদিসহ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নাগ হইতে নগর-উদ্ধারকারী বিপ্রবর ত্রিজাত তাঁহাদের সকলকেই ধন রত্ন দিয়া এখানে (নগরে) স্থাপন করিয়াছিলেন (৩৮)। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, নাগর ব্রাহ্মণগণ বহু দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া এখানে বসতি করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নগর বা বড়নগরের প্রাচীন নাম আনন্দপুর। খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে নগরের পরিবর্ত্তে কেবল আনন্দপুর নামই দৃষ্ট হয়। ৫১০ সম্বতে সঙ্কলিত জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে, বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে এই আনন্দপুরেই সর্ব্ব-সমক্ষে কল্পসূত্র পঠিত হইতে থাকে। চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্ সিয়াঙ্ এখানে বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও বিস্তর হিন্দু দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় এই নগর মালব-রাজ্যের অধীন ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে যে সকল হিন্দু দেবা-লয় দেখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় নাগরখণ্ডবর্ণিত হাটকে-শ্বর প্রভৃতির মন্দির।

এখন কথা হইতেছে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে নন্দী-সূত্রে নাগরীলিপির উল্লেখ থাকিলেও নাগরখণ্ড ব্যতীত ঐ সময়ের অপর গ্রন্থে বা উৎকীর্ণ লিপিতে "নগর" নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি? বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণের আধিপত্যকালে বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই আনন্দপুর নামেই অভিহিত করিতেন। তৎপরে নাগরভক্ত হিন্দুরাজ-গণের সময় এই স্থান নগর নামে খ্যাত হয় (৩৯)।

নাগরখণ্ডে লিখিত আছে,—বিপ্রবর ত্রিজাত ও তাঁহার সহচারী ব্রাহ্মণগণ নাগবংশ ধ্বংস বা নাগদিগকে তাড়াইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্ধার করেন,—ইহার প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই লিখি-য়াছি। আমাদের বিবেচনায় উহা একটী রূপক বর্ণনা। সম্ভবতঃ শৈবগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের শেষ ভাগে গুজ-রাটের শাহ বা নাগবংশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয়া হাটকে-শ্বর অধিকার করেন;—তাহাই রূপকভাবে স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গুর্জ্জরেশ্বর পুরোহিত সোমেশ্বর একজন নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্ববিরচিত সুরথোৎসব নামক মহাকাব্যে আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন,— "দ্বিজাতিগণের প্রশস্ত বাসভূমি নগর নামক স্থান, বেদবিৎ

(৩৮) "চতুঃষষ্টিষু গোত্রেষু এবং তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥
তেন তত্র সমানীতাস্ত্রিজাতেন মহাত্মনা।
তেষামেকত্রকং যাতি দশপঞ্চ শতানি চ ॥ ৪৩ ॥
গাবাম্যাবযোষাপি তানি তেন কৃতানি চ।
আহবনীবিভাগেন পূর্ব্বমাবাগ্রোত্তরম্ ॥ ৪৪ ॥
ত্রিজাতস্য চ বাক্যেন যেন দূরাদপি ক্রতম্।
সমাগচ্ছন্তি বিপেন্দ্রাঃ পুরবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥
ন কশ্চিদ্‌যাতি সংস্কা যৌহাদস্তত্র চ দ্বিজাঃ।
তত্তদ্যেষাং দৃষ্টৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥
তৎপুরং বৃদ্ধিমাপন্নেষু র্ব্বাসুয়েরিব দ্বিজাঃ।"

(নাগরখণ্ড ১০৮ অঃ)

(৩৯) নাগরখণ্ডে আনন্দেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে, বোধ হয় আনন্দপুর হইতেই আনন্দেশ্বর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

ও পবিত্র যজ্ঞীয় হোমাগ্নিতে যে স্থান পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে, তথায় রাজপ্রসাদপ্রাপ্ত বশিষ্ঠগোত্র গুলেচ বাস করিতেন, তাঁহার বংশে সোলশর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গুর্জ্জরেশ্বর মূলরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হন।" (৪০) সোমেশ্বর পরে লিখিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণই পুরুষানুক্রমে গুর্জ্জরের চৌলুক্যগণের পুরোহিত ছিলেন। কেহ কেহ রাষ্ট্রকূটরাজেরও পুরোহিত হইয়াছিলেন (৪১)।

মূলরাজ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে নগর নাম প্রচলিত হইলেও তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে এখানে নাগর ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল, তাহা সোমেশ্বরের বর্ণনা পাঠেই জানা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে বনরাজ প্রভৃতি জৈন রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই জন্য বোধ হয়, এখানে নাগরব্রাহ্মণমূলক নগর নাম প্রচলিত হইতে পারে নাই।

চীন-পরিব্রাজকের সময় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে হিন্দু দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাগরখণ্ডের মতে, নাগর ব্রাহ্মণেরা নগর বা চমৎকারপুরের দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে আনন্দপুরে জৈন প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত নন্দীসূত্রে নাগরীলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ সময়ের গুর্জ্জররাজ দদ্দপ্রশান্তরাগের হস্তাক্ষরেও নাগরীলিপির প্রথম প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে আমাদের বোধ হয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত নাগর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গুজরাট হইতে নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র, পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানবাসী সমাগত ব্রাহ্মণের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত দদ্দ প্রশান্তরাগের ৪১৫ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, কান্যকুব্জবাস্তব্য ভট্ট মহীধরের পুত্র ভট্টগোবিন্দকে ঐ তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল। রাষ্ট্রকূটরাজ মিত্তাবর্ষের ৮৩৬ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পাটলীপুত্রবিনির্গত লক্ষ্মণগোত্রীয় বেন্নপভট্টের পুত্র সিদ্ধপভট্টকে লাটদেশান্তর্গত ভেরগ্রাম দান করা হইল। এইরূপ ৮৫৪ শকাঙ্কিত রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসনেও পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরবিনির্গত কৌশিক গোত্র কেশবদীক্ষিতকে লোহগ্রাম দানের কথা বর্ণিত আছে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া গুজরাটে বাস করেন। তাঁহাদের বহুপূর্ব্ব হইতেই নাগর ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল স্থান হইতে আসিয়া চমৎকারপুরে বাস করেন, তাহা নাগরখণ্ডবর্ণিত দূরদেশান্তরগত ব্রাহ্মণগণের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয়। ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই নাগরীলিপির প্রাচীনরূপ গুজরাটে আনীত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

নাগর ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য ও তাঁহাদের নিকট মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জররাজগণ নাগর ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ অসামান্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাসভূমি বড়নগরে প্রস্তরে উৎকীর্ণ শত শত প্রশস্তিতে বিঘোষিত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের যত্নেই নাগরীলিপি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। লাটাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কর্ক সুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—

"গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জ্জয়-দুর্ব্বিদগ্ধ-
সদ্গুর্জ্জরেশ্বর-দিগর্গলতাঞ্চ যস্য।
নীত্বা ভুজং বিহত-মালব-রক্ষণার্থং
স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্‌ক্তে।" (৪২)

আবার মান্যখেটপ্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রকূটরাজ নৃপতুঙ্গের পুত্র গুর্জ্জরেশ্বর কৃষ্ণরাজ সম্বন্ধে অকালবর্ষের ৮৩২ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

(৪০) "অস্তি প্রশস্তাচরণপ্রধানং স্থানং দ্বিজানাং নগরাভিধানম্।
কর্ত্তুং ন শক্নোতি কদাপি যস্য ত্রেতাপবিত্রস্য কলিঃ কলঙ্কঃ।
চঞ্চৎ পঞ্চযথাগ্নিতপ্ততমসি স্থানেত্র নেত্রানল-
জ্বালা-প্রজ্বলিত-প্রসূন-ধনুষা যেষেন দত্তোদয়ে।....
আবির্ভূতমভূতপূর্ব্বচরিতশ্রেষ্ঠাবশিষ্টান্ততঃ
সৎকর্ম্মোদয়মম্বরস্থিতিবিদাং স্থানেত্র গোত্রং মহৎ।
যেষামশেষাধিপতিঃ প্রসন্নঃ সমেত্যপাণিঃ ফণিকঙ্কণেন।
তএব সংভূতিমিহাপ্য বস্তি কুলে গুলেচাভিধয়া প্রসিদ্ধে।
শ্রীসোলশর্ম্মা বিমলে কুলেত্র জাত দ্বিজন্মপ্রবরঃ প্রপেদে।
যঃ স্বর্গিণঃ সোমরসেন যাগে পিতৄংশ্চ পিণ্ডৈরপৃণৎ প্রয়াগে।
শ্রীগূর্জ্জরক্ষিতিভুজা কিল মূলরাজদেবেন দূরমুপরুধ্য পুরোদধে যঃ।"
(সুরথোৎসব ১৫শ সর্গ)

(৪১) "দুষ্টারিকোটিকবলোৎকটরাষ্ট্রকূট-কুলেন শিক্ষিতরণাঙ্গণকৌশলেন।
সর্ব্বপ্রধানপুরুষাধিপতিঃ প্রতাপবজ্রেণ ভূপতিমতল্লিকয়া কৃতো যঃ।"

(৪৩) Indian Antiquary for 1883, p. 106.

"তস্মোত্তর্জ্জিত গূর্জ্জরোদ্ধতহট্টলাটোদ্ভট শ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুসামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্ কলিঙ্গ-গাঙ্গমগধৈরভ্যর্চিতাজ্ঞশ্চিরং
সূনুঃ সূনৃতবাগ্ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোঽভবৎ॥" (৪৩)

উপরি উক্ত শাসনলিপি পাঠে জানা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটরাজগণ গৌড়, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ, মগধ, মালব প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন। (কনোজের বিখ্যাত রাঠোর-রাজগণও রাষ্ট্রকূটবংশীয়।) এরূপ স্থলে বোধ হয় খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটবংশের কুলগুরু নাগর ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্ত্তিত অথবা ব্যবহৃত নাগরাক্ষর নাগরী নামে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট-রাজগণের যত্নে যে নাগরী নাম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইল, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উৎসাহে সেই লিপি এখন সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দেবনাগরী, নাগরী লিপির নামান্তর। [দেবনাগর দেখ।]

দেবনাথ (পুং) দেবানাং নাথঃ ৬তৎ। শিব, মহাদেব।

দেবনাথ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি তন্ত্রচিন্তামণি রচনা করেন।

২ মীনকেতূদয় নামে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতা।

৩ রসিকপ্রকাশ নামে সংস্কৃত অলঙ্কার-রচয়িতা।

দেবনাথ ঠক্কুর, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, সোমভট্টের শিষ্য। ইনি অধিকরণকৌমুদী, অধিকরণসার ও স্মৃতিকৌমুদী নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার অধিকরণকৌমুদীতে শ্রীদত্তের রত্নাকর, হরিনাথের কল্পতরু ও বাচস্পতিমিশ্রের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবনাথ তর্কপঞ্চানন, কাব্যকৌমুদী নামে কাব্যপ্রকাশের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

দেবনামন্ (পুং) ১ কুশদ্বীপপতি হিরণ্যরেতার পুত্রভেদ। ২ কুশদ্বীপের একটী বর্ষ।

দেবনায়ক (পুং) দেবেতি নাম যস্য কপ্। দেবযোনি বিদ্যাধরাদি। হেমচন্দ্র দেবনাযক এই শব্দ ধরিয়াছেন।

দেবনায়ক (পুং) নর এব নায়ঃ ততঃ স্বার্থে কন্। দেবরূপ নর, দেবজন। (হেম)

দেবনাল (পুং) নলএব-স্বার্থে অণ্ দেবইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ নালঃ। নলোত্তম, দেবনল।

(৪৩) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII. p, 243.

দেবনিকায় (ত্রি) দেবানাং নিকায়ঃ ৬তৎ। ১ দেবসমূহ।

"এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥" (মনু ১।৩৬)

২ দেবস্থান, স্বর্গ।

দেবনিদ্ (ত্রি) দেবং নিন্দতি নিন্দ-ক্বিপ্। দেবনিন্দক, দেবতাদিগের নিন্দাকারী।

"দেবনিদো হ প্রথমা অজূর্যন্॥" (ঋক্ ১।১৫২।২)

দেবনির্ম্মিত (ত্রি) দেবৈ নির্ম্মিতঃ ৩তৎ। দেবতা কর্তৃক রচিত।

"দ্বীপেষু দিক্ষু পূর্ব্বাদি নগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ।" (সূর্য্যসি°)

(স্ত্রী) গুড়ূচী। (শব্দার্থচি°)

দেবনীথ (পুং) সপ্তদশপাদযুক্ত মন্ত্রভেদ।

দেবপঞ্চরাত্র (পুং) পঞ্চাহ যাগভেদ। (মাশক)

দেবপতি (পুং) দেবানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্দ্র, দেবতাদিগের স্বামী।

দেবপতিমন্ত্রিন্ (পুং) দেবপতে র্মন্ত্রী ৬তৎ। ইন্দ্রের মন্ত্রী, বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য।

দেবপণ্ডিত, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

দেবপত্তন, কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবস্থান। ইহার বর্ত্তমান নাম সোমনাথ।

পুরাণাদিতে এই স্থান প্রভাস এবং প্রাচীন খোদিত লিপিতে দেবপত্তন নামে বর্ণিত হইয়াছে। (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ) সারঙ্গদেবের প্রশস্তিতে দেবপত্তনের এইরূপ উল্লেখ আছে—

"শ্রীদেবপত্তনসমস্তঘনস্তনীনাং
নেত্রারবিন্দমুকুটৈরিব সান্দ্রবদ্ধৈঃ।
তীর্থাবগাহনধিয়া দিশি পশ্চিমায়া
মায়াতবাস্তুপশমায়তনং কৃতী যঃ॥
সরস্বতীসাগরসংপ্রযোগবিজৃম্ভিতাম্ভোগমথাগমদ্যঃ।
সোমেশচূড়াবলমানবালচন্দ্রপ্রভাসংবলিতং প্রভাসং।" *

পূর্ব্বে এই স্থান দেবনগর নামেও খ্যাত ছিল। (১৪শ খৃঃ শতাব্দে) জয়সিংহদেবসূরির কুমারপালচরিত্রে এই দেবনগরের উল্লেখ আছে—

"রাজা রাজিরথাজিরাজিবিজয়ী রাজেব রেজে শুচি
র্যোরাত্রাং বিরচয্য দেবনগরে শ্রীসোমনাথোক্তিতঃ।" শ্লোক ২৮।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণদিগের নামে অভিহিত নাগরাক্ষর এখানেই প্রথম দেব-

* Epigraphia Indica, Vol. I. p. 283,

নাগরী নামে আখ্যাত হয়। [সোমনাথ, প্রভাস, দেবনাগর প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দেবপত্নী (স্ত্রী) দেবানাং পত্নীব প্রিয়দর্শনত্বাৎ। ১ মধ্বালুক। (ত্রিকা°) দেবানাং পত্নী বা দেবঃ পতির্যস্যাঃ। ২ দেবতাদিগের ভার্য্যা।

"দেবানাং মাতরঃ সর্ব্বা দেবপত্ন্য সকন্তকাঃ।"

(ভারত ১৩।১৪।৩৯৩)

দেবপথ (পুং) দেবানাং পন্থা ৬তৎ। দেবতাদিগের পথ, পর্য্যায়—ছায়াপথ, সোমধারা, নভঃসরিৎ। (ত্রিকাণ্ড°)

"দিব্যোদেবপথোহ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ।"

(ভারত ৩।১৪৮।২০)

দেবপথ অতি রমণীয়, কিন্তু এই পথে মানবগণ গমন করিতে পারে না। ২ তীর্থবিশেষ।

"ততোদেবপথং গত্বা নিয়তো নিয়তাসনঃ।
দেবসত্রস্য যৎ পুণ্যং তদবাপ্নোতি মানবঃ॥" (ভার° ৩।৮৫।৪৫)

দেবপথ তীর্থে গমন করিয়া সংযত হইয়া স্নান দানাদি করিলে দেবসত্রের ফললাভ হয়।

দেবপথাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ। দেবপথ, হংসপথ, বারিপথ, রথপথ, স্থলপথ, করিপথ, অজপথ, রাজপথ, শতপথ, শঙ্কুপথ, সিন্ধুপথ, সিদ্ধিগতি, উষ্ট্রগ্রীব, বামরজ্জু, হস্ত, ইন্দ্রদণ্ড, পুষ্প, মৎস্য এইগুলি দেবপথাদি। (পাণিনি)

দেবপর (ত্রি) দেবঃ পরো যস্য। দেবায়ত্ত সিদ্ধিচিন্তক, আপদুদ্ধারণার্থ পৌরুষ ও চেষ্টারহিত, যাহারা বিপত্তি প্রতীকারের কোন চেষ্টা করেনা, কেবল দেবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

দেবপর্ণ (ক্লী) দেবপ্রিয়ং পর্ণং যস্য। সুরপর্ণ। (রাজনি°)

দেবপশু (পুং) দেবায় উৎসৃষ্টঃ পশুঃ। ১ দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু।

"অনির্দশাহাং গাং সূতাং বৃষান্ দেবপশূংস্তথা।
সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দত্যান্ মনুরব্রবীৎ॥" (মনু)

২ দেবোপাসক।

"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসা বন্যো
ঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেব সদেবানাং" (শ্রুতি)

দেবপাত্র (ক্লী) দেবানাং পাত্রং, ৬তৎ। বা দেবৈঃ পীয়তেঽত্র পা আধারে ষ্ট্রন্। অগ্নি।

"আস্ পাত্রং জুহুর্দেবানামিতি দেবপাত্রং বা এষ যদগ্নি তস্মাদগ্নৌ সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ জুহ্বতি" (শতপথব্রা° ১।৪।২।১০)

"অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তস্য হবিষো দেবৈরস্তমানত্বাদগ্নের্দেবপাত্রত্বং'

(সায়ণ)

দেবপান (পুং) দেবৈঃ পীয়তে হনেন পা-করণে ল্যুট্। চমস, সোমপানপাত্রভেদ। 'চমসো দেবপান ইতি চমসেন হ বা এতেন ভুক্তেন দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মাদাহ চমসো দেবপান ইতি।' (ভাষ্য)

দেবপাল (পুং) ১ শাকদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১৯)

২ পালবংশীয় একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত রাজা। গৌড়ের প্রথম পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, কামরূপ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ইহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। * তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথের মতে,—হিমালয় হইতে বিন্ধ্য ও জালন্ধর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় উত্তরভারত কামরূপ-বিজেতার করায়ত্ত হইয়াছিল †।

বাস্তবিক যে সকল বৌদ্ধপালরাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে যশে, মানে, পরাক্রমে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা এই দেবপাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্র নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের এক কুলাচার্য্যকারিকায় এই দেবপালের যথেষ্ট সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক ইনি বৌদ্ধ রাজা হইয়াও এখানকার ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ আদর করিতেন। এমন কি ভট্টনারায়ণ-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের মন্ত্রী ছিলেন। একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ইহার ব্রাহ্মণমন্ত্রীর কৌশলেই ইহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দিনাজপুর হইতে আবিষ্কৃত মহীপালের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়—জয়পাল নামে দেবপালের এক ভ্রাতাও অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন **।

দেবপাল কোন্ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত ব্রহ্মখণ্ড নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"চতুর্বর্ষ সহস্রান্তে দেবপালো মহানৃপঃ।
অষ্টৌ গ্রামান্ চাঙ্গদেশে স্থাপয়িষ্যতি দানকৃৎ॥"

(ব্রহ্মখণ্ড ২২।৪৪)

কলির চারি হাজার বর্ষ গত হইলে মহারাজ দেবপাল অঙ্গদেশে আটখানি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন কলির ৪৯৯৬ বর্ষ চলিতেছে;—এরূপ স্থলে প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে কোন সময়ে দেবপাল বিদ্যমান ছিলেন। বেহারের নিকটস্থ গোস্রাবান্ নামক স্থান

* Asiatic Researches, Vol. I, P. 123.

† Cunningham's Arch. Sur. Report, Vol. XV. P. 151.

** Journal of the Asiatic Society of Bengal, pt. I. 1892, p. 82.

হইতে আবিষ্কৃত খোদিত লিপি পাঠে জানা যায়, বীরদেব নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বিহারে 'যশোবর্ম্মপুরে' মহারাজ দেবপালের অনুগ্রহে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন ‡।

গৌড়াধিপ দেবপালের পূর্ব্বে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি বাহুবলে গৌড়ের কোন রাজাকে পরাজয় ও বধ করেন, তদুদ্দেশে তাঁহার সভায় কবি বাক্‌পতি 'গৌড়বধ' নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন। বোধ হয় উক্ত যশোবর্ম্মাই গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিয়া নিজ নামে যশোবর্ম্মপুর স্থাপন করিয়া যান। এই যশোবর্ম্মার পুত্রের নাম আমরাজ। রাজশেখরের প্রবন্ধচিন্তামণি পাঠে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ 'ধর্ম্ম' জৈনাচার্য্য বপ্পভট্টসূরির শিষ্য আমরাজের প্রবল শত্রু ছিলেন। বপ্পভট্টসূরির সরস্বতী-স্তোত্র পাঠে জানা যায় যে, বীরনির্ব্বাণের ১৩০০ বর্ষ পরে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ৮৯৫ সম্বতে তাঁহার মৃত্যু হয় ††। রাজশেখরের প্রমাণানুসারে গৌড়রাজ ধর্ম্ম যখন আমরাজের সমসাময়িক, তখন তিনিও যে ৮৩০ হইতে ৮৯৫ সম্বতের মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল বহুদিন রাজত্ব করেন। [ধর্ম্মপাল দেখ।] এরূপ স্থলে তাঁহার পুত্র দেবপাল ৮৯৫ সংবতের পর রাজা হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়। ব্রহ্মখণ্ডে দেবপালের যে সময় দেওয়া আছে, তাহা অনেকটা ঐ সময় হইয়া পড়ে। তাম্রশাসনে দেবপালের পুত্রের নাম রাজ্যপাল, তিব্বতের তারানাথের মতে রামপাল এবং উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে দেবপালের পুত্রের নাম শরণপাল। দিনাজপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে দেবপালের অনেক কীর্ত্তি পড়িয়া আছে।

২ কান্যকুব্জের একজন বিখ্যাত রাজা। হেরম্বপালের পুত্র। ক্ষিতিপালের পর ইনি কনোজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সীয়ডোণীর খোদিতলিপি অনুসারে ইনি ১০০৫ সম্বতে রাজত্ব করিতেন §।

৩ পঞ্চালের (বদাউনের) একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা। গোপালদেবের পুত্র এবং মদনপালের কনিষ্ঠ সহোদর ও উত্তরাধিকারী। ধারার একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা। ১২৭৫ সংবতে ইনি রাজত্ব করিতেন, খোদিতলিপি হইতে জানা যায় *।

‡ Indian Antiquary, Vol. XVII. P. 309.

†† Peterson's Report on the search of Sanskrit Mss, 1886-92, P. LXXXII,

§ Epigraphia Indica, Vol. I. P. 130, 170.

* Indian Antiquary, Vol. XX. P. 310.

৪ হরিপালের পুত্র, কাঠকগৃহ্যসূত্রভাষ্য-রচয়িতা।

দেবপালিত (ত্রি) দেবেন মেঘাদুনা পালিতঃ। ১ দেবমাতৃক দেশ, যে দেশে কেবল বৃষ্টির জলে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ২ সুরক্ষিত, দেবতা কর্ত্তৃক পালিত। দেবা এবং পাল্যাস্যুঃ আশিষি সংজ্ঞায়াং ক্ত। ৩ সংজ্ঞাভেদ।

দেবপীয়ু (পুং) দেবান্ পীয়তি হিনস্তি পীয়-উন্। দেবদ্বেষ্টা অসুর। "অপেতো যন্তু পণয়ো হসুম্নাং দেবপীয়বঃ"

(শুক্লযজুঃ ৩৫।১)

'দেবপীয়বঃ দেবদ্বিষঃ।' (বেদদীপ)

দেবপুত্র (পুং) দেবানাং পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ দেবকুমার। (স্ত্রী) দেবস্য পুত্রীব প্রিয়ত্বাৎ। ২ এলা। ৩ দেবকন্যা।

দেবপুর্ (স্ত্রী) দেবানাং পুঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অপ্। দেবতাদিগের পুরী, অমরাবতী।

দেবপুর (স্ত্রী) অমরাবতী।

দেবপুরী (স্ত্রী) দেবানাং পুরী ৬তৎ। অমরাবতী।

দেবপূজ্য (পুং) দেবানাং পূজ্যঃ ৬তৎ। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

দেবপ্রতিকৃতি (স্ত্রী) দেবানাং প্রতিকৃতিঃ প্রতিমা ৬তৎ। দেবপ্রতিমা।

দেবপ্রতিমা (স্ত্রী) দেবানাং প্রতিমা ৬তৎ। দেব-প্রতিমূর্ত্তি। [দেবতাপ্রতিমা দেখ।]

দেবপ্রয়াগ, হিমালয়ের তিহরীজেলার মধ্যে গঙ্গা ও অলকনন্দা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে (৪৭।৫০ ও ৬১ অধ্যায়ে) এই পুণ্যভূমির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে দেবপ্রয়াগ ও ব্রহ্মকুণ্ড এই দুইটী তীর্থই প্রধান, এতদ্ভিন্ন এখানে অনেক তীর্থ আছে। ভাগীরথীর উত্তরে শিবলিঙ্গ, দুইটী নদীর মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, নদীসঙ্গমে বৈতালিক শিলা, বেতালকুণ্ড, শিবতীর্থ, সূর্য্যকুণ্ড, বাশিষ্ঠতীর্থ, বারাহীতীর্থ, বারাহীশিলা, পুষ্পমালাতীর্থ, প্রদ্যুম্নস্থল, প্রদ্যুম্নস্থলের নিকট বৈজপায়ন ক্ষেত্র, এখানে গুহা মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গৃধ্রাচলের নিকট বিল্বতীর্থ। সূর্য্যকুণ্ডের উত্তরে ঋষিকুণ্ড, গঙ্গার দক্ষিণকূলে সৌরকুণ্ড, নদীর দক্ষিণকূলে তণ্ডেশ্বর লিঙ্গ, তথা হইতে ৪ ধনু অন্তরে দানবতী নদীর নিকট দানবেশ্বর-মন্দির, দানবতীর মোহানার নিকট বিশ্বেশ্বর, মহালিঙ্গ, ভাটকেশ্বর, ভূতেশ্বর ও দানবেশ্বর লিঙ্গ। দেবপ্রয়াগের দক্ষিণে যেখানে নবালিক ধারা ভাগীরথীর শাখার সহিত মিলিত আছে, সেখানে ইন্দ্রপ্রয়াগতীর্থ, ইন্দ্রকুণ্ড ও ধর্ম্মকুণ্ড। তাহার দক্ষিণে বসুতীর্থ, ব্রহ্মধারা ও ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ। নবালিকের পূর্ব্বে ত্রিশূলতীর্থ, তাহার দক্ষিণে

উর্ম্মিকানদী ও বৈনতেয় নদী, এই দুই নদীর সঙ্গমে খড়্‌গেশ্বরলিঙ্গ, তাহার দক্ষিণে বিভাবিনী নদী, নদীসঙ্গমে ভাবেশ্বরী-দেবীর মন্দির, তাহার বামে মেজনদী ও দক্ষিণে রাজেন্দ্রী নদী, উভয় নদীর সঙ্গমে পৃথ্বীতীর্থ। দক্ষিণে কপর্দ্দক শৈলের উপর কপিঞ্জলা নদী, পূর্ব্বে চন্দ্রকূট ও দেবেশ্বর শৈলের নিকট চন্দ্রভোয়া নদী। তৎপরে লাঙ্গলশৈল, এখানে লাঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দক্ষিণ-পশ্চিমে মঞ্জুকুলা নদী, এই নদীর সঙ্গমে ভীমতীর্থ। দেবপ্রয়াগে এই সকল পুণ্যতীর্থ আছে। অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী ও হিমালয়বাসী হিন্দুগণ ঐ সকল তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকে।

দেবপ্রভসূরি, উপাধি মলধারী। একজন জৈনাচার্য্য। ইঁহার কোটিকগণ, মধ্যমশাখা, শ্রীপ্রশ্নবাহনকুল ও হর্ষপুরীয় গচ্ছ। গুর্জ্জররাজ সিদ্ধরাজের সমসাময়িক হেমসূরির শিষ্য বিজয়সিংহ সূরি, তাঁহার শিষ্য চন্দ্র সূরি, তাঁহার শিষ্য মুনিচন্দ্র সূরি, দেবপ্রভ এই মুনিচন্দ্রের শিষ্য।

ইনি পাণ্ডবচরিত্র ও মৃগাবতীচরিত্র নামক কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। যশোভদ্র ও নরচন্দ্র দেবপ্রভের জন্ম পাণ্ডবচরিত্র সংশোধন করেন।

দেবপ্রশ্ন (পুং) দেবানুদ্দিশ্য প্রশ্নঃ বা দেবানাং গ্রহদেবতানাং প্রশ্নঃ। গ্রহনক্ষত্রাদি ঘটিত জিজ্ঞাসা। দেবতাদিগের প্রতি শুভাশুভ বিষয়ক প্রশ্ন। পর্য্যায়—উপশ্রুতি। (হেম°)

দেবপ্রসূত (ত্রি) দেবতা হইতে জাত।

দেবপ্রস্থ (পুং) সেনাবিন্দু নৃপের পুরী, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে অবস্থিত।

"স দেবপ্রস্থমাসাদ্য সেনাবিন্দোঃ পুরং প্রতি।" (ভারত ২।২৬ অঃ)

দেবপ্রিয় (পুং) দেবানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ পীতভৃঙ্গরাজ। ২ বকবৃক্ষ। (রাজনি°)

দেববধূ (স্ত্রী) দেবানাং বধূঃ ৬তৎ। অপ্সরা।

দেববন্ধু (পুং) ঋষিভেদ।

দেববলা (স্ত্রী) দেবানামিব বলং যস্যাঃ। ১ সহদেবী লতা, বলাভেদ। ২ ত্রায়মাণা লতা, বলাডুমুর।

দেববলি (পুং) দেবার্থং বলিঃ। দেবতার নিমিত্ত উপহার।

দেববাহু (পুং) ১ যদুবংশীয় হৃদীকপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।২৭) ২ ঋষিভেদ। (হরিবংশ ২৬১ অঃ)

দেববোধ (পুং) মহাভারতের একজন টীকাকার।

দেববোধিসত্ত্ব, একজন বোধিসত্ত্ব।

দেবব্রহ্মন্ (পুং) দেব ইব ব্রহ্মা। নারদ। (ত্রিকা°)

দেবব্রাহ্মণ (পুং) দেবপূজক ব্রাহ্মণঃ। দেবল, যাহারা দেব পূজা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

দেবভদ্র, ১ একজন চন্দ্রগচ্ছীয় বিখ্যাত জৈনাচার্য্য, অভয়দেব সূরির শিষ্য ও প্রবচনসারোদ্ধারের বিখ্যাত টীকাকার সিদ্ধসেনের গুরু। ইনি প্রমাণ-প্রকাশ, শ্রেয়াংসচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১২৪২ সম্বতের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

২ রাজা ভোজের সমসাময়িক একজন কবি।

৩ একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃত ভাষায় 'পাসনাহচরিয়' (পার্শ্বনাথচরিত্র), সম্বেগরঙ্গশালা, আরধণশাস্ত্র, বীরচরিয় (বীরচরিত্র), কহারয়ণকোস (কথারত্নকোশ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে কহারয়ণকোস ১১৫৮ সম্বতে এবং বীরচরিয় ১১৬৮ সম্বতে ভরোচ নগরে সম্পূর্ণ হয়।

ইঁহার গুরুর নাম প্রসন্নচন্দ্র ও উপাধ্যায়ের নাম সুমতি। ইনি অভয়দেব সূরির আদেশে চিটোরে মহাবীরের মন্দিরে 'জিনবল্লভ' প্রতিষ্ঠা করেন।

৪ উপদেশরত্নকোশ-টীকাকার।

দেবভদ্রপাঠক, একজন বেদবিদ্ পণ্ডিত। বলভদ্রের ঔরসে ভাগীরথীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি কাত্যায়নকল্পসূত্রের 'কাত্যায়নপ্রয়োগসার' নামে একখানি পদ্ধতি রচনা করেন।

দেবভবন (ক্লী) দেবানাং ভবনং ৬তৎ। ১ স্বর্গ। ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ দেবপ্রতিমালয়।

দেবভাগ (পুং) দেবানাং ভাগঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের ভাগ। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত লবণসমুদ্র হইতে উত্তরস্থিত উত্তর গোলরূপ পদার্থ।

"ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ।
মেখলেব স্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুরবিভাগকৃৎ॥" (সূর্য্যসি°)

'তেন সমুদ্রাদুত্তরং ভূগোলভার্দ্ধং জম্বুদ্বীপং দেবানাং।' (রঙ্গনাথ)

লবণ-সমুদ্র হইতে উত্তরস্থিত ভূগোলের অর্দ্ধ জম্বু-দ্বীপ পর্য্যন্ত দেবতাদিগের বিভাগ। দেবায় দেয়ো ভাগঃ। ২ দেবতাকে দেয় ধনাদি ভাগভেদ। ৩ দেবতাদিগের ভাগ।

দেবভীতি (স্ত্রী) দেবেভ্যোভীতিঃ। ১ দেব হইতে ভয়। ২ দেবতাদিগের ভয়।

দেবভূ (পুং) দেবং দেবত্বং ভবতে ভূ-ক্বিপ্। দেব, দেবতা। দেবানাং ভূ নিবাসভূমিরুৎপত্তিস্থানং বা যত্র। স্বর্গ।

দেবভূতি (স্ত্রী) দেবাৎ দেবলোকাৎ ভূতিরুৎপত্তির্যস্যাঃ। মন্দাকিনী। দেবানাং ভূতিঃ ৬তৎ। ২ দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্য।

দেবভূমি (স্ত্রী) দেবানাং ভূমিঃ ৬তৎ। ১ স্বর্গ। ২ দেবতাদিগের প্রিয় ভূমি।

দেবভূয় (ক্লী) দেবস্য ভাবঃ ভূ-ক্যপ্। (ভুবো ভাবে। পা ৩।১।১০৭) ১ দেবত্ব। ২ দেবসাযুজ্য।

দেবভৃৎ (পুং) দেবং বিভর্ত্তি পালয়তি ভৃ-কিপ্। ১ ইন্দ্র। ২ বিষ্ণু। "দেবেশো দেবভৃদ্ গুরুঃ।" (বিষ্ণুস°) 'দেবভৃৎ শক্রস্তস্য গুরু পাতা।' (ভাষ্য)

দেবভোজ্য (ক্লী) দেবৈর ভোজ্যং। অমৃত।

দেবভ্রাজ্ (পুং) দেবেষু ভ্রাজতে ভ্রাজ-কিপ্। সূর্য্যবংশীয় দেবভেদ। "পুত্রা বিবস্বতঃ সর্ব্বে মহাস্তেষাং তথাপরঃ। দেবভ্রাট্ তনয়স্তস্য সুভ্রাড়িতি ততঃ স্মৃতঃ॥" (ভারত আদি ১অঃ)

দেবমঞ্জর (ক্লী) কৌস্তভমণি।

দেবমণি (পুং) দেবেষু মণিরিব। ভর্গ, সূর্য্য। দেবঃ দ্যোতনশীলঃ মণিঃ। ২ কৌস্তভ। ৩ অশ্বরোমাবর্ত্ত।

"আবর্ত্তিনঃ শুভফলপ্রদশুক্তিযুক্তাঃ
সম্পন্নদেবমণয়ো ভৃতরন্ধ্রভাসাঃ। (শিশুপালবধ ৫।৪)

৪ মহামেদা।

দেবমত (ত্রি) দেবানাং মতঃ ৬তৎ। ১ দেবসম্মত। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ভারত আশ° ২৪ অ°)

দেবমাতৃ (স্ত্রী) দেবানাং মাতা ৬তৎ। ১ দেবতা জননী। ২ অদিতি। ৩ দাক্ষায়ণী। [মাতৃকা দেখ।]

দেবমাতৃক (ত্রি) দেবো বৃষ্টির্মাতেব শস্যোৎপাদনেন পালকত্বাৎ জননীব যস্য কপ্। বৃষ্ট্যম্বুসম্পন্ন ব্রীহিপালিত দেশ, যে দেশের শস্যাদি একমাত্র বৃষ্টির জলদ্বারা উৎপন্ন হয়; দেশ তিন প্রকার দেবমাতৃক, নদীমাতৃক ও উভয়মাতৃক। ইহার মধ্যে যে দেশ বৃষ্টিদ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে দেবমাতৃক দেশ কহে।

"কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥" (ভারত ২।৫।৭৮)

দেবমাদন (পুং) দেবমোহনকারী সোম।

দেবমান (ক্লী) দেবানাং মানং কালপরিচ্ছেদঃ। দিব্যমান, মনুষ্যদিগের সৌরবর্ষাত্মককালে দেবতাদিগের একদিন, এইরূপ ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বৎসর হয়; এই পরিমাণকে দেবমান কহে।

ব্রাহ্ম, দিব্য, পিত্র্য, প্রাজাপত্য, গুরু, সৌর, সাবন, চান্দ্র ও ঋক্ষ এই নব প্রকার মান। দেবেষু মানোহস্য রমণীয়ত্বাৎ। ২ দেবযোগ্য গৃহাদি।

"বেশ্মপরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম।" (ঋক্ ১০।১০৭।১০)

'দেবমানেব দেবমানমিব রমণীয়ং প্রথমাহ্বানে আকারাদেশশ্ছান্দসঃ।' (সায়ণ)

দেবমানক (পুং) দেবেষু মানো যস্য কপ্। সংজ্ঞায়াং কন্ বা। কৌস্তভমণি, দেবমণি।

দেবমায়া (স্ত্রী) দেবানাং মায়া ৬তৎ। অবিদ্যা বন্ধহেতু, পরমেশ্বরের মায়া, এই মায়াই সকলপ্রকার বন্ধের প্রতিকারণ। [মায়া দেখ।]

দেবমার্গ (পুং) দেবোপলক্ষিতো মার্গঃ। ১ অর্চ্চিরাদি দেবাধিষ্ঠিত দেবযান পথ। ২ দেবাধিষ্ঠিতপথ মাত্র।

"তে বিক্রীণন্চ বাহুভ্যাং দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ।"
(রামায়ণ ৬।৬১।৪)

দেবমাস (পুং) দেবায় জ্রণস্য ক্রীড়নায় যো মাসঃ অত্র হি স্মৃতেরোজসশ্চ প্রাদুর্ভাবাৎ গর্ভস্য ক্রীড়নাদিত্বাৎ তথাত্বং। ১ গর্ভের অষ্টমমাস। গর্ভের পর অষ্টমমাসে স্মৃতি ও ওজোধাতুর উৎপত্তি হয়, এইজন্য গর্ভের অষ্টমমাসই দেবমাস। পর্য্যায়—গর্ভাষ্টম। দেবানাং মাসঃ। ২ মনুষ্য পরিমাণ ৩০ বৎসরে এক দেবমাস।

দেবমিত্র (পুং) দেবো মিত্রং যস্য। ১ সংজ্ঞাভেদযুক্ত মনুষ্যাদি। (স্ত্রী) ২ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

(ভারত শল্যপ° ৪৭ অঃ)

দেবমীঢ় (পুং) যদুবংশীয় নরপতি ভেদ।

(ভারত দ্রোণপ° ১৪৪ অঃ)

দেবমীঢ়ুষ (পুং) ১ হৃদীকের পুত্রভেদ। ২ দেবমীঢ় বসুদেবপিতামহ।

"অশ্মক্যাং জনয়ামাস শূরং বৈ দেবমীঢ়ুষঃ।
মহিষ্যাং জজ্ঞিরে শূরাদ্ভোজ্যায়াং পুরুষাদশ॥" (হরিবং ৩৫ অঃ)

দেবমুনি (পুং) দেব ইব মুনিঃ। ১ দেবর্ষি নারদাদি। ২ তুরাখ্য ঋষি।

"এতেন বৈ তুরো দেবমুনিঃ সর্ব্বামৃদ্ধিমাপ্নোৎ।"

(পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৪)

দেবযজ্ (পুং) দেব ইজ্যন্তে ২ত্র যজ-আধারে কিপ্। দেবযজনযোগ্য অগ্নিভেদ। "অপাগ্নে অগ্নিমাসাদং হি নিষ্ক্র্যাদং সে আ দেবযজং আ বহ।" (শুক্লযজুঃ ১।১৭)

দেবযজন (ক্লী) দেবা ইজ্যন্তে ২ত্র যজ আধারে ল্যুট্। বেদিস্থান। "অপারুরং পৃথিব্যৈ দেবযজনাদ্ বধ্যাসং।" (শুক্লযজুঃ ১।১৫) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দেবযজনী। ২ পৃথিবী। "পৃথিবি। দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষং।" (শুক্লযজুঃ ১।১৪) 'হে দেবযজনি হে পৃথিবি' (বেদদীপ) ৩ যাগাধিকরণস্থান যস্তে যে স্থানে যাগ করা যায়।

দেবযজ্ঞি (পুং) দেবং যজতে যজ-ইন্। দেবযাজক, যাহারা দেবতাযজ্ঞ করে।

"অয়ো বিদ্বান্ দেবযজীন্ নিহত্য।" (ভট্টি)

দেবযজ্ঞ (পুং) দেবানাং যজ্ঞঃ ৬তৎ। পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত হোমরূপ গৃহস্থদিগের নিত্যকর্ত্তব্য যজ্ঞভেদ; গৃহস্থদিগের প্রতি-

দিন দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহস্থগণ প্রতিদিন পঞ্চসূনাজনিত যে পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। "তদাদগ্নৌ জুহোতি স দেবযজ্ঞঃ যদ্বলিং করোতি স ভূতযজ্ঞঃ, যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ, যৎ স্বাধ্যায়মধীয়তে স ব্রহ্মযজ্ঞঃ যৎ মনুষ্যেভ্যো দদাতি স মনুষ্যযজ্ঞঃ।" (আশ্ব' গৃ' ৩।১।২।৩) প্রতিদিন ইষ্টদেবতার উদ্দেশে যে হোম করা যায়, তাহাকে দেবযজ্ঞ, যে সকল উপহারাদি প্রদান করা যায়, তাহাই ভূতযজ্ঞ, পিতৃদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা যায়, তাহাকে পিতৃযজ্ঞ, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা ও দানের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা দৈনন্দিন পঞ্চপাতক বিনষ্ট হয়।

দেবযজ্যা (স্ত্রী) দেবানাং যজ্যাঃ যাগঃ টাপ্। দেবতার নিমিত্ত যাগক্রিয়া। "দৈব্যায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বং দেবযজ্যায়ৈ।"

(শুক্লযজুঃ ১।১৩)

'দেবযজ্যায়ৈ দেবসম্বন্ধিন্যৈ যাগক্রিয়ায়ৈ' (বেদদীপ)

দেবয়া (ত্রি) দেবতাগণকে প্রাপয়িতা, যাহারা দেবতাদিগকে পাওয়ান। "ধিয়ং ধিয়ং বো দেবয়া উদর্যিধ্বে।" (ঋক্ ১।১৬৮।১)

'দেবয়া দেবান্ প্রাপয়িত্রাঃ।' (সায়ণ)

দেবযাজিন্ (পুং) দেবং যজতে যজ-ণিনি। ১ আত্মভেদে দেবার্থ যাগকারক।

"অথ হ স দেবযাজী যো বেদ দেবানেবাহমিদং।"

(শতপথব্রা' ১১।২।৬।১৪)

২ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য ৭৬ অঃ)

দেবযাত (ত্রি) দেবং দেবত্বং যাতঃ। দেবত্বপ্রাপ্ত, যিনি দেবতা হইয়াছেন।

তস্য বিষয়োঃ দেশঃ রাজন্যা' বুঞ্। দেবযাতক, তদ্বিষয়ক দেশ। দেবযাতকের পাঠান্তর দেবযাতব এইরূপ দেখা যায়। সেইস্থলে দেবযাতু স্বার্থে অণ্।

দেবযাত্রা (স্ত্রী) দেবানাং যাত্রা। দেবোৎসবাদি। দেবপ্রতিমার স্থানান্তরে আনয়নরূপ গতি।

দেবযাত্রিন্ (পুং) দানবভেদ।

"সোমপো দেবযাত্রী চ প্রবরো বীরমর্দ্দনঃ।" (হরিব' ২৪ অঃ)

দেবযান (ক্লী) যায়তে হনেন যা করণে ল্যুট্, দেবানাং যানং ৬তৎ। দেবতাদিগের গতিসাধন রথভেদ, বিমান।

দেবঃ পরেশঃ যায়তে হনেন মার্গেন যা করণে ল্যুট্। ২ অর্চ্চিরাদি মার্গরূপ পথ।

"অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" (বেদান্ত' ৪।৩।১ সূত্র)

বেদান্তদর্শনে অর্চ্চিরাদি পথের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই সমানরূপে উৎক্রান্তি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীর ত্যাগ হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। প্রভেদ এই যে জ্ঞানীর উৎক্রমণের পথ ভিন্ন। জ্ঞানী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে উৎক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোক গমন করেন। অজ্ঞানী তাহা পারে না। কিন্তু শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উৎক্রান্তির পর জ্ঞানী উপাসকদিগের গতি ও গন্তব্য পথ একরূপ নহে, বিভিন্ন প্রকার। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিঃ। অর্চ্চিঃ হইতে অহ এইরূপে গমন করেন অর্থাৎ দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এইটীই ব্রহ্মলোক-গমনের প্রসিদ্ধ পথ। সাধক প্রথমতঃ অর্চ্চিতেজঃসম্পন্ন হন, পরে অর্চ্চি হইতে দিনদেবতায় গমন করেন। ব্রহ্মলোকগমনের এক পথ আছে, তাহার নাম দেবযান। উপাসক এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে গমন করে। আরও অনেক প্রকার পথের বিষয় উল্লিখিত আছে, বিভিন্ন প্রকার পথের শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়, ঐ সকল পথ বাস্তবিক ভিন্ন কি না? শ্রুতিতে কি বাস্তবিকই বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে। না একই পথ নানা প্রকার বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। সামান্য দৃষ্টিতে দেখিলে ঐ পথ সকল বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে, আর ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে দেখা যাইবে, সকল পথই এক, বিভিন্ন নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিঃ, তৎপরে অহ, এইরূপে গমন করেন। কারণ এই যে ঐ পথই প্রথিত ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্যউপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রকরণে উল্লিখিত আছে, যাহারা অরণ্যে থাকিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। কিন্তু ইহা সকল উপাসকের নহে। শাস্ত্রে যে সকল উপাসনার ফলস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট গতি অভিহিত হয় নাই, সেই সকল উপাসনাতেই উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইলেও বস্তুতঃ সে সকলের অভিধেয় এক, অর্থাৎ পথ এক। সেই একই পথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। সেই বিশেষণের বিশেষ্যভূত পথ এক, দুই বা ততোধিক নহে। প্রত্যেক স্থলেই সেই শাস্ত্র বিদিত দেবযান পথের একদেশ অর্থাৎ এক এক অংশ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সেই পথই এইরূপে অনুভূত হয়। সুতরাং একত্রোক্ত পথের সহিত অন্যত্রোক্ত পথ বিশেষণ সকলের সমন্বয় হওয়াই সঙ্গত। সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ব্রহ্মগমনের পথ এক। কিন্তু যে যে প্রকরণে

যে প্রকার পথ বিশেষণ বা পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, সমুদায়ই সেই ব্রহ্মপথের বিশেষণ। শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন, উভয় পথভ্রষ্টদিগের স্থান অতি কষ্টকর, এবং তাহা তৃতীয় বলিয়া গণ্য। শ্রুতি সেই কষ্টদায়ক তৃতীয় স্থানের কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, পিতৃযান পথের অতিরিক্ত দেবযান নামে অন্য একটী পথ আছে, এবং সে পথটী অর্চ্চিঃ প্রভৃতি বহু পর্ব্বযুক্ত, ইহার ভাবার্থ এইরূপ যে শুভপথ অনেক থাকিলে শ্রুতি তৃতীয় স্থান এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন না। অর্চ্চিঃশ্রুতিতে দেখা যায়, এই পথের অনেকগুলি পর্ব্ব বা বিভাগ আছে। উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহাদের সেই ব্রহ্মলোক গমনের পথ কিরূপ সন্নিবেশ বিশিষ্ট, কি রূপেই বা সেই একই পথ শ্রুতিতে নানা বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে এইরূপ সূত্র নিবিদ্ধ হইয়াছে—

"বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং" (বেদান্তসূ° ৪।৩।২)

ব্রহ্মলোক-নিগমিত্ দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আসেন, পরে বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন, ইহাতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের উল্লেখ আছে, অন্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ আছে, দেখিতে গেলে অর্চ্চিঃ শব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হইবেক। অর্চ্চিঃ ও অগ্নিশব্দে জলন বুঝায়,— সুতরাং অর্চ্চিঃ ও অগ্নি এই দুইয়ের অর্থ এক হওয়ায় কোন রূপ অসঙ্গতি হয় না। ছান্দোগ্যোক্ত দেবযান পথের বর্ণনায় বায়ুলোকগমনের উল্লেখ নাই, কিন্তু বায়ুলোক ও দেবযান পথের এক পর্ব্ব,—কিন্তু ছান্দোগ্যে তাহার উল্লেখ নাই, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে উপাসকগণ প্রথমে অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে ও সংবৎসর হইতে আদিত্যে গিয়া সম্ভূত হন ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে যে সংবৎসর ও আদিত্য শব্দ আছে, বায়ুর সন্নিবেশ তদুভয়ের মধ্যে। অর্থাৎ সংবৎসরের পরে বায়ুতে সম্ভূত হন, তৎপরে আদিত্যলোকে গমন করেন। এই শ্রুতি সামান্যতঃ বায়ুলোকগমনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ ক্রমে বায়ুলোকে গতি হয়, তাহা বলেন নাই। এই কথা বিশেষ করিয়া না বলায়, সুতরাং অবিশেষ উপদেশ হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিতে ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। যখন উপাসক পুরুষ এ লোক হইতে পরলোক গমন করেন, তখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বায়ু তাহাতে প্রাপ্ত হয়, হইয়া তাহার জন্য আপনাতে প্রদান করেন, তখন তিনি সেই অবকাশে আদিত্যে গমন করেন। ইহাই বিশেষোপদেশ। এই উপদেশে আদিত্যগমনের পর বায়ুলোক গমন পাওয়া যাইতেছে। ইত্যাদিরূপে বিশেষ করিয়া দেখিলে কোনরূপ আর বিরোধ বা অসঙ্গতি হয় না।

কৌষিতকি-শ্রুতিতে অগ্নির পরে বায়ুপর্ব্বের উল্লেখ আছে; ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ুর পর বরুণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে বিদ্যুৎ লোকের কথা আছে, সেই বিদ্যুৎ লোকের উপরে বরুণের স্থান, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ বিদ্যুতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। বিদ্যুৎ ও বরুণ উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকায় এইরূপে অনুমিত হইতে পারে। তখনই দেখা যায় অতিবিশাল বিদ্যুৎ সকল অতি তীব্র মেঘনির্ঘোষে মেঘোদরে নৃত্য করে, তখনই অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই জলবর্ষণ উপস্থিত হয়। বরুণের উপর ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই দুইয়ের স্থান অর্চ্চিঃ বা অগ্নি, তৎপরে দিন, তৎপরে শুক্লপক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ণ, এই যে বলা হইল, বস্তুতঃ ঐ সকল কি? অর্থাৎ কিংস্বরূপ? ঐ সকল কি দেবযান পথের এক একটী স্থান, অর্থাৎ চিহ্ন? কি ঐ সকল ব্রহ্মলোকপ্রস্থিত উপাসক জীবের ভোগ স্থান, অথবা তাহাদিগের বাহক বিশেষ? প্রশ্নের প্রথম উত্তরে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্নস্বরূপ। কারণ উপদেশের স্বরূপ প্রায় ঐ রূপই হয়। যেমন কোন লোক কোন এক নগরে অথবা গ্রামে যাইবেক, পথজ্ঞ উপদেষ্টা যেমন তাহাকে বলে, অর্থাৎ উপদেশ করে, এ স্থান হইতে অমুক পাহাড়, তারপর এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, তৎপরে নদী, তৎপরে গ্রাম, সে স্থানে গেলে অথবা তথা হইতে গন্তব্য নগর পাইবে, এই যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি অর্চ্চিঃ, অর্চ্চি হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। প্রথম প্রত্যুত্তরে সমস্তটি না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি এক একটী ভোগ স্থান। এইরূপ অবধারণ কর। শ্রুতি 'অগ্নিলোকং আগচ্ছতি' ইত্যাদি ক্রমে অগ্নি প্রভৃতি কএকটী পথপর্ব্বে লোক শব্দ যোজিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয়, ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমস্তই লোক বিশেষ, লোক শব্দও প্রাণীদিগের ভোগায়তন বুঝায়। যেমন মনুষ্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক ইত্যাদি।

অর্চ্চিঃ প্রভৃতির ভোগভূমিত্ব পক্ষ স্থিরীকৃত হইয়াছে, আতিবাহিকপক্ষ নহে। যেহেতু অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অচেতন, সেই হেতু তাহাদের আতিবাহিকত্ব অনুপপন্ন। লোক মধ্যে দেখা যায়, সচেতন জীবেরাই রাজকর্তৃক কি অন্ত কর্তৃক অথবা স্বয়ং প্রযুক্ত হইয়া পথে ও দুর্গম প্রদেশে অভিবহনীয় জীবদিগকে বহন করে। ইহার সিদ্ধান্তে এইরূপ লিখিত আছে, ঐ সকল অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ চিহ্ন নহে, ভোগস্থানও নহে, উহারা আতিবাহিক চেতন। চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে তাহাদিগকে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমুদয় পর্ব্বকে বাহকরূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। অর্চ্চিঃ হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন, দেবাত্মা ও ব্রহ্মলোকপ্রাপক নেতা বা বাহক। যে পুরুষ বিদ্যুৎ হইতে লইয়া যায়, সে ব্রহ্মলোকবাসী অমানবসত্ব। যাহারা অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে যান, তাহারা সকলেই দেহত্যাগের পর পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। (পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অর্থে তাহাদের ইন্দ্রিয় নির্ব্বাণ ও মনে লয় প্রাপ্তি)।

অর্চ্চিঃ ভোগভূমি নহে, গন্তা তখন পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অবস্থায় থাকে। সুতরাং তখন তাহার ভোগও অসম্ভব। যদি বল লোকবাচী ভোগ শব্দের আবশ্যক কি? ইহার প্রত্যুত্তর এই সে স্থলে গন্তার ভোগ না থাকিলেও তল্লোকবাসীদিগের ভোগ থাকায় তদুদ্দেশেই ভোগবাচী লোক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যে লোকের অধিপতি অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লোক প্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্নি তাহাকে বহন করে, অর্থাৎ লইয়া যায় এবং বায়ুলোকের স্বামী সে লোকে যাইবামাত্র বায়ু তাহাকে বহন করে ইত্যাদি। বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হওয়ার পর বিদ্যুতের পরবর্ত্তী অমানব পুরুষের দ্বারা বরুণাদি লোকে বাহিত হয় এবং তথা হইতে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায় ইত্যাদি শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব শ্রুত আছে। বরুণ প্রভৃতি কেহ বাধা না জন্মাইয়া সাহায্য করে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ চিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, তাহারা আতিবাহিকী দেবতা এই পূর্ব্বোক্ত দেবযান পথে উপাসক অর্চ্চিঃ প্রভৃতির সাহায্যে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। (বেদান্তদর্শন)

দেবযানী (স্ত্রী) দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। বৃহস্পতিপুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হন। যুবা কচ শুক্রাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া নৃত্য গীত, বাদ্য ও ফল পুষ্পাদি দ্বারা এবং তৃতাবৎ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দ্বারা যুবতী দেবযানীর সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবযানী কচের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

অসুরগণ কচের অভিপ্রায় জানিয়া একদিন তাহাকে বিনাশ করিল। দেবযানী কচের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট কহিল, হে তাতঃ! কচ এখনও প্রত্যাগত হইতেছেন না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কচ মৃত কিম্বা হত হইয়াছে। কচ ব্যতীত আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তখন শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে তাহাকে জীবিত করেন। আর এক দিন কচ দেবযানীর আদেশে পুষ্প আহরণার্থ বনে ভ্রমণ করিতেছিল, দানবগণ ইহা জানিতে পারিয়া কচকে নিষ্পেষণ করিয়া সমুদ্র-সলিলে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়া দিল। কচের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া দেবযানী অতিশয় কাতর হইয়া পিতাকে কহিল, কচ নিহত হইয়াছে, আমি কচ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিব না। শুক্রাচার্য্য ইহা শুনিয়া দেবযানীকে কহিলেন, হে দেবযানি! তুমি বৃথা শোক করিও না, কচ মৃত হইয়াছে, আমি বিদ্যাপ্রভাবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বাঁচাই; তথাচ অসুরেরা তাহাকে বিনাশ করে, অতএব তুমি শোক পরিহার কর। তোমার ন্যায় প্রভাবশালিনী নারী কোন নশ্বর ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করে না। অতএব তুমি শোক পরিহার কর। দেবযানী কিছুতেই তাহা না শুনিয়া কহিল, কচ জীবিত না হইলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্রাচার্য্য ইহা শুনিয়া পুনরায় কচকে বাঁচাইলেন। কচ পুনঃ পুনঃ মৃত হইয়া জীবিত হইতে লাগিল দেখিয়া দানবগণ পরামর্শ করিয়া কচকে বিনাশ করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। শুক্রাচার্য্য তাহা পান করিলেন। কচের আগমনকাল উত্তীর্ণ হইলে দেবযানী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিল, আমি কচকে না দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেছি না, কচকে জীবিত না করিতে পারিলে আমি নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিব। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। শুক্রাচার্য্য দয়াপরবশ হইয়া কচকে আহ্বান করিলেন। কচ শুক্রাচার্য্যের উদর মধ্যে অবস্থান করিয়া উত্তর দিলেন, 'গুরো! অসুরেরা আমাকে বিনষ্ট করিয়া সুরা সহযোগে আপনাকে ভোজন করাইয়াছিল'। ইহা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য কহিলেন, 'দেবযানি! কচত আমার উদর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কচের প্রাণরক্ষা হওয়া সুকঠিন।' দেবযানী ইহা শুনিয়া কহিলেন, কচের নাশ ও আপনার মৃত্যু এই দুইই আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর।

তখন শুক্রাচার্য্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়া কহিলেন, তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও, তাহা হইলে তুমি এই বিদ্যালাভ কর, এবং ইহার প্রভাবে বহির্গত হও। কচ এইরূপে বিদ্যালাভ করিয়া স্বস্থানে যাইতে অভিলাষী হইলেন। ইহাতে দেবযানী কহিলেন, কচ! আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, তোমাকে না দেখিলে ত্রিভুবন শূন্য দেখি। অতএব তুমি যথোচিত বিধানে আমার পাণিগ্রহণ কর। কচ ইহা শুনিয়া কহিলেন, শুভে! আমি তোমার পিতার শিষ্য, তুমি আমার গুরুপুত্রী, এরূপ বলা তোমার উচিত নহে। দেবযানী কহিলেন, কচ! তুমি যতদিন এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলে, ততদিন তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ ও অনুরাগবতী হইয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। কচ নানা প্রকার বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, ইহা অতি অসঙ্গত। দেবযানী বারংবার প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, দেখ কচ! তুমি যেমন বিনাপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তেমনি তোমার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। ইহাতে কচও দেবযানীকে শাপ দিলেন, দেবযানি! আমি ধর্ম্মলোপ ভয়ে গুরুকন্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, অতএব বিনা অপরাধে তুমি যেমন আমার শাপ প্রদান করিলে, তেমনি তুমি শুক্রাচার্য্যের কন্যা হইয়াও কোন ব্রাহ্মণের পত্নী হইতে পারিবে না। তোমার শাপে আমার এই মন্ত্র নিষ্ফল হইবে, কিন্তু আমি যাহাকে দিব সে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে, কারণ এই গুরুদত্ত মন্ত্র অমোঘ। এই বলিয়া কচ ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। [কচ দেখ।] দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর অতিশয় সখ্য ছিল। একদা উভয়ে সখীজনের সহিত জল-বিহারের নিমিত্ত কূলে বসন রাখিয়া জলে অবতরণ করিয়াছিলেন; এমন সময় ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া বস্ত্রগুলি একত্র করিয়া দেন, জলবিহারান্তে শর্ম্মিষ্ঠা ব্যস্ততা বশতঃ দেবযানীর বসন পরিধান করিলেন। এই বস্ত্র পরিধানের জন্য দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে বিবাদ হওয়ায় শর্ম্মিষ্ঠা ইহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া দেবযানী মরিয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গৃহে গমন করেন। এদিকে নহুষাত্মজ যযাতি মৃগয়া করিতে আসিয়া ইহাকে তদবস্থ দেখিয়া কূপ হইতে উদ্ধার করেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বনগরে গমন করেন। দেবযানী অতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া ঘূর্ণিকা নামে দাসীকে কহিলেন, 'তুমি আমার পিতার নিকট এই সংবাদ দাও।' ঘূর্ণিকা দৈত্যসভায় উপস্থিত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে এই সংবাদ দিলেন। শুক্রাচার্য্য এই সংবাদ শুনিয়া দেবযানীর নিকটে আসিয়া দেবযানীকে নানা প্রকার বাক্যে বুঝাইলেন, কিন্তু দেবযানী কহিলেন, আমার নিষ্কৃতি হউক বা না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, শর্ম্মিষ্ঠা আপনাকে যাহা কহিয়াছে, আপনি তাহা শুনুন। শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধভরে 'তোর পিতা দৈত্যগণের স্তুতিপাঠক এবং গায়ক' ইত্যাদি নানা প্রকার তিরস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। আমি আর দৈত্যনগরে প্রবেশ করিব না।

শুক্রাচার্য্য দৈত্যনগর ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে বৃষপর্ব্বা তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দেবযানীকে প্রসন্ন কর। তখন বৃষপর্ব্বা দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। দেবযানী কহিলেন, আমি এই কামনা করি, যে সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী হউক, আমার পিতা আমাকে যেখানে দান করিবেন, শর্ম্মিষ্ঠা তথায় আমার অনুগামিনী হইবে। বৃষপর্ব্বা ইহা স্বীকার করিয়া সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠাকে ইহার দাসীত্বে নিয়োগ করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা পিতার নিয়োগানুসারে দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত হইল। একদিন দেবযানী দাসীগণে পরিবৃত হইয়া সেই বনে ক্রীড়া করিতে গমন করিলেন এবং সেই স্থলে নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় যযাতি সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী কহিলেন, মহাভাগ দুই সহস্র কন্যা ও দাসী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীনা হইতেছি, আপনি আমার সখা ও ভর্ত্তা হউন। এইরূপে দেবযানী যযাতিকে সম্মত করাইয়া পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য বনমধ্যে আসিয়া যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে যযাতি অসুরগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ উপচার প্রাপ্ত হইয়া দেবযানী প্রভৃতির সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন। পরে যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার এক পুত্র হইল, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হইতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কামলুব্ধ হইয়া অন্যায় আচরণ করিয়াছ। শর্ম্মিষ্ঠা বলিল, আমি এক তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ হইতে এই পুত্র লাভ করিয়াছি। দেবযানী ইহাতে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনন্তর দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র জন্মিল। যযাতি

হইতে শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র হইয়াছে, দেবযানী ইহা জানিতে পারিয়া নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া পিতার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। শুক্রাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছ, এই কারণে অনতিবিলম্বে দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! দানবদুহিতা আমার নিকট ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়াই এইরূপ কার্য্য করিয়াছি, কামবশবর্ত্তী হইয়া করি নাই। কোন কামিনী ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিলে তাহাতে যিনি উপগত না হন, তিনি ভ্রূণহা বলিয়া অভিহিত হন। এইরূপে কাতর হইয়া যযাতি অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য বলিলেন, তোমার এই বিষয় অনুমতি লওয়া উচিত ছিল, আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে, কিন্তু যদি কেহ তোমার এই জরা গ্রহণ করিয়া যৌবন প্রদান করে, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বের মত যৌবন ভোগ করিতে পারিবে। [যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠা দেখ।]

দেবযাবন্ (ত্রি) দেবং যাতি যা-বণিন্। দেবতাদিগের প্রতিগন্তা, যাহারা দেবতার উদ্দেশে গমনশীল। "দ্রবদ্ দূতী দেবযাবা বনিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৭।১০।২)

দেবয়িতৃ (ত্রি) দিব-ণিচ্ পরিদেবনে তৃচ্। পরিদেবক, পরিদেবনকারী।

দেবয়ু (ত্রি) দেবং যাতি উপাস্যত্বেন প্রাপ্নোতি যা-কু (মৃগয্যাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮)। ১ ধার্ম্মিক। "তদস্য প্রিয় মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি" (ঋক্ ১।১৫৪।৫) 'দেবযবো দেবং স্তোতনস্বভাবং বিষ্ণুং আত্মনো ইচ্ছন্তো যজ্ঞদানাদিভিঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তো নরঃ' (সায়ণ) ২ লোকযাত্রিক। (পুং) ৩ দেবতা। দেবং যৌতি যু-কিপ্। ৪ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের মিশ্রীকারক। "সুধাতুং যজ্ঞপতিং দেবয়ুবং" (শুক্লযজুঃ ১।১২)

দেবযুগ (পুং) দেবপ্রিয়ং যুগং। সত্যযুগ।

"পুরা দেবযুগে তাত দেবর্ষেষু মহাত্মনঃ।" (ভারত অনু ৮৩অঃ)

দেবযোনি (পুং) দেবানামিব যোনিঃ যস্য। ১ বিদ্যাধরাদি।

'বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষো রক্ষো গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥' (অমর)

বিদ্যাধর, অপ্সরস্, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক ও সিদ্ধ ইহারা দেবযোনি। ২ দেবজাতি। "যে বৈ যোনী ইতি জরাৎ দেবযোনিরন্যো মনুষ্যযোনিরন্যঃ" (শতপথব্রা° ৭।৪।২।১০)

দেবযোষা (স্ত্রী) দেবানাং যোষা ৬তৎ। দেবতাদিগের স্ত্রী। "মুমুচু র্দেবযোষাশ্চ পুষ্পবর্ষমনুত্তমং।" (ভারত শল্য° ৪৭অঃ)

দেবর (পুং) দীব্যতানেন দিব-অর (অর্ত্তি কমি ভ্রমীতি। উণ্ ৩।১৩২)। পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত কথায় দেওর, পর্য্যায়—দেবা, দেবৃ, দবার, দেবান, ভ্রুপ্রাগার, দেবৃকী। (শব্দর°)। ২ পতির ভ্রাতৃমাত্র, পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ উভয় ভ্রাতাকেই দেবর বলা যায়।

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়াঃ সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥" (মনু ৯।৫৮-৫৯)

বিধবা স্ত্রী সকল স্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে দেবর কিংবা অন্য কোন সপিণ্ড দ্বারা একটী মাত্র সন্তানোৎপত্তি করিতে পারেন। একটীর অধিক সন্তানোৎপত্তি করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, দুইটী পর্য্যন্ত সন্তানোৎপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু কামবশতঃ যদি এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে পাতক জন্মিবে। কিন্তু "ইমান্ ধর্ম্মান্ বর্জ্জ্যানাহুঃ কলৌ যুগে" কলিযুগে ইহা নিষিদ্ধ, এই বচনানুসারে, কলিতে দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি করিতে পারিবে না, কলিতে ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ। দেবরের পক্ষে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ তুল্যা।

দেবর, রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হ্রদ। অক্ষা° ২৪° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪´ পূঃ। উদয়পুর সহরের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এপ্রদেশের লোকেরা 'জয়সমন্দ' বা জয়সমুদ্র বলে। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রাণা জয়সিংহ নিজ নামে এই বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৮ বা ১০ মাইল, পরিধি প্রায় ৩০ মাইল। ইহার চারিধারে বৃহৎ বৃহৎ পাষাণের বাঁধ দিয়া রক্ষিত। ইহার উত্তর তীরে মৎস্যধারিগণের সুন্দর কুঞ্জবাটিকা। মধ্যস্থলে বনরাজি-সমাচ্ছন্ন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এত বড় কৃত্রিম জলাশয় জগতে অতি বিরল।

দেবরক (পুং) দেবর স্বার্থে-কন্। দেবর।

দেবরক্ষিত (ত্রি) দেবৈঃ রক্ষিতঃ। ১ দেবতা কর্তৃক রক্ষিত। (পুং) ২ দেবক নৃপের পুত্রভেদ, দেবক নৃপতির চারি পুত্র ও সপ্ত কন্যা হইয়াছিল। (হরিব° ৩৮ অঃ)

৩ একজন রাজা, ইনি তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করিতেন।

দেবরক্ষিতা (স্ত্রী) দেবকের এক কন্যা, দেবকীর ভগিনী।

দেবরথ (স্ত্রী) দেবস্য আদিত্যস্য রথঃ। সূর্য্যরথ, সূর্য্যের রথ। "ত্রিংশত্তং বৈ দেবরথাহ্ন্যং" (শত° ব্রা° ১৪।৬।৩।২) 'দেব আদিত্য তস্য রথো দেবরথঃ তস্য গত্যা একেনাহ্না'

(ভাষ্য)। ২ প্রবরান্তর্গত ঋষিভেদ। দেবানাং রথঃ। ৩ দেবতাদিগের রথ, বিমান।

দেবরহস্য (ক্লী) দেবানাং রহস্যং। দেবতাদিগের রহস্য, অতিগোপ্য। "শ্রুতং দেবরহস্যং তে নারদাদ্দেবদর্শনাৎ।" (ভারত আশ্ব' ৩৬ অঃ)

দেবরাজ্ (পুং) দেবেষু রাজতে রাজ-কিপ্। ইন্দ্র।

দেবরাজ (পুং) দেবানাং রাজা ৬তৎ, 'রাজাহসখিভ্যষ্টচ্' ইতি টচ্ সমাসান্তঃ। সুররাজ ইন্দ্র। ইহার নামান্তর—ইন্দ্র, সুরপতি, শক্র, দিতিজ, পবনাগ্রজ, সহস্রাক্ষ, ভগাঙ্ক, কশ্যপাত্মজ, বিড়ৌজা, সুনাসীর, মরুত্বৎ, পাকশাসন, জয়ন্তজনক, শচীশ, দৈত্যসূদন, বজ্রহস্ত, কামসখা, গৌতমীব্রতনাশন, বৃত্রহা, বাসব, দধীচিদেহভিক্ষুক, জিষ্ণু, বামনভ্রাতা, পুরুহূত, পুরন্দর, দিবস্পতি, শতমখ, সুত্রামা, গোত্রভিৎ, বিভু, লেখর্ষভ, বলারাতি, জম্ভভেদী, সুরাশ্রয়, সংক্রন্দন, দুশ্চ্যবন, মেঘবাহন, আখণ্ডল, হরিহয়, নমুচিপ্রাণনাশন, বৃদ্ধশ্রবা, বৃষ, দৈত্যদর্পনিসূদন। [ইন্দ্র দেখ।] ইহার নাম উচ্চারণ করিলে সকল পাপ নাশ হয়। (ব্রহ্মবৈ' জন্মখণ্ড)

দেবরাজ, প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ ডাহিরের খুল্লতাত পুত্র। কাহারও মতে ইহার পিতার নাম চন্দ্র। ব্রাহ্মণাবাদের ৮১ মাইল দূরে পোকর্ণের নিকটবর্ত্তী শীরো (শিরোহী ?) নামক স্থানে ইনি রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ বিন্ কাসিমের নিকট ডাহির পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার অনেক আত্মীয়বর্গ দেবরাজের নিকট গিয়া আশ্রয় লইয়া ছিলেন।

দেবরাজ, দাক্ষিণাত্যের কএকজন হিন্দু রাজা। [বিজয়নগর, মহিসুর, ও যাদবরাজবংশ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দেবরাজ, কএকজন সংস্কৃত কবি, অনিরুদ্ধচরিত, আর্য্যামঞ্জরী, নানকচন্দ্রোদয় প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। ২ বিষতত্ত্ব-প্রকাশিকা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থকার। ৩ বরদরাজের পুত্র, মুহূর্ত্তপরীক্ষা রচয়িতা ও মুক্তাবলী নামে একখানি জ্যোতিষের টীকাকার।

দেবরাজ, দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজের অন্তর্গত বিজয়নগরের প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে অনেক রাজা। এ পর্য্যন্ত এই বংশের যত গুলি তাম্রশাসন বা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "রাজা দেবরাজ" নামে কোন রাজপ্রদত্ত লিপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ডাঃ বুর্ণেল এই বংশের যে নামমালা ও রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, তৎ পাঠে জানা যায় যে রাজা দ্বিতীয় বুক্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরাজ বীরদেব বা বীর ভূপতি এবং তিনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মিঃ সোয়েল মান্দ্রাজের প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাইয়াছিলেন, তাহার আলোচনায় তিনি স্থির করিয়াছেন রাজা দ্বিতীয় বুক্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরিহর (২য়)। রাজা দ্বিতীয় হরিহরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরায় (১ম), তিনি ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। এই প্রথম দেবরায়ের পুত্রের নাম বিজয় ভূপতি; ইনিই ১৪১৮ শকাব্দে রাজা ছিলেন। মিঃ সোয়েল রাজা বিজয় ভূপতি প্রদত্ত ১৪১৮ শকাব্দের (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের) প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছেন; সুতরাং অনুমান করিতে হইলে এই বিজয় ভূপতিকে দেবরাজের নামান্তর বলিয়া ধরিতে হয়। অথবা এই বংশের নামমালা এবং কাল তালিকার আলোচনা নিঃসংশয়িতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। [বিজয়নগর দেখ।]

দেবরাজ যজ্বন্, রঙ্গপুরীয় যজ্ঞেশ্বরের পুত্র। নিরুক্ত ভাষ্যকার।

দেবরাত (পুং) দৈ-ক্ত দেবেন শ্রীকৃষ্ণেন রাতঃ রক্ষিতঃ। ১ দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত পরীক্ষিত নৃপ।

২ বিশ্বামিত্রের এক পুত্র।

৩ দ্বাপর যুগের একজন খ্যাত রাজা। ৪ এক স্মৃতিকার।

দেবরাম, অধিকরণমালা ও আহ্নিকচন্দ্রিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

দেবরায়, বিজয়নগরের প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে "দেবরায়" নামে দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রথম দেবরায় রাজা দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র, ১৪০৭ হইতে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় দেবরায় বিজয় ভূপতির পুত্র, ১৪২২ হইতে ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। [বিজয়নগর দেখ।]

দেবরায়দুর্গ, মহিসুর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটী সুরক্ষিত গিরিদুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৪০ ফিট্ উচ্চে, অক্ষা' ১৩° ২২´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি' ৭৭° ১৪´ ৫০´´ পূঃ, তুমকুড় সহর হইতে ৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ এই স্থান জয় করিয়া এখানে উক্ত গড় নির্ম্মাণ করেন। মহিসুরের অনেক রাজপ্রতিষ্ঠিত গিরিশৃঙ্গে দুর্গনরসিংহের মন্দির আছে। দেবের প্রায় দশ হাজার জহরত আছে। দেবের বার্ষিক উৎসবের সময়ে এখানে অনেক লোক আসিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে জেলার ইংরাজ রাজপুরুষগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। এখানে জলকষ্ট নাই।

দেবরায়পল্লী, নেলূর জেলার আত্মকূর তালুকের মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০।

দেবর্ষি (পুং) দেবইব ঋষিঃ দেবানাং ঋষির্বা। ১ নারদাদি ঋষি। ২ তারাদিকর্ত্তা কণাদাদি।

"দেবর্ষিরচিতং পার্থ্যাঃ কৃষ্ণাত্রেয়চিকিৎসিতং।
তারতন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ॥"

(ভারত শান্তি ২১০ অঃ)

দেবল (পুং) দেবং লাতি গৃহ্লাতি নিজ জীবিকার্থং দেব লা-ক। দেবাজীব, যাহারা দেবতাপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পূজারি বামুন, এই দেবলব্রাহ্মণ পতিত।

"দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)
"চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥" (মনু ৩।১৫২)

চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী, ব্যবসাজীবি ইহারা হব্যকব্যে বর্জ্জনীয়। দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। দীব্যতি আনন্দেনেতি দিব-কলচ্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮)। ২ ধার্ম্মিক। ৩ নারদ মুনি। রকার ও লকারের অভেদ হেতু। ৪ দেবর। ৫ ধর্ম্ম-শাস্ত্রবক্তা মুনি বিশেষ। ইনি অসিত মুনির পুত্র, বেদব্যাসের শিষ্য। রম্ভার শাপে অষ্টবক্র হইয়াছিলেন।

"অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এবচ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ গতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ॥"

(দেবীভাগবত ১।২০।৩)

৬ প্রত্যূষ ঋষির পুত্র। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।১১৫) ৭ এক স্মৃতিকার।

দেবল, সিন্ধুনদের মোহানায় অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন বন্দর। এখন আর এ বন্দরের চিহ্ন মাত্র নাই। সমুদ্র হইতে ৩ ক্রোশ পথ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এখানে বহুসংখ্যক লোকের বসবাস ছিল। নানা দেশ বিদেশ হইতে বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত।

৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্ কাসিম্ সসৈন্যে এই নগরে প্রবেশ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বলাজরী লিখিয়াছেন, মহম্মদ অরমাইল্ হইয়া সিন্ধুর বন্দর দেবলে আসিলেন। এখানে আরবেরা এক বৌদ্ধ মন্দিরের উচ্চপতাকা দেখিতে পান, তাহারা ঐ পতাকা তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া সহর অধিকার করে। চচনামার মতে, ৯৩ হিজিরা রজব মাসে (৭১২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে) দেবল বন্দর কাসিমপুত্র মহম্মদের অধিকৃত হয়।

দেবলক (পুং) দেবল এব স্বার্থে কন্। দেবল।

"আম্বারকা দেবলকা নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালা মহাপথিক পঞ্চমাঃ॥" (ভারত ১২।৭৬।৬)

দেবলঘাট, [দেউলঘাট দেখ।]

দেবলগাঁও, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহারই পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অক্ষা° ২০° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ২´ পূঃ। বৈরাগড়ের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ঐ পাহাড়ে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়।

দেবলবাড়া, ১ মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধা জেলার মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, বর্দ্ধা (বরদা) নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার রুক্মিণী দেবীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। প্রতি বর্ষের কার্ত্তিক মাসে এখানে এক মহামেলা হয়, তাহাতে নাগপুর, পুণা, নাসিক, জব্বলপুর প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বিস্তর তীর্থযাত্রী ও বণিক উপস্থিত হয়। মেলা প্রায় ২৫ দিন থাকে, তাহাতে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়। এ সময়ে দেবালয়ের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে।

এই গ্রামের পার্শ্বেই ভাগবতোক্ত প্রাচীন কুণ্ডিনপুর অবস্থিত। এখানে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক রাজত্ব করিতেন।

২ বরারের ইলিচপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। অক্ষা° ২১° ১৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪৫´ পূঃ। ইলিচপুর হইতে প্রায় সাত ক্রোশ দূরে পূর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। এখন অতি অল্প লোকই বাস করে। দুই একটী প্রাচীন মন্দির ও তিন শত বর্ষ পূর্ব্বেকার এক মস্জিদ্ ভিন্ন প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিবার কিছুই নাই। হিন্দুমন্দিরের মধ্যে নৃসিংহ-মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের নিকটেই 'করশুদ্ধি-তীর্থ'। প্রবাদ এইরূপ, নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া কোথাও তাঁহার হাতের রক্ত ধৌত করিতে পারিলেন না। শেষে এই দেবলবাড়ায় আসিয়া তাঁহার কর শোধন করিতে সমর্থ হইলেন, যেখানে তিনি হস্ত ধৌত করেন, সেই সরোবর এখন 'করশুদ্ধিতীর্থ' নামে খ্যাত।

দেবলতা (স্ত্রী) দেবপ্রিয়া লতা। ১ নবমল্লিকা। দেবলস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ২ দেবলত্ব, উপজীবিকার জন্য দেবপূজন।

দেবলাঙ্গুলিকা (স্ত্রী) দেবরতি পরিদেবরত্যনেন দেব-পিচ্ যঞ্। দেবঃ লাঙ্গুলিকঃ পুচ্ছো যস্যাঃ। বৃশ্চিকালি, বিছুটী।

দেবলাতি (স্ত্রী) দেবানাং তৎপ্রতিমানাং লাতিঃ গ্রহণং ৬তৎ। দেবপ্রতিমা গ্রহণ।

দেবলোক (পুং) দেবানাং লোকঃ ৬তৎ। ১ স্বর্গ, ভূঃ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই ৭টী দেবলোক।

"ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (সুহ্মপু°)

দেববক্ত্র (ক্লী) দেবানাং বক্ত্রং মুখমিব। দেবতাদিগের অগ্নি মুখস্বরূপ, কারণ তাঁহারা অগ্নিমুখে ভোজন করিয়া

থাকেন। অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে হব্যকব্যাদি হুত হয়, অগ্নি হইতে দেবগণ প্রাপ্ত হন, এইজন্য দেববক্তৃ শব্দে অগ্নি।

দেববর্ত্মন্ (ক্লী) দেবানাং বর্ত্ম ৬তৎ। আকাশ।

দেববর্দ্ধকি (পুং) দেবানাং বর্দ্ধকিঃ। বিশ্বকর্ম্মা।

দেববর্দ্ধন (পুং) দেবকনৃপের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।২২)

দেবর্দ্ধি (দেবর্দ্ধিগণিক্ষমশ্রমণ) একজন প্রসিদ্ধ স্থবির। ইনি লৌহিত্যস্থরি ও দুষগণির শিষ্য। ৯৮০ বীর শতাব্দে বলভীর সভ্যে ইনিই জৈনসিদ্ধান্ত লিপিগত করেন। ইহার সময় এক পূর্ব্বমাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইহার আর এক নাম দেববাচক।

দেববর্ষ (ক্লী) দেবানাং বর্ষং ৬তৎ। দ্বীপভেদ। (ভাগ° ৫।২০।৯)
কোন কোন পুস্তকে দেববর্ষ এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দেববল্লভ (ত্রি) দেবানাং বল্লভঃ ৬তৎ। ১ দেবতাদিগের প্রিয়। (পুং) ২ সুরপুন্নাগ।

দেববাত (পুং) দৈবের্বাতঃ কর্ম্মণি-ক্ত। ঋষিভেদ। "অমস্থিষ্টাং ভারতারেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষং।" (ঋক্ ৩।২৩।২)

দেববায়ু (পুং) দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

দেববাহন (পুং) দেবান্ হবীংষি বাহয়তি প্রাপয়তি বহ-ণিচ্-ল্যু। অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের হবি বহন করিয়া থাকেন, এইজন্য দেববাহন শব্দে অগ্নি।
"দ্যুবো অগ্নিঃ সমিধ্যতে অশ্বো ন দেববাহনং।" (ঋক্ ৩।২৭।১৪)
(ক্লী) দেবানাং বাহনং। ২ দেবতাদিগের বাহন।

দেববিদ্যা (স্ত্রী) দেবজ্ঞানার্থো বিদ্যা। নিরুক্তবিদ্যা।
"দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা মাবৈবেত্তন্নারোপাধ্য।" (ছান্দোগ্য উপ°)
'দেববিদ্যা নিরুক্তং' (ভাষ্য)

দেববিশ্ (স্ত্রী) দেবানাং বিশঃ। দেবতাবিশেষ।

দেববী (ত্রি) দেবং বেত্তি কাময়তে বী-কিপ্। দেবকাম।
"সবহ্নিঃ সোমঃ জাগৃবিঃ পবস্ব দেববীবিতি।" (ঋক্ ৯।৩৬।২)

দেববীতি (স্ত্রী) বী-খাদনে ক্তিন্, দেবানাং বীতিঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের ভক্ষণ।
"দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি।" (শুক্লযজুঃ ১।১৪)
'দেবানাং ভক্ষণায়' (মহীধর)

দেববৃক্ষ (পুং) দেবপ্রিয়োবৃক্ষঃ। ১ মন্দার বৃক্ষ। ২ গুগ্গুলু। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

দেববৃত্তি (স্ত্রী) দেবকৃতা উণাদিসূত্রবৃত্তিঃ। উণাদি সূত্রের বৃত্তিভেদ।

দেববৃদ্ধ (পুং) সাত্বতের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

দেববেহাগ, ইহার চলিত নাম দেওবিহাগ, কল্যাণ ও বেহাগ বা সারঙ্গ ও পুরবী যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ। স্বরগ্রাম—নি সা ঋ গ ম প ধ ঃ ঃ। (সঙ্গীতর°)

দেবব্যচস্ (ত্রি) ব্যি-অঙ্ক গতৌ অসুন্ দেবৈর্ব্যচঃ ৩তৎ। দেবতাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। "বৃণীমহি দেবব্যচা বিবর্হিঃ।" (ঋক্ ৩।৪।৪)

দেবব্রত (পুং) ভীষ্মদেব।
"গাঙ্গং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ।
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ কৌরবাণাং পিতামহঃ॥" (হরি° ৩অঃ)
২ গেয় সামভেদ। (ক্লী) ৩ দেবত্বসাধনব্রত।

দেবব্রতিন্ (ত্রি) দেবতার্থং ব্রতং অস্ত্যস্য ইনি। দেবার্থ ব্রতযুক্ত, যাহারা দেবতার নিমিত্ত ব্রতধারণ করেন।

দেবশত্রু (পুং) দেবানাং শত্রুঃ ৬তৎ। ১ দেবারি, অসুর, দেবতাদিগের শত্রু। ২ স্কন্দোক্ত দেবগণগ্রহভেদ।
[দেবগণগ্রহ দেখ।]

দেবশর্ম্মন্ (পুং) দেব ইব শর্ম্মা অশুভনাশকঃ। ব্রাহ্মণের উপনাম, ব্রাহ্মণজাতির উপাধিবিশেষ। ব্রাহ্মণদিগের নামকরণের সময় নামের শেষে দেবশর্ম্মন্ এইরূপ রাখিতে হইবে।
"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতং॥" (বিষ্ণুপু°)
পিতা দশম বা একাদশ দিনে 'ত্বং অমুক দেবশর্ম্মাসি' এইরূপ নামকরণ করিবেন। [নামকরণ দেখ।]
২ ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ১৬৫ অঃ)
৩ একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া ইহার পত্নী সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন। এই জন্য ইনি মন্ত্রবলে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্র সর্পাকার ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহাকে যত্নে পালন করিতেন। তাহার সহিত এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হয়। তখন ঐ সর্পরূপী ব্রাহ্মণতনয় পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিল ও সর্পদেহ ভস্ম করা হইল। সেই অবধি তিনি নরদেহ ধারণ করিলেন। ৪ পাটলিপুত্রনগরবাসী একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ। ইহার কালনেমি ও বিগতভয় নামে দুই শিষ্য ছিল। ইনি তাহাদের দুইজনকে দুই কন্যা দান করেন। (কথাসরিৎ)

দেবশস্ (অব্য) দেব বাহ° শস্। দেবতা।
"স্বস্তিপ্রভৃতি তান্ দেবশো বিহি।" (ঋক্ ৩।১।১৫)

দেবশিল্পিন্ (পুং) দেবানাং শিল্পী। বিশ্বকর্ম্মা।

দেবশুনী (স্ত্রী) দেব ইব প্রভাবান্বিতা শুনী। দেবতুল্য প্রভাবযুক্তা শুনী, সরমা।
"পণিভিঃ ন্যুষ্টৈর্নিগূঢ়াগা অন্বৈচ্ছৎ সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ।"
(ঋক্ ১।৬।৪)

পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞারম্ভকালে এক কুকুর উপস্থিত হইয়াছিল, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করেন। ঐ কুকুর তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিয়া দেয় যে, 'আমি কোন অপরাধ বা যজ্ঞীয় দ্রব্য স্পর্শ করি নাই, তথাচ বিনাপরাধে আমাকে প্রহার করিয়াছে।' দেবশুনী সরমা ইহা শুনিয়া জনমেজয়ের যজ্ঞে গমন করিয়া জনমেজয়কে কহিল, 'আমার এই পুত্র তোমাদের নিকট কোন অপরাধ ও যজ্ঞীয় ঘৃত অবলেহন করে নাই, বিনাপরাধে যেমন আমার এই পুত্রকে প্রহার করিয়াছ, এই জন্ত তোমাদের অলক্ষিত ভয় উপস্থিত হইবে।' দেবশুনী সরমা এই শাপ দিয়া চলিয়া যায়। (ভারত আদি° ৩ অঃ)

দেবশেখর (পুং) দেবঃ ক্রীড়াপ্রধঃ শেখরো যস্ত। ১ দমনক। (ক্লী) দেবানাং শেখরং। ২ দেবতার মস্তক।

দেবশেষ (ক্লী) অনন্ত।

দেবশ্রবস্ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। ২ বসুদেবের ভ্রাতা।

দেবশ্রী (পুং) দেবান্ প্রস্তি হবির্দানেন সেবতে শ্রী-কিপ্। যজ্ঞ। "দৈবায় ধর্ত্রে জোষ্ট্রে দেবশ্রীঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৭।৫৬) (স্ত্রী) দেবানাং শ্রী। ২ দেবতাদিগের লক্ষ্মী।

দেবশ্রুৎ (ত্রি) দেবেষু শ্রয়তে শ্রু-কিপ্ তুক্। দেবতাদিগের মধ্যে বিখ্যাত।

"দেবশ্রুতৌ দেবেষ্বাঘোষিতং।" (শুক্লযজুঃ ৫।১৭)

দেবশ্রুত (পুং) দেবেষু শ্রুতঃ বিখ্যাতঃ। ১ ঈশ্বর। ২ নারদ। ৩ শাস্ত্র। ৪ অবসর্পিণীর জিনভেদ।

"স্বয়ংপ্রভশ্চ সর্ব্বানুভূতিদেবশ্রুতৌ চ যৌ।" (হেম)

৫ শুক্রাচার্য্যের পুত্রবিশেষ। (দেবীভা° ১।১৯।৪১)

দেবশ্রেণী (স্ত্রী) দেবানাং শ্রেণী চ। ১ মূর্ব্বালতা। ২ দেবতাদিগের পংক্তি।

দেবশ্রেষ্ঠ (পুং) ১ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ।

"দেববায়ু রহস্তশ্চ দেবশ্রেষ্ঠঃ বিদূরথঃ॥" (হরিবংশ ৭ অঃ)

দেবেষু শ্রেষ্ঠঃ। ২ দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

দেবসখ (পুং) দেবানাং সখা "রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্।" ইতি টচ্ সমাসান্ত। দেবতাদিগের সখা।

দেবসংগীতযোনিন্ (ত্রি) নাক্ষ্য।

দেবসত্র (ক্লী) যজ্ঞভেদ।

দেবসত্ত্ব (ত্রি) দেবইব সত্ত্বং যস্ত। দেবতার স্তায় সত্তাযুক্ত।

দেবসদ (ত্রি) সীদত্যত্র সদ কিপ্ দেবানাং সদঃ। দেবস্থান।

দেবসদন (ত্রি) সীদত্যত্র সদ আধারে ল্যুট্। ১ দেবতাদিগের আধার। "বর্হির্দেবসদনং।" (শ্রুতি) "অথখো দেবসদনস্তৃতীয়স্তামুতো দিবি।" (অথর্ব্ব ৫।৪।৩) ২ স্বর্গ। ৩ দেবালয়।

দেবসদ্মন্ (ক্লী) দেবানাং সদ্ম। দেবতাগৃহ, দেবালয়।

দেবসভা (স্ত্রী) দেবানাং সভা। ১ দেবতাদিগের সমাজ। পর্য্যায়—সুধর্মা, সুধর্ম্মী। ২ রাজসভা।

দেবসভ্য (ত্রি) দেবস্ত ক্রীড়ারাঃ সভা তস্যাং সীদতি ইতি যৎ। ক্রীড়াসভায়, ক্রীড়াসভাসদ্। পর্য্যায়—সভিক, দেব, সামাজিক। (ত্রিকাণ্ড)

দেবসর্ষপ (পুং) দেবপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ। বৃক্ষভেদ। পর্য্যায়—অধাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, ক্ষুদ্রসর্ষপক, সূক্ষ্মদল, নির্জ্জরসর্ষপ, ক্ষুদ্রবাজিন্। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফদোষ ও রক্তামাশয়নাশক। (রাজনি°)

দেবসহ (স্ত্রী) দেবং সহতে সহ-অচ্। ১ ভিক্ষাশৃহ্যভেদ। (স্ত্রী) ২ দস্তোৎপলৌষধি। (পুং) ৩ সোমাকর পর্ব্বতভেদ।

"হিমবত্যর্ব্বুদে সহ্যে মহেন্দ্রে মলয়ে তথা।
শ্রীপর্ব্বতে দেবগিরৌ গিরৌ দেবসহে তথা।" (সুশ্রুত)

এই সকল পর্ব্বত উত্তরদিকে বিস্তৃত আছে, ইহাদের মধ্যে বিস্তর সোম উৎপন্ন হয়।

দেবসাগরগণি, একজন জৈন পণ্ডিত। ইনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে অভিধানচিন্তামণির 'ব্যুৎপত্তিরত্নাকর' নামে একখানি টীকা রচনা করেন।

দেবসাৎ (অব্য) দেবাধীনং করোতি দেব-সাতি। ১ দেবতার নিমিত্ত দেয়, দেবতার অধীন। ২ অতি কষ্টে দেবতার অধীন করা।

"হত্বা বা দেবসাৎ কৃত্বা লোকান্ প্রাপ্স্যথ পুষ্কলান্।"
(ভারত দ্রোণ ১৯০ অ°)

দেবসাযুজ্য (ক্লী) দেবেন সাযুজ্যং সংমিলনং। দেবত্ব।

দেবসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ। ইনি ত্রয়োদশমনু।

"মনুস্ত্রয়োদশো ভাব্যো দেব-সাবর্ণিরাত্মবান্।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ॥" (ভাগ° ৮।১৩।১৪)

দেবসাবর্ণি স্থানে দেবসাবর্ণি এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দেবসিংহ, মধ্যভারতের অন্তর্গত রায়পুর জেলার রাজিম নামক স্থান হইতে ৮৯৬ কলচুরি সম্বতে (১১৪৫ খৃষ্টাব্দে) মাঘী শুক্লাষ্টমীতে (ওরা জানুয়ারীতে) খোদিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তথাকার রামচন্দ্র মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। তাহা হইতে জানা যায়, রাজমালবংশের পঞ্চহংস শাখায় ঠাকুর সাহিল নামে একজন বিখ্যাত বীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জয়লক্ষ্ম ভূভাগে রাজা হন। তাঁহার বাসুদেব নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাবিল, দেশল ও স্বামিন্ নামে তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে

খামিন্ ভট্টবিল (ভট্টাল) ও বিহরা প্রদেশ অধিকার করেন। এই খামিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব রাঙোর প্রদেশ এবং কনিষ্ঠ পুত্র দেবসিংহ কোমো নামক মণ্ডল অধিকার করেন। দেবসিংহের পুত্র সুবিখ্যাত বীর জগপাল বা জগৎপাল উদয়াঠাকুরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [জগৎপাল দেখ।]

দেবসিংহের আরও দুই পুত্র ছিল, তাঁহাদের নাম গাজল ও জয়ৎসিংহ। দেবরাজ নামে ইঁহাদের এক মন্ত্রী অশেষ বুদ্ধিজীবী ছিলেন, তাঁহারই মন্ত্রণাবলে জয়ৎপালাদি ভ্রাতৃগণ অশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠেন ও নানা রাজ্য জয় করেন।

দেবসিংহ, একজন 'বাস্তুশাস্ত্র' রচয়িতা।

দেবসুক্ত (পুং) সোমাকার দ্রুমভেদ।

দেবসুন্দর, তপাগচ্ছের একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। ১৩৯৬ সম্বতে জন্ম, ১৪০৪ সম্বতে মহেশ্বরগ্রামে ব্রত ও ১৪২০ সম্বতে অণহিল্লপত্তনে সূরিপদ লাভ করেন। ইঁহার পাঁচ শিষ্য প্রধান—কুলমণ্ডন, গুণরত্ন, সোমসুন্দর, জ্ঞানসাগর ও সাধুরত্ন, এই পাঁচজনেই অনেক জৈনশাস্ত্রীয় গ্রন্থের বৃত্তি রচনা করেন।

দেবসুষি (পুং) দেবৈঃ প্রাণাদিভিঃ বক্ষ্যমাণঃ সুষি দ্বারং। প্রাণাদিবায়ু বক্ষ্যমাণ হৃদয়ের দ্বারভেদ। এই দ্বার ৫টী।

দেবসূ (পুং) সুবন্তি অনুজানন্তি সূ-কিপ্, দেবাশ্চ তে সুবশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। অনুজ্ঞাকর্ত্তা দেবভেদ। "সবৈ দীক্ষতে, স উপসবথেহগ্নীষোমীয়ং · পশুমালভতে তস্য বপয়া প্রচর্য্য· গ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পুরোডাশং নির্বপতি অথৈতু দেবসুবাং হবীংষি নিরূপ্যন্তে।" (শত° ব্রা° ৫।২।৩।১) 'অথ দেবসুবায় হবীংষি নির্বপতি, সুবন্ত্যনুজানন্তীতি সুবঃ দেবাশ্চতে সুবশ্চেতি দেবসুবঃ তেষাং দেবসুবাং।' (ভাষ্য)

দেবসূরি, ১ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি যতিদিনচরিয়া (যতিদিনচর্য্যা) রচনা করেন।

২ একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। মুনিচন্দ্রসূরির শিষ্য। ১১৪৩ সম্বতে জন্ম, ১১৫২ সম্বতে দীক্ষা এবং ১১৭৪ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন। অণহিল্লপত্তনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় স্ত্রীলোকের মুক্তি সম্বন্ধে দিগম্বরাচার্য্য কুমুদচন্দ্রের সহিত ইঁহার ঘোরতর বিচার হয়। ইনি বিচারে জয়লাভ করায় দিগম্বরেরা নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিল। ১২০৪ সম্বতে ইনি ফলবর্দ্ধিগ্রামে এক জিনবিম্ব ও এক চৈত্য এবং আরাসন নামক স্থানে নেমিনাথ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইনি স্যাদ্বাদরত্নাকর নামে একখানি সুন্দর প্রমাণগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার শিষ্য রত্নপ্রভসূরি রত্নাকরাবতারিকা নামে স্যাদ্বাদরত্নাকরের একখানি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ১২২৬ সম্বতে দেবসূরি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

দেবসৃষ্ট (ত্রি) দেবেন সৃষ্টঃ। দেবতাকর্ত্তৃক সৃষ্ট। "দেবসৃষ্টো বা ঐবেষ্টির্বদাগ্রয়ণেষ্টিরনয়া।" (শতপথব্রা° ৫।২।৩।৯)

দেবসৃষ্টা (স্ত্রী) দেবায় ক্রীড়ার্থং সৃষ্টা। মদ্য, মদিরা।

দেবসেন, ১ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা। ইঁহার কন্যার নাম সুখলব্ধিকা। ২ একজন রাখাল, বৎসরাজ উদয়নের রাজ্যে এক স্থানে কতকগুলি যক্ষ রক্ষিত ধন ছিল। সেইস্থানে এই ব্যক্তি রাখালগণের উপর আধিপত্য করিত। রাজা বৃত্তান্ত জানিয়া ধন উদ্ধার করেন। ৩ শ্রাবস্তী নগরের একজন রাজা। এইরাজ্যে উন্মাদিনী নামে এক সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বণিক তনয়াকে রাজার সহিত বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু রাজপুরুষগণ রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে সেই কন্যাকে কুলক্ষণা বলিয়া রাজার সমীপে প্রচার করেন। কাজেই রাজার সহিত তাহার বিবাহ হইল না। কিন্তু সেনাপতির সহিত বিবাহ হইল। রাজা দৈবগতিকে একদিন তাহাকে দেখিয়া ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া অনুতপ্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (কথাসরিৎসাগর)

দেবসেন, (ভট্টারক দেবসেন) একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার, রামসেনের শিষ্য। ইনি ৯৫১ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত দংশনসার (দর্শনসার), ভাবসংগ্রহ ও তত্ত্বসার নামে প্রাকৃত গ্রন্থ, আরাহণসার (আরাধনসার) প্রভৃতি প্রাকৃত সংস্কৃত মিশ্রিত গ্রন্থ এবং ধর্ম্মসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

দেবসেনা (স্ত্রী) দেবানাং সেনা। ১ দেবতাদিগের সৈন্য। ২ প্রজাপতির কন্যাভেদ। সাবিত্রীর গর্ভে জন্ম। ইঁহার অপর নাম ষষ্ঠী বা মহাষষ্ঠী, ইনি মাতৃকা শ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। ইঁহার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা। একদা কেশীদানব ইঁহাকে হরণ করে। কিন্তু ইন্দ্র দেবসেনাকে রক্ষা করেন। এক দিনে ইন্দ্র স্কন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! আপনি জন্মগ্রহণ না করিতেই স্বয়ম্ভু এই কন্যাকে আপনার পত্নী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আপনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করুন। স্কন্দ দেবসেনার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। বৃহস্পতি জপ ও হোমকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহূ, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে সময় দেবসেনার সহিত স্কন্দের বিবাহ হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করেন। পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দ শ্রীযুক্ত হইয়াছেন, সেই নিমিত্ত উহা শ্রীপঞ্চমী বলিয়া খ্যাত

হইয়াছে, এবং ষষ্ঠীতে তিনি কৃতকার্য্য হন বলিয়া ষষ্ঠী মহাতিথি হইয়াছে। (ভারত বনপ° ২২৮ অ°)

দেবসেনাপতি (পুং) দেবসেনায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। স্কন্দ, কার্ত্তিক। কার্ত্তিক দেবতাদিগের সেনানায়ক এই জন্ত কার্ত্তিকের নাম দেবসেনাপতি।

দেবস্থলি, আয়ারতন্ত্ররচয়িতা।

দেবস্থান (পুং) দেবানাং স্থানমিব স্থানং যস্ত। একজন সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি। এই ঋষি পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে তাঁহাদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন।

পরে রাজ্য জয় হইলে যুধিষ্ঠির যে সময়ে ভাগীরথী তীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইনি অনেক প্রকার সদুপদেশ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যত্যাগ বাসনা হইতে নিবৃত্ত করেন। (ভারত শান্তি ১-২০ অ°)

দেবস্মিতা, ধর্ম্মগুপ্ত বণিকের কন্তা। ইনি স্বেচ্ছায় গুহসেনকে বিবাহ করিবার জন্ত পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সহিত পলায়ন করেন। ইনি অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। ইনি স্বামীকে বিদেশে যাইতে দিতেন না। গুহসেন কটাহ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইলে কতকগুলি বণিকপুত্র দেবস্মিতার সতীত্ব নাশের বিশেষ চেষ্টা করে। সেই দুষ্টগণ যোগকরণ্ডিকা নামে এক পরিব্রাজিকার শরণাপন্ন হইল। এ পরিব্রাজিকার সিদ্ধিকরী নামে এক শিষ্যা ছিল। তিনি ঐ শিষ্যাকে লইয়া দেবস্মিতার ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরপুরুষাসক্তা করিবার জন্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবস্মিতা ইহা বুঝিতে পারিয়া ইহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া দাসীর দ্বারা ধুস্তূর সংযুক্ত সুরা ও কুকুরপদ চিহ্নযুক্ত একটী মোহর প্রস্তুত করাইলেন। পরে সঙ্কেতক্রমে পরিব্রাজিকাকে বলিয়া এক বণিক্‌পুত্রকে আনাইলেন।

এদিকে তাঁহার পরিচারিকা তাঁহার বেশধারণ করিয়া ঐ বণিক্‌পুত্রকে সেই সুরাপান করাইয়া সংজ্ঞাশূন্য করিল, এবং সেই মোহর দ্বারা তাহার কপালে অগ্নিযোগে চিহ্নিত করিয়া রাস্তার ধারে খানায় ফেলিয়া দিল।

এইরূপে একে একে চারিজনই স্বকৃত কর্ম্মের শাস্তিভোগ করিয়া প্রত্যাগত হইল। কিন্তু কেহই কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। দেবস্মিতা পরে ঐ পরিব্রাজিকাকে তাহার শিষ্যার সহিত ঐরূপে সংজ্ঞাহীনা করিয়া তাহাদের নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক সেইখানে ফেলিয়া দিলেন। পরে পাছে ঐ বণিক্‌পুত্রগণ তাঁহার স্বামীর কোন অনিষ্ট করে এই জন্ত বণিকবেশে কটাহদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় রাজার নিকটে জানাইলেন, আমার চারিটী চিহ্নিত ভৃত্য আপনার রাজ্যে পলাইয়া আসিয়াছে, আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। রাজা ঐ ভৃত্যগণের অনুসন্ধান করিতে বলিলে বণিকবেশধারী দেবস্মিতা চারিটী বণিকপুত্রকে দেখাইয়া দিল।

এই জন্ত পুরবাসীরা, বিশেষতঃ সেই বণিক্‌পুত্রেরাও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। দেবস্মিতা কহিলেন, রাজন্! এই ভৃত্যগুলির কপালে কুকুর পদ চিহ্ন আছে, দেখিতে আজ্ঞা হউক, পরে দেবস্মিতা আমূল আত্মবিবরণ রাজসমক্ষে ব্যক্ত করিলে সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং রাজাও পাতিব্রত্যের উপহার স্বরূপ বহু সম্পত্তি প্রদান করিলেন। পরে দেবস্মিতা গুহসেনের সহিত তাম্রলিপ্তিতে যাইয়া সুখে অবস্থান করেন। (কথাসরিৎসাগর)

দেবস্ব (ক্লী) দেবানাং স্বং। দেবপ্রতিমার জন্ত উৎসৃষ্ট ধন, কোন লোক দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি উৎসর্গাদি করিয়া তাহার ব্যয়াদি পরিচালনের জন্ত যে ধন দান করে, সেই ধনকে দেবস্ব কহে। এই দেবস্ব যিনি অপহরণ করেন, তিনি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন।

"ব্রহ্মস্বং চ গুরোর্দ্রব্যং দেবস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ।
কন্তাং দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে ধ্রুবঃ॥" (ভারত)
"যজ্ঞনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্বিদুর্বুধাঃ।" (মনু ১১।২০)

যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের যে ধন তাহাকে দেবস্ব কহে। এই দেবস্ব লোভপূর্ব্বক হরণ করিলে গৃধ্রোচ্ছিষ্ট দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়।

"দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং চ লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি॥"

(মনু ১১।২৬)

দেবস্বস্তক (পুং) দেবস্বেতি আদ্যশব্দোহস্ত্যস্য অনুবাকে অধ্যায়ে বা বুন্। দেবস্বাদি প্রতীকযুক্ত অধ্যায় বা অনুবাক।

দেবস্বামী, একজন বিখ্যাত ভাষ্যকার। ইনি আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ও বৌধায়নসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। হেমাদ্রি প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ ভক্তিকল্পতরু নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

দেবহবিস্ (ক্লী) যজ্ঞীয় পশু। "আপো দেবীঃ স্বদন্ত স্বাত্তং চিৎ সদ্দেবহবিঃ" (শুক্লযজুঃ ৬।১০)

দেবহব্য (পুং) দেবায় হব্যং যস্ত। ঋষিভেদ। "সুবর্চ্চা দেবহব্যশ্চ বিষক্সেনশ্চ বীর্য্যবান্।" (ভারত স° ৭ অ°)

দেবহাটা, খুলনা জেলার সাইহাটী পরগণার মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২২° ৩৩´ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি ৮৯° ০´ ১৫″ পূঃ। যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার।